রামের বল যম ও ইন্দ্রের সদৃশ, তাঁহার বুদ্ধি বৃহস্পতিতুল্য, তাঁহার ধৈর্য্য পর্ব্বতসদৃশ, তিনি আমা অপেক্ষাও গুণশালী। হায়! কবে আমি এই বৃদ্ধদশায় আত্মজ রামকে নিখিল সাম্রাজ্যের অধিপতি দেখিতে পাইব?' মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ এবং নানারূপ গুণগ্রাম-বিভূষিত দেখিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মানস করিলেন। তখন নৃপতি মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, "আমার শরীরে জরার আধিপত্য দাঁড়াইয়াছে, অন্তরীক্ষে গ্রহনক্ষত্রাদির মূর্ত্তিসকল প্রকাশিত ও ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে। এই কারণে পূর্ণচন্দ্রানন রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য প্রদান করা আমার অভিপ্রেত; বোধ হয়, ইহা রামের ও প্রজাদিগের অনভিপ্রেত হইবে না।" অনন্তর অবনীপতি দশরথ যোগ্যকালে আপনার ও প্রজাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে রামচন্দ্রের ও প্রজাদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন জন্য রামকে যৌবরাজ্যে রাজা করিতে সমুৎসুক হইলেন। তিনি তখন নানা দেশীয় ও নগরীয় প্রধান লোকদিগকে আনাইলেন। তাঁহাদিগকে সম্মানুসারে বাসভবন ও নানা প্রকার অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ প্রজা-সংবেষ্টিত হইয়া শোভিত হন, সে সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিগণে নৃপতি দশরথেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। তৎকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাধিপতিকে এ সংবাদ প্রদান ঘটে নাই। উদ্দেশ্য, তাঁহারা এ শুভ সংবাদ পরে অবশ্যই জানিতে পারিবেন। পরবল-বিজয়ী মহারাজ দশরথ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এরূপ সময়ে বিদেশীয় নৃপতিগণ উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কোশল-রাজের নিকট হইতে আসন গ্রহণ করিয়া তদভিমুখে উপবেশন করিলেন। বিনয়ী নৃপতিগণ এবং জনপদবাসী প্রধান ব্যক্তিগণ এইরূপে সম্মানিত হইয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে, অমরপতি ইন্দ্র যেরূপ অমরদিগের মধ্যে থাকিয়া শোভিত হন, রাজা দশরথ তাহার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। * ৩৪-৫১।

দ্বিতীয় সর্গ।

দশরথ এবং নিমন্ত্রিত রাজগণের কথোপকথন।

অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর ও রাজোপযুক্ত মধুরস্বরে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা অবগত আছেন যে, মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্রবৎ এই বিশাল সাম্রাজ্য পালন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতির পালিত সাম্রাজ্যের সুখবৃদ্ধির উদ্দেশে প্রস্তাব করিতেছি, আমিও পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আত্মসুখভোগ-বিরত হইয়া যথাশক্তি এই রাজ্য পালন করিয়াছি। নিখিল লোকের মঙ্গলকামনায় শ্বেতাতপত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে আমার বয়স বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। আমি জীর্ণদেহে শান্তিসুখভোগ করি, এই আমার অভিপ্রায়। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে যে ভার দুর্ব্বহ, আমি রাজপ্রভাবানুসারে সেই গুরুতর ধর্ম্মভার বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে উপস্থিত নৃপতিদিগের অনুমতি-গ্রহণান্তে পুত্রের প্রতি প্রজাপালনভার সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে বাসনা করি। পরবলঘাতী মদাত্মজ রামচন্দ্র বীর্য্যে পুরন্দরতুল্য এবং সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। পুষ্যার সহিত চন্দ্রের সংযোগ ঘটিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় ধার্ম্মিকচূড়ামণি রঘুমণিকে প্রাতঃকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। এই লক্ষ্মণাগ্রজ রাজপদের উপযুক্ত। আমার বিশ্বাস, ত্রিলোকমণ্ডল ইঁহাকে পাইয়া নাথবান্ হইবে। আমি অদ্যই রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের ক্লেশ পরিহার করিব। যদি আমার এই প্রস্তাব তোমাদের অনুকূল হয়, তবে এ পক্ষে অভিমতি প্রদর্শন কর। যদি তোমাদের নিকটে আমার এই প্রস্তাব প্রীতিকর বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে এতদপেক্ষা যাহা হিতকর, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবে; কারণ, মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ-বিবেচনায় ফলোপধায়িনী হইয়া থাকে।" নীলমেঘ-দর্শনে ময়ূর যেরূপ আনন্দিত হয়, তাহার ন্যায় নৃপগণ সন্তুষ্টমনে মহারাজ দশরথের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ১-২১।

তখন সভাস্থ সামন্ত-নৃপতিগণের হর্ষধ্বনি উচ্চারিত হইল, তাহাদের আন্দোলনে অবনী যেন প্রকম্পিত হইল। অনন্তর দ্বিজাতিগণ ও সেনাপতি সকল পৌর-জানপদবর্গের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া এই মন্ত্রণা করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রাচীন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে; অতএব আপনি এক্ষণে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আমরা মহাবীর রামকে প্রকাণ্ড হস্তীতে আরূঢ় ও তদীয় আনন ছত্রাবৃত দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি।" তখন নৃপতি তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা আমার প্রস্তাবে রামকে যে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত করিতে সম্মত হইয়াছ, তাহাতে আমার মনে একটি সন্দেহ জন্মিয়াছে; অতএব তোমাদের অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ কর। আমি জীবদ্দশায় যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি, তখন কি কারণে রামকে রাজা করিতে তোমাদের প্রবৃত্তি হয়, বল?" তখন নৃপগণ পৌর ও জনপদগণের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র রামচন্দ্রের নানাপ্রকার সদ্গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আপনার নিকটে সেই অমিতগুণশালী রামের গুণকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রামচন্দ্র গুণে ইন্দ্রতুল্য, তিনি সত্যশরণ, তিনি আপনার গুণপ্রভাবে পূর্ব্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছেন। রামচন্দ্র পুরুষোত্তম, সত্যপরায়ণ ও সত্যস্বরূপ; ধর্ম্ম ও অর্থ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। তিনি প্রজাপালনে চন্দ্রতুল্য, ক্ষমাগুণে ক্ষৌণীসদৃশ বুদ্ধিতে বৃহস্পতিকল্প এবং বীর্য্যে সাক্ষাৎ শচীপতিসদৃশ। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সুশীল, অসূয়াশূন্য, ধর্ম্মজ্ঞ, ক্ষমাবান্ ও কৃতজ্ঞ। তিনি ভব্য, মৃদু, স্থিরচিত্ত প্রিয়বাদী ও সত্যবাদী। সেই রামচন্দ্র জ্ঞানবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগকে সেবা করিয়া থাকেন। এই সকল গুণপরম্পরায় তদীয় কীর্ত্তি, যশ ও তেজ বর্দ্ধিত হইতেছে। সুরাসুর-মনুষ্যলোকের সমস্ত অস্ত্র তাঁহার অধিকৃত। তিনি সমগ্র বিদ্যায় পারদর্শী ও ষড়ঙ্গ-বেদে ব্যুৎপন্ন। গন্ধর্ব্ববিদ্যা—সঙ্গীতাদিতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি; সেই মহামতি ভ্রাত্রজ শ্রেয়ের

* আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থ ও পুনাসংগৃহীত পুস্তকে "সমাগতৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য পুস্তকে এবং রামানুজ-টীকায় "পুরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।" এই পাঠ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে দেখিতে পাওয়া যায়, টীকাকারও 'পুরালয়ৈঃ' শব্দে রাজসেবার্থ 'সদাযোধ্যাস্থিতৈঃ' এইরূপ বাক্যার্থের অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং তদভিপ্রায়ে নৃপতিগণ রাজভক্তি-প্রদর্শনের জন্য সতত অযোধ্যায় বাস করেন, এইরূপ অর্থ-প্রতীতি হয়।

বাসস্থান ও সাধুব্রত। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা; তিনি যুদ্ধার্থে যখন গ্রাম ও নগরে যাত্রা করেন, জয়লাভ না করিয়া নিবৃত্ত হন না। তিনি যখন রথারোহণে বা গজপৃষ্ঠে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তখন পথিমধ্যে স্বজনের ন্যায় পুরবাসীদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি তাহাদের প্রত্যেকের পুত্র, পরিবার, ভৃত্য, শিষ্য ও অন্তরঙ্গসম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ঔরস-পুত্রের ন্যায় শিষ্যের সেবা, ভৃত্যের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আমাদিগকে প্রশ্ন করেন। তিনি লোকের উৎসব বা বিপদের সময় সংবাদ লইয়া থাকেন এবং তাহাদের অভ্যুদয়ে আনন্দিত ও বিপদে অবসন্ন হন। তিনি ধর্ম্মের আশ্রয়ে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। কথা কহিবার সময় তিনি মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া থাকেন। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় যুক্তিময় বাক্যের বক্তা। তাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, নেত্রদ্বয় আরক্ত ও আয়ত, দেখিতে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায়। রামচন্দ্র শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে লোকের অতিশয় প্রিয়, তিনি প্রজাপালক। আশ্চর্য্য! বিষয়লোভ তাঁহাকে কখনও মুগ্ধ করিতে পারে নাই। এই পৃথিবীর কথা কি, ত্রিলোকাধিপত্য-ভার-বহনেও ইনি কাতর নহেন। ইঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা ব্যর্থ হইবার নহে। ইনি নিয়মানুসারে বধ্যের বধসাধন ও অবধ্যকে দোষমুক্ত করেন। নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বিরাগভাব না হইয়া অর্থদানে তাহাকে সন্তুষ্ট করাই রামচন্দ্রের ধর্ম্ম। রামচন্দ্র প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রজাপুঞ্জের প্রীতিপ্রদ গুণসংযোগে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, এরূপ গুণনিধি রামচন্দ্রকে পতি পাইবার জন্য বসুমতীও আকিঞ্চন করেন। আপনি ভাগ্যক্রমে মহর্ষি কশ্যপের ন্যায় রামকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি রাজপদে অধিরূঢ় হন, ইহাও আমাদের ভাগ্যের কথা। বলিতে কি, সুরাসুর, মানব, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ রামের বল, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন। কি পুরবাসী, কি জনপদবাসী, কি আভ্যন্তর, কি বাহ্য, কি রাষ্ট্রমধ্য, কি তদ্বহিঃপ্রদেশ, কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলেই সায়ং ও প্রাতঃকালে দেবগণের নিকটে যশস্বী রামের উদ্দেশে মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন। আপনি এক্ষণে সকলের অভিপ্রায়ানুযায়ী রামরাজ্যাভিষেকে অনুমতি প্রদান করুন। ইন্দীবরশ্যাম রামের রাজ্যপ্রাপ্তি আমাদের সকলেরই প্রার্থনীয়। হে বরদ! আপনার নিকটে প্রার্থনা, আপনি দেবদেবোপম সর্ব্বহিতকারী উদারগুণসম্পন্ন আপনার আত্মজ রামচন্দ্রকে প্রসন্নচিত্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।" ২৮-৫৫।

তৃতীয় সর্গ।

দশরথ-সমীপে রামের আগমন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ পৌর, জানপদ ও নৃপতিগণের বদ্ধাঞ্জলি ও শিষ্টাচার দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে হিতকর প্রিয়বাক্যে কহিলেন, "আমি তোমাদের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি,তোমরা যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে আমার কি আনন্দ ও বিচিত্র প্রতাপের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে,বলিতে পারি না।" সকলকে এইরূপ বলিয়া বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, "এক্ষণে পুণ্য মধুমাস উপস্থিত, উপবন সকল নানাবিধ কুসুমে অলঙ্কৃত হইয়াছে; অতএব আপনারা এ সময়ে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় আয়োজন করুন।" নৃপতির উক্তি শেষ হইলে সভামধ্যে ঘোর কোলাহল সমুত্থিত হইল। ক্ষণমধ্যে কোলাহল-নিবৃত্তি হইলে নৃপতি মুনিবর বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, "হে ভগবন্! রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, আপনি তৎসংগ্রহের আদেশ করুন।" তখন কৃতাঞ্জলি মন্ত্রীদিগের প্রতি বশিষ্ঠদেব এই কথা বলিলেন, "তোমরা সুবর্ণাদি রত্নদ্রব্য,পূজা-সামগ্রী, সর্ব্বৌষধি, শুক্ল মাল্য, লাজ, পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাবিশিষ্ট বস্ত্র, রথ, সকল প্রকার অস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, সুলক্ষণ হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, শ্বেতচ্ছত্র, শতসংখ্যক স্বর্ণকুম্ভ, সুবর্ণ-শৃঙ্গবিশিষ্ট ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা সংগৃহীত করিয়া মহারাজের অগ্নিগৃহে প্রাতঃকালে সুরক্ষিত কর। অন্তঃপুর এবং নগরের দ্বারসকল চন্দন, মাল্য, সুগন্ধ ও ধূপাদিতে গন্ধযুক্ত কর। যাহাতে শত সহস্র লোকের সবিশেষ তৃপ্তি হইতে পারে, প্রাতঃকালে এরূপ দধিমিশ্রিত স্তূপাকার অন্নাদি ও অপর্য্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিও। সূর্য্যোদয় হইবামাত্র কল্য প্রভাতে স্বস্তিবাচন হইবে; তোমরা এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল সংরচন কর। রাজপথে পতাকা সকল স্থাপিত কর এবং জলসেকে পথসকল আর্দ্র করিতে থাক। গায়িকা ও গণিকাগণ সুসজ্জিত হইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থিতি করুক। দেবায়তন এবং চৈত্যস্থানে অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষ্য-সামগ্রী সংগৃহীত হউক; সেখানে পূজোপকরণ ও দক্ষিণা দিয়া দেবর্চ্চনা কর। বীরগণ বেশভূষা-বিমণ্ডিত হইয়া কৃপাণ ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক উৎসবক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকুক।" রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি এইরূপ কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া বশিষ্ঠ ও বামদেব পৌরোহিত্য-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা আজ্ঞাদান ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য রাজার সাক্ষাতে সমাধা করিতে লাগিলেন। সকল সামগ্রী সংগৃহীত ও প্রস্তুতীকৃত হইলে, তাঁহারা প্রীতমনে নৃপতিগোচরে বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন মহারাজ দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে আনাইয়া 'তুমি শীঘ্র রামকে আমার নিকটে লইয়া আইস' এইরূপ আদেশ করিলেন। সারথি আজ্ঞামাত্রে মহারথী রামকে রথে লইয়া আনয়ন করিতে লাগিলেন। ১-২৪।

এই সময় প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি মহাবীর নৃপতিগণ, আর্য্য ও ম্লেচ্ছ, অরণ্য ও পর্ব্বতবাসী ব্যক্তিগণ রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সুরগণ যেরূপ সুররাজের সেবা করেন, তাহার ন্যায় মহারাজ দশরথের শরণাগত। অযোধ্যাপতি তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া ইন্দ্রতুল্য শোভা পাইতেছিলেন। ইত্যবসরে প্রজানাথ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া বিখ্যাত-পৌরুষ আপনার আত্মজকে আসিতে দেখিলেন। তাঁহার বাহু সুদীর্ঘ, গমন মত্তমাতঙ্গবৎ, তদীয় চন্দ্রমুখ অতীব প্রিয়দর্শন। নিদাঘতপ্ত জনের পক্ষে মেঘ যেরূপ আনন্দের বস্তু, তিনিও সেইরূপ অসাধারণ রূপ ও উদারতাগুণে লোকের দৃষ্টি ও চিন্তাপহারক। নরাধিপ নির্নিমেষ-নয়নে তাঁহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। ইত্যবসরে রাম স্যন্দন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। * সুমন্ত্র দাশরথির অনুবর্ত্তী

* আমাদের অবলম্বিত পুস্তকে "স্যন্দনাত্তদা" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এদেশ-প্রচলিত অধিকাংশ পুস্তকে "স্যন্দনোত্তমাৎ" এরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হইলেন। পিতাকে দেখিবার জন্য পিতৃভক্ত রামচন্দ্র কৈলাসশিখর-সদৃশ বিচিত্র প্রাসাদে উঠিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পিতৃদেবের পাদমূলে নিপতিত হইলেন এবং আপনার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। পুত্রকে প্রণত ও কৃতাঞ্জলি দেখিয়া নৃপতি তদীয় অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন। তখন নরনাথ রামকে বসিবার জন্য মণিকাঞ্চন-ভূষিত এক উৎকৃষ্ট আসন-প্রদানের আদেশ করিলেন। পিতৃদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার শোভার সীমা রহিল না। সুমেরু যেরূপ সূর্য্যের উদয়কালীন তেজঃপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হয়, রামের উপবেশনে ঐ আসনও তদ্রূপ শোভিত হইল। চন্দ্রোদয়ে গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ শারদীয় আকাশ যেরূপ অলঙ্কৃত হয়, তাহার ন্যায় রাজসভা রামের অধিষ্ঠানে সুশোভিত হইল। লোকে দর্পণে যেরূপ আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তুষ্ট হয়, তাহার ন্যায় দশরথ প্রাণাধিক আত্মজকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। মহর্ষি কশ্যপ যেরূপ দেবেন্দ্রের প্রতি আদেশ করেন, তাহার ন্যায় তিনি রামকে বলিতে লাগিলেন, "হে বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর অনুরূপ পুত্র জন্মিয়াছ। হে রামচন্দ্র! তুমি যেরূপ গুণনিধি, সেইরূপ প্রজাগণও তোমার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত। অতএব পুষ্যাযোগে তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তোমাকে অধিক বলিতে চাহি না, তুমি স্বাভাবিক গুণবান্। এরূপ হইলেও স্নেহ-প্রবলতানিবন্ধন আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষ করি। তুমি যদিও বিনয়ী, তথাপি নিত্যকাল ইন্দ্রিয়সংযম করা তোমার কর্ত্তব্য; কাম-ক্রোধ হইতে যে সমস্ত ব্যসন সমুত্থিত হয়, তুমি তাহা পরিত্যাগ কর; পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা প্রজাপালনে তৎপর হও; অস্ত্রগৃহ, ধনাগার ও ধান্যাগার পূর্ণ রাখিতে যত্নবান্ হও। যিনি অভিমত প্রকৃতিবর্গকে অনুরাগী রাখিয়া রাজ্যপালন করিতে পারেন, অমৃতলাভে দেবগণ যেরূপ প্রীত হন, তাহার ন্যায় মিত্রগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব হে পুত্র! তুমি এইরূপে আত্মসংযম করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধন করিতে থাক।" রামের হিতকারী ব্যক্তিগণ রাজার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ত্বরিতগমনে রাজ-মহিষী কৌশল্যাকে এই সংবাদ জানাইলেন। শ্রবণমাত্রে রাজমহিষী তাঁহাদিগকে প্রচুর স্বর্ণ, রত্ন ও ধেনুসকল প্রদানের আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে রামচন্দ্র পিতৃদেবের চরণ বন্দনা করিয়া রথারোহণে নিজগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। পুরবাসিগণ নৃপতির আদেশ শ্রবণে উহাকে ইষ্টবস্তু-প্রাপ্তিস্বরূপ মনে করিয়া মহারাজের সহিত আমন্ত্রণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং রামের অভিষেক-ব্যাঘাত-নিবারণার্থ প্রফুল্ল-মনে দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ২৫-৫০।

চতুর্থ সর্গ।

শ্রীরামের অন্তঃপুর-প্রবেশ।

অনন্তর পৌরবর্গ প্রস্থান করিলে পর রাজা দশরথ মন্ত্রীদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আগামী কল্য চন্দ্রের পুষ্যাসংযোগ দাঁড়াইবে, ঐ দিনেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাই আমার অভিপ্রায়।" তিনি এই কথা বলিয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক 'রামকে পুনর্ব্বার আমার নিকটে আনয়ন কর,' এই কথা বলিলেন। সারথি নৃপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামকে সত্বর আনিবার জন্য তদীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রতিহারী-মুখে সুমন্ত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে রামচন্দ্র শঙ্কিত হইলেন। তখন সত্বর তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া কি কারণে আমার এখানে আগমন ঘটিয়াছে, তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সূত রাজকুমারের কথায় কহিলেন, "মহারাজ আপনাকে পুনর্ব্বার দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, অবধারণ করুন।" ১-৭।

তখন সুমন্ত্র-বচনে ত্বরান্বিত হইয়া রামচন্দ্র পিতৃচরণদর্শনার্থে পিতৃভবনে গমন করিলেন। নৃপতি রামের উপস্থিতি-সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অভিপ্রায়ে আত্মভবনে আনয়ন করিলেন। শ্রীরাম পিতৃ-ভবনে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে রামচন্দ্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দীর্ঘজীবী হইয়া যতদূর বিষয়ভোগ করিতে হয়, আমার তাহার ত্রুটি হয় নাই। আমি অন্নদান-পূর্ব্বক বিপুল দক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি। তোমার ন্যায় অনুপম আত্মজ লাভ করিয়াছি, আমি যে দান ও বেদাধ্যয়নাদি করিয়াছি, তাহা সার্থক হইয়াছে। যতদূর সুখভোগ করিতে হয়, তাহার সমস্তই হইয়াছে। আমি দেবর্ষি, পিতৃলোক, ব্রাহ্মণ ও আত্মঋণ হইতে মুক্তি পাইয়াছি। এক্ষণে তোমার রাজ্যাভিষেক ব্যতিরেকে আমার অপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই। এ সময়ে তোমাকে যাহা বলিতেছি, তৎপালনে সচেষ্ট হও। হে পুত্র! অদ্য প্রজালোক তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাইতে কামনা করিতেছে, অতএব আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। হে বৎস! অদ্য আমি বড় অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। দিবসে উল্কাপাত ও ঘোররবে বজ্রপতন ঘটিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা বলিতেছেন, সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিনটি বিরুদ্ধ গ্রহ আমার জন্মনক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়াছেন। এরূপ দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইলে হয় রাজার মৃত্যু, নয় ত ঘোর আপদ্ আপতিত হয়। হে রাঘব! মনুষ্যের মন স্বভাবতই চঞ্চল; অতএব আমার কোনও বিপদ্-সঙ্ঘটন হইবার পূর্ব্বে তুমি এই রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের স্থিতি। গণনার দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মতে চন্দ্রের পুষ্যাভোগ কল্য ঘটিবে। আমি তোমাকে রাজা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। কল্যই অভিষেক ঘটে, ইহাই আমার ইচ্ছা। অদ্য তুমি বধূর সহিত নিয়মানুসারে উপবাসী থাকিয়া কুশ-শয়নে শয়ন করিয়া থাকিও। অদ্য সাবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা করা তোমার সুহৃদ্গণের কর্ত্তব্য; কারণ, এরূপ কার্য্যে কোনও বাধা-বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে ভরত মাতুলালয়ে আছেন; সুতরাং এ সময়ে অভিষেক সমাহিত হয়, ইহাই আমার বাসনা। তোমার ভ্রাতা প্রকৃতই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও সজ্জন; আমি তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাধীন ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানি। কিন্তু কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়, ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তিরাও সময়ে রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আকুলচিত্ত হইয়া উঠেন; অতএব হে বৎস! এক্ষণে তুমি গাত্রোত্থান করিয়া স্বকীয় ভবনে গমন কর। জানিও, তোমাকে

কল্যই রাজ-সিংহাসনে বসিতে হইবে।" তদনন্তর দাশরথি পিতৃচরণে বিদায় লইয়া রাজ্যাভিষেক-সংবাদ সীতাকে জানাইবার জন্য প্রথমে নিজভবনে গমন করিলেন। সেখানে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতৃভবনে প্রবেশ করিলেন।* দেখিলেন, রাজমহিষী কৌশল্যা পট্টবস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বন করিয়া তাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনার উদ্দেশে দেবপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ সেখানে সমুপস্থিত, দেবী সীতাও কৌশল্যার নিকটে সাবধানে সন্নিবিষ্টা। যে সময়ে রাম পুরীপ্রবেশ করিলেন, সে সময়ে রামজননী মুদিত-নেত্রে পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্তা। সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা। তিনি পুত্রের রাজ্যাভিষেক শ্রবণে পুরাণপুরুষ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতেছেন। তখন রামচন্দ্র নিকটে অগ্রসর হইয়া জননীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং শুভ-সংবাদ-প্রদানে তাঁহার সন্তোষ বর্দ্ধন পূর্ব্বক বলিলেন, "জননি! পিতৃদেব আমাকে প্রজাপালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, আমাকে কল্যই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। পিতা আজ্ঞা করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে আমাকে সীতার সহিত উপবাসী থাকিতে হইবে, উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। রাজ্যাভিষেকোপলক্ষে জানকীর পক্ষে যে সকল মঙ্গল-কার্য্য বিহিত, আপনি অদ্যই তাহার আয়োজন করুন।" তখন রাম-জননী রামমুখে চির-কামনার সকল কথা শুনিয়া হর্ষজড়িতবাক্যে কহিলেন, 'হে বৎস! তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার শত্রু নির্ম্মূল হউক, তুমি রাজশ্রী লাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগের আনন্দবর্দ্ধন কর। তুমি শুভ নক্ষত্রে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি নিজগুণে পিতৃদেবকে তুষ্ট করিয়াছ। আমি এতদিন যে পদ্ম-লোচন হরির প্রসন্নতার প্রার্থিনী হইয়া ব্রতাদি-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা সফল হইল। কারণ, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজশ্রী তোমাতে সংক্রমিত হইল।" জননী এই কথা বলিলে রামচন্দ্র করযোড়স্থিত বিনীত ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, তোমাকেও আমার সহিত রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, হে বৎস! আমার জীবন ও রাজ্যভোগ আমার প্রয়োজনাধীন নহে, বাস্তবিক, ইহা তোমারই নিমিত্ত। অতএব তুমি ইচ্ছামত ভোগ করিতে থাক।" রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই বলিয়া জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার চরণে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকটে বিদায়-গ্রহণান্তে জানকীর সহিত আপনার ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৮-৪৫।

পঞ্চম সর্গ।

দশরথ ও রামের নিকট বশিষ্ঠের আগমন।

এ দিকে নৃপতি দশরথ 'আগামী কল্য তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে,' স্বীয় আত্মজ রামকে এই কথা বলিয়া গুরু বশিষ্ঠদেবকে আনাইয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি রামের মঙ্গল ও রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য সীতার সহিত তাঁহাকে উপবাস করিতে বলিয়া আসুন।" বেদবিৎ বশিষ্ঠদেব তদ্বাক্যে সম্মত হইয়া, ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামভবনে গমন করিলেন। তিনি নিমেষমধ্যে রামচন্দ্রের ভবনে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, অভ্রখণ্ডের ন্যায় তদীয় নিকেতন পাণ্ডুবর্ণ। তিনি রথারোহণে তিনটি প্রবেশদ্বার উত্তীর্ণ হইলেন। রামচন্দ্র উচিতমত সমাদর করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কর-ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অবতারিত করিলেন। তখন মহর্ষি রামচন্দ্রের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক তদীয় আনন্দ বর্দ্ধন করত কহিলেন, "হে রাঘব! তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাই তাঁহার অভিপ্রায়। অতএব অদ্য তুমি সীতার সহিত উপবাসী থাকিও। নহুষ কর্ত্তৃক যযাতির ন্যায় তোমার পিতা প্রীতমনে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।" এই কথা বলিয়া বিশুদ্ধব্রত মহর্ষি সীতার সহিত সীতাপতির উপবাস-সঙ্কল্প করাইলেন। তদনন্তর গুরুদেব যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়া নরদেবপুত্রের নিকটে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। এ দিকে কমললোচন রামচন্দ্র কিছু কাল বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত নানা কথাপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়া, তাঁহাদেরই কথাক্রমে বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নরনারীগণ আমোদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রফুল্ল-কমলবিশিষ্ট মত্ত-বিহঙ্গ-শোভিত সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজপথ লোকারণ্য। রাজপথে অসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। এমনই জনতা যে, পথ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না। নিয়ত লোকের সংঘর্ষ ও হর্ষাতিশয্যে রাজপথ সমুদ্র কলরবের ন্যায় তুমুল শব্দে পরিপূর্ণ। ঐ দিবস অযোধ্যার সকল পথ পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত, নগরীর তোরণসকল বিচিত্র মাল্যে অলঙ্কৃত, প্রায় সমস্ত গৃহই ধ্বজদণ্ডে বিশোভিত; নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উৎসবে উন্মত্ত এবং অভিষেক দর্শনে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষায় অবস্থিত; অধিক কি, প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির নিদানভূত হর্ষবিবর্দ্ধন এই মহোৎসবের জন্য সকলেই সমুৎসুক হইল। রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব এই প্রকার জনস্রোত দেখিতে দেখিতে ঐ জনতা ভেদ করিয়া মৃদুগমনে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ রাজমন্দির হিমগিরির শিখরতুল্য। বৃহস্পতি যেরূপ সুরপতির নিকট বিরাজমান থাকেন, তাঁহার ন্যায় তিনি নরেন্দ্রের সন্নিধানে শোভা পাইতে লাগিলেন। মুনিবর উপস্থিত হইবামাত্র নৃপবর সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অভিমত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে জানিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। তখন সভাস্থ সকলেই আপন আপন আসন হইতে উত্থিত হইয়া পুরোহিতের সম্মাননা করিলেন। তদনন্তর নরনাথ গুরুর আদেশক্রমে কেশরী যেরূপ গিরিগুহাকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় সভামণ্ডপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তারাপতি যেরূপ তারকা-বেষ্টিত নভঃপ্রদেশকে সুশোভিত করে, তাহার ন্যায় নৃপতি দশরথ প্রমদা-পরিপূর্ণ অমরাবতীতুল্য অন্তঃপুরকে যার পর নাই শোভিত করিলেন। ১-২৬।

---

* মূলে "প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞাদিষ্টেঽভিষেচনে। তৎক্ষণাদেব নিষ্ক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ॥" এই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, সীতাকে অভিষেক-সংবাদ প্রদানার্থ রামের গমন এবং তাঁহার সহিত তদন্তঃপুরে অদর্শন নিবন্ধন কৌশল্যা-পুরে প্রবেশ, এটি টীকাকারের অভিপ্রায়, সঙ্গত বিবেচনায় মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া আমরা এই অর্থ গ্রহণ করিলাম।

ষষ্ঠ সর্গ।

রামের বিষ্ণু-আরাধনা।

পুরোহিত প্রস্থান করিলে পর রামচন্দ্র কৃতস্নান হইয়া বিশালাক্ষী জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি দেবদেব ভগবানকে নমস্কার করিয়া হবিঃপাত্র ধারণ পূর্ব্বক তদুদ্দেশে দীপ্তানলে আহুতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর হোমশেষ-ভক্ষণ পূর্ব্বক নারায়ণ-সন্নিধানে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া, ধ্যান-পরায়ণ হইয়া কুশশয্যায় সীতার সহিত শয়ন করিলেন। তিনি এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং অধীন লোকদিগের প্রতি গৃহসজ্জার অনুমতি দান করিলেন। এই সময়ে সূত, মাগধ ও বন্দিগণের মুখে মধুর মঙ্গল-গীত শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব-সন্ধ্যাবসানে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রণত হইয়া মধু-সূদনকে স্তুতিবাদ করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন করিলেন। তাঁহাদের পবিত্র পুণ্যাহবাচন তূর্য্যের সহিত সম্মিলিত হইলে অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সীতাপতি সীতার সহিত উপবাসী আছেন, এই সংবাদে সকল লোকই সন্তুষ্ট হইল। তদনন্তর পৌরগণ রামাভিষেক শ্রবণ করিয়া, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে জানিয়া, পুরী সুশোভিত করিতে লাগিল। শুভ্র মেঘবৎ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, অট্টালিকা, চৈত্য, পণ্য-পরিপূর্ণ বিপণি, সুসমৃদ্ধ লোকালয়, সভা ও অত্যুন্নত বৃক্ষে পতাকা সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। নট, নর্ত্তক ও গায়কদিগের সঙ্গীতালাপে চতুর্দ্দিক্‌ মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলের মুখে রামরাজ্যাভিষেক-কথা ঘোষিত হইতে থাকিল। চত্বর ও গৃহমধ্যেও এই প্রকার ঘোষণা, ক্রীড়াকালে বালকেরাও ইহার জল্পনায় ব্যস্ত, সকলেই একভাবে উন্মত্তপ্রায়। পুর-বাসিগণ পথসকল পুষ্পহার-বিক্ষেপ ও ধূপগন্ধে সুগন্ধি করিতে লাগিল। যদি অভিষিক্ত হইয়া রামচন্দ্র রাত্রিকালে নগর-ভ্রমণে নির্গত হন, এই জন্য বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল প্রস্তুত হইল। এইরূপে পুরবাসিগণ রামের রাজ্যাভিষেককামী হইয়া নগরকে সজ্জিত করিতে লাগিল। সকলেই সভা ও চত্বরে সম্মিলিত হইয়া মহারাজ দশরথের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল, "আহা! মহারাজ দশরথ প্রকৃত মহাত্মা ও ইক্ষ্বাকুকুল-প্রদীপ। ইনি আপনার বৃদ্ধদশা জানিয়া রামকে রাজ্যভার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রামচন্দ্র আমাদের রক্ষাকর্ত্তা রাজা হইবেন, ইহাতেই আমরা অনুগৃহীত হইয়াছি। রাজকুমার রাম বিদ্বান্‌ ও শান্তপ্রকৃতি, ইনি যেরূপ ধার্ম্মিক ও ভ্রাতৃ-বৎসল, আমাদের প্রতিও সেইরূপ পক্ষপাতী। বৃদ্ধ মহারাজ দীর্ঘ-জীবী হউন, তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা রামকে রাজা হইতে দেখিব।" পৌরগণ পরস্পর এইরূপ কহিতেছে, এরূপ সময়ে রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা-শ্রবণে দিগ্‌দিগন্ত হইতে নানা জনপদের লোক সকল উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পর্ব্বকালীন সমুদ্রগর্জ্জন যেরূপ হয়, নানাদেশীয় অভ্যাগত লোকের কলরবে সে সময়ে সেইরূপ কোলাহল হইল। তখন অমরপুরীসদৃশ সেই রাজপুরী অভ্যাগত লোকদিগের সমাগমে আচ্ছন্ন হইয়া জলজন্তু বিক্ষোভিত মহাসমুদ্রের শোভা ধারণ করিল। ১-২৮।

সপ্তম সর্গ।

ধাত্রীপ্রমুখাৎ মন্থরার অযোধ্যাসজ্জার হেতুশ্রবণ।

মন্থরা রাজমহিষী কৈকেয়ীর চিরপ্রতিপালিতা দাসী। সে প্রাতঃ-কালে ইচ্ছাক্রমে চন্দ্রতুল্য প্রাসাদে আরোহণ করিল। দেখিল, রাজপথসকল জলে সিক্ত ও উৎপলদলে বিশোভিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে উন্নত ধ্বজ ও পতাকাসকল বিন্যস্ত; কোন স্থানে নিম্নোচ্চ পথ ও কোথায় বা গতায়াতের সুবিধার জন্য সুবিস্তীর্ণ পথসকল প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বিজগণ মাল্য ও মোদক হস্তে দণ্ডায়মান। দেবগৃহ সকল পরিষ্কৃত, সর্ব্বত্রই বাদ্যনিনাদিত। সকলেই উৎসবে উন্মত্ত; বেদ-গানে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন; অন্য কথা দূরে থাকুক, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণ আনন্দে অধীর। পৌরগণ উল্লাসে ভাসমান। মন্থরা এরূপ কাণ্ড দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। সে পট্টবস্ত্রপরিধানা এক ধাত্রীকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কারণে রাম-জননী কৌশল্যা আনন্দ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া অকাতরে ধনদান করিতেছেন? কি জন্যই বা লোকের অন্তরে এতদূর উল্লাস-ভাব ঘটিয়াছে? নৃপতিই বা অদ্য এমন কি কার্য্য করিবেন?" তখন ধাত্রী হর্ষাতিশয্যে বিদীর্ণ হইয়া কহিল, "মহারাজ পুষ্যানক্ষত্রে শান্তস্বভাব রামচন্দ্রকে রাজা করিবেন।" পাপীয়সী মন্থরা ধাত্রী-মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইল। সে ক্রোধে দগ্ধ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীর নিকটে গিয়া কহিল, "মূঢ়ে! আর শয়ন করিয়া থাকিও না; এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, তোমার ঘোর সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তুমি কি জানিতেছ না যে, প্রবল দুঃখভার তোমাকে পীড়িত করিতেছে? মহারাজ তোমাকে দেখিতে পারেন না; তবে কেন তুমি সৌভাগ্যে স্ফীত হইয়া থাক? দেখিতেছি, তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্ম-তাপিত নদীস্রোতের ন্যায়।" ১-১৫।

মন্থরা সক্রোধে এরূপ রূঢ়-বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী বিষণ্ণ-ভাব প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর পুনরায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ানুচরি! তোমার কি কোন অশুভ ঘটিয়াছে? আজ তোমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ ও অতিশয় দুঃখি দেখিবার কারণ কি?" সুচতুরা মন্থরা কৈকেয়ীর মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বাহ্যাকারে অধিকতর বিষণ্ণভাব দেখাইয়া রামের প্রতি বিদ্বেষভাব সমুৎপাদনের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ক্রোধভরে কহিল, "হে দেবি! তোমার ঘোর সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। মহারাজ রামকে রাজ্যভার প্রদান করিতেছেন। আমি তোমার হিতৈষিণী, অকস্মাৎ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া যুগপৎ দুঃখ, শোক ও ভয়ে আক্রান্ত হইয়াছি, আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধপ্রায়। বলিতে কি, তোমার বিপদ্‌ হইলে আমারও বিপদ্‌ ঘটিবে; তোমার সুখ-দুঃখে আমার সুখ দুঃখ। তুমি রাজনন্দিনী, রাজমহিষী; কি জন্য যে রাজধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পার না, বলিতে পারি না। তোমার স্বামী মুখে ধর্ম্মকথা বলেন, কিন্তু কার্য্যে তিনি বিলক্ষণ শঠ। তাঁহার মুখে মিষ্টতা, কিন্তু হৃদয় নিদারুণ। তুমি তাঁহাকে শুদ্ধ-স্বভাব জান বলিয়া তোমার এই বিপদ্‌। অদ্য তোমার স্বামী কতকগুলি মনো-মুগ্ধকর কথা বলিয়া তোমায় তুষ্ট করিয়া প্রকৃতই কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঐ দুষ্টাত্মা নরপতি ভরতকে মাতুল-ভবনে পাঠাইয়া দিয়া-



মন্থরার পারিতোষিক প্রাপ্তি

[illegible]
[illegible] প্রদান করিলেন।
[illegible] পৃষ্ঠা] [illegible]

ছেন; এক্ষণে এই নিষ্কণ্টক রাজত্ব রামকে দিতে প্রস্তুত। মাতা যেরূপ ভোজনাদি দ্বারা সর্পকে লালন-পালন করে, তাহার ন্যায় তুমি পতি-ছলে সর্পবৎ ক্রূর শত্রুকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছ। শত্রুকে বা সর্পকে উপেক্ষা করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় দশরথ-হস্তে তোমার পুত্রের সেই দশা ঘটিল। তুমি সেই পাপাত্মা নৃপতির বৃথা সান্ত্বনায় মুগ্ধ হইয়াছ। রামকে রাজা করিয়া সপরিবারে তোমার বধসাধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বলি, এখনও সময় আছে; অতএব যাহাতে আপনি রক্ষা পাও, পুত্রের উপায় হয় এবং আমিও বাঁচি, এরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।" সুন্দরী কৈকেয়ী প্রিয় পরিচারিকার কথায় শরৎকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি রামের অভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে পারিতোষিকস্বরূপ দিব্যালঙ্কার প্রদান করিলেন এবং তাহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে মন্থরে! তুমি অদ্য আমাকে কি সুখের সংবাদ শুনাইলে! বর্ত্তমানে আমার নিকটে এমন কোনও দ্রব্য দেখি না, যাহা প্রদান করিলে এই সংবাদের অনুরূপ হইতে পারে। আমি গর্ভজাত পুত্র ভরত ও কৌশল্যানন্দন রামকে ভিন্ন বলিয়া জানি না, অতএব মহারাজ যখন রামকে রাজা করিতেছেন, ইহাতে আমার বিশেষ সন্তোষ। বলিতে কি, রাম-রাজ্যাভিষেক-সংবাদ অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ বাক্য আর কিছুই নাই। যাহা হউক, মন্থরে! যদি এই পারিতোষিক অপেক্ষা তোমার অন্য কিছু প্রার্থনীয় থাকে, বল, এখনই তোমাকে তাহা প্রদান করিতেছি।" ১৬-৩৬।

অষ্টম সর্গ।

মন্থরার সহিত কৈকেয়ীর কথোপকথন।

তদনন্তর মন্থরা কুপিত ও দুঃখিত হইয়া কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, "মূঢ়ে! তুমি কি কারণে অযুক্ত স্থানে হর্ষপ্রকাশ করিতেছ? আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইহার পর তুমি কি শোকসমুদ্রে নিপতিত হইবে! হে দেবি! আমি তোমার দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে এই বলিয়া হাস্য করিতেছি যে, যাহা শোকের কারণ, তুমি তাহাতেই হর্ষ প্রকাশ করিতেছ। কালস্বরূপ সপত্নী-সন্তানের শ্রীবৃদ্ধিতে কোন্ বুদ্ধিমতী স্ত্রী আনন্দিত হইয়া থাকে? এ বিষয়ে তোমার যে দুর্ব্বুদ্ধি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেই আমার দুঃখ। রাজ্য সকল ভ্রাতার সাধারণ সম্পত্তি, এই কারণে ভরত হইতে রামের ভয় হইবার সম্ভাবনা; আমি তাহাতেই ভীত হইয়াছি; কারণ, ভীত ব্যক্তিই ভয়ের আস্পদ হয়। মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অনুগত, সুতরাং তাঁহা হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই। লক্ষ্মণ যেরূপ, সেইরূপ শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত, সুতরাং তাঁহা হইতেও রামের ভয় হইতে পারে না। উৎপত্তিক্রমানুসারে ভরতেরই রাজ্য আশ্রয়ের সম্ভব, এক্ষণে আশঙ্কা লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্নে নাই। রামচন্দ্র সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও ক্ষত্র কার্য্যে পটু; সুতরাং তাহা হইতে যে তোমার পুত্রের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, আমার নিয়তই এই চিন্তা বলবতী। বলিতে হইলে, কৌশল্যাই প্রকৃত ভাগ্যবতী। তাহা না হইলে, তাঁহার পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে কেন? রামের রাজ্যপ্রাপ্তি ও শত্রুবিনাশ ঘটিলে তোমাকে কৌশল্যার দাসী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে হইবে। তখন অগত্যা আমা-দিগকেও তোমার ন্যায় দাসী হইয়া থাকিতে হইবে; এইরূপে তোমার পুত্রকেও রামের ভৃত্য হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। রাম-বনিতা সীতা সখীদিগের সহিত আনন্দিত হইবেন, তোমার বধূগণ ভরতের খর্ব্বভাব দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে।" ১-১২।

তখন মন্থরাকে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন রামের প্রতি এরূপ অতিশয় অপ্রীতি-ভাবাপন্ন দেখিয়া কৈকেয়ী রামগুণ বর্ণন-পূর্ব্বক বলিলেন, "রামচন্দ্র ধার্ম্মিক, গুণবান্, সত্যবাদী ও শুচি, বিশেষতঃ তিনি মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র; অতএব যৌবরাজ্য তাঁহারই হওয়া উচিত। দীর্ঘায়ু রাম ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিবেন। হে কুব্জে! তুমি রামের অভিষেকবার্ত্তা-শ্রবণে দুঃখিত হইতেছ কেন? নিশ্চয়ই শতবর্ষ পরে ভরতের পৈতৃক রাজ্য-প্রাপ্তির অধিকার। হে মন্থরে! তুমি এরূপ উৎসবসময়ে দগ্ধ হইতেছ কেন? তোমার পরিতাপেরই বা কারণ কি? আমি যেমন ভরতের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তদ্রূপ বা তাহা হইতে রামের অধিকতর হিতৈষিণী। বিশেষতঃ রাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমাকে অধিকতর সম্মান করিয়া থাকেন। যদি রামের রাজ্যাভিষেক হয়, উহা ভরতেরই হইবে। কারণ তিনি যেরূপ আপনাকে দেখেন, ভ্রাতৃদিগকেও তত্তুল্য দেখিয়া থাকেন।" মন্থরা কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কথা বলিল, "কৈকেয়ি! তুমি শোকদুঃখময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অনর্থ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছ; সুতরাং নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছেন, ইহার পর তাঁহার পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং এইরূপে ভরতকে রাজবংশভ্রষ্ট হইতে হইবে। হে ভামিনি! রাজার সকল পুত্রে রাজপদ প্রাপ্ত হন না, বাস্তবিক তাহা প্রাপ্ত হইলে মহান্ অনর্থ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এই কারণে হয় জ্যেষ্ঠ, না হয় গুণবান্ কনিষ্ঠপুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পিত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা নিবন্ধন বলিতেছি, তোমার পুত্র ভরতকে সকল সুখভোগ ও রাজবংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া অনাথের ন্যায় কাল কাটাইতে হইবে। আমি তোমার হিতার্থে এতদূর বলিতেছি, আশ্চর্য্য! তুমি তাহা কোনও রূপেই বুঝিতেছ না। আশ্চর্য্য! সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে আমায় পুরস্কার দিতে উদ্যত হইয়াছ! নিশ্চয়ই রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া তোমার পুত্র ভরতকে হয় নির্ব্বাসিত অথবা প্রাণে বিনষ্ট করিবে! তুমি বালক ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ, নিকটে থাকিলে অবশ্যই মহারাজের স্নেহদৃষ্টি পড়িত। বিবেচনা করিয়া দেখ, তৃণগুল্মাদি একস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আশ্চর্য্য! ভরতের সঙ্গে শত্রুঘ্নও মাতুলালয়ে গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত, শত্রুঘ্নের সহিত ভরতেরও তদ্রূপ ভাব। শুনিতে পাওয়া যায়, বনজীবিগণ এক সময়ে একটি বৃক্ষকে ছেদন করিতে চেষ্টিত হইয়া কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। রামলক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরের রক্ষক। অশ্বিনীকুমারের ন্যায় ইঁহাদের সৌভ্রাত্র লোকবিখ্যাত। এই কারণে রাম হইতে লক্ষ্মণের অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু তা বলিয়া তাহা হইতে যে ভরতের বিপদ্ ঘটিবে না, এ কথা কে মনে করে? অতএব এক্ষণে মাতুল-ভবন হইতে ভরতের বন-প্রবেশ আমাদের নিকটে শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাতে তোমার ও তোমার অনুরক্তদিগের মঙ্গল হইবে, যদিই বা ধর্ম্মানুসারে

ভরতের ভাগ্যে পৈতৃক রাজ্যাধিকার বটে, তাহাতে যে আমাদের মঙ্গল ঘটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বালক ভরত চিরকাল সুখভোগে প্রতিপালিত, কিন্তু এখন তিনি রামের স্বভাবজাত শত্রু, সুতরাং রাম-রাজার অধীনে থাকিয়া তিনি কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? অরণ্যে সিংহের আক্রমণে হস্তীকে রক্ষার ন্যায় তুমি ভরতকে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। তুমি স্বামিসোহাগে দৃপ্ত হইয়া কৌশল্যার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়াছ; এক্ষণে তিনিই বা তাহার প্রতিশোধ না দিবেন কেন? হে কৈকেয়ি! যদি রামচন্দ্র শৈলসাগরসংবলিত বসুন্ধরার আধিপত্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তোমার পুত্রের সহিত তোমাকে যে দাস্যভাবে দিন কাটাইতে হইবে, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। রাম যে সময় রাজা হইবেন, জানিও, ভরতের সর্ব্বনাশ, অতএব ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি ও রামের নির্ব্বাসনোপায় চিন্তা কর।" * ১৩-৪০।

নবম সর্গ।

কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ।

মন্থরা এইরূপ বলিলে কৈকেয়ী ক্রোধে জ্বলিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, "আমি অদ্যই রামকে বনে নির্ব্বাসিত ও ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। যাহাতে ভরতের রাজ্যাভিষেক ঘটে এবং রামের রাজ্যপ্রাপ্তি না হয়, কি উপায়ে সে কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তুমি তাহা বিবেচনা কর।" পাপদর্শিনী মন্থরা এই কথা শ্রবণ করিয়া রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য এই কথা বলিল, "হে কৈকেয়ি! তুমি আমার শক্তি দর্শন কর। যেরূপে তোমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ঘটিবে, আমি তদুপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার নিকটে যে কথা বারংবার বলিয়াছ, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? তাহা কি আমার মুখে শুনিবার জন্য গোপন করিতেছ? যদি এরূপ হয়, তবে আমার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ কর এবং এ পক্ষে যাহা বিহিত, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।" মন্থরামুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী বিস্তীর্ণ শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া এই কথা কহিলেন, "হে মন্থরে! যাহাতে ভরতের রাজ্যলাভ হইবে, রামের হইবে না, এরূপ কি উপায় আছে, আমাকে বল।" তখন পাপমতি মন্থরা রামরাজ্যের ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য কৈকেয়ীকে কহিল, "পূর্ব্বকালে দেবাসুরে সংগ্রাম ঘটিলে তোমার স্বামী মহারাজ তোমাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবি! দক্ষিণদিকে দণ্ডকারণ্য নামক স্থানে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর আছে, তিমিধ্বজ উহার অধিপতি। সেই অসুর অতিশয় মায়াবী ও বলবান্, ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত সুরেন্দ্রের সংগ্রাম ঘটে। এই যুদ্ধে সৈন্যগণ কাতর হইয়া রাত্রিকালে নিদ্রিত থাকিলে, রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে নিহত করিত। এই সময়ে রাক্ষসদিগের বিরুদ্ধে মহারাজ তুমুল সংগ্রাম করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়েন। তুমি মহারাজকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে। তিনি তোমার ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু 'যখন ইচ্ছা হইবে, গ্রহণ করিব' বলিয়া তুমি তাঁহাকে জ্ঞাপিত কর; নৃপতিও 'তথাস্তু' বলিয়া তোমার বাক্যে সম্মতি প্রদর্শন করেন। আমি এ বিষয়ের কিছুই জানিতাম না, তোমার নিকট হইতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি। আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া তোমার এ কথা বিস্মৃত হই নই। তুমি এক্ষণে মহারাজকে বলপূর্ব্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে নিবৃত্ত কর। সম্প্রতি মহারাজের নিকট হইতে দুইটি বর প্রার্থনা কর; এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অন্য বরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস তোমার প্রার্থনীয়। যদি রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ঘটে, তাহা হইলে ভরত প্রজাদিগকে আয়ত্ত করিয়া এই রাজ্য অটল রাখিতে পারিবে। তুমি এক্ষণে মলিন বসন পরিধান-পূর্ব্বক ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া ক্রোধভরে ভূমিশায়িনী হইয়া অবস্থিতি কর। মহারাজ উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত বা সম্ভাষণ করিও না, কেবল রোদন সম্বল হওয়া চাই। তুমি যে মহারাজের প্রাণবল্লভা, জানিও, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমি জানি, তোমার জন্য তিনি অনলে প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি তোমার ক্রোধোৎপাদন করিতে বা তোমাকে ক্রুদ্ধ দেখিলে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইবেন না; অধিক কি, তোমার প্রীতির নিমিত্ত তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। নৃপতি তোমার কথা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। হে সুন্দরি! এক্ষণে তুমি আপনার সৌভাগ্যবল বুঝিয়া দেখ। মহারাজ তোমাকে মণি, মুক্তা, সুবর্ণ ও বিবিধ রত্নরাজি প্রদান করিতে চাহিবেন, কিন্তু তুমি কিছুতেই লক্ষ্য করিও না। তুমি দেবাসুর-যুদ্ধে তিনি যে বর-দানের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিবে এবং স্বকার্য্য-সাধনে সম্যক্ যত্নবতী থাকিবে। যে সময় নরনাথ তোমাকে উঠাইয়া বরদানে উদ্যত হইবেন, তুমি তখন তাঁহাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া, তাঁহার নিকটে এই দুইটি বর প্রার্থনা করিও। এক বরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক। রামের বনবাস ঘটিলে ভরতের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে। হে ভামিনি! এইরূপে দুইটি বর লইতে পারিলে তোমার পুত্র ভরতের সকল প্রকার ইষ্টসিদ্ধি ঘটিবে! এইরূপে রাম প্রব্রজিত হইলে, ক্রমে প্রজাপক্ষ রামের অপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং ভরতেরও বিপক্ষপক্ষ বশীভূত হইবে ও তাঁহার স্থিরতর রাজ্যলাভ ঘটিতে পারিবে। যে সময়ে বনবাস হইতে রামচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, সে সময়ে লোকের অন্তরে ও বাহিরে ভরতের প্রভুশক্তি সমূলে প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে সাহস সমাশ্রয় পূর্ব্বক মহারাজকে রামের রাজ্যাভিষেক-বাসনা হইতে বিনিবৃত্ত কর। আমি বলিতেছি, তোমার ইষ্টসিদ্ধির ইহাই প্রকৃত সময়।" তখন কৈকেয়ী মন্থরাবাক্যে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং বালবৎসা বড়বার ন্যায় অসৎপথে পদচারণ

---

* এ দেশ প্রচলিত অনুবাদিত রামায়ণে ২।১ জন মহাত্মা পর সর্গের ১ম ২য় ও ৩য় কবিতাটির অনুবাদ এই সর্গে সংযোজিত করিয়া সর্গ শেষ করিয়াছেন। যখন কয়েকখানি মূলগ্রন্থে পর সর্গে ঐরূপ পাঠ দেখিলাম, তখন অগত্যা আমাদিগকে মূলের সহিত অনুবাদের সামঞ্জস্য রাখিতে বাধ্য হইতে হইল। প্রমাণস্বরূপ মূল এ স্থলে প্রদর্শিত হইল ;—

"এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রোধেন জ্বলিতাননা।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয়ে ॥ ২ ॥
ইদং ত্বিদানীং সম্পশ্য কেনোপায়েন সাধয়ে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥ ৩ ॥"

করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমি এতক্ষণ তোমার পরিণামদর্শিতার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি অতিশয় হিতবাক্য বলিয়াছ। আমি বলিতেছি, পৃথিবীতে যত কুব্জাকৃতি নারী আছে, বুদ্ধিপ্রভাবে তুমি তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি আমার চিরহিতার্থী। বলিতে কি, আমি এতক্ষণ মহারাজের দুরভিসন্ধির মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, জানিলাম, সংসারে পাপীয়সী বক্রাকৃতি অনেক কুব্জা আছে সত্য, কিন্তু তুমিই বায়ু বিদলিত পদ্মিনীর ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন। তোমার বক্ষোদেশ উভয় দিকে সমুন্নত এবং স্কন্ধ হইতে সমুন্নত। অধোদেশে সুন্দর নাভিবিশিষ্ট উদর, বোধ হয়, বক্ষের উন্নতি দৃষ্টে লজ্জায় কৃশভাবাপন্ন; জঘন পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পয়োধর কঠিন। তোমার মুখ বিমল সুধাকরের ন্যায়, জঘন রসনাদাম-বিশোভিত। তোমার জঙ্ঘা ও চরণদ্বয় সুদীর্ঘ। তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া গমন কর, তখন রাজহংসীর ন্যায় বোধ হইয়া থাকে; তোমার হৃদয় শম্বরাসুরের অনন্ত মায়ার বিশ্রামস্থল। তোমার বক্ষোপরি রথচক্রপিণ্ডিকার ন্যায় যে মাংস-পিণ্ড আছে, উহা ক্ষত্রবিদ্যা, বুদ্ধি ও মায়ার একাধিপত্য-স্থান। আমি বলিতেছি, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি ও রামের নির্ব্বাসন ঘটিলে আমি তোমার ঐ মাংসপিণ্ড চন্দনে লিপ্ত ও সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া দিব। তোমার মুখ স্বর্ণময় বিচিত্র তিলকে সুশোভিত করিব। অধিক কি, তোমাকে মনোহর বস্ত্র ও দ্রব্য অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দেবতার ন্যায় সাজাইয়া দিব। তখন তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রকে লজ্জা প্রদান করিবে। বলিতে কি, তখন ইহার উপমা মিলিবে না। এখন তুমি যেমন আমার পদপরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছ, তখন অন্যান্য কুব্জাগণ তোমার পদানত হইয়া অবস্থিতি করিবে।" মন্থরা এইরূপে প্রশংসিত হইয়া বেদিমধ্যস্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় শুভ্র শয্যাশায়িনী কৈকেয়ীকে এই কথা কহিল, "হে কল্যাণি! জল নির্গত হইয়া গেলে আর আলিবন্ধনের প্রয়োজন কি? অতএব গাত্রোত্থান করিয়া আপনার কল্যাণ-সাধনে যত্নবতী হও এবং ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইয়া মহারাজকে ক্রোধশক্তির পরিচয় দাও।" অনন্তর মন্থরাবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া রাজমহিষী কৈকেয়ী তাহার সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার অঙ্গে যে সকল মহামূল্য আভরণ ও মুক্তামাল্য ছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কুব্জার কথানুসারে ভূমিশায়িনী হইয়া তাহাকে কহিলেন, "হে প্রিয়-পরিচারিকে! হয় এই ক্রোধাগারে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক ঘটাইব। আমার সুবর্ণ, রত্ন বা ভোগ্যবস্তুতে প্রয়োজন নাই, যদি রামের রাজ্যাভিষেক ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" অনন্তর কুব্জা ভরতের হিত ও রামের অহিতকর কালবাক্যে কৈকেয়ীকে কহিল, "যদি রামের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে পুত্রের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইতে হইবে। অতএব যাহাতে ভরত রাজা হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর।" ১-৬১।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যবাণে বারংবার বিদ্ধ হইয়া হৃদয়ে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক কোপভরে পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমি এই ক্রোধাগারে শরীরপাত করিলে, তুমি এই সংবাদ হয় মহারাজকে জানাইবে, নয় ত দেখিবে, দীর্ঘকালের জন্য রামনির্ব্বাসন ও ভরতের রাজ্যলাভ ঘটিবে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, যদি রামের বনবাস না ঘটে, তাহা হইলে আমার শয্যা, মাল্য, চন্দন, অঞ্জন, পান, ভোজন, এমন কি, জীবনেরও প্রয়োজন নাই।" তিনি এই কথা বলিয়া অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূমিশায়িনী হইয়া স্বর্গভ্রষ্টা কিন্নরীর শোভা ধারণ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল ক্রোধান্ধকারে আবৃত, তাঁহার শরীর অলঙ্কার-শূন্য হইল। তারকাবিহীন আকাশ যেরূপ তামসী নিশায় শোভিত হয়, তখন রাজ্ঞীরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। ৬২-৬৬।

দশম সর্গ।

ক্রোধাগারে দশরথের গমন।

অনন্তর পাপীয়সী মন্থরা এইরূপ বুঝাইয়া দিলে, দেবী কৈকেয়ী বাণবিদ্ধা কিন্নরীর ন্যায় ভূমিশায়িনী হইলেন। তিনি মনে মনে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া পুনর্ব্বার মন্থরাকে সমুদায়ই কহিলেন। তদনন্তর মন্থরার কথা স্মরণ পূর্ব্বক তিনি নাগিনীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি আত্মসুখকর পথ অন্বেষণের জন্য মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। এ দিকে প্রিয়সহচরী, রাজমহিষীর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইল। এই সময়ে রাজমহিষী রুষ্ট হইয়া ভূতল আশ্রয় করিলেন, বিচিত্র মাল্য এবং দিব্যালঙ্কার সকল ছড়াইয়া ফেলিলেন। তৎকালে তারকা বেষ্টিত নভোমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার শোভা প্রকাশ পাইল। তিনি মলিনবসনে ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার একমাত্র বেণীবন্ধন শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিতে বলহীনা কিন্নরীর ন্যায় বোধ হইল। এ দিকে নৃপতি রামের অভিষেকার্থ সমস্ত আয়োজন করিয়া সভাস্থগণের সম্মতি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 'বোধ করি, রাজ্যাভিষেক-সংবাদ প্রেয়সী অবগত নহেন, অতএব তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করি', এই কথা বলিয়া তিনি কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্র যেমন মেঘাচ্ছন্ন অন্তরীক্ষে ভীষণ রাহুর নিকটে প্রবেশ করেন, তাঁহার গমনও সেইরূপ হইয়াছিল। তিনি পুরপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার কোনও স্থান শুক, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ ও হংসাদি পক্ষিগণে সমাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে কুব্জ ও বামনাকার স্ত্রীগণ শোভা পাইতেছে। কোনও স্থান বেণুবীণাবাদ্য-নির্ঘোষে পূর্ণ, কোনও স্থানে লতাগৃহ সুশোভিত; কোথাও বা চম্পক ও অশোক প্রভৃতি কুসুমবৃক্ষ সুশোভিত। কোনও স্থানে বৃক্ষসকল নানাপ্রকার ফলভরে অবনত রহিয়াছে; কোথায় বা গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় বেদী সংরচিত। স্থানে স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও মহামূল্য আভরণ সকল সংগৃহীত। নৃপতি দেবোপম সেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু শয়নতলে প্রাণবল্লভাকে দেখিতে পাইলেন না। সে সময়ে নৃপতি কামশরে অতিশয় সংবিদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রেয়সীর অদর্শনে অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। বিশেষ চিন্তার কথা, পূর্ব্বে রাজমহিষী এই সময়ে কোনও স্থানে থাকিতেন না, নৃপতিও কখন এরূপ শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই। যাহা হউক, মহারাজ মহিষীর ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী যে ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিতেছেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই, সুতরাং রাজমহিষীকে দেখিতে না পাইয়া একজন প্রতিহারীকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা

করিলে, সে কহিল, "মহারাজ! দেবী ক্রোধভরে ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন।" শ্রুতমাত্রে নৃপতির দুর্ভাবনার উদয় হইল। তিনি ত্বরিত-গমনে সেখানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, রাজমহিষী ধরাশায়িনী। দর্শনমাত্রে নৃপের প্রাণপুরুষ উড়িয়া গেল। তখন বৃদ্ধ মহারাজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা তরুণী ভার্য্যাকে ছিন্ন-লতিকার ন্যায়, স্বর্গভ্রষ্টা কিন্নরীর ন্যায়, পরমনোমোহিনী মায়ার ন্যায়, জালবদ্ধ মৃগীর ন্যায়, বাণবিদ্ধ হস্তিনীর ন্যায় অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। * তখন কামুক নৃপতি করদ্বারা কমলপত্রাক্ষী মহিষীর গাত্র-মার্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, 'তোমার ক্রোধোদয়ের কারণ কি, আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গ অবগত নহি। হে দেবি! কে তোমায় অবমানিত বা তিরস্কৃত করিয়াছেন, বল? তুমি ভূমিশায়িনী থাকিয়া আমাকে এতদূর কষ্ট দিতেছ কেন? তোমার ধরাশয্যার কারণই বা কি? হে প্রাণবল্লভে! তুমি ভূতোপহতচিত্তার ন্যায় এরূপ শোচনীয় দশায় অবস্থাপিত কেন? ভাল, যদি কুগ্রহের পীড়নে এরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার অধিকারে অনেক সুযোগ্য চিকিৎসক আছেন। তোমার পীড়া কি, জানিতে পারিলে আমার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সুচিকিৎসাতে তোমায় রোগমুক্ত করিবেন। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কাহার উপকার বা অপকার করা তোমার অভিপ্রেত? তুমি রোদন করিও না, অনর্থক আপনার শরীরে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? কোন্ অবধ্যের বধসাধন এবং কোন্ বধ্যের মুক্তিদান তোমার বাঞ্ছনীয়, বল? তুমি কোন্ অকিঞ্চনকে ঐশ্বর্য্যশালী এবং ধনবান্‌কে নিরন্ন করিতে চাও? জানিও, আমি এবং আমার সমস্ত অধিকৃত ব্যক্তি তোমারই বশতাপন্ন; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে আমার সাহস হয় না। যদি নিজের জীবন প্রদান করিয়া তোমার প্রিয়কার্য-সাধন করিতে হয়, তাহাতেও আমি অপ্রস্তুত নহি। যাহা হউক, তোমার অভিপ্রায় কি, বল? আমি নিজের সুকৃতি স্মরণ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, তোমার বাসনা পূর্ণ করিব, পৃথিবীর যতদূর পর্য্যন্ত সৌরকর প্রচারিত হয়, তত্তাবৎ আমার অধিকার। আমার অধীনে দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী ও কোশল প্রভৃতি অবস্থিতি করে। এখানে ধন, ধান্য ও পান্যাদি যে কিছু পদার্থ আছে, তত্তাবৎই আমার অধিকার। হে সুন্দরি! এ সকলের মধ্যে তোমার যাহা অভিপ্রেত, আমার নিকটে বল। তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, গাত্রোত্থান কর; আমার দিব্য, তোমার ভয়ের কারণ কি, জানাও। যেরূপ সূর্য্যোদয়ে নীহার বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় আমি তোমার মনঃক্ষোভ নিবারণ করিব।" মহারাজ এই কথা বলিলে, রাজমহিষী সমাশ্বস্ত হইয়া স্বামীকে অধিকতর ব্যথিত করিবার জন্য তাঁহাকে নিদারুণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। † ১-৪১।

* "মহারাজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরিমমর্দ্দতাং।" আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থে ও পশ্চিমদেশীয় অধিকাংশ পুস্তকে এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু এ দেশ-প্রচলিত গ্রন্থ মাত্রে "স্নেহাৎ পরমদুঃখিতঃ।" এই পাঠবৈষম্য দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় শেষ পাঠই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত।

† পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদকগণ এই সর্গের শেষ কবিতার অনুবাদ পরিত্যাগ করিয়া পর সর্গের প্রথমে তাহা সংযোজিত করিয়াছেন; অসঙ্গত বিবেচনায় আমরা সে রীতি পরিত্যাগ করিলাম। প্রমাণস্বরূপ কবিতাটি এ স্থলে প্রদর্শিত হইল;—
"তমোগুণা সা সমাখণ্ডা বহুকামা তদপ্রিয়ম্। পরিপীড়য়িতুং ভূয়ো ভর্ত্তারমুপচক্রমে॥"

একাদশ সর্গ।

রামনির্ব্বাসন এবং ভরতাভিষেকের প্রার্থনা।

অনন্তর কৈকেয়ী কামুক নৃপতিকে এইরূপ কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন, "হে দেব! আমি তিরস্কৃত বা অবমানিত হই নাই; আমার যাহা অভিপ্রেত, যদি তাহা সিদ্ধ করিতে চান, তবে অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হউন, পশ্চাৎ অনুরূপ প্রার্থনা জানাইব।" তখন নরনাথ ভূমিতল হইতে প্রেয়সীর মস্তক নিজক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'হে সৌভাগ্য-বিমোহিতে! এই জগতে রাম ভিন্ন তোমা অপেক্ষা কেহ আমার প্রিয় নাই, এ কথা তুমি কি জান না? আমি সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার যাহা অভিপ্রায়, প্রকাশ কর। যাহাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখিলে প্রাণ থাকে না, সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে, নিঃসন্দেহে তাহা করিব। আমি আপনার অপেক্ষা এবং অন্যান্য পুত্রগণের অপেক্ষা যে রামকে অতিশয় ভালবাসি, তাহার দিব্য, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। হে ভদ্রে! আমার হৃদয় তোমার অধীন; অতএব তুমি অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক সঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা কর বলিতে কি, তুমি আমার ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিয়া মনের অভিপ্রায় গোপন করিও না। আমি নিজের সুকৃতি উল্লেখে শপথ করিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে, প্রদান করিব।" তখন দেবী মহারাজের কথায় আপনার ইষ্টসিদ্ধি বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আনন্দভরে এই কথা বলিলেন, "হে মহারাজ! তুমি রামের সত্য করিয়া তিনবার শপথ করিয়াছ, তাহা ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবগণ শ্রবণ করুন। চন্দ্র, সূর্য্য, নভোমণ্ডল, রাত্রি, দিন, গ্রহগণ, গন্ধর্ব্বাদিসমন্বিত এই পৃথিবী, গৃহস্থিত দেবতা এবং অন্যান্য জীবগণ সকলে এই প্রতিজ্ঞার কথা অবগত হউন। মহারাজ দশরথ সত্যসন্ধ ও ধার্ম্মিক, তিনি আমাকে বরদানে উদ্যত হইয়াছেন, দেবতাগণ ইহা শ্রবণ করুন।" রাজমহিষী কৈকেয়ী এই প্রকারে অগ্রে রাজাকে স্তবস্তুতি ও প্রশংসাবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তদনন্তর কহিলেন, "হে রাজন্! স্মরণ করিয়া দেখ, যে সময়ে দেবাসুর-যুদ্ধে শম্বরাসুর তোমাকে প্রাণে নিহত না করিয়া মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলে, সে সময় তুমি আমারই যত্নে ও শুশ্রূষায় স্বাস্থ্যলাভ কর; তৎকালে তুমি আমাকে দুইটি বর-প্রদানে উদ্যত হও। হে দেব! ঐ বরদ্বয় তোমার নিকট হইতে তখন লই নাই, এক্ষণে প্রয়োজন বিবেচনায় প্রার্থনা করিতেছি। যদি ধর্ম্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই বর এক্ষণে প্রদান না কর, তাহা হইলে তোমারই সাক্ষাতে এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব।" হরিণ যেরূপ আত্মবিনাশ জন্য পাশবদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় নৃপতি রাজমহিষীর সৌন্দর্য্যে বশীভূত হইয়া নিজে মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, "হে দেব! তুমি আমাকে যে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত আছ, আমি সে কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রামের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে যে সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভরতকে অভিষিক্ত করা হউক। দ্বিতীয় বরে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে প্রস্থিত হউন। তিনি জটাবল্কলধারী তপস্বীর ন্যায় বেশ পরিধান করুন। অদ্যই আমার প্রিয়পুত্র ভরতের নিষ্কণ্টক রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটুক। তুমি পূর্ব্বে আমাকে যে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলে, আমি অদ্য তাহাই প্রার্থনা করিলাম;

অধিক কি বলিব, অন্তই রামকে বনগামী দেখিতে চাই। হে মহারাজ! তুমি সত্যরক্ষণে যত্নবান্ হও, তুমি আপনার কুল-শীল ও জন্মপরিচয় রক্ষা কর; তপস্বিগণও বলিয়া থাকেন যে, সত্যবচন পরলোকেও হিতসাধন করিয়া থাকে।" ১-২৮।

দ্বাদশ সর্গ

দশরথের বিলাপ।

তদনন্তর মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল বিলাপ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি কি দিবসে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার মোহ ঘটিল? ভূতাবেশে কি এরূপ ঘটনা, না মনের কোনও প্রকার বিকৃতি?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তদনন্তর যেই চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন, অমনি কৈকেয়ীর নিদারুণ কথা স্মরণ হইল। ব্যাঘ্রীদর্শনে মৃগের ন্যায় তিনি ব্যথিত হইয়া ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মন্ত্রবলে রুদ্ধ থাকিলে আশীবিষের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় "হায় ধিক্!" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শোকাচ্ছন্ন হইলেন। অনেকক্ষণের পর তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি ক্রোধে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন, "রে নৃশংসে! কুলকলঙ্কিনি! পাপীয়সি! * রামচন্দ্র তোর কি অনিষ্ট করিয়াছেন এবং আমা হইতেই বা কি অপকার ঘটিয়াছে? বিশেষতঃ রাম মাতৃবৎ তোর সেবাকার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছিস্ কেন? তীক্ষ্ণবিষ সর্পিণীর ন্যায় নিজের প্রাণ বিনাশের জন্য তোকে গৃহে স্থান দিয়াছি। সংসারের সকল লোক একবাক্যে রামের গুণকীর্ত্তন করে, আমি কোন্ অপরাধে সেই প্রিয়পুত্রকে বিসর্জ্জন দিব? কৌশল্যা, সুমিত্রা বা রাজলক্ষ্মীকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রাণপ্রিয় রামকে কোনওরূপে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি যখনই রামের মুখকমল নিরীক্ষণ করি, আমার আহ্লাদের সীমা থাকে না; আবার যখন তাঁহাকে না দেখিতে পাই, তখন আমার জ্ঞান থাকে না। বরং সূর্য্য বিনা সংসার, জল বিনা শস্যের অবস্থিতি হইতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতিরেকে আমার দেহে প্রাণ থাকিতে পারে না। আমি তোর পায়ে পড়ি, তুই আমার প্রতি প্রসন্ন হ; তুই এই দুর্ব্বাসনা বিসর্জ্জন দে। রে পাপীয়সি! তুই এই নিদারুণ কথা আর তুলিস্ না। আমি ভরতকে ভালবাসি কি না, তুই সময়ে সময়ে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিস্; কিন্তু সে কথায় রামের প্রতি আমার স্নেহের ব্যত্যয় ঘটিবে না। তবে তুই যে বলিতিস্, রামচন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ধার্ম্মিক, বোধ হয়, এ কেবল আমার মন ভুলাইবার জন্য বলা হইত। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে রামরাজ্যাভিষেকে তোর কষ্ট হইত না এবং আমাকেও দুঃখিত করিতিস্ না। বুঝিলাম, ভূতগ্রস্ত হইয়া তুই এরূপ করিতেছিস্। তোর যে বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা জানিলাম; ইক্ষ্বাকুকুলে দারুণ দুর্নিমিত্ত ঘটিল। আমি পূর্ব্বকালে তোমার কোন অপকার বা অন্যায় কার্য্য করি নাই। যে রামের আকার কুসুমের ন্যায় কোমল দেখায়, তাহার নিবিড় বনে বাস তুমি কিরূপে কামনা কর? অতএব তুমি অদ্য যে কথা বলিলে, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে না। হে সুন্দরি! মহাত্মা ভরতের সহিত রামচন্দ্রের কোনও ভিন্নভাব নাই, এই কথা তুমি আমাকে অনেকবার বলিয়াছ। অতএব সেই রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্যবাস কিরূপে প্রার্থনা করিতেছ? হে সুন্দরি! রাম সর্ব্বদা তোমার সেবা করিয়া থাকে, অতএব তাহার নির্ব্বাসন কি তোমার প্রার্থনীয় হইতে পারে? বিশেষতঃ ভরতের অপেক্ষা রাম তোমার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকে; রাম অপেক্ষা তোমার প্রতি ভরতের ভক্তি যে অধিক, ইহা ত দেখিতে পাই নাই। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, রাম ব্যতিরেকে কে তোমার অধিকতর সেবা, আজ্ঞাপালন ও বাধ্যবাধকতা করিয়া থাকেন? আমার বহুসংখ্যক স্ত্রী ও উপজীবিসকল আছে, কিন্তু কাহারও মুখে রামের অপযশ শুনিতে পাওয়া যায় না। তিনি শুদ্ধান্তঃকরণে প্রিয়ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পুরবাসী সকলকে বাধ্য করিয়া থাকেন। আমার প্রাণপুত্র রাম সত্যগুণে লোক সকলকে, দানপ্রভাবে দ্বিজাতিগণকে, সেবাশুশ্রূষায় গুরুদিগকে এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। সত্য, দান, তপস্যা, মিত্রতা, পবিত্রতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি রামের আভরণ। হে দেবি! তুমি সরলস্বভাব-সম্পন্ন মহর্ষিতুল্য দেবোপম রামকে বনবাস-ক্লেশ দিতে চাহিতেছ কেন? প্রিয়কথা বলাই যাঁহার অভ্যাস, আমি তোর অনুরোধে তাঁহাকে কিরূপে এই নিদারুণ অপ্রিয় কথা বলিব, বল্? যে রামচন্দ্রে সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, কৃতজ্ঞতা, ধার্ম্মিকতা ও অহিংসা প্রভৃতি সকল সদ্গুণ বিরাজিত, তদ্ব্যতিরেকে আমার কি হইবে, বল? হে কৈকেয়ি! আমার প্রাচীন দশা উপস্থিত, অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী, আমি এক্ষণে দীনভাবে তোমার নিকট লালায়িত; অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। সাগরবেষ্টিত পৃথিবীতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তোমাকে তাহা দান করিতেছি, তুমি আমাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিও না। হে কৈকেয়ি! আমি করযোড়ে বলিতেছি, আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। দেখিও, নির্দ্দোষ রামকে বনে পাঠাইয়া যেন আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে না হয়।" এইরূপ দুঃখ করিতে করিতে মহারাজ অচেতন হইলেন, ক্রমে তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল, তিনি এই দুঃখ-সমুদ্র হইতে পার হইবার নিমিত্ত বারংবার জানাইতে লাগিলেন। ক্রূরা কৈকেয়ী নৃপতির এরূপ অবস্থা দেখিয়াও তাঁহাকে নির্দ্দয়বাক্যে বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যদি এক্ষণে তজ্জন্য কাতর হও, তাহা হইলে পৃথিবীতে তোমাকে কে ধার্ম্মিক বলিবে? যখন রাজর্ষিগণ তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া এই বরদানের কথা বলিবেন, তখন তাঁহাদের কথায় কি উত্তর দিবে? যাহার প্রসাদে আমার জীবনধারণ, যে আমার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করি নাই, ইহাই কি বলিবে? হে নরাধিপ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন অন্যরূপ বলিতেছ, তখন তোমা হইতে এই বংশের কলঙ্ক-ঘোষণা ঘটিবে। দেখ, মহারাজ! শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়া শ্যেন ও কপোতকে নিজ গাত্রমাংস দান করিয়াছিলেন, রাজা অলর্ক আপনার নেত্রোৎপাটন পূর্ব্বক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিব্য-গতি লাভ করিয়াছিলেন। বিবেচনা

---

* আমাদের অবলম্বিত মূল গ্রন্থে "নির্দহন্নিব তেজসা" এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভিন্ন গ্রন্থে "নির্দহন্নিব চক্ষুষা" এইরূপ পাঠান্তরও লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম পাঠ টীকাকারের অভিপ্রেত।

করিয়া দেখ, মহাসাগরও কখন তীরভূমি অতিক্রম করে না; অতএব তুমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া কদাচ মিথ্যার বশবর্ত্তী হইও না। হে দুর্ম্মতে! আমি বুঝিয়াছি, তুমি ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করিয়া রামের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক কৌশল্যার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তুমি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা আমাকে দিতেই হইবে। যদি তুমি রামকে রাজ্যপ্রদান কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে বিষপান করিয়া আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি কৌশল্যাকে রাজার জননী দেখিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হে নৃপতে! আমি ভরতের দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতিরেকে কিছুতেই আমি সুখী হইব না।" কৈকেয়ী এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন, তিনি তৎকালে নৃপতির কাতরতায় কর্ণপাত করিলেন না। তদনন্তর, মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর মুখে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল তাঁহাকে কোনও কথা বলিলেন না; কেবল অপ্রিয়বাদিনী প্রেয়সীর প্রতি ক্রোধে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনি প্রাণপ্রিয়া কৈকেয়ীর মুখে বজ্রসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ-শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন নরদেব দেবীর অভিপ্রায় ও তাঁহার নিদারুণ শপথের কথা স্মরণ করিয়া "হা রামচন্দ্র!" এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে বিকৃতমনা উন্মত্তের ন্যায়, বিকারপ্রাপ্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ সর্পের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন দীনবাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, "তোমাকে অনর্থকর এই বিষয়টি কে অর্থকর বলিয়া সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে? ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আমাকে এরূপ বলিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? আমি বাল্যকাল হইতে তোমার স্বভাব ও ব্যবহারের বিষয় জানি; কিন্তু এক্ষণে তদ্বিপরীত দেখিতেছি কেন? রাম হইতে তোমার ভয়ের সম্ভাবনা কি? তোমার রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন-কামনার প্রয়োজন কি? রে নৃশংসে! রে কুকর্ম্মকারিণি কৈকেয়ি! যদি প্রজাগণে কেহ,ভরতের ও আমার প্রিয়কার্য্য তোমার কামনীয় হয়, তাহা হইলে তুমি এ পাপবাসনা হইতে নিবৃত্ত হও। আমি বা রামচন্দ্র আমরা তোর কি অপরাধ করিয়াছি যে, এরূপ কার্য্য তোর কামনীয় হইয়াছে? জানিস্, রামকে অতিক্রম করিয়া ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি কোনওরূপে সম্ভব নহে। আমি রামের অপেক্ষা ভরতকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানি, সে যে রামকে অতিক্রম করিয়া রাজা হইবে, আমার এরূপ বোধ হয় না। 'হে বৎস! তুমি বনে গমন কর,' এই কথা বলিবামাত্র যখন রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় রামের মুখ ম্লান হইয়া উঠিবে, তখন তাহা কিরূপে আমি দর্শন করিব? আমি যে সুহৃদ্গণের সহিত এইমাত্র রামরাজ্যাভিষেকের সমস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছি, পরাজিত সেনার ন্যায় তাঁহাদের নিকটে এখন কিরূপে ঐ কথার অন্যথা জানাইব? নানাদেশীয় নৃপতিগণ এ কথা জানিলে আমাকে কি বলিবেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে,ইক্ষ্বাকুবংশধর অতিশয় বালক। ইনি এত দিন কিরূপে রাজ্যপালন করিলেন? আমার বিশেষ ভাবনার বিষয়,শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধগণ আসিয়া রাম কোথায় বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব? কৈকেয়ীর অনুরোধে রামকে বনবাস দিয়াছি, এই সত্য কথা বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। রামকে বনবাসী করিলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন এবং আমিই বা এরূপ অনিষ্ট-কার্য্য করিয়া তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝাইব? সেই রাজমহিষী সেবাকার্য্যে পরিচারিকার ন্যায়, ক্রীড়াকালে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভার্য্যার ন্যায়, শুভকামনায় ভগিনীর ন্যায় এবং স্নেহ-প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত। যিনি প্রিয়বাদিনী ও শুভকাঙ্ক্ষিণী, হে দেবি, তোমারই জন্য আমি সম্মানাস্পদা সেই কৌশল্যার প্রতি সমুচিত সমাদর করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে যে তোমার প্রতি অধিকতর সদ্ব্যবহার করিয়াছি, এখন তাহার অনুরূপ ফললাভ ঘটিল! পীড়িতের পক্ষে কুপথ্য অন্নব্যঞ্জনাদি যেরূপ পীড়াদায়ক, রামনির্ব্বাসনও আমার পক্ষে সেইরূপ। রামবনবাস-বার্ত্তা শুনিতে পাইলে রাজ্ঞী সুমিত্রাও আমাকে বিশ্বাস করিবে না। বিশেষ চিন্তার কথা, বধূ জানকী রামনির্ব্বাসন ও আমার মৃত্যু, এই দুইটি অশুভ সংবাদ সত্বর শুনিতে পাইবেন। হিমাচলে কিন্নর-বর্জ্জিত কিন্নরীর ন্যায় সীতা এই সংবাদে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আমি যখন রামের বনগমন এবং জানকীর পরিবেদন দেখিতে পাইব, তখনই আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না। তুমি তৎকালে বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত এই রাজ্য পালন করিবে! লোক যেরূপ মদিরার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পশ্চাতে উহাকে বিষ-বোধ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি এত কাল সতী মনে করিয়া তোর সহিত সহবাস করিয়াছি। এক্ষণে বুঝিলাম, তুই ব্যবহারে ঘোর অসতী। তুই এত কাল বৃথা সান্ত্বনা-বাক্যে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছিস্। ব্যাধ যেরূপ সঙ্গীত-শক্তিতে মৃগের মন আকর্ষণ পূর্ব্বক সংহার করে, তুই আমাকে সেইরূপ করিয়াছিস্। বলিতে কি, এখন হইতে আর্য্যগণ আমাকে অনার্য্য এবং পুত্রবিক্রয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবেন। পথিমধ্যে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণকে দেখিলে লোকে যেরূপ করে, আমার ভাগ্যে এক্ষণে সেইরূপ ঘটিবে। হায়! কি কষ্ট! কি দুঃখ! আমি বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়া এরূপ নিদারুণ কথা শুনিলাম! বুঝিলাম, জন্মান্তরীয় অশুভ-ফলের ন্যায় আমার ভাগ্যে এই মহদ্দুঃখের অবতারণা হইয়াছে। রে পাপীয়সি! আমি এত কাল তোমাকে পালন করিয়া, অজ্ঞানী যেরূপ গলদেশে উদ্বন্ধন-রজ্জু ধারণ করে, তাহার ন্যায় আমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। বালক যেরূপ নির্জ্জনে কালসর্পের অঙ্গস্পর্শ করে, তাহা ন্যায় মোহপ্রযুক্ত আমি তোমাকে মৃত্যুরূপিণী বলিয়া জানি নাই। আমি অতিশয় নীচ-স্বভাব, এমন গুণবান্ পুত্রকে পৈতৃক রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলাম! এখন হইতে লোকে আমাকে 'রাজা দশরথ অতিশয় মূর্খ এবং ঘোরতর কামুক, স্ত্রীর অনুরোধে অকারণে প্রিয়পুত্রকে বনবাসী করিলেন,' এইরূপ নিন্দা করিতে থাকিবে। রাম বাল্যাবধি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুশুশ্রূষা নিবন্ধন শীর্ণশরীর হইয়াছেন। তাঁহাকে সুখ-ভোগের সময় পুনর্ব্বার বনবাস-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে! আমি জানি, 'বৎস! বনে গমন কর' এ কথা বলিলে 'তথাস্তু' ভিন্ন কোনও প্রকার দ্বিরুক্তি করা রামের স্বভাব নহে। যদি তিনি আমার কথার প্রতিকূলাচরণ করেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে মঙ্গল বলিয়া জানি; কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না। রামের বনপ্রস্থান ঘটিলে সকলের নিকটে ধিক্কৃত এবং ক্ষমার অযোগ্য আমার জীবনান্ত ঘটিবে। মনুজপুঙ্গব রামের বনবাস এবং আমার মরণ ঘটিলে তুমি আমার আত্মীয়-অন্তরঙ্গদিগের কি বিপদ্

ঘটাইবে, জানি না। যদি দেবী কৌশল্যা রাম এবং আমাকে না পান, যদি সুমিত্রা লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, রাম এবং আমাকে হারান, তাহা হইলে পতিব্রতা নারীদ্বয় অসহ্য শোকে আমারই অনুগমন করিবেন। হে কৈকেয়ি! তুমি কৌশল্যা, সুমিত্রা ও আমাকে রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত নরকে নিপাতিত করিয়া সুখভোগিনী হও। যখন আমার সহিত রামচন্দ্র চলিয়া যাইবেন, তখন এই আকুল ইক্ষ্বাকুকুল তুই পালন করিবি, তখন ইহার গুণ-গৌরব বর্দ্ধিত ও নিরাকুলভাব প্রকাশিত হইবে। যদি রামের বনবাস ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে দেহাবসানে সে যেন অগ্নিসংস্কার না করে। আমার প্রাণ-প্রয়াণ এবং রামের বনগমন ঘটিলে, তুই বিধবা হইয়া স্বপুত্র ভরতের সহিত এই রাজ্য পালন করিবি। রে কৈকেয়ি! তোকে না জানিয়া আমি গৃহে স্থান দিয়াছি, সেই জন্য সংসারে আমার অতুল অকীর্ত্তি ও লোকসমাজে অবজ্ঞা প্রচারিত হইবে। অধিক কি বলিব, আমাকে ঘোর পাতকী বলিয়া সকলে অযশ করিতে থাকিবে। যে রামচন্দ্র রথ, অশ্ব ও হস্তীতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনি পদব্রজে কিরূপে মহারণ্যে পরিভ্রমণ করিবেন? যাঁহার আহারকালে কুণ্ডলধারী পাচকেরা 'আমি অগ্রে প্রস্তুত করিব' বলিয়া ত্বরা করিয়া থাকে, তিনি কিরূপে কটু, তিক্ত ও কষায় ফল-মূল-ভোজনে দিনপাত করিবেন? মহামূল্য পরিচ্ছদে যাঁহার দেহ সুশোভিত হইত, যিনি সকল প্রকার সুখভোগে রত ছিলেন, তিনি এক্ষণে কিরূপে কাষায়-বসনে দেহাবরণ করিবেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি, এরূপ নিদারুণ উপদেশ কে তোকে শিক্ষা দিল? বুঝিলাম, স্ত্রীজাতি অতিশয় শঠ ও স্বার্থপরায়ণ। যাহা হউক, আমি স্ত্রীজাতিকে এরূপ বলিতেছি না। কেবল ভরত-প্রসূতি তোকেই আমি এইরূপ বলিলাম। রে অনর্থদায়িকে! রে স্বার্থপরে! বিধাতা আমাকে অনুতাপিত করিবার জন্য তোকে সৃষ্টি করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, আমি বা হিতকারী রাম, আমরা তোর কি অনিষ্ট করিয়াছি? আমি তোকে বলিতেছি, রামের বনগমন ঘটিলে, পিতা পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন, পতিব্রতা স্ত্রী পতিত্যাগিনী হইবেন। এইরূপে সংসারে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। যখন কমনীয়-বেশে কমললোচন রাম আমার নিকটে আসিতেছেন, আমি শুনিতে পাই, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না। বোধ হয়, যেন বৃদ্ধ হইয়াও তদ্দর্শনে আমার পুনর্ব্বার যৌবনসঞ্চার হইল। বরং সূর্য্য ব্যতিরেকে সংসারের সঞ্জীবতা ঘটে, বরং বজ্রধর ইন্দ্রের বর্ষণের অভাবে সংসারের অস্তিত্ব সন্দেহের বিষয় নহে; কিন্তু রাম ব্যতিরেকে যে জীবলোকের জীবন থাকিবে না, এ কথা স্থিরসিদ্ধান্ত। রে রাজপুত্রি! তুই আমার প্রাণঘাতিনী বিষম শত্রু, তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীকে ক্রোড়ে স্থান দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তোকে গৃহে স্থান দিয়া মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করিয়াছি। তুই এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও আমায় জলাঞ্জলি দিয়া পুত্রের সহিত রাজ্যপালন কর্ এবং বন্ধু-বান্ধব, পুর ও রাষ্ট্র সমস্তই উচ্ছিন্ন করিয়া, আমার বিপক্ষদলকে উল্লাসিত করিতে থাক্। তুই যখন পতি-পত্নীর সম্বন্ধ লোপ করিয়া এরূপ নিষ্ঠুর কথা প্রয়োগ করিলি, তখন তোর দশন সহস্রভাগে চূর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল না কেন, বলিতে পারি না। আমার রাম তোকে কখনও অপ্রিয়-বাক্য বলেন নাই এবং অপ্রিয় কথা বলিতেও তিনি জানেন না। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বগুণান্বিত ও প্রিয়বাদী, তুই কি দোষে অনায়াসে সেই রামকে বনবাসী করিতেছিস্? রে কেকয়কুলকলঙ্কিনি! * তুই দুঃখভোগই কর্ বা অগ্নি-প্রবেশ কর্, সহস্রবার ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হ বা অন্যরূপে আত্মহত্যা কর্, আমি কিছুতেই আমার অহিতকর তোর কামনা পূর্ণ করিব না। তুই শাণিত ক্ষুরের ন্যায় ভীষণ, অনর্থক প্রিয়বাক্যে লোকের মনোরঞ্জন করাই তোর কার্য্য, তোর স্বভাব দূষিত, তুই কুলঘাতিনী, তুই আমার প্রাণ ও হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিয়াছিস্: অতএব তোর মৃত্যুই আমার প্রার্থনীয়। আমার যখন জীবনে সন্দেহ, তখন সুখের সম্ভাবনা কি? বাস্তবিক আত্মবান্‌দিগের আত্মজ ব্যতিরেকে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? দেবি! আমার অনিষ্ট করিও না, তোমার পায়ে ধরি, প্রসন্ন হও।" রাজমহিষী কৈকেয়ীর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া নৃপতি দশরথ অনাথের ন্যায় বিলাপ করিয়া তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিবার জন্য পতিত হইলেন। আতুর ব্যক্তি যেরূপ কোনও বস্তু লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া সিদ্ধকাম না হইলে অর্দ্ধপথে মূর্চ্ছিত হয়, তাঁহার অবস্থাও তখন সেইরূপ হইল। ১-১১২। †

ত্রয়োদশ সর্গ।

দশরথ ও কৈকেয়ীর কথোপকথন।

পুণ্যক্ষয়ে যযাতি রাজা যেরূপ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় নৃপতি দশরথ ধরাশয্যাশায়ী, তাঁহার ইচ্ছা স্ত্রীর পদস্পর্শ করেন; কিন্তু এ অবস্থায় কৈকেয়ীর কিছুমাত্র কষ্ট নাই। তিনি রাম হইতে ভরতের অমঙ্গল ঘটিবে, এই ভয়েই ভীত হইয়া পুনর্ব্বার নৃপতিকে কহিলেন, "হে মহারাজ! তুমি সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক; অতএব আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তৎপ্রদানে কাতর হইতেছ কেন?" তখন মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল থাকিয়া ভূপতি দশরথ পুনর্ব্বার ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, "রে অনার্য্যে! রে শত্রুরূপিণি! আমি মৃত ও রামচন্দ্র বনে প্রস্থিত হইলে তুই কৃতকার্য্য ও সুখী হ। আমার দেহাবসানে স্বর্গবাস ঘটিলে সুরগণ যখন রামের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি বলিব? 'কৈকেয়ীর প্রিয়কামনায় রামকে বনে পাঠাইয়াছি', এই কথা বলিলে তাঁহারা এ সত্য কথায় আস্থা করিবেন না। আমি দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলাম, বহুকষ্টে রামরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব সেই মহাতেজা রামচন্দ্রকে কিরূপে পরিত্যাগ করি, বল্? তিনি সাধু, কৃতবিদ্য, ক্ষমাশীল ও সৎস্বভাব, তাঁহাকে কিরূপে বনবাস দিব? আমি কোন্ প্রাণে ইন্দীবরশ্যাম রামকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইব? যিনি চিরকাল সুখভোগ করিতেছেন, দুঃখ কি পদার্থ, যিনি জানেন না, তাঁহার এ দশা কিরূপে দর্শন করিব? যদি তাঁহাকে কষ্ট না দিয়া আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলেও

---

* "কেকয়রাজপাংশুলে" এই পাঠ অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ২।১ খানি গ্রন্থে "কেকয়রাজপাংশুলে" এরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

† মূলে "যথাতুরস্তথা" এই পাঠোল্লেখ আছে। হস্ত-প্রসারণে অকৃতকার্য্য হইয়া অর্দ্ধপথে মূর্চ্ছিত হওয়া টীকাকারের অভিপ্রায়, সঙ্গত বিবেচনায় টীকাকারের অভিপ্রায় অনুবাদে সংযোজিত হইয়াছে।

আমি সুখী হই। রে ক্রূরে পাপকারিণি কৈকেয়ি! সত্যসন্ধ প্রিয়তম রামের এরূপ অনিষ্ট-কামনা কেন? বাস্তবিক তোর কথায় রামকে বনবাসী করিলে, আমার ঘোর অকীর্ত্তি প্রচারিত হইবে।” ১-১৬।

যখন অবনীনাথ উদ্‌ভ্রান্ত-মনে এইরূপ বিলাপ করেন, সেই সময়ে দিনমণি অস্তাচলশিখরাবলম্বী হইলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী উপস্থিত। সেই শর্ব্বরী শশাঙ্কশোভিতা হইলেও দুঃখিত নৃপতিকে আনন্দিত করিতে পারিল না। তখন প্রজানাথ বারংবার দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নভোমণ্ডলে সংন্যস্ত রহিল। অনেক ক্ষণের পর, ‘হে নক্ষত্রশোভিতে নিশে! আমি তোমার প্রভাত প্রার্থনা করি না,’ এই কথা বলিলেন। “হে ভদ্রে! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও অথবা সত্বর প্রকাশিত হও। যাহার জন্য আমার এ দশা, যেন রাত্রি-প্রভাতে তাহার মুখ দেখিতে না হয়।” নৃপতি এইরূপ কহিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনর্ব্বার প্রেয়সীর প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন;—বলিলেন, “হে দেবি! আমার শেষ-দশা উপস্থিত, আমি অতিশয় দীন, সর্ব্বপ্রকারে তোমার অনুগত ও অধীন, বিশেষতঃ আমি রাজা; অতএব আমার প্রতি কৃপাপ্রকাশ কর। আমি বিস্তর ক্লেশে তোমাকে কটূক্তি করিয়াছি। হে সুন্দরি! তোমাকে সরলহৃদয়া বলিয়া জানি, তুমি প্রসন্ন হও। ভাল, না হয় রামচন্দ্র তোমার প্রসাদলভ্য রাজ্যলাভ করুন। এরূপ করিলে তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি বিঘোষিত এবং আমার, রামের, বশিষ্ঠাদি গুরুলোকের ও ভরতের প্রীতিভাব প্রকাশিত হইবে।” ১৭-২৩।

রাজা দশরথ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সজলনেত্র হইলেন; তাঁহার নেত্রযুগল আরক্তবর্ণ হইল; কিন্তু নির্দ্দয়া কৈকেয়ী কিছুতেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন নৃপতি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষুব্ধভাবে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। সময় জানিয়া যদিও বৈতালিকগণ স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের সময় উহা অসহ্য বোধ হওয়াতে নৃপতি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন। ২৭-২৮।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রামচন্দ্রকে আনয়নার্থ কৈকেয়ীর আদেশ।

পাপীয়সী কৈকেয়ী পুত্রশোকাতুর নৃপতিকে মূর্চ্ছিত, ভূপতিত ও বিচেষ্টমান দেখিয়া এই কথা বলিলেন, “হে মহারাজ! তুমি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যেন ভয়ানক পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক এক্ষণে দীনভাবে শয়ন করিয়া আছ কেন? ধার্ম্মিকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বরদানে তোমাকে সমুৎসাহিত করিতেছি। বিবেচনা করিয়া দেখ, নৃপতি শৈব্য সত্যের কারণে পক্ষীকে গাত্রমাংস প্রদান করিয়া সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। তেজস্বী নৃপ অলর্ক যাচিত হইয়া বেদজ্ঞ এক ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক প্রসন্নমনে দান করিয়াছিলেন। অন্য কথা কি, মহাসমুদ্র সত্যানুরোধে পর্ব্বসময়ে সামান্য তীরভূমিও অতিক্রম করেন না। সত্যই একমাত্র ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে, সত্যই অক্ষয় বেদ, সত্যপ্রভাবে পরমপদ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, যদি তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর। অতএব আমাকে যে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা প্রদান কর। তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধির উদ্দেশে আমার এরূপ বলিবার প্রয়োজন। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি রামকে বনবাসী কর। যদি আমার কথা রক্ষা না পায়, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।” কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে রাজা দশরথ বামনের নিকটে বলীর অবস্থার ন্যায় দ্বিরুক্তি করিতে না পারিয়া সত্যে আবদ্ধ হইলেন। তখন তাঁহার হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত এবং মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল; সে সময়ে তিনি যুগচক্রের মধ্যস্থিত ধুরকাষ্ঠের ন্যায় অস্থির হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়নযুগল বিকল হইয়া উঠিল; তিনি অতিকষ্টে ধৈর্য্যসহকারে মনোবেগ নিবৃত্ত করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, “আমি যে অগ্নিসমক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তোর সহিত তোর গর্ভজাত পুত্র ভরতকে পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে রজনী প্রভাত হইয়াছে, এ সময় সূর্য্যোদয় দেখিলেই গুরুজনেরা আসিয়া রামের অভিষেকের জন্য আমাকে ত্বরান্বিত করিবেন। রামরাজ্যাভিষেকার্থে যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, যদি তুই এ কার্য্যে বাধা দিস্, তাহা হইলে ইহা দ্বারাই রামচন্দ্র আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবেন। * যদি রামের রাজ্যাভিষেক তোর অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে তোর সহিত তোর পুত্র ভরত যেন আমার সলিলক্রিয়া না করে। আমি যে রামের বদন-কমল একবার প্রফুল্ল দেখিয়াছি, কিরূপে তাহা মলিন দেখিব?” এই কথা বলিতে বলিতে চন্দ্রতারকা-শোভিতা শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তদনন্তর পাপচারিণী কৈকেয়ী ক্রোধসংমূর্চ্ছিত হইয়া নৃপতিকে পরুষ-বাক্য বলিতে লাগিলেন, “হে রাজন্! তুমি এক্ষণে বিষবৎ ও শূলাদি-সদৃশ মর্ম্মভেদী কি কথাই বলিতেছ। যাহা হউক, তুমি রামকে এখনই এখানে আনয়ন কর। আমার পুত্র ভরতকে রাজসিংহাসনে স্থাপন এবং রামকে বিবাসন করিয়া আমাকে নিষ্কণ্টক করত সুখী হও।” তখন ভূপতি দশরথ কশাহত অশ্বের ন্যায় মর্ম্মাহত হইয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, “আমি সত্যপাশে আবদ্ধ, আমার চেতনা লুপ্তপ্রায়; এক্ষণে আমি জ্যেষ্ঠ প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি; এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর। † এ দিকে রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্যোদয় প্রকাশিত; ক্রমে শুভক্ষণ, শুভ-নক্ষত্র ও শুভ-মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। এরূপ সময়ে বশিষ্ঠদেব অভিষেক-দ্রব্য সমভিব্যাহারে সশিষ্যে রাজপুরীতে উপস্থিত। তিনি দেখিলেন, রাজপুরীর সমস্ত পথ সলিলসেকে সিক্ত ও বিচিত্র পতাকাশ্রেণীতে সমলঙ্কৃত; আপণশ্রেণী পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, লোকসকল উৎসবে উন্মত্ত। নগরীর সমস্ত লোক রামাভিষেক-দর্শনে লালায়িত। চতুর্দ্দিক্ চন্দন, অগুরু ও ধূপে সমাকীর্ণ। গুরুদেব ইন্দ্রপুরীপ্রতিম সেই পুরী ত্যাগ করিয়া ধ্বজপতাকা-বিশোভিত রাজান্তঃপুরের সন্নিহিত হইলেন। দেখিলেন, সর্ব্বত্রই পৌর ও জানপদগণে

* মূলে— “রামাভিষেকসম্ভারৈস্তদর্থমুপকল্পিতৈঃ।
রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়া॥”

এই পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহার অনুবাদে ‘তুই এ কার্য্যে বাধা দিস্’ এরূপ অর্থ প্রতীতি হয় না। সঙ্গত বিবেচনায় পশ্চিমদেশীয় বিজ্ঞ টীকাকারের অভিপ্রায় এ স্থলে সংযোজিত করা গেল।

† এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর, এ অনুবাদের আদর্শ মূলে নাই, ইহা টীকাকারের অভিপ্রায়।

পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই জনতা ভেদ করিয়া মহারাজের নিকটে যাইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে নৃপতির প্রিয় মন্ত্রী সুমন্ত্রকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, 'আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি, মহারাজকে এই সংবাদ দাও। তুমি রাজার নিকটে বল যে, রামের অভিষেকের জন্য স্বর্ণ-কুম্ভে গঙ্গাজল পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঔডুম্বর-পীঠ, সর্ব্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, সুন্দরী অষ্ট কন্যা, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয় সংযুক্ত রথ, নিস্ত্রিংশ, দিব্য ধনু, নরযান, শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেত ব্যজন, স্বর্ণ-ভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলশোভী পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, চতুর্দ্দন্ত সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মহিষ, অগ্নি, সকল প্রকার বাদ্য, সুন্দরী বারাঙ্গনা, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, গাভী ও পুণ্যলক্ষণ মৃগপক্ষী সকল সংগৃহীত হইয়াছে। দেশীয় ও জানপদীয় প্রধান প্রধান লোক রামের অভিষেকার্থে সমুপস্থিত হইয়াছেন। হে সুমন্ত্র! যাহাতে পুষ্যানক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক ঘটে, তুমি সে পক্ষে প্রমুদিত মনে মহারাজকে ত্বরান্বিত কর।' ১-৪২।

সূতপুত্র গুরুর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্তব কীর্ত্তনপূর্ব্বক অবনীনাথ দশরথের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজার অনুমতিতে সুমন্ত্রের অন্তঃপুরে প্রবেশের বাধা ছিল না, সুতরাং তদীয় গমনসময়ে দৌবারিকগণ তাঁহার গতিশক্তি রোধ করিতে পারে নাই। এই সময় মহারাজের কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সূত তাহার কিছুই জানিতেন না; সুতরাং সে সময়ে অগ্রসর হইয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে নৃপতে! ভাস্করোদয়ে যেরূপ সমুদ্রের রঞ্জিত-মূর্ত্তি-ধারণ ঘটে, আপনি সেইরূপ আনন্দিত হইয়া সমুদিত হউন। সুর-সারথি যেরূপ সূর্য্যোদয়কালে সুররাজকে প্রবোধিত করিয়া থাকেন, আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। ষড়ঙ্গ বেদ এবং মীমাংসাদি বিদ্যা যেরূপ ব্রহ্মাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। চন্দ্র-সূর্য্য যেরূপ উদয় ও অস্ত দ্বারা জনগণের প্রবোধন করিয়া থাকেন, অদ্য আমিও আপনাকে সেইরূপ প্রবোধিত করিতেছি। হে মহারাজ! সুমেরু পর্ব্বত হইতে যেরূপ দিবাকরের উদয় ঘটিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ রামরাজ্যাভিষেক মহোৎসবে গাত্রোত্থান করুন। রামের অভিষেকার্থ যাহা যাহা প্রয়োজন, সকলই সংগৃহীত হইয়াছে। পৌর, জানপদ এবং বণিগ্‌বর্গ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতেছে। অন্যের কথা কি, বশিষ্ঠদেবও ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব সত্বর সমুচিত আদেশ করুন। রক্ষকহীন পশু, নায়ক-বিহীন সৈন্য, চন্দ্রশূন্য রাত্রি এবং বৃষশূন্য গাভীর যেরূপ অবস্থা, সেইরূপ আপনার অভাবে রাজ্যের এইপ্রকার শ্রী দাঁড়াইয়াছে।" সুমন্ত্রমুখে সান্ত্বনাপূর্ণ এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ পুনর্ব্বার শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন নিরানন্দ-মনে রক্তিম-লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "সুমন্ত্র! তোমার স্তুতিবাক্য আমার অতিশয় কষ্টদায়ক হইতেছে।" সারথি নৃপতির করুণস্বর শ্রবণ ও তাঁহার দীনভাব দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী মহারাজকে বিষণ্ণ ও বাক্‌স্ফুরণে অশক্ত দেখিয়া সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "হে সুমন্ত্র! মহারাজ রামরাজ্যাভিষেকোৎসবে আনন্দাতিশয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রিত হন নাই, তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া এক্ষণে নিদ্রা যাইতেছেন। এক্ষণে তুমি যশস্বী রামচন্দ্রকে এখানে আনয়ন কর, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ করিও না।" সুমন্ত্র তদ্বাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন,'রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে কিরূপে যাইতে পারি?'তখন নৃপতি 'আমি প্রিয়পুত্র রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি, অতএব তাঁহাকে লইয়া আইস,' এই বলিলেন। আজ্ঞামাত্রে রামের ইষ্টসিদ্ধি বিবেচনায় তিনি তথা হইতে নির্গত হইলেন। এই সময়ে দেবী কৈকেয়ীও রামকে আনিবার জন্য তাঁহাকে ত্বরান্বিত করিলেন। কৈকেয়ীর ব্যস্তভাব দর্শনে সুমন্ত্রের মনে হইল, বুঝি রামের অভিষেক-দর্শনে কৈকেয়ী ব্যগ্র হইয়াছেন। বোধ হয়,মহারাজ রাত্রিজাগরণ-ক্লেশে আর বহির্গত হইবেন না। তিনি এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী হ্রদের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়াই দেখিলেন, নৃপতির দ্বারদেশ উপস্থিত নানাদেশীয় মহাজন, পৌর ও জানপদে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। * ৪৩-৬৭

পঞ্চদশ সর্গ।

রামসমীপে সুমন্ত্রের উপস্থিতি।

বেদপারগ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, বণিক্ ও রাজপুরোহিত রামরাজ্যাভিষেকার্থে সকলেই সম্মিলিত হইয়া রাজদ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা পুষ্যা নক্ষত্র ও রামচন্দ্রের জন্মস্থ কর্কট লগ্নের আবির্ভাব দেখিয়া, তাঁহার অভিষেকোপলক্ষে যাবতীয় আয়োজন করিয়া আনিয়াছেন। হেমময় জলকুম্ভ, অলঙ্কৃত ভদ্রপীঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্তরণ-বিশিষ্ট রথ, গঙ্গা-যমুনার পবিত্র জল, অপরাপর পবিত্র নদী, হ্রদ, কূপ ও সরোবরের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, দর্ভ, কুশ, পুষ্প, আটটি সুন্দরী কন্যা, মত্ত হস্তী, বটপল্লব, রজত ও কাঞ্চনময় ঘট, পদ্মদল, সুধা-ধবল রত্নদণ্ড চামর, চন্দ্রমণ্ডলাকৃতি শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত ঘোটক, বাদ্য ও বন্দী প্রভৃতি যে সকল সামগ্রী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অভিষেকসময়ে প্রয়োজনীয়, তাঁহারা তত্তাবৎ আনয়ন করিয়াছেন। সে সময়ে রাজার সাক্ষাৎকার না পাইয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, "আমাদের উপস্থিতি-সংবাদ কে প্রদান করিবে? এ দিকে দেখিতে দেখিতে দিবাকর সমুদিত, অভিষেক-সামগ্রী সমস্তই সমাহৃত হইয়াছে।" তাঁহারা এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে সারথি সুমন্ত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, 'আমি মহারাজের আদেশে রামকে লইয়া যাইবার জন্য যাইতেছি। আপনারা রাজা ও রাজকুমারের পূজনীয়, যদি অভিপ্রায় হয়, আমিই না হয় মহারাজকে এই কথা বলিয়া আসি যে, সকলে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন, আপনি প্রবুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন না কেন?' ১-১৮।

তিনি এই বলিয়া পুনর্ব্বার ককুৎস্থকুলতিলক দশরথ নৃপতির

* অনুবাদিত এ দেশীয় রামায়ণে চতুর্দ্দশ সর্গের ৬৭ শ্লোক্‌টি—
"ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো মহীপতের্দ্বারগতান্ বিলোকয়ন্।
দদর্শ পৌরান্ বিবিধান্ মহাজনান্ উপস্থিতান্ দ্বারমুপেত্য বিষ্ঠিতান্॥"
একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং শয়নগৃহে উপস্থিত হইয়া যবনিকার অন্তরালে স্থিতি করত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! সোম, সূর্য্য, রুদ্র, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনাকে জয়লক্ষ্মী প্রদান করুন। এক্ষণে রজনীর অবসান ঘটিয়াছে, শুভদিন সমুদিত। হে রাজচক্রবর্ত্তিন্! এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন। ব্রাহ্মণ, সৈন্যাধ্যক্ষ ও বণিক্‌গণ সকলেই দ্বারদেশে সমুপস্থিত, তাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র; অতএব জাগ্রত হউন।" তখন মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের স্তবে প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "সুমন্ত্র! আমি তোমাকে রামকে এখানে আনিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, তুমি কি কারণে আমার আদেশ পালন করিলে না? আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি, তুমি আমার আদেশে সত্বর রামকে এখানে আনয়ন কর।" তখন সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন। তিনি বিচিত্র ধ্বজ বিশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইবার সময় সকলেরই মুখে রামাভিষেক-কথা শুনিতে পাইলেন। কিয়দ্দূর গিয়াই তিনি কৈলাসগিরি-সদৃশ রামচন্দ্রের প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলেও প্রাসাদের কবাট অবরুদ্ধ, তাহার ইতস্ততঃ শত শত বেদি প্রস্তুত। সম্মুখভাগে অসংখ্য কাঞ্চনপ্রতিমা, প্রাসাদের তোরণ সকল প্রবাল ও মণিমুক্তা-বিজড়িত, দেখিতে শারদীয় মেঘ সদৃশ। ঐ তোরণ সকল মধ্যমণি-বিশোভিত স্বর্ণপুষ্পমাল্যের ন্যায় সুসজ্জিত ও মধ্যে মধ্যে মহামূল্য রত্নসমূহে সমলঙ্কৃত। মলয়-শিখর যেরূপ সুবাসিত, ঐ স্থানও তদ্রূপ সৌগন্ধময়, স্থানে স্থানে সারস ও ময়ূরগণ ক্রীড়া করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে স্বর্ণাদি ধাতুময় ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি বিরাজমান; ইহার শিল্পকার্য্য দেখিলে দর্শকের নয়ন-মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ঐ প্রাসাদ মহেন্দ্রপুরীসদৃশ, উহার জ্যোতি চন্দ্রসূর্য্য-কিরণতুল্য; উহার সর্ব্বত্রই পক্ষিকুলে সমাকুলিত। ঐ পুরীর দ্বারদেশে রামাভিষেকপ্রতীক্ষায় কৃতাঞ্জলিপুটে নানাদেশীয় লোক দণ্ডায়মান। অসংখ্য দাসদাসীতে ঐ প্রাসাদ সমাচ্ছন্ন এবং উহার সর্ব্বত্র নানাবিধ মহামূল্য রত্নে বিভূষিত। তদনন্তর সুমন্ত্র রথ লইয়া জনতাপূর্ণ রাজপথ অলঙ্কৃত ও পৌরগণের অন্তঃকরণ পুলকিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাসাদে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চের আবির্ভাব হইল। শচীপতির প্রাসাদ যে প্রকার, সেইরূপ রামভবন মৃগ ও ময়ূরে সুশোভিত। অনন্তর সুমন্ত্র কৈলাসাচলতুল্য শোভাসম্পন্ন স্বর্গবৎ রমণীয় কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া রামের অধীনস্থ অসংখ্য ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি রামান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সারথি সকলেরই মুখে রামাভিষেকের কথা শুনিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রামের বাসভবন সুরম্য ইন্দ্রধামতুল্য এবং মৃগপক্ষি সমাকীর্ণ, উহা সুমেরুশিখরতুল্য উন্নত এবং স্বকীয় প্রভায় শোভাবিশিষ্ট। উহার দ্বারদেশে অসংখ্য মনুষ্য সকল আপনাদের বাহনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাবিধ উপহার-হস্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত। উহার কোনও স্থান মেঘবৎ শ্যামবর্ণ শৈলাকৃতি শত্রুঞ্জয় নামে রামের বাহন হস্তী দ্বারা সুশোভিত। কোথায় বা রাজকুমারের অমাত্যগণ বিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিত। রত্নসঙ্কুল সমুদ্রগর্ভে মকর যেরূপ প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় সুমন্ত্র রামের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৯-৪৮।

ষোড়শ সর্গ।

সুমন্ত্রের প্রতি দশরথের আদেশ-প্রদান।

তদনন্তর সারথি জনতাপূর্ণ অন্তঃপুরদ্বার অতিক্রম করিয়া কোলাহলশূন্য রামচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। ঐ স্থান কুণ্ডলধারী বিশ্বস্ত বীরপুরুষেরা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে। প্রকোষ্ঠের বহির্দ্বারে কাষায়বসনধারিণী কতিপয় প্রাচীনা রমণী বেত্রহস্তে উপবিষ্ট। অকস্মাৎ সুমন্ত্রের শুভাগমন দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। ১-৪।

তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে বিনীতভাবে কহিলেন যে, 'সুমন্ত্র দ্বারদেশে উপস্থিত, তোমরা এই সংবাদ লইয়া গিয়া রাজকুমারকে নিবেদন কর।' তাহারা শ্রুতমাত্রে সস্ত্রীক রামের নিকট এই বার্ত্তা জানাইল। পিতৃবৎসল রাম পিতৃহিতার্থে তাঁহার অন্তরঙ্গ সুমন্ত্রকে তৎক্ষণাৎ আনয়ন করাইলেন। সুমন্ত্র গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, উত্তরচ্ছদশোভিত সুবর্ণপর্য্যঙ্কে কুবেরের ন্যায় রামচন্দ্র উপবিষ্ট আছেন। তদীয় কলেবর বরাহরক্তাকার সৌগন্ধময় রক্তচন্দনে চর্চ্চিত। তাঁহার পার্শ্বে জানকী চামর-হস্তে উপবিষ্ট। দেখিলে বোধ হয়, যেন চিত্রার সহিত চন্দ্রমা সম্মিলিত। রামচন্দ্র স্বকীয় তেজে মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। দর্শনমাত্র সুমন্ত্র তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তিনি রামকে সুখশয্যায় উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন, "হে কৌশল্যানন্দন! দেবী কৈকেয়ী ও মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অতএব কালবিলম্ব করিবেন না।" রাম এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রেয়সীকে কহিলেন, "দেবি জানকি! আমার জন্য জননী কৈকেয়ী ও পিতৃদেব সম্মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই অভিষেক-সম্বন্ধীয় কোন মন্ত্রণা করিতেছেন। আমার বোধ হয়, হিতৈষিণী কৈকেয়ী মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমার জন্য তাঁহাকে ত্বরান্বিত করিতেছেন। সেই জননী আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। বোধ হয়, আমারই উদ্দেশ্যে মহারাজের নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়াছেন। মহারাজ ও জননী কৈকেয়ী যে আমার নিকটে সুমন্ত্রকে দূতস্বরূপে পাঠাইয়াছেন, ইহা আমার ভাগ্যের কথা। অন্তঃপুর-সভা যেরূপ, আমার হিতৈষিণী, অর্থসাধনতৎপর দূতও তদনুরূপ উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য নিশ্চয়ই পিতা আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। সুন্দরি! তুমি সঙ্গিনীদিগের সহিত কিছুকাল ক্রীড়া-কৌতুকে কালাতিপাত কর, আমি যত সত্বর পারি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। ৫-২০।

স্বামিসোহাগিনী জনকনন্দিনী সীতা এই কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় মঙ্গলাচরণোদ্দেশে তাঁহার সহিত ধীরে ধীরে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "প্রজাপতি যেরূপ সুরপতিকে সুররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে সাম্রাজ্য সম্প্রদান করুন। তোমাকে ব্রতধারী, দীক্ষিত ও মৃগচর্ম্মধারী দেখিতে আমার বাসনা। প্রার্থনা, এখন হইতে ইন্দ্র তোমার পূর্ব্ব, যম তোমার

দক্ষিণ, বরুণ পশ্চিম ও কুবের উত্তরদিক্ রক্ষা করুন।” তদনন্তর মঙ্গলাচরণাবসানে সীতাপতি সীতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে বাসভবন হইতে নির্গত হইলেন। গিরিগুহাশায়ী কেশরী যেরূপ পর্ব্বত হইতে নির্গত হয়, বীরকেশরী রামও তদ্রূপে নির্গত হইলেন। দেখিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারদেশে লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান। মধ্যপ্রকোষ্ঠে আত্মীয়গণ তদীয় সন্দর্শন বাসনায় উদ্গ্রীব রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগের সম্মাননা পূর্ব্বক অগ্নিসদৃশ দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাবৃত, উহার শব্দ মেঘগর্জ্জনসদৃশ, স্থানে স্থানে স্বর্ণমণি সুশোভিত। উহাতে করেণুশিশু সদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্ব সংযোজিত, দেখিতে ইন্দ্ররথতুল্য, লোকের দৃষ্টি উহার তেজে প্রতিহত। রামচন্দ্র যখন স্বকীয় প্রদীপ্ত তেজে প্রাদুর্ভূত হইয়া বহির্গত হইলেন, তখন তিনি মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের শোভা ধারণ করিলেন। গমনসময়ে তদীয় অনুজ লক্ষ্মণ করে চামর ধারণ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। * অগ্রজকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মণ তৎপশ্চাৎ রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তুমুল-বেগে রথের গতি এবং তন্নিবন্ধন ঘর্ঘররব সমুত্থিত হইল। রামের পশ্চাৎ পর্ব্বতাকার অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব সকল গমন করিতে লাগিল। চন্দনলিপ্ত অগণ্য বীরগণ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রামের অনুগমন করিল। সঙ্গে সঙ্গে খড়্গ ও চাপধারী পুরুষগণ অগ্রসর হইল। চতুর্দ্দিকে বাদ্যনিনাদ ও বন্দিগণের শ্রুতিসুখকর স্তুতিগান সমুচ্চারিত হইল। বীরগণের সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইল। রূপলাবণ্যবতী ললনাগণ বিচিত্র বেশভূষায় গৃহের বাতায়ন সমাশ্রয় পূর্ব্বক রামশিরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। রামচন্দ্র অনুরূপ প্রিয়বচনে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন স্ত্রীসকল বলিতে লাগিল, “অদ্য রাজমহিষী রামকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দে সাঁতার দিতে থাকিবেন। আমাদের বোধ হয়, ললনারত্ন সীতা সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ, জন্মান্তরীণ পুণ্য ব্যতিরেকে এরূপ সৌভাগ্যলাভ সম্ভবিতে পারে না। আমরা জানি, সীতা রামের হৃদয়ধন; বলিতে গেলে তিনি যথার্থই পূর্ব্বপুণ্যফলের পরিচয় দিয়াছেন। রোহিণী যেরূপ চন্দ্রের অনুগামিনী, তাহার ন্যায় সীতা সীতাপতির জীবনসর্ব্বস্ব।” প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া প্রমদাগণ এইরূপ বলিতেছেন, রামচন্দ্র যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন। সেই রামচন্দ্র এই প্রকার সুখকর বচনপরম্পরা শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে তিনি এক স্থানে বহুসংখ্যক লোকদিগের এরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইলেন, ‘এই রাজপুত্র রাজপ্রসাদ ও রাজ-শ্রী পাইবার জন্য পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন, যখন ইনি রাজা হইবেন, তখন আমাদের সুখের সীমা থাকিবে না। ইনি যে যুগপৎ নিখিল রাজ্যভার গ্রহণ করিতেছেন, ইহাই আমাদের পরম লাভ। ইঁহার অধিকারে কখনও কোনওরূপ অনিষ্ট দর্শন করিতে হইবে না।’ অনন্তর রামচন্দ্র সকলের মুখে এইরূপ গুণকীর্ত্তন শ্রবণ এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ আকর্ণন পূর্ব্বক কুবেরের ন্যায় পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন। ২১-৪৭।

* কোন কোন পুস্তকে “চিত্রচামরপাণিস্তু” এই পাঠের পরিবর্ত্তে “ছত্রচামরপাণিস্তু” এই পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তদশ সর্গ।

পিতৃসকাশে রামের গমন।

রামচন্দ্র রথারোহণে ক্রমে রাজপথে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সর্ব্বত্রই অগুরু-ধূপ-গন্ধে আমোদিত, স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা সুশোভিত। সর্ব্বত্রই লোকাকীর্ণ, গৃহাবলী মেঘবৎ পাণ্ডুবর্ণ। স্থানে স্থানে পট্টবসন লোকের মন আকর্ষণ করিতেছে; চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে সকল স্থানই গন্ধময়। মধ্যে মধ্যে মুক্তাস্তবক ও স্ফটিকমণি বিরাজিত। রাজপথের স্থানে স্থানে কুসুমরাশি বিকীর্ণ ও মঙ্গলাচারার্থ নানাবিধ দ্রব্যসকল সংন্যস্ত। সুরলোকে সুরপতির ন্যায় রাম দধি, অক্ষত, হবিঃ ও লাজাঞ্জলি দ্বারা রাজপথ সমাকীর্ণ দেখিলেন। এই সময়ে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এরূপ অবস্থা দর্শনে রাজকুমারের বন্ধুবর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা কহিলেন, “রাজকুমার! অদ্য তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদিগকে পালন কর। তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকারে আমরা যেরূপ সুখী ছিলাম, তোমার শাসনেও সেইরূপ সুখী হইতে পারিব। অধিক কি বলিব, যদি তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃভবন হইতে নির্গত হইতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমরা ইহ ও পরলোকের সুখ প্রার্থনা করি না। বাস্তবিক অমিততেজা রামচন্দ্রের অভিষেক অপেক্ষা আর আমাদের প্রিয় বস্তু কিছুই নাই।” সুহৃদগণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া রাম অবিকৃতান্তঃকরণে গমন করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, তথাপি কেহই মন ও চক্ষু তাঁহা হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি রামকে দর্শন না করে অথবা রাম যাহার প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন না করেন, সে ব্যক্তি সজ্জনের নিকট নিন্দিত হয় এবং আত্মাকে হেয় বোধ করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক রামচন্দ্র সকলকেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন বলিয়া সকলেই তাঁহার আনুগত্যে বাধ্য। তদনন্তর রাম চতুষ্পথ, চৈত্য, দেবালয় ও আয়তন সকল বামপার্শ্বে রাখিয়া রাজভবনের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমশঃ দেখিতে পাইলেন, রাজপ্রাসাদ মেঘাকারে শোভা পাইতেছে; রমণীয় বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ প্রাসাদ রত্নজাল-বিজড়িত, সাতিশয় শোভাসম্পন্ন; রাজভবন মহেন্দ্রসদনসদৃশ। রাজকুমার আপনার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে যথাক্রমে তিনটি প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলেন। ঐ প্রকোষ্ঠগুলি ধনুর্দ্ধারী বীরপুরুষে সুরক্ষিত, তিনি অনায়াসে তাহা পার হইলেন। তদনন্তর পদব্রজে অপর দুইটি কক্ষ পার হইয়া অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। তিনি পিতৃভবনপ্রবেশসময়ে অনুচরদিগকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজকুমারকে পিতৃভবনে প্রবিষ্ট দেখিয়া সকলেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তখন মহার্ণব যেরূপ চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, তাহার ন্যায় সকলেই রামের নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ১-২৩।

অষ্টাদশ সর্গ।

রামসমীপে কৈকেয়ীর বরবার্ত্তা প্রকাশ।

অনন্তর রামচন্দ্র রাজা দশরথকে কৈকেয়ীর সহিত দীনভাবে শুষ্কমুখে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রথমে পিতৃচরণে অভিবাদন করিয়া, পশ্চাৎ জননী কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। নৃপতি "রাম" এই কথা বলিয়া আর কোন কথা বলিতে বা রামের প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। পদস্পৃষ্ট পন্নগের ন্যায় মহারাজের অপূর্ব্ব ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিয়া রামের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। এই সময়ে নৃপতি শোকাচ্ছন্ন হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। উর্ম্মিমালাসঙ্কুল সমুদ্র যেরূপ ক্ষুভিত হয়, রাহুগ্রস্ত শশধরের অবস্থা যেরূপ হয়, ঋষিগণ মিথ্যার বশতাপন্ন হইলে যেরূপ ঘটে, তৎকালে তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল। অবনীপতির এই অচিন্তনীয় অবস্থার কারণ কি, এই ভাবিয়া রামের অন্তঃকরণ পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইল। পিতৃবৎসল চতুর রামচন্দ্র, অদ্য আমাকে দেখিয়া মহারাজের হর্ষপ্রকাশ না হইবার কারণ কি, এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, অন্য দিন কুপিত থাকিলেও পিতৃদেব আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হন, কিন্তু অদ্য আমাকে দেখিয়া ক্লেশবোধ করিতেছেন কেন? তিনি শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ ও দীনভাবে অবস্থিত কেন? তখন রামচন্দ্র জননী কৈকেয়ীকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি কি অজ্ঞানপ্রযুক্ত পিতৃচরণে কোন অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি সে জন্য আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? যাহা হউক, জননি! আমার দোষ-মার্জ্জনার জন্য আপনি ইঁহাকে প্রসন্ন করুন। পিতৃদেব আমার প্রতি চিরপ্রসন্ন থাকিয়া অদ্য কি জন্য বিষণ্ণমনে দীনভাবে রহিয়াছেন? কোন কথা না বলিবারই বা কারণ কি? শারীরিক বা মানসিক কোন সন্তাপ কি পিতৃদেবকে ব্যথিত করিয়াছে? আমি জানি, মনুষ্যদেহে সকল সময়ে সুখভোগ সুদুর্লভ। প্রিয়দর্শন কুমার ভরত বা শত্রুঘ্নের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? আমার মাতৃদিগের ত কুশল? আমি পিতৃদেবের অসন্তোষ উদ্ভাবন ও অবাধ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে চাহি না। যাঁহার কৃপায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ, যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিকূলাচারী হইবে? * জননি! আপনি অভিমানিনী হইয়া পিতার প্রতি কি পরুষভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন? সেই জন্যই তাঁহার এরূপ চিত্তবিকার ঘটিয়াছে? দেবি! আপনি প্রকৃত ঘটনা কি, আমাকে বলুন; এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্তবিকার কি জন্য ঘটিয়াছে?" তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী আপনার হিতের জন্য বলিতে লাগিলেন, "হে রামচন্দ্র! নৃপতি কুপিত হন নাই এবং তাঁহার এরূপ কোন দুঃখও ঘটে নাই; তবে তাঁহার কিঞ্চিৎ মনোগত কথা আছে, তাহা তোমার ভয়ে বলিতে পারিতেছেন না। তুমি প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র, মহারাজ তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, ইনি আমার নিকটে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইনি প্রথমে আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় এক্ষণে পরিতাপ করিতেছেন। জল নির্গত হইলে সেতু-বন্ধন যেরূপ নিষ্প্রয়োজন, বর দিতে স্বীকৃত হইয়া পরে পরিতাপ করাও সেই প্রকার। হে রাম! সত্যই ধর্ম্মের মূল, ইহা সাধু লোকের অবিদিত নাই। এক্ষণে তোমার অনুরোধে আমার উপর কুপিত হইয়া রাজা যেন সত্যভ্রষ্ট না হন, তুমি তাহার প্রতিবিধান কর। ইনি যাহা বলিবেন, শুভাশুভ বিচার না করিয়া যদি তৎপ্রতিপালনে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে আমি সমস্ত বলিতে পারি কিংবা রাজা স্বয়ং তোমাকে কিছু বলিবেন না, আমি ইঁহার কথা তোমাকে যাহা বলিব, যদি তুমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লও, বলি।" কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি তখন রাজসন্নিধানে দেবীকে বলিলেন, "দেবি! আপনি আমাকে এরূপ বলিবেন না। আমি নৃপতির আদেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারি। অন্য কথা কি, রাজা—বিশেষতঃ পিতার আদেশে তীক্ষ্ণ বিষপান কিংবা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে আমার আপত্তি নাই। জননি! রাজার অভিপ্রায় কি, আমাকে বলুন, আমি তাহা পালন করিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি। জানিবেন, রাম কখনও দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।" তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী সরলস্বভাব সত্যবাদী রামকে নিষ্ঠুর-বাক্যে বলিলেন, "পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামে তোমার পিতা অসুরাস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন, আমার পরিচর্য্যায় ইঁহার প্রাণরক্ষা ঘটে এবং সে জন্য আমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। এক্ষণে আমি মহারাজের নিকট সেই বর প্রার্থনা করিয়াছি। এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে তোমার দণ্ডকারণ্যপ্রবেশ। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি পিতাকে ও তোমাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পিতা যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তুমি তাহা পালন কর। তুমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বিপিনাশ্রয়ী হও। তোমার জন্য যে সমস্ত অভিষেকসামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ভরত রাজা হউন। তুমি জটাবল্কলধারী হইয়া উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হও। ভরত কোশলদেশে অবস্থান পূর্ব্বক হয়হস্তীরথসঙ্কুল নানারত্নপূর্ণ বসুধার আধিপত্য-সুখভোগ করিতে থাকুন। নৃপতি এই কারণে করুণার বশবর্ত্তী ও শোকার্ত্ত হইয়া তোমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। হে রঘুনন্দন! তুমি তোমার পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সত্যের হস্ত হইতে রক্ষা কর।" মহানুভব রাম এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু নৃপতি ভাবী পুত্র-বিয়োগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। ১-৪১।

একোনবিংশ সর্গ

লক্ষ্মণের সহিত রামের মাতৃসকাশে গমন।

অনন্তর রামচন্দ্র কৈকেয়ীর মুখে মরণোপম এইরূপ পীড়াদায়ক কথা শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমি পিতৃসত্য-পালনের জন্য জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনগামী হইব কিন্তু আমি ইহা জানিতে চাই, মহারাজ পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে সম্ভাষণ করিতেছেন না কেন? দেবি! আপনি রুষ্ট হইবেন না, আমি

* এ দেশপ্রচলিত পুস্তকে এই পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।
"আয়ুর্যশো বলং বিত্তমাকাঙ্ক্ষদ্ভিঃ প্রিয়াণি চ।
পিত্রৈবারাধনীয়োঽগ্রে দৈবতং হি পিতা মহৎ॥"

আপনার সাক্ষাতে বলিতেছি, আমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনগমন করিব, আপনি প্রসন্ন হউন। হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু, পিতা কৃতজ্ঞ রাজার অনুমতিতে এমন কোন্ প্রিয় কার্য্য আছে, যাহা বিশ্বস্তচিত্তে করিতে না পারি? যাহা হউক, আমার অন্তরে এই মহান্ দুঃখ যে, ভরতের রাজ্যাভিষেকের কথা মহারাজ স্বয়ং আমাকে বলিলেন না। রাজার কথা কি, আপনি বলিলে আমি হৃষ্টান্তঃকরণে ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য, ইষ্ট প্রাণ, এমন কি, সীতাকে পর্য্যন্ত দান করিতে পারি। জানিবেন, আপনার হিতসাধন ও পিতৃ-সত্য-পালনের জন্য কোনও কার্য্যে বিমুখ নহি। যাহা হউক, আপনি এক্ষণে মহারাজকে আশ্বাস প্রদান করুন। দেখিতেছি, মদীয় পিতৃদেব অবনতমস্তকে উপবিষ্ট থাকিয়া মন্দ মন্দ অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছেন; ইহাঁকে লজ্জিত বলিয়া বোধ হইতেছে নৃপতির আদেশে দূতগণ অদ্যই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মাতুলালয় হইতে প্রাণাধিক ভরতকে লইয়া আসুক। আমি নিঃসন্দিগ্ধমনে পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য সত্বর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব।" তখন কৈকেয়ী রামের কথায় হৃষ্ট হইয়া তাঁহার বনগমন নিশ্চিত জানিয়াও তাঁহাকে পিতৃসত্য-পালনের জন্য ত্বরা দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য দূতগণ যাইবে; কিন্তু তোমার এ পক্ষে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি সত্বর বনগমন কর। সত্যপালনে তোমার কালবিলম্ব দেখিয়া মহারাজ লজ্জা পাইতেছেন, কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, তুমি বনপ্রবেশ করিয়া ইহাঁর মনঃক্ষোভ বিদূরিত কর। হে রামচন্দ্র! তোমাকে অধিক কি বলিব. তুমি যতক্ষণ এই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনপ্রবিষ্ট না হইতেছ, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নান-ভোজন কিছুই করিবেন না।" নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া, 'হা ধিক্! কি কষ্ট!' এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রামচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া রাজাকে উত্থাপিত করিয়া কৈকেয়ীর অনুরোধে কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে স্থিরমতি হইলেন। তিনি জননীর এতাদৃক্ নিষ্ঠুর বাক্যে ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "দেবি! আমি অর্থাভিলাষী হইয়া সংসারে বাস করিতে চাহি না। আমাকে ঋষিদিগের ন্যায় সুখ-দুঃখে সমদর্শী ধার্ম্মিক বলিয়া জানিবেন। যদি প্রাণদানেও পূজনীয় পিতৃদেবের হিতকার্য্য করা যায়, মনে করিবেন, তাহা করাই হইয়াছে। পিতৃ-শুশ্রূষা বা পিতৃবাক্য রক্ষা, ইহার অপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম জগতে আর নাই। পূজনীয় পিতার আদেশ জানিতে না পারিলেও আমি আপনার আজ্ঞায় এখনই চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসী হইবার জন্য যাত্রা করিব। হে দেবি! আপনি আমার অধীশ্বরী হইয়াও যখন এই বিধানের জন্য মহারাজকে বলিয়াছেন, তখন আমার কোন গুণ আপনার গোচর নাই। আমি আপনাকে বলিতেছি, জননী কৌশল্যা ও সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া অদ্যই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃসেবা করিতে থাকেন, আপনি সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবেন; জানিবেন, ইহাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম।" রামের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া রাজা দশরথের দুঃখ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি নিদারুণ শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রঘুনন্দন অচেতন পিতৃদেব ও অনার্য্যা কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। তদনন্তর উভয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে আসিয়া অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পাইলেন। গমনসময়ে লক্ষ্মণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে ভাসমান, তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন।* যাইবার সময় রাম অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত রাজ্য-পরিত্যাগে চন্দ্রের ক্ষয়দশার ন্যায় তাঁহার কমনীয় কান্তি বিরূপ হইয়া উঠে নাই যদিও তিনি বসুন্ধরাধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হইতেছেন, কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় কেহই সেই মহাপুরুষ রামচন্দ্রের চিত্তবিকার দেখিতে পায় নাই। তিনি শুভ্র ছত্র, অলঙ্কৃত চামর, আত্মীয় ব্যক্তি, পৌর ও অন্যান্য লোকদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া মনে মনে দুঃখবেগ বহন এবং অন্তরে সমস্ত সংগোপন পূর্ব্বক এই অশিব সংবাদ দিবার জন্য জননী কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শরৎকালে পূর্ণশশধরের প্রভা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় সে সময়ে তাঁহার মুখবিকৃতি লক্ষ্য হয় নাই। তিনি মধুর বাগ্‌জালে সকলকে সম্মানিত করিয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সমগুণাবলম্বী বিপুলবিক্রম লক্ষ্মণও মনোদুঃখ গোপন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন। সে সময় কৌশল্যা রামের অভিষেকোপলক্ষে নানাপ্রকার উৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন, রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া এই বিপদেও ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। কিন্তু জননী পাছে আমার বিচ্ছেদে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহার মনে এই আতঙ্কার আবির্ভাব হইতে লাগিল। ১-৪০।

বিংশ সর্গ।

রামের বনগমন শ্রবণে কৌশল্যার বিলাপ।

পুরুষব্যাঘ্র রামচন্দ্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়া, অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া, অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন তাঁহারা এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "পিতৃনিয়োগ না পাইয়াও যে রাম আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেন, যিনি আমাদের একমাত্র গতি, তিনিই আজ বনগামী হইলেন। যিনি জন্মাবধি কৌশল্যাকে যেরূপ জননী জ্ঞান করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদন্যথাচরণ করেন নাই, তাঁহাকে অদ্য বনগমন করিতে হইল। অন্যের কটু কথায় যিনি কুপিত হন না, যিনি সর্ব্বপ্রকারে ক্রোধকে বর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি প্রিয়বচনে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই আজ বনে যাইতে হইল। হায়! রাজা দশরথ কি নির্ব্বোধ! তিনি অনায়াসে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিলেন! যিনি সকলের গতি, তাঁহাকেই অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন!" এইরূপে রাজমহিষীগণ বিবৎসা ধেনুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও পতি নৃপতির নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুরমধ্যে এরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া নরনাথ পুত্রশোকাভিভূত হইয়া কুণ্ডলিত-দেহে অধোমুখে উপবিষ্ট রহিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র বদ্ধ হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রাতার সহিত জননীর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। উঁহার দ্বারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অপরাপর

---

* যদিও মূলে লক্ষ্মণ উপস্থিত থাকিয়া এই সকল কথা শুনিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা নাই, কিন্তু নিকটে থাকিয়া শুনিয়াছিলেন, ইহা টীকাকারের অভিপ্রায়। প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত হইল :—"সমীপস্থিত্যাবগতবৃত্তান্তত্বাৎ।"

অনেকে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা রামকে দেখিবামাত্র নিকটস্থ হইয়া তাঁহার জয়োচ্চারণ করিল। তদনন্তর রামচন্দ্র প্রথম প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গিয়া দেখিলেন, রাজার প্রিয়পাত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তথায় অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, দ্বাররক্ষাকার্য্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেকে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সংবর্দ্ধনা করিল এবং হৃষ্টমনে তাঁহাকে অগ্রে লইয়া, কৌশল্যাকে তদীয় উপস্থিত-বার্ত্তা প্রদান করিল। পুত্রহিতৈষিণী কৌশল্যা সংযতভাবে রাত্রি-যাপন করিয়া সে সময়ে প্রাতঃকালে পুত্রহিতার্থে বিষ্ণু-পূজা করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষৌমবসন পরিধান, তিনি মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক ব্রতপরায়ণ হইয়া হোম করাইতেছিলেন। রাম মাতৃ-নিকেতনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, কৌশল্যা অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইতেছেন। দৈবকার্য্যের উদ্দেশে দধি, অক্ষত, ঘৃত, মোদক, লাজ, মাল্য, পায়স, কৃশর (তিল, মুদ্গ ও তণ্ডুলমিশ্রিত অন্ন) ও সমিধ্ সকল সংগৃহীত রহিয়াছে। রাম কৌশল্যাকে শুক্লাম্বরধারিণী, কৃশাঙ্গী ও দেবতর্পণপরায়ণা দেখিলেন। জননী চিরকামনার ধন নন্দনকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া বড়বার ন্যায় অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। রাম মাতৃচরণে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তদীয় শির আঘ্রাণ করিলেন। তখন পুত্রবাৎসল্য-নিবন্ধন রাজমহিষী রাজকুমারকে প্রিয়বাক্যে এই কথা বলিলেন, "বৎস! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ু, কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। দেখ, মহারাজ কতদূর সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি অদ্য তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" কৌশল্যা এই সময়ে রামকে উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করিয়া, ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন বিনীতস্বভাব রামচন্দ্র করযোড়ে মাতৃগৌরবরক্ষার্থ এই কথা বলিলেন, "আমি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছি, আপনার নিকটে বিদায় লইবার জন্য আমার আগমন। দেবি! আপনার, সীতার ও লক্ষ্মণের বড় বিপদ্ উপস্থিত, আপনি তাহার কিছুই জানেন না। আমি যখন এখনই বনগামী হইব, তখন আর এ আসন-গ্রহণের প্রয়োজন কি? আমার কুশাসনের সময় সমুপস্থিত। এক্ষণে আমাকে মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কন্দ, মূল ও ফল-ভোজনে দিনাতিপাত করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনবাসী হইতে হইবে। মহারাজ আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া ভরতকে রাজসিংহাসনে বসাইতেছেন। আমাকে এই কারণে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনপ্রবেশ করিতে হইবে।" ১-৩১।

কুঠারকর্ত্তিত শালবৃক্ষের অবস্থা যেরূপ, তদ্রূপ এই কথা শ্রবণমাত্র দেবী কৌশল্যা স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় সহসা ভূপতিত হইলেন। রাম তাঁহাকে অচেতনা এবং কদলীবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়িনী দেখিয়া শশব্যস্তে উত্থাপিত করিলেন এবং ভারবাহিনী বড়বার ন্যায় তাঁহার অবস্থা দেখিয়া স্বহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইতে লাগিলেন। রাজমহিষী কখনও দুঃখভোগ করেন নাই; তিনি এই নিদারুণ সংবাদে ব্যথিত হইয়া রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণসমক্ষে বলিতে লাগিলেন, 'হে পুত্র! যদি কষ্টের জন্য তোমাকে উদরে না ধরিতাম, তাহা হইলে না হয় লোকে আমাকে বন্ধ্যাই বলিত; বৎস! বন্ধ্যা নারীর একটিই দুঃখ যে, পুত্রমুখ-দর্শন ঘটে না; এতদ্ব্যতীত তাহার অপর দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাম! স্বামিসোহাগিনী হওয়া যে সৌভাগ্যের কথা, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; পুত্র জন্মিলে সকল ক্ষোভ দূর হইবে, এই আশায় আমার প্রাণ-ধারণ। হায়! প্রধানা রাজমহিষী হইয়া এক্ষণে আমার সপত্নীগণের মর্ম্মভেদী কঠোর কথা সকল শুনিতে হইবে! ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে দুঃখতর আর কি আছে? আমার শোকদুঃখ যেরূপ, এরূপ আর কাহারও দেখা যায় না। তুমি নিকটে থাকিতে আমার অবস্থা যখন এরূপ শোচনীয়, তখন বনবাসী হইলে আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে, বলিতে পারি না। বুঝিলাম, আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। পতি প্রতিকূল হেতু আমি কত নিগ্রহই ভোগ করিয়াছি; বলিতে কি, আমি কৈকেয়ীর কিঙ্করীর তুল্য বা তাহাদের অপেক্ষাও হীন হইয়া আছি। যে ব্যক্তি আমার অনুগত বা আমার সেবায় নিরত, কৈকেয়ীপুত্রকে আসিতে দেখিলে আমার সহিত বাক্যালাপ করে না। বিশেষতঃ কৈকেয়ীর স্বভাব অতিশয় কোপন, আমি এ অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে সেই মুখরা স্ত্রীর মুখদর্শন করিব? হে রাঘব! উপনয়নের পর তোমার বয়স সতর হইয়াছে। এত দিন কেবল দুঃখাবসান কবে হইবে, এই আশায় আমার দিন কাটিয়া গেল।* অতএব এক্ষণে তোমার রাজ্যনাশ ও বনবাস, এই মহৎ দুঃখ আমি দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারিব না। বর্ত্তমানে আমি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, এ অবস্থায় সপত্নীদিগের পরাভব আর সহ্য হইবে না। হে বৎস! তোমার মুখচন্দ্র না দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আমি উপবাস, যোগাভ্যাস এবং নানাপ্রকার কষ্টে তোমায় লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছি, এক্ষণে সে সমুদায়ই বৃথা হইল। নিশ্চয়ই আমার হৃদয় কঠিন, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

---

* এ স্থলে পাঠকগণের মনে এই সন্দেহ হইতে পারে যে, আদিকাণ্ডে রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছেন যে, "ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।" অর্থাৎ রামের বয়স ঊনষোড়শ বৎসর। তাহার পর বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রামের গমন, তাড়কানিধন, অহল্যা-সমুদ্ধার, রামের বিবাহ, এই সকল ঘটনার দীর্ঘকাল পরে রাজ্যাভিষেক-সময়ে তাঁহার বনবাস; সুতরাং এ সময়ে তাঁহার বয়োবৃদ্ধিরই কথা। বাস্তবিক এই জন্যই ৪৫ সংখ্যক কবিতায় "দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘবঃ।" এইরূপ বর্ণনা আছে। টীকাকার "জাতস্য" শব্দে "উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্মনেতি শেষঃ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; তদনুসারে প্রণিধান করিলে মূলের সহিত টীকাকারের অসামঞ্জস্য সংলক্ষিত হয় না। প্রত্যুত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে জানা যায় যে, রামের উপনয়ন গর্ভ-নবমে অর্থাৎ শুদ্ধ অষ্টম বর্ষে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্যবচন,—"মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ। অত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাতয়ঃ।" "উপনয়নে তু গর্ভৈকাদশেষু রাজন্যমিতি সূত্রব্যাখ্যানে গর্ভৈকাদশেষ্বিতি বহুবচনেন গর্ভনবম-গর্ভদশম-গর্ভৈকাদশানি বর্ষাণি গৃহীতানি।" যদিও শাস্ত্রে গর্ভ একাদশে ক্ষত্রিয়োপনয়নের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বহু-বচন-ব্যঞ্জক; অর্থাৎ গর্ভ-নবম হইতে আরম্ভ হইয়া একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের মুখ্যত্ব কল্পনা। রামের শুদ্ধাষ্টমে উপনয়ন হইয়াছে, সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে দ্বাদশ এবং পরে দ্বাদশ বর্ষান্তে পঞ্চবিংশ বয়সে তাঁহার বনগমন। অন্যত্র সীতার উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, "মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।" সুতরাং 'জাতস্য' শব্দের অর্থ দুইবার জন্ম,—অর্থাৎ উপনয়নের পর। তদনুসারে কৌশল্যার উক্তিতে উপনয়নের পর সপ্তদশ বর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে এবং ইহাতেই রামের বয়স চতুর্ব্বিংশ উত্তীর্ণ বুঝা যাইতেছে। রামচন্দ্রের বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসরাবসানে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে যে দশরথ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণ;—"তত্র দ্বাদশবর্ষাণি রাঘবং সহ সীতয়া। রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নারায়ণ ইব শ্রিয়া॥"

নূতন জলে নদীকূলের অবস্থা যে প্রকার, আমার দশাও তাহাই। বুঝিয়াছি, আমার মৃত্যু বা যমালয়ে স্থান নাই ; যদি তাহা না হইবে, তবে সিংহ যেরূপ সবলে সজল-নয়না মৃগীকে লইয়া যায়, তাহার ন্যায় যম আমাকে লইয়া যাইতেছে না কেন? নিশ্চয়ই আমার হৃদয় লৌহময়, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে তোমার মুখে নিদারুণ কথা শুনিয়া ভূপতিত হইলেও বিদীর্ণ হয় নাই কেন? এই দুঃখে যখন দেহপতন ঘটে নাই, তখন বুঝিলাম, মরণ অকাল-সঙ্ঘটনীয় নহে। হায়! আমি বুঝিলাম, পুত্রের উদ্দেশে আমি তপ, জপ, দান ও সংযমাদি যাহা করিয়াছি, আমার ভাগ্যে ঊষরক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় তৎসমুদায়ই নিষ্ফল। যদি অসময়ে মৃত্যু ঘটিতে পারিত, তাহা হইলে বিবৎসা গাভীর ন্যায় প্রাণ হারাইয়া তাহারই অনুগামিনী হইতাম। অথবা চন্দ্রবদন তোমা ব্যতিরেকে আমার অমন জীবন-ধারণের প্রয়োজন কি? গাভী যেরূপ বৎসের অনুগামিনী হয়, তাহার ন্যায় আমিও তোমার সমভিব্যাহারে বনগামী হইব।" রামজননী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে আবদ্ধ দেখিয়া এবং উত্তরকালে সপত্নী-পরাভব-দুঃখ-পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া, শোকাচ্ছন্ন হইয়া এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ৩২-৫৫।

একবিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং রামের প্রতি কৌশল্যার
বনগমন-নিষেধ।

অনন্তর দীন লক্ষ্মণ বিলাপকারিণী রামজননী কৌশল্যাকে কালোচিত বাক্যে কহিলেন, "জননি! রঘুবীর রামচন্দ্র স্ত্রী-কিঙ্কর পিতার কথানুসারে উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া যে বনগামী হইবেন, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। পিতার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিয়াছে ; তিনি বৃদ্ধ, বিষয়ী, কামার্ত্তও স্ত্রী-বাধ্য ; সুতরাং স্ত্রীলোকের কথায় তিনি কি না বলিতে পারেন? আমি রামচন্দ্রের এরূপ কোনও অপরাধ বা গুরুতর দোষ * দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহাকে রাজ-শ্রী বিসর্জ্জন দিয়া বনগামী হইতে হয়। অন্য কথা দূরে থাকুক, অপরাধী শত্রুর মধ্যে পরোক্ষেও ইঁহার দোষোদ্ঘাটন করিতে সাহসী হয়, এরূপ লোক আমার লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ, যিনি দেবপ্রতিম, সরলস্বভাব, শিক্ষিত ও রিপুবৎসল, অকারণে ধর্ম্মের মুখাপেক্ষী হইয়া কোন্ ব্যক্তি এরূপ গুণনিধি পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে? মহারাজের পুনর্ব্বার বাল্যাবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তিনি বিবেচনাশূন্য হইয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন্ পুত্র পূর্ব্বতন নৃপতিগণের চরিত্র স্মরণ করিয়া তদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিবে? হে রাঘব! আপনার বনসংবাদ প্রচারিত না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত সাম্রাজ্য করস্থ করুন। আমি কৃতান্তের ন্যায় ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, কোন্ ব্যক্তি আপনার অভিষেকে বাধা দিতে পারিবে? যদি কেহ প্রতিকূলাচরণ করে, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ শরক্ষেপে আমি এই অযোধ্যাপুরী নির্ম্মনুষ্য করিব। যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ বা তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী, আমি তাহাদিগের সকলকে সংহার করিব। আপনি জানিবেন, মৃদু লোকেই পরাভূত হইয়া থাকে। যদিই বা পিতা কৈকেয়ীর পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার উৎসাহে আমাদের বিপক্ষতাচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও বিনাশ করিব। যদি গুরু-লোক কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্য, গর্ব্বিত ও কুপথগামী হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শাসন করা অসঙ্গত নহে। হে পুরুষোত্তম! মহারাজ কোন্ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠত্ব হেতু আপনার প্রাপ্য রাজ্যাধিকার কৈকেয়ীকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার ও আমার সহিত বিরোধ ঘটাইয়া ভরতকে রাজ্য প্রদান করা কাহার সাধ্য? হে দেবি! আমি যথার্থই প্রাণের সহিত রামের অনুরক্ত, আমি সত্য, শরাসন ও ইষ্ট-বস্তুর উল্লেখ পূর্ব্বক আপনার নিকটে শপথ করিতেছি, যদি রাম প্রদীপ্ত বহ্নি-মধ্যে বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি জানিবেন, আমিও পূর্ব্বে ঐ পথাবলম্বন করিয়াছি। যেরূপ তিমিরারির আবির্ভাবে তিমির-বিনাশ ঘটে, তাহার ন্যায় আমি আপনার দুঃখ দূর করিব। হে দেবি! আপনি এবং রামচন্দ্র আমার প্রভাব অবলোকন করুন। যিনি বৃদ্ধ-বয়সে বালক, যিনি কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত, যাঁহার মুমূর্ষদশার আবির্ভাব, সেই পিতাকে এখনই বিনষ্ট করিব।" ১-১৯।

তখন কৌশল্যা লক্ষ্মণের মুখে এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া, শোকাকুলচিত্তে সজলনয়নে রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাহা বলিলেন, শুনিলে? যদি ইহাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তন্মতাবলম্বী হও। তুমি সপত্নীর অধর্ম্মজনক কথায় শোকাকুলা কৌশল্যাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মই যদি তোমার কামনীয় হয়, তাহা হইলে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি করিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাক, তাহাতেই তোমার ধর্ম্মসঞ্চয় ঘটিবে। হে পুত্র! মহাত্মা কাশ্যপ গৃহে অবস্থিতি করিয়া মাতৃশুশ্রূষাপ্রভাবে প্রাজাপত্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ যেরূপ তোমার পূজ্য, আমিও সেইরূপ গৌরবাস্পদ ; আমি তোমাকে বনে পাঠাইবার অনুমতি দিতেছি না ; তোমাকে বলিতেছি, তুমি বনবাসী হইও না। তোমার বিয়োগে আমার সুখ-ভোগ বা জীবনধারণে প্রয়োজন কি? অধিক কি বলিব, তোমার সমভিব্যাহারে তৃণভোজী হইয়া জীবন-ধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। হে বৎস! তুমি একান্তই যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন কর, তাহা হইলে আমি প্রায়োপবেশনে শরীরপাত করিব। জানিবে, তাহা হইলে সমুদ্রের যেরূপ মাতৃদুঃখ-জনকরূপ মহাপাতকতুল্য চির-নরক-বাস ঘটিয়াছিল, তোমাকেও সেইরূপ চির-নিরয়গামী হইতে হইবে।" ২০-২৮।

তখন ধার্ম্মিক রামচন্দ্র দীনভাবে রোরুদ্যমানা বিলাপকারিণী স্বীয় জননী কৌশল্যাকে ধর্ম্মানুগত বাক্যে কহিলেন, "দেবি! পিতৃবাক্য অবহেলা করিতে আমার সামর্থ্য নাই ; আমি আপনার চরণ ধরিয়া বলিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমাকে অবশ্যই বনগামী হইতে হইবে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, বনবাসী শাস্ত্রপণ্ডিত মহর্ষি কণ্ড অধর্ম্ম-কার্য্য জানিয়াও পিতার আদেশে গোহত্যা করিয়াছিলেন ; পূর্ব্বকালে সগরবংশজাত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পিতা সগরের অনুমতিক্রমে পৃথিবী খনন পূর্ব্বক অবশেষে বিনষ্ট হইয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র যাঁহার

*মদীয় পূর্ব্বপুরুষ অসমঞ্জ প্রজাবধাদিদোষে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রে তদ্রূপ দোষভাব নাই।

পরশুরাম পিতৃ-নিয়োগ নিবন্ধন কুঠার দ্বারা তপোবনস্থায়িনী জননী রেণুকার শিরশ্ছেদন করিয়াছেন। এই সমস্ত দেবোপম মহাপুরুষেরা এবং অন্যান্য অপর ব্যক্তিগণ পিতৃনির্দেশ পালন করিয়াছিলেন; অতএব যাহাতে পিতৃহিত সাধিত হয়, আমি অক্ষুণ্ণমনে তাহা সম্পাদন করিব। দেখুন, কেবল আমি যে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতেছি, এরূপ নহে, যে সকল মহাত্মাদের নাম নির্দ্দেশ করিলাম, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত এ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই, আমি সে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতেছি না; বাস্তবিক, পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রেত ও অবলম্বিত পথই আমার অনুসরণীয়। অতএব পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এতদন্যথায় আমার প্রবৃত্তি নাই। আপনি এরূপ কার্য্যকে অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবেন না; পিতৃবাক্য রক্ষা করিয়া কাহারও ধর্ম্মহানি ঘটে নাই।" ২৯-৩৭।

মহাবীর রামচন্দ্র জননীকে এই বলিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি যে আমার প্রতি সবিশেষ ভক্তিমান্, তাহা আমার অবিদিত নাই। তোমার বল, বীর্য্য ও দুর্দ্ধর্ষ তেজও আমি বিধিমতে অবগত আছি। হে শুভলক্ষণ! আমার জননী আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায়ের মর্ম্ম অবগত না হইয়া আমার বনবাস জন্য অতিশয় কাতর হইয়াছেন। দেখ, লোকে ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে এবং ইহাতেই সত্যের আবির্ভাব; আমার প্রতি পিতৃদেব যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ধর্ম্মানুমোদিত। হে বীর! যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু, পিতা, মাতা বা ব্রাহ্মণের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা পালন না করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি সেই কারণে পিতৃনির্দ্দেশ অতিক্রম করিতে পারিতেছি না; বিশেষতঃ, পিতৃবচন ও জননী কৈকেয়ীর আদেশ আমার সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। আমি এই কারণে তোমাকে বলিতেছি, তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুরূপ বুদ্ধি এখনই পরিত্যাগ কর; যে ধর্ম্ম অতি কঠোর, তাহা গ্রহণ করিও না, কোমল ধর্ম্মই সম্যক্‌প্রকারে অবলম্বনীয়।" ৩৮-৪৪।

লক্ষ্মণাগ্রজ সৌহৃদ্যনিবন্ধন লক্ষ্মণকে এই কহিয়া অবনতবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যাকে কহিলেন, "দেবি! আমার প্রতি অনুমতি করুন, আমি বনগমন করি। আমার দিব্য, আপনি কদাচ আমার এ মঙ্গল-কার্য্যে অমঙ্গল ঘটাইবেন না। আমি রাজর্ষি যযাতির ন্যায় পিতৃসত্য পালনপূর্ব্বক অরণ্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উপস্থিত হইব। জননি! আপনি আমার জন্য শোক করিবেন না, মনের ক্ষোভ মনোমধ্যে রক্ষা করুন; আমি আপনার নিকটে সত্যস্বরূপে বলিতেছি, পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব। আপনি, আমি, জানকী, সুমিত্রা ও সৌমিত্রি, পিতা যাহা বলিবেন, তাহা পালন করা এই কয়জনের পক্ষে কর্ত্তব্য; ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। জননি! আপনি মনোদুঃখ দূর করুন, আমার অভিষেক-ব্যাপারে নিরস্ত থাকিয়া, আমার বনবাসকৃত এই ধর্ম্মবুদ্ধির অনুবর্ত্তিনী হউন।" ৪৫-৫০

রামচন্দ্র অকাতরে বিনম্র বাক্যে এইরূপ কথা কহিলে, কৌশল্যা মূর্চ্ছিতের ন্যায় যেন চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "হে পুত্র! আমি তোমাকে যত্ন ও স্নেহাতিশয়ে লালন-পালন করিয়াছি, অতএব মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গুরু; বল দেখি, এক্ষণে কি করিয়া এই দুঃখভাগিনী জননীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যাশ্রয়ী হইবে? বৎস! তোকে বনবাসী করিয়া আমার বাঁচিয়া থাকিবার ফল কি? আত্মীয়-অন্তরঙ্গেই বা প্রয়োজন কি? দেবপূজা বা তত্ত্বজ্ঞান-চর্চ্চাতেই বা কি হইবে? যদি সকল সম্পর্কশূন্য হইয়া অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য তোকে পাইতে পারি, তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল।" তখন অন্ধকারপ্রবিষ্ট মহাগজ যেরূপ উল্কাদণ্ডস্পর্শে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র জননীর সকরুণ বাক্যে রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, জননী সম্মুখে অচেতনবৎ, ভ্রাতা লক্ষ্মণও কাতর ও সন্তপ্ত; তখন তিনি আপনার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি বিদ্যমান, তাহা আমি জানি, তোমার পরাক্রম অনন্যসাধারণ; আশ্চর্য্য, আমি তোমাকে বার বার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার অভিপ্রায়ের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত আমাকে আরও কাতর করিতেছ। এই জীবলোক পূর্ব্বকৃত কর্ম্মে ফলোৎপত্তিকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যে কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মার্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হৃদয়-বিহারিণী অনুগামিনী পুত্রবতী ভার্য্যার ন্যায় একান্ত প্রার্থনীয়। যাহাতে ধর্ম্মার্থকামের সংস্রব নাই, তদনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে; যাহাতে ধর্ম্মপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা করাই কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বার্থপর হইয়া থাকে, তাহাকে লোকে দ্বেষ করে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধর্ম্মবিহীন কাম কোনরূপে প্রশংসনীয় হইতে পারে না। দেখ, আমাদের পিতা গুরু, বিশেষতঃ রাজা, আবার বৃদ্ধ; তিনি কাম, ক্রোধ বা হর্ষ হেতু যেরূপ অনুমতি করিবেন, ধর্ম্মজ্ঞানে কে তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? এই নিমিত্ত পিতৃদেব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধাচরণে আমি সমর্থ নহি। মহারাজ আমাদের পিতা, আমাদের উপর তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বর্ত্তমান, বিশেষতঃ তিনি দেবীর ভর্ত্তা, তিনিই একমাত্র গতি ও ধর্ম্ম। তিনি এক্ষণে ধর্ম্মরক্ষার জন্য জীবিতপুত্র-পরিত্যাগেও প্রস্তুত; এ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞায় দেবীও অপর অনাথা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার সহিত দূরীভূত হইতে পারেন। অতএব যেরূপ সত্যপালন করিয়া মহারাজ যযাতি পুনর্ব্বার স্বর্গে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাকে দেবী বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন; ব্রতকাল পূর্ণ হইলে যাহাতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। আমি রাজ্যলাভ-বাসনায় পিতৃ-নিয়োগে বনগমনরূপ যশোলাভে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। বিবেচনা করিলে জীবন ক্ষণধ্বংসী; অতএব এ জীবনে অধর্ম্মানুসারে তুচ্ছ রাজ্যভোগ আমার বাসনার বিষয় নহে।" মানবেন্দ্র রামচন্দ্র অক্ষুণ্ণমনে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশে অনুজ লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া জননী কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। ৫১-৬৪।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের বনবাস স্মরণ করিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন, তাহার অবস্থা লক্ষ্মণের নিকটে অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি সরোষে নাগেন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রাম

চন্দ্র প্রিয় ভ্রাতাকে সম্মুখীন করিয়া ধৈর্য্যগুণে আপনার চিত্তসংযম-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি ক্রোধ, শোক ও অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান দান করিও না; আমার জন্য যে অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য্য ও হর্ষের সহিত তাহা দূরীভূত কর। আমার অভিষেক-সংগ্রহের জন্য তুমি যেরূপ যত্ন করিয়াছিলে, অভিষেক-নিবৃত্তির জন্য সেইরূপ যত্ন কর। আমার অভিষেক-সংবাদে যিনি মনঃক্ষোভ পাইয়াছেন, সেই জননীর যাহাতে আশঙ্কা না ঘটে, তুমি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। হে সৌমিত্রে! মাতা কৈকেয়ীর অন্তরে যে শঙ্কাময় দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছে, মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পিতা মাতার নিকটে যে সামান্যরূপ অপরাধ করিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না। আমার পিতৃদেব সত্যবাদী, সত্যসন্ধ ও সত্যপরাক্রম, তিনি পরলোক-ভয়ে ভীত হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার ভয় দূর হউক। আমি অভিষেক-বাসনায় বিনিবৃত্ত না হইলে পিতা তাঁহার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া মনস্তাপ পাইবেন, সেই দুঃখে আমার মর্ম্মপীড়াও বৃদ্ধি পাইবে; এই কারণে উপস্থিত রাজ্যাভিষেক পরিত্যাগ করিয়া বনে যাওয়াই আমার বাসনা। আমি বনগমন করিলে, দেবী কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইয়া স্বপুত্র ভরতকে আনাইয়া নিষ্কণ্টকে রাজসিংহাসনে বসাইবেন। আমি জটামণ্ডল-মণ্ডিত ও বল্কল-বিভূষিত হইয়া অরণ্যযাত্রা করিলে, তিনি মনের সুখে কাল কাটাইতে পারিবেন। যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি দিয়াছেন, তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুরূপ কার্য্যসাধনে তাঁহাকে স্থির রাখিয়াছেন; অতএব তাঁহার মনঃপীড়া দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে; আমি এখনই বনগমন করিব। ভ্রাতঃ! সুবিশাল রাজ্যের পুনরুদ্ধার ও আমার বনবাস, এই দুইটি বিষয়ই দৈবায়ত্ত, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি দৈব এ বিষয়ের কারণ না হইবে, তাহা হইলে আমার বনবাসে দেবী কৈকেয়ীর এতদূর অধ্যবসায় কেন? হে লক্ষ্মণ! তুমি জান, আমি কখনও মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেও ভিন্নভাব প্রদর্শন করি না এবং কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে ভেদদৃষ্টিতে দেখেন না। তিনি যে আমার অভিষেক-নিবৃত্তি ও বনবাসের জন্য এরূপ কঠোর কথা মুখে আনিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন আর কাহারও দোষ দিতে পারি না। আমি জানি, দেবী কৈকেয়ী অতি স্বৎস্বভাবা ও গুণশালিনী, তিনি যে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বামিসমক্ষে এরূপ মর্ম্মভেদী কথা কহিতেছেন, দৈবই তাহার মূল কারণ। যাহা চিন্তার বিষয় নহে, তাহাই দৈব। জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না; এই কারণে আমার প্রতি তাঁহার এরূপ ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কর্ম্মফল ব্যতিরেকে যাহাকে জানিবার কোনও উপায় নাই, সেই দৈবের প্রতিকূলতাচরণে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইতে পারে? সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, লাভ, ক্ষতি, বন্ধন, মুক্তি, এই সকলের মধ্যে যে কিছু দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহাই দৈবকর্ম্ম। অন্য কথা কি, কঠোর ব্রতাবলম্বী উগ্রতপা তপস্বিগণও দৈববশতঃ ব্রতাদি পরিত্যাগ করিয়া কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া থাকেন। আরব্ধ কার্য্য প্রতিহত রাখিয়া অকস্মাৎ যে কোনও অসংকল্পিত বিষয়ের প্রবর্ত্তনা ঘটে, তাহাই দৈবের কর্ম্ম। লক্ষ্মণ! তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সবিশেষ প্রবুদ্ধ হইতে পারিলে, আমার অভিষেক ও বনবাস সম্বন্ধে তোমাকে তাপিত হইতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার উপদেশে মনের সন্তাপ দূর করিয়া আমার মতের অনুগামী হও এবং আমার অভিষেক-প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতে সকলকে নিরস্ত কর। আমার অভিষেককার্য্যে যে সকল সজল কলস স্থাপিত রহিয়াছে, এক্ষণে তদ্দ্বারা আমার তাপস-ব্রতের স্নানকার্য্য সমাহিত হইবে। অথবা অভিষেক-সামগ্রীতেই বা প্রয়োজন কি? আমি স্বহস্তে কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া, তদ্দ্বারা বনবাস-ব্রত স্নান সমাপন করিব। ভাই লক্ষ্মণ! রাজ্যাধিকার ঘটিল না বলিয়া তুমি ক্ষুব্ধ হইও না; বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, রাজ্য ও অরণ্য এই উভয়ের মধ্যে বনবাসই ফলদায়ক। হে লক্ষ্মণ! তুমি দৈবপ্রভাব জানিতে পারিলে; অতএব রাজ্যনাশ ও বনবাস-বিষয়ে পিতা বা মাতার দোষ মনে করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।" ১-৩০।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

ভরত উদ্দেশে লক্ষ্মণের রোষ।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে অনুজ লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত থাকিয়া অবনত-মস্তকে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে ভ্রূকুটি-বন্ধন পূর্ব্বক বিলাভ্যন্তরস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় সক্রোধে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল। হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিনি হস্তাগ্র-বিক্ষেপ ও নানা প্রকার গ্রীবাবক্রাদি ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর বক্রভাবে রামের প্রতি কটাক্ষপরিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য! আপনি যে বনগমনে সমুদ্যত হইয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আমি বলিতে পারি যে, ধর্ম্মদোষ-প্রসঙ্গ ও লোকমর্য্যাদার শঙ্কা প্রযুক্ত আপনার অন্তরে বিষম আবেগের আবির্ভাব হইয়াছে; যদি না হইবে, তাহা হইলে আপনার ন্যায় লোক কি কখনও এরূপ কথা বলিতে পারেন? আপনি দৈবকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অকিঞ্চিৎকর দৈবের এতদূর প্রশংসা করিতেছেন কেন? হে ধর্ম্মাত্মন্! মহারাজ অতিশয় পাপী এবং কৈকেয়ীও ঘোরতর পাপীয়সী, ইহাদের দুরভিসন্ধি কি আপনি অবগত নহেন? আপনি কি জানেন না, সংসারের অনেকে কেবল ধর্ম্মের ভান করিয়া চলিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, স্বার্থপরতার বাধ্য হইয়া মহারাজ ও কৈকেয়ী আপনাকে শঠতা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে অভিষেকের আয়োজন করিয়া কখনই তাঁহারা এরূপ বিঘ্ন ঘটাইতেন না। যদি বরদান প্রস্তাব প্রকৃত হইত, তবে অভিষেক-সমারম্ভের পূর্ব্বেই বা তাহার সূচনা হইল না কেন? যাহা হউক, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্যাভিষিক্ত করা নিতান্ত লোকনিন্দার কথা। হে বীরকুলচূড়ামণে! আমি এই ঘোরতর বীভৎস-ব্যাপার কোনরূপেই সহ্য করিতে পারি না। আপনি যে পিতৃ-সত্যপালন নিবন্ধন ধর্ম্মের মর্ম্মানুধাবনে মুগ্ধ হইতেছেন এবং যাহার প্রভাবে আপনার বুদ্ধিবিপর্য্যয় দাঁড়াইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মকে অন্তরের সহিত দ্বেষ করি। আমি আপনাকে কর্ম্মক্ষম বলিয়া জানি, কিন্তু আপনি কি কারণে স্ত্রীবাধ্য নৃপতির অধর্ম্মপূর্ণ এই ঘৃণিত বাক্য

রক্ষা করিবেন, তাহাই আমার চিন্তার বিষয়। আপনার রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে যে ব্যাঘাত উপস্থিত, বরদানই ইহার ছলনা মাত্র। আশ্চর্য্য, আপনি যে ইহা স্বীকার করেন না, তাহাই আমার দুঃখ। আপনি যে ধর্ম্মানুসরণ পূর্ব্বক বনপ্রস্থানে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা নিতান্ত লোকনিন্দিত। যাঁহাদের অভিপ্রায় দূষিত, সেই মহারাজ কৈকেয়ীর কথা রক্ষা করা দূরে থাকুক, মনে করিতেও নাই। প্রকৃত বলিতে গেলে, মহারাজ ও কৈকেয়ী সম্বন্ধানুসারে পিতা-মাতা; কিন্তু ব্যবহারে তাঁহারা দারুণ বৈরী; আমাদের অনিষ্টাচরণ তাঁহাদের নিত্যব্রত। তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বাধা জন্মাইলেন, আপনি তাহা দৈবকার্য্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। আপনাকে অনুরোধ করি, এ দুর্ব্বুদ্ধি দূর করুন, আমি এরূপ দৈবের পক্ষপাতী নহি। যে ব্যক্তি পুরুষার্থবর্জ্জিত ও নিতান্ত নিস্তেজ, সেই-ই দৈবকে মানিয়া থাকে, যাঁহারা বীর এবং লোকে যাঁহাদিগকে পুরুষ বলিয়া জানে, তাঁহারা দৈবের মুখাপেক্ষী হন না। যিনি স্বকীয় পুরুষার্থ দ্বারা দৈবকে নিবারিত করিতে পারেন, যদি দৈবাৎ তাঁহার স্বার্থহানি ঘটে, তথাপি তিনি অবসন্ন হন না। হে অগ্রজ! অদ্য লোকে দৈব ও পুরুষের পৌরুষ উভয়কে প্রত্যক্ষ করিবে। যাহা হউক, অদ্য দৈব ও মানুষের বলাবল পরীক্ষিত হইবে। যাহারা দৈবশক্তিতে আপনার রাজ্যাভিষেক প্রতিহত দেখিয়াছে, অদ্য তাহারাই আমার পৌরুষ-প্রভাবে সেই দৈবকে পরাস্ত হইতে দেখিবে। আমি অদ্য উচ্ছৃঙ্খল মদস্রাবী মত্ত হস্তীর ন্যায় স্বকীয় পরাক্রমে দৈবকে আয়ত্তীভূত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, নিখিল লোকপাল, এমন কি, ত্রিলোকের সমস্ত লোকও আপনার অভিষেক সম্বন্ধে বাধা দিতে পারিবেন না। যাহাদের মন্ত্রণায় আপনার অরণ্যযাত্রা স্থিরীকৃত হইয়াছে, অদ্য আমি তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিব। মহারাজ ও কৈকেয়ী আপনার অনিষ্টাচরণ করিয়া ভরতকে যে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে আশান্বিত হইয়াছেন, আজ তাহা নির্ম্মূলিত করিব। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবে, আমার দুর্দ্ধর্ষ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, দৈববল সেরূপ সুখ প্রদান করিতে পারিবে না। হে আর্য্য! আপনি রাজ্য পালন করিয়া সহস্র বৎসরান্তে যখন বনগামিনী হইবেন, তখন আপনার পুত্রেরা প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতে থাকিবে। পুত্রগণ যখন অপত্যবৎ প্রজাপালনপরায়ণ হইবে, তখনই তাহাদের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষগণের প্রথানুসারে বনগমনই শ্রেয়স্কর। হে আর্য্য! মহারাজ কামাধীনতা প্রযুক্ত চপলতা-দোষে প্রতিকূলতাচরণ করিলেও আপনি উপস্থিত রাজাধিকারে নিরস্ত হইবেন না। হে বীর! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আপনার রাজ্যরক্ষা করিব, যদি না করি, যেন বীরলোকে আমার গতি না হয়। জানিবেন, তীরভূমি যেমন সাগরের রক্ষক, আমি আপনার নিকটে তদ্রূপ। সম্প্রতি আপনার রাজ্যাভিষেকার্থে যে সকল মাঙ্গল্য-দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আপনি অভিষিক্ত হউন। যদি এ কার্য্যে নৃপগণ কোনও বাধা প্রদান করেন, আমি একাকী তাহা নিবারণ করিব। জানিবেন, আমার বাহুযুগল শরীরের শোভাসম্পাদনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ভূষণের জন্য ধনুর্দ্ধারণ নহে। এই অসি কাষ্ঠবন্ধনের জন্য ধারণ হয় নাই এবং এই শরে কাষ্ঠভার অবতারিত হয় না। অন্য কথা কি বলিব, যদি সুরপতি আমার সহিত উপস্থিত ব্যাপারে শত্রুতা করিতে সচেষ্ট হন, আমি বিদ্যুদ্বৎ তীক্ষ্ণধার অসির সাহায্যে তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। আমার এই খড়্গ হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরু এবং পদাতিকের মস্তক সকল চূর্ণ করিয়া রণভূমিকে নিতান্ত দুর্গম করিয়া তুলিবে। অদ্য আমার অসি-প্রহারে বিপক্ষগণ শোণিতাক্তশরীরে প্রদীপ্ত বহ্নি ও সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় রণভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, গোধাচর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র ও দিব্য শরাসন ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কোন্ বীরপুরুষ আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে? আমি বহুতর বাণনিক্ষেপে এক ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরাঘাতে অনেককে বিনষ্ট করিয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের মর্ম্মস্থান নিরন্তর বিদ্ধ করিয়া ফেলিব। হে প্রভো! অদ্য মহারাজের প্রভুত্ব বিনাশ এবং আপনার প্রভুশক্তিসংস্থাপনার্থে আমার বাহুশক্তি প্রদর্শিত হইবে। অধিক কি বলিব, আমার যে হস্ত চন্দনলেপন, কেয়ূরধারণ, অর্থবিতরণ ও সুহৃদ্গণের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের পক্ষে প্রকৃত উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার রাজ্যাভিষেকব্যাঘাতকদিগের বিরুদ্ধে অনুরূপ কার্য্য সাধন করিবে। হে প্রভো! আপনি অনুমতি করুন, কাহাকে ধন, প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে? আমি আপনার কিঙ্কর, আমাকে বলুন, যেরূপে এই মেদিনী আপনার হস্তগামিনী হয়, আমি তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হই।" রঘুকুলবিবর্দ্ধন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার সান্ত্বনা ও তদীয় অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি সম্যক্প্রকারে পিতৃসত্যপালনই সৎপথ বলিয়া অবধারিত করিয়াছি; অতএব তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইব না।" ১-৪২।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন

অনন্তর রামজননী কৌশল্যা পুত্রকে পিতৃসত্য-পালনে দৃঢ়ব্রত দেখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "হে রাম, যিনি মহারাজ দশরথের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শৈশবকালাবধি দুঃখ কি পদার্থ যিনি অবগত নহেন, তিনি কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তিতে দিনপাত করিবেন? যাঁহার ভৃত্য ও পরিচারকেরা উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করে, সেই রামচন্দ্র বনে ফলমূল-ভোজনে কিরূপে দিনপাত করিবেন? রাজার প্রিয়পুত্র গুণনিধি রাম বিবাসিত হইতেছেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে এবং বিশ্বাস হইলেও এখন হইতে পুত্রমাত্রেই পিতাকে ভয়ের কারণ বলিয়া কাহার মনে না হইবে? যখন লোকপ্রিয় রামচন্দ্র বনবাসী হইলেন, তখন সুখদুঃখের নিয়ামক দৈবই যে প্রধান, তাহা নিশ্চয়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। বৎস! গ্রীষ্মকালীন হুতাশন যেরূপ বৃক্ষলতাদির দাহক, তদ্রূপ তোমার শোকানল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া উপচীয়মান হইবে. তোমার অদর্শনরূপ বায়ু উহাকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিবে; মনোদুঃখ উহার কাষ্ঠ, নেত্রজল আহুতি এবং চিন্তাসমুত্থিত বাষ্প ধূমরূপে প্রকাশিত হইবে। হে বৎস! ধেনু যেরূপ বৎসের অনুগামিনী হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না; তুমি যেখানে যাইবে, আমি তদনুগমন করিব।" ১-৯।

পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাঘব শোকসন্তপ্তা জননীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "জননী কৈকেয়ী মহারাজকে বঞ্চিত করিয়া অতিশয় তাপিত করিয়াছেন, আমিও এক্ষণে মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম; যদি এ সময়ে আপনি আমার অনুগামিনী হন, তাহা হইলে মহারাজের মৃত্যু সুনিশ্চিত। সংসারে যত কিছু নিষ্ঠুরতা আছে, স্বামী পরিত্যাগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস কার্য্য; অতএব আপনি এরূপ নিন্দনীয় কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না। জগতীপতির যত কাল জীবদ্দশা, আপনি তত দিন তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে থাকুন; জানিবেন, ইহাই আপনার প্রধান ধর্ম্ম।" শুভদর্শনা কৌশল্যা রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে বলিলেন, "বৎস! স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" তখন জননীকে স্বামি-সেবায় সম্মত দেখিয়া শ্রীরাম পুনর্ব্বার কহিলেন, "জননি! মহারাজ আপনার ভর্ত্তা এবং আমার পরম গুরু,—পিতা; বিশেষতঃ তিনি সকলের অধিপতি ও প্রভু; অতএব তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, চতুর্দ্দশ বৎসর কাল বনে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রীতমনে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার চরণ-সেবা করিব।" তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা সজলনয়নে দুঃখিত-মনে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! যদি বনগমনে একান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে বন্য মৃগীর ন্যায় আমাকে তোমার অনুগামী কর; আমি বলিতেছি, তোমাকে বনবাসী করিয়া সপত্নীদিগের সঙ্গে আমি থাকিতে পারিব না।" কৌশল্যা রামকে এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলে রামচন্দ্র পুনর্ব্বার এই কথা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের যত দিন জীবদ্দশা, তত দিন ভর্ত্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু; অতএব মহারাজ এই কারণে আপনার ও আমার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। মহারাজ বর্ত্তমানে আপনাদিগকে নির্ম্মস্তক মনে করা আমাদিগের উচিত হয় না। আমি জানি, সর্ব্বজনপ্রিয় ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি যে সম্যক্প্রকারে আপনার মনোরঞ্জনে যত্নবান্ ও আজ্ঞাবহ হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আপনাকে অনুরোধ, আমি বিজন-বনবাসী হইলে, আমার শোকে মহারাজের যাহাতে কষ্টবোধ না হয়, আপনি সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবেন; আমার বিশ্বাস, আমার শোক প্রবল হইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। জননি! সমাহিত-চিত্তে সেই বৃদ্ধ নৃপতির হিতসাধন করা আপনার কর্ত্তব্য; জানিবেন, যে নারী ব্রত ও উপবাসাদির অধীন হইয়া ভর্ত্তৃসেবায় মনঃসংযোগ না করে, তাহাকে নিরয়গামিনী হইতে হয়; স্বামিশুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের স্বর্গপ্রাপ্তির মূল কারণ। যে স্ত্রী দেবার্চ্চনা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং দেবপূজায় যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার পক্ষেও স্বামিসেবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও স্বামীর হিতসাধিনী হওয়া উচিত। দেবি! বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপ ধর্ম্ম বিহিত আছে। এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ, আপনি পতিশুশ্রূষায় মনোযোগিনী হইয়া আমার মঙ্গলের জন্য অগ্নিকার্য্য, দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের পূজা করুন। আপনি এইরূপে সংযমী হইয়া পবিত্রভাবে ভর্ত্তৃসেবায় নিরত থাকিয়া কিছুদিন আমার আগমন-প্রতীক্ষায় কালযাপন করুন; জানিবেন, যদি ধার্ম্মিকবর মহারাজ জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রত্যাগমন করিলে ইহার অনুরূপ ফললাভে আপনি বঞ্চিত হইবেন না।" রামচন্দ্র এই কথা কহিলে দেবী কৌশল্যা পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইলেন; তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি তখন রামকে কহিলেন, "বৎস! বনগমন তোমার দৃঢ়ব্রত হইয়াছে; তোমাকে নিরস্ত করা আমার সাধ্য নহে; বুঝিলাম, অবশ্যম্ভাবী কালশক্তি অতিক্রম করা সুকঠিন। যাহা হউক, হে পুত্র! তুমি একাগ্রমনে বনগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। হে মহাভাগ! তোমার ব্রত সুসিদ্ধ করিয়া তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমি সুখী হইব। বৎস! তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের পর পিতৃঋণ-মুক্ত দেখিলে আমি মনের সুখে নিদ্রা যাইব। হে পুত্র! বুঝিলাম, দৈবের গতি অচিন্তনীয়। হে মহাবাহো! আমার বাক্য রক্ষা না পাইয়া যে দৈব তোমাকে বনবাসী করিল, তাহার মত আর কাহার প্রাধান্য সম্ভবে? যাহা হউক, তুমি এক্ষণে বনে গমন কর এবং নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্ধারিত সময়ে পুনর্ব্বার রাজপুরীতে উপস্থিত হও। হায়! আমার ভাগ্যে এ সব সুখের দিন কবে আবির্ভূত হইবে, যে দিন তুমি পুনরাগমন করিয়া মধুর অথচ কোমল বাক্যে আমাকে সান্ত্বনা করিবে?" এই কথা বলিয়া দেবী কৌশল্যা রাম-বনগমন সুনিশ্চয় জানিয়া, সাকাঙ্ক্ষ-দৃষ্টিতে পরমদর্শনীয় সেই রামমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারই মঙ্গলের জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তখন তাঁহাকে এই কথা কহিলেন। ১০-৩৮।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

কৌশল্যার মঙ্গলাচরণ এবং রামের স্বীয় পুরে প্রবেশ।

তখন মনস্বিনী কৌশল্যা শোক-সংযমন পূর্ব্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের উদ্দেশে বহুবিধ মঙ্গল-কার্য্য করিতে লাগিলেন;— "হে রঘূত্তম! তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না; অতএব তুমি সাধুপথে পদার্পণ পূর্ব্বক পিতৃসত্য-পালনে প্রস্থিত হও। তুমি শীঘ্র প্রতিগমন করিও। তুমি প্রীতমনে নিয়ম সহকারে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ, সেই ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি দেবগৃহে যে সকল দেবতাদিগকে নিয়তকাল প্রণাম করিয়া থাক, তাঁহারা মহর্ষিদিগের সহিত তোমার বনবাস-কালে তোমাকে রক্ষা করুন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সকল বিচিত্র অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও গুণনিধি তোমাকে রক্ষা করুন। বৎস! তুমি পিতৃসেবা, মাতৃসেবা ও পিতৃসত্যপালন-নিবন্ধন রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। অধিক কি বলিব, সমিধ্, কুশ, পবিত্র বেদি, আয়তন, স্থণ্ডিল, পর্ব্বত, বৃক্ষ, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ ও সিংহসকল তোমাকে রক্ষা করুন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুৎ, মহর্ষি, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভর্গ, অর্য্যমা, লোকপালগণ, বসন্তাদি ছয় ঋতু, কাল সংবৎসর, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, ভগবান্ স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও নারদ তোমাকে সম্যক্প্রকারে রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিঙ্মণ্ডল আমার স্তব-স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে সতত তোমার রক্ষা করিতে থাকুন। যখন তুমি মুনিবেশ ধারণ পূর্ব্বক বনে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, সে সময়ে পর্ব্বতগণ, সমুদ্রসকল, বরুণ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, চরাচর, বায়ু, নক্ষত্রমণ্ডল, সমস্ত দেবতাগণ, গ্রহাদি, উভয় সন্ধ্যাকাল ও কলা-কাষ্ঠাদি তোমাকে রক্ষা করিবেন। এইরূপে দেব ও দৈত্যগণ তোমাকে সতত সুখী রাখিবেন। যাহাতে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসভক্ষক অন্যান্য

[হিং]স্রকগণ তোমার অনিষ্ট না করে, তাঁহারা তৎপক্ষে কৃপা প্রকাশ করিবেন। বানর, বৃশ্চিক, দংশ, মশক, সরীসৃপ ও কীটাদি তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভীষণাকার দংষ্ট্র ও শৃঙ্গধারী হিংস্র জন্তুগণ হইতে তোমার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি গৃহে বসিয়া সকলকে পূজা করিতে থাকিব; তাহা হইলে নরমাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র-জন্তুগণ তোমার হিংসা করিবে না। হে রাম! তোমার পথের বাধা দূরীভূত হউক, তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, তুমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলমূল লাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বনপ্রস্থান কর। খেচর, পার্থিব জন্তু ও যে সকল দেবতা তোমার প্রতিপক্ষ হইতে পারেন, তাঁহারা তোমার মঙ্গল করুন। হে রামচন্দ্র! তুমি দণ্ডকারণ্যে গমন করিলে শুক্র, সোম, সূর্য্য, কুবের এবং যম, ইঁহারা সংপূজিত হইয়া তোমাকে রক্ষা করিবেন। হে রঘুনন্দন! তোমার অবগাহনকালে অগ্নি, বায়ু, ধূম ও ঋষি-মুখোচ্চারিত মন্ত্রসকল তোমাকে রক্ষা করিবেন। সর্ব্বলোকপ্রভু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, অন্যান্য ঋষিগণ এবং যাবতীয় দেববৃন্দ তোমাকে রক্ষা করিবেন।” যশস্বিনী কৌশল্যা রামের উদ্দেশে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও অনুরূপ স্তবস্তুতি দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বহ্নি স্থাপন-পূর্ব্বক বিপ্রগণ দ্বারা রামের জন্য হোম করাইতে লাগিলেন। এই কার্য্যের জন্য ঘৃত, শ্বেত মাল্য, সমিধ্, শ্বেতসর্ষপ সকল সংগৃহীত হইল। উপাধ্যায় যথাবিধি শান্তির উদ্দেশে প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে আহুতি দান করিয়া হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালদিগকে বলি প্রদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মধু, দধি, অক্ষত ও ঘৃত প্রদান করিয়া রামের মঙ্গলোদ্দেশে স্বস্তিবাচন সমাহিত হইল। এই সময়ে যশস্বিনী রামজননী উপাধ্যায়কে ইচ্ছামত দক্ষিণা প্রদান করিয়া রামকে কহিলেন, “বৃত্রাসুর-বিনাশকালে সর্ব্বদেব-বন্দিত দেবেন্দ্রের যেরূপ মঙ্গলপ্রাপ্তি হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ হউক। পূর্ব্বকালে অমৃতানয়নার্থী গরুড়ের উদ্দেশে গরুড়-জননী বিনতা যেরূপ শুভ-কামনা করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ শুভ-ফল প্রাপ্ত হও। অমৃতোদ্ধারকালে বজ্রধারী দেবরাজ দৈত্য-প্রমথনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তদুদ্দেশে যেরূপ শুভ-কামনা করিয়াছিলেন, তুমিও তাহাই লাভ কর। অমিতপরাক্রম ভগবান্ ত্রিবিক্রম বামনমূর্ত্তিতে এককালে ত্রিলোক আক্রমণকালে যে শুভফল লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ প্রাপ্ত হও। তোমাকে অধিক কি বলিব, ঋষিগণ, সমুদ্র সকল, দ্বীপসমূহ, বেদসকল, দিঙ্মণ্ডল ও লোকপালবর্গ তোমায় রক্ষা করুন।” এই কথা বলিয়া ভামিনী রামজননী পুত্রের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধবিলেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রামের হস্তে সিদ্ধার্থ, ঔষধি ও শুভকরী বিশল্যকরণী বন্ধন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তিনি দুঃখ-বশবর্ত্তিনী হইয়াও বাক্যোচ্চারণে দুঃখিত, কিন্তু মনের ভাব তাহা নহে, এইরূপে হৃষ্টার ন্যায় রামকে এই কথা কহিলেন * তিনি বলিবার পূর্ব্বে রামকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর তাঁহার মস্তক নমন ও আঘ্রাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে বৎস! তুমি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর। তুমি সুস্থশরীরে কার্য্য-সাধন পূর্ব্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, মনের সাধে তোমাকে দেখিব, এই আমার বাসনা। বন হইতে প্রত্যাগত হইলে তোমার পূর্ণচন্দ্রানন দেখিয়া আমি সুখী হইব, এই আমার চিরদিনের সাধ। তোমাকে পিতৃসত্য-পালন হইতে উন্মুক্ত হইয়া বিজন-বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে মনের সুখে দেখিব, এই আমার কামনা। তুমি বনবাস হইতে নির্ব্বিবাদে প্রত্যাগত হইয়া বধূমাতা জানকীর মনঃক্ষোভ বিদূরিত করিবে, আমি ইহাই দেখিব। আমি রুদ্রাদি দেবতাগণ, ভূতগণ ও পন্নগদিগের অর্চ্চনা করিয়াছি, তুমি দীর্ঘকালের জন্য বনবিহারী থাকিলে, তাঁহারা তোমার শুভ-সংসাধন করিবেন।” কৌশল্যা এই কথা বলিয়া পুত্রের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিয়া সজলনয়নে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তদীয় মুখমণ্ডলের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেবী কৌশল্যা এইরূপে রামকে প্রদক্ষিণ করিলে তিনি বারংবার মাতৃচরণে নিপাতিত হইলেন; তদনন্তর মহাযশা রামচন্দ্র আপনার দেহপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া সীতা-ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। * ১-৪৭।

ষড়্বিংশ সর্গ।

সীতার নিকট রামের অরণ্য যাত্রা প্রকাশ।

রামচন্দ্রের স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্য সমাপন হইলে তিনি জননীর চরণে প্রণাম ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া অরণ্য-যাত্রা করিলেন। তিনি যাইবার সময় জনতাপরিপূর্ণ রাজপথ সুশোভিত করিয়া, আপনার গুণপ্রভাবে সকলের হৃদয় চমকিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন দেবী জানকী রামের বনবাসবার্ত্তা শ্রবণ করেন নাই; সুতরাং তিনি অদ্য রামচন্দ্র রাজা হইবেন, এই উল্লাসে অধীর হইয়া আছেন। তিনি এই সময়ে রাজধর্ম্মের অনুরূপ অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক প্রসন্নমনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভবনে দেবার্চ্চনা করিয়া রামের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ সময়ে লোকাভিরাম রাম লজ্জাবনতমুখে হৃষ্টজনসমাকীর্ণ সুশোভিত ভবনে প্রবেশ করিলেন। জানকী প্রিয়তমের একান্ত চিন্তিতাবস্থা ও শোকাতিশয্যদর্শনে কম্পিতকলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন। যদিও রাম সীতাসমক্ষে মনোগত ভাব গোপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় আকার-ইঙ্গিতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। তখন রামের মুখমণ্ডল নিষ্প্রভ দেখিয়া দুঃখিত হইয়া রামবনিতা তাঁহাকে এরূপ অবস্থার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন, “অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের সম্মিলন, এই লগ্নে বৃহস্পতি বিরাজমান, বিজ্ঞ বিপ্রগণের অভিপ্রায়, অদ্যকার দিন রাজ্যাভিষেকের পক্ষে প্রশস্ত; অতএব এ সময়ে এরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ কি? শতশলাকা-রচিত জলফেন-সন্নিভ শ্বেতচ্ছত্রে তোমার কমনীয় মুখকমল আবৃত না হইবার কারণ কি? জিজ্ঞাসা

---

* এ স্থলে ৩৯ শ্লোকে আমাদের সহযোগী ২।১ জন অনুবাদক “পরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনমন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন,” এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু মূলগ্রন্থ বা টীকায় ইহার উল্লেখ নাই; বোধ হয়, অনুবাদক কল্পনা ও তাহার লালিত্যানুরোধে এইরূপ করিয়াছেন; অথবা পরবর্ত্তী শ্লোকের অনুবাদ পূর্ব্বে যোজনা করিয়াছেন। পাঠকগণ মিলাইলে বুঝিবেন যে, আমাদের কথা কতদূর সত্য। মূল শ্লোক যথা—

“উবাচাপি প্রহৃষ্টেব সা দুঃখবশবর্ত্তিনী।
বাঙ্মাত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া॥
আনম্য মূর্দ্ধি, চাঘ্রায় পরিষজ্য যশস্বিনী।
অবদৎ পুত্র! সিদ্ধার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখং॥”

অযোধ্যাকাণ্ড। ২৫অধ্যায়। ৩৯।৪০ শ্লোক।

করি, শশধর ও মরালতুল্য চামরদ্বয়ে তোমার মুখকমল বীজ্যমান না হইতেছেই বা কেন? হে নরর্ষভ! অদ্য সূত, মাগধ ও বন্দী জনে প্রীতমনে তোমার স্তুতিগানে নিরস্ত কেন? বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তোমার মস্তকে মধু ও যথাবিধি দধি প্রদান করেন নাই কেন? প্রকৃতিপুঞ্জ এবং পৌর ও জানপদগণ বিচিত্র বসনভূষণ ধারণ করিয়া কি কারণে তোমার অনুগামী হইতেছেন না? তোমার অগ্রে অত্যুৎকৃষ্ট পুষ্পরথ, বেগগামী অশ্বচতুষ্টয়-সংযোজিত হইয়া কি জন্য ধাবিত হইতেছে না? হে বীর! তোমার অগ্রে কৃষ্ণমেঘবর্ণ পর্ব্বতাকৃতি সুদর্শন সুলক্ষণ হস্তীর গমন না হইবারই বা কারণ কি? পরিচারকগণ সুবর্ণ-নির্ম্মিত ভদ্রপীঠ স্কন্ধে লইয়া তোমার অগ্রে যাইতেছে না কেন? যখন অভিষেকের জন্য সমস্তই সংগৃহীত, তখন তোমার ম্লানমুখ হইবার কারণ কি? কি নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ বিদ্যুদ্বিনিন্দিত হাস্যচ্ছটা লক্ষিত হইতেছে না?" সীতাপতি সীতার মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রাণাধিকে! পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে বনবাসী করিয়াছেন। জানকি! যে কারণে আমার ভাগ্যে ঈদৃশী ঘটনা ঘটিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব মহারাজ পূর্ব্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। মহারাজ অদ্য আমার অভিষেক জন্য সমস্ত সংগ্রহ করিলেও ভাগ্যক্রমে কৈকেয়ী পিতাকে বরসম্বন্ধীয় পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ সত্যে বদ্ধ হওয়াতে দ্বিরুক্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরের প্রভাবে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমাকে বনবাসী হইবার আদেশ হইয়াছে। উপস্থিত যৌবরাজ্য ভরতের অধিকার। আমি এক্ষণে অরণ্য-যাত্রা করিয়াছি, কেবল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার এখানে আগমন। তোমাকে বলি, তুমি ভরতের সমক্ষে কদাচ আমার প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইও না। আমি জানি, যাহারা ধনেশ্বর, তাহারা অন্যের গুণকীর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। আমি এই জন্য তোমাকে নিষেধ করি, ভরতের সাক্ষাতে আমার গুণের উল্লেখ করিও না। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, ভরতের নিকটে আমার গুণকীর্ত্তন করিলে তুমি অনুকূল ভাবে তিষ্ঠিতে পারিবে না। মহারাজ তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন, তিনিই এক্ষণে নৃপতি, অতএব তাঁহাকে প্রীত রাখা তোমার কর্ত্তব্য। হে মনস্বিনি! আমি পিতৃসত্য-পালনার্থে অদ্যই অরণ্য-যাত্রা করিব, তুমি এ জন্য চিন্তিত হইও না। হে কল্যাণি! আমি বনপ্রস্থিত হইলে, তুমি ব্রতোপবাসাবলম্বনে দিনপাত করিও। এখন হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দেবপূজা-সমাধানান্তে জনেশ্বর পিতৃদেবের চরণপূজা করিও। আমার জননী কৌশল্যা অতিশয় প্রাচীন; বিশেষতঃ তিনি সন্তাপনিবন্ধন অতিশয় কৃশ হইয়াছেন; অতএব ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার সেবা করা তোমার কর্ত্তব্য। আমার মাতৃগণ স্নেহাতিশয়নিবন্ধন অন্নপানাদি দ্বারা আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের বন্দনা করা তোমার কর্ত্তব্য। আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কুমার ভরত-শত্রুঘ্নকে তুমি ভ্রাতা বা পুত্রবৎ দেখিও। হে বৈদেহি! ভরত এই দেশ ও এই বংশের রাজা হইলেন; অতএব তুমি কদাচ তাঁহার অপ্রিয় কামনা করিও না। জানিও, সৌজন্য যত্নাতিশয়ে সেবিত হইলে, নৃপগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন; ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে কুপিত হন। ইঁহারা আপনাদের ঔরস-পুত্রকে অহিতাচারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু নিঃসম্বন্ধীয় ব্যক্তি সুযোগ্য হইলেও তাহাকে আদর করিতে ত্রুটি করেন না। জানকি! আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি রাজা ভরতের আজ্ঞানুগামিনী হইয়া সত্যব্রত ধারণ পূর্ব্বক এইখানে বাস করিতে থাক। হে প্রিয়ে! আমি অরণ্য-যাত্রা করিলাম, তোমাকে বলি, তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহার কোনও অংশ যেন ব্যর্থ না হয়।" ১-৩৮।

সপ্তবিংশ সর্গ।

রামের নিকট জানকীর বনগমনে আগ্রহ প্রকাশ।

প্রিয়বাদিনী জনকনন্দিনীকে এইরূপ কথা কহিলে, তিনি প্রণয়-কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক রামকে কহিতে লাগিলেন, "হে নরবর! তুমি আমাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া এরূপ কথা কহিতেছ? বলিতে কি, তোমার কথায় আমার হাস্য নিবারণ হইতেছে না। তুমি যে কথা কহিলে, শস্ত্র ও অস্ত্রনিপুণ রাজকুমারের পক্ষে ইহা অতিশয় অযোগ্য ও অযশস্কর কথা; এরূপ উক্তি শ্রবণ করাও অসঙ্গত। আর্য্যপুত্র! পিতা মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইঁহারা সকলেই আপনাপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভার্য্যা তদ্বিপরীতা, অর্থাৎ স্ত্রীই কেবল পতির ভাগ্যানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে; এই কারণে আমিও তোমার সহিত বনবাসিনী হইব। যদিও পিতা, মাতা, আত্মজ, সখীজন, এমন কি, আত্মাও স্ত্রীলোকের ইহ-পরলোকের গতি-বিধান করিতে পারেন, কিন্তু কেবল স্বামীই স্ত্রীজনের সদাগতি। যদি তোমাকেই অদ্য বনবাসী হইতে হইল, তাহা হইলে আমি পদতলে পথের কুশমূল দলন পূর্ব্বক তোমার অগ্রে গমন করিব। নাথ! তোমার কথা শুনিলাম না বলিয়া তুমি ক্রোধ করিও না। পথিক লোক যেরূপ পীতাবশিষ্ট জল লইয়া যায়, তুমিও তদ্রূপ আমাকে নিঃশঙ্কমনে সঙ্গে লইয়া যাও। আমি তোমার নিকটে এমন দোষের কার্য্য করি নাই, যাহাতে আমাকে গৃহে রাখিয়া তুমি বনবাসী হইবে। প্রাসাদ-শিখর, বিমান বা আকাশ-গতি হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বামীর চরণ-চ্ছায়ার আশ্রয় লওয়া আমার কর্ত্তব্য। আমি পিতা-মাতার নিকটে এরূপ উপদেশ পাইয়াছি যে, সম্পদ্-বিপদে দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীর অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। হৃদয়বল্লভ! আমি লোকালয়বর্জ্জিত নানা-মৃগপরিপূর্ণ শার্দ্দূল-সেবিত নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিব। আমি ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা ও পতিব্রতা-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া পিতৃগৃহে যেরূপ সুখে ছিলাম, তাহার ন্যায় মনের সুখে তোমার সঙ্গে বনবাসিনী হইব। হে বীর! যেখানে মধুগন্ধ বিরাজমান ও যে স্থান নানাবিধ জন্তুর আবাসভূমি, সেই অরণ্যে তাপসবৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক নিয়তকাল তোমার সেবা করিব, এই আমার বাসনা। হে রামচন্দ্র! যখন অসংখ্য লোকের ভারগ্রহণে তুমি ক্ষুণ্ণ নহ, তখন বনমধ্যে আমাকে সুখে রাখিতে তুমি অসমর্থ হইবে না। নাথ! আমি এই কারণে তোমার সহিত নিশ্চয়ই বনগমন করিব। হে মহাভাগ! তুমি কোনও রূপে আমাকে ভগ্নোদ্যম করিতে পারিবে না। আমি তোমার সহিত ফলমূল-ভোজনে নিত্য কাল অতিবাহিত করিব, উপাদেয় অন্ন-পানাদির জন্য তোমাকে বিব্রত করিব না। বলিতে কি

আমি তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারাবসানে আহার করিব। তোমার সঙ্গে থাকিয়া শৈল, পল্বল ও সরোবর সকল নির্ভীকমনে দর্শন করিতে আমার অতিশয় বাসনা। অধিক কি বলিব, আমি তোমার সহিত সম্মিলিত হইয়া মনের সুখে হংসকারণ্ডব-শোভিত পুষ্পিত পদ্মদল দর্শন করিতে আমার বড়ই সাধ; এরূপ স্থলে অবগাহন করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা। হে কমললোচন! তোমার সহিত এরূপে শত বা সহস্র বৎসর বাস করাও আমার শ্রেয়স্কর; কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসও আমার প্রার্থনীয় নহে। আমি বানর বারণ-বিশোভিত বনমধ্যে তোমার চরণসেবা করিয়া তোমার সহিত বাস করিতে বাসনা করি; বলিতে কি, এরূপ অবস্থিতি পিতৃভবন-বাসতুল্য সুখকারী। নাথ! আমি ত্বদধীনমনা ও ত্বৎপরায়ণা হইয়া কালাতিপাত করিতেছি, যদি এ অবস্থায় তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাও, জানিও, আমি এ প্রাণ রাখিব না; অধিক কি বলিব, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইলে কিছুই ভারজ্ঞান হইবে না।" নরোত্তম রামচন্দ্র ধর্ম্মবৎসলা সীতার এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না, প্রত্যুত বনবাস-ক্লেশ স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। ১-২৪।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক সীতার নিকট বনবাসের ক্লেশ-বর্ণন।

ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র ধর্ম্মপরায়ণা সীতার এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে মনে মনে বনবাসক্লেশ চিন্তা করিয়া অনুগমন-বিষয়ে অসম্মত হইলেন। তদনন্তর তিনি সজলনয়না সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "সীতে! তুমি মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা, তোমাকে বলি, তুমি এখানে থাকিয়া আমার প্রতীক্ষায় ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; বলিতে কি,তাহা হইলে আমি সুখী হইব। হে অবলে! আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিতে থাক, বনবাসে বিস্তর ক্লেশ। অতএব তুমি বনবাস-বাসনা বিসর্জ্জন দাও। বন গহনত্ব প্রযুক্ত অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য, অতএব ইহা বহু দোষের আকর। আমি তোমার হিতের জন্য বলিতেছি, বন সর্ব্বদাই দুঃখদায়ক, উহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। সেখানে গিরিগহ্বরবাসী সিংহের উৎকট গর্জ্জন নিরন্তর শুনিতে পাওয়া যায়; অতএব উহা অতিশয় ক্লেশদায়ক। দুর্দ্দম্য হিংস্র জন্তুগণ সেখানে উন্মত্তভাবে বিচরণ করে, মনুষ্য দেখিলেই তাহারা গ্রাস করিতে উদ্যত হয়; অতএব এ স্থান ঘোর কষ্টকর। নদী সকল মকর-কুম্ভীরে পরিপূর্ণ ও পঙ্কিল, মহাগজও ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না; অতএব এই স্থান ঘোর ক্লেশদায়ক। অধিকন্তু বনপথ লতাজালে সমাচ্ছন্ন ও কণ্টক-জাল-বিজড়িত। ইহাতে মধ্যে মধ্যে সতত কুক্কুটধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। এখানে পানীয়-জলও অতিশয় দুর্লভ। সমস্ত দিবস পর্য্যটনাবসানে রাত্রিকালে বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা রচনা করিয়া ক্লান্তশরীরে শয়ন ও ভোজন-সময়ে স্বয়ং-পতিত বৃক্ষফলে ক্ষুধা নিবারণ করিতে হয়; সুতরাং ইহা অতিশয় দুঃখদায়ক স্থান। যথাশক্তি উপবাস ও জটাভার বহন করিয়া নিত্যকাল দেব, পিতৃ ও অতিথিগণের অর্চ্চনা করিতে হয়। যাঁহারা দিবসে নিয়মাবলম্বী, তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিতে হয়। যাঁহারা বানপ্রস্থাবলম্বী, তাঁহাদিগকে স্বহস্তে কুসুম-চয়ন করিয়া উহা যথাবিধি বেদিতে উপহার দিতে হয়। মৈথিলি! তোমাকে অধিক কি বলিব, বনচরদিগের ন্যায় বনবাসী লোককে সেইরূপে সন্তোষমনে কাল কাটাইতে হয়। বায়ু তথায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেখানে ক্ষুধার বিলক্ষণ আধিপত্য, ভয়ের সমস্ত কারণই সেখানে বর্ত্তমান। হে ভামিনি! সেখানে বহুরূপী সরীসৃপের অভাব নাই; তাহারা পথিমধ্যে সদর্পে গমন করিয়া থাকে। তত্রত্য নদীমধ্যে স্রোতোবৎ বক্রগতি সর্পসকল বনপথ অবরোধ করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, সেখানে পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, দংশ ও মশক সকল নিয়ত অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে; অতএব ইহার তুল্য কষ্টকর স্থান আর কোথায়? তত্রত্য বৃক্ষ সকল কণ্টকাকীর্ণ, সেখানকার প্রায় সকল স্থানই কুশ ও কাশে সমাচ্ছন্ন। এতদ্ব্যতীত সেখানে শরীরের কষ্ট যথেষ্ট; এই জন্য বলি, বনবাস অতিশয় কষ্টদায়ক। বনে অবস্থিতি করিতে হইলে ক্রোধলোভকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তপস্যায় মন স্থির রাখিতে হয়, ভয়ের কারণ থাকিলেও নির্ভয়ে কাল কাটাইতে হয়। আমি এই সকল কারণে তোমাকে নিষেধ করি, বনবাস তোমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই বলিতেছি, বনবাস তোমার সাজিবে না এবং উহা অতিশয় কষ্টদায়ক।" রামচন্দ্র বনসম্বন্ধীয় এই প্রকার ক্লেশের কথা বলিলে, সীতা তাহা না শুনিয়া দুঃখিতমনে কমললোচনকে কহিলেন। ১-২৬।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

সীতা কর্ত্তৃক রামকে প্রত্যুত্তর-প্রদান।

রামের মুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া সীতা সজলনয়নে দুঃখিতান্তঃকরণে মৃদু-মন্দ-স্বরে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! তুমি বনবাস সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষের কথা কহিলে, তোমার স্নেহাধীন হইয়া আমি সে সকল গুণ বলিয়া মনে করিতেছি। বনে মৃগ, সিংহ, গজ, শার্দ্দূল, শরভ, চমর ও অন্যান্য বনচারী জন্তু আছে। তাহারা তোমাকে পূর্ব্বে দেখে নাই, দেখিবামাত্র সভয়ে পলায়ন করিবে। আমি গুরুজনের অনুমতি লইয়া তোমার সহিত বনগমন করিব, জানিও, তোমার বিরহে আমি প্রাণধারণ করিতে পারিব না। নাথ! তোমার নিকটে থাকিলে সুরপতি ইন্দ্রও আমাকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না। হে রামচন্দ্র! তুমি আমাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছ যে, পতির অভাবে পতিব্রতা জীবন ধারণ করিতে পারে না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি পিতৃগৃহে অবস্থিতিকালে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে,আমার ভাগ্যে বনবাস নির্দ্দিষ্ট আছে। সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ পুরুষেরা যাহা কহিয়াছেন, তাহার সময় সমুপস্থিত। আমার ভাগ্যে সেই আদেশের সময় নিকটবর্ত্তী; অতএব আমি তোমার সহিত বনবাসিনী হইব; তুমি ইহার অন্যথাচরণ করিও না। স্বামিন্! আমি তোমার অনুগমন করিব, সেই সময়ও সমুপস্থিত; যাহা হউক, তুমি আমাকে বনগমনে অনুমতি দিয়া ব্রাহ্মণদিগের বাক্য রক্ষা কর। বনবাসে বিস্তর ক্লেশ, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি জানি, যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তাহাকেই স্ত্রী-সন্নিধানে নিয়ত অনেক ক্লেশভোগ করিতে হয়। আমি পিতৃগৃহে অবস্থিতিসময়ে আমার কন্যাকালে শুনিয়াছি, এক

রামের কথায় সত্বর গমন করিলেন ; দেখিলেন, মহারাজ শোকে সমাচ্ছন্ন, তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, জলহীন তড়াগের ন্যায়। মহাপ্রাজ্ঞ সুমন্ত্র নৃপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক রামের উদ্দেশে বিলাপকারী মহারাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন। অগ্রে জয়াশীর্ব্বাদ উচ্চারিত হইলে তিনি সশঙ্কমনে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! পুরুষপুঙ্গব আপনার পুত্র রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান ও অনুজীবিগণকে অর্থ বিতরণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ-প্রত্যাশায় দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। সত্যপরাক্রম রাম সুহৃদ্ ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এক্ষণে আপনার চরণে বিদায়-গ্রহণের জন্য তাঁহার আগমন। সূর্য্যদেব যেরূপ সৌরকিরণে সুশোভিত থাকেন, তাহার ন্যায় তিনি বিবিধ রাজগুণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। ইনি সত্বর মহারণ্যে প্রবেশ করিবেন ; অনুমতি হইলে নিকটে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন।" তখন সমুদ্রতুল্য গম্ভীর, আকাশতুল্য সুনির্ম্মল, সত্যবাদী নৃপতি তাঁহাকে কহিলেন, "হে সুমন্ত্র! এই ভবনে আমার যে সকল পত্নী আছেন, তুমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে আমার এখানে আনয়ন কর। আমরা মিলিত হইয়া প্রাণাধিকের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিব।" রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজপত্নীদিগকে "নৃপতি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব সত্বর আগমন করুন"—এই কথা বলিলেন। সুমন্ত্রমুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, সেই সকল রাজপত্নী স্বামীর আদেশে সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ব্রতধারিণী সেই তিন শত পঞ্চাশৎ রাজপত্নী কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে মহারাজ রামকে আনয়ন করিবার জন্য সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র সুত সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রকে লইয়া সত্বর নৃপসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। প্রমদা-পরিবেষ্টিত নৃপতি দূর হইতে পুত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে যেমনি আসন পরিত্যাগ করিয়া তদগ্রে ধাবমান হইলেন, অমনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন মহারথ লক্ষ্মণ ও ধার্ম্মিক রামচন্দ্র শোকাচ্ছন্ন মূর্চ্ছাপন্ন নৃপতিকে ভূমি হইতে শশব্যস্তে উত্থাপিত করিলেন। তখন অলঙ্কার-ঝঙ্কারের সহিত প্রমদাগণের আর্ত্তনাদ রাজপুরী ভেদ করিয়া ফেলিল, সকলেই 'হা রাম' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সজললোচনে মূর্চ্ছিত নৃপতিকে বাহুগ্রহণে উত্তোলন করিয়া পর্য্যঙ্কে স্থাপিত করিলেন। ক্ষণকাল পরে নৃপতির চৈতন্যাবস্থা ঘটিলে রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! আমি দণ্ডকারণ্যে প্রস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাদের সকলেরই অধীশ্বর, আমি বিদায় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি স্থিরদৃষ্টিতে আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। আমি যদিও নানাবিধ হেতুবাদ প্রদর্শন-পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতাকে আমার অনুগমন-বিষয়ে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতেও ইহাঁরা আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। প্রজাপতি যেরূপ আত্মজদিগকে তপস্যার্থ অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আমাদের এই তিনজনকে বনে যাইতে অনুমতি দিউন। অকারণ শোকের অধীন হইবেন না।" তখন মহীপাল বন-বাস-সমুদ্যত পুত্রকে আদেশাপেক্ষী দেখিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাঘব! আমি কৈকেয়ীর বরপ্রসঙ্গে মুগ্ধ হইয়াছি ; অতএব আমাকে নিগ্রহ পূর্ব্বক তুমি এই অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা হও।" ধর্ম্মধুরন্ধর রামচন্দ্র পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে থাকুন, আমি অরণ্যযাত্রা করি ; রাজ্যভোগে আমার স্পৃহা নাই। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া, প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শ্রীচরণে প্রণাম করিব।" এই সময়ে কৈকেয়ী রামবাক্যের অনুমোদনের জন্য অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া রাজাকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে সজলনয়নে দীনবচনে রামকে কহিলেন, "হে তাত! পরলোক ও ইহলোকের মঙ্গলকামনায় তুমি নিরাপদে গমন কর, তোমার গমন-পথ ভয়শূন্য হউক। তুমি নির্দ্ধারিত সময়ের পর নিরাপদে প্রত্যাগমন করিও। বৎস! তুমি সত্যসন্ধ ও ধর্ম্মবীর, তোমাকে অন্য পথে চালিত করা আমার সাধ্য নহে। অনুরোধ, অদ্য রজনী এখানে অতিবাহিত কর। তোমাকে একদিন দেখিতে পাইলেও আমার সুখের সীমা থাকে না। তুমি অদ্য তোমার জননী ও আমাকে দেখা দিয়া আমার সহিত ভক্ষ্য-ভোজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক কল্য প্রভাতে অরণ্যযাত্রা করিও। হে বৎস! তুমি অতি দুষ্কর ধর্ম্মকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; বলিতে কি, আমার পরলোকহিতের জন্য বনবাস স্বীকার কর। যাহা হউক, রাঘব! এরূপ কার্য্য আমার অভিপ্রেত নহে। আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ভস্মাগ্নিসদৃশ ক্রূরহৃদয়া কৈকেয়ী কর্ত্তৃক চালিত হইয়াছি। আমি কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ীর মায়াজালে পতিত হইয়াছি। বৎস! তুমি তাহার ফলভোগ করিতে চলিলে। রাম! পুত্রদিগের মধ্যে তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ; তুমি যে পিতৃসত্য-পালনার্থ যত্নবান্ হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে।" অনন্তর সানুজ রামচন্দ্র শোকার্ত্ত নৃপতির এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া দীনভাবে পিতৃদেব দশরথকে কহিলেন, "পিতঃ! আমি অদ্য যেরূপ রাজভোগ পাইতে পারিব, কল্য তাহা কে দিবে? এই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সত্বর পুরী-পরিত্যাগই আমার প্রার্থনার বিষয়। আপনি এক্ষণে আমার পরিত্যক্ত ধনধান্যপরিপূর্ণ লোকসঙ্কুল বিবিধ রাজ্য-বেষ্টিত বসুমতীর ভার কুমার ভরতকে প্রদান করুন। নরদেব! আমি অদ্য বনগমনে যে স্থিরমতি হইয়াছি, তাহা কোনও ক্রমে বিচলিত হইবে না। হে বরদ! আপনি দেবী কৈকেয়ীকে যে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা পালন পূর্ব্বক সংসারে সত্যবাদী নামে পরিচিত হউন। আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত আপনার আদেশ পালন পূর্ব্বক বনচরদিগের সহিত বনে বাস করিব। ভরতের হস্তে পৃথিবীপালন-ভার সমর্পণ করিতে কোনও সংশয় করিবেন না। হে নরবর! আমি নিজের বা আত্মীয়জনের সুখের জন্য রাজ্যসুখভোগে লালায়িত নহি ; বলিতে কি, আপনার নিদেশপালনে যেরূপ সুখভোগের সম্ভব, এরূপ পদার্থ চক্ষে ঠেকে না। আপনি রোদন করিবেন না, দুঃখকে দূরে নিক্ষেপ করুন ; জানিবেন, সরিৎপতি কখনও আত্মসীমা অতিক্রম করেন না। বলিতে কি, রাজ্য, ভোগ্যবস্তু, মেদিনী, স্বর্গভোগ বা জীবনধারণও আমার কামনীয় নহে। হে পুরুষপ্রবর! আপনাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ পূর্ব্বক আপনার নিকট শপথ করিয়া বলি, আপনার বাক্য

লঙ্ঘন করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং তাহাও আমার অসাধ্য। এজন্য ক্ষণমাত্র এই পুরীতে বাস করিতে পারিতেছি না; প্রার্থনা, আমার জন্য আপনি অধীর হইবেন না। দেবী কৈকেয়ী যেই আমার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি অমনি যাইব বলিয়াছি; অতএব সেই সত্য এক্ষণে পালন করা কর্ত্তব্য। হে দেব! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি যেখানে প্রশান্ত মৃগগণ বিচরণ করে, যে স্থান নানাবিধ পক্ষিগণের কলধ্বনিতে নিনাদিত, সেই বনে বাস করিব। হে তাত! পিতা দেবগণেরও দেবতা, এরূপ কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; পিতা দেবতা বলিয়াই তদ্বাক্য-পালনে আমার প্রয়াস। যখন চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইলে আমি পুনরায় প্রত্যাগমন করিব, তখন সে জন্য দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি? হে পুরুষপ্রবর! আপনি জানেন, আমারই জন্য সকলে শোকাচ্ছন্ন, সকলেই নেত্রজলে পরিপ্লুত; অতএব শোকে অধীর না হইয়া উহাঁদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে পুর ও রাষ্ট্র সহিত এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকে ইহা দান করুন। আমি আপনার আদেশে দীর্ঘকাল সুখভোগ করিবার জন্য বনগমন করিব। ভরত নিরাপদে আগমন করিয়া শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরসঙ্কুল এই পৃথিবী পালন করিতে থাকুন; আপনি কৈকেয়ীর নিকটে যাহা প্রতিশ্রুত আছেন, তাহা নিষ্ফল না হউক। হে পার্থিব! উপাদেয় ভোগ্য-বস্তুতে আমার রুচি নাই, প্রীতি-বিধায়ক কোন বস্তুরই স্পৃহা করি না; কেবল সজ্জনানুমোদিত আপনার আদেশই আমার প্রার্থনীয় ও শিরোধার্য্য। আপনাকে বারংবার বলিতেছি, আপনি আমার জন্য ক্ষুব্ধ হইবেন না। অধিক কি বলিব, আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিয়া বিস্তৃত রাজ্য, অতুলনীয় ভোগসম্পত্তি ও প্রাণাধিকা জানকীকেও আমি প্রার্থনা করি না; কেবল আপনার ব্রত সত্য হয়, এই আমার প্রার্থনা। আমি বিচিত্র পাদপশোভিত বনে প্রবেশ পূর্ব্বক গিরি, নদী ও সরোবর সন্দর্শন ও তত্রত্য ফলমূলাদি ভোজন করিয়া সুখী হইব; আপনি নিরাপদে অবস্থিতি করিতে থাকুন।" রামচন্দ্র এইরূপ কথা কহিলে রাজা দশরথ মনের দুঃখে ও প্রবল শোকে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ হইয়া রামকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর স্পন্দহীন হইল। তখন কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য রাজমহিষীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকাগণ "হায় কৈকেয়ি! কি করিলে!" এইরূপে হাহাকার করিয়া উঠিল; সুমন্ত্রও নেত্রজলে পরিপ্লুত হইয়া অচেতন হইলেন। ১-৬১।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

সুমন্ত্র কর্ত্তৃক কৈকেয়ীকে তিরস্কার।

তদনন্তর সুমন্ত্রের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; তাঁহার দন্ত দন্তে নিপীড়ন করিলেন, তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া পড়িল, তিনি দুই হস্তে হস্তামর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম হইল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি অতিশয় শোকাভিভূত হইলেন। তিনি মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দুঃখিতমনে বাক্যবাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীর হৃদয় প্রকম্পিত ও মর্ম্মাহত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবি! চরাচর মহীমণ্ডলের অধিপতি মহারাজ দশরথ তোমার স্বামী, তুমি যখন ইহাঁকে পরিত্যাগ করিলে, তখন তোমার অকার্য্য আর কিছুই নাই। জানিলাম, তুমি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী। যে মহারাজ দশরথ ইন্দ্রতুল্য অজেয়, অচলের ন্যায় নিশ্চল, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, তুমি নিজকর্ম্মদোষে তাঁহাকে ক্ষুভিত করিলে! আমি তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি মহীপতি পতির অবমাননা করিও না; জানিও, স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য করা স্ত্রীলোকের কোটি পুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। দেখ, নৃপতির অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠক্রমে রাজ্যাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু তুমি তাহা লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছ। ভাল, রাজা হইতে হয়, ভরত হউন, পৃথিবী পালন করুন; কিন্তু রাম যেখানে গমন করিবেন, আমরা সেইখানেই যাইব। তুমি যে নীচকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছ, তাহাতে তোমার রাজ্য কিরূপে ব্রাহ্মণ-বাসের যোগ্য হইবে? নিশ্চয়ই বলিতেছি, রাম যে পথে গমন করিবেন, আমাদের সকলেরই সেই পথ অবলম্বনীয়। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও ব্রাহ্মণগণ তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইলে, তোমার রাজ্য লইয়া কি সুখভোগ ঘটিবে? তুমি মর্য্যাদাশূন্য অতিশয় জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তোমার এই ব্যবহারে মেদিনী বিদীর্ণ হইতেছেন না কেন? তুমি যখন রামবনবাসে সমুদ্যত হইয়াছ, তখন ব্রহ্মর্ষিগণ অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর ধিক্কারে তোমাকে ভস্মীভূত করিতেছেন না কেন? যাহা হউক, মহারাজ যে তোমার মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন, ইহার পরিণাম যে কি শোচনীয়, তাহা বলিতে পারি না। * আশ্চর্য্য! কুঠারাঘাতে আম্রবৃক্ষ কর্ত্তিত করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিম্বের সেবা করিয়া থাকে? নিম্বমূলে জলসিঞ্চনে কি মধুরত্ব ঘটিয়া থাকে? তোমার মাতার আভিজাত্য যে প্রকার, তোমারও সেইরূপ; নিম্ববৃক্ষ হইতে মধুক্ষরণ হয় না, লোকে যে এ কথা বলিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। তোমার জননী পাপকার্য্যে আসক্ত ছিলেন, যে জন্য এ কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহাতপা কোন মহর্ষি তোমার পিতাকে একটি বরদান করিয়াছিলেন। সেই বরপ্রভাবে তোমার পিতা ব্যক্তাব্যক্ত সকল প্রকার স্বরের অর্থগ্রহণ করিতে পারিতেন; সেই জন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্তুদিগের উচ্চারিত স্বরের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। এক সময়ে তোমার পিতা শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে দিব্যকান্তি জৃম্ভপক্ষী ডাকিতেছিল, নৃপতি ঐ স্বরের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হাসিতে থাকেন। তোমার জননী তোমার পিতাকে হাস্য করিতে দেখিয়া অতিশয় রোষপরবশ হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'রাজন্! তোমার হাস্য করিবার কারণ কি? যদি আমার নিকটে না বল, এখনই আত্মঘাতিনী হইব।' কেকয়রাজ বলিলেন, 'যদি হাসিবার কারণ নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে এখনই আমার মৃত্যু ঘটিবে।' তোমার মাতা তোমার পিতাকে পুনরায় কহিলেন, তুমি বাঁচিয়া থাক বা তোমার মৃত্যু হউক, হাসিবার কারণ জানিতে পারিলে আর কখনও আমাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিবে না।' প্রেয়সীর এই নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে নৃপতি সেই বরদাতা ঋষির নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন বরদ

* 'তোমার মতানুসরণ করিয়া' মহারাজের পরিণাম কষ্টকর হইবে, এ কথা মূলে উল্লেখ নাই, টীকাকার কহেন।

সেই তপোধন কহিলেন, 'মহীপতে! তোমার পত্নী আত্মঘাতিনী হউন, আর নাই হউন, তুমি এই গূঢ় রহস্ত প্রকাশ করিও না।' ঋষি হৃষ্টচিত্তে এই কথা কহিলে তোমার পিতা তোমার মাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ি! তুমিও তোমার মাতার ন্থায় মহারাজকে গর্হিত পথে পরিচালিত করিতেছ। হে পাপদর্শিনি! মোহপ্রযুক্ত মহারাজকে তুমি অসৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছ। 'পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোকেরা মাতৃস্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকে,' এই যে প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাকে নিষেধ করি, তুমি জননীর ন্থায় হইও না; মহারাজ যাহা বলেন, তাহাতে আপত্তি করিও না। অধিক কি বলিব, মহারাজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া, আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমাকে বলি, পাপের প্রবর্ত্তনায় প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বলোকপালক ইন্দ্রের ন্থায় নরেন্দ্রকে পাপপথে পরিচালিত করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেবি! রাজীবলোচন শ্রীমন্মহারাজ লীলাচ্ছলে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার নহে। বিশেষতঃ রামচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, বদান্ত, কর্ম্মকুশল, স্বধর্ম্মরক্ষক ও সর্ব্বজীবপ্রতিপালক; অতএব তাঁহাকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কর। দেবি! জানিবে, যদি রামচন্দ্র পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হন, তাহা হইলে লোকসমাজে তোমার ঘোর অপযশ প্রচারিত হইবে। এক্ষণে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করুন, তুমি মনঃক্ষোভ দূর কর; জানিও রাম ব্যতিরেকে অন্য কেহই তোমার প্রিয় হইতে পারিবেন না। রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাবীর মহারাজ দশরথ পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থানুসরণ পূর্ব্বক বনপ্রস্থিত হইবেন।" সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সভামধ্যে এই প্রকার তীক্ষ্ণ ও শান্তিবচন প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার অন্তরে দয়া প্রকাশ পাইল না; অধিক কি, সে সময়ে তাঁহার মুখবর্ণের বিকৃতিও সংলক্ষিত হয় নাই। ১-৩৭।

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

দশরথ ও কৈকেয়ীর উক্তিপ্রত্যুক্তি।

রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞাপ্রভাবে প্রপীড়িত হইয়া সজলনয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সূত! তুমি রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার জন্ত চতুরঙ্গ-বলসমন্বিত সৈন্তদিগকে সুসজ্জীভূত কর। ইহাদের সঙ্গে যে সকল গণিকারা পরচিত্তাকর্ষণ ও বচনরচনায় বিশেষ পণ্ডিতা, তাহারা গমন করুক। ধনেশ্বর বণিগ্‌গণ পণ্য সমভিব্যাহরে গমন করুক। যাহারা রামের আশ্রয়ে পালিত ও যে সকল মল্ল বীর্য্যপরীক্ষার জন্ত রামের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া রামের সমভিব্যাহারী করিয়া দেও। সর্ব্বোত্তম অস্ত্র-শস্ত্র, শকট সকল সঙ্গে গমন করুক; অধিক কি বলিব, অরণ্যপথবেত্তা ব্যাধ এবং নগরের লোকমাত্রেই রামের অনুবর্ত্তী হউক। ইহারা বনে বাস করিয়া মৃগাদি বধ, বন্য মধু পান ও নদ-নদী সন্দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত হইবে। আমার ধনধান্যাদি যে কিছু কোষাগারে আছে, তৎসমভিব্যাহারে পরিচারকগণ বনগমন করুক। প্রাণাধিক রাম বনে গমন করিয়া পবিত্র স্থানে ঋষিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞকার্য্য সমাধা করত পরম সুখে বাস করিতে থাকুন। পুরীমধ্যে যে কিছু ভোগদ্রব্য আছে, সকলই রামের সঙ্গে পাঠাইয়া দেও; অবশেষে ভরত আসিয়া অযোধ্যার রাজপাট গ্রহণ করিবেন।" মহারাজ দশরথ এই কথা কহিলে কৈকেয়ীর অন্তরে আতঙ্কের আবির্ভাব হইল, তাঁহার মুখ শুষ্ক ও স্বর রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বিষণ্ণ ও সন্ত্রস্ত হইয়া নৃপতিকে কহিলেন, "মহারাজ! যদি এই পুরী হইতে সমস্ত ধনসম্পত্তি নিষ্কাশিত হয়, তাহা হইলে পীতসার সুধার ন্যায় নিষ্ফল রাজত্বে ভরতের প্রয়োজন কি?" যখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন মহারাজ দশরথ রোষ-কষায়িত-লোচনে তাঁহাকে কহিলেন, "অনার্য্যে! তুই আমাকে ভারবহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিস, তাই কর্; তবে আবার আমাকে মর্ম্মাহত করিতেছিস কেন? তুই ত রামবনবাস-প্রার্থনাকালে এ কথার উল্লেখ করিস্ নাই?" দশরথের এই প্রকার সামর্ষ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী অতিশয় কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজাকে সদর্পে এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! তোমার বংশে সগররাজ জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ রামকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া বনবাসী কর।" কৈকেয়ী এই কথা কহিলে রাজা দশরথ তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। সভাস্থ জনগণ অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। সে সময়ে কোপনস্বভাবা কৈকেয়ী কুপিত হইয়া কি বলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে সিদ্ধার্থ নামে একজন বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন "দেবি! অসমঞ্জ অতিশয় দুর্বৃত্ত ও লোকদ্রোহী ছিল। সেই দুর্ম্মতি খেলা করিতে করিতে অন্যান্য শিশুদিগকে ধরিয়া লইয়া সরযূতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমোদ করিত। তাহার কাণ্ড দেখিয়া প্রজালোক অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল এবং রাজার নিকটে আসিয়া তাহার অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিল। তাহারা বলিল, 'মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকে, না আমাদিগকে রাজ্যে রাখিতে ইচ্ছা করেন?' তখন নৃপতি তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমাদের এরূপ আতঙ্কের কারণ কি?' তাহারা কহিল, 'মহারাজ! আপনার পুত্র অসমঞ্জ আমাদের শিশুদের সঙ্গে পথে খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূজলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমোদ করিয়া থাকে।' তখন প্রজাবৎসল নরনাথ তাহাদের প্রতি অত্যাচার জানিতে পারিয়া, তাহাদের হিতের জন্য ঘোর অহিতকারী আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন। রাজার আদেশে সেই পাপাশয় ভার্য্যার সহিত সপরিচ্ছদে যানারোহণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল। এইরূপে সেই পাপমতি নিজকর্ম্মদোষে কুঠার ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গিরিদুর্গ দর্শন করত পর্য্যটন করিতে লাগিল। দেবি! সুধার্ম্মিক মহারাজ সগর এই কারণে পুত্র অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামের ত এরূপ কোন অপরাধ দেখা যায় না যাহাতে তিনি নির্ব্বাসিত হইতে পারেন? আমাদের কেহই কখনও রামের কোন দোষ দেখে নাই; বলিতে কি, চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় রামে পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। দেবি! তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, তুমি বল দেখি, রামের কি এরূপ কোন দোষ আছে, যাহাতে তিনি নির্ব্বাসিত হইতে পারেন? আমরা জানি, যিনি সজ্জন ও শিষ্ট, অকারণে তাঁহাকে

পরিত্যাগ করিলে ধর্মবিরোধ-নিবন্ধন দেবরাজের মাহাত্ম্য খর্ব হইয়া পড়ে। দেবি! এই জন্য বলিতেছি, রামের শ্রী নষ্ট করিও না; যদি একান্তই রামকে বনবাসী কর, তাহা হইলে তোমার লোকনিন্দার সীমা থাকিবে না।" সিদ্ধার্থের উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ দশরথ ক্ষীণস্বরে শোকাকুলবচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন, "রে পাপীয়সি! বুঝিলাম, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের অনুকূল বাক্য তোর প্রীতিকর হইল না। তুই তোর নিজের এবং আমার হিত কি, তাহা জানিস্ না; সাধুপথে পদচারণা করা তোর বাসনা নহে; এইরূপ নীচ নিন্দনীয় কার্য্যই তোর পক্ষে উচিত কার্য্য। যাহা হউক, আমি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ ও সম্পত্তি সমস্ত বিসর্জন দিয়া রামের অনুগামী হইব; তুই তোর পুত্র ভরতের সহিত চিরকালের জন্য এই রাজ্য ভোগ করিতে থাক্।" ১-৩৩।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর বল্কল-ধারণ।

তখন রামচন্দ্র রাজা দশরথের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়-নম্র-বচনে তাঁহাকে কহিলেন, "রাজন্! আমি যখন ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বন্যফল-ভোজনে জীবন ধারণ করিতে চলিলাম, তখন আমার সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত যাইবার প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠকে হস্তী দান করিয়া থাকেন, বন্ধনরজ্জুর জন্য মায়া প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। আমি জননী কৈকেয়ীর প্রীতির জন্য সমস্তই ভরতকে দান করিতেছি, এক্ষণে আমার জন্য চীরবস্ত্র ও খনিত্রাদি প্রদান করিতে অনুমতি করুন। এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনগামী হইব।" তখন রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্লজ্জা কৈকেয়ী তাঁহাকে চীরবসন আনিয়া দিলেন এবং সভামধ্যে সকলের সাক্ষাতে তাহা পরিধান করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র কৈকেয়ী-প্রদত্ত চীরখণ্ড গ্রহণ করিয়া আপনার পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রামের এবংবিধ অনুষ্ঠান দেখিয়া অনুজ লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষে মুনিবেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌশেয়বসনা সীতা চীর গ্রহণ করিয়া, বাগুরা-দর্শনে হরিণীর মনে যেরূপ আতঙ্কের উদ্রেক হয়, তাহার ন্যায় অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। শুভলক্ষণা সীতা কৈকেয়ীর নিকট চীরবসন গ্রহণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, তখন স্বামীর এরূপ অবস্থা চিন্তা করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ দুঃখে অস্থির হইয়া উঠিল। অনবরত তাঁহার নেত্রযুগল হইতে শোকাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; সে সময়ে ধর্মদর্শিনী বরবর্ণিনী জনকনন্দিনী গন্ধর্ব্বরাজতুল্য প্রিয় পতিকে এই কথা বলিলেন, "জীবনসর্ব্বস্ব! বনবাসী তপস্বিগণ কিরূপে চীরবন্ধনে শরীর আবদ্ধ করিয়া রাখেন?" এই কথা বলিয়া চীরধারণ-অনভ্যস্তা সীতা বারংবার মোহপ্রাপ্ত হইলেন। যদিও চীর-পরিধানের জন্য তাহার একখণ্ড কণ্ঠদেশে ও অপর খণ্ড হস্তে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা ব্যবহার করিতে জানেন না বলিয়া তিনি লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন। রামচন্দ্র সীতার অবস্থা-দর্শনে ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পরিধেয় কৌশেয়বসনের উপরিভাগে চীরবন্ধন করিয়া দিলেন। রামকে স্বহস্তে সীতার চীরবন্ধন করিতে দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের রোদন নিবৃত্তি পাইল না। তাঁহারা কাতরভাবে মহাতেজা রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি মনস্বিনী জনকনন্দিনীকে বনগমনের সঙ্গিনী করিও না। তুমি পিতৃসত্য-পালনে বনগমনের জন্য সমুদ্যত হইয়াছ; একান্ত যাইতে হয়, তুমিই যাও। আমাদের ইচ্ছা, তুমি যতদিন না প্রত্যাবৃত্ত হইবে, আমরা সীতার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিব। হে রামচন্দ্র! তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনগমন কর; কিন্তু কল্যাণী সীতাকে তাপসীর ন্যায় বনবাসিনী করিও না। হে কমললোচন! তোমাকে আমরা ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া জানি, আমাদের কথায় তুমি বনগমনে নিবৃত্ত হইবে, এরূপ আশা সম্ভাব্য নহে; কিন্তু তোমার নিকটে প্রার্থনা, সীতা এখানে অবস্থিতি করুন।" অনন্তর পুররমণীদিগের এরূপ প্রার্থনা অবগত হইলেও রামচন্দ্র সীতাকে চীরবন্ধন হইতে নিবৃত্ত করিলেন না। তখন কুলগুরু বশিষ্ঠদেব সীতার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সজলনয়নে তাঁহাকে চীরধারণ করিতে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, "রে কুলকলঙ্কিনি দুর্ম্মতে! তুমি মহারাজকে প্রতারিত করিয়া তোমার যতদূর বাসনা, তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছ। রে দুঃশীলে! দেবী জানকীকে কখনই বনগামিনী করা হইবে না, ইনি গৃহে থাকিয়া রামের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ভার্য্যা গৃহস্থদিগের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; অতএব সীতা রামের অর্দ্ধাঙ্গরূপে রাজ্য পালন করিবেন। যদি জনকনন্দিনী রামের অনুগামিনী হন, তাহা হইলে নগরের অন্যান্য লোকের সহিত আমরা সকলেই রাম যেখানে যাইবেন, সেই স্থানে গমন করিব। কেবল আমরা বলিয়া নহে, অন্তঃপুর-রক্ষক এবং উপজীবিগণ আপনাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার লইয়া সকলেই এই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের অনুগামী হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, রামের বনগমন ঘটিলে ভরত-শত্রুঘ্ন চীরবসন পরিধান করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবে। তখন এই পুরী শূন্য ও জঙ্গলে পরিণত হইবে। তুমি সে সময়ে প্রজাদিগের অহিতকারিণী হইয়া এই নির্জ্জন পুরী একাকী শাসন করিও। জানিও, যেখানে রামের রাজত্ব নাই, তাহা রাজ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; যেখানে রামের অবস্থিতি, সেই বনও রাজ্য বলিয়া গণ্য। তোমাকে অধিক কি বলিব, যখন মহারাজ অনুরোধ-বাধ্য হইয়া এই রাজ্য দান করিতেছেন, তখন ভরত কখনই ইহা শাসন করিবেন না। আমি বলিতে পারি, দশরথের ঔরসজাত হইলে ভরত কখনও তোমার সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিবেন না। আমি জানি, ভরত পিতৃবংশ-পরিচয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। যদি তুমি পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হও, তথাপি তোমার পুত্র তদন্যথাচরণ করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তুমি পুত্রের হিতকামনায় যে রাজ্যপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছ, ইহাতে তুমি পুত্রেরই অনিষ্টাচরণ করিলে। আমি জানি, রামের প্রতি অনুরাগী নয়, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। কৈকেয়ি! তুমি অদ্য দেখিতে পাইবে, পশু, পক্ষী ও মৃগাদি জন্তুসকল রামের অনুগমন করিতেছে; অন্য কথা কি, বৃক্ষ সকল পর্য্যন্ত রামের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। হে দেবি! তুমি এক্ষণে চীরবসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার বধূমাতা জানকীকে উৎকৃষ্ট আভরণ সকল প্রদান কর। জানিও, সীতাশরীরে চীরবসন শোভা পাইবার নহে; অতএব তুমি এরূপ বসন-প্রদানে নিবৃত্ত হও। হে কেকয়রাজপুত্রি! তুমি কেবলমাত্র রামচন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, সীতা যে স্বামিসেবার্থ বেশবিন্যাসপরায়ণা হইয়া অনুগামিনী হইবেন,

তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? আমি বলি, সীতার সম্বন্ধে যখন তুমি বর-প্রার্থনা কর নাই, তখন তিনি উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া, পরিচারিকাদিগের সহিত নানাপ্রকার বেশভূষিত হইয়া রামের অনুবর্ত্তিনী হউন।" যদিও অমিতপ্রভাব অগ্নিকল্প বিপ্রবর বশিষ্ঠ জানকীর চীরধারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন, কিন্তু তাপসীভাবে রামের অনুগামিনী হইতে সীতার বাসনা বলিয়া, তিনি কোনরূপে চীরধারণ-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। ১-৩৭

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

দশরথের দারুণ পরিতাপ।

সনাথা সীতা চীরবস্ত্রধারিণী হইয়া অনাথার ন্যায় বনগমনোদ্যত হইলে, সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। তাহাদের আক্রোশে মহীপতি অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মপ্রাপ্তি, যশোলাভ ও আত্মজীবনে নিরুদ্যমতা জন্মিল। সে সময় তাঁহার নাসিকা হইতে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস প্রকাশ পাইতে লাগিল; তিনি অবশেষে কৈকেয়ীকে কহিলেন, "চীরবসন ধারণ করিয়া বনগামিনী হওয়া সীতার পক্ষে শোভা পায় না; কারণ, সীতা সুকুমারী, বিশেষতঃ বালিকা; আবার ইনি কখনও সুখ ভিন্ন দুঃখ পদার্থ কি, তাহা অবগত নহেন, এই কারণে বনবাসের অযোগ্যা বলিয়া গুরুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আশ্চর্য্য! রাজনন্দিনী সীতা কখনও কাহারও কোন অপরাধ করেন নাই, এক্ষণে ইঁহাকে বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর-গ্রহণ করিতে হইল! আহা! কিরূপে চীরগ্রহণ করিয়া বিন্যাস করিতে হয়, জানিতে না পারিয়া, ইনি বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বধূমাতা সীতা চীরবসন পরিত্যাগ করুন। তিনি মনের সুখে নানাপ্রকার রত্নাদি লইয়া স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হউন। আমি জানি, ইঁহারও রামের ন্যায় বনবগামিনী হইতে হইবে, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। বলিতে কি, আমি মুমূর্ষু হইয়া রামের বনবাস সম্বন্ধে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বটে, কিন্তু পুষ্পোদ্গম হইলে রেণু যেমন নষ্ট হয়, তাহার ন্যায় তোমার অজ্ঞানতা হেতু এরূপ প্রবৃত্তি আমার বিনষ্টের কারণ হইবে। স্বীকার করি, না হয় রাম তোমার কোন অপকার করিয়াছেন; কিন্তু পাপীয়সি! বল দেখি, মৃগদৃশী মৃদুশীলা মনস্বিনী বৈদেহী তোমার কি করিয়াছেন? তুমি রামের বনবাস-প্রার্থনায় যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট; ইহার উপর এই সকল ঘোরতর মহাপাতকের অনুষ্ঠানে কি ফল আছে, বল? দেবি! তুমি রামভিষেক-বাসনায় আমার নিকটে আসিয়াছিলে, আমার বিশ্বাস, তুমি তৎপরিবর্ত্তে রামকে যে বনবাসী করিবে আদেশ করিয়াছিলে, আমি পূর্ব্বে জানিতে না পারিয়া, অগত্যা তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার ঘোর দুরাশা উপস্থিত, কি আশ্চর্য্য, নিরপরাধা জনকনন্দিনীকে পর্য্যন্ত চীরধারিণী করিতে ইচ্ছা করিয়াছ! যাহা হউক, এ অপরাধে তোমাকে নরকগামিনী হইতে হইবে। * ১-১২।

* কোন কোন গ্রন্থে এই অধিক পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—
"ইতীব রাজা বিলপন্মহাত্মা শোকস্য নান্তং স দদর্শ কিঞ্চিৎ।
ভৃশাতুরত্বাচ্চ পপাত ভূমৌ তেনৈব পুত্রব্যসনেন মগ্নঃ।"

সীতাসম্বন্ধে এইরূপ কথা কহিলে রামচন্দ্র অবনতভাবস্থিত নৃপতি দশরথকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মব্রত পিতৃদেব! আমার জননী যশস্বিনী কৌশল্যা অতিশয় প্রাচীনা হইয়াছেন; ইনি আমার বনপ্রস্থান জানিয়া, আপনার বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেছেন না, তাহাতে ইঁহার উদারস্বভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হে বরদ! ইনি শোকদুঃখ কাহাকে বলে, তাহা অবগত নহেন। আমি বনগামী হইলে আমার জন্য ইনি শোকসমুদ্রে মগ্ন হইবেন; অতএব প্রার্থনা, সময়ে আপনি ইঁহার সমুচিত সম্মাননার ত্রুটি করিবেন না। হে ইন্দ্রকল্প নৃপতে! আমাকে চক্ষের অন্তরালে রাখা জননীর অভিপ্রেত নহে। আপনার নিকটে প্রার্থনা, আমি বনবাসী হইলে আমার বিয়োগে যেন ইঁহার প্রাণত্যাগ না ঘটে।" ১৩-১৬।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

রামকে মুনিবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া দশরথের বিলাপ।

মহারাজ দশরথ রামমুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ ও সাক্ষাতে তাঁহাকে মুনিবেশধারী দর্শন করিয়া ভার্য্যাদিগের সহিত অচৈতন্য হইলেন। সে সময়ে তাঁহার দুঃখাবেগ এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, রামের প্রতি তিনি চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। যদিই বা কষ্টে-সৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই কহিতে পারিলেন না। তিনি দুঃখিত-মনে রাম-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল অচেতন হইয়া পড়িলেন; তদনন্তর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নানপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন;— "আমার বোধ হয়, পূর্ব্বে আমি অনেক গাভীকে বৎসহীন করিয়াছি, আমি জীবহিংসার ত্রুটি করি নাই, সেই জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমার সম্মুখে দীপ্তাগ্নিতুল্য রামচন্দ্র মুনিবেশ ধারণ করিলেন, যখন স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াও আমার মৃত্যু হইল না, তখন বুঝিলাম, সময় না হইলে জীবের মৃত্যু হইবার নহে; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কৈকেয়ীর যন্ত্রণা আমার মৃত্যুর কারণ হইতে পারিত। আমি এক্ষণে বুঝিলাম, স্বার্থসাধিনী একাকিনী কৈকেয়ী হইতে সাধারণের এতদূর কষ্ট-সঙ্ঘটন হইল।" ১-৭।

নৃপতি এই কথা বলিলে তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দরদরিতধারা নিপতিত হইল। তিনি রামকে কোন কথা বলিবার জন্য যেমন "রাম" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অমনি আর কোন কথার দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল মনোমধ্যে শোকাবেগ সংবরণ-পূর্ব্বক সজলনয়নে দীনবচনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সুমন্ত্র! বাহনের উপযুক্ত অশ্ব সকল সংযোজিত করিয়া, সুন্দর রথ লইয়া আইস এবং তাহাতে আরোহণ করাইয়া, রামচন্দ্রকে জনপদের বহিঃপ্রদেশে রাখিয়া আইস। পিতা-মাতা একজন সাধু সন্তানকে অনায়াসে নির্ব্বাসন করিল, ইহাই গুণবান্দিগের গুণের উৎকৃষ্ট পরিচয়।" ৮-১১

রাজার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র দ্রুতপদে গমন-পূর্ব্বক সুন্দর অশ্ব-সংযোজিত রথ প্রস্তুত ও সজ্জিত করিয়া রাজকুমারের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে তৎসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন নরনাথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান-পূর্ব্বক আদেশ দিলেন, "তুমি সত্বর বর্ষ গণনা করিয়া জানকীর জন্য উৎকৃষ্ট বসন ও আভরণ আনয়ন কর।" নৃপতির আদেশ প্রাপ্তমাত্র ধনাধ্যক্ষ কোষাগারে গমন পূর্ব্বক আদেশা-

ভূষাদি যাবতীয় সামগ্রী গ্রহণ করিয়া সত্বর সীতা-হস্তে তত্তাবৎ প্রদান করিলেন। অযোনিজা জানকী সেই সকল উৎকৃষ্ট বিভূষণ ধারণ করিয়া সবিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সমুদিত সৌরকরের শোভায় নভোমণ্ডল যেরূপ সুশোভিত হয়, তাহার ন্যায় জানকীর অলঙ্কার-প্রভার সহিত তাঁহার কমনীয় কান্তি সেই গৃহকে সাতিশয় শোভিত করিল। এই সময়ে দেবী কৌশল্যা পুত্রবধূ সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, "যে স্ত্রী পরিবার-দিগের সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াও বিপৎকালে স্বামিশুশ্রূষায় পরাঙ্মুখিনী হয়, সেই স্ত্রী সর্ব্বলোকে অসতী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, অসতী স্ত্রীদিগের স্বভাব এই প্রকার যে, উহারা স্বামীর সম্পৎকালে সুখভোগ করে বটে, কিন্তু বিপদবস্থা ঘটিলে তাহারা স্বামীর নানা প্রকার দোষ কীর্ত্তন করে ; ইহা ত সামান্য কথা, তাহারা পতিকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, অসত্য-কথন তাহাদের প্রকৃতিগত কার্য্য। তাহারা দুর্গম স্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনে ত্রুটি করে না। তাহাদের অন্তঃকরণ পাপ প্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং সর্ব্বদা স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে তাহারা কুলের প্রতি লক্ষ্য করে না, উপকার স্মরণে আনে না, ধর্ম্মজ্ঞান বিস্মৃত হয় ; তাহাদের দোষ দর্শাইয়া দিলেও তাহারা তাহা অস্বীকার করে। কিন্তু যাঁহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ, সত্যবাক্য-কথনে যাঁহারা অভ্যস্ত, গুরূপদেশে যাঁহারা আগ্রহচিত্ত, কুলমর্য্যাদা-রক্ষণে যাঁহারা ব্যগ্র, সেই সকল পতিব্রতা স্ত্রীই পতিকে পুণ্যসাধনের পন্থা জানিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। এক্ষণে তোমাকে বলিতেছি যে, আমার পুত্র রাম বনবাসী হইতেছেন, অতএব এ সময়ে ইনি ধনী বা নির্ধন হউন, তুমি দেবতুল্য স্বামীকে কদাচ অনাদর করিও না।" তখন জানকী কৌশল্যার ধর্ম্মার্থ-বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তদগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্যে! আপনি আমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিলেন, আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি জানি ও শুনিয়াছি। আপনাকে অধিক কি বলিব, আপনি আমাকে অসতী-দিগের সহিত সমান ভাবিবেন না। আমি বলিতেছি, যেরূপ চন্দ্ররশ্মি চন্দ্র হইতে পৃথক্ হইতে পারে না, আমিও সেইরূপ ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন নহি। যেরূপ তন্ত্রীবিহীন বীণা ও চক্রহীন রথের অবস্থিতি হইতে পারে না, সেইরূপ শতপুত্রের জননী হইলেও স্বামিহীন স্ত্রীলোকের সুখ হইবার নহে। সত্য বটে, পিতা, মাতা ও পুত্রে পরিমিত বস্তু দান করিতে পারে, কিন্তু স্বামী যাহা দান করেন, তাহা জগতে অপরিমেয় ; সুতরাং তাঁহাকে কে সম্মান না করিবে? হে আর্য্যে! স্বামি-সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আমি সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিব, কখনও তাঁহাকে অসম্মান করিব না; আমি জানি, পতিই দেবতা।" সীতামুখে এইরূপ মনোহারিণী কথা শ্রবণ করিয়া কৌশল্যা হর্ষ-বিষাদসম্ভূত অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাম মাতৃগণমধ্যস্থা সর্ব্বজন-পূজ্যা কৌশল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "জননি! তুমি আমার জন্য শোকার্ত্ত হইয়া পিতৃদেবের প্রতি নেত্রপাত করিও না. অল্পদিনের মধ্যেই আমার বনবাস-কাল শেষ হইয়া যাইবে। তুমি আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস চক্ষের নিমেষে চতুর্দ্দশ ঘটিকার ন্যায় দেখিতে থাক। আমি জানকী ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাজধানীতে উপস্থিত, ইহা সুপ্তের ন্যায় দেখিতে পাইবে।" তিনি জননীকে এই কথা বলিয়া অপরাপর মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মার্থপূর্ণ বিনীত বাক্যে এই কথা কহিলেন, "মাতৃগণ! একত্র অবস্থিতি নিবন্ধন ভ্রমক্রমে বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যদি আমি কখনও রূঢ় ব্যবহার বা রূঢ় কথা প্রয়োগ করিয়া থাকি, আপনারা মার্জ্জনা করিবেন।" রামের মুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজপত্নীগণ অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চপত্নীদিগের বিলাপধ্বনি যে প্রকার হয়, রাজপত্নীদিগের আর্ত্তনাদও সেই প্রকার উৎকটভাবে উচ্চারিত হইল। আশ্চর্য্য! এক সময়ে যে গৃহ মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি মেঘের ন্যায় বাদ্য-নিনাদে নিনাদিত হইত, এক্ষণে তাহা রাজমহিলাগণের সকরুণ আর্ত্তনাদ ও পরিতাপরবে সমাকুল হইয়া উঠিল। ১২-৪১।

চত্বারিংশ সর্গ

রামের বনযাত্রা দর্শনে পৌরগণের বিলাপ।

অনন্তর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পিতৃদেব দশরথ-চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শোকাকুলিত-চিত্তে জননীর চরণে অভিবাদন করিলেন। লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে কৌশল্যা-চরণে প্রণাম করিলেন। সুমিত্রা সৌমিত্রির শির আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, কিন্তু আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। বৎস! তুমি যদিও সুহৃজ্জনের প্রতি অনুরক্ত, তথাপি যখন তোমার জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র বনবাসী হইলেন, তখন সতর্কভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়া তোমার কর্ত্তব্য। হে অনঘ! রামচন্দ্রের দুঃসময় বা সুসময় যাহা ঘটুক না, জানিও, রাম তোমার একমাত্র গতি। তোমাকে অধিক কি বলিব, জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়া ইহলোকের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। বিশেষতঃ এরূপ কার্য্য এ বংশের পুরাতন রীতি, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্গকরণ ইত্যাদি সকল কার্য্য এ বংশের উপযুক্ত। * হে তাত! তুমি এক্ষণে রামকে পিতা দশরথ, জানকীকে তোমার জননী এবং তোমাদের বাসস্থান অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া মনে করিও।" সুমিত্রা লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ কহিলেন, "বৎস! বিলম্ব করিও না, স্বচ্ছন্দ-গমনে রামের অনুগামী হও।" ১-৯।

তখন বিনয়জ্ঞ সুমন্ত্র, মাতলি যেরূপ ইন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করে, তাহার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়বাক্যে রামকে কহিলেন, "হে মহাযশা রাজকুমার! রথ প্রস্তুত, এক্ষণে তাহাতে আরোহণ করুন। আপনি যেখানে বলিবেন, আমি আপনাকে সেইখানে লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী আপনাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিয়াছেন, অতএব অদ্য হইতে সেই চতুর্দ্দশ বৎসরের আরম্ভ করিতে হইতেছে।" তখন জনকনন্দিনী হৃষ্টমনে দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যসদৃশ সেই রথে আরোহণ করিলেন।

* পশ্চিমদেশীয় পুস্তকে "জ্যেষ্ঠভ্রাতানুবৃত্তিক রাজবংশস্য লক্ষ্মণং" এই পাঠ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

তদীয় শ্বশুর মহারাজ দশরথ, বনবাসের সংখ্যানুসারে তাঁহাকে যে সকল অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন,তাহা রথোপরি স্থাপিত হইল। তদনন্তর রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা অস্ত্র, বর্ম্ম ও চর্ম্মপরিবৃত পেটকাদি রথমধ্যে রক্ষা করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। চামীকর-বিভূষিত প্রদীপ্ত বহ্নিতুল্য সেই রথ অপূর্ব্ব গতিতে গমন করিতে লাগিল। বায়ুবেগগামী মনোমত অশ্বে কশাঘাতমাত্র ঘর্ঘর রবে রথের গতি হইল। যখন মহারণ্যাভিমুখে রথগতি অবধারিত হয়, তখন নগরবাসিগণ, সৈন্যগণ ও জনসমূহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকেই আর্ত্তনাদ, মাতঙ্গগণ কোপভরে অনবরত আস্ফালন করিতে লাগিল, সর্ব্বত্রই ভয়াবহ কোলাহল। নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে অতিশয় কাতর হইল, যেরূপ নিদাঘ-তাপ-তাপিত লোকে জলদর্শনে তদভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহার ন্যায় সকলে রামচন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অসংখ্য লোক রথে লম্বমান হইয়া সজলনয়নে পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ হইতে তারস্বরে বলিতে লাগিল, "হে সুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া মৃদুভাবে গমন করিতে থাক; রামের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে আমাদের সাধ, আমরা বহুদিন এ মুখ আর দেখিতে পাইব না। আমাদের বিবেচনায় নিশ্চয়ই রাম-জননীর হৃদয় লৌহময়, যদি তাহা না হইবে, তবে কুমারতুল্য রাজকুমারকে বনবাসে দিয়া বিদীর্ণ হইল না কেন? আহা! ধর্ম্মপরায়ণা সীতাদেবী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সূর্য্যপ্রভা যেরূপ সুমেরুর অসংলগ্ন হয় না, ইনিও সেইরূপ রামকে পরিত্যাগ করেন নাই। আহা! লক্ষ্মণ যখন দেবতুল্য সত্যবাদী জ্যেষ্ঠকে পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি সার্থকজন্মা। লক্ষ্মণ! তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি যে রামের অনুগমনে স্থিরমতি হইয়াছ, তোমার এ বুদ্ধি প্রশংসার যোগ্য; তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, বাস্তবিক ইহাতে তোমার উন্নতি ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিবে।" তাহারা এই কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে অভিষিক্ত হইল। সকলেই অনুরাগ নিবন্ধন রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। ১০-২৭।

এ দিকে মহারাজ দশরথ স্ত্রীগণের সমভিব্যাহারে দীনভাবে পদব্রজে ধাবমান; সকলেই বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত, রামদর্শন সকলেরই কামনার বিষয়। হস্তীকে শৃঙ্খলবদ্ধ দেখিয়া হস্তিনী যেরূপ হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাগ্রে কেবল স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন নৃপতির মূর্ত্তি অতিশয় বিষণ্ণ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের অবস্থার ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তি অতিশয় শোচনীয়। অচিন্ত্যাত্মা দাশরথি সত্বর রথচালনের জন্য সুমন্ত্রকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুমন্ত্রের সঙ্কট অবস্থা; এক দিকে 'সত্বর রথ চালনা কর' রামের অনুমতি, অন্য দিকে 'রথবেগ নিবৃত্ত কর,' লোকদিগের এইরূপ অনুরোধ; সুতরাং এককালে উভয় কার্য্য সম্পাদন করা সুমন্ত্রের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। রামের গমনসময়ে রথচক্র-পেষণে মহীমণ্ডল যে ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে পৌরগণের নয়নজলে তাহা নিবারিত হইল। রাম-বন-প্রয়াণসময়ে সেই পুরী রোদন ও অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, সকলেই হাহাকার রবে আর্ত্তনাদ করিয়া অচেতন হইল। এইরূপে সকলেরই অতিশয় পীড়া ঘটিয়াছিল। পুরনারীগণের নয়ন হইতে নিরন্তর শোকাশ্রু নিপতিত হইতে থাকিল। মীনসংক্ষোভচালিত পঙ্কজ দ্বারা সলিলের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহাদের নয়নজলও সেইরূপে প্রতীয়মান হইল। বৃদ্ধ মহারাজ নগরীর সমস্ত লোকের তুল্যাবস্থা ও রামের প্রতি তদ্গতভাব দর্শনে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় দুঃখভারে নিপতিত হইলেন। তদনন্তর রামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে যে সকল লোক ছিল, মহারাজের এ অবস্থায় তাহারা তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নৃপতিকে নারীদিগের সহিত দুঃখিত ও বিষণ্ণ দেখিয়া কতকগুলি লোক হা রাম! কেহ কেহ বা হা কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর দাশরথি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার জনক-জননী পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ আগমন করিতেছেন; তাঁহারা শোকাচ্ছন্ন ও বিষাদগ্রস্ত। শৃঙ্খলবদ্ধ অশ্বশাবক যেরূপ তাহার মাতাকে দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় তিনি সত্যপাশে আবদ্ধ বলিয়া তাঁহাদিগকে সুস্পষ্ট দেখিতে পারিলেন না। যানে গমনাগমন করা যাঁহাদের অভ্যাস, যাঁহারা সুখ ভিন্ন দুঃখ পদার্থের মর্ম্মাবগত নহেন, তাঁহারা অদ্য পদব্রজে গমন করিয়াছেন দেখিয়া, রাম সুমন্ত্রকে সত্বর রথচালনা করিতে অনুমতি করিলেন। অঙ্কুশ-পীড়িত মত্ত মাতঙ্গের অবস্থা যেরূপ হয়, পিতা-মাতার অবস্থা দর্শনে রামের অবস্থাও সেইরূপ হইল। তখন কৌশল্যা বৎসকে বন্ধন করিয়া রাখিলে গাভী যেরূপ গোষ্ঠাভিমুখে গমন করে, তাহার ন্যায় তিনি সস্নেহে রামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারা প্রবাহিত। তিনি হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া শোক প্রকাশ পূর্ব্বক রথের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। রাম একবার মাত্র চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার জননী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার উদ্দেশে রোদন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। তখন সুমন্ত্রকে মহারাজ রথবেগ নিবৃত্ত করিতে ও রামচন্দ্র সত্বর রথচালন করিতে আদেশ করিলে তিনি যুদ্ধার্থী উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই সময় রামচন্দ্র কহিলেন, "সুমন্ত্র! যদি নৃপতি তোমাকে তিরস্কার করেন, তুমি 'আপনার আদেশ শুনিতে পাই নাই,' এই কথা বলিতে পারিবে; কিন্তু আমার কথা না শুনিলে বিলম্ব হেতু আমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।" সুমন্ত্র রামবাক্যে অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় দিয়া অধিকতর বেগে রথচালনা করিলেন। তখন রাজপরিবার ও অপরাপর ব্যক্তিগণ রামকে মনে মনে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনে নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি ধাবমান রহিল। এই সময়ে মহারাজের অমাত্যেরা বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! যাহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে হয়, তৎসমভিব্যাহারে বহুদূর গমন করিতে নাই।" মহারাজ দশরথ অমাত্যদিগের মুখে এইরূপ ব্যবস্থা শ্রবণ করিয়া ভার্য্যাদিগের সমভিব্যাহারে রামানুগমনে বিরত হইলেন। তিনি কিয়ৎকালের জন্য ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বিষণ্ণবদনে রামের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ২৮-৫১।

একচত্বারিংশ সর্গ।

অন্তঃপুরমহিলাগণের বিলাপ।

কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়া পুরুষপুঙ্গব রামচন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলে অন্তঃপুরে অন্তঃপুরবাসিনীদিগের তুমুল আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল

তাঁহারা একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির একমাত্র গতি, সেই রামচন্দ্র এখন কোথায় চলিলেন? মিথ্যা দোষোল্লেখেও যিনি ক্রুদ্ধ হন না, যিনি ক্রোধপদার্থকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে সকল প্রকারে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, যাঁহার সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি গর্ভধারিণী জননী কৌশল্যার ন্যায় আমাদিগকে দেখিয়া থাকেন, সেই মহাত্মা কোথায় গেলেন? যিনি জগতের পরিত্রাতা, তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত মহারাজের নিয়োগে এক্ষণে কোথায় চলিলেন? হায়! নিশ্চয়ই রাজা দশরথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, যদি তাহা না হইবেন, তাহা হইলে সর্ব্বজীবের আশ্রয়-স্থানস্বরূপ ধর্ম্মব্রত সত্যসন্ধ রামকে বনবাসী করিলেন কেন?" এই বলিয়া সকল মহিষী বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত-মনে রোদন ও উচ্চৈঃস্বরে শোক করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে অবস্থিতি ও সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া অবনীনাথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন; তাঁহার অন্তরে পুত্রশোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে সময়ে রাম-বিরহে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হইল না, দিনমণি দিবসেই অন্তর্দ্ধান হইলেন, নাগগণ আপনার গ্রাম পরিত্যাগ করিল, গাভীগণ বৎসদিগকে স্তনদানে বিরত হইল। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। নক্ষত্রগণ নিস্তেজ ও গ্রহগণ নিষ্প্রভ হইয়া অপথে ধূমের সহিত প্রকাশ পাইতে লাগিল। মেঘমালা বায়ুবেগে আকাশে উত্থিত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, নগর প্রকম্পিত হইতে থাকিল। দিঙ্মণ্ডল আকুলিত ও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, গ্রহ কিংবা নক্ষত্রের স্ফূর্ত্তি রহিল না। নগরবাসী ব্যক্তি সহসা দৈন্যভাব ধারণ করিল, আহার-বিহারে কাহার রুচি রহিল না। সকলেই শোকাচ্ছন্ন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, রাজা দশরথের প্রতি আক্রোশ ভিন্ন তাহাদের অন্য চেষ্টা নাই। যাহারা রাজপথে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা অনবরত রোদন করিতে লাগিল, কেহই সুখের মুখ দেখিতে পাইল না; বলিতে কি, বিশ্বসংসার ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ। এ সময় পবন অনুকূল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে না, শশীর সৌম্যদর্শনত্ব নাই, সূর্য্যের প্রখরতেজ অনুভূত হইতেছে না। অধিক কি বলিব, এ সময় পুত্র পিতা-মাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্ত্রীলোক স্বামীর অপেক্ষা না রাখিয়া রাম-চিন্তায় একান্ত তৎপর। যাঁহারা রামের অন্তরঙ্গ ও সুহৃৎ, তাঁহারা দুঃখভারে সমাচ্ছন্ন ও জ্ঞানশূন্য হইয়া, অন্য ভোগ দূরে থাকুক, শয়নেও বিরত রহিলেন। তখন সেই অযোধ্যা পুরী বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্রে সশৈল এই পৃথিবী যেরূপ কম্পিত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় রাম-বিরহে প্রকম্পিত হইল; অন্য কথা কি বলিব, ভয়-শোকসমাকুল সেই পুরী হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধগণের আর্ত্তনাদে অধীর হইয়া উঠিল। ১-২০।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিয়া দশরথের বিলাপ।

রামচন্দ্র রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিলে যতক্ষণ রথের ধূলি দৃষ্ট হইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মহারাজ দশরথ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি যতক্ষণ আপনার প্রিয়পুত্রকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন; কিন্তু যেই রামচন্দ্র দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, তিনি অমনি বিষণ্ণ ও অধীর হইয়া ভূতলে অচেতন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন করিয়া তদীয় দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিলেন; সুমধ্যমা কৈকেয়ী রাজার বামপার্শ্বে থাকিয়া চলিতে লাগিলেন। নীতিশাস্ত্রবিৎ বিনয়ান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ কৈকেয়ীকে বামপার্শ্বস্থায়িনী দেখিয়া কাতরবচনে কহিলেন, "রে পাপীয়সি! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না, আমি তোকে পত্নী বা দাসীভাবে দেখিতে চাই না। অধিক কি বলিব, যে সকল ব্যক্তি তোর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি; আমি তোকে স্বার্থপর ও ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়া ত্যাগ করিলাম। আমি অগ্নি প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তোর যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহ বা পরলোকে তাহার ফলের প্রত্যাশা করি না। যদি অক্ষয় রাজ্যলাভ করিয়া ভরতের সন্তোষ-সাধন হয়, তাহা হইলে আমার দেহান্তে সে আমার উদ্দেশে ঔর্দ্ধদেহিক যে সকল কার্য্য সমাধা করিবে, তাহা যেন আমার নিকটে উপস্থিত না হয়।" অনন্তর শোকবিহ্বলা দেবী কৌশল্যা ধূল্যবলুণ্ঠিত মহারাজ দশরথকে উত্থাপিত করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা করিলে বা জলন্ত অঙ্গার-মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়, তখন রাম-চিন্তায় দশরথের অবস্থাও সেইরূপ হইতে লাগিল। * গমনসময়ে তিনি বারংবার ফিরিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; যতই দেখেন, ততই অবসন্ন হন। সে সময়ে তাঁহার বর্ণ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, রাম এতক্ষণ নগর-প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন মনে করিয়া, তিনি দুঃখিত-মনে কহিতে লাগিলেন, "যে সকল বাহক আমার রামকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, যদিও পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রের মুখ আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যিনি চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া সুখ-শয্যায় শয়ন করিলে সুন্দরী রমণীগণ চামর-ব্যজন করিত, অদ্য সেই প্রাণাধিক এক স্থানে বৃক্ষমূলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ বা পাষাণে শির বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবেন। যেরূপ গিরিপ্রস্থ হইতে মাতঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার ন্যায় তিনি এক্ষণে ধূলি-ধূসরিত-দেহে নিরন্তর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিবেন। বনচারী পুরুষেরা এক্ষণে দীর্ঘবাহু লোকনাথ রামকে অনাথের ন্যায় তরুতল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে দেখিবেন। মহারাজ জনকের প্রিয়কন্যা জানকী নিরন্তর সুখভোগেই অভ্যস্ত, আজ তাঁহাকে কণ্টকবিদ্ধ ও ক্লান্ত হইয়া বনচারিণী হইতে হইবে। আমি জানি, জানকী বনবাস-ক্লেশের বিষয় কিছুই জানেন না, হিংস্র-জন্তুগণের লোমহর্ষণ ভৈরব রব শ্রবণ করিলে তাঁহার অন্তরে আতঙ্কের আবির্ভাব ঘটিবে। যাহা হউক, কৈকেয়ি! তোর কামনা পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্যপালন করিতে থাক্; আমি কিন্তু রাম-বিরহে ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারিব না।" মহীপতি দশরথ জনসমূহ-সংবেষ্টিত হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে মৃতোদ্দেশে

* আমাদের অবলম্বিত পুস্তকে ১১শ শ্লোকে "অমতপ্যত ধর্ম্মাত্মা পুত্রং সংচিন্ত্য রাঘবম্।" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "অমতপ্যত ধর্ম্মাত্মা পুত্রং সংচিন্ত্য তাপসম্" এই পাঠ-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের বিবেচনায় "তাপসম্" এই পাঠই সুসঙ্গত।

কৃতস্নান পুরুষের ন্যায় দুঃখময় পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, পুরীর গৃহাবলী সম্যক্‌প্রকারে শূন্য, পণ্যস্থাপন বেদী সমুদায় সংবৃত, তত্রত্য লোক সকল ক্লান্ত, দুর্ব্বল ও দুঃখিত, রাজপথে জনতাস্রোত রুদ্ধ। নৃপতি নগরীর এরূপ অবস্থা-দর্শনে রাম-চিন্তায় কাতর হইয়া, সূর্য্য যেরূপ জলদজালে প্রবিষ্ট হন, তাহার ন্যায় স্বীয় রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। বিহঙ্গরাজ গরুড় সর্প সকল উদ্ধৃত করিয়া সংহার করিলে মহাহ্রদের অবস্থা যেরূপ হয়, রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা-বিরহে ঐ গৃহের অবস্থাও সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর অবনীপতি দশরথ গদ্গদবাক্যে ক্ষীণ-কণ্ঠে মৃদুভাবে দ্বারপ্রদর্শকদিগকে কহিলেন, "যেখানে রামজননী কৌশল্যা অবস্থিতি করিতেছেন, তোমরা আমাকে সেইখানে লইয়া চল, অন্যত্র অবস্থিতি করিয়া আমার হৃদয়ের শান্তি ঘটিবে না।" রাজার আদেশে দ্বারপ্রদর্শকগণ মহারাজকে কৌশল্যার বাসগৃহে লইয়া গেল। রাজা কৌশল্যার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইল না। তাঁহার নিকটে পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূ-বিহীন ঐ ভবন শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ ভবনের এরূপ শ্রী-দর্শনে দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, "হে বৎস রামচন্দ্র! তোমরা কি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলে? আহা! তোমার জনক-জননী তোমার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় জীবিত থাকিবে এবং তুমি প্রত্যাগমন করিলে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সুখী হইবে, এই কি তাহাদের পরিণাম?" অনন্তর কালরাত্রির ন্যায় রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে তিনি দুই প্রহরের সময় কৌশল্যাকে বলিলেন, "রাজমহিষি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, অতএব তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ কর; আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গমন করিয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হয় নাই।" তখন দেবী কৌশল্যা তাঁহার নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক মহারাজকে শয্যায় শয়ন করাইয়া তাঁহাকে রাম-চিন্তায় সমাকুল দেখিয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১-৩৫।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

রামের উদ্দেশে কৌশল্যার বিলাপ

অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা দেবী কৌশল্যা শয্যাশায়ী শোকাচ্ছন্ন নরপতিকে এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! কুটিলস্বভাবা কৈকেয়ী রামচন্দ্রের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করিয়া নির্মোকমুক্তা সর্পিণীর ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিবে। সেই পাপীয়সী রামকে বনবাসী করিয়া আপনার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। গৃহে দুষ্ট সর্পের অবস্থিতি ঘটিলে যেরূপ ভয়ের কারণ হয়, তাহার ন্যায় সে আমাকে অতিশয় ভয়প্রদর্শন করিবে। যদি গৃহে থাকিয়া রাম নগরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিত অথবা যদি রাম কৈকেয়ীর পরিচারকমধ্যে গণ্য হইত, তাহাও বরং আমার শ্রেয়ঃ ছিল। যাজ্ঞিক লোক যেরূপ পর্ব্বদিনে রাক্ষসদিগের যজ্ঞাংশ নিক্ষেপ করে, তাহার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে কৈকেয়ী রামকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। গজরাজগতি ধনুর্দ্ধারী মহাবীর সেই রামচন্দ্র এতক্ষণ অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত বন-প্রবেশ করিয়াছে। আহা! তাহারা বনের ক্লেশ অবগত নহে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। বল দেখি, এখন তাঁহাদের কি দুর্দ্দশা দাঁড়াইবে? তাহাদের সঙ্গে ধনরত্নাদি কিছুই নাই; বিশেষতঃ তাহাদের তরুণ বয়স, তুমি প্রকৃত ভোগের সময়েই তাহাদিগকে বনবাসী করিলে; বলিতে পারি না, এখন ফলমূল-ভোজনে তাহারা কিরূপে কাল কাটাইবে? আমাদের অদৃষ্টে কি এমন দিনের আবির্ভাব ঘটিবে যে, বৎস রামকে অনুজ ও ভার্য্যার সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোক-তাপ বিসর্জ্জন দিব? আহা! কোন্ দিনে অযোধ্যাবাসিগণ রামের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধ্বজপতাকায় এই নগরী সুশোভিত করিবে? কবে নর-শার্দ্দূল দুই সহোদরের আগমন-সংবাদ অবগত হইয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় এই পুরী পুলকিত হইবে? বৃষভ যেরূপ গাভীকে অগ্রে লইয়া গমন করে, তাহার ন্যায় সীতাপতি সীতাকে লইয়া রথারোহণে কবে অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিবে? কোন্ দিনে অরিন্দম রামলক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া রাজপথস্থিত অসংখ্য লোক উহাদের মস্তকে লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিবে? কোন্ দিনে দেখিতে পাইব, আমার দুইটি পুত্ররত্ন কর্ণে কুণ্ডল, করে ধনু ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সশিখর শৈলের ন্যায় আগমন করিতেছে? কবে তাহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফল-পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক প্রীতমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে? জলধারা যেরূপ সকলকে সন্তুষ্ট করে, তাহার ন্যায় কবে পরিণতবুদ্ধি অমরোপম রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে লইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করত উপস্থিত হইবে? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কদর্য্যাচারী কৈকেয়ী স্তন্যপান-সমুৎসুক শিশুদিগের মাতৃস্তন ছেদন করিয়াছে। মহারাজ! সিংহ যেমন গাভীর বৎস অপহরণ করে, তাহার ন্যায় তুমি পুত্রবৎসলা আমাকে বিবৎসা করিয়াছ। আমার বোধ হয়, মাতৃস্তনচ্ছেদন-পাতকনিবন্ধন কৈকেয়ী বলপূর্ব্বক এই কার্য্য করিয়াছে। * মহারাজ! আমি এক পুত্রের জননী; কিন্তু আমার এই পুত্রে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান ও নানাগুণের সমাবেশ আছে, অতএব ঈদৃশ পুত্ররত্নকে অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করি, বল? বলিতে কি, যদি আমি প্রিয়পুত্র রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমার জীবনধারণ নিষ্প্রয়োজন। অধিক কি বলিব, যেরূপ নিদাঘসময়ে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় পুত্র-শোকাগ্নি আমাকে অতিশয় সন্তাপিত করিতেছে।" ১-২১।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার আশ্বাস-বাক্য।

ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা প্রমদোত্তমা কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মানুমোদিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "দেবি! তোমার পুত্র রাম পুরুষোত্তম, তিনি প্রকৃত সদ্গুণসম্পন্ন; অতএব তাঁহার উদ্দেশে দীনভাবে রোদন এবং এরূপ পরিতাপ করিতেছ কেন? আর্য্যে!

* সহযোগী ২।১ জন অনুবাদক এ স্থলে মূলের তাৎপর্য্যকে বিকৃতাকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষা পায় নাই। তাঁহারা অনুবাদে লিখিয়াছেন, "বালবৎসা ধেনুর ন্যায় এই পুত্রবৎসলাকে কৈকেয়ী বলপূর্ব্বক বিবৎসা করিল।" কিন্তু এই শ্লোকের পূর্ব্বচরণে "সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা।" এই যে পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, সহযোগিগণ এ অংশটুকু একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তোমার রাম সত্যসন্ধ, পিতার সত্য-পালনার্থে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছেন। লোকান্তরে যাহার ফলপ্রাপ্তি, সজ্জনাবলম্বিত সেই ধর্ম্মে যখন তাঁহার প্রকৃত অনুরাগ, তখন তাঁহার উদ্দেশে শোক করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যখন দয়াবান্ অনাথ লক্ষ্মণ তাঁহাকে পিতৃতুল্য শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার কষ্টের বিষয় কি আছে, বল? নিত্যসুখভোগরতা জানকী বনবাসদুঃখভোগ করিলেও যখন রামের অনুগামিনী হইয়াছেন, তখন তাঁহার দুঃখের সম্ভাবনা কি? সর্ব্বলোক-পালক রামচন্দ্র তিন লোকে আপনার অনুপম কীর্ত্তিস্বরূপ যে পতাকা উড্ডীন করিতেছেন, সত্যনিষ্ঠ দান্ত রামচন্দ্রে কি তাহার যথেষ্ট গৌরব প্রচারিত হইতেছে না? বলিতে কি, প্রখরকর দিবাকর রামের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি আপনার শক্তি-প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন না, আমার বিশ্বাস। সর্ব্বকালসুখকর সুখস্পর্শ সমীরণ বনরাজি হইতে নিঃসৃত হইয়া নাতিশীতোষ্ণভাবে তাঁহার সেবা করিতে থাকিবে। রজনীনাথ চন্দ্র রামকে শায়িত দেখিলে রাত্রিকালে পিতার ন্যায় স্নিগ্ধকর কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দিত করিবেন। যিনি সংগ্রামস্থলে অসুররাজ সম্বর-পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিয়াছেন, সেই বীরকুলচূড়ামণি রঘুমণি স্বভুজবীর্য্যে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে গৃহের ন্যায় অরণ্যে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। যাঁহার শরাঘাতে শত্রুসকল রণস্থলে শয়ন করিয়া থাকে, সকলকে শাসন করা তাঁহার পক্ষে সামান্য কথামাত্র। দেবি! আমি রামের যে প্রকার শরীর-সৌন্দর্য্য, যাদৃক্ শৌর্য্য ও যে প্রকার কল্যাণভাব দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, তিনি সত্বর বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। বলিতে কি, রামচন্দ্র সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, সম্পদের সম্পদ্, কীর্ত্তির কীর্ত্তি এবং ক্ষমার ক্ষমা। তিনি দেবতার দেবতা এবং ভূতগণের মহাভূত। হে দেবি! তিনি নগরে বা বনে থাকুন, কেহ তাঁহার দোষ দেখিতে পাইবে না। আমার বিশ্বাস, রাম পৃথিবী, জানকী ও রাজশ্রীর সহিত অবিলম্বে রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন। অযোধ্যার যাবতীয় লোক রামকে বন-প্রস্থান করিতে দেখিয়া সতত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, সকলেই শোকাবেগে সমাচ্ছন্ন। যিনি অন্তের অপরাজিত হইয়াও জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনগমন করিলে লক্ষ্মীরূপিণী জানকী তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহার জন্য ভাবনা কি? দেবি! আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তুমি পুনর্ব্বার রামকে বনবাস হইতে প্রত্যাগত দেখিবে। তোমাকে বলি, তুমি শোকমোহ দূরে নিক্ষেপ কর। হে অনিন্দিতে! তুমি সমুদিত শশধরের ন্যায় আপনার পুত্র রামচন্দ্রকে সত্বর তোমার চরণে অভিবাদন করিতেছেন, দেখিতে পাইবে। তুমি নিশ্চয়ই রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। দেবি! তুমি শোক করিও না, কোনরূপেই রামের অমঙ্গল হইতে পারিবে না; তুমি সভার্য্য সানুজ রামকে সত্বর দেখিতে পাইবে। আশ্চর্য্য! তুমি কোথায় অযোধ্যাবাসী লোকদিগকে সান্ত্বনা করিবে, না তুমি নিজেই শোকাকুল হইলে। যাহা হউক, অকারণে শোক-প্রকাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেবি! রাম যখন তোমার পুত্র, তখন তোমার শোকের সম্ভাবনা কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে সংসারে রামের ন্যায় সাধু পুরুষ দৃষ্ট হয় না। যখন দেখিবে, রাম বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া সুহৃদ্-সমভিব্যাহারে তোমাকে অভিবাদন করিতেছে, তখন মেঘমালার ন্যায় তোমার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে থাকিবে। অধিক কি বলিব, তোমার পুত্র রাম সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া মৃদু অথচ পীন করা দ্বারা তোমার চরণ-পূজা করিবেন। সে সময়ে তোমার আনন্দাশ্রু, মেঘ যেরূপ পর্ব্বতকে সিক্ত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকিবে।" অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে কৌশল্যাকে সমাশ্বাসিত করিয়া মৌনভাবাবলম্বন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ-জননীর এইরূপ আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম-জননী কৌশল্যার শোক-দুঃখ শরৎকালীন নির্জ্জল নীরদের ন্যায় লীন হইয়া গেল। ১-৩১।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

স্বগৃহে গমনার্থ পুরবাসিগণের প্রতি রামের অনুমতি।

পুরবাসিগণ রামকে অতিশয় স্নেহ করিত বলিয়া তাহারা সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। যদিও নৃপতি দশরথ সুহৃদ্বর্গানুসারে রামের অনুগমনে নিবারিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই তদনুগমনে নিবৃত্ত হইল না। গুণবান্ রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যাবাসী যাবতীয় লোকের প্রিয় ছিলেন। উহাঁরা যদিও রামকে গমনে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পিতৃসত্যপালনার্থে অরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তিনি গমনসময়ে স্বকীয় পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগকে সস্নেহ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতিমান্ ও আমাকে যেরূপ সম্মান করিয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিকতর প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিবে। কৈকেয়ীনন্দন ভরত অতিশয় সুশীল, তিনি অবশ্যই তোমাদের হিতকর ও প্রিয়কর কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানবলে বৃদ্ধত্ব পাইয়াছেন; তাঁহার বলবীর্য্য অপ্রমেয় হইলেও তিনি অতিশয় গুণশালী। অধিক কি বলিব, তিনি তোমাদের পালনকর্ত্তা রাজা হইবার উপযুক্ত; সুতরাং তাঁহাদ্বারা তোমাদের সকল আশঙ্কা অপনীত হইবে। সেই যুবরাজ রাজপদের উপযুক্ত, রাজার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ভরতের আমা অপেক্ষা তাহা যথেষ্ট আছে; অতএব তাঁহার শাসনে বাধ্য হওয়া সম্যক্‌প্রকারে তোমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। আমি বন-প্রস্থান করিলে, যাহাতে তাঁহার মনঃক্ষোভ না হয়, আমার হিতের জন্য সেইরূপ কার্য্য করা তোমাদের কর্ত্তব্য।" রামচন্দ্র এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে প্রজাগণ "রাম রাজা হউন" মনে মনে এইরূপ কামনা করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণের সহিত লক্ষ্মণাগ্রজ বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষ পুরবাসীদিগকে যেন স্বগুণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কতিপয় জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা আপনাদের বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন শিরঃকম্পন করিতে করিতে রামের রথের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা দূরগমনে অসমর্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে বেগগামী দিব্যজাতীয় অশ্বগণ! তোমরা গমনে নিবৃত্ত হও; অনুরোধ, আর যাইও না। তোমাদের প্রভু রামের হিতসাধন করা তোমাদের কর্ত্তব্য তোমাদের কর্ণ আছে, অতএব আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত কর, আর গমন করিও না। আমরা জানি, তোমাদের ভর্ত্তা রামের অন্তঃকরণ

অতিশয় সরল ও নির্মল ; বিশেষতঃ ইনি দৃঢ়ব্রত ও বীরধর্মাবলম্বী ; অতএব তোমরা ইহাঁকে পুরাভ্যন্তরে লইয়া আইস ; কদাচ বাহিরে লইয়া যাইও না।" বৃদ্ধগণের এইরূপ সকরুণ উক্তি শ্রবণ ও তাঁহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া রামচন্দ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মৃদুগমনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পদব্রজে আগমন করিতে দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া, রথ-বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিলেন না। তখন দ্বিজগণ প্রার্থনা-পূরণে সন্দিহান হইয়া রামকে গমন করিতে দেখিয়া সন্তপ্তমনে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "রাজপুত্র! তুমি ব্রাহ্মণের প্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তোমার অনুগামী হইতেছেন, অগ্নি তাঁহাদের স্কন্ধাধিরূঢ় হইয়া তোমারই অনুবর্ত্তী হইতেছেন। জলাপগমে মেঘের ন্যায় শুভ্র বাজপেয়-যজ্ঞ-লব্ধ ছত্র সকল তোমারই সঙ্গে চলিতেছে। তোমার সঙ্গে ছত্র নাই, রৌদ্রের উত্তাপে কষ্ট হইলে আমরা ইহার ছায়ায় তোমাকে সুস্নিগ্ধ করিব। আমাদের যে বুদ্ধি সতত বেদমন্ত্রানুসারে চালিত হইয়া থাকে, হে বৎস! তাহা তোমার নিমিত্ত বনবাসার্থে নিয়োগ করিলাম। যে বেদ আমাদের পরম ধন, তাহা নিয়ত হৃদয়ে রহিয়াছে ; যদি আমরা তোমার অনুগমন করি, তাহা হইলে আমাদের সংধর্ম্মিণীগণ সতীধর্ম্মে রক্ষিত হইয়া অনায়াসে গৃহধর্ম্ম করিতে পারিবেন। বলিতে কি, যখন আমরা তোমার অনুবর্ত্তী হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, তখন অরণ্য-গমনে আর সন্দেহ কি? যদি তুমি আমাদের কথায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না কর, তাহা হইলে তুমি কিরূপে ধর্ম্মপথে প্রস্থিত হইবে, বল? আমরা অধিক বলিতে চাহি না, আমরা হংসসদৃশ শুক্লকেশ-শোভিত শিরঃ লুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করি, তুমি বনগামী হইও না। আরও দেখ, যে সকল ব্রাহ্মণ তোমার অনুবর্ত্তী হইতেছেন, ইহাঁদের অনেকেই বিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, যদি তুমি বনগমন-নিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, সংসারের সকল প্রকার জীব তোমাকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে, তাহারা তোমার বনগমনে বাধা দিতেছে ; এক্ষণে তুমি নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টি প্রদর্শন কর। চাহিয়া দেখ, অত্যুন্নত বৃক্ষশ্রেণীর মূলদেশ ভূগর্ভ-সন্নিবিষ্ট বলিয়া তাহাদের বেগ খর্ব্ব হইলেও তাহারা তোমার অনুবর্ত্তী হইতে অসমর্থ হইয়া বায়ুবেগশব্দে যেন তোমার বনপ্রবেশ নিষেধ করিতেছে। দেখ দেখ, পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া আপনাদের আহারব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হইয়া তোমার স্নেহ প্রার্থনা করিতেছে।" ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে রাম দেখিলেন, যেন তমসা নদী তাঁহাদের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়া তাঁহার বনগমনে নিষেধ করিতেছেন। এই সময় সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বদিগকে রথ হইতে উন্মোচন করিয়া দিলে, তাহারা ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইল ; তদনন্তর তিনি স্নানকার্য্যাবসানে তাহাদের আহারার্থ তৃণাদি প্রদান করিলেন। ১-৩৩।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

তমসাতীরে রামের যামিনী-যাপন।

তদনন্তর রামচন্দ্র মনোহর তমসা-তীরে উপবেশন পূর্ব্বক সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! অদ্য বনবাসের এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত ; অতএব তুমি অযোধ্যাপুরী স্মরণ পূর্ব্বক উৎকণ্ঠিত হইও না। বৎস! তুমি চাহিয়া দেখ, মৃগ-পক্ষিগণ আপনাপন আবাসে আগমন পূর্ব্বক এই শূন্য কাননে কলরব করিতেছে ; বোধ হইতেছে, যেন আমাদের অবস্থা দেখিয়া তাহারা রোদনে প্রবৃত্ত হইতেছে। অদ্য পিতার রাজধানী অযোধ্যানগরীর স্ত্রী-পুরুষ সকল ব্যক্তিই আমাদের জন্য শোকাচ্ছন্ন হইবে। পিতা, তুমি, আমি, শত্রুঘ্ন ও ভরত, আমাদের এই কয়জনের ব্যবহারে তাহারা সকলেই অতিশয় বশীভূত আছে। আমি পিতৃদেব ও জননীর জন্য অতিশয় দুর্ভাবিত আছি ; আমার বোধ হয়, নিশ্চয়ই আমার জন্য দিবারাত্র রোদন করিয়া তাঁহারা অন্ধ হইবেন। ধার্ম্মিক ভরত আমার পিতা-মাতাকে ধর্ম্মানুগত বাক্যে সমাশ্বাসিত করিবেন। আহা! ভরতের অমায়িকতা স্মরণ করিলে পিতা-মাতার জন্য কষ্ট হয় না। বৎস লক্ষ্মণ! তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া ভালই করিয়াছ ; নতুবা সীতা-সংরক্ষণের জন্য বিব্রত হইয়া আমাকে অন্যদীয় সাহায্য লইতে হইত। হে সৌমিত্রে! যদিও বনে বিবিধ বন্য-ফলের অসদ্ভাব নাই, কিন্তু অদ্য রাত্রি জলপানে নিশাবসান করিব, এই আমার বাসনা।" তিনি সৌমিত্রের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া সুমন্ত্রকে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান করিতে বলিলেন। অনন্তর দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে প্রচুর তৃণ ভোজন করাইলেন। তদনন্তর সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া নিশার আবির্ভাব জানিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। তমসা-তীরে বৃক্ষদলাবৃত শয্যা সংরচনা দেখিয়া রামচন্দ্র ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে শ্রান্ত, শায়িত ও সুপ্ত দেখিয়া, লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন পূর্ব্বক রামগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাত্রি প্রভাত ও দিবাকর সমুদিত হইল। রামচন্দ্র গোষ্ঠবহুল তমসাকূলে প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত নিশাতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! প্রজাগণ গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আমাদের মুখাপেক্ষী হইয়া আছে, তাহারা এক্ষণে বৃক্ষমূলে নিদ্রাচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাওয়াই ইহাদের বাসনা। যদি ইহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, প্রাণ-পরিত্যাগেও ইহারা কাতর নহে। এক্ষণে ইহারা নিদ্রিত ; এ অবস্থায় রথারোহণে নির্ভয়ে প্রস্থান করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহারা আমাদের প্রতি যেরূপ পক্ষপাতী, তাহাতে নিদ্রোত্থিত হইলে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে ; বাস্তবিক আমাদের অভিপ্রায় জানিলে তাহারা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে না, পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূতও হইবে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে রক্ষা করাই রাজকুমারদিগের কর্ত্তব্য ; কিন্তু অস্মকৃত দুঃখে নিপাতিত করা কোনমতেই উচিত নহে।" তখন লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মতুল্য রামকে কহিলেন, "হে প্রাজ্ঞ! আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তৎপালনে আমার আপত্তি নাই ; অতএব আপনি শীঘ্র

রথারোহণ করুন।" তদনন্তর রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সূত! তুমি শীঘ্র রথযোজনা কর,আমি এখান হইতে অরণ্য-যাত্রা করিব।" আদেশ মাত্র সারথি ত্বরান্বিত হইয়া উত্তম অশ্বে রথযোজনা করিয়া রামের নিকট আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জনাইলেন, "হে মহাবাহো! আপনার আদেশানুসারে রথ সজ্জিত হইয়াছে; অতএব আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ত্বরায় ইহাতে আরোহণ করুন।" রাম সপরিচ্ছদে স্যন্দনে আরোহণ করিয়া আবর্ত্তপূর্ণা শীঘ্রগামিনী তমসা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তমসা পার হইয়া ভয়দর্শীদিগেরও অভয়প্রদ নিষ্কণ্টক রাজপথ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি প্রকৃতিবর্গের স্নেহসমুৎপাদনের জন্য সারথিকে কহিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি একাকী আমাদের রথ উত্তরাভিমুখে লইয়া যাও। তুমি মুহূর্ত্তকাল ত্বরান্বিত হইয়া গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হও। পৌরগণ যাহাতে এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ জানিতে না পারে, সাবধানে এরূপ কার্য্য কর।" সারথি রামের আদেশে সেইমত কার্য্য করিলেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া রামকে এই সংবাদ জানাইলেন। তদনন্তর রঘুবংশ-বর্দ্ধন রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সেই রথে আরোহণ করিলে,সারথি সুমন্ত্র যে পথ দিয়া তপোবনে যাইতে হয়, সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন। এইরূপে মহারথ রামচন্দ্র অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যাইবার সময় বনযাত্রার মাঙ্গল্যের নিমিত্ত একবার মাত্র উত্তরাস্যে রথের গতি ঘটাইয়াছিলেন। ১-৩৪।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

পুরবাসিগণের স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন।

রাত্রি প্রভাত হইলে পৌরগণ রাম-বিরহে শোকাচ্ছন্ন ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইল। তাহাদের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুজল নিপতিত হইতে থাকিল। তাহারা সে সময়ে দুঃখিতান্তঃকরণে যদিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু রামের রথধূলি আর তাহাদের লক্ষ্য হইল না। তাহাদের মুখমণ্ডল বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইল, তখন তাহারা রামের উদ্দেশে কাতরবাক্যে কহিতে লাগিল, "আমাদের নিদ্রাকে ধিক্! আমরা ইহারই মায়ায় জ্ঞানশূন্য হইয়া বিশালবক্ষ মহাবাহু সেই রামকে দেখিতে পাইলাম না। হায়! তিনি কিরূপে এই সমস্ত অনুরক্ত লোকদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তাপসবেশে বনবাসী হইলেন? যিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় সর্ব্বদা আমাদিগকে পালন করিতেন, সেই রঘুশ্রেষ্ঠ কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন? আজ আমাদের হয় মৃত্যু, না হয় মহাপ্রস্থান ঘটিবে। বাস্তবিক রাম-বিরহে আমাদের জীবন-ধারণের প্রয়োজন কি? আমরা এখানে প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিতেছি, ইহাতে চিতা সংরচিত করিয়া প্রজ্বালন পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিব। আমরা অযোধ্যায় উপনীত হইলে লোকে যখন রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে,তখন কোন্ প্রাণে উত্তর দিব যে, আমরা প্রিয়বাদী রামকে বনবাস দিয়া আসিয়াছি? অযোধ্যার আবাল-বৃদ্ধবনিতাগণ আমাদের সঙ্গে রামকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হইবে। আমাদের এই মহাদুঃখ যে, আমরা রামের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কিরূপে নগরে প্রবেশ করিব?" তাহারা হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক দুঃখিত মনে হতবৎসা গাভীর ন্যায় এইরূপ এবং নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। তদনন্তর রথগমনপথ লক্ষ্য করিয়া যদিও তাহারা কিয়দ্দূর গমন করিল, কিন্তু যাইতে যাইতে আর তাহারা পথ দেখিতে পাইল না, সুতরাং অতিশয় বিষণ্ণ হইল। তখন উপায়াভাবে সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইল। "এ কি ব্যাপার! আমরা এখন কি করিব? দৈবই আমাদের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে," সকলে এই কথা বলিতে লাগিল। তদনন্তর ক্লান্তমনে নিরুৎসাহে পরিতাপ করিতে করিতে সকলে অযোধ্যার পথে অগ্রসর হইল। তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তত্রত্য সকলেই রাম-বিরহে দীনভাবাপন্ন, শোকাচ্ছন্ন ও নয়নজলে অভিষিক্ত। পতগরাজ হ্রদ হইতে সর্পোত্তোলন করিলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, রামরহিত অযোধ্যাও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। চন্দ্রহীন আকাশ এবং জলহীন সমুদ্রের অবস্থা যে প্রকার, সেই প্রকার রাম-বিরহে অযোধ্যা নিরানন্দ ও হত-শ্রী হইয়াছে। তৎকালে সকলেই দুঃখে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত; সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যাপারেও আত্মপর-বিচারে পটু ছিল না। যদিও পৌরগণ রাম-বিরহে অতিকষ্টে তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কোন্ গৃহ নিজের বা কোন্‌টি পরের, তাহা তাহাদের বোধ হইল না। ১-১৯।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

পুরবাসিগণের বিলাপ।

পৌরগণ যদিও অতিকষ্টে নগরে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, তাহারা অতিশয় শোকাচ্ছন্ন, সকলেই খ্রিয়মাণ ও বিমনায়মান। তাহাদের প্রাণবায়ু উদ্গতপ্রায়, সুখ-শান্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। পুরবাসিগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্র-কলত্র ও স্বজন-বেষ্টিত হইয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের সাধ-আহ্লাদ লোপ পাইয়া গেল। বণিকেরা পণ্যদ্রব্য প্রসারিত করিল না, পণ্যদ্রব্য সকলের ত্যাজ্য হইল, গৃহস্থগণ রন্ধনকার্য্যে বিরত হইল। নষ্ট বস্তুর উদ্ধার বা বিপুল ধনাগমে কাহারও আনন্দ হইল না; অধিক কি, জননী প্রথমজাত পুত্রপ্রাপ্তিতে নিরানন্দ হইল। পুরবাসিনী রমণীগণ স্বামীদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া রোদন করিতে করিতে অঙ্কুশ-প্রহারে হস্তীর ন্যায় তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "যাহারা রাম-মুখ দেখিতে পাইল না, তাহাদের গৃহ, স্ত্রী, ধন, পুত্র ও সুখে প্রয়োজন কি? বলিতে গেলে, লক্ষ্মণ ও জানকী প্রকৃত সৎ ও সতী বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য; কারণ, তাঁহারা রামের সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। রাম যে পথ দিয়া গমন করিবেন, তত্রত্য নদী ও সরোবর সকল ধন্য হইবে; কারণ, রামচন্দ্র উহাতে অবগাহন করিবেন। রামের কৃপায় বন রম্য কাননরূপে,নির্জ্জলপ্রদেশ সজলভাবে এবং পর্ব্বত সশৃঙ্গে পরিণত হইবে। কানন বা পর্ব্বত যেখানে রাম গমন করিবেন, তাহারা রামকে প্রিয় অতিথি-জ্ঞানে অর্চ্চনা করিতে ত্রুটি করিবে না। তিনি যেখানে যাইবেন, দেখিবেন, তত্রত্য বৃক্ষগণ বিচিত্র কুসুমে সুশোভিত,বহুমঞ্জরী-পরিপূর্ণ এবং তদুপরিভাগ অলিকুল-সমাকুল। রামকে উপস্থিত হইতে দেখিলে অকালে ফলপুষ্প-প্রসব ঘটিবে। তত্রত্য পর্ব্বতগণ বিবিধ নির্ঝর সকল প্রদর্শন পূর্ব্বক বিমল সলিল-প্রদানে রামকে সুখী করিবে। বৃক্ষগণ পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিতি করিয়া রামের আরাম উৎপাদন

করিবে; অধিক কি, যেখানে রামের অবস্থিতি, সেখানে ভয় বা পরাভবের সম্ভাবনা নাই। দশরথাত্মজ সেই মহাবাহু রামচন্দ্র এখনও অনেক দূর গমন করেন নাই; অতএব এক্ষণে আমরা রামের অনুবর্ত্তী হইব। অধিক কি বলিব, আমরা সেই মহাত্মার পাদ-ছায়ায় সুখোপবিষ্ট হইতে অভিলাষ করি। তিনিই সকলের নাথ এবং পরম গতি। আমরা সীতার চরণসেবা করিব, তোমরা রামসেবায় নিযুক্ত থাকিবে।" পৌরনারীগণ দুঃখিত-মনে স্বামীদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিল। তাহারা আরও বলিতে লাগিল, "বনবাসী রাঘব তোমাদের এবং সীতা আমাদের মঙ্গল-বিধান করিবেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, যেখানে অসুখ, যেখানে উৎকণ্ঠা, যেখানে উদাসভাব, সে গৃহে বাস করিবার প্রয়োজন কি? যদি কৈকেয়ী-রাজ্যে অধর্ম্ম ও অনাথের বাসভূমি হয়, তাহা হইলে ধন ও পুত্রাদির কথা দূরে থাকুক, আমাদের জীবনধারণেই বা প্রয়োজন কি? ঐশ্বর্য্যানুরোধে যে স্ত্রী অনায়াসে পতি-পুত্র-ধনে বিসর্জ্জন দিল, সেই কুলকলঙ্কিনী অতঃপর আর কাহাকে ত্যাগ করিবে? আমরা পুত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণ থাকিতে তাহার শাসনে এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নির্লজ্জা কৈকেয়ী মানবেন্দ্র মহারাজের প্রিয়পুত্রকে বনবাসী করিয়াছে, সেই দুষ্টচারিণী অধর্ম্মাচারিণী কৈকেয়ীর শাসনাধীনে থাকিয়া কে সুখভোগের প্রত্যাশা করে? এখন হইতে এই রাজ্যে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কাহারও কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইবে না, যাগ-যজ্ঞ বিলুপ্ত হইবে; বুঝিলাম, কৈকেয়ী হইতে সকলই নষ্ট হইবে। রাম যখন বনবাসী হইয়াছেন, তখন আর মহারাজ জীবিত থাকিবেন না; মহারাজের মৃত্যুতে সকলই ছিন্ন ভিন্ন ও নিঃশেষ হইবে। এখন হইতে আমরা স্ত্রী-পুরুষে সম্মিলিত হইয়া শিলায় বিষখণ্ড পেষণ-পূর্ব্বক উহা পান করিব, অথবা রাম যেখানে গমন করিয়াছেন, হয় সেইখানে কিংবা যেখানে কৈকেয়ীর নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না, সেই দূরদেশে গমন করিব। বুঝিলাম, অকারণে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে ঘাতক সন্নিধানে বধ্য পশুর ন্যায় ভরতের নিকটে আমরা সন্নিবদ্ধ হইলাম। বলিতে কি, রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, তিনি শ্যামবর্ণ, অরিন্দম, পদ্মপলাশলোচন, তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত এবং জক্রদ্বয় গূঢ়াকারে রচিত। তিনি মধুরালাপী, সত্যবাদী, বলবান্, প্রিয়দর্শন এবং চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শন। সেই মহাবিক্রম মহারথ অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তৎস্থান সকল সুশোভিত করিবেন।" এইরূপে মৃত্যুভয়ে জীব যেরূপ কাতর হয়, তাহার ন্যায় নগররমণীগণ দুঃখসন্তপ্তমনে রামের উদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। এ দিকে দিবাকর পুরনারীদিগের দুঃখ দেখিয়া যেন অদৃশ্য ও নিশাকর সমুদিত হইলেন। এই সময়ে নগরমধ্যে হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না, শাস্ত্রালাপ ও অধ্যয়নাদি একেবারে বন্ধ হইল, অন্ধকার যেন চতুর্দ্দিক্ গ্রাস করিয়া বসিল। এখন হইতে বণিক্‌গণের পণ্যভারসংগ্রহ নিরস্ত হইল, সকলেই নিরাশ ও নিরাশ্রয়। তারকাবিহীন আকাশের শোভা যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় অযোধ্যা দৃশ্যমান হইতে লাগিল। রাম পুরনারীদিগের গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন, আপনাদের পুত্র বা ভ্রাতাকে নির্ব্বাসিত করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় পুরনারীগণ রামের অভাবে কাতর হইয়া এইরূপে দীনভাবে রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে রামের অভাবে অযোধ্যাপুরী নৃত্য, গীত ও উৎসব-বর্জ্জিত হইল, কাহারও অন্তরে হর্ষবিকাশ রহিল না, দেশমধ্যে পণ্যক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইল; এইরূপে সেই পুরী ক্ষীণোদক সমুদ্রের ভাব ধারণ করিল। ১-৩৭।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

কোশলপ্রদেশ-সীমান্তে রামের গমন

অনন্তর রামচন্দ্র পিতৃসত্য স্মরণ পূর্ব্বক সেই নিশাবসানে বহুদূর গমন করিলেন। পথিমধ্যে রাত্রি প্রভাত হইল, তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা-সমাপনান্তে কোশলপ্রদেশের সীমান্তে প্রবিষ্ট হইলেন। উহার প্রান্তভাগে কৃষি-কর্ষিত ক্ষেত্র, গ্রামসমূহ ও পুষ্পিত কানন সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার রথ অতিশয় বেগে যাইতেছিল; কিন্তু বিবিধ দৃশ্য নয়নগোচর হওয়াতে রথবেগ তাঁহার অনুভূত হয় নাই। তিনি যাইতে যাইতে গ্রাম্য লোকদিগের মুখে এই কথা শুনিতে পাইলেন যে, "কামার্ত্ত রাজা দশরথকে ধিক্! হায়! পাপীয়সী কৈকেয়ীর হৃদয় তীক্ষ্ণ ও তাহার ব্যবহার কতদূর নৃশংস! তিনি অনায়াসে এরূপ নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন! আহা! তিনি ধর্ম্ম-সীমা অতিক্রম করিয়া মহারাজের এরূপ গুণনিধান, দয়ানিধান, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে বনবাসী করিলেন! রাজা দশরথ সন্তানের প্রতি অতিশয় নিঃস্নেহ, যদি তাহা না হইবে, তবে প্রজারঞ্জক প্রিয়পুত্র রামকে বনবাসী করিবেন কেন?" কোশলেশ্বর রাম গ্রাম্য প্রজাগণের এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া কোশল দেশের শেষ-সীমায় উপনীত হইলেন। তদনন্তর পুণ্যসলিলা বেদশ্রুতি নাম্নী নদী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণের পর স্নিগ্ধসলিলবাহিনী সাগরগামিনী গোমতীকে প্রবাহিত হইতে দেখিলেন। ঐ নদীর তীরদেশে গো-সকল সঞ্চরণ করিতেছিল। রামচন্দ্র শীঘ্রগামী অশ্বে গোমতী পার হইয়া ময়ূর-হংসরবশালিনী স্যন্দিকা স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা মনু ইক্ষ্বাকুকে যে জনপদ-পরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীমান্ রামচন্দ্র বার বার সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতা-মাতার সহিত সম্মিলিত হইয়া কবে আবার সরযূ-তটস্থিত কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিব? যদি ও মৃগয়া-ব্যাপার আমার নিতান্ত প্রীতিপ্রদ নহে, কিন্তু রাজর্ষিগণের অভিপ্রেত বলিয়া ইহাকে নিষিদ্ধ বলিতে পারি না।" রামচন্দ্র সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ ও অন্যরূপ মধুরালাপ পূর্ব্বক গন্তব্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ১-১৬।

পঞ্চাশ সর্গ।

নিষাদপতি গুহকের সহিত রামের সাক্ষাৎ।

অনন্তর রাম গমনসময়ে বিশাল সুরম্য অযোধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে রাজধানি! তুমি রঘুবংশীয়দিগের চির-প্রতিপালিত। আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, তুমি এবং তোমাতে যে সমস্ত দেবতা বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে

আমার প্রতি কৃপা করুন। আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগমন ও পিতৃসত্য হইতে উন্মুক্ত হইয়া পিতা-মাতার সহিত একত্র তোমায় দর্শন করিব।” তদনন্তর কমললোচন রামচন্দ্র দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক সজলনয়নে জনপদবাসীদিগকে বলিলেন, “হে জনপদবাসিগণ! তোমরা আমার প্রতি যেরূপ সম্মান ও দয়া করিতে হয়, তাহার ত্রুটি কর নাই; অতএব এক্ষণে আর অধিকতর দুঃখভোগ করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব তোমরা প্রতিগমন কর এবং আমরাও নিজকার্য্য-সাধনে প্রস্তুত হই। তদনন্তর জনপদবাসিগণ রামকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য এক একবার সজলনয়নে দাঁড়াইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ক্রমে রাম খিদ্যমান জনপদবাসিগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। ক্ষণদামুখে দিবাকর যেরূপ অদৃশ্য হন, তিনি সেইরূপ অদৃশ্য হইলেন। রাম কোশলসীমা উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন, তত্রত্য নানা স্থান ধনধান্যে পরিপূর্ণ, সেখানে বিস্তর লোকের বসতি, স্থানে স্থানে চৈত্য, দেবাধিষ্ঠান-বৃক্ষ ও যূপ সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। তত্রত্য উদ্যান সকল আম্রকাননে পরিপূর্ণ, জলাশয়গুলি বিস্তৃত, নির্ম্মল জলে সুশোভিত, লোক সকল তুষ্ট ও পরিপুষ্ট, স্থানে স্থানে গোকুলের অপূর্ব্ব শোভাবিস্তার। ঐ সকল স্থান রাজগণেরও দর্শনীয়, উহার সর্ব্বত্রই বেদধ্বনি-সমাকীর্ণ। পুরুষপুঙ্গব রামচন্দ্র রথারোহণে কোশল-সীমা অতিক্রম করিলেন। মধ্যস্থল অপর রাজাদিগের অধিকৃত। ঐ স্থান রম্য উদ্যান-পরিব্যাপ্ত ও সাতিশয় শোভাসম্পন্ন। রামচন্দ্র এই স্থানে উপনীত হইলেন। এইখানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রবাহিত, তাঁহার জল শৈবাল-শূন্য, শীতল ও পবিত্র; ঋষিগণ তীরদেশ অধিকার করিয়া আছেন। ইহার অনতিদূরে শোভাপূর্ণ বহুবিধ আশ্রম সকল সংলক্ষিত হইতেছে। অপ্সরাগণ হৃষ্টমানসে ইহাতে সতত ক্রীড়া করিয়া থাকে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নাগ ও গন্ধর্ব্বপত্নীগণ এখানে ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহার নিকটে দেবতাগণের উদ্যান, ক্রীড়া-পর্ব্বত ও দেবলোক-প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা মন্দাকিনী নামে পরিচিত। তথায় সুরসেব্য সুবর্ণ-কমল প্রফুল্ল হইতেছে, গঙ্গার কোনও স্থলে শিলাঘাতহেতু যেন ভীষণ অট্টহাস হইতেছে, কোন স্থান বা ফেনবিরাজিত, কোনও স্থানে বেণীর আকারে প্রবাহের গতি হইতেছে, কোনখানে আবর্ত্ত প্রকাশ পাইতেছে। কোনও স্থান স্থির অথচ গম্ভীর, কোথায় বা বিলক্ষণ বেগ, কোনও স্থানের প্রবাহশব্দ শ্রুতিসুখকর, কোথাও বা ঐ শব্দ অতি কর্কশ। কোনও স্থানে সুরগণ কেলি করিতেছেন, কোনও স্থান প্রফুল্লকমলে সুশোভিত, কোনও স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকারাশি, কোথাও বা সুবিশাল পুলিনপ্রদেশ। কোথায় হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের কলরব, কোনখানে তীরভূমি তরুমালার ন্যায় বিন্যস্ত, কোথায় বা কমল, কুমুদ ও কহ্লারসকল মুকুলিত। কোনও স্থানে কমলদল বিকশিত হইয়া আছে এবং তাহার পরাগ সকল প্রবাহের সহিত ভাসিয়া যাইতেছে। এই নদী সর্ব্বপাপবিনাশিনী, ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, বনগজ ও দিগ্‌গজেরা এই জলে সতত ক্রীড়া করিয়া থাকে। সুরমাতঙ্গগণ এখানে অনবরত গর্জ্জন করে। ইহার তীরদেশ তরু, লতা ও গুল্মে সমাচ্ছন্ন, সুতরাং অতিশয় নিবিড়। সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া সাগরের সহিত সম্মিলিত হইতেছেন। ইহাতে শিশুমার, নক্র ও ভুজঙ্গ সকল নিয়ত অবস্থিতি করে। ইহার অনতিদূরে শৃঙ্গবেরপুরী। ১২৫।

তখন কমললোচন রামচন্দ্র ‘ঊর্ম্মিমালসংবেষ্টিত এই গঙ্গাতীরে অদ্য আমরা বাস করিব’ এই কথা সুমন্ত্রকে কহিলেন। তিনি আরও বলিলেন,‘এই স্থানের অনতিদূরে পল্লব-কুসুম শোভিত ইঙ্গুদীবৃক্ষ বিরাজমান, উহাতে বহুপুষ্প প্রস্ফুত হইয়াছে; অতএব ঐই স্থানে বাস করিতে আমার বাসনা। আমি দেখিতেছি, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ ও পক্ষিগণ এই নদীর জল পবিত্র জানিয়া, নিয়ত ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে।’ রামের কথাক্রমে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ তদ্বাক্যের অনুমোদন করিলে, রথও অবিলম্বে ইঙ্গুদী বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রমে রামচন্দ্র ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুমন্ত্র সারথি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অশ্বোত্তমগণকে মোচন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৃক্ষমূলস্থিত রামের নিকটে অবস্থিত রহিলেন। সেই প্রদেশে রামের প্রাণতুল্য প্রিয়সখা, নিষাদজাতীয়, বলবান্ ও স্থপতি বলিয়া বিখ্যাত গুহ নামে এক রাজা ছিলেন। পুরুষসিংহ রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি গুহ দূর হইতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রামের তাদৃশী দুরবস্থা-দর্শনে দুঃখিত হইয়া গুহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বিনীতভাবে কহিলেন, “হে রাম! অযোধ্যার ন্যায় এ রাজ্যও আপনার। অনুমতি করুন, আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে? হে মহাবাহো! ঈদৃশ প্রিয় অতিথি-লাভ কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?” অনন্তর গুহ পৃথক্ পৃথক্ গুণসম্পন্ন নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন ও অর্ঘ্যাদি শীঘ্র তথায় আনয়ন করাইলেন এবং এই বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, “হে মহাবাহো! আপনার আগমন শুভ হউক; এই অখিল পৃথিবী আপনারই। আমরা আপনার ভৃত্য, আপনি আমাদের ভর্ত্তা; আপনি আমাদের এই রাজ্য শাসন করুন। আপনার জন্য এই সকল ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় ও মুখ্য মুখ্য শয্যা সকল এবং আপনার অশ্বগণের জন্যও খাদ্য সকল আনয়ন করা হইয়াছে।” গুহ ঐরূপ বলিলে রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমরা সর্ব্বতোভাবে তোমা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ও হৃষ্ট হইয়াছি। যে হেতু, তুমি পাদচারে এখানে অভিগমন করিয়াছ ও স্নেহ সন্দর্শন প্রদান করিয়াছ।” পরে তিনি সুবর্ত্তুল বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “হে গুহ! আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; যে হেতু, তোমাকে বান্ধবগণের সহিত নীরোগ দেখিতে পাইলাম। তোমার রাজ্য মিত্র ও ধন সর্ব্বত্রই ত কুশল বিরাজ করিতেছে? পরন্তু তুমি প্রীতিপূর্ব্বক আমার জন্য যাহা কিছু আনয়ন করিয়াছ, আমি সে সমুদয়ই স্বীকার করিতেছি; কিন্তু প্রতিগ্রহ করিতে পারিব না; যে হেতু, আমি এক্ষণে ফলমূলাশী, কুশচীরাজিনধর, বনচারী তাপসব্রতাবলম্বী হইয়াছি বলিয়া জানিও। অশ্বগণের খাদ্যেই আমার প্রয়োজন আছে, অপর কিছুতেই নাই। তোমা কর্ত্তৃক ইহা দ্বারাই আমি পূজিত হইব। এই অশ্বগণ মদীয় পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়। ইহাদিগের স্বচ্ছন্দ-বিধান করিলেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইবে।” তখন গুহ তত্রত্য ভৃত্যদিগকে ‘তোমরা

শীঘ্র অশ্বদিগকে খাদ্য ও পেয় প্রদান কর' বলিয়া আদেশ করিলেন। অনন্তর চীরোত্তরবাসা রাম সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া লক্ষ্মণানীত জলমাত্র পান করিয়া ভার্য্যার সহিত ভূমিতলে শয়ন করিলেন; লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কিঞ্চিদ্দূরে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। গুহও সুমন্ত্র সারথির সহিত, অপ্রমত্ত ধনুর্ব্বাণধারী লক্ষ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তথায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। অদৃষ্টদুঃখী সুখোচিত মহাত্মা মনস্বী দাশরথি এইপ্রকারে শয়ান থাকিলে পর রজনী শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া গেল। ২৬ ৫১।

একপঞ্চাশ সর্গ।

গুহকের সহিত লক্ষ্মণের কথোপকথন।

লক্ষ্মণকে ভ্রাতৃরক্ষার্থে বিনীতভাবে জাগরিত দেখিয়া গুহ শোকসন্তপ্ত হইয়া কহিলেন, "তাত! তোমার জন্য এই সুখময়ী শয্যা কল্পিত হইয়াছে। রাজপুত্র! যথাসুখে ইহাতে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমরা সাধারণ জন, আমরা ক্লেশসহিষ্ণু; পরন্তু তুমি সুখোচিত। কাকুৎস্থের রক্ষার্থ আমরাই নিশা-জাগরণ করিব। পৃথিবীতে রামের ন্যায় প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই, আমি সত্যদ্বারা শপথ করিয়া এই সত্য বলিলাম, এই রামের প্রসাদেই আমি ইহলোকে সুমহৎ যশঃ, ধর্ম্ম, বিপুল অর্থ এবং পুষ্কল কামের প্রার্থনা করিয়া থাকি। সীতা সহ শয়ান প্রিয়সখা রামকে আমিই জ্ঞাতিগণে পরিবৃত থাকিয়া, ধনুষ্পাণি হইয়া রক্ষা করিব। আমি এই বনে সদা বিচরণ করিয়া থাকি। এই বনে আমার অবিদিত কিছুই নাই। সুমহৎ চতুরঙ্গ-সৈন্যেরও বেগ-সহনে আমি সক্ষম; অতএব রক্ষণবিষয়ে আমি সর্ব্বথা সমর্থ।" অনন্তর লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, "হে নিষ্পাপ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ তোমা কর্ত্তৃক রাম রক্ষিত হইলে আমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই। পরন্তু দাশরথি সীতার সহিত ভূমিতলে শয়ান থাকিতে, আমি কি প্রকারে নিদ্রা, জীবিত বা অন্যান্য সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারি? যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সমুদয় দেবাসুরের বীর্য্য-সহনে সক্ষম, অবলোকন কর, তিনি এক্ষণে সীতার সহিত তৃণশয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন! রাজা দশরথ বিবিধ পরাক্রম, মন্ত্র ও তপঃপ্রভাবে যাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, যিনি সেই তপস্যাদি উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট, তিনিই এই সেই দশরথের পুত্র, অবলোকন কর। ইঁহাকে প্রব্রজিত করিয়া রাজা দশরথ বহুকাল জীবিত থাকিবেন না; নিশ্চয় পৃথিবী শীঘ্রই বিধবা হইবেন। হে ভ্রাতঃ! এমন কি, আমার মনে হইতেছে যে, অন্তঃপুরচারিণী কামিনীরা সমস্ত দিবস অতীব চীৎকার করিয়া শ্রান্তা হওয়াতে, অধুনা রাজপুরী উপরতধ্বনি হইয়াছে। রাজা দশরথ, কৌশল্যা দেবী ও আমার মাতা সুমিত্রা, ইঁহারা এই রজনী জীবিত আছেন কি না বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। শত্রুঘ্নের মুখাপেক্ষা করিয়া যদিও আমার মাতার জীবনসম্ভব হইতে পারে, পরন্তু দুঃখের বিষয়, পাছে বীরপ্রসবিনী কৌশল্যাদেবীর প্রাণত্যাগ হয়। হায়! অনুরক্ত প্রজাগণে আকীর্ণা, সুখময়ী, লোকপ্রিয়া, অযোধ্যাপুরী রাজার ব্যসনে বিনষ্ট হইবে! মহাত্মা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া মহানুভব রাজা দশরথের প্রাণ সকলই বা কি প্রকারে শরীরকে ধারণ করিয়া থাকিবে? রাজা দশরথের মৃত্যু হইলেই কৌশল্যা দেবীর প্রাণবিয়োগ হইবে; অনন্তর আমার মাতাও বিনাশপ্রাপ্তা হইবেন। হায়! ভগ্ন-মনোরথ হইয়া রামের হস্তে রাজ্যন্যাস না করিয়াই আমার পিতাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল! পিতার সেই শেষকাল উপস্থিত হইলে যাঁহারা তাঁহার প্রেতকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্। যে অযোধ্যা নগরীতে রমণীয় চত্বর ও মহাপথ সমূহ যথাস্থানে শোভা পাইতেছে, যেখানে শত শত হর্ম্ম্য ও প্রাসাদসমূহ বিরাজমান, যে স্থানে বারবিলাসিনীরা অপূর্ব্ব বেশবিন্যাস পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিতেছে, যেখানে বহুসংখ্য রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ রহিয়াছে, যে নগরী প্রতিনিয়ত তূর্য্য-নিনাদে নিনাদিত, যে নগরী সর্ব্বকল্যাণসম্পূর্ণা, যেখানকার জনগণ সর্ব্বদাই হৃষ্ট-পুষ্ট, যেখানে আরাম, উদ্যান ও সমাজোৎসব, সেই সর্ব্বকল্যাণসম্পন্না আমার পিতৃ-রাজধানীতে অতঃপর তাঁহারা সুখে বিচরণ করিবেন। হায়! যদি সুব্রত মহাত্মা দশরথ জীবিত থাকেন এবং যদি আমরা বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি, হায়! যদি আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত কুশলী হইয়া বনবাস নিবৃত্ত হইলে পর অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারি, তবেই মঙ্গল।" রাজকুমার লক্ষ্মণ দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় রজনী অতীতা হইল। প্রজাহিতপরায়ণ নরেন্দ্র-কুমার লক্ষ্মণ এইরূপ অবিতথ বাক্য সকল কহিলে, গুহ সমধিক সৌহার্দ্দনিবন্ধন অতীব ব্যথিত হইয়া জ্বরাতুর মাতঙ্গের ন্যায় অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১-২৭।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

গঙ্গার পরপারে রামচন্দ্রের গমন।

শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে পৃথুবক্ষা মহাযশা রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ভগবতী নিশা অতীতা হইয়াছে, ভাস্করোদয়ের কাল সমুপস্থিত। সুকৃষ্ণ কোকিল এক্ষণে কূজন করিতেছে। অরণ্যমধ্য হইতে ময়ূরগণের নির্ঘোষও শ্রুতিগোচর হইতেছে। হে সৌম্য! আইস, আমরা এই দ্রুতবাহিনী সাগরগামিনী জাহ্নবী নদী সত্বর উত্তীর্ণ হই।" সুমিত্রানন্দন সৌমিত্রি লক্ষ্মণ রামের বাক্য অবগত হইয়া গুহ ও সুমন্ত্র সারথিকে তাহা অবগত করাইয়া ভ্রাতার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিষাদপতি গুহও রামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সচিবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা শীঘ্র ইঁহার নিমিত্ত ক্ষেপণী-সংযুক্তা, কর্ণধার-সমন্বিতা, শুভা, দৃঢ়া ও পারণকুশলা একখানি নৌকা তীরে আনয়ন কর।" গুহের আদেশ শ্রবণ করিয়া গুহামাত্যগণ একখানি রুচিরা নৌকা আনয়ন করিয়া তদ্বিষয় গুহকে নিবেদন করিল। তদনন্তর গুহ প্রাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন, "দেব! আপনার নিমিত্ত নৌকা উপস্থিত করা হইয়াছে; পুনরায় কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। হে দেবকুমারসদৃশ! সাগরগামিনী নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত এই নৌকা; হে সুব্রত পুরুষব্যাঘ্র! শীঘ্র ইহাতে আরোহণ করুন।" অনন্তর মহাতেজা রাম গুহকে বলিলেন, "আমি কৃতকাম হইয়াছি; এক্ষণে শীঘ্র আমাদের দ্রব্যাদি নৌকায় আরোপণ কর।" গুহকে এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণ কবচ ধারণ করিলেন এবং যথাস্থানে খড়্গ, ধনু ও তূণীর সকল গ্রহণ করিয়া সীতা সমভিব্যাহারে যে পথ দিয়া ভাগীরথীর সেই অবতরণ-স্থানে যাওয়া

যায়, সেই পথে গমন করিলেন। এই সময়ে সুমন্ত্র বিনীতভাবে রামের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রাঞ্জলিভাবে কহিলেন, "আমি এক্ষণে কি করিব ?" রাম সুমন্ত্রকে উত্তম দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "সুমন্ত্র! শীঘ্র রাজার নিকটে প্রতিগমন কর এবং তথায় অপ্রমত্তভাবে অবস্থান কর। তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট কার্য্য করা হইবে। আমরা রথ ত্যাগ করিয়া পাদচারে মহাবনে গমন করিব ?" ১-১৪।

সুমন্ত্র সারথি এইরূপ প্রতিগমনে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখিত-চিত্তে ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে বলিলেন, "যে দৈবপ্রভাবে আপনি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত প্রাকৃত জনের ন্যায় বনে বাস করিতেছেন, ইহলোকে কোন পুরুষই সেই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বা স্বাধ্যায়-পাঠে যে কোন ফলোদয় আছে, ইহা আমার মনে হয় না; অথবা মৃদুতা বা সরলতাদিতেও ফল নাই; যে হেতু, ভবাদৃশ জনেও এই দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর রঘুনন্দন! আপনি ভ্রাতা ও বৈদেহীর সহিত বনে বাস করিয়া পরমগতি লাভ করিবেন, ত্রিলোক-জয়ী হইবেন। পরন্তু আমরা আপনার সহবাসে বঞ্চিত হইয়া হত-প্রায় হইলাম। অধুনা আমাদিগকে সেই পাপাচারিণী কৈকেয়ীর বশ-বর্ত্তী হইয়া দুঃখভাগী হইতে হইবে।" আত্মসম সুহৃৎ, সারথি সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে দূরদেশে গমনোদ্যত দেখিয়া এইরূপ বাক্য বলিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি রোদনে ক্ষান্ত হইয়া জলস্পর্শ দ্বারা শুচি হইলে পর রাম তাঁহাকে মধুরবাক্যে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "তোমার তুল্য ইক্ষ্বাকুগণের দ্বিতীয় বন্ধু আর নয়ন-গোচর হয় না; অতএব রাজা দশরথ যাহাতে আমার জন্য আর শোক না করেন, সেইরূপ কর। সেই বৃদ্ধ জগতীপতি একে ত কামভাবে অবসন্ন, তাহাতে আবার শোকোপহতচিত্ত; তজ্জন্যই আমি তোমাকে এরূপ বলিতেছি। সেই মহীপতি কৈকেয়ীর প্রিয়-কামনা করিয়া যাহা কিছু আজ্ঞা করিবেন, অবিচলিতচিত্তে তাহা সম্পাদন করিও। নরপতিগণ এই নিমিত্তই রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন যে, কোন কার্য্যেই ইঁহাদের মনের প্রতিকূল না হয়। অতএব হে সুমন্ত্র! সেই মহারাজের অপ্রিয় কার্য্য যাহাতে না হয়, যাহাতে তিনি শোকে কাতর না হয়েন, তুমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইবে। অযোধ্যা হইতে বিচ্যুত হইয়া বনে বাস করিতেছি বলিয়া, আমি বা লক্ষ্মণ কিছু-মাত্র দুঃখিত নই। চতুর্দ্দশ বর্ষ নিবৃত্ত হইলে পর আমাকে, লক্ষ্মণকে ও সীতাকে তোমরা শীঘ্রই উপস্থিত দেখিতে পাইবে। সুমন্ত্র! তুমি রাজা দশরথ, আমার জননী কৌশল্যা এবং অন্যান্য দেবীর সহিত কৈকেয়ীকে বারংবার এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে আমার, আর্য্যগুণান্বিত লক্ষ্মণের ও সীতাদেবীর প্রণাম জানাইয়া, আমাদিগের সকলের আরোগ্য-বার্ত্তা প্রদান করিও। মহা-রাজকে তুমি এ কথাও বলিও যে, আপনি ভরতকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া রাজপদে স্থাপিত করুন। ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া ও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিনি আমাদের বিরহ-জনিত সন্তাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তুমি ভরতকেও আমার এই কথা বলিও যে, যেমন রাজা দশরথের প্রতি, তেমনি সমুদয় মাতৃগণের প্রতি নির্ব্বিশেষ ব্যবহার করিও। কৈকেয়ী যেমন তোমার মাতা, সুমিত্রা, আমার মাতা কৌশল্যা দেবীও বিশেষতঃ তোমার মাতা। তুমি পিতার প্রিয়কার্য্য-সাধন-মানসে নিয়ত রাজ্য পরিদর্শন করত ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারিবে" সুমন্ত্র সারথি রাম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও নিবর্ত্তমান হইয়া, তাঁহার সেই সকল বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে স্নেহ সহকারে কহিতে লাগিলেন, "আমি রীতি অতিক্রম করিয়া স্নেহপ্রযুক্ত বিকলচিত্ত হইয়া, আপনাকে যাহা কিছু বলিতেছি, তত্তাবৎ কিন্তু ভক্তি-সংকৃত জানিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। হে তাত! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার বিয়োগে পুত্রশোকাতুরা জননীর ন্যায় সেই অযো-ধ্যাপুরী ত আমি কি প্রকারে গমন করি।? অযোধ্যাবাসী জনগণ এ যাবৎ আমার রথকে স রাম দেখিয়াছে, এক্ষণে রাম-বিহীন আমার রথকে দেখিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। মহারথ বীর পুরুষ নিহত হইলে সারথিকে শূন্য রথ আনিতে দেখিয়া সেনাগণ যেরূপ বিষণ্ণ হয়, রাজ্যের রথ শূন্য দেখিয়াও প্রজাগণ সেইরূপ দীন ও কাতর হইয়া পড়িবে। আপনি যদিও এক্ষণে অযোধ্যা নগরী হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি প্রজাগণের মানসাগ্রে অবস্থিত রহিয়া-ছেন। প্রজাগণ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই আপনাকে চিন্তা করিতেছে ও তজ্জন্য দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। রামচন্দ্র! আপ-নার প্রবাসনকালে প্রজাগণ যেরূপ শোকাকুলচিত্ত হইয়াছিল তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আপনার প্রবাসনকালে প্রজাগণ যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, আমাকে শূন্যরথে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া এক্ষণে তাহারা তাহার শতগুণ আর্ত্তনাদ করিবে। আমি অযোধ্যায় যাইয়া কৌশল্যা দেবীকে কি প্রকারে বলিব যে, 'আমি আপনার পুত্রকে মাতু-লালয়ে রাখিয়া আসিলাম, আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র শোক করিবেন না ?' এইরূপ মিথ্যাবাক্য ও ত তাঁহাকে বলিতে পারিব না; অথচ 'আপনার পুত্রকে বনবাসে রাখিয়া আসিলাম,' এই অপ্রিয় সত্যবাক্যই বা কি প্রকারে বলি ? আমার নিয়োগাধীন থাকিয়া এই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বসকল হয় আপনাকে, না হয় আপনার বন্ধুজনগণকে প্রতিনিয়ত বহন করিয়াছে; এক্ষণে আপনাদের বাস-বঞ্চিত রথ কি প্রকারে তাহারা বহন করিবে ? হে অনঘ! আমি আপনা ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগ-রীতে যাইতে পারিব না; অতএব আমাকে আপনার সহিত বনবাসা-নুগমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন। যদি আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে আমি আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবামাত্র রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হে রাঘব! আমাকে তোমার অনুগামী করিলে অরণ্যে তপোবিঘ্নকর তোমার যে সমস্ত উৎপাত উপস্থিত হইবে, আমি রথ দ্বারাই তৎসমস্ত নিবারিত করিব। আমি আপনা হইতেই রথচর্য্যার সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি; এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনা কর্ত্তৃক আমার বনবাস-সুখও যেন লাভ হয়। হে রঘুনন্দন! প্রসন্ন হউন; আমাকেও অরণ্যের সহচর করুন। আপনি প্রীতহৃদয়ে রহুন, আমি আপনার সহচর হই। হে বীর! এই অশ্ব সকলও যদি বনবাসে আপনার পরিচর্য্যা করিতে পারে, তাহা হইলে ইহাদেরও পরমা গতি লাভ হইবে। আমি যদি বনে বাস করিয়া মস্তক দ্বারা আপনার সেবা করিতে পারি, তবে অযোধ্যা বা দেবলোকেরও বাসনা পরিত্যাগ করি। যেমন পুণ্য-বিরহে অধার্ম্মিক জন মহেন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি পুণ্যশ্লোক আপনার বিরহেও আমি অযোধ্যা-প্রবেশ করিতে পারিব না। রাজন্! আমার মনোরথ এই যে, বনবাস-কাল অতীত করিয়া আমি এই রথ দ্বারাই আপনাকে অযোধ্যা নগরীতে লইয়া যাই। আপ-

নার সহিত বনবাসে থাকিলে এই চতুর্দ্দশ বর্ষ আমার পক্ষে ক্ষণার্দ্ধ রূপে গত হইবে; পরন্তু অন্যথা হইলে ইহার শতগুণ দীর্ঘ বোধ হইবে। ভক্তবৎসল! আপনি আমার প্রভুপুত্র। আপনার পথের পথিক হইতে আমি ইচ্ছা করিতেছি। আমি আপনার ভক্ত ও ভৃত্য এবং আমি যথাকর্ত্তব্যে অবস্থিত আছি; অতএব আমাকে ত্যাগ করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।" সুমন্ত্র দীনভাবে বিবিধ বাক্যে বারংবার এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, ভৃত্যানুকম্পী রাম তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে ভর্ত্তৃবৎসল! আমার প্রতি তোমার যে পরমা ভক্তি, ইহা আমি অবগত আছি; তথাপি কি কারণে তোমাকে এখান হইতে অযোধ্যাপুরী প্রেরণ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ী তোমাকে নগরীতে প্রত্যাগত দেখিয়া আমি যে বনগত হইয়াছি, তাহা বিশ্বাস করিবেন। তিনি আমার বনবাসে পরিতুষ্টা হইয়া ধার্ম্মিক মহারাজকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আর শঙ্কা করিবেন না। এই আমার পরম ইচ্ছা যে, আমার কনিষ্ঠা মাতা ভরত-রক্ষিত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্যসুখ-সম্ভোগ করুন। হে সুমন্ত্র! তুমি আমার ও মহারাজের প্রিয়ার্থ অযোধ্যাপুরী গমন কর এবং যে যে বিষয় যাঁহাকে যাঁহাকে বলিতে বলিলাম, অবিকল তাঁহাদিগকে সেই রূপই বলিবে।" রাম সুমন্ত্র সারথিকে এই সকল কথায় বারংবার সান্ত্বনা করিয়া দীনভাবে গুহকেও হেতুযুক্ত বাক্যে বলিলেন, "হে গুহ! ইদানীং এই সজন-বনে বাস করা আমার উচিত নয়; পরন্তু নির্জ্জন আশ্রমে বাস ও তদুচিত বিধি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। আমি পিতা সীতা ও লক্ষ্মণের হিতকারী হইয়া তপস্বিজন-ভূষণ নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া জটা প্রস্তুত করিয়া নির্জ্জন বনে গমন করিব; তন্নিমিত্ত আপনি বট-ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া দিন।" রামের বাক্যে গুহ ত্বরান্বিত হইয়া বট-ক্ষীর আহরণ করিয়া দিলেন। রাম সেই বট-ক্ষীর দ্বারা লক্ষ্মণের ও আপনার জটা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। দীর্ঘবাহু নরশ্রেষ্ঠ এক্ষণে জটিল-রূপ ধারণ করিলেন। সেই সময় চীরবসনধারী জটামণ্ডলবিভূষিত ভ্রাতৃদ্বয় রামলক্ষ্মণ ঋষিদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বৈখানস-ব্রত অর্থাৎ বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তৎসমুচিত নিয়ম-ধারণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সহায়স্বরূপ গুহকে বলিলেন, "হে গুহ! তুমি সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদবিষয়ে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও সাবধান থাকিবে। কারণ, রাজ্যরক্ষা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার।" ইক্ষ্বাকুনন্দন গুহকে এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়া অবিচলিতচিত্তে শীঘ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন। তিনি নদীতীরে উপস্থিত হইয়া একখানি নৌকা রহিয়াছে দেখিয়া, দ্রুতগামিনী গঙ্গা নদী শীঘ্র পার হইবার মানসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে নরব্যাঘ্র! তুমি ধীরে ধীরে মনস্বিনী সীতাদেবীকে লইয়া এই নৌকায় আরোহণ কর।" লক্ষ্মণ ভ্রাতার আদেশে অগ্রে মৈথিলীকে নৌকায় আরোহণ করাইলেন, পশ্চাৎ স্বয়ংও আরোহণ করিলেন। পরে মহাতেজা লক্ষ্মণ-পূর্ব্বজ রামচন্দ্র স্বয়ং নৌকায় আরোহণ করিলেন। গুহ তাঁহাদিগকে নৌকায় আরূঢ় দেখিয়া নিজ অনুচরবর্গকে নৌকা চালাইবার জন্য আদেশ করিলেন। মহাতেজা রামচন্দ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া আত্মহিতার্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়োচিত জপ করিতে লাগিলেন। সীতা এবং লক্ষ্মণ যথাবিধি আচমন করিয়া প্রীতহৃদয়ে ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন। রাম সুমন্ত্রকে ও সসৈন্য গুহকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুজ্ঞা করিয়া নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক নাবিকদিগকে নৌকাচালনে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই কর্ণধার-সমন্বিতা নৌকা নাবিকগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রই গঙ্গাজল অতিক্রম করিতে লাগিল। অনিন্দিতা বৈদেহী ভাগীরথীর মধ্যপ্রদেশে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "হে গঙ্গে! ধীমান্ দশরথের পুত্র এই রাম যেন আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পিতৃনিদেশপালনে সক্ষম হন। যখন বনে তিনি চতুর্দ্দশবর্ষকাল থাকিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের ও আমার সহিত প্রত্যাগমন করিবেন, "হে শুভদে গঙ্গে! তখন মঙ্গলে মঙ্গলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আমি আমোদ সহকারে আপনাকে পূজা দিব। হে ত্রিপথগে দেবি! আপনি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং ইহলোকেও সমুদ্রের ভার্য্যারূপে পরিদৃশ্যমানা; অতএব হে শোভনে! আমি তোমাকে বারবার নমস্কার করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম কুশলে পুনরাগত হইয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, আমি আপনার প্রীতি-সম্পাদনমানসে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করিব। হে দেবি! আমি পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, সহস্র সুরাকলস ও তদুচিত পলান্ন দ্বারা আপনাকে পূজা করিব। আপনি এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে দেবি! যে সকল দেবতারা আপনার তীরে বাস করেন ও আপনার তীরে যে সকল তীর্থ বা দেবায়তন আছে, আমি তাঁহাদের সকলকেই পূজা করিব। হে অনঘে! পুনর্ব্বার যেন আমার ও লক্ষ্মণের সহিত নিষ্পাপ মহাবাহু রামচন্দ্র বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন।" ১৫-৯১।

পতিপ্রিয়া সীতাদেবী অনিন্দিতা গঙ্গাকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় নৌকা দক্ষিণতীরে পৌঁছিল। শত্রুতাপন নরশ্রেষ্ঠ রাম গঙ্গার তীর প্রাপ্ত হইয়া, নৌকা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহাবাহু রাম সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সজন বনে হউক আর বিজন বনেই হউক, তুমি সীতা-সংরক্ষণ-বিষয়ে সাবধান থাকিও। বিশেষতঃ এই নির্জ্জন বনে মাদৃশজনগণের পক্ষে দাররক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তুমি অগ্রে অগ্রে যাও, সীতা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন। আমি সীতা ও তোমাকে রক্ষা করত তোমাদের পশ্চাদ্গামী হইব; কেন না, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমাদের পরস্পরে পরস্পরের রক্ষা করার সময়। আমরা এতাবৎকাল কোন দুঃখকর কার্য্যে পতিত হই নাই; পরন্তু অদ্য বৈদেহী বনবাসের দুঃখ জানিতে পারিবেন। অদ্য ইনি জনমানব-পরিশূন্য, শস্যক্ষেত্র উদ্যান প্রভৃতি বিরহিত, গর্ত্ত-সঙ্কুল, উন্নতানত, বিষম অরণ্যে প্রবেশ করিবেন।" লক্ষ্মণ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; মধ্যস্থলে সীতা ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামচন্দ্র গমন করিতে লাগিলেন। রাম গঙ্গার পরপারে গমন করিলেও সুমন্ত্র সারথি তাঁহাকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছিল; পরন্তু যখন পথবাধায় আর দৃষ্টি চলিল না, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ব্যথিত-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই লোক-পাল-প্রতিম প্রভাবশালী মহাত্মা বরদ রামও মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, মহাসমৃদ্ধিশালী প্রমুদিত বৎসপ্রদেশে গমন করিলেন। তাঁহারা দুই জনে তথায় ঋষ্য, পৃষত, বরাহ ও রুরু এই চারিটি মহামৃগ হনন করিয়া, বুভুক্ষিত হইয়া, সায়ংকালে বাসের জন্য এক বনস্পতির নিকট গমন করিলেন। ৯২-১০২।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রামের খেদ ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আশ্বাস-প্রদান।

গুণাভিরাম রাম সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা-সমাপনান্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! জনপদের বহির্গত ও সুমন্ত্ররহিত হইয়া অদ্য আমাদের এই প্রথম রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে; তুমি তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্য হইতে প্রতি রাত্রি আমাদিগকে অতন্দ্রিত-ভাবে জাগরিত থাকিতে হইবে এবং উভয়েই সর্ব্বদা সাবধানে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইতে হইবে। হে সৌমিত্রে! আইস, আমি এক্ষণে কোন প্রকারে এই রাত্রি অতিবাহিত করি। ভূমিতলে স্বয়-মর্জ্জিত তৃণাদি বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিয়া থাকি।" মহাশয়নোচিত রাম ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া লক্ষ্মণকে এই সমস্ত শুভ কথা বলিতে লাগিলেন, "হে লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই অদ্য মহারাজ অতি দুঃখে শয়ন করিয়া আছেন এবং কৈকেয়ী কৃতকামা হইয়া সাতিশয় আনন্দ উপ-ভোগ করিতেছেন। সেই দেবী কৈকেয়ী ভরতকে আগত দেখিয়া, সাম্রাজ্যলোভে পাছে মহারাজ দশরথকে প্রাণ হইতে বিচ্যুত করেন, এই আমার আশঙ্কা হয়। সেই রাজা দশরথ একে বৃদ্ধ, কামাত্মা, কৈকেয়ীর বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়, তাহাতে আবার মৎকর্ত্তৃক বিয়োজিত হইয়াছেন; অতএব তিনি এক্ষণে কি করেন? রাজার এই ব্যসন ও মতিবিভ্রম দেখিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে যে, ইহ-সংসারে ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। হে লক্ষ্মণ! কোন্ অবিদ্বান্ ব্যক্তিই বা প্রমদার বশীভূত হইয়া আমার ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে? কেকয়ীসুত ভরতকেই ভার্য্যার সহিত সুখী বলিতে হইবে; যে হেতু, তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় এক্ষণে সমগ্র প্রমু-দিত কোশলরাজ্য উপভোগ করিবেন। আমি বনবাসী ও রাজা বয়োধর্ম্ম-প্রযুক্ত পরলোকগত হইলে, সেই ভরতই একাকী সমুদয় রাজ্যসুখ লাভ করিবে। অর্থ ও অধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি কেবলমাত্র কামের অনুবর্ত্তন করেন, তিনি অচিরকালমধ্যেই রাজা দশরথের ন্যায় বিষন্ন হয়েন। হে সৌম্য! আমার মনে হয় যে, দশরথের বিনাশ হেতু, আমার বনবাসের কারণে ও ভরতের রাজ্য-প্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ীকে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে লক্ষ্মণ! আমার মনে এমন আশঙ্কা হয় যে, কৈকেয়ী এক্ষণে সৌভাগ্য-মদে মোহিত হইয়া আমার জন্য মাতা সুমিত্রা ও কৌশল্যা দেবীকে ক্লেশ-প্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের নিমিত্ত দেবী সুমিত্রা দুঃখে বাস করি-বেন; অতএব হে লক্ষ্মণ! তুমি এইক্ষণেই অযোধ্যায় গমন কর আমি একাকীই সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিব এবং তুমি সেই অনাথা কৌশল্যার গতিস্বরূপ হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! কৈকেয়ী ক্ষুদ্র-কর্ম্মা, দ্বেষবশতঃ অন্যায় আচরণও করিতে পারেন, তিনি মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে বিষও দিতে পারেন। সৌমিত্রে! নিশ্চয় আমার জননী কৌশল্যা জন্মান্তরে অনেক রমণীকে পুত্র-বিয়ো-জিত্ত করিয়াছিলেন; নতুবা এরূপ অভাবিত দুর্ঘটনা কেন উপস্থিত হইবে? হায়! কৌশল্যা দেবী অতি দুঃখে বহুকাল আমাকে লালন-পালন করিয়া, ফললাভসময়ে আমা হইতে বিয়োজিত হইলেন। আমাকেই ধিক্! সৌমিত্রে! আমি যেমন মাতাকে অনন্ত শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছি, কোন ললনাই যেন ঈদৃশ দুঃখদায়ক পুত্র প্রসব না করেন। লক্ষ্মণ! আমা অপেক্ষা মাতার স্নেহবর্দ্ধিত এই সারিকাও ভাল; যে হেতু, সে সময়ে সময়ে 'শত্রু-পদে দংশন কর' ইত্যাদি বাক্যে আমার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। হে অরিন্দম! আমি সেই অল্পভাগ্যবতী জননীর শোকসময়ে কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিলাম না; সুতরাং আমি পুত্র হওয়ায় তাঁহার ফল কি? হায়! অল্পভাগ্যবতী আমার মাতা সেই কৌশল্যাদেবী আমা বির-হিত হইয়া শোক সাগরে নিমগ্না ও পরম দুঃখার্ত্তা হইয়া এক্ষণে শয়ন করিতেছেন। হে লক্ষ্মণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই অযোধ্যা, এমন কি, সমুদয় পৃথিবীই শর দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি; কিন্তু আমার সেই বীরত্ব নিষ্ফল হইতেছে। যে হেতু, হে অনঘ! আমি অধর্ম্ম ও পরকালের ভয় করিয়া থাকি; সেই কারণে আমি রাজ্যে অদ্যই অভি-ষিক্ত হইতে পারিতেছি না।" ১-২৬।

বিজন বনে রাত্রিকালে এইরূপ এবং অন্যান্য বহুবিধ বিলাপ করিয়া, রাম দীনভাবে অশ্রুপূর্ণ-মুখে তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। শিখাহীন অনল ও বেগরহিত সমুদ্রের ন্যায় রামকে বিলাপরত দেখিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, "হে অস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ! আপনি অযোধ্যা নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন; সুতরাং চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় অদ্য নিশ্চয়ই অযোধ্যাপুরী নিষ্প্রভ হই-য়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যে আমাকে ও সীতাদেবীকে বিষা-দিত করত এরূপ শোক করিতেছেন, ইহা আপনার উচিত নহে। হে রাঘব! সীতাদেবী ও আমি, আমরা আপনা হইতে বিচ্যুত হইয়া জলোদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিব না। আমি আপনা ব্যতিরেকে কি পিতা, কি শত্রুঘ্ন, কি সুমিত্রা কাহাকেও দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না; এমন কি, স্বর্গও আপনার বিরহে আমার ভাল বোধ হয় না।" অনন্তর ধর্ম্মবৎসল রাম ও সীতাদেবী অনতিদূরে বট-বৃক্ষতলে শয্যা রচিতা হইয়াছে দেখিয়া, তাহাতে শয়ন করিলেন। রাম লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরমা দরে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বাস করেন। সেই বিজনারণ্যে রঘুবংশবর্দ্ধন রাম ও লক্ষ্মণ গিরিসানুচারী সিংহদ্বয়ের ন্যায় কোন ভয়-সম্ভ্রমের কারণ দেখিতে পাইলেন না। ২৭-৩৫।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

-সমীপে রামের গমন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সেই বটবৃক্ষতলে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যদেব উদয় হইলে পর, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সুমহৎ বনমধ্য দিয়া যে প্রদেশে ভাগীরথী গঙ্গা ও যমুনার সংযোগ হই-য়াছে, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব্ব বিবিধ ভূমিভাগ ও মনোহর দেশ সকল দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে যথাসুখে বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইবামাত্র রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! প্রয়াগের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ভগবান্ অগ্নির চিহ্নস্বরূপ পরম সুন্দর ধূম উত্থিত হইতেছে। বোধ হইতেছে, ভরদ্বাজ মুনি সন্নি-হিত হইয়াছেন; আর আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছি। ঐ দেখ, উভয় নদীর সলিলরাশি পরস্পর সংঘর্ষিত হওয়াতে

শব্দ হইতেছে। অরণ্যজীবী ঋষিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়াতে নানাজাতীয় বৃক্ষসকলও আশ্রমে পতিত দেখা যাইতেছে।" অনন্তর দিবাকর পশ্চিম দিকে লম্বমান হইলে ধনুর্দ্ধারী রাম ও লক্ষ্মণ গঙ্গা-যমুনার সন্ধিস্থলে ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইলেন। আশ্রমে উপনীত হইয়া রাম মৃগ ও পক্ষিগণকে ত্রাসিত করত মুহূর্ত্তমধ্যেই মুনির নিকটবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর সীতার সহিত মিলিত হইয়া উভয় ভ্রাতা মহর্ষির দর্শন-বাসনায় সহসা নিকটে না গিয়া, দূরেই দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে অনুমতি প্রাপ্ত হইলে মহাভাগ রাম পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহানুভব ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রে আহুতি দিয়া শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। সংশিতব্রত, একাগ্রচিত্ত, তপোবলে লব্ধচক্ষু, মহাভাগ ঋষিকে দর্শনমাত্র রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় চরণ বন্দনা করিলেন এবং এই বলিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! আমরা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। আর এই কল্যাণী আমার ভার্য্যা এবং জনকের দুহিতা। এই অনিন্দিতা আমার অনুগামিনী হইয়া নির্জ্জন তপোবনে আসিয়াছেন। পিতা আমায় বনে দিয়াছেন; এই জন্য আমার প্রিয় অনুজ ভ্রাতা এই লক্ষ্মণও ব্রতধারণ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে বনে আসিয়াছেন। ভগবন্! আমরা এখন পিতার নিয়োগে তপোবনে প্রবেশ পূর্ব্বক ফলমূলাশী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিব।" ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ ধীমান্ রাজপুত্রের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে গো, অর্ঘ্য এবং উদক আনাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বন্য ফলমূলাদি নানাবিধ ভোজ্য-দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিলেন। সেই পরম তপস্বী ভরদ্বাজ মৃগ, পক্ষী ও মুনিগণে পরিবৃত হইয়া সমাদরে রামকে স্বাগতবাক্যে অর্চ্চনা করিলেন। রাম তদ্দত্ত পূজা সকল গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলে ভরদ্বাজ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "হে ককুৎস্থনন্দন! তোমাকে অনেক কালের পর এই আশ্রমে আসিতে দেখিলাম। তুমি অকারণে বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি। যাহা হউক, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থিত এই স্থান অতীব নির্জ্জন, পবিত্র ও পরম রমণীয়। তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে বাস কর।" ভরদ্বাজ এই প্রকার কহিলে সর্ব্বলোকহিতে রত রঘুনন্দন রাম পবিত্র বাক্যে কহিলেন, "ভগবন্! এই আশ্রম হইতে আমাদের নগরী ও জনপদ অতি সন্নিহিত। এই আশ্রমে থাকিলে নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রামবাসী লোকেরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সুসাধ্য দেখিয়া জানকী ও আমার দর্শনাভিলাষে এখানে আগমন করিবে; এই কারণে এখানে থাকিতে আমার মন হইতেছে না। অতএব ভগবন্! যেখানে থাকিলে সুখোচিতা জনকনন্দিনী বৈদেহী সর্ব্বদা মনের সুখে থাকিবেন, আপনি এমন এক নির্জ্জন স্থানে উত্তম আশ্রম-পদ নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" মহামুনি ভরদ্বাজ রামের এই শুভবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে এই অর্থ-প্রতিপাদক বাক্যে কহিলেন, "তাত! আমার এই আশ্রমের দশ ক্রোশ দূরে যে পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর ও পরম পুণ্যজনক এবং মহর্ষিগণ-সেবিত। গোলাঙ্গুল, বানর ও ঋক্ষসকল তথায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহা চিত্রকূট নামে বিখ্যাত এবং গন্ধমাদনের সমান আকৃতিবিশিষ্ট। উহার শৃঙ্গ সকল দর্শনমাত্রেই লোকের মন পাপে বিরত ও সৎপথে ধাবিত হইয়া থাকে। তথায় মৃত মনুষ্যের কপালতুল্য শুক্ল-মস্তক বহুসংখ্য ঋষি তপোবলে শত বৎসর বিহার করিয়া পরিশেষে স্বর্গে গিয়াছেন। ঐ স্থান অতিশয় নির্জ্জন। আমার মতে তুমি তথায় সুখে বাস করিতে পারিবে। অথবা রাম! তুমি বনবাস-কাল পর্য্যন্ত আমার সহিত এই আশ্রমেই বাস কর।" এইরূপে মহর্ষি ভরদ্বাজ সকল অভিলাষ-পূরণ দ্বারা হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বিশেষরূপে পূজা করিলেন। রাম প্রয়াগক্ষেত্রে মহর্ষি ভরদ্বাজের সহিত সমাগত হইয়া বিবিধ বিচিত্র কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলে, ক্রমে পুণ্যা রজনী উপস্থিত হইল। সুখোচিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হওয়াতে রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে সুখে সেই রাত্রি বাস করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি জ্বলিততেজা মহর্ষির সমীপবর্ত্তী হইয়া নিবেদন করিলেন, "হে পরম সত্যশীল ভগবন্! অদ্য আমরা আপনার আশ্রমে রাত্রিবাস করিলাম। এক্ষণে বসতি-স্থানে যাইতে-আমাদিগকে আজ্ঞা করুন।" নিশাবসানে ভরদ্বাজ রামকে কহিলেন, "তুমি এখন মধুমূলফলোপেত চিত্রকূটে গমন কর। হে মহাবল রাম! আমার মতে চিত্রকূটই তোমার উপযুক্ত বাসস্থল। তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে, কিন্নর সকল বাস করিতেছে, ময়ূরশব্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে এবং প্রধান প্রধান হস্তী সকল বিচরণ করিতেছে। তুমি সেই লোকবিশ্রুত চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন কর। ঐ পর্ব্বত পরম পবিত্র, রমণীয় এবং নানাবিধ ফলমূলে শোভিত। তথায় কুঞ্জর সকল ও মৃগসমূহ বনমধ্যে বিচরণ করিতেছে এবং নদী, প্রস্রবণ, প্রস্থ, কন্দর ও নির্ঝর সকল বিরাজ করিতেছে, দেখিতে পাইবে। হে রঘুনন্দন! তথায় সীতার সহিত বিচরণ-সময়ে তোমার মন আনন্দিত হইবে; যে হেতু, ঐ সকল বনচারী জন্তু আহ্লাদ উৎপাদন করিয়া থাকে। তথায় প্রহৃষ্ট টিট্টিভ ও কোকিল সকল আহ্লাদিত হইয়া শব্দ করিতেছে, শুনিলে পরম প্রীতি জন্মে এবং মৃগ ও হস্তী সকল সর্ব্বদা মত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে, দেখিলেও মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে পরম সুখ ও শুভকর চিত্রকূটে গমন করিয়া তুমি তত্রত্য আশ্রমে সুখে বাস কর।" ১-৪৪।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রামের চিত্রকূট-যাত্রা।

শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ তথায় রজনী প্রভাত করিয়া মহর্ষির চরণ বন্দনা পূর্ব্বক চিত্রকূট উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, পিতা যেমন ঔরস-পুত্রদিগের স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিলেন। অনন্তর পরম তেজস্বী মহর্ষি সত্যপরাক্রম রামকে বলিতে লাগিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রথমে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ধরিয়া স্বয়ং ভাগীরথী পশ্চাৎমুখী হইয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই কালিন্দীতে গমন করিবে। প্রতিকূলবাহিনী এই কালিন্দীতে গমন করিয়া দেখিবে, সর্ব্বদা গমনাগমন দ্বারা উহার অবতরণ-প্রদেশ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়াছে। তোমরা তথায় ভেলা করিয়া ঐ নদী পার হইবে। অনন্তর হরিতচ্ছদ মহান্ শ্যামবটে গমন করিবে। অন্যান্য বহুসংখ্য বৃক্ষ উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং সিদ্ধগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন। তথায় গমন করিয়া সীতা যেন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ইচ্ছা হইলে তথায় বাস করিতে পার; নতুবা তাহা পার

হইয়া যাইবে। তথা হইতে এক ক্রোশ গমন করিলে নীলবর্ণ কানন দেখিতে পাইবে। শল্লকী ও বদরীবৃক্ষসমূহে ঐ বন পরিপূর্ণ এবং তথায় যমুনাতীরে অন্যান্য বন্য-বৃক্ষ সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাই চিত্রকূট যাইবার পথ। আমি অনেকবার ঐ পথে গমন করিয়াছি। উহা অতি কোমল, দাবদাহের সম্পর্ক উহাতে নাই এবং ঐ পথে যাইবার সময় মনে প্রীতি জন্মিয়া থাকে।" মহর্ষি এইরূপে পথের পরিচয় দিয়া নিবৃত্ত হইলেন। রামও তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্ষান্ত করিলেন। মুনি নিবৃত্ত হইলে পর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! আমরা যথার্থ পুণ্য করিয়াছি; যে হেতু, মহর্ষি আমাদিগকে অনুকম্পা করিতেছেন।" মনস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া সীতাকে অগ্রে করত তরঙ্গিণী যমুনার তীরে গমন করিলেন। তথায় অবিলম্বে উপনীত হইয়া কিরূপে সত্বর নদী পার হইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কাষ্ঠ-সংঘাতে প্রকাণ্ড এক ভেলা প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনজাত শুষ্ক উশীর, বেতস ও জম্বুশাখা সকলে আচ্ছাদন ও আবরণ করত সীতার জন্য সুখময় আসন নির্ম্মাণ করিলেন। তখন দশরথাত্মজ রাম অচিন্ত্যরূপিণী লক্ষ্মীর ন্যায় প্রিয়তমা সীতাকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন। তাহাতে তিনি ঈষৎ লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর রাম ভেলার পার্শ্বভাগে বৈদেহীর বসন-ভূষণ এবং খনিত্র ও পেটক এই সমুদায় দ্রব্য অতি সাবধানে রক্ষা করিলেন। এইরূপে অগ্রে সীতাকে আরোহণ করাইয়া পরে দশরথাত্মজ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে যত্ন পূর্ব্বক সেই ভেলা গ্রহণ করিয়া প্রীতিভরে যমুনা পার হইতে লাগিলেন। নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া সীতা তাঁহার বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "দেবি! স্বস্তি, আমি তোমায় পার হইতেছি। আমার স্বামীর ব্রত যেন সমাপ্ত হয়। স্বস্তি, ইক্ষ্বাকুপালিত অযোধ্যায় রাম প্রত্যাগমন করিলে পর আমি তোমায় সহস্র গো ও শত সুরাপূর্ণ কলস প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিব।" বরবর্ণিনী জনকনন্দিনী কৃতাঞ্জলি হইয়া যমুনার নিকট এইপ্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে যমুনার দক্ষিণ তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর সকলে ভেলা করিয়া শীঘ্রগামিনী ও তরঙ্গময়ী সূর্য্যতনয়া যমুনা পার হইলেন। এই কালিন্দী-তীরে নানাজাতীয় বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা যমুনা পার হইয়া ভেলা পরিত্যাগ করিলেন। পরে যমুনার তীরবর্ত্তী বন হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহারা সুশীতল হরিদ্বর্ণ-পর্ণশোভিত শ্যাম নামক বটবৃক্ষের সমীপস্থ হইলেন। জানকী তথায় গমন করিয়া সেই বটবৃক্ষকে অভিবাদন করিলেন এবং কহিলেন, "হে বৃক্ষ! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার প্রসাদে আমার স্বামীর ব্রত যেন উদ্‌যাপন হয়। আমরা যেন কৌশল্যা ও যশস্বিনী সুমিত্রাকে পুনরায় দর্শন করিতে পারি।" এইরূপে মনস্বিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে শ্যাম-বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর রাম আপনার পরম অনুকূলবর্ত্তিনী প্রিয়তমা সীতাকে শ্যামবটের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর। হে নরোত্তম! আমি আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। এই জনকনন্দিনী সীতার চিত্তে যে যে দ্রব্যে আনন্দ উপস্থিত হয়, ইনি যে যে পুষ্প ও ফল প্রার্থনা করেন, তুমি ইঁহাকে সেই সেই ফল ও পুষ্প প্রদান করিবে।" অনন্তর সীতা যাইতে যাইতে যে সমস্ত অদ্ভুতপূর্ব্ব বৃক্ষ, গুল্ম ও পুষ্পসমন্বিতা লতা দেখিতে পাইলেন, তৎসমস্ত রামকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার বাক্যানুসারে কুসুমস্তবকশোভিত বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনয়ন করিলেন। তৎকালে জনকনন্দিনী সীতা বিচিত্রবালুকাশোভিতা এবং হংস ও সারসসমূহ-অভিনাদিতা বিচিত্র জলশালিনী যমুনা দর্শনে আনন্দলাভ করিলেন। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা এক ক্রোশ গমন করিয়া যমুনাতীরবর্ত্তী বনে বহুবিধ যজ্ঞীয় মৃগ বধ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হস্তী ও শাখামৃগ-সেবিত এবং ময়ূর-নিনাদিত সেই মনোহর বনে ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া, সায়াহ্নে নদীতীরবর্ত্তী এক রমণীয় সুসম প্রদেশে যাইয়া বাস করিলেন। ১৩৩।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বাল্মীকি-সমীপে রামের গমন।

রাত্রি প্রভাত হইলে পর রাম প্রসুপ্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! নানাজাতীয় বন্য বিহঙ্গমগণ কলস্বরে শব্দ করিতেছে, শ্রবণ কর। প্রস্থান করিবার এই উপযুক্ত সময়। অতএব হে আততায়ি-দর্পহারিন্! এক্ষণে গমন করি, চল।" রাম লক্ষ্মণকে যথাকালে জাগাইয়া দিলে তিনি নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ এবং উত্তমরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে সকলে উঠিয়া পবিত্র নদী-জলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ঋষিগণ-সেবিত চিত্রকূট-পথে গমন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই পথে যাইতে যাইতে কমললোচনা সীতাকে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে! ঐ দেখ, বসন্তকাল উপস্থিত হওয়াতে সর্ব্বতোভাবে কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহাতে বোধ হইতেছে, কিংশুক-বৃক্ষ সকল যেন জ্বলিতেছে এবং ফুল-শোভায় বৃক্ষ যেন মালা পরিয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ, ভেলা ও বিল্ববৃক্ষসমূহ ফল ও পুষ্পভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই নির্জ্জন অরণ্যে মনুষ্যের চিহ্ন নাই; সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই ঐ সকল ফল দ্বারা জীবন-ধারণ করিতে পারিব। হে লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, প্রতি বৃক্ষেই মধুকর-সঞ্চিত দ্রোণ-* প্রমাণ মধুচক্র সকল লম্বিত। ঐ দেখ, দাত্যূহ পক্ষী পরম রমণীয় বনভূমিতে শব্দ করিতেছে; তাহা দেখিয়া ময়ূর তাহার অনুকারী হইতেছে। চতুর্দ্দিকই পুষ্প সকলে আচ্ছন্ন হওয়াতে ঐ বনভূমি নিতান্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, পক্ষিসমূহ-ধ্বনিত, হস্তিযূথ-বিচরিত সু-উচ্চ চিত্রকূট-গিরি শোভা পাইতেছে। হে লক্ষ্মণ! আমরা অতিশয় মনোহর ও বহুসংখ্য বৃক্ষে আবৃত, যার পর নাই পবিত্র চিত্রকূট-কাননের সমতল ভূমিতে আনন্দে বিহার করিতে পারিব।" অনন্তর পাদচারী রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত মনোরম চিত্রকূট-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর, নানাজাতীয় পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত, বহুবিধ ফলমূলে অলঙ্কৃত এবং অতিমাত্র সুস্বাদু সলিলে পরিপূর্ণ। রাম তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে প্রিয়দর্শন ভ্রাতঃ! এই পর্ব্বত অতি মনোহর। এখানে নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা সকল শোভিত রহিয়াছে এবং

* দ্রোণ—অর্থে ৩২ সের মধু যে চক্রে থাকে।

অনেক প্রকার ফল-মূলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, এখানে অনায়াসেই আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। বিশেষতঃ এই পর্ব্বতে মহাত্মা মুনিগণ বাস করেন; অতএব ইহাই আমাদের বাসের উপযুক্ত। হে ভ্রাতঃ! আমরা এইখানেই বাস করিব। অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সকলেই বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সীতা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে সংকার করিলেন; পরে রামকে স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া বসিতে বলিলেন; পরে কহিলেন, "আমি তোমার আসিবার কারণ অবগত আছি। এক্ষণে এখানে ঋষিগণের সান্নিধ্যেই বাস করিতে প্রবৃত্ত হও। মহাবাহু রামচন্দ্র যথারীতি বাল্মীকির নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সৌম্য! তুমি ভারসহ ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ সকল আনয়ন করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ কর। এই স্থানে বাস করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে।" লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া বিবিধ বৃক্ষ আহরণ পূর্ব্বক সেই স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ কুটীর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, কপাট-বদ্ধ ও সুদর্শন দেখিয়া রাম একাগ্রচিত্ত শুশ্রূষা-পরায়ণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! আমরা হরিণমাংস আহরণ করিয়া পর্ণশালাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিব। চিরজীবী ব্যক্তিগণের তাহা করা কর্ত্তব্য। হে প্রিয়দর্শন! এক্ষণে তুমি সত্বর মৃগ বধ করিয়া আনয়ন কর। স্মরণ করিয়া দেখ, শাস্ত্রে যে নিয়ম লিখিত আছে, তাহা যথারীতি পালন করা কর্ত্তব্য।" মহাবল লক্ষ্মণ ভ্রাতার আজ্ঞায় মৃগ বধ করিয়া আনিলেন। রাম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি এই মৃগমাংস পাক কর, আমরা বাস্তুপূজা করিব। হে সৌম্য! অদ্য ধ্রুব নক্ষত্র সমুপস্থিত, এই মুহূর্ত্ত অতি শুভদায়ক; অতএব এ কার্য্যে সত্বর হও।" তখন প্রতাপশালী সৌমিত্রি যজ্ঞীয় কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। উহা অতিশয় তপ্ত ও পরিপক্ব হইয়া শোণিতস্রাব বন্ধ হইয়াছে জানিয়া তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন, "আমি এই সর্ব্বকামসাধন কৃষ্ণ-মৃগকে সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সহিত পাক করিয়াছি। হে দেব-সদৃশ! আপনি যাগকার্য্যে কুশল; সুতরাং এক্ষণে দেবগণের উদ্দেশে যাগ করুন।" তখন সেই অমিততেজা গুণবান্ মন্ত্রবিৎ রাম স্নান করিয়া সংযত-চিত্তে সংক্ষেপে যাগ-সমাপন-কারণ মন্ত্র সমস্ত পাঠ করিলেন। পরে পবিত্রভাবে সমস্ত দেবগণকে পূজা করিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সেই অপরিসীম তেজঃসম্পন্ন রামের মনে আহ্লাদ জন্মিল। অনন্তর তিনি বিশ্বদেবগণ, বিষ্ণু ও রুদ্রের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া বাস্তুশান্তির যথাযোগ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে যথাবিধি নদীতে স্নান ও স্থায়ানুসারে জপ করিয়া পাপ শান্তির নিমিত্ত বিশ্বদেবগণের বিশিষ্টরূপ পূজা করিলেন। পূজা সমাপন হইলে তিনি আশ্রমের অনুরূপে বলি প্রদান জন্য অষ্টদিগ্‌বর্ত্তী বেদি-স্থল-বিধান, চৈত্য এবং গণপতির আয়তন ও বিষ্ণুদেবতার আয়তন প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে রাজীবলোচন রাম উপযুক্ত ফল ও মাংস-প্রদান দ্বারা ভূতগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক গৃহপ্রবেশে সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে দেবগণ যেমন সুধর্ম্মসভায় প্রবেশ করেন, তেমনি তাঁহারা সকলে মিলিয়া বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত, উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত সেই মনোহর কুটীরে বাস করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। পরম রমণীয় চিত্রকূট এবং বিবিধ মৃগ-পক্ষীর আশ্রয় ও সুন্দর ঘাটবিশিষ্ট মাল্যবতী নদীতীরে বাস করিয়া রাম আহ্লাদিত হইলেন; এমন কি, তাঁহার অযোধ্যা-বিয়োগজন্য দুঃখও দূরীভূত হইল। ১-৩৫।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

সুমন্ত্রের মুখে দশরথের রামবৃত্তান্তশ্রবণ ও কৌশল্যা কর্ত্তৃক ভর্ৎসনা।

এদিকে রাম দক্ষিণ-তীরে উত্তীর্ণ হইলে রামগত-প্রাণ গুহ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সুমন্ত্রের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। তিনি স্বপুরে অবস্থান পূর্ব্বক রমচন্দ্রের প্রয়াগে ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমন, তথায় অতিথিসৎকার লাভ এবং চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। সুমন্ত্র গুহের নিকট বিদায় লইয়া অশ্ব সকল যোজনা পূর্ব্বক একান্ত বিষণ্ণ-চিত্তে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন। তিনি অতি-অল্পকালের মধ্যেই সুগন্ধি কানন, সরোবর ও নদী সকল এবং গ্রাম ও নগরসমূহ দেখিতে দেখিতে সত্বর যাইতে লাগিলেন। এমন কি, তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যা-সময়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যার, সকলেই নিরানন্দ, কোন দিকে কিছুমাত্র শব্দ নাই। বোধ হয়, সমুদয় নগরী যেন শূন্য, নিরানন্দময় হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় শোকাভিভূত ও বিষাদিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন অযোধ্যানগরী গজ, অশ্ব, রাজা, প্রজা সকলেরই সহিত বুঝি রাম-শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। ১-৭।

সুমন্ত্র এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতগামী অশ্বগণের সাহায্যে সত্বর নগরদ্বারে সমাগত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর শত শত ও সহস্র সহস্র প্রজাপুঞ্জ 'রাম কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। সুমন্ত্র সকলকেই উত্তর করিলেন, 'আমি শৃঙ্গবের-পুরে ভাগীরথীতীরে মহাত্মা ও ধার্ম্মিক রামকে অভিবাদনপূর্ব্বক তথায় রাখিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি।' রামলক্ষ্মণ গঙ্গাপারে গিয়াছেন বুঝিয়া, লোক সকল বাষ্পপূর্ণ-মুখে 'হায় ধিক্!' এই কথা বলিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 'হা রাম!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহামতি সুমন্ত্র সারথি যাইতে যাইতে সেই দলে দলে মিলিত লোক সকলের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন, "আমরা যখন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, তখন নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইলাম। হায়! আমরা দান, যজ্ঞ বা বিবাহ-সম্বন্ধীয় মহৎ মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানকালে সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ রামকে আর দেখিতে পাইব না। হায়! প্রজাগণের কিরূপ করা উচিত, কিরূপে তাহাদের প্রিয়কার্য্য হইবে, কিরূপ করিলে তাহারা সুখে থাকিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া সেই মহাত্মা রাম সকলকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেন।' সুমন্ত্র বিপণিমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রামশোকসন্তাপিত বাতায়নস্থা মহিলাদিগের বিবিধ বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র রাজপথে মুখ আচ্ছাদন করিয়া, যে স্থানে রাজা দশরথ রহিয়াছেন, সেই গৃহে ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলেন। তিনি শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া, রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক জনতাপরিপূর্ণ সপ্তদ্বার পার হইলেন। হর্ম্ম্য, প্রাসাদ এবং সপ্ততল গৃহ হইতে স্ত্রীলোকগণ সুমন্ত্রকে রাম বিনা সমাগত

দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণ অশ্রুবেগ পরিপ্লুত আরক্ত বিমল নেত্র দ্বারা কি করিব, কি হইবে ভাবিয়া, পরস্পরকে অবনতভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সারথি সুমন্ত্র শুনিতে পাইলেন, রামশোকসন্তপ্তা দশরথপত্নীগণ প্রাসাদ হইতে বিলাপধ্বনি করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "সুমন্ত্র রামের সহিত নগর হইতে নির্গত হইয়া এক্ষণে রাম বিনা উপস্থিত হওয়াতে রোদনকারিণী কৌশল্যাদেবীকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন? আমরা বিবেচনা করি, জীবনধারণ করা যেরূপ সুখসাধ্য নহে, মৃত্যুও সেইরূপ সহজে হয় না। দেখ, প্রিয়তম তনয় রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইলেও কৌশল্যা জীবনধারণ করিতেছেন।" রাজমহিষীগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত সুমন্ত্র সারথি শোকাগ্নি দ্বারা দহ্যমান হইয়া রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি একান্ত কাতর-হৃদয়ে অষ্টম কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে নিমগ্ন, অভিভূত ও একান্তদীনভাবাপন্ন হইয়া পাণ্ডুবর্ণ-দেহে গৃহে বসিয়া আছেন। তদ্দর্শনে রাজার সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, রাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমুদয় অবিকল নিবেদন করিলেন। রাজা নিস্তব্ধভাবে সকলই শুনিলেন; শুনিয়া শোকে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তখন পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত ও ভূমিতে পতিত হইলেন রাজা মূর্চ্ছা গিয়াছেন এবং ভূমে পড়িয়া আছেন দেখিয়া, সমস্ত অন্তঃপুরমহিলারা দুঃখে অভিভূত হইয়া বাহু বিস্তার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন কৌশল্যা সুমিত্রাকে সঙ্গে করিয়া ভূপতিত পতিকে উত্থান করাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, "মহাভাগ! এই সুমন্ত্র দুষ্করকর্ম্মকারী রামের দূতস্বরূপ বনবাস হইতে আপনার নিকট আসিয়াছে। আপনি কি জন্য ইহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? পুত্রকে বনবাসে দিয়া এখন কি জন্য লজ্জিত হইতেছেন? উঠুন, আপনার মঙ্গল হউক, শোকে ত কাহারও সাহায্য হইবে না। হে দেব! যাহাকে ভয় করিয়া সারথিকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, সেই কৈকেয়ী ত এখন নিকটে নাই। অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া সারথির সহিত কথাবার্ত্তা বলুন।" শোকাতুরা কৌশল্যা বাষ্প-গদ্গদ-বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই কথা বলিয়াই ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে ভূপতিতা হইলেন এবং তাঁহার পতিকেও তদবস্থ দেখিয়া অন্যান্য মহিষীগণ সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই রোদন-শব্দে তত্রত্য বৃদ্ধ ও যুবা পুরুষ এবং অপরাপর মহিলাগণ রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই অন্তঃপুর রোদন-শব্দে পুনর্ব্বার ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ৮-৩৪।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

সুমন্ত্র কর্ত্তৃক দশরথ-সমীপে রামের উক্তি বর্ণন।

অনন্তর মোহ-বিগত হইয়া রাজা আশ্বস্ত ও প্রত্যাগত-স্মৃতি হইলে তিনি রামের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সারথিকে আহ্বান করিলেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দুঃখ-শোক-সমন্বিত পরম-দুঃখিত মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মহারাজ যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া নূতন-ধৃত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মনও অসুস্থ কুঞ্জরের ন্যায় চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। সুমন্ত্রের দেহ ধূলায় আচ্ছন্ন, মুখ অশ্রুসলিলে পূর্ণ এবং আকার যার পর নাই ব্যাকুলভাবাপন্ন। রাজা অতিশয় কাতর-বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "সুমন্ত্র! সেই নিতান্ত-সুখোচিত ধর্ম্মাত্মা রাম এক্ষণে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া কোথায় থাকিবেন এবং ভোজনই বা কি করিবেন? হে সূত! রাম দুঃখের মুখ কখনও দেখেন নাই; কিন্তু এখন তেমনি দুঃখে পড়িলেন। তথায় শয়নোচিত শয্যা নাই, অতএব রাজার পুত্র হইয়া কিরূপে অনাথের ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিবেন? যিনি গমন করিলে পদাতি, রথ ও হস্তী সকল সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হয়, সেই রাম আমার কিরূপে বিজন বনে বাস করিবেন? অজগর ও সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু এবং কৃষ্ণসর্প সকল বনমধ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ ও অবস্থান করে। সুকুমার রাম-লক্ষ্মণ সীতার সহিত কিরূপে তথায় বাস করিবেন? হে সুমন্ত্র! তাঁহারা রাজার পুত্র হইয়া, তপস্বিনী সুকুমারী জানকীর সহিত কিরূপেই বা রথ হইতে নামিয়া পদব্রজে গমন করিলেন? হে সূত! তুমিই সফলমনোরথ; কেন না, তুমি সেই রাম-লক্ষ্মণকে মন্দরপ্রবেশকারী অশ্বিনীকুমারের ন্যায় বনমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ। হে সুমন্ত্র! বনে প্রবেশ করিয়া রাম কি বলিলেন এবং জানকীই বা কি বলিলেন? হে সূত! তুমি রামের উপবেশন, ভোজন ও শয়নব্যাপার আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সাধুসমাগম দ্বারা যযাতির ন্যায় আমি তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিব।" রাজা কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া সুমন্ত্র বাষ্পগদ্গদ ও স্খলিতবাক্যে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মপালক রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে আপনাকে প্রণাম করিয়া, আমাকে এই কথা বলিলেন, 'হে সূত! তুমি আমার নাম উল্লেখ করিয়া অগ্রে বন্দনীয়-চরণ বিদিতাত্মা পিতৃদেবের চরণযুগলে অবনতমস্তকে প্রণাম করিবে। হে সুমন্ত্র! তুমি আমার কথামতে সমুদায় অন্তঃপুরবাসীকেই অবিশেষভাবে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বলিবে, আমি স্বচ্ছন্দশরীরে বাস করিতেছি। জননী কৌশল্যাকে আমার কুশল ও প্রণাম এবং ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমাদ নিবেদন করিয়া বলিবে, দেবি! আপনি ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যথাকালে অগ্নিগৃহদর্শনাদি করিবেন, দেববৎ রাজার পদসেবা করিবেন এবং মানঅভিমান ত্যাগ করিয়া সপত্নীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন। রাজা কৈকেয়ীর অনুগত; অতএব আপনি কৈকেয়ীকে মান্য করিবেন, আর রাজ-ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক কুমার ভরতের প্রতি রাজবৎ ব্যবহার করিবেন। কেন না, জ্যেষ্ঠ না হইলেও রাজারা সর্ব্বতোভাবেই পূজনীয়। হে সুমন্ত্র! তুমি ভরতকে আমার কথানুসারে কুশল জানাইয়া বলিবে, তুমি সকল জননীর প্রতিই যথাধর্ম্ম ব্যবহার করিবে। তুমি মহাবাহু ইক্ষ্বাকু কুলনন্দন ভরতকে বলিবে, তুমি এক্ষণে যুবরাজ হইয়াছ। অতএব মহারাজকে বিশিষ্টরূপে সাহায্যাদি করিও। রাজা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিও না; তাঁহারই আজ্ঞানুসারে চলিও।' তিনি আমাকে পুনরায় অশ্রুপূর্ণনয়নে ভরতকে বলিতে বলিলেন 'তুমি নিজ জননীর ন্যায় সেই পুত্রবৎসলা জননী কৌশল্যার প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিও।' মহাবাহু, মহাযশা, পদ্মপলাশলোচন রাম আমাকে এই কথা বলিতে বলিতেই অবিরলধারে নেত্রজল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'রাজপুত্র হইয়া কি অপরাধে

আমরা বিবাসিত হইলাম? রাজা কৈকেয়ীর ক্ষুদ্রাদেশ-পালনে প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যাকার্য্যের বিবেচনা করিলেন না। পরন্তু আমরাই সকল প্রকারে কষ্টে পড়িলাম। কৈকেয়ীর লোভবশতই হউক, আর বরদানের অনুরোধেই হউক, যেরূপেই হউক, রামকে বনে দেওয়া অতিমাত্র অন্যায় হইয়াছে। আমার বোধ হইতেছে, রাজা দশরথ ঐশ্বর্য্য হেতু যথেচ্ছাচারের অনুরোধে এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন; নতুবা রামের এমন কোন দোষ নাই, যাহাতে তাঁহাকে বনে দেওয়া যায়। অতএব কেবল বুদ্ধিলাঘব হেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না ভাবিয়া যে রামকে বনে দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই কষ্ট পাইতে হইবে। আমি ত মহারাজে আর পিতৃত্ব দেখিতে পাই না; এখন রামই আমার ভর্ত্তা, ভ্রাতা, বন্ধু ও পিতা। সর্ব্বপ্রজাভিরাম ধার্ম্মিক রামচন্দ্র সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠায়ী হইয়া সর্ব্বলোকপ্রিয় হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বিবাসিত করিয়া সর্ব্বলোকে বিরোধী হইয়া, রাজা কি প্রকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন অথবা কিরূপে লোকরঞ্জনে সমর্থ হইবেন?' মহারাজ! ভূতের আবেশে মন বিহ্বল হইলে লোকে যেমন সকলই ভুলিয়া যায়, তপস্বিনী জানকীও সেই ভাবে বসিয়া থাকিয়া কেবল নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যশস্বিনী রাজপুত্রী পূর্ব্বে কখন এরূপ বিপদ্ দেখেন নাই। এক্ষণে এই দুঃখ দেখিয়া তিনি কেবল রোদন করিতে লাগিলেন; আমাকে কিছুই বলিলেন না। অনন্তর আমাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, নিতান্ত শুষ্কমুখে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার সহসা কান্দিয়া উঠিলেন। রাজন্! রাম সেইরূপ অশ্রুপূর্ণ-মুখে কৃতাঞ্জলি ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বাহু দ্বারা গৃহীত হইয়া অবস্থিত হওত যতক্ষণ আমার সহিত কথোপকথন করিলেন, নিরপরাধা সীতাদেবীও ততক্ষণ সেই ভাবে রোদন করত আপনার রথের ও আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।" ১-৩৭।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

দশরথের বিলাপ।

"মহারাজ! আমি তথা হইতে ফিরিলাম বটে, কিন্তু রাম বনে প্রস্থান করিলেন দেখিয়া, আমার অধীন অশ্ব সকল পথিমধ্যে আসিয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল; কোনমতেই আর রথ বহন করিতে চাহিল না। যাহা হউক, আমি রাম-লক্ষ্মণ উভয়েরই নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহাদের বিয়োগ দুঃখ কোনমতে সংবরণ করিয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলাম। রাম আমাকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইতে পারেন, এই আশায় আমি গুহের সহিত তাঁহারই আবাসে বহুদিন অবস্থিতি করিলাম। তথা হইতে এই আসিতেছি। আসিতে আসিতে দেখিলাম, আপনার রাজ্যে বৃক্ষসকল রামের এই বিপত্তি-দর্শনে পুষ্প, অঙ্কুর ও কোরকের সহিত নিতান্ত কৃশ ও একান্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে; তাহাদের আর সে শোভা বা সৌকুমার্য্য নাই। নদী, পল্বল ও সরোবর সকলেরও জল শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। বন ও উপবন সকলেরও পত্র সকল নিতান্ত শুষ্কভাবাপন্ন হইয়াছে। প্রাণী সকলের গতিশক্তি রহিত হইয়াছে, তাঁহারা আর আহারাদি আহরণ জন্য কোন দিকেই গমন করিতেছে না, হিংস্র জন্তু সকলেরও ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছে। এইরূপে প্রাণিমাত্রেই রামশোকে অভিভূত হওয়াতে সমুদায় অরণ্য একেবারেই নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ হইয়া উঠিয়াছে; নদী সকলের জল কলুষিত ও তন্মধ্যস্থ পদ্মের পত্র সকলও সঙ্কুচিত হইয়াছে। সরোবর সকলেও পদ্ম সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। জলচর পক্ষী ও মৎস্য সকল আর তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কি জলজ, কি স্থলজ, কোন পুষ্পের বা কোন মাল্যেরই আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা বা সুগন্ধি নাই। ফল সকলও ঐ প্রকার হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! উদ্যানমাত্রই শূন্য ও পক্ষিবিহীন এবং উপবনমাত্রই অপ্রীতিকর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, দেখিতেছি। অযোধ্যায় প্রবেশ করিলে কেহই আমায় সম্ভাষণও করিল না; সকলেই রামকে না দেখিয়া বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। হে দেব! রাজপথে যে সকল লোক যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা রাজপথে রামকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই শোকভরে রোদন করিয়া উঠিল। রামদর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতা নিয়ত হাহাকার-শব্দকারিণী কামিনীরা প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও সপ্ততল গৃহ সকলের উপর হইতে রামশূন্য রথ আসিতে দেখিয়া, হাহাকার করত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের বিশাল বিমল নেত্র সকল অশ্রুবেগে ভাসমান হইল। তাহারা যে নিতান্ত কাতর হইয়াছে, ইহাতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। এইরূপে ব্যক্তিমাত্রেই একান্ত ব্যাকুল হওয়াতে কে শত্রু, কে মিত্র এবং কেই বা উদাসীন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ অযোধ্যার মনুষ্যমাত্রেই হর্ষশূন্য, আনন্দশূন্য ও নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন। তাহারা সকলেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। হস্তী ও অশ্ব সকলও যার পর নাই কাতর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে রামকে বনে দেওয়াতে সমুদায় অযোধ্যাই অতিমাত্র অভিভূত হইয়াছে। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, কৌশল্যার ন্যায় অযোধ্যারও যেন পুত্রবিয়োগ হইয়াছে।" রাজা দশরথ সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া বাষ্পগদ্গদ ও পরম দীনবচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "আমি পাপজন্মা ও পাপমনোরথা কৈকয়ী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করি নাই। সামান্য স্ত্রীর মোহে পড়িয়া আমি না বন্ধু, না মন্ত্রী, না বেদজ্ঞ, কাহারই সহিত মন্ত্রণা করিলাম না, সহসাই এই দুষ্কর অনুষ্ঠান করিলাম। হে সুত! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, একমাত্র ভবিতব্যতা বশতই ইক্ষ্বাকুবংশের উচ্ছেদ জন্য যদৃচ্ছাক্রমে এই দারুণ শাসন উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, সুমন্ত্র! আমি যদি তোমার কখন কিছু উপকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে শীঘ্রই রামের নিকট লইয়া যাও। আমার প্রাণ সকল দেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখ হইতেছে। রাম বিনা আমি মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব যদি এখনও আমার প্রাণরক্ষা প্রয়োজন হয়, তবে রামকে শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত কর। অথবা মহাবাহু রাম যদি দূরে গিয়া থাকেন, আর তাঁহাকে ফিরাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে শীঘ্র রথে লইয়া যাইয়া রামের সহিত দেখা করাইয়া দাও। আহা! লক্ষ্মণের অগ্রজ মহাধনুর্দ্ধর নয়নানন্দদায়ক সেই রাম আমার কোথায়? যদি দেহে প্রাণ থাকে, তাহা হইলে সীতার সহিত প্রাণাধিককে আবার দেখিতে পাইব। ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখের বিষয় কি আছে যে, আমি এই প্রকার আসন্নসময়েও ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন রামকে নিকটে দেখিতে পাইলাম না? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা নিরপরাধা জানকি!

আমি যে অনাথের ন্যায় অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করিতেছি, তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না।” অনন্তর রাজা দশরথ দুঃখে অচেতন ও অপার শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কৌশল্যাকে কহিলেন, “হে দেবি! যাহার রামশোক মহাস্রোত, সীতা-বিরহ অন্তঃসীমা, দীর্ঘনিশ্বাস তরঙ্গময় আবর্ত্ত, নয়নবারি আনার, হস্ত মৎস্য, রোদন গর্জ্জন, কেশ শৈবাল, কৈকেয়ী বাড়বানল, কুব্জাবাক্য মকর-কুম্ভীর এবং যাহা হইতে রাম বিবাসিত হইয়াছেন, সেই নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর বর তীরভূমি হইয়াছে, রাম ব্যতিরেকে আমি সেই শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ইহজীবনে কোন কালেই আর তাহার পারাপার হইবে না। আমি যে আজি প্রাণাধিক রামকে লক্ষ্মণের সহিত দেখিতে অভিলাষ করিয়াও দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার মহাপাতকের ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে?” এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে পরম-যশস্বী মহারাজ দশরথ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পতিত হইলেন। রামের জন্য অতিমাত্র করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে করিতে দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে মহিষী কৌশল্যা তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া স্বামীর বিয়োগ-দুঃখ আশঙ্কায় পুনরায় দ্বিগুণ ভয় প্রাপ্ত হইলেন। ১-৩৩।

ষষ্টিতম সর্গ।

কৌশল্যার বিলাপ ও সুমন্ত্র কর্তৃক প্রবোধদান।

তখন কৌশল্যা ভূতাবিষ্টার ন্যায় বারংবার কম্পিতা, ভূপতিতা ও গতস্বপ্নের ন্যায় হইয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, “যেখানে সীতা এবং যেখানে লক্ষ্মণ, তুমি আমায় সেইখানে লইয়া যাও। আমি তাঁহাদিগের বিহনে ক্ষণমাত্রও বাঁচিতে পারিব না। তুমি শীঘ্রই রথ ফিরাও এবং আমাকে দণ্ডক-বনে লইয়া যাও। যদি তাঁহাদের সঙ্গী হইতে না পাই, তাহা হইলে আমি যমালয়ে গমন করিব।” তখন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পবেগাচ্ছন্ন স্খলিতবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, “দেবি! আপনি শোক, মোহ ও দুঃখবেগ ত্যাগ করুন; রাম মনের সুখেই বনে বাস করিবেন। আর লক্ষ্মণ অতি ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি রামের পদসেবা করিয়া পরকালের কার্য্য করিয়া লইতেছেন। রামগতপ্রাণা সীতাও তাঁহার সহবাসে বিজন-বনে গৃহের ন্যায় নিঃশঙ্কে ও আনন্দে বাস করিবেন। আমি তাঁহার কোন অংশেই কিছুমাত্র দৈন্য দেখি নাই; অতএব আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি অনায়াসেই প্রবাসে থাকিবার উপযুক্ত। তিনি পূর্ব্বে এই নগরের উপবনে গমন করিয়া যেমন বিহার করিতেন, নির্জ্জন অরণ্য সকলেও তেমনি বিহার করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা বিজন-বনবাসিনী হইলেও বালিকার ন্যায় কোন দুঃখই অনুভব না করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে রামরূপ উপবনে পরম সুখে বিচরণ করিতেছেন। তিনি রামগতপ্রাণা ও রামগতমনা। রাম-বিরহে অযোধ্যা নিশ্চয়ই তাঁহার অরণ্য হইত। সুতরাং গ্রাম, নগর ও নদী সকলের গতি এবং নানাবিধ বৃক্ষ, যাহা কিছু দেখেন, তিনি তাহারই বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং রাম বা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানিয়া থাকেন। তিনি যেন অযোধ্যার ক্রোশমাত্র-ব্যবহিত বিহার-কাননে রহিয়াছেন। সীতাসংক্রান্ত এই পর্য্যন্ত ঘটনাই আমার স্মরণ হইতেছে। তিনি দুঃখাবেগবশে কৈকেয়ী সম্বন্ধে হঠাৎ কোন কথা বলিয়াছেন কি না, তাহা আমার মনে হইতেছে না।” সুমন্ত্র প্রমাদবশতঃ সমুপস্থিত কৈকেয়ী-বাক্য উপসংহার করিয়া কৌশল্যাকে প্রীতিজনক মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, “পথশ্রম, বায়ুবেগ, ব্যস্ততা অথবা আতপতাপ, কিছুতেই জানকীর সেই চন্দ্রকিরণ-শোভাময়ী বিমল প্রভা ম্লান হয় নাই, অথবা তাঁহার সেই পদ্মসদৃশ ও পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম সুকুমার বদনমণ্ডলও মলিন হইয়া যায় নাই। তাঁহার চরণ-যুগল স্বভাবতঃ অলক্তক-রসের ন্যায় রক্তবর্ণ; সুতরাং অলক্তক-বিহীন হইয়াও অদ্যাপি উহাদের পদ্মকেশরসদৃশ সুকুমার প্রভার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তিনি রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ আজিও অলঙ্কার সকল ত্যাগ করেন নাই। তিনি পদবিন্যস্ত নূপুর-রবে হংসাদির ধ্বনি স্বণিত করিয়া বিলাসভরে গমন করিয়া থাকেন। তিনি রামের বাহু-বল আশ্রয় করিয়া বনমধ্যে গজ বা সিংহ অথবা ব্যাঘ্র দেখিয়াও কোন অংশেই কিছুমাত্র শঙ্কা করেন না। অতএব আপনি তাঁহাদের জন্য, নিজের জন্য ও রাজা দশরথের জন্য শোক করিবেন না। বলিতে কি, রামের এই অদ্ভুত চরিত চিরকালই লোকে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহারা এখন বনবাসী ও বন্য-ফলমূলাশী তপস্বী হইয়াছেন; সুতরাং একেবারেই শোক ত্যাগ করিয়া নিতান্ত প্রফুল্ল-চিত্তে পিতার পবিত্র আজ্ঞা পালন করিতেছেন।” কৌশল্যা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; সুমন্ত্র ঐরূপে যুক্তিযুক্ত বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেও তিনি শান্ত না হইয়া ‘হা প্রিয় পুত্র! হা রঘুনন্দন!’ বলিয়া বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ১-২৩।

একষষ্টিতম সর্গ।

দশরথের প্রতি কৌশল্যার পরুষোক্তি।

গুণাভিরাম ধর্ম্মরত রামচন্দ্র বনগত হইলে, কৌশল্যা ব্যাকুল-হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে স্বামী দশরথকে কহিলেন, “দয়ালু, দানশীল ও প্রিয়বাদী বলিয়া তিন লোকেই আপনার বিপুল যশ বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, আপনি নরবরশ্রেষ্ঠ; তবে আপনি কিরূপে কোন্ প্রাণে বধূমাতা সীতার সহিত দুই পুত্রকে বনবাসী করিলেন? আহা! রাম-লক্ষ্মণ পরমসুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন; কখন ক্লেশের লেশমাত্র জানেন না, না জানি, কি করিয়া এই ক্লেশ সহ্য করিবেন! সীতার এই তরুণ বয়স; বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বদাই সুখভোগ করিবার যোগ্য-পাত্রী। সেই কোমলাঙ্গী জনকনন্দিনী জানকীও না জানি কিরূপে শীতাতপ সহ্য করিবেন! আহা! আয়তলোচনা জানকী সর্ব্বদাই সুন্দর রসনা-তৃপ্তিকর ব্যঞ্জন সহিত উপাদেয় অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন; এখন তিনি কিরূপে অরণ্যে নীবার-ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবেন? আহা! সেই কল্যাণী নিয়ত মনোহর গীত-বাদ্য শ্রবণ করিয়াছেন; এখন তিনি কিরূপে মাংসাশী সিংহ প্রভৃতি হিংস্রক পশুগণের দারুণ কঠোর শব্দ শ্রবণ করিবেন? আহা! এখন সেই মহাবল মহেন্দ্রধ্বজতুল্য রাম সুবিশাল ভুজ উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করিতেছেন? না জানি, আবার আমি কত দিনে রামের সেই পদ্মসদৃশ আয়ত লোচন, পদ্মসদৃশ মনোহর বর্ণ এবং পদ্মসদৃশ সুগন্ধি-নিশ্বাস-যুক্ত, সুকোমল কেশগুচ্ছ-বিরাজিত, পরম সুকুমার মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব? আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসম, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না,

রামকে না দেখিয়া এখনও উহা সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না। মহারাজ! আপনি বৃদ্ধগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া সহসা কি শোচনীয় অনুষ্ঠান করিলেন! আমার রাম-লক্ষ্মণ সর্ব্বপ্রকারেই সুখভাগী হইয়াও কৈকেয়ীর তাড়নায় নিতান্ত অনাথ অবস্থায় বনে বনে ধাবমান হইতেছেন। যদিও রাম পঞ্চদশ বর্ষে আবার দেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন ভরত যে তাঁহাকে রাজ্য ও ধনাগার ছাড়িয়া দিবে, এরূপ বোধ হয় না। শ্রাদ্ধকালে কোন কোন ব্যক্তি অগ্রে আত্মীয়-স্বজনকে ভোজন করাইয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া, পশ্চাৎ দ্বিজোত্তমগণকে ভোজন করাইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু সে স্থলে গুণবান্, বিদ্বান্ ও দেবতুল্য ব্রাহ্মণেরা সুধাভক্ষণেও ইচ্ছা করেন না। বৃষ সকল যেমন আপনাদের শৃঙ্গচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ব্রাহ্মণগণের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন-ভক্ষণে সম্মত হন না। মহারাজ! গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের ভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে কি জন্যই বা অস্বীকার না করিবেন? ব্যাঘ্র কখন পরভুক্ত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে না; পুরুষ-ব্যাঘ্র রাম ভরতভুক্ত রাজ্যগ্রহণে কখনই অভিলাষ করিবেন না। আজ্য, হবি, পুরোডাশ, কুশ ও খদিরকাষ্ঠের যূপ, এই সকল একবার যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে কখনই ব্যবহার হয় না। রাম হৃতসার সুরা অথবা হৃত সোম যজ্ঞের ন্যায় ভরতের ভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইবেন না। বলবান্ ব্যাঘ্র যেমন লাঙ্গুল স্পর্শ সহ্য করে না, রামও তেমনি এবংবিধ অসৎকার কোন অংশেই সহ্য করিবেন না। তিনি স্বয়ং অতিমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ; লোকদিগকেও ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন; সুতরাং যদিও সুরাসুর সহিত সমুদয় লোক যুদ্ধে তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে, তথাপি তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া কখনই অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। তিনি মহাবীর্য্য ও মহাবাহু। যুগান্তকালীন ভগবান্ যেমন ভূত সকল দগ্ধ ও সাগর সকল শুষ্ক করেন, তিনিও তেমনি সুবর্ণময় সায়কসমূহে অনায়াসেই ঐরূপ করিতে সমর্থ হয়েন। অহো! মৎস্য যেমন নিজ সন্তানকে ভক্ষণ করে, আমার কমললোচন রামও তেমনি সিংহের ন্যায় বলশালী ও সকল লোকের শ্রেষ্ঠতর হইয়াও নিজের পিতা কর্তৃক নষ্ট হইলেন। সনাতন ঋষিগণ বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের আচরিত যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, আপনার তাহাতে বিশ্বাস নাই। সেই জন্যই আপনি পরম ধার্ম্মিক পুত্রকেও বিবাসিত করিলেন। ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র এবং তৃতীয় গতি পিতৃবর্গ; তাহার আর চতুর্থী গতি নাই। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব, আপনি আমার প্রথম গতি হইলেও আমার নহেন. তাহাতে আবার আমার দ্বিতীয় গতি পুত্র রামকেও বনে দিলেন। আমি বিধবা নহি যে, রামের জন্য বনে যাইতে ইচ্ছা করিব; অতএব আপনি আমার সকল দিকই নষ্ট করিলেন। এইরূপে আপনি রাজ্য সহিত নগর নষ্ট করিলেন, সমুদয় মন্ত্রীর সহিত প্রজাদিগকে বিনষ্ট করিলেন এবং সমুদয় নগরবাসীকেও নষ্ট করিলেন। কেবল আপনার ভার্য্যা কৈকেয়ী ও পুত্র ভরত এখন পরম আহ্লাদে রহিবে।" কৌশল্যার এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ অতীব দুঃখিত হইয়া 'হা রাম!' বলিয়া অচেতন ও রামকে উদ্দেশ করত মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন; পরে চেতনালাভ করিয়া শোকসাগরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত রহিল। ১-৩৭।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

দশরথ কর্তৃক কৌশল্যার প্রসাদ-সম্পাদন।

শোকাবেগে ক্রুদ্ধা রামজননী কৌশল্যার এইরূপ দারুণ কথা শুনিয়া, রাজা দশরথ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে মোহ উপস্থিত হইয়া তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করত তিনি কৌশল্যাকে পার্শ্বে দেখিয়া পুনরায় চিন্তাযুক্ত হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে তিনি পূর্ব্বে অজ্ঞান বশতঃ শব্দবেধী বাণে ঋষিকুমারের প্রাণবধরূপ যে অকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িয়া গেল। সেই শোক ও রাম-শোক উভয় শোকে তিনি ব্যাকুলচিত্ত ও পরিতাপিত হইতে লাগিলেন। তিনি উভয়শোকে দহ্যমান ও দুঃখিত হইয়া কৌশল্যা দেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি এই অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পরের প্রতিও তুমি সর্ব্বদা দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাক। গুণবান্ বা গুণহীন হউন, স্বামীই ধর্ম্মজ্ঞা রমণীগণের প্রত্যক্ষ দেবতা। তুমিও সর্ব্বদা ধর্ম্মে তৎপর হইয়া আছ এবং কোন্ বিষয়ই বা হেয় আর কোন্ বিষয়ই বা উপাদেয়, তাহাতেও তোমার দৃষ্টি আছে; অতএব দুঃখ পড়িয়া আমাকে এই দারুণ পুত্রশোকের উপর এইরূপ অপ্রিয় বাক্য বলা বিধেয় নহে।" দীনভাবাপন্ন রাজা দশরথের এই প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া, পয়োনালী যেমন বর্ষা-জল মোচন করে, কৌশল্যা তেমনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে সম্ভ্রম সহকারে স্বামীর ঐ অঞ্জলিপুট আপনার মস্তকে রাখিয়া ভীত ও গদ্গদ বচনে পরম সমাদর সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, "দেব! আমি ভূমিলুণ্ঠিতা হইয়া আপনার চরণ স্পর্শ করিতেছি। আপনি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতেই আমি নষ্ট হইলাম; কেন না, আপনার আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা বিধেয় নহে। স্বামী উভয় লোকেই পরম গৌরবের বস্তু। তিনি যে স্ত্রীকে এইরূপে অনুনয় করেন, সে রমণী কখনই কুলস্ত্রী নহে। হে ধর্ম্মবিদ্! আমি ধর্ম্ম জানি এবং আপনি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি। নিদারুণ পুত্রশোকে বিহ্বল হওয়াতেই আমার মুখ হইতে ঐরূপ অনুচিত কথা বাহির হইয়াছে। দেখুন, শোকে ধৈর্য্যনাশ হয়, শোকে জ্ঞাননাশ হয়; অধিক কি, শোকেই সর্ব্বনাশ হয়। শোকের সমান আততায়ী নাই। শত্রুর হস্তের প্রহার সহ্য করা যায়, কিন্তু অল্পমাত্র শোকও সহ্য করা সাধ্য হয় না। পুত্রশোকের কথা আর কি বলিব? গণনায় রাম আজ পাঁচ রাত্রি বনে গিয়াছেন; কিন্তু আমার এই পাঁচ রাত্রি পাঁচ বৎসরের সমান হইয়াছে! রামের শোকে আমার আর কিছুতেই আহ্লাদের লেশমাত্র নাই। এই কয় রাত্রি রামের চিন্তাতেই আমি মগ্ন হইয়া আছি। যেরূপ নদীবেগ দ্বারা সমুদ্র-সলিল বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রাম-চিন্তায় আমার হৃদয়ে শোক বর্দ্ধিত হইতেছে।" কৌশল্যা এইরূপ শুভকথা বলিতে লাগিলে, ক্রমে সূর্য্যকিরণ ক্ষয় ও রাত্রি উপস্থিত হইল। রাজা দশরথ তাঁহার কথা শুনিয়া যুগপৎ হর্ষশোক-সমন্বিত হইয়া নিদ্রা লাভ করিলেন। ১-২০।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

ঋষিকুমার-বধ-বৃত্তান্ত।

রাজা দশরথ শোকোপহত-চেতন হওয়াতে ক্ষণমাত্রেই জাগিয়া উঠিলেন। তখন পুনরায় চিন্তায় আচ্ছন্ন হইলেন। যেরূপ অসুর সম্বন্ধিনী ছায়া সূর্য্যকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসনরূপ উপসর্গ ইন্দ্রোপম সেই রাজা দশরথকে তখন আক্রমণ করিল। রাম ভার্য্যার সহিত বনে যাইলে তাঁহার পূর্ব্ব-দুষ্কর্ম্ম স্মরণ হওয়াতে তিনি অসিতাপাঙ্গী কৌশল্যাকে সেই বৃত্তান্ত বলিতে অভিলাষী হইলেন। রাম বিবাসিত হইলে ষষ্ঠ দিবসে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে তাঁহার ঐ পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সহসা মনে পড়িয়া গেল। পুত্রশোকার্ত্ত সেই রাজা আপনার দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া পুত্রশোকার্ত্তা কৌশল্যাকে কহিলেন, "অয়ি কল্যাণি! ভাল বা মন্দ যাহা কিছু করা যায়, কর্ত্তাকে আপনার সেই কর্ম্মজন্য ফল ভোগ করিতে হয়। ভদ্রে! তন্মধ্যে যে ব্যক্তি কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে সেই কর্ম্মের লাঘব-গৌরব কিংবা ভাল-মন্দ বিচার না না করে, তাহাকেই বালক বলে। যে ব্যক্তি পুষ্প দেখিয়া ফললোভী হইয়া আম্রবৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক পলাশমূলে জলসেক করে, ফলের সময় তাহাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ফলের অনুসন্ধান না লইয়া শুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেও ফলের সময় পলাশ-সেচকের ন্যায় শোক করিতে হয়। রামকে ত্যাগ করাতে আমারও আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশ-বৃক্ষে জল সেচন করা হইয়াছে; অতএব এখন শোকভোগ করিতে হইতেছে। যাহা হউক, পূর্ব্বেই কুমার অবস্থায় আমি শব্দবেধী বলিয়া বিখ্যাত হইবার অভিলাষে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক যে পাপ করিয়াছিলাম, হে দেবি! সেই পাপেই আমার এই দুঃখ ঘটিল। আমি নিজেই এই দুঃখের হেতু। বালক যেমন অজ্ঞান প্রযুক্ত বিষ ভক্ষণ করে, সেইরূপ আমিও না জানিয়া এই পাপে বিনষ্ট হইলাম। সামান্য লোকে যেমন পলাশের পুষ্পেই মোহিত হইয়া তাহার ফলের দিকে দৃষ্টি করে না, আমিও সেইরূপ শব্দবেধী হওয়ায় যে এরূপ ফল, তাহা না জানিয়া ইহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই এবং আমিও যুবরাজ ছিলাম, ঐ সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, আমার কামবেগ বর্দ্ধিত হইল। সূর্য্যদেব স্বীয় প্রখর কিরণে পার্থিব রস সমস্ত শোষিত ও সমুদায় সংসার সন্তপ্ত করিয়া প্রেতগণসেবিত সেই ভয়ঙ্কর দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিলে, গ্রীষ্মের প্রভাব একেবারেই তিরোহিত হইল এবং আকাশে স্নিগ্ধবর্ণ মেঘ সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভেক, চাতক ও ময়ূর সকল আহ্লাদিত হইল। বর্ষাজলে পক্ষী সকল আর্দ্র-পক্ষ ও স্নাত হইয়া অতি কষ্টে বৃষ্টি ও বায়ুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষ সকল আশ্রয় করিতে লাগিল। পতিত ও অনবরত পতমান বর্ষাজলে আচ্ছন্ন হওয়াতে পর্ব্বত সকল জলরাশির ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। চাতক সকল আহ্লাদে মত্ত হইয়া তাহাতে বিচরণ করিতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে বিমল স্রোত সকল গৈরিকাদি বিবিধ ধাতু-মিশ্রিত হইয়া ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ হইয়া সর্পের ন্যায় বক্র-গতিতে পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। এই প্রকার অতি সুখকর বর্ষাকালে রজনীতে আমি অজিতেন্দ্রিয়তা-প্রাপ্ত মৃগয়া-বিহারে সঙ্কল্প করিয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক রাত্রিতে পান-ভূমিতে জলপানাশয়ে সমাগত মৃগ, মহিষ, মাতঙ্গ অথবা অন্যান্য শীকারী জন্তু বধ করিবার জন্য সরযূ-তীরে গমন করিলাম। অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকারময় জলমধ্যে কুম্ভ-পূরণ-শব্দ শুনিতে পাইলাম। বোধ হইল, যেন কোন হস্তী শব্দ করিতেছে। এই প্রকার অনুমান করিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করত ঐ হস্তী শীকার জন্য তূণীর হইতে বিষধর সর্পসদৃশ দীপ্তিমান্ শর উদ্ধৃত করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যের দিকে শর নিক্ষেপ করিলাম। আমি যথায় সেই আশীবিষতুল্য নিশিত বাণ মোচন করিলাম, তথায় সেই বাণে আহতমর্ম্মা জলপতিত কোন এক বনবাসী ব্যক্তির 'হা! হা!' এই স্পষ্টধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইলে এই মনুষ্যবাক্য শুনিতে পাইলাম, 'আমি তপস্বী; রাত্রিতে জল লইয়া যাইবার জন্য এই নির্জ্জন নদীতে আসিয়াছি; অতএব আমার উপরে কিরূপে শস্ত্রাঘাত হইল? মাদৃশ তপস্বিগণের উপর কি প্রকারে শস্ত্রাঘাত হইল? এই নির্জ্জন রাত্রিতে নদী-তীরে জলাহরণ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম, কোন্ জন কর্ত্তৃক আমি বাণাহত হইলাম? কাহারই বা আমি অপকার করিয়াছি? বন্যফলমূলাহারে জীবন ধারণ করি ও বনে বাস করিয়া থাকি। আমরা ন্যস্তদণ্ড ঋষি, তবে কেন আমার উপর প্রহার হইল? বল্কলাজিনবাসা জটাভারধারী মদ্বিধ জনের শস্ত্র দ্বারা বধ কিরূপে বিধান হইতে পারে? আমাকে বধ করিয়া কি অর্থসিদ্ধি হইবে? অথবা আমি কাহারও অপকার করি নাই, ইহা নিষ্ফল কার্য্য, কেবল অনর্থকর। গুরুতল্পগামীকে যেমন কেহ সাধু মনে করে না, যিনি আমার এই বধসাধন করিলেন, তাঁহাকেও কেহ ভাল বলিবে না। আমি আপনার প্রাণভয়ে এইরূপ শোক করিতেছি না; আমি কেবল পিতা-মাতার জন্যই মরণ-ভয় করিতেছি, তাঁহাদিগকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি ভরণপোষণ করিয়াছি। আমি বাণাহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে আমার বৃদ্ধ পিতামাতা কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিবেন? আহা! আমি এবং আমার সেই বৃদ্ধ মাতাপিতা এককালে সকলেই নিহত হইলাম! হায়! কোন্ বালকবুদ্ধি আমাদের সকলকেই হনন করিল!' দেবি! আমি নিয়ত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং সেই করুণান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলাম; এমন কি, আমার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল। রাত্রিযোগে বিলাপকারী সেই ঋষির করুণাযুক্ত বাক্য শুনিয়া আমি শোকাচ্ছন্ন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান-রহিত হইলাম। পরে দীনভাবাপন্ন ও অত্যন্ত দুঃখিত-মনে সেই স্থানে গমন করিলাম। গমন করিয়া দেখি, সরযূতীরে সেই তাপস অস্ত্র-বিদ্ধ, ধূলি-সমাচ্ছন্ন, শোণিতাক্তকলেবর ও প্রকীর্ণ-জটাভার হইয়া ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে জলকুম্ভ স্খলিত হইয়াছে। সেই তাপসও আমাকে নয়ন দ্বারা ভীত ও ব্যাকুল-চিত্ত দেখিয়া যেন স্বীয় তেজে দগ্ধ করিয়া এই ক্রূর বাক্য বলিলেন, 'রাজন্! বনবাসী আমি তোমার কি অপকার করিয়াছি? আমি গুরুজনের জন্য জল আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, আপনি আমাকে তাড়না করিলেন এবং একটি বাণ দ্বারাই মর্ম্মাভিহত করিয়াছেন। আমার মাতা-পিতা উভয়েই বৃদ্ধ ও অন্ধ। দুর্ম্মতে! তাঁহারা পিপাসিত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা আমার প্রতিগমনের প্রত্যাশায় অতি কষ্টে তৃষ্ণা ধারণ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই নাই। পিতা জানেন না যে, আমি এইরূপে ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছি।

জানিলেই বা তিনি কি করিতে পারেন? তিনি স্বয়ং অশক্ত এবং অন্ধত্ব-নিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণ অক্ষম। একটি অচল ভেদ করিলে যেমন অন্য অচল তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, আমার পিতাও সেইরূপ অচল ও অসমর্থ। রাঘব! আপনি শীঘ্র আমার পিতার নিকট গমন করিয়া এই সমুদয় ঘটনা নিবেদন করুন। যে পর্য্যন্ত পিতা আপনাকে বায়ু-বর্দ্ধিত অগ্নি কর্ত্তৃক বনদহনের ন্যায় দগ্ধ করিয়া না ফেলেন, তন্মধ্যেই আপনি শীঘ্র যাইয়া পিতার নিকট এই বার্ত্তা প্রদান করুন। হে রাজন্! এই ক্ষুদ্র পথ দিয়া আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায়। তথায় গিয়া আপনি পিতাকে প্রসন্ন করুন, যাহাতে তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ প্রদান না করেন। হে রাজন্! আমার মর্ম্মস্থান হইতে নিশিত শর উদ্ধার করিয়া আমাকে শল্যহীন করুন। হে রাজন্! নদীবেগ যেমন সমুচ্ছ্রিত বালুকাময় তীরপ্রদেশকে আহত করে, সেইরূপ আপনার এই সুতীক্ষ্ণ শর আমার মর্ম্মে আঘাত করিতেছে; অতএব বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লও।' দেবি! এই সময়ে আমার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, মর্ম্মবিদ্ধ শল্য ঋষিকুমারকে যার পর নাই যাতনা দিতেছে; কিন্তু যদি আমি শল্য উদ্ধার করি, তাপসকুমার এখনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন; শল্য আকর্ষণের সময় আমি দুঃখিত, শোকাকুলিত ও একান্ত কাতর হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বিবৃত্তাঙ্গ, অবসন্ন, ক্ষয়োন্মুখ, পরমাত্মদর্শী মুনিকুমার আমাকে তাদৃশ কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! আমি স্থিরচিত্তে বলিতেছি, আপনি আমাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা আশঙ্কা করিবেন না, আমি দ্বিজাতি নহি। আপনার মনে ব্যথা না হউক। হে নরবরাধিপ! আমি বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।' বাণাভিহত হইয়া অতি কষ্টে মুনিকুমার এইরূপ বলিলে পর আমি তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। মর্ম্মস্থল ক্ষত হওয়াতে অতিশয় ক্লেশ প্রযুক্ত জলে পড়িয়া গিয়া, তাঁহার সর্ব্বশরীর আর্দ্র হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে সরযূ-নদীতীরে প্রাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন। মহিষি! তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই বিষাদিত, শোকান্বিত ও মর্ম্মাহত হইলাম।" ১-৫৪।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দশরথের প্রাণত্যাগ।

তাপসকুমারের অসদৃশ বধ-বিবরণ স্মরণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যাকে এই কথা বলিলেন, "দেবি! আমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত এই প্রকার মহাপাপ করিয়া আকুলেন্দ্রিয় হইয়া একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এখন কিসে মঙ্গল হয়? অনন্তর আমি জলপূর্ণ ঘট লইয়া ঋষিকুমার-কথিত পথ ধরিয়া তদীয় পিতার আশ্রমে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখিলাম। তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় এবং শরীর অতিশয় দুর্ব্বল; দেখিয়া বোধ হইল যেন, পক্ষিদ্বয়ের পক্ষ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তজ্জন্য তাঁহারা আর উঠিতে বা চলিতে পারেন না। পুত্র জল আনিবে, তাঁহাদের এই আশা যদিও আমি জন্মের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছি, তথাপি তাঁহারা সেই আশা করিয়া অনাথের ন্যায় বসিয়া পুত্রের কথা ভাবিয়া অনবরতই পুত্রের কথা কহিতেছেন; তাঁহারা কিছুমাত্র শ্রম বোধ করিতেছেন না। আমি শোকাকুলচিত্ত ও ভয়প্রযুক্ত প্রায় চৈতন্য-বিহীন হইয়াছিলাম, সেই আশ্রমে যাইয়া আমার শোক আরও বর্দ্ধিত হইল। পুত্র-বোধে ঋষি আমার পদশব্দ শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! কি জন্য তোমার বিলম্ব হইল? যাহা হউক, শীঘ্র পানীয়-বারি লইয়া আইস। তাত! তুমি এতক্ষণ জলে খেলা করিতেছিলে, তোমার মাতা সে জন্য উৎকণ্ঠিত ও কাতরা হইয়াছেন। এক্ষণে কুটীরে প্রবেশ কর হে যশোভাজন! আমি বা তোমার মাতা যদি কিছু অপ্রিয় করিয়া থাকি, তুমি তাহা মনে করিও না। আমরা অগতি ও চক্ষুহীন; তুমিই আমাদের গতি ও চক্ষু। আমাদের প্রাণ তোমাতেই আসক্ত; অতএব তুমি কি জন্য কথা কহিতেছ না?" মুনি ব্যঞ্জনাক্ষরবিরহিত, গদগদ ও অস্ফুট স্বরে এইরূপ কহিলে আমি অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে পুত্র-বিয়োগরূপ ব্যসন-ভয়ে বলিলাম, "ভগবন্! আমি ক্ষত্রিয়; আমার নাম দশরথ। আমি আপনার পুত্র নহি। অধুনা সাধুজন-বিগর্হিত স্বকর্ম্ম-জনিত এই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পানভূমিতে জলপান জন্য সমাগত হস্তী বা অন্য কোন শীকারী জন্তু বধ করিবার মানসে শরাসনহস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। তথায় জলমধ্যে কুম্ভ-পূরণশব্দ শুনিয়া হস্তি-বোধে তাহার উপর শরাঘাত করিলাম। অনন্তর সরযূর তীরে গমন করিয়া দেখিলাম, এক ঋষি মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আমার শরে তাঁহার হৃদয় একেবারেই নির্ভিন্ন হইয়াছে। তিনি অনবরত পরিতাপ করিতেছেন। তৎপরে আমি তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহারই কথামত তৎক্ষণাৎ মর্ম্ম হইতে শর উদ্ধৃত করিলাম। শর উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি তখনই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান-সময়ে আপনাদের উদ্দেশে কতই শোক ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি না জানিয়াই সহসা আপনার পুত্রের প্রাণ-হত্যা করিয়াছি; তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করুন; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" মৎকথিত এই দারুণ কথা শুনিয়া ভগবান্ মুনি আমাকে শাপ প্রদান করিতে পারিলেন না। পরন্তু বাষ্প-পূর্ণ বদন ও শোকমূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মহাতেজা আমাকে বলিলেন, "তুমি যে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, যদি নিজেই আমাকে না বলিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক এখনি শত সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। হে রাজন্! ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী মহেন্দ্রও যদি সম্যক্ বানপ্রস্থ-ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিকে জ্ঞানপূর্ব্বক বধ করিতেন, তবে তাঁহাকেও স্থানচ্যুত হইতে হইত। আমার পুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী তপোনিষ্ঠ ঋষির উপর জ্ঞানপূর্ব্বক শরত্যাগ করিলে, ত্যাগকর্ত্তার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তুমি না জানিয়াই এই গর্হিত অনুষ্ঠান করিয়াছ, সেই জন্য এখনও বাঁচিয়া আছ; অন্যথা তোমার কথা কি, সমগ্র রঘুবংশ নির্ম্মূল হইত। যাহা হউক, রাজন্! এখন তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া যাও। আমরা একবার বৎসকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সহিত ইহজন্মে আমাদের আর কখনও দেখা

হইবে না। আহা! বৎস মৃত্যুর বশীভূত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে এবং বল্কল খসিয়া পড়িয়াছে।" আমি পুত্রশোকাতুর ঋষিদম্পতিকে সেই স্থানে লইয়া গেলাম এবং তাঁহারা দেখিতে পান না বলিয়া তাঁহাদিগকে পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া দিলাম। তাঁহারা পুত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে স্পর্শ করিয়া উভয়েই তাঁহার মৃত শরীরের উপর পতিত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ ঋষি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আজি আমার প্রণাম বা সম্ভাষণ করিতেছ না কেন এবং কি জন্যই বা ভূমিতে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ? বৎস! আমিই যেন তোমার অপ্রিয় হইয়াছি; কিন্তু তোমার জননী ত কোন অপ্রিয় ব্যবহার করেন নাই। অতএব তুমি নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক অবলোকন কর। বৎস! তুমি কি জন্য আলিঙ্গন করিতেছ না, বল? একবার সুমিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ কর। তুমি যখন শেষরাত্রে মধুরস্বরে শাস্ত্র বা পুরাণ পাঠ করিতে, শুনিয়া আমার হৃদয় অতিমাত্র আহ্লাদিত হইত। আর আমি কাহার মুখে শাস্ত্র-কথা শুনিয়া ঐরূপ প্রীতি অনুভব করিব? হে পুত্র! আমি শোক ও ভয়ে কাতর হইলে, প্রাতঃকালে কে আর স্নান করত সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিবে? বৎস! অন্ধ হওয়াতে আমি একেবারেই কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। পানীয় ও ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উদরপূর্ত্তি করি, আমার সে ক্ষমতা নাই। তুমিই আমাদের স্নান-পানাদি সকল বিষয়ই সম্পন্ন করিয়া দিতে; কিন্তু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলে। এখন আর কেই বা কন্দ, মূল ও ফল আহরণ করিয়া প্রিয় অতিথির ন্যায় আমাকে ভোজন করাইবে? পুত্র! তোমার এই জননীও বৃদ্ধ, অন্ধ ও নিতান্ত নিরুপায়, তুমিই একমাত্র ইঁহার গতি; এখন তোমা বিনা কিরূপে ইঁহার ভরণ-পোষণ করিব? অতএব বৎস! তুমি থাক, যমালয়ে যাইও না; অথবা যদি একান্তই যাইবে, অদ্য অপেক্ষা কর; কল্য আমার ও গর্ভধারিণীর সহিত একত্রেই গমন করিবে। তোমাকে ছাড়িয়া অনাথ, অসহায় ও শোকে অভিভূত হইয়া আমরা কোন মতেই এই বনে থাকিতে পারিব না, শীঘ্রই যমভবনে গমন করিব। তথায় যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কথা বলিব, যে দোষে আমাদের পুত্রবিয়োগ ঘটিয়াছে, তোমাকে তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবে। সেই পুত্র এক্ষণে স্বীয় পিতামাতা আমাদের উভয়েরই পালন করুন। আমি অনাথ, সুতরাং সেই মহাযশা ধর্ম্মাত্মা যমও অবশ্যই আমাকে এই অভয় দান করিবেন। ইহাই আমার প্রার্থনা। বৎস! তুমি অপাপ, কিন্তু পাপাত্মার হস্তে তোমার মৃত্যু ঘটিল; অতএব শস্ত্রযোধী বীরগণ যে লোকে গমন করে, তুমি আমার সত্যবলে সেই সকল লোক প্রাপ্ত হও। অথবা যাঁহারা সংগ্রামে পলায়ন না করিয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন, তাঁহাদিগের যে গতি হয়, তোমারও সেই পরমা গতি লাভ হউক। অথবা সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার এই সকল রাজর্ষির যে গতি হইয়াছে, বৎস! তোমারও সেই গতি হউক। অথবা সর্ব্বভূতের যে গতি হয়, বেদপাঠ বা তপস্যা করিলে যে গতি হয়, ভূমিদান বা নিত্য হোম করিলে যে গতি হয়, কিংবা যে ব্যক্তি একমাত্র ধর্ম্মপত্নীতে আসক্ত, তাহার যে গতি হয়, বৎস! তোমার সেই গতি হউক। আমাদের এই অতি পবিত্র তপস্বি-বংশে জন্মিয়া কেহ কখনও অশুভা গতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। যে ব্যক্তি এইরূপ তোমাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার অসদ্গতিলাভ হইবে।" এইরূপে তিনি বারংবার করুণ-স্বরে বিলাপ করিয়া পরে ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদ্দেশে উদকক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় সেই ধর্ম্মবিৎ ঋষিকুমার স্বীয় কর্ম্মবলে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। যাইবার সময়ে ইন্দ্রের সহিত, পিতা-মাতা উভয়কেই মুহূর্ত্তকাল আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যে আপনাদের সেবা করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যবলেই মহৎ স্থান প্রাপ্ত হইলাম। আপনারাও সত্বরে আমার নিকটে গমন করিবেন।" এই বলিয়া ইন্দ্রজেতা ঋষিকুমার প্রশস্তাকার দিব্য রথে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্গারূঢ় হইলেন। এ দিকে পরম তপস্বী অন্ধ মুনি ভার্য্যার সহিত অতি সত্বর পুত্রের তর্পণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আমাকে কহিলেন, "রাজন্! আমাকে মারিয়া ফেল, মরণে আর আমার ব্যথা নাই। আমার সেই একমাত্র পুত্র ছিল, তুমি তাহাকে বাণ দ্বারা হনন করিয়া আমাকে অপুত্রক করিয়াছ। তুমি যে অজ্ঞান প্রযুক্ত আমার বালক পুত্রের প্রাণহত্যা করিয়াছ, সেই জন্য আমি তোমাকেও অতি দুর্ব্বিসহ দারুণ শাপ দিব। আমি যেমন পুত্রের মৃত্যু জন্য এক্ষণে দুঃখভোগ করিতেছি, মহারাজ! তোমাকেও এমনি পুত্রশোকে কষ্ট পাইয়া মরিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয়; বিশেষতঃ না জানিয়াই ঋষি-হত্যা করিয়াছ; সেই জন্য হে নরাধিপ! তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটিল। কিন্তু দাতা ব্যক্তির দানের ফল যেমন অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমাকেও অচিরে আমার ন্যায় এই প্রকার প্রাণান্তকর ঘোর দশায় পড়িতে হইবে।" আমাকে এইরূপ শাপ দিয়া করুণস্বরে অনেক বিলাপ করিয়া চিতারোহণ পূর্ব্বক সেই ঋষিদম্পতি স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। হে দেবি! আমি যে তৎকালে অজ্ঞান প্রযুক্ত শব্দবেধী হইয়া তাদৃশ পাপ করিয়াছিলাম, অধুনা চিন্তা করিতে করিতে তাহা মনে পড়িল। হে দেবি! অপথ্য অন্ন ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, আমারও তেমনি সেই পাপে এই দশা ঘটিল। অয়ি ভদ্রে! উদারস্বভাব অন্ধ মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, এত দিনে আমার সেই ফল ফলিয়াছে।" এই কথা বলিয়া রাজা দশরথ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং মরণভয়ে ভীত হইয়া কৌশল্যাকে বলিলেন, "কৌশল্যে! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বহির্গত হইবে বলিয়া আমি আর তোমায় দেখিতে পাইতেছি না। অতএব তুমি আমায় স্পর্শ কর। যমালয়ে যাইবার সময় লোকে আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। রাম যদি আমায় একবারও নিজে বা অন্য কিছু দ্বারা স্পর্শ করিতেন কিংবা যদি তিনি যৌবরাজ্য ও ধনাগার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারিতাম। হে কল্যাণি! আমি বৎস রামের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার কোন অংশেই শোভনীয় নহে। কিন্তু তিনি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র দুরাচার হইলেও কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে? অথবা বনবাসে দিলে কোন্ পুত্রই বা পিতার প্রতি অসূয়া না করে? যাহা হউক, দেবি! আর আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, আমার স্মরণশক্তি লোপ পাইতেছে। ঐ দেখ, কালদূত সকল

আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ত্বরা দিতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে যে, আমি মৃত্যুকালেও সত্য-পরাক্রম ধর্ম্মজ্ঞ রামকে দেখিতে পাইলাম না? সূর্য্যকিরণ যেমন সলিল শোষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই অনুপমকর্ম্মা রামের অদর্শন জন্য শোক আমার প্রাণ শোষণ করিতেছে। আহা! যাহারা পঞ্চদশ বর্ষে পুনরায় রামের সুন্দর সুনির্ম্মল কুণ্ডল-মণ্ডিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবে, তাহারা মনুষ্য নহে, তাহারা দেবতা। হে সুন্দর-ভ্রূ-শালিনি! যাহারা ধন্য, তাহারাই রামের সেই শোভন-ভ্রূপালী, চারুনাসিকা-সমন্বিত, পদ্মতুল্য লোচন-বিরাজিত ও মনোহর দন্ত-শোভিত প্রিয়দর্শন বদন দর্শন করিবেন। শরতের চন্দ্র এবং প্রফুল্ল কমল-পুষ্প, এই দুয়েরই সহিত রাম-মুখের তুলনা হয়। যাহারা সেই সুগন্ধি ও সুকুমার বদনমণ্ডল পুনরায় দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য! অথবা আপনার পুনঃপ্রাপ্ত শুক্রের ন্যায়, বনবাস হইতে পুনরায় অযোধ্যায় সমাগত রামকে যাহারা দেখিবে, তাহারাই যথার্থ সুখী। অয়ি কৌশল্যে! দুঃখের আতিশয্য জন্য মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয় যেন অতিমাত্র অবসন্ন করিতেছে। শব্দ, স্পর্শ ও রস এই সকল ইন্দ্রিয়-বিষয়ও আমার আর বোধগম্য হইতেছে না; চিন্তানাশ হেতু আমার ইন্দ্রিয় সকল নষ্ট হইয়াছে। তৈলক্ষয় হইলে দীপরশ্মি একবারেই নির্ব্বাণ হয়, আমি নিজেই এই শোক-সঙ্ঘটন করিয়াছি। এক্ষণে নদীবেগ যেমন তীরদেশ ভগ্ন করে, তেমনি ঐ শোক আমাকে বিনাশিত করিতেছে। রামকে বনে দিয়া আমি একবারেই অনাথ হইয়াছি। আমার আর চেতনাও নাই; অতএব আমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইলাম। হা রাম! হা মহাবাহু! হা শোক-নিবারণ! হা পিতৃবৎসল! তুমিই আমার নাথ এবং তুমিই আমার পুত্র। তুমি কোথায় গেলে? হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! আমি তোমাদিগকে আর দেখিতে পাইতেছি না! হা দয়াহীনে! হা কুল-নাশিনি! হা পরম-শত্রু কৈকেয়ি! তুমি কি করিলে!" এইরূপে রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সন্নিধানে শোক করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রিয়পুত্র রামকে বনে দিয়া অবধি তিনি নিতান্ত ব্যাকুল ও আতুরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; এক্ষণে অতি-দুঃখে অভিভূত হইয়া এইরূপ বলিতে বলিতে রাত্রি যখন অর্দ্ধেক, সেই সময়ে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। ১-৭৮।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

দশরথের মৃত্যুতে রাণীদিগের বিলাপ।

তদনন্তর নিশা অবসান হইলে প্রভাতে বন্দিগণ রাজ-ভবনে উপস্থিত হইল। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত সূত-সকল, কুলপরিচয়ে দক্ষ মাগধ-সকল এবং তানলয়াদিসুনিপুণ গায়ক-সকল স্ব স্ব রীতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে রাজগুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজার উদ্দেশে স্তুতি করিতে লাগিল; সেই স্তুতি শব্দে সমুদায় প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ঐ সকল স্তব-পাঠক সূতগণের মধ্যে যাহারা পাণিবাদ করিয়া বন্দনা করে, তাহারা রাজার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া তদনুরূপে করতালি দিতে লাগিল। সেই করতালি-শব্দে জাগরিত হইয়া রাজভবনে যেখানে যে পক্ষী ছিল, সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল। এইরূপে ঐ সকল পক্ষীর সুমনোহর শব্দ, বীণা সকলের মনোহর ধ্বনি এবং গায়ক-গণের আশীর্ব্বাদ-যুক্ত গীতনাদ, এই সকলে রাজগৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর সদাচার-সম্পন্ন, সেবা-নিপুণ পরিচারক সকল পূর্ব্বের ন্যায় তথায় সমাগত হইল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও নপুংসকই অধিক। ঐ সময়ে স্নানবিধিজ্ঞ অনুচরেরা রাজার স্নানের জন্য কাঞ্চনময় কলস সমূহে পূর্ণ করিয়া হরিচন্দনমিশ্রিত জল যথাকালে তথায় আনয়ন করিল। বহুসংখ্য কুমারী স্ত্রী শুচি হইয়া মঙ্গলের জন্য গবাদি স্পর্শনীয় দ্রব্য, পান করিবার জন্য গঙ্গাজলাদি নানা প্রকার জল এবং দর্পণ, বস্ত্র ও আভরণাদি অন্যান্য দ্রব্য সকল উপস্থিত করিল। মঙ্গলার্থ আনীত ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে সমুদায় দ্রব্যই সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণ-সম্পন্ন, যার পর নাই উপাদেয় এবং যাহার যে গুণ, তাহাতে অলঙ্কৃত। ১-১০।

এ দিকে সকলেই রাজদর্শনার্থ নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু রাজা তখনও উঠিলেন না দেখিয়া, 'এ কি হইল!' ভাবিয়া তাহাদের মনে শঙ্কা জন্মিল। কৌশল্যাদি ভিন্ন আর আর যে সকল স্ত্রী রাজার শয্যার নিকটেই ছিলেন, তাঁহারা সমাগত হইয়া স্বামীকে জাগরিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যথারীতি বিনীত-ভাবে স্বামীর শয্যা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, দেহে প্রাণ থাকিলে যেমন স্পন্দনাদি হইয়া থাকে, তাহার কিছুই নাই। তাঁহারা নিদ্রিত মনুষ্যের স্বভাব বুঝিতে পারিতেন, সুতরাং স্বামীর করমূল ও হৃদয়স্থিত নাড়ীতেও স্পন্দন নাই উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার জীবিতবিষয়ে সন্দিহান হইলেন। তাঁহারা রাজার জীবনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া, প্রবাহের প্রতিস্রোতোগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজার অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার জীবিতবিষয়ে সন্দিহান ঐ সকল রমণী নিশ্চয় করিলেন, দশরথ ইতিপূর্ব্বে নিজেই আপনার যে মৃত্যু শঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, সমস্ত রাত্রি নিদ্রিত হইতে পারেন নাই; অতিক্লেশে জাগিয়া ছিলেন; তজ্জন্য প্রত্যূষে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হওয়াতে এখনও জাগরিত হইতে পারেন নাই। দারুণ পুত্রশোকে অবসন্ন ও নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন এবং একান্ত ক্ষুণ্ণ ও প্রভাশূন্য হওয়াতে অন্ধকারাবৃত তারার ন্যায় কৌশল্যার সমুদায় শোভাই তিরোহিত হইয়াছিল। যাহা হউক, রাজার পরে কৌশল্যা এবং কৌশল্যার পরে সুমিত্রা শয়ন করিয়াছিলেন। পুত্রশোকে বদনমণ্ডল নেত্রজলে পরিপূর্ণ হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় কৌশল্যার সে বিশিষ্টরূপ শোভা ছিল না। তৎকালে কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুই জন নিদ্রা যাইতেছেন এবং রাজাও নিদ্রিত আছেন; কিন্তু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া সমুদায় অন্তঃপুরেরও যেন প্রাণ উড়িয়া গেল। অনন্তর দলপতি গজ পতিত হইলে তাহার অধীনস্থ হস্তিনী সকলের ন্যায়, ঐ সকল রাজমহিষী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের চীৎকার-শব্দে সহসা চেতনা হওয়াতে কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুই জনই জাগরিত হইলেন। তখন তাঁহারা দুই জনই রাজাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া, 'হা স্বামিন্!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তৎকালে ধূলি-ধূসরিত দেহে সেই কোশলেন্দ্র-দুহিতা ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। তিনি গগন-বিচ্যুতা তারার ন্যায় নিতান্ত প্রভাশূন্য হইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি ভূ-পতিতা হইলে, ঐ সকল রাজমহিষী অবলোকন করিলেন,

যেন কোন নাগপত্নী মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। অনন্তর দশরথের কৈকেয়ী প্রভৃতি সমুদায় স্ত্রীই শোকে সন্তপ্ত ও চেতনাশূন্য হইয়া, রোদন করিতে করিতে পতিত হইলেন। তখন প্রথমপ্রবিষ্ট মহিষীগণের সেই তুমুল ক্রন্দনশব্দ পশ্চাৎ-প্রবিষ্ট কৈকেয়ী প্রভৃতির চীৎকার-শব্দে মিশ্রিত হওয়াতে আরও বর্দ্ধিত হইয়া সমুদায় রাজভবন পূর্ণ করিল। তৎকালে ঐ রাজভবন নিতান্ত ত্রস্ত ও ব্যগ্র-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক লোক সকলের অনবরত সমাগমে তথায় স্থানসমাবেশ নিতান্ত দুর্ঘট হইল। সর্ব্বত্রই তুমুল চীৎকার-শব্দে পূর্ণ, বান্ধবমাত্রেই পরিতাপে নিতান্ত অভিভূত এবং কুত্রাপি আনন্দের লেশমাত্র নাই। অচিরমৃত দশরথের গৃহ এইরূপে ব্যাকুল ও দুর্দ্দর্শ মূর্ত্তি ধারণ করিল। পার্থিব-শ্রেষ্ঠ যশস্বী দশরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া মহর্ষিগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বাহু-বিসারণ পূর্ব্বক অনাথের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।১১-২৯।

ষট্ষষ্টিতম সর্গ।

তৈলদ্রোণীতে দশরথের মৃতদেহরক্ষা।

রাজা দশরথকে শিখাহীন অগ্নির ন্যায়, জলহীন সমুদ্রের ন্যায়, প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায় স্বর্গস্থ দেখিয়া কৌশল্যা শোককর্ষিত হইয়া বাষ্প-পরিপূর্ণ-নয়নে রাজার মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, "হে নৃশংসে দুষ্টচারিণি কৈকেয়ি! তুমি এক্ষণে পূর্ণমনোরথা হইলে, রাজাকে ত্যাগ করিয়া একাকী অকণ্টকে রাজ্যভোগ কর। রাম আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ভর্ত্তাও স্বর্গস্থ হইলেন, সুতরাং দুর্গম পথে সার্থহীন পথিকের ন্যায় আমি আর জীবন-ধারণ করিতে অভিলাষ করি না। তোমার তুল্য ধর্ম্মত্যাগিনী নারী ব্যতীত স্ত্রীদের ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া কে আর জীবন-ধারণে অভিলাষ করে? লুব্ধ ব্যক্তি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে যে সকল দোষ ঘটে, সে তাহা বুঝিতে পারে না। হায়! কুব্জার নিমিত্ত কৈকেয়ী হইতে রঘুকুলের ধ্বংস-সাধন হইল! মহারাজ অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সহিত রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, রাজর্ষি জনক এ কথা শুনিলে আমার ন্যায় পরিতাপান্বিত হইবেন। আমি যে অদ্য অনাথা ও বিধবা হইলাম, হায়! সেই পদ্মপলাশলোচন ধার্ম্মিক রাম ইহা জানিতে পারিলেন না। হা! রামচন্দ্র জীবিত থাকিয়াও অদৃশ্য হইয়াছেন। হায়! চারুতপস্বিনী, দুঃখানুচিতা বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা দেবী বনে বিবিধ দুঃখলাভ করিয়া উদ্বিগ্না আছেন। ভীষণরবকারী মৃগপক্ষিগণের নিনাদ-শ্রবণে ভীতা হইয়া তাঁহাকে অবশ্যই রামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সেই বৃদ্ধ এবং অল্পপুত্রশালী বিদেহরাজ সীতার বিষয় চিন্তা করত শোকসমাবিষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। যাহা হউক, আমি অদ্যই পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-রক্ষার্থ জীবন ত্যাগ করিব। স্বামীর এই শরীর আলিঙ্গন করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করিব।" কৌশল্যা রাজা দশরথের মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক দুঃখিত-মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া, অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের আদেশানুসারে তৈলপূর্ণ কটাহে সেই মৃত রাজ-শরীর নিক্ষেপ করিলেন ও অনন্তর রাজকার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রিগণ পুত্র বিনা রাজা দশরথের প্রেতকার্য্য-সমাধানে অভিলাষী হইলেন না, এ কারণে তাঁহার মৃতদেহ ঐরূপ ভাবেই রাখিলেন। সচিবগণ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে রাজাকে শয়ন করাইলেন দেখিয়া, 'হায়! ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে!' এই বলিয়া মহিষীরা বিলাপ করিতে লাগিলেন। নেত্রপ্রস্রবণমুখী, শোকসমন্বিতা, দীনা রাজমহিলাগণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক রোদন করত এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমরা একে ত নিয়ত প্রিয়বাদী, সত্যসন্ধ রাম-বিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, আবার তুমিও কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে? হায়! আমরা বিধবা হইয়া সেই রামের বিরহে কি প্রকারে দুষ্টভাবা সপত্নী কৈকেয়ীর সমীপে বাস করিব? সেই শ্রীমান্ আত্মবান্ রাম সকলেরই নাথ; তিনি আমাদিগের এবং তোমারও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন; তিনি ত রাজ-শ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হইয়াছেন। অতএব তাঁহার ও তোমার বিরহে ব্যসনগ্রস্ত ও কৈকেয়ী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া আমরা কি প্রকারে এখানে বাস করিব? যে কৈকেয়ী আপনাকে, রামকে, মহাবল লক্ষ্মণকে ও সীতাকে ত্যাগ করিতে পারিল, সে আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে?" দশরথের মহিষী সকল শোকাকুলা, বাষ্পপূর্ণলোচনা ও নিরানন্দা হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নক্ষত্রহীন রজনী ও ভর্ত্তৃহীন কামিনী যেমন দীপ্তিবিহীনা হয়, তৎকালে রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যাপুরীও সেইরূপ দ্যুতিহীনা হইল। তত্রত্য গৃহাদির চত্বর ও প্রান্তভাগ সম্মার্জ্জনাহীন এবং তত্রত্য পুরুষেরা বাষ্পাকুললোচন ও স্ত্রীলোকেরা হাহাকারিণী হওয়ায়, সেই নগরী পূর্ব্ববৎ দীপ্তিলাভ করিল না। রাজা দশরথ পুত্রশোকপ্রযুক্ত স্বর্গস্থ এবং নৃপাঙ্গনারা ভূতলস্থ হইলে, সূর্য্য অস্তগত এবং অন্ধকারের সহিত রজনী উপস্থিত হইল। ইক্ষ্বাকু কুল-বন্ধুগণ সকলে মিলিত হইয়া বিবেচনা করিয়া মৃত রাজা দশরথের পুত্র-বিরহে দাহ করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে সেই তৈলপূর্ণ কটাহমধ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎকালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যার পথ ও চত্বর সকল অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে জনগণে সমাকুল হওয়ায় সেই নগরী সূর্য্যহীন গগন ও নক্ষত্রহীন রজনীর ন্যায় প্রভাহীনা হইল। দশরথের মৃত্যু হইলে অযোধ্যানিবাসী কি নর, কি নারী সকলে দলে দলে মিলিত হইয়া ভরত-মাতা কৈকেয়ীকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং এরূপ কাতর হইয়া পড়িল যে, কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারিল না। ১-২৯।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রাজাবিষয়ক চিন্তা।

কাহারই মনে কিছুমাত্র আহ্লাদ নাই; সকলেই সাশ্রুকণ্ঠে অনবরত রোদন করিতেছে। এই প্রকার শোকে ও দুঃখে ঐ রাত্রি যেন অতিমাত্র দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অনন্তর উহা অতি কষ্টে প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্য্যের উদয়মাত্রে সমুদয় রাজকার্য্যনির্ব্বাহকারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ সভাস্থ হইলেন। তৎকালে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও পরমযশস্বী জাবালি, এই সকল ব্রাহ্মণ রাজার অন্তিম-কার্য্য-সম্পাদনার্থ তথায় সমবেত হইলেন

এবং মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেষ্ঠ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে যাহার যে অভিপ্রায়, তদনুরূপ কথা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন; "রাজা দশরথ পুত্রশোকে পঞ্চত্ব পাওয়াতে এই রজনী আমাদের শত বর্ষের তুল্য বোধ হইয়াছে। অতি কষ্টেই আমরা ইহা যাপন করিয়াছি। মহারাজ স্বর্গে গেলেন; রাম অরণ্য আশ্রয় করিলেন; তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের অনুগামী হইলেন। এ দিকে আবার শত্রুদমন ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই জনেই কেকয়-রাজ্যে রাজগৃহ নামক নগরে মাতামহের আলয়ে বাস করিতেছেন। এইরূপে আমাদের এই অরাজক রাজ্য আশু বিনষ্ট হইবে। অতএব ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঐ সকল মহাত্মার মধ্যে কাহাকেও রাজা করা হউক। রাজ্য অরাজক হইলে বিদ্যুন্মালাযুক্ত গর্জ্জনকারী মেঘ দিব্য জলধারায় পৃথিবীকে সিক্ত করে না। রাজ্য অরাজক হইলে বীজ-বপন হয় না। রাজ্য অরাজক হইলে পুত্র পিতার বশ এবং স্ত্রী স্বামীর বশীভূত হয় না। অরাজক রাজ্যে ধন থাকে না এবং অরাজক রাজ্যে স্ত্রীসকলও বিনষ্ট হয়। অরাজক রাজ্যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, সত্য-ব্যবহার একেবারে লোপ পায়। অরাজক রাজ্যে লোক সকল হর্ষিত হইয়া ন্যায়াদি বিচার জন্য সভা করে না; অথবা রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে ধনবান্ ব্রাহ্মণ সকলও প্রধান প্রধান যজ্ঞ সকলে ঋত্বিগ্‌দিগকে দক্ষিণা প্রদান করেন না। অরাজক রাজ্যে যদ্দ্বারা রাজ্যের উন্নতি সম্পন্ন হয়, তাদৃশ সভা, উৎসব সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং নট ও নর্ত্তক সকল প্রফুল্ল-চিত্তে বাস করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে পণ্যজীবিগণের সমুদায় প্রয়োজন ব্যর্থ হইয়া থাকে এবং যে সকল লোক পুরাণ প্রভৃতি কথা শুনিতে আসক্ত, তাহারাও কথা-কথনে অনুরক্ত পৌরাণিকদিগের কথায় আর অনুরাগ প্রকাশ করে না। অরাজক রাজ্যে স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত কুমারীগণ সন্ধ্যাকালে একত্র মিলিত হইয়া ক্রীড়ার্থ উদ্যানে গমন করেন না। অরাজক রাজ্যে ধনবান্‌দিগের বিশিষ্টরূপে ধন রক্ষিত হয় না এবং যাহারা কৃষিকার্য্য ও গো-রক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহারা দ্বার খুলিয়া শয়ন করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে কামী পুরুষগণ শীঘ্রগামী বাহন সকলে আরোহণ করিয়া স্ত্রীগণের সহিত অরণ্য-বিহারে প্রস্থান করে না। অরাজক রাজ্যে ষষ্টিবর্ষীয় বৃহদ্দন্ত হস্তী সকল গলদেশে ঘণ্টা ধারণ পূর্ব্বক রাজপথ সকলে বিচরণ করে না। অরাজক রাজ্যে বাণ ও অস্ত্র সকলের অভ্যাস-সময়ে অনবরত শর-সমূহের অভ্যাস-নিরত পুরুষগণের তলশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। অরাজক রাজ্যে দূরদেশগামী বণিগ্‌গণ বহুতর পণ্য সমভিব্যাহারে লইয়া নিরাপদে পথ চলিতে পারে না। যাঁহাদের মন ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণায় আসক্ত, তাদৃশ যতি ও জিতেন্দ্রিয় ঋষিও অরাজক রাজ্যে সন্ধ্যাসময়ে যেখানে সেখানে থাকিতে পারেন না। অরাজক রাজ্যে অপ্রাপ্তদ্রব্যের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত দ্রব্যের রক্ষা হয় না এবং সেনাগণ যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষের বলবিক্রম সহ্য করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে লোক সকল উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং সুসজ্জিত রথ সকলে আরোহণ করিয়া সহসা ও নিরুদ্বেগে গমন করিতে সমর্থ হয় না। অরাজক রাজ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ বন বা উপবনে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতে পারেন না। অরাজক রাজ্যে ব্রতশীল লোক সকল দেবতার অর্চ্চনা জন্য মাল্য, মোদক ও দক্ষিণা প্রদান করেন না এবং রাজপুত্রগণ চন্দন ও অগুরু-চর্চ্চিত হইয়া বসন্তকালের বৃক্ষ সকলের ন্যায় বিরাজমান হয়েন না। নদী জলহীন হইলে, বন তৃণহীন হইলে এবং গো-সমূহ গো-পালহীন হইলে যেমন নিতান্ত শোচনীয় হয়, রাজ্য অরাজক হইলে তেমনি সর্ব্বাংশেই নষ্ট হইয়া যায়। যেরূপ ধ্বজ রথের এবং ধূম অগ্নির চিহ্ন, সেইরূপ যে রাজা প্রজাগণের চিহ্নস্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ্য অরাজক হইলে কেহ কাহারও আত্মীয় হয় না। লোক সকল মৎস্যের ন্যায় সর্ব্বদাই পরস্পরকে বিনাশ করিয়া থাকে। যে সকল নাস্তিক বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও দণ্ডভয়-রহিত হইয়া স্ব স্ব প্রভুত্ব-বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। চক্ষু যেমন শরীরের হিত-সাধন ও অহিত-নিবারণে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত, রাজাও সেইরূপ রাজ্যমধ্যে সত্য ও ধর্ম্ম সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রজাগণের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। ফলতঃ রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কুলবান্‌দিগের কুল, রাজাই পিতা-মাতা এবং রাজাই লোক সকলের হিতসাধন করেন। ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ, ইহাঁদের অপেক্ষাও রাজার গৌরব অধিক। কেন না, রাজা সমুদায় লোকপাল-গুণেই ভূষিত। ভাল ও মন্দের ব্যবস্থাপক রাজা যদি সংসারে না থাকিতেন, তাহা হইলে সূর্য্যাভাবে অন্ধকারে যেমন কিছুই জ্ঞান হয় না, তেমনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানা যাইত না। মহারাজ যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখনও আমরা আপনার কথার অবাধ্য হইয়া চলি নাই; এক্ষণেও আপনিই আমাদের গতি। সমুদ্র যেমন তীর-ভূমিকে, আমরা তেমনি আপনাকে লঙ্ঘন করি না। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! দশরথ না থাকাতে আমরা সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়াছি এবং রাজ্যও বন হইয়াছে। ইহাই ভাবিয়া আপনি এখন ইক্ষ্বাকুনন্দন ভরত বা অন্য কাহাকেও রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।" ১-৩৮।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

ভরতকে আনয়নার্থ দূত-প্রেরণ।

মহামুনি বশিষ্ঠদেব ঐ সকল মিত্র, অমাত্য ও দ্বিজোত্তমগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের সকলকেই তদুত্তরে বলিলেন, "রাজা দশরথ ভরতকে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন মাতুলকুলে ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরম সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। অতএব দ্রুতগামী বার্ত্তাবহগণ সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে আনিবার জন্য অশ্বারোহণে সত্বর গমন করুন। এ বিষয়ে আমরা আর কি বিবেচনা করিব?" তখন সকলেই বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, "দূতগণ এখনই গমন করুক।" তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে সিদ্ধার্থ! হে বিজয়! হে জয়ন্ত! হে অশোক! হে নন্দন! আমি তোমাদের সকলকেই বলিতেছি, তোমরা আসিয়াছ, যাহা করিতে হইবে, শ্রবণ কর। তোমরা দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর রাজগৃহে গমন করিয়া আমার কথা-মতে শোক ত্যাগ করত ভরতকে এই কথা বলিবে, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং শুভানুধ্যায়ী মন্ত্রিগণ আপনাকে কুশল-সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, আপনি সত্বর এখান হইতে অযোধ্যায় প্রস্থান করুন। বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত। 'রাম বনে গিয়াছেন এবং দশরথের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে.' সাবধান! রঘু-

কুলের এই সকল অমঙ্গল-কথা কোন মতেই তাঁহাকে বলিবে না। তোমরা এখন কেকয়রাজ ও ভরতের জন্য উৎকৃষ্ট আভরণ ও পট্টবস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া সত্বর প্রস্থান কর।” এই বলিয়া তিনি দূতদিগকে পাথেয় প্রদান করিলে, তাহারা কেকয়রাজ্যে গমন করিতে উৎসুক হইয়া বেগবান্ অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। অনন্তর প্রস্থানের উপযুক্ত বিশিষ্টরূপ আয়োজন করিয়া বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে সত্বর হইয়া যাত্রা করিল এবং অপরতাল নামক জনপদের পশ্চিম-সীমাস্থ প্রলম্ব-দেশের উত্তরে পদার্পণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যভাগে প্রবাহিতা মালিনী নদীর শোভা সন্দর্শন করিয়া যাইতে লাগিল। পরে হস্তিনাপুরে যাইয়া গঙ্গা পার হইয়া পাঞ্চাল-রাজ্যে পদার্পণ পূর্ব্বক কুরুজাঙ্গলের মধ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে প্রফুল্ল সরোবর ও নির্ম্মল-জলপূর্ণ নদী সকল তাহাদের নয়নপথে পতিত হইল; কিন্তু তাহারা কার্য্যবশতঃ কুত্রাপি বিলম্ব না করিয়া ত্বরিতপদে গমন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা নানাপ্রকার জলচর পক্ষীর আশ্রয় সুবিপুল ও নির্ম্মল জলপূর্ণ পরম রমণীয় শরদণ্ডানদী অতিক্রম করিয়া তাহার পশ্চিমতীরবর্ত্তী সত্যোপযাচন নামক দিব্য তরুসান্নিধ্যে গমন করিল। ঐ তরুর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে; এই জন্য উহার সত্যোপযাচন নাম হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত সকলেই উহাকে নমস্কার করিয়া থাকে। তাহারা ঐ তরুবরকে প্রদক্ষিণ করিয়া কুলিঙ্গা নাম্নী নগরীতে প্রবেশ করিল। তথা হইতে অভিকাল এবং অভিকাল হইতে তেজোভিভবন নামক পল্লী অতিক্রম করিয়া, পরে ইক্ষ্বাকুগণের পুরুষপরম্পরায় অধিকৃত পরম পবিত্র ইক্ষুমতী নদী পার হইল। পার হইবার সময়ে ইক্ষুমতীর তীরে যে সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণ অঞ্জলিমাত্র জলপান করিয়াই প্রাণধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া মধ্যভাগে বাহ্লীক দেশে ও পরে সুদামা নামক পর্ব্বতে উপনীত হইল। তথায় বিষ্ণুর পদচিহ্ন, বিপাশা ও শাল্মলী নামক নদীদ্বয় এবং তদ্ভিন্ন অনেক নদী, সরোবর, তড়াগ, পল্বল, পুষ্করিণী, বিবিধ সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও হস্তী সকল দর্শন করত প্রভুর আদেশ-পালনে সমুৎসুক হইয়া ক্রমাগত গমন করিতে লাগিল। পথের দূরত্ববশতঃ তাহাদের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল; তথাপি তাহারা বিলম্ব না করিয়া সত্বর গিরিব্রজ নামক কেকয়পুরে উপনীত হইল। এইরূপে তাহারা প্রভুর প্রিয়সাধন, প্রজাগণের রক্ষা এবং রঘুবংশের উদ্ধার জন্য কোনমতেই উপেক্ষা না করিয়া রাত্রিতেই কেকয়নগরে সমাগত হইল। ১-২২।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ

ভরতের স্বপ্নবৃত্তান্ত-বর্ণন।

যে রাত্রিতে দূতগণ নগরে প্রবেশ করে, ভরত সেই রাত্রিতেই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেন। রাজাধিরাজপুত্র ভরত রাত্রিশেষে ঐরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া অতিশয় অসুখী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে অসুখ জন্মিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যগণ ঐ অসুখ-নিবারণ জন্য সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার শান্তির জন্য বীণাবাদন করিতে লাগিলেন কেহ নৃত্য আরম্ভ করাইয়া দিলেন এবং কেহ বা হাস্যরসপ্রধান নাটকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ভরতকে আপনাদের প ম প্রীতিভাজন বলিয়া ঐ সকল বয়স্যের বিলক্ষণ বোধ ছিল। যাহা হউক, দশ জনে মিলিত হইয়া সচরাচর যেরূপ হাস্য-পরিহাস করিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ হাস্য-পরিহাস দ্বারাও রঘুনন্দন মহাত্মা ভরতকে কোনমতেই আনন্দিত করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে একজন প্রিয়সখা মিত্রমণ্ডলী-মণ্ডিত ভরতকে কহিলেন, “সখে! সুহৃদ্গণ নানা প্রকারে তোমার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতেছেন, কি নিমিত্ত তুমি সে সকলে মন দিতেছ না?” তিনি এই কথা বলিলে তদুত্তরে ভরত তাঁহাকে বলিলেন, “ভাই! আমি যে কারণে এরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, শ্রবণ কর। আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, পিতা দশরথ আলুলায়িত-কেশে মলিন-বেশে পর্ব্বতের শিখর হইতে গোময়পূর্ণ পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইতেছেন। অনন্তর দেখিলাম, তিনি সেই গোময়-হ্রদে ভাসিতে ভাসিতে বারংবার যেন হাস্য করিয়া অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনঃ পুনঃ তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া, অধোমস্তকে তৈলেই অবগাহন করিলেন। পুনরায় স্বপ্ন দেখিলাম, সাগর শুষ্ক হইয়াছে, চন্দ্রদেব ভূমিতে নিপতিত হইয়াছেন, সমুদয় পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অন্তর্হিত হইয়াছেন; রাজার বহনকারী হস্তীর দন্ত সকল ভগ্ন হইয়াছে, হুতাশন জ্বলিতে জ্বলিতে সহসা নির্ব্বাণ হইয়াছেন, পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছেন, বৃক্ষ সকল শুষ্ক হইয়াছে এবং পর্ব্বত সকল ছিন্ন-ভিন্ন ও ধূম-সমন্বিত হইয়াছে। কৃষ্ণায়স নির্ম্মিত পীঠের উপরে কৃষ্ণবর্ণের কাক বসিয়া রহিয়াছে এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গল উভয়-বর্ণ-মিশ্রিত স্ত্রীগণ রাজাকে প্রহার করিতেছে। ধর্ম্মাত্মা রাজা ত্বরাপর হইয়া রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণমুখে প্রস্থান করিতেছেন, ইহাও স্বপ্নে দেখিলাম। আরও দেখিলাম, কোন বিকটবদনা রাক্ষসী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া যেন অট্টহাস্য করিতে করিতে রাজাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি এই ভয়াবহ রাত্রিতে এই প্রকার দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার বা রাজার কিংবা রামের অথবা লক্ষ্মণের মৃত্যু হইবে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করে, অচিরাৎ চিতামধ্যে তাহার ধূমাগ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি এবং তোমাদের কথায় প্রীতি অনুভব করিতে পারিতেছি না; বলিতে কি, আমার অতিমাত্র কণ্ঠশোষ উপস্থিত এবং মনও নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে। ভয়ের এই সমস্ত কারণ যদিও এখন দৃষ্টির বহির্ভূত রহিয়াছে, কিন্তু মনে যে ভয় জন্মিয়াছে, তাহা কোনমতেই দূর করিতে পারিতেছি না। আমার স্বররোধ ও শারীরিক লাবণ্যপ্রভা নিষ্প্রভ হইয়াছে এবং আমি কেন জন্মিয়াছি, ইত্যাদি প্রকারে আত্মাকেও যেন নিন্দা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু নিন্দার কারণ কিছুই দেখিতেছি না। পূর্ব্বে কখন এই প্রকার বিচিত্র দুঃস্বপ্ন মনেও ভাবি নাই; সুতরাং উহা দেখিয়া অবধি রাজাকে আর দেখিতে পাইব কি না, চিন্তা করিয়া মনোমধ্যে যে গুরুতর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা কোনমতেই দূর হইতেছে না। সখে! রাজার দর্শনবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কোন চিন্তাই ছিল না।” ১-২২।

সপ্ততিতম সর্গ।

ভরতের অযোধ্যা-যাত্রা।

মনস্বী ভরত সুহৃদ্গণ-সমক্ষে এই প্রকার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতেছেন, এমন সময় বাহন সকল নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠাতে দূতগণ দুর্লঙ্ঘ্য পরিখাবিশিষ্ট রমণীয় রাজগৃহে প্রবেশ করিল। তথায় রাজা ও রাজপুত্র যুধাজিৎ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর দূতগণ ককয়পতির পদবন্দনান্তে ভরতকে কহিতে লাগিল, "কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব এবং অমাত্যবর্গ সকলেই আপনাকে কুশল-সম্ভাষণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, আপনি সত্বর এখান হইতে বহির্গত হউন, বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। হে বিশাললোচন! তাঁহারা এই সকল মূল্যবান্ বসন ও ভূষণ সকল আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন; আপনি এ সকল স্বয়ং গ্রহণ ও মাতুলকেও প্রদান করুন। হে নৃপনন্দন! এই সকল আনীত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি বস্ত্র ও আভরণ আপনার মাতামহের এবং অপর দশ কোটি আপনার মাতুলের; তাঁহাদিগকে তৎসমস্ত প্রদান করুন।" তখন মাতুলাদির প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত রাজপুত্র ভরত তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া মনোমত বস্তুসমূহ-প্রদান দ্বারা দূতদিগের সম্মান রক্ষা করত তাহাদিগকে কহিলেন, "মদীয় পিতৃদেব নরনাথ দশরথ কুশলে আছেন ত? রাম ও মহাত্মা লক্ষ্মণের ত কুশল? যিনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন, যিনি ধর্ম্মবাদিনী ও ধর্ম্মনিরতা, সেই ধীমান্ রামের গর্ভধারিণী আর্য্যা কৌশল্যারও ত কুশল? রাজার মধ্যমা মহিষী এবং বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী ধর্ম্মজ্ঞা সুমিত্রাও নীরোগে আছেন ত? আর সর্ব্বদা যিনি আপনারই ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষ করেন এবং আপনাকে বিশিষ্টরূপ জ্ঞানশালিনী বলিয়া যাঁহার বোধ আছে, সেই অত্যন্ত কোপনস্বভাবা মদীয় মাতা কৈকেয়ীও ত আরোগ্যসুখ-সম্ভোগ করিতেছেন? তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন?" মহাত্মা ভরত এই প্রকার কহিলে দূতগণ সবিনয় ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিল, "হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে পদ্মালয়া লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব যাত্রার জন্য আপনার রথযোজনা করা হউক।" দূতগণ এইপ্রকার কহিলে, ভরত পুনরায় তাহাদিগকে বলিলেন, "তবে আমি এখন এই বলিয়া মাতামহের নিকট বিদায় লইয়া আসি যে, দূতগণ লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে অতিমাত্র ত্বরা দিতেছে।" নৃপনন্দন ভরত তাহাদিগকে এই কথা কহিয়া, তাহাদের কথামতে মাতামহকে গিয়া বলিলেন, "রাজন্! দূতগণ শীঘ্র যাইতে হইবে বলিয়া ত্বরা দিতেছে; অতএব আমি এখন পিতৃদেবের নিকট গমন করিব। আবার আপনি যখন আমায় স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব।" ১-১৫।

তখন কেকয়রাজ ভরতের শিরশ্চুম্বন-পূর্ব্বক বলিলেন, "ভরত! কৈকেয়ী তোমা হইতে সৎপুত্রের জননী হইয়াছেন। আমি অনুমতি দিতেছি, তথায় যাইয়া মাতা-পিতাকে আমাদের কুশল বলিও। পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণসমূহ এবং মহাধনুর্দ্ধর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা সকলকেই অনাময় জানাইও।" এই বলিয়া কেকয়পতি ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া, উত্তম হস্তী, চিত্র কম্বল ও অজিনসমূহ সবিশেষ সৎকার করিয়া প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রকাণ্ডকায় কুক্কুর সকল দিলেন। ঐ সকল কুক্কুর অন্তঃপুরমধ্যেই যত্ন-পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাই উহাদের অস্ত্র এবং উহাদের বলবীর্য্য ব্যাঘ্র সদৃশ। অনন্তর তিনি কেকয়ীপুত্র ভরতকে সবিশেষ সমাদর-পূর্ব্বক দুই সহস্র স্বর্ণময় নিষ্ক ও ষোড়শ শত অশ্ব প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অনুচর হইবার নিমিত্ত কতকগুলি আপনার মনোমত, বিশ্বস্ত ও গুণবান্ অমাত্য প্রদান করিলেন। অনন্তর মাতুল তাঁহাকে ইন্দ্রশির নামক দেশোৎপন্ন ঐরাবত-বংশীয় পরম সুদৃশ্য হস্তী-সমূহ এবং উত্তমরূপে বহন করিতে সমর্থ বেগগামী গর্দ্দভ সকল প্রদান করিলেন। কিন্তু অতি ত্বরায় যাইতে হইবে বলিয়া ভরত মাতামহের প্রদত্ত ধনলাভে সবিশেষ হৃষ্ট হইলেন না। দূতগণ ত্বরা দেওয়াতে এবং রাত্রিতে স্বপ্ন দেখাতে তাঁহার মনোমধ্যে তৎকালে বিষম উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল। তিনি সত্বর আপনার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য-পরিপূর্ণ রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহা অতিক্রম করিয়াই পরম উৎকৃষ্ট অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীমান্ ভরত ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া মাতামহ ও মাতুলের নিকট বিদায় লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। তখন ভৃত্যগণ মণ্ডলাকারচক্রবিশিষ্ট শতাধিক রথ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব ও গর্দ্দভ এই সকল একত্র করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল। সিদ্ধপুরুষ যেমন ইন্দ্রলোক হইতে বিনির্গত হয়েন, অজাতশত্রু মহাত্মা ভরতও তেমনি মাতামহের আত্মসদৃশ সুবিশ্বস্ত অমাত্য এবং সৈনিকসমূহে সুরক্ষিত হইয়া শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। ১৬-৩০।

একসপ্ততিতম সর্গ।

স্বীয় পুরীতে ভরতের প্রবেশ।

তদনন্তর মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিয়া সুদামানদী দর্শন ও উত্তরণ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে অতিদরবিস্তৃত হ্রাদিনী, প্রত্যক্স্রোতা ও শতদ্রু নদী পার হইলেন। অনন্তর ঐলধান-গ্রাম-বাহিনী নদী অতিক্রম-পূর্ব্বক অপরপর্ব্বত নামক জনপদ সকলে উপনীত এবং শিলা ও আকুর্ব্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক জনপদে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি শুচি হইয়া শিলাবহা নদী দর্শন-পূর্ব্বক প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিয়া, চৈত্ররথ-বনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সরস্বতী-গঙ্গা-সঙ্গমে সমাগত হইয়া বীরমৎস্য-দেশের উত্তরস্থ ভারুণ্ড নামক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর অতিশয় বেগবতী হ্রাদিনী ও পর্ব্বত-পরিবৃতা কুলিঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া যমুনায় গমন পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে তথায় বিশ্রামাদি করাইলেন। অশ্বগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; যমুনা-জলে স্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বশরীর সুশীতল ও শ্রম-বিরহিত করিয়া তিনি স্বয়ং তাহাতে স্নান ও পানক্রিয়া সমাধান করিলেন। অনন্তর পবিত্রবোধে সেই জল গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং মারুত যেমন আকাশ অতিক্রম করিয়া যায়, তিনিও তেমনি

সুপ্রশস্ত যানারোহণে জনগণের নিরন্তর গমনাগমনশূন্য মহারণ্য পার হইলেন। অনন্তর তিনি অংশুধান গ্রামে মহানদী গঙ্গা অতি কষ্টে পার হইতে হয় জানিয়া, প্রাগ্‌বট নামক বিখ্যাত নগরে আগমন করিলেন। পরে তথায় গঙ্গা নদী পার হইয়া সৈন্যসঙ্গে কুটিকোষ্ঠিকা নদীতে সমাগত ও তাহা পার হ'য়া ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে উপনীত হইলেন। পরে তোরণ-গ্রামের দক্ষিণভাগস্থ জম্বুপ্রস্থে সমাগত হইয়া, পরে পরম মনোহর বরূথগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য রমণীয় অরণ্যে বাস করিয়া, পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিয়া প্রিয়কর বৃক্ষশালী উজ্জীহানানাম্নী নগরীর উপবনে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া 'আমি শীঘ্র যাইতেছি, তোমরা ধীরে ধীরে আগমন কর,' সৈন্যদিগকে এইপ্রকার অনুমতি দিয়া, দ্রুতগামী অশ্বযোজিত রথে সত্বর যাত্রা করিলেন এবং সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে বাস করিয়া পরে পার্ব্বতীয় অশ্বগণসহায়ে ঐ গ্রামের উত্তরদিগ্‌বাহিনী নদী এবং অন্যান্য নদী সকল পার হইয়া, হস্তিপৃষ্ঠকে সমাগত হইলেন। তথায় কুটিকা পার হইয়া লৌহিত্য গ্রামে কপিবতী নদী উত্তরণ করিলেন। পরে এককালে স্থাণুমতী ও বিনত গ্রামে গোমতী নদী পার হইয়া কলিঙ্গনগরে শালবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার বাহন সকল পরিশ্রান্ত হইলেও তিনি সত্বর তথায় আগমন ও সত্বরই রাত্রিতে সেই বন অতিক্রম করিলেন। অরুণোদয়-সময়ে রাজা মনুর প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা দর্শন করিলেন। পথে তাঁহার সাত রাত্রি অতীত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি সম্মুখেই অযোধ্যা দর্শন করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'সারথে! রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ-পালিতা, পুণ্যোদ্যান-সমন্বিতা, যশস্বিনী এবং বেদপারগ যাগশীল গুণশালী ব্রাহ্মণগণ-সেবিতা, সমৃদ্ধা অযোধ্যানগরীকে দূর হইতে নাতিহর্ষিতা ও পাণ্ডুমৃত্তিকাবৎ নিঃসারা দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে অযোধ্যার চারিদিকে নরনারীগণের অতি তুমুল কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু আজি আর উহা শুনিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে কামী পুরুষগণ যে সকল উপবনে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রীড়া করিত এবং ক্রীড়াবসানে প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিত, আর তাহারা সে সকলে বিচরণ করে না। ঐ দেখ, সেই উপবন সকল আজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন রোদন করিতেছে এবং আমারও উহাদিগকে যেন মহারণ্য বোধ হইতেছে। ফলতঃ, সমস্ত অযোধ্যাই যেন আমার বন বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্বে যেমন প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে হস্তী, অশ্ব ও অন্যবিধ যান সমূহে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নির্গত বা প্রবিষ্ট হইতে দেখা যাইত, আজি আর সে প্রকার দেখা যাইতেছে না। সূর্য্য উদিত হইয়াছেন; তথাপি এখনও মৃগ ও পক্ষীদিগকে মত্ত হইয়া অনুরাগভরে মধুর-স্বরে বারংবার কলরব করিয়া শব্দ করিতে শুনা যাইতেছে না। ঐ দেখ, এই যে সমস্ত উদ্যান কামিগণের আনন্দ-কোলাহলে পূর্ব্বে প্রতিধ্বনিত হইয়া আনন্দিত থাকিত; কি জন্য অদ্য ইহারা সর্ব্বথা নিরানন্দ হইয়াছে? ইহাদের বৃক্ষসকল অশ্রুচ্ছলে পথে পত্রমোচন করত যেন রোদন করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আজ চন্দন ও অগুরুমিশ্রিত ধূপ-গন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া সুনির্ম্মল শোভন বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না। পূর্ব্বে ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণাযন্ত্রের বাদনদণ্ড হইতে সর্ব্বদাই পরম প্রফুল্লভাবে শব্দ উত্থিত হইত, আজি কি জন্য তাহাও নিবৃত্ত হইয়াছে? অশুভ ও অনিষ্টসূচক দুর্নিমিত্ত সকল পদে পদেই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। তাহাতে আমার মন সাতিশয় অবসন্ন হইয়া উঠিতেছে। হে সূত! বিহ্বল হইবার কোন প্রকার কারণ না থাকিলেও হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিতেছে, আমার বন্ধুগণ কোনমতেই আর কুশলে নাই।" অনন্তর সেই শ্রান্ত-হৃদয় ভরত বিষণ্ণ, ক্ষুভিতেন্দ্রিয় ও ত্রাসান্বিত হইয়া শীঘ্র ইক্ষ্বাকু-পালিতা অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার বাহন সকলও শ্রান্ত হইয়াছিল। তিনি বৈজয়ন্ত নামক দ্বার দিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে দ্বারপালগণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিজয়প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল; তথাপি তিনি দ্বারপালগণের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া,পরে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং কেকয়পতির সারথি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাকেও সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে বলিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে অনঘ! কি জন্য কারণ-নির্দ্দেশ বিনা আমাকে ত্বরা দিয়া এখানে আনা হইল, তজ্জন্য আমার মনে নানাপ্রকার অনিষ্টাশঙ্কা হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমি নিতান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি। হে সারথে! রাজাদের মৃত্যুতে যে সকল অমঙ্গল-লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে আমার শুনা ছিল, অদ্য সেই সকল লক্ষণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ঐ দেখ, গৃহস্থদিগের গৃহ সকল সম্মার্জ্জন-বিহীন,পরুষ,অবদ্ধকপাট ও সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়াছে। কোন প্রকার উপাসনার সম্পর্ক না থাকাতে ধূপগন্ধেরও সম্পর্ক নাই। অত্রত্য কুটুম্ব জনেরা অভোজিত এবং নগরবাসীরা শোভাহীন হইয়াছে। সমস্ত গৃহস্থভবন মাল্যশোভাহীন, অপরিষ্কৃত-প্রাঙ্গণযুক্ত ও লক্ষ্মীহীন দেখিতেছি। দেবগৃহ সকলও শূন্য হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। কেহই আর প্রতিমা সকলের পূজা করে না, যজ্ঞভূমিতে আর যজ্ঞ হয় না এবং মাল্যের বিপণি সকলেও আর মাল্য সকলের ক্রয়-বিক্রয় নাই। বণিক্‌দিগকেও আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লচিত্ত দেখিতেছি না। চিন্তায় তাহাদের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্রয়-বিক্রয় লোপ পাওয়াতে তাহারা স্ব স্ব আপণ বন্ধ করিয়াছে। মৃগ ও পক্ষী সকলও একান্ত কাতরভাবে দেবায়তন ও চৈত্য সকলে বিচরণ করিতেছে। ফলতঃ নগরীর স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই মলিন, চিন্তাযুক্ত, কৃশ,অশ্রুপূর্ণলোচন এবং উৎকণ্ঠিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, দেখিতেছি।" ভরত শোকভারাচ্ছন্ন-হৃদয়ে সারথিকে এই প্রকার কহিয়া, অযোধ্যার সর্ব্বত্রই উল্লিখিত অনিষ্ট-পরম্পরা নিরীক্ষণ করত রাজভবনে যাইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, অযোধ্যার চতুষ্পথ ও গৃহ সকল শূন্য এবং কবাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধূলিধূসর হইয়াছে। ইন্দ্রপুরীসদৃশ অযোধ্যার তদবস্থা দর্শন করিয়া তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। পূর্ব্বে যাহা কখনও অযোধ্যায় ঘটে নাই, নয়ন ও মনের অপ্রিয় তাদৃশ ঘটনা সকল দর্শন করিয়া তদীয় চিত্তবৃত্তি নিতান্ত ক্ষুন্নভাবাপন্ন ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; তজ্জন্য ঐ সকল আর নয়ন-গোচর না হয়, এই ভাবিয়া তিনি মস্তক নত করিয়া পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১-৪৭।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

পিতার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে ভরতের বিলাপ।

ভরত পিতৃগৃহে পিতাকে না দেখিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎকার-মানসে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। তিনি এত দিন বিদেশে ছিলেন. এক্ষণে গৃহে আসিয়াছেন দেখিয়া কৈকেয়ী আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্ণময় আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ভরত মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, উহার সে শ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে। অনন্তর তিনি জননীর পবিত্র পদযুগল গ্রহণ করিলেন। তখন কৈকেয়ী যশস্বী ভরতের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, "বৎস! আজ কয় রাত্রি হইল, তুমি মাতামহের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছ? রথে করিয়া শীঘ্র আসিতে পথিমধ্যে তোমার ত কোন কষ্ট হয় নাই? তোমার মাতামহ এবং মাতুল যুধাজিৎ ইহাঁরা দুইজনেই ত বেশ ভাল আছেন? বৎস! প্রবাসে গিয়া অবধি ত তুমি সুখে ছিলে? এই সকল আমাকে বল।" কৈকেয়ী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে রাজীবলোচন ভরত তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, "মাতঃ! আজ সাতরাত্রি হইল, আমি মাতামহের গৃহ ছাড়িয়াছি। আপনার পিতা ও ভ্রাতা দুই জনেই ভাল আছেন। শত্রুদমন রাজা কেকয় আমাকে যে সকল ধন ও রত্ন দিয়াছিলেন, পথিমধ্যে বাহন সকল পরিশ্রান্ত হওয়াতে আমি সে সকল ফেলিয়া রাখিয়া, অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছি। রাজসন্দেশবাহী দূতগণ ত্বরা দেওয়াতেই আমি এখানে এত শীঘ্র আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। আপনার এই স্বর্ণভূষিত শয়নোপযুক্ত পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে দেখিতেছি এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকেও আমার আহ্লাদিত বোধ হইতেছে না। আর আপনার এই গৃহে রাজা প্রায় সর্ব্বদাই থাকেন, তাঁহাকেও আজি দেখিতেছি না; আমি তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। যাহা হউক, এখন পিতা কোথায়, জিজ্ঞাসিতেছি, বলুন; আমি তদীয় পাদযুগল গ্রহণ করিব। তিনি কি আমার মাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কৌশল্যার গৃহে আছেন?" অনন্তর সমুদায় বৃত্তান্তজ্ঞা রাজ্য-লোভে মোহিতা কৈকেয়ী অজ্ঞাত-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা-তৎপর স্বীয় পুত্র ভরতকে প্রিয় বিবরণের ন্যায় সেই ঘোরতর অপ্রিয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন, "বৎস! সংসারে সকলেরই যে গতি, তোমার পিতা, রাজা, মহাত্মা, তেজস্বী, যাগশীল ও সাধুগণের আশ্রয় দশরথেরও সেই গতি হইয়াছে।" ধর্ম্মশীল, মহামনা, শুদ্ধস্বভাব ভরত এই কথা শুনিয়াই পিতৃশোকপ্রভাবে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সহসা ভূমিতে পতিত হইলেন। পড়িবার সময় সেই মহাবাহু মহাবল ভরত বাহুযুগল দ্বারা ভূমি আহত করিয়া, 'হায়! হত হইলাম!' এইপ্রকার ব্যাকুল ও করুণ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই মহাতেজা ভরত পিতৃবিয়োগজন্য শোকে ও দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া, অজ্ঞান ও অভিভূত অবস্থায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, "পিতার এই যে শয্যা পূর্ব্বে শরৎকালের রাত্রিতে চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিত গগনের ন্যায় নিতান্ত সুন্দর বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইতে, আজি সেই ধীমান্ পিতৃদেবের বিরহে চন্দ্রহীন আকাশ ও জলহীন সাগরের ন্যায় উহা প্রকাশ পাইতেছে।" জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ ভরত আপনার পরম সুকমার মুখমণ্ডল বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া কণ্ঠস্বরসহকারে অশ্রুবারি মোচন পূর্ব্বক নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কুঠার দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া শালবৃক্ষের শাখা যেমন পতিত হইয়া থাকে, দেবসদৃশ ভরত পিতৃ-শোকে অভিভূত হইয়া সেইরূপ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন দেখিয়া, কৈকেয়ী সেই চন্দ্র, সূর্য্য ও মাতঙ্গসদৃশ তেজস্বী শোকাকুল পুত্রকে ভূতল হইতে উত্থিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে সদাশয় রাজপুত্র! উঠ, উঠ, ভূমিতে শয়ন করিয়া কেন? ভবাদৃশ সাধুসম্মত জনগণ কখনও শোক করেন না। হে বুদ্ধিসম্পন্ন! সূর্য্যের প্রভার ন্যায় দান, যজ্ঞ, শীল, শ্রুতি ও তপস্যা বিষয়িণী বুদ্ধি তোমাতে নিয়ত বিদ্যমানা রহিয়াছে।" তদনন্তর বহুশোকাক্রান্ত ভরত অনেকক্ষণ রোদন ও ধরাতলে লুণ্ঠন পূর্ব্বক জননীকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মাতঃ! রাজা রামকে রাজ্য দিবেন এবং যজ্ঞ করিবেন, ইহা মনে করিয়া আমি পরম আহ্লাদে মাতামহের নিকট হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথাভূত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি সর্ব্বদাই প্রিয় ও হিত অনুষ্ঠান করিতেন, সেই পিতাকে দেখিতেছি না। মাতঃ! আমার অনুপস্থিতে কোন্ রোগে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে? রাম প্রভৃতি যাঁহারা স্বয়ং পিতৃ-দেবের সৎকার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। আজি যে আমি এখানে আসিয়াছি, কীর্ত্তিমান্ মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই তাহা জানিতেছেন না। জানিলে, তিনি সত্বর হইয়া আমার মস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক আঘ্রাণ লইতেন। আহা! অক্লিষ্টকর্ম্মা পিতৃদেবের সেই সুখস্পর্শ হস্ত কোথায়। আমি ধূলিধূসরিত হইলে তিনি সর্ব্বদাই আমাকে সেই হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতেন। যাহা হউক, যিনি আমার ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধু এবং আমিও যাঁহার অভিমত দাস, এক্ষণে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের নিকট শীঘ্রই সংবাদ করুন, আমি আসিয়াছি আমি জ্যেষ্ঠের পদযুগল গ্রহণ করিব। আর্য্যধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য মান্য করেন। তিনিই এক্ষণে আমার গতি। আর্য্যে! ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, মহাভাগ, সত্যবিক্রম, দৃঢ়ব্রত, রাজা পিতা দশরথ মৃত্যুকালে আমার বিষয় কি বলিয়া গিয়াছেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।" ১-৩৪।

ভরত এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী তাঁহাকে যথাতত্ত্ব কহিলেন, "হা রাম! হা সীতা! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে গতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজা পরলোকগমন করিয়াছেন। মহাগজ যেমন পাশ দ্বারা বদ্ধ হয়, তোমার পিতাও তেমনি কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, মৃত্যুসময়ে আমাকে এই কথা কহিলেন, যাহারা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহাবাহু রামকে পুনরায় সমাগত দেখিবে, তাহারাই সিদ্ধার্থ।" কৈকেয়ী সেইরূপে অপর একটি অপ্রিয়বার্ত্তা বলিলে, ভরত অতিশয় মলিন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত এখন কোথায় গিয়াছেন?" ভরত এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে তদীয় মাতা কৈকেয়ী যথান্যায় সমুদায় ঘটনা বলিবার উপক্রম করিলেন। ভাবিলেন, এই অতি দারুণ অপ্রিয় কথায় ভরতের মনে অবশ্যই প্রীতি জন্মিবে। পুত্র! রাজপুত্র রাম বল্কল পরিধান করিয়া লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত দণ্ডকনামক মহাবনে গমন করিয়াছেন।" ৩৫-৭২।

এই কথা শুনিয়া ভরত স্বীয় বংশের মাহাত্ম্য হেতু রামের চরিত্রবিষয়ে শঙ্কিত ও ত্রাসান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম ত কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? অথবা অকারণে কোন নিষ্পাপ ধনী বা

দরিদ্রের হিংসা করেন নাই? কিংবা সেই রাজপুত্র ত কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন নাই? তবে কি জন্য ভ্রাতা রাম দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন?" অনন্তর সেই বৃথা পণ্ডিত-মানিনী চপলস্বভাবা কৈকেয়ী স্ত্রীস্বভাববশতঃ যেরূপ যাহা করিয়াছেন, মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আনন্দ সহকারে আনুপূর্ব্বিকক্রমে তাহা বলিতে লাগিলেন, "বৎস! রাম কোন ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্রও হরণ করেন নাই কিংবা অকারণে কোন নিষ্পাপ ধনী বা দরিদ্রেরও কোনরূপ হিংসা করেন নাই। পরস্ত্রীগমন করা দূরে থাকুক, তিনি নয়ন দ্বারা কোন পরস্ত্রী অবলোকনও করেন না। তবে রাম রাজা হইবেন শুনিয়া, আমি তোমার পিতার নিকট তোমার রাজ্য এবং রামের বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। দশরথও নিজের সত্যানুরোধে তাহাই করিয়াছেন; তজ্জন্যই তিনি রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে দিয়াছেন। মহাযশা মহীপতি দশরথ সেই প্রিয়পুত্র রামকে দেখিতে না পাইয়া পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া পঞ্চত্বলাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অধুনা তুমি রাজত্ব গ্রহণ কর। তোমার জন্যই আমি এইরূপে এই সকল সম্পাদন করিয়াছি। অতএব পুত্র! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, শোক বা সন্তাপ করিও না; যে হেতু, এই রাজ্য ও রাজধানী নিরুপদ্রবেই তোমার অধীন হইয়াছে। অতএব তুমি এখন বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া শীঘ্র যথাবিধানে অদীনসত্ত্ব পিতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন-পূর্ব্বক আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর, কোনমতেই মনে ক্ষোভ করিও না।" ৪৩ ৫৫।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

ভরত কর্ত্তৃক কৈকেয়ীকে তিরস্কার।

পিতার মরণ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাসনের কথা শুনিয়া ভরত দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া এই কথা বলিলেন, "মাতঃ! পিতা ও পিতৃবৎ ভ্রাতা বিহনে আমি হত হইলাম; অতএব এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় রাজ্য লইয়া আমার কি হইবে? তুমি রাজা দশরথকে বিনষ্ট ও রামকে তাপস করিয়া, যেন আমার ক্ষতস্থানে ক্ষার সংযোগ করিয়া, দুঃখের উপর দুঃখ-বিধান করিয়াছ। তুমি কালরাত্রির ন্যায় বংশনাশ করিবার জন্যই রঘুকুলে আসিয়াছ। হায়! পিতা আমার প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই। রে পাপদর্শিনি! তুমি অনায়াসেই রাজার মৃত্যুসাধন করিলে। রে কুলনাশিনি! তুমি মোহ বশতঃ এই বংশকে একেবারে সুখহীন করিলে। আমার পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ পরমযশস্বী রাজা দশরথ তোমাকে গৃহে আনিয়া তীব্র দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। তুমি কি জন্য সেই ধর্ম্মবৎসল মহারাজ আমার পিতাকে বিনাশ করিলে এবং কি জন্যই বা রামকে নির্ব্বাসিত করিলে? আর তিনিই বা কি জন্য বনে গেলেন? আর্য্য রাম অতি ধার্ম্মিক এবং গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও জানেন। পুত্রশোকতাপিত কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী যে তোমার সংসর্গলাভ করিয়াও জীবিতা থাকিবেন, ইহা নিতান্ত দুষ্কর। আর্য্য রাম অতিশয় ধার্ম্মিক এবং গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও জানেন। তিনি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি গর্ভধারিণী জননীবৎ ব্যবহার করিতেন। আমার জ্যেষ্ঠা জননী দীর্ঘদর্শিনী কৌশল্যাও সর্ব্বদা তোমার মনোমত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তোমার প্রতি ভগিনীবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। হে পাপীয়সি! তুমি সেই কৌশল্যার সেই মহাত্মা পুত্রকে কিরূপে চীরবল্কলধারী ও বনবাসী করিয়া তজ্জন্য শোক করিতেছ না? হায়! সেই বিশুদ্ধাত্মা অপাপদর্শী পরমযশস্বী রামকে মুনিবেশে বনে পাঠাইয়া তোমার কি ইষ্টাপত্তি হইল? রামের প্রতি আমার যে অকৃত্রিম ভক্তি আছে, রাজ্যলোভে অন্ধ হওয়াতে তুমি তাহা জানিতে পার নাই। সেই জন্যই তুমি সামান্য রাজ্যের লোভে এই গুরুতর অনিষ্ট-সংঘটন করিলে; কিন্তু, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিলে কোন্ শক্তি-প্রভাবে আমি রাজ্যরক্ষার্থ উৎসাহিত হইব? যেরূপ সুমেরু-পর্ব্বত আত্মরক্ষার্থে স্বজাত অরণ্য আশ্রয় করে, সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথও আত্মরক্ষার্থে সেই বলশালী মহাতেজা রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব আমি কোন্ বলে মহাবৃষভের বহনীয় সুদুর্ব্বহ ভার বৎসতর হইয়া বহন করিব? অথবা বল, বুদ্ধিবল কিংবা অন্য কোন উপায়ে যদিও বহন করিতে সক্ষম হই, কিন্তু হে পুত্রহিতৈষিণি! তোমার কামনা কখন পূর্ণ করিব না। হে পাপনিশ্চয়ে! যদি আর্য্য রাম সর্ব্বদাই তোমার প্রতি মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না করিতেন, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতাম। রে পাপদর্শিনি! রে সদাচারভ্রষ্টে! পূর্ব্বপুরুষবিগর্হিত তোমার এই বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হইল? আমাদের বংশে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই রাজা হয়েন, অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীনে থাকেন। রে নৃশংসে! বুঝিলাম, রাজধর্ম্ম তোমার জানা নাই; অথবা রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যে অক্ষয় ফললাভ হয়, তাহাও তুমি জান না। রাজপুত্রগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনিই সতত রাজ্যাধিকারী হয়েন। সমুদায় রাজ্যেই বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুগণের মধ্যে এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে। আজি তোমা হইতে সেই ধর্ম্ম-প্রতিপালক সচ্চরিত্র-শোভিত ইক্ষ্বাকুবংশ হইতে সেই সদাচারগর্ব্ব একেবারেই খর্ব্ব হইয়া গেল। হে মহাভাগ্যশালিনি! তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তথাপি কিরূপে তোমার এই প্রকার নিন্দনীয় বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হইল? যাহা হউক, হে পাপনিশ্চয়ে! তুমি আমার প্রাণান্তকর দারুণ ব্যসন সংঘটন করিয়াছ; অতএব আমি কোন ক্রমেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব না। প্রত্যুত আমি তোমার অপ্রিয় জন্য এখনই স্বজনবৎসল ভ্রাতা রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব এবং দাসের ন্যায় সমাহিতচিত্তে তাঁহার সেবা করিব।" মহাত্মা ভরত দুঃখজনক বাক্যসমূহে কৈকেয়ীর মর্ম্মপীড়ন করত এই প্রকার বলিয়া শোকে অভিভূত হইয়া মন্দর-পর্ব্বতের কন্দরস্থিত সিংহের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। ১-২৮।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের পুনরায় ভর্ৎসনা।

ভরত জননীকে যথোচিত লাঞ্ছনা পূর্ব্বক পুনরায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "নৃশংসে দুরাচারিণি কৈকেয়ি! তুমি রাজ্যভ্রষ্টা হও। আর, তুমি যখন কুলস্ত্রী-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ, তখন মৃত স্বামীর উদ্দেশেও রোদন করিও না। রাজা তোমার কি দোষ করিয়াছিলেন? রাম অতি ধার্ম্মিক, তিনিই বা তোমার কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তুমি এককালেই তাঁহাদের মৃত্যু ও বনবাস-বিধান

করিলে? হে কৈকেয়ি! এইরূপে বংশনাশ করাতে তুমি ভ্রূণহত্যার পাতকে লিপ্ত হইয়াছ; অতএব নরকে যাও, আর যেন তোমার স্বামিলোক লাভ না হয়। তুমি সর্ব্বলোকপ্রিয় রামকে বনে দিয়া, স্বামিহত্যারূপ দারুণ পাপ-সাধন করিলে এবং আমারও ভয় জন্মাইয়া দিলে। তোমারই জন্য পিতার পরলোক ও রামের বনবাস হইল। লোকসমাজেও আমার অযশ প্রতিপাদিত হইল। হে নৃশংসচরিতে রাজ্যকামুকে! তুমি আমার মাতৃরূপী শত্রু। হে দুরাচারে পতিঘাতিনি! তুমি আমার সহিত কথা কহিও না। হে কুলদূষিণি! তোমারই জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং আমার অন্যান্য মাতৃগণ সকলেই দারুণ দুঃখে পতিতা হইলেন। বোধ হয়, তুমি ধীমান্ ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহ। পরন্তু পিতার কুলনাশিনী হইয়া তাঁহার ঔরসে রাক্ষসীরূপে জন্মিয়াছ। দেখ, সত্যই যাঁহার একমাত্র আশ্রয় এবং যিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মচর্চ্চা করেন, সেই রামও তোমার জন্য বনে গেলেন এবং সেই পিতাও স্বর্গে গমন করিলেন। তোমারই পাপে আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন ও লোকসমাজে প্রতিপত্তিবিহীন হইলাম এবং তোমারই পাপ আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। রে পাপাশয়ে! তুমি যখন ধর্ম্মচারিণী কৌশল্যাকে পতি-পুত্র-হীন করিয়াছ, তখন তোমার সদ্গতি কখনই হইবে না, তোমাকে ঘোর নরকে যাইতে হইবে। হে ক্রূরাশয়ে! তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে, রাম বন্ধুগণের আশ্রয়, রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন? জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি আমার পিতার সমান এবং তিনি কৌশল্যার গর্ভে জন্মিয়াছেন। বান্ধবমাত্রেই প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু পুত্র মাতার সমধিক প্রিয় হয়; কেন না, সে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করে। কোন সময়ে সুরগণের মাননীয়া ধর্ম্মাত্মা কামধেনু লাঙ্গলবাহী পুত্রদ্বয়কে অচেতনপ্রায় দেখিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার দুই পুত্রকে ক্রমাগত দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভার-বহন-শ্রান্ত দেখিয়া শোক উপস্থিত হওয়াতে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। ঐ সময়ে মহানুভব দেবরাজ ইন্দ্র, কামধেনু যেখানে ছিলেন, তাহার নীচ দিয়া যাইতেছিলেন। যাইবার সময়ে তাঁহার গাত্রে কামধেনুর সুগন্ধি অশ্রুবিন্দু সকল সূক্ষ্ম আকারে পতিত হইল। তদ্দর্শনে দেবরাজ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সুরভি আকাশে বসিয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে ও দুঃখভরে রোদন করিতেছেন। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যশস্বিনী কামধেনুকে এইপ্রকার শোকসন্তপ্তা দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 'হে সর্ব্বলোক-হিতৈষিণি! কি জন্য শোক করিতেছ, বল? আমাদের ত কোন দিকে কোনরূপ বিপদ্ উপস্থিত হয় নাই?' ধীমান্ দেবরাজ এইপ্রকার কহিলে, বাক্যবিশারদা কামধেনু ধৈর্য্যসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'দেবরাজ! তোমাদের সকল পাপ-শান্তি হউক; কোন দিকেই কোনরূপ বিপদ্ ঘটে নাই। আমি নিজের পুত্র দুইটি বলীবর্দ্দকে দুঃখে মগ্ন, কৃশ ও সূর্য্যকিরণে সন্তাপিত এবং নিতান্ত ব্যাকুলভাবে বিষম স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া শোক করিতেছি। দুরাত্মা কর্ষকও উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। উহারা আমাদের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সেই জন্য উহাদিগকে দুঃখিত ও ভারপীড়িত দেখিয়া আমার পরিতাপ জন্মিয়াছে। দেখ, পুত্রের সমান প্রিয় আর নাই।' এইরূপে যে সুরভির সহস্র সহস্র পুত্রে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তিনি দুইটি পুত্রের জন্য রোদন করিতেছেন দেখিয়া, ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, পুত্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। তাঁহার গাত্রে কামধেনুর যে অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহার গন্ধ অতি পবিত্র; তাহা দর্শনে তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, কামধেনুই সংসারে সকলের উৎকৃষ্ট। যিনি লোকরক্ষাভিলাষে সমস্ত প্রাণীর প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, কাহারও চরিত্র যাঁহার সাদৃশ্য ধারণ করিতে পারে না এবং যিনি সমধিক-গুণবতী, সেই কামধেনুও যখন পরস্পর মৈথুনধর্ম্মে সমুৎপন্ন সহস্র সহস্র পুত্রের জননী হইয়া দুইটিমাত্র পুত্রের জন্য শোক করিয়াছেন, তখন একমাত্র পুত্রের জননী কৌশল্যা রাম বিনা কিরূপে জীবন-যাপন করিবেন? এক্ষণে তুমি যেমন একপুত্রা সাধ্বী কৌশল্যাকে বিবৎসা করিলে, তেমনি তোমাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদাই দুঃখভোগ করিতে হইবে। আমিও সর্ব্বতোভাবে পিতা ও ভ্রাতার পূজা এবং তদ্দ্বারা নিজের কলঙ্ক প্রক্ষালন পূর্ব্বক যশোবর্দ্ধন করিব, সন্দেহ নাই। কোশলেন্দ্র মহাবল মহাবাহু রামকে এখানে আনাইয়া আমি স্বয়ংই মুনিগণের সেবিত বনে প্রস্থান করিব। রে দুরাশয়ে! রে পাপীয়সি! তুমি যে পাপ করিয়াছ, আমি কোনমতেই তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে পারিব না। অধুনা নগরবাসিগণ সকলেই রামশোকে সাশ্রুকণ্ঠে আমার মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছে। অতএব এখন আগুনে প্রবেশ কর বা নিজেই বনে যাও কিংবা কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ ত্যাগ কর; তোমার আর অন্য গতি নাই। সত্যপরাক্রম রাম রাজা হইলে, আমিও বিগতপাপ হইয়া কৃতকৃত্য হইব।" ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে তোমর ও অঙ্কুশের আঘাতে উত্তেজিত হস্তীর ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইলেন। তিনি শিথিলবসন, স্খলিতভূষণ ও অত্যন্ত রক্তনয়ন হইয়া উৎসবশেষে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। ১-৩৬।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

কৌশল্যার সহিত ভরত-শত্রুঘ্নের কথোপকথন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ ভরত অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া উত্থিত হইয়া আশাভঙ্গ-জন্য নিতান্ত ব্যাকুলা জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি মন্ত্রিগণমধ্যে তাঁহার যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার কখনও রাজ্য লইবার অভিলাষ নাই; সুতরাং রাজ্যগ্রহণার্থ জননীকেও কখন আমি পরামর্শ দিই নাই। রাজা যে রাজ্য দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহারও আমার জানা ছিল না। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতি দূরদেশে বাস করিয়াছিলাম। মহাত্মা রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও বনবাসী হইয়াছেন, তাহাও আমি জানি না।" মহাত্মা ভরত এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা দেবী তদীয় শব্দ বোধ করিয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, "ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছে। দীর্ঘদর্শী ভরতের সহিত আমি দেখা করিতে ইচ্ছা করি।" রামশোকে শীর্ণদেহা বিবর্ণবদনা অচেতনপ্রায়া কৌশল্যা সুমিত্রাকে এই কথা কহিয়া কম্পিতকলেবরে ভরতের নিকট প্রস্থান করিলেন। ঐ সময়ে রাজনন্দন ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা কৌশল্যাকে দেখিতে পাইয়া দুঃখে আক্রান্ত হইলেন এবং কৌশল্যা দুঃখে অভিভূত ও হতচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলে,

তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শোকভরে রোদন করত ভরতকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সখেদে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি যেমন রাজ্য কামনা করিয়াছিলে, তেমনি তোমার মাতা দারুণ উপায়ে নিষ্কণ্টকে শীঘ্রই রাজ্য তোমার হস্তগত করিয়া দিল। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে, রামকে মুনিবেশে বনবাসে পাঠাইয়া ক্রূরবুদ্ধি কৈকেয়ীর কি বিশেষ ফললাভ হইল, বলিতে পারি না। যাহা হউক, হিরণ্যনাভ পরমযশস্বী বৎস রাম আমার যেখানে আছেন, এক্ষণে আমাকেও শীঘ্র সেইখানে পাঠাইয়া দেওয়া কৈকেয়ীর উচিত হইতেছে অথবা রাম যে বনে আছেন, আমি নিশ্চয় সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্র সম্মুখে করিয়া তথায় সুখে প্রস্থান করিব অথবা পুরুষশ্রেষ্ঠ বৎস রাম যেখানে তপস্যা করিতেছেন, আজি তোমাকেই নিজে আমায় তথায় লইয়া যাইতে হইবে। কৈকেয়ী তোমাকে এই ধনধান্যসম্পন্ন হস্তী, অশ্ব ও রথপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রদান করিয়াছে।" ১১০।

কৌশল্যা এবংবিধ বহুবিধ ক্রূরবাক্যে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলে বহুদিনের অতি কঠোর ক্ষতে সূচিভেদ দ্বারা যেরূপ গুরুতর যন্ত্রণা অনুভূত হয়, নিরপরাধ ভরত তদনুরূপ ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চেতনালোপ হওয়াতে বারংবার বিলাপ করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় কৌশল্যার চরণযুগলে পতিত হইলেন। অনন্তর চৈতন্য হইলে শোকভারে আচ্ছন্ন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বিলাপপরায়ণা কৌশল্যাকে বলিতে লাগিলেন, "আর্য্যে! আমি কিছুই জানি না এবং আমার কোন দোষই নাই; আর আর্য্য রামের প্রতি আমার যেরূপ বিপুল প্রীতি আছে, তাহাও আপনি জানেন। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন? সেই সাধুশ্রেষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, তাহার কোন কালেই সত্যশাস্ত্রানুগামিনী বুদ্ধি না হউক অথবা আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, সে ব্যক্তি পাপাত্মগণের দাসত্ব করুক। আর্য্য রাম যাহার অনুমতিক্রমে বনে গিয়াছেন, ভৃত্যকে বেতন না দিয়া মহৎকার্য্য করাইয়া লইলে, প্রভুর যে অধর্ম্ম হয়, তাহারও সেই অধর্ম্ম হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন-তৎপর রাজার বিদ্রোহী হইলে যে পাপ হয়, তাহারও সেই পাপ হউক। আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, করষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজারক্ষায় পরাঙ্মুখ রাজার যে অধর্ম্ম হয়, তাহারও সেই অধর্ম্ম হউক। আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, যজ্ঞে তপস্বিগণকে দক্ষিণাদান স্বীকার করিয়া তাহা না দিলে যে পাপ হয়, তাহারও সেই পাপ হউক। অথবা হস্তী ও অশ্ব-পরিপূর্ণ শস্ত্র-সঙ্কুল যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইলে যে ধর্ম্মলাভ হয়, তাহার যেন তাহা লাভ না হয়। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি সম্পন্ন গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সূক্ষ্মার্থবিষয়ক শাস্ত্র বিস্মৃত হউক অথবা সে যেন বিশালবাহু ও বিশালস্কন্ধবিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রামকে রাজ্যাভিষিক্ত অবলোকন করিতে না পাউক। অথবা সে যেন নির্ঘৃণ হইয়া দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়াই পায়স, তিল-দুগ্ধ-মিশ্রিত অন্ন এবং বৃথা ছাগমাংস ভক্ষণ ও গুরুদিগকে অবজ্ঞা করে। অথবা সে যেন গোগণের শরীরে পদপ্রদান, গুরুগণের নিন্দা এবং মিত্রগণের বিরুদ্ধ-পক্ষ আশ্রয় করে। অথবা সেই দুষ্টাত্মার নিকট বিশ্বাস পূর্ব্বক নির্জ্জনে কাহারও কোনরূপ নিন্দাবাদ করিলে সে যেন তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অথবা সে যেন আপনার প্রত্যুপকারপরাঙ্মুখ কৃতঘ্ন সজ্জনগণের বর্জ্জিত, লজ্জাহীন এবং সকলেরই বিদ্বেষভাজন হয়। অথবা সে যেন আপনার গৃহমধ্যে স্ত্রী-পুত্র ও ভৃত্যগণে বেষ্টিত হইয়া তাহাদের কাহাকেও না দিয়া একাকীই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে। অথবা সে যেন ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপে বঞ্চিত এবং অনুরূপ পত্নীলাভে অসমর্থ হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হয়। অথবা সে যেন অল্পজীবী এবং স্বীয় স্ত্রীতে পুত্রদর্শন-সুখে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভোগ করে। অথবা রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণের বধ করিলে এবং ভৃত্য ত্যাগ করিলে যে পাপ জন্মে, তাহারও যেন সেই পাপ হয়। অথবা সে যেন সর্ব্বদাই লাক্ষা, মধু, মাংস, লৌহ ও বিষ ইত্যাদি পাতিত্যজনক দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়া ভৃত্যগণের ভরণ করে। অথবা আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, যুদ্ধে শত্রুপক্ষ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইলে সে পলায়মান হইয়া নিহত হউক। সে যেন ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময়ে পলায়মান অথবা সে যেন জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় মৃত মুণ্ডহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন করে। অথবা সে যেন মদ্যে, স্ত্রীতে ও দ্যূতক্রীড়ায় অতিমাত্র আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হয়। অথবা সে যেন অধর্ম্মেরই সেবা ও অপাত্রেই দান করে এবং তাহার মনও যেন ধর্ম্মের দিকে না যায়। অথবা তাহার বহু যত্নে সঞ্চিত বহু সহস্র ধনরাশি যেন দস্যুগণ লুণ্ঠন করিয়া লয়। অথবা দ্বিসন্ধ্যা শয়ন করিয়া থাকিলে যে পাপ হয়, তাহারও যেন সেই পাপ হয়। অথবা গৃহে অগ্নি দিলে যে পাপ হয়, গুরুপত্নী গমন করিলে যে পাপ হয় এবং মিত্রের অনিষ্ট করিলে যে পাপ হয়, তাহার যেন সেই পাপ হয়। অথবা তাহাকে যেন দেবগণের, পিতৃগণের ও পিতামাতার, কাহারই শুশ্রূষা করিতে না হয়। অথবা তাহাকে যেন সাধুগণের লোক হইতে, সাধুগণের কীর্ত্তি হইতে এবং সাধুগণের কর্ম্ম হইতেও এই মুহূর্ত্তেই ভ্রষ্ট হইতে হয়। অথবা দীর্ঘবাহু ও বিশালহৃদয় আর্য্য রাম যাহার সম্মতিতে বনে গিয়াছেন, সে যেন মাতৃসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া অনর্থক কার্য্যে রত থাকে। অথবা তাহাকে যেন নির্ধন ও জ্বররোগগ্রস্ত হইয়া, বহুভৃত্যের পোষণ করত সর্ব্বদাই ক্লেশভোগ করিতে হয়। অথবা সে উন্নতমুখে স্তবকারী দীনভাবাপন্ন যাচকদিগের আশা বিফল করুক। অথবা তাহাকে যেন কর্কশস্বভাব, ক্রূর, অশুচি ও একমাত্র অধর্ম্মেরই বশীভূত হইয়া বঞ্চনা দ্বারা সর্ব্বদা বিহার করিতে ও রাজভয়ে পতিত হইতে হয়। অথবা সেই দুরাত্মা যেন ঋতুস্নাতা স্বীয় ভার্য্যার ঋতু রক্ষা না করে। অথবা বংশহীন ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, তাহাকে যেন সেই পাপে পড়িতে হয়। অথবা তাহার ইন্দ্রিয় সকল যেন পাপে আচ্ছন্ন হয় এবং সে যেন ব্রাহ্মণগণের পূজার ব্যাঘাত ও অতি নববৎসা গো দোহন করে। অথবা তাহাকে যেন ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করিয়া পরদার-গমন ও ত্যক্ত ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া মোহে আচ্ছন্ন হইতে হয়। অথবা পানীয় দূষিত করিলে ও বিষ দিলে যে পাপ হয়, সে একাকী সেই সমস্ত পাপে লিপ্ত হউক। অথবা জল থাকিতেও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া জল না দিলে যে পাপ হয়, তাহার সেই পাপ হউক। অথবা আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা আশ্রয় করিয়া তৎসম্বন্ধে বিবাদ করিলে যে পাপ হয় এবং সেই বিবাদ দর্শন করিলেও যে পাপ

হয়, তাহাকে যেন সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়।” রাজপুত্র ভরত পতি-পুত্রবিহীনা কৌশল্যাকে এই প্রকার আশ্বাস দিতে দিতেই স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি অতি কঠোর শপথসমূহ দ্বারা শপথ করিতে করিতে শোকে আচ্ছন্ন ও জ্ঞানশূন্য হইলে কৌশল্যা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, “বৎস! তুমি যে নানা প্রকারে শপথ করিয়া আমার প্রাণে আঘাত দিতেছ, ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমার মন নানাপ্রকার শুভ লক্ষণে অলঙ্কৃত এবং ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। অথবা তোমার প্রতিজ্ঞা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার সদ্গতিলাভ হইবে।” এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা মহাবাহু ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিয়া, অত্যন্ত দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুঃখাভিভূত বিলাপপরায়ণ মহাত্মা ভরতের মনও শোকাধিক্য ও তজ্জন্য মোহাবেশে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। তিনি বারংবার বিলাপ করিতে করিতে হতচেতন ও হতবুদ্ধি হইয়া ভূমিতে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ত্যাগ করত শোক করিয়াই সেই রাত্রি যাপন করিলেন।১-৬৫।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

দশরথের চিতারোহণ।

কৈকেয়ীনন্দন ভরত এই প্রকার শোকতাপে অভিভূত হইলে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠবক্তা ঋষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে কহিলেন, “হে পরমযশস্বী রাজনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক। বৃথা শোকে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত; অতএব উৎকৃষ্ট বিধানে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন কর।” ধর্ম্মজ্ঞ ভরত বশিষ্ঠদেবের কথা শুনিয়া ভূতল লুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক যাবতীয় প্রেতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে রাজার মৃতদেহ উদ্ধৃত করিয়া ভূমিতে সন্নিবেশিত করিলেন। বহুদিবস তৈলের মধ্যে থাকাতে রাজার বদনমণ্ডল ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়াছিল; তথাপি তাঁহাকে যেন প্রসুপ্ত বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর ভরত সেই মৃত কলেবর বিবিধ রত্নমণ্ডিত উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করাইয়া, শোকভারাচ্ছন্ন-হৃদয়ে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, “রাজন্! আমি বিদেশে ছিলাম, তজ্জন্য আসিতে পারি নাই। আপনি এই অবসরে কি মনে করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে বনবাসী করিলেন? মহারাজ! অক্লিষ্ট-কর্ম্মা পুরুষসিংহ রাম-বিহীন এই দুঃখিত জনকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? অথবা তাত! আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন, আপনিও আবার স্বর্গে প্রস্থান করিলেন; অতএব কোন্ ব্যক্তি ধৈর্য্য-সহকারে আপনার এই রাজধানীর যোগক্ষেম বিধান করিবেন? রাজন্! আপনার বিরহে পৃথিবী বিধবা হইলেন, ইঁহার আর সে শোভা নাই। আপনার এই রাজধানীকে চন্দ্রহীন যামিনীর ন্যায় আমার মনে হইতেছে।” ১-৯।

ভরত দীন-মনে এই প্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, “হে মহাবাহো! এক্ষণে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক অবিচারিত-চিত্তে রাজার যাবতীয় কর্ত্তব্য প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর।” মহাত্মা ভরত ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া বশিষ্ঠদেবের কথা মান্য করত ঋত্বিক্ (যিনি যজ্ঞ করান), পুরোহিত (যিনি সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন করেন) এবং আচার্য্য (যিনি বেদ পড়ান) ইঁহাদের সকলকেই এ বিষয়ে ত্বরা প্রদান করিলেন। তখন রাজার অগ্নিগৃহে যে যে অগ্নি স্থাপিত ছিল, তৎসমস্ত বহিষ্কৃত করিয়া ঋত্বিক্ ও যাজক-(উপদেষ্টা) গণ যথাবিধানে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ চেতনাহীন রাজাকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ-হৃদয়ে সবাষ্পকণ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চলিল। লোক সকল পথিমধ্যে বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য ছড়াইতে ছড়াইতে রাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল এবং অন্যান্যেরা চন্দন ও গুগ্‌গুলু আদি, সরল ও পদ্মকাষ্ঠ এবং ভূরি পরিমাণে দেবদারু আহরণ পূর্ব্বক অন্যান্য নানাপ্রকার গন্ধও চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ১০-১৬।

অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ চিতাস্থানে গমন করিয়া চিতামধ্যে রাজার মৃতদেহ স্থাপন করিলেন। ঐ সময় রাজকীয় ঋত্বিক্‌গণ রাজার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত অনলে আহুতি দিয়া, তৎকালোচিত জপ ও সামগায়ী ব্রাহ্মণ সকল শাস্ত্রানুসারে সামগান করিতে লাগিলেন। রাজার মহিষীগণ যথাযোগ্য যান ও শিবিকা সকলে আরোহণ করিয়া, বৃদ্ধগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া নগর হইতে নির্গমন পূর্ব্বক চিতাস্থানে গমন করিলেন। পরে ঋত্বিক্‌গণ ও কৌশল্যা-প্রমুখ রাজমহিষীগণ অতীব শোক-তাপিতা হইয়া সেই অগ্নিব্যাপ্ত নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎকালে করুণ-স্বরে রোদনপরায়ণা শোকার্ত্তা সহস্র সহস্র রমণীর চীৎকারধ্বনি [illegible] পাওয়া গেল। বোধ হইল যেন ক্রৌঞ্চীগণ শব্দ [illegible]। অনন্তর মহিষীগণ অজ্ঞান ও অভিভূত হই[illegible]বার রোদন ও বিলাপ করত যান সকল হইতে স[illegible]রে অবতরণ করিলেন এবং মন্ত্রী, পুরোহিত ও ভর[illegible]হত রাজার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে নগর-[illegible]ধ্যে প্রবেশ ও ভূমিতে শয়ন পূর্ব্বক দশ দিন অতি কষ্টে যাপন করিলেন। ১৭-২৩।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

দশরথের শ্রাদ্ধ ও দানাদি।

অনন্তর দশাহ গতে একাদশ দিনে নৃপনন্দন ভরত কৃতশৌচ হইয়া পরদিবস শ্রাদ্ধকার্য্য সমুদায় ঋত্বিক্‌গণ দ্বারা সম্পাদন করিলেন। লৌকিক-মঙ্গলার্থে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন, রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, গো ও ছাগসমূহ এবং বহুসংখ্যক দাস, দাসী, যান ও অতি বৃহৎ গৃহ সকল প্রদান করিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশ দিনে প্রভাতসময়ে মহাবাহু ভরত শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পিতার অস্থি-চয়নার্থ চিতাস্থলে গমন করিয়া বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে নিতান্ত দুঃখভরে পিতৃসম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “তাত! আপনি যাঁহার প্রতি আমার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রাম এখন বনবাসী। অতএব আপনি আমাকে শূন্যে ফেলিয়া গেলেন। রাজন্! যে হতভাগিনী কৌশল্যা একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ রাম হইতে বিবাসিত হইয়াছেন, তাত! সেই জননী কৌশল্যাকেও একাকী ফেলিয়া কোথায় গেলেন?” অনন্তর ভরত পিতৃদেবের কলেবর যে স্থানে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ভস্মসমাচ্ছন্ন ধূসরবর্ণ চিতাস্থান অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং দীনভাবে রোদন করিয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে যন্ত্রবদ্ধ শক্র-

ধ্বজের স্থায় ধরাতলে পতিত হইলেন। সমভিব্যাহারী পুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উত্থান করাইতে লাগিল এবং পুণ্যক্ষয়সময়ে রাজর্ষি যযাতি পতিত হইলে ঋষিগণ যেমন তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, তেমনি মন্ত্রিগণও সকলে শুচিব্রত ভরতের সন্নিহিত হইলেন। ভরতকে শোকভরে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া পিতৃদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নও সংজ্ঞাহীন হইয়া নিপতিত হইলেন। তিনি পিতার তত্তৎকালীন সেই সেই গুণ সমুদায় স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও উন্মত্তের স্থায় সংজ্ঞারহিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়! মন্থরা যাহার উৎপত্তিস্থান এবং কেকয়ী যাহার গ্রাহ, সেই বরদানরূপ অপার শোকসাগর আমাদিগকে গ্রাস করিল। পিতঃ! আপনি যাঁহাকে পালন করিয়াছেন এবং যাঁহার বালকভাব এখনও গত হয় নাই, সেই মহামনা ভরত এক্ষণে বিলাপ করিতেছে। ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন? পান-ভোজন, বস্ত্র, আভরণ, সকল বিষয়েই আপনি আমাদের অভীষ্ট পূরণ করিতেন; আজি আর কোন্ ব্যক্তি সেরূপ করিবে? পিতা স্বর্গে গেলেন এবং রামও বনবাসী হইলেন। আমি আর কি প্রকারে জীবিত থাকি; অতএব আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। অথবা ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া আমি আর শূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ করিব না, তপোবনেই প্রবেশ করিব।" তাঁহাদের দুই ভ্রাতার বিলাপ শুনিয়া এবং অতিমাত্র ব্যসন দেখিয়া অনুচরমাত্রেই যার পর নাই ব্যাকুল [illegible]। ঐ সময়ে ভরত-শত্রুঘ্ন দুই জনেই বিষণ্ণ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদ্বয়ের [illegible] ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহাদের পিতার পুরোহিত [illegible] সর্ব্বজ্ঞ বশিষ্ঠদেব ভরতকে উত্থান করাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বিভো! [illegible]তের দিন হইল, তোমার পিতৃদেবের দাহক্রিয়া সমাধা হইয়াছে; অতএব [illegible] সহিত অস্থি চয়ন করিতে আর কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? ক্ষুৎ-পিপাসা, শোকমোহ, জরামৃত্যু, জন্মমরণ, সুখদুঃখ ও লাভালাভ এই কয়টি প্রাণীমাত্রেই ভোগ করিয়া থাকে; এ বিষয়ে কাহারও পরিহার বা ভিন্নভাব নাই; অতএব এই জীবসাধারণ-ধর্ম্মে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না; এক্ষণে তুমি শোক ও মোহ ত্যাগ কর।" ঐ সময় তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উত্থিত ও সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন করিয়া প্রাণীমাত্রেরই উৎপত্তিবিনাশ কথা শুনাইলেন। তখন পরম যশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ভূমি হইতে উত্থান করিয়া বর্ষাতপে মলিন-ভাবাপন্ন দুইটি ইন্দ্রধ্বজের স্থায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সংরক্তলোচন হইয়া বিলাপ সহকারে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে অস্থিসঞ্চলন উপলক্ষে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনার্থ ত্বরা প্রদান করিলেন। ১-২৭।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

কুব্জাকে তাড়না ও কৈকেয়ীকে তিরস্কার

অনন্তর ভরত শোকসন্তপ্ত হইয়া রামের নিকট যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ-অনুজ শত্রুঘ্ন তাঁহাকে কহিলেন, "সকল প্রাণীরই যিনি দুঃখ-জনক সঙ্কটে একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, সেই রাম বিপৎকালে আপনারও আশ্রয় হইতেন. হায়! সেই সত্ত্বসম্পন্ন রামকে স্ত্রীর কথায় বনে দেওয়া হইল। অথবা যে লক্ষ্মণ বলবান্ ও বীর্য্যবান্ বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই বা কি জন্য পিতাকে নিগ্রহ করিয়া রামকে এ বিষয়ে মুক্ত করিলেন না? রামকে বনে দিবার পূর্ব্বে লক্ষ্মণ যখন দেখিলেন, রাজা স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নীতিবিগর্হিত পথে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার উচিত ছিল, নিজেই স্থায়-অন্যায় বিচার করিয়া রাজার নিগ্রহ করেন।" লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন সেইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে কুব্জা সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সে সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট চন্দন মাখিয়া এবং রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া যথাস্থানে সেই সেই বহুবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়াছিল। তৎপরে বিচিত্র মেখলাদাম ও অন্যান্য নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত হওয়াতে কুরূপা কুব্জাকে রজ্জুরাশিবদ্ধ বানরীর স্থায় বোধ হইতে লাগিল। দ্বারপাল সেই গুরুতর-পাপকারিণীকে দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নির্দ্দয়রূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া শত্রুঘ্নের নিকট নিবেদন করিল, "যাহার জন্য রাম বনে গিয়াছেন এবং আপনাদের পিতারও পরলোক হইয়াছে, সেই এই পাপপরায়ণা দয়াহীনা কুব্জা; এক্ষণে ইহার প্রতি ইচ্ছামত ব্যবহার করুন।" ধার্ম্মিক শত্রুঘ্ন এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক সমুদয় অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিকে কহিতে লাগিলেন, "এই কুব্জা যেমন আমার পিতার ও ভ্রাতৃগণের দারুণ দুঃখ উৎপাদন করিয়াছে, তেমনি সেই পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করুক।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক সখীজনবেষ্টিত কুব্জাকে গ্রহণ করিলে, সে চীৎকার করিয়া সমুদয় গৃহ নিনাদিত করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে তাহার সখীরা সকলে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইল এবং শত্রুঘ্ন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তৎকালে তাহারা সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল, "এই শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, আমাদের সকলকেই নিঃশেষ করিবেন; অতএব এক্ষণে আমাদের সেই দয়াশীলা বদান্যস্বভাবা [illegible] যশস্বিনী কৌশল্যাদেবীর আশ্রয় লওয়া উচিত। তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে আশ্রয় দিবেন।" ঐ সময়ে শত্রুহন্তা শত্রুঘ্ন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কুব্জাকে ভূমে ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ঐরূপে আকর্ষণ করাতে তাহার শরীরস্থ বিচিত্র ভূষণ সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে পরম সুন্দর রাজভবন উল্লিখিত ভূষণসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া শরৎকালীন আকাশমণ্ডলের স্থায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান্ শত্রুঘ্ন প্রবল ক্রোধে কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে যথোচিত তিরস্কার করত কটু কথা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। কৈকেয়ী সেই সকল কষ্টদায়ক পরুষবাক্যে নিতান্ত কাতর ও শত্রুঘ্নের ভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়া পুত্রের শরণাগত হইলেন। ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া এই কথা বলিলেন, "নারীজাতি সর্ব্বভূতেরই অবধ্য; অতএব স্ত্রীজাতিকে ক্ষমা কর। রাম অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি যদি মাতৃঘাতক বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে আমি নিজেই দুরাচারিণী পাপিনী কৈকেয়ীকে এখনই বিনাশ করিতাম; আর এই কুমন্ত্রী কুব্জাকেও হত্যা করিয়াছি জানিতে পারিলে সেই ধর্ম্মাত্মা নিশ্চয়ই তোমার ও আমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না।" ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দোষ বিবেচনায় উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছাপন্ন কুব্জাকে পরিত্যাগ করিলেন। কুব্জা কৈকেয়ীর পদমূলে পতিত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া গুরুতর দুঃখ-

ভয়ে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। শক্রুঘ্নের আকর্ষণে তাহার সংজ্ঞালোপ এবং অতিমাত্র ব্যাকুলতা হইয়াছে এবং সে যন্ত্রবদ্ধ ক্রৌঞ্চীর ন্যায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া, ভরতমাতা কৈকেয়ী ধীরে ধীরে তাহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ১-২৭।

একোনাশীতিতম সর্গ।

রাজ্যগ্রহণে ভরতের অসম্মতি।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসে প্রভাতসময়ে রাজকার্য্যনির্ব্বাহকারী অমাত্যগণ সমবেত হইয়া ভরতকে বলিতে লাগিলেন, "যিনি আমাদের গুরুতর গুরু, সেই রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে বনবাসী করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে রাজ্য অভিভাবক-শূন্য; এতএব আপনিই রাজা হইন। আপনি রাজার পরম যশস্বী পুত্র; বিশেষতঃ পিতার আজ্ঞানুসারে রাজপদ গ্রহণ করিলে আপনার কোন দোষ দর্শিবে না। হে রঘুবংশীয় রাজনন্দন! আত্মীয়গণ এবং পুরবাসী সকল এই সমস্ত অভিষেক-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত! আপনি পিতৃপৈতামহিক চিরস্থায়ী রাজপদ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে অভিষেক করিয়া আমাদের সকলকে পালন করুন।" অনন্তর কৃতনিশ্চয় ভরত অভিষেক-দ্রব্য সকল প্রদক্ষিণ করিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের কুলপ্রথানুসারে জ্যেষ্ঠের রাজত্বই নিত্য যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব আপনারা আমায় আর এরূপ বলিবেন না। দেখুন, আপনারা সকলেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন। রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তিনিই রাজা হইবেন। আমি অরণ্যে যাইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গবল-সমন্বিতা মহতী সেনা যোজনা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আমি বন হইতে আনয়ন করির। এই সকল অভিষেক-দ্রব্য আমি রামের অভিষেক জন্য অগ্রে করিয়া বনে গমন করিব এবং তথায় সেই পুরুষসিংহ রামকে অভিষেক করিয়া যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির ন্যায় অগ্রে করিয়া আনয়ন করিব। আমি এই মাতৃনামধারিণী মাতার অভিলাষ কখনই সফল করিব না; পরন্তু আমি দুর্গম অরণ্যেই বাস করিব; রাম রাজা হইবেন। এক্ষণে শিল্পিগণ গমনপথ প্রস্তুত এবং বিষম স্থান সকল সমতল করুক। পথিমধ্যে যে সকল দুর্গম স্থান আছে, যাহারা লোকদিগকে তথায় বিচরণ করাইতে পারে, তাদৃশ রক্ষী সকল অনুগমন করুক।" নৃপনন্দন ভরত রামের নিমিত্ত এইপ্রকার বলিতে লাগিলে তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই তাঁহাকে এই মনোহর অত্যুৎকৃষ্ট বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, "আপনি রাজপুত্র জ্যেষ্ঠ রামকে পৃথিবী প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া আমাদিগের নিকট যে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তজ্জন্য পদ্মাসনা লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করুন।" রাজনন্দন ভরতের কথিত সেই অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া আর্য্যদিগের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাহারা এই কথা শুনিয়া অমাত্য ও পারিষদ্‌গণের সহিত আহ্লাদিত ও একেবারেই শোকশূন্য হইয়া বলিতে লাগিল, "হে নরবর! আপনার বাক্যানুসারে আপনাদের অনুরক্ত, রক্ষক ও শিল্পীদিগকে পথ প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষরূপেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে।" ১-১৭।

অশীতিতম সর্গ।

রামকে আনয়নার্থ বনপথ সুগমকরণ।

অনন্তর যাহারা পরীক্ষা দ্বারা ভূতলের অধস্তন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাদিগের সূত্রদ্বারা পরিমাণ করিতে দক্ষতা আছে, সেই খনন-দক্ষ শৌর্য্য সম্পন্ন খেলক, যন্ত্র-পরিচালক, বৈতনিক স্থপতি, যন্ত্র-নির্ম্মাণদক্ষ সূত্রধার, বৃক্ষচ্ছেদক, মার্গরক্ষক, সূপকার, সুধাকার, বংশকার ও চর্ম্মকারেরা মার্গ-নির্ম্মাণার্থ প্রেরিত হইল। পরিদর্শনদক্ষ মার্গপরিদর্শকেরা তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিল। সেই বিপুল জনসমূহ হর্ষ সহকারে সেই প্রদেশ উদ্দেশে দ্রুতগমন করত পর্ব্বকালীন সমুদ্রের উচ্ছ্বলিত জলরাশির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই মার্গ-নির্ম্মাণদক্ষ পুরুষগণ স্বদলে মিলিত হইয়া খনিত্রাদি বহুবিধ উপকরণ সমভিব্যাহারে অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিল। তাহারা বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী, গুল্ম ও প্রস্তর সকল ছেদন করত পথ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বৃক্ষশূন্য দেশে বৃক্ষ সকল রোপণ, কেহ কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা স্থানে স্থানে বৃক্ষ সকল ছেদন করিল এবং অপর কতকগুলি অতিশয় বলবান্ পুরুষ বদ্ধমূল বীরণস্তম্ব সকল হস্ত দ্বারাই উৎপাটন পূর্ব্বক স্থান সকল সমান করিল। কেহ কেহ কূপ ও গভীর গর্ত্ত সকল পাংশু দ্বারা পূরণ এবং নিম্নভাগ সকল শীঘ্রই সমতল করিল। কেহ কেহ বন্ধনীয় স্থান সকল বন্ধন, ক্ষোদনীয় সকল ক্ষোদন এবং ভেদনীয় প্রদেশ সকল ভেদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অচিরকালমধ্যে নানাপ্রকার আকারের ক্ষুদ্র প্রবাহ সকল বন্ধনাদি দ্বারা প্রচুর সলিলে পূর্ণ করিয়া সাগরের সমান করিয়া দিল এবং যেখানে জল নাই, সেই সকল স্থল বেদিকাসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট জলাশয় সকল খনন করিল। এইরূপে সৈন্য সকলের গমনপথে কোথাও বিশ্রামার্থ সুধা-নিবদ্ধ ভূমি সকল সংস্থাপিত এবং কোথাও বিকসিত বৃক্ষ সকল আরোপিত হইল; কোথাও বা বিহঙ্গমগণ মত্ত হইয়া কলরব করিতে লাগিল; কোন স্থান পতাকা সকলে অলঙ্কৃত, চন্দন-সলিলে অভিষিক্ত এবং নানাবিধ কুসুমে বিভূষিত করা হইল। তাহাতে সুরপথের ন্যায় সেই পথের অতিশয় শোভা হইল। অনন্তর প্রধান প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষেরা মহাত্মা ভরতের আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অনুচরদিগকে আদেশ-পূর্ব্বক নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল-বিশিষ্ট রমণীয় স্থান সকলে ভরতের মনোমত অতীব মনোহর নিবেশ সকল স্থাপন করিয়া, অধিকতর ভূষণ দ্বারা তৎ সমস্ত সুশোভিত করিল। যাহারা নক্ষত্র ও মুহূর্ত্ত সকলের শুভাশুভ ফল অবগত আছে, তাহারা শুভ নক্ষত্রে ও শুভ মুহূর্ত্তে মহাত্মা ভরতের জন্য শিবির সকল সংস্থাপন করিল। ঐ শিবির সমস্ত প্রভূত পাংশুসমূহে ও পরিখায় পরিব্যাপ্ত, ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত প্রতিমা সমূহে বিরাজিত ও উৎকৃষ্ট রথ্যাসমূহে অলঙ্কৃত। উহা প্রাসাদমালায় ও সৌধ সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবৃত, বহুসংখ্য পতাকা ও সুন্দররূপে নির্ম্মিত, বৃহৎ বৃহৎ পথ সকলে সুশোভিত এবং উহাদের অত্যুচ্চ সপ্ততল গৃহসমূহের অগ্রভাগে কপোত-পালিকা বিরাজমান হইতেছে। ঐ সকল গৃহ অতিশয় উন্নত; দেখিলে বোধ হয়, যেন আকাশে বেদি বা মঞ্চ প্রভৃতি নানাপ্রকার আসন শোভা পাইতেছে। এই সকলে উল্লিখিত শিবির সমস্ত ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভা

ধারণ করিল। এইরূপে সুন্দর শিল্পী সকল ক্রমে ক্রমে যে রমণীয় রাজপথ প্রস্তুত করিল, ঐ পথ পাদপ-রাজি-বিরাজিত অরণ্যানী, বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও নির্ম্মলসলিলশালিনী সুশীতল জাহ্নবী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া, রাত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলমণ্ডিত সুনির্ম্মল আকাশের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ১-২১।

একাশীতিতম সর্গ।

রামকে আনয়নের পরামর্শ।

অনন্তর অভিষেক-দিবসের পূর্ব্বরজনী গতপ্রায়া হইয়াছে দেখিয়া, সূত ও মাগধেরা মঙ্গলস্তবে কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে স্তব করিতে লাগিল। প্রহরাবসান-সূচক দুন্দুভি সকল সুবর্ণময় বাদনদণ্ড দ্বারা বাদিত হইতে লাগিল। শত শত শঙ্খ ও উচ্চাবচস্বরবিশিষ্ট বাদ্য সকল বাদিত হইতে থাকিল। সেই সুমহান্ বাদ্যশব্দ আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত যেন পূর্ণ করিয়া শোকসন্তপ্ত ভরতকে আরও শোকাক্রান্ত করিয়া তুলিল। তখন ভরত প্রতিবুদ্ধ হইয়া 'আমি রাজা নহি' বলিয়া সেই বাদ্য নিবারণ করিয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন, "দেখ শত্রুঘ্ন! কৈকেয়ী কর্ত্তৃক লোকের কি মহৎ অপকার হইয়াছে। আমার উপর এই সকল দুঃখ নিঃক্ষেপ করিয়া রাজা দশরথ প্রস্থান করিয়াছেন। সেই মহাত্মা ধর্ম্মরাজের এই ধর্ম্মমূলক রাজ-শ্রী এক্ষণে নাবিক-বিহীনা নৌকার ন্যায় অস্থিরভাবে ভ্রমণ করিতেছে। যিনি আমাদের সুমহান্ রক্ষক ছিলেন, মাতা ধর্ম্মত্যাগী হইয়া তাঁহাকেও বনে প্রব্রজিত করিয়াছেন।" ভরতকে অচেতন হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া সমুদয় মহিলাগণ করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এইরূপ বিলাপ হইতেছে, এমন সময়ে রাজধর্ম্মজ্ঞ মহাযশা বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মণিকাঞ্চন-পরিপূর্ণ সুবর্ণময়ী পরম রমণীয় সেই সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক স্বস্তিকাকার মণ্ডলসদৃশ আস্তরণে ভূষিত স্বর্ণময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনা ও সেনানায়কগণকে এখানে আনয়ন কর, অবিলম্বেই সম্পাদন করিতে হইবে, এরূপ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা যশস্বী ভরত, শত্রুঘ্ন ও অপরাপর রাজপুত্রগণকে এবং সুমন্ত্র, যুধাজিৎ ও যাঁহারা হিতকারী আত্মীয়, সকলকেই এখানে আনয়ন কর।" অনন্তর রথাশ্ব ও গজারোহী জনগণের যাতায়াতে তুমুল হলহলা শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে, প্রকৃতিবর্গ সেইরূপ ভরত আসিতেছে দেখিয়া রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহাকে অভিনন্দন করিল। তখন ভরত-শোভিত সেই সভা তিমি-নক্র-সমাবৃত মণিশঙ্খশর্কর সমন্বিত স্থির সমুদ্রের ন্যায় পূর্ব্বে দশরথাধিষ্ঠানে সভার যেরূপ শোভা ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ প্রতীতি হইতে লাগিল। ১-১৬।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

রামকে আনয়নার্থ ভরতের উদ্যোগ।

বুদ্ধিসম্পন্ন ভরত দেখিলেন, পূজ্যজনে সম্পূর্ণা হওয়াতে বশিষ্ঠাদি মহাত্মাগণের অধিষ্ঠানে সেই সভা পূর্ণচন্দ্রশোভিতা নিশার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সভাপ্রবিষ্ট আর্য্যগণ যথারীতি স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে তাঁহাদের অঙ্গরাগ ও বস্ত্র-শোভায় শোভিতা হইয়া সেই উৎকৃষ্টা সভা প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। শরৎকালে পূর্ণচন্দ্র-সমন্বিতা রজনী যেরূপ শোভা পায়, বিদ্বজ্জনের সমাগমে সেই সভা পরম রমণীয়া হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠ রাজার প্রকৃতিবর্গকে অবলোকন করিয়া ভরতকে মধুর-বচনে কহিলেন, "ভরত! রাজা দশরথ নিয়ত ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক ধনধান্যবতী বিপুল সমৃদ্ধি-সম্পন্না এই পৃথিবী তোমাকে প্রদান করত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সত্যব্রত রামও সাধুগণাচরিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাকে ত্যাগ করেন না, সেইরূপ পিতার আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে তুমি অমাত্যদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া পিতা ও ভ্রাতা-প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য উপভোগ কর, শীঘ্র অভিষিক্ত হও। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্বপ্রদেশবাসী এবং দ্বীপনিবাসী যাবতীয় রাজগণ ও সিংহাসনশূন্য রাজগণও তোমার জন্য কোটি কোটি রত্ন উপহার দিউন।" ধর্ম্মজ্ঞ ভরত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক-পরিপ্লুত হইয়া ধর্ম্মাশ্রয় রামকে মনে মনে তখন স্মরণ করিলেন। কলহংসস্বর সেই যুবা সভামধ্যে বাষ্পগদ্গদবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষোভ পূর্ব্বক পুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, "যিনি চরিতব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ, কৃতবিদ্য; সেই ধীমান্ রামচন্দ্রের রাজ্য মাদৃশ জন কি প্রকারে হরণ করিতে পারে? দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কিরূপে রাজ্যাপহারক হইব? রাজ্যও রামের, আমিও রামের। হে মহর্ষে! আপনাকে এ স্থলে ধর্ম্ম-কথা কহাই উচিত। সাক্ষাৎ দিলীপ ও নহুষের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা, শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ রামই দশরথের ন্যায় এই রাজ্য পাইবার অধিকারী। অসাধুসেবিত স্বর্গ-বিরোধী এই পাপ যদি আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তবে লোকে আমাকে ইক্ষ্বাকুকুলনাশন বলিবে। জননী কর্ত্তৃক যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমি কোনক্রমেই তাহাও অনুমোদন করি না; অতএব আমি এখানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বনদুর্গস্থ ভ্রাতাকে নমস্কার করিতেছি। আমি নিয়ত তাঁহারই অনুগত থাকিব, তিনিই এ রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রিভুবনের রাজা হইবারও যোগ্য।" সমুদয় সভাসদ্বর্গ ভরতের এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামে তদ্গতচিত্ত হইয়া হর্ষভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। "আমি যদি সেই আর্য্যকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারি, তাহা হইলে লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তথায় বাস করিব। আমি সদ্গুণশালী সাধুস্বভাব শ্রেষ্ঠ আর্য্যগণের সমক্ষেই রামকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যত কিছু উপায় আছে, সমুদয় অবলম্বন করিব। আমি পূর্ব্বেই কি বৈতনিক, কি অবৈতনিক, সমস্ত মার্গনির্ম্মাণ-দক্ষদিগকে পথ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে স্বয়ংই তথায় যাইতে ইচ্ছা করি।" ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত এইরূপ বলিয়া সমীপে অবস্থিত মন্ত্রণানিপুণ সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সুমন্ত্র! আমার আদেশ মতে তুমি শীঘ্র উঠিয়া গমন কর। আমার গমন-বার্ত্তা জানাইয়া সৈন্যদিগকে সত্বর আনয়ন কর।" মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, সুমন্ত্র হর্ষ সহকারে ইষ্ট-বিবরণের ন্যায় সকলকেই এই নির্দিষ্ট বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। রামকে বন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সৈন্যদিগকেও যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, শুনিয়া সমুদয় প্রকৃতিবর্গ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা অতীব আনন্দিত হইলেন। অনন্তর গৃহে গৃহে যোধাঙ্গনাগণ হর্ষ সহকারে তাহাদের স্ব স্ব ভর্ত্তাদিগকে রামানয়ন জন্য বনগমনার্থ

ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। সেই সৈন্যাধ্যক্ষেরা অশ্ব, শকট, মনের ন্যায় শীঘ্রগামী রথ দ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে সপত্নীক যাইতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ গমনোদ্যত হইয়া সজ্জীভূত হইয়াছে দেখিয়া ভরত কুলগুরু বশিষ্ঠের সমীপে বসিয়া পার্শ্বস্থ সুমন্ত্রকে 'রথযোজনায় সত্বর হও' বলিলেন। তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ লইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। সেই দৃঢ়-সত্যবিক্রম, সত্যবৃত্তি, প্রতাপশালী ভরত মহা প্যগত যশস্বী গুরু রামকে ফিরাইয়া আনিবার মানসে সুযুক্ত বাক্যে সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র উত্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে, সুহৃদ্‌গণকে এবং প্রকৃতি প্রধানদিগকে আদেশ কর।" অনন্তর গৃহে গৃহে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা উদ্‌যোগী হইয়া উষ্ট্র, রথ, খর, হস্তী ও সৎকুলজাত অশ্ব সকল সজ্জিত করিলেন। ১-৩১।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

রামের নিকট ভরতের বনযাত্রা।

অনন্তর ভরত প্রাতঃকালে উঠিয়াই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া রামদর্শনাভিলাষে শীঘ্র প্রস্থিত হইলেন। অমাত্য ও পুরোহিতগণ অশ্বযুক্ত সূর্য্যরথসদৃশ প্রভাশালী রথে অধিরূঢ় হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। যথাবিধি সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী সেই গমনকারী ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরতের অনুগামী হইল। এতদ্ভিন্ন ষাট হাজার রথ, বিবিধ অস্ত্রধারী ধন্বিগণ এবং অশ্বারোহী সমেত শত সহস্র অশ্ব সেই গমনকারী যশস্বী জিতেন্দ্রিয় সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজপুত্র রঘুনন্দন ভরতের অনুগমন করিল। কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌশল্যা ইঁহারা রামকে আনিবার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া দীপ্তিশালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ক বিচিত্র বাক্য সকল প্রয়োগ করত প্রহৃষ্টচিত্তে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কত দিনে আমরা জগতের শোকনিবারক, বশীকৃতচেতা, জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, মহাবাহু, দৃঢ়ব্রত রামকে দর্শন করিব? সূর্য্য যেমন উদিত হইয়াই ত্রিভুবনের অন্ধকার নাশ করেন, রামও তেমনি দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াই আমাদের সকল শোক শান্তি করিবেন।" তৎকালে নগরবাসী ব্যক্তিগণ হর্ষ সহকারে এই প্রকার শুভ বাক্য সকল প্রয়োগ করত পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যানগরে যে সকল প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বণিক্ ও রাজানুগত প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলেই হর্ষান্বিত-চিত্তে রামের প্রতিগমন করিল এবং মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্রনির্ম্মাণ-দক্ষ তন্তুবায়, কর্ম্মকার, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজনাদি ব্যবসায়ী, করপত্র (করাত) ব্যবসায়ী, মণিমুক্তাদির ছিদ্রকার, কাচাদি-নির্ম্মাণকর, দন্তব্যবসায়ী, সূপকার, গন্ধবণিক্, বিখ্যাত স্বর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক (যাহারা স্নান করাইয়া দেয়), অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপ-জীবী, মদ্যকার, রজক, সীবনকারক, গ্রাম ও আভীর-পল্লীবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি, নট ও কৈবর্ত্তগণ সকলে স্ব স্ব স্ত্রীর সহিত গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র সদাচারনিষ্ঠ সমাহিতচিত্ত ব্রাহ্মণেরা গোযোজিত রথে সেই ভরতের অনুগমন করিলেন। সকলেই সুন্দর বেশ, সুন্দর বস্ত্র, তাম্রবর্ণ ও বিশুদ্ধ অনুলেপন ধারণ করিয়া সুন্দর যান সকলে আরোহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ভরতের অনুগমন করিলেন। এইরূপে কৈকেয়ীনন্দন ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামকে আনিতে যাত্রা করিলে, প্রমোদসমন্বিতা চতুরঙ্গিণী সেনা সকল পরম হর্ষে ও আনন্দে অনুগমন করিল এবং রথ, যান, অশ্ব ও গজারোহণে বহুদূর অতিক্রম করিয়া, শৃঙ্গবের নগরে গঙ্গানদীর নিকটে সমাগত হইল। রামের সখা শৃঙ্গবের-পতি বীর গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদা অতি সাবধানে সেই প্রদেশের রক্ষাবিধান করত তথায় বাস করিতেন। ভরতের অনুগামিনী চতুরঙ্গিণী সেনা চক্রবাক-ভূষিত ভাগীরথী-তীরে উপনীত হইয়া গমনে ক্লান্ত হইল। বাক্যবিন্যাসপটু ভরত সৈন্যদিগকে গমনে ক্লান্ত দেখিয়া এবং পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া, মন্ত্রীদিগের সকলকেই বলিলেন, আমি অভিপ্রায় করিয়াছি, অদ্য বিশ্রাম করিয়া, কল্য গঙ্গা পার হইয়া যাইব; অতএব সৈন্যদিগকে তাহাদের অভিপ্রায়ানুসারে চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত কর। এক্ষণে স্বর্গপ্রাপ্ত রাজা দশরথের পরলোকনিমিত্ত তর্পণ করিবার জন্য ভাগীরথীতে অবতরণ করিব।" তিনি এই প্রকার বলিলে, অমাত্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া ঐকান্তিক-চিত্তে পৃথক্ পৃথক্‌ক্রমে সৈন্য সকলকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে সন্নিবেশিত করিলেন। মহাভাগ ভরত এইরূপে মহানদী গঙ্গার তটে যথাবিধানে বিবিধ পরিচ্ছদে শোভিত রামকে কিরূপে ফিরাইয়া আনিবেন, কেবল সেই বিষয়ই চিন্তা করত তথায় বাস করিলেন। ১২৬।

চতুরশীতিতম সর্গ।

ভরত ও গুহ-সংবাদ।

এ দিকে চতুরঙ্গিণী সেনা গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, গুহ জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, "গঙ্গাতীরে এই যে সাগরসদৃশী মহতী সেনা নয়নগোচর হইতেছে, আমি মনে মনে চিন্তা করিয়াও উহার অন্ত অবগত হইতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই দুর্ব্বুদ্ধি ভরত স্বয়ং আগমন করিয়াছে। যখন রথোপরি অত্যুচ্চ কোবিদারধ্বজ শোভা পাইতেছে, তখন বোধ হয়, ভরত হয় আমাদিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন, না হয় এককালেই হত্যা করিবে এবং আমাদিগকে ঐরূপ করিয়া পরে জনক কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত রামকে বধ করিবে। ফলতঃ কৈকেয়ীর পুত্র ভরত পরমদুর্ল্লভ রাজ-শ্রী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার আশয়েই রামকে হনন করিবার অভিপ্রায়ে যাইতেছে; কিন্তু দশরথনন্দন রাম আমার সখা ও ভর্ত্তা; অতএব তোমরা সকলে তাঁহার প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত কবচ বন্ধন করিয়া এই প্রদেশে অবস্থান কর। আমার অধীনস্থ দাসেরা সকলেই নদী-তরণ-পথের বিঘ্নসাধনার্থ মাংস, ফল ও মূল ভক্ষণ করত বলবান্ হইয়া এই গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া থাকুক। পঞ্চশত নৌকাবাহনযোগ্য শত শত কৈবর্ত্তেরা ও শত শত যুবা যোদ্ধারা কবচ বন্ধন করিয়া এখানে থাকুক। ভরত যদি রামের বিষয়ে তুষ্ট থাকেন, তবেই এই সেনা আজি কুশলে গঙ্গাপার হইবে; নতুবা নহে।" এইরূপ আদেশ করিয়া নিষাদপতি গুহ মৎস্য, মাংস ও মধু উপঢৌকন লইয়া ভরতের নিকটে গমন করিলেন। প্রতাপশালী কালজ্ঞ সুমন্ত্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া নিতান্ত বিনীতভাবে ভরতকে নিবেদন করিলেন, "জ্ঞাতিসহস্রে পরিবেষ্টিত সাধুতম এই

বৃদ্ধ গুহ আপনার ভ্রাতা রামের সখা; বিশেষতঃ ইনি দণ্ডকারণ্যের সকল বৃত্তান্তই অবগত আছেন; অতএব হে ককুৎস্থনন্দন! নিষাদপতি গুহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন। রাম ও লক্ষ্মণ যেখানে আছেন, ইনি নিঃসন্দেহই তাহা জানেন।" সুমন্ত্রের এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কহিলেন, "নিষাদপতি শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" তখন গুহ ভরতের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট ও জ্ঞাতিগণে বেষ্টিত হইয়া তাঁহার সমীপে যাইয়া নম্রভাবে কহিলেন, "আপনি এখানে আগমনের পূর্ব্বে আমাদিগকে কোনরূপ আজ্ঞা করিয়া পাঠান নাই, ইহাতে আমাকে অনুগ্রহ-দানে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি সমুদায় রাজ্য নিবেদন করিতেছি। আপনি নিজ দাস-বিবেচনায় আমার গৃহে অবস্থিতি করুন। এক্ষণে নিষাদগণ স্বহস্তে এই ফল, মূল, আর্দ্র ও শুষ্কমাংস এবং নীবারাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, এই সমস্ত গ্রহণ করিতে অনুমতি হউক। আমার ঐকান্তিক অভিলাষ, সৈন্যসকল আমাদের গৃহে উত্তমরূপে ভোজন করিয়া অদ্য রাত্রি অবস্থিতি করে এবং আপনিও অদ্য মৎকর্ত্তৃক বিবিধ কাম্য বস্তু দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া কল্য গমন করিবেন।" ১-১৮।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

গুহ-সকাশে ভরতের রামপ্রতি ভক্তি প্রকাশ।

নিষাদরাজ গুহ এই প্রকার কহিলে "পরমপ্রাজ্ঞ ভরত এই হেতুযুক্ত ও অর্থসঙ্গত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে গুরুমিত্র! এক্ষণে আমার এই সৈন্যদিগকে বিশেষরূপে আতিথ্য-সৎকার করিতে তোমার যে অভিলাষ হইয়াছে, ইহাতেই আমার বিশেষরূপ সৎকার করা হইল।" পরম তেজস্বী শ্রীমান্ ভরত এই প্রকার উৎকৃষ্ট বাক্যে গুহকে সম্ভাষণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "এই গঙ্গা-সলিল-প্লাবিত দেশে সহজে প্রবেশ করা বা উত্তীর্ণ হওয়া সাধ্য নহে; অতএব কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব, বল।" ধীমান্ রাজপুত্র ভরতের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুর্গম স্থান সকলের মর্ম্মজ্ঞ গুহ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাবল রাজপুত্র! এ দেশের কোথায় কি আছে, তদ্বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট দাসগণ পরম সমাহিত হইয়া আপনার অনুগমন করিবে এবং আমিও আপনার অনুযাত্রী হইব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ত পুণ্যকর্ম্মা রামের মন্দ-চেষ্টায় গমন করিতেছেন না? আপনার এই মহতী সেনা দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে।" গুহ এই প্রকার বলিতে লাগিলে, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল-স্বভাব ভরত মধুর-বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতার সমান; অতএব তোমার আমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত হয় না। আমায় যেন কোন কালেই রঘুনন্দন রামের মন্দ করিতে না হয়। হে গুহ! সত্য বলিতেছি, আমি বনবাসী ককুৎস্থনন্দন রামকে ফিরাইবার জন্যই যাইতেছি। আমার প্রতি অন্যরূপ আশঙ্কা তুমি করিও না।" ভরতের কথা শুনিয়া গুহের বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি হর্ষিত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আপনিই ধন্য! পৃথিবীতে আপনার তুল্য দেখি না। আপনি অযত্নপ্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর আপনি যে বনবাসী রামকে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় ও সর্ব্বলোকব্যাপিনী হইবে।" গুহ ও ভরতের এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে সূর্য্যের প্রভা নষ্ট ও রাত্রি সমাগত হইল। তখন শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত গুহ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইয়া সেনাসন্নিবেশ পূর্ব্বক পুনরায় শয়ন করিলেন। সেই সময়ে দুঃখানুচিত ধর্ম্মনিরত মহাত্মা ভরতের রাম-চিন্তায় এরূপ শোক উপস্থিত হইল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোটরস্থ অগ্নি যেমন দাবানল-সন্তপ্ত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনি সেই শোকানলে অন্তরে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। সূর্য্য-কিরণে সন্তপ্ত হইলে হিমালয় যেমন হিমরাশি ক্ষরণ করে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে তেমনি শোকাগ্নি-সম্ভূত স্বেদ বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তৎকালে ভরত প্রোথিতকারী দুঃখরূপ পর্ব্বত দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। রামের চিন্তা ঐ পর্ব্বতের সার প্রস্তর; নিশ্বাস উহার ধাতু; দীনভাব উহার বৃক্ষসমূহ; শোকজনিত মানসিক অবসাদ উহার বদ্ধমূল শৃঙ্গ; অতিমাত্র মোহ উহার বন্য প্রাণিসমূহ এবং সন্তাপ ঐ পর্ব্বতের ওষধি ও বেণু। এইরূপে পরম আপদে পতিত হইয়া তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইল এবং মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্দাহে অভিভূত হইয়া যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায় কোনমতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে গুহের সহিত মিলিত মহানুভব ভরত সপরিবারে একাগ্রচিত্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের চিন্তা করিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্নমনা হইলে নিষাদরাজ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ১-২২।

ষড়শীতিতম সর্গ।

ভরতসকাশে গুহ কর্ত্তৃক রামের বনগমন বৃত্তান্ত-বর্ণন।

অনন্তর গহনবাসী গুহ অমিত-গুণশালী ভরতের নিকট রামের প্রতি মহাত্মা লক্ষ্মণের সদ্ভাব কীর্ত্তন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "গুণশালী লক্ষ্মণ রামের রক্ষাজন্য উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বাণ হস্তে জাগিয়া রহিলে আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'তাত রঘুনন্দন! আপনার জন্য এই সুখদায়িনী শয্যা রচনা করা হইয়াছে, আপনি সুখে ইহাতে শয়ন করুন, রামের জন্য আপনার কোন শঙ্কা নাই। আপনি চিন্তা ও শোক ত্যাগ করুন। এই সকল সাধারণ জন দুঃখোচিত, পরন্তু আপনি সুখোচিত; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরাই রামের রক্ষার জন্য জাগরণ করিব। অথবা আপনার অগ্রে সত্য করিয়া বলিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম পৃথিবীতে আমার আর কেহই নাই। আপনি শয়নে সমুৎসুক হউন। রামের প্রসাদে ইহলোকে আমি বিপুল যশ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভের প্রত্যাশা করি; অতএব আমি সমুদয় জ্ঞাতিগণে মিলিত হইয়া ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক সীতার সহিত নিদ্রান্বিত প্রিয়সখা রামের রক্ষা করিব। আমি সর্ব্বদা এই বনে বিচরণ করিয়া থাকি; সুতরাং এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নাই; বিশেষতঃ যুদ্ধে আমি চতুরঙ্গ-সৈন্যেরও বেগসহনে সক্ষম।' এ প্রকার কহিলে ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা লক্ষ্মণ আমাদের সকলকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'দশরথনন্দন রাম সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা বা জীবনোপায়ভূত সুখ সমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ হই? সমুদয় দেব ও দানব যুদ্ধে যাঁহার বীর্য্য-সহনে অক্ষম, হে গুহ! সেই রাম আজি সীতার সহিত তৃণমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, দর্শন কর। এই রামই রাজা

দশরথের অনুরূপ লক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র পুত্র, বিবিধ পরিশ্রমে ও বিস্তর তপস্যা করিয়া রাজা ইহাঁকে পাইয়াছেন। অতএব ইনি বনবাসী হওয়াতে রাজা আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। পৃথিবী নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র বিধবা হইবেন। অন্য রাজমহিলারা সমস্ত দিবস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া অধুনা শ্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই সমুদয় রাজভবন একেবারে নিঃশব্দ হইবে। ফলতঃ কৌশল্যা, রাজা এবং জননী সুমিত্রা, ইহাঁরা যে বাঁচিবেন, কোন মতেই আশা করিও না। যদি বাঁচেন, এই রাত্রিমাত্র, আর নহে; অথবা দেবী সুমিত্রা শত্রুঘ্নের মুখাপেক্ষায় বাঁচিতে পারেন; কিন্তু বীরজননী কৌশল্যা এই প্রকার দুঃখের অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা রামকে রাজ্য দিতে মনোরথ করিয়া একেবারেই তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি রামকে রাজা করিতে না পারিয়া নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে কাল উপস্থিত হইলে, পিতা যখন পরলোকগমন করিবেন, যাঁহারা সমুদয় প্রেতকার্য্যে তাঁহার সংস্কার করিবেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। আহা! পিতার রাজধানী অযোধ্যা রমণীয় চত্বর-সংস্থান, সুবিভক্ত মহাপথ, হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ এবং সর্ব্বপ্রকার রত্ন, এই সকলে বিভূষিত; গজ, অশ্ব ও রথসমূহে পরিপূর্ণ; বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত; সর্ব্বপ্রকার কল্যাণবিশিষ্ট; সর্ব্বদাই হৃষ্টপুষ্ট লোক সকলে পরিব্যাপ্ত এবং উদ্যান, উপবন, সমাজ ও উৎসবপরম্পরায় বিরাজমান। যাহারা তথায় বিচরণ করিবে, তাহারাই যথার্থ সুখী। হে গুহ! চতুর্দ্দশ বৎসর ব্রতপালনান্তে আমরাও কি সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নিরাপদে ঐ অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া সুখী হইতে পারিব?' রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে রজনীর অবসান হইয়া প্রাতঃকালে সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইল। তখন এই ভাগীরথীতীরে উভয়ের জটা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আমি সুখে দুই জনকে গঙ্গা পার করাইলাম। তখন সেই হস্তিযূথসদৃশ মহাবল তেজস্বী শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ আর অপেক্ষা না করিয়া জটাবল্কল ধারণ এবং উৎকৃষ্ট তূণীর ও ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক সীতার সহিত আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত গমন করিলেন।" ১-১২৫।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

গুহপ্রমুখাৎ রামবৃত্তান্ত-শ্রবণে ভরতের অবসাদ।

ভরত গুহের মুখে এই নিতান্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ভুজযুগল অতিবিশাল, স্কন্ধ সিংহের ন্যায় উন্নত, লোচনদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত এবং তিনি অতিমাত্র ধৈর্য্যশীল, সুকুমার, যুবা ও প্রিয়দর্শন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যলাভ করিয়া পুনরায় অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধহৃদয় হস্তীর ন্যায় সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নিষাদরাজের মুখ মলিন হইল এবং তিনি ভূমিকম্পে বৃক্ষের ন্যায় ব্যথিত হইলেন। সন্নিহিত শত্রুঘ্নও তদবস্থ ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাচ্ছন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভরতের মাতৃগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপবাসে ও ভর্ত্তৃবিয়োগে নিতান্ত শীর্ণকায় এবং যার পর নাই দীনভাবাপন্ন ছিলেন। সকলে আসিয়া ভূপতিত ভরতের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিকটে আসিয়াই নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্তে গাঢ়রূপে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর সেই পুত্রবৎসলা তপস্বিনী কৌশল্যা আপনার পুত্রকে যেমন, ভরতকেও তেমনি আলিঙ্গন করিয়া শোকপরায়ণা হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! কোন ব্যাধি ত তোমার শরীরে অসুখ দিতেছে না? আহা! এই রাজকুলের যে আর কেহই নাই। এক্ষণে তুমিই একমাত্র ইহার জীবনের অবলম্বন। বৎস! রাম ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন; আমরা তোমারই মুখ চাহিয়া কেবল বাঁচিয়া আছি। এক্ষণে আমাদের সকলের রক্ষা করে, তোমা বই এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। বৎস! লক্ষ্মণের ত কোনরূপ অকুশল শুন নাই? অথবা এক ভিন্ন আমার আর পুত্র নাই, সেই পুত্রও আবার স্ত্রীর সহিত বনে গিয়াছেন। তাঁহারও ত কোন কুঘটনা শুন নাই?" পরম যশস্বী ভরত মুহূর্ত্ত পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া রোদন করিতে করিতে কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিয়া গুহকে এই কথা বলিলেন, "হে গুহ! আমার ভ্রাতা রাম কোথায় রজনী-যাপন করিয়াছিলেন এবং কি খাইয়া কিরূপ শয্যায় ঘুমাইয়াছিলেন? সীতা এবং লক্ষ্মণ, ইহাঁরাই বা কোথায় ছিলেন, আমাকে বল।" নিষাদরাজ গুহ রামের ন্যায় প্রিয় ও উপকারী অতিথির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সহর্ষে ভরতের নিকট তাহা বর্ণন করিয়া কহিলেন, "আমি ভক্ষণার্থ নানা প্রকার অন্ন, ভোজনীয় ও ফলমূল রামকে উপহার দিয়াছিলাম। সত্যপরাক্রম রাম আমার প্রতি অনুগ্রহ জন্য তৎসমস্ত বাক্যমাত্রে গ্রহণ করিয়া পুনরায় আমাকেই দিলেন; ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া প্রতিগ্রহ করিলেন না। আমাকে এই কথা বলিলেন, 'সখে! আমরা ক্ষত্রিয়, সর্ব্বদা আমাদের প্রতিগ্রহ করিতে নাই।' এই বলিয়া সেই মহাত্মা আমাদের সকলকে অনুনয় করিলেন। অনন্তর মহানুভব লক্ষ্মণ জল আনিয়া দিলে, তিনি সীতার সহিত তাহা পান করিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহাদের পানাবশিষ্ট জলপান করিলেন। পরে তাঁহারা তিনজনে সংযত-বাক্যে সমাহিত-চিত্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিলেন। সন্ধ্যাবন্দনান্তে লক্ষ্মণ স্বহস্তে কুশ সকল আহরণ করিয়া অবিলম্বে রামের জন্য অতি সত্বর সুন্দর শয্যা রচনা করিলেন এবং রাম সীতার সহিত সেই শয্যায় শয়ন করিলে পর লক্ষ্মণ তাঁহাদের দুই জনের চরণ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক তথা হইতে কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিলেন। এই সেই ইঙ্গুদীতরুতল এবং এই সেই তৃণরাশি, রাম সীতা দুই জনে সেই রাত্রি এইখানে যাপন করিয়াছিলেন। সেই রজনীতে শত্রুদমন লক্ষ্মণ নিয়মানুসারে পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীর ও করতলে অঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন এবং হস্তে গুণযুক্ত মহৎ ধনু ধারণ করিয়া রামের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমিও উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তন্দ্রাবিহীন ও ধনুর্ধারী জ্ঞাতিদিগের সহিত সেই মহেন্দ্রতুল্য রামকে রক্ষা করত লক্ষ্মণের নিকটে অবস্থিত হইয়াছিলাম।" ১-২৪।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

বিলাপ সহকারে ভরতের বনবাসী হইতে সঙ্কল্প।

ভরত অমাত্যবর্গের সহিত অবহিত-চিত্তে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ইঙ্গুদীতলে আগমন পূর্ব্বক রামের শয্যা নিরীক্ষণ করিলেন এবং সমস্ত জননীদিগকে কহিলেন, "মহাত্মা রাম রজনীতে এই ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার অঙ্গমর্দ্দনের চিহ্ন। যিনি অধিরাজ-বংশীয় পরম ভাগ্যশালী ধীমান্ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভূতলে শয়ন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত। আঃ! পুরুষোত্তম রাম চিরকাল মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট শয্যাসমূহে শয়ন করিয়াছেন; এখন কিরূপে তিনি ভূমিতে শয়ন করিতেছেন? অথবা তিনি সর্ব্বদাই সপ্ততল প্রাসাদ সকলের শিখরস্থ গৃহ ও গৃহচূড়ে শয়ন করিয়াছেন এবং যাহাদের কুট্টিম স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আস্তরণে অলঙ্কৃত, পুষ্পসমূহে চিত্রিত, চন্দন ও অগুরু-গন্ধে আমোদিত, শ্বেতবর্ণ আকাশের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, শুকসমূহের কলরবে প্রতিধ্বনিত নানা প্রকার সুগন্ধে ও গীতধ্বনিতে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ এবং যাহাদের ভিত্তি সকল কাঞ্চনময় ও যাহারা মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, তাদৃশ অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ সকলে তিনি অহোরাত্র বাস করিয়াছেন, এখন কিরূপে ঈদৃশ ভূমিতে শয়ন করিতেছেন? যিনি ঐ সকলে শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষ এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ও মৃদঙ্গ সকলের সুমধুর শব্দে সর্ব্বদাই প্রতিবোধিত হইতেন এবং যথাকালে বহুসংখ্য বন্দী, সূত ও মাগধকর্ত্তৃক অনুরূপ গাথা ও স্তুতিতে বন্দিত হইতেন, এখন তিনি এই সকলে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে ভূমিতে শয়ন করিলেন? ইহা অশ্রদ্ধেয় ও অসত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে; আমার মন বিমুগ্ধ হইতেছে, আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি, বোধ হইতেছে। বুঝিলাম, কাল অপেক্ষা কোন দেবতাই বলবত্তর নহেন; নতুবা রাম দশরথের আত্মজ হইয়াও ভূমিতে শয়ন করিলেন কেন? এবং যিনি বিদেহপতি জনকের কন্যা ও সাক্ষাৎ দশরথের পরম প্রণয়-পাত্রী পুত্রবধূ, সেই প্রিয়দর্শনা সীতাকেও এই কালপ্রভাবে ভূমিতে শয়ন করিতে হইল! ভ্রাতা রামের এই শয্যা, এই তাঁহার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের মনোহর চিহ্ন, এই কঠিন অসমান ভূমিতে তৃণসকল তাঁহার গাত্রসংস্পর্শে বিমর্দ্দিত হইয়াছে। কল্যাণী সীতাও অলঙ্কৃত হইয়া এই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; কেন না, ইহার সর্ব্বত্রই স্বর্ণকণা সকল সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে; সীতার উত্তরীয় যে ইহাতে সংলগ্ন হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। কেন না, রেশমের সূতা সকল উহাতে সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছে। বুঝিলাম, স্বামী যে শয্যায় শয়ন করেন, তাহাই মহিলাগণের সুখদায়িনী। পতিব্রতা সীতা সুকুমারী হইয়াও ঈদৃশ কঠিন ভূমি-শয়নে কিছুই দুঃখ-বোধ করেন নাই। হায়! আমি হত হইলাম! হায়! আমি কি নৃশংস! আমারই জন্য রঘুনন্দন রাম ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় ঈদৃশী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন! যিনি সার্ব্বভৌম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সুখ-ভোগেরই যোগ্য, যাঁহার কলেবর ইন্দীবরসদৃশ শ্যামবর্ণে রঞ্জিত, লোচনযুগল রক্তবর্ণ এবং যিনি দেখিতে অতি মনোহর, যিনি সর্ব্বদাই সুখভোগ করিয়াছেন, কখন কষ্ট পাইবার উপযুক্ত নহেন, এক্ষণে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট ও পরম অভীষ্ট রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন, ইহা অপেক্ষা আমার দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে? বিবিধ শুভলক্ষণ-সম্পন্ন মহাবাহু লক্ষ্মণই ধন্য, যিনি সঙ্কটসময়ে ভ্রাতা রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। আর জানকীও স্বামীর সঙ্গে বন-গামিনী হইয়া নিশ্চয়ই সফলমনোরথা হইয়াছেন। আমরাই কেবল সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া সংশয়-দশায় পতিত হইলাম। এক্ষণে রাজার স্বর্গলাভ এবং রাম বনবাসী হওয়াতে সমুদয় পৃথিবী আমার কর্ণধার-হীন নৌকার ন্যায় শূন্য বোধ হইতেছে। রাম অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন; তথাপি এই পৃথিবী তাঁহারই ভুজবল-রক্ষিত বলিয়া কেহ মনেও তাহার প্রার্থী হইতে পারিতেছে না। অধুনা যদিও এই অযোধ্যার প্রাচীর সকল রক্ষকহীন, গজ ও অশ্ব সকল স্বাধীন-ভাবাপন্ন, পুরদ্বার সকল অনাবৃত এবং সৈন্য সকল বিশৃঙ্খল হইয়াছে এবং যদিও পূর্ব্বের ন্যায় বল নাই, রক্ষা নাই ও আবরণ নাই; কিন্তু রামের বাহুবীর্য্যে রক্ষিত বলিয়া ঈদৃশ সঙ্কটাপন্ন অযোধ্যাকে বিষময় খাদ্যের ন্যায় শত্রুগণ গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছে না। যাহা হউক, আজি হইতে আমি তৃণে বা ভূমিতে শয়ন করিব এবং জটাচীর ধারণ পূর্ব্বক নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিব। আমি তাঁহার হইয়া নিজেই বনে থাকিব। ইহাতে আমার সুখলাভ এবং তাঁহারও প্রতিজ্ঞাপালন হইবে। রামের জন্য বনবাসী হইলে, শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন এবং আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যার পালন করিবেন। দ্বিজাতিগণ সেই ককুৎস্থনন্দন রামকে অযোধ্যা-রাজ্যে অভিষেক করিবেন। দেবতারা আমার এই মনোরথ সত্য করুন। স্বয়ং অবনতমস্তকে নানা প্রকারে প্রসন্ন করিয়া যদি তিনি প্রতিশ্রুতি-প্রতিপালনে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আমি চিরকাল তাঁহার সঙ্গে বনে থাকিব; তিনি কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।"১-৩০।

একোননবতিতম সর্গ।

ভরতের সসৈন্যে নদী উত্তরণ।

রঘুকুলোদ্ভব মহাত্মা ভরত তথায় সেই রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন, "শত্রুঘ্ন! উত্থিত হও, কেন শয়নে রহিয়াছ? তোমার কল্যাণ হউক, তুমি ত্বরায় নিষাদরাজ গুহকে আনয়ন কর। তিনি সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন।" ভরত এইপ্রকার আদেশ করিলে শত্রুঘ্ন কহিলেন, "আমি নিদ্রিত হই নাই, অনবরত আর্য্য রামচন্দ্রকে চিন্তা করত আপনার ন্যায় জাগ্রদ্দশাতেই অবস্থিত রহিয়াছি।" নরবীর ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে নিষাদরাজ গুহ তথায় আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে ককুৎস্থনন্দন! আপনি এই নদীতীরে রজনীতে সুখে রাত্রিবাস করিয়াছেন ত এবং সৈন্যগণের সহিত আপনার কোন ক্লেশ হয় নাই ত?" গুহের স্নেহবশতঃ উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম-পরবশ ভরত এই কথা বলিলেন, "ধীমন্! শর্ব্বরী সুখে যাপিত হইয়াছে এবং তুমিও আমাদিগকে সম্পূর্ণ সৎকার করিয়াছ। সম্প্রতি তোমার দাসগণ বহুসংখ্য নৌকা দ্বারা আমাদিগকে গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ করাইয়া দিউক।" অনন্তর গুহ ভরতের আদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বর তথা হইতে নগরে প্রতিপ্রবেশ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, "সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল হউক; তোমরা

নিদ্রা ত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হও। কতকগুলি নৌকা তীরে আনয়ন কর, সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিতে হইবে।” তাহারা এই প্রকার অভিহিত হইয়া রাজার আজ্ঞায় সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পাঁচ শত নৌকা আনিয়া উপস্থিত করিল এবং রাজাদিগের আরোহণ-যোগ্য স্বস্তিক নামে কতিপয় নৌকাও আনয়ন করিল। ঐ সকল নৌকা সুবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রসমূহ দ্বারা অতিশয় শোভাবিশিষ্ট, শত শত দণ্ড ও নাবিক-সমন্বিত; উহাদের সন্ধিবন্ধ সকল অতিশয় দৃঢ় এবং পতাকাসকলে বৃহৎ ঘণ্টা লম্বিত রহিয়াছে। অনন্তর গুহও স্বয়ং স্বস্তিক নামে একখানি স্বতন্ত্র রাজনৌকা লইয়া আসিলেন। ঐ নৌকা সর্ব্বাংশেই নিরাপদ্ এবং নরপতিগণের আস্তরণোপযুক্ত কম্বলে আচ্ছাদিত। উহার উপরিভাগে অনবরত মঙ্গল-বাদ্যের শব্দ হইতেছে। মহাবল শত্রুঘ্ন, ভরত, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজমহিষীগণ ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বেই আরোহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সানুচর রাজপরিবারবর্গ, শকট ও পণ্য সকল ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় উঠান হইল। নদীতীর্থে অবতীর্ণ, অগ্রে নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক স্থানগ্রহণ জন্য ব্যস্ত এবং নিজ নিজ গৃহসামগ্রী-গ্রহণ-ব্যাকুল সৈন্যসকলের কোলাহল-ধ্বনি গগনতল স্পর্শ করিল। ঐ সময়ে দাসগণ অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নৌকা-সকল চালাইয়া দিলে, পতাকাধারিণী শীঘ্রগামিনী সেই সমস্ত নৌকা আরোহিগণকে বহন করিয়া মহাবেগে অতি দ্রুত ধাবমান হইল। সেই সকলের মধ্যে কোন নৌকা স্ত্রীগণে পূর্ণ, কোন নৌকা অশ্বসমূহে সমাকীর্ণ এবং কোন নৌকা বা বহুমূল্য যান-বাহনাদি বহন করিয়া চলিল। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল নৌকা পরপারে গমন করিয়া আরোহীদিগকে নামাইয়া দিয়া নিবৃত্ত হইলে ধীবরগণ সেই সকল নৌকা লইয়া জলমধ্যে বিচিত্র ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে গজারোহিগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ধ্বজ-ভূষিত হস্তী সকল পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়া নদী সন্তরণ করিতে লাগিল। কেহ নৌকায় আরোহণ ও কেহ বা বেণুতৃণাদিনির্ম্মিত ভেলা করিয়া পার হইতে লাগিল, কেহ কুম্ভ ও ঘট ধরিয়া সন্তরণ দিল এবং অন্যেরা বাহুমাত্রেই নির্ভর করিয়া পার হইল। ধীবরগণ কর্ত্তৃক গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া সেই শোভমানা চতুরঙ্গিণী সেনা সূর্য্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্ত্তমধ্যে পরমমনোহর প্রয়াগ-বনে প্রয়াণ করিল। তখন মহাত্মা ভরত সৈন্যদিগকে যথানিয়মে প্রয়াগ-বনে স্থাপিত এবং আশ্বাসিত করিয়া ঋষিবর ভরদ্বাজের দর্শনকামনায় ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। পরে সেই মহানুভব, দেবপুরোহিত, ব্রহ্মপরায়ণ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ-আশ্রম-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া রমণীয় পর্ণকুটীর ও তরুগণ-মণ্ডিত মহদ্বন দর্শন করিলেন। ১-২৩।

নবতিতম সর্গ।

ভরদ্বাজসমীপে ভরতের উপস্থিতি।

পুরুষোত্তম ভরত আশ্রম-পীড়া না হয়, এ জন্য সৈন্য সমুদায় ক্রোশ-পরিমিত অন্তরে স্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্রীদিগের সহিত তদ্দর্শনে চলিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা শস্ত্র ও পরিচ্ছদ ত্যাগ এবং ক্ষৌমবস্ত্র-যুগল পরিধান করত পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া পদব্রজে চলিলেন। অনন্তর দূরে হইতে ভরদ্বাজকে দেখিতে পাইয়া তিনি মন্ত্রীদিগকে রাখিয়া, স্বয়ং পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মহাতপা ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দর্শনমাত্র শিষ্যদিগকে অর্ঘ্য আনিতে আদেশ করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন। বশিষ্ঠের সহিত সমাগত ভরত যথারীতি অভিবাদন করিলে, তিনি তাঁহাকে বশিষ্ঠের সহিত আসিতে দেখিয়া দশরথের পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভরদ্বাজ উভয়কেই যথাক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য ও বিবিধ ফল প্রদান করিয়া গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজধানী, সৈন্য, কোষ, মিত্রবর্গ ও মন্ত্রিগণ সকলেরই কুশলপ্রশ্ন করিয়া রাজা দশরথের পরলোক হইয়াছে জানিয়া, তদ্বিষয়ে কোন উল্লেখ করিলেন না। বশিষ্ঠ ও ভরত ভরদ্বাজের তপঃসাধন, শরীর, অগ্নি, শিষ্য, বৃক্ষ, মৃগ ও পক্ষিগণের অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমযশস্বী ভরদ্বাজ ‘আমার সর্ব্বত্রই কুশল,’ এই কথা বলিয়া ভরতকে কহিলেন, “তুমি রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াছ, অতএব এখানে এখন আসিবার কি আবশ্যক হইল, সমুদায় বল; আমার মনে বিশ্বাস হইতেছে না। কৌশল্যা যে শত্রুহন্তা ও আনন্দবর্দ্ধন রামকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি ভ্রাতার ও ভার্য্যার সহিত বহুকালের জন্য বনে গিয়াছেন, যে মহাযশা পত্নীপরতন্ত্র পিতার ‘চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হও’ এই আজ্ঞা-পালন হেতু বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য অকণ্টকে ভোগ করিবার জন্য লক্ষ্মণের সহিত এই সময়ে তাঁহার অনিষ্ট করিতে তোমার ত অভিলাষ হয় নাই?” ভরদ্বাজের কথা শুনিয়া দুঃখবশতঃ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে গদ্গদ-বাক্যে ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন, “ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এই প্রকার পাষণ্ড ভাবেন, তাহা হইলে আমার জীবন, জন্ম, সকলই বৃথা। আমা হইতে এই উপস্থিত বিপদ্-সম্ঘটন হয় নাই এবং ইহা আমি কখন মনেও ভাবি নাই; অতএব আমার প্রতি এরূপ শ্রুতিকটু আজ্ঞা করিবেন না। আমার রাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাস-বিষয়ে মাতা যাহা রাজাকে বলিয়াছেন, তাহা কোনমতেই আমার অভিমত নহে এবং তাহাতে কোন অংশেই আমি সন্তুষ্ট বা সম্মত নহি। এই জন্য আমি সেই পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিব বলিয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিতে আসিয়াছি এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে তন্নিকটে আসিয়াছি। ভগবন্! ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য জানিয়া আপনি প্রসন্ন হউন এবং বলুন, মহপতি রাম সম্প্রতি কোথায় আছেন।” অনন্তর বশিষ্ঠাদি ঋত্বিক্গণের প্রার্থনায় ভগবান্ ভরদ্বাজ প্রসন্ন হইয়া ভরতকে বলিলেন, “হে পুরুষসিংহ! যখন সুপ্রসিদ্ধ রঘুকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, তখন গুরুসেবা, দম এবং সাধুগণের আনুগত্য এই তিনটি তোমাতেই সম্ভব হয়। তোমার যে ঈদৃশ মনোগত ভাব, তাহা আমি জানি; তথাপি তাহা অনেকের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়া দৃঢ়তর হউক এবং তদ্দ্বারা তোমার কীর্ত্তিও সম্যক্রূপে বর্দ্ধিত হউক, এই কারণেই আমি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ রামকেও আমি জানি। তিনি এখন মহাগিরি চিত্রকূটে বাস করিতেছেন হে ইষ্টপ্রদ ধীমন্! কল্য তথায় যাইও; আজি মন্ত্রিগণের সহিত এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার এই অভীষ্ট-সাধন করিতে হইবে।” তখন উদার-দর্শন প্রসিদ্ধযশাঃ রাজনন্দন ভরত ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া মহর্ষির মহাশ্রমে রাত্রিবাস করিতে মনস্থ করিলেন। ১-২৪।

একনবতিতম সর্গ।

ভরদ্বাজ-আশ্রমে ভরতের আতিথ্যস্বীকার।

কৈকেয়ীনন্দন ভরত এইরূপে রাত্রিবাসে কৃতমতি হইলে, মহর্ষি তাঁহাকে আতিথ্য-সৎকারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্! বনে যে পাদ্য অর্ঘ্য পাওয়া যায়, আপনি তদ্দ্বারাই আমার যথেষ্ট আতিথ্য করিয়াছিলেন।" ভরদ্বাজ হাসিতে হাসিতে ভরতকে কহিলেন, "আমি জানি যে, অল্পেই তুমি প্রীতিসংযুক্ত হও। তোমার সেনাদিগকে ভোজন করাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে হে নরেশ্বর! আমি যেরূপ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি, তোমাকে সেইরূপ করিতে হইবে। হে পুরুষপ্রবর! তুমি কি জন্য সৈন্যদিগকে দূরে রাখিয়া একাকী আমার আশ্রমে আসিলে? সসৈন্যে না আসিবার কারণ কি?" ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া মহর্ষিকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! আপনার আশ্রম-পীড়া হইবে, এই ভয়েই সসৈন্যে এখানে আসি নাই। রাজা বা রাজপুত্রের কর্তব্য যে, যত্নপূর্ব্বক তপস্বিগণের আশ্রম-পীড়া পরিহার করেন। ভগবন্! প্রধান প্রধান অশ্ব মনুষ্য এবং উৎকৃষ্ট মত্ত হস্তী সকল একেবারে অনেক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। তাহারা আশ্রমের বৃক্ষ, জলাশয়, ভূমি ও পর্ণশালাসকল নষ্ট না করে, এই ভাবিয়াই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া আমি একাকী আসিয়াছি।" মহর্ষি কহিলেন, "সেনাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর।" ভরত এই আজ্ঞা পাইয়া সৈন্যদিগকে নিকটে আনয়ন করাইলেন। তখন মহর্ষি অগ্নিগৃহে প্রবেশ এবং যথাবিধানে জলপান দ্বারা আচমন করিয়া আতিথ্য করিবার জন্য এই বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন, "ভরতের আতিথ্য করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, এই জন্য আমি সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি। তিনি আমার আতিথ্যের উপযোগী গৃহাদি সমুদয় সিদ্ধ করিয়া দিন। আমি অতিথিসৎকার কামনা করিয়া ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, এই চারি লোকপালকেও আহ্বান করিতেছি; তাঁহারা সিদ্ধিবিধান করুন। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে গঙ্গাদি যে সকল বক্র বা প্রতিকূল-প্রবাহিণী নদী আছেন, তাঁহারাও সকলে এখানে অদ্য আগমন করুন। কেহ মৈরেয় (মদ্যবিশেষ), কেহ সুনিষ্পাদিত সুরা এবং কেহ বা ইক্ষুরসের ন্যায় মধুর ও শীতল সলিল ক্ষরণ করুন। দেব, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু দিব্য অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বপত্নীগণ, ইঁহাদের সকলকেও আমি আহ্বান করিতেছি। এতদ্ভিন্ন ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা, পর্ব্বতবাসিনী সোমা এবং যাহারা ইন্দ্রের ও যাহারা ব্রহ্মার পরিচর্য্যা করে, সেই সকল বেশভূষা-সমন্বিতা কামিনীকে তুম্বুরুর সহিত আমি আহ্বান করিতেছি। উত্তর-কুরুতে কুবেরের যে চৈত্ররথ নামে দিব্য বন আছে, যাহার বৃক্ষসকল বস্ত্র ও অলঙ্কাররূপ পত্র এবং দিব্য স্ত্রী-রূপ ফলসমূহে ভূষিত, সেই কুবেরের বন ও এই আশ্রমে উপস্থিত হউক। এতদ্ভিন্ন ভগবান্ সোমদেব উৎকৃষ্ট অন্ন, বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য ও লেহ্য, বৃক্ষ হইতে স্বয়ংজাত চিত্র মাল্য, তথা সুরাদি নানাপ্রকার পেয় এবং বিবিধ মাংস, এই সকল বিধান করুন। এইরূপে সমাধি ও অপ্রতিম তেজঃপ্রভাবে যুক্ত মহর্ষি উপযুক্ত স্বর ও সুপ্রযুক্ত বর্ণোচ্চারণ পূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি ও পূর্ব্বাস্য হইয়া মনে মনে ধ্যান করিবামাত্র একে একে সেই সকল দেবতা আসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পরম আনন্দজনক সুখদ সমীরণ মলয় ও দর্দ্দুর নামক চন্দন-পর্ব্বতদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া ঘর্ম্মনাশ পূর্ব্বক যথাবিধানে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর দিব্য মেঘ সকল বিচিত্র পুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সকল দিকেই দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মনোহর বায়ুরাশি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। অপ্সরোগণ নৃত্য ও দেব-গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। বীণা সকল মধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল। এইরূপে নৃত্য-গীতাদির লয়সমন্বিত নানাপ্রকার মনোহর ধ্বনিতে স্বর্গ, পৃথিবী ও প্রাণিগণের শ্রবণরন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গেল। মনুষ্যগণের শ্রুতিসুখাবহ তাদৃশ দিব্য শব্দ সমুত্থিত হইলে ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ-কৌশল দর্শন করিল। তাহারা দেখিল, ভূতল চতুর্দ্দিকে পাঁচ যোজন ব্যাপিয়া সমতল এবং নীল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শাদ্বলসমূহে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহাতে ফলশালী বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী ও আম্রবৃক্ষ সকল ফলদ্বারা ভূষিত হইয়াছে। উত্তর-কুরুদেশ হইতে দিব্য উপভোগ্য চৈত্ররথ-বন এবং তীরজাত নানাবিধ বৃক্ষে বেষ্টিতা মনোহারিণী নদী সকল তথায় আগমন করিয়াছে। বহুসংখ্য সুন্দর শুভ্রবর্ণ গৃহ সকল, হস্তিশালা ও অশ্বশালা এবং হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, পুরদ্বার এবং শ্বেতমেঘসন্নিভ সুতোরণ রাজ-সদন নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সকল ভবন শুক্লমাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত, সুগন্ধি জলসিক্ত, চতুষ্কোণ, বিরল, শয়ন-আসন-যানযুক্ত, মনোহর রস-সমুদয়-সমন্বিত, দিব্য ভোজন-দ্রব্য ও বস্ত্রবিশিষ্ট ছিল। কৈকেয়ীনন্দন মহাবাহু ভরত মহর্ষির অনুজ্ঞায় সেই রত্ন-পরিপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রিগণ সকলেই পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের সহিত তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং সেই গৃহের গঠনাদি দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তথায় যে রাজযোগ্য সিংহাসন, ছত্র ও চামর ছিল, ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত তৎসমস্ত প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই রাজাসন রামচন্দ্রের যোগ্য এবং তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা ভাবিয়া ভরত তাহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাহার পূজা করিলেন; পরে বালব্যজন গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীর আসনে স্বয়ং আসীন হইলেন। তখন মন্ত্রিগণ ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে প্রথমে সেনাপতি, তৎপশ্চাৎ শিবির-রক্ষক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই পায়সরূপ কর্দ্দম-শালিনী নদী সকল মহর্ষির আদেশে ভরতের নিকট সমাগত হইল। ঐ নদীসমূহের উভয় কূলে শ্বেত মৃত্তিকার (চূণের) প্রলেপযুক্ত দিব্য রমণীয় গৃহ সকল শোভা পাইতেছে। এই গৃহসমূহ ভরদ্বাজের প্রসাদে সমুদ্ভূত হইয়াছে। অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত দিব্যাভরণ-ভূষিত বিংশতিসহস্র রমণী সমাগত হইল। তদ্ভিন্ন স্বয়ং কুবের কর্ত্তৃক প্রেরিত বিংশতি সহস্র স্ত্রী আগমন করিল; তাহারা সকলেই মণি, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণে ভূষিত। যাহাদের দর্শনে লোক বশীভূত ও উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাদৃশী অপ্সরা সকলও নন্দন-কানন হইতে তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ নারদ, তুম্বুরু ও গোপ এই সকল গন্ধর্ব্বরাজ ভরতের সম্মুখে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন এবং অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা, ইহারা মহর্ষির আদেশক্রমে ভরতের সমীপে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। প্রয়াগক্ষেত্রে, চৈত্ররথ বন এবং নন্দন এই সকল স্থলে যে মাল্যদাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্ত মহর্ষির তেজে তথায় দেখিতে পাওয়া গেল।

বিল্ববৃক্ষ সকল মৃদঙ্গবাদকের রূপ ধারণ, বিভীতক সকল তাল গ্রহণ ও অশ্বত্থ সকল নর্ত্তকের বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তথায় বিরাজমান হইল। অনন্তর তাল, তমাল, তিলক ও দেবদারু সকল কেহ কুব্জ ও কেহ বা বামনরূপে আগমন করিল। শিংশপা, আমলকী, জম্বু. তদ্ভিন্ন কাননস্থিত অন্যান্য লতা সকল প্রমদা-শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস করিল। সুরাপায়িগণ সুরাপান করিল; ক্ষুধিত ব্যক্তি সকল পায়স ও পরম পবিত্র মাংস সকল, অথবা যাহার যে ইচ্ছা, সে তাহাই ভক্ষণ করিল। অনন্তর সাত আটজন নারী এক একজন পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদ্বর্ত্তন করাইয়া স্নান করাইতে লাগিল। বিশাললোচনা বরাঙ্গনা সকল স্নাত পুরুষদিগের আর্দ্র অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া চরণসেবা করত সুধা পান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। বাহন-পালকেরা উৎকৃষ্ট অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও বৃষদিগকে যথাবিধানে তাহাদের ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইতে লাগিল। তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধগণের যে সকল বাহন ছিল, মহাবল বাহন-পালকগণ তাহাদিগকে ভক্ষণার্থ প্রেরণ করত ইক্ষু, মধু ও লাজ ভোজন করাইল। অশ্ববন্ধনকারী অশ্বের প্রতি এবং কুঞ্জরগ্রাহী গজের দিকে দৃষ্টি রাখে নাই। সেই সমস্ত সৈন্য মাদকদ্রব্য-সেবনে মত্ত, মধুপানে প্রমত্ত এবং মুদিত হইয়া তথায় সম্যক্ শোভিত হইল। এইরূপে সৈন্য-গণ সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগলাভে পরিতৃপ্ত, রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং অপ্সরাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বলিতে লাগিল, "আমরা আর অযোধ্যায় যাইব না এবং দণ্ডকেও গমন করিব না। ভরত কুশলে থাকুন এবং রামও সুখে থাকুন।" গজারোহী, অশ্বারোহী, হস্তিরক্ষক ও অশ্বরক্ষক এবং পদাতি যোধগণ সকলেই তাদৃশ সৎকারলাভে স্বাধীন-ভাবাপন্ন হইয়া এই প্রকার বলিতে লাগিল। ভরতের অনুযাত্রিক সহস্র সহস্র লোক নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, 'ইহাই স্বর্গ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। মাল্যধারী সৈন্যগণ কেহ কেহ নৃত্য করত, কেহ কেহ গান করত, কেহ কেহ হাস্য করত ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। অমৃতোপম অন্ন ভক্ষণ করিয়া যদিও তাহারা পরম তৃপ্ত হইয়াছিল, তথাপি পরম উপাদেয় খাদ্য সকল দর্শন করিয়া আবার ভোজনে ইচ্ছা হইল। সৈনিকমণ্ডলে যে দাস, দাসী ও স্ত্রী ছিল, তাহারা সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিল এবং অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, গো, গর্দ্দভ, মৃগ ও পক্ষিগণ সকলেই প্রচুর পরিমাণে আহার করাতে আর কোন দ্রব্যে মুখও দিল না। ফলতঃ তথায় ক্ষুধার্ত্ত, মলিন, ধূলিধ্বস্ত-কেশ, অথবা মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছে, এমন কোন ব্যক্তিই লক্ষিত হইল না। চতুর্দ্দিকেই উপাদেয় অন্নে পরিপূর্ণ, স্বর্ণ-রজতাদি বিবিধ ধাতু-বিনির্ম্মিত সহস্র সহস্র পাত্র পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, লোক সকল বিস্ময়ান্বিত হইল। শোভা-সংসাধনার্থ পুষ্পের ধ্বজ রচনা করিয়া সেই সকল পাত্রে সংলগ্ন করা হইয়াছে। আম্রাদি ফলের কাথ-রসে সিদ্ধ করিয়া অজ ও বরাহের মাংসে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন ও বিবিধ-গন্ধরসপূর্ণ সূপ প্রস্তুত করত রাশি রাশি সজ্জিত করা রহিয়াছে। সেই পঞ্চ যোজন-পরিমিত বন-ভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ যাবতীয় কূপ সকল পায়সের কর্দ্দমবিশিষ্ট, গাভী সকল কামধেনু এবং যাবতীয় বৃক্ষ অনবরত মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল মৈরেয় নামক মদ্যে পূর্ণ এবং সম্যক্রূপে উত্তপ্ত পাত্র সকল সুপক্ক ও পরম পরিষ্কৃত মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুটমাংসে পরিপূর্ণ ছিল। সহস্র সহস্র অন্নাধারপাত্র, নিযুত নিযুত ব্যঞ্জনপূর্ণ স্থালী, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ স্বর্ণময় হস্তপ্রক্ষালন-পাত্র, কুম্ভী-স্থালী (জলপান-পাত্রবিশেষ) এবং সুগন্ধযুক্ত পীতবর্ণ সুপক্ক তক্র ও দধিপূর্ণ করম্ভী (দধিমন্থনপাত্র) সকল তথায় দেখা গিয়াছিল। তত্রত্য হ্রদ সকলের মধ্যে কোন কোনটি তক্রে, কোন কোনটি দধিতে, কোন কোনটি দুগ্ধে এবং কোন কোনটি শর্করারাশিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। লোক সকল নদীসমূহের স্নান-ঘট্টে গিয়া দেখিতে পাইল, পাত্রমধ্যে আমলকাদির কল্ক, সুগন্ধি চূর্ণ, স্নানার্থ উষ্ণোদক ও অন্যান্য দ্রব্য সকল রহিয়াছে। চাকচিক্যময় দন্তধাবন-কাষ্ঠ, সমুদ্গ-(কৌটাবিশেষ) মধ্যে বিশুদ্ধ ঘৃষ্ট চন্দন, সুমার্জ্জিত দর্পণ, ধৌত বস্ত্র-রাশি এবং সহস্র সহস্র চর্ম্মপাদুকা, অঞ্জনযুক্ত করণ্ডিকা, কঙ্কত (কাঁকুই), কুর্চ্চ (যাহা দ্বারা শ্মশ্রু মার্জ্জন করা যায়), ছত্র, ধনু, কবচ, বিচিত্র শয্যা ও আসন এবং ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিবার জন্য যাহা পান করা যায়, তাদৃশ রসপূর্ণ হ্রদ সকল এবং অশ্ব, গজ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র সকল অবতরণ ও অবগাহন করিতে পারে, ঈদৃশ হ্রদসমূহ; তদ্ভিন্ন তথায় পশুগণের ভক্ষণার্থ নীল-বৈদূর্য্য-বর্ণ সুকোমল তৃণরাশি প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। মহর্ষি এইরূপে ভরতের যে আতিথ্য করিলেন, তাহা স্বপ্ন সদৃশ নিতান্ত বিস্ময়াবহ দর্শন করিয়া, লোকমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নন্দন-বনে দেবতারা যেমন বিহার করেন, তদ্রূপ রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে এইপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে তাহাদের সেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন সমাগত অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণ এবং বরবর্ণিনী রমণী সকল ভরদ্বাজের অনু-মতি লইয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। কিন্তু ভরতের অনুযাত্রী লোক সকল সেইরূপই দৃপ্ত ও মদ-মত্ত এবং সেইরূপই দিব্য অগুরু-চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া রহিল। নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ও দিব্য মাল্য সকলও তাহাদের উপভোগ জন্য সেইরূপই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রমর্দ্দিত হইতে লাগিল। ১৮৩।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

ভরদ্বাজের নিকট ভরতের রামকর্ত্তৃক অবস্থিতিস্থান-জিজ্ঞাসা।

অনন্তর ভরদ্বাজ আতিথ্য-বিধান করিলে ভরত সপরিবারে সেই রজনী যাপন করিয়া রামকে প্রাপ্ত হইবার কামনায় মহর্ষির সমীপে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপস্থ হইয়াছেন দেখিয়া ভরদ্বাজ হোমাবসানে তাঁহাকে কহিলেন, "অনঘ! আমার এই আশ্রমে সুখে তোমার ত রাত্রি-যাপন হইয়াছে এবং তোমার লোক সকলও ত আতিথ্য-লাভে সম্যক্ তৃপ্ত হইয়াছে?" এই বলিয়া উত্তমতেজা মহর্ষি আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমি সমগ্র বলবাহনের সহিত সুখে রাত্রিবাস করিয়াছি এবং আপনিও সমস্ত সেনার সহিত আমাকে বিশেষরূপেই তৃপ্ত করিয়াছেন। ফলতঃ সমুদায় ভৃত্যের সহিত আমরা সকলেই সুখে রাত্রিযাপন, সুখে বাস ও সুখে পান-ভোজন করিয়াছি এবং আমাদের সকলেরই সন্তাপ ও গ্লানি দূর হইয়াছে। হে ভগবন্! এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভ্রাতার নিকট যাইতে উদ্যত হই-য়াছি; আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! মহাত্মা ধার্ম্মিক রামের আশ্রম কত দূরে বলুন এবং কোন্ পথে কত দূরে

তথায় যাইতে হইবে,তাহাও বলিয়া দিন।" ভরত ভ্রাতৃদর্শনলালসায় এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, পরমতেজস্বী ও পরমতপস্বী ভরদ্বাজ প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভরত! এখান হইতে সার্দ্ধ-দ্বিযোজন অন্তরে জনশূন্য অরণ্য-মধ্যে চিত্রকূট নামে রমণীয় বিদীর্ণ-পাষাণ ও কাননসমূহে শোভমান পর্ব্বত আছে। তাহার উত্তর-পার্শ্ব দিয়া মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী কুসুমিত তরুগণ-সমাবৃত এবং রমণীয় পুষ্পিত কাননে সুশোভিত। হে তাত! উহারই পরপারে চিত্রকূট পর্ব্বত এবং রাম-লক্ষ্মণের পর্ণকুটীর দেখিতে পাইবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই তথায় বাস করিয়া আছেন। হে মহাভাগ বাহিনীপতে! যমুনার দক্ষিণতীরস্থ পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সেই পথের দুইটি শাখাপথের মধ্যে বামভাগে যে পথ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে, এই পথে গজবাজি-পরিবৃত সেনাকে চালনা কর, তাহা হইলে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন মহারাজ দশরথের যানগামিনী মহিষীগণ, প্রস্থান করিতে হইবে শুনিয়া, নিজ নিজ যান সকল ত্যাগ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনার্থ পরিবেষ্টন করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ পতিপুত্র-বিরহে নিতান্ত ব্যাকুলা ও শীর্ণদেহা কৌশল্যা দেবী সুমিত্রার সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে করযুগল দ্বারা মহর্ষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিফলকামা সর্ব্বলোক-নিন্দিতা কৈকেয়ীও মহর্ষির পাদবন্দনা করিলেন। এইরূপে তিনি ভগবান্ ভরদ্বাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে ভরতের নিকট দণ্ডায়মানা রহিলে, মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"হে রঘুনন্দন! তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।" বক্তৃবর ধার্ম্মিক ভরত মহর্ষির এই কথায় কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন,' ভগবন্! শোকে ও উপবাসে শীর্ণদেহা ও নিতান্ত দুঃখিতা পিতৃদেবের মহিষী এই যে দেবীকে সাক্ষাৎ দেবরূপিণীর ন্যায় দেখিতেছেন, এই কৌশল্যাই অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে, তেমনি সিংহ-গতিসম্পন্ন পুরুষোত্তম রামকে প্রসব করিয়াছেন। ইঁহার বাম-বাহু আশ্রয় করিয়া এই যিনি ক্ষুণ্ণচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি রাজার মধ্যমা মহিষী, দেবী সুমিত্রা। পুষ্প সকল বিশীর্ণ হইলে কর্ণিকার-বৃক্ষের শাখা যেমন বনমধ্যে শোভাহীন হইয়া থাকে, তেমনি ইনিও দুঃখিতা আছেন। দেবতার ন্যায় রূপবান্, বীর্য্যশালী, সত্যবিক্রম, সুকুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই দেবী সুমিত্রার কুমাররূপে অবতরণ করিয়াছেন। আর যাঁহার জন্য পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুসম বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং রাজা দশরথ পুত্রহীন হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; ক্রোধনা, অকৃতবুদ্ধি, গর্ব্বিতা, সুভগমানিনী, ঐশ্বর্য্যের অভিলাষিণী, অনার্য্যা হইয়াও আর্য্যবৎ প্রতীয়মানা সেই এই কৈকেয়ী পাপাশয়া নিষ্ঠুরা ও আমার জননী জানিবেন। আমি যে বর্ত্তমানে বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি, ইনিই তাহার মূল।" পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত বাষ্প-গদ্গদবাক্যে এই প্রকার কহিয়া রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আরক্তলোচন হইলেন। মহামতি মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে এই প্রকার কথা কহিতে দেখিয়া, সস্নেহে তাঁহাকে কহিলেন, "ভরত! তুমি কৈকেয়ীকে দোষী বোধ করিও না; কেন না, এই রাম-প্রব্রাজন পরিণামে মহান্ সুখহেতু হইবে। রামের এই বনবাস উপলক্ষে দেব, দানব ও মহাত্মা ঋষিগণ, সকলেরই হিত-সাধন হইবে।" এই বলিয়া মহর্ষি আশীর্ব্বাদ করিলে ভরত তদীয় অনুগ্রহলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া সৈন্যদিগকে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। তখন বহুবিধ লোক বহুবিধ সুবর্ণভূষিত দিব্য অশ্ব-রথ যোজনা করিয়া প্রস্থানার্থ তাহাতে আরোহণ করিল। স্বর্ণময় গলবন্ধন-রজ্জু ও পতাকাবিশিষ্ট হস্তী ও হস্তিনী সকল গ্রীষ্মাবসানে শব্দায়মান জলদমণ্ডলীর ন্যায় দশ-দিক্ নিনাদিত করত প্রস্থান করিল। ক্ষুদ্র মহৎ নানা প্রকারের বহু-মূল্য যান সকল এবং পদাতিগণ পাদচারে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী প্রমুদিত হইয়া রামদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় উৎকৃষ্ট যানসমূহে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ ভরত সপরিবারে তরুণ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী শোভনা শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সেই গজবাজিসমাকুলা মহতী সেনা সমুত্থিত মহামেঘের ন্যায় দক্ষিণদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া প্রস্থান করিল। ঐ মহতী সেনা প্রস্থান-সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে সন্নিবিষ্ট পর্ব্বত ও নদী সকলে বিদ্যমান, মৃগপক্ষি-সেবিত শোভন অরণ্য সকল অতিক্রম করিয়া চলিল। সৈন্যমধ্যে যে সকল হস্তী ও অশ্ব ছিল, তাহারা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। বনমধ্যগত মৃগ ও পক্ষি-সমূহ ঐ সৈন্য-দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইল। তৎকালে ভরতের সুবিপুল-বাহিনী মহাবনে প্রবেশ করিয়া পরম শোভা বিস্তার করিল। ১-৪০।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

চিত্রকূটারণ্যে ভরতের সসৈন্যে প্রবেশ।

সেই মহতী সেনা ঐরূপে প্রস্থান করিলে বনবাসী যূথপতি মত্ত হস্তী সকল তৎকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া দলে দলে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। নদী-তীরে, পর্ব্বত-শিখরে ও বনস্থলে ভল্লূকগণ পৃষ, ও রুরু সমুদয় সকল দিকেই ব্যাকুলভাবে ধাবমান হইতেছে, লক্ষিত হইল। দশরথ-নন্দন ধর্ম্মাত্মা ভরত সগর্জ্জে ধাবমান সুবিপুল চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া প্রীতিভরে গমন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘ সকল যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ মহাত্মা ভরতের সাগর-প্রবাহ-সন্নিভ মহতী সেনায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎকালে মহাবল হস্তী ও অশ্বসমূহে সম্যক্‌রূপে সমাবৃত মেদিনী বহুক্ষণ ব্যাপিয়া অলক্ষ্য হইয়াছিল। বহুদূর গমন করিয়া বাহন সকল নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া উঠিলে শ্রীমান্ ভরত মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি যেরূপ দেখিতেছি ও যেমন শুনিয়াছি এবং স্বয়ং ভরদ্বাজও যে প্রকার বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমরা অভিমত স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখুন, ঐ সেই চিত্রকূট পর্ব্বত, এই সেই মন্দাকিনী নদী এবং দূর হইতে নীলমেঘসন্নিভ ঐ সেই বন প্রতিভাত হইতেছে। সম্প্রতি আমার পর্ব্বতোপম হস্তিগণে চিত্রকূটের রমণীয় সানুসমূহ নিপীড়িত হইতেছে। ঐ দেখুন, বর্ষাকালে সজল শ্যামল জলধরমণ্ডল যেমন জলরাশি বর্ষণ করে, বৃক্ষ সকল তেমনি মাতঙ্গগণের শুণ্ডাঘাতে আন্দোলিত হইয়া পর্ব্বতের সানুসমূহে কুসুম-রাশি বর্ষণ করিতেছে। শত্রুঘ্ন! কিন্নরাচরিত প্রদেশ সকল অবলোকন কর। আমাদের অশ্বগণে চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে ঐ স্থান মকর-গণ-সমাকীর্ণ সাগরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শরৎকালে বায়ুবেগে চালিত হইয়া মেঘসমূহ যেমন আকাশমণ্ডলে শোভা পায়, সেইরূপ সমুদয় শীঘ্রগামী সৈন্য-পরিচালিত হইয়া মৃগগণ শোভিত হইতেছে।

জলধরসদৃশ প্রকাশমান চর্ম্মফলক-(ঢাল) সমন্বিত দাক্ষিণাত্যগণ যেরূপ মস্তকে সুগন্ধি-কুসুমের কিরীট ধারণ করে, ঐ সকল বৃক্ষও সেইরূপ শিখরাগ্রে কুসুম-স্তবক ধারণ করিয়াছে। এই বন স্বভাবতঃ নির্জ্জন, নিস্তব্ধ এবং প্রিয়দর্শন হইলেও সংপ্রতি আমাদের আগমনে জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অশ্বগণের খুরক্ষুন্ন ধূলিসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমীরণ আমার প্রীতিসাধন-সমুদ্দেশেই যেন উহাকে শীঘ্র উপনীত করিয়া দিতেছে। শত্রুঘ্ন! অবলোকন কর, প্রধান প্রধান সারথিগণ আরোহণ করাতে ঐ অশ্বযোজিত রথ সকল বনমধ্যে অতি দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ত্রাসিত হইয়া বিহঙ্গমগণের আবাসভূমি এই শৈলেই আসিতেছে। এই স্থান অতিমাত্র মনোজ্ঞ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তাপসগণ এখানে অবস্থিতি করেন; এই কারণে ইহা স্বর্গপথের সমান। ঐ দেখ, অরণ্যমধ্যে চিত্রমৃগ সকল মৃগীর সহিত মিলিত হইয়া কুসুমসমূহে চিত্রিতের ন্যায় অতীব মনোহর দেখাইতেছে। সৈন্যগণ! তোমরা এক্ষণে সমুচিত বিধানে গমন করিয়া যাহাতে পুরুষোত্তম রাম-লক্ষ্মণের দেখা পাওয়া যায়, তজ্জন্য তন্ন তন্ন করিয়া সমুদায় বন অন্বেষণ কর।" শস্ত্রপাণি শূর পুরুষগণ ভরতের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধূমশিখা দেখিতে পাইল। ধূমশিখা দর্শন পূর্ব্বক তাহারা প্রত্যাগত হইয়া ভরতকে নিবেদন করিল, "যেখানে মনুষ্যের সমাগম নাই, সেখানে কখনও অগ্নি থাকে না। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, রাম-লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই এখানে আছেন। অথবা সেই শত্রুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ যদি না থাকেন, তবে রামের তুল্য অন্যান্য তপস্বিগণ এখানে যে আছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" শত্রুবল-মর্দ্দন ভরত এই ন্যায়ানুগত বাক্য-শ্রবণে সৈন্যগণকে বলিলেন, "তোমরা স্থির হইয়া সাবধানে এইখানেই অবস্থান কর, এখান হইতে অগ্রসর হইও না; মন্ত্রী সুমন্ত্র ও ধৃতির সহিত আমিই নিজে গমন করিব।" সৈন্যগণ এই কথায় সেই স্থানেই ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিল। তখন ভরত যেখানে ধূমশিখা লক্ষিত হইতেছিল, তৎপ্রদেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে ভরতের আদেশে সৈন্যগণ যথাবিধানে অবস্থান পূর্ব্বক সম্মুখে ধূমশিখা লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল যে, পরম প্রীতিভাজন রামের সহিত সাক্ষাৎ হইতে আর বিলম্ব নাই; এই ভাবিয়া তাহারা পরম আহ্লাদিত হইল। ১-২৭।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক সীতা-সমীপে চিত্রকূট-শোভা বর্ণন।

গিরিবন-প্রিয় রাম প্রিয়ার প্রিয়কামনায় এবং আপনারও চিত্তবিনোদন-বাসনায় অনেক দিন চিত্রকূটে যাপন করিয়া ইন্দ্র যেমন শচীকে, তেমনি সীতাকে ঐ চিত্রকূট দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভদ্রে! এই রমণীয় চিত্রকূট দর্শন করিয়া কি রাজ্যনাশ, কি বন্ধু-বিরহ, কিছুতেই আমার মন আর কোন অংশেই ব্যথিত নহে। কল্যাণি! অবলোকন কর, নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ এই গিরিবনে বাস করিতেছে এবং বিবিধ ধাতুরঞ্জিত শিখর সকল যেন আকাশ ভেদ করিয়া ইহার শোভা সংসাধন করিতেছে। কোন শৃঙ্গ রজতসদৃশ, কোন শিখর রক্তসন্নিভ, কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা-লতার ন্যায় লোহিতবর্ণ, কোনটি ইন্দ্রনীলমণিপ্রভ, কোনটি পুষ্পরাগ, স্ফটিক ও কেতকীকুসুমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এবং কোনটির প্রভা নক্ষত্র ও পারদের প্রভাতুল্য। শান্তস্বভাব নানাজাতীয় মৃগ, মহাব্যাঘ্র, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও ভল্লুকসমূহ এবং বহুবিধ বিহঙ্গমে সমাকীর্ণ হওয়াতে এই গিরিরাজ অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। অধিকন্তু আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, অঙ্কোল, ভব্য, তিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বাণ, মধুক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ইন্দ্রযব ও বীজক ইত্যাদি ফল-পুষ্প ও ছায়া-সম্পন্ন মনোহর বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে এই চিত্রকূট শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ভদ্রে! ঐ দেখ, রমণীয় শৈলপ্রস্থে মনস্বী কিন্নর-মিথুন সকল কামহর্ষণ হইয়া বিহার করিতেছে। কিন্নরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং বিদ্যাধর রমণীগণের বিচিত্র বস্ত্র সকল মনোরম ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষশাখায় লম্বিত রহিয়াছে, দর্শন কর। স্থানে স্থানে জলপ্রপাতসমূহ পতিত এবং নির্ঝর সকল ভূমিভেদ করিয়া নির্গত হইয়া প্রবাহিত হওয়াতে এই গিরিবর মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। ঐ দেখ, সমীরণ গুহামুখ হইতে বিনির্গত হইয়া বিবিধ পুষ্পের বিবিধ গন্ধ আহরণ পূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া কাহার না অতিমাত্র হর্ষ সঞ্চারিত করিতেছে? অয়ি অনিন্দিতে! আমি যদি তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বহুবৎসরও বাস করি, শোকে আমার অন্তর্দাহ হইবে না। ভামিনি! বহুবিধ পুষ্প-ফল-সম্পন্ন, নানাজাতীয় বিহঙ্গম পূর্ণ ও বিচিত্র-শিখর এই রমণীয় চিত্রকূটে আমার অতিমাত্র প্রীতি জন্মিয়াছে। এই বনবাস দ্বারা আমার দ্বিবিধ ফললাভ হইয়াছে; প্রথম, সত্য-ধর্ম্ম পালন করিয়া পিতার ঋণশোধ; দ্বিতীয়, ভরতের পরম প্রীতিসাধন। জানকি! আমার সহিত এই চিত্রকূটে মনোবাক্ ও দেহানুকূল বিবিধ পরম প্রীতিকর নূতন নূতন পদার্থ দর্শন করিয়া তোমার ত চিত্তবিনোদন হইতেছে? রাজ্ঞি! রাজর্ষিগণ রাজার পক্ষে এইরূপ নিয়মে বনে অবস্থান করাকে অমৃতস্বরূপ বলিয়াছেন, আমার প্রপিতামহগণও বনবাসকে পরলোকের মঙ্গলজনক বলিয়াছেন। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে শৈলরাজ চিত্রকূটের শত শত বিশাল বর্ত্তুল শিলা সকল শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বিবিধ বর্ণে শোভা পাইতেছে। রাত্রিতে এই শৈলেন্দ্রে সহস্র সহস্র ওষধি-লতা সকল স্বীয় প্রভায় দীপ্তি পাইয়া দীপ্তাগ্নি-শিখার ন্যায় নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। ভামিনি! ঐ দেখ, এই পর্ব্বতের কোন স্থান গৃহসদৃশ, কোন স্থান উদ্যানসদৃশ এবং কোন স্থান বহুজনের অবস্থানযোগ্য অখণ্ড শিলাসকলে অলঙ্কৃত হইয়া পরম শোভা সমুৎপাদন করিতেছে। স্বয়ং চিত্রকূটও যেন বসুধা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান পূর্ব্বক বিরাজমান হইতেছে। ঐ দেখ, এই চিত্রকূটের শৃঙ্গ সকল সকল দিকেই সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কামিগণের শতদল-দলযুক্ত উৎপল, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্রাদি-নির্ম্মিত, উত্তরচ্ছদ-বিশিষ্ট, সুকোমল আস্তরণ সকল শোভা পাইতেছে। জানকি! ঐ দেখ, কামিগণের পরিভোগ-মর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমল-কুসুমের মালা সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; আর নানাজাতীয় ফলসকলও পড়িয়া আছে। বহুবিধ ফলমূল ও স্বচ্ছ জলসম্পন্ন এই চিত্রকূট গিরি অলকা, ইন্দ্রের অমরাবতী এবং উত্তরকুরুদেশকে অতিক্রম করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে। অয়ি বনিতে সীতে! যদি আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত উৎকৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধুপদবী আশ্রয় পূর্ব্বক এই চিত্রকূটে বিহার করিতে পাই, তাহা

হইলে কল ও ধর্ম্ম উভয়েরই পরম উন্নতি-সাধন করিয়া সুখী হইতে পারি। ১-২৬।

পঞ্চনবতিতম সর্গ

সীতারামের কথোপকথন।

অনন্তর কোশল-পতি রাজীব-লোচন রাম পর্ব্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পবিত্রসলিলা রমণীয় মন্দাকিনী নদী প্রদর্শন পূর্ব্বক চারুচন্দ্রাননা বরাঙ্গনা জনকদুহিতাকে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! হংসসারস-সেবিতা, কুসুমিতা, বিচিত্রপুলিনা, রমণীয়া মন্দাকিনী নদী অবলোকন কর। তীরদেশে নানাবিধ পুষ্প-ফল-বৃক্ষ সমুদ্ভূত হওয়াতে উহাকে রাজরাজ-পুরী নলিনীর ন্যায় বোধ হইতেছে। এই নদীর ঘাট সকল অতি মনোহর; আমার অতিমাত্র প্রীতি সমুৎপাদন করিতেছে। সম্প্রতি মৃগযূথ উহাতে জলপান করাতে উহার জল কলুষিত হইয়াছে। প্রিয়ে! ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ বল্কলের উত্তরীয় পরিধান পূর্ব্বক যথাকালে এই মন্দাকিনী সলিলে অবগাহন করিতেছেন। হে বিশালাক্ষি! এ দিকে এই সকল দৃঢ়ব্রত মুনি নিয়ম বশতঃ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মৃদুমন্দ সমীর-হিল্লোলে শিখরসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে চিত্রকূটস্থ পাদপরাজি এই নদীর ইতস্ততঃ কুসুমরাশি বিকীরণ করাতে বোধ হইতেছে, যেন ঐ চিত্রকূট নৃত্য করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। এই মন্দাকিনী কোথাও মণির ন্যায় স্বচ্ছসলিলা, কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও বা সিদ্ধগণে পরিব্যাপ্ত, অবলোকন কর। অয়ি ক্ষীণমধ্যমে! এই সুবিপুল কুসুমরাশি কতকগুলি জলের উপর ভাসমান হইতেছে, দেখ। কল্যাণি! এ দিকে অবলোকন কর, চারুভাষী চক্রবাক সকল মধুর-স্বরে শব্দ করিয়া পুলিনদেশে অধিরোহণ করিতেছে। অয়ি শোভনে! নগরে বাস এবং তোমায় দর্শন অপেক্ষাও আমার এই চিত্রকূট ও মন্দাকিনী-দর্শনে সুখ উপলব্ধি হইয়া থাকে। তপস্যা ও শম-দম-সমন্বিত নিষ্পাপ সিদ্ধপুরুষেরা নিত্য যাহার জলে অবগাহন করেন, এক্ষণে তুমি আমার সহিত সেই মন্দাকিনীতে অবগাহন কর। ভামিনি! রক্তোৎপল ও শ্বেতপদ্ম সকল প্রক্ষেপ করত তুমি সখীর ন্যায় এই মন্দাকিনীতে নির্ভয়ে অবগাহন কর। সীতে! তুমি ঐ হিংস্র জন্তুদিগকে পৌরজনের ন্যায়, এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযুর ন্যায় মনে করিও। বৈদেহি! লক্ষ্মণ পরম ধার্ম্মিক ও আমার আজ্ঞাপ্রতিপালক; তুমি আমার অনুকূল ভার্য্যা, সর্ব্বদাই আমার প্রীতিসাধন করিয়া থাক। এইরূপে তোমাদের সহবাসে থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং মধুপান ও ফলমূল আহার করিতে পাইলে আর আমার অযোধ্যায় বা রাজ্যে কিছুমাত্র স্পৃহা হয় না। গজযূথ-কর্ত্তৃক আলোড়িতা, সিংহ-মাতঙ্গ ও বনের বানরগণ কর্ত্তৃক নিপীতসলিলা, পুষ্পিতবনশালিনী এবং কুসুমনিকর-বিভূষিতা এই রমণীয়া নদীতে অবগাহন করিয়া যে ব্যক্তি সুখী ও ক্লান্তিহীন না হয়, তেমন লোকই নাই।" রঘুবংশবর্দ্ধন রাম মন্দাকিনী-প্রসঙ্গে এইরূপ নানা বাক্য বলিতে বলিতে নয়নাঞ্জনপ্রভ রমণীয় চিত্রকূটে প্রিয়া সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১-১৯।

ষণ্ণবতিতম সর্গ

রামলক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ভরতের সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণ।

তৎকালে রাম জনকনন্দিনী সীতাকে গিরিনদী মন্দাকিনী দর্শন করাইয়া মাংসবিশেষ প্রদর্শন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করত গিরিপ্রস্থে বসিয়া রহিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "জানকি! এই মাংস অতি পবিত্র, এই মাংস অতি স্বাদু এবং এই মাংস অগ্নিতে উত্তমরূপে পাক করা হইয়াছে।" ধর্ম্মাত্মা রাম সীতার সহিত এইরূপে গিরিপ্রদেশে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তৎসমীপে গমনোন্মুখ ভরতের সৈন্যগণের পাদরেণু ও কোলাহল আকাশ ব্যাপিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। এই অবসরে সেই সুবিপুলশব্দ-শ্রবণে যূথপতি মত্ত হস্তী সকল ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া দলে দলে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম সৈন্যসমুদ্ভূত শব্দ শ্রবণ এবং ধাবমান যূথপতি গজদিগকে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে অবলোকন করিলেন। ঐরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তিনি দীপ্ততেজা সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! সুমিত্রাদেবী তোমা কর্ত্তৃক সুসন্তানবতী হইয়াছেন। এক্ষণে অবলোকন কর, ঐ ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনসদৃশ সুগভীর তুমুল শব্দ শুনা যাইতেছে। ঐ দেখ, এই গহন-কাননসঞ্চারী মৃগ, মহিষ ও গজযূথ সিংহগণের সহিত নিতান্ত ভীত হইয়া সহসা দশ-দিকে পলায়ন করিতেছে। হে সৌমিত্রে! রাজা বা রাজপুত্র বনমধ্যে মৃগয়ায় আসিয়াছেন কিংবা অন্য কোন শ্বাপদ হইতে এরূপ উৎপাত হইতেছে কি না, তোমাকে জানিতে হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! এই চিত্রকূট পর্ব্বতে পক্ষীরাও অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে না; অতএব তুমি সমুদয় ঘটনা যথাতথ্য জানিয়া আইস।" তখন লক্ষ্মণ অতি সত্বর কুসুমিত শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি উত্তরদিকে নেত্রপাত করত দেখিতে পাইলেন, গজ-বাজি-রথ-সমাকুল ও সুসজ্জিত পদাতিযুক্ত সুবিপুল সৈন্য আগমন করিতেছে। তিনি রামকে সেই অশ্ব-গজ-পূর্ণ রথধ্বজবিভূষিত সেনার কথা নিবেদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি সত্বর অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ধনুঃ-শর ও কবচ সজ্জিত করুন এবং সীতাও গুহায় প্রবেশ করুন।" পুরুষোত্তম রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎস সৌমিত্রে! এই সেনা কাহার বোধ হইতেছে? বিশেষরূপে নিরীক্ষণ কর।" লক্ষ্মণ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সেই সেনা যেন দগ্ধ করিবার মানসে কহিলেন, "স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কৈকেয়ীনন্দন ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া এক্ষণে তাহা অকণ্টকে ভোগ করিবার জন্য আমাদের দুই জনকে সংহার করিবার আশায় আগমন করিতেছে, দেখুন, ঐ যে সুমহান্ সুন্দর বৃক্ষ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, উহারই সমীপে রথোপরি ঐ সমুজ্জ্বল স্কন্ধবিশিষ্ট কোবিদার-ধ্বজ বিরাজ করিতেছে। ঐ দেখুন, অশ্বারোহিগণও দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া এই দিকেই আসিতেছে এবং হস্ত্যারোহী সকল পরম হর্ষে স্ব স্ব চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক গজসমূহে আরোহণ করিয়া বিরাজমান হইতেছে। হে বীর! আমরা এখন দুই জনেই ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত আশ্রয় করি। যাহার জন্য আমাদের এই মহৎ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভরত কেমন দেখিব। অথবা দুই জনে কবচ ধারণ ও আয়ুধ উদ্যত করিয়া এইখানেই অবস্থিতি করিব। কোবিদার-ধ্বজ ভরত যুদ্ধে আমাদের অবশ্যই বশীভূত হইবে। হে রঘুনন্দন! আপনি, আমি ও সীতা সকলেই যাহার জন্য

দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি, বিশেষতঃ আপনি যাহার জন্য শাশ্বত রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, হে বীর! এক্ষণে সেই পরমশত্রু বধার্হ ভরত এই উপস্থিত। হে রঘুনন্দন! ভরতের বধে আমি কোন দোষই দেখিতেছি না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাপকারী, তাহাকে বধ করিলে কোন অধর্ম্ম নাই। হে রঘুনন্দন! ভরত আমাদের পূর্ব্বাপকারী; সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হইবে। ভরত নিহত হইলে আপনি নির্ব্বিঘ্নে সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করুন। রাজ্যকামুকা কৈকেয়ী অদ্য পুত্রকে সংগ্রামে হত দেখিবে। আমার হস্তে গজভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় উহাকে নিহত দেখিয়া কৈকেয়ী নিতান্ত দুঃখিতা হইবে। আমি কৈকেয়ীকেও সবান্ধবে কুব্জার সহিত বিনাশ করিব। অদ্য পৃথিবী মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। হে মানদ! অদ্য আমি শুষ্ক তৃণরাশিতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় শত্রু-সৈন্যমধ্যে বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ও অন্যায়াচরণ নিক্ষেপ করিব। অদ্যই আমি সুশাণিত সায়কসমূহে শত্রু-শরীর সকল ছেদন করিয়া তাহাদের শোণিতে চিত্রকূটের কানন রক্তাক্ত করিব। অদ্য আমার শরজালে ভিন্নহৃদয় হইয়া, গজ, অশ্ব ও মনুষ্য সকল নিহত হইলে, শ্বাপদ সকল তাহাদিগকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিবে। অদ্য আমি এই মহাবনে সসৈন্য ভরতকে নিহত করিয়া নিঃসন্দেহই ধনু ও শরের নিকট অঋণী হইব।" ১৩১।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

রামলক্ষ্মণের কথোপকথন।

রাম সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি সংক্ষুব্ধ ও একান্ত রোষাভিভূত দেখিয়া বিশেষরূপে সান্ত্বনা করত বলিতে লাগিলেন, "মহাবল মহোৎসাহ ভরত যখন স্বয়ং আসিতেছেন, তখন এই ধনু, খড়্গ ও চর্ম্মধারণে প্রয়োজন কি? লক্ষ্মণ! আমি পিতৃ-সত্য পালন করিব, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভরতকে যুদ্ধে হত করিয়া অপবাদময় রাজ্য লইয়া কি করিব? বান্ধব বা মিত্রপক্ষের বিনাশে যে বস্তু পাওয়া যায়, বিষময় খাদ্যের ন্যায় সে বস্তুতে কখনই আমি অভিলাষ করি না। লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, শুদ্ধ তোমাদেরই জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা পৃথিবী-গ্রহণে ইচ্ছা করিয়া থাকি। আমি সত্যবদ্ধ পূর্ব্বক আয়ুধ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, মাতৃগণের সম্যক্‌রূপে পালন ও সুখ-সাধন জন্যই রাজ্যের অভিলাষ করি। হে সৌম্য! এই সসাগরা পৃথিবী যদিও আমার দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রপদ-গ্রহণেও আমার অভিলাষ হয় না। হে মানদ! তোমা বিনা, ভরত বিনা, শত্রুঘ্ন বিনা আমার যদি কিছু সুখ হয়, হুতাশন তাহা ভস্ম করুন। হে পুরুষোত্তম! হে বীর! আমার বোধ হয় প্রাণাধিক প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধিকারী হয়েন', এই কুলধর্ম্ম স্মরণ করিয়া অযোধ্যায় আসিয়াছেন। আমি তোমার ও জানকীর সহিত জটা-বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনে প্রব্রজিত হইয়াছি শুনিয়া স্নেহাক্রান্ত-হৃদয়ে ও শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগমন করেন নাই। সেই শ্রীমান্ ভরত জননী কৈকেয়ীর প্রতি রোষপ্রকাশ ও পরুষবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পিতাকে প্রসন্ন করিয়া, আমাকে রাজ্য দান করিতে আসিতেছেন। এই বিপদ্‌সময়েও তিনি যখন আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন, তখন তিনি মনেও কখন আমাদের প্রতি অহিতাচরণ করেন, এমন প্রত্যয় হয় না। ভরত পূর্ব্বে কবে কি অনিষ্ট করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে ভয় করিয়া, এই প্রকার ভয়েরই কথা বলিতেছ? ভরতকে কোনরূপ নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কথা বলা তোমার উচিত হয় না। ভরতকে অপ্রিয় কথা বলিলে, তাহা আমাকেই বলা হইবে। কোনরূপ আপদ্ হইলে পিতা কখনই পুত্রকে অথবা ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে বধ করিতে পারেন না। রাজ্যের জন্যই যদি তুমি এই প্রকার কথা বলিয়া থাক, ভরতের সহিত দেখা হইলেই আমি বলিব, লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর। লক্ষ্মণ! আমি সত্যই তোমাকে রাজ্য দিতে বলিলে, ভরত নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন।" ধর্ম্মশীল ভ্রাতা রাম এই প্রকার কহিলে, তদীয় হিতৈষী লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমার বোধ হয়, স্বয়ং পিতৃদেব দশরথ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।" লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া রঘুনন্দন মহাবাহু রাম তদীয় বাক্যে অনুমোদন করত, প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমারও বোধ হইতেছে, পিতৃদেব আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন অথবা আমার মনে হইতেছে, তিনি আমাদিগকে সুখোচিত ভাবিয়া, বনবাস-ক্লেশ স্মরণ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই আমাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন কিংবা সেই শ্রীমান্ রঘুনন্দন পিতৃদেব অত্যন্ত সুখ-সেবিনী এই জনকনন্দিনীকেই বন হইতে লইয়া যাইবেন। ঐ দেখ, প্রশস্তকুলোৎপন্ন, বায়ুবেগসম, দ্রুতগামী, অত্যন্ত বলশালী, তদীয় মনোরম তুরঙ্গমদ্বয় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ পিতৃদেবের সেই সুমহৎকায় শত্রুঞ্জয় নামে বৃদ্ধ হস্তীও সেনার অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। কিন্তু হে মহাভাগ! পিতৃদেবের পাণ্ডুবর্ণ লোকবিখ্যাত দিব্য ছত্র দেখিতে না পাইয়া, আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া যাহা বলি, কর।" ধর্ম্মাত্মা রাম লক্ষ্মণকে এই প্রকার কহিলে, তখন যুদ্ধবিজয়ী লক্ষ্মণ শালতরুর শিখর হইতে অবতরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এ দিকে রামাশ্রমের কোনরূপ পীড়ন না হয়, এই জন্য ভরতের আদেশে সেনা সকল চিত্রকূট-পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দূরভাগে সেনাবাস সন্নিবেশ করিল। সেই গজবাজি-সমাকীর্ণ ইক্ষ্বাকুসৈন্য এইরূপে পর্ব্বতের পার্শ্বে সার্দ্ধযোজন ব্যাপিয়া সন্নিবিষ্ট হইল। তৎকালে নীতিজ্ঞ ভরত রঘুনন্দন রামের প্রসাদনার্থ ধর্ম্মের পুরস্কার ও দর্প পরিহার পূর্ব্বক উল্লিখিত প্রকারে সৈন্যস্থাপন করিলে, সেই সেনা সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল। ১-৩১।

অষ্টনবতিতম সর্গ

রামদর্শনার্থ ভরতের আশ্রম-প্রবেশ।

সেই প্রাণিপ্রবর ও পরম শক্তিমান্ ভরত সেনা সন্নিবিষ্ট করিয়া গুরু-সেবাতৎপর ককুৎস্থনন্দন রামের নিকটে পদব্রজে গমনে উৎসুক হইলেন। এই জন্য সুশিক্ষিত সৈন্য সকল অভিপ্রেতানুরূপে সন্নিবিষ্ট হইবামাত্র তিনি ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে কহিলেন, "সৌম্য! তোমাকে শীঘ্রই এই সকল লোক ও এই সকল ব্যাধের সহিত মিলিত হইয়া এই বনের চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিতে হইতেছে। স্বয়ং গুহও শর, ধনু ও খড়্গধারী

জ্ঞাতিসহস্রে পরিবেষ্টিত হইয়া এই বনে রাম-লক্ষ্মণের সন্ধান করুন। আমিও নিজে সমুদায় অমাত্য, নগরবাসী, গুরু ও দ্বিজাতিগণে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং পদব্রজে সমুদয় বন অন্বেষণ করত বিচরণ করিব। যতক্ষণ না রাম, মহাবল লক্ষ্মণ অথবা মহাভাগা সীতাকে দেখিতে পাইব, ততক্ষণ আমার শান্তি নাই। যতক্ষণ না ভ্রাতা রামের পদ্মসম বিশাল লোচন ও চন্দ্রতুল্য সুকুমার বদনমণ্ডল দর্শন করিব, ততক্ষণ আমার শান্তিলাভ হইবে না। সর্ব্বদাই যিনি রামের সুনির্ম্মল শশাঙ্কসদৃশ পরম ভাস্বর ও পদ্মায়তলোচন-লাঞ্ছিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন সেই লক্ষ্মণই কৃতার্থ। যতক্ষণ না রামের রাজ-চিহ্নাঙ্কিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিব, ততক্ষণ আমার মন স্থির হইবে না। রাজার্হ রাম পিতৃপৈতামহিক সিংহাসনে আসীন হইয়া যাবৎ অভিষেক-সলিলে সিক্ত না হয়েন, তাবৎ আমার শান্তিলাভ হইবে না। সেই মহাভাগা জনকনন্দিনী বৈদেহীই ধন্যা! যে হেতু, তিনি সাগরান্তা পৃথিবীপতি রামের অনুগামিনী হইয়াছেন। হিমালয়সদৃশ এই চিত্রকূট পর্ব্বতও ধন্য! যে পর্ব্বতে কাকুৎস্থ রাম, নন্দনে কবেরের ন্যায় বাস করিতেছেন। দুষ্ট জন্তুপূর্ণ এই দুর্গম অরণ্যও কৃতকৃত্য হইয়াছে, যেহেতু, এই অরণ্যে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ মহামনা রাম বাস করিতেছেন।" মহাতেজা মহাবাহু পুরুষোত্তম ভরত এই কথা বলিয়া পদব্রজেই মহাবনে প্রবেশ করিলেন এবং গিরিসানুসমূহে সমুদ্ভূত পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষসমূহের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সত্বর চিত্রকূট-পর্ব্বতের শাল-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রামের আশ্রমস্থিত উন্নত ধ্বজ অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে রাম এইখানেই আছেন জানিয়া, তিনি যেন মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় বান্ধবের সহিত হর্ষিত হইলেন। এইরূপে গিরিরাজ চিত্রকূটে তপস্বিসেবিত রামাশ্রম অবগত হইয়া সেই মহাত্মা ভরত পুনরায় অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাসমূহ সন্নিবেশ পূর্ব্বক গুহের সহিত সত্বর তথায় প্রস্থান করিলেন। ১-১৮।

একোন-শততম সর্গ।

রাম-দর্শনে ভরতের বিলাপ।

সেনা সন্নিবিষ্ট হইলে ভরত উৎসুক হইয়া শত্রুঘ্নকে রামাশ্রমের চিহ্নাদি দেখাইতে দেখাইতে ভ্রাতার দর্শন-বাসনায় গমন করিতে লাগিলেন। ঋষি বশিষ্ঠকে 'আমার জননীদিগকে শীঘ্রই আনয়ন করুন' বলিয়া গুরুবৎসল ভরত ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন। সুমন্ত্র ও শত্রুঘ্ন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন; রামদর্শনানন্দ ভরতেরও যেমন ছিল, তাঁহাদের উভয়েরও তদ্রূপ। শ্রীমান্ ভরত গমন করিতে করিতে তাপসালয়-সংস্থিত ভ্রাতা রামের পর্ণকুটীর এবং উটজ দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, পর্ণশালার সম্মুখদেশে হোম জন্য কাষ্ঠ সকল ভগ্ন এবং কুসুম সকল চয়ন করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, পাছে পথ চিনিতে না পারা যায়, এজন্য আশ্রমবাসী রাম-লক্ষ্মণ কোন কোন স্থলে কুশচীর দ্বারা বৃক্ষসমূহে চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। আরও দেখিলেন, সেই পর্ণগৃহে শীতনিবারণার্থ মৃগ ও মহিষের রাশি রাশি করীষ (ঘুঁটে) সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবাহু দ্যুতিমান্ ভরত গমন করিতে করিতে সহর্ষে শত্রুঘ্ন ও অমাত্যগণকে বলিলেন, "মহর্ষি ভরদ্বাজ যাহার কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয়, আমরা সেই স্থানেই পৌঁছিয়াছি। মন্দাকিনী নদীও এখান হইতে অধিক দূর নহে, বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, চীর সকল উচ্চ স্থানে বদ্ধ রহিয়াছে বোধ হয়, লক্ষ্মণই এইরূপ করিয়াছেন; কেন না, সময়বিশেষে যখন স্পষ্ট পথ দেখিতে না পাওয়া যায়, তখন এই সকল চীর পথ-গমনে সাহায্য করিবে। বেগবান্ বৃহদ্দন্ত হস্তী সকল পরস্পর প্রতি-গর্জ্জন করিয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থ এই পথে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে। তপস্বিগণ বনমধ্যে যাহাকে আধান করিতে ইচ্ছা করেন, ঐ সেই অগ্নির সুবিপুল ধূমস্তর লক্ষিত হইতেছে। অতএব এইখানেই আমি সাক্ষাৎ মহর্ষির ন্যায় গুহসৎকারকারী, পুরুষশ্রেষ্ঠ,আর্য্য রামকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিব।" অনন্তর রঘুনন্দন ভরত মুহূর্ত্তকাল গমন করিয়া মন্দাকিনীর সমীপবর্ত্তী চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া অমাত্যাদি পরিজনবর্গকে কহিলেন, "যিনি সংসারে সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সেই লোকপতি রাম নির্জ্জন পাইয়া যোগিজনের আসনে রত হইয়া আছেন; অতএব আমার জীবনে ও জন্মে ধিক্! যিনি সকল লোকের নাথ, সেই মহাদ্যুতি রাম আমারই জন্য দারুণ দুরবস্থায় পতিত ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট-ভোগে বঞ্চিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন; আমি লোক-নিন্দিত হইয়াছি; অতএব অদ্য আমি সেই কলঙ্ক-ক্ষালন জন্য আর্য্য রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার, সীতার ও লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইব।" দশরথনন্দন ভরত অরণ্যমধ্যে এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে পরম-পুণ্যা মহতী মনোরমা পর্ণশালা দর্শন করিলেন! শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ ইত্যাদি বৃক্ষসমূহের পত্রে ঐ পর্ণশালা আচ্ছাদিত, দেখিলে বোধ হয়, যেন মৃদুবিস্তীর্ণ বিশাল যজ্ঞবেদি পুষ্পসমূহে আকীর্ণ রহিয়াছে। স্বর্ণপৃষ্ঠ ইন্দ্রধনুর তুল্য ভার-সাধন এবং শত্রু-নিবারক মহাসার কার্ম্মুক সমূহের সান্নিধ্য বশতঃ ঐ পর্ণশালার শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তথায় তূণীরমধ্যে সূর্য্যকিরণ-সদৃশ যে সমস্ত ভয়ঙ্কর শর রহিয়াছে, তদ্দ্বারা দীপ্তাস্য-ভুজঙ্গবেষ্টিত নাগ-লোকের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং কাঞ্চনাবরণ খড়্গদ্বয় ও স্বর্ণবিন্দু-বিচিত্রিত চর্ম্মযুগলেও ঐ পর্ণশালার শোভার সীমা নাই। মৃগগণ যেমন কোন ক্রমেই সিংহের গুহা আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র গোধাঙ্গুলিত্র সকল ইতস্ততঃ লম্বমান থাকাতে শত্রুগণও ঐ পর্ণশালা পরাজয় করিতে পারে না।" অনন্তর ভরত সেই রামের আবাসে প্রদীপ্ত পাবক সমন্বিত, ঈশানকোণভাগে নিম্ন, পরম পবিত্র, সুপ্রশস্ত বেদি অবলোকন করিলেন; মুহূর্ত্ত পরেই উটজে উপবিষ্ট জটামণ্ডল-মণ্ডিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, চীরবল্কলবাসা কৃষ্ণাজিনধারী পাবকোপম রাম আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, স্কন্ধ সিংহের স্কন্ধের ন্যায় বর্দ্ধিত, লোচনযুগল পুণ্ডরীকসদৃশ; তিনি সাগরান্তা পৃথিবীর ভর্ত্তা ও ধর্ম্মচারী; কুশাস্তরণ-যুক্ত স্থণ্ডিলে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা ভরত দুঃখমোহাভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; কোনমতেই ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর বাষ্পগদ্গদ-বাক্যে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "সভামধ্যে

যাঁহার উপাসনা করা প্রকৃতিপুঞ্জের একমাত্র কর্ত্তব্য, অরণ্যমধ্যে মৃগগণ সেই এই মদীয় অগ্রজের উপাসনা করিতেছে। রাজোচিত বহুসহস্র মূল্যবান্ বসনসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া যে মহাত্মার শোভা বৃদ্ধি পায়, সেই এই মদীয় অগ্রজ ধর্ম্মাচরণ উদ্দেশে মৃগচর্ম্মে আসীন রহিয়াছেন। যিনি সর্ব্বদা বিবিধ বিচিত্র পুষ্প ধারণ করিতেন, সেই এই রঘুকুমার কিরূপে এই জটাভার সহ্য করিতেছেন? ঋত্বিক্ দ্বারা যজ্ঞ-সম্পাদন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সঞ্চয় করা যাঁহার উচিত ছিল, তিনি নিজেই শরীরকে কষ্ট দিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করিতেছেন। মহামূল্য চন্দন দ্বারা যাঁহার অঙ্গসেবা হইত, সেই আর্য্য রামের দেহ এখন মললিপ্ত হইতেছে। সুখোচিত রাম আমার জন্যই এই দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার এই সর্ব্বলোক-বিগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্!" এইরূপে নিতান্ত ব্যাকুলভাবে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে ভরত দুঃখাতিশয়বশতঃ রামের চরণযুগল প্রাপ্ত না হইয়াই ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার মুখ-কমল স্বেদ সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হওয়াতে মহাবল রাজকুমার ভরত একবারমাত্র 'আর্য্য!' এই কথা বলিয়াই পুনরায় আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বাষ্পভরে কণ্ঠদেশ রুদ্ধ হইয়া আসাতে যশস্বী রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 'আর্য্য!' এই কথা বলিয়াই তাঁহার বাক্‌শক্তি শূন্য হইয়া গেল। ঐ সময় শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামের চরণযুগল বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাদের দুই জনকেই আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত গগনমণ্ডলে মিলিত হন, রাম ও লক্ষ্মণ তেমনি সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সংমিলিত হইলেন। তৎকালে বারণ-বাহন রাজকুমারদিগকে সেই মহাবনে সমাগত দেখিয়া বনবাসিগণ নিরানন্দ হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৪২।

শততম সর্গ।

ভরতকে রামের কুশল-প্রশ্ন।

জটাজূট-মণ্ডিত চীরধারী ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে ভূপতিত হইলে, রাম দেখিলেন, যেন যুগান্তে দুর্দ্দর্শ ভাস্করদেব ধরাশায়ী হইয়াছেন। অনন্তর রাম ভ্রাতাকে বিবর্ণবদন ও দুর্ব্বলদেহ দর্শনে কোনরূপে ভরত বলিয়া জানিতে পারিয়া পাণি-যুগলে ধারণ করিলেন এবং ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করত তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া সাদর-বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! আমাদের পিতা কোথায়? তুমি যে অরণ্যে আগমন করিলে? পিতা বর্ত্তমান থাকিতে তোমার বনে আসা উচিত হয় নাই। যাহা হউক, অনেক দিনের পর তুমি মাতামহের গৃহ হইতে আসিয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম। ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য এই ভয়ঙ্করাকৃতি অরণ্যে আসিলে? ভ্রাতঃ! তুমি বনে আসিয়াছ; পিতা ত বাঁচিয়া আছেন? তিনি শোকে অভিভূত হইয়া সহসা লোকান্তর-গমন করেন নাই ত? হে প্রিয়দর্শন! তুমি বালক; তোমার হস্ত হইতে ত চিরস্থায়ী রাজপদ কোনরূপে চ্যুত হয় নাই? হে সত্যপরাক্রম! তুমি ত পিতার সেবায় নিযুক্ত আছ? রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের আহরণকর্ত্তা, ধর্ম্মে কৃতমতি; সত্যপ্রতিজ্ঞ সেই রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? ভ্রাতঃ! যিনি বিদ্বান্, নিত্যধর্ম্মপরায়ণ ও পরম তেজস্বী এবং ইক্ষ্বাকুগণের উপাধ্যায়, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের ত তুমি যথাযোগ্য সৎকার করিয়া থাক? আর্য্যা সুমিত্রা, কৌশল্যা ও দেবী কৈকেয়ী, ইঁহারা সকলেই সুখে আছেন ত? বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ ও অসূয়াহীন অনুৎপথদর্শী তোমার পুরোহিত সৎকৃত হইতেছেন ত? তোমার অগ্নিহোত্র-কার্য্যে নিযুক্ত, সকল হোম-বিধিজ্ঞ, মতিমান্, সরলচেতা হোতা সতত যথাকালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ত? ভ্রাতঃ! দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃসম গুরুগণ, বৃদ্ধগণ, বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিতেছ ত? উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন ও রাজনীতিবিশারদ সুধন্বা নামক ধনুর্ব্বেদাচার্য্যের ত কোনরূপ অবমাননা কর না? ভ্রাতঃ! আত্মসম বিশ্বস্ত, শূর, শ্রুতশীল, জিতেন্দ্রিয় ও ইঙ্গিতজ্ঞ ইত্যাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ত মন্ত্রী করিয়াছ? হে রঘুনন্দন! নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ অমাত্যগণ-কর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক সংগোপিত মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়-সমৃদ্ধির মূল। তুমি ত নিদ্রার বশীভূত বা অকালে জাগরিত হও না? রাত্রিশেষে অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিয়া থাক ত? তুমি একাকী অথবা অনেকের সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণা সকল রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? হে রঘুনন্দন! কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্পসাধ্য অথচ মহাফলপ্রদ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে বিলম্ব কর না ত? তোমার কার্য্য সকল সম্যক্‌রূপে সম্পন্নপ্রায় হইলেই সমস্ত রাজগণ তাহা ত জানিতে পারেন? তাহার পূর্ব্বে ত তাঁহারা জানিতে পারেন না? শত্রুগণ ত যুক্তি ও তর্ক দ্বারা তোমার অপ্রকাশিত মন্ত্রণা সকল বুঝিতে সক্ষম হয় না? কিন্তু তুমি বা তোমার মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের মন্ত্রণা বুঝিয়া থাক ত? অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিই কল্যাণ-সাধন করেন; অতএব তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একজন পণ্ডিতের কামনা কর ত? রাজা যদি সহস্র অথবা অযুত মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাতে কোন সাহায্য হয় না। মেধাবী, শূর, দক্ষ ও বিচক্ষণ, ঈদৃশ একমাত্র অমাত্য দ্বারাও রাজা বা রাজপুত্রের বিপুল সম্পত্তিলাভ হয়। ভ্রাতঃ! তুমি উত্তমে উত্তম, মধ্যমে মধ্যম ও অধমে অধম, এইরূপে ভৃত্য সকলকে নিয়োজিত করিয়াছ ত? যে সকল অমাত্য উৎকোচাদি গ্রহণ করেন না, যাঁহাদের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ, যাঁহারা পিতৃপিতামহক্রমে মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাদৃশ অমাত্যদিগকেই ত উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক? হে কৈকেয়ী-তনয়! রাজ্যমধ্যে প্রজাগণ ত কঠোর দণ্ডে নিতান্ত দণ্ডিত হয় না? মন্ত্রিগণ ত তোমাকে অবজ্ঞা করেন না? কুলস্ত্রীগণ যেমন বলাৎকার পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করিতে উদ্যত কামুক পুরুষকে ত্যাগ করেন, অথবা পতিত ব্যক্তি যেমন লোকের বর্জ্জিত হইয়া থাকে, যাজকগণ ত তেমনি তোমাকে অবজ্ঞা করেন না? উপায়কুশল, বিদ্যাবিশারদ, রাজনীতিজ্ঞ, বলবান্, রাজ্যাভিলাষী ভৃত্যকে যে রাজা নষ্ট না করেন, তিনি তদ্দ্বারা স্বয়ং নিহত হয়েন। তুমি ত ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, শুচি, শূর, প্রগল্‌ভ, কুলীন, অনুরক্ত ও চতুর ব্যক্তিকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়াছ? দুই তিনবার যাহাদের পৌরুষ পরীক্ষিত হইয়াছে, তাদৃশ বলবান্, যুদ্ধবিশারদ ও বিক্রমবিশিষ্ট, গণমুখ্য পুরুষদিগের ত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাক? সৈন্যগণের যথোচিত দৈনন্দিন অন্ন ও মাসিক বেতন, যাহা সময়ানুসারে দিতে হয়, তাহা তুমি যথাকালেই দিতে বিলম্ব কর না ত? কেন না, ভৃত্যগণ যথাকালে বেতন বা ভৃতি প্রাপ্ত না হইলে প্রভুর প্রতি কুপিত ও বিরক্ত হয়, এইরূপে ভৃত্যগণের বিরাগই মহৎ অনর্থের কারণ হইয়া

উঠে। প্রধান প্রধান জ্ঞাতিগণ ত তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন এবং তোমার জন্য একচিত্ত হইয়া প্রাণ দিতেও ত উদ্যত হয়েন? ভ্রাতঃ! জনপদবাসী, যথোক্তবাদী, প্রত্যুৎপন্নমতি, বিদ্বান্, অনুকূল ও পণ্ডিত, এইরূপ ব্যক্তিকেই ত তুমি দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ? পরস্পর পরস্পরকে অবগত নহে, এরূপ চারণগণের তিনজনকে এক এক বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া তুমি ত শত্রুপক্ষে অষ্টাদশ * এবং আত্মপক্ষে পঞ্চদশ † রাজ্যরক্ষা-সাধন-বস্তু-সমুদায় যথাযথ অবগত হইয়া থাক? হে রিপুসূদন! নিষ্কাশিত বৈরিগণ পুনরায় আগমন করিলে তাহাদিগকে দুর্ব্বল বোধে অবজ্ঞা কর না ত? ভ্রাতঃ! চার্ব্বাকমতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই তাহারা আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া বৃথা অভিমান করে এবং কেবল লোকের অনর্থ উৎপাদনেই তাহাদের নিপুণতা। তুমি ত তাহাদের আনুগত্য কর না? দেখ, দুর্ব্বুদ্ধি চার্ব্বাকেরা উৎকৃষ্ট প্রমাণ-বিশিষ্ট প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে বৃথা তর্ক-বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিষ্প্রয়োজন কথা সকল বলিয়া থাকে। ভ্রাতঃ! আমাদের প্রবীর পূর্ব্বপুরুষগণের অধিবাস-ভূমি, যাহার দ্বার সকল সুদৃঢ়, হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সঙ্কুল, সহস্র সহস্র স্বকর্ম্মনিরত উৎসাহ-সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বিবিধ আকারের প্রাসাদ ও বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ লোক সকলে যাহা পরিব্যাপ্ত, সেই সমৃদ্ধিশালিনী সার্থক-নামধারিণী অযোধ্যা নগরীকে ত উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাক? হে রাঘব! যেখানে শত শত চৈত্য শোভা পাইতেছে ও লোক সকল সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, বহুসংখ্য দেবস্থান, জলাশয় ও তড়াগ সমূহে যাহার শোভার সীমা নাই, যেখানকার স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই অতিশয় হর্ষাবিষ্ট, সমাজ ও উৎসব-পরম্পরায় যাহা সুশোভিত, যাহার প্রান্তপ্রদেশ উত্তমরূপে কর্ষিত, যেখানে হিংসার নামগন্ধ নাই, যে স্থান গো মহিষ প্রভৃতি পশু-সংযুক্ত, যে স্থান হিংস্র-জন্তু-বিহীন ও সমস্ত ভয়-বিরহিত, যে স্থান মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ছিল, হে রঘুনন্দন! সেই সুসমৃদ্ধ রম্য জনপদ ত সুখে আছে? ভ্রাতঃ! যাহারা কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই বৈশ্যদিগকে ত তুমি সবিশেষ প্রীতি করিয়া থাক? এই লোক সকল ত বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতেছে? তুমি ত তাহাদের অভীষ্ট-সাধন ও অনিষ্ট-পরিহার দ্বারা সকলই পোষণ করিয়া থাক? অধিকারস্থ সকল লোককেই ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। স্ত্রীদিগের ত সান্ত্বনা ও সুন্দররূপে রক্ষা কর? তাহাদিগকে ত বিশ্বাস করিয়া কোন গুহ্য বিষয় ব্যক্ত কর না? যে সকল অরণ্যে হস্তী জন্মিয়া থাকে, সে সকল নাগবন ত সুরক্ষিত আছে? তুমি ত ধেনু সকল পোষণ করিয়া থাক এবং হস্তী, হস্তিনী ও অশ্ব সকলের ত তৃপ্তিসাধন করিয়া থাক? হে রাজপুত্র! প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নেই গাত্রোত্থান করিয়া রাজবেশে বিভূষিত হইয়া প্রজাপুঞ্জকে সভামধ্যে ও রাজমার্গে ত দেখা দিয়া থাক? কর্ম্মচারিগণ ত নিঃশঙ্কভাবে তোমার দর্শনগোচরে উপস্থিত হয় না? অথবা একেবারেই ত দর্শন পরিহার করে না? কেন না, নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন, এই উভয়েরই মধ্য-রীতি অবলম্বন করিলেই অভীষ্ট-সংঘটন হইয়া থাকে। তোমার দুর্গসকল ত ধন, ধান্য, উদক, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্দ্ধরগণে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ আছে? তোমার ত বিপুল-পরিমাণে আয় এবং অল্পতর-পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে? হে রঘুনন্দন! তোমার ধনাগার ত নট ও গায়ক প্রভৃতি অপাত্রে ব্যয় করিয়া শূন্য হইতেছে না? তুমি ত দেবতার্থে ও পিত্রর্থে, ব্রাহ্মণ ও অতিথি-সেবায় এবং যোধগণ ও মিত্রগণের ভরণ-পোষণাদিতে ব্যয় করিয়া থাক? সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া বিচারার্থ আনীত হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল প্রাড়্‌বিবাক কর্ত্তৃক যদি তাঁহার দোষ সপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে ত তুমি ধনলোভে সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান কর না? অথবা হে পুরুষোত্তম! চৌর ধৃত হইয়া প্রশ্ন দ্বারা তাহার চৌর্য্য প্রমাণ হইলে কিংবা চুরি করার লক্ষণ সমস্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইলেও পালকগণ ধনলাভে ত তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না? হে রঘুনন্দন! ধনী ও দরিদ্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে তোমার বহুশাস্ত্রজ্ঞ অমাত্যগণ ত ধনলোভ-পরিশূন্য হইয়া তদ্বিষয়ক বিচার-মীমাংসা করেন? হে রঘুকুমার! মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের নয়ন হইতে যে জলবিন্দু পতিত হয়, তদ্দ্বারা প্রীত্যর্থ রাজ্যশাসনে নিযুক্ত রাজার পুত্র ও পশু প্রভৃতি সমুদায় নষ্ট হইয়া থাকে। হে রাঘব! বালক, বৃদ্ধ ও প্রধান বৈদ্যগণকে তুমি দান, মান ও বাক্য এই ত্রিবিধ উপায়ে ত বশ করিতে কামনা কর? গুরু, বৃদ্ধ, তাপস, দেবতা, অতিথি, চতুষ্পথ-মধ্যবর্ত্তী মহাবৃক্ষ এবং বিদ্যা, সদাচার ও তপস্যা দ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণ, ইহাঁদিগের সকলকেই ত নমস্কার করিয়া থাক? অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের অথবা ধর্ম্মের দ্বারা অর্থের কিংবা বিষয়-সম্ভোগ-লোভ বশতঃ কাম দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়েরই ত ব্যাঘাত-বিধান কর না? হে জয়িশ্রেষ্ঠ! হে কালবিৎ! হে বরদ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই সকলের ত যথাকালে বিভাগ পূর্ব্বক সেবা করিয়া থাক? হে মহাপ্রাজ্ঞ! ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ ত নগরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করেন? নাস্তিক্য, মিথ্যা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরবশতা, একাকী চিন্তন, বিপরীতদর্শী ব্যক্তিদিগকে লইয়া মন্ত্রণা, মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা না করা, মন্ত্রণা-প্রকাশ, প্রাতঃকালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি এবং একবারেই সকলদিকস্থ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ ত তুমি বর্জ্জন করিতেছ? হে রঘুনন্দন! হে মহাপ্রাজ্ঞ! দশবর্গ অর্থাৎ মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রী, মদ্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য ও বৃথাভ্রমণ, পঞ্চবর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ, মরু দুর্গ ও উষ্ণকালে নির্ম্মিত দুর্গ, এই পাঁচপ্রকার দুর্গ; চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, সপ্তবর্গ অর্থাৎ রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, বল, দুর্গ ও রাষ্ট্র, অষ্টবর্গ অর্থাৎ ক্রূরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অর্থ-দূষণ, বাগ্‌দণ্ড ও পরুষতা, ত্রিবর্গ, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বিদ্যাত্রয় অর্থাৎ তিন বেদ, কৃষ্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি; ইন্দ্রিয়জয়; ষাড়্‌গুণ্য অর্থাৎ সন্ধি, যুদ্ধ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, বিপক্ষের সহিত যুদ্ধার্থ কাল-প্রতীক্ষায় অবস্থান, মিত্র-রাজাদিগের মধ্যে কলহোৎপাদন ও বলবানের আশ্রয়; দৈব বিপদ্ অর্থাৎ অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক; মানুষ বিপদ্ অর্থাৎ রাজভয়, রাজপুরুষভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় ও অধিকারি-

* ১ মন্ত্রী, ২ পুরোহিত, ৩ যুবরাজ, ৪ সেনাপতি, ৫ দৌবারিক, ৬ অন্তঃপুররক্ষী, ৭ কারাধ্যক্ষ, ৮ ধনাধ্যক্ষ, ৯ রাজাজ্ঞাবাহক, ১০ প্রাড়্‌বিবাক, ১১ ধর্ম্মাসনাধিকারী, ১২ ব্যবহার-নির্ণেতা, ১৩ সেনাধ্যক্ষ, ১৪ কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, ১৫ নগরাধ্যক্ষ, ১৬ রাষ্ট্রান্তপাল, ১৭ দুষ্টগণের দণ্ডাধিকারী, ১৮ দুর্গপালসমূহ।

† মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ এই তিন জন ভিন্ন।

ভয়; ভৃত্য অর্থাৎ অল্পবেতন, লুব্ধ, মানী ও অবমানিত, এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ ও কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কারণরূপ যে চারিটি রাজকৃত্য; বিংশতিবর্গ অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতি-গণের বহিস্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, প্রজাগণের বিরাগ-ভাজন, ইন্দ্রিয়সুখে অত্যাসক্ত, বহুলোকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দুক, দৈব-বিড়ম্বিত, দৈব-চিন্তক, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, সৈন্যক্ষয়ে নিতান্ত দুস্থভাবাপন্ন, অ-দেশস্থ, বহুশত্রু, যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত ও সত্যকর্ম্মে অনাসক্ত, সন্ধির অযোগ্য, এই বিংশতি জনকে বিংশতিবর্গ কহে; প্রকৃতিবর্গ অর্থাৎ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড; রাজমণ্ডল অর্থাৎ অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরি-মিত্রের মিত্র ও বিজিগীষু ইত্যাদি দ্বাদশবিধ রাজা; পঞ্চবিধ যাত্রা এবং ব্যূহরচনা-প্রকার, বলবানের আশ্রয় ও শত্রুগণের পরস্পর ভেদসাধন, এই উভয়ের মূলসন্ধি এবং যাত্রা ও কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান, এই উভয়ের মূল বিগ্রহ। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশ সকল যথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিতেছ ত? হে মতিমন্! নীতিশাস্ত্রে যে প্রকারে মন্ত্রণা করিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তুমি ত তদনুসারে তিন বা চারি জন মন্ত্রী লইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বা সকলের সহিত মন্ত্রণা কর? তোমার অধীত বেদ সকল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্রিয়া সকল উদ্দেশ্য ফলপ্রসব দ্বারা, স্ত্রীসকল ধর্ম্মচর্য্যা ও সন্তান দ্বারা এবং শিক্ষা বা শাস্ত্রচর্য্যা সম্যক্‌রূপ বিনয়-বিধান দ্বারা ত সফল হইয়াছে? হে রঘু-নন্দন! এই সমস্ত কথিত বিষয়ে আমার ন্যায় তোমার বুদ্ধিও ত আয়ু-স্করী, যশস্করী এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই তিন বিষয়ে সম্যক্ অনুগত হইয়া আছে? আমাদের পিতা ও প্রপিতামহগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ছেন, তুমি ত সেই পরম পবিত্র ও সৎপথানুসারিণী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতেছ? হে রঘুনন্দন! তুমি ত সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য একাকী ভক্ষণ কর না? প্রার্থনাপরায়ণ স্নেহপাত্রদিগকে ত তাহা প্রদান করিয়া থাক? দেখ, বিদ্বান্ ক্ষত্রিয় মহীপতি দণ্ডধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও সমগ্র পৃথিবী যথাবিধানে ভোগ করিয়া দেহাবসানে স্বর্গে গমন করেন।" ১-৭৬।

একাধিক-শততম সর্গ।

ভরত কর্ত্তৃক রামকে রাজ্যগ্রহণে অনুরোধ।

এইরূপে রাম গুরুবৎসল ভরতকে কুশল-প্রশ্নচ্ছলে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মো-উপদেশ প্রদান করিয়া পরে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! কি জন্য তুমি জটা-বল্কল ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছ? তাহা সুস্পষ্ট বল, শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া যে জন্য কৃষ্ণাজিন ও জটাধারী হইয়া এই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছ, সমস্তই তোমায় প্রকাশ করিতে হইবে।" ককুৎস্থকুলোদ্ভব মহাত্মা রাম এই প্রকার কহিলে, কৈকেয়ী পুত্র ভরত অতি কষ্টে শোকা-বেগ সংবরণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "আর্য্য! মহা-বাহু পিতা দশরথ মদীয় মাতা কৈকেয়ীর অনুরোধে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অতিক্রম পূর্ব্বক কনিষ্ঠকে রাজ্য দান করত পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া আমাদের সকলকেই ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে শত্রুতাপন! কৈকেয়ীও এই মহৎপাপে লিপ্ত হইয়া নিজের যশ নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি রাজ্যলাভে বঞ্চিত, বিধবা ও শোকাকুলা হইয়া মহা ঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই আছি; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন। অদ্যই আপনি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। এই সকল প্রজা এবং এই বিধবা মাতৃগণ আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিকটে আসিয়াছেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। হে মানদ! আপনি জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে রাজ্যলাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত; অতএব ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া সুহৃদ্‌গণের কামনা পূর্ণ করুন। শারদীয়া যামিনী যেমন বিমল সুধা-কর দ্বারা পতিবতী হইয়া থাকে, তেমনি সসাগরা ধরা আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সধবা হউক। আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য ও দাস; এই সচিবগণের সহিত অবনত-মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই পরম্পরাগত পৈতৃক মান্য মন্ত্রিমণ্ডলও পুনঃ পুনঃ কামনা করিতেছেন, ইঁহাদিগের প্রার্থনা অতিক্রম করা উচিত হয় না।" এই বলিয়া মহাবাহু কৈকেয়ী-তনয় ভরত বাষ্পাকুল লোচনে পুনর্ব্বার মস্তক দ্বারা রামের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন এবং বারংবার মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "হে অরিসূদন! আমার ন্যায় সদ্বংশজাত, তেজস্বী ও ব্রতাচারী ব্যক্তি কি প্রকারে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপে লিপ্ত হইবে? ভরত! আমি তোমার ত অণুমাত্র দোষও দর্শন করিতেছি না। বাল্যচাপল্য-বশতঃ তোমার জননীকেও নিন্দা করা উচিত হইতেছে না। হে নিষ্পাপ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! পিত্রাদি গুরুজন আপনার অনুগত স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি সর্ব্বদা স্বেচ্ছা-ব্যবহার করিতে পারেন। হে সৌম্য! লোকসমাজে সাধুগণ ভার্য্যা, পুত্র ও শিষ্যদিগকে যেমন নিয়োগার্হ বলিয়া গণ্য করেন, পিতার নিকটে আমরাও সেইরূপ; ইহা তোমার জানা উচিত। হে প্রিয়দর্শন! মহারাজ দশরথ আমার চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করাইয়া বনেই হউক বা রাজ্যেই হউক, যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই বাস করাইতে সমর্থ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ধার্ম্মিকবর! সর্ব্বলোক-সৎকৃত পিতার যেমন গৌরব করা উচিত, জননীরও সেই প্রকার গৌরব করা বিধেয়। হে রঘুনন্দন! এই ধর্ম্মশালী পিতা ও মাতা কর্ত্তৃক 'বনে যাও' এই বাক্যে আদিষ্ট হইয়া আমি কিরূপে তাহার অন্যথাচরণ করিয়া অন্য মত করিব? তুমি অযোধ্যার সর্ব্বলোক-সম্মত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আমি বল্কল পরিধান করিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করিব, মহারাজ দশরথ সর্ব্বলোক-সন্নিধানে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে সেই লোকগুরু ধর্ম্মাত্মা রাজাই তোমার প্রমাণ। তিনি যেরূপ ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে রাজ্যভোগ করাই তোমার উচিত। হে সৌম্য! আমিও চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডক-কাননে থাকিয়া সেই মহাত্মা পিতৃদেবের দত্ত ভাগ উপভোগ করিব। দেখ, দশরথ আমাদের পিতা, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সমান ও সকল লোকের পূজনীয়। সেই মহাত্মা আমায় যাহা বলিয়া-ছেন, তাহাই আমার পক্ষে হিতজনক। তদ্ভিন্ন সর্ব্বলোকে অক্ষয় প্রভুত্বও আমার ভাল জ্ঞান হয় না।" ১-২৭।

দ্ব্যধিক-শততম সর্গ।

রামসমীপে ভরতের পিতৃমরণ সংবাদ-বর্ণন।

রামের কথা শুনিয়া ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি ধর্ম্মবিহীন; অতএব রাজধর্ম্ম-শিক্ষায় আমার প্রয়োজন কি? হে নরশ্রেষ্ঠ! এই শাশ্বত ধর্ম্ম সচরাচর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেই স্থির ছিল যে, রাজাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না; অতএব রঘুনন্দন! আপনি আমার সহিত সমৃদ্ধিসম্পন্না অযোধ্যায় গমন করিয়া বংশের কল্যাণ জন্য অভিষিক্ত হউন। দেখুন, সকললোকে রাজাকে মানুষ বলিয়া থাকে, আমার কিন্তু দেবতা বলিয়া বিশেষ জ্ঞান আছে; কেন না, তাঁহার ধর্ম্মার্থসঙ্গত চরিত্র মনুষ্যে কখনও সম্ভব হয় না। আমি কেকয়-রাজ্যে অবস্থান ও আপনি দণ্ডক আশ্রয় করিলে সাধুসম্মত পরম যাগশীল ধীমান্ রাজা দশরথের স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সেই রাজা দশরথ দুঃখ-শোকে আচ্ছন্ন হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে পুরুষসিংহ! এক্ষণে উত্থান করিয়া পিতৃদেবের উদকক্রিয়া করুন। আমি ও এই শত্রুঘ্ন পূর্ব্বেই তর্পণ করিয়াছি। হে রঘুনন্দন! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, প্রিয়পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। আপনিই পিতার প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র; বিশেষতঃ আপনার বিচ্ছেদে আপনারই জন্য শোক ও আপনাকেই স্মরণ করিতে করিতে পিতার পরলোক হইয়াছে। তৎকালে আপনাকে দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল এবং আপনারই প্রতি তাঁহার যে চিত্ত আসক্ত হইয়াছিল, কোনমতেই তাহা নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই।"১-৯।

ত্র্যধিক-শততম সর্গ।

পিতার মরণসংবাদ শ্রবণে রামের বিলাপ।

রাম ভরতের সেই পিতৃমরণ-সংহিত শোকাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অচেতন হইলেন। দানবারি ইন্দ্র যুদ্ধে যেমন বজ্রনিক্ষেপ করেন, ভরত সেই বজ্রতুল্য অতীব কঠিন ও নিতান্ত অপ্রীতিকর বাগ্বজ্র ঐরূপে প্রয়োগ করিলে, তিনি বাহুযুগল অতিমাত্র শিথিল করিয়া অরণ্যমধ্যে পরশু দ্বারা ছেদিত বিকসিত পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। জগতীপতি রাম এইরূপে ভূতলে পতিত হইলে বোধ হইল, যেন কোন মত্ত হস্তী নদীকূল ভগ্ন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশে শয়ন করিয়াছে। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃগণ সকলেই জানকীর সহিত মিলিত ও শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই মহাধনুর্দ্ধর রামের সর্ব্বাঙ্গে জলসেক করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া অশ্রুরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, পৃথ্বীপতি পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন শুনিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত-বাক্যে ভরতকে কহিলেন, "পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আর আমরা অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই নৃপবরবিহীনা অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্ম বৃথা! যিনি আমারই শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার সৎকার করিতে পারিলাম না! আমার আর সেই মহাত্মার কার্য্য কি? হে নিষ্পাপ ভরত! তুমিই সিদ্ধমনোরথ, তুমিই শত্রুঘ্নের সহিত পিতার সমুদায় প্রেতকার্য্যেই সৎকার করিয়াছ। আমি বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইলেও সেই প্রধান পুরুষহীন, বহুনায়ক-নরেন্দ্র-বর্জ্জিত অযোধ্যাপুরে গমন করিতে সাহস করিতেছি না। হে পরন্তপ! পিতা লোকান্তরিত হইয়াছেন, অতএব আমি বনবাস সমাপন করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলেও কে আর আমাকে হিতাহিত উপদেশ দিবেন? পূর্ব্বে পিতা আমাকে আজ্ঞাপালনে অনুরক্ত দেখিয়া সান্ত্বনা করত যে সকল বাক্য বলিতেন, সেই সমস্ত শ্রুতি-সুখকর মনোহর কথা আর কাহার নিকট শ্রবণ করিব?" শোকসন্তপ্ত রাম ভরতকে এই কথা কহিয়া, সীতার সম্মুখীন হইয়া সেই পূর্ণচন্দ্রবদনাকে কহিলেন, "সীতে! তোমার শ্বশুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। ভরত রাজার এই শোকাবহ স্বর্গলাভ ঘটনা দুঃখের সহিত বলিতেছেন।" ককুৎস্থনন্দন রাম এই কথা বলিলে, যশস্বী রাজকুমারগণের নেত্র অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণ শোকাকুল রামকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, "এক্ষণে আপনি জগৎপতি পিতার উদকক্রিয়া করুন।" শ্বশুর লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া সীতার লোচনযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কোনমতেই প্রিয়তমকে দর্শন করিতে পারিলেন না। তখন রাম সেই রোরুদ্যমানা জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া করুণ-বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে ইঙ্গুদী-বীজ-চূর্ণ ও পেষণ করিয়া আনয়ন কর এবং নূতন একখণ্ড চীরবসন আহরণ কর। আমি মহাত্মা জনকের তর্পণাদি উদক-ক্রিয়ার নিমিত্ত গমন করিব। সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি ইঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও; আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। এই গতি অতি সুদারুণ!" তখন ইক্ষ্বাকুগণের কুলক্রমাগত অনুচর, রামের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্, সুপ্রসিদ্ধ, বুদ্ধিমান্, শান্তস্বভাব, দমগুণবিশিষ্ট ও পরম প্রিয়দর্শন সুমন্ত্র ভরতাদি কুমারগণের সহিত রামকে আশ্বাসিত করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ম্মলসলিলা মন্দাকিনীতে অবতারণ করাইলেন। যে পথে মন্দাকিনীতে অবতরণ করিতে হয়, তাহা অতি সুন্দর: বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকেই বিকসিত কানন, তাহাতে মন্দাকিনী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সীতা-পমভিব্যাহারী শরমযশঃশালী রাজকুমারগণ সকলেই অতি কষ্টে তথায় গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কর্দ্দমশূন্য সুপ্রশস্ত ঘট্টে অবতরণ করিয়া 'এতদ্‌ভবতু' বলিয়া পিতৃদেবের উদ্দেশে জলদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহীপতি রাম তৎকালে জলপূরিত অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "হে রাজশার্দ্দূল! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনার উদ্দেশে মদ্দত্ত ও সুনির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক।" অনন্তর তেজস্বী রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনী-তীর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। রাম দর্ভের সহিত বদরীফল-মিশ্রিত তিলকল্ক-যুক্ত ইঙ্গুদী-পিণ্ড অর্পণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "মহারাজ! আমাদের যাহা ভোজ্য, তাহাই আপনি ভোজন করুন। মনুষ্য যাহা স্বয়ং আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃদেবতারা তাহাই আহার করেন।" অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পথেই তটিনী-তট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রম্য সানুসম্পন্ন চিত্রকূটে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি পর্ণকুটীরদ্বারে আগমন করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে করযুগলে ধারণ করিলেন।

গর্জনকারী সিংহের ন্যায় সীতার সহিত রোদনকারী সমস্ত ভ্রাতৃগণের রোদন-ধ্বনির প্রতিশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপে মহাবল ভ্রাতৃগণ পিতার উদকক্রিয়া-সময়ে রোদন করিতে থাকিলে ভরতের সৈনিকগণ সেই রোদনজাত তুমুল শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, "ভরত রামের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইয়াছেন। তাহাতে সকলে মৃত পিতার জন্য শোকপ্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই এই প্রকার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে।" অনন্তর সৈনিকগণ স্ব স্ব বাহন ত্যাগ করিয়া যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া একমনে ত্বরিতপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ সুশোভিত রথে এবং সুকুমার ব্যক্তিগণ পদব্রজেই গমন করিল। রাম যদিও অল্পদিন দেশ হইতে বিবাসিত হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে চিরকালের নির্ব্বাসিত ভাবিয়া দেখিবার আশয়ে সহসা আশ্রমে গমন করিল। ভ্রাতৃগণের সমাগম-দর্শনে সকাম হইয়া ভরতসৈন্যগণ বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলে পৃথিবী সেই সকল যান ও রথচক্রে সম্যক্‌রূপে অভিহত হইয়া মেঘসমাগমে আকাশমণ্ডলের ন্যায় তুমুল শব্দ প্রকাশ করিল। মদমত্ত বৃহৎ হস্তী সকল সেই শব্দে অতিমাত্র ত্রস্ত হইয়া মদগন্ধে দিঙ্মণ্ডল সুবাসিত করিয়া বনান্তরে গমন করিল। বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, সৃমর (মৃগবিশেষ), ব্যাঘ্র, গোকর্ণ (মৃগবিশেষ), গবয় এবং চিত্রহরিণ সকলও অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, হংস, জলকুক্কুট, প্লব (বকবিশেষ), কারণ্ডব, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চগণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। তৎকালে সেই শব্দভীত পক্ষিগণ কর্ত্তৃক গগনমণ্ডল এবং মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সমাকুল হওয়াতে পৃথিবীরও অতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইল। অনন্তর লোক সকল তথায় গমন করিয়া সহসা দেখিতে পাইল, যশস্বী ও নিষ্পাপ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম স্থণ্ডিলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে রামের সম্মুখে যাইয়া রোদন করিতে লাগিল। রাম তাহাদের সকলকেই বাষ্পপূর্ণচক্ষে একান্ত দুঃখিত দেখিয়া পিতা-মাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনযোগ্য ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলে পর, তাহারাও তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তৎকালে নৃপাত্মজ রাম বয়স্য ও বান্ধবগণের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিলেন। অনন্তর সমবেত মহাত্মগণ রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, মৃদঙ্গশব্দসদৃশ মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশ, পৃথিবী, গিরিগুহা ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ১-৪৯।

চতুরধিক-শততম সর্গ।

রামের সহিত কৌশল্যা প্রভৃতির সাক্ষাৎ।

এ দিকে বশিষ্ঠদেব রামদর্শনে অভিলাষী হইয়া দশরথের মহিষীদিগকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মন্দাকিনীর দিকে মন্দ মন্দ গমন করিতে করিতে মহিষীগণ রামলক্ষ্মণ সেবিত সেই নদীর অবতরণ-স্থান দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা শুষ্ক ও বাষ্পপূর্ণমুখে অতিমাত্র ব্যাকুলভাবাপন্ন সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজপত্নীদিগকে কহিলেন, "যাঁহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা অক্লিষ্টকর্ম্মা, সেই অনাথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার এই ঘাট। তাঁহারা অতিকষ্টে এই ঘাটে স্নানাদি করিয়া থাকেন। হে সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ অতর্কিত হইয়া আমার পুত্রের কারণ এইখান হইতেই সর্ব্বদা স্বহস্তে জল লইয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকার জলানয়নাদি জঘন্য কার্য্য কখন নিন্দনীয় হইতে পারে না; ভ্রাতৃসম্বন্ধে যে বিষয়ের প্রয়োজন নহে, তাদৃশ কার্য্যমাত্রই গর্হিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, অদ্য রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে দুঃখানুচিত লক্ষ্মণকে আর এই সকল নীচজনোচিত কষ্টকর অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।" এই প্রকার বলিতে বলিতে বিশাললোচনা কৌশল্যা অবলোকন করিলেন, রাম পিতার উদ্দেশে ইঙ্গুদী-বীজ পেষণ করিয়া যে পিণ্ড দিয়াছেন, তাহা তথায় ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি ন্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপে রাম শোকার্ত্ত হইয়া পিতার উদ্দেশে ভূমিতে পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া দেবী কৌশল্যা সমুদয় দশরথ-পত্নীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যিনি ইক্ষ্বাকুগণের নাথ, সেই রাজা দশরথের উদ্দেশে রাম যথাবিধানে এ পিণ্ড দিয়াছেন, দেখ, সাক্ষাৎ দেবতুল্য ভুক্তভোগ সেই মহাত্মা দশরথের এই প্রকার ভোজন কোন মতেই উচিত বলিয়া বোধ হয় না। যিনি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ ইন্দ্রসদৃশ এবং চতুঃসাগরান্তা মেদিনী সম্ভোগ করিয়াছেন, সেই বসুধাধিপ কিরূপে ইঙ্গুদী-পিণ্ড ভক্ষণ করিবেন? আহা! ইহলোকে ইহা অপেক্ষা আমার দুঃখতর আর কিছুই বোধ হয় না যে, বুদ্ধিমান্ রামকেও পিতার উদ্দেশে ইঙ্গুদী-পিণ্ড দিতে হইল! রামের প্রদত্ত এই ইঙ্গুদী-পিণ্ড দেখিয়াও কি জন্য আমার হৃদয় দুঃখে এখনও সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইল না? লোকে যে যাহা আহার করে, তাহার পিতৃদেবতারাও নিশ্চয় তাহাই আহার করেন, এই যে লৌকিকী শ্রুতি আছে, এক্ষণে তাহা সত্য বোধ হইতেছে।" কৌশল্যা এইরূপে ব্যাকুল হইয়া পড়িলে তদীয় সপত্নীগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক রামের আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইয়া সাক্ষাৎ স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় তথায় আসীন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা শোককর্শিত ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া মাতৃগণের সকলেরই চরণ-কমল গ্রহণ করিলেন। আয়তলোচনা মহিষীগণ সুকোমল অঙ্গুলিতল-সমলঙ্কৃত পরম সুন্দর ও সুখস্পর্শ পাণি দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশের ধূলি উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণও মাতৃদিগের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত হইয়া রামের পর ধীরে ধীরে আসক্তমনা হইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন; মহিষীগণ রামের প্রতি যেমন, শুভলক্ষণ দশরথাত্মজ লক্ষ্মণের প্রতিও তেমন ব্যবহার করিলেন। সীতাও দুঃখিত-হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শ্বশ্রূগণের চরণ-বন্দনা করিয়া অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। দুঃখিতা কৌশল্যা, মাতা যেমন কন্যাকে, তেমনি বনবাস-কৃশা দীনভাবাপন্না জনকদুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যিনি জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ এবং রামের পত্নী, তিনি কিরূপে বিজনবনে দুঃখপ্রাপ্ত হইলেন? আহা জানকি! আতপ-সন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, পরিক্লিষ্ট উৎপলের ন্যায়, ধূলিগ্রস্ত সুবর্ণের ন্যায় এবং মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ মলিন দেখিয়া অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, সেইরূপ শোকাগ্নি আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে।" জননী শোকাকুলা হইয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলে ভরতাগ্রজ রাম বশিষ্ঠের চরণৈকদেশে উপনীত

হইয়া তাহা বন্দনা করিলেন। ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির, রামও তেমনি অগ্নিসদৃশ অমিততেজা পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের চরণ-বন্দনা করিয়া তাঁহারই সহিত উপবেশন করিলেন। তখন ধার্ম্মিক ভরত স্বীয় মন্ত্রিগণ, প্রধান প্রধান পুরজনগণ, সৈনিকগণ ও অন্যান্য ধর্ম্মজ্ঞ লোকের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে রামের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে মহাবীর ভরত দেবরাজ যেমন ব্রহ্মার নিকটে উপবেশন করেন, সেইরূপ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সংযত-মানসে মুনিবেশী রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তিনি অদ্য রামকে প্রণাম ও সৎকারপূর্ব্বক কিরূপ যুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহা শুনিবার জন্য পূজনীয় ব্যক্তিগণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তৎকালে সত্য-ধৃতি রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ ও ধার্ম্মিক ভরত, ইঁহারা সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সদস্য-বেষ্টিত তিন যজ্ঞাগ্নির ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন। ১-৩২।

পঞ্চাধিক শততম সর্গ।

রাম ও ভরতের রাজ্য সম্বন্ধে কথোপকথন।

অনন্তর সেই পুরুষসিংহগণ বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া শোক করিতে করিতে দুঃখেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইলে পর ভ্রাতৃগণ সুহৃদ্গণে বেষ্টিত হইয়া মন্দাকিনীতে জপ-হোম সমাপন পূর্ব্বক রামের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া নিকটে বসিয়া রহিলেন, কেহই কোন কথা বলিলেন না। অনন্তর ভরত সেই সুহৃৎসভামধ্যে রামকে কহিতে লাগিলেন, "রাজা দশরথ প্রথমে আমার জননী কৈকেয়ীকে রাজ্য দান করিয়া সান্ত্বনা করেন; পরে জননী আমাকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। আমি এক্ষণে আপনাকেই উহা সম্প্রদান করিতেছি। অতএব আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করুন। আপনি ব্যতিরেকে এই সুবিপুল রাজ্যখণ্ড রক্ষা করিতে কেহই সক্ষম নহেন। বর্ষাকালে জলবেগে সেতু ভগ্ন হইলে তাহা রোধ করা সহজ হয় না। হে মহীপতে! গর্দ্দভ যেমন অশ্বের এবং ইতর পক্ষী যেমন গরুড়ের গতির অনুকরণ করিতে পারে না, সেইরূপ ভবদীয় রাজ্য-শাসন-শক্তির অনুকরণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ব্যক্তি নিত্যই পরভাগ্যোপজীবী, তাহার জীবন যেমন ক্লেশময়, লোকে যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহার জীবনও সেইরূপ অতি সুখময়; অতএব আপনারই রাজ্যশাসন শোভা পায়। বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহা যদি দুরারোহ ও স্কন্ধবিশিষ্ট মহাবৃক্ষরূপে বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইয়াও ফলপ্রসব না করে, তাহা হইলে যেমন প্রীতি হয় না, আপনাতেও তদ্রূপ। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও পালন করিতে সমর্থ, আমরা আপনার ভৃত্য; কিন্তু আপনি আমাদিগকে পালন করিতেছেন না। অতএব মহারাজ! নানাজাতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শত্রুহন্তা আপনাকে প্রতাপশালী আদিত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবরে রাজ্যস্থিত অবলোকন করুন। হে কাকুৎস্থ! মত্ত হস্তী সকল সগর্ব্বে গর্জ্জন পূর্ব্বক আপনার অনুগামী হউক, অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ একাগ্রচিত্তে মঙ্গলধ্বনি করুন।" ভরত রামকে প্রসন্ন করিবার মানসে এই প্রকার বাক্যবিন্যাস করিলে, পুরবাসী প্রধান অপ্রধান সকলেই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল তখন শিক্ষিতবুদ্ধি ধৈর্য্যশালী রাম ভরতকে দুঃখিত-চিত্তে বিলাপ করিতে দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "জীব স্বভাবতই পরাধীন, স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিবার তাহার কোন শক্তি নাই। সর্ব্বগ্রাসী কাল তাহাকে ইহলোক পরলোক উভয়ত্রই স্বীয় বশে চালনা করিয়া থাকে। অতএব কৈকেয়ী বা রাজা, কেহই আমার বনবাসের কারণ নহেন; কালবশেই উহা সম্পাদিত হইয়াছে। যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ; যেখানে জীবন, সেইখানেই মরণ; যেখানে সংগ্রহ, সেইখানেই ক্ষয় এবং যেখানে উন্নতি, সেইখানেই পতন। ফল পক্ক হইলে তাহার যেমন পতন ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, সেইরূপ জন্মিলে নিশ্চয়ই মরিতে হয়, কোনমতেই তাহার অন্যথা নাই। দৃঢ়স্তম্ভ গৃহও জীর্ণ হইলে পতিত হয়। মানুষমাত্রেই জরা ও মৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া থাকে। যে রাত্রি অতীত হয়, তাহা আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। দেখ, যমুনা পূর্ণপ্রবাহে সাগরে মিলিত হইতেছে, আর ফিরিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণ যেমন জল শোষণ করে, সেইরূপ দিন ও রাত্রি যথানিয়মে গতায়াত করিয়া প্রাণিমাত্রেরই জীবনকাল হরণ করিতেছে; এ বিষয়ে কোনরূপ কালবিলম্ব নাই। লোক বসিয়াই থাকুক, আর গমন করুক, তাহার আয়ুক্ষয় হইতেছে; অতএব তুমি নিজের জন্যই শোক কর; পরের জন্য শোক করিতেছ কেন? মৃত্যু সঙ্গে গমন, সঙ্গে উপবেশন এবং সঙ্গে বহুদূর গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; সুতরাং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কাহারও সাধ্য নহে। গাত্র লোম ও কেশ সকল শুক্ল হইলে পুরুষ যখন জরায় জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন আর কি উপায়ে এই সকল ত্যাগ করিতে পারে? সূর্য্য উদিত হইলে লোকের আর আহ্লাদের সীমা নাই, আবার সূর্য্য অস্ত গেলেও আহ্লাদের সীমা নাই। কিন্তু আদিত্যের প্রতিদিন যাতায়াতে আপনার আয়ুর যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা জীব জানিতে পারে না। কোন ঋতু প্রাদুর্ভূত হইলে, তাহাকে নবাগত বোধ করিয়া লোকে আহ্লাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ঋতুপরিবর্ত্তনে যে আয়ুর ক্ষয় হইতেছে, সে বিষয় তাহার জ্ঞান হয় না। মহাসাগরে যেমন পোতে পোতে মিলন হইয়া পুনরায় কালবশে পৃথক্ পৃথক্ বিচলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুত্র, পত্নী, জ্ঞাতি ও বিষয়-বিভব কিছু কালের জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া পুনরায় বিযুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে এই দৃশ্যমান পদার্থসমূহের পরস্পর বিয়োগ স্থিরনিশ্চয়। ফলতঃ জন্ম-মৃত্যু সংসারের স্বভাব। কোন প্রাণীই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। তখন পরলোকগত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রেতত্ব নিবারণ করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? পথিককে যেমন অগ্রগামী ব্যক্তিগণকে বলিতে হয়, আমিও তোমাদের অনুগমন করিব, সেইরূপ পূর্ব্ব-পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত পথে সকলকেই অবশ্য গমন করিতে হয়। কোনমতেই ইহাতে পরিহার নাই। এইরূপে যখন নিজে মরিতে হইবে, তখন মৃতের উদ্দেশে শোক করা কখনই উচিত নহে। প্রত্যাবৃত্তি-রহিত স্রোতের ন্যায় বয়সও কেবল যাইতেছে আর আসিতেছে দেখিয়া আত্মাকে সুখ-সাধন কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; কেন না, সুখভোগ করিবার জন্য লোক সকলের জন্ম হইয়াছে। ভ্রাতঃ! পিতাও আমাদের পরম ধার্ম্মিক এবং সাধুগণের পূজনীয়। তিনি যথাবিধানে দক্ষিণা-দান সহকারে সমুদায় পবিত্র যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গে গমন

করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। পিতৃদেব জীর্ণ-মানবদেহ ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক-বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার জন্য শোক করা তোমার ও আমার ন্যায় এইরূপ বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। তুমি ধীর ও বুদ্ধিমান্; তোমার এই প্রকার শোক, বিলাপ ও রোদন বর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি প্রকৃতিস্থ হও, আর শোক করিও না এবং অযোধ্যাপুরীতে গিয়া বাস কর। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! সত্যপরতন্ত্র পিতৃদেব তোমাকে অযোধ্যায় বাস করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই পুণ্যকর্ম্মা পরমপূজনীয় পিতৃদেব আমাকে যেরূপ নিয়োগ করিয়াছেন, আমিও তাহাই করিব। হে শত্রুদমন! তাঁহার শাসন লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে। তোমারও সর্ব্বদা তাঁহাকে মান্য করা কর্ত্তব্য; কেন না, তিনি আমাদের পিতা, তিনিই আমাদের বন্ধু। ভরত! আমি বনবাস দ্বারা ধর্ম্মচারী-সম্মত সেই পিতৃ-বাক্য পালন করিব। হে নরবর! যাঁহার পরলোক জয় করিতে অভিলাষ আছে, তাদৃশ ধার্ম্মিক ও অনৃশংস ব্যক্তি অবশ্য গুরুর বশবর্ত্তী হইবেন। হে নরোত্তম! আমাদের পিতৃদেবের পবিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া স্বীয় স্বভাব-গুণে নিজের পরলোক-হিতচিন্তায় প্রবৃত্ত হও।" মহাত্মা রাম পিতার আজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে এই প্রকার অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া মুহূর্ত্তকাল ক্ষান্ত হইলেন। ১-৪২।

ষড়ধিক-শততম সর্গ।

ভরত কর্ত্তৃক রামকে রাজ্যগ্রহণে অনুরোধ।

প্রজাবৎসল রাম মন্দাকিনী তীরে এই প্রকার অর্থযুক্ত কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা ভরত সমবেত লোক সকলের বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে বৈরিদমন! আপনি যেমন, এমন আর পৃথিবীতে কে আছে? আপনি দুঃখে ব্যথিত বা সুখেও হর্ষিত হন না। বৃদ্ধমাত্রেই আপনার বহুমাননা করেন; তথাপি ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, আপনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। মৃতব্যক্তি যেমন স্ত্রী, পুত্র ও দেহ প্রভৃতির সম্বন্ধ-বিরহিত, জীবিত ব্যক্তিও তদ্রূপ; অতএব মৃত ও জীবিত, এই উভয়ে কিছুই প্রভেদ নাই; আবার অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন রাগাদি জন্মে না, বিদ্যমান বস্তুতেও যাহার সেইরূপ জ্ঞান, সে আর কি জন্য পরিতাপ করিবে? হে মনুজাধিপ! যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় এই সপ্রপঞ্চ আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, এইরূপ বিষম দশায় পতিত হইয়া তিনি বিষণ্ণ হন না। হে রঘুনন্দন! আপনি অমরসম সত্ত্বসম্পন্ন, মহানুভব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও বুদ্ধিমান্ এবং ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় বিশেষরূপে বিদিত আছেন। আপনি যখন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন, তখন আপনাকে অত্যন্ত অসহ্য দুঃখও অবসন্ন করিতে পারে না; কিন্তু মাদৃশ জন যে বিপন্ন হইয়া মুহ্যমান হইবে, তাহা বিচিত্র কি? যাহা হউক, আমি প্রবাসে থাকাতে ক্ষুদ্র-প্রকৃতি জননী কৈকেয়ী আমার জন্য যে পাপ করিয়াছেন, তাহা কোনমতেই আমার অভিমত বা অভিপ্রেত নহে; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ আছি; সেই জন্য এক্ষণে এই পাপকারিণী দণ্ডনীয়া জননীকে কঠোর দণ্ডে হত করি নাই। সুদবংশসম্ভব সৎকর্ম্মশালী সেই দশরথের ঔরসে উৎপন্ন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত হইয়া আমি কিরূপে এই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি? ক্রিয়াবান্ গুরু, বৃদ্ধ, মহীপতি পিতাও পরলোক-গত হইয়াছেন; এইজন্য সভামধ্যে তাঁহারও নিন্দা করিতে পারি না। কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ! কোন্ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি সামান্য স্ত্রীর প্রিয়-কামনায় ঈদৃশ ধর্ম্মার্থ-বিবর্জ্জিত পরম গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? আসন্নকালে লোকমাত্রেরই বিপরীত-বুদ্ধি হইয়া থাকে, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। রাজা দশরথ ঈদৃশ কার্য্য করিয়া সেই জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিলেন। যাহা হউক, কৈকেয়ীর অনুরোধে পিতৃদেব যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আপনাকে সেই দোষ ক্ষালন করিতে হইবে। পিতৃলোকের পতন নিবারণ করে, এই জন্য পুত্রকে অপত্য বলে। অতএব যে পুত্র পিতার দোষ সমস্ত নিবারণ না করে, সে নিঃসন্দেহই অপত্য-নামে পরিগণিত হয় না। আপনি এক্ষণে প্রকৃত অপত্যের কার্য্য করুন, পিতার পাপের পোষকতা করিবেন না। দশরথ ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা তাহার নিন্দা করেন। অতএব আমি যাহা বলিলাম, তদনুসারে আপনি আমাকে, কৈকেয়ীকে, পিতাকে, সুহৃদ্ ও বান্ধবদিগকে এবং নগরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিবর্গকে, ফলতঃ সকলকেই পরিত্রাণ করুন। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম কোথায় আর জনশূন্য অরণ্যই বা কোথায়? প্রজাপালন কোথায় আর জটাধারণই বা কোথায়? অতএব পিত্রাদিষ্ট ঈদৃশ বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আপনার উচিত হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! যদ্দ্বারা প্রজাদিগের পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই অভিষেচনই ক্ষত্রিয়ের মোক্ষ-ধর্ম্ম। এইরূপে প্রত্যক্ষ-সুখসাধন প্রজাপালন-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয় লক্ষণশূন্য অনিশ্চিত-ভাবাপন্ন সংশয়স্থিত ও বৃদ্ধ-কাল-সাধ্য বানপ্রস্থধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? যদি ক্লেশকর ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পালন-রূপ ক্লেশ সম্ভোগ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলেন, অতএব আপনি কেন গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? কি বিদ্যা, কি জন্ম, কি স্থান সকল প্রকারেই আমি আপনার কনিষ্ঠ; অতএব আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমি কিরূপে পৃথিবী-পালন করিতে পারি? অথবা আমি বুদ্ধিহীন, গুণহীন এবং স্থানহীন, অনুজ ও বালক। আপনা ব্যতিরেকে একাকী কোন স্থানেই অবস্থিতি করিতে সাহসী হই না; রাজ্যপালনের কথা আর কি বলিব? অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিই ধর্ম্মানুসারে বান্ধবগণের সহিত অব্যাকুল-চিত্তে এই শত্রুশূন্য নিখিল পৈতৃক রাজ্য শাসন করুন। হে মন্ত্রবিৎ! সমুদয় প্রকৃতিমণ্ডল এবং বশিষ্ঠদেবের সহিত মন্ত্রকুশল ঋত্বিক্‌গণ সকলে একত্র হইয়া এইখানেই আপনার অভিষেক করুন। দেবরাজ যেমন নিজ বল দ্বারা বিপক্ষবল জয় করিয়া মরুদ্গণের সহিত স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও অভিষিক্ত হইয়া বলপূর্ব্বক অরাতিবংশ ধ্বংস করিয়া প্রজাপালনার্থ আমাদের সহিত অযোধ্যায় গমন করুন এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক বিপক্ষগণের দহন ও সর্ব্বকামনা-সম্পাদন দ্বারা বন্ধুগণের পরিতৃপ্তিবিধান করিয়া আমাকে অনুশাসন করুন। হে আর্য্য! আপনার অভিষেকে সুহৃদ্গণ সন্তুষ্ট হউন এবং বিপক্ষগণ ভীত হইয়া দশ-

দিকে পলায়ন করুক্। হে পুরুষপ্রবর! অদ্য আপনি আমার জননীর কলঙ্কক্ষালন করিয়া পূজ্যতম পিতৃদেবকেও পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। আমি অবনত-মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, মহেশ্বর যেমন সর্ব্বভূতেই দয়াশীল, আপনিও সেইরূপ আমার প্রতি করুণা বিতরণ করুন। যদি আমার এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া এখান হইতে বনান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে আমিও আপনার অনুগমন করিব।” ভরত তাদৃশ কাতরভাবে অবনত-মস্তকে এই প্রকারে প্রসাদন করিলেও সত্ত্বসম্পন্ন মহামতি রাম পিতৃদেবের আজ্ঞাপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া অযোধ্যাগমনে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার এই-প্রকার অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শনে সমবেত লোক সকল যুগপৎ হর্ষবিষাদ প্রাপ্ত হইল। তিনি অযোধ্যায় যাইতেছেন না ভাবিয়া তাহারা দুঃখিত এবং তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা দর্শনে হর্ষিত হইল। প্রধান প্রধান পুরবাসিগণও অশ্রুকলুষ-লোচনে অচেতনপ্রায় ভরতকে আগ্রহ সহকারে নতভাবে রামের নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং সকলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যাগমন জন্য রামের নিকট প্রণতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ১-৩৫।

সপ্তাধিক-শততম সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক ভরতকে উপদেশদান।

ভরত পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলে তদীয় অগ্রজ মাননীয় শ্রীমান্ রাম জ্ঞাতিগণের সমক্ষে প্রত্যুত্তর করিলেন, “তুমি নৃপপ্রবর দশরথের ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মিয়াছ; অতএব তোমার কথা সকল যে যুক্তিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ভাই! পূর্ব্বে আমাদের পিতৃদেব দশরথ তোমার জননীকে যখন বিবাহ করেন, তখন মাতামহের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে, আপনার এই কন্যাতে যে সন্তান হইবে, তাহাকে আমি রাজ্য দিব। পরে দেবাসুর-যুদ্ধে কৈকেয়ী বিশেষরূপে শুশ্রূষা করিলে রাজা দশরথ পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদ্বয় দান করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই জন্যই ত্বদীয় যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী রাজাকে বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া ঐ দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে নরবর! রাজাও তৎকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, তোমার রাজ্য এবং আমার বনবাস এই দুই বর তাঁহাকে প্রদান করেন। হে পুরুষপ্রবর! সেই বরদান-নিমিত্ত আমিও পিতার আদেশে দণ্ডক-বনে চতুর্দ্দশবৎসর বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। অধুনা পিতার সত্য-রক্ষার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বিবাদে এই নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি। হে রাজেন্দ্র! অতএব সত্বরই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আমার ন্যায় পিতৃসত্য পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমার জন্য তোমাকে পিতার ঋণমোচন ও উদ্ধার এবং কৈকেয়ীরও সন্তোষ-বিধান করিতে হইবে। ভ্রাতঃ! জনশ্রুতি আছে, পূর্ব্বে যশস্বী গয় গয়াপ্রদেশে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া পিতৃ-প্রীতির উদ্দেশে এই গাথা গান করিয়াছিলেন। ‘যেহেতু, পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ এবং ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা পিতাকে স্বর্গলোক-প্রেরণে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করে, সেই হেতু তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকে।’ লোকে এই জন্য বিদ্যা ও গুণসম্পন্ন বহু পুত্র কামনা করে যে, সেই বহু পুত্রের মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়ায় যাইতে পারে। হে রঘুনন্দন! রাজর্ষিমাত্রেই এই প্রকার প্রত্যয় করিয়া থাকেন। অতএব নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। হে বীর! অধুনা তুমি সমস্ত দ্বিজগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত অযোধ্যায় গমন এবং তথায় গিয়া রাজ্য কর। আমিও আর বিলম্ব না করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ এই দুই জনের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। হে ভরত! তুমি মানবগণের রাজা হও; আমিও অরণ্যচর পশুগণের মহারাজ হই। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি হৃষ্টচিত্তে অযোধ্যায় গমন কর; আমিও এ দিকে হর্ষাবিষ্ট হইয়া দণ্ডক-বনে প্রবেশ করি। ভরত! প্রভাকর-করবাধক রাজকীয় শ্বেতচ্ছত্র তোমার মস্তকে সুশীতল ছায়া বিধান করুক্। এ দিকে আমিও সুখে এই সকল অরণ্যপাদপের ঘনচ্ছায়া আশ্রয় করি। হে ভরত! অসীম-বুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ এই লক্ষ্মণও আমার সহায়, আমরা এই চারি ভ্রাতা নরপতির চারি উত্তম তনয়। অতএব আমরা নরেন্দ্রকে সত্যপথে স্থায়ী করিব, তুমি বিষণ্ণ হইও না।” ১-১৯।

অষ্টাধিক-শততম সর্গ।

জাবালি কর্ত্তৃক ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন

ধর্ম্মজ্ঞ রাম ভরতকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিজবর জাবালি ধর্ম্মবিরুদ্ধ-বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, “রাম! তুমি আর্য্যবুদ্ধি, তপস্বী। অতএব সামান্য লোকের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য-পালন-বিষয়িণী বুদ্ধি নিরর্থক না হউক। জগতে কে কার বন্ধু? কাহার দ্বারা কাহারই বা কি অনিষ্ট হইয়া থাকে? প্রাণিমাত্রেই একাকী জন্মগ্রহণ করে, আবার একাকীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব রাম! ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ-নিবন্ধন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান কর; ফলতঃ কেহই কাহারও নহে। যেমন কোন ব্যক্তি গ্রামান্তর-গমন-সময়ে কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন আবার তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে; মনুষ্যের পিতা মাতা, গৃহ ও ধনাদি বিভব ইত্যাদির সহিতও এই প্রকার ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধ; সজ্জন ব্যক্তি এই জন্য সে সকলে আসক্ত হয়েন না। হে নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য একেবারেই ত্যাগ করিয়া বহুবিঘ্নময় ও বিষম দুঃখজনক বনমার্গ অবলম্বন করা তোমার কোনক্রমেই উচিত নহে। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় গমন করিয়া আপনাকে অভিষিক্ত কর। ঐ নগরী এক-বেণী-ধারিণী বিরহিণীর ন্যায় তোমার সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া আছে। হে নৃপকুমার! এক্ষণে তুমি স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় মহার্হ রাজভোগ সকল অনুভব করত অযোধ্যায় পরমসুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নহ; ফলতঃ রাজাও অন্য, তুমিও অন্য। অতএব যাহা কহিতেছি, তাহাই কর। জীবের জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তকারণমাত্র; ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই ইহার উপাদান-কারণ। রাজা সেইখানেই গিয়াছেন, যেখানে তাঁহাকে নিশ্চয়ই গমন করিতে হইবে। স্বভাবের প্রেরণাই এইরূপ; অতএব তুমি মিছা-মিছি পুরুষার্থ-ভোগে আপনাকে বঞ্চিত করিতেছ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইলেও যাহারা তাহা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহাদের জন্যই আমার শোক হইয়া থাকে, অন্যের জন্য নহে; কেন না,

ঐরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইহলোকে কষ্ট পায় এবং পরলোকেও বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। লোকে যে অষ্টকাশ্রাদ্ধকে পিতৃগণের পরম মঙ্গলকর ভাবিয়া তদনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাতে কেবল রাশি রাশি অন্নের বিনাশ হয় মাত্র। বিচার করিয়া দেখ, মৃত ব্যক্তির কি কখন ভোজন সম্ভবে? আর যদি একজন ভোজন করিলে অন্য জনের ভোজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রবাসগামী ব্যক্তিকে পাথেয় প্রদান করার কোন প্রয়োজন নাই। তাহার উদ্দেশে অন্য ব্যক্তিকে ভোজন করাইলেই সেই ভুক্ত অন্নে তাহার তৃপ্তি হইতে পারে। সুতরাং লোকে যে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে দ্বিজগণকে ভোজন করায়, তাহা বৃথা শ্রমমাত্র। ফলতঃ অন্য উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ ক্লেশকর দেখিয়া কতিপয় মেধাবী, লোকদিগকে কৌশলে বশীভূত করিয়া দান করাইবার জন্য তাহার উপায়স্বরূপ বেদাদি গ্রন্থ সকল প্রচার করিয়াছে এবং তাহাতে 'যাগ কর, দান কর, তপস্যা কর, দীক্ষিত হও এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন কর,' ইত্যাকার উপদেশ দিয়াছে। পামরদিগকে প্রতারণা এবং অনায়াসে তাহাদের ধন-গ্রহণ, ইহাই বেদাদির মুখ্য প্রয়োজন। তুমি ধীমান্, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐহিক ভিন্ন পরলোক-প্রয়োজন কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহারই বিধান কর, যাহা অপ্রত্যক্ষ বা অনুমেয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হইও না। ভরত ত তোমায় প্রসন্ন করিলেন; এক্ষণে তুমি সাধু ও সর্ব্বলোক সম্মত বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া রাজ্য প্রতিগ্রহ কর।" ১-১৮।

নবোত্তর-শততম সর্গ।

জাবালির প্রতি রামের উক্তি।

সত্যপরাক্রম রাম জাবালির কথা শুনিয়া তদ্বিরুদ্ধে বেদ-প্রমাণ-কথা বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমার প্রিয়কামনায় যাহা বলিলেন, তাহা বস্তুতঃ অকর্ত্তব্য হইলেও কর্ত্তব্যের ন্যায় এবং পরিণামে দুঃখজনক হইলেও আপাত-রমণীয় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি সৎপথ ত্যাগ করিয়া কুপথে গমন ও পাপাচারপরায়ণ হয় এবং সাধু-সম্মত শাস্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নাস্তিকাদি-শাস্ত্রে আস্থা প্রদর্শন করে, সে কখন সজ্জন-সমাজে সমাদৃত হয় না। লোকে কুলীন বা অকুলীন, বীর বা অবীর, শুচি বা অশুচি যাহাই হউক, বেদবিহিত-মার্গাবলম্বী হইলেই তাহার সমুদায় সিদ্ধ হইয়া থাকে; বলিতে কি, বৈদিক সদাচার অবলম্বন করিলে অনার্য্যও আর্য্যসদৃশ, অশুচিও শুচি, অলক্ষণও লক্ষণযুক্ত এবং দুঃশীলও শীলবান্ হয়। আমি যদি এই প্রকার ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়াও উল্লিখিত লোকসঙ্করকারী অধর্ম্ম-পথে বিচরণ করি, তাহা হইলে আমাকে তজ্জন্য অশুভ প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণ চেতনাবান্ পুরুষমাত্রেই আমাকে লোকদূষণ দুর্ব্বৃত্ত ভাবিয়া কোনমতেই সমাদর করিবেন না। ফলতঃ আপনার উপদেশমতে কার্য্য করিলে, আমার সত্যপালন-বিষয়িণী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে তখন আর কি করিয়া আমি স্বর্গলাভে সমর্থ হইব? আমি আপনার উপদেশমতে যথেচ্ছাচারী হইলে আমার দেখাদেখি এই সমস্ত লোকই কামাচারী হইবে। কেন না, রাজাদের যেরূপ ব্যবহার, প্রজারাও তদনুরূপ আচারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সত্য-বাক্য ও সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজধর্ম্ম; সুতরাং রাজ্যও সত্যে প্রতিষ্ঠিত; অধিক কি, সমুদায় লোকও একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। ঋষিগণ ও দেবগণ একমাত্র সত্যেরই আদর করেন। সংসারে একমাত্র সত্যবাদীই অক্ষয় লোকে গমন করিয়া থাকেন। সর্প হইতে লোকে যেমন উদ্বিগ্ন হয়, মিথ্যাবাদী হইতেও লোকের সেইরূপ উদ্বেগ হয়। সত্যপরায়ণ ধর্ম্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া উক্ত হয়। লোকে সত্যই ঈশ্বর, সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সত্যই সকলের আদি এবং সত্য অপেক্ষা পরম পদ আর নাই। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম সকল যে বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত; অতএব লোকমাত্রেরই সত্যপালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। মনুষ্য একটি কুল পোষণ করে, একাকীই স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত হইয়া আমি কিরূপে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচারনিষ্ঠ পিতার আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারি? আমিও সত্যপালনে প্রতিশ্রুত আছি। অতএব লোভ, মোহ বা অজ্ঞান বশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতৃদেবের সত্য-সেতু ভগ্ন করিব না। শুনিয়াছি যে, অসত্যসন্ধ চঞ্চলস্বভাব ও অস্থিরচিত্ত পুরুষের প্রদত্ত হব্যকব্যাদি দেবগণ বা পিতৃগণ কেহই প্রতিগ্রহ করেন না। জীবনের স্থিতি-সমৃদ্ধি উদ্দেশ করিয়া যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাদৃশ এই সত্যপালন-ধর্ম্মকে আমি সমুদায় ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি। পূর্ব্বতন সাধুগণও সত্য-পালন অনুরোধে এই প্রকার জটা-বল্কলাদি ভার বহন করিয়াছেন; সেই জন্য আমিও ইহার সবিশেষ পক্ষপাতী। নীচাশয়, নৃশংস ও লোভ-পরবশ পাপাত্মারা ধর্ম্মবৎ আভাসমান যে অধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে, আমি তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিব; কিন্তু প্রকৃত ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। 'এইরূপ ধর্ম্ম করিব' আদৌ মনোমধ্যে ইহা সঙ্কল্প করিয়া মনুষ্য শরীর দ্বারা পাপকর্ম্ম করে, পরে তাহা গোপন জন্য মিথ্যা বলে; এই মানসিক, কায়িক ও বাচনিকভেদে পাপ ত্রিবিধ। ভূমি, কীর্ত্তি, যশ ও লক্ষ্মী ইহাঁরা সত্যশীল পুরুষকেই প্রার্থনা করেন এবং শিষ্ট পুরুষগণ একমাত্র সত্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন; অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আপনি সবিশেষ অবধারণ পূর্ব্বক যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমাকে রাজ্য-পালনে আজ্ঞা করিয়া উহার যে শ্রেষ্ঠতা উপদেশ করিলেন, তাহা কখনই ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে না। আমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনে বাস করিব, বলিয়া সাক্ষাৎ গুরু পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিরূপে এখন সেই গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া ভরতের কথা রক্ষা করিব? আর, আমি পিতার সন্নিধানে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবী কৈকেয়ী তৎকালে অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইয়াছিলেন; তাঁহাকেও এখন মনঃকষ্ট দেওয়া উচিত হয় না। অতএব আমি বনে থাকিয়াই শুচি, সংযতাহার, অকপট, ও সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, পরম পবিত্র ফল, মূল ও পুষ্প দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সন্তোষ-সম্পাদন-পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। অগ্নি, বায়ু ও সোম, এই দেবতা ত্রয় কর্ম্মের ফলভাগী, অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে ঐ সকল লোকপ্রাপ্তি হয়। দেবরাজ ইন্দ্র শতযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহর্ষিগণও তপস্যা করিয়া স্বর্গগমন করিয়াছেন।" উগ্রতেজা নৃপনন্দন রাম জাবালির উক্তপ্রকার নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত অসহমান হইয়া, তাঁহার বাক্যের নিন্দা করত পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,

"সাধুগণ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, সর্ব্বভূতে অনুকম্পা, প্রিয়বাক্য এবং দেব, দ্বিজ ও অতিথি-সৎকার এই কয়েকটিকে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার এই বাক্য অনুসারে অপ্রমত্ত বিপ্রগণ অনুকূল তর্ক গ্রহণ করিয়া, মুখ্যফল-সমন্বিত বেদার্থ যথাবিধি বিদিত হইয়া, সকল ধর্ম্ম আচরণ করত ব্রহ্মলোকাদি-প্রাপ্তি-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। কিন্তু আপনি এই প্রকার নাস্তিক-বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া লোকবিনাশার্থ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। আপনি ধর্ম্ম-পথ হইতে একবারেই পরিভ্রষ্ট ও যার পর নাই নাস্তিক এবং আপনার বুদ্ধিও বেদবহির্ভূত মার্গের অনুসারিণী। অতএব পিতৃদেব যে আপনাকে যজ্ঞ-কার্য্যে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার এই কার্য্যের আমি নিন্দা করি। চৌর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধমতানুসারী নাস্তিককেও সেইরূপ দণ্ড দেওয়া বিধেয়। অতএব প্রজাগণের বুদ্ধি-পরিশুদ্ধির জন্য নাস্তিকের দণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য। অধার্ম্মিক নাস্তিকের সহিত ব্রাহ্মণ বা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাক্যালাপও করেন না। আপনার অপেক্ষা যাঁহারা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বকালীন তাদৃশ ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি তাঁহাদের কোনরূপ ফলকামনা ছিল না। তাঁহারা যে অহিংসা, সত্য, তপস্যা, দান ও পরের উপকারাদি এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাতেই বেদের প্রামাণ্য দেদীপ্যমান হইতেছে। যাঁহারা একমাত্র ধর্ম্মে তৎপর, তেজস্বী, হিংসাবিহীন ও সর্ব্বথা শুদ্ধভাবাপন্ন এবং যাঁহারা প্রধানতঃ দানগুণপরতন্ত্র ও সাধুসহবাসী, বশিষ্ঠাদি তাদৃশ প্রধান প্রধান ঋষিগণই লোক-সমাজে সকলের পূজ্য হইয়া থাকেন; আপনার ন্যায় নাস্তিকমতাবলম্বী মুনি কদাচ পূজ্য নহেন।" মহাসত্ত্ব মহানুভব রাম রোষভরে এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে জাবালি পুনরায় অনুনয় সহকারে সত্য সুপথ্য আস্তিকবাক্যে কহিলেন, "আমি স্বয়ং নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও বলিতেছি না; আর পরলোক নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। সময়ক্রমে আমি নাস্তিক ও আস্তিক উভয়ই হইয়া থাকি। যে সময়ে আমি নাস্তিকের কথা বলিয়াছিলাম, সে সময় ক্রমশঃ গত হইল। রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার কারণ এবং তোমার প্রীতির জন্য আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম।" ১-৩৯।

দশোত্তর-শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক লোকোৎপত্তি-কীর্ত্তন।

রাম রাগান্বিত হইয়াছেন জানিয়া, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, "লোক সকল যে পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে যাতায়াত করে, জাবালিও বিশেষরূপে তাহা জানেন। ইনি কেবল তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার কামনা করিয়াই এইপ্রকার বলিলেন। হে লোকনাথ! লোক সকলের সমুৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ জলময় ছিল। সেই জলমধ্যে পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। কালসহকারে বিরাট্‌রূপী স্বয়ম্ভূ সমস্ত দেবতার সহিত আবির্ভূত হয়েন। তিনি বরাহ-বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক জলমধ্য হইতে বসুন্ধরার উদ্ধার এবং সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের সহিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই ব্রহ্মা আকাশ হইতে সমুৎপন্ন, নিত্য, শাশ্বত ও অব্যয়। ইহাঁ হইতে ভগবান্ মরীচির জন্ম হয়। মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ সূর্য্য এবং বিবস্বান্ ইহতে স্বয়ং বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈবস্বত মনুই প্রথম প্রজাপতি এবং ইহাঁরই পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে এই সমৃদ্ধিশালিনী সমগ্র পৃথিবী প্রদান করেন। এই ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা জানিবে। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষি নামে বিখ্যাত। হে বীর! কুক্ষি হইতে বিকুক্ষি উৎপন্ন হয়েন। বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা প্রতাপশালী বাণ। বাণের পুত্র মহাবাহু ও মহাতপা অনরণ্য। সাধুত্তম মহারাজ অনরণ্যের রাজত্বসময়ে কখন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা কেহই তস্কর ছিল না। মহারাজ! অনরণ্যের ঔরসে রাজা পৃথু জন্মগ্রহণ করেন। পৃথুর পুত্র পরমতেজস্বী ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হয়েন। সেই বীর সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র পরমযশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজা যুবনাশ্বের জন্ম হয়। শ্রীমান্ মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্ররূপে সমুদ্ভূত হয়েন। মান্ধাতার পুত্র পরমতেজস্বী সুসন্ধি সমুৎপন্ন হন। সুসন্ধির দুই পুত্র;—ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধির পুত্র রিপুসূদন ও যশস্বী ভরত। মহাবাহু ভরত হইতে অসিতের জন্ম হয়। হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুপ্রমুখ নরপতিগণ শত্রুতা অবলম্বন করিয়া এই অসিতের প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হয়েন। যুদ্ধকালে রাজা অসিত তাঁহাদের সকলের বিরুদ্ধে প্রথমে সৈন্যদিগকে ব্যূহিত করেন; পরে তাঁহাদিগকে পরাজয় করা অসাধ্য বুঝিয়া প্রবাস আশ্রয় ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পরম মনোহর শৈলরাজ হিমালয়ে তপস্যা করিবার জন্য অবস্থিতি করেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, তাঁহার পত্নীদ্বয় গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মহাভাগা পদ্ম-পলাশ-লোচনা রাজ্ঞী পুত্র-রত্নের কামনায় দেবতার ন্যায় তেজস্বী ভৃগুনন্দন চ্যবনের উপাসনা করেন এবং অপর রাজ্ঞী সেই গর্ভবিনাশ-বাসনায় তাঁহাকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন চ্যবন তৎকালে হিমালয়ে বাস করিতেন। কালিন্দী নাম্নী প্রথমা মহিষী সেই ঋষির শরণাপন্ন হইয়া যথাবিধানে বন্দনা করিলেন। মহর্ষি চ্যবন প্রীত হইয়া সেই পুত্রবরকামিনী রাজ্ঞীকে কহিলেন, 'দেবি! তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র মহাত্মা, সকল লোকে বিখ্যাত, ধার্ম্মিক ও অতিশয় ভীষণস্বভাব এবং বংশধর ও শত্রুগণের সংহারকর্ত্তা হইবে।' রাজ্ঞী কালিন্দী ঋষির এই বরবাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক পদ্মপলাশলোচন ও পদ্মগর্ভসমপ্রভ পুত্র প্রসব করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তদীয় সপত্নী গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য বিষ প্রদান করেন। সেই গর অর্থাৎ বিষের সহিত পুত্রের জন্ম হওয়াতে তাঁহার নাম সগর হয়। এই রাজা সগরই পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়া খননবেগে সমুদয় প্রজালোককে উদ্বেজিত করিয়া পুত্রগণের সাহায্যে সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন। এইরূপ শ্রুত আছি যে, সগরের ঔরসে অসমঞ্জের জন্ম হয়। তিনি সর্ব্বদা পাপাচরণ করাতে পিতা কর্ত্তৃক জীবিতাবস্থাতেই পরিত্যক্ত হয়েন। অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র রঘু। এই ককুৎস্থ হইতে কাকুৎস্থ এবং রঘু হইতে রাঘব নাম বংশপরম্পরায় প্রচলিত হইয়াছে। রঘুর ঔরসে যথাক্রমে তেজস্বী প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত পুত্র-চতুষ্টয়ের জন্ম হয়। তন্মধ্যে শঙ্খণ কল্মাষপাদের অপত্য বলিয়া আমাদের শুনা আছে।

ইনি সুপ্রসিদ্ধ বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া দৈবাৎ সসৈন্যে বিনষ্ট হয়েন। ইহাঁর পুত্রের নাম সুদর্শন। পরম বীর্য্যশালী শ্রীমান্ সুদর্শনের ঔরসে অগ্নিবর্ণের উদ্ভব হয়। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুশ্রুবের পুত্র মহামতি অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র সত্যবিক্রম নহুষ। নহুষের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নাভাগ। নাভাগের দুই পুত্র—অজ ও সুব্রত। অন্মধ্যে অজের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ। তুমি সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছ। অতএব তুমি অধুনা স্বীয় রাজ্য গ্রহণ ও জগৎ পরিপালন কর। ইক্ষ্বাকুবংশে অগ্রজই রাজা হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান সত্বে কনিষ্ঠ রাজ্যাভিষিক্ত হয় না। তুমি রঘুবংশীয়দিগের এই সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে পার না; অতএব স্বীয় পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়া প্রভূত রত্ন ও প্রভূত রাজ্যবতী সমগ্র পৃথিবী শাসন কর।" ১৩৭।

একাদশাধিক-শততম সর্গ।

বশিষ্ঠের সহিত রামের কথোপকথন।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ তৎকালে রামকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় ধর্ম্মসঙ্গত অপর কথা কহিতে লাগিলেন, "হে কাকুৎস্থ! হে রাঘব! পুরুষ জন্মিলেই তাহার তিন জন গুরু হইয়া থাকে;—পিতা, মাতা ও আচার্য্য। হে নরবর! পিতা-মাতা শরীরমাত্রে পুরুষের জন্ম দেন কিন্তু আচার্য্য প্রজ্ঞা প্রদান করেন এই জন্য আচার্য্যই গুরু বলিয়া কথিত হয়েন। হে শত্রুতাপন! আমি তোমার পিতার ও তোমার উভয়েরই সেই শ্রেষ্ঠ গুরু আচার্য্য; অতএব আমার কথা প্রতিপালন করিলে তুমি সদ্গতি হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। হে তাত! ইহাঁরা তোমার পারিষদ, জ্ঞাতি ও অধীন রাজগণ; ইহাঁদিগের প্রতি ধর্ম্মাচরণ করিলে কদাচ সদ্গতি-ভ্রষ্ট হইবে না। তোমার জননী সাতিশয় ধর্ম্মচারিণী ও বৃদ্ধা; জননীর বাক্য অতিক্রম করা তোমার উচিত নহে। ইহাঁর আজ্ঞা পালন করিলেও তোমাকে সদ্গতিভ্রষ্ট হইতে হইবে না। হে ধর্ম্মরত সত্যপরাক্রম রঘুনন্দন! তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য যাচ্ঞাপরায়ণ ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলেও তোমায় সদ্গতিভ্রষ্ট হইতে হইবে না।" ১-৭।

গুরু বশিষ্ঠদেব স্বয়ং মধুর বাক্যে এই প্রকার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য কহিয়া আসন-গ্রহণ করিলে পুরুষপ্রবর রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, "সর্ব্বদা যথাশক্তি দুগ্ধ ও অন্নাদি-প্রদান, তৈলাদি দ্বারা উদ্বর্ত্তন, স্বাপন (ঘুম পাড়ান), যত্নপূর্ব্বক লালন-পালন ও প্রিয়বাক্য-প্রয়োগ ইত্যাদি নানা প্রকারে জনক-জননী সচরাচর পুত্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার ও তাহার যে প্রকার উপকার করেন, তাহার প্রতিক্রিয়া বা শোধ করা কদাচ সম্ভাবিত নহে। দশরথ আমার জনক, প্রতিপালক এবং রাজা; অতএব তিনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই বাক্য আমা দ্বারা কদাচ মিথ্যা হইবে না।" রাম এই প্রকার কহিলে ভরত অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে সমীপবর্ত্তী সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সারথে! এই চত্বরে তুমি শীঘ্রই কুশাস্তরণ করিয়া দাও। আর্য্য রাম যাবৎ আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, তাবৎ আমি ইহাঁকে উদ্দেশ করিয়া প্রত্যুপবেশন* করিব। ইনি আমার বাক্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া যাবৎ অযোধ্যায় প্রতিগমন না করিবেন, তাবৎ অধমর্ণ কর্ত্তৃক ধনহীন উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন নিজ ধন প্রত্যাহরণ-কামনায় অধমর্ণের দ্বারে শয়ন করিয়া থাকেন, আমিও তেমনি নিরাহারে নয়ন মুদিত করিয়া ইহাঁর সম্মুখে পর্ণকুটীরের দ্বারে এই কুশোপরি শয়ন করিয়া থাকিব।" ৮-১৪।

সুমন্ত্র রামের অনুরোধে কুশানয়নে বিলম্ব করিতে লাগিলেন দেখিয়া ভরত দুঃখিত-চিত্তে স্বয়ং ভূতলে কুশাস্তরণ বিস্তার করত অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজর্ষিসত্তম রাম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ ভরত! আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে, তুমি এখানে প্রত্যুপবেশন করিবে? হৃতধন ব্রাহ্মণই ধনপ্রাপ্তি জন্য লোকদিগকে শিক্ষাদান করিবার কারণ এই প্রকার এক পার্শ্বে অধমর্ণের দ্বারদেশে অবস্থান করিতে পারেন; কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গণের প্রত্যুপবেশন-বিধি নাই। অতএব হে পুরুষসিংহ! এই দারুণ ব্রত ত্যাগ করিয়া উত্তিষ্ঠ হও এবং অবিলম্বে এই বনভূমি হইতে পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় গমন কর।" তখন ভরত তাদৃশভাবে শয়ন করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ পুরবাসী ও জনপদবাসী সকল লোকেরই প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে কি জন্য আর্য্য রামকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছ না?" তখন পৌর ও জানপদবর্গ সকলে একবাক্যে তাঁহাকে কহিল, "আপনি ককুৎস্থনন্দন মহাত্মা রামকে যাহা সঙ্গত, তাহাই বলিতেছেন জানি; কিন্তু এই মহাভাগ রামও পিতৃবাক্য-পালনে যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাও সর্ব্বাংশেই সঙ্গত; অতএব আমরা সহসা কাহাকেও স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না।" তাহাদের বাক্যে অনুমোদন করিয়া রাম ভরতকে কহিলেন, "ধর্ম্মদর্শী সুহৃদ্গণ যাহা বলিলেন, শ্রবণ কর। হে রঘুনন্দন! ইহাঁরা তোমার ও আমার উভয়েরই বিষয়ে যে সকল কথা বলিলেন, শ্রবণ করিয়া সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ। হে মহাবাহো! তুমি ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য প্রত্যুপবেশন হইতে উত্থিত হও এবং ইহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য আমাকে ও উদক স্পর্শ কর।" অনন্তর ভরত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সলিল স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "সভ্যগণ, মন্ত্রিগণ ও সকল শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ! সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি কখনই পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও তজ্জন্য অনুরোধ করি নাই; পরমধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য রামকেও বনবাসে দিতে সম্মত হই নাই। তবে যদি বনে বাস করিয়া পিতৃবাক্য পালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ইহাঁর পরিবর্ত্তে আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বনমধ্যে অবস্থিতি করিব।" ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ভরতের এই সত্যবাক্যে বিস্মিত হইয়া সমবেত পৌর ও জানপদবর্গের প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "পিতা দশরথ জীবদ্দশায় যাহা কিছু ক্রয়-বিক্রয়, অথবা বন্ধকসূত্রে আদান-প্রদান করিয়াছেন, তাহার লোপ করিতে আমার বা ভরতের সামর্থ্য নাই। অতএব আমি স্বয়ং সামর্থ্য সত্বে বনবাস করিবার জন্য সাধু-বিগর্হিত প্রতিনিধি নিয়োগ করিব না। কৈকেয়ী যাহা বলিয়াছেন, ভালই বলিয়াছেন এবং পিতা যাহা করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন, ভরত যে ক্ষমাশীল এবং গুরুসৎকারকারী, তাহাও আমি জানি। অতএব রাজ্যপালনাদি সমুদায় কল্যাণই এই সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা ভরতেই শোভা পায়। আমিও এই ধর্ম্মশীল ভ্রাতার সহিত পুনরায় বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া সম্যক্রূপে পৃথিবী পালন করিব। ফলতঃ কৈকেয়ী পিতৃদেব রাজা দশরথের নিকট বর চাহিয়াছিলেন;

---

* নিরাহারে আবৃতমুখে একপার্শ্বে কুশোপরি বা ভূমিতে গৃহদ্বারে শয়ন।

আমি পিতাকে মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য কৈকেয়ীর সেই বাক্য পালন করিয়াছি।" ১৫-৩১।

দ্বাদশাধিক-শততম সর্গ।

ভরতকে রামের পাদুকাদান।

নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ অতুল তেজঃশালী ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই রোমহর্ষণ সমাগম সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মুনিগণ ও মহর্ষিগণ অদৃশ্য থাকিয়াই সেই মহাভাগ রাম ও ভরত উভয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, 'এই ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মবিক্রম রাম ও ভরত যাঁহার পুত্র, তিনিই ধন্য। ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমরা সকলেই পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম।' অনন্তর ঋষিগণ অবিলম্বে দশাননের বধাভিলাষে একমতাবলম্বী হইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ ভরতকে কহিলেন, "হে মহাপ্রতিজ্ঞ সচ্চরিত্রসম্পন্ন মহাযশস্বিন্! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি পিতাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রাম যাহা বলিবেন, তদনুসারে কার্য্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। রাম সর্ব্বতোভাবে পিতার নিকট অঋণী হন, ইহা আমাদের ঐকান্তিক অভিলাষ। কৈকেয়ীর ঋণ-পরিশোধ হওয়াতে রাজা দশরথের স্বর্গলাভ হইল।" ১-৬।

গন্ধর্ব্বগণ, মহর্ষিগণ ও রাজর্ষিগণ এই কথা বলিয়াই আনন্দিত-চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। শুভদর্শন রাম এই বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া পরম শোভা ধারণ এবং প্রহৃষ্ট-বদনে সেই সকল ঋষির সবিশেষ পূজা করিলেন। তখন ভরত ত্রস্তগাত্রে, কৃতাঞ্জলিপুটে ও স্খলিত-বচনে পুনর্ব্বার রামকে বলিলেন, "আর্য্য! জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকারী হওয়া কর্ত্তব্য, এই প্রকার কুলধর্ম্ম সবিশেষ বিচার করিয়া আপনাকে জননী কৌশল্যার প্রার্থনা পূরণ করিতে হইবে। আমি একাকী সুমহৎ রাজ্য-রক্ষা অথবা সবিশেষ অনুরক্ত পৌর ও জানপদগণের মনোরঞ্জন করিতে উৎসাহ-যুক্ত হইতেছি না। জ্ঞাতিগণ, যোধগণ, মিত্রগণ ও সুহৃদ্‌গণ সকলেই জলধারাবর্ষী মেঘের প্রতীক্ষায় সোৎসুক-চিত্ত কৃষকের ন্যায় একমাত্র আপনারই রাজপদ-কামনায় অপেক্ষা করিয়া আছেন। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি এই রাজ্য প্রতিগ্রহ করিয়া কাহারও প্রতি স্থাপন করুন। হে কাকুৎস্থ! আপনি যাহার প্রতি রাজ্য-পালনের ভার অর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তিই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।" এই বলিয়া ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রিয়বাক্যে সম্বোধন করিয়া অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মত্তহংসসদৃশ সুস্বরকণ্ঠ রাম পদ্মপলাশলোচন শ্যামবর্ণ ভ্রাতা ভরতকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন, 'তাত! আমার বনবাসের অবিরোধে রাজ্যস্থাপন করিতে তোমার যে বুদ্ধি হইয়াছে, এই বুদ্ধিই স্বাভাবিক এবং শিক্ষাবলে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বুদ্ধিবলে রাজ্য-পালনেও তোমার সবিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেখিতেছি; অতএব তুমি তদ্বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হও এবং মন্ত্রী, অমাত্য ও বুদ্ধিমান্ সুহৃদ্‌গণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমুদায় গুরুতর কার্য্যও সম্পাদিত কর। চন্দ্র হইতে যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয়ও যদি হিমত্যাগ করেন এবং সমুদ্রও যদি তীরভূমি অতিক্রম করেন, তথাপি আমি পিতার প্রতিজ্ঞাপালিত ব্রত লঙ্ঘন করিব না। অতএব তাত! তোমার জননী ইচ্ছা বা লোভপ্রযুক্ত এরূপ করিয়াছেন, ইহা মনে করিও না; প্রত্যুত তাঁহার প্রতি মাতারই ন্যায় ব্যবহার করিবে।" প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শন আদিত্যসমতেজা রাম এইপ্রকার কহিলে ভরত তাঁহাকে বলিলেন, "আর্য্য! তবে এক্ষণে এই স্বর্ণালঙ্কৃত পাদুকাযুগলে চরণার্পণ করিয়া আমাকে প্রদান করুন। এই পাদুকাযুগলই আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ সকল লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে।" তখন নরবর রাম পাদুকাযুগল পরিধান পূর্ব্বক পুনরায় তাহা মোচন করিয়া মহানুভব ভরতকে প্রদান করিলেন। তিনি ভক্তি-সহকারে পাদুকাযুগলকে প্রণাম করিয়া রামকে কহিলেন, "হে বীর রঘুনন্দন! অতঃপর আমি চতুর্দ্দশ বৎসর জটাবল্কলধারী হইয়া ফলমূল ভোজন করত ভবদীয় আগমন-প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে বাস করিব এবং সমুদায় রাজকার্য্য আপনার এই পাদুকাযুগলে অর্পণ করিব। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! যে দিন চতুর্দ্দশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবে, সেই দিবস যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে হুতাশনে প্রবেশ করিব।" ৭-২৫।

রাম 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! তুমি জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করিবে; কদাচ তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিও না। এ বিষয়ে তোমাকে আমার ও সীতার দিব্য।" এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ভরতকে বিদায় দিলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই পরম উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত পাদুকাযুগল সাদরে পরিগ্রহ করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং যে হস্তী সর্ব্বদা রাজাকে বহন করিত, তাহার মস্তকে সেই পাদুকাদ্বয় স্থাপন করিলেন। অনন্তর হিমালয়ের ন্যায় স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রঘুবংশবর্দ্ধন রাম যথাক্রমে গুরু, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গসমবেত অন্যান্য লোক সমস্ত এবং অনুজ ভরত ও শত্রুঘ্ন সকলকেই যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। বাষ্পভরে কণ্ঠদেশ রুদ্ধ ও অভিমাত্র শোকাভিভূত হওয়াতে মাতৃগণ কেহই তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইলেন না। রাম সকলকেই অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ২৬-৩১।

ত্রয়োদশাধিক-শততম সর্গ।

রামের নিকট বিদায় লইয়া ভরতের প্রত্যাগমন।

অনন্তর ভরত পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, দৃঢ়ব্রত জাবালি এবং মন্ত্রণানিপুণ সবিশেষ সম্মানাস্পদ অন্যান্য সমুদায় মন্ত্রী অগ্রেই প্রস্থান করিলেন। সকলে মহাগিরি চিত্রকূট প্রদক্ষিণ করত পূর্ব্বমুখে রমণীয় মন্দাকিনী নদী অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। ভরত বিবিধ মনোহর ধাতুসহস্র দেখিতে দেখিতে চিত্রকূটের উত্তর-প্রান্ত দিয়া সসৈন্যে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে পর্ব্বতের অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজ যেখানে মুনিগণের সহিত বাস করিয়া আছেন, সেই আশ্রম তাঁহার নেত্র-গোচর হইল। বুদ্ধিমান্ ভরত ভরদ্বাজাশ্রমে আগমন পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষির পদযুগল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ভরদ্বাজ হৃষ্ট হইয়া ভরতকে কহিলেন, "তাত! রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ?" ধীমান্ ভরদ্বাজ এই প্রকার কহিলে ধর্ম্মবৎসল

ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি এবং স্বয়ং গুরুদেব বশিষ্ঠ বারংবার প্রার্থনা করিলে দৃঢ়বিক্রম রাম প্রীত হইয়া বশিষ্ঠ মহাশয়কে কহিলেন, 'পিতা যে আমায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি যথার্থই সেই আজ্ঞা পালন করিব।' বাগ্‌বিন্যাসে মহাপ্রাজ্ঞ বশিষ্ঠদেব তাঁহার এই কথায় সেই বাক্য-প্রয়োগ কুশল রঘুনন্দনকে প্রশস্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে মহাপ্রাজ্ঞ! তবে এক্ষণে তুমি হৃষ্টচিত্তে প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণালঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় প্রদান কর এবং অযোধ্যায় যোগ-ক্ষেম-বিধানে কৃতচিত্ত হও।' রঘুনন্দন রাম বশিষ্ঠ মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আমায় রাজ্যশাসন-শক্তির সমর্থ হেমবিভূষিত পাদুকাযুগল দান করিলেন। আমি সেই মহাত্মা রামের আজ্ঞাক্রমে ক্ষান্ত হইয়া শুভ পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া অযোধ্যাতেই গমন করিতেছি।" মহাত্মা ভরতের এই শুভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে শুভতর বাক্যে কহিলেন, "ফলতঃ তুমি যাঁহার ঈদৃশ ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল পুত্র, তদীয় পিতা সেই মহাবাহু দশরথ সর্ব্বতোভাবেই পিতৃঋণে মুক্ত হইয়াছেন।" মহাপ্রাজ্ঞ ভরদ্বাজ এই প্রকার কহিলে ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তদীয় চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ভরত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যা-যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুগামী সেনা, যাহারা নিবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে ভরতকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাহারা পুনরায় যান, শকট, অশ্ব ও গজে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল। অনন্তর সকলে তরঙ্গ-সমাকুল রমণীয় যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী সন্দর্শন করিলেন। ভরত সসৈন্যে ও সবান্ধবে রম্য-সলিলপূর্ণ ভাগীরথী পার হইয়া অতি রমণীয় শৃঙ্গবের-পুরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যা অবলোকন করিলেন। পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত অযোধ্যা-নগরী দর্শন করিবামাত্র ভরত দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সারথে! অবলোকন কর, শোভাহীনা, অলঙ্কারহীনা, নিরানন্দা, দীনা ও শব্দহীনা হওয়াতে অযোধ্যা আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না।" ১-২৪।

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

গুরুকে রাজ্যভার-প্রদান।

এইরূপে মহাযশস্বী প্রভু ভরত স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ধ্বনিযুক্ত রথারোহণে সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকেই বিড়াল ও পেচক সকল সঞ্চরণ করিতেছে এবং গৃহ-কবাট সমুদায় রুদ্ধ রহিয়াছে। রজনী যেমন ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিবিড় কালিমায় পূর্ণ হইলে প্রতিভাত হয় না, অযোধ্যারও সেইরূপ সমুদায় শোভা তিরোহিত হইয়াছে। অথবা শশধর অভ্যুদিত রাহু-গ্রহ দ্বারা পীড়িত হইলে চন্দ্রের প্রিয়পত্নী প্রজ্বলিত-প্রভাশালিনী দিব্যকান্তিবিশিষ্টা রোহিণী যেমন অসহায়া হইয়া অবস্থিতি করে, অযোধ্যারও তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে। অথবা গ্রীষ্মকালে গিরি-নদীর সলিল আতপতাপে উষ্ণ ও কলুষিত হইলে, জলচর বিহঙ্গম সকল গ্রীষ্ম-প্রভাবে উত্তপ্ত হইলে এবং মীনকুল ও হিংস্র জলজন্তু সকল বিলীন হইলে শুষ্কপ্রায়া গিরি-নদীর যেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, অযোধ্যারও তদ্রূপ ঘটিয়াছে। অথবা যজ্ঞীয় ঘৃতের সংস্পর্শে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা যেমন প্রথমে ধূম-বিবর্জ্জিত হইয়া স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করত সমুত্থিত হয়, পরে জল-সেকে সহসা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, রামের বিরহে অযোধ্যারও সেইরূপ ঘটিয়াছে। কবচ সকল ছিন্ন-ভিন্ন, মহাযুদ্ধে বীরগণ নিহত এবং গজ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল রুগ্ন হইলে আপদাপন্ন সেনা যেরূপ হইয়া থাকে, অযোধ্যা সেইরূপ হইয়াছে। অথবা প্রবল বায়ুবেগে সাগরের ঊর্ম্মি যেন সফেনে ও সগর্জ্জনে সমুত্থিত হইয়া পুনরায় বায়ুর উপশমে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইয়া নিঃশব্দে অবস্থিতি করিতেছে, অথবা যজ্ঞের অবসানে ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্রুক্‌স্রুবাদি যজ্ঞীয় প্রশস্ত পাত্র-সকল স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় বেদপাঠাদি শব্দও আর শ্রুত হইতেছে না, এই প্রকার অবস্থায় যেন যজ্ঞবেদি পতিত রহিয়াছে, অথবা বৃষ পরিত্যাগ করাতে সেই তরুণ-বৃষপত্নী যেন তদীয় বিরহোৎ-কণ্ঠায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া নবীন তৃণ-ভক্ষণে বিরত ও আর্ত্ত হইয়া গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, অথবা মুক্তাবলী যেন পদ্মরাগ ও স্ফটিকাদি সুস্নিগ্ধ প্রভা-সমন্বিত ও উৎকৃষ্টজাতীয় মণি সকলের বিয়োগ-দশা ভোগ করিতেছে; পুণ্যের ক্ষয় হওয়াতে তারা যেন সহসা স্বস্থান হইতে বিচলিত ও আকাশচ্যুত হইয়া ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর সে সুবিস্তৃত প্রভা বা তেজস্বিতা নাই। অথবা বসন্তাবসানে মধুপান-মত্ত-মধুকর-যুক্ত বিকসিত-পুষ্পা বনলতা যেন প্রবল দাবাগ্নি-বেষ্টিত হইয়া একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাজপথ সকল জলসঞ্চার-বিরহিত ও পুণ্যবীথিকা সমুদয় সংরুদ্ধ হওয়ায় অযোধ্যানগর প্রচ্ছন্ন-চন্দ্রনক্ষত্রশালী মেঘসমাবৃত আকাশের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। অথবা পানভূমি যেন মদ্যপায়িগণের বিরহে মদ্য-হীন ভগ্নপাত্র পরিবৃত ও অসংস্কৃত হইয়া অনাবৃত স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অথবা কি চত্বরভূমি (চাতাল), কি পানপাত্র, কি স্তম্ভ, সমুদায়ই ভগ্ন হইয়াছে; জলের আর লেশমাত্র নাই, এই প্রকার অবস্থায় যেন কোন জলছত্রশালা ভূগর্ভে নিহিত ও পতিত হইয়াছে। অথবা বিপুল বিস্তৃত ও পাশযুক্ত জ্যা (ধনুর ছিলা), যেন বলবান্ পুরুষগণের বাণপরম্পরায় ছিন্ন হইয়া ধনু হইতে ভূমিতলে স্খলিত হইয়াছে। অথবা যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বাহিত অশ্ব যেন বিপক্ষ-সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া রণভূমিতে নিপতিত হইয়াছে। শ্রীমান্ দশরথনন্দন ভরত রথে অবস্থান করত সেই রথবরের পরিচালক সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, "পূর্ব্বে অযোধ্যায় যে দিগন্তপ্রসারী সুগভীর গীত ও বাদ্যশব্দ শুনা যাইত, আজ কি জন্য তাহা শ্রুত হইতেছে না? বারুণী, মাল্য, চন্দন ও অগুরু এই সকলের গন্ধ আর পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট যানশব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্ব-গর্জ্জন, প্রমত্ত মাতঙ্গ-ধ্বনি এবং সুবিপুল রথ-নিঃস্বনও আর শ্রবণপথে পতিত হয় না। আর্য্য রাম নির্ব্বাসিত হওয়াতে অযোধ্যার তরুণ পুরুষগণ শোকসন্তপ্ত হইয়া চন্দন ও অগুরু, গন্ধ এবং মহামূল্য মাল্য সকলও আর ধারণ বা গ্রহণ করিতেছে না। লোক সকলও আর পূর্ব্বের ন্যায় বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়া বহির্ভাগে নির্গত হয় না। সমুদায় নগরই রামের শোকে অভিভূত হওয়াতে পুরমধ্যে উৎসব সকলও প্রবর্ত্তিত হয় না। ফলতঃ আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন, নগরীর সমুদায় শোভা-সমৃদ্ধিও তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছে। এক্ষণে বেগবান্ বৃষ্টি-ধারাচ্ছন্ন শরৎকালীন রজনীর ন্যায়,

অযোধ্যার আর কিছুমাত্র শোভা বা সৌন্দর্য্য নাই। কত দিনে মদীয় ভ্রাতা আর্য্য রাম মহোৎসবের ন্যায় পুনরায় এখানে আগমন করিবেন? কত দিনে আবার তিনি গ্রীষ্মকালের মেঘের ন্যায় অযোধ্যায় সমুদিত হইয়া সকলেরই হর্ষ সমুৎপাদন করিবেন? অযোধ্যায় আর পূর্ব্বের ন্যায় তরুণ পুরুষগণ সুন্দর-বেশে সজ্জিত হইয়া উদ্ধত-গমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া প্রধান প্রধান রাজপথ সকলের শোভা-বিস্তার করে না।" সারথির সহিত এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে ভরত দুঃখিত হইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্রেই সিংহহীন গুহার ন্যায় নরেন্দ্র-বিবর্জ্জিত সেই পিতার আবাসে গমন করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুর-যুদ্ধে সূর্য্যদেব রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইলে, দিবা যেমন নিষ্প্রভ হইয়া দেবগণের শোক সমুৎপাদন করিয়াছিল, তদ্রূপ দশরথের অন্তঃপুর তাঁহার বিরহে শোভাহীন ও সর্ব্বতোভাবে সংস্কার-বিহীন হইয়াছে দেখিয়া ভরত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১-২৮।

পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ।

ভরতের নন্দীগ্রামে যাত্রা।

অনন্তর দৃঢ়ব্রত ভরত মাতৃদিগকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোকসন্তপ্ত-চিত্তে মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, "আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব; তজ্জন্য আপনাদের সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিয়া পিতা ও ভ্রাতার বিরহ-দুঃখ বহন করিব। পিতৃদেব স্বর্গগত হইয়াছেন এবং পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও বনবাসী হইয়াছেন। সেই মহাযশস্বী রামই অযোধ্যার রাজা; অতএব আমি রাজ্যার্থ তাঁহার প্রতীক্ষা করিব।" মহাত্মা ভরতের এই কল্যাণকর কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ সকলেই কহিলেন, "ভরত! তুমি ভ্রাতৃবাৎসল্য বশতঃ যাহা বলিলে, তাহা নিরতিশয় শ্লাঘনীয় এবং তোমারই অনুরূপ। তুমি নিত্যই বন্ধুগণে অনুরাগসম্পন্ন ও ভ্রাতৃগণে সৌহার্দ্দবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা সৎপদবী অবলম্বন করিয়া আছ। অতএব কোন্ ব্যক্তি তোমার অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবে?" ভরত মন্ত্রিগণের মুখে আপনার অভিলাষানুরূপ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্রকে রথসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর রথযোজনা হইলে প্রফুল্ল-বদনে সমুদায় জননীকে বিহিত-বিধানে সম্ভাষণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারূঢ় হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে যাইতে লাগিলেন। বশিষ্ঠপ্রমুখ দ্বিজাতিগণ পূর্ব্বদিক্ অবলম্বন করিয়া, যে পথে গেলে নন্দিগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ভরত প্রস্থান করিলে পর গজ-বাজি-রথ-সমাকুল তদীয় সৈন্য অনাহূত হইয়াও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল; পুরবাসিগণও তাহাতে যোগ দান করিল। এ দিকে ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত রামের পাদুকা-যুগল মস্তকে ধারণ করিয়া রথারোহণে অবিলম্বে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি নন্দিগ্রামে প্রবেশ করিয়া শীঘ্রই রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তত্রত্য গুরুদিগকে কহিলেন, "ভ্রাতা রাম স্বয়ং এই উৎকৃষ্ট রাজ্য আমাকে ন্যাস-(গচ্ছিত) স্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই হেমভূষিত পাদুকাযুগল এই রাজ্যের যোগ-ক্ষেম-বিধান করিবে।" অনন্তর ভরত রামের প্রদত্ত সেই পাদুকাদ্বয় মস্তকে করিয়া দুঃখসন্তপ্ত হইয়া সমুদায় প্রকৃতিমণ্ডলকে কহিলেন, "তোমরা আর্য্য রামের চরণস্বরূপ এই পাদুকাযুগলে সত্বর ছত্র ধারণ কর। এই পাদুকাদ্বয় দ্বারা রাজ্যমধ্যে ধর্ম্ম-ব্যবহার স্থিরতর আছে। ভ্রাতা রাম সৌহার্দ্দ্য-বশতঃ এই রাজ্যরূপ পরম উৎকট ন্যাস অর্পণ করিয়াছেন। তিনি যত দিন না অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাবৎ আমি যথাবিধানে এই রাজ্য পালন করিব এবং তিনি আসিলে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে পুনরায় তদীয় চরণে এই পাদুকা সংযোজিত করিয়া সন্দর্শন করিব। অনন্তর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাকেই রাজ্য তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সমস্ত ভার ন্যস্ত করত তাঁহাকে গুরুজনোচিত সেবা করিব। তৎকালে নিক্ষেপস্বরূপ এই পাদুকাযুগল রাজ্য ও অযোধ্যার সহিত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া আমি বিচ্যুতপাপ হইব।" এই বলিয়া বীরবর প্রভু ভরত তৎকালে বল্কল ও জটাধারণ পূর্ব্বক মুনিবেশধারী হইয়া সৈন্যগণ-সহ নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি স্বহস্তে বাল-ব্যজন ও ছত্র ধারণ করিয়া রাজ্যশাসন-বৃত্তান্ত সমুদায় রাম-জ্ঞানে পাদুকার গোচর করিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীমান্ ভরত রামের পাদুকাযুগলের অভিষেক করিয়া স্বয়ং তাহার অধীনে সর্ব্বদা রাজকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজ্য-ঘটিত যাহা কিছু করিতে হইবে এব যে কিছু বহুমূল্য উপঢৌকন উপস্থিত হইত, অগ্রে তৎসমস্ত পাদুকাযুগলে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং যথাবিধানে তাহার ব্যবহারাদি করিতেন। ১২৪।

ষোড়শাধিক-শততম সর্গ।

চিত্রকূটে রাম এবং কুলপতির কথা।

এ দিকে ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাম তপোবনে থাকিয়া অবলোকন করিলেন, তত্রত্য তাপসগণ ভীত ও আশ্রমান্তর-গমনে উৎসুক হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সকল তাপসেরা চিত্রকূটস্থ সেই আশ্রমে রামকে আশ্রয় করিয়া নিয়ত আনন্দিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঐ প্রকার ঔৎসুক্য-পরতন্ত্র হইয়াছেন। তাঁহারা ভ্রুকুটিকুটিল-নয়নে রামকে নির্দ্দেশ করিয়া শঙ্কিতভাবে পরস্পর ধীরে ধীরে কথোপকথন করিতেছেন। তদ্দর্শনে রাম আত্মবিষয়ে সন্দিহান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতি ঋষিকে কহিলেন, "ভগবন্! আমাতে পূর্ব্বানুচরিত রাজোচিত ব্যবহারের কি কিছু বিকৃতভাব দেখিয়াছেন যে, সেই জন্য আপনাদের মনোবিকার জন্মিয়াছে? অথবা ঋষিগণ আমার অনুজ মহানুভব লক্ষ্মণকে প্রমাদবশতঃ কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়াছেন? কিংবা আমার শুশ্রূষায় নিবিষ্টচিত্তা জনক-দুহিতা সীতা কি প্রমাদবশতঃ আপনাদের প্রতি কোন অযথাচরণ করিয়াছেন?" তপোবৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ আশ্রমস্বামী ঋষি জরা-প্রভাবে যেন কম্পমান হইয়া সর্ব্বভূতে দয়াপরতন্ত্র রামকে কহিলেন, "তাত! শুচিস্বভাবা সতত কল্যাণার্থিনী সেই জানকী কাহারও প্রতি, বিশেষতঃ ঋষিগণের প্রতি কি কখন কোনরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন? তবে তোমারই নিমিত্ত ঋষিগণের উপর রাক্ষসদিগের অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সেই ভয়ে ভীত হইয়াই পরস্পর ঐ প্রকার কথোপকথন করিতেছেন। রাবণের অনুজ খর নামে কোন দুর্দ্দান্ত,

নৃশংস, নির্ভীক, নরখাদক রাক্ষস জনস্থানবাসী ঋষিদিগের সকলকেই সবিশেষ নিপীড়িত করিয়া, তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। তাত! তুমি যে অবধি এই আশ্রমে বাস করিতেছ, সেই অবধি রাক্ষসেরা তপস্বিগণের অপকার করিতেছে। তাহারা বীভৎস, ক্রূর, ভীষণ, অসুখদর্শন, নানারূপ বিকট-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাপসগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কখন বা তাহারা নানাপ্রকার পাপজনক ও অশুচি পদার্থ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ঋষিগণের গুরুতর অনিষ্ট-সাধন করিতেছে। তাহারা অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বভাব ঋষিদিগকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ পীড়ন করিয়া থাকে এবং আশ্রমের সকল স্থানেই অজ্ঞাতসারে বিচরণ পূর্ব্বক নিদ্রিত ও অচেতন ঋষিদিগের প্রাণসংহার করত আমোদ প্রকাশ করিতেছে। আবার হোমের সময়ে স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ সমস্ত ইতস্ততঃ নিক্ষেপ, অগ্নি সকলে জলসেচন এবং কলস ভগ্ন করিয়া থাকে। এই জন্যই অস্য ঋষিগণ ঐ সকল দুরাত্মা কর্ত্তৃক উপদ্রুত আশ্রম সকল ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে স্থানান্তর-গমন জন্য অনুরোধ করিতেছেন। রাম! পাপাত্মা রাক্ষসগণ এক্ষণে তাপসগণের প্রাণসংহার না করিতে করিতেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিব। এই আশ্রমের নিকটেই মহর্ষি অশ্বের যে প্রচুর ফলমূল-সম্পন্ন বিচিত্র তপোবন আছে, আমি সগণে পুনরায় তাহাই আশ্রয় করিব। তাত! যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে নিশাচর খর তোমারও প্রতি কোন প্রকার অবৈধ আচরণ না করিতে করিতে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারী হও। হে রঘুনন্দন! যদিও তুমি সতত সাবধান এবং রাক্ষস-বিনাশেও তোমার সামর্থ্য আছে, তথাপি পত্নীর সহিত এই আশ্রমে সন্দেহে বাস করা নিতান্ত ক্লেশকর হইবে।" আশ্রমস্বামী ঋষি আশ্রমান্তর-গমনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া রাজপুত্র রাম তাঁহাকে কোনমতেই ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর আশ্রমস্বামী খিন্ন রামকে অভিনন্দন পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই আশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক সদলে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইলে রাম কিয়দ্দূর অনুগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিয়া পরে আশ্রমস্বামীর অভিবাদনান্তে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনসময়ে ঋষিগণ সকলেই প্রীতিসংকারে সম্যক্রূপে কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সেই প্রভু রাঘব ঋষিবির হিত আশ্রমকে অতঃপর ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করিয়া থাকিতেন না। কতিপয় ঋষি আর্য্য-চরিত রামের অনুগত হইয়া তথায় বাস করিলেন। ১-২৬।

সপ্তাধিক-শততম সর্গ।

অত্রির আশ্রমে রামের গমন ও অনসূয়ার মাহাত্ম্য।

তাপসেরা আশ্রমান্তরে প্রস্থান করিলে রামও বিবিধ কারণে চিন্তাযুক্ত হইয়া তথায় বাস করিতে অভিলাষী ছিলেন না। 'এই স্থানে মাতৃগণ, নগরবাসিগণ এবং ভ্রাতা ভরত, সকলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথা সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া আমাকে শোকাকুল করিতেছে। বিশেষতঃ এই স্থানে মহাত্মা ভরতের সেনা-সকল শিবির-সন্নিবেশ এবং হস্তী ও অশ্ব সকল মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করাতে আশ্রম-ভূমি অশুচি হইয়াছে। অতএব আমি স্থানান্তরে গমন করিব।' এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই মহাযশা রাম অত্রির তপোবনে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ভগবান্ অত্রিও তাঁহাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন; স্বহস্তে আতিথ্য-বিধান ও সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক মহাভাগ লক্ষ্মণ ও সীতাকে সম্যক্ সান্ত্বনা করিলেন। সর্ব্বভূতহিতে রত ধর্ম্মজ্ঞ অত্রি তথায় সমাগত স্বীয় বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী তাপসী মহাভাগা অনসূয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রীতিভরে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি এই জনক-নন্দিনীকে বিহিত বিধানে অভ্যর্থনা দ্বারা সৎকৃত কর।" পরে তিনি রামের নিকট সেই ধর্ম্মচারিণী অনসূয়ার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "দশবর্ষ অনাবৃষ্টিতে লোক-সকল নিরন্তর দগ্ধ হইলে, এই দৃঢ়তর নিয়ম-নিষ্ঠা অনসূয়া স্বীয় কঠোর তপস্যাবলে পুনরায় ফলমূল-সৃষ্টি ও ভাগীরথীর উদ্ভব-সাধন করিয়াছিলেন। তাত! ইনি ব্রতানুষ্ঠানসহকারে যে দশ-সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী গুরুতর তপস্যা করেন, তৎপ্রভাবে ঋষিগণের সমুদয় তপোবিঘ্ন একেবারেই নিবৃত্ত হইয়াছে। হে অনঘ! আবার এই অনসূয়া দেবগণের কার্য্য-সাধনার্থ সবিশেষ ত্বরান্বিতা হইয়া দশরাত্রিকে একরাত্রি করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইনি মাতৃবৎ পূজনীয়া। বৈদেহী এক্ষণে অক্রোধনা, সর্ব্বভূতের নমস্কারার্হা এই বৃদ্ধা তপস্বিনীর নিকট গমন করুন।" ভগবান্ অত্রি এই প্রকার কহিলে, রঘুনন্দন রাম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ধর্ম্মজ্ঞা সীতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজপুত্রি! মহর্ষি যাহা বলিলেন, সমুদয় সবিশেষ শ্রবণ করিলে। এক্ষণে নিজের কল্যাণ-হেতু অবিলম্বে এই তপস্বিনী অনসূয়ার অনুগামিনী হও। ইনি পরম তপঃশালিনী ও সকল লোকেরই আদরণীয়া এবং স্বকীয় কর্ম্মপ্রভাবে লোকমধ্যে অনসূয়া নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। তুমি শীঘ্রই ইঁহার শরণাপন্ন হও।" যশস্বিনী জনকনন্দিনী স্বামীর এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই ধর্ম্মজ্ঞা অত্রি-পত্নীর শরণার্থিনী হইলেন। জরা প্রযুক্ত তাঁহার সর্ব্বশরীর শিথিলিত ও বলিত, কেশ সকল পাণ্ডুরবর্ণ এবং বায়ুবেগ-বিকম্পিত কদলীর ন্যায় তাঁহার দেহ সর্ব্বদাই কম্পমান। সীতা সেই মহাভাগা পতিব্রতা অনসূয়াকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজ-নাম প্রকাশ পূর্ব্বক পরিচয় দিলেন। জানকী সেই দমগুণান্বিতা, পতিব্রতা, মহাভাগা অনসূয়াকে প্রণাম পূর্ব্বক চরণ-বন্দনা করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে ও হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা ঋষিপত্নী মহাভাগা ধর্ম্মচারিণী জনকনন্দিনীকে দর্শন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি যে সর্ব্বদাই ধর্ম্ম পালন কর, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। হে মানিনি! জ্ঞাতিজন ও সম্মান-সমৃদ্ধি ত্যাগ করিয়া তুমি যে বনবাসব্রত-দীক্ষিত রামের অনুগামিনী হইয়াছ, ইহাও অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়, বলিতে হইবে। স্বামী নগরে বা বনে যেখানেই থাকুন, শুভ বা অশুভ যাহাই হউন, যাঁহাদের ভর্ত্তাই পরম প্রিয়তম, সেই সমুদয় নারীদিগের জন্য মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ স্বামী দুঃশীল, যথেচ্ছাচার অথবা ধনহীন, যাহাই হউন, আর্য্য স্বভাব স্ত্রীগণের তিনিই পরমদেবতা। জানকি! স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কেহ বিশিষ্ট যে বান্ধব আছেন, ইহা আমার বোধ হয় না। পতি ইহলোক ও পরলোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠানস্বরূপ। কামপরতন্ত্রহৃদয়া, অসতী কামিনীগণ—যাহারা ভরণ-পোষণার্থ কেবল ভর্ত্তাকে নাথ বলিয়া থাকে, তাহারা ঐ প্রকারে গুণ-

দোষ অবগত নহে। উল্লিখিত নিকৃষ্ট-গুণশালিনী কামিনীগণ নিশ্চয়ই অকার্য্যের বশীভূত হইয়া যুগপৎ যশ ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা তোমার ন্যায় গুণগ্রামে বিভূষিত এবং লোকে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট,সমস্তই জ্ঞানগোচর করিয়াছেন,তাদৃশ রমণীরা প্রকৃত পুণ্যশীলের ন্যায় স্বর্গেই বিচরণ করেন। অতএব তুমি পতিব্রতা কামিনীগণের নিয়মানুসারিণী হইয়া সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বামীর সহধর্ম্মচারিণী হও; তাহা হইলে যশ ও ধর্ম্ম উভয়ই প্রাপ্ত হইবে।১-২৯।

অষ্টাদশোত্তর-শততম সর্গ।

অনসূয়ার সহিত জানকীর কথোপকথন।

অসূয়াবর্জ্জিত অনসূয়া এই প্রকার কহিলে জনকনন্দিনী প্রতিপূজা-বিধান পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আপনি যে উপদেশ করিলেন, পতিই স্ত্রীলোকের গুরু, ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আমিও ইহা বিদিত আছি। স্বামী দরিদ্র ও অসচ্চরিত্র হইলেও, যখন তাঁহার প্রতি দ্বৈধভাব পরিহার পূর্ব্বক সদয় ব্যবহার করা মাদৃশ রমণীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন যে স্বামী জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগ, অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, পিতা ও মাতার ন্যায় নিরতিশয় প্রীতিমান্ এবং শ্লাঘ্য গুণসম্পন্ন, তাঁহার প্রতি যে সমুচিত ব্যবহার করিতেছি, তাহা বিচিত্র কি? মহাবল রাম আর্য্যা কৌশল্যার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করেন, অন্যান্য রাজমহিষীগণের প্রতিও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন কি, রাজা দশরথ একবারমাত্রও যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, নৃপবৎসল বীরবর ধর্ম্মজ্ঞ রাম সে স্ত্রীকেও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি যখন এই ভয়াবহ বিজন-কাননে আগমন করি, তখন শ্বশ্রূ কৌশল্যাও আপনার ন্যায় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা আমার হৃদয়ে স্থিরভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিবাহকালে অগ্নির সমক্ষে মদীয় জননী যাহা উপদেশ করেন, তাহাও আমি মনে করিয়া রাখিয়াছি। অয়ি ধর্ম্মচারিণি! পতিসেবা ভিন্ন অন্যবিধ তপস্যা বিহিত নহে ইত্যাদি মদীয় আত্মীয়বর্গ যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, আমি তাহার কিছুমাত্র বিস্মৃত হই নাই। সাবিত্রী পতিশুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন; আপনিও তথাবৃত্ত হইয়া স্বামি-সেবা-বশতঃ স্বর্গে গমন করিবেন। সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ ও স্বর্গীয় দেবতা রোহিণীকেও এক মুহূর্ত্ত চন্দ্র-বিনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে বরণীয়া রমণীগণ স্বামীর প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন হইয়া সকলেই স্বামি-সেবারূপ স্ব স্ব পুণ্যকর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন।" সীতা এই প্রকার কহিলে অনসূয়া তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হর্ষোৎপাদন করিয়া কহিতে লাগিলেন,"আমি নানাপ্রকার নিয়মানুষ্ঠান দ্বারা যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি. অয়ি শুচিস্মিতে জনকনন্দিনি! সেই তপোবলে তোমাকে এক্ষণে বরদান করিতে প্রার্থনা করি। মৈথিলি! তোমার বাক্য যেরূপ যুক্তিযুক্ত, সেইরূপ অতিমাত্র পবিত্র। ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব?" জনকনন্দিনী তপোবল-সমন্বিতা অনসূয়ার কথা শ্রবণানন্তর বিস্মিতা হইয়া মৃদুহাস্য সহকারে তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার অনুগ্রহেই আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে।" ১-১৬।

ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া এই কথায় আরও প্রীতিমতী হইয়া সীতাকে কহিলেন, "জানকি! তোমাকে দেখিয়া আমার যে অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, আমি অবশ্যই তৎসমুচিত প্রতিদান করিব। অতএব জনকনন্দিনি! এই দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ সমস্ত, অঙ্গরাগ ও মহামূল্য অনুলেপন আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমায় প্রদান করিলাম। এ সকল ব্যবহার করা তোমারই শোভা পায়। ব্যবহার করিলেও এ সকল নিয়ত অনুরূপ অম্লান থাকিবে। জানকি! এই দিব্য অঙ্গরাগ দেহে লেপন করিলে, লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর, তুমিও তেমনি স্বামীর শোভা-সম্পাদান করিবে।" তখন সীতা অনসূয়ার অত্যুৎকৃষ্ট প্রীতিদানস্বরূপ সেই বস্ত্র, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার সমস্ত ও মাল্য প্রতিগ্রহ করিলেন। এইরূপে যশস্বিনী জনকনন্দিনী প্রীতিদান প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিপুটে ও ধীরভাবে তপস্বিনীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দৃঢ়ব্রতা অনসূয়া কোনরূপ প্রিয়কথা শুনিবার আশয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, "জানকি! আমি শুনিয়াছি, এই যশস্বী রঘুনন্দন রাম স্বয়ংবরে তোমায় লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব যেরূপ ঘটিয়াছিল, সমস্তই আমার নিকট প্রকাশ কর।" জনকনন্দিনী এই কথায় ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে 'শ্রবণ করুন' বলিয়া স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন;— "জনক-নামে মিথিলায় যে ধর্ম্মবিৎ মহাবীর রাজা আছেন, তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। তিনি যজ্ঞের জন্য লাঙ্গল-হস্তে ক্ষেত্র-কর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, আমি ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহার পুত্রীরূপে উত্থিতা হইলাম। আমার সর্ব্বশরীর ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। তৎকালে তিনি নিম্নোন্নত ভূ-প্রদেশ সমান করিবার জন্য মৃত্তিকা-মুষ্টি প্রক্ষেপ করিতেছিলেন; আমাকে দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন হইয়া তিনি স্নেহভরে স্বয়ং ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সন্তান ছিল না; এই জন্য আমাকে তনয়া স্বীকার করিয়া আমার প্রতি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষে মনুষ্য-বাক্য-সদৃশী এই প্রকার দৈববাণী হইল, 'রাজন্! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তোমার পুত্রী হইলেন।' ধর্ম্মাত্মা পিতা রাজা জনক এই দৈববাণী-শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি আমাকে লাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি আমাকে অভীষ্ট-দ্রব্যের ন্যায় পুণ্যপরায়ণা জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে প্রদান করিলেন। তিনিও আমাকে জননীর ন্যায় সৌহার্দ্দ ও স্নেহ-সহকারে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পরে পিতা আমার বিবাহোপযোগী বয়ঃক্রম উপস্থিত দেখিয়া, ধননাশে নির্ধনের ন্যায় ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেন না, কন্যার পিতা সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য হইলেও তাঁহাকে বরপক্ষীয় সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট লোকের নিকট অসম্মানাদি প্রাপ্ত হইতে হয়। সেই অসম্মানেরও আর বিলম্ব নাই, ইহা সবিশেষ দর্শন করিয়া রাজা জনক চিন্তার্ণবে একেবারেই মগ্ন হইলেন; পোতহীন বণিকের ন্যায় কোনরূপেই পারপ্রাপ্ত হইলেন না। আমি অযোনিসম্ভবা জানিয়া, তিনি অনেক চিন্তা করিয়াও কুত্রাপি আমার সদৃশ বা অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না; তজ্জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করেন। অনন্তর তাঁহার মনে উপস্থিত হইল, ধর্ম্মানুসারে কন্যার স্বয়ংবর-বিধান করিব। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা বরুণ জনকের পূর্ব্বপুরুষ

দেবরাতকে দেবগণের প্রার্থনায় দক্ষযজ্ঞে শিবের প্রসাদে লব্ধ উৎকৃষ্ট ধনু এবং অক্ষয় সায়কপূর্ণ তূণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ধনু এ প্রকার ভারশালী যে, মনুষ্যেরা যত্ন করিয়াও চালনা করিতে পারে না। নরপতিগণ স্বপ্নেও যাহাকে নত করিতে সমর্থ হয়েন না, পিতৃদেব সত্যবাদী জনক উত্তরাধিকার-সূত্রে এই ধনু প্রাপ্ত হয়েন। তিনি রাজাদিগকে প্রথম নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক একত্রিত করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে কহিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি এই ধনু উত্তোলন করিয়া জ্যা-যুক্ত করিবেন, আমার দুহিতা তাঁহারই ভার্য্যা হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।' নরপতিগণ সেই শৈলসম ভারবিশিষ্ট ধনুরত্ন দর্শন করিয়া তাহার চালনার্থ উদ্যত হইলেন; কিন্তু সফলকাম হইতে না পারিয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর বহুকালের পর এই মহাদ্যুতি রাম বিশ্বামিত্রের সহিত পিতার যজ্ঞ-দর্শনার্থে সমাগত হইলেন। পিতৃদেব জনক ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সমবেত সত্যপরাক্রম রাম এবং ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র সকলেরই সবিশেষ পূজা করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র পিতৃদেব জনককে তথায় বলিলেন, 'এই রাম ও লক্ষ্মণ রাজা দশরথের পুত্র, আপনার ধনু দর্শন করিতে অভিলাষী আছেন।' মহর্ষি এই প্রকার কহিলে, জনক দেবদত্ত ধনু আনয়ন করিয়া রাজপুত্র রামকে দর্শন করাইলেন। মহাবল-বীর্য্যবান্ রাম নিমেষ-মাত্রেই ঐ ধনু অবনত ও জ্যা-যুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিলেন। বেগভরে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই মহৎ ধনু দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাতে ভয়ানক বজ্রপাতসদৃশ শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব অত্যুৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু রাম পিতা দশরথের অভিপ্রায় না জানিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে পিতা আমার শ্বশুর বৃদ্ধ রাজা দশরথকে আহ্বান করিয়া তাঁহার মতানুসারে আমাকে এই সর্ব্বলোকবিখ্যাত রামের হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সাধ্বী শুভদর্শনা উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের করে সম্প্রদান করিলেন। তদবধি সেই স্বয়ংবরে আমি রামের সহিত পরিণীতা হইয়া ধর্ম্মানুসারে পতির প্রতি অনুরক্তা রহিয়াছি।" ১৭-৫৪।

একোনবিংশোত্তর-শততম সর্গ

লক্ষ্মণ ও জানকী সহ রামের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ

ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া এই মহতী কথা শ্রবণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা জানকীকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, "স্বয়ংবর যেরূপে ঘটিয়াছিল, সমস্তই পরিস্ফুট-পদযুক্ত বিচিত্র মধুরবাক্যে বর্ণন করিলে। অয়ি মধুরভাষিণি! এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছেন। রজনীও উপস্থিতপ্রায়। বিহঙ্গগণ সমস্ত দিন আহারের অন্বেষণে দিকে দিকে বিচরণ করিয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত স্ব স্ব নীড়ে যাইবার জন্য শব্দ করিতেছে। ঐ দেখ, মুনিগণ স্নান করিয়া আর্দ্রশরীরে জলকলসহস্তে পরস্পর মিলিত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। উঁহাদের বল্কল সলিলে অভিষিক্ত হইয়াছে। ঋষিগণ বিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রে হোম করাতে কপোত-কণ্ঠবৎ অরুণবর্ণ ধূম ঐ বায়ুবেগে আকাশপথে উত্থিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দূরবর্ত্তী প্রদেশে বিরলপল্লব তরুগণও যেন ঘনীভূতের ন্যায় দিক্‌সকলকে অপ্রকাশিত করিতেছে। রাত্রি-চর জীব ইতস্ততঃ সঞ্চরণ এবং ঐ আশ্রম-মৃগ সকল পুণ্যক্ষেত্রতুল্য বেদির উপর শয়ন করিতেছে। সীতে! রজনী নক্ষত্র-ভূষিতা হইয়া উপস্থিত হইতেছেন; চন্দ্রদেবও জ্যোৎস্নাবরণযুক্ত হইয়া আকাশে উদিত হইতেছেন; অতএব আদেশ করিতেছি, তুমি গমন করিয়া রামের অনুচরী হও। তোমার মধুর কথাবার্ত্তায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। মৈথিলি! এক্ষণে তুমি আমার সমক্ষে অলঙ্কার পরিধান করিয়া আমার প্রীতি-বর্দ্ধন কর। বৎসে জানকি! দিব্যালঙ্কারে তোমার বিচিত্র শোভা হইবে।" তখন সুরকন্যাসদৃশী দিব্যলাবণ্যবতী জনকদুহিতা সম্যগ্‌বিধানে অলঙ্কার সকল পরিধান করিয়া নতমস্তকে অনসূয়ার চরণ-বন্দনান্তে রামের নিকট গমন করিলেন। বক্তৃপ্রবর রাম সীতাকে অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখিয়া, তপস্বিনী অনসূয়ার প্রীতিদান-নিবন্ধন আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর তাপসী-প্রদত্ত বসনাভরণ ও মাল্য প্রভৃতি প্রাপ্তির কথা সীতা রামের গোচর করিলেন। অনসূয়ার এই প্রীতিদান সচরাচর মানুষ-লোকে দুর্লভ; এ কারণ রাম ও মহারথ লক্ষ্মণ উভয়েই সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর রাম ঋষিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া এবং সুধাংশুমুখী সীতাকে দর্শন করিয়া, প্রীতচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে স্নানান্তে অনলে আহুতি দান পূর্ব্বক উপবিষ্ট বনবাসী ঋষিদিগের নিকট উপনীত হইয়া বিদায়-প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মচারী বনচর তাপসগণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "রাক্ষসগণ এই অরণ্যে অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। হে রঘুনন্দন! নানারূপ নরমাংসাশী রাক্ষসগণ এবং রুধিরপায়ী হিংস্রজন্তু সকল এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে। তাহারা অশুচি বা অসাবধান ব্রহ্মচারী তাপসকে ভক্ষণ করে; অতএব তুমি তাহাদিগকে নিবারণ কর। মহর্ষিগণের বনমধ্যে ফল আহরণ করিবার এই পথ। তুমিও এই পথ দ্বারা দুর্গম বনে গমন করিতে পারিবে।" তপস্বিগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক এই প্রকার কহিলে, শত্রুতাপন রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১-২২।

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

বাল্মীকি-রামায়ণ

আরণ্যকাণ্ড

প্রথম সর্গ।

রামের দণ্ডকারণ্য-প্রবেশ।

আত্মবান্ রাম দণ্ডক নামক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া, তাপসগণের আশ্রমমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত কুটীরপরিব্যাপ্ত আশ্রম-বাসী শ্রীসমন্বিত হইয়া আকাশস্থ প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুর্দ্দর্শ। সেই আশ্রম সমুদয় সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্থল; উহাদের প্রাঙ্গণ-ভূমি সদাই পরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত এবং চতুর্দ্দিক্ নানাবিধ পশু ও পক্ষি-সমূহে সমাকীর্ণ। অপ্সরাগণ নিত্যই দলে দলে আসিয়া উহার সমীপে নৃত্য করত উহার পূজা করিতেছে। উহারা বিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুগ্-ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ্, জলকলস এবং ফলমূল দ্বারা শোভিত রহিয়াছে এবং বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যজাত সুস্বাদ ফলবিশিষ্ট পবিত্র বৃক্ষসমূহে সমাবৃত রহিয়াছে। ঐ আশ্রম সকলে নিয়তই বলি ও হোম হইতেছে, প্রতিনিরত পুণ্যবেদধ্বনি উত্থিত হইতেছে, নানাবিধ পুষ্প সকল পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং বিচিত্র পদ্মশালী সরোবর বিরাজ করিতেছে। সেই আশ্রম সকলে ফলমূলাহারী, চীর ও কৃষ্ণাজিনপরিধারী, সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ দীপ্তিশালী, দান্তস্বভাব, প্রাচীন মুনিগণ বাস করিতেছেন। নিয়তাহারী পবিত্র পরমর্ষিসমূহে শোভিত ও নিয়ত বেদাধ্যয়ন-শব্দে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে আশ্রম সকল ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। মহাতেজা শ্রীমান্ রাম মহাভাগ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-শোভিত সেই তাপসাশ্রমমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বীয় মহাধনুর্জ্যা মোচন করত তদভিমুখে গমন করিলেন। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণ রামকে ও যশস্বিনী বৈদেহী জানকীকে দেখিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে তাঁহারা পূর্ণচন্দ্রানন ধর্ম্মনিরত রাম, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। সেই বনবাসী সকলে বিস্মিতচিত্ত হইয়া রামের রূপলাবণ্য, সৌকুমার্য্য এবং সুবেশতা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে বিস্মিতের ন্যায় হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীকে অনিমেষ-লোচনে দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী, মহাভাগ, পাবকোপম, ধর্ম্মচারী ঋষিসকল অতিথি রামকে পর্ণশালামধ্যে প্রবেশ করাইয়া যথাবিধি তাঁহার সৎকার করিয়া পূজার্থে সলিলাদি আহরণ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিরা পরমহর্ষসহকারে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া ফল-মূল ও পুষ্প এবং সমুদয় আশ্রম নিবেদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "রাঘব! ইন্দ্রের চতুর্থাংশ হইয়া রাজা ইহলোকে প্রজাগণকে রক্ষা করেন। তিনি সকলেরই পূজনীয়, মান্য, দণ্ডধর এবং গুরু; তিনিই এই সকল লোকের আশ্রয়, ধর্ম্মের প্রতিপালক এবং মহা যশস্বী। রাজা সর্ব্বলোকে নমস্কৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রমণীয় ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। হে রাঘব! আমরা আপনার রাজ্যে বাস করিয়া থাকি; অতএব আপনা কর্ত্তৃক আমরা রক্ষণীয়। রাজন্! নগরস্থ থাকুন আর বনস্থই থাকুন, আপনিই আমাদের রাজা। আমরা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় এবং একেবারেই দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছি। তপস্যা ব্যতীত আর আমাদের ধন নাই; অতএব গর্ভস্থ বালকের ন্যায় আমাদের রক্ষা করা আপনার উচিত।" এই বলিয়া তাঁহারা ফল-মূল, বিবিধ পুষ্প এবং বিবিধ বন্য আহারীয় দ্বারা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার পূজা করিলেন। এইরূপ অন্যান্য সিদ্ধতাপসগণও অগ্নিসদৃশতেজা সেই প্রভুকে যথান্যায় তর্পিত করিলেন। ১-২৩।

দ্বিতীয় সর্গ।

বিরাধ-রাক্ষস-ক্রোড়ে সীতাকে দেখিয়া লক্ষ্মণের বিক্রম-প্রকাশ।

রাম এইরূপে অতিথি-সৎকার লাভ করিয়া সূর্য্যোদয়কালে সেই সমুদয় মুনিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন নানাবিধ জন্তুগণে আকীর্ণ, ভল্লুক ও শার্দ্দূল-সেবিত। ঐ বনের বৃক্ষ ও লতা সকল বিনষ্ট এবং জলাশয় সকল অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। ঐ বনে পক্ষিগণের কূজন নাই, কেবল ঝিল্লীকরব শুনিতে পাওয়া যায়। রাম-লক্ষ্মণ বনের এই প্রকার অবস্থা দেখিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সীতার সহিত সেই ঘোর পশু-সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ মহাশব্দকারী মনুষ্যভক্ষক এক রাক্ষস দর্শন করিলেন। ঐ রাক্ষসের চক্ষু অতিশয় গভীর, বদন অতি বিশাল, উদর অতি বিকটভাবাপন্ন, অবয়ব-সংস্থান অতি বিষম। সেই রাক্ষস বীভৎস, বিষম, দীর্ঘ, বিকৃত এবং ঘোরদর্শন। সেই রাক্ষস রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল, সে মুখব্যাদান করিলে কৃতান্তের ন্যায় সর্ব্বভূতের ত্রাসোৎপাদন করিত। সে তিনটি সিংহ, চারিটী ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক, দশটি পৃষত মৃগ এবং একটি দন্তযুক্ত রসার্দ্র বৃহৎ হস্তিমস্তক লৌহ-নির্ম্মিত শূলে বদ্ধ করিয়া অতীব চীৎকার করিতেছিল। পরে সে রাম, লক্ষ্মণ ও মৈথিলী সীতাকে

দেখিয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, সংহারকালে কৃতান্তের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সে ভৈরবনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক বিয়দ্দূর গমনানন্তর কহিতে লাগিল, "তোরা ক্ষীণজীবী জটাচীরধারী অথচ ভার্য্যার সহিত ধনু, শর ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তপস্বী হইয়া তোরা কিরূপে স্ত্রীর সহিত একত্রে বাস করিস্? তোরা অধর্ম্মাচারী, পাপস্বভাব এবং তোদের হইতে মুনি-চরিত্র দূষিত হইয়াছে, তোরা কে? আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ। আমি প্রতিদিন ঋষি-মাংস ভক্ষণ করিয়া শস্ত্রধারী হইয়া এই দুর্গম বনে বিচরণ করিয়া থাকি। এই বরারোহা নারী আমার ভার্য্যা হইবে। তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে তোদের রক্তপান করিব।" সেই দুরাত্মা, দুষ্ট বিরাধের এই সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকাত্মজা সীতা ত্রস্তা হইয়া উদ্বেগ-প্রযুক্ত বায়ুবেগে কদলী-বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। রাম শুভা সীতাকে বিরাধের ক্রোড়স্থা দেখিয়া শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সৌম্য! নরেন্দ্র-জনকদুহিতা শোভনাকারা আমার ভার্য্যাকে বিরাধের ক্রোড়স্থ অবলোকন কর। কেকয়ীর আমাদের প্রতি যেরূপ হওয়া অভিপ্রেত, যাহা তাঁহার প্রিয় এবং যে উদ্দেশে তিনি বর প্রার্থনা করেন, তাহা অদ্যই শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া উঠিবে। তিনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্যলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই; পরন্তু সমস্ত প্রাণীর প্রিয় বলিয়া আমাকেও বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। অধুনা সেই মধ্যমা জননী কৈকেয়ী দেবী সফলমনোরথ হইলেন। হে সৌমিত্রে! রাজ্যহরণ, পিতৃবিনাশ ও পরপুরুষ কর্ত্তৃক সীতার স্পর্শন হইতে আমার আর সমধিক দুঃখ কিছুই নাই।" রাম এই প্রকার বলিলে লক্ষ্মণ শোকাক্রান্ত হইয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মহাক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "হে কাকুৎস্থ! আপনি বাসবের ন্যায় সর্ব্বভূতের নাথ হইয়া, বিশেষতঃ মাদৃশ ভৃত্য বর্ত্তমানে অনাথের ন্যায় এই প্রকার বিলাপ করিতেছেন কেন? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করিলে ও প্রাণত্যাগ করিবে এবং পৃথিবী উহার রক্ত পান করিবেন। রাজ্যকামুক ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্রক্ষেপ করেন, আমিও সেইরূপ ক্রোধ বিরাধের প্রতি মোচন করিব। আমার বাহুবলের বেগে বেগযুক্ত হইয়া আমার শর উহার হৃদয়ে পতিত হউক, উহার জীবন বিনাশ করুক এবং ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হউক।" ১২৬।

তৃতীয় সর্গ।

বিরাধের সহিত রাম-লক্ষ্মণের তুমুল সংগ্রাম।

অনন্তর সেই বিরাধ রাক্ষস সমস্ত বন বিকটরবে পূর্ণ করিয়া এই কথা বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোরা বল্, তোরা কে ও কোথায় যাইবি?" সেই জ্বলিতবদন রাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজা রাম ইক্ষ্বাকুকুলে আত্মজন্ম কীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমরা ক্ষত্রিয়, কর্ত্তব্যাচারী; সংপ্রতি বনচারী হইয়াছি, ইহা তুই অবগত হ। আমাদিগেরও তোকে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তুই কে? কি জন্য এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিস্?" অনন্তর বিরাধ রাক্ষস সেই সত্যপরাক্রম রামকে কহিল, "ওরে রাঘব! আমি আত্মবৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি জবনামা রাক্ষসের পুত্র, আমার মাতার নাম শতহ্রদা। এই পৃথিবীর মধ্যে সমুদয় রাক্ষসেরা আমাকে বিরাধ বলিয়া থাকে। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার প্রসাদে শস্ত্র দ্বারা অচ্ছেদনত্ব, অভেদত্ব ও অবধ্যত্ব বর লাভ করিয়াছি। অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করিয়া সত্বর হইয়া এই স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিস্, সেই স্থানে পলায়ন কর্। যেন আমি তোদের জীবন গ্রহণ করিতে না পারি।" রাম ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া সেই পাপনিরত বিকৃতাকার বিরাধ রাক্ষসকে এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "রে ক্ষুদ্র! তোকে ধিক্! তোর অভিপ্রেত অতি মন্দ; তুই নিশ্চয়ই মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছিস্, এক্ষণেই তাহা লাভ করিবি। অবস্থিত হ, জীবন থাকিতে আমা হইতে পরিত্রাণ নাই।" অনন্তর রাম অতি শীঘ্র ধনুতে বাণযোজনা পূর্ব্বক বহুতর নিশিত শর-সন্ধান করিয়া সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জ্যাযুক্ত কার্ম্মুক দ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ অতি বেগবান্ এবং গরুড় ও বায়ুতুল্য দ্রুতগামী সাতটি শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত ময়ূর-পুচ্ছযুক্ত শর বিরাধের দেহ ভেদ করিয়া রক্তলিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন সেই রাক্ষস বাণে বিদ্ধ হইয়া বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে ভূতলে রাখিয়া শূল উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোধসহকারে রাম-লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে অতীব চীৎকার করিয়া ইন্দ্রধ্বজতুল্য সেই শূল ধারণ করত মুখব্যাদানকারী কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা সেই যমসদৃশ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি প্রদীপ্ত শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই অতি ভয়ানক রাক্ষস হাস্য করত অবস্থিত হইয়া জৃম্ভণ করিল। সে জৃম্ভণ করিলে তাহার শরীর হইতে সেই সমস্ত দ্রুতগামী বাণ বহির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পরে সেই বিরাধ রাক্ষস নিতান্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও বর-প্রভাবে প্রাণধারণ করত শূল উদ্যত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে সেই বজ্রসদৃশ শূলের অগ্রভাগ গগনস্পর্শী হইয়া অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল। শস্ত্রধর-শ্রেষ্ঠ রাম দুই শরে তাহা ছেদন করিলেন। যেরূপ বজ্র দ্বারা ভিন্ন হইয়া মেরু-পর্ব্বতের বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রাম-শরে ছিন্ন হইয়া বিরাধ রাক্ষসের শূল ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র দংশনোদ্যত কৃষ্ণসর্পসদৃশ দুইখানি খড়্গ উদ্যত করিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহার সন্নিহিত হইয়া বলসহকারে খড়্গ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক অতীব বধ্যমান হইয়া সেই ভয়ানক রাক্ষস উভয় হস্ত দ্বারা তাঁহাদের উভয়কে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিল। তখনও তাঁহাদের শরীর কম্পিত হইল না। পরে রাম সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "এই রাক্ষস আমাদিগকে বহন করত এই পথ দিয়া গমন করুক। হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যথায় আমাদিগকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, তথায় লইয়া যাউক; কেন না, এ যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদেরও গন্তব্য পথ।" সেই অতি বলবান্ বিরাধ রাক্ষস স্বীয় বলপ্রভাবে রাম ও লক্ষ্মণকে বালকদ্বয়ের ন্যায় উত্তোলন পূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করিল। পরে সে সেই দুই জনকে স্কন্ধদেশে আরোপণ করিয়া ভয়ানক বনের অভিমুখে চীৎকার করত গমন করিতে লাগিল। পরে সেই রাক্ষস নানাবিধ

বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষযুক্ত, বিবিধ পক্ষিসমূহে মনোহর, শিবাগণ-সমন্বিত চিত্রব্যাঘ্র-সমাকীর্ণ ও মহামেঘসদৃশ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইল। ১-২৬।

চতুর্থ সর্গ।

বিরাধ-রাক্ষস-বধ।

বিরাধ রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, সীতা স্বীয় মহা ভুজযুগল উত্তোলন করত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন,—"ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস সাধু-স্বভাব সত্যনিরত সুপবিত্র দশরথাত্মজ রামকে লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। শার্দ্দুল, দ্বীপী (চিতাবাঘ) ও বৃক-(নেকড়ে) গণ এখন একাকিনী পাইয়া আমার ভক্ষণ করিবে। অতএব হে রাক্ষসোত্তম! তোমায় নমস্কার করিতেছি, তুমি ইহাঁদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকেই হরণ কর।" বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর এই কথা শুনিয়া দুরাত্মা বিরাধের বধবিষয়ে সত্বর হইলেন। সুমিত্রা-পুত্র লক্ষ্মণ সেই ভয়ানক রাক্ষসের বাম-হস্ত এবং রাম বেগসহকারে তাহার দক্ষিণ-বাহু ভগ্ন করিয়া দিলেন। মেঘবর্ণ বিরাধ ভগ্নহস্ত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন ও একান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ পতিত হইল। বোধ হইল, যেন কোন পর্ব্বত বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল। সে পতিত হইলে রাম-লক্ষ্মণ বাহু, মুষ্টি ও পদাঘাতে তাহাকে প্রপীড়িত করিয়া বারংবার উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে পূর্ব্বে বহুবাণে বিদ্ধ ও খড়্গের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার বারংবার ভূমিতে নিষ্পিষ্ট হইল; তথাপি মরিল না। বিপন্নের শরণ শ্রীমান্ রাম পর্ব্বত-সদৃশ বিরাধকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "পুরুষপ্রবর! রাক্ষস ঈদৃশী তপস্যা করিয়াছে যে, বিদ্ধ করিয়া শস্ত্রের সাহায্যে ইহাকে জয় করা সাধ্য হইবে না; অতএব ইহাকে ভূমিতে গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত করিব। লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে হস্তীর ন্যায় প্রচণ্ডস্বভাব ও প্রচণ্ড-প্রতাপ-বিশিষ্ট এই রাক্ষসের নিমিত্ত বনমধ্যে এক অতি বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর।" বীর্য্যবান্ রাম লক্ষ্মণকে এইরূপে গর্ত্ত-খননে আদেশ করিয়া স্বয়ং পদ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন। ১-১২।

ঐ সময়ে নিশাচর বিরাধ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সেই কথা শ্রবণ করিয়া বিনয়যুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিল, "হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞান-প্রযুক্ত তোমায় জানিতে পারি নাই। তাত! এক্ষণে অবগত হইলাম, তুমি রাম, কৌশল্যা সতী তোমার দ্বারা উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হইয়াছেন; আর এই মহাভাগা জানকী এবং পরমকীর্ত্তিশালী লক্ষ্মণ, ইহাঁদিগকেও এখন প্রকৃতরূপে জানিতে পারিয়াছি। আমি পূর্ব্বে তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব্ব ছিলাম। বিশ্রবার পুত্র কুবের আমায় শাপ প্রদান করেন। সেই অভিশাপ বশতঃ আমি পাপীয়সী নিশাচর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। শাপদান-সময়ে আমি তাঁহাকে প্রসাদন করিলে মহাযশা বৈশ্রবণ আমায় বলিলেন, 'দশরথ-পুত্র রাম যুদ্ধে তোমার বধ করিলে পুনরায় তুমি গন্ধর্ব্ব-দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিবে।' আমি যথাসময়ে কুবেরের নিকট উপস্থিত হই নাই; এই জন্য তিনি সাতিশয় রুষ্ট হইয়া 'রাক্ষস হও' বলিয়া আমায় অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। রম্ভার প্রতি আসক্ত হওয়াতেই আমার রাজা বৈশ্রবণ ঐ প্রকার বাক্যপ্রয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তোমার প্রসাদে সুদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে পরন্তপ! তোমার স্বস্তি হউক। আমি স্বীয় লোকে গমন করিব। তাত! সূর্য্যসমতেজস্বী, প্রতাপশালী, পরমধর্ম্মনিষ্ঠ মহর্ষি শরভঙ্গ এখান হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি শীঘ্রই তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। রাম! এক্ষণে আমায় গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুশলে গমন কর। মৃত্যুকালে গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়াই রাক্ষসগণের সনাতন-ধর্ম্ম। যাহারা গর্ত্তমধ্যে নিহিত হয়, তাহাদের অক্ষয়-লোক সকল লাভ হইয়া থাকে।" শর-পীড়িত মহাবল বিরাধ রামকে এই কথা বলিয়া দেহত্যাগ করত স্বর্গ প্রাপ্ত হইল। রাম রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি এই বনমধ্যে প্রচণ্ড হস্তীর ন্যায় ভীমকর্ম্মা রাক্ষসের নিক্ষেপ-জন্য সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন কর।" লক্ষ্মণকে গর্ত্তখননে আদেশ দিয়া বীর্য্যবান্ রাম স্বয়ং পদ দ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তখন লক্ষ্মণ খনিত্র গ্রহণ করিয়া মহাত্মা বিরাধের পার্শ্বে উত্তম এক গর্ত্ত খনন করিলেন। পরে রাম শঙ্কুসদৃশ-কর্ণ-সমন্বিত বিরাধের কণ্ঠদেশ মোচন করিয়া তাহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। বিরাধ অতি ভৈরবরবে চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত ও লঘুবিক্রম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে প্রমোদান্বিত হইয়া দারুণপ্রকৃতি ভয়জনক রাক্ষসকে সংগ্রামে পরাজয় ও স্ববাহুবীর্য্যে উত্তোলন করিয়া ঐরূপ অবস্থায় গর্ত্তমধ্যে নিহিত করিলেন। সকল বিষয়ে সুদক্ষ সেই দুই নরবর সুশাণিত শস্ত্রে মহাসুর বিরাধকে সংহার করা সাধ্য নহে দেখিয়া, বুদ্ধির প্রভাবে তাহার গর্ত্তে মরণোপায় অবধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিলেন। রাম নিজ প্রয়োজনানুরূপে বিরাধকে যেমন হঠাৎ মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিলেন, কাননচারী বিরাধও তেমনি স্বয়ংই রাম হইতে আত্ম-বিনাশ কামনা করিয়া নিজেই তাঁহাকে বলিল যে, "শস্ত্র দ্বারা আমায় বধ করিতে পারিবেন না।" রাম এই কথা শুনিয়া তাহাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিতে অভিপ্রায় করিলেন। অনন্তর নিক্ষেপকালে মহাবল বিরাধের ঘোরতর চীৎকারে সমুদায় অরণ্য ও গর্ত্ত এককালেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইরূপে মহারণ্যমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে ভূগর্ভে নিপাতিত করিয়া উভয়েই একরূপ হর্ষভরে বিকশিত হইয়া উঠিলেন এবং ভয়হীন হইয়া তখন তাঁহারা আকাশস্থ চন্দ্র-সূর্য্যের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। ১৩-৩৪।

পঞ্চম সর্গ।

শরভঙ্গের অগ্নিতে প্রবেশ।

অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম বনমধ্যে ভীমবল রাক্ষস বিরাধকে বধ করিয়া সীতাকে আলিঙ্গন ও আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই বন স্বভাবতঃ দুর্গম ও কষ্টময়। ইতঃপূর্ব্বে কখনও এ প্রকার বন আমাদের দর্শনগোচর হয় নাই; অতএব শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করি, চল।" এই বলিয়া তিনি শরভঙ্গের আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া তপোবলে শুদ্ধাত্মা ও দেব-প্রভাববিশিষ্ট মহর্ষি শরভঙ্গের সমীপে এক

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলেন। সূর্য্যাগ্নিপ্রভ দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় দেহপ্রভায় সমুদ্ভাসিত ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া শ্রেষ্ঠতম রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধরাতল স্পর্শ না করিয়াই শূন্যে অবস্থিত আছেন। তাঁহার আভরণ সকল প্রভাশালী এবং পরিধেয় বস্ত্র নিরতিশয় নির্ম্মল। তাদৃশ অলঙ্কারাদি-ভূষিত অন্যান্য অনেক মহাত্মা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। রাম দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, মহেন্দ্রের সূর্য্যসম প্রভা-সমন্বিত শ্যামবর্ণ তুরঙ্গমগণে সংযোজিত রথ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার ছত্র সাতিশয় নির্ম্মল ও বিচিত্র মাল্যসুশোভিত এবং শুভ্রবর্ণ মেঘ ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অতিশয় কান্তি ও দীপ্তিবিশিষ্ট। তাঁহার চামরব্যজন সুবর্ণ-নির্ম্মিত দণ্ডসমন্বিত, বহুমূল্য ও অতিশয় উৎকৃষ্টভাবাপন্ন। দুই উত্তমা রমণী ঐ ছত্র ও চামর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকোপরি বীজন করিতেছে। বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব, দেবতা, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া প্রশস্ত-বাক্যসমূহ দ্বারা সেই দেবরাজ মহেন্দ্রের স্তব করিতেছেন। তৎকালে রাঘব মহর্ষি শরভঙ্গের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার রথ উদ্দেশ করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিস্ময়ান্বিত করত বলিতে লাগিলেন, "ভাই! অবলোকন কর, পরম দীপ্তিময়-শ্রী-সেবিত সূর্য্যের ন্যায় প্রতপ্ত ঐ বিচিত্র রথ অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বে শতক্রতু ইন্দ্রের যে সকল অশ্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, ঐ অন্তরীক্ষগত দিব্য অশ্বগণ নিশ্চয়ই সেই সকল অশ্ব হইবে। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই যে চতুর্দ্দিকে শত শত খড়্গপাণি ও কুণ্ডলধারী যুবা পুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহাদের সকলেরই হৃদয়দেশ অতিশয় বিশাল, বাহু অর্গলের ন্যায় বিস্তৃত ও পরিধেয় বসন রক্তবর্ণ, যাঁহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, যাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে প্রজ্বলিত অগ্নি সদৃশ হার শোভা পাইতেছে এবং সকলেই পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় পুরুষের রূপ ধারণ করিতেছেন, এই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠকে যে প্রকার প্রিয়দর্শন দেখা যাইতেছে, সচরাচর দেবগণেরই ঈদৃশ বয়োরূপাদি সম্ভব হইয়া থাকে। অতএব হে লক্ষ্মণ! বৈদেহীর সহিত এখানে মুহূর্ত্তকাল তুমি অবস্থান কর, যে পর্য্যন্ত না আমি সুস্পষ্ট জানিয়া আসিতেছি যে, এই রথস্থ দ্যুতিমান্ তেজস্বী পুরুষ কে?" লক্ষ্মণকে এই বলিয়া রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শচীপতি ইন্দ্র শরভঙ্গের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া অনুচর দেবগণকে কহিলেন, "ঐ রাম এই দিকে আসিতেছেন; এক্ষণে আমার সহিত আলাপ না করিতে করিতেই সেই কার্য্য সমাধা করুন, পরে আমাকে দর্শন করিবেন। ইঁহাকে এখন অন্য লোকের নিতান্ত দুষ্কর গুরুতর কার্য্যবিশেষ সম্পাদন করিতে হইবে। ইনি যখন রাক্ষস জয় করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, সেই সময়েই অচিরাৎ ইঁহাকে দেখা দিব।" ১-২৩।

অনন্তর বজ্রধর ইন্দ্র মহর্ষি শরভঙ্গের আমন্ত্রণ ও সবিশেষ সম্মান পূর্ব্বক অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র প্রস্থান করিলে পর রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অগ্নিহোত্রে আসীন শরভঙ্গের সমীপস্থ হইলেন। রাম লক্ষ্মণ, সীতা সকলেই তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বাসস্থান প্রদান ও ভোজনাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া অনুমতি দিলে পর তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম ইন্দ্রের আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন, "হে রাঘব! এই বরদ ইন্দ্র আমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, আমি উগ্র তপস্যা দ্বারা উহা জয় করিয়াছি। অকৃতাত্মগণের উহা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু হে নরব্যাঘ্র! তুমি নিকটেই অবস্থিতি করিতেছ জানিতে পারিয়া, তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম না। হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মহাত্মা। তোমার সহিত মিলিত হইয়া আমি স্বর্গে বা অন্যত্র গমন করিব, ইহাই আমার মানস। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক প্রভৃতি শুভ অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছি। আমার তপস্যার্জ্জিত তৎসমস্ত লোকই তোমায় প্রদান করিতেছি, প্রতিগ্রহ কর।" মহর্ষি শরভঙ্গ এই প্রকার কহিলে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পুরুষপ্রবর রাম তাঁহাকে বলিলেন, "হে মহামুনে! আমি নিজেই লোক সকল আহরণ করিব। পরন্তু এই অরণ্যে আপনা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কোন বাসস্থান ইচ্ছা করি।" ইন্দ্রতুল্য বলশালী রঘুনন্দন রাম এই প্রকার কহিলে মহাপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ পুনরায় কহিলেন, "রাম! এই বনে সুতীক্ষ্ণ নামে পরমতেজস্বী, ধার্ম্মিক ও সংযতচিত্ত কোন মহর্ষি বাস করেন, তিনি তোমার কল্যাণবিধান করিবেন। এই যে কুসুমশোভিনী মন্দাকিনী পূর্ব্বাভিমুখ-প্রবাহিণী হইয়াছেন, ইঁহার প্রতিস্রোতোভিমুখে অনুগমন করিলেই তুমি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে উপনীত হইতে পারিবে। হে নরোত্তম! তথায় যাইবার ঐ পথ দেখা যাইতেছে। তাত! সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি অধুনা এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিব; অতএব তুমি মুহূর্ত্তকাল আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই স্থানে অবস্থান কর।" এই বলিয়া পরমতেজস্বী শরভঙ্গ যথাবিধি অগ্নিসমাধান করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ অগ্নি ক্ষণমধ্যেই সেই মহাত্মার সমুদায় রোম, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত ও জীর্ণ ত্বক্ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় মূর্ত্তিমান্ কুমাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই অগ্নিরাশি হইতে উত্থান পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বরূপ তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি আহিতাগ্নিগণের, মহাত্মা ঋষিগণের ও দেবগণের লোক সমুদয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। তথায় গিয়া পুণ্যকর্ম্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ অনুচরবেষ্টিত পিতামহকে সন্দর্শন করিলেন। ব্রহ্মাও সেই দ্বিজকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৪-৪২।

ষষ্ঠ সর্গ।

ঋষিগণের রাক্ষসবধ-প্রার্থনা।

শরভঙ্গ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, দণ্ডক-বনবাসী মুনিগণ সমাগত হইয়া জ্বলিত-তেজা রামের শরণাপন্ন হইলেন। বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রপ, মরীচি, অশ্মকুট্ট এবং বহুপত্রাহারী তাপস, দন্তোলূখলী, উন্মজ্জক, গাত্রশয্য, অশয্য, তথা অনবকাশিক সকল, জলাহারী, বায়ুভোজী, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাহু, দান্ত, নিয়ত আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, সজপা এবং পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী ঋষিসকল, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মী-শ্রী-সম্পন্ন ও যোগ-সমাহিতচিত্ত। এই সকল তাপসেরা শরভঙ্গের আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ সকলে সমাগত হইয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামের অভিগমন পূর্ব্বক বসিতে লাগিলেন,

"হে পরম-ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি রথিগণের শ্রেষ্ঠ, ইক্ষ্বাকু-কুলের ও পৃথিবীর মধ্যে প্রধান এবং ইন্দ্র যেমন দেবতাগণের নাথ, তুমিও তেমনি সকল লোকের রক্ষাকর্ত্তা। তুমি যশ ও বিক্রম দ্বারা তিন লোকেই খ্যাতি লাভ করিয়াছ। পিতৃব্রতত্ত্ব, সত্যবাক্য এবং সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে মহাত্মন্! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রিয়; অতএব নাথ! আমরা প্রার্থনাবান্ হইয়া তোমার নিকটে যাহা বলিব, তাহা তুমি ক্ষমা করিবে। হে নাথ! যিনি ষড়্ভাগ বলি গ্রহণ করেন, অথচ প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন না করেন, সেই নরপতির মহান্ অধর্ম্ম হয়! হে রাম! যিনি নিয়ত যত্নপরায়ণ ও সাবধান হইয়া স্বাধিকারবাসী প্রজাদিগকে স্বীয় প্রাণের ন্যায় অথবা প্রাণাপেক্ষাও সমাধিক প্রিয় পুত্রদিগের ন্যায় নিরন্তর রক্ষা করেন, সেই মহীপতি ইহলোকে বহুবর্ষব্যাপিনী স্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিয়া অন্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া সবিশেষ সম্মানিত হন। ঋষিগণ ফলমূলভোজী হইয়া যে পরমধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজারক্ষণকারী মহীপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন। সেই এই মহান্ বানপ্রস্থ ঋষিগণ ও অন্যান্য বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ তোমাকে রক্ষক লাভ করিয়াও নিতান্ত অনাথের ন্যায় রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইতেছেন। বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণের শরীর সমস্ত বনমধ্যে নানা প্রকারে ভয়ানক রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নিহত ও পতিত রহিয়াছে; তুমি আসিয়া অবলোকন কর। পম্পা ও গঙ্গানদীর তীরবাসী এবং চিত্রকূটনিবাসী বহুসংখ্যক মুনিগণ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অতীব পীড়িত হইতেছেন। আমরা ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণকৃত তপস্বিগণের এতাদৃশ দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব হে শরণ্য! আমরা আশ্রয়-গ্রহণার্থ তোমার নিকট আসিয়াছি। রাম! আমাদিগকে রক্ষা কর, নিশাচরেরা আমাদিগকে নিহত করিতেছে। হে রাজনন্দন! এই পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই। হে রঘুকুলচূড়ামণি! রাক্ষসগণের হস্ত হইতে আমাদের সকলকে রক্ষা কর।" ধর্ম্মাত্মা ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র তপঃ-সম্পন্ন ঋষিদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলকে কহিলেন, "আমাকে এত দূর বলা আপনাদিগের উপযুক্ত নয়। আমি আপনাদের আজ্ঞাপাত্র। আমি স্বীয় কার্য্যসাধন জন্যই বনে প্রবেশ করিয়াছি; সুতরাং আপনাদিগের রাক্ষসগণকৃত এরূপ অপকার নিবারণার্থ বিশেষ প্রযত্ন করিতে হইবে না। আমি পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া এই মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। পরন্তু আমার সেই বনপ্রবেশ যদৃচ্ছাক্রমে আপনাদেরও অর্থসাধক হইয়াছে। আমি বনে তপস্বীদিগের শত্রু রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে অভিপ্রায় করিয়াছি। তপোবলসম্পন্ন ঋষিগণ আমার ও আমার ভ্রাতার বাহুবল প্রত্যক্ষ করুন।" ধর্ম্মনিষ্ঠ বীর রামচন্দ্র তাপসদিগকে উক্তরূপ বরদান করত তাঁহাদিগের পূজা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১-২৬।

সপ্তম সর্গ

সুতীক্ষ্ণাশ্রমে রামলক্ষ্মণের গমন।

শত্রুতাপন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সীতা এবং দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন করিলেন। বহুদূর গমন করত বিবিধ-সলিল-শালিনী বিবিধ নদী উত্তীর্ণ হইয়া সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত এক নির্ম্মল পর্ব্বত দর্শন করিলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান দুই রঘুনন্দন সীতা-সমভিব্যাহারে নানাবিধ বৃক্ষ সমূহে বিরাজিত ঐ পর্ব্বতস্থ কানন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই ঘোর বনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ ফলপুষ্পশালী বৃক্ষসমূহে সমন্বিত ও চীরমালায় শোভিত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। পরে তিনি তথায় তপস্যা-নিরত সুতীক্ষ্ণকে অবলোকন করিয়া যথাবিধি সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমার নাম রাম, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে অক্ষত-তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষে! আমার সহিত সম্ভাষণ করুন।" তখন সেই ঋষি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "রাম! তোমার ত স্বাগত? হে রঘুশ্রেষ্ঠ! হে ধার্ম্মিকবর! তুমি পদার্পণ করাতে আজ এই আশ্রম সফল হইল। হে মহাযশস্বিন্! হে বীর! আমি তোমার অপেক্ষাতেই এত দিন পৃথিবীতে দেহত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই। আমি শুনিয়াছি, তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়াছ। হে কাকুৎস্থ! শতক্রতু দেবরাজ এবং দেবাদিদেব মহাদেব এই আশ্রমে আগমন করিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গীয় সমস্ত লোক জয় করিয়াছি। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বরদান করিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত মদীয় তপস্যালব্ধ সেই সকল দেবর্ষিসেবিত লোকে আনন্দে কালযাপন কর।" পুরন্দর যেমন ব্রহ্মাকে, মনস্বী রামচন্দ্র তেমনি কঠোর তপস্তেজে প্রদীপ্ত সত্যবাদী মহর্ষিকে কহিলেন, "হে মহামুনে! আমি নিজেই লোক সকল আহরণ করিব, এক্ষণে আমি প্রার্থনা করি, আপনি এই কাননমধ্যে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন। গৌতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ বলিয়াছেন, আপনি সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিত-সাধনে রত।" লোকবিশ্রুত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ রামের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, "রাম! এই আশ্রম অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে অনেকানেক ঋষিগণ বাস করিয়া থাকেন, ফল এবং মূলও এই আশ্রমে যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব তুমি এই স্থানে বাস করত বিহার কর। এই আশ্রমে অনেক বৃহৎকায় মৃগগণ আগমন পূর্ব্বক অকুতোভয়ে বিচরণ করত সকলকে লোভিত করিয়াও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক হত না হইয়া প্রতিগমন করে। অতএব জানিও পশুগণ হইতেই যাহা কিছু ভয়, তদ্ভিন্ন এ স্থানে অন্য কোন ভয়ই নাই।" লক্ষ্মণাগ্রজ বীর রাম সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করত ধনু ও শরগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে সুমহাভাগ! আমি সেই সমস্ত সমাগত পশুদিগকে আনতপর্ব্ব শাণিত ধার শর দ্বারা সংহার করিব, কিন্তু তাহাতে আপনার মনে পীড়া দেওয়া হইবে। অতএব আমার ইচ্ছা নহে যে বহুদিন এই আশ্রমে বাস করি।" রাম সেই মহর্ষিকে উক্তরূপ নিবেদন করিয়া, সন্ধ্যা করিবার জন্য গমন করিলেন এবং সন্ধ্যাসমাপনান্তে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের ঐ রমণীয় আশ্রমে বাস করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা অতিক্রম হইয়া রজনী আগত হইল দেখিয়া, মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ স্বয়ং তাপসযোগ্য শুভ অন্ন সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে প্রদান করিলেন। ১-২৪।

অষ্টম সর্গ।

সুতীক্ষ্ণ-সকাশে রামলক্ষ্মণের দণ্ডকারণ্যে গমনার্থ অনুমতি-গ্রহণ।

রাম সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তৃক অতিপূজিত হইয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ঐ আশ্রমে যামিনীযাপন করিয়া,প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়া যথাকালে জনকনন্দিনী সীতা-সমভিব্যাহারে পদ্মগন্ধযুক্ত সুশীতল জলে স্নান করিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও বৈদেহী তপস্বিজনাশ্রিত বনমধ্যে কালোচিত বিধানানুসারে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া উদয়-প্রবৃত্ত দিনকর-দর্শনে নিষ্পাপ হইয়া সুতীক্ষ্ণের নিকট যাইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, "ভগবন্! আপনার নিকট আতিথ্য লাভ করিয়া আমরা সুখে রাত্রিবাস করিয়াছি; অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিব, তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। মুনিগণ আমাদিগকে সত্বর হইতে কহিতেছেন। দণ্ডকারণ্যবাসী পবিত্রস্বভাব ঋষিদিগের সমস্ত আশ্রমমণ্ডল দর্শন করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছি। ইচ্ছা করি, আপনি অনুমতি করুন, আমরা এই সকল নির্ধূম-বহ্নিসদৃশ প্রভাশালী, সত্যনিষ্ঠ, তপোদান্ত মুনিশ্রেষ্ঠদিগের সহিত গমন করি। অন্যায় করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত অসদ্বংশীয় পুরুষ যেমন অসহ্য হইয়া উঠে, সূর্য্যের উত্তাপ তেমনি অসহ্য না হইতে হইতেই আমরা গমন করিতে বাসনা করি।" রাম এই কথা কহিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে মুনির চরণ-বন্দনা করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ চরণস্পর্শকারী তাঁহাদিগের দুই জনকে উত্থাপন করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহান্বিত-বাক্যে কহিলেন, "রাম! সৌমিত্রি এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতার সহিত নির্ব্বিঘ্নে পথে গমন কর। বীর! যোগনিবিষ্ট-চেতা দণ্ডকারণ্যবাসী এই সকল ঋষির রমণীয় আশ্রম দর্শন কর। তুমি প্রশস্ত-মৃগ-সমাকুল, প্রশান্ত-বিহঙ্গমগণ সমাকীর্ণ, বিবিধ ফলমূল-সমন্বিত ও পুষ্পশোভিত অনেক বন এবং প্রফুল্ল পদ্মসমূহে বিরাজিত নির্ম্মল জলসমন্বিত ও কারণ্ডবগণে পরিব্যাপ্ত বহুবিধ তড়াগ ও সরোবর দেখিতে পাইবে। অপিচ দৃষ্টিমনোহর গিরিপ্রস্রবণ এবং ময়ূর নাদিত অরণ্যানী সকল দেখিতে পাইবে। বৎস সৌমিত্রে! গমন কর, রাম! তুমিও গমন কর; পরন্তু আশ্রম সকল দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার এই স্থানে প্রত্যাগমন করিও।" কাকুৎস্থ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। অনন্তর আয়তলোচনা সীতা দুই ভ্রাতাকে শুভতর ধনু এবং দুই নির্ম্মল খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ দুইজনে দুই শুভ তূণীর ও দুই সশব্দ শরাসন বন্ধন করিয়া যাইবার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। রূপবান্ দুই রঘুনন্দন মহর্ষির অনুজ্ঞা পাইয়া ধনুঃশর ধারণ পূর্ব্বক সীতা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ১-২০।

নবম সর্গ।

রামের নিকট সীতার ত্রিবিধ ব্যসনাদিবর্ণন।

রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলে সীতা স্নেহপূর্ণ মনোহর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যদিও অতিশয় মহাত্মা, কিন্তু পরমসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে তোমার অধর্ম্ম সঞ্চিত হইতেছে। এক্ষণে কামজ ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইলেই এই অধর্ম্ম হয় না। কামজ ব্যসন তিন প্রকার;—মিথ্যাবাক্য, পরস্ত্রী-গমন এবং শত্রুতা ব্যতিরেকে প্রাণিহিনন। শেষোক্ত দুইটি প্রথমোক্ত অপেক্ষাও গুরুতর। হে রঘুনন্দন! তুমি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং করিবেও না। হে নরবর! তোমার ধর্ম্মনাশক পরস্ত্রী-গমন নাই; তুমি কোন কারণ বশতঃ মনোমধ্যেও কখন পরদার অভিলাষ কর নাই, পরেও কখন করিবে না। হে রাজনন্দন! তুমি নিয়ত স্বদার-নিরত,ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতেছ। ধর্ম্ম এবং সত্য নিরত তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। হে মহাবাহো! যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই ঐ সমস্ত পালন করিতে পারেন। হে শুভদর্শন! প্রাণিগণ তোমার জিতেন্দ্রিয়তা অবগত আছে। কিন্তু বিনাপরাধে প্রাণিহিংসারূপ যে ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, এক্ষণে তোমার সেই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিবে; এই জন্যই তুমি ধনুঃশর ধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃসমভিব্যাহারে দণ্ডক নামে বিখ্যাত বনে যাত্রা করিয়াছ। অতএব তোমাকে প্রস্থান করিতে দর্শন করিয়া এবং তোমার অঙ্গীকার-পালনরূপ ব্রত জানিয়া তোমার পারলৌকিক ও ঐহিক সুখবিষয়ে আমার মন চিন্তায় আকুল হইতেছে। হে বীর! দণ্ডকারণ্য-গমনে আমার মন হইতেছে না; কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ধনুর্ব্বাণ-হস্তে ভ্রাতার সঙ্গে বনে গমন করিবে; অতএব রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইলে কোন না কোন স্থলে অবশ্যই শরমোচন করিবে। নিকটস্থিত কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নির তেজ সাতিশয় পোষণ করে, তেমনি এই ধনু যাহার নিকটে থাকে, তাহার তেজ এবং বলও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ করে। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে কোন মৃগপক্ষি সেবিত পুণ্য অরণ্যমধ্যে একজন সত্যনিষ্ঠ পবিত্রাচারী তপস্বী ছিলেন। শচীপতি ইন্দ্র ঐ তপস্বীর তপোবিঘ্ন করিবার মানসে যোদ্ধৃরূপ ধারণ করিয়া খড়্গহস্তে আসিয়া আশ্রমে সমাগত হইলেন এবং ঐ আশ্রমে সেই তপোনিষ্ঠ মুনির নিকট ন্যাসস্বরূপে ঐ খড়্গ রক্ষা করিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনি ঐ অস্ত্র নিক্ষেপস্বরূপে লাভ করিয়া উহার রক্ষাবিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন এবং বিশ্বাসঘাতক না হইতে হয়, এই জন্য ঐ অস্ত্র সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ন্যস্তবস্তু রক্ষায় এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াছিলেন যে, ফলমূল আহরণের জন্যও যে কোন স্থানে যাইতেন, ঐ খড়্গ না লইয়া যাইতেন না। নিয়ত খড়্গ বহন করাতে ক্রমে ক্রমে মুনির তপোনিষ্ঠা দূর হইয়া স্বভাব উগ্র হইয়া উঠিল। পরে তিনি শস্ত্রসংযোগে রৌদ্রকর্ম্মে রত ও প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন এবং অধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া ঐ শস্ত্রের সহবাস-হেতু নরকে গমন করিলেন। শস্ত্র-সাহচর্য্য-হেতু পূর্ব্বে এই প্রকার ঘটিয়াছিল। এই জন্য পণ্ডিতেরা শস্ত্র-সংযোগ অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিকার হেতু, ইহা বলিয়া থাকেন। আমি তোমাকে নিতান্ত ভালবাসি, এই জন্য তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম, তোমাকে শিক্ষা দিতেছি না। হে বীর! তুমি ধনুর্দ্ধারণ করিয়া নিরপরাধে দণ্ডকবাসী রাক্ষসদিগকে হনন করিতে অধ্যবসায় করিও না। হে বীর! বিনাপরাধে কাহাকেও বধ করা তোমার উচিত হয় না। আর্য্যদিগকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয় বীরদিগের বনে ধনুর্দ্ধারণের প্রয়োজন। বনবাসীর কি শস্ত্র ধারণ উচিত? তপস্বীর কি ক্ষত্রিয় স্বভাব শোভা পায়? সুতরাং আমাদিগের পক্ষে এই উভয় প্রকার ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এই

হেতু তপোবনানুষ্ঠের ধর্ম্মই প্রতিপালন কর। নিরন্তর শস্ত্র ব্যবহার করিলে বুদ্ধি কদর্য্য ও কলুষিত হইয়া উঠে। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষাত্র-ধর্ম্ম আচরণ করিও। তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মনিরত ঋষি হইলে আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর উভয়েরই অক্ষয় হয়। ধর্ম্ম হইলে অর্থ-লাভ হয়, ধর্ম্ম হইতে সুখোৎপত্তি হয়, ধর্ম্ম হইতে সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সার বস্তু। সুদক্ষ মানবেরা প্রযত্ন-সহকারে তন্ত্রবিহিত নিয়ম দ্বারা শরীর কৃশ করিয়া ধর্ম্মলাভ করেন ; কেন না,শারীরিক সুখ-জনক উপায় দ্বারা ধর্ম্ম-লাভ হয় না। হে প্রিয়দর্শন ! তুমি নিয়ত শুদ্ধচিত্ত হইয়া তপোবনোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। ত্রিভুবনের সমস্ত বিষয়ই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তোমার বিদিত আছে ; সুতরাং কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে তোমাকে অনুশাসন করিতে পারে ? আমি কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতা বশতই এই প্রকার কহিলাম। এক্ষণে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, বিলম্ব না করিয়া তাহাই কর।" ১-৩৩।

দশম সর্গ।

রামের রাক্ষসবধহেতু বর্ণনা।

পতিভক্তা মৈথিলী এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ রাম তাহা শ্রবণ-পূর্ব্বক আপনাকে সম্যক্ সমাদৃত জ্ঞান করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে দেবি জানকি ! তুমি স্নেহ-বচনে ক্ষত্রিয়-কুলের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যাহা বলিলে, তাহা সর্ব্বাংশে অনুরূপ ও হিতজনক। কিন্তু দেবি ! কেহ আর্ত্তনাদ না করে, এই জন্যই ক্ষত্রিয়-গণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার উল্লেখ করিয়া তুমি নিজেই আপনার কথার উত্তর করিয়াছ ; অতএব আমি আর কি উত্তর করিব ? দণ্ডকারণ্যবাসী সংশিতব্রত ঋষিগণ আর্ত্ত হইয়া স্বয়ং আগমন করত শরণ্য-বোধে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অয়ি ভীরু ! তাঁহারা নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করেন, তাঁহারা ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের জন্য সুখলাভ করিতে পারিতেছেন না। এমন কি, অনেকে নরমাংসোপজীবী ভীম-স্বভাব রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছেন। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী তপস্বীরা আমার নিকট আসিয়া তাহা বলিলেন। আমি তাঁহাদের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের গৌরব করত তাঁহাদিগকে বলিলাম, 'আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; আমার অত্যন্ত লজ্জা-বোধ হইতেছিল। যে হেতু, আপনারাই স্বভাবতঃ আমাদের উপাস্য, কিন্তু এক্ষণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন।' অনন্তর আমি তাঁহাদের সমক্ষে কহিলাম, 'আমায় কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।' তখন সকলেই একত্র মিলিত হইয়া কহিলেন, 'রাম ! দণ্ডকারণ্যে বহুসংখ্য কামরূপ নিশাচর সমবেত হইয়া অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, তুমি তাহাদের হস্ত হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে অনঘ! হোম এবং পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে সেই মাংসভোজী রাক্ষসগণ আমাদিগকে ধর্ষণা করে। তাহাদিগকে পরাভব করা দুঃসাধ্য। তপোনিরত ঋষিগণ এইরূপে রাক্ষসহস্তে অভিভূত হইয়া পরিত্রাণলাভবাসনায় তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন। তুমিই আমাদের পরম গতি। আমরা তপস্যা-প্রভাবে স্বয়ং রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারি ; কিন্তু বহুকালার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় করিতে আমাদের অভিলাষ হয় না। হে রঘুনন্দন ! তপস্যা যেমন অনেক কষ্টে সঞ্চিত হয়, সেইরূপ সঞ্চয়সময়ে অনেক বিঘ্নও ঘটিয়া থাকে ; সেই জন্য রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিলেও তাহাদিগকে শাপদান করি না। এক্ষণে তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আমাদিগকে দণ্ডকবনবাসী নিশাচরগণের উৎপীড়ন হইতে মোচন কর ; কেন না, তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।' অয়ি জানকি ! আমি দণ্ডকারণ্যবাসী তপস্বিগণের এই কথা শুনিয়া সম্যক্‌রূপে তাঁহাদের রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রাণ থাকিতে এই অঙ্গীকার-পালনে কোনমতেই পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না। একে ঋষিগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা, তাহাতে আবার সত্যই আমার পরম অভীষ্ট বিষয়। হে সীতে ! তোমাকে, লক্ষ্মণকে এবং নিজের প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা কখন ত্যাগ করিতে পারি না। অতএব ঋষিগণের পরিপালন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষিগণ না বলিলেও যখন সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাদের রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি ? যাহা হউক, সীতে ! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দবশতঃ যাহা বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। কেন না, কেহই অপ্রিয় ব্যক্তিকে হিতোপদেশ করে না। অয়ি শোভনে ! তুমি আমাকে স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ। তুমি আমার সধর্ম্মচারিণী, আমি তোমাকে প্রাণ হইতেও প্রিয়তম বোধ করি।" ধনুর্দ্ধারী মহানুভব রাম জনকদুহিতা দয়িতা সীতাকে এই প্রকার বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত পরম রমণীয় তপোবন সকলে প্রস্থান করিলেন। ১-২২।

একাদশ সর্গ

রামের নিকট সুতীক্ষ্ণমুনির সরোবর-বিবরণ-কথন এবং
ইল্বল-বাতাপি-কথা ও অগস্ত্যের মাহাত্ম্য।

রাম অগ্রে, সুশোভনা সীতা মধ্যভাগে এবং লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সীতার সহিত গমনসময়ে বিবিধ শৈলপ্রস্থ, অরণ্য, রমণীয় নদী, নদী-তট-বিহারী সারস ও চক্রবাক-জলচর-বিহঙ্গমপূর্ণ পদ্ম-সমন্বিত সরোবর, যূথবদ্ধ পৃষতমৃগ, সুবিশাল-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট মদোন্মত্ত মহিষ, বরাহ ও বৃক্ষ-বৈরি হস্তী সকল সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর দিবাকর অবনত হইলে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বহুদূর অতিক্রম পূর্ব্বক যোজন-বিস্তৃত এক তড়াগ দেখিতে পাইলেন। ঐ তড়াগ হস্তিযূথে অলঙ্কৃত, রাশি রাশি রক্তোৎপল ও শ্বেতোৎপলে পরিপূর্ণ, জলজাত সারস ও হংসগণে পরিব্যাপ্ত এবং উহার জল অতিশয় নির্ম্মল। তাহারা ঐ রমণীয় সরোবরে গীত ও বাদ্যশব্দ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে কৌতূহল বশতঃ ধর্ম্মভৃৎ নামক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে ! ঈদৃশ অত্যাশ্চর্য্য শব্দ শুনিয়া আমাদের সকলেরই সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে ; অতএব এই ঘটনার সবিশেষ সমস্ত বর্ণনা করুন।" রাম এই প্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা ঋষি তৎক্ষণাৎ ঐ সরোবরের প্রভাব বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলন ; কহিলেন, "রাম ! এই তড়াগের নাম

পঞ্চাপ্সর। ইহাতে চিরকালই জল থাকে। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণি তপোবলে ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি দশ সহস্র বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত জলাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক তীব্র তপস্যা করেন। অগ্নিপ্রধান সমস্ত দেবগণ তদীয় তপস্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরস্পর সমাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই ঋষি আমাদেরই মধ্যে কাহারও পদপ্রার্থনায় তপস্যা করিতেছেন।' এই প্রকার অবধারণ পূর্ব্বক দেবগণের অন্তঃকরণ একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া তদীয় তপোবিঘ্নের অভিলাষে বিদ্যুৎতুল্য দ্যুতিশালিনী পাঁচ জন প্রধানা অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। অপ্সরাগণও দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পরাপর বিষয়ের অভিজ্ঞ মহর্ষি মাণ্ডকর্ণিকে মদন-মদে অভিভূত করিল। ঋষি তাহাদের পাঁচ জনকেই পত্নীরূপে পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের জন্য এই সরোবরে অন্তর্হিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পাঁচ জন অপ্সরা যথাসুখে ঐ গৃহে বাস করিয়া তপঃপ্রভাবে যৌবন-সম্পন্ন সেই ঋষির চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। মুনির সহিত ক্রীড়াপরায়ণ সেই অপ্সরাগণেরই এই সুমধুর বাদ্যশব্দ এবং বলয়াদি-ভূষণধ্বনি-মিশ্রিত এই মনোহর সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছে।" মহাযশা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষির এই কথায় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং 'কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!' এই বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে কুশ-চীর-পরিব্যাপ্ত এবং ব্রাহ্মী-শোভা-সমন্বিত আশ্রমমণ্ডল তাঁহার দর্শন-গোচর হইল। তিনি অবিলম্বে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত সেই শোভা-সম্পন্ন আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ পূর্ব্বক মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া পরম সুখে তথায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদায় ঋষিরই আশ্রমে পদার্পণ করিলেন। সেই মহাস্ত্রবিৎ রাম পূর্ব্বে যাঁহাদের আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তাঁহাদেরও আশ্রমে পুনরায় গমন করিলেন। তিনি কোন আশ্রমে পূর্ণ দশ মাস, কোথাও সম্পূর্ণ এক বৎসর, কোথাও চারি মাস, কোথাও পাঁচ মাস, কোথাও ছয় মাস, কোথাও এক বৎসরের অধিক, কোথাও মাসার্দ্ধের অধিক, কোথাও তিন মাস এবং কোথাও বা আট মাস অবস্থিতি করিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার সুখে অতিবাহন হইল। তত্তৎ আশ্রমবাসকালে ঋষিগণের আনুকূল্যে সীতার সহিত ধর্ম্মনিষ্ঠ রাঘবের দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞ রাম সীতার সহিত সমুদয় পুণ্যাশ্রম পর্য্যটন পূর্ব্বক পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমপদে আগমন করিলেন। তথায় সমাগত হইলে ঋষিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তিনি কিঞ্চিৎকাল তথায় বাস করিলেন। অনন্তর ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করিতে করিতে কোন সময়ে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের নিকটে অবস্থিত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আমি লোকের মুখে নিত্যই শুনিতে পাই, মুনিসত্তম অগস্ত্য এই অরণ্যেই অবস্থিতি করেন, লোকে কথোপকথন-সময়ে এই প্রকার বলিয়া থাকে। কিন্তু এই অরণ্য অতিশয় বৃহৎ বলিয়া তাঁহার আশ্রম আমার জানা নাই। অতএব ধীমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রমপদ কোথায়, বলিয়া দিন। আমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া তদীয় অনুগ্রহলাভ ও অভিবাদনার্থ গমন করিব এবং তথায় গিয়া স্বয়ং মুনিবরের শুশ্রূষা করিব. এই প্রকার মহান্ মনোরথ মদীয় হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়াছে।" মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ পরম ধার্ম্মিক দশরথ-তনয় রামের এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "হে রঘুনন্দন! এক্ষণে তুমি সীতার সহিত ভগবান্ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হও, এই কথা আমিও তোমাকে ও লক্ষ্মণকে বলিবার জন্য বাসনা করিয়াছিলাম; ভাগ্যবশতঃ তুমি নিজমুখেই এই কথা ব্যক্ত করিলে। রাম! মহর্ষি অগস্ত্য যে প্রদেশে অবস্থিতি করেন, তাহা বলিতেছি। তাত! এই আশ্রম হইতে দক্ষিণদিকে চারি যোজন পথ গমন কর; পরে অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রম দেখিতে পাইবে। যে আশ্রম স্থলবহুল, যেখানে পিপ্‌পলী-বৃক্ষের বন শোভা পাইতেছে ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম শব্দ করিতেছে, তাদৃশ পরম মনোহর ও বিবিধ পুষ্পফল-সমন্বিত বনবিভাগে অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমপদ প্রতিষ্ঠিত। তথায় স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন বিবিধ সরোবর হংস ও কারণ্ডবগণে পরিপূর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে শোভান্বিত রহিয়াছে। রাম! সেই আশ্রমে তুমি এক রাত্রি বাস করিয়া, তন্নিকটবর্ত্তী বনের পার্শ্বভাগ দিয়া, প্রভাতে দক্ষিণ-দিক্ আশ্রয় করত গমন করিবে। এক-যোজন পথ গমন করিলেই বিবিধ বৃক্ষশোভিত রমণীয় বনবিভাগে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদ দেখিতে পাইবে। সীতা ও লক্ষ্মণ তোমার সহিত তথায় অবস্থিতি করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন, কেন না, সেই নানাবিধ বৃক্ষযুক্ত আরণ্য প্রদেশ অতি রমণীয়। হে মহামতে! মহর্ষি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে যদি অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে অদ্যই গমনে কৃত-সঙ্কল্প হও।" রাম ঋষির এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অগস্ত্যের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইবার সময় বহুসংখ্য বিচিত্র বন, মেঘ সদৃশ পর্ব্বত এবং নদী ও সরোবর সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি সুতীক্ষ্ণের উপদিষ্ট পথে যথাসুখে গমন করিয়া, পরম আহ্লাদিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, 'নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম্মা মহানুভব অগস্ত্য ঋষির আশ্রম ঐ দেখা যাইতেছে। কেন না, যেমন শুনিয়াছিলাম, সেইরূপই পথিমধ্যে এই অরণ্যে যাইতে যাইতে ফলপুষ্পভারে অবনত সহস্র সহস্র বৃক্ষ আমার নয়নপথে পতিত হইতেছে। ঐ দেখ, পক্ক পিপ্‌পলী ফলের কটু গন্ধ পবন কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে স্থানে স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি এবং ছিন্ন বৈদূর্য্যমণি-বর্ণ কুশ সকলও লক্ষিত হইতেছে। আশ্রমস্থ অগ্নির ঐ সেই ধূমশিখা কৃষ্ণমেঘযুক্ত পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বনমধ্যে দেখা যাইতেছে এবং ঐ দ্বিজাতিগণ সুনির্ম্মল তীর্থসলিলে স্নান করিয়া স্বয়ং আহৃত কুসুমসমূহে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন। হে সৌম্য! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদনুসারে এই সকল দর্শন করিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহাই অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম। মহর্ষি অগস্ত্য লোক সকলের হিতমানসে বলপূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যুসম দৈত্যকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণদিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, পূর্ব্বে একদা মহাসুর ব্রাহ্মণঘাতী বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই ক্রূরকর্ম্মা ভ্রাতা একত্র এই অরণ্যে বাস করিত। উহাদের মধ্যে নির্দ্দয় ইল্বল শ্রাদ্ধ উদ্দেশে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ ও সংস্কৃত উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত। ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হইলে স্বীয় ভ্রাতা মেষরূপী বাতাপিকে শ্রাদ্ধবিহিত অনুষ্ঠানানুসারে উত্তমরূপে পাক করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইত। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে ইল্বল অতি উচ্চৈঃস্বরে 'বাতাপি! নির্গত হও' এই কথা বলিত। বাতাপি ভ্রাতার কথা শুনিয়া মেষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বিনির্গত হইত। সেই

ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তিধারী মাংসাশী অসুরেরা এইরূপে প্রতিদিন পরস্পর মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা করিত। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া শ্রাদ্ধব্যাপার অনুভব করত মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। পরে 'শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল' এই প্রকার কহিয়া ব্রাহ্মণগণকে হস্তপ্রক্ষালনার্থ জলদান পূর্ব্বক 'বহির্গত হও' বলিয়া ইল্বল ভ্রাতাকে আহ্বান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিসত্তম ধীমান্ অগস্ত্য হাস্য করিয়া বিপ্রঘাতী ইল্বলকে কহিলেন, 'আমি তোমার মেষরূপী ভ্রাতা বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছি; সে যমভবনে গমন করিয়াছে; তাহার বাহির হইবার সামর্থ্য কোথায়?' নিশাচর ইল্বল ভ্রাতৃনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সহকারে মহর্ষি অগস্ত্যকে ধর্ষণা করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর সে আক্রমণ করিবামাত্র দীপ্ততেজা মহর্ষির প্রজ্বলিত অগ্নি তুল্য দৃষ্টিপাতে একবারেই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ এই প্রকার দুষ্কর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই অগস্ত্যের ভ্রাতৃদেবেরই এই তড়াগসমন্বিত শোভন আশ্রম।' রাম লক্ষ্মণের সহিত এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন ও সন্ধ্যা আগমন করিল। তখন তিনি ভ্রাতার সহিত বিধিবৎ সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রমে প্রবেশ ও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং ঋষি কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে প্রতিগৃহীত হইয়া ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক সেই এক রাত্রি তথায় বাস করিলেন। পরে রজনী অতীতা ও সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, রাম বিদায় প্রার্থনা পূর্ব্বক ঋষিকে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! আমি আপনাকে অভিবাদন করি, আমরা সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছি। এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; অধুনা ভবদীয় অগ্রজ গুরুদেব অগস্ত্যের দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে।" এই বলিয়া ঋষির অনুজ্ঞা লইয়া তদীয় আশ্রম-কানন অবলোকন করত সুতীক্ষ্ণ মুনির উপদিষ্ট সেই পথে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় কান্তারমধ্যে শত শত নীবার, পনস, শাল, বঞ্জুল, তিনিশ, চিরিবিল্ব, মধুক, বিল্ব ও তিন্দুক ইত্যাদি পাদপ-পরম্পরা তাঁহার দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বৃক্ষে কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে; নানাজাতীয় বিহঙ্গম মত্ত হইয়া প্রতিধ্বনি করিতেছে; কুসুমিত-শিখর লতাও বানরগণের সান্নিধ্যবশতঃ অতিশয় শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং হস্তিগণের শুণ্ডের আঘাতে তাহাদের শাখাপ্রশাখা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। তদ্দর্শনে রাজীবলোচন রাম আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তী সমীপস্থ লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই বৃক্ষসকলের পত্র সকল যেরূপ স্নিগ্ধ, মৃগগণ যেরূপ শান্তিযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। যিনি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা লোকমধ্যে অগস্ত্য নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই মহর্ষির পরিশ্রান্ত-শ্রমনিবারক আশ্রম ঐ লক্ষিত হইতেছে। ঐ আশ্রম আজ্যযুক্ত-ধূমব্যাপ্ত, বন-মধ্যবর্ত্তী চীরসমাকীর্ণ, শান্ত মৃগসমূহে সমাকুল ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম-শব্দে নিনাদিত হইতেছে। যিনি মানবদিগের হিতকামনায় বলপূর্ব্বক যমস্বরূপ অসুরকে নিগৃহীত করিয়া দক্ষিণদিককে বাসের যোগ্য করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাবে রাক্ষসগণ ত্রাসান্বিত হইয়া, এই দক্ষিণদিককে অবলোকন মাত্র করে, উপভোগ করে না, সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম। সেই পবিত্রচেতা অগস্ত্য যে অবধি এই দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই অবধি নিশাচরেরা বৈর পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। ভগবান্ অগস্ত্যের এই দক্ষিণ অগস্ত্য-দিক্ বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং তদীয় প্রভাবে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরগণ অধর্ষণীয় হওয়ায় মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়াছে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করতই সূর্য্যের পথ নিরোধ করিবার নিমিত্ত আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে না। লোকমধ্যে বিখ্যাতকর্ম্মা দীর্ঘজীবী সেই মহর্ষি অগস্ত্যের বিনয়ান্বিত মৃগগণ-সেবিত সম্পন্ন আশ্রম ঐ। আমরা সর্ব্বলোক-পূজিত, নিয়ত সাধুগণের হিত নিরত, সাধুচরিত্র সেই মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলে তিনি আমাদের মঙ্গলবিধান করিবেন। হে শুভদর্শন! আমি এই আশ্রমে থাকিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের আরাধনা করিব এবং বনবাসের অবশিষ্ট কাল তথায় যাপন করিব। এই আশ্রমে দেব, গন্ধর্ব্ব ও তপঃসিদ্ধ মহর্ষিরা নিয়তাহার হইয়া সতত অগস্ত্যদেবের বিশিষ্টরূপ উপাসনা করেন। ঐ মহর্ষি এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন যে, উঁহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, শঠ, ক্রূর, নৃশংস, পাপাচারী ব্যক্তি কোন[illegible] জীবিত থাকিতে পারে না। ঐ আশ্রমে দেব, যক্ষ, নাগ ও প[illegible] ধর্ম্ম আরাধনার্থে নিয়তাহারী হইয়া বাস করেন। মহাত্মা মহ[illegible] আশ্রমে সিদ্ধিলাভ- পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করত সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যে সমস্ত পবিত্রকর্ম্মা প্রাণিগণ এই স্থানে থাকিয়া দেবগণের আরাধনা করত দেবতার প্রসাদে দেবত্ব, যক্ষত্ব এবং বিবিধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হে সুমিত্রানন্দন! আমরা এখন সেই আশ্রমে আগমন করিয়াছি। তুমি অগ্রে প্রবিষ্ট হও এবং আমি সীতার সহিত এখানে সমাগত হইয়াছি, ইহা তাঁহাকে নিবেদন কর।"

দ্বাদশ সর্গ।

অগস্ত্যের সহিত রামের সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট অস্ত্রলাভ।

অনন্তর রামানুজ লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্যের শিষ্যের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবল রাম ভার্য্যা সীতার সহিত মহর্ষির চরণদর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন, আর আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি তাঁহার হিতকারী ও পরম ভক্ত অনুকূলবর্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বোধ করি, আমার কথা আপনার শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবে। আমরা পিতার আদেশে অতি ভীষণ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি; অধুনা ভগবান্ অগস্ত্য মুনিকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি; আপনি তাঁহাকে এ বৃত্তান্ত নিবেদন করুন।" সেই তপোধন লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি' বলিয়া এই বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অগ্নি-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় প্রবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোবলে দুষ্প্রধৃষ্য মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের নিকট রামের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলেন। অগস্ত্যের অভিমত শিষ্য লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে কহিতে লাগিলেন, "দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত আপনাকে দর্শন ও আপনার সেবার নিমিত্ত আশ্রমপদে আগমন করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি আদেশ করুন।" শিষ্য-প্রমুখাৎ রাম, লক্ষ্মণ ও মহাভাগ্যবতী সীতার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, "ভাগ্যবশে

বহুদিনের পর রাম আমার দর্শনার্থ অদ্য আগমন করিয়াছেন; আমিও অন্তরের সহিত ইঁহার সমাগম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। অতএব গমন করিয়া সম্মানসহকারে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামকে প্রবেশ করাও এবং কি জন্যই বা ইঁহাকে আশ্রমে প্রবেশিত কর নাই?" মহাত্মা অগস্ত্য এই প্রকার কহিলে শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া সম্মানসহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আপনাদের মধ্যে রাম কে? তিনি ভগবান্ অগস্ত্যের দর্শনার্থ আগমন ও স্বয়ংই প্রবেশ করুন।" অনন্তর লক্ষ্মণ শিষ্যের সহিত রামসমীপে গমন করত কাকুৎস্থ রাম ও জনকাত্মজা সীতাকে দেখাইয়া দিলে, অগস্ত্য যে প্রকার কহিয়াছেন, শিষ্য সবিনয়-বচনে তাহা বর্ণন করিয়া যথানিয়মে বিশিষ্টরূপ সম্মানসহকারে রামকে প্রবেশ করাইলেন; রামও সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালীন অবলোকন করিলেন, পরম শান্তস্বভাব হরিণগণে চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য চন্দ্র, ভগ, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, পাশহস্ত মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রী, বসু, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিকেয় ও ধর্ম্ম, ইঁহাদের পূজার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থান সকল কল্পিত রহিয়াছে; তিনি তৎসমস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য মুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অগ্নি-গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, এমন সময়ে বীর্য্যশালী রাম তপস্বিগণের অগ্রবর্ত্তী দীপ্ততেজা অগস্ত্য মুনিকে অভিমুখে আগমন করিতে দর্শন করিয়া লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি বহির্দ্দেশে আগমন করিতেছেন, এক্ষণে আমি ঔদার্য্যান্বিত হইয়া উঁহার নিকটে গমন করি।" এই বলিয়া মহাবাহু রাম আশ্রম হইতে বহির্দ্দেশে সমাগত সূর্য্য-সম-তেজস্বী মহর্ষির চরণস্পর্শ পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চরণবন্দনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি কাকুৎস্থ রামকে সমাদর-সহকারে গ্রহণপূর্ব্বক আসন ও উদক দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করত বসিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিতে আহুতি দিয়া সেই সমাগত অতিথিদিগকে অর্ঘ্যদান ও পূজা করত বানপ্রস্থ-ধর্ম্মানুসারে আহারীয় প্রদান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি স্বয়ং প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক উপবিষ্ট ধর্ম্মকোবিদ রামকে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! তাপস যদি অতিথির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করে, তবে মিথ্যা-সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে পরলোকে আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। তুমি মহারথ ও সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী রাজা; সুতরাং তুমি প্রিয় অতিথিরূপে আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছ; অতএব তোমার পূজা ও সম্মান করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া মহর্ষি ফল, মূল, পুষ্প ও অন্যান্য বন্য দ্রব্য দ্বারা যথাভিলষিতরূপে রামের পূজা করিয়া পরে বলিতে লাগিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং মহেন্দ্র আমাকে এই বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত, স্বর্ণ ও বজ্রমণি দ্বারা বিভূষিত, দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু এবং স্বয়ং ব্রহ্মা এই সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, অগ্নিসদৃশ নিশিত শরসমূহে পরিপূর্ণ, অব্যর্থ ব্রহ্মদণ্ড নামক উৎকৃষ্ট তূণীর ও এই স্বর্ণময়-কোষবদ্ধ সুবর্ণালঙ্কৃত অসি প্রদান করিয়াছেন। রাম! পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু এই বৈষ্ণব ধনুঃ-সহায়ে যুদ্ধে মহাবল-পরাক্রান্ত অসুরদিগকে হনন করিয়া দেবগণের দীপ্তিমতী লক্ষ্মী আহরণ করিয়াছিলেন। হে মানপ্রদ! বজ্রধর যেমন বজ্র ধারণ করেন, তুমিও তেমনি বিজয়লাভ-নিমিত্ত এই ধনু, শর, খড়্গ ও দুই তূণীর প্রতিগ্রহ কর।" মহাতেজা ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর রামকে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট আয়ুধ প্রদান করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন।" ১-৩৭।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামচন্দ্রের সহিত অগস্ত্যের কথা।

"রাম! তুমি যে সীতা সমভিব্যাহারে আমাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, তাহাতে আমি তাহার ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। পথশ্রম জন্য তোমাদিগের যে সাতিশয় কষ্ট হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। জনকনন্দিনী মৈথিলীও বিশ্রাম জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি অতি সুকুমারী, কখনও দুঃখপীড়া সহ্য করেন নাই; স্নেহ-প্রণোদিত হইয়াই বহুকষ্টপ্রদ বনে আগমন করিয়াছেন। রাম! সীতার মন যাহাতে তুষ্ট থাকে, তাহা করিবে। তোমার অনুগমন করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন। হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল হইতে নারীর প্রকৃতি এইরূপ যে, সমৃদ্ধ ব্যক্তিতে অনুরক্ত হয়, আর দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে তাহারা ত্যাগ করে। মহিলাগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, গরুড় ও বায়ুর শীঘ্রতা অনুকরণ করিয়া থাকে কিন্তু তোমার এই ভার্য্যাতে সে সকল কোন দোষই নাই। দেবগণমধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় ইনি প্রশংসনীয়া ও কীর্ত্তনীয়া। হে শত্রুদমন! তুমি সুমিত্রা-নন্দন ও সীতার সহিত যে দেশে বাস কর, সেই দেশই অলঙ্কৃত হইয়া থাকে।" ঋষি এইরূপ কহিলে পর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত-বচনে অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই মহর্ষিকে কহিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার এবং আমার ভার্য্যার ও ভ্রাতার গুণে যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু আজ্ঞা করুন, এরূপ কোন্ স্থান আছে, যে স্থানে কানন অনেক এবং জল অনায়াসে পাওয়া যায়; যে স্থানে আমরা আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারি।" রামের বাক্য শ্রবণ করত ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া শুভবাক্যে কহিলেন, "বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত অতি সুন্দর স্থান আছে। ঐ স্থানে ফল, মূল ও জল যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং নানাবিধ পশু ঐ স্থানে বাস করে। তুমি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃ-সত্য পালন করত যথাসুখে বাস কর। হে অনঘ! আমি স্নেহবশতঃ তপঃপ্রভাবে তোমার এবং দশরথের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। আমার নিকট এই বনে বাস করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া, আবার আমাকে বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, তাহাও আমি তপোবলে বুঝিতে পারিয়াছি। সেই জন্যই বলিতেছি, পঞ্চবটীতে গমন কর। সেই বন-প্রদেশ অতি রমণীয়, তথায় সীতার মনস্তুষ্টি জন্মিবে। পঞ্চবটী শ্লাঘনীয়, অথচ অতি দূরবর্ত্তীও নহে, এই গোদাবরীরই নিকটে; মৈথিলী তথায় প্রীতি অনুভব করিবেন। হে মহাবাহো! সেই প্রচুর ফলমূল-সমন্বিত নানাবিধ বিহঙ্গগণে সেবিত, পুণ্য ও নির্জ্জন প্রদেশ অতীব রমণীয়।

তুমিও সদাচার এবং রক্ষাকার্য্যে সমর্থ; ঐ স্থানে বাস করিয়া তপস্বি-জনকে পরিপালন করিতে পারিবে। বীর! ঐ যে মধুক বৃক্ষের মহাবন দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার উত্তর দিয়া তোমাকে যাইতে হইবে, তাহা হইলে ন্যগ্রোধ আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর স্থল-বিশেষে উপস্থিত হইয়া এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্ব্বতের অনতিদূরেই পঞ্চবটী-বন; উহা নিয়তই পুষ্পিত থাকে।" অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সত্যবাদী ঋষিকে সম্মানাদি করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ঋষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া দুই জনে তাঁহার পাদ-বন্দনা করিয়া সীতাসমভিব্যাহারে পঞ্চবটী আশ্রমে যাত্রা করিলেন। সমরে অকাতর দুই নৃপনন্দন ধনুর্দ্ধারণ এবং তূণীর বন্ধন করিয়া মহর্ষি যে পথ বলিয়া দিলেন, অতি সাবধানে সেই পথ দিয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১-২৫।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রামচন্দ্রের সহিত জটায়ুর সাক্ষাৎ।

অনন্তর রাম পঞ্চবটী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক ভয়ানক পরাক্রমশালী গৃধ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। মহাভাগ রাম-লক্ষ্মণ বনমধ্যে ঐ পক্ষীকে দেখিয়া রাক্ষস-বোধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" গৃধ্র মধুর ও প্রিয়বাক্যে তাঁহাদিগকে প্রীত করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমাকে তোমার পিতার বয়স্য বলিয়া জানিও।" রাম তাঁহাকে পিতৃসখা জানিতে পারিয়া, পূজা করত অব্যগ্রভাবে তাঁহার কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। রামের বচন শুনিয়া গৃধ্র সর্ব্বজীবের উৎপত্তি-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিজের কুল ও নাম বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হে মহাবাহো! হে রাঘব! পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের সকলের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্দ্দম তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার পর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বীর্য্যবান্ বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, মহাবল ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হন। মহাতেজা কশ্যপ তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। হে মহাযশস্বী রাম! দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোকবিখ্যাত ষষ্টি কন্যা জন্মে। কশ্যপ তাঁহাদিগের মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই আট সুমধ্যমার পাণিগ্রহণ করেন। পাণিগ্রহণের পর কশ্যপ তুষ্ট হইয়া ঐ সকল দক্ষকন্যাকে কহিলেন, 'তোমরা আমার সদৃশ ত্রৈলোক্য-পালক পুত্র সকল প্রসব করিবে।' রাম! অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা, ইঁহারা তাদৃশ পুত্রলাভের অভিলাষিণী হইলেন, আর কয়জন তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলেন না। হে অরিদমন! অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারযুগল এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা উৎপন্ন হইলেন। বৎস! দিতি যশস্বী দৈত্যদিগকে প্রসব করিলেন। পূর্ব্বে সবনার্ণব এই বসুন্ধরা তাহাদিগেরই আয়ত্ত ছিল। হে অরিন্দম! দনু অশ্বগ্রীব নামক এক পুত্র প্রসব করেন এবং কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। তাম্রার লোকবিখ্যাত এই পাঁচটি কন্যা জন্মিল,— ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। ক্রৌঞ্চী উলূকদিগকে, ভাসী ভাসদিগকে, শ্যেনী অতি তেজস্বী শ্যেন ও গৃধ্রদিগকে এবং ধৃতরাষ্ট্রী যাবতীয় হংস ও কলহংসদিগকে প্রসব করেন। চক্রবাকদিগকেও সেই ভামিনীই প্রসব করিয়াছিলেন। শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতার কন্যা বিনতা। ক্রোধবশা মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সুরভি, সুরসা, কদ্রু, এই দশ কন্যা প্রসব করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সমস্ত মৃগ মৃগীর সন্তান; আর ঋক্ষ ও শ্বেত ভল্লুক সকল মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমদা ইরাবতীনাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। তাঁহার পুত্র লোকপালক মহাগজ ঐরাবত। সিংহ, বানর এবং হনুমান্গণ হরীর সন্তান। শার্দ্দূলী ব্যাঘ্রদিগকে প্রসব করেন। হে মনুজশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ! মাতঙ্গ সকল মাতঙ্গীর পুত্র। শ্বেতা দিগ্গজদিগকে প্রসব করেন। সুরভি দুই কন্যা প্রসব করেন;— যশস্বিনী রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী। রোহিণী গোদিগকে এবং গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে প্রসব করেন। হে রাম! সুরসা নাগদিগকে ও কদ্রু সর্প সকল উৎপাদন করেন। মহাত্মা কশ্যপের অন্যতর পত্নী মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সকল মনুষ্য প্রসব করেন। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রগণের জন্ম হইয়াছে। অনলা পরম-প্রশস্তফলসম্পন্ন বৃক্ষ সকল প্রসব করেন; বিনতা শুকীর পৌত্রী এবং কদ্রু সুরসার ভগিনী। তন্মধ্যে কদ্রু সহস্র নাগ-পুত্র প্রসব করেন। ইহারাই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। আর বিনতার দুই পুত্র,—গরুড় ও অরুণ। আমি সেই অরুণের ঔরসে জন্মিয়াছি। সম্পাতি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমার নাম জটায়ু এবং আমি শ্যেনীর পুত্র জানিবে। হে তাত! যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার অরণ্যবাসের সহায় হইব এবং তুমি লক্ষ্মণের সহিত স্থানান্তরে গমন করিলে সীতার রক্ষা করিব।" রাম প্রমোদ সহকারে জটায়ুকে পূজা ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তক অবনত করিলেন এবং পিতার সহিত যে তাঁহার সখিত্ব ছিল, তাহা তাঁহার মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বলবান্ জটায়ুর হস্তে সীতাকে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার এবং লক্ষ্মণের সহিত রিপুগণকে দগ্ধ ও অরণ্যের রক্ষণার্থ সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চবটীতে গমন করিলেন। ১-৬৬।

পঞ্চদশ সর্গ।

পঞ্চবটীবনে রামের বাস।

অনন্তর তিনি নানাবিধ সর্প ও পশু-সমাকুল পঞ্চবটীতে গমন করিয়া দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সৌম্য! মহর্ষি যাহার কথা বলিয়াছিলেন, আমরা এই সেই নিয়ত পুষ্পসমন্বিত কানন-শোভিত পঞ্চবটীনামক প্রদেশে আগমন করিয়াছি। আশ্রমের উপযুক্ত স্থান-নির্ণয়ে তোমার সম্যক্ নৈপুণ্য আছে; অতএব এই কাননের চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টিসঞ্চালন কর, কোন্ স্থানে আমাদের মনোমত আশ্রম নির্ম্মিত হইতে পারে। লক্ষ্মণ! যে স্থানে তুমি, আমি এবং বৈদেহী সকলেরই বিশেষ প্রীতি জন্মিতে পারে এবং যাহার নিকটেই জলাশয়, তাদৃশ স্থান অন্বেষণ কর। যে প্রদেশে বন ও জল উভয়ই রমণীয় এবং যাহার সন্নিধি, পুষ্প, কুশ ও সলিল নিকটেই পাওয়া যায়, তাদৃশ স্থানই মনোনীত কর।" ১-৫।

রাম এই প্রকার কহিলে লক্ষ্মণ সংযতাঞ্জলি হইয়া সীতার

সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন, "কাকুৎস্থ! আপনি শতবর্ষ জীবিত থাকিলে আমি স্বাধীন নহি, অতএব আপনি স্বয়ং মনোহর স্থান অবধারণ করিয়া আমাকে তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করুন।" মহাদ্যুতি রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সুপ্রীত হইয়া সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বগুণান্বিত একটি স্থান মনোনীত করিলেন। ঐ স্থান আশ্রম-কর্ম্মে সর্ব্বাংশেই মনোহর। তথায় তিনি পদার্পণ করিয়া হস্ত দ্বারা লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "এই স্থান পরম শ্রীসম্পন্ন ও সমতল এবং পুষ্পিত বৃক্ষ সমূহে পরিবৃত; অতএব তুমি এই স্থানে যথানিয়মে রমণীয় আশ্রমপদ নির্ম্মাণ করিতে পার। সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল, সুরভিগন্ধি পদ্মসমূহে ইহার অদূরে ঐ পুষ্করিণী শোভা পাইতেছে। বিশুদ্ধচেতা অগস্ত্য ঋষি যে প্রকার কহিয়াছেন, ঐ দেখ, পুষ্পিত বৃক্ষপরিবৃত রমণীয় গোদাবরী সেইরূপই দেখা যাইতেছে। উহা হংস ও কারণ্ডবগণে আকীর্ণ ও চক্রবাক পক্ষিগণে শোভিত এবং ইহার দূরেও নয়, নিকটেও নয়, মৃগগণ দলে দলে বিচরণ করিতেছে। প্রফুল্ল-তরুশোভিত, ময়ূরনাদিত, বহু কন্দরবিশিষ্ট, পরম-মনোহর, দিব দর্শন, অত্যুন্নত গিরি সকলও ঐ দেখা যাইতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতে স্থানে স্থানে গজ সকল সুবর্ণ, রজত ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রচনা দ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নীবার, তিনিশ, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, পাটল এবং অন্যান্য বহুবিধ গুল্ম-পরিবৃত ও লতা-সমন্বিত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল উল্লিখিত পর্ব্বত সমস্ত আবৃত ও অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। হে সৌমিত্রে! এই স্থল অতিশয় পবিত্র, অতিশয় মনোহর এবং নানাবিধ মৃগ ও বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; জটায়ুর সহিত এই স্থলেই আমরা বাস করিব।" পরবীরঘাতী মহাবল লক্ষ্মণ ভ্রাতা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে অচিরকালমধ্যেই তথায় তিনি রামের জন্য সুদৃঢ় ও পরম উৎকৃষ্ট এক বৃহৎ পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পর্ণশালা শমীবৃক্ষের শাখাসমূহে আবৃত, দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ, কুশ, কাশ ও শরপত্র দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত এবং সমতলকৃত; উহা অতিশয় বিস্তৃত ও নিরতিশয় শোভাবিশিষ্ট এবং উহার মৃত্তিকা অতিশয় সংহিত ও স্তম্ভ সকল সুশোভন। তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ বংশ দ্বারা উহার বংশকার্য্য বিধান করিলেন। অনন্তর সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে যাইয়া স্নান পূর্ব্বক অনেক পদ্ম ও বিবিধ ফল আহরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তিনি পুষ্পদ্বারা দেবতা-পূজা ও যথাবিধানে বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে সেই আশ্রমপদ প্রদর্শন করিলেন। রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত লক্ষ্মণের নির্ম্মিত সেই শুভদর্শন পর্ণকুটীর নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া বাহুদ্বয় দ্বারা লক্ষ্মণকে অতি স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "হে কার্য্যদক্ষ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম। তুমি তুমি মহৎ কার্য্য করিয়াছ। এ বিষয়ে তোমায় পুরস্কার করা কর্ত্তব্য; তৎপরিবর্ত্তে এই আলিঙ্গন করিলাম। হে লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় ভাবজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র বিদ্যমানে ধর্ম্মাত্মা পিতা দশরথের মৃত্যু হয় নাই।" লক্ষ্মীবর্দ্ধন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া পরম-সুখভোগে সেই বহুফল-সমন্বিত প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম সীতা ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া দেবলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল বাস করিলেন। ৬-৩১

ষোড়শ সর্গ।

লক্ষ্মণের হৈমন্ত-বর্ণন

মহানুভব রামের তথায় সুখে বাস করিতে [illegible] অতীত ও প্রিয় হেমন্তকাল প্রবৃত্ত হইল। একদা রজনী প্রভাতা হইলে তিনি স্নান করিবার জন্য রমণীয় গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতার সহিত জলকলস হস্তে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "হে প্রিয়ংবদ! যে কাল আপনার প্রিয়, এই সেই হেমন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই হেমন্তের সমাগমেই শুভ সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া মনোহর হইয়াছে। শিশিরের প্রাদুর্ভাব বশতঃ লোকমাত্রেরই শরীর কর্কশ-ভাবাপন্ন এবং পৃথিবী শস্য-মালায় অলঙ্কৃতা হইয়াছে এবং অগ্নিই এক্ষণে লোকের সুখসেব্য। এই কালে মানবেরা নবশস্য দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক যাগ করত নিষ্পাপ হইয়াছেন। এই সময়ে জনপদ সকলে কাম্য বস্তু এবং দধি, দুগ্ধ ও ক্ষীরাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে বিজিগীষু রাজগণ দেশভ্রমণার্থ যাত্রা করেন। সূর্য্য দক্ষিণদিকে গাঢ়তর আসক্ত হওয়াতে উত্তরদিক্ তিলকহীন অঙ্গনার ন্যায় শোভাশূন্য হইয়াছে। হিমালয় স্বভাবতই প্রভূত হিমের আকর, তাহাতে আবার সম্প্রতি সূর্য্য তাঁহার দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং হিমবানের হিমালয় নাম এক্ষণে যথার্থ সুব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে মধ্যাহ্নসময়ে বিচরণ সুখকর হইয়াছে। আতপ-স্পর্শে সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে সূর্য্য সকলেরই সুখসেব্য এবং ছায়া ও জল একেবারেই অসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা সূর্য্যের আর সে তেজ নাই; নীহারাবৃত হওয়াতে প্রভূত শীত হইয়াছে; সুতরাং প্রাণিমাত্রেই জড়ীভূত হওয়ায় অরণ্য সকলও শূন্যপ্রায় হইয়াছে। প্রাতঃকাল হিমগ্রস্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত এই পৌষমাসে হিম প্রযুক্ত ধূসরবর্ণা রজনীতে অনাবৃত প্রদেশে শয়ন নিবৃত্ত হইয়াছে। অধুনা রজনী সকল শীত-প্রযুক্ত বর্দ্ধিত হইয়া অতিবাহিত হইতেছে। নিশ্বাস কর্ত্তৃক দর্পণ যেমন অন্ধ হয়, সেইরূপ সুখসেব্যতাদি সমুদায় সৌভাগ্য এক্ষণে সূর্য্যে সংক্রমিত ও মণ্ডল প্রদেশ তুষারসম্পর্কে ধূসরবর্ণ হওয়াতে চন্দ্রও আর সেরূপ প্রকাশ পাইতেছে না। তুষার-মলিন হওয়াতে জ্যোৎস্না আর পৌর্ণমাসী রজনীতেও স্ফূর্ত্তিমতী হয় না এবং আতপপ্রযুক্ত নিতান্ত বিবর্ণা সীতা দেবীর ন্যায় সত্তামাত্রে পরিণত হইয়াছে; আর ইহার সে শোভা নাই। স্বভাবতঃ শীতলস্পর্শ পশ্চিম-বায়ু সম্প্রতি হিমে আচ্ছন্ন ও তৎপ্রযুক্ত দ্বিগুণ শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। যব ও গোধূমপূর্ণ বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্য সকল সূর্য্য উদিত হইলে শব্দায়মান সারস ও ক্রৌঞ্চসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। স্বর্ণবর্ণ শালিসমূহ খর্জ্জুরপুষ্পের ন্যায় তণ্ডুলপূর্ণ মস্তক দ্বারা কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া বিরাজমান হইতেছে। সূর্য্য ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হয়েন; কেন না, ইতস্ততঃ বিস্তৃত তদীয় কিরণসমূহ হিমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। রৌদ্রের তেজ পূর্ব্বাহ্নে প্রায়ই থাকে না; মধ্যাহ্নে স্পর্শ করিলে সুখবোধ হয় এবং বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু হওয়াতে পৃথিবীতে সংসক্ত হইয়া উহা শোভা পাইতে থাকে। প্রভাতে শিশিরবিন্দু-পাতে হরিদ্বর্ণ তৃণস্থলী ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে তরুণাতপ প্রতিফলিত

হওয়াতে বনভূমির শোভার সীমা নাই। বন্য হস্তী নিতান্ত পিপাসিত হইলেও শীতল সলিল স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ শুণ্ড সংকোচ করিয়া থাকে। ভীরু লোক যেমন যুদ্ধে প্রবেশ করে না, সেইরূপ ঐ জলচর পক্ষিগণ জলসমীপে উপবিষ্ট থাকিয়াও কোনমতেই সলিলে অবগাহন করিতেছে না। পুষ্পশূন্য বনরাজি রাত্রিতে শিশির ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং প্রভাতে কুজ্ঝটিকা-তিমিরে গাঢ় বিদ্ধ হওয়াতে বোধ হয় যেন প্রসুপ্ত রহিয়াছে। অধুনা সমুদায় সলিল বাষ্পভারে আচ্ছন্ন, তীরবর্ত্তী বালুকারাশি হিমে আর্দ্রভাবাপন্ন এবং শব্দায়মান সারসগণ দ্বারা বিচরিত হওয়াতে নদী সকলের শোভা বিশেষ সম্পাদিত হইতেছে। তুষার পতিত ও সূর্য্যের তেজ মৃদু হওয়াতে শৈত্যবশতঃ পর্ব্বতের অগ্রভাগস্থ জলও প্রায় বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা জরাবশতঃ পত্র সকল ঝর্ঝরিত, কেশর ও কর্ণিকা সকল বিশীর্ণ এবং হিমগ্রস্ত হওয়াতে কমল সকল নালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়া কমলাকর সরোবরে আর শোভা পাইতেছে না হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই দারুণ হেমন্তকালে ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ নগরে থাকিয়াও দুঃখভার বহন পূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিতেছেন এবং রাজ্য, মান ও নানাবিধ রাজোচিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া আহারসংযম পূর্ব্বক তপস্বী হইয়া সুশীতল ভূমিতলে শয়ন করিতেছেন। তিনি নিশ্চয় প্রতিদিন এই সময়ে নিরালস্য ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সরযূ নদীতে স্নান করিতে গমন করেন। তিনি স্বভাবতঃ সুকুমার ও পরম-সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন; কিরূপে হিমার্দ্রিত হইয়া শেষ রাত্রে সরযূ-সলিলে অবগাহন করিতেছেন? আর্য্য! সেই পদ্মপলাশলোচন, শ্যামবর্ণ, মহত্ত্বসম্পন্ন, শান্তস্বভাব, দীর্ঘবাহু, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী, অরিদমন এবং লজ্জাশীল শ্রীমান্ ভরত সমুদায় ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। হে বনবাসিন্! আপনার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত তাপস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বনবাসী না হইলেও আপনার অনুকারী হইয়া স্বর্গ জয় করিয়াছেন। মনুষ্য পিতৃস্বভাব প্রাপ্ত হয় না, মাতৃস্বভাবেরই অনুকরণ করে, এই যে লোক-প্রবাদ প্রচলিত আছে, ভরত তাহার অন্যথা করিলেন। কিন্তু রাজা দশরথ যাঁহার ভর্ত্তা এবং সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কিরূপে এ প্রকার ক্রূরবুদ্ধি হইলেন?" ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ এই প্রকার বলিলে পর রাম জননী কৈকেয়ীর সেই নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করিও না। তুমি কেবল ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতেরই গুণের কথা সকল কীর্ত্তন কর। যদিও আমার বুদ্ধি একমাত্র বনবাসেই নিশ্চিত ও দৃঢ়ব্রত হইয়াছে, তথাপি ভরতের স্নেহে অভিভূত হইয়া মুহ্যমান হইয়া আছে। ভরতের প্রিয়, মধুর, হৃদয়ের অমৃতস্বরূপ ও মনের আহ্লাদজনক কথা সকল আমার মনে উদিত হইতেছে। না জানি, কত দিনে আবার মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব?" কাকুৎস্থ রাম এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে ভ্রাতা ও সীতার সহিত গোদাবরীতে গমন পূর্ব্বক স্নান করিলেন। পরে সকলে গোদাবরী-সলিলে পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও অপরাপর দেবগণের স্তব সমাধা করিলেন। ভগবান্ রুদ্র ভগবতী পার্ব্বতী ও নন্দীর সহিত স্নানান্তে যে প্রকার শোভা পান, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া রামও সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। ১-৪৩।

সপ্তদশ সর্গ।

রামের সহিত সূর্পণখার কথোপকথন।

রাম, সীতা, লক্ষ্মণ সকলে কৃতস্নান হইয়া সেই গোদাবরী-তীর হইতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। রাম আশ্রমে আসিয়া লক্ষ্মণের সহিত পৌর্ব্বাহ্নিক কর্ম্ম সমাপনান্তে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে সীতার সহিত পর্ণশালায় আসীন হওয়াতে মহাবাহু রাম চিত্রানক্ষত্র-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি আসীন হইয়া কথাবার্ত্তায় নিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কোন রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিল। ঐ রাক্ষসী দশানন রাবণের ভগিনী, নাম সূর্পণখা। সে দেবোপম রামের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল। দেখিল, তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত, বাহু আজানুলম্বিত, লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃত, গতি গজতুল্য, মস্তক জটামণ্ডলে মণ্ডিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতিশয় কোমল, বল-বিক্রম অসীম, শরীর রাজলক্ষণ-সম্পন্ন, বর্ণ নীলপদ্মের ন্যায় শ্যাম, প্রভা কন্দর্পের সদৃশ। এইরূপ সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় রামকে দর্শন করিয়া রাক্ষসী কামে মোহিত হইল। রাম সুমুখ, রাক্ষসী দুর্ম্মুখী; রামের মধ্যদেশ গোলাকার, রাক্ষসীর উদর অতি বৃহৎ; রামের নয়নদ্বয় বিশাল, রাক্ষসীর নয়ন অতি কুৎসিত; রাম সুকেশসম্পন্ন, রাক্ষসীর কেশ তাম্রবর্ণ; রাম প্রিয়রূপ, রাক্ষসীর রূপ নিতান্ত কদর্য্য; রামের স্বর অতি মিষ্ট, রাক্ষসীর স্বর নিতান্ত কর্কশ ও ভীষণ ভয়ঙ্কর; রাম তরুণ, রাক্ষসী দারুণা বৃদ্ধা; রাম অতি মিষ্টভাষী, রাক্ষসী নিতান্ত কর্কশভাষিণী, রাম ন্যায়বৃত্ত, রাক্ষসী দুর্ব্বৃত্ত এবং রাম দেখিতে যেমন প্রিয়, রাক্ষসী তেমনি অপ্রিয়। সে নিতান্ত কামাতুর হইয়া রামকে কহিল, "তুমি ধনু ও বাণ-ধারণ পূর্ব্বক জটাধর তাপস-বেশে স্ত্রীর সহিত কি জন্য এই রাক্ষস-সেবিত দেশে আসিয়াছ? তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি, যথার্থ করিয়া বল?" শত্রুতাপন রাম রাক্ষসী সূর্পনখার এই কথা শুনিয়া সরলতাপ্রযুক্ত কিছুমাত্র গোপন না করিয়া সমুদায় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন, "দেবতার ন্যায় বিক্রমবিশিষ্ট দশরথ নামে রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার লোকশ্রুত নাম রাম। আর ইঁহার নাম লক্ষ্মণ। ইনি আমার অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং এই বিদেহনন্দিনী আমার ভার্য্যা। ইনি সীতা নামে বিশ্রুতা। পিতা ও মাতার নিয়োগ-যন্ত্রিত হইয়া ধর্ম্মলাভ-প্রত্যাশায় ধর্ম্মরক্ষানুরোধে বনে বাস করিবার জন্য আমি এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি কে, কাহার তনয়া এবং কাহারই বা পরিগ্রহ? হে মনোরমে! আমার ত তোমায় রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমিই বা কি নিমিত্ত এখানে আসিলে, সত্য করিয়া বল।" এই কথা শুনিয়া তখন সেই মদনাতুরা রাক্ষসী বলিতে লাগিল, "রাম! তুমি আমার যথার্থ পরিচয় শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। আমি সূর্পণখা নাম্নী কামরূপিণী রাক্ষসী; সকলের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক একাকিনী এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। আমার ভ্রাতার নাম রাবণ। বোধ হয়, তুমি তাঁহার কথা শুনিয়া থাকিবে। আমার অপর দুই ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। কুম্ভকর্ণ অতিশয় মহাবল এবং নিরন্তর নিদ্রা-

পরায়ণ। আর বিভীষণ পরম ধার্ম্মিক ও রাক্ষসচরিত্র-বিহীন। খর ও দূষণ এই দুইজনও আমার ভ্রাতা। ইহারা অতীব বীর্য্যবান্। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম! তোমায় প্রথম দেখিয়া অবধিই আমি তাহাদের সকলকেই অতিক্রম করিয়া মনে মনে তোমাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি। আমি পরাক্রম-সম্পন্না এবং বলহেতু সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া থাকি। তুমি চিরকালের জন্য আমার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া কি করিবে? এই সীতা বিকৃতকায়া ও বিরূপা; কোনমতেই তোমার যোগ্যা নহে। আমাকে দেখ, আমিই রূপে তোমার সদৃশী ভার্য্যা। আমি তোমার এই ভ্রাতার সহিত এই মানুষী, বিরূপা, অসতী, করালা ও নতোদরী সীতাকে ভক্ষণ করিব। তুমি কামভোগে তৎপর হইয়া আমার সহিত বিবিধ বন ও পর্ব্বতশৃঙ্গ দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবে।" বাগ্‌বিশারদ ককুৎস্থ-নন্দন রাম এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া ক্রূরলোচনা সূর্পনখাকে বলিতে লাগিলেন। ১-২৯।

অষ্টাদশ সর্গ।

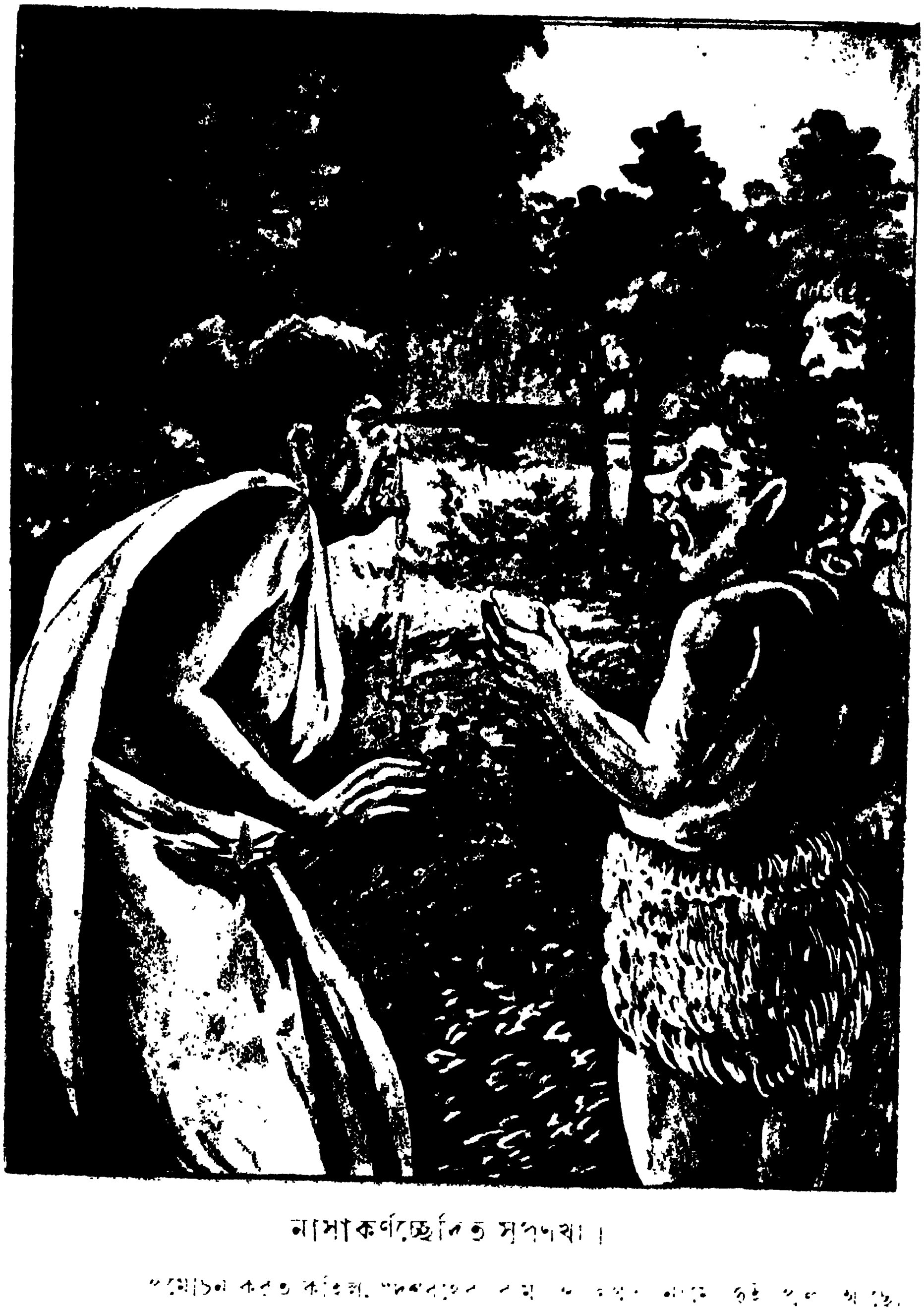
সূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ।

রাম পরিহাস-বাসনায় ঈষৎ হাস্য করত সুমধুরবাক্যে সেই কাম পাশে আবদ্ধা সূর্পণখাকে কহিলেন, "অয়ি কল্যাণি! আমি কৃতদার হইয়াছি। এই সীতা আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা। তোমার সদৃশী রমণী-গণের সপত্নী থাকা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। পরন্তু আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র, শ্রীমান্, বীর্য্যবান্ ও প্রিয়দর্শন। ইহাঁর দারপরি-গ্রহ হয় নাই। ইনি পূর্ব্বে কখন স্ত্রী-সুখসম্ভোগ করেন নাই। এই জন্য বিবাহার্থী হইয়াছেন। বিশেষতঃ ইনি যুবা, অতএব তোমার অনুরূপ স্বামী হইবেন। হে বিশালাক্ষি! সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে ভজনা করে, তুমিও তেমনি সপত্নী-বিহীনা হইয়া আমার এই ভ্রাতাকে স্বামিরূপে সেবা কর।" সেই কামমোহিতা রাক্ষসী রামের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সহসা লক্ষ্মণকে গিয়া বলিতে লাগিল, "আমি রমণীকুলের মধ্যে বরবর্ণিনী; অতএব তোমার এই রূপের উপযুক্ত ভার্য্যা। তুমি আমার সহিত সুখে সমুদয় দণ্ডককানন বিচরণ করিবে।" অনন্তর বাগ্বিশারদ সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই কথায় মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া তাহাকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "অয়ি কমলবর্ণিনি! আমি দাস; অতএব তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া কিরূপে দাসী হইতে অভিলাষিণী হইয়াছ? আমি এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের দাসত্বে নিযুক্ত আছি। হে বিশালাক্ষি! তুমি সিদ্ধকামা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া সর্ব্বতোভাবেই সমৃদ্ধ্যর্থ আর্য্য রামের কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী হও। তাহা হইলে ইনি এই বিরূপা, অসতী, ভয়াবহা, নতোদরী ও বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজনা করিবেন। অয়ি বরবর্ণিনি! অয়ি বরারোহে! কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তোমার এই শ্রেষ্ঠ রূপে অনাদর পূর্ব্বক মানুষীতে আসক্ত হইতে পারে?" লক্ষ্মণ এই প্রকার কহিলে লম্বোদরী সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী নিশাচরী সূর্পণখা সেই পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বোধ করিল। অনন্তর সে কামে মোহিত হইয়া পর্ণশালায় সীতার সহিত উপবিষ্ট, পরন্তপ, দুর্জ্জয় রামকে কহিতে লাগিল, "তুমি এই বৃদ্ধা, বিরূপা, নিম্নোদরী, ভয়ঙ্করী, অসতী স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া আমাকে সম্মান করিতেছ না; অতএব তোমার সমক্ষেই এই মুহূর্ত্তে আমি এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নী-হীন হইয়া যথাসুখে তোমার সহিত বিচরণ করিব।" এই বলিয়া প্রজ্বলিত অঙ্গার-সদৃশ লোচনশালিনী নিশাচরী অতীব ক্রোধান্বিতা হইয়া, রোহিণীর প্রতি মহতী উল্কার ন্যায় মৃগ-শাবক-লোচনা সীতার অভিমুখে ধাবমান হইল। সেই যমপাশ-সদৃশী রাক্ষসীকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া মহাবল রাম রোষভরে নিগৃহীত করত লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সৌমিত্রে! ক্রূরস্বভাব অনার্য্যগণের সহিত পরিহাস করাও কোনরূপে কর্ত্তব্য নয়। দেখ, এই পরিহাস-প্রযুক্তই জানকীর জীবন-সংশয় ঘটিয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমি এই কামমত্তা, মহোদরী, বিরূপা, অসতী রাক্ষসীকে আরও বিরূপ করিয়া দাও।" মহাবল লক্ষ্মণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ উত্তোলন করিয়া রামের সমক্ষেই রাক্ষসীর নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। ছিন্ননাসাকর্ণ ঘোরস্বভাবা সেই রাক্ষসী তখন বিকটস্বরে চীৎকার করিতে করিতে যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেই বনাভিমুখে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। অতি ভয়ঙ্করাকারা বিরূপা রাক্ষসী শোণিত-লিপ্তাঙ্গী হইয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় বিবিধ নাদে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর সে বাহু উদ্যত করিয়া রুধির-ক্ষরণ ও গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবনে প্রবেশ করিল। তথায় প্রবেশ করিয়া সেই বিরূপবেশে রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত জনস্থানবাসী উগ্রতেজা ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। খরের ভগিনী সেই রাক্ষসী শোণিত-লিপ্তাঙ্গী এবং ভয়-মোহে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত রামের বনগমন ও তৎকৃত আপনার নাসাকর্ণচ্ছেদন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। ১-২৬।

ঊনবিংশ সর্গ।

রামলক্ষ্মণকে বিনাশার্থ খরদূষণের চতুর্দ্দশ রাক্ষস প্রেরণ।

রাক্ষস খর সেই ভগিনীকে বিরূপা, শোণিতাক্তদেহা ও তাদৃশ পতিতা দেখিয়া ক্রোধ-সন্তপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল; কহিল, "উত্থিতা হও, বৃত্তান্ত বল; মূর্চ্ছা ও চিত্তচাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর; স্পষ্ট করিয়া বল, কে তোমাকে এরূপে বিরূপ করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি সম্মুখস্থিত বদ্ধমণ্ডল নিরপরাধ দন্তবিষ কৃষ্ণসর্পকে লীলাক্রমে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আহত করিয়াছে? সে যে অদ্য ভীষণ বিষপান ও কণ্ঠে কালপাশ বন্ধন করিয়াছে, অজ্ঞান বশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। বলবিক্রমসম্পন্না, কাল গামিনী, কামরূপিণী যমসমা তুমি কাহার নিকটে গমন করিয়াছিলে, যে তোমার এই দশা করিয়াছে? দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এত মহাবীর্য্যবান্ যে, তোমাকে বিরূপ করিয়াছে? দেবগণের মধ্যে পাকশাসন সহস্রলোচন মহেন্দ্র ব্যতিরেকে ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে আমি এরূপ কাহাকেও দেখি না যে, আমার অপ্রিয়-কার্য্য করে। হংস যেমন জল হইতে মিশ্রিত দুগ্ধ আকর্ষণ করে, আজ আমি তেমনি প্রাণান্তকারী শরসমূহ দ্বারা তাহার শরীরস্থ প্রাণ গ্রহণ করিব। যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক বাণদ্বারা ছিন্ন-মর্ম্ম কোন্ নিহত ব্যক্তির ফেনযুক্ত রুধির পৃথিবী পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত কোন্ ব্যক্তির দেহ হইতে মাংস ছিন্ন করিয়া আনন্দে পক্ষী সকল ভক্ষণ করিবে? আমি যুদ্ধে যাহাকে আক্রমণ করিব, সেই হতভাগ্যকে কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে



নাসাকর্ণচ্ছেদিত শূর্পণখা।

[illegible]

না। এক্ষণে তুমি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া আমাকে বল, কোন্ দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি বনে বিক্রম-প্রকাশ করিয়া তোমাকে পরাজয় করিয়াছে?" অতীব ক্রুদ্ধ ভ্রাতার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্পণখা বাষ্পমোচন করত কহিল; "দশরথের রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র আছে; তাহারা দুই জনেই তরুণ,রূপবান্, সুকুমার এবং মহাবলসম্পন্ন। তাহাদের পদ্ম-সদৃশ বিশালনয়ন,তাহাদের পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন,তাহারা ফলমূলাহারী, দান্ত, তাপস এবং ধর্ম্মচারী। তাহাদিগকে দেখিলে গন্ধর্ব্বরাজসদৃশ ও রাজচিহ্নযুক্ত বোধ হয়। তাহারা দুই জনে দেব,কি দানব, স্থির করিতে পারি না। আমি দেখিয়াছি, ঐ স্থানে তাহাদিগের দুই জনের সমভিব্যাহারে এক রূপবতী, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, সুমধ্যমা তরুণী রমণী আছে। তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া ঐ নারীর অনুরোধে অনাথা কুলটার ন্যায় আমার ঈদৃশী অবস্থা করিয়াছে। আমি কুটিলচরিত্রা সেই নারীর এবং সেই দুই জনের সফেন রুধির রণস্থলে পান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমার এই প্রথম অভিলাষ সফল কর; আমি রণস্থলে সেই নারীর ও সেই দুইজনের রক্ত-পান করিব।" সূর্পণখা এই কথা কহিলে পর খর ক্রুদ্ধ হইয়া যমসদৃশ মহাবল চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে আদেশ করিল, "শস্ত্রধারী চীরপরিধারী ও কৃষ্ণাজিনবাসা দুই জন মানুষ প্রমদার সহিত ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগের দুই জনকে ও সেই দুঃশীলা প্রমদাকে সংহার করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও; আমার এই ভগিনী তাহাদিগের রুধির পান করিবে। হে রাক্ষসগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করত বলদ্বারা সেই দুই জনকে নিহত করিয়া আমার ভগিনীর এই অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ কর। তোমরা তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ অবলোকন করিয়া এই ভগিনী অতিশয় হৃষ্ট ও তুষ্ট হইয়া যুদ্ধস্থলে তাহাদের রুধির পান করিবে।" এইপ্রকার আজ্ঞা পাইয়া ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস বায়ুপ্রেরিত মেঘের ন্যায় সূর্পণখা সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে যাত্রা করিল। ১-২৬।

বিংশ সর্গ।

চতুর্দ্দশ রাক্ষসের মৃত্যু।

অনন্তর সূর্পণখা রাঘবের আশ্রমে আগত হইয়া রাক্ষসদিগকে সীতাসমভিব্যাহারী দুই ভ্রাতাকে দেখাইয়া দিল। তাহারা পর্ণশালামধ্যে মহাবল রামকে সীতার সহিত উপবিষ্ট ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সেবিত অবলোকন করিল। শ্রীমান্ রঘুনন্দন ঐ সকল রাক্ষসদিগকে উপস্থিত দেখিয়া দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সৌমিত্রে! মুহূর্ত্তকাল সীতার নিকটে অবস্থান কর। আমি এই রাক্ষসীর পক্ষপাতী এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিব।" তখন লক্ষ্মণ আত্মজ্ঞ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিলেন। এ দিকে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও সুবর্ণ-ভূষিত মহাধনুতে জ্যারোপণ করিয়া ঐ সকল রাক্ষসকে কহিলেন, "আমরা দুই ভ্রাতা রাম-লক্ষ্মণ, দশরথের পুত্র; সীতাসমভিব্যাহারে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমরা ফলমূলাহারী, জিতেন্দ্রিয়, তাপস ও ধর্ম্মচারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছি, তোমরা কি নিমিত্ত আমাদিগকে হিংসা করিতেছ? তোমরা পাপাত্মা, মহাবনে ঋষিদিগের আদেশানুসারে তোমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য ধনুর্হস্তে আগমন করিয়াছি। সন্তুষ্ট হইয়া ঐ স্থানেই অবস্থিত হও, আর অগ্রবর্ত্তী হইও না। নিশাচরগণ! যদি প্রাণে প্রয়োজন থাকে,তাহা হইলে নিরস্ত হও।" ব্রহ্মঘাতী,শূলধারী,লোহিতলোচন, কঠোরভাষী, ভীষণ ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস রামের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং পরাক্রমে অনভিজ্ঞতাবশতঃ হর্ষ-সহকারে সংরক্তলোচন মধুরভাষী রামকে কহিল "তুমি আমাদিগের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধোৎপাদন করিয়াছ; অতএব এখনই যুদ্ধে আমাদিগের দ্বারা নিহত হইয়া তোমাকে সত্বই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, আর আমরা বহু; অতএব রণস্থলে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, আমাদিগের সম্মুখেই থাকিতে পারিবে না। আমাদিগের এই সমস্ত বাহুপ্রমুক্ত পরিঘ,শূল ও পট্টিশ দ্বারা আহত হইয়া তোমাকে প্রাণ, বীর্য্য ও হস্তধৃত ধনু ত্যাগ করিতে হইবে।" ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা এইরূপ বলিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আয়ুধ ও খড়্গ উদ্যত করিয়া রামের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং ঐ সকল দুর্জ্জয় শূল রামের উপর নিক্ষেপ করিল। মহাতেজা রাম ঐ চতুর্দ্দশ শূলই চতুর্দ্দশসংখ্যক স্বর্ণভূষিত শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর মহাতেজা রাম সূর্য্যসন্নিভ রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পরম ক্রোধান্বিত হইয়া ধনুরানমন পূর্ব্বক শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ নারাচ গ্রহণ করিলেন; পরে ইন্দ্র যেমন বজ্রনিক্ষেপ করেন, তেমনি লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া নারাচ সকল নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বাণ বেগে রাক্ষসগণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুধিরাক্ত হইয়া বল্মীকমধ্য হইতে সর্পগণের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। রাক্ষসগণও ঐ সকল বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ, শোণিতে স্নাত, বিকৃত ও বিগতপ্রাণ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষ সকলের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তাহাদিগকে পতিত দেখিয়া রাক্ষসী সূর্পণখা ক্রোধে অধীরা হইয়া খরের নিকটে গমন করিয়া পুনরায় কাতরভাবে পতিত হইল; তখন তাহার গাত্রের রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়াছিল; অতএব সে নির্য্যাসযুক্ত লতার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। রাক্ষসী ভ্রাতার নিকটে শোকে কাতর হইয়া ঘোর চীৎকার করিল এবং বিবর্ণ-মুখে বিকৃত-স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। খরের ভগিনী সূর্পণখা রাক্ষসদিগকে নিপাতিত দর্শন করত বেগে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে।" ১-২৫।

একবিংশ সর্গ।

খরের প্রতি সূর্পণখার তিরস্কার।

অনর্থের নিমিত্ত আগত সূর্পণখাকে পুনরায় ভূতলে পতিত দেখিয়া খর ক্রোধভরে পুনর্ব্বার স্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল,"আমি তোমার প্রিয়সম্পাদনার্থ মাংসাশী বীর রাক্ষসদিগকে আদেশ করিয়াছি; তবে তুমি কি জন্য আবার রোদন করিতেছ? ঐ সকল রাক্ষস আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও সর্ব্বদাই হিতকারী; হন্যমান হইয়াও কোনমতে নিহত হয় না এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। অতএব কি জন্য তুমি পুনরায় 'হা নাথ' বলিয়া চীৎকার করত সর্পের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতেছ? ইহার কারণ কি,জানিতে অভিলাষ করি। আমি তোমার রক্ষক থাকিতে তুমি কি জন্য অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছ? উত্থিত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর।" খর এই প্রকার কহিয়া বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিলে দুর্দ্ধর্ষা সূর্পণখা নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বলিল,"আমার

নাসাকর্ণ উড়াইয়া দিয়াছে এবং রক্তকলেবরা হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় তোমার সমীপস্থ হইলাম; তুমি আমাকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান-কামনায় লক্ষ্মণের সহিত ভয়ানক-স্বভাব রামকে বধ করিবার জন্য যে চৌদ্দজন বীর রাক্ষস প্রেরণ করিয়াছিলে, রাম মর্ম্মভেদী বাণসকল প্রয়োগ পূর্ব্বক শূল-পট্টিশ-পাণি অমর্ষপরায়ণ সেই রাক্ষসদিগের সকলকেই যুদ্ধে নিহত করিয়াছে। নিরতিশয় তেজস্বী রাক্ষসগণ ক্ষণমধ্যেই ভূতলে পতিত হইল এবং রাম মহৎকার্য্য সাধন করিল দেখিয়া অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হওয়াতে আমি ভীত, উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্ণ হইয়া সর্ব্বতঃ ভয়-দর্শন পূর্ব্বক পুনরায় তোমার শরণার্থিনী হইয়াছি। তুমি কি জন্য আমার উদ্ধার করিতেছ না? আমি বিষাদরূপ কুম্ভীর ও মহাভয়রূপ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ সুগভীর শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। যে সকল মাংসভোজী রাক্ষস আমার অনুগামী হইয়াছিল, রাম নিশিত শরসমূহ দ্বারা তাহাদের সকলকেই হনন করিয়াছে। যদি আমার প্রতি এবং সেই সকল রাক্ষসের সন্তানগণের প্রতি তোমার দয়া থাকে, অথবা রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার যদি তেজ ও শক্তি থাকে, তাহা হইলে রাক্ষসকুলের কণ্টকস্বরূপ দণ্ডকবাসী রামকে হনন কর। আর যদি অদ্য সেই শত্রুহন্তা রামকে সংহার না কর, তাহা হইলে আমি নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব। আমি বুদ্ধি দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি চতুরঙ্গ-বল লইয়াও যুদ্ধে রামের সম্মুখে অবস্থিত হইতে পারিবে না। তুমি শূর বলিয়া অভিমান কর বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শূর নহ। তোমার বিক্রমও মিথ্যা আরোপিত মাত্র। হে মূঢ়! হে কুলপাংসন! তুমি এই মুহূর্ত্তেই সবান্ধবে জনস্থান হইতে পলায়ন কর, নতুবা রাম ও লক্ষ্মণকে সংগ্রামে সংহার কর। রাম-লক্ষ্মণ মানুষ, তাহাদিগকে যদি বধ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে হীনবীর্য্য ও দুর্ব্বল হইয়া তুমি আর কিরূপে এখানে থাকিতে পারিবে? রামের তেজে অভিভূত হইয়া অচিরকালমধ্যে তোমাকে বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথনন্দন রাম স্বভাবতই অতিশয় তেজস্বী এবং তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণও অতিশয় বীর্য্যবান্; ঐ লক্ষ্মণই আমাকে বিরূপ করিয়াছে।" মহোদরী রাক্ষসী সূর্পণখা শোকার্ত্তা হইয়া ভ্রাতার নিকটে এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিয়া জ্ঞানচৈতন্য-রহিত হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত দুঃখভরে হস্ত দ্বারা গাত্রে আঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ১-২২।

দ্বাবিংশ সর্গ।

খরের যুদ্ধযাত্রার উদ্‌যোগ।

সূর্পণখা রোষভরে উক্ত প্রকারে তিরস্কার করিলে তীক্ষ্ণস্বভাব শৌর্য্যশালী খর রাক্ষসসভামধ্যে তাহাকে কঠোরবাক্যে বলিতে লাগিল, "ভগিনি! তোমার অপমানে আমার যে ক্রোধ হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ক্ষতমধ্যে নিক্ষিপ্ত ক্ষার-সলিলের ন্যায় ঐ ক্রোধ ধারণ করিতে আমার শক্তি হইতেছে না। যাহা হউক, রাম ক্ষীণজীবী মানুষ, আমার যে পরাক্রম আছে, তাহাতে রামকে গণনাই করি না। সে যে কুকর্ম্ম করিয়াছে, তদ্দ্বারা অদ্যই নিহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে; অতএব তুমি ক্রন্দন সংবরণ ও ভয় ত্যাগ কর; আমি রামকে লক্ষ্মণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব। অয়ি রাক্ষসি! অদ্য ক্ষীণজীবী রাম মদীয় পরশ্বধে হত হইয়া পতিত হইলে তুমি তাহার রক্তবর্ণ উষ্ণ রুধির পান করিবে।" সূর্পণখা খরের বদন-নির্গত এই কথা শ্রবণ করিয়া মোহপ্রযুক্ত নিতান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া পুনরায় সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সহোদরকে প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইল। নিশাচরী এইরূপে প্রথমে নিন্দা ও পরে প্রশংসা করিলে খর দূষণ নামক সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ কহিল, "হে শুভদর্শন! যাহারা সর্ব্বতোভাবে আমার প্রিয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, যাহারা যুদ্ধে কখন পরাঙ্মুখ হয় না, যাহারা লোকের হিংসায় সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকে, যাহাদের পরাক্রম ভয়াবহ এবং [illegible] বর্ণ নীলমেঘসদৃশ, তাদৃশ চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে সর্ব্বপ্রকারে [illegible] করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। তদ্ভিন্ন শীঘ্রগামী রথ, বাণসমূহ, তীক্ষ্ণ বিবিধ শক্তি ও খড়্গ সকলও উপস্থিত কর; [illegible] পণ্ডিত! আমি দুর্ব্বিনীত রামের বধজন্য মহানুভব [illegible] হইতে ইচ্ছা করি।" খর এই কথা বলিতে না বলিতেই দূষণ বিচিত্রবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ সংযোজিত করিয়া সূর্য্যসদৃশ এক মহারথ আনয়ন পূর্ব্বক তাহার সমীপে নিবেদন করিল। ঐ রথের আকার মেরু পর্ব্বতের ন্যায় ভূষণসকল তপ্তকাঞ্চনময়, চক্র সকল স্বর্ণময় এবং যুগন্ধর-যুগল বৈদূর্য্যমণিময়। মৎস্য, পুষ্প, দ্রুম, শৈল, চন্দ্রকান্তমণি, অলঙ্কারার্থ কাঞ্চন, পক্ষিসমূহ ও তারকাসমূহ দ্বারা ঐ রথ সমাবৃত এবং ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকাশব্দে অলঙ্কৃত। খর ক্রোধভরে কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়াই ধ্বজ ও নিস্ত্রিংশসম্পন্ন উৎকৃষ্ট অশ্বচালিত উল্লিখিত রথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে দূষণ রথ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজশালী মহান্ সৈন্য-দিগকে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতে আদেশ করিল। সে সমুদয় রাক্ষসকে ঐ প্রকার কহিলে, ভয়ঙ্কর চর্ম্ম-ধ্বজসম্পন্ন সেই রাক্ষসসৈন্য মহাবেগে ও মহাশব্দে জনস্থান হইতে নির্গত হইল। এইরূপে খরের ছন্দানুগামী অতিমাত্র ভীষণস্বরূপ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মুদ্গর, পট্টিশ, সুতীক্ষ্ণ শূল, পরশ্বধ, খড়্গ, চক্র, সুশোভিত বাণ, তোমর, শক্তি, পরিঘ, অতিমাত্র ভয়ঙ্কর কার্ম্মুক, গদা, অসি, মুষল ও ভীমদর্শন বজ্র ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া জনস্থান হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলে খরের রথ তদ্দর্শনে অব্যবহিত পরক্ষণেই প্রস্থান করিল। সারথি খরের মত অবগত হইয়া বিচিত্রবর্ণ স্বর্ণভূষিত অশ্বদিগকে চালনা করিল। তখন রিপুঘাতী খরের রথ সঞ্চালিত হইয়া স্বীয় শব্দে তৎক্ষণাৎ দিগ্বিদিক্ সমুদায় পূরণ করিল। অতিবলবান্ সেই প্রখরস্বর খর ক্রোধান্বিত কৃতান্তের ন্যায় শত্রুসংহারে বিশেষ ত্বরান্বিত হইয়া শিলাবর্ষী মহামেঘের ন্যায় ধ্বান করত সারথিকে নিয়োগ করিল। ১-২৪।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রামের নিকট খরের গমন।

এইরূপে ভয়ঙ্কর রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলে গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ মহাভয়ঙ্কর মেঘ সমুদিত হইয়া তুমুল শব্দে রক্তমিশ্রিত জল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার রথে যে সকল দ্রুতগামী অশ্ব যোজিত ছিল, তাহারা রাজমার্গে গমন-সময়ে হঠাৎ পুষ্পযুক্ত সমতল ভূমিতে পতিত হইল। সূর্য্যমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে শ্যামবর্ণ পরিবেশে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। ঐ পরিবেশের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ এবং আকার অলাতচক্রের

ন্যায় বর্ত্তুল ভাবাপন্ন। অনন্তর বৃহৎকায় ভয়ঙ্কর গৃধ্র অত্যুন্নত স্বর্ণময় রথধ্বজের নিকটস্থ হইয়া তাহা আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থিত হইল। বিকটশব্দকারী মাংসাশী পশু ও পক্ষিগণ জনস্থানসমীপে আসিয়া ভয়ঙ্কর-শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর শৃগাল সকল পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়া রাক্ষসকুলের অমঙ্গলজনক ভয়ঙ্কর তুমুল শব্দ আরম্ভ করিল। মত্ত-মাতঙ্গ-সম ভীমমূর্ত্তি মেঘমণ্ডলী জলের ন্যায় রাশি রাশি রক্ত বর্ষণ করিয়া তত্রত্য সমুদায় আকাশ একেবারেই আবরণ করিয়া ফেলিল। লোমহর্ষণজনক ঈদৃশ অতিনিবিড় ভয়ঙ্কর অন্ধকার হইল যে, দিগ্বিদিক্ সমুদায় এককালেই প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল আর অণুমাত্রও দেখা গেল না। সন্ধ্যা রক্তাক্ত বস্ত্রের ন্যায় বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক অকালেই প্রকাশিত হইল। ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষিগণ পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে কঠোর-স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। কঙ্ক, গোমায়ু ও গৃধ্রগণ তদীয় ভয় কীর্ত্তন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল এবং যুদ্ধে নিত্য অমঙ্গলজনক শিবা সকল ভয়-প্রদর্শন সহকারে সৈন্যগণের অভিমুখে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে তাহাদের মুখগহ্বর হইতে অগ্নিশিখা সকল বহির্গত হইতে লাগিল। সূর্য্যের নিকটে পরিঘাকার কবন্ধ দেখা যাইতে লাগিল। মহাগ্রহ রাহু অসময়ে সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিল। প্রচণ্ডভাবে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্যের প্রভাহানি এবং রাত্রি না হইলেও নক্ষত্র সকল খদ্যোতের ন্যায় প্রভান্বিত হইয়া উদিত হইল। সরোবরস্থ পদ্মসমূহ শুষ্ক হইয়া গেল এবং মীন ও পক্ষী সমুদায় নীরব হইল। তখন বিনা মেঘেও ধূসরবর্ণ রেণু উড়িল। সেই ক্ষণে বৃক্ষসকল ফলপুষ্প বিহীন হইয়া উঠিল। তৎকালে সারিকা সকল শিক্ষিত শব্দ ত্যাগ করিয়া চীচী-কুচি ইত্যাদি অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। ঘোরদর্শন উল্কা সকল সশব্দে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং বন, উপবন ও পর্ব্বত-সহিত ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। ধীমান্ খর রথে থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার বামবাহু নিতান্ত কম্পমান ও স্বর অবসন্ন হইয়া উঠিল। ঐ অবস্থায় ইতস্ততঃ দর্শন করিতে করিতে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রু সলিলে পূর্ণ, ললাট রুগ্ণভাবাপন্ন এবং বারংবার মোহের সঞ্চার হইতে লাগিল, তথাপি নিবৃত্ত হইল না। এই সকল রোমহর্ষ-জনক মহোৎপাত উপস্থিত দেখিয়া খরগমন করিতে করিতে সমুদায় রাক্ষসকে কহিল, "বলবান্ যেমন দুর্ব্বলদিগকে গণনা করে না, আমিও সেইরূপ বীর্য্যবশতঃ এই সমুত্থিত ঘোরদর্শন উৎপাত সকল মনোমধ্যে স্থান দিতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা আকাশমণ্ডল হইতে তারাও পাতিত করিতে পারি এবং যমেরও মৃত্যু-সংসাধন করিয়া থাকি। অতএব আমি বলদর্পিত রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সংহার না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। যে সূর্পণখার জন্য রাম ও লক্ষ্মণের বুদ্ধি-বৈপরীত্য জন্মিয়াছে, সেই ভগিনী সূর্পণখা ভ্রাতার সহিত রামের রক্ত পান করিয়া সফলমনোরথ হউন। আমি ইতিপূর্ব্বে কোথাও যুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হই নাই, ইহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অতএব আমি মিথ্যা বলিতেছি না; আমি ক্রুদ্ধ হইলে মত্ত ঐরাবতস্থ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও যুদ্ধে বধ করিতে পারি; রাম-লক্ষ্মণ মানুষ, তাহাদের কথা আর কি কহিব?" যম-পাশে আবদ্ধা সেই মহতী রাক্ষসী সেনা খরের এই গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অতুল হর্ষ-প্রকাশ করিল। এদিকে যুদ্ধদর্শন বাসনায় পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা তথায় সমবেত হইয়া পরস্পর একবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "গো ও ব্রাহ্মণসকল সুখে থাকুন; তদ্ভিন্ন আর লোক-সম্মত প্রাণিগণের মঙ্গল হউক। চক্রধারী বিষ্ণু যেমন সমুদায় অসুর-শ্রেষ্ঠদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় রাক্ষসদিগকে জয় করুন।" পরমর্ষিগণ এইরূপ ও অন্যরূপ বহুবিধ বাক্য-প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বিমানস্থ দেবগণ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া আসন্ন-মৃত্যু রাক্ষসগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে খর রথারোহণে বেগে সৈন্যের অগ্রভাগ হইতে বহির্গত হইলে শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, পরবীরাক্ষ, পুরুষ, কালকার্ম্মুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ জন মহাবীর তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রস্থিত হইল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথি ও ত্রিশিরা এই চারি জন সেনার অগ্রে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। গ্রহশ্রেণী যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, সেইরূপ ভীমবেগ, সুদারুণ, মহাবল রাক্ষসগণ সমরাভিলাষে সহসা রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের সকাশে সমুপস্থিত হইল। ১-৪৪।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

খরদূষণের রামের যুদ্ধযাত্রা।

খর-পরাক্রম খর আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে রাম ভ্রাতার সহিত উল্লিখিত উৎপাতসমূহ অবলোকন করিলেন। তিনি প্রজাগণের অমঙ্গলকর মহাঘোর ঐ সকল উৎপাত-দর্শনে নিতান্ত অস্বাস্থ্য-চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "অয়ি মহাবাহো! সর্ব্বভূতের প্রাণান্তকর এই মহোৎপাত সকল রাক্ষসকুলের সংহার-কারণ সমুত্থিত হইয়াছে, অবলোকন কর। গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ অত্যুৎকট মেঘমণ্ডলী ঐ আকাশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া খরশব্দে রুধিররাশি বিসর্জ্জন করিতেছে। আমার শরসকল ধূমোদ্গারসহকারে যুদ্ধানন্দ-প্রদর্শন করিতেছে এবং স্বর্ণপৃষ্ঠ শরসমূহও বিচলিত হইয়া উঠিতেছে। বনচারী পক্ষিগণ যাদৃশ শব্দ করিতেছে, তাহাতে আমাদের ভয় উপস্থিত ও প্রাণসংশয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অবিলম্বেই সুমহান্ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে বীর! আমার এই দক্ষিণবাহু মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইয়া আমাদের জয়-সূচনা করিতেছে। হে শূর! আমাদের জয় ও শত্রু-পক্ষের পরাজয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তোমার মুখমণ্ডলও সুপ্রসন্ন ও সুপ্রভ লক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! যুদ্ধার্থ সমুদ্যত যে সকল ব্যক্তির মুখ প্রভাশূন্য হয়, তাহাদের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। রাক্ষসগণের ঘোর-গভীর গর্জ্জন-শব্দ ঐ শুনা যাইতেছে। সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের ভেরীধ্বনিও ঐ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কল্যাণার্থী বিচক্ষণ পুরুষ আপদের আশঙ্কা থাকিলে অগ্রে সেই ভাবী অনিষ্টের প্রতিবিধান করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া সীতাকে লইয়া পাদপ-সঙ্কুল দুর্গম গিরি-গুহা আশ্রয় কর। তুমি আমার এই কথার প্রতিকূলাচরণ করিবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। বৎস! আমার চরণের দিব্য, তুমি অচিরেই সীতাকে লইয়া গমন কর। তুমি শূর ও বলবান্, নিশ্চয়ই ইহাদিগকে বধ করিতে পার, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি

স্বয়ংই সমুদয় নিশাচরকে হনন করিতে ইচ্ছা করি।" রাম এই প্রকার কহিলে লক্ষ্মণ সীতার সহিত শর ও চাপ গ্রহণ করিয়া দুর্গম গিরি-গুহা আশ্রয় করিলেন। তিনি সীতার সহিত গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রাম তজ্জন্য নিরতিশয় আহ্লাদ-প্রকাশ পুরঃসর কবচ ধারণ করিলেন। অগ্নিবর্ণ কবচে বিভূষিত হওয়াতে তাঁহাকে অন্ধকারমধ্যে সমুত্থিত মহাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম শরাসন সমুদ্যত ও শর সকল গ্রহণ করিয়া জ্যা-শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ করত তথায় সম্যক্প্রকারে অবস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ যুদ্ধদর্শন-অভিলাষে তথায় সমাগত হইলেন। লোকে যাঁহাদিগকে ব্রহ্মর্ষিসত্তম বলিয়া থাকে, সেই সকল মহাঋষিরাও তথায় আগমন করিলেন। সেই সকল পুণ্যকর্ম্মাগণ সমবেত হইয়া, পরস্পর একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "গো, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক সকলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক। চক্রধারী বিষ্ণু যেমন সমস্ত অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে জয় করিয়াছিলেন, রঘুনন্দন রাম তেমনি যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় রাক্ষস-দিগকে জয় করুন।" এই প্রকার বলিয়া তাঁহারা পুনরায় পরস্পর অবলোকন করত কহিতে লাগিলেন, "ভীমকর্ম্মা রাক্ষসেরা চৌদ্দহাজার; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা রাম একাকী; ইহাতে যে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, বলা যায় না।" এইরূপে রাজর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরাদি সমুদায় দেবযোনিগণ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ বিমানারূঢ় হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবান্ রামচন্দ্র স্বকীয় তেজে সমাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধমুখে অবস্থান করিলেন দেখিয়া প্রাণিমাত্রেই ভয়বশতঃ ব্যথিত হইয়া উঠিল। মহাত্মা রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার রূপ যেরূপ হইয়া থাকে, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের রূপও সেইরূপ অপ্রতিম হইয়া উঠিল। সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে রাক্ষসসৈন্য ভয়ঙ্কর চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজ গ্রহণ করিয়া গভীরশব্দে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা পর-স্পরাভিমুখীন হইয়া বীরবাক্যে সম্ভাষণ, শরাসন সকল বিস্ফারণ, বারং-বার জৃম্ভাত্যাগ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার এবং দুন্দুভি সকলে আঘাত করাতে তাহাদের সেই সুবিপুল শব্দে বন পরিপূরিত হইল। বনচারি-গণ সেই শব্দে বিত্রস্ত হইয়া পশ্চাদ্দিকে আর অবলোকন না করিয়া, যে প্রদেশে ঐ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, তথায় পলায়ন করিল। এ দিকে রাক্ষস-সেনা বিবিধ শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সাগর-সদৃশ গম্ভীরভাবে মহাবেগে রামের পুরোবর্ত্তী হইল। রণপণ্ডিত রাম চতুর্দ্দিকে চক্ষু-সঞ্চা-লন করত খর-সৈন্য দর্শন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদের অভি-মুখীন হইলেন। তিনি ভয়ঙ্কর ধনু বিস্তৃত করিয়া ও তূণ হইতে সায়ক-সমূহ উত্তোলন পূর্ব্বক রাক্ষসকুলের সংহার-বাসনায় যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদের অভিমুখীন হইলেন। ক্রোধাবির্ভাব প্রযুক্ত প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির ন্যায় তিনি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। বনদেবতাগণ তাঁহাকে তেজোময় দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পরন্তু দক্ষযজ্ঞ-বিনাশোদ্যত মহাদেবের ন্যায় তাঁহারা রামের সেই রোষাবিষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। নীলবর্ণ মেঘ-সমূহ যেরূপ সূর্য্যোদয়ে শোভা পায়, রাক্ষস-সৈন্যও অগ্নিসমবর্ণ কবচ, রথ, আভরণ ও ধনুঃসমন্বিত হইয়া তৎকালে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ১-৩৫।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

দূষণ ও অন্যান্য রাক্ষস সহ রামের যুদ্ধ।

খর অগ্রগামীদিগের সহিত আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক অবলোকন করিল, রিপুঘাতী রাম ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে সে কঠোরনিস্বন জ্যা-যুক্ত ধনু উদ্যত করিয়া সারথিকে রামের অভিমুখে রথ-চালনা করিতে আদেশ করিল। সারথি তদীয় আজ্ঞানু-সারে যথায় মহাবাহু রাম ধনুঃ-কম্পিতকরে একাকী অবস্থিতি করিতে-ছেন, তথায় অশ্বদিগকে চালনা করিল। এ দিকে খর রামাভিমুখে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া তদীয় অমাত্য রাক্ষসেরা ঘোরতর গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক তাহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিল। তখন রথারোহী দুর্ব্বিনীত রাক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়া সে তারাগণ-মধ্যবর্ত্তী উদ্ধত মঙ্গল-গ্রহের সাদৃশ্য লাভ করিল। অনন্তর সে যুদ্ধে অনুপমতেজা রামকে নিপীড়িত করিয়া মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর সমুদায় নিশাচর ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর দুর্ব্বার রামকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধস্থলে ভূরি ভূরি লৌহময় মুদ্গর, শূল, প্রাস, খড়্গ ও পরশ্বধ দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। পরে সেই বৃহদাকার মহাবল মেঘসদৃশ নিশাচরগণ অশ্ব, রথ ও গিরিশৃঙ্গাকৃতি হস্তিসমূহে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামকে বধ করিবার অভিলাষে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল এবং যেমন মহামেঘ পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। রাম ক্রূরদর্শন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া তিথি-সমূহে পরিবৃত মহাদেবের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন এবং সাগর যেমন স্বীয় বেগে নদী সকলকে প্রতিগ্রহ করে, সেইরূপ তিনি স্বীয় শরসমূহ দ্বারা রাক্ষসগণ-প্রেরিত শস্ত্র সকল প্রতিহত করিলেন। তিনি তাহাদের ভয়ঙ্কর শস্ত্রসমূহে বিদ্ধদেহ হইয়াও প্রদীপ্ত বজ্রে সমাহত মহাচলের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; পরন্তু সর্ব্বশরীর শোণিত-সিক্ত হওয়াতে সন্ধ্যামেঘসমাবৃত দিনমণির ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। তৎকালে সমবেত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ একা রামকে সহস্র সহস্র রাক্ষসে পরিবৃত দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া শত শত ও সহস্র সহস্র সুশাণিত বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল বাণ অনিবার্য্য, অসহ্য এবং দেখিতে কৃতান্তের পাশাস্ত্রসদৃশ। তিনি অব-লীলাক্রমে স্বর্ণ-চিত্রিত বিচিত্রপুঙ্খ বাণ সকল শত্রু-সৈন্যমধ্যে মোচন করিলেন। সেই বাণ সকল কাল-প্রক্ষিপ্ত পাশসমূহের ন্যায় রাক্ষস-গণের দেহভেদ পূর্ব্বক প্রাণগ্রহণ করিয়া রুধিরলিপ্ত ও অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ শোভা ধারণ করিতে লাগিল। তখন রামের ধনুর্ম্মণ্ডল হইতে অসংখ্যেয় রাক্ষস-প্রহারী খরতর শর বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই সমস্ত শর দ্বারা রাক্ষসগণের শত শত ও সহস্র সহস্র শরাসন, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, হস্তাভরণ-যুক্ত বাহু এবং করি-করসদৃশ উরু সকল ছেদন করিলেন। তাঁহার ধনুর্গুণে নিযুক্ত শর সকল সারথি-সহিত স্বর্ণকবচযুক্ত যোজিত অশ্ব, গজারোহি-সহিত গজ এবং অশ্ব-সহিত অশ্বারোহীদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পদাতিদিগকে হনন পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিল। রাক্ষসগণ তীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও অন্যান্যঅস্ত্রে হন্যমান হইয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ আরম্ভ

করিল। শুষ্ক অরণ্যানী যেমন অগ্নি-সংযোগে সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, রাক্ষস-সৈন্যও সেইরূপ রামের মর্ম্মভেদী শরসমূহে পীড়িত হইয়া সুখলাভে সমর্থ হইল না। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ভীমবল শূর রাক্ষস নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রামের প্রতি প্রাস, পরশ্বধ ও শূল সকল নিক্ষেপ করিল। মহাবাহু বীর্য্যবান্ রাম বাণসমূহ দ্বারা তাহাদের শস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া, তাহাদের প্রাণ হরণ ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গরুড়ের পক্ষ-পবনে বৃক্ষসমূহ যেরূপ ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রাক্ষসগণ ছিন্ন-মস্তকে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তাহাদের ধনু ও চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গেল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা রাম-শরে আহত ও বিষন্ন হইয়া মলিনভাবে আশ্রয়-গ্রহণার্থ খরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর দূষণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধান্বিত রামের প্রতি ধাবিত হইল। তখন রণবিমুখ নিশাচরগণ দূষণের আশ্রয়-লাভে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাল, তাল, শিলা, পাস, মুদ্গর ও শূল সকল আয়ুধস্বরূপ ধারণ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা যুদ্ধস্থলে শরবৃষ্টি ও শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল। আবার বৃক্ষবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইলে তখন অতীব ভয়াবহ তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাক্ষসগণ রোষাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার চারিদিক্ হইতেই রামকে পীড়ন করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, সমুদায় দিক্ ও বিদিক্ এবং নিজেও শরবর্ষী নিশাচরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া রাক্ষসগণের উদ্দেশে পরমবিদ্যুৎশালী গান্ধর্ব্বাস্ত্র যোজনা করিলেন। পরে তাঁহার কার্ম্মুক হইতে সহস্র সহস্র শর নির্গত হইতে লাগিল। সেই সমাগত শরসমূহে সমুদায় দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। রাক্ষসেরা ঐ সময়ে তিনি যে কখন্ ভয়ঙ্কর উৎকৃষ্ট শর সকল গ্রহণ ও মোচন এবং ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিতে পাইল না; কেবল তদীয় শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতে লাগিল। তাঁহার শরে শরে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া দিবাকর-সহিত আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাম নিরন্তর রাশি রাশি শর প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি রাক্ষস, কেহ যুগপৎ হত ও কেহ পতিত হইল এবং কেহ বা পতমান হইতে লাগিল। রণভূমির সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র রাক্ষস পতিত, ছিন্ন-ভিন্ন, বিদারিত ও কণ্ঠগতপ্রাণ লক্ষিত হইতে লাগিল। উষ্ণীষ-সহিত মস্তক, কায়সমন্বিত বাহু, হস্ত, উরু, বিবিধ অলঙ্কার, প্রধান প্রধান হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, ধ্বজ, শূল ও পট্টিশ এই সকল রাশি রাশি রামের বাণাঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল। তাহাদিগকে নিহত দেখিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ নিরতিশয় কাতর হইয়া পরপুরবিজয়ী রামের সম্মুখে গমন করিতে আর সমর্থ হইল না। ১—৪৬

ষড়্বিংশ সর্গ।

দূষণাদি রাক্ষস-বধ।

মহাবাহু দূষণ স্বীয় সৈন্য রাম কর্ত্তৃক নিহত হইতেছে দেখিয়া ভীমবেগ, দুরাক্রম্য ও সমরে অপরাঙ্মুখ পঞ্চসহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে রামের উপর অনবরত রাশি রাশি শূল, পট্টিশ, খড়্গ, প্রস্তর, বৃক্ষ ও শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রাম তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সেই প্রাণহারিণী সুবিপুল বৃক্ষ ও শিলাবৃষ্টি প্রতিহত করিলেন। বৃষ যেমন নিমীলিত-লোচনে বর্ষাধারা প্রতিগ্রহ করে, রাম তদ্রূপ তাহা সহ্য করিয়া সমুদায় রাক্ষসের বিনাশ-নিমিত্ত নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট ও তেজঃপ্রজ্বলিত হইয়া বাণসমূহে দূষণের সহিত যাবতীয় রাক্ষসসৈন্য সর্ব্বতোভাবে সমাকীর্ণ করিলেন। পরে শত্রুদূষণ সেনাপতি দূষণ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রসম শরসমূহ দ্বারা রামকে নিবারিত করিল। তখন রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দূষণের প্রকাণ্ড ধনু ছেদন করিয়া চারি শরে চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন; অশ্বদিগকে তীক্ষ্ণ শরে বধ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন এবং তিন শরে রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দূষণ ছিন্নধনুঃ, বিরথ, হতসারথি ও হতাশ্ব হইয়া রোমহর্ষজনক গিরিশৃঙ্গসদৃশ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। উহা স্বর্ণময় পট্টে বেষ্টিত, দেবসৈন্য-বিমর্দ্দন, লৌহনির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ শঙ্কুসমূহ দ্বারা সমাকীর্ণ বিপক্ষগণের বসায় অভিষিক্ত, বজ্র ও অশনির ন্যায় প্রাণহারী স্পর্শবিশিষ্ট এবং অনায়াসেই শত্রুপক্ষের পুরদ্বার বিদীর্ণ করিয়া থাকে। ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর দূষণ মহৎ সর্পসদৃশ ঐ পরিঘ গ্রহণ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। রাম সেই ধাবমান অবস্থায় দুই শরে দূষণের অলঙ্কারযুক্ত দুই বাহু ছেদন করিলেন। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে তাহার সেই বৃহদাকার পরিঘ স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সমরস্থলে পতিত হইল। ছিন্নহস্ত দূষণও বিশীর্ণদন্ত হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। দূষণ যুদ্ধে নিহত ও ভূপতিত হইল দেখিয়া প্রাণিমাত্রেই সাধু সাধু বলিয়া রামের প্রশংসা করিতে লাগিল। এই সময়ে সৈন্যের অগ্রভাগবর্ত্তী তিন জন নিশাচর পরস্পর মিলিত ও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। ইহাদের নাম মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও মহাবল প্রমাথী। তন্মধ্যে মহাকপাল সুবিশাল শূল উদ্যত, স্থূলাক্ষ পট্টিশ গ্রহণ এবং প্রমাথী পরশ্বধ গ্রহণ করিয়া ধাবমান হইল। রাম তীক্ষ্ণধার সুশাণিত সায়কপরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক সমাগত অতিথির ন্যায় অভিমুখে ধাবমান সেই রাক্ষসত্রয়কে প্রতিগ্রহ করিয়া পরে অসংখ্য শরবর্ষণ-সহকারে মস্তক ছেদন পূর্ব্বক প্রমাথীকে নিহত এবং স্থূলাক্ষের স্থূল লোচনদ্বয় পূরিত করিলেন। মহাকপাল ও স্থূলাক্ষ তাহাতেই নিহত হইয়া শাখান্বিত বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ সহস্র বাণ দ্বারা দূষণের অনুগামী পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে ক্ষণমধ্যেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দূষণ ও তাহার অনুগামী সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া খর ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল সেনাপতিদিগকে এই প্রকার আদেশ করিল, "দূষণ ও তাহার অনুগামিবর্গ নিহত হইয়াছে; অতএব তোমরা সকল রাক্ষস সমবেত হইয়া সুবিপুল সৈন্য-সমভিব্যাহারে বিবিধাকার শস্ত্র-প্রয়োগপুরঃসর মানবাধম রামকে যুদ্ধে হনন কর।" খর এই প্রকার আদেশ পূর্ব্বক রোষভরে স্বয়ং রামের অভিমুখে ধাবমান হইলে শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, পরবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য, রুধিরাশন, এই দ্বাদশজন মহাবীর সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট শর সকল নিক্ষেপ করত তদীয় পদবীর অনুসরণ করিল। তদ্দর্শনে তেজস্বী রাম হেমবজ্র-বিভূষিত অগ্নিতুল্য শরসমূহে খরের ঐ হতশেষ সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্র যেরূপ প্রকাণ্ডকার বৃক্ষসমূহ পাতিত করে, তদ্রূপ রামের স্বর্ণ-পুঙ্খ সায়ক সমস্ত সধূম অগ্নির ন্যায়

রাক্ষসদিগকে নিহত করিতে লাগিল। তিনি একশত কর্ণি দ্বারা তাবৎসংখ্যক রাক্ষস এবং সহস্র কর্ণি দ্বারা সহস্র নিশাচরের প্রাণনষ্ট করিলেন। রাক্ষসগণ রক্তাক্ত-দেহে ভূতলে পতিত হইল। তাহাদের বর্ম্ম, আভরণ ও শরাসন সকল ছিন্ন-ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। যজ্ঞীয় মহাবেদী যেমন কুশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ সমস্ত পৃথিবী শোণিতাক্ত দেহ মুক্তকেশ নিশাচরগণে একেবারেই আকীর্ণ হইল। রাক্ষস সকল নির্ম্মূল হওয়াতে বনভূমি তাহাদের মাংস-শোণিত-কর্দ্দমে আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষণমধ্যেই অতীব ভয়ঙ্কর নরকের সাদৃশ্য ধারণ করিল। মানুষ রাম একাকীই বিনা-রথে চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষস নিধন করিলেন। সমুদায় সৈন্যের মধ্যে মহারথ খর, ত্রিশিরা ও শত্রুহন্তা রাম, এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন; অবশিষ্ট রাক্ষসগণ সকলেই লক্ষ্মণাগ্রজ রাম কর্ত্তৃক নিহত হইল। ঐ সকল রাক্ষস অতিশয় বলবান্ এবং ভয়ানক ও দুঃসহ স্বভাবসম্পন্ন. এইরূপে মহাযুদ্ধে সমুদায় ভীমবল রাক্ষসসকল বলবান্ রাম কর্ত্তৃক নিহত হইল দর্শন করিয়া খর প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায় রামকে আক্রমণ করিল। ১—৩৮।

সপ্তবিংশ সর্গ।

ত্রিশিরা-বধ।

অনন্তর খর রামের অভিমুখে প্রস্থান করিলে সেনাপতি ত্রিশিরা রাক্ষস তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিল, "আমি বিক্রম-সম্পন্ন, আপনি এই সাহস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে রামের নিধনার্থে নিযুক্ত করিয়া সমরে মহাবাহু রামকে মৎকর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করুন। আমি আপনার সমীপে এই আয়ুধ স্পর্শ করিয়া সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমস্ত রাক্ষসগণের বধ্য রামকে নিশ্চয়ই বধ করিব। এই রণে আমিই হত হইব, না হয়, উহাকেই নিহত করিব। আপনি ক্ষণকালের নিমিত্ত রণোৎসাহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উভয় পক্ষের যুদ্ধ দর্শন করুন। রাম নিহত হইলে হয় আপনি আনন্দিতান্তঃকরণে জনস্থানে গমন করিবেন, না হয়, আমি বিনষ্ট হইলে স্বয়ংই যুদ্ধার্থে রামের সম্মুখীন হইবেন।" ত্রিশিরা এইরূপে খরকে প্রসন্ন করিয়া যুদ্ধার্থে তাহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সদৃশ সেই ত্রিমস্তক রাক্ষস দীপ্তিযুক্ত অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং মহামেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শরধারা বর্ষণ করত জলার্দ্র দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম ত্রিশিরা রাক্ষসকে অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া শরাসন সহায়ে সুশাণিত সায়ক সকল বিধূনিত করিয়া তাহাকে প্রতিহত করিলেন। তখন অতি বলবান্ সিংহ ও কুঞ্জরের ন্যায় রাম ও ত্রিশিরা উভয়ে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর অমর্ষ-স্বভাব রাম ত্রিশিরা রাক্ষস কর্ত্তৃক তিন বাণে ললাটদেশে তাড়িত হইয়া রোষভরে গর্ব্বিত বচনে বলিতে লাগিলেন, "অরে বিক্রমশূর নিশাচর! তোর ঈদৃশ বল যে, আমি ললাটদেশে ত্বৎকর্ত্তৃক বহু শর দ্বারা যেন পুষ্পসমূহে তাড়িত হইলাম। কি আশ্চর্য্য! সে যাহা হউক, অধুনা তুই আমার ধনুর্গুণমুক্ত শর সমস্ত প্রতিগ্রহ কর্।" এই বলিয়া সেই ক্রোধান্বিত দীপ্ততেজা রাম আশীবিষ-সদৃশ চতুর্দ্দশ শরে ত্রিশিরার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং চারিটি নতপর্ব্ব-বাণে অশ্বচতুষ্টয় নিহত ও অষ্টবাণে সারথিকে রথনীড়ে নিপাতিত করিয়া এক শরে তদীয় অত্যুন্নত ধ্বজ ছেদন করিলেন। অনন্তর সারথি ও অশ্বগণ নিহত হওয়ায় সেই রথ হইতে ত্রিশিরা রাক্ষস উৎপতিত হইলে রাম বহুশরে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন; সে আর আয়ুধ-গ্রহণে সমর্থ হইল না। পরে অপ্রমেয়াত্মা রাম রোষভরে বেগযুক্ত শরত্রয়-সহায়ে তাহার মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মস্তক পতিত হইলে সমরস্থ নিশাচর ত্রিশিরা রাম-বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া সধূম শোণিত উদ্গার করত ধরাতল আশ্রয় করিল। তদ্দর্শনে খরের আশ্রিত হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা রণে ভঙ্গ দিয়া শার্দ্দূল-তাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিল, কোনমতেই স্থির থাকিতে পারিল না। খর তাহাদিগকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া রোষভরে দ্রুতপদ-বিক্ষেপে চন্দ্রের উদ্দেশে রাহুর ন্যায় রামের অভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল। ১—২১।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

খররাক্ষসের যুদ্ধ।

দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসকে নিহত এবং রামের শৌর্য্য দর্শন করিয়া খরেরও ভয়-সঞ্চার হইল। সেই রথস্থ মহারথ রাক্ষস খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে দুর্ব্বিসহ-পরাক্রমসম্পন্ন মহাবল রাক্ষসী সেনা সহ একাকী রাম কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিল। খর এইরূপে স্বীয় সৈন্যসংখ্যা স্বল্পাবশিষ্ট দেখিয়া নিতান্ত বিমনা হইয়া, নমুচি যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ রামকে আক্রমণ করিল এবং বলসহকারে ধনু আকর্ষণ করিয়া রামের প্রতি আশীবিষ-সদৃশ শোণিতপায়ী নারাচ সকল নিক্ষেপ করিল। পরে সে বারংবার জ্যা আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় শিক্ষা ও অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করত বহুবিধ শর মোচন করিতে করিতে সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল এবং শরনিক্ষেপে দিঙ্মণ্ডলও আচ্ছন্ন করিল। অনন্তর রামও তাহাকে দর্শন করিয়া প্রকাণ্ড কোদণ্ড গ্রহণ করত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অসহনীয় সায়কসমূহে বৃষ্টি দ্বারা মহামেঘের ন্যায়, নভোমণ্ডল অবকাশবিহীন করিলেন। নভোমণ্ডল খর ও রামের বিমুক্ত শিত শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে অবকাশ বিহীন হইল। তখন পরস্পরের বধাভিপ্রায়ে সমরপ্রবৃত্ত সেই উভয় বীরের শরজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়াতে দিবাকরও অপ্রকাশিত হইলেন। অনন্তর মহাগজ যেরূপ অঙ্কুশ দ্বারা আহত হয়, সেইরূপ খর তীক্ষ্মাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকীর্ণ অস্ত্রসমূহে রামকে আহত করিতে লাগিল। সেই সময়ে সকল প্রাণীই রথস্থিত ধনুর্দ্ধারী খরকে পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তৎকালে খর স্বীয় সমুদায় সৈন্যবিনাশী পুরুষকার-সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল রামকে পরিশ্রান্ত-বোধে সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সিংহ যেমন মৃগশিশুকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয় না, তদ্রূপ রাম তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন না। অনন্তর খর সূর্য্যসদৃশ দ্যুতিশালী মহারথযোগে পাবকের নিকটে পতঙ্গের ন্যায় মহাত্মা রামের সমীপস্থ হইয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তদীয় শরযোজিত ধনু মুষ্টিদেশে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পরে রোষভরে ইন্দ্রের বজ্রতুল্য প্রভাশালী অপর সপ্ত শর গ্রহণ পূর্ব্বক রামের মর্ম্মদেশ আহত

করিল এবং পুনরায় শত সহস্র বাণে তাঁহাকে প্রীড়িত করিয়া স্বীয় অনুপম তেজ প্রদর্শন করত মহাশব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে রামের সূর্য্যসদৃশ দ্যুতিশালী কবচ খর-চাপমুক্ত সুন্দর পর্ব্ববিশিষ্ট সায়কসমূহে ভিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। তখন রঘুনন্দন রামের সর্ব্বশরীর শরসমূহে পীড়িত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত ধূমহীন অগ্নির স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই শত্রুবিনাশী রাম শত্রু-সংহারার্থে অন্য এক গম্ভীর-শব্দকারী বৃহৎ ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন। তিনি মহর্ষি অগস্ত্য-প্রদত্ত সেই বৃহৎ বৈষ্ণব ধনু উদ্যত করিয়া খরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবিত হইলেন। তদনন্তর নতপর্ব্ব স্বর্ণপুঙ্খ বহুবাণে তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। সেই সুন্দর সুবর্ণ-ধ্বজ বহুধা ছিন্ন হইয়া পতনকালে দৈব-নিয়মে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সাদৃশ্য ধারণ করিল। তদ্দর্শনে মর্ম্মজ্ঞ খর ক্রুদ্ধ হইয়া শরচতুষ্টয় প্রয়োগ পূর্ব্বক যেমন তোত্র দ্বারা মাতঙ্গকে আহত করে, তদ্রূপ রামের হৃদয় ও অন্যান্য মর্ম্মস্থান আহত করিল। তখন সেই ধনুর্দ্ধারী মহাপুরুষ রাম খর-চাপবিমুক্ত বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দৃঢ়ভাবে উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সম্যক লক্ষ্য করিয়া ছয় শর মোচন করিলেন। তন্মধ্যে এক বাণে খরের মস্তক, দুই বাণে বাহুদ্বয় ও অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য বক্র তিন বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই ইন্দ্র সদৃশ মহাবল মহাতেজা রাম অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া ভাস্কর-প্রতিম শিলাশাণিত ত্রয়োদশ নারাচ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই নিশাচরকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তিনি এক বাণে রথের যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, এক বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে ত্রিবেণু, দুই বাণে অক্ষ ও দ্বাদশ বাণে খরের শরযুক্ত শরাসন ছেদন করত হাস্য করিতে করিতে বজ্র-সদৃশ এক বাণে খরকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই নিশাচর হতধনুঃ, হতরথ, হতসারথি ও হতাশ্ব হইয়া গদা গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভূমিতলে অবস্থিতি করিল। তৎকালে বিমানস্থ দেবতা ও মহর্ষিগণ মহারথ রামের সেই কর্ম্ম অবলোকন করিয়া পরম হর্ষলাভ করিলেন এবং পরস্পর সমবেত হইয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক স্তব করত তাঁহাকে পূজা করিলেন। ১—৩৩।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

খরের গদাযুদ্ধ।

অনন্তর খর রথহীন হইয়া হস্তে গদা ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতলে অবস্থিত হইলে মহাতেজা রাম তাহাকে মৃদুতা সহকারে পরুষ-বচনে কহিতে লাগিলেন, "তুই হস্তী, অশ্ব ও রথাদি-সমাকুল সৈন্যমধ্যে থাকিয়া সর্ব্বলোক-বিগর্হিত অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিস্। যদি ত্রিলোকের অধীশ্বরও পাপাচারী, নিষ্ঠুর ও প্রাণীদিগের উদ্বেগজনক হয়, তাহা হইলে সেও স্বপদভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অরে নিশাচর! সমস্ত লোকবিরুদ্ধকর্ম্মকারী ব্যক্তিকে সকলেই কালভুজঙ্গের ন্যায় সংহার করে। যে ব্যক্তি ফল জানিয়া লোভ বা কামবশে পাপ করে, সে নিশ্চয়ই করকাভক্ষিণী ব্রাহ্মণীর ন্যায় সেই কার্য্যের ফল দর্শন করে। আমি বুঝিতেছি, তুই তাপসনিধনের ফল পাইবি। বৃক্ষ যেমন কালে পুষ্প লাভ করে, সেইরূপ কাল উপস্থিত হইলে পাপ-কর্ম্মের ভয়ঙ্কর ফল-লাভ করিতে হয়। রে নিশাচর! বিষমিশ্রিত অন্ন-ভোজনের ন্যায় পাপকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল অচিরকালমধ্যেই ফলিত হয়। রে রাক্ষস! আমি ভয়ানক পাপাচারী ও লোকের অনিষ্টাভিলাষী ব্যক্তিদিগের সংহারার্থে ঋষিগণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছি। সর্প যেমন বল্মীক বিদারণ করিয়া নির্গত হয়, সেইরূপ অদ্য আমার এই শরাসনমুক্ত স্বর্ণভূষিত শর সমস্ত তোর কলেবর বিদারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইবে। পূর্ব্বে তুই যে সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্ম্মচারী তাপসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিস্, অদ্য যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া সসৈন্যে তাঁহাদিগের অনুগামী হইবি। পূর্ব্বে যে সকল তাপসেরা তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন, অদ্য তাঁহারা বিমানে থাকিয়া তোকে আমার বাণে নিহত হইতে ও নরকে গমন করিতে দর্শন করুন। রে নীচকুলোদ্ভব! তুই সম্যক্ প্রযত্ন করিয়া আমাকে প্রহার কর্; কিন্তু আমি অদ্য নিশ্চয়ই তালফলের ন্যায় তোর মস্তক পাতিত করিব।" ১-১৫।

রাম এই কথা কহিলে ক্রোধাবেশে খরের লোচনযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিল, "রে দশরথ-তনয়! তুই সমরে সামান্য রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া বাস্তবিক প্রশংসিত না হইয়াও স্বয়ংই কি প্রকারে আপনার প্রশংসা করিতেছিস্? বলবান্ বিক্রমশালী নরগণ তেজে গর্ব্বিত হইয়া কোন কালে আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয়েন না। অবিশুদ্ধচিত্ত ক্ষুদ্রস্বভাব ক্ষত্রিয়কুলাধমেরাই তোমার ন্যায় নিরর্থক গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কোন্ বীর স্বীয় বংশ নির্দ্দেশ করিয়া প্রশংসার অযোগ্য বিষয়ে স্বয়ং আপনার প্রশংসা করে? যেমন অগ্নি সন্তাপ দ্বারা সুবর্ণসদৃশ পিত্তলের অধমত্ব প্রদর্শন করে, সেইরূপ এই শ্লাঘা দ্বারা লঘুত্ব প্রদর্শিত হইল। আমাকে গদা-ধারণ পূর্ব্বক সমরে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া তুই কি বিবিধ ধাতুর আকর ধরাধর পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পনীয় বোধ করিতেছিস্ না? আমি অবলীলাক্রমে গদা-হস্তে যুদ্ধে পাশধারী অন্তকের ন্যায় তোর, এমন কি, ত্রিলোকবাসী সমুদয় প্রাণীরই প্রাণ সংহার করিতে পারি। তোর বিষয়ে আমার আরও অনেক কথা বক্তব্য আছে। তথাপি তাহা আর কিছু বলিতেছি না, কেন না, সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, অতঃপর যুদ্ধ-বিঘ্নের সম্ভাবনা। তুই যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিস্, অদ্য তোকে বিনাশ করিয়া তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদির অশ্রু মার্জ্জনা করিব।" এই বলিয়া সে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট কনক-বলয়-বিশিষ্ট সেই হস্তস্থিত গদা জলন্ত অশনির ন্যায় রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। ঐ প্রজ্বলিত মহতী গদা তাহার বাহুবিনির্মুক্ত হইয়া বৃক্ষ ও গুল্ম সকল ভস্মশেষ করিয়া রামের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। তিনি শরজালপ্রয়োগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যুপাশের ন্যায় নিকটে সমাগত অন্তরীক্ষচারিণী সেই সুবিশাল গদা বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতীবহিংস্রস্বভাবা সর্পী যেমন মন্ত্র ও ঔষধিপ্রভাবে বিনিপাতিত হয়, তদ্রূপ ঐ গদা শরপরম্পরায় ছিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ১৬-২৮।

ত্রিংশ সর্গ।

রামহস্তে খরের নিধন।

ধর্ম্মবৎসল রাঘব বাণসমূহে সেই গদা ছিন্ন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত ক্রোধান্বিত খরকে কহিতে লাগিলেন, "রে রাক্ষসাধম! এই তোমার বলসর্ব্বস্ব প্রদর্শিত হইল। তুমি আমা হইতে হীনবল হইয়া বৃথা গর্জ্জন করিতেছ কেন? তুমি কেবল নিরর্থক বাগাড়ম্বরে সমর্থ। তোমার গদা আমার বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে শয়ন পূর্ব্বক তোমার বিশ্বাস বিনষ্ট করিল। আর তুমি যে বলিয়াছিলে, 'বিনষ্ট রাক্ষসগণের স্ত্রীপুত্রাদির অশ্রু প্রমার্জ্জন করিব,' তোমার সে কথা মিথ্যা হইল। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও সেইরূপ নীচ, ক্ষুদ্রস্বভাব ও অসচ্চরিত্র তোমার প্রাণ হরণ করিব। অদ্য আমার বাণে বিদারিত ও ছিন্নকণ্ঠ হইলে পৃথিবী তোমার ফেনবুদ্বুদশোভিত রক্ত পান করিবেন। অদ্য তুমি শিথিল ও ভূতলন্যস্ত ভুজদ্বয়ে ধূলিধূসরিত-সর্ব্বাঙ্গে দুর্ল্লভা মহিলার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবে। রে রাক্ষসকুলনাশক! তুমি দীর্ঘনিদ্রা লাভ পূর্ব্বক শয়ন করিলে এই দণ্ডক-প্রদেশ সকল লোকের আশ্রয়স্বরূপ ঋষিগণের আশ্রয় হইবে। রে রাক্ষস! মদীয় শরসমূহে জনস্থান রাক্ষস-শূন্য হইলে মুনিগণ নির্ভয় হইয়া সর্ব্বতোভাবে বনে বিচরণ করিবেন। ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সকল অদ্য হতবান্ধবা ও বাষ্পার্দ্রবদনা হইয়া আমার ভয়ে জনস্থান হইতে পলায়ন করিবে। তুমি যাহাদের পতি, তোমার সেই তুল্যবংশীয় পত্নীরা অদ্য শোকরসের মর্ম্মজ্ঞ ও হীনবীর্য্য হইবে। রে নৃশংসশীল ক্ষুদ্রাত্মা ব্রাহ্মণকণ্টক! মুনিগণ তোমার জন্য শঙ্কিত হইয়া অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষেপ করেন।" ১-১২।

রঘুকুমার অরিনিসূদন রাম নিরতিশয় ক্রোধবশে এই প্রকার কহিলে নিশাচর খর ক্রোধপ্রযুক্ত খরতর-স্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "তুমি নিশ্চয়ই অতিশয় গর্ব্বিত এবং ভয়েও ভয় কর না; সেই জন্য মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াও বাচ্যাবাচ্য বুঝিতে পারিতেছ না। যে সকল পুরুষ কালপাশে বদ্ধ হয়, অন্তঃকরণাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের অবসাদপ্রযুক্ত তাহাদের কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান থাকে না।" নিশাচর খর রামকে এই কথা কহিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া অতিদূরে অতি প্রকাণ্ড এক শালতরু অবলোকন করিল। সেই সুবিস্তৃত শালতরু দর্শনে যুদ্ধে অস্ত্র করিবার জন্য ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক সে তাহা সমুৎপাটিত করিল এবং ঘোর গভীর চীৎকার পূর্ব্বক বাহুদ্বয় দ্বারা ঐ তরু উত্তোলন করিয়া 'তুমি হত হইলে' বলিয়া রামের উদ্দেশে তাহা নিক্ষেপ করিল। প্রতাপশালী রাম আত্মোপরি পতনোন্মুখ ঐ শালতরু বহুবাণে ছেদন করিয়া যুদ্ধে খরের সংহার জন্য নিরতিশয় ক্রোধ আহরণ করিলেন। ক্রোধ-প্রযুক্ত তাঁহার নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সহস্র শরে খরকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পর্ব্বতপ্রস্রবণ হইতে যেরূপ বারিধারা নির্গত হইতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার বাণ-ভিন্ন-দেহরন্ধ্র হইতে ফেনময় রুধিররাশি ক্ষরিত হইতে লাগিল। খর রামের শরজালে বিকলীকৃত ও রুধিরগন্ধে মত্ত হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। সে রুধিরাক্ত ও সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া ঐরূপে ধাবিত হইলে কৃতাস্ত্র রাম দ্রুতগমনে পশ্চাদ্‌ভাগে দুই তিন পদ সরিয়া গেলেন। অনন্তর তিনি খরের বধার্থে অপর ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় অগ্নিসদৃশ শর গ্রহণ করিলেন। ধীমান্ দেবরাজ ইন্দ্র ঐ শর তাঁহাকে দান করেন। ধর্ম্মাত্মা রাম শরাসনে শর-সন্ধান পূর্ব্বক উহা খরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি ধনু আনত করিয়া মহাবাণ মোচন করিলে উহা বজ্রসম শব্দ করিয়া খরের বক্ষঃ-স্থলে পতিত হইল। খর বাণাগ্নির দ্বারা দহ্যমান হইয়া শ্বেতারণ্যে রুদ্র কর্ত্তৃক বিনির্দ্দগ্ধ অন্ধকারের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। বৃত্র যেমন বজ্র দ্বারা, নমুচি যেমন ফেন দ্বারা এবং বলাসুর যেমন ইন্দ্রের অশনি দ্বারা হত ও পতিত হইয়াছিল, খরও সেইরূপে রামের শরাঘাতে বিনষ্ট ও ভূপতিত হইল। এই সময়ে দেবগণ চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া নিরতিশয় হর্ষ ও বিস্ময়-সহকারে দুন্দুভি সকল বাদন করত চতুর্দ্দিক্ হইতে রামের উপর পুষ্প বর্ষণ করিলেন। 'রাম সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা সার্দ্ধমুহূর্ত্তমধ্যে সেই মহাযুদ্ধে খরদূষণপ্রমুখ কামরূপী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিলেন। সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় বিদিতাত্মা রামের কি অত্যাশ্চর্য্য মহৎ কার্য্য! অহো, কি অদ্ভুত বীর্য্য! কি বিস্ময়াবহ দৃঢ়তাই দর্শন করিলাম!' এই কথা বলিতে বলিতে সমবেত দেবতারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৩-৩৩।

অনন্তর রাজর্ষি ও পরমর্ষিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া অগস্ত্যের সহিত আমোদ-প্রমোদ-সহকারে রামকে অভিনন্দন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাতেজা পাকশাসন পুরন্দর ইন্দ্র এই জন্যই শরভঙ্গের পুণ্যজনক আশ্রমে আসিয়াছিলেন এবং মহর্ষিগণ এই সকল পাপকর্ম্মা রাক্ষসের বধজন্যই কৌশলক্রমে তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। হে দশরথ-নন্দন! তুমি আমাদের সেই এই অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিলে। মহর্ষিগণ এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে স্ব স্ব ধর্ম্ম আচরণ করিবেন।" মুনিগণ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বীর লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইয়া সুখে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিজয়ী রাম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং জানকী মহর্ষিগণের আনন্দ-বর্দ্ধন শত্রুহন্তা স্বামী রামকে সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইয়া লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইলেন। তখন রাম সাদরে জানকীকে আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে এবং রাম সর্ব্বথা নিরাপদে আছেন দেখিয়া সীতা অতিশয় প্রীতি ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর জনকাত্মজা পুনর্ব্বার পরম প্রীতি ও হর্ষভরে রাক্ষস-কুল-মর্দ্দন স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া বিশেষরূপে রামের পূজা করিতে লাগিলেন। ৩৪-৪২।

একত্রিংশ সর্গ।

খরদূষণের মৃত্যুতে রাবণের ক্রোধ ও মারীচাশ্রমে গমন এবং মারীচ কর্ত্তৃক সীতাহরণে নিষেধ।

অনন্তর অকম্পন-নামা রাক্ষস ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থান হইতে বেগে প্রস্থান পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবেশ করত রাবণকে কহিল, "রাজন্! জন-স্থানবাসী অনেক রাক্ষস এবং স্বয়ং খরও যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, আমি কোনরূপে বাঁচিয়া আসিয়াছি।" সে এই কথা কহিলে ক্রোধভরে রাবণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং স্বীয় তেজে যেন তাহাকে দগ্ধ করত বলিল, "কোন্ ব্যক্তির আয়ুঃশেষ হইয়াছে? ত্রিলোকমধ্যে কাহার আশ্রয় চূর্ণ হইয়াছে, সেই জন্য সে আমার সেই ভয়ঙ্কর জনস্থান ধ্বংস করিয়াছে? আমার অপ্রিয়-কার্য্য করিয়া ইন্দ্র, যম, কুবের অথবা বিষ্ণুও সুখলাভে সমর্থ হয়েন না। আমি কালেরও কাল,

আমি অগ্নিকেও দগ্ধ করি এবং মৃত্যুরও মৃত্যু-বিধান করিতে পারি। আমি ক্রুদ্ধ হইলে তেজোবলে অগ্নি ও সূর্য্যকে দগ্ধ এবং স্বীয় বেগে বায়ুরও বেগ রুদ্ধ করিতে পারি।" ১-৭।

দশগ্রীব রাবণ এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হইলে অকম্পননামা রাক্ষস ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া সন্দিগ্ধ-বাক্যে কাঁপিতে কাঁপিতে অভয় প্রার্থনা করিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন তাহাকে অভয় প্রদান করিলে সে আশ্বস্ত হইয়া সুস্পষ্ট-বাক্যে কহিতে লাগিল, "দশরথের রাম নামে এক পুত্র আছেন; তিনি যুবা, মহৎ-স্কন্ধ-বিশিষ্ট এবং সাতিশয় শ্রীমান্; তাঁহার অঙ্গ ও রূপ অত্যুৎকৃষ্ট; ভুজদ্বয় সুবৃত্ত ও সুবিস্তৃত; বর্ণ শ্যামল, যশ বহু-বিস্তৃত এবং তাঁহার বলবিক্রমের ইয়ত্তা নাই। তিনিই জনস্থানে দূষণ সহিত খরের প্রাণ সংহার করিয়াছেন।" রাক্ষসাধিপতি রাবণ অকম্পনের কথা শুনিয়া নাগরাজের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিল, "অকম্পন! তুমি বলিতে পার, রাম সমুদায় দেবতা ও ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া কি জনস্থানে আগমন করিয়াছেন?" ৭-১০।

অকম্পন রাবণের সেই কথা শুনিয়া তাহার নিকটে পুনরায় মহাত্মা রামের বল ও বিক্রম কীর্ত্তন করিয়া কহিল, "রাম মহা-তেজা, সমুদায় ধনুর্দ্ধারীর শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণও তাঁহার সমান বলবান্। তাঁহার স্বর দুন্দুভির ন্যায় সুগভীর, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ এবং তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। বায়ু যেমন অগ্নির সহিত মিলিত হয়, শ্রীমান্ রাজশ্রেষ্ঠ রামও তেমনি লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া জনস্থান ধ্বংস করিয়াছেন। মহাত্মা দেবগণ তথায় আগমন করেন নাই। রামই কেবল পত্রযুক্ত সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল সন্ধান করিয়াছেন; সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের প্রয়োজন নাই। রামের শর সকল পঞ্চ-মুখ সর্প হইয়া রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাক্ষসগণ যুদ্ধসময়ে শুষ্কপ্রায় হইয়া যে যে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সেই দিকেই দেখিতে পাইল, রাম তাহাদের পুরোবর্ত্তী রহিয়াছেন। হে নিষ্পাপ! এই প্রকারে তিনি আপনার অধিকৃত জনস্থান উৎসাদিত করিয়াছেন।" ১১-২০।

অকম্পনের কথা শুনিয়া রাবণ কহিল, "আমি রামলক্ষ্মণের বিনাশার্থ জনস্থানে গমন করিব।" রাবণ এই কথা বলিলে অকম্পন কহিতে লাগিল, "রাজন্! রামের যাদৃশ বল, পৌরুষ ও চরিত্র, তাহা শ্রবণ করুন। মহাযশা রাম ক্রুদ্ধ হইলে বিক্রম দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করা ব্রহ্মাদিরও সাধ্য নহে। তিনি জলপূর্ণ নদীবেগও শরসমূহে নিবারণ করিতে, আকাশমণ্ডল হইতে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা সকল পাতিত করিতে এবং অবসন্না পৃথিবীকেও উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি বেলা-ভূমি ভগ্ন করিয়া লোক সকল জলপ্লাবিত করিতে পারেন, বাণ-সমূহ দ্বারা সাগরের অথবা বায়ুরও বেগ রোধ করিতে পারেন কিংবা সেই মহাযশা শ্রীমান্ শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বকীয় বিক্রম দ্বারা সমস্ত লোক সংহার করিয়া পুনরপি প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন। হে দশানন! পাপাত্মা যেমন স্বর্গজয়ে সমর্থ হয় না, আপনি বা রাক্ষসগণ কেহই তেমনি যুদ্ধে রামকে জয় করিতে পারিবেন না। দেবাসুর সকল একত্র হইলেও তাঁহাকে বধ করিতে পারেন না, ইহা আমার মনে হয়। তবে তাঁহার বধের এক উপায় আছে, একমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে তাঁহার এক লোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা ও সুমধ্যমা ভার্য্যা আছেন। তিনি স্ত্রীগণের রত্নস্বরূপা। সেই রত্নভূষিতা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সমুদয় অঙ্গ সমবিভক্ত। না দেবী, না গন্ধর্ব্বী, না অপ্সরী, না কেহই সেই সীমন্তিনীর তুল্য নহে; মানুষী কিরূপে তাঁহার সমান হইতে পারে? আপনি মহাবনে গমন করিয়া কোনরূপ কৌশলে রামের সেই ভার্য্যা অপহরণ করুন। ভার্য্যাহীন হইলে রাম কোন-মতেই বাঁচিবেন না।" ২১-৩১।

এই কথা মহাবাহু লঙ্কাপতি রাক্ষসরাজ রাবণের মনোমত হইল। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অকম্পনকে কহিল, "আচ্ছা, আমি কল্যই একাকী সারথির সহিত গমন করিব এবং বৈদেহীকে সহর্ষে এই মহাপুরীতে আনয়ন করিব।" এই কথা কহিয়াই রাক্ষসরাজ রাবণ তৎক্ষণাৎ আদিত্যবর্ণ গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদয় দিক্ প্রকাশিত করত প্রস্থান করিল। মহান্ রাক্ষসরাজের সেই রথ নক্ষত্র-পথে বেগভরে সঞ্চরণ করিয়া মেঘমণ্ডলে চন্দ্রমার ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। অনন্তর রাবণ বহুদূর গমন করিয়া তাড়কাসুত মারীচের আশ্রমে উপস্থিত হইল। মারীচ বিবিধ অমানুষ ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করিল। মারীচ স্বয়ং এইরূপে আসন ও উদক দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়া অর্থসঙ্গত বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল, "রাজন্ রাক্ষসাধিপ! রাক্ষসগণের কুশল ত? আপনি দ্রুতবেগে এখানে আগমন করাতে আমার কুশল-বিষয়ে আশঙ্কা হইতেছে।" মারীচ এই কথা কহিলে, বাক্কুশল মহাতেজা দশানন কহিতে লাগিল, "তাত! অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম আমার খরাদি সীমারক্ষকদিগকে বিনাশ করিয়াছেন এবং অবধ্য জনস্থানকে যুদ্ধে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছেন; অতএব তোমাকে রামের ভার্য্যাপহরণে আমার সহায়তা করিতে হইবে।" মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল, "কোন্ মিত্র-রূপী শত্রু তোমায় সীতার কথা কহিল? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট করিলেও কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে? সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন কর, এ কথা তোমায় কে বলিল, বল? কোন্ ব্যক্তি সমুদায় রাক্ষসকুলের শৃঙ্গচ্ছেদনে ইচ্ছা করিয়াছে? যে ব্যক্তি তোমাকে এই প্রকার উৎসাহ দিয়াছে, সে নিশ্চয়ই তোমার শত্রু; কেন না, সে ব্যক্তি সর্পের মুখ হইতে দন্ত আহরণের জন্য তোমাকে অগ্রসর করাইতেছে কোন্ ব্যক্তি এই কর্ম্ম দ্বারা তোমার বিনাশ-পন্থা উদ্ভাবিত করিয়াছে? রাজন্! তুমি সুখে শয়ন করিয়াছিলে, কোন্ ব্যক্তি তোমার মস্তকে প্রহার করিয়াছে? হে রাবণ! বিশুদ্ধ বংশ যাঁহার শুণ্ডাগ্র, প্রতাপ যাঁহার মদ এবং সুসংস্থিত বাহুযুগল যাঁহার দন্তদ্বয়, সেই রামরূপ মত্ত-হস্তীকে যুদ্ধে দর্শন করাও উচিত নহে। রণমধ্যে অবস্থানই যাঁহার সন্ধি ও কেশরগুচ্ছ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ যাঁহার দন্তপংক্তি এবং যিনি রণকুশল রাক্ষস-রূপ মৃগগণের নিহন্তা, সেই শররূপ-অঙ্গপূর্ণ রামরূপ নিদ্রিত সিংহকে জাগরিত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে রাক্ষসরাজ! যাহাতে ধনুরূপ প্রাণাপহারী হিংস্র জন্তু বিদ্যমান, বাহুবেগরূপ পঙ্ক ও শররূপ তরঙ্গমালায় যাহা সমাকুল এবং তুমুল যুদ্ধরূপ জলরাশিতে যাহা বেষ্টিত, সেই অতি ঘোর রামরূপ পাতালমুখে পতিত হওয়া তোমার উচিত নহে। অতএব লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র! প্রসন্ন হও এবং প্রসন্ন হইয়া স্বচ্ছন্দে লঙ্কায় গমন কর। তথায় তুমি নিত্য স্বকীয় স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে বিহার কর এবং রামও সভার্য্য হইয়া বনমধ্যে আনন্দ উপভোগ করুন।" মারীচ এইরূপ বলিলে দশগ্রীব রাবণ লঙ্কায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপনার উৎকৃষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল। ৩২—৫০

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

রাবণের নিকট সূর্পণখার গমন।

একা রাম কর্ত্তৃক ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছে এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে হত দেখিয়া, সূর্পণখা মেঘ-গম্ভীরস্বরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। অন্যের যাহা নিতান্ত দুষ্কর, রাম তাহা করিলেন দেখিয়া, সূর্পণখা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, রাবণপালিতা লঙ্কা-নগরীতে গমন করিল। দেখিল, দীপ্ততেজা দশানন বিমানাগ্রে আসীন রহিয়াছে। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের নিকট উপবিষ্ট থাকেন, মন্ত্রিগণ সেইরূপ তাহার সমীপে বসিয়া আছে। সূর্য্যসঙ্কাশ স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হওয়াতে, স্বর্ণময় বেদিমধ্যগত প্রভূততর প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার শোভা হইয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিগণ কেহই তাহাকে সেই ব্যাদিতানন ভয়ঙ্কর অন্তকের ন্যায় সমরে জয় করিতে পারেন না। দেবাসুরগণের সহিত তাহার যে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার চিহ্নস্বরূপ তাহার শরীরে বজ্র ও অশনিকৃত ব্রণপরম্পরা বিরাজ করিতেছে এবং ঐরাবতের দশনাগ্রের আঘাত-চিহ্নও তাহার বক্ষঃস্থলে শোভমান আছে। তাহার বিংশ ভুজ, দশ গ্রীবা, পরিচ্ছদ পরমপরিপাটী, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং শরীর রাজলক্ষণযুক্ত। সে যে বৈদূর্য্য ধারণ করিয়াছে, তদীয় দেহকান্তি সেই বৈদূর্য্যমণি-সদৃশ। তাহার কুণ্ডল তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত, বাহুসকল পরমসুন্দর, দশনপংক্তি শুক্লবর্ণ, বদনমণ্ডল অতীব মহান্ এবং পর্ব্বত-প্রতিম। দেবগণের সহিত শত শত যুদ্ধে বিষ্ণুচক্রের নিপতনে এবং অন্যান্য অনেক মহাযুদ্ধে শস্ত্র সকলের প্রহারে সে নিরতিশয় তাড়িত এবং তাহার অঙ্গ সমস্তও অমরগণের শস্ত্র দ্বারা আহত হইয়াছে। ক্ষুব্ধ হইবার নহে, এমন সমুদ্রগণেরও ক্ষোভসমুৎপাদনে তাহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে পর্ব্বতশৃঙ্গ সকলের ক্ষেপণকারী সুর সকলের প্রমর্দ্দনকারী, ধর্ম্ম সকলের উচ্ছেদনকারী, পরদার সকলের সতীত্বধর্ম্মহরণকারী, দিব্যাস্ত্র সকলের প্রয়োগকারী ও সর্ব্বযজ্ঞবিঘ্নকারী। সে ভোগবতী নগরে গমন পূর্ব্বক নাগরাজ বাসুকিকে পরাজয় করিয়া তক্ষককে পরাজয় করত তদীয় প্রিয় ভার্য্যা হরণ করিয়াছে; কৈলাসপর্ব্বতে গমন ও নরবাহন কুবেরকে জয় করিয়া তদীয় কামচারী পুষ্পকবিমান বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে; চৈত্ররথনামক দিব্য বন, নলিনী, নন্দনকানন এবং অন্যান্য দেবোদ্যান সকল ক্রোধে বিনষ্ট করিয়াছে। সেই পর্ব্বতোপম বীর্য্যবান্ উদীয়মান মহাভাগ চন্দ্র-সূর্য্য দুই জনকে দুই বাহুতে নিবারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সেই বীর মহাবনে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে আপনার মস্তক সকল উপহার প্রদান করিয়াছিল। মনুষ্য ব্যতিরেকে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতগ বা উরগ আর কাহারই যুদ্ধে তাহার মৃত্যুভয় নাই। দ্বিজাতিগণ যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার স্তব করেন। ঐ মহাবল রাবণ হোমশালায় গমন করিয়া পবিত্র হোম নষ্ট ও দক্ষিণাদানসময়ে যজ্ঞ সকল ধ্বংস করে. সর্ব্বদা ব্রহ্মহত্যা, ক্রুর-কার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রজাগণের অহিতাচরণ করিয়া থাকে. নানাপ্রকার উৎপীড়ন জন্য সর্ব্বলোক-ভয়াবহ বলিয়া লোকে তাহাকে রাবণ বলিয়া থাকে। রাক্ষসী সূর্পণখা অবলোকন করিল, মহাবল, মহাভাগ, পৌলস্ত্য-নন্দন, রিপুনাশন, রাক্ষসরাজ, ভ্রাতা রাবণ দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যে ভূষিত এবং মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সাক্ষাৎ কালের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সূর্পণখা সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে মহাত্মা লক্ষ্মণ নাসাকর্ণ ছেদন করাতে সে ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল এবং রাক্ষসগণের মৃত্যুজন্য শঙ্কায় ও রামের রূপাতিশয্য দর্শনে লোভবশতঃ সে হতজ্ঞান হইয়াছিল, সে তদবস্থায় দীপ-প্রভ-লোচন-বিশিষ্ট রাবণের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, আত্মদশা প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি ভয়ঙ্কর বাক্যে কহিতে লাগিল। ১—২৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাবণকে সূর্পণখার ভর্ৎসনা।

তখন দীনা সূর্পণখা ক্রোধ-সহকারে সকল লোকের দুঃখপ্রদ রাবণকে মন্ত্রিগণের সমক্ষে কটুবাক্যে কহিতে লাগিল, "তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্ব্বদাই কামভোগে সাতিশয় মত্ত হইয়া আছ এবং কোন বিষয়ে কাহারই নিষেধ বা বাধা গ্রাহ্য কর না; সেই জন্য তুমি অবশ্য জ্ঞাতব্য এই যে ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতেছ না। কিন্তু যে রাজা স্ত্রী প্রভৃতি গ্রাম্য ভোগে সর্ব্বদাই আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হয়েন, প্রজাগণ শ্মশানাগ্নির ন্যায় সেই রাজার সমাদর করে না। যে রাজা স্ত্রী প্রভৃতির অধীন এবং চার সকল নিয়োগ ও প্রজাদিগকে সমুচিত সময়ে দর্শনদান করেন না, হস্তী সকল যেরূপ দূর হইতেই পঙ্কযুক্ত নদী ত্যাগ করে, প্রজারাও সেইরূপ রাজাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে সকল মহীপতি স্বীয় অনায়ত্ত রাজ্য উপায় দ্বারা আয়ত্ত করেন না, সাগরমধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের ন্যায় তাঁহাদের সমৃদ্ধি প্রকাশমান হয় না। তুমি স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং চারও নিয়োগ কর না; সুতরাং বিশুদ্ধচিত্ত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত শত্রুতা করিয়া কিরূপে রাজত্ব করিবে? হে রাক্ষসরাজ! তুমি বুদ্ধিহীন-স্বভাব এবং যাহা জানা উচিত, তাহাও তুমি জান না; অতএব কিরূপে রাজপদ রক্ষা করিবে? হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! যাহাদের চার, কোষ ও নীতি আয়ত্ত নহে, তাদৃশ মহীপতিরা প্রাকৃত লোকের সমান। ভূপতিগণ চারচক্ষু দ্বারা দূরস্থ বিষয় সমুদায় অবলোকন করেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে দীর্ঘচক্ষু বলিয়া থাকে। আমার বোধ হইতেছে, তুমি কুত্রাপি চারনিয়োগ কর না এবং ইতরপ্রকৃতি মন্ত্রিগণে সর্ব্বদাই বেষ্টিত থাক; সেই জন্য স্বজন ও জনস্থান যে বিনষ্ট হইয়াছে, তোমার সে জ্ঞান নাই। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম একাকীই ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস ও ও দূষণের সহিত খরকে হত করিয়াছেন, ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছেন, সমুদায় দণ্ডকারণ্য নিষ্কণ্টক ও জনস্থান ধর্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু রাবণ! তুমি লোভের বশীভূত, প্রমত্ত এবং সর্ব্বদাই পরের অধীন হইয়া আছ; সেই জন্য স্বীয় রাজ্যমধ্যে যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতেছ না। যে রাজা তীক্ষ্ণ, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ এবং অল্প দান করেন, বিপৎকালে কোন প্রজাই তাঁহার রক্ষার্থ যত্ন করে না। যে রাজা অতিশয় অভিমানী ও ক্রোধন-স্বভাব, যিনি নিজেই আপনার গৌরব করেন এবং আত্মীয়গণ যাঁহাকে গ্রাহ্য করে না, ব্যসনকালে তদীয় আত্মীয়গণও তাঁহাকে বিনষ্ট করে। যে রাজা স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না এবং ভয়ে ভীত হন না, তাদৃশ নরপতিকে শীঘ্র রাজ্যচ্যুত ও তৃণতুল্য ক্ষীণ হইতে হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ,

লোষ্ট্র ও ধূলি দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু স্থানভ্রষ্ট নরপতি দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। পরিত্যক্ত বস্ত্র ও মর্দ্দিত মালা যেমন কোন কার্য্যেরই নহে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজাও তেমনি শান্তিসম্পন্ন হইয়াও নিরর্থক হয়েন। যে রাজা প্রমাদহীন, অভিজ্ঞ, বিশিষ্টরূপ জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মরত, তিনিই রাজপদে চিরস্থায়ী হয়েন। যে রাজা নয়ন দ্বারা নিদ্রিত হইয়াও নীতিরূপ নেত্র বিস্তার পূর্ব্বক জাগিয়া থাকেন এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ কার্য্য দ্বারা ব্যক্ত হয়,সেই রাজাই লোকসমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু রাবণ! তুমি দুর্বুদ্ধি ও ঐ সকল গুণে বর্জ্জিত; কেন না, রাক্ষসগণের যে এই সর্ব্বনাশ হইল, চর দ্বারা তুমি তাহার কিছুই জানিলে না। তুমি কেবল পরের অপমান কর, সর্ব্বদাই বিষয়সুখে মত্ত হইয়া আছ, দেশকাল-বিভাগে অনভিজ্ঞ এবং গুণদোষ-মীমাংসায় চিত্তসমাধানে অসমর্থ; অতএব তোমাকে অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে।" ধন, বল ও গর্ব্ব-সমন্বিত রাক্ষসরাজ রাবণ সূর্পণখাকে এইরূপে স্বীয় দোষ সমস্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিল। ১-২৪।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের নিকট সূর্পণখা কর্ত্তৃক রামপ্রভৃতির পরিচয়প্রদান।

সূর্পণখা মন্ত্রিসভামধ্যে নানা কটু কথা কহিতেছে দেখিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাম কে? তাহার বীর্য্য, রূপ ও পরাক্রম কীদৃশ? কি জন্য সে সুদুস্তর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে? সে যাহা দ্বারা খর, দূষণ, ত্রিশিরা এবং অন্যান্য রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, সেই আয়ুধই বা কি প্রকার? হে মনোজ্ঞাঙ্গি! কোন্ ব্যক্তিই বা তোমায় বিরূপা করিয়াছে? সমুদায় যথার্থ বল। ১—৪।

রাবণ এই প্রকার কহিলে রাক্ষসী ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অবিকল রাম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল;—কহিল, "রাম দশরথের পুত্র, কন্দর্পের সমান রূপবান্, দীর্ঘবাহু ও বিশালনয়ন এবং বল্কল ও কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী। তাহার ধনু ইন্দ্রের ধনুর ন্যায় স্বর্ণময় বলয়ে অলঙ্কৃত; সে ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক তীব্রবিষযুক্ত সর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত নারাচ সকল মোচন করিয়া থাকে। সেই মহাবল রাম যুদ্ধসময়ে কখন্ ভয়ঙ্কর শর সকল গ্রহণ ও মোচন এবং কখন্ই বা ধনু আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা দেখিতে পাইলাম না; কেবল শরবৃষ্টি দ্বারা সৈন্য সকল সংহার করিতেছে দেখিলাম। ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য বিনষ্ট করেন, একাকী রাম সেইরূপ পাদচারেই সার্দ্ধমুহূর্ত্তমধ্যে সুশোভিত বাণ-প্রহারে ভীমপরাক্রম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর ও দূষণকে নিহত করিয়া ঋষিদিগকে অভয় দান ও সমুদয় দণ্ডক মঙ্গলময় করিয়াছে। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা রাম স্ত্রীবধশঙ্কা করিয়া নাসা ও কর্ণমাত্র ছেদন পূর্ব্বক আমায় কেবল একাকী কোনরূপে মুক্তি দিয়াছে। লক্ষ্মণ নামে তাহার ভ্রাতা মহাতেজা, গুণে ও বিক্রমে তাহার তুল্য; রামের প্রতি অনুরক্ত ও ভক্ত এবং অতিশয় বুদ্ধিমান্ বলবান্, বীর্য্যবান্, বিক্রম ও অমর্ষবিশিষ্ট, সকলের জেতা ও দুর্জ্জেয়। সে রামের দক্ষিণবাহু ও বাহ্যসঞ্চারী প্রাণ। আর রামের যে সহধর্ম্মিণী আছেন, তাঁহার লোচন আয়ত ও বদন পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ। পতি তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন এবং তিনিও সর্ব্বদা স্বামীর প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে তৎপর। সেই যশস্বিনী রামপত্নীর কেশ, নাসিকা, ঊরু ও রূপ অতি উত্তম। তিনি যেন ঐ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমান হইতেছেন। তাঁহার বর্ণের জ্যোতি তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ, কটি ক্ষীণ এবং নখপংক্তির অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। তিনি নিরতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী, সকল রমণীর শিরোমণি, তিনি বিদেহবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি সীতা নামে লোকপ্রসিদ্ধ। না দেবী, না গন্ধর্ব্বী, না যক্ষী, না কিন্নরী, কাহারও সৌন্দর্য্য তাঁহার সমান নহে। পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীতে সেরূপ রূপবতী রমণী আমি দৃষ্টিগোচর করি নাই। সেই সীতা যাহার ভার্য্যা হয়েন এবং তিনি যাহাকে হর্ষভরে আলিঙ্গন করেন, সে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি, ইন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক সুখে জীবন যাপন করে. সীতার দেহযষ্টি সকল লোকের শ্লাঘনীয় এবং পৃথিবীতে তাহার রূপ অতুল। সেই সুশীলা তোমারই অনুরূপ ভার্য্যা এবং তুমিই তাঁহার অনুরূপ পতি। তাঁহার পয়োধরযুগল উন্নত, জঘন অতি বিশাল এবং মুখমণ্ডল সাতিশয় প্রশস্ত। হে মহাভুজ! আমি সেই সুন্দরীকে তোমার ভার্য্যার্থ আনয়ন করিতে চেষ্টা করাতেই ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছে। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা বিদেহ-দুহিতাকে দর্শন করিলে তোমাকে মদন-বাণের একান্ত বশীভূত হইতে হইবে। যদি তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে তোমার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই রামকে জয় করিবার জন্য দক্ষিণ-চরণ সঞ্চালন কর। রাক্ষসরাজ রাবণ! আমার এই কথা যদি তোমার রুচিজনক হয়, তাহা হইলে যাহা বলিলাম, শঙ্কারহিত-চিত্তে তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। হে মহাবল! তুমি তাহাদিগকে অসমর্থ ও আপনাকে সমর্থ বোধ করিয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে পত্নীপদে বরণ করিতে কৃতযত্ন হও। রাম অকুটিলগামী শরসমূহ দ্বারা সমুদায় জনস্থানবাসী নিশাচর এবং খর ও দূষণকেও নিহত করিয়াছে, ইহা শুনিয়া সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই কর। ৫-২৬।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

মারীচের আশ্রমে রাবণের গমন।

সূর্পণখার সেই রোমহর্ষজনক কথা শুনিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করত রাবণ মন্ত্রীদিগকে অনুজ্ঞা করিয়া গমনের উপক্রম করিল। সে মনে মনে সেই কার্য্য উদ্দেশ পূর্ব্বক সূক্ষ্মদৃষ্টি সহকারে তাহার গুণ ও দোষের বলাবল অবধারণ করিয়া, ইহাই কর্ত্তব্য, এরূপ নিশ্চয় করত রমণীর যানশালায় প্রবেশ করিল এবং গুপ্তভাবে তথায় গমন করিয়া, সারথিকে আদেশ করিল, "সত্বর রথ-যোজনা কর।" সারথি আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার অভিমত উৎকৃষ্ট রথ যোজনা করিল। ঐ রথ কামচারী, কাঞ্চনময়, রত্নভূষিত, স্বর্ণালঙ্কৃত, পিশাচবদন গর্দ্দভগণে সংযোজিত এবং উহার শব্দ মেঘের ন্যায়। কুবেরানুজ রাক্ষসপতি শ্রীমান্ দশানন সেই রথে আরোহণ করিয়া নদনদীপতি সমুদ্রের অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার ব্যজন ও ছত্র উভয়ই শ্বেতবর্ণ, কান্তি স্নিগ্ধ-বৈদূর্য্য-সদৃশ, ভূষণ সকল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত, পরিচ্ছদ পরম পরিপাটী এবং তাহার দশ মুখ, দশ মস্তক, দশ গ্রীবা ও বিংশতি হস্ত। দেবগণের শত্রু ও মুনীন্দ্রগণের হন্তা ঐ রাবণ সাক্ষাৎ পর্ব্বতরাজের ন্যায় কামগামী রথে আরোহণ করিয়া আকাশে বিদ্যুন্মণ্ডল-বলাকারাজিত

মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গমনসময়ে পর্ব্বতব্যাপ্ত, সাগর-সন্নিহিত, জলবহুল প্রদেশ তাহার দর্শনপথে পতিত হইল। বিবিধফল-পুষ্পসম্পন্ন সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও শীতল-পবিত্র-সলিল-শালিনী পুষ্করিণীসমূহে তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ এবং বেদিযুক্ত বিশাল আশ্রমপদ সকল,কদলী-বন, নারিকেল, শাল, তাল ও তমাল প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্পিত পাদপ, যাঁহারা অতিশয় আহার-সংযম করিয়াছেন, তাদৃশ পরমর্ষিগণ, সহস্র সহস্র নাগ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরসমূহ, জিতকাম সিদ্ধ ও চারণগণ এবং ব্রহ্মপুত্র বৈখানস, মরীচিপ, বালখিল্য ও মাষসংজ্ঞক পরমর্ষিগণ ইঁহাদের সান্নিধ্যবশতঃ উহার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। দিব্যাভরণ, দিব্য মাল্য ও দিব্য-রূপশালিনী ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞা সহস্র সহস্র অপ্সরা, শ্রীসম্পন্না দেবপত্নী ও অমৃতাশী দেব-দানবগণ সর্ব্বদা তথায় বিচরণ ও তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। হংস, ক্রৌঞ্চ, মণ্ডূক ও সারসসমূহ উহার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছে। বৈদূর্য্য-সদৃশ শ্যামল-বর্ণ প্রস্তর সকল তথায় বিরাজমান হইতেছে এবং সাগরতরঙ্গের হিল্লোল-বশতঃ উহা সর্ব্বদাই শীতল ও স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন। এতদ্ভিন্ন রাবণ দিব্য-মাল্যযুক্ত, গীতবাদ্যে প্রতিধ্বনিত, শ্বেতবর্ণ, বিশাল বিমান সকল চতুর্দ্দিকে দর্শন করিতে লাগিল। যাঁহারা তপোবলে বিবিধলোক জয় করিয়াছেন, ঐ সকল কামচারী বিমান তাঁহাদের অধিকৃত। কুবেরানুজ রাবণ যাইবার সময় পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগকেও দর্শন করিল। অনন্তর অগুরু-নির্য্যাসরসের আকর ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর, পরমদর্শনীয় সহস্র সহস্র চন্দনক নন, অত্যুৎকৃষ্ট ফলসম্পন্ন শ্রেষ্ঠজাতীয় সুগন্ধি কক্কোলবৃক্ষের বন ও উপবন সকল, পুষ্প ও মরীচের গুল্মসমূহ, তীরদেশে শুষ্যমাণ মুক্তাপুঞ্জ, শিলা-সমূহ, অত্যুত্তম প্রবালনিচয়, কাঞ্চন ও রজতময় শৃঙ্গপরম্পরা সুবিমল সলিলপূর্ণ অদ্ভুত মনোজ্ঞ প্রস্রবণসমূহ তাহার দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাবণ ধনধান্য-সম্পন্ন, স্ত্রীরত্নপরিপূর্ণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে ঘনসন্নিবিষ্ট নগর সকল দর্শন করিতে করিতে সিন্ধুরাজের উপকূলবর্ত্তী স্বর্গতুল্য স্নিগ্ধ মৃদুমারুতযুক্ত সমতল-দেশে সমাগত হইল। রাক্ষসরাজ দশানন তথায় মেঘবর্ণ ঋষিগণ-সেবিত এক বটবৃক্ষ অবলোকন করিল। উহার শাখা সকল চতুর্দ্দিকে শতযোজনবিস্তৃত। মহাবল গরুড় প্রকাণ্ডকায় গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিয়া ঐ বটবৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় গুরুতর ভারে বহুপত্র-বিশিষ্ট ঐ শাখা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। বৈখানস, মাষ, মরীচিপায়ী, বালখিল্য ও ধূম্রাপ্য পরমর্ষিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া সেই শাখা আশ্রয় করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মাত্মা গরুড় তাঁহাদের প্রতি দয়া করিয়া একপাদেই সেই শতযোজন ভগ্নশাখা এবং গজ ও কচ্ছপ এককালে গ্রহণপূর্ব্বক বেগভরে অন্যত্র গমন করিয়া সেই গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করেন। পরে তিনি ভগ্ন-শাখার সাহায্যে সমুদায় নিষাদ-রাজ্য বিনষ্ট করিয়া মুনিগণকে এরূপে পরিত্রাণ করাতে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর সেই হর্ষবশতঃ তাঁহার বিক্রম দ্বিগুণীভূত হওয়াতে মতিমান্ গরুড় অমৃত আনয়নার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনন্তর লৌহময় জাল সমস্ত ছেদন ও রত্নময় উৎকৃষ্ট গৃহ ভেদ করিয়া মহেন্দ্র-ভবন হইতে সুরক্ষিত সুধা হরণ করিলেন। ধনদানুজ রাবণ গরুড়-চিহ্নিত মহর্ষিগণ-সেবিত সুভদ্র নামক ঐ বট-বৃক্ষ অবলোকন করিল তথা হইতে নদীপতি সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া বনান্তরে এক পরম-পবিত্র রম্য নির্জ্জন আশ্রম দেখিতে পাইল। আরও দেখিল, মারীচ নামে নিশাচর কৃষ্ণাজিন ও জটাজূট ধারণ করিয়া আহারসংযম পূর্ব্বক তথায় বাস করিতেছে। রাক্ষস মারীচ রাবণকে দেখিবামাত্র সম্মিলিত হইয়া বিহিত-বিধানে বিবিধ অমানুষ ভোগ্য-বস্তু প্রদান দ্বারা তাহার পূজা করিল। এইরূপে ভোজ্য ও উদক দ্বারা স্বহস্তে পূজা করিয়া মারীচ অর্থসঙ্গত-বাক্যে কহিতে লাগিল, "রাজন্ রাক্ষসেশ্বর! আপনার ও লঙ্কার কুশল ত? কি জন্য আপনি পুনরায় শীঘ্রই এখানে আগমন করিলেন?" মারীচ এই প্রকার বলিলে বাক্য-বিশারদ মহাতেজা রাবণ তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল। ১-৫২।

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

মারীচকে মৃগরূপ ধারণ করিতে রাবণের অনুরোধ।

"তাত মারীচ! বলিতেছি, শ্রবণ কর, আমি বিপন্ন হইয়াছি, তুমিই আমার বিপদে পরমগতি। যে স্থানে আমার ভ্রাতা খর ও মহাবাহু দূষণ এবং ভগিনী শূর্পণখা অবস্থিতি করে, সেই জনস্থানের বিষয় তুমি অবগত আছ। মাংসাশী রাক্ষস ত্রিশিরা ও অন্যান্য কৃতযুদ্ধ শৌর্য্যশালী বহুসংখ্য নিশাচর আমার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া ঐ জনস্থানে বাস করিতে-ছিল। তাহারা মহারণ্যে ধর্ম্মচারী ঋষিদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানে সর্ব্বদাই বাধা প্রদান করিত। ঐ সকল রাক্ষসের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র, তাহারা সকলেই ভীমকর্ম্মা, শূর, যুদ্ধে কৃতমনোরথ এবং খরের চিত্তানুবর্ত্তী ছিল। সম্প্রতি জনস্থানবাসী মহাবল খরপ্রমুখ রাক্ষসগণ বিবিধ শস্ত্র-ধারণ ও দুর্ভেদ্য কবচ-বন্ধন পূর্ব্বক রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিল। রাম নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কিছুমাত্র পরুষ-বাক্য প্রয়োগ না করিয়াই ধনুতে শরযোজনা করিয়া তাহার পরিচালন করেন। এই-রূপে মানুষ রাম পাদচারী হইয়া প্রজ্বলিত শর দ্বারা উগ্রতেজা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার, খর ও দূষণের নিপাত এবং ত্রিশিরাকেও নিহত করিয়া সমুদায় দণ্ডক নির্ভয় করিয়াছে। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ক্ষীণ-জীবী রামকে স্ত্রীর সহিত দূর করিয়া দিয়াছে। সেই দুঃশীল, কর্কশ, তীক্ষ্ণ, মূর্খ, লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয়, ক্ষত্রিয়াধম রাম সেই রাক্ষস-সৈন্যের সংহারকর্ত্তা। সে ধর্ম্মত্যাগ ও অধর্ম্ম আশ্রয় করত সর্ব্বদাই প্রাণিগণের অহিতে ব্রতী থাকে। দেখ, সে বিনা-শত্রুতায় নাসাকর্ণ ছেদন করত আমার ভগিনীকে বিরূপিতা করিল। অধুনা আমি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক জনস্থান হইতে রামের ভার্য্যা দেবকন্যা-সদৃশী সীতাকে আনয়ন করিব। তোমায় সহায় হইতে হইবে। মহাবল! তুমি এবং কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃ-গণ সহায় থাকিলে আমি দেবগণকেও লক্ষ্য করি না। অতএব রাক্ষস! তুমি আমার সহায় হও, সাহায্যদানে তুমিই সমর্থ। তুমি মহাশূর ও সর্ব্বপ্রকার মায়া জান। বীর্য্যে, যুদ্ধে, দর্পে ও উপায়ে তোমার সদৃশ কেহ নাই। নিশাচর! এই নিমিত্তই আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে আমার সাহায্যার্থ যাহা করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দু-বিচিত্রিত স্বর্ণমৃগ হইয়া রামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। সীতা মৃগরূপী তোমাকে দেখিয়া নিঃসন্দেহই ভর্ত্তা ও লক্ষ্মণকে কহিবে,'এই মৃগ ধরিয়া দাও।' অনন্তর তাহারা মৃগের জন্য আশ্রম হইতে দূরে যাইলে, আমি শূন্য আশ্রম পাইয়া যথাসুখে নির্ব্বিঘ্নে সীতাকে রাহুর চন্দ্রপ্রভাবৎ হরণ

করিব। ভার্য্যা হরণ করিলে রাম তাহার শোকে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। তখন আমি কৃতার্থ-চিত্তে, যথাসুখে ও নিঃশঙ্কে তাহাকে প্রহার করিব।" রাবণের কথা শুনিয়া মহাবল মারীচের মুখ শুষ্ক ও সাতিশয় ত্রাস উপস্থিত হইল। চিন্তাবশতঃ তাহার অধর-ওষ্ঠ শুষ্ক ও নয়ন যেন নিমেষশূন্য হইয়া উঠিল। সে বারংবার অধরোষ্ঠ লেহন করিয়া, আর্ত্তভাবে মৃতপ্রায় হইয়া রাবণের দিকে চাহিয়া রহিল। সে পূর্ব্বে মহাবনে রামের পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল; সেই জন্য ত্রস্ত ও ও বিষণ্ণচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে আপনার ও তাহার হিতজনক বাক্য কহিতে লাগিল। ১—২৭।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

মারীচ কর্ত্তৃক রামের বিক্রমবর্ণন।

বাক্যবিশারদ মহাতেজা মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া তাহাকে কহিল, "রাজন্! প্রিয়বাদী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুলভ; কিন্তু অপ্রিয় হিত-বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। তোমার চার নিযুক্ত নাই এবং স্বভাবও অতি চঞ্চল; সেই জন্য রাম যে সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও কুবেরসদৃশ মহাবীর্য্য ও উন্নত-গুণশালী, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। তাত! রামের সহিত বিরোধ করিলে রাক্ষসকুলের কি কুশল হইবে? তিনি ক্রুদ্ধ হইলে কি সমুদায় লোক রাক্ষসশূন্য করিতে পারেন না? জনকাত্মজা তোমারই বিনাশ-জন্য কি উৎপন্ন হয়েন নাই? সীতার জন্য কি তোমার মহৎ ব্যসন উপস্থিত হইবে না? তুমি যথেচ্ছাচারী ও নিরঙ্কুশ; অতএব তুমি রাজা থাকিতে সমুদায় লঙ্কা কি তোমার ও সমস্ত রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইবে না? তোমার ন্যায় যে রাজা দুঃশীল, পাপবুদ্ধি ও যথেচ্ছাচারী, সেই রাজা আপনাকে, সমুদায় রাজ্য ও স্বজনদিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন রাম পিতৃ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন নাই। তিনি মর্য্যাদাশূন্যও নহেন কিংবা লুব্ধ, দুঃশীল ও ক্ষত্রিয়বংশের বিনাশকও নহেন। ধর্ম্ম বা গুণেও তিনি হীন নহেন এবং তীক্ষ্ণস্বভাবও নহেন; অথবা সর্ব্বদা ভূতমাত্রেরই অহিতে বৃত নহেন। সত্যবাদী পিতা কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তাঁহার সত্যবাদিতা রক্ষার জন্য বনে প্রব্রজিত হইয়াছেন এবং পিতা দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রিয়ানুষ্ঠান-বাসনায় রাজ্য-ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া দণ্ডক-কাননে প্রবেশ করিয়াছেন। তাত! রাম কর্কশস্বভাব নহেন, মূর্খ নহেন, অজিতেন্দ্রিয়ও নহেন এবং মিথ্যা বলা দূরে থাক, তাহার প্রসঙ্গমাত্রও অবগত নহেন। তাঁহার প্রতি এরূপ বাক্য-প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না। বলিতে কি, রাম ধর্ম্মের বিগ্রহ, সাধু, সত্যপরাক্রম এবং ইন্দ্র যেমন দেবগণের,তিনিও তেমনি সকলের রাজা। তিনি নিজ তেজে বৈদেহীকে রক্ষা করেন। তুমি কিরূপে তাঁহার সেই জানকীকে সূর্য্যের প্রভার ন্যায় বলপূর্ব্বক হ ণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শর সকল যাঁহার শিখা, ধনু ও খড়্গ যাঁহার ইন্ধন এবং যাঁহার ত্রিসীমায় গমন করা অসাধ্য, সেই রামরূপ প্রজ্বলিত অনলে সহসা প্রবেশ করা তোমার উচিত হয় না। তিনি সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ধনু তাঁহার ব্যাদিত ও প্রজ্বলিত মুখ এবং শরসকল তাঁহার শিখাসমূহ। রাজ্য, সুখ ও নিজের অভীষ্ট প্রাণে জলাঞ্জলি দিয়া সেই অমর্ষপরায়ণ, অত্যুগ্র ধনুর্ব্বাণধারী ও শত্রু-সেনা-সংহারী রামরূপ অন্তকের সমীপবর্ত্তী হওয়াও তোমার কর্ত্তব্য হয় না। তাঁহার তেজের তুলনা নাই। জানকী তাঁহার পত্নী এবং সর্ব্বদাই তাঁহার ধর্ম্মবল আশ্রয় করিয়া অরণ্যে বাস করেন। তুমি কোনমতেই জানকীকে হরণ করিতে পারিবে না। সিংহের ন্যায় সুবিশাল-বক্ষ নরসিংহ রাম নিত্য অনুগতা জানকীকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী রামের প্রিয়দয়িতা সুমধ্যমা সীতাকে ধর্ষিত করা কাহারও সাধ্য নহে। রাক্ষসরাজ! তোমার এই নিরর্থক উদ্যমে প্রয়োজন কি? বনে রামের সহিত যদি তোমার সাক্ষাৎ হয়, সেইখানেই তোমার জীবনের শেষ হইবে। দেখ, রাজ্য, সুখ, প্রাণ সমুদায়ই নিতান্ত দুর্ল্লভ; অতএব বিভীষণ-প্রমুখ সমুদায় ধর্ম্মিষ্ঠ মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া পরমাত্মা রামের দোষ-গুণ ও বলাবল নির্দ্ধারণ এবং নিজের বল ও হিত-নির্ণয় পূর্ব্বক সবিশেষ বুঝিয়া যুক্তিযুক্ত অনুষ্ঠান করাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। কিন্তু কোশলপতি-পুত্র রামের সহিত তোমার যুদ্ধসমাগম আমার ভাল বোধ হইতেছে না। অতএব হে নিশাচরাধিপ! পুনরায় যুক্তিযুক্ত হিত-কথা বলি,শ্রবণ কর।" ১—২৫।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক রাবণকে সীতাহরণে মারীচের নিষেধ।

"আমিও কোন সময়ে বীর্য্যবশতঃ পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার পর্ব্বতোপম শরীরে নাগসহস্রের বল ছিল। হস্তে পরিঘ অস্ত্র, মস্তকে কিরীট, কর্ণে তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত কুণ্ডল এবং দেহকান্তি নীল-মেঘের ন্যায়। এই প্রকার অবস্থায় লোকের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক আমি দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়া ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতাম। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে ভীত হইয়া স্বয়ং গিয়া রাজা দশরথকে এই কহিলেন, 'পর্ব্বকালে আমি যখন সমাধি অবস্থায় থাকিব, তখন এই রামকে আমার রক্ষাবিধান করিতে হইবে। রাজন্! মারীচ হইতে আমার ঘোর ভয় জন্মিয়াছে।' ঋষি এই প্রকার কহিলে ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ সেই মহাভাগ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'রামের বয়স দ্বাদশবর্ষেরও ন্যূন এবং তিনি অদ্যাপি অকৃতাস্ত্র; কিন্তু আমার প্রচুর সৈন্য আছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমিই চতুরঙ্গ সৈন্যসহ স্বয়ং গমন করিয়া ইচ্ছানুসারে আপনার প্রতিপক্ষ নিশাচরের প্রাণবধ করিব।' ঋষি রাজার এই কথায় তাঁহাকে কহিলেন, 'সত্য বটে, তুমি যুদ্ধে দেবগণের অভিপালক ছিলে এবং তোমার কৃত-কর্ম্মও ত্রিলোক-বিদিত আছে। কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য কাহারও বল রাক্ষস-বিনাশে পর্য্যাপ্ত হইবে না; অতএব হে পরন্তপ! তোমার যে সুপ্রচুর সৈন্য আছে, তাহা এইখানেই থাক, এই মহাতেজা রাম বালক হইলেও রাক্ষস-নিগ্রহে সমর্থ হইবেন; অতএব আমি ইঁহাকে লইয়া যাইব। তোমার স্বস্তি হউক।' মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই বলিয়া নৃপনন্দন রামকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরমপ্রীত হইয়া স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞোদ্দেশে দণ্ডকারণ্যে দীক্ষিত হইলে রাম বিচিত্র ধনু বিস্ফারিত করিয়া রক্ষার্থ তাঁহার সমীপে উপস্থিত রহিলেন। তাঁহার গলদেশে কনক-

মাল্য, মস্তকে শিখা, হস্তে ধনু, চক্ষুর্দ্বয় পরম সুন্দর, পরিধান একমাত্র বস্ত্র, শরীর শ্যামলবর্ণ ও নিরতিশয় সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত এবং তখন পর্য্যন্তও তাঁহার শ্মশ্রু প্রভৃতি পুরুষচিহ্নের আবির্ভাব হয় নাই। তিনি স্বীয় প্রদীপ্ত তেজে সমুদায় দণ্ডকারণ্য সুশোভিত করিয়া নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আমি তপ্তকাঞ্চন-কুণ্ডলধারী মেঘসঙ্কাশ হইয়া ব্রহ্মদত্ত বর-প্রভাবে বলমদে দর্পিত হইয়া আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবিষ্টমাত্র আমাকে তিনি দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ আয়ুধ উদ্যত করিয়া সসম্ভ্রমে শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন। নিরতিশয় মোহাবেশবশতঃ আমি তাঁহাকে বালকজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি শত্রুনিপাতন সুশাণিত সায়ক প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাকে আহত করিয়া শতযোজন দূরবর্ত্তী সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তাত! আমাকে বধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; এই জন্য তৎকালে রক্ষা করিলেন। যাহা হউক, আমি রামের শর-বেগে নিরস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া সাগর-সলিলে নিপতিত হইলাম। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে আমি রক্ষা পাইলাম বটে; কিন্তু অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম অশিক্ষিতাস্ত্র বালক হইলেও আমার সহকারী রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন। এই জন্য নিবারণ করিতেছি, যদি তুমি রামের সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর বিপদাপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইবে এবং যত্ন করিয়াই সমাজোৎসবদর্শী ও ক্রীড়ারতি-বিধিজ্ঞ রাক্ষসগণের নিরর্থক সন্তাপ-সঞ্চয় করিবে। সীতার নিমিত্ত হর্ম্ম্যপ্রাসাদ-পরিপূর্ণ নানারত্ন-ভূষিত লঙ্কানগরীকে তোমার বিনষ্ট দেখিতে হইবে। যে হ্রদে সর্প থাকে, সেই হ্রদবাসী মৎস্যগণও যেমন গরুড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, সেইরূপ যাঁহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাত্মার আশ্রয়ে থাকিলে তাহার পাপ-জন্য বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি দেখিবে, তোমার নিজের দোষে দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ ও দিব্যাভরণ-ভূষিত নিশাচরগণ সমূলে নিহত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং নিরাশ্রয় রাক্ষসগণ কেহ বা হৃতদার হইয়া, কেহ বা পত্নীর সহিত দশদিকে পলায়ন করিয়াছে। তুমি আরও দেখিবে, শরজালে সমাকুল ও অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া লঙ্কার সমুদায় গৃহই এককালে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; কেন না, পরদার হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। রাজন্! তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী বিরাজ করিতেছে। তুমি আপনার পরিগৃহীত সেই সকল ভার্য্যাতেই আসক্ত হইয়া স্বীয় বংশ, অভীষ্ট প্রাণ, রাজ্য, সমৃদ্ধি, মান ও রাক্ষসগণ, এই সকলের রক্ষা কর। যদি পরমসুন্দর কলত্র ও মিত্রবর্গ লইয়া চির-কাল সুখভোগের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রামের অপ্রিয় কার্য্য করিও না। আমি তোমার সুহৃৎ, বারংবার নিবারণ করিতেছি; তথাপি যদি বলপূর্ব্বক সীতার ধর্ষণা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে রাম-শরে সবান্ধবে ক্ষীণবল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া শমন-সদনে গমন করিতে হইবে।" ১-৩২।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

রামভয়ে ভীত মারীচের পুনরুক্তি।

"তৎকালে আমি কোন প্রকারে যুদ্ধে রামহস্ত হইতে ঐরূপে মুক্ত হইয়াছিলাম, পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাবণ! আমি পূর্ব্বে রাম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হই নাই। তজ্জন্যই পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ শৃঙ্গসদৃশ অতি ভয়ানক দন্তযুক্ত, উজ্জ্বল-জিহ্বা-বিশিষ্ট, এক মাংসাহারী, মহাবল, অতি ভয়ানক মূর্ত্তি ধরিয়া মৃগ-রূপধারী দুষ্ট নিশাচরের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। পরে চৈত্য-বৃক্ষ ও অগ্নিহোত্র-গৃহমধ্যে ঋষিদিগকে ধর্ষিত করিয়া বিচরণ করিতে-ছিলাম। এইরূপে আমি তাপসমাংসভোজী তীক্ষ্ণশৃঙ্গযুক্ত ক্রূর মৃগ হইয়া ধর্ম্মের ব্যাঘাত করত ধর্ম্মাত্মা ঋষিদিগকে হত্যা করিয়া তাঁহা-দিগের রুধির-পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়া মত্ত হইয়া বনবাসীদিগের ত্রাস উৎপাদন পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাপস-ধর্ম্মাবলম্বী মহাতেজা রাম, বিদেহরাজ-তনয়া সীতা ও সমস্ত প্রাণিগণের হিত-নিরত তপস্যাকারী মহারথ লক্ষ্মণের সমীপবর্ত্তী হইলাম এবং পূর্ব্বতন শত্রুভাব ও পূর্ব্ব-প্রহার স্মরণ করিয়া প্রজ্ঞাহীনতা-প্রযুক্ত বনবাসী মহা-তেজা রামকে তপস্বী জানিয়া অভিভব পূর্ব্বক হত্যা করিতে অভিলাষ করত রোষাবেশে তাঁহার সম্মুখদেশে ধাবমান হইলাম। তিনি সুমহৎ ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক সুশাণিত শরত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। সমীরণ ও গরুড়সদৃশ গমনকারী শোণিতাশী শত্রুহন্তা বজ্রসদৃশ অতি ভয়ানক সন্নত-পর্ব্ব সেই শরত্রয় মিলিত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে আগমন করিতে লাগিল। আমি নিতান্ত শঠ এবং পূর্ব্বে রাম হইতে ভয়-দর্শন করিয়া তদীয় ক্ষমতা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলাম, তজ্জন্য অমনি পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলাম; কিন্তু সেই উভয় রাক্ষস বিনষ্ট হইল। হে রাবণ! আমি কোন প্রকারে রাম-শর হইতে মুক্ত ও জীবন-প্রাপ্ত হইয়া তাপস-ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে এই স্থলে আসিয়া যোগ অবলম্বন করত তপস্যা করিতেছি। আমি তদবধি পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় সেই চীরপরিধায়ী কৃষ্ণাজিনোত্তরবাসা ধনুর্দ্ধারী রামকে প্রত্যেক বৃক্ষে দেখিতে পাই। আমি ত্রাসিত হইয়া নিরন্তর সহস্র সহস্র রামকে দেখিতে পাই। এই সমস্ত অরণ্যেই যেন রাম আমার সমীপে প্রতিভাত হন। হে রাক্ষসেশ্বর! আমি রাম-শূন্য প্রদেশে কেবল সেই রামকে দর্শন করি; এমন কি, স্বপ্নেও তাঁহাকে দর্শন করিয়া জাগরিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হই। রাবণ! আমি তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আমি রাম হইতে এরূপ ভয়াক্রান্ত হইয়াছি যে, রত্ন, রথ প্রভৃতি যে সমুদায় শব্দের আদিতে রকার আছে, সেই সকল শব্দও আমার ভয় সমুৎপাদন করে। আমি বিশেষরূপে সেই রঘুনন্দন রামের ক্ষমতা অবগত আছি; অত-এব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে; তিনি বলি বা নমু-চিকে বিনষ্ট করিতে পারেন। হে রাবণ! তুমি রামের সহিত যুদ্ধ কর বা না কর, যদি আমাকে দেখিতে অভিলাষ কর, তবে আমার সমীপে তাঁহার কথা বলিও না। ইহলোকে ধর্ম্মাচারী যোগযুক্ত হইয়া বহুসংখ্য ব্যক্তিও পরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়া থাকেন; আমাকেও তোমার অপরাধে বিনষ্ট হইতে হইবে। হে নিশাচর! তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর, কিন্তু আমি তোমার অনুগমন করিব না। সেই মহাতেজা মহাবুদ্ধি মহাবল রাম যথার্থই নিশাচর-

দিগের যমস্বরূপ। যদিও পূর্ব্বে জনস্থাননিবাসী দুর্ব্বৃত্ত খর সূর্পণখার জন্ম তৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার অপরাধ কি, তুমি সত্য করিয়া বল। তুমি আমার বন্ধু, তজ্জন্যই আমি তোমার মঙ্গলার্থে এই সত্য বাক্য বলিলাম। যদি তুমি আমার বাক্যের অনুবর্ত্তী না হও, তবে সবান্ধবে বাণ সকল দ্বারা রাম-কর্ত্তৃক যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে।" ১-২৫।

চত্বারিংশ সর্গ।

সীতাহরণ সম্বন্ধে রাবণের কথা।

যেরূপ মৃত্যুকামী ব্যক্তি ঔষধ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ সেই কাল-প্রেরিত নিশাচর-পতি রাবণ মঙ্গলজনক ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যবাদী মারীচ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তদীয় যুক্তিসঙ্গত সমুচিত বাক্য গ্রহণ করিল না। প্রত্যুত তাহাকে এই অযথোচিত পরুষ-বাক্য বলিল, "তোমার বাক্য উষর-ভূমিতে রোপিত অঙ্কুরের মত নিতান্ত নিষ্ফল। আমি উহা শুনিয়া পাপাচারী মূর্খ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হইবার পাত্র নহি। যে ব্যক্তি সামান্য স্ত্রীর বাক্য শুনিয়া মাতা, পিতা, রাজ্য ও সুহৃদ্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনচারী হইয়াছে, আমি তোমার সন্নিধানে অবশ্যই খরবিনাশী সেই রামের প্রাণ হইতে প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করিব। ওহে মারীচ! আমার হৃদয়ে ঈদৃশী বুদ্ধি বদ্ধমূল রহিয়াছে, ইন্দ্রের সহিত সুরগণও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। যদি আমি এই কর্ত্তব্যতা অবধারণার্থে ইহার দোষ, গুণ, উপকার বা ক্ষতি কি, ইহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে তোমার এরূপ বাক্য বলা সমুচিত হইত। যে জ্ঞানবান্ মন্ত্রী স্বীয় ঐশ্বর্য্যে অভিলাষী হন, তিনি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে স্বীয় বক্তব্য বিষয় নিবেদন করিবেন। যে হেতু, ভূপতি-দিগের সমীপে উপচারযুক্ত, মনোহর, মঙ্গলজনক, অবিরুদ্ধ বাক্য বলাই বিধেয়। মঙ্গলজনক বাক্যও যদি অপমান-সহকারে অভিহিত হয়, তবে মাননীয় ভূপতি সেই সম্মানরহিত বাক্য অভিনন্দন করেন না। হে নিশাচর! অমিততেজা মহাত্মা ভূপতিরা অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ, এই পঞ্চদেবতার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; উষ্ণতা, বিক্রম, শুভদর্শনতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব সকল অবস্থাতে নিরন্তর তাঁহাদিগের সম্মান ও অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। তুমি ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল মায়ার অধীন হইয়াছ। তজ্জন্য তোমার গৃহে অভ্যাগত হইলেও আমার পূজা না করিয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ঈদৃশ পরুষবাক্য বলিতেছ। হে অমিতবিক্রম রাক্ষস! আমি তোমাকে গুণ ও দোষ অথবা আত্মপক্ষের ক্ষয় হইতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছি না; তবে এতাবন্মাত্র বলিতেছি যে, তুমি এই কার্য্যে আমার সহায়তা কর। আমার বাক্যানুসারে মদীয় সাহায্যার্থ তোমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজত-বিন্দু-বিচিত্রিত সুবর্ণের মৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া বিদেহ-রাজ-দুহিতা সীতার সম্মুখে বিচরণ ও তাঁহাকে প্রলোভিতা করিয়া যথাভিলষিত প্রদেশে গমন করিবে। বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা তোমাকে মায়াময় স্বর্ণমৃগরূপী দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইয়া রামকে শীঘ্র ঐ মৃগ আনিয়া দিতে বলিবে। অনন্তর ককুৎস্থ-নন্দন রাম আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে তুমি বহুদূরে গমন করিয়া অবিকল তদীয় স্বরে 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও। ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণও সীতার আদেশে সসম্ভ্রমে রাম-সমীপে গমন করিবে। এইরূপে রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে স্থানান্তরে গমন করিলে আমি মহেন্দ্রের শচী-হরণের ন্যায় জনকরাজ-দুহিতা সীতাকে সুখে হরণ করিব। হে সুব্রত নিশাচর মারীচ! তুমি এই কার্য্য সমাধা করিয়া যথেচ্ছ গমন করিবে। এই কার্য্য সমাধা হইলে আমি তোমাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব। হে শুভদর্শন! তুমি এই কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্য দণ্ডকারণ্যের পথে মঙ্গলে মঙ্গলে গমন কর; আমি রথারোহণে তোমার অনুগামী হইতেছি। আমি তোমার সহিত গিয়া রামকে বঞ্চনা-পূর্ব্বক বিনাযুদ্ধে জনক-দুহিতা সীতাকে লাভ করত কৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় লঙ্কাপুরীতে প্রতিগমন করিব। হে নিশাচর মারীচ! যদি তুমি মদীয় বাক্য অন্যথা কর, তাহা হইলে অদ্য আমি তোমাকে সংহার করিব। এ কার্য্য তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি রাজার বিরুদ্ধাচারী হইয়া সুখসমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে রামের নিকট গমন করিলে তোমার জীবন সংশয়ান্বিত হইবে সত্য; কিন্তু আমার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিলে এখনই তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। বুদ্ধি দ্বারা যথোচিত বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহাই কর।" ১-২৭।

একচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণের প্রতি মারীচের ভর্ৎসনা।

মারীচ রাক্ষসাধিপতি দশগ্রীব রাবণ কর্ত্তৃক অনভিপ্রেত বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া শঙ্কাশূন্য-চিত্তে তাহাকে এই পরুষবাক্য বলিল, "হে রাক্ষসরাজ! কোন্ পাপকর্ম্মা ব্যক্তি তোমার রাজ্য, মন্ত্রিবর্গ ও পুত্রের সহিত বিনাশহেতু উপদেশ দিয়াছে? কোন্ পাপাত্মা তোমার সুখে সুখী হইতেছে না? কোন্ ব্যক্তি উপায়চ্ছলে তোমার এই মৃত্যুর উপায় নির্দেশ করিয়াছে? হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার হীনবীর্য্য শত্রুরা নিশ্চয়ই তোমাকে বলবান্ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া তোমাকে বিনষ্ট দেখিতে অভিলাষী হইয়াছে। হে রাবণ! কোন্ দুষ্টবুদ্ধি ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তি তোমাকে এরূপ উপদেশ দিল? তুমি যে আপনার কর্ম্ম-প্রভাবে বিনষ্ট হও, ইহাই তাহাদের অভিলাষ হইয়াছে। হে নিশাচর রাবণ! অহিতকারী অমাত্যদিগকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য হইলেও তুমি তাহাদিগকে হনন করিতেছ না। দেখ, তুমি কামচারী হইয়া কুপথবর্ত্তী হইয়াছ; তথাপি তাহারা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করিতেছে না। ভূপতি যথেচ্ছাচার-সম্পন্ন ও কামচারী হইয়া কুপথবর্ত্তী হইলে সাধু অমাত্যেরা সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে নিগৃহীত করেন; কিন্তু তোমাকে নিগৃহীত করা উচিত হইলেও তাহারা তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়াছে। ওহে বিজয়িপ্রবর রাক্ষস রাবণ! অমাত্যেরা স্বামীর অনুগ্রহে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশ লাভ করিয়া থাকে, আর স্বামীর বৈগুণ্যে তৎসমস্ত ফলভোগে বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু স্বামী বিগুণ হইলে প্রজাদিগের বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। নরপালেরা প্রজাবর্গের যশ ও ধর্ম্ম-প্রাপ্তির মূল; অতএব সকল অবস্থাতেই রাজাকে বিশিষ্টরূপে রক্ষা করা বিধেয়। হে নিশাচর! প্রজাবর্গের প্রতিকূলচারী, অবিনয়ী, তীক্ষ্ণস্বভা-

বাপন্ন রাজারা রাজ্য-পালনে সমর্থ হয়েন না এবং কুমন্ত্রণাদাতা অমাত্যদিগের সহিত তিনি বন্ধুর প্রদেশে অনুপযুক্ত সারথি-চালিত রথের ন্যায় শীঘ্রই নিধন প্রাপ্ত হন। ইহলোকে অনেক উপযুক্ত ধর্ম্মানুচারী সচ্চরিত্র মানবেরা পরের অপরাধে সুহৃদ্বর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন। হে দশানন! প্রজারা প্রতিকূলচারী তীক্ষ্ণস্বভাব প্রভু কর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ হইলে গোমায়ু-রক্ষিত মৃগগণের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ওহে রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ,কর্কশ-স্বভাব; তুমি যাহাদের রাজা, সেই নিশাচরেরা অবশ্যই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। যাহাতে তুমি সসৈন্যে সম্ভাবিত মৃত্যু-কর্ত্তৃক শোচনীয় হইতেছ, আমি অকস্মাৎ তাদৃশ ভয়ানক ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম আমাকে বিনষ্ট করিয়া অনতিবিলম্বে তোমাকে সংহার করিবেন; যুদ্ধ করিয়া শত্রু-হস্তে নিহত হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইব। নিশ্চয় জানিও, আমি রামকে অবলোকনমাত্রেই নিহত হইয়াছি এবং ইহাও জানিও যে, সীতাকে হরণ করিলে তুমিও সপরিবারে নিধন প্রাপ্ত হইবে। যদি আমার সহিত একত্রিত হইয়া সীতাকে আশ্রম হইতে আনয়ন কর, তাহা হইলে তুমি, আমি, লঙ্কাপুরী ও নিশাচরগণ কাহারও রক্ষা হইবে না।" ১-১৯।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মৃগরূপ ধরিয়া মারীচের দণ্ডক-ভ্রমণ।

মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে সেইরূপ পরুষবাক্য বলিয়া তদীয় ভয়ে ত্রাসিত হইয়া বলিল, "আমরা উভয়ে গমন করিব। সেই ধনুর্ব্বাণধারী, খড়্গশালী রাম আয়ুধ উদ্যত করিয়া আমার প্রাণ বধ করিবেন। হে তাত! সত্য, তুমি যমদণ্ড বিফল করিয়াছ; কিন্তু রঘুনন্দন রামও তোমার সাক্ষাৎ যমদণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া জীবিত-কলেবরে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু তুমি অতি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিতে পারি? হে রাক্ষসরাজ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি গমন করিতেছি।" রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সেই বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া এই বাক্য বলিল,"তুমি মদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, উহাই তোমার বীরত্বের উপযুক্ত। পূর্ব্বে তুমি অন্য রাক্ষস ছিলে,এক্ষণে তুমি আত্মসদৃশ হইলে। সম্প্রতি আমার সহিত শীঘ্র এই পিশাচ-সদৃশ-বদন গর্দ্দভগণে সংযোজিত, রত্নবিভূষিত পরমসুন্দর রথে আরোহণ কর। পরে তথায় গমন করিয়া বিদেহরাজ-তনয়া সীতাকে প্রলোভিত করিয়া ইচ্ছামত প্রদেশে প্রস্থান করিও। আমি রাম-লক্ষ্মণ-রহিত শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব।" তাড়কা-তনয় মারীচ এই কথায় সম্মত হইল। অনন্তর রাবণ ও মারীচ উভয়ে বিমান-সদৃশ রথে আরোহণ করত সত্বর সেই আশ্রম হইতে প্রস্থান করিল এবং বিবিধ পত্তন, বন, পর্ব্বত, নদী, রাষ্ট্র ও নগর সকল দেখিতে দেখিতে দণ্ডকারণ্যে সমাগত হইল। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সহিত তথায় রামের আশ্রমপদ দর্শন করিয়া সেই স্বর্ণ-ভূষিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইল এবং মারীচের হস্ত ধারণ করিয়া কহিতে লাগিল, "সখে! বনে কদলী-পরিবৃত রামের ঐ আশ্রমপদ দেখা যাইতেছে। যে জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে সত্বর তাহা বিধান কর।" নিশাচর মারীচ রাবণের কথা শুনিয়া নিতান্ত অদ্ভুত মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের আশ্রমদ্বারে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ মৃগের শৃঙ্গাগ্র মণিপ্রবর-সদৃশ, মুখাকৃতি শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত, বদনমণ্ডল রক্তোৎপলসন্নিভ, শ্রবণযুগল ইন্দ্রনীল-পদ্মের ন্যায়, গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ অত্যুন্নত, উদর ইন্দ্রনীলমণিসন্নিভ, পার্শ্বদেশ মধুক-পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্মপরাগ-প্রতিম, খুর বৈদূর্য্য-সদৃশ, জঙ্ঘাযুগল ক্ষীণ, সন্ধিসকল উত্তমরূপে বদ্ধ এবং পুচ্ছদেশ ইন্দ্রধনুর ন্যায় ও উন্নমিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহার বর্ণও স্নিগ্ধ ও মনোহর এবং শরীর নানাবিধ রত্নে পরিবৃত। ক্ষণমাত্রেই রাক্ষস এইরূপ পরম শোভন মৃগমূর্ত্তি ধারণ করিল। নিশাচর মারীচ বৈদেহীর প্রলোভনার্থ এবংবিধ ধাতু-বিচিত্রিত মনোহর দর্শনীয় রূপ ধারণ পূর্ব্বক রমণীয় রামাশ্রম ও বনভূমি আলোকময় করিয়া ইতস্ততঃ শাদ্বলে বিচরণ ও তৃণ সকল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহার কলেবর শত শত রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত। তাহাকে দেখিলে নিরতিশয় প্রীতি উপস্থিত হয়। সে কখন বিটপী সকলের কোমল নবপত্র সমূহ ভক্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগিল, কখন কদলীবাটিকায় ও কর্ণিকার-কাননে প্রবেশ করিয়া এবং কখন বা সীতার দর্শনপথে উপনীত হইয়া মন্দগতিতে আশ্রমের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ আরম্ভ করিল। পৃষ্ঠদেশ স্বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে তৎকালে ঐ মহামৃগের সাতিশয় শোভা হইয়াছিল। সে যথাসুখে রামের সমীপে বিচরণ করিতে লাগিল। বিচরণ-সময়ে কখন ধাবন, কখন অবস্থান, কখন বা মুহূর্ত্তমাত্র গমন করিয়া পুনরায় সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। কখন ইতস্ততঃ ক্রীড়ন, কখন ভূমিতে শয়ন, কখন আশ্রমদ্বারে আগমন পূর্ব্বক মৃগযূথের অনুসরণ করিতে লাগিল এবং মৃগগণে অনুসৃত হইয়া পুনরায় সীতার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সে মৃগতাপ্রাপ্ত হইয়া বিচিত্র মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাকে দর্শন করিয়া অন্যান্য বনচর মৃগগণ তাহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহাকে আঘ্রাণ করিয়াই দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মারীচ যদিও মৃগবধে রত ছিল, তথাপি ভাবগোপন-জন্য তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল না, কেবল স্পর্শ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে শুভলোচনা মদিরেক্ষণা বৈদেহী কুসুমচয়নে ব্যগ্র হইয়া কখন অশোক, কখন কর্ণিকার ও কখন বা চূতবৃক্ষের নিকটে গমন করিতেছিলেন। বনবাসের অনুচিত সেই রুচিরবদনা বরাঙ্গনা সীতা কুসুমচয়ন করত বিচরণ করিতে করিতে সেই মুক্তামণি-বিচিত্রাঙ্গ রত্নময় মৃগ দর্শন করিলেন। ঐ মৃগের দন্ত ও ওষ্ঠ দিব্যকান্তিবিশিষ্ট এবং রোমরাজি রৌপ্য ও গৈরিকাদি ধাতু-সদৃশ। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে স্নেহভরে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন; মায়াময় মৃগও রাম-দয়িতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। অনন্তর সে সেই বন আলোকিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। জনকদুহিতা সীতা নানারত্নময় অদৃষ্টপূর্ব্ব মৃগ-দর্শনে নিরতিশয় বিস্ময়-প্রাপ্ত হইলেন। ১-৩৫।



পঞ্চবটীতে মায়ামৃগ

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

মায়ামৃগ-দর্শনে তদ্‌গ্রহণে রামের আগ্রহ।

সুশ্রোণী, অনিন্দিতাঙ্গী, বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণিনী সীতা হেম রজত-বর্ণ, পার্শ্বদ্বয়ে সুশোভিত ঐ মৃগ দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া আয়ুধধারী রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন, 'আর্য্যপুত্র! লক্ষ্মণের সহিত সত্বর আগমন কর! আগমন কর!' এই বলিয়া রামকে আহ্বান করিতে করিতে সেই মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি আহ্বান করিলে পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করত ঐ মৃগকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ মৃগদর্শনে শঙ্কিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিলেন, "এই মৃগকে আমার নিশাচর মারীচ বলিয়া মনে হইতেছে। সেই পাপরূপী মারীচ মৃগরূপ ধারণ করত পরমহর্ষে মৃগয়াচারী রাজাদিগকে নিহত করিয়া থাকে। এই রাক্ষস মায়াবী, সে মায়াবলে এই প্রকার মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! দেখুন ঐ মৃগের রূপ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আপাত-রমণীয় এবং পরমদীপ্তিশালী। হে রঘুনন্দন! এ প্রকার রত্নবিচিত্র মৃগ কখন পৃথিবীতে নাই। হে জগতীনাথ! ইহা নিশ্চয়ই মায়া সন্দেহ নাই।" লক্ষ্মণ এই প্রকার কহিতে লাগিলে শুচিস্মিতা সীতা রাক্ষসের ছলনায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রতিষেধ করিলেন এবং পরমহর্ষে কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! ঐ অভিরাম মৃগ আমার মন হরণ করিয়াছে। মহাবাহো! উহাকে আনয়ন কর; উহা আমাদের ক্রীড়ামৃগ হইবে। আমাদের এই আশ্রমপদে চমর, সৃমর, ঋক্ষ, পৃষত, বানর ও কিন্নর প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রিয়দর্শন মৃগ একত্র বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই রূপশ্রেষ্ঠ ও মহাবল। কিন্তু রাজন্! পূর্ব্বে কখন এ প্রকার মৃগ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তেজ, ক্ষমতা ও কান্তিতে ইহাকে মৃগশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত, ইহা সাক্ষাৎ রত্ন। ইহা চন্দ্রের ন্যায় বনভূমি শান্তভাবে বিদ্যোতিত করিয়া আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। আহা! কি সৌন্দর্য্য! আহা! কি শ্রী! আহা! কি সুশোভন! অহো! এই আশ্চর্য্য বিচিত্রাঙ্গ মৃগ আমার মন হরণ করিতেছে! যদি ইহাকে জীবিত-শরীরে ধরিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় আশ্চর্য্য হয় এবং বিস্ময় উৎপাদন করে। আমরা বনবাস উদ্‌যাপন করিয়া পুনরায় রাজ্যস্থ হইলে এই মৃগ আমাদের অন্তঃপুরের বিভূষণ হইবে। হে প্রভো! ভরতের, তোমার, শ্বশ্রূগণের ও আমার, সকলেরই এই দিব্য মৃগরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিবে। হে পুরুষোত্তম! যদি এই মৃগকে জীবন্ত ধরিতে না পার, তাহা হইলে ইহার চর্ম্মও পরম মনোহর হইবে। এই নিহত মৃগের স্বর্ণময় চর্ম্ম কুশাসনে প্রসারিত করিয়া ভগবানের পূজা করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। যদিও স্বামীকে এইরূপে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিত্ব, ভয়ঙ্কর এবং অসদৃশ দেখায়; কিন্তু মৃগের বিচিত্র দেহ আমার নিরতিশয় বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়াছে।" তৎকালে কাঞ্চনের ন্যায় রোমরাজি, অত্যুৎকৃষ্ট মণির ন্যায় শৃঙ্গ, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ এবং নক্ষত্র-পথের ন্যায় জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট ঐ মৃগ দর্শন করিয়া রামেরও অন্তঃকরণে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি মৃগদর্শনে তাহার রূপে প্রলোভিত এবং সীতার কথা-শ্রবণে তাঁহার প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, এই মৃগের শ্রেষ্ঠরূপ-দর্শনে জানকীর স্পৃহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব অদ্য ইহার প্রাণধারণ অসম্ভব। হে সৌমিত্রে! কি বনে, কি নন্দনে, কি চৈত্ররথ-কাননে অথবা পৃথিবীর কোন স্থানেই ইহার সমান মৃগ নাই। দেখ, ইহার রোমরাজি প্রতিলোম ও অনুলোমক্রমে সুবিন্যস্ত এবং পরম-সুন্দর। আরও দেখ, তাহাতে স্বর্ণবিন্দু দ্বারা বিচিত্রিত থাকাতে অতিশয় শোভা হইয়াছে। দেখ, মেঘ হইতে বিদ্যুৎ যেমন বিস্ফুরিত হয়, সেইরূপ জৃম্ভাভ্যাগ-সময়ে ইহার মুখ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত জিহ্বা বিনিঃসৃত হইতেছে। ইহার মুখমণ্ডল ইন্দ্রনীলনির্ম্মিত পানপাত্রের আকারবিশিষ্ট, উদর শঙ্খ ও মুক্তাসদৃশ এবং ইহার স্বরূপ-নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। ইহাকে দেখিলে কাহার না মন মোহিত হয়? ইহার রূপ সুবর্ণময়ী প্রভায় পরিপূর্ণ এবং নানারত্নময়। ঈদৃশ দিব্য রূপ নয়নগোচর হইলে কাহার মন না বিস্ময়াক্রান্ত হয়? ধনুর্দ্ধারী রাজারা মহাবনে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া মাংসের জন্য অথবা বিহারার্থও মৃগসকল সংহার করিয়া থাকেন। অধিকন্তু তাঁহারা মৃগবধে উদ্যত হইয়া মহারণ্যে মণিরত্ন ও সুবর্ণাদি ধাতুরূপ ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন! ঐ প্রকার বন্য ধনরাশি দ্বারা কোষ বর্দ্ধিতও হয়। অতএব অরণ্যমধ্যে সকল ব্যক্তিরই ব্রহ্মের ন্যায় সমস্ত মানস সফল হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ! অর্থাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যে বিষয় উদ্দেশ করত নিঃসংশয়চিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহাকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া থাকেন। অতএব এই মৃগবধে দ্বৈধ করিবার আবশ্যকতা নাই। সুমধ্যমা জানকী আমার সহিত এই মৃগ-রত্নের অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মে উপবেশন করিবেন। কি কদলী ও প্রিয়ক মৃগের ত্বক্, কি প্রবেণীনামক ছাগলের কি মেষাদির চর্ম্ম কিছুই এই মৃগের চর্ম্মসদৃশ সুখস্পর্শ বলিয়া আমার প্রতীতি হয় না। এই মৃগই শ্রীমান্ আর আকাশে যে মৃগ বিচরণ করে সেই মৃগই শ্রীমান্। ফলতঃ সেই তারামৃগ (মৃগশিরানক্ষত্র) এবং এই মহীমৃগ, এই উভয় মৃগই দিব্য মৃগ। লক্ষ্মণ! তুমি বলিতেছ, ইহা রাক্ষসের মায়া। যদি প্রকৃত পক্ষে তাহাই হয়, তাহা হইলেও আমাকে ইহার বধ করা কর্ত্তব্য। দেখ, এই দুরাত্মা নির্দ্দয় মারীচ পূর্ব্বে বনে বিচরণ করত মুনিগণের প্রাণবধ করিয়াছে এবং মৃগয়া-সময়ে এইরূপ মায়ামৃগ হইয়া পরম ধনুর্দ্ধর অনেক রাজাকেও সংহার করিয়াছে; অতএব এই মৃগকে বধ করাই কর্ত্তব্য। স্বীয় গর্ভ যেমন অশ্বতরীকে বিনষ্ট করে, পূর্ব্বে এই অরণ্যে রাক্ষস বাতাপিও তেমনি উদরস্থ হইয়া তপস্বী ব্রাহ্মণগণের পরিভব পূর্ব্বক হনন করিত। বহুকাল পরে কোন সময়ে সেই বাতাপি তেজস্বী মহামুনি অগস্ত্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভক্ষ্য হইয়াছিল। পরে শ্রাদ্ধাবসানে বাতাপিকে রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া ভগবান্ অগস্ত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বাতাপি! তুমি তেজে হতজ্ঞান হইয়া এই জীবলোকে অনেক দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়াছ; সেই জন্য আমি তোমায় জীর্ণ করিলাম।' লক্ষ্মণ! যে মাদৃশ ধর্ম্মনিরত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, বাতাপির ন্যায় সেই রাক্ষসেরও প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মারীচ আমার নিকট আগত হইয়া অগস্ত্য কর্ত্তৃক বাতাপির ন্যায় মৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি কবচাদি বন্ধন পূর্ব্বক সযত্নে মৈথিলীর রক্ষা কর। হে রঘুনন্দন! আমাদিগের কর্ত্তব্য-কার্য্য জানকীতে আয়ত্ত রহিয়াছে; অতএব তুমি সাবধানে অবস্থিতি কর। আমি এই মৃগকে হয় সংহার, না হয় গ্রহণ

করিব। হে সৌমিত্রে! এই মৃগচর্ম্মে জানকীর অতিমাত্র অভিলাষ উপস্থিত হইয়াছে দেখ; অতএব আমি সত্বরই মৃগের আনয়নার্থে গমন করিব: এই মৃগের ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অদ্য নিশ্চয়ই ইহার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। লক্ষ্মণ! আমি যতক্ষণ না এই মৃগকে হনন করিতেছি, তাবৎ তুমি সীতার সহিত অপ্রমত্তভাবে আশ্রমস্থ থাক। আমি একবাণেই শীঘ্র ইহাকে হত্যা করিয়া চর্ম্ম লইয়া আসিব। লক্ষ্মণ! তুমি জানকীকে লইয়া অতি বলবান্,বুদ্ধিমান্, সৎকার্য্যদক্ষ, বলিশ্রেষ্ঠ জটায়ুর সহিত নিরন্তর শঙ্কিত ও সাবধান হইয়া অবস্থিতি কর।" ১-৫১।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

মৃগরূপী মারীচবধার্থ রামের যাত্রা ও মারীচবধ।

পরম-তেজস্বী রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া স্বর্ণমুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ ধারণ করিলেন। অনন্তর যাহার মধ্যদেশ তিন স্থলে অবনত, ঈদৃশ স্বীয় অলঙ্কারস্বরূপ ধনু গ্রহণ ও তূণীরদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক প্রচণ্ড-পরাক্রমে প্রস্থান করিলেন। সেই মৃগবর রাজেন্দ্র রামকে অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়বশতঃ অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় তাঁহার দর্শনগোচরে উপনীত হইল; রামও ধনুঃ-খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক যে দিকে মৃগ, সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং অবলোকন করিলেন, মৃগ স্বীয় রূপে চতুর্দ্দিক্ আলোকময় করিয়া যেন সম্মুখেই বিরাজ করিতেছে, কখনও ধনুষ্পাণি রামকে বারংবার অবলোকন করিয়া অরণ্যমধ্যে ধাবমান হইতেছে; কখন যেন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দূরে যাইতেছে; কখন যেন শঙ্কিত ও সমুদ্ভ্রান্ত হইয়া আকাশে উল্লম্ফন করিতেছে; কখনও বা অদৃশ্য ও কোথাও বা দৃশ্যমান হইতেছে এবং কখনও বা বিচ্ছিন্নমেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত শারদীয় চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্র অদৃশ্য ও মুহূর্ত্তমাত্রেই দূরে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে মৃগরূপী মারীচ কখনও বা অদৃষ্ট হইয়া রামকে আশ্রম হইতে বহু দূরে লইয়া চলিল রাম তদীয় মায়ায় মোহিত ও নিতান্ত বিবশ হইয়া ক্রোধে আক্রান্ত হইলেন এবং অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্রে অবস্থান করিলেন। মৃগরূপী মারীচ তাঁহাকে উন্মাদিত করিয়াছিল। সে পুনরায় অন্যান্য মৃগগণে পরিবৃত হইয়া অদূরে রামের দর্শন-গোচরে উপস্থিত হইল এবং রামকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া ধাবিত হইয়া অতিমাত্র ত্রাসবশতঃ তৎক্ষণেই আবার অন্তর্হিত হইল ও দূরে গমন পূর্ব্বক পুনরায় বৃক্ষসমূহের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইলে মহাতেজা রাম তদ্দর্শনে তাহাকে হনন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি রোষভরে পুনরায় তূণ হইতে সূর্য্যকিরণ-সদৃশ শত্রু-বিনাশন প্রজ্বলিত এক শর উদ্ধৃত করিলেন এবং ধনুতে সেই সর্পসদৃশ জাজ্বল্যমান প্রদীপ্ত ব্রহ্মনির্ম্মিত অস্ত্র দৃঢ়ভাবে যোজনা পূর্ব্বক বল-সংকারে আকর্ষণ করিয়া মৃগের উদ্দেশে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। শরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, বজ্রের ন্যায় মৃগরূপী মারীচের হৃদয় বিদারণ করিয়া ফেলিল। তখন সে নিরতিশয় আতুর হইয়া তালপ্রমাণ উল্লম্ফন করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং ক্ষীণপ্রাণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়াই ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করত সেই কৃত্রিমদেহ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর মারীচ মরিবার সময় সেই মায়াময় মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া রাবণের আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সীতা লক্ষ্মণকে এখানে প্রেরণ এবং রাবণ শূন্য গৃহে সীতাকে হরণ করিতে পারে? এই প্রকার চিন্তা করত কাল উপস্থিত জানিয়া রাবণের উপদিষ্ট পরামর্শানুসারে, 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া রামের ন্যায় কণ্ঠস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। রামের অনুপম শরে তাহার মর্ম্মদেশ একান্ত বিদ্ধ হইয়াছিল। সে আর মৃগরূপ ধারণ করিতে না পারিয়া রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সে মরিবার সময়ে স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিল। রাম ভয়ঙ্কর নিশাচর মারীচকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া মনে মনে সীতাকে ও লক্ষ্মণের বাক্য স্মরণ করত আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। যাইবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, ইহা মারীচের মায়া। তাঁহার কথাই এখন সত্য হইল। যথার্থই মারীচকে আমি নিহত করিলাম। এক্ষণে মারীচ 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রাণত্যাগ করিল। না জানি, সীতা এরূপ রব শুনিয়া কি করিবেন এবং মহাবাহু লক্ষ্মণই বা কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ধর্ম্মাত্মা রামের রোমহর্ষ হইল। তৎকালে মৃগরূপী রাক্ষসকে হনন পূর্ব্বক তাহার তাদৃশ চীৎকার শব্দ শ্রবণ করত বিষাদ জন্য তীব্র ভয়ে তিনি অভিভূত হইলেন। অনন্তর তিনি একটি মৃগ সংহার ও তাহার মাংস গ্রহণ করিয়া ত্বরান্বিত-পদে জনস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১২৭।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

রামের উদ্দেশে লক্ষ্মণের গমন।

এ দিকে বনমধ্যে স্বামীর সদৃশ সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "যাও, জানিয়া আইস, রামের কি হইয়াছে। তিনি নিরতিশয় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছেন। সেই শব্দ শুনিয়া আমার মন-প্রাণ আর স্বস্থানে অবস্থিতি করিতেছে না। অরণ্যমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনপরায়ণ ভ্রাতাকে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তুমি শীঘ্রই শরণার্থী ভ্রাতার রক্ষার জন্য ধাবমান হও। গো-বৃষভ যেমন সিংহের বশীভূত, তিনিও তেমনি রাক্ষসের বশতাপন্ন হইয়াছেন।" ১-৪।

লক্ষ্মণ রামের আদেশ স্মরণ করিয়া সীতা কর্ত্তৃক সেইরূপ অভিহিত হইলেও গমন করিলেন না। তখন সীতা নিতান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি রামের মিত্ররূপী শত্রু। দেখ, তুমি এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার রক্ষার্থ গমন করিতেছ না। বুঝিলাম, আমার জন্য তুমি তাঁহার বিনাশ-কামনা করিতেছ। নিশ্চয়ই আমার প্রতি লোভ হওয়াতে তুমি তাঁহার অনুগমন করিতেছ না; সেই জন্য রামের এই বিপদ্ তোমার প্রিয় জ্ঞান হইতেছে এবং তাঁহার প্রতি তোমার স্নেহ নাই। সেই জন্য তুমি মহাদ্যুতি রামকে না দেখিয়াও নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ। কিন্তু তুমি যে রামের অধীন হইয়া বনে আসিয়াছ, তিনি তথায় সংশয়াপন্ন হইলে এ স্থানে থাকিয়া মৎকর্ত্তৃক কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে?" বৈদেহী বাষ্পশোক-সমন্বিত হইয়া মৃগবধূর ন্যায় ত্রাসযুক্ত হইয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, "জানকি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পন্নগ কেহই

আপনার ভর্ত্তাকে জয় করিতে সক্ষম নহে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অয়ি শোভনে! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, কিন্নর, মৃগ ও বিহঙ্গম, ইহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, যুদ্ধে ইন্দ্রের সমান রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ রামকে যুদ্ধে বধ করা কাহারও সাধ্য নহে; অতএব আপনার এ প্রকার বলা উচিত হয় না। আর আপনাকে রাম বিনা একাকিনী এই অরণ্যমধ্যে ত্যাগ করিতেও কোন ক্রমেই আমার সাহস হইতেছে না। ইন্দ্রাদি বলবান্‌গণও স্বকীয় বলে রামের বল নিবারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। অথবা স্বয়ং ঈশ্বর ও দেবগণের সহিত ত্রিলোক একত্র মিলিত হইলেও রামকে পরাজয় করিতে পারে না; অতএব আপনি শোক ত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হউন। আপনার ভর্ত্তা রাম মৃগোত্তম হনন করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। আর এই স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার নহে এবং কোন দেব-প্রেরিতও নহে। নিশাচর মারীচই গন্ধর্ব্বনগরসদৃশী মিথ্যা মায়া বিস্তার করিয়া এই প্রকার চীৎকার করিতেছে। অয়ি জানকি! মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক আপনি আমার নিকট ন্যস্ত আছেন; এই জন্য আপনাকে ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। অয়ি কল্যাণি! অয়ি বরারোহে! এই সকল রাক্ষসের সহিত আমাদের শত্রুতা হইয়াছে। দেবি! খরকে নিধন করিয়া জনস্থান ধ্বংস করাতে তদুপলক্ষে রাক্ষসেরা এই মহাবনমধ্যে আমাদিগকে নানাপ্রকার বাক্য-প্রয়োগ করিয়া থাকে। জানকি! সাধুগণের হিংসা করাই রাক্ষসদিকের একমাত্র আমোদ-প্রমোদ; অতএব এ বিষয়ে চিন্তিত হওয়া কোন অংশেই আপনার উচিত নহে।" ৫-২০।

লক্ষ্মণ এই প্রকার কহিলে ক্রোধবশতঃ রামপ্রণয়িনী জানকীর লোচনদ্বয় সহসা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি পরুষবাক্যে সত্যবাদী লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, "রে নৃশংস! রে কুলনাশক! তুমি রামকে মারিয়া দয়া করিয়া আমায় রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ; অতএব এই দয়া আর্য্য-জনোচিত নহে। বুঝিলাম, রামের এই মহৎ ব্যসন তোমার পরম প্রীতিকর হইয়াছে; সেই জন্য তুমি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া এই প্রকার কথা বলিতেছ। লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় নিয়ত প্রচ্ছন্নচারী নৃশংসস্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তুমি নিতান্ত দুষ্টপ্রকৃতি, সেই জন্য রাম একাকী বনে আসিলে আমার প্রতি লোভবশতঃ তুমিও একাকী তাঁহার অনুগামী হইয়াছ; অথবা ভরত কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াই এরূপ করিয়াছ। কিন্তু লক্ষ্মণ! তুমি বা ভরত যাহা মনে করিয়াছ, তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। আমি পদ্মপলাশলোচন নীলোৎপলশ্যাম রামের আশ্রিতা গৃহিণী হইয়া কিরূপে ইতর জনে অভিলাষিণী হইব? অতএব লক্ষ্মণ! আমি তোমার সমক্ষে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব; রাম বিনা ক্ষণকাল আমি ইহলোকে প্রাণ ধারণ করিব না।" ২১-২৭।

সীতার এইরূপ রোমহর্ষণ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মহামতি রামানুজ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি আমার সাক্ষাৎ দেবতা; সুতরাং উত্তর করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু জানকি! আপনি যে অযোগ্য কথা বলিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিচিত্র নহে। ইহলোকে স্ত্রীজাতির এইরূপ স্বভাবই দেখিতে পাওয়া যায় বটে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই ক্রূর, চঞ্চল, ধর্ম্মজ্ঞানহীন এবং পিতা ও পুত্রাদির মধ্যে পরস্পর ভেদসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু জানকি! আপনার এই কথা আমার সহ্য হইতেছে না; অত্যুষ্ণ নারাচের ন্যায় ইহা আমার উভয় কর্ণই বিদ্ধ করিতেছে। যাহা হউক, বনচারী দেবগণ সকলেই আমার সাক্ষী, তাঁহারা শ্রবণ করুন। আমি যথার্থ কথাই বলিয়াছি, তথাপি তুমি আমার এই সকল কটূক্তি করিলে। আমি সর্ব্বদাই গুরুর কথা পালন করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি স্ত্রীস্বভাব ও দুষ্টপ্রকৃতি বশতঃ আমায় প্রতি এই প্রকার সন্দেহ করিতেছ। নিশ্চয়ই তোমার বিনাশকাল উপস্থিত। তোমায় ধিক্! অয়ি বরাননে! রাম যেখানে, আমিও সেখানে চলিলাম; তুমি কুশলে থাক এবং বনদেবতারা তোমায় রক্ষা করুন। অয়ি বিশালাক্ষি! ঘোরতর দুর্নিমিত্ত সকল আমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইতেছে; অতএব পুনরায় রামের সহিত আসিয়া তোমায় যেন দেখিতে পাই।" ২৭-৩৪।

লক্ষ্মণ এই প্রকার কহিলে জনকনন্দিনী অবিরল বাহিনী অশ্রুধারায় পরিপ্লুতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যুত্তর করিলেন, "লক্ষ্মণ! রাম ব্যতিরেকে আমি গোদাবরীসলিলে ডুবিয়া মরিব কিংবা উদ্বন্ধন দ্বারা অথবা কোন উচ্চস্থানে উঠিয়া এই দেহপাত করিব; কিংবা তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিব; তথাপি রাম ভিন্ন আর কোন পুরুষকে আমি কখনও স্পর্শ করিতে পারিব না।" সীতা শোকসমন্বিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে লক্ষ্মণের নিকট এই প্রকার বলিয়া দুঃখভরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিশালনয়না জনকদুহিতাকে নিতান্ত আর্ত্তভাবে রোদন করিতে দেখিয়া বিমনা হইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি দেবরকে আর কোন কথাই বলিলেন না। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে অভিবাদন ও কিঞ্চিৎ প্রণত হইয়া বারংবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত রামের নিকট গমন করিলেন। ৩৮-৪০

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

ছদ্মবেশে রাবণের সীতাসমীপে আগমন।

লক্ষ্মণ সীতার কটূক্তিতে কুপিত হইয়া রামকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দশানন রাবণ এই সুযোগ পাইয়া পরিব্রাজকরূপ ধারণ করিয়া শীঘ্রই সীতার অভিমুখে আগমন করিল। সে সুকোমল কাষায়-বস্ত্র, শিখা, ছত্র, উপানৎ এবং বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিবেশে সীতার সকাশে সমাগত হইল। সীতা রাম-লক্ষ্মণ-বিরহে চন্দ্র-সূর্য্য বিবর্জ্জিত সন্ধ্যার ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তন করিল এবং অতীব দারুণ রাহু যেমন শশিহীন রোহিণীকে অবলোকন করে, তদ্রূপ সেই রাবণ যশস্বিনী বালিকা রাজনন্দিনীকে দেখিতে লাগিল। জনস্থানস্থ বৃক্ষ সকল উগ্রস্বভাব পাপকর্ম্মা রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ে স্পন্দহীন হইল এবং বায়ুও আর প্রবাহিত হইল না। দুরাত্মা রাবণকে রক্তলোচন হইয়া সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া দ্রুতগামিনী গোদাবরী নদীও শঙ্কাবশতঃ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দশানন রাবণ রামের ছিদ্রান্বেষী হইয়া ভিক্ষুকবেশে জানকীর সকাশে উপস্থিত হইল। সীতা স্বামীর জন্য শোক করিতেছিলেন। শনিগ্রহ যেমন চিত্রার সমীপস্থ হয়;

অসাধু রাবণও তেমনি সাধু-বেশে সীতার নিকটবর্ত্তী হইল এবং তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ছদ্মবেশী সাধুবেশে সম্মুখীন হইয়া সেই যশস্বিনী রামপত্নী জানকীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সীতার ওষ্ঠ ও দশনপংক্তি মনোহর, বদন চন্দ্রসদৃশ ও নয়নযুগল পদ্মপত্রতুল্য। তিনি পীতবর্ণ কৌষেয়-বসন পরিধান করিয়া বাষ্প ও শোকে সন্তপ্তা হইয়া পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন। রাবণ দণ্ডায়মান হইয়া বারংবার তাঁহাকে দেখিতে লাগিল; দর্শন করিয়া তাহার হৃদয় মদন-বাণে বিদ্ধ ও হর্ষরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তখন সে বেদোচ্চারণ করিয়া স্বীয় শরীর-সৌন্দর্য্যে পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা ত্রিভুবন-সুন্দরী জানকীকে প্রশংসা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "অয়ি শুভাননে! তোমার বর্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চন সদৃশ, তাহাতে আবার তুমি পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র-পরিধারী এবং তুমি পদ্মিনীর ন্যায় মনোহর পদ্মসমূহে সমাকুল রহিয়াছ। অয়ি বরারোহে! তুমি কি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, অপ্সরা অথবা ভূতি কিংবা সাক্ষাৎ রতি ইচ্ছানুসারে বনে বিহার করিতেছ? তোমার দন্তগুলি পরস্পর সমান, অগ্রভাগে কুন্দ-কোরক-সদৃশ মনোহর ও পাণ্ডুবর্ণ। তোমার নয়নযুগল বিশাল, নির্ম্মল, রক্তান্ত ও কৃষ্ণবর্ণ-তারা-সম্পন্ন। তোমার জঘন অতি পীন ও সুবিস্তৃত, তোমার ঊরুযুগল হস্তিশুণ্ড-সদৃশ সুবৃত্ত ও পরম পরিপুষ্ট এবং সর্ব্বতো-ভাবে প্রগল্‌ভিত ও সংহত। তোমার স্তনযুগল পীন ও উন্নতাগ্র, পরম মনোহর, সুস্নিগ্ধ তালফলের সদৃশ, কমনীয় ও উৎকৃষ্ট মণিমালায় ভূষিত। ফলতঃ তোমার দন্ত, নেত্র ও স্মিত সমুদায়ই রমণীয়। অয়ি রমণীয়ে! নদী যেমন জলবেগে কূল হরণ করে, তুমি তেমনি ঐ সকলে আমার চিত্ত হরণ করিতেছ। তোমার কেশগুচ্ছ পরম সুন্দর, পয়োধর-যুগল অত্যন্ত সন্নিহিত এবং তোমার মধ্যদেশ এরূপ ক্ষীণ যে, অঙ্গুলি দ্বারাও ধারণ করা যায়। কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী, কেহই তোমার সদৃশ রূপশালিনী নহে। আমি পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীতে তোমার সদৃশী ললনা দৃষ্টিগোচর করি নাই। তোমার রূপ, যৌবন, সৌকুমার্য্য এবং অরণ্যবাস এই চারিটিই ত্রিলোকমধ্যে শ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইতেছে; অতএব বাহির হইয়া আইস। তোমার মঙ্গল হউক, বনবাস করা তোমার বিধেয় নহে। কামরূপী ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ সর্ব্বদা এখানে বাস করে। রমণীয় প্রাসাদশিখর এবং সুসমৃদ্ধ ও সুগন্ধি নগরোপবন এই সকলই তোমার বাসযোগ্য। অয়ি অসিতেক্ষণে! উৎকৃষ্ট মাল্য, উৎকৃষ্ট গন্ধ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট স্বামী, এই সকলই তোমার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। অয়ি সুচিস্মিতে! তুমি রুদ্র অথবা মরুদ্‌গণ কিংবা বসুগণের মধ্যে কাহার রমণী? বরা-রোহে! আমার ত তোমায় দেবতা বলিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। রাক্ষসগণই এই অরণ্যে বাস করে। না দেবগণ, না গন্ধর্ব্বগণ, না কিন্নরগণ, কেহই এখানে আগমন করে না। তুমি কিরূপে এখানে আসিলে? মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, বৃক, ঋক্ষ, তরক্ষু ও কঙ্কগণ এখানে বিচরণ করে। তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি কিরূপে নির্ভয়ে আছ? অয়ি বরাননে! ভয়ঙ্কর বেগসম্পন্ন মদমত্ত ভয়ঙ্কর কুঞ্জরগণও এই অরণ্যে বাস করিয়া আছে; তুমি একাকিনী ভয় পাইতেছ না কেন? তুমি কে? কাহার ভার্য্যা? কোথা হইতে কি নিমিত্ত একাকিনী রাক্ষস-সেবিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ?" ১-৩১।

রাবণ ব্রাহ্মণবেশে সমাগত হইয়া, এই প্রকার প্রশংসা করিলে জানকী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রথমে আসন প্রদান ও পাদ্য দ্বারা আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অতিথি-সমুচিত সৎকার দ্বারা পূজা করিলেন। পরে সেই সৌম্যদর্শন রাবণকে কহিলেন, "অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।" রাবণ কমণ্ডলু ও কুসুম্ভবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে আগমন করিল দেখিয়া জানকী তাহার ঐ দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সমস্ত দর্শনে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; সুতরাং ব্রাহ্মণবেশে সমাগত দশাননকে ব্রাহ্মণের ন্যায় আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বিপ্র! আপনি কুশাসনে যথাসুখে উপবিষ্ট হউন, এই পাদ্য গ্রহণ করুন এবং এই বনজ দ্রব্য সমস্ত আপনারই নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে, ভোজন করুন। নরেন্দ্রপত্নী জানকী এইরূপে নিমন্ত্রণ করিলে, রাবণ তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আত্ম-বধার্থে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিতে মনে কৃতনিশ্চয় হইল। পরম প্রিয়মূর্ত্তি রাম লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন; জানকী তৎ-কালে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করত ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন; কেবল চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত সেই হরিদ্বর্ণ বনভূমিই দর্শন করি-লেন, রামলক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। ৩২-৩৮।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে তাহার ভার্য্যাত্বগ্রহণে প্রার্থনা ও সীতা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান।

রাবণ সন্ন্যাসিবেশে হরণাভিলাষে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে সীতা আপনাপনি বিচার করিতে লাগিলেন, 'এই ব্যক্তি অতিথি ও ব্রাহ্মণ; কোন কথা না কহিলে শাপ দিতে পারেন।' মুহূর্ত্তকাল এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহাকে কহিলেন, "আপনার কল্যাণ হউক। আমি মিথিলারাজ মহাত্মা জনকের তনয়া ও রামের প্রিয়ভার্য্যা, আমার নাম সীতা। আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের প্রাসাদে দ্বাদশবর্ষ বাস করিয়া পূর্ণমনোরথা হইয়া বিবিধ অমানুষ ভোগ সম্ভোগ করি-তাম। পরে ত্রয়োদশ বর্ষে রাজা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত রামকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মন্ত্রণা করিলেন। তদনুসারে অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিলে আমার মাননীয়া শ্বশ্রূ কৈকেয়ী স্বামী দশ-রথের নিকট বরপ্রার্থনা করিলেন। কৈকেয়ী স্বীয় সুকৃতিবলে আমার শ্বশুরকে বশীভূত করিয়া আমার স্বামী রামের বনবাস এবং ভরতের অভিষেক এই দুই বর নৃপশ্রেষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ দশরথের নিকট যাচ্ঞা করিলেন এবং কহিলেন, 'রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে কখনই আমি পান, ভোজন বা শয়ন করিব না; এই পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ হইল।' কৈকেয়ী এই প্রকার কহিলে মদীয় শ্বশুর রাজা দশরথ তাঁহাকে অন্যান্য বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কৈকেয়ী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন মহাতেজা ভর্ত্তা রামের বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছে, আর আমার বয়স জন্ম হইতে গণনা করিয়া আঠার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার স্বামী রাম নামে বিখ্যাত, তিনি সত্যবান্, সুশীল, নির্ম্মলস্বভাব, সর্ব্বভূত-হিত-নিরত, মহাবাহু এবং বিশালাক্ষ। মহারাজ পিতৃদেব দশরথ স্বয়ং কামার্ত্ত ছিলেন। কৈকেয়ীর প্রিয়কামনায় তিনি তাদৃশ সর্ব্বগুণ-

সম্পন্ন রামকে অভিষেক করিলেন না। রাম অভিষেকার্থ পিতার নিকট আসিলে কৈকেয়ী শীঘ্রই তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন, 'হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। হে কাকুৎস্থ! ভরতকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতে হইবে এবং তোমাকে চৌদ্দ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে। অতএব তুমি বন-গমন করিয়া পিতাকে মিথ্যার হস্ত হইতে মুক্ত কর।' রাম অকুতোভয়ে কৈকেয়ীকে 'তাহাই হইবে' বলিলেন। আমার দৃঢ়ব্রত ভর্ত্তা তাঁহার বাক্য শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন। হে বিপ্র! তিনি কেবল লোককে দান করেন, কখন কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করেন না এবং সর্ব্বদা সত্য কহেন, কখনও মিথ্যা বলেন না। ইহাই রামের উৎকৃষ্ট ব্রত। তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা অতিশয় বীর তাঁহার নাম লক্ষ্মণ। তিনি রামের সহায়, সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সমরে শত্রুকুল নির্ম্মূল করেন এবং তিনি ব্রহ্মচারী ও দৃঢ়ব্রতসম্পন্ন। তিনি ধনুষ্পাণি হইয়া বনবাসী রামের অনুগামী হইয়াছেন। এইরূপে দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মরত রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত জটাধর তাপসরূপে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অধুনা আমরা তিন জনে কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া স্বকীয় তেজপ্রভাবে গভীর কাননমধ্যে বিচরণ করিতেছি। আপনি মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম লাভ করুন, এ স্থানে আপনার আতিথ্যের ত্রুটি হইবে না। আমার স্বামী এখনই প্রচুর পরিমাণে বন্য ফল-মূল এবং রুরু, বরাহ ও গোধা বধ করিয়া প্রভূত মাংসভোজ্য সহ আগমন করিবেন। এক্ষণে আপনার নাম, গোত্র ও বংশ সত্য করিয়া বলুন। হে দ্বিজ! আপনি কি জন্য একাকী দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছেন?" ১-২৪।

রামপত্নী সীতা এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ তীব্রবাক্যে উত্তর করিল, "জানকি! সুর, অসুর ও মনুষ্য সমুদায় লোক যৎকর্ত্তৃক বিত্রাসিত হয়, আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ। তোমার লাবণ্য কাঞ্চন-সদৃশ এবং তুমি কৌষেয়-বস্ত্র পরিধান করিয়াছ। অয়ি অনিন্দিতে! তোমাকে অবলোকন করিয়া স্বকীয় ভার্য্যাদিগের প্রতি আর আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। অতএব আমি অনেক উত্তমা স্ত্রী নানাস্থান হইতে আনয়ন করিয়াছি, তুমি তাহাদের সকলেরই মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। তোমার মঙ্গল হউক। হে জানকি! সাগর-পরিবেষ্টিত পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি লঙ্কা নামে যে নগরী আছে, তাহা আমার। তুমি তথায় আমার সহিত উপবনসমূহে বিচরণ করিবে। অয়ি ভামিনি! তথায় বিচরণ করিলে আর তোমার এই বনবাসের অভিলাষ থাকিবে না। সীতে! তুমি যদি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে সর্ব্বাভরণভূষিতা পঞ্চসহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে। অনিন্দিতা জনকদুহিতা জানকী রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাহাকে অনাদর পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "যিনি মহাপর্ব্বত-সদৃশ অকম্পনীয়, মহাসাগর সদৃশ ক্ষোভরহিত, আমি সেই মহেন্দ্র তুল্য রামের একমাত্র অনুগতা, যিনি শুভলক্ষণসম্পন্ন বটবৃক্ষের সদৃশ, আমি সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাভাগ রামের একমাত্র অনুগতা; যিনি মহাবাহু, বিশালহৃদয় এবং যিনি সিংহবিক্রমে পদবিক্ষেপ করেন, আমি সেই নৃসিংহ ও সিংহ-সদৃশ রামের একমাত্র অনুগতা। যাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, কীর্ত্তি অতি বিস্তৃত এবং বাহুযুগল সাতিশয় বিশাল, আমি সেই রাজনন্দন জিতেন্দ্রিয় রামের একমাত্র অনুগতা; তুই শার্দ্দূল হইয়া সিংহীর অভিলাষ করিতেছিস্। কিন্তু সূর্য্যের প্রভা-সদৃশ আমাকে সহজে লাভ বা স্পর্শ করিতে পারিবি না। ওরে হতভাগ্য রাক্ষস! তুই যখন রঘুনন্দন রামের ভার্য্যাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস, তখন তুই নিশ্চয়ই বৃক্ষসকল সুবর্ণময় দেখিতেছিস্।" ২৫-৩৮।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতাদেবীকে রাবণের প্রলোভনপ্রদর্শন।

সীতা এই প্রকার পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূকুটিভঙ্গী সহকারে বলিতে লাগিল, "অয়ি বরবর্ণিনি! আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা। আমার নাম পরম প্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ। তোমার মঙ্গল হউক। মৃত্যুকে যেমন প্রজারা ভয় করে, তদ্রূপ আমার ভয়ে ভীত হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পন্নগ ও উরগগণ সকলেই সর্ব্বদা পলায়ন করে। আমি কোন কারণবশতঃ ক্রোধভরে দ্বন্দ্ব করিয়া সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরকেও সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছি। তজ্জন্য তিনি ভয়ার্ত্ত হইয়া স্বীয় সুসমৃদ্ধ অধিষ্ঠানভূমি লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতরাজ কৈলাসে বাস করিতেছেন। ভদ্রে! আমি বীর্য্যপ্রভাবে তাঁহার ইচ্ছাচারী পরম সুন্দর পুষ্পক নামক বিমানও হরণ করিয়া লইয়াছি। তুমি সেই বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিবে। মৈথিলি! আমি জাতক্রোধ হইলে আমার মুখদর্শন করিয়াই ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ নিরতিশয় ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করে। আমি যেখানে অবস্থান করি, বায়ু সেখানে শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হয় এবং সূর্য্যও আমার ভয়ে আকাশমণ্ডলে চন্দ্রবৎ প্রতীত হয়। অধিক কি, আমি যেখানে অবস্থান ও বিচরণ করি, সেখানে তরুগণেরও পত্র সকল কম্পিত এবং নদী সকলের জলস্তম্ভ হয়। সাগরের পারে আমার লঙ্কানামে পরম সুন্দরী পুরী, উহা দেখিতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়; ভয়ঙ্কর নিশাচর-গণ-পরিবেষ্টিত এবং পাণ্ডুবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিত ও শোভিত। উহার তোরণ সকল বৈদূর্য্যময় এবং কক্ষ সকল স্বর্ণময়। তাহাতে ঐ পুরী পরম মনোহারিণী হইয়াছে। উহাতে সর্ব্বদাই বাদ্যধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে। উহা হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকীর্ণ। তত্রত্য উদ্যান সকল অভিলষিত ফলসম্পন্ন বৃক্ষসমূহে সমাকুল, তদ্দ্বারা উহার অতিশয় শোভা হইয়াছে। রাজপুত্রি সীতে! তুমি আমার সহিত ঐ নগরীতে বাস কর। তাহা হইলে তুমি আর মনুষ্যরমণীগণকে স্মরণ করিবে না। অয়ি মনস্বিনি বরবর্ণিনি! তথায় অমানুষ দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিয়া ক্ষীণায়ু মানব রামকেও আর তোমার মনে থাকিবে না। আর রাজা দশরথ ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দবীর্য্য জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন। অয়ি বিশালনয়নে! তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট, হতচেতা, তাপস রামকে লইয়া কি করিবে? আমি সমুদায় রাক্ষসগণের অধিপতি, কাম-শরে বিদ্ধ হইয়া তোমার নিকট স্বয়ং আগত, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয় না। অয়ি ভীরু! আমায় প্রত্যাখ্যান করিলে পশ্চাৎ অনুতাপ করিবে। উর্ব্বশী পুরূরবাকে পদাঘাত করিয়া এই প্রকার অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। রাম মানুষ, যুদ্ধে আমার অঙ্গুলিরও তুল্য হইবে না। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি তোমার

সৌভাগ্যক্রমেই স্বয়ং সমাগত হইয়াছি, অতএব আমায় ভজনা কর।” রাবণ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে সীতা অতীব ক্রোধান্বিতা ও রক্তনয়না হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই নির্জ্জন-প্রদেশে কঠোর-বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন “সর্ব্বদেব-নমস্কৃত সেই পরমপূজনীয় কুবেরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া গর্হিত অনুষ্ঠানে কিরূপে অভিলাষ করিতেছ? রাবণ! তোমার ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি, কর্কশ ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যাহাদের রাজা, সেই রাক্ষসগণের সকলকেই বিনাশ-প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইন্দ্র-পত্নী শচীকে হরণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাম-পত্নী আমাকে হরণ করিয়া কোন ব্যক্তি স্বস্তিলাভ করিতে পারে না। রে রাক্ষস! অনুপম সৌন্দর্য্যবতী দেবরাজ-মহিষীকে ধর্ষণা করিয়া জীবিত থাকাও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু মাদৃশী রমণীকে কোনরূপে অবমাননা করিয়া অমৃত-পান করিলেও তাহাতে মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।” ১-২৪।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

সীতাহরণ ও সীতাবিলাপ।

প্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ সীতার কথা শুনিয়া হস্তে হস্ত আঘাত করিয়া স্বীয় শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত করিল। অনন্তর বাক্যকোবিদ দশগ্রীব পুনরায় জানকীকে কহিল, “বুঝিলাম, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ। আমার বীর্য্য-পরাক্রমও তোমার কর্ণগোচর হয় নাই। আমি আকাশে অবস্থিত হইয়া ভুজদ্বন্দ-সহায়ে পৃথিবীকেও উত্তোলন করিতে পারি; সমুদায় সাগর-সলিল পান ও যুদ্ধে উদ্যত হইয়া যমকেও নিহত করিতে পারি এবং সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা আকাশস্থ সূর্য্যকেও ভূতলে পাতিত করিতে পারি। তুমি স্বীয় মনোহর রূপে উন্মত্ত হইয়াছ। আমিও ইচ্ছামাত্রেই নানাপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, অবলোকন কর।” এই প্রকার কহিয়াই ক্রোধভরে রাবণের শ্যামলপ্রান্ত নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়া প্রজ্জলিত অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল। পরে সেই কুবেরানুজ রাবণ অবিলম্বে সৌম্য-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া যমরূপসদৃশ স্বীয় তীক্ষ্ণরূপ পরিগ্রহ করিল এবং নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দশ মুখ, বিংশতি বাহু, রক্তনয়ন ও তপ্তস্বর্ণ-নির্ম্মিত ভূষণ, এই সকলে সুশোভিত নীলমেঘসদৃশ শ্রীমান্ নিশাচররূপে প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণ কপট পরিব্রাজক-বেশ ত্যাগ ও মহাকায় হইয়া আপনার পূর্ব্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া রক্তাম্বরধারী নিশাচর-বেশে স্ত্রীরত্ন সীতাকে অবলোকন করত সেই সূর্য্যপ্রভাসদৃশী, কৃষ্ণকেশ-সমন্বিতা, বস্ত্রাভরণ-ভূষিতা জানকীকে কহিতে লাগিল, “ত্রিভুবনবিখ্যাত স্বামি-লাভের যদি ইচ্ছা থাকে, অয়ি বরারোহে! তবে আমাকে আশ্রয় কর; আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি চিরকালের জন্য আমাকে ভজনা কর; আমিই তোমার শ্লাঘ্য পতি। ভদ্রে! আমি কখনও তোমার অপ্রিয়াচরণ করিব না। তুমি মানুষের প্রতি প্রীতি ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রণয় স্থাপন কর। অয়ি মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি মৈথিলি! তুমি কোন্ গুণে রাজ্যভ্রষ্ট, বিফলমনোরথ ও পরিমিতায়ু রামের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ? দেখ, দুর্ম্মতি রাম স্ত্রীর কথায় রাজ্য ও আত্মীয়জন ত্যাগ করিয়া এই হিংস্র-জন্তুর আবাস-ক্ষেত্র অরণ্যে বাস করিতেছে।” নিরতিশয় দুষ্টাত্মা রাবণ প্রিয়বচনপাত্রী ও প্রিয়বাদিনী মৈথিলীকে এই কথা কহিয়াই কামে মোহিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল; বোধ হইল, আকাশে বুধ যেন রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। সে বামহস্তে সীতার কেশপাশ এবং দক্ষিণহস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিল। বনদেবতারাও তখন সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গসদৃশ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মহাভুজঙ্গমতুল্য রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া দশ-দিকে পলায়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাবণের সেই মায়াময় স্বর্ণমণ্ডিত গর্দ্দভযুক্ত ভয়ঙ্কর-শব্দকারী দিব্য-রথ তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে দশানন গভীরস্বরে পরুষ-বাক্যে সীতাকে ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রথে তুলিয়া লইল। যশস্বিনী সীতা তৎকর্ত্তৃক গৃহীতা ও ভয়ে ব্যাকুলা হইয়া রামকে উদ্দেশ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাম তখন অনেক অন্তরে ছিলেন। রাবণের প্রতি জানকীর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। তজ্জন্য সীতা আত্ম-মোচনের অভিলাষে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কামার্ত্ত দশানন তাঁহাকে পন্নগরাজ-মহিষীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে আকাশপথে হরণ করিয়া লইয়া চলিলে জানকী ভ্রান্তচিত্ত ও আতুরের ন্যায় এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হা গুরু-চিত্তপ্রসাদক মহাবাহু লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস কর্ত্তৃক আমি হৃত হইতেছি, ইহা তুমি জানিতে পারিতেছ না! হা রাম! তুমি ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রাণ, সুখ ও অর্থ, সমুদায়ই ত্যাগ করিয়া থাক। এক্ষণে আমি অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক হৃতা হইতেছি, আমাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? হে শত্রুতাপন! তুমি অবিনয়ীদিগের শাসন করিয়া থাক; তবে কেন এবংবিধ পাপাত্মা রাবণকে শাসন করিতেছ না? অবিনীতের কর্ম্মফল সদাই ফলে না; শস্য পক্ক হইতে হইলে কালের সহকারিতার প্রয়োজন হয়। রাবণ! তুমি কালপ্রভাবে হতচেতন হইয়া এই যে কর্ম্ম করিলে, ইহার জন্য তোমাকে রাম হইতে প্রাণান্তকর ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে। হায়! আমি ধর্ম্মাভিলাষী যশস্বী রামের ধর্ম্মপত্নী হইয়া হৃতা হইতেছি! এত দিনে আত্মীয়গণের সহিত কৈকেয়ীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এই সকল পুষ্পিত কর্ণিকার এবং জনস্থান, সকলকেই আমি প্রার্থনা করিতেছি, সকলেই যেন রামকে বলে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। হে হংসসারস-সেবিতে তরঙ্গিণি গোদাবরি! তোমায় আমি বন্দনা করি, তুমিও শীঘ্র রামকে এই কথা বলিও যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। এই বিবিধ পাদপসমাকুল বনমধ্যে যে সকল দেবতা বাস করেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই নমস্কার করিতেছি, তাঁহারাও মদীয় স্বামী রামকে আমার হরণবার্ত্তা বলিবেন। এই অরণ্যে মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণী অবস্থিতি করে, আমি তাহাদের সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, তাঁহারা সকলেই রামকে তদীয় প্রেয়সী ভার্য্যার হরণ-বার্ত্তা প্রদান করিবেন এবং বলিবেন যে, বিবশা অবস্থায় সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। আমি যদি যম কর্ত্তৃকও অপহৃত হই এবং মহাবাহু রাম যদি তাহা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি পরাক্রম-প্রকাশ পূর্ব্বক তথা হইতে আমায় আনয়ন করিবেন।” আয়তলোচনা জানকী নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে সহসা অবলোকন করিলেন, গৃধ্ররাজ জটায়ু বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে রাবণের বশপ্রাপ্তা সুশ্রোণী জনকনন্দিনী ভীত হইয়া দুঃখিত-বচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, “আর্য্য জটায়ু! অবলোকন করুন, এই পাপাত্মা রাক্ষসরাজ আমাকে অনাথের ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে হরণ করিতেছে। আপনি এই মহাবল, বিজয়চিহ্নধারী, দুর্ম্মতি, ক্রূর, সায়ুধ, নিশাচর রাবণকে নিবারণ

করিতে পারিবেন না: অতএব রামকে আমার হরণ-কথা যথাযথ অবগত করিবেন এবং লক্ষ্মণকেও সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিবেন।" ১-৪০।

পঞ্চাশ সর্গ।

জটায়ু কর্ত্তৃক রাবণকে তিরস্কার

জটায়ু ভোজনান্তর গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া রাবণ এবং জানকী উভয়কেই অবলোকন করিলেন। পরে পর্ব্বত-শৃঙ্গ-সদৃশ প্রকাণ্ড, তীক্ষ্ণতুণ্ড, বৃক্ষস্থিত, শ্রীমান্, পক্ষিরাজ জটায়ু মিষ্টবাক্যে রাবণকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ দশগ্রীব! আমি পুরাণ. ধর্ম্মনিরত এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব তুমি আমার সমক্ষে ঈদৃশ নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমি মহাবল গৃধ্ররাজ জটায়ু। দশরথনন্দন রামও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায় সকল লোকের রাজা, তিনি সকল লোকেরই হিতানুষ্ঠানে তৎপর। তুমি যাঁহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই এই বরারোহা যশস্বিনী সীতা সেই লোকনাথ রামের ধর্ম্মপত্নী। তুমিই বা প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মে স্থিত থাকিয়া রাজা হইয়া কিরূপে পরদার হরণ করিবে? হে মহাবল! বিশেষতঃ রাজপত্নীদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব তুমি পরস্ত্রী-ধর্ষণ-বিষয়িণী নীচ-প্রবৃত্তি ত্যাগ কর। যে কর্ম্ম করিলে লোকের নিন্দাভাজন হইতে হয়, ধীর পুরুষ সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। আপনার ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষ-স্পর্শ হইতে রক্ষা করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। হে পৌলস্ত্যনন্দন! শাস্ত্রে না থাকিলেও শিষ্টজনেরা রাজার অনুবর্ত্তী হইয়া অনেকানেক ধর্ম্ম, অর্থ অথবা কাম-বিষয়িণী অনুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন। রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কাম এবং রাজাই সমুদয় দ্রব্যের মধ্যে রত্নস্বরূপ। ধর্ম্ম, কাম বা পাপ সমুদায়ই রাজমূলক। হে রাক্ষসরাজ! তুমি যেরূপ পাপস্বভাব ও চপল, তাহাতে কিরূপে দুষ্কর্ম্মকারী জনের দেবযোনি-প্রাপ্তির ন্যায় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে, বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি যথেচ্ছাচারী, সে সেই স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না; কেন না, দুরাত্মাদিগের আলয়ে পুণ্য কখন অবস্থিতি করে না। মহাবল ধর্ম্মাত্মা রাম তোমার নগর বা অধিকারমধ্যে কোন অপরাধই করেন নাই; তবে তুমি কি জন্য তাঁহার নিকট অপরাধী হইতেছ? দেখ, জনস্থানগত খর অতিশয় দুর্বৃত্ত, সুতরাং অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম শূর্পণখার জন্য যদি তাহাকে নিহত করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা তাঁহার অপরাধ কি? তুমি সেই লোকনাথ রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া গমন করিতেছ। এখনই জানকীকে ছাড়িয়া দাও। ইন্দ্রের বজ্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ রামও যেন অনলকল্প ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মীভূত না করেন। তুমি যে স্বীয় বসনাঞ্চলে আশীবিষ সর্প বন্ধন করিয়াছ, তাহা বুঝিতেছ না; অথবা তোমার গলদেশে কালপাশ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছ না। সৌম্য! যে ভার বহন করিলে অবসন্ন হইতে না হয়, তাদৃশ ভারই বহন করা উচিত এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় ও কোনরূপ দাহক না হয়, সেইরূপ অন্ন ভোজন করাই বিধেয়। যাহার অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি বা চিরস্থায়ী যশঃ কিছুরই সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শরীরে খেদ জন্মে, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? রাবণ! ষষ্টিসহস্র বৎসর হইল, আমি জন্মগ্রহণ করিয়া যথাবিধানে পিতৃপৈতামহ রাজ্য পালন করিতেছি। যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি তুমি যুবা, ধনুর্ব্বাণধারী, কবচসম্পন্ন ও রথারোহী হইয়া আমার সমক্ষে জানকীকে লইয়া নিরাপদে যাইতে পারিবে না। ন্যায়-সংযুক্ত হেতুবাদ দ্বারা যেরূপ অনাদি প্রচলিত বেদশ্রুতির অপলাপ করা সহজ নহে, তুমি ও সেইরূপ বল পূর্ব্বক আমার সমক্ষে জানকীকে হরণ করিতে পারিবে না। যদি শূর হও, যুদ্ধ কর। অথবা রাবণ! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। পূর্ব্বে খর যেমন ভূশায়ী হইয়াছে, তুমিও তেমনি হত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। যে তুমি বারংবার যুদ্ধে দৈত্য ও দানবদিগকে নিহত করিয়াছ, বল্কলধারী রাম অচিরাৎ যুদ্ধস্থলে সেই তোমাকে বধ করিবেন। সেই দুই রাজনন্দন রাম-লক্ষ্মণ দূরে আছেন; আমি এক্ষণে আর কি করিব? রে নীচ! তোমাকে শীঘ্রই তাঁহাদের হইতে ভীত হইয়া বিনষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই। আর আমি বাঁচিয়া থাকিতেও তুমি রামের প্রিয়-মহিষী, পদ্মনয়না, সৎস্বভাবা এই সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। প্রাণ দিয়াও মহাত্মা রাম ও দশরথের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব রাবণ! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, দেখিবে, আমি বৃন্ত হইতে ফলের ন্যায় তোমাকে এই রথ হইতে নিপাতিত করিব। রে নিশাচর! আমি প্রাণপণেও তোমায় যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।" ১ ২৯।

একপঞ্চাশ সর্গ।

জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ ও জটায়ুর মৃত্যুকল্প হইয়া পতন।

পক্ষিরাজ জটায়ু এই প্রকার কহিলে বিশুদ্ধস্বর্ণ-নির্ম্মিত কুণ্ডলসম্পন্ন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া, তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিল। পরে গগনমণ্ডলে বায়ুপ্রেরিত মেঘদ্বয়ের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ দুই মাল্যবানের ন্যায় গৃধ্ররাজ জটায়ু ও রাক্ষসরাজ রাবণের অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনন্তর রাবণ মহাবল গৃধ্ররাজের প্রতি অনবরত মহাভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণাগ্র নালীক ও নারাচ এবং বিকীর্ণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। পক্ষিরাজ জটায়ু যুদ্ধে রাবণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ও শরজাল সমুদায় প্রতিগ্রহ করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ নখসম্পন্ন চরণদ্বয় দ্বারা রাবণের গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর দশগ্রীব রাবণ রোষভরে শত্রু-বধার্থে যমদণ্ড-সদৃশ ভয়ঙ্কর দশ বাণ গ্রহণ করিল এবং শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া সেই অজিহ্মগ সুতীক্ষ্ণ নিশিত ভয়ঙ্কর শিলীমুখ সায়কপরম্পরা মোচন করত জটায়ুকে বিদ্ধ করিল। রাক্ষসরাজ রাবণের রথমধ্যে বাষ্পপূর্ণনয়না জানকীকে অবলোকন করিয়া পক্ষিরাজ জটায়ু সেই সমস্ত শর অগ্রাহ্য করিয়া রাবণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং চরণদ্বয় দ্বারা তাহার মণিমুক্তা-ভূষিত সশর শরাসন ভগ্ন করিলেন। তদ্দর্শনে রাবণ ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক শত শত ও সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পক্ষিরাজ জটায়ু শরসমূহে নিবারিত হইয়া, কুলায়-প্রাপ্ত পক্ষীর ন্যায় শোভাযুক্ত হইলেন। অনন্তর মহাতেজা জটায়ু পক্ষদ্বয় দ্বারা সেই সমস্ত শরজাল বিক্ষিপ্ত করত চরণদ্বয় দ্বারা পুনর্ব্বার তাহার মহাধনু ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং পক্ষের প্রহারে তাহার অগ্নি-সদৃশ প্রদীপ্ত কবচও নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর তিনি সমরে রাবণের স্বর্ণময় দিব্য উরশ্ছদ চূর্ণ

করিয়া অতিশয় দ্রুতগামী পিশাচ-বদন গর্দ্দভদিগকে সংহার করিলেন। পরে বেগভরে রাবণের কামগামী, অগ্নি-সদৃশ প্রভাশালী, মণি-ভূষিত সোপানযুক্ত,ত্রিবেণু-সম্পন্ন, মহারথ ভগ্ন, ছত্রাদি ধর রাক্ষসগণের সহিত পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ ছত্র ও ব্যজন নিপাতিত এবং তুণ্ডপ্রহারে সারথির মস্তক বিদারিত করিলেন। এইরূপে পরমশ্রীসম্পন্ন মহাবল পক্ষিরাজ কর্ত্তৃক শরাসন ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে রাবণ জানকীকে ক্রোড়ে করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে ভগ্নবাহন ও ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া সমস্ত প্রাণীই বারংবার সাধুবাদ পূর্ব্বক গৃধ্র-রাজকে অভিনন্দন করিল। অনন্তর রাবণ বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন জরাগ্রস্ত পক্ষিযূথপতিকে পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মৈথিলীকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশ-পথে গমন করিতে লাগিল। তাহার সমুদায় যুদ্ধসাধন নষ্ট বিনষ্ট ও হত হইয়াছিল; কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সেই অবস্থায় নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া জানকীকে ক্রোড়ে করিয়া, গমনে উদ্যত হইলে মহাতেজা গৃধ্ররাজ জটায়ু সমুৎপতিত হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে সম্যক্‌রূপে অবরোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ওরে অল্পজ্ঞান রাবণ! তুই সমস্ত রাক্ষসকুল-বিনাশের নিমিত্তই সেই বজ্রদণ্ড-স্পর্শসম্পন্ন বাণধারী রামের এই সীতাকে হরণ করিতেছিস্। বুঝিলাম, পিপাসিত হইয়া লোকে যেমন জলপান করে, তুই তেমনি মিত্র, বন্ধু, অমাত্য, চতুরঙ্গ সৈন্য এবং দাস-দাসী প্রভৃতি সমুদায় পরিজনের সহিত বিষপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। অবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ম্মফল অবগত না হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে; তোরও সেইরূপ ঘটিবে। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্। মৎস্য যেমন আমিষসংযুক্ত বড়িশ গ্রহণ করিয়া আত্মবিনাশ নিমিত্ত ধাবমান হয়, তুইও তেমনি কোন্ স্থানে গমন করিয়া উল্লিখিত কাল-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবি? রাবণ! রামলক্ষ্মণকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য। তুই যে এই আশ্রমের অভিভব করিলি, তাঁহারা কখনই ইহা ক্ষমা করিবেন না। তুই ভয়বশতঃ সর্ব্বলোক-নিন্দিত যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলি, এই পথ তস্করদিগের আচরিত, বীরদিগের সেবিত নহে। ওরে রাবণ! যদি তোর শূরত্ব থাকে, যুদ্ধ কর্; না হয় মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর্; তাহা হইলে ভ্রাতা খরের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিবি। আসন্নকালে লোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তুইও আত্মবিনাশার্থে সেই প্রকার অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে একমাত্র পাপই প্রাদুর্ভূত হয়, কোন্ ব্যক্তি তাহাতে হস্তক্ষেপ করে? ইন্দ্রাদি লোকপাল অথবা স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ম্ভূ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না।" বীর্য্যবান্ জটায়ু এই প্রকার নীতিগত বাক্য প্রয়োগ করিয়া দশানন রাবণের পৃষ্ঠোপরি নিপতিত হইলেন। গজারোহী দুষ্ট গজে আরূঢ় হইয়া যেমন তাহাকে অঙ্কুশাদি দ্বারা তদীয় মস্তক বিদীর্ণ করে, তিনিও তেমনি রাবণকে আক্রমণ পূর্ব্বক খরতর নখ-প্রহারে সর্ব্বতোভাবে বিদারিত করিলেন। এইরূপে তুণ্ডাঘাত পূর্ব্বক নখর-প্রহারে রাবণের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া পরে তিনি নখ, পক্ষ ও তুণ্ডায়ুধ-সহায়ে তাহার কেশ সমস্ত উৎপাটিত করিলেন। গৃধ্ররাজের বারংবার আক্রমণে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে রাবণের অধরোষ্ঠ ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে অতিমাত্র ব্যাকুল ও মর্চ্ছিত হইয়া বামক্রোড়ে জানকীকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক জটায়ুকে করতল দ্বারা প্রহার করিল। শত্রুদমন জটায়ু সেই তলপ্রহার সহ্য করিয়া তুণ্ড দ্বারা রাবণের দশ বামবাহু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নবাহু হইলেও রাবণের দেহ হইতে বাহু সকল সহসা বহির্গত হইল। বোধ হইল, যেন বিষজ্বালা-যুক্ত সর্পসমূহ বল্মীক হইতে বহির্গমন করিল। বীর্য্যবান্ দশগ্রীব ক্রোধভরে সীতাকে ত্যাগ করিয়া জটায়ুকে মুষ্টি ও চরণদ্বয় দ্বারা পীড়িত করিল। তখন অনুপম-পরাক্রম গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। জটায়ু রামের উপকার জন্য পরাক্রম-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলে রাবণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাঁহার দুই পক্ষ, দুই পদ এবং দুই পার্শ্ব ছেদন করিয়া দিল। রৌদ্রকর্ম্মা নিশাচর পক্ষচ্ছেদন করিলে গৃধ্ররাজ আসন্ন-মৃত্যু হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হইলেন দেখিয়া সীতা দুঃখিতা হইয়া বন্ধুর ন্যায় তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। রাবণ নীল-মেঘসদৃশ, বিপুলবীর্য্য, পাণ্ডুরবক্ষ এবং ভূপতিত জটায়ুকে দাবানলের ন্যায় দর্শন করিল। অনন্তর চন্দ্রবদনা জনকদুহিতা সীতা রাবণবেগে নিপীড়িত ও ভূপতিত জটায়ুকে বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ১-৪৬।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

রাবণের রথারূঢ়া সীতাদেবীর গাত্র হইতে পুষ্পাদি পতন।

দশানন কর্ত্তৃক গৃধ্ররাজ বিনষ্ট হইলেন দেখিয়া চন্দ্রমুখী সীতা অতীব দুঃখিতা হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে কাকুৎস্থ রাম! চক্ষুস্পন্দনাদিরূপ লক্ষণ, কৃষ্ণপুরুষ-দর্শনাদি-বিষয়ক স্বপ্ন, পক্ষিদর্শন ও পক্ষীর স্বর শ্রবণ ইত্যাদি নিশ্চয়ই মনুষ্যদিগের ভাবী সুখ-দুঃখ সূচনা করে, দৃষ্ট হইতেছে। অধুনা নিশ্চয়ই মৃগ ও পক্ষিগণ এই বিপদ্ সূচনা করিয়া আমার জন্য তোমার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে; তথাপি তুমি স্বীয় এই ব্যসন জানিতে পারিতেছ না। কাকুৎস্থ! এই বিহঙ্গম জটায়ু কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণার্থ এখানে আগমন পূর্ব্বক আমারই ভাগ্যদোষে নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ! তোমরা এখন আমায় রক্ষা কর।" এই বলিয়া রমণীরত্ন সীতা অতিশয় শঙ্কিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী লোকেরা তাহা শুনিতে লাগিল। তিনি ম্লান-মাল্যাভরণ হইয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষসপতি রাবণ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে তিনি বারংবার 'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর,' বলিয়া বৃক্ষদিগকে লতার ন্যায় বেষ্টন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাবণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল। ঐ সময়ে তিনি রাম-বিরহে বনে বারংবার 'রাম রাম' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ যমসদৃশ রাবণ আত্ম-বিনাশার্থ তাঁহার কেশ ধারণ করিল। জানকী এইরূপ অপমানিত হইলে স-চরাচর সমুদায় জগৎ মর্য্যাদাশূন্য ও ঘোরতর নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়া উঠিল। বায়ু আর তথায় বহিল না, প্রভাকর প্রভাশূন্য হইলেন, শ্রীমান্ দেব পিতামহ দিব্যদৃষ্টিতে এই কেশাকর্ষণ-ঘটনা দর্শন করিয়া কহিলেন, "কার্য্য সিদ্ধ হইল।" দণ্ডকারণ্যবাসী পরমর্ষিগণ সীতাকে ধর্ষিতা দর্শন করিয়া ব্যথিত এবং দৈবযোগে রাবণের বিনাশ উপস্থিত হইল অবগত হইয়া প্রহৃষ্ট হইলেন। এ দিকে সীতা বারংবার রাম ও

লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল। তপ্তাভরণবর্ণা,পীতকৌষেয়বসনা,রাজনন্দিনী জানকী অতীব শোভান্বিতা সৌদামিনীর ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার পীতবসন উদ্ধূত হওয়াতে রাবণও অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় সমধিক বিরাজমান হইল। পরমকল্যাণী সীতার দেহে যে সকল সুগন্ধি তাম্রবর্ণ পদ্মপত্র সুবিন্যস্ত ছিল, তৎসমস্ত দশাননের অঙ্গে নিপতিত হইল। এতদ্ভিন্ন জানকীর বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণ কৌষেয়বসন আকাশে সমুদ্ধূত হইয়া সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যকিরণ-শোভান্বিত মেঘের ন্যায় শোভা বিস্তার করিল এবং তদীয় নির্ম্মল মুখমণ্ডল রাবণের ক্রোড়ে ন্যস্ত হইয়া রাম ব্যতীত মৃণালহীন পদ্মের ন্যায় কোনমতেই শোভিত হইল না। প্রশস্ত ললাট, সুচিক্কণ কেশপাশ, নির্ম্মল শুক্লবর্ণ দন্তপংক্তি, সুচারু লোচনযুগল, এই সকলে সীতার মুখমণ্ডল সুশোভিত। উঁহার প্রভাও পদ্মগর্ভ-সদৃশ এবং ব্রণবিহীন। ঐ বদনমণ্ডল নীল-নীরদ ভেদ করিয়া সমুদিত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিল। তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা রহিল না. অথবা তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, সুন্দর নাসিকা ও সুচারু তাম্রবর্ণ অধরোষ্ঠে অলঙ্কৃত, স্বর্ণতুল্য প্রভাবিশিষ্ট এবং যার পর নাই সুশোভন; অনবরত রোদন করাতে অশ্রুসলিলে মলিন, এবং রাবণ কর্তৃক সমাকৃষ্ট হইয়া রামবিরহে দিবাভাগে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় ঐ মুখমণ্ডল শোভাহীন হইল। স্বর্ণনির্ম্মিত কাঞ্চী যেমন নীলবর্ণ হস্তীর আশ্রয়ে শোভা পায়, স্বর্ণবর্ণা জানকীও সেইরূপ নীলবর্ণ রাবণের সহযোগে শোভমান হইলেন। তিনি পদ্মকেশরবর্ণ ও স্বর্ণসদৃশ কান্তিমতী এবং তাঁহার ভূষণ সমস্ত তপ্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত; সুতরাং রাবণের সংসর্গে বিদ্যুৎ যেমন মেঘমধ্যে বিরাজিত হয়, তাহারও তদ্রূপ শোভা হইল। তৎকালে তদীয় ভূষণ শব্দযুক্ত হওয়াতে দশানন শব্দায়মান সুবিমল নীলবর্ণ মেঘের সাদৃশ্য ধারণ করিল। হরণসময়ে সীতার মস্তক হইতে রাশি রাশি পুষ্প স্খলিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু সেই পুষ্পবৃষ্টি দশাননের গমনবেগজনিত বায়ুবশে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় সেই কুবেরানুজেরই চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল; বোধ হইল, সুবিমল নক্ষত্রমালা যেন পর্ব্বতরাজ মেরুর সমন্তাৎ প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐ সময়ে জানকীর চরণ হইতে রত্নভূষিত নূপুর ভ্রষ্ট হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডলের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। তিনি নবতরুপল্লব-সদৃশ রক্তবর্ণা। তদীয় সংসর্গে নীলবর্ণ দশানন কাঞ্চন-কক্ষ্যাবেষ্টিত হস্তীর ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সীতা মহোল্কার ন্যায় স্বকীয় তেজে আকাশমধ্যে দীপ্যমান হইতে লাগিলেন। রাবণ তদবস্থায় তাঁহাকে আকাশপথে হরণ করিয়া যাইতে লাগিল। তৎকালে সীতার অগ্নিবর্ণ শব্দায়মান দেহ হইতে ভূষণ সমস্ত ভ্রষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন,তারকাস্তবক গগন হইতে বিচ্যুত হইতেছে। সীতার সদৃশ দীপ্তি-বিশিষ্ট হারগুচ্ছ তদীয় স্তনদ্বয়ের মধ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, গগনভ্রষ্ট গঙ্গার ন্যায় শোভা বিস্তার করত পতিত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধগত বায়ুর সঞ্চারণ বশতঃ শিরঃসমূহ কম্পিত হওয়াতে বিবিধ বিহঙ্গমযুক্ত বৃক্ষ সকল যেন জানকীকে ‘ভয় নাই’ এই কথা বলিতে লাগিল। পদ্ম সকল বিধ্বস্ত এবং মৎস্য প্রভৃতি জলচর সমস্ত ত্রস্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, সরোবর সকল সখীর ন্যায় উৎসাহহীনা জানকীর শোকে বিহ্বল হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহ রোষভরে সীতার ছায়ানুসরণে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সীতা ম্রিয়মাণা হইলে পর্ব্বত সকল শৃঙ্গরূপ বাহুপরম্পরা উত্তোলন করিয়া প্রস্রবণরূপ অশ্রুধারাকুল বদনে যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল। শ্রীমান্ দিবাকরও তদবস্থাপন্না জানকীকে দর্শন করিয়া দীন ও প্রভাবিহীন হইলেন এবং তদীয় মণ্ডলপ্রদেশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাণীমাত্রেই দলে দলে মিলিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, ‘রাবণ যখন রাম-ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন সত্য, দয়া, ঋজুতা ও ধর্ম্ম সমুদায়ই অন্তর্হিত হইয়াছে।’ মৃগশাবকগণ ত্রাসান্বিত হইয়া বারংবার শোভাশষ্প-নয়নে ঊর্দ্ধ্বেক্ষণ পূর্ব্বক দীনমুখে রোদন করিতে লাগিল। এই সকল দর্শন করিয়া বনদেবতাদের শরীর নিরতিশয় কম্পিত হইয়া উঠিল। ১-৪১।

সীতা তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে মধুর-স্বরে ক্রন্দন ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ এবং বারংবার ধরাতল নিরীক্ষণ করিতেছেন. তাঁহার কেশপাশ ইতস্ততঃ বিস্রস্ত ও তিলক লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। দশানন আত্মবিনাশার্থ সেই মনস্বিনীকে ঐ অবস্থায় হরণ করিল। অনন্তর সুন্দরদশনা জানকী রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই দেখিতে না পাইয়া বন্ধুজন-বিরহে মলিনমুখী ও অতিমাত্র ভয়-পীড়িতা হইলেন। ৪২-৪৪।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণের প্রতি সীতার সরোষ-বাক্য।

রাবণ আকাশে উৎপতিত হইল দর্শন করিয়া জনক-দুহিতা সীতা নিরতিশয় ভীতা, উদ্বিগ্না ও দুঃখিতা হইলেন। রোষ ও রোদন বশতঃ তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণস্বরে রোদন করিয়া তৎকালে ভয়ঙ্কর নয়ন রাক্ষসপতিকে কহিতে লাগিলেন, “রে রাক্ষসাধম রাবণ! আমাকে একাকিনী জানিয়া চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ। ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? রে দুরাত্মন্! বুঝিলাম, তুমি ভীরুস্বভাব, সেই জন্য আমাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া মায়াময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া মদীয় ভর্ত্তা রামকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছ। সম্প্রতি যিনি আমার রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমার শ্বশুরের সখা সেই এই বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও নিপাতিত করিয়াছ রে রাক্ষসাধম! তোমার যে বীরত্ব নাই, ইহা ইহাতেই জানা যাইতেছে; তুমি আমার স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়াই হরণ করিলে; আমি তৎকর্তৃক যুদ্ধে জিতা হই নাই। রে নীচ! নির্জ্জনে পরস্ত্রী-হরণ-রূপ ঈদৃশ কর্ম্ম করিয়া তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? রে শূরমানিন্! তুমি যে এই অতি নৃশংস ও জঘন্য কার্য্য করিলে, ব্যক্তিমাত্রেই ইহার ঘোষণা করিবে। তুমি আপনার যে শৌর্য্য ও দৈহিক বলের কথা বলিয়াছিলে, তোমার সেই শৌর্য্য ও বলে ধিক্! তুমি এইরূপে হরণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছ. সুতরাং আমি কি বলিতে পারি? কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্রও যদি অবস্থিত হও, তবে প্রাণ লইয়া আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের পথিক হইলে তুমি সসৈন্যে মুহূর্ত্তকালও প্রাণধারণ করিতে পারিবে না। পক্ষী যেমন বনমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি-স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহাদের শরস্পর্শও সহ্য করা কোন অংশেই

তোমার সাধ্য হইবে না। অতএব রাবণ! ভালরূপে আপনার হিত-চিন্তা করিয়া মঙ্গলে মঙ্গলে আমায় পরিত্যাগ কর। যদি ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে মদীয় স্বামী ভ্রাতার সহিত আমার এই ধর্ষণায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার বিনাশার্থ যত্ন করিবেন। রে রাক্ষসাধম! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিতেছ, কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। আমি সেই দেবসদৃশ স্বামীকে দর্শন না করিয়া শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া বহুকাল প্রাণধারণ করিতে পারিব না। আসন্নকালে লোকের যেমন বিপরীতবুদ্ধি হয়, তোমারও তেমনি আত্ম-হিতকর মঙ্গলের দিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি নাই। অথবা মুমূর্ষু মাত্রেরই পথ্যে রুচি হয় না। রে রাক্ষস! তুমি এই ভয়ের বিষয়েও ভয় করিতেছ না; দেখিতেছি, তোমার গলে কালপাশ বদ্ধ হইয়াছে এবং স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া তুমি স্বর্ণময় বৃক্ষসমূহ, রক্তবাহিনী ভয়ঙ্কর বৈতরণী নদী, অতীব ভীষণ খড়্গারূপপত্রযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্য-ময়-পত্রযুক্ত, তপ্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত-পুষ্পযুক্ত ও লৌহময় কণ্টকাকীর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী এই সকল দর্শন করিতেছ। কিন্তু রে নির্ঘৃণ! তুমি সেই মহাত্মা রামের এই প্রকার অপ্রিয়কার্য্য করিয়া বিষপায়ীর ন্যায় কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হইবে না। রে রাবণ! তুমি দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। আমার স্বামী মহাত্মা রামের অপকার করিয়া আর কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে? যিনি একাকীই নিমেষকালমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ মহাবল-বীর্য্য-সম্পন্ন রাম সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা প্রিয়-ভার্য্যাপহারী তোমাকে অবশ্যই সংহার করিবেন।" রাবণের ক্রোড়গতা বৈদেহী ভয়-শোক-সমাবিষ্টা হইয়া এইরূপ ও অন্যরূপ পরুষবাক্যপ্রয়োগ-সহকারে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি নিরতিশয় আকুল হইয়া আত্মমোচনের চেষ্টা করত সকরুণ বিলাপ করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। তখন পাপচারী রাবণ কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। ১-২৬।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

পথিমধ্যে সীতা কর্ত্তৃক অলঙ্কার নিক্ষেপ এবং রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে লঙ্কার অন্তঃপুরে স্থাপন।

রাবণ হরণ করিলে সীতা আর কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে না পাইয়া যাইতে যাইতে গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান পাঁচটি বানরকে দর্শন করিলেন। তাহারা রামকে এই ঘটনা বলিতে পারে, এই আশয়ে তিনি তাহাদের মধ্যে আপনার সুবর্ণপ্রভ কৌষেয় উত্তরীয় ও সুন্দর অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। জানকীর এই বস্ত্রাভরণাদি বিক্ষেপ-ব্যাপার দশানন রাবণ সম্ভ্রম প্রযুক্ত জানিতে পারিল না। তৎকালে সীতা ক্রন্দন করিতেছেন। পিঙ্গলাক্ষ বানরশ্রেষ্ঠেরা তাঁহাকে যেন অনিমিষ-লোচনে দেখিতে লাগিল। এ দিকে রাক্ষরাজ রাবণ জানকীকে গ্রহণ করিয়া পম্পানদী অতিক্রম পূর্ব্বক লঙ্কানগরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আপনার মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুস্বরূপ মৈথিলীকে হরণ করিয়া রাবণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা তীব্রবিষা সর্পীর ন্যায় সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই আকাশপথে সরিৎ, সরোবর, বন ও পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিল এবং অবিলম্বেই নদী সকলের আশ্রয়, তিমি ও নক্রসমূহের আবাসভূত, বরুণালয়, অক্ষয় সাগর অতিক্রম করিয়া গেল। রাবণ জানকীকে হরণ করিলে জগন্মাতার অপহরণ জন্য ক্ষোভবশতঃ বরুণালয় সমুদ্র তরঙ্গবিহীন এবং তত্রত্য মীন ও বৃহৎ বৃহৎ সর্প সকল স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্তরীক্ষচারী চারণগণ কহিতে লাগিল, "রাবণকে আর বাঁচিতে হইবে না, এই পর্য্যন্তই তাহার শেষ হইল।" সিদ্ধগণও এইরূপ বলিতে লাগিলেন। এ দিকে রাবণ আত্মপরিত্রাণের নিমিত্ত বিচেষ্টমানা সীতাকে আপনার সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইল। সে সম্যক্ বিভক্ত মহাপথ সমূহে বিরাজিত, সুবিস্তৃত, বহুজনাকীর্ণ কক্ষাসমূহে বিভূষিতা লঙ্কা-নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার অন্তঃপুরে গমন করিয়া শোকমোহ-সমন্বিতা কুটিলাপাঙ্গী সীতাকে তথায় স্থাপন করিল। বোধ হইল যেন, ময়দানব স্বীয় পুরে আসুরী মায়া সন্নিবিষ্ট করিল। দশানন সীতাকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়া ঘোরদর্শনা পিশাচীদিগকে আদেশ করিল, "কোন স্ত্রী বা পুরুষ আমার বিনানুমতিতে সীতাকে যেন দেখিতে না পায়। মুক্তা, মণি, সুবর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার ইত্যাদি যে যে বস্তু সীতা ইচ্ছা করিবে, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তৎসমস্তই ইহাকে প্রদান করিবে। জ্ঞানবশতঃ হউক, অজ্ঞানবশতঃ হউক, সীতাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলিলে তাহার জীবন আমার প্রিয় নহে।" ১-১৭।

ব্রহ্মার বরে মোহিত প্রতাপশালী দশানন রাক্ষসীদিগকে এইরূপ বলিয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল। দেখিল, সম্মুখেই আট জন মহাবীর মাংসভোজী রাক্ষস দণ্ডায়মান। সে সেই রাক্ষসদিগকে দেখিয়া তাহাদের বলবীর্য্যের প্রশংসা করত কহিল, "তোমরা বিবিধ শস্ত্র ধারণ করিয়া শীঘ্র এ স্থান হইতে খরের আলয়ভূমি জনশূন্য জনপদস্থানে গমন কর এবং বল ও পৌরুষ অবলম্বন ও ভয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া তথায় অবস্থিতি কর। তথায় খর ও দূষণের সহিত আমার যে মহাবীর্য্য বহু সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল, রামের বাণে তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে; তজ্জন্য ক্রোধে আমার ধৈর্য্যলোপ এবং রামের প্রতি মহান্ বৈরিভাব সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে পরম শত্রু রামের প্রতি সেই বৈর-নির্যাতনের বাসনা করি। যুদ্ধে সেই মহাশত্রুকে বধ না করিলে আমার নিদ্রা হইবে না। যেমন নির্ধন পুরুষ ধনলাভে সুখী হয়, তদ্রূপ অধুনা আমি খর-দূষণ-বিনাশী রামকে বিনাশ করিয়া সুখলাভ করিব। তোমরা জনস্থানে বাস করিয়া রাম কখন্ কি করিবে, সর্ব্বদা এ বিষয়ের যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করিবে। সকলেই অপ্রমত্তভাবে তথায় গমন এবং সর্ব্বদা রামের বধার্থ যত্ন করিবে। আমি পূর্ব্বে অনেকবার যুদ্ধ-স্থলে তোমাদের বলের পরিচয় পাইয়াছি। এই জন্যই তোমাদিগকে সেই জনস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।" আটজন রাক্ষস এই মহার্থ মিষ্টবাক্য শ্রবণ ও রাবণকে অভিবাদন করিয়া লঙ্কা ত্যাগ করত জনস্থানের অভিমুখে অন্যের অদৃশ্যভাবে প্রস্থান করিল। এইরূপে রাবণ সীতাকে পরম প্রহৃষ্টচিত্তে গ্রহণ ও স্বগৃহে স্থাপন করিয়া রামের সহিত নিরতিশয় শত্রুতাসাধন পূর্ব্বক মোহ প্রযুক্ত আহ্লাদিত হইল। ১৭-৩০।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সীতাকে রাবণের প্রলোভনপ্রদর্শন ও বিনয়।

রাবণের মতিভ্রম জন্মিয়াছিল ; সেই জন্য সে ঘোর মহাবল আট-জন রাক্ষসকে জনস্থানে প্রেরণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিল। অনন্তর সে জানকীকে চিন্তা করিতে করিতে কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ম ত্বরা পূর্ব্বক রমণীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষসপতি রাবণ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দুঃখপরায়ণা সীতাকে রাক্ষসীমধ্যে দেখিতে পাইল। সীতা শোকভরে নিরতিশয় নিপীড়িত, সাতিশয় দীনভাবাপন্ন ও অশ্রুপূর্ণমুখ হইয়া অবস্থান করিতে-ছিল। দেখিলে বোধ হয়, নৌকা যেন বায়ুবেগে আক্রান্ত হইয়া সাগরমধ্যে মগ্ন হইতেছে অথবা মৃগী যেন যূথভ্রষ্ট হইয়া কুক্কুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তিনি শোকবশে বিবশ ও ব্যাকুল হইয়া অধোগতমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। রাক্ষসপতি রাবণ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সীতার ইচ্ছা না থাকিলেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই দেবগৃহসদৃশ দিব্য গৃহ দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ-পরম্পরায় পরিপূর্ণ, সহস্র সহস্র স্ত্রীগণে সমাকীর্ণ এবং নানা পক্ষী ও নানারত্ন-সমন্বিত ; উহার স্তম্ভ সকল হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, স্ফটিক, রজত ও বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত, পরম চিত্রিত এবং অতিশয় দৃষ্টি-মনোহর। তত্রত্য ভূষণ সমস্ত তপ্তকাঞ্চন-ময় এবং তথায় দিব্য দুন্দুভি সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। রাবণ সীতার সহিত ঐ গৃহের কাঞ্চনময় বিচিত্র সোপান-সমূহে আরোহণ করিল। ঐ গৃহ হস্তিদন্ত ও রৌপ্য-নির্ম্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর এবং স্বর্ণময় জালসমূহে আবৃত। তথায় সুধাধবলিত ও মণিসমূহে বিচিত্রিত ভূমিভাগ এবং প্রাসাদশ্রেণী চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দশগ্রীব শোকসমন্বিতা সীতাকে ঐ সকল এবং নানাজাতীয় পুষ্পসঙ্কীর্ণ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সমস্ত দর্শন করাইতে লাগিল। এইরূপে পাপাত্মা রাবণ জানকীকে প্রলোভনপ্রদর্শনার্থ সেই সমস্ত দিব্য গৃহ দেখাইয়া কহিতে লাগিল, "জানকি! বালক ও বৃদ্ধদিগকে বর্জ্জন করিয়া যে উগ্র-কর্ম্মা দ্বাত্রিংশৎকোটি রাক্ষস আছে, আমি তাহাদের সকলেই প্রভু। আমার একেরই এক সহস্র ভৃত্য আছে। অধুনা আমার এই সমুদায় রাজ্যতন্ত্র তোমারই পরতন্ত্র। অয়ি বিশালাক্ষি! আমার জীবন পর্য্যন্তও তোমার অধীন। অধিক কি, তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা। মৈথিলি! আমার অন্তঃপুরে যে সকল উত্তমা স্ত্রী আছে, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া তাহাদের সকলেরই প্রধানা হও। আমি যাহা বলিলাম, তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ হিতজনক, তুমি ইহাতে সম্মত হও। অন্য প্রকার অভিপ্রায় করিয়া কি করিবে? তোমার জন্য আমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি। প্রসন্ন হইয়া আমাকে ভজনা কর। চতুর্দ্দিকে সাগরবেষ্টিত শতযোজনবিস্তৃত এই লঙ্কাপুরী, ইন্দ্রের সহিত দেব ও দানব সকলেও ইহাকে কোনরূপে পরাভূত করিতে পারে না। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি ঋষি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও এমন দেখি না, যে ব্যক্তি বীরত্বে আমার সমকক্ষ হইতে পারে। দীন, তপস্বী, রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ রামকে লইয়া কি করিবে? অতএব সীতে! আমিই তোমার উপযুক্ত স্বামী; আমায় ভজনা কর। হে ভীরু! যৌবন চিরস্থায়ী নহে; অতএব আমার সহিত এই লঙ্কানগরে বিহার কর। বরাননে! রামকে দেখিবার জন্য আর বাসনা করিও না। যেমন কেহ আকাশমণ্ডলে বায়ুকে ধনুকের পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিতে বা প্রদীপ্ত অগ্নির নির্ম্মল শিখা হস্ত দ্বারা ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সে মনোরথ দ্বারাও এখানে আগমন করিতে পারিবে না। অয়ি শোভনে! সমুদায় ভুবনে এমন কাহাকেও দেখি না, যে ব্যক্তি বিক্রমপ্রকাশ পূর্ব্বক আমার বাহুরক্ষিত তোমাকে লইয়া যাইতে পারে। অতএব তুমি সুবৃহৎ লঙ্কারাজ্য পালন কর। মদ্বিধ ব্যক্তিগণ সকলেই তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইবে। আর আমাকেও যদি সেবক বলিয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমিও তোমার আজ্ঞার অধীন হইব। সমুদায় দেবগণ, বিশেষতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ তোমার দাস হইবে। অধুনা তুমি অভি-ষেকজলে ধৌতদেহা হইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে আমার তৃপ্তি-বিধান কর। পূর্ব্ব-জন্মে তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃতি ছিল, বনে বাস করিয়া তাহা ক্ষয় হইয়াছে; এক্ষণে লঙ্কায় থাকিয়া স্বীয় পূর্ব্ব-পুণ্যের ফললাভ কর। অয়ি মৈথিলি! এখানে যে সমস্ত দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ ও দিব্য ভূষণ আছে, আমার সহিত সে সকল উপভোগ কর। হে সুমধ্যমে! আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক ভ্রাতা বৈশ্রবণের যে সূর্য্যসদৃশ পুষ্পক-বিমান জয় করিয়াছি, তুমি সেই মনোবেগগামী, সুবিপুল, রমণীয় বিমানে আমার সহিত আরোহণ করিয়া যথাসুখে বিহার কর। অয়ি বরারোহে! অয়ি বরাননে! তোমার এই মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় পরম সুন্দর ও সুবিমল কান্তিসম্পন্ন; কিন্তু শোকম্লান হওয়াতে উহার আর সে শোভা নাই।" ১-৩১।

রাবণ এই প্রকার কহিতে লাগিলে, বরাঙ্গনা সীতা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা স্বীয় চন্দ্রসদৃশ বদনমণ্ডল আবরণ পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চিন্তায় তাঁহার দেহ বিবর্ণ হইয়া গেল; তিনি নিতান্ত অস্বস্থার ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। তদ্দর্শনে বীর্য্যশালী নিশাচর রাবণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "বৈদেহি! ধর্ম্মলোপ আশঙ্কায় লজ্জিত হইও না, দেখ, তোমার প্রতি আমি ঋষিগণের উপদিষ্ট বিধিক্রমেই প্রণয়বন্ধনে উদ্যত হইয়াছি। এই আমি মস্তক দ্বারা তোমার মনোহর চরণদ্বয় পীড়িত করিতেছি; আমার প্রতি প্রসাদ-বিতরণে আর বিলম্ব করিও না। আমি তোমার বশীভূত দাস হইব। আমি কামে অভি-ভূত হইয়া এই যে কথা বলিলাম, এ সকল যেন কোন অংশেই নিরর্থক না হয়। রাবণ কখন এরূপে কোন স্ত্রীকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করে না।" দশানন মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া জনক-নন্দিনী মৈথিলীকে এই প্রকার কহিয়া মনে করিল, ইনি আমারই হইয়াছেন। ৩২-৩৭।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

রাবণের প্রতি সীতার রোষ ও পরুষবাক্য প্রয়োগ এবং অশোকবনে সীতার অবস্থান।

শোকতাপিতা জানকী এই কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ভয় না করিয়া মনে মনে রাবণকে তৃণজ্ঞান করত প্রত্যুত্তর করিলেন, "রাজা দশরথ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের পর্ব্বতসদৃশ অভেদ্য সেতু ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত; রাম তাঁহারই পুত্র; তিনিও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছেন। সেই দীর্ঘবাহু বিশাললোচন রাম আমার স্বামী ও সাক্ষাৎ দেবতা। তিনি সিংহস্কন্ধ, মহাদ্যুতি এবং ইক্ষ্বাকুবংশজাত। তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত অবশ্যই তোমার প্রাণবধ করিবেন। যদি

আমি তাঁহার সমক্ষে বলপূর্ব্বক এইরূপ ধর্ষিত হইতাম, তাহা হইলে যুদ্ধে খরের ন্যায় নিহত হইয়া তোমাকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত। তুমি যে সকল ঘোরতর মহাবল রাক্ষসের কথা বলিলে, গরুড়ের নিকট সর্প-সমূহের ন্যায় রামের নিকট তাহারাও বিনশ্যক্ত ও হীনতেজা হইয়া থাকে। তরঙ্গ যেমন ভাগীরথীর কূল ভেদ করে, তেমনি তাঁহার ধনুর্ম্মুক্ত সেই সকল স্বর্ণভূষিত বাণসমূহ রাক্ষসদিগের শরীর ভেদ করিতে থাকিবে। রাবণ! যদিও তুমি দেব ও দানবগণের অবধ্য, কিন্তু রামের সহিত সুমহৎ বৈরসংঘটন করিয়া তুমি কখনই প্রাণে পরিত্রাণ পাইবে না। সেই বলবান্ রামই তোমার অবশিষ্ট জীবিতকাল নিঃশেষ করিবেন; অতএব যূপকাষ্ঠবদ্ধ পশুর ন্যায় তোমার জীবন দুর্লভ হইয়াছে। যদি রাম রোষদীপ্ত চক্ষুতে তোমাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে, হে রাক্ষস! তুমি তৎক্ষণাৎ মহাদেবের নেত্রানলে মদনের ন্যায় একেবারেই দগ্ধ হইয়া যাইবে। যিনি চন্দ্রকেও আকাশ হইতে ভূপাতিত বা বিনষ্ট করিতে পারেন, তিনি সীতাকেও এই স্থান হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন। তুমি গতায়ু, গতশ্রী, গতবীর্য্য ও গতেন্দ্রিয় হইয়াছ, তোমার জন্য লঙ্কানগরী নিশ্চয়ই বিধবা হইবে। তুমি যে এই পাপানুষ্ঠান করিলে, ইহার পরিণাম কখনই সুখকর হইবে না। তুমি বিনা দোষে বলপূর্ব্বক পতিপার্শ্ব হইতে আমাকে হরণ করিলে। আমার সেই মহাদ্যুতি স্বামী ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া বীর্য্যমাত্র আশ্রয় পূর্ব্বক নির্ভয়ে নির্জ্জন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া থাকেন। তিনি যুদ্ধে শরবর্ষণ দ্বারা তোমার দেহ হইতে বল, বীর্য্য, দর্প ও ঈদৃশ ঔদ্ধত্য অপনীত করিবেন। কালবশে যখন প্রাণিগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন তাহারা কালের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্য-বিবেকহীন হইয়া থাকে। রে রাক্ষসাধম! তুমি যখন আমাকে অবমাননা করিলে, তখন তোমার নিজের, সমুদায় রাক্ষসের ও যাবতীয় অন্তঃপুরের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। যেমন দ্বিজাতিগণ কর্তৃক মন্ত্রপূত, স্রুগ্ভাণ্ডাদি-বিভূষিত যজ্ঞবেদী চণ্ডালের স্পর্শযোগ্য নয়, তেমনি আমিও তোমার স্পর্শযোগ্য নই। রে রাক্ষসাধম! রে পাপাত্মা! আমি ধর্ম্মময় রামের ধর্ম্ম-পত্নী, কায়মনে স্বামীর প্রতিই দৃঢ়ব্রতা, আমি কোনমতেই তোমার স্পর্শযোগ্য নহি। যে হংসী নিরন্তর পদ্মসমূহমধ্যে রাজহংসের সহিত নিত্য ক্রীড়া করে, সে কিরূপে তৃণমধ্যস্থ মদ্গুর (কাকবিশেষ) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? রে রাক্ষস! এই দেহ স্বভাবতই সংজ্ঞাহীন, উহাকে বন্ধন বা আঘাত যাহা ইচ্ছা কর, আমি কিন্তু ইহা কোন-মতেই রক্ষা করিব না। প্রাণে আমার প্রয়োজন নাই। বলিতে কি, আমি পৃথিবীতে নিজের এই কলঙ্ক বিস্তার করিতে পারিব না।" বৈদেহী ক্রোধপ্রযুক্ত এই প্রকার পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া রাবণকে আর কোন উচ্চবাচ্যই করিলেন না। সীতার এই রোমাঞ্চ-কর পরুষকথা কর্ণগোচর করিয়া দশানন তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিল, "মৈথিলি! আমার কথা শুন, দ্বাদশ মাস অপেক্ষা করিব। অয়ি চারুহাসিনি! ঐ সময়ের মধ্যে যদি আমার অনুগতা না হও, তাহা হইলে পাচকগণ তোমাকে আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।" ১-২৫।

শত্রু রাবণ এই প্রকার কঠোর কথা কহিয়া পরে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসী-দিগকে আজ্ঞা করিল, "অয়ি বিকটরূপা ঘোরদর্শনা রক্তমাংসভোজী রাক্ষসীগণ! তোমরা শীঘ্রই জানকীর সমুদায় দর্প অপনয়ন কর।" সেই ঘোরদর্শনা ও ভয়ঙ্করী নিশাচরীগণ রাবণের এই কথায় তৎক্ষণাৎ অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহার কথামত সীতাকে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে রাবণ পদভরে পৃথিবীকে যেন কম্পিত ও বিদীর্ণ করিয়া কয়েক পদ গমন পূর্ব্বক সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগকে পুনরায় বিশেষরূপে আদেশ করিল, "তোমরা জানকীকে অশোকবনে লইয়া যাও এবং সকলে সর্ব্বদা ইহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক গূঢ়ভাবে রক্ষা কর। বন্য হস্তিনীকে যে ভাবে বশীভূত করে, তোমরাও সেই ভাবে ঘোরতর তর্জ্জন দ্বারা অথবা সান্ত্বনা-বাক্যে ইহাকে বশে আনয়ন কর।" রাজা রাবণ এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, রাক্ষসীরা জানকীকে লইয়া অশোকবনে গমন করিল। নানাজাতীয় অভিলষিত পুষ্পফল-সম্পন্ন বৃক্ষসমূহ এবং সকল সময়েই প্রমত্ত বিবিধ বিহঙ্গম এই অশোকবনের শোভাসম্পাদন করিয়া থাকে। শোকপরীতাঙ্গী জনকদুহিতা মৈথিলী তথায় ব্যাঘ্রীগণমধ্যে হরিণীর ন্যায় রাক্ষসীগণের বশতাপন্ন হইয়া রহিলেন। তাহাতে পাশ-বদ্ধা ভীরু মৃগীর ন্যায় নিরতিশয় শোকে ও ক্রমে কোনমতেই সুখলাভ করিতে পারিলেন না। বিরূপনেত্রা রাক্ষসীগণ কর্তৃক অতীব ভর্ৎসিতা হইয়া পরমপ্রিয় স্বামী ও দেবরকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া এবং ভয়-শোকে প্রপীড়িত ও অচেতন হইয়া, তিনি তথায় শান্তিলাভ করিলেন না। ২৬-৩৬।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

মারীচকে বধ করিয়া রামের কুটীরাভিমুখে গমন ও পথে লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ।

এ দিকে রাম মৃগরূপে বিচরণকারী কামরূপী নিশাচর মারীচকে হনন করিয়া, শীঘ্রই পথিমধ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং জানকীকে দেখিবার জন্য সত্বর হইলেন। ঐ সময়ে গোমায়ু তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ক্রূরস্বরে শব্দ আরম্ভ করিল। তিনি শৃগালের ঐ রোমাঞ্চকর দারুণ স্বর শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া, মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগি-লেন,—'গোমায়ু যে প্রকার শব্দ করিতেছে, তাহাতে কোন অশুভ ঘটিবে, বোধ হইতেছে। এক্ষণে রাক্ষসেরা সীতাকে ভক্ষণ না করে, তিনি কুশলে থাকেন, তবেই ভাল। মৃগরূপী মারীচ জানিয়া শুনিয়া আমার স্বর লক্ষ্য করিয়া যে চীৎকার করিয়াছে, লক্ষ্মণ যদি শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে সীতা-প্রেরিত হইয়া সীতাকে ত্যাগ করিয়া, তিনি শীঘ্রই আমার নিকট সমাগত হইবেন। নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ মিলিয়া জানকীকে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছে এবং সেই জন্য রাক্ষস মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে আশ্রম হইতে বহুদূরে অপনীত করিয়া অবশেষে মদীয় শরে আহত হইয়া, লক্ষ্মণকেও অপনীত করিবার মানসে 'হায়! লক্ষ্মণ! আমি হত হইলাম!' বলিয়া চীৎকার করিল। জনস্থান-বিনাশ-জন্য রাক্ষসগণের সহিত আমার শত্রুতা হইয়াছে; অতএব আমা-বিরহিত হইয়া সেই মহাবনে সীতা ও লক্ষ্মণের কি কুশল-সম্ভা-বনা? এ দিকে আবার ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে।' আত্মবান্ রাম গোমায়ু শব্দ-শ্রবণানন্তর এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে নিবৃত্ত হইয়া, দ্রুতবেগে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরূপী মারীচ তাঁহাকে যে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া আসিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি অতিমাত্র শঙ্কিত হইলেন; তাঁহার মন নিতান্ত দীন এবং

বাহ্যভাবও ম্লান হইয়া উঠিল। মৃগ ও পক্ষিগণ তৎকালে তাঁহাকে বামভাগে রাখিয়া গমন করত কঠোরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। রাম ভয়ঙ্কর ঐ সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া প্রভাহীন লক্ষ্মণ আসিতেছেন, অবলোকন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের নিকটবর্ত্তী হইলে উভয়েই বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে রাক্ষস-সেবিত নির্জ্জন বনে ত্যাগ করিয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া, রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিয়া আর্ত্তের ন্যায় শ্রবণকঠোর পরিণামমধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া যে এখানে আসিয়াছ, ইহা নিতান্ত নিন্দার বিষয় হইয়াছে। হে শুভদর্শন! ইহাতে কি সীতার ভাল হইয়াছে? কখনই না। হে বীর! পদে পদে যেরূপ অশুভ সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহাতে বনচারী রাক্ষস সীতাকে বিনষ্ট কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। লক্ষ্মণ! জনকদুহিতা সীতা কুশলে আছেন, ইহা কি আমরা দেখিতে পাইব? হে মহাবল! এই সকল মৃগ, গোমায়ু ও পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর রবে শব্দ করিতেছে, তাহাতে রাজপুত্রী জানকী কি কুশলে আছেন? এই মৃগরূপী রাক্ষসও আমায় প্রলোভিত করিয়া, দূরে আনিয়াছে, অবশেষে অনেক পরিশ্রমে কোনরূপে নিহত করিলে,সে মরিবার সময় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমার মনও [illegible] ও অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং বামচক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে। লক্ষণ! নিঃসন্দেহ সীতা নাই; হয় তাঁহাকে কেহ হরণ করিয়াছে; না হয় তিনি পথিমধ্যে মরিয়া রহিয়াছেন। ১-২৩।"

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

সীতার বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া রামের লক্ষ্মণের প্রতি প্রশ্ন।

লক্ষ্মণ নিতান্ত দীন ও শূন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সীতা বিনা আগমন করিতে দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা রাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলে, আমার যিনি অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তুমি যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, সেই সীতা কোথায়? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দীনভাবে দণ্ডকারণ্যে ধাবমান হইলে, যিনি আমার দুঃখে সহায় হইয়াছেন, সেই তনুমধ্যমা সীতা কোথায়? যিনি বিনা আমি মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণে উৎসাহী নহি, আমার প্রাণসহায়া দেবকন্যাসদৃশী সেই সীতা কোথায়? লক্ষ্মণ! আমি সেই তপ্তকাঞ্চনপ্রভা জনকাত্মজা ব্যতিরেকে দেবগণের প্রভুত্ব অথবা পৃথিবীর রাজত্বও অভিলাষ করি না। হে বীর! আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর জানকী কি জীবিত আছেন? আমার এই বনবাসব্রত কি মিথ্যা? লক্ষ্মণ! সীতার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিলে এবং তুমি অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলে, কৈকেয়ী কি সফলমনোরথ ও সুখী হইবেন? কৈকেয়ী ঐরূপে পুত্রের রাজপদপ্রাপ্তিতে সিদ্ধকাম হইলে আমার মৃতপুত্রা দীনা তপস্বিনী জননী কৌশল্যাকে কি বিনয়সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে? লক্ষ্মণ! সীতা যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি পুনরায় আশ্রমে গমন করিব। আর সেই শুদ্ধচারিণী যদি পরলোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিব। আমি আশ্রমে গমন করিলে সীতা যদি সম্মুখে হাস্য করিয়া আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলেও বিনষ্ট হইব। অতএব লক্ষ্মণ! জানকী জীবিত আছেন কি না, বল; অথবা তোমার অনবধানতাবশতঃ সেই তপস্বিনীকে রাক্ষসেরা কি ভক্ষণ করিয়াছে? বৈদেহী সুকুমারী, বালিকা এবং দুঃখভোগের অনুচিতা, এক্ষণে আমার বিরহে দুর্ম্মনা হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিতেছেন। অতিশয় দুরাত্মা ক্রূর নিশাচর মারীচ উচ্চৈঃস্বরে 'হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে তোমারও ভয় জন্মাইয়া দিয়াছে। বোধ করি, মৎসদৃশ সেই স্বর জানকীর শ্রবণগোচর হওয়াতে, তিনি ত্রস্ত হইয়া তোমাকে পাঠাইয়াছেন; তুমিও আমার দেখিবার জন্য শীঘ্র আগমন করিয়াছ। যাহা হউক, তুমি সীতাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া আসিয়া অতি কষ্টকর কার্য্য করিয়াছ। ইহাতে নির্দ্দয় রাক্ষসদিগকে আমাদের কৃত অপকারের প্রতীকার করিবার অবসর দেওয়া হইয়াছে। খরকে বিনাশ করাতে মাংসভোজী রাক্ষসগণ দুঃখিত হইয়াছে। সেই ঘোর নিশাচরগণ নিঃসন্দেহই সীতাকে নিহত করিয়াছে। হায়! শত্রুসূদন লক্ষ্মণ! সর্ব্বথা আমি বিপদে মগ্ন হইলাম। আমি ইদানীং কি করিব? এই বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।" ১-১৭।

রাম বরারোহা সীতার জন্য এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থানে আগমন করিলেন। ক্ষুধা, শ্রম ও পিপাসায় তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি বিষণ্ণ-চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত লক্ষ্মণকে আর্য্যভাবে নিন্দা করিতে করিতে ঐরূপে আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, উহা শূন্য রহিয়াছে, সীতা তথায় নাই। অনন্তর সেই বীর আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়াস্থান সকলও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং 'এই সেই ক্রীড়াপ্রদেশ,' এই প্রকার স্মরণ করিয়া তিনি শোকে ব্যথিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। ১৮-২

একোনষষ্টিতম সর্গ

সীতাকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া আসাতে লক্ষ্মণের প্রতি রামের অসন্তোষ প্রকাশ।

আশ্রম হইতে সমাগত লক্ষ্মণকে রাম দুঃখিত হইয়া পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ভাই! তুমি কি জন্য সীতাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিলে? আমি তোমারই বিশ্বাসে সীতাকে বনমধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছি। লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ দেখিয়াই আমার মন যে মহান্ অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্যথিত হইয়াছে, তাহা সত্য। তোমাকে দূর হইতেই পথিমধ্যে সীতা বিনা একাকী দেখিয়া আমার বামহস্ত, বামনেত্র ও হৃদয়ের বামভাগ স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।" ১-৪।

শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ এই কথায় দুঃখসমাবিষ্ট হইয়া দুঃখিত রামকে কহিলেন, "আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সীতাকে ত্যাগ করিয়া আসি নাই; তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি 'পরিত্রাণ কর' বলিয়া ভয়ব্যাকুলস্বরে যে চীৎকার করেন, ঐ কথা জানকীর শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি সেই কাতরস্বর শ্রবণ করিয়া ভয়ে বিকল হইয়া আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ রোদন করিতে করিতে আমাকে 'শীঘ্র যাও'

বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বারংবার এই প্রকার আদেশ করিতে লাগিলে আমি তাঁহাকে তাঁহার বিশ্বাসজনক এই কথা কহিলাম, 'এমন কোন রাক্ষসই দেখি না, যে রামের ভয়োৎপাদন করিতে পারে; অতএব এ কাতর-বাক্য রামের নহে, রাক্ষস বা অন্য কেহ এইরূপ করিয়া থাকিবে; আপনি নিবৃত্ত হউন। সীতে! যিনি দেবতাদিগকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন, সেই আর্য্য রাম আমাকে ত্রাণ কর, এই নীচজনোচিত কথা কিরূপে বলিতে পারেন? অতএব কোন ব্যক্তি কোন কারণে রামের স্বর অবলম্বন করিয়া লক্ষ্মণ! আমায় পরিত্রাণ কর বলিয়া ব্যাকুলস্বরে চীৎকার করিয়াছে সন্দেহ নাই। অয়ি শোভনে! কোন রাক্ষস ত্রাস বশতঃ ত্রাণ কর! এই কথা বলিয়াছে। অতএব আপনি ইতর-স্ত্রী-জনোচিত মনোবেদনা ত্যাগ করুন। বৃথা অবসন্ন বা ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই, সুস্থ হউন এবং ঔৎসুক্য পরিহার করুন। ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান কোন কালেই ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, রামকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃকও রাম সর্ব্বথা অজেয়।' মুগ্ধচেতনা বৈদেহী আমার এই কথায় অশ্রু মোচন করিতে করিতে আমাকে দারুণ বাক্যে কহিলেন, 'আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত পাপভাব নিবেশিত হইয়াছে। ভ্রাতা বিনষ্ট হইলে পর কিন্তু কোনমতেই তুমি আমায় প্রাপ্ত হইবে না। বুঝিলাম, ভরতের প্রেরিত হইয়া তুমি রামের অনুগামী হইয়াছ; সেই জন্য রাম আর্ত্তনাদ করিতেছেন জানিয়াও তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না। অথবা তুমি ছদ্মবেশী শত্রু আমারই নিমিত্ত রামের অনুগমন করিয়াছ এবং সর্ব্বদা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর আছ; সেই জন্য তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না।' বৈদেহী এই প্রকার কহিলে অতি ক্রোধে আমার নয়ন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল এবং রোষভরে ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত হইল; তখন আমি আশ্রম হইতে একেবারেই বহির্গত হইলাম।" ৫-২০।

লক্ষ্মণ এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, রাম শোকমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "সৌম্য! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, ইহা অতি দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে। দেখ, রাক্ষসবল-নিবারণে আমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে, ইহা জানিয়াও তুমি জানকীর পরুষবাক্যে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিলে; স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ ক্রুদ্ধ সেই জানকীর পরুষবাক্যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম না। তুমি সীতার কথায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া আমার শাসন অতিক্রম করিয়াছ, ইহাতে তোমার যার পর নাই গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। ঐ দেখ, ঐ রাক্ষস, যে আমায় মৃগরূপে আশ্রম হইতে অপবাহিত করিয়াছে, সে আমার শরে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছে। আমি শরাসন আকর্ষণ ও সায়ক-সন্ধান পূর্ব্বক অনায়াসেই সেই শর নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে আঘাত করিয়াছি। তাহাতে ঐ রাক্ষস মৃগতনু ত্যাগ করিয়া বিকল-স্বরে কেয়ূরধারী নিশাচর-কলেবর ধারণ করিয়াছে। তৎকালে আমার শরে আহত হইয়া দূর হইতে শ্রবণ করা যায়, এইরূপে মদীয় স্বর অবলম্বন করিয়া এই রাক্ষস আর্ত্তনাদ করাতে তুমি এক্ষণে জানকীকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ।" ২১-২৭।

ষষ্টিতম সর্গ।

কুটীরে সীতাদেবীর অদর্শনে রাম কর্ত্তৃক অন্বেষণ ও বিলাপ।

আশ্রমে আসিবার সময় রামের বামনেত্রের অধোভাগ অত্যন্ত স্পন্দিত, পদদ্বয় স্খলিত ও শরীর কম্পিত হইতেছিল। তিনি বারংবার দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া সীতা কুশলে আছেন কি না, এই কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সীতার দর্শন-লালসায় ত্বরিতপদে গমন করিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি উদ্বিগ্নমনা হইলেন। তিনি সবেগে হস্তাদিবিক্ষেপ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক সমুদায় পর্ণশালার চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পর্ণশালায় গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় সীতা নাই। তাহাতে হেমন্তের সমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় ঐ পর্ণশালা নিতান্ত শ্রীহীন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। বনদেবতারা উহাকে শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত দেখিয়া একবারেই তাহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তত্রত্য মৃগ, পক্ষী ও পুষ্পমাত্রেই ম্লান হইয়াছে। বৃক্ষ সকল যেন ক্রন্দন করিতেছে। অজিন ও কুশ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং কুশাসনসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন ও পতিত রহিয়াছে। পর্ণশালার তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি বারংবার এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "সীতা নিশ্চয়ই অপহৃতা, মৃতা, নষ্টা বা কাহারও কর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন কিংবা সেই ভীরুস্বভাবা লুকাইয়া আছেন বা অরণ্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; অথবা তিনি ফল-পুষ্প-চয়নার্থ গমন করিয়াছেন; কিংবা জলার্থে সরোবরে বা নদীতে গমন করিয়া থাকিবেন।" রাম এইরূপে যত্নসহকারে অন্বেষণ করিয়াও বনমধ্যে প্রিয়াকে কোথাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন শোকে তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়াছিল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। রাম শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া তখন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে নদ-নদী ও পর্ব্বত সকল বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি উন্মত্তের ন্যায় কদম্বাদি বৃক্ষ সকলকেও সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অয়ি কদম্ব! তুমি সেই কদম্ববনপ্রিয়া আমার প্রিয়া কোথায় আছেন, দেখিয়াছ? যদি জান, তাহা হইলে সেই শুভাননার কথা আমাকে বলিয়া দাও। অয়ি বিল্ব! সেই বিল্বসদৃশস্তনী, পল্লবতুল্য কান্তিমতী, পীত-কৌষেয়-পরিধানা সীতাকে যদি দেখিয়া থাক, বল। অথবা অর্জ্জুন! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভালবাসিতেন। সেই ক্ষীণতনু জনকদুহিতা জীবিত আছেন কি না, বল। অথবা এই ককুভবৃক্ষ ককুভোরু সীতাকে নিশ্চয়ই অবগত আছে কিংবা এই বনস্পতি লতা, কুসুম ও পল্লবসমূহে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমরগণের সঙ্গীতরবে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে অয়ি বনস্পতে! তুমি সমুদায় বৃক্ষের প্রধান; জানকীও সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ; অতএব তিনি কোথায়, বলিয়া দাও; অথবা প্রিয়া তিলকপুষ্প অতিশয় ভালবাসিতেন, অতএব এই তিলক-বৃক্ষ নিশ্চয়ই তাঁহার বিষয় বিদিত আছে। হে অশোক! তুমি শোকাপনোদন করিয়া থাক; অতএব শোকাপহৃতচেতা আমাকে প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া তোমার নামটি সার্থক কর। হে তাল! যদি তুমি সেই পক্বতালোপম স্তনযুক্তা সীতাকে দেখিয়া থাক এবং যদি আমার প্রতি তোমার দয়া থাকে, হইলে

সেই বরারোহা কোথায়, বলিয়া দাও। হে জম্বু! জাম্বূনদপ্রভাময়ী প্রিয়াকে যদি দেখিয়া থাক, নিঃশঙ্কচিত্তে বল। হে কর্ণিকার! অদ্য তুমি পুষ্পিত হইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতেছ, প্রিয়াও তোমার অতিশয় স্নেহ করিতেন; যদি সেই সাধ্বীকে দেখিয়া থাক, বল।" ১-১০।

এইরূপে মহাযশা রাম চূত, নীপ, মহাশাল, পনস, কুরব, দাড়িম্ব, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষদিগের নিকটে যাইয়া সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মৃগ প্রভৃতি পশুদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, "অয়ি মৃগ! তুমি কি সেই মৃগশিশু নয়না সীতার বিষয় বিদিত আছ? অথবা সেই মৃগলোচনা মৃগীগণের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন। হে গজ! তোমার ন্যায় তাঁহার নাসা ও উরু। যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, বল; আমার বোধ হইতেছে, তুমি তাঁহার বিষয় জান। অতএব হে গজরাজ! আমাকে বলিয়া দাও, তিনি কোথায়? অয়ি ব্যাঘ্র! সেই চন্দ্রবদনা প্রিয়া মৈথিলীকে যদি দেখিয়া থাক, বিশ্বস্তচিত্তে বল, তোমার ভয় নাই। অয়ি প্রিয়ে! অয়ি কমলেক্ষণে! তুমি আর কি জন্য ধাবিত হইতেছ? আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিয়াছি। তুমি কি নিমিত্ত ঐ বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না? অয়ি বরারোহে! আমি বারংবার বলিতেছি, তুমি অপেক্ষা কর, আর ধাবমান হইও না। আমার প্রতি কি তোমার দয়া নাই? তুমি ত কখন আমার সহিত অত্যন্ত বিদ্রূপ কর না। আমি তোমার পীত-কৌষেয় বসন দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং তুমি ধাবমান হইতেছ, দেখিতে পাইয়াছি, অতএব যদি তোমার প্রণয় থাকে, তাহা হইলে নিবৃত্ত হও, আর ধাবমান হইও না। অথবা অয়ি চারুহাসিনি! আমি যাহাকে দেখিলাম, সে তুমি নহ; নিশ্চয়ই তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিয়াছে; তাহা না হইলে এই দারুণ ক্লেশের সময়ে তুমি কি কখন আমায় উপেক্ষা করিতে পার? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মাংসভোজী রাক্ষসগণ আমা কর্ত্তৃক বিরহিত হওয়াতে, তোমার অঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। আহা! সীতার সেই মনোহর দন্তযুক্ত, উৎকৃষ্ট নাসিকাবিশিষ্ট, শুভকুণ্ডল-সমন্বিত, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বদন রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া নিশ্চয়ই তাহা প্রভাবিহীন হইয়াছে। তাঁহার গ্রীবা কোমল ও গ্রীবাভূষণে ভূষিত এবং বর্ণের জ্যোতি চন্দনবৎ সুস্নিগ্ধ ও সুবিশদ। রাক্ষসগণ তাদৃশ মনোহর গ্রীবাও ভক্ষণ করিয়াছে। ভক্ষণসময়ে প্রেয়সী আমার না জানি কতই বিলাপ করিয়াছেন! তাঁহার বাহুযুগল পল্লবসদৃশ কোমল এবং হস্তাভরণ সমূহে সুশোভিত। নিশ্চয়ই রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া তাহাও ভক্ষণ করিয়াছে। তৎকালে ঐ বাহুযুগলের অগ্রভাগ নিশ্চয়ই কম্পিত হইয়াছিল। আহা! আমি কি রাক্ষসগণের ভক্ষণজন্যই তাঁহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম! সেই জন্য তিনি বহুবান্ধবা হইয়াও সামর্থ্যহীনার ন্যায় রাক্ষসগণের উদরস্থা হইলেন! হে লক্ষ্মণ! তুমি কি প্রেয়সীকে দেখিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা ভদ্রে! হা সীতে! তুমি কোথায় গেলে?" এইরূপে বারংবার বিলাপ করিতে করিতে রাম বনে বনে সবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কখন উল্লম্ফন, কখন বা দিগ্বিদিক্ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কখন উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন; কখন প্রিয়ার অন্বেষণে তৎপর হইয়া বেগভরে নদী, পর্ব্বত, প্রস্রবণ ও কানন সকল ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি এক অতি বৃহৎ মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে জানকীর তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না; পুনরায় তিনি প্রেয়সীর অন্বেষণে পরম পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ২১-২৮।

—

একষষ্টিতম সর্গ।

শোকার্ত্ত রামকে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক প্রবোধ-প্রদান।

আশ্রমপদ ও পর্ণশালা শূন্য এবং আসন সকল ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে অবলোকন করিয়া, চতুর্দ্দিক্ সবিশেষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সীতাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া দশরথতনয় রাম স্বীয় মনোহর বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! সীতা কোথায়? এখান হইতেই বা তিনি কোন স্থানে গমন করিয়াছেন? হে সৌমিত্রে! কোন্ ব্যক্তি প্রিয়াকে হরণ অথবা ভক্ষণ করিয়াছে? অয়ি জানকি! যদি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে উপহাস করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথেষ্ট হইয়াছে। দেখ, আমি যার পর নাই দুঃখে অভিভূত হইয়াছি। এ সময় আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা কর। সৌম্যে! তুমি যে ঐ সকল সুবিশ্বস্ত মৃগশিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে, ইহারা তোমা বিহনে অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সীতাবিরহে কখনই জীবন ধারণ করিব না। তদীয় হরণজন্য ঘোরতর শোক আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। পিতৃদেব মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই পরলোকে দেখিতে পাইবেন এবং নিশ্চয়ই আমায় এই কথা বলিবেন, 'রাম! আমি যে তোমায় প্রতিজ্ঞা করিয়া নিয়োজিত করিয়াছিলাম, তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কিরূপে এখানে আমার নিকট আসিলে? তোমায় ধিক্!' তিনি পরলোকে কামচারিত্ব, মিথ্যাবাদিত্ব ও নীচপ্রযুক্ত আমাকে নিশ্চয়ই এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন। আর বরারোহে জানকি! অধুনা আমি শোক-সন্তপ্ত ও বিবশ এবং দীনভাবাপন্ন ও ভগ্ন হইয়াছি। অয়ি সুমধ্যমে! কীর্ত্তি যেমন কুটিলচারী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তুমিও সেইরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? আমি তোমার বিরহে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিব।" ১-১০।

রাম সীতার দর্শনাভিলাষী ও অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাহাতে তিনি সীতাশোকে নিমগ্ন হইয়া সুবিপুলপঙ্কপতিত মহাগজের ন্যায় একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তদীয় হিতাভিলাষে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে মহাবুদ্ধে! আপনি বিষাদ করিবেন না। আমার সহিত চেষ্টা করুন, অবশ্য সীতার দর্শন পাইবেন। হে বীর! এই বহুকন্দর-শোভিত গিরি-কানন; জানকী এই কাননে ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং তজ্জন্য নিরতিশয় আহ্লাদে মত্ত হইয়া থাকেন. সুতরাং তিনি ঐ বনমধ্যে প্রবেশ কিংবা কোন পুষ্পশোভিত পদ্মাকর সরোবরে গমন করিয়াছেন অথবা মৎস্য ও বঞ্জুল নামক বিহগ-সেবিত বনে গমন করিয়া থাকিবেন কিংবা আমাদিগকে ত্রাসিত করিবার মানসে অরণ্যের কোন স্থানে লুকাইয়া

আছেন। হে পুরুষসিংহ! আমি বা আপনি কেমন করিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারি, ইহা জানিবার নিমিত্ত তিনি ঐরূপে লুক্কায়িত হইয়াছেন। হে শ্রীমন্! শীঘ্রই তাঁহার অন্বেষণে যত্ন করি; চলুন। হে কাকুৎস্থ! আপনার যদি বোধ হয়, তিনি এই অরণ্যে আছেন, তাহা হইলে আমরা ইহার সকল অংশই অন্বেষণ করিব। শোকে আর আচ্ছন্ন হইবেন না।" ১১-১৮।

লক্ষ্মণ সৌহার্দ্দ বশতঃ এই প্রকার কহিলে রাম সমাহিত হইয়া তাঁহার সহিত সীতার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু পর্ব্বত, বন, সরিৎ, সরোবর, সানু, শিলা ও শিখর সমুদয় তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও কুত্রাপি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সমগ্র পর্ব্বত সন্ধান করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ভাই! এই পর্ব্বতে প্রিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলাম না।" লক্ষ্মণ সমুদায় দণ্ডকারণ্য বিচরণ করত সীতাকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখ সন্তপ্ত হইয়া প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা রামকে কহিতে লাগিলেন, "মহাবাহু বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধন করিয়া এই পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি তেমনি জনকদুহিতা সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন।" বীর লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া দুঃখাভিহতচিত্তে রাম কাতরস্বরে কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! সমগ্র বন, প্রস্ফুটিতপদ্ম পদ্মাকর সরোবর এবং এই বহুকন্দর ও বহুনির্ঝর-সুশোভিত পর্ব্বত সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলাম; তথাপি প্রাণ অপেক্ষা গরীয়সী জানকীর দর্শন পাইলাম না।" সীতাহরণ-সন্তপ্ত রাম শোকাবিষ্ট ও ব্যাকুল হইয়া এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। তাঁহার বুদ্ধিলোপ, চৈতন্যলোপ ও সর্ব্বশরীর বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় ব্যাকুল ও স্পন্দহীন হইয়া দীর্ঘ উষ্ণ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজীবলোচন রাম বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 'হা প্রিয়ে!' বলিয়া বাষ্পগদগদ-বাক্যে মুহুর্ম্মুহুঃ রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণ শোকার্ত্ত হইয়া বিনয় সহকারে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাম তাঁহার মুখ-নির্গত বাক্যে অনাদর করিয়া প্রিয়তমা সীতার অদর্শনে বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। ১৯-৩০।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বিহ্বলভাবে রামের বিলাপ।

মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা কমললোচন রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া শোকে হতচৈতন্য হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে দর্শন না করিলেও যেন দেখিতেছেন, এই ভাবে কামবাণে পীড়িত হইয়া বিলাপযুক্ত দুঃখ-সমন্বিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি প্রিয়ে! তুমি অতিশয় পুষ্প ভালবাস। অশোকশাখা সমূহ দ্বারা স্বীয় শরীর আবরণ করিয়া আমার শোক সাতিশয় বর্দ্ধিত করিতেছ। দেবি! তোমার উরুযুগল কদলীকাণ্ডসদৃশ। তুমি কদলীতে উহা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ, আমি দেখিতে পাইয়াছি; অতএব তুমি আর উহা গোপন করিতে পারিতেছ না। ভদ্রে! তুমি হাসিতে হাসিতে কর্ণিকারবনে প্রবেশ করিতেছ; কিন্তু আর আমাকে পীড়ন করিয়া উপহাস করিবার প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ আশ্রমস্থানে পরিহাস করা ভাল নহে। অয়ি প্রিয়ে! তুমি স্বভাবতই পরিহাসপ্রিয়, ইহা আমি অবগত আছি। কিন্তু অয়ি বিশালাক্ষি! এই পর্ণশালা শূন্য রহিয়াছে; অতএব আগমন কর। অহো! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সীতা আমারই দোষে রাক্ষসভক্ষিতা বা হৃতা হইয়াছেন, সেই জন্য তিনি আমাকে বিলাপ করিতে দেখিয়াও নিকটস্থ হইতেছেন না। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, এই মৃগ সমূহ অশ্রুপূর্ণলোচনে যেন বলিতেছে, রাক্ষসগণ সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হা সাধ্বি! হা বরবর্ণিনি! হা আর্য্যে! তুমি কোথায় গিয়াছ? হায়! আমি সীতার সহিত বহির্গত হইয়াছি; অধুনা সীতা বিনা দেশে গমন করিতে হইবে! এত দিনে কৈকেয়ীদেবী পূর্ণমনোরথা হইলেন। কিরূপে আমি সীতাবিহীন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব? লোকে আমাকে নির্দ্দয় ও নির্ব্বীর্য্য বলিয়া নিন্দা করিবে। সীতার বিনাশে নিশ্চয়ই আমার দীনত্ব ঘটিবে। আমি যখন বনবাস হইতে দেশে প্রত্যাগত হইব, তখন রাজা জনক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপে তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইব? তিনিও আমাকে সীতাবিহীন দেখিলে নিশ্চয়ই কন্যা বিনা শোকে সন্তপ্ত হইয়া মোহান্বিত হইবেন। পিতা দশরথই ধন্য! যেহেতু, তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। আমি আর ভরতের পালিত অযোধ্যায় গমন করিব না। অযোধ্যার কথা কি, সীতাবিহনে স্বর্গও আমার শূন্য বলিয়া মনে হয়। অতএব তুমি আমায় এই অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর। আমি সীতা ব্যতিরেকে কোনমতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমার বাক্যানুযায়ী ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিবে, রাম অনুমতি দিয়াছেন, তুমি এই রাজ্য পালন কর। হে বিভো! জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা ইঁহাদের প্রত্যেককে আমার আজ্ঞানুসারে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া সর্ব্বদা সদ্বাক্য-প্রয়োগ পূর্ব্বক যত্নাতিশয়-সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। হে অরাতিনাশন! জননীকে বিস্তারক্রমে সীতাবিনাশবার্ত্তা নিবেদন করিবে।" রাম সুকেশী সীতার বিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে ভয়ে লক্ষ্মণের মুখ বিবর্ণ ও মন ব্যথিত হইল এবং তিনি যার পর নাই আতুর হইয়া পড়িলেন। ১-২০।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সীতাবিরহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রামের লক্ষ্মণ-সমীপে আত্মতিরস্কার ও বিলাপ।

রাজপুত্র রাম প্রিয়াবিহীন, শোকমোহে আর্ত্ত ও পীড়িত হইয়া লক্ষ্মণের বিষাদ উৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় স্বয়ং তীব্র বিষাদগ্রস্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বিপুল শোকে মগ্ন হইয়া শোকভরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে শোকাক্রান্ত লক্ষ্মণকে উপস্থিত বিপদের স্বরূপ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয়, আমার মত দুষ্কর্ম্মকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই। দেখ, উপর্য্যুপরি অবিশ্রাম শোকপরম্পরা সংঘটিত হইয়া আমার মন ও হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক বারংবার বহুতর পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি, অদ্য তাহারই ফল উপস্থিত হইতেছে; সেই জন্য দুঃখের উপর দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। রাজ্যনাশ, পিতৃবিনাশ, জননীবিয়োগ

ও স্বজনবিচ্ছেদ এই সকল স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া আমার শোকবেগ পরিপূর্ণ করিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণ! বনে আসিয়া সীতার সহবাসে সমুদায় দুঃখই নিবৃত্তি পাইয়াছিল, শারীরিক ক্লেশমাত্র অনুভূত হইত না। অদ্য সীতার বিয়োগে কাষ্ঠসংযোগে সহসা প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তৎসমস্ত পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস সেই ভীরু-স্বভাবা আর্য্যা সীতাকে আকাশপথে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আহা! তৎকালে সেই সুমন্দভাষিণী ভয়বশতঃ বিকৃত স্বরে বারংবার ক্রন্দন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রিয়ার সেই সুবৃত্ত স্তনযুগল সর্ব্বদাই হরিচন্দন-যোগ্য, নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ ভক্ষণ করিবার সময়ে তাহা শোণিত-পঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে। আর আমি এই শরীরে তাহা আশ্লেষ করিতে পাইব না। তাঁহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কেশ-কলাপে শোভিত এবং সুন্দর, সুমধুর, সুকোমল ও সুস্পষ্ট বাগ্বিন্যাসে সুশোভিত। তিনি রাক্ষসের করগত হইলে রাহুমুখ-নিপতিত চন্দ্রের ন্যায় নিশ্চয়ই সেই মুখের সমুদায় সৌন্দর্য্যতিরোহিত হইয়াছে। প্রিয়ার সেই সুন্দর গ্রীবা সর্ব্বদাই হারগুচ্ছে ভূষিত, রুধিরভোজী রাক্ষসেরা শূন্যে পাইয়া নিশ্চয়ই তাহা ভেদ করিয়া রক্তপান করিয়াছে। আমি না থাকাতে নির্জ্জন বনে রাক্ষসেরা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই রুচিরায়ত-লোচনা নিশ্চয় ব্যাকুল হইয়া হরিণীর ন্যায় দীনভাবে চীৎকার করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! সেই হাস্যমুখী উদারস্বভাবা সীতা পূর্ব্বে আমার সহিত এই শিলাতলে তোমার নিকটে উপবিষ্টা হইয়া হাসিতে হাসিতে তোমায় কত কথাই বলিতেন। এই নদী-প্রবরা গোদাবরী; প্রিয়া ইহার প্রতি সর্ব্বদাই আসক্ত। আমার মনে হইতেছে, হয় ত তিনি ঐ নদীতে গমন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ত কখন একাকিনী তথায় গমন করেন না। তবে কি সেই পদ্মপলাশলোচনা পদ্মবদনা জানকী পদ্ম সকল আনয়নার্থে গমন করিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তিনি কখন আমা বিনা পদ্ম আনিতে যান না অথবা তিনি এই পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ-শোভিত নানা-জাতীয় বিহঙ্গমপূর্ণ অরণ্য-মধ্যে যদৃচ্ছাবশতঃ প্রবেশ করিয়া থাকিবেন; ইহাও কোনমতেই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না; কেন না, তিনি ভীরুস্বভাবা, একাকিনী অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাতিশয় ভয় করেন। অয়ি ভগবন্ আদিত্য! আপনি সকলের কার্য্যাকার্য্য জানিয়া থাকেন এবং সত্য মিথ্যা সমুদায় কার্য্যেরই সাক্ষী; অতএব আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন কিংবা কে তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, সমুদায় আমাকে বলুন; শোকে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে বায়ু! সমুদায় লোকে এমন কিছুই নাই, যাহা নিত্যই আপনার জ্ঞানপথে উদিত না হয়; অতএব আমার সেই কুলমর্য্যাদা-রক্ষিণী সীতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন কি অপহৃতা হইয়াছেন অথবা পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, বলুন।" রাম এইরূপে শোকাচ্ছন্ন কলেবরে অচেতন অবস্থায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে ন্যায়-পথানুবর্ত্তী অদীনসত্ত্ব সৌমিত্রি তৎকালোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন এবং উৎসাহ-সহকারে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হউন। উৎসাহী পুরুষগণ সংসারে অতি দুষ্কর কার্য্য সকলেও অবসন্ন হয়েন না।" উন্নত পৌরুষশালী লক্ষ্মণ নিরতিশয় কাতর হইয়া এই প্রকার কহিলে রঘুবংশসত্তম রাম তাহা চিন্তনীয় বলিয়া গণনা করিলেন না। তিনি একেবারেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় নিরতিশয় দুঃখে মগ্ন হইলেন। ১-২০।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

গোদাবরী প্রভৃতি নানা স্থানে সীতার অন্বেষণ এবং মৃগদিগকে সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।

দীনভাবাপন্ন রাম দীন-বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! শীঘ্র গোদাবরীতে গিয়া জানিয়া আইস। সীতা হয় ত পদ্ম আনিতে তথায় গমন করিয়াছেন। লঘুবিক্রম লক্ষ্মণ রামের এই বাক্যে পুনরায় দ্রুতপদসঞ্চারে গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন এবং সেই সুপ্রশস্ত ঘাটশোভিতা গোদাবরীর চতুর্দ্দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া রামকে আসিয়া কহিলেন, "আমি সকল ঘাটই অন্বেষণ করিলাম, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না এবং অনেক চীৎকারও করিয়াছি, তথাপি তিনি শুনিতে পাইলেন না। আর্য্য! তনুমধ্যমা ক্লেশহারিণী বৈদেহী যে কোন্ দেশে গিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না।" ১-৪।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম আরও ব্যাকুল ও সন্তাপমোহিত হইয়া স্বয়ং গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সীতা কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত প্রাণী এবং গোদাবরী নদী এবং কেহই তাঁহাকে বলিল না যে, বধার্হ রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। শোকার্ত্ত রামের প্রশ্নে গোদাবরী নদী এবং অন্যান্য প্রাণিগণ 'সীতার সমাচার বল' এইরূপ অনুরুদ্ধা হইয়াও তাঁহাকে কোন কথা বলিলেন না। ৫-৯।

এইরূপে গোদাবরী সীতা-দর্শনে নিরাশ করিলে রাম সীতাবিরহে ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, "হে শুভদর্শন! এই গোদাবরী কিছুই প্রত্যুত্তর করিতেছে না; কিন্তু আমি সীতা-ব্যতিরেকে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পিতা জনক ও তদীয় মাতাকে কি অপ্রিয় কথা বলিব? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণে প্রবৃত্ত হইলে, যিনি আমার শোক অপনয়ন করিয়াছিলেন, সেই বৈদেহী কোথায় গেলেন? আমি জ্ঞাতিবর্গবিহীন হইয়া সীতাকেও দেখিতে না পাইয়া জাগরণ করিতে থাকিলে রাত্রি সকল আমার পক্ষে দীর্ঘ হইবে। যদি সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি প্রস্রবণ নামক পর্ব্বত, জনস্থান ও মন্দাকিনী, সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতে পারি। হে বীর! ঐ দেখ, মহামৃগ সকল আমাকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিতেছে। ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, যেন উহারা আমাকে কি বলিতে উৎসুক হইয়াছে।" ১০-১৫।

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম মৃগদিগকে নিরীক্ষণ করত বাষ্পগদ্গদ-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীতা কোথায়?" মৃগগণ নরেন্দ্র রামের এই কথায় সহসা গাত্রোত্থান করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আকাশপানে চাহিয়া রহিল এবং মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা যে দিক্ দিয়া হৃতা হইয়াছেন, সেই দিক্ অবলম্বন পূর্ব্বক রামকে দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে লক্ষ্মণ লক্ষ্য করিলেন যে, মৃগগণ একবার আকাশমার্গ, আরবার ভূমিতল নিরীক্ষণ এবং পুনরায় শব্দ করিতে করিতে গমন করিতেছে। ইহাতে তিনি ইঙ্গিতে তাহাদের সমুদায় কথাই বুঝিয়া লইলেন। অনন্তর ধীমান্ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আর্ত্তের ন্যায় কহিলেন, "দেব! আপনি 'সীতা কোথায়?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে এই সকল মৃগ সহসা উত্থিত হইয়া ভূমি ও দক্ষিণদিক্ প্রদর্শন করিতেছে, অতএব চলুন, আমরা এই দিকে

গমন করি। যদি তথায় আর্য্যা সীতা লক্ষিত হন অথবা তাঁহার প্রাপ্তির কোন উপায় অবধারিত হয়।" তখন শ্রীমান্ রাম 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার সহিত ভূমি দর্শন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দুই ভ্রাতা কথোপকথন করত যাইতে যাইতে অবলোকন করিলেন যে, কোন স্থানে পথিমধ্যে পুষ্পরাশি পতিত রহিয়াছে। ভূতলে পুষ্পবৃষ্টিপতন দর্শন করিয়া রাম দুঃখিত বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! এই সেই সকল কাননকুসুম, আমি চিনিতে পারিয়াছি। ঐ সকল আমি বৈদেহীকে দিয়াছিলাম। তিনি ঐ সকল পুষ্প অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। বোধ হইতেছে, সূর্য্য, বায়ু ও যশস্বিনী পৃথিবী, ইহাঁরা আমার প্রিয়ানুষ্ঠান-কামনায় ঐ সকল পুষ্প রক্ষা করিয়াছেন; সেই জন্য ইহারা ম্লান ও স্থানান্তরিত হয় নাই।" মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রাম পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া বহুপ্রস্রবণযুক্ত সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মদ্বিরহিতা ললনাকে রমণীয় বনপ্রদেশে দর্শন করিয়াছ?" অনন্তর সেই পর্ব্বত উত্তর না দিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বলে, সেইরূপ পর্ব্বতকে কহিলেন, "তোমার সানু সকল ধ্বংস না করিতে করিতে সেই হেমবর্ণা হেমাঙ্গী সীতাকে দেখাইয়া দাও।" তিনি মৈথিলীর উদ্দেশে এই প্রকার বলিলে গিরিরাজ সীতাকে কোনরূপেই দেখাইলেন না। তখন রাম তাঁহাকে আবার কহিলেন, "তুমি আমার বাণানলে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইবে, তোমার তৃণ ও বৃক্ষপল্লব সকলও এককালেই বিনষ্ট হইবে; তখন আর কেহই তোমার আশ্রয় লইবে না। লক্ষ্মণ! চন্দ্রাননা সীতার কথা না বলিলে এই গোদাবরী নদীকেও আজি আমি শোষণ করিব।" রাম এইরূপে ক্রোধান্বিত হইয়া চক্ষুর্দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে রাক্ষসের পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন এবং রাক্ষস অনুসরণ করাতে জানকী ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহারও পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন। তিনি জানকী ও রাক্ষসের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ-চিহ্ন এবং ভগ্নধনু, ছিন্ন তূণীর ও বহুধাশীর্ণ রথ ইত্যাদি দর্শন করিয়া সম্ভ্রান্তহৃদয়ে প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, জানকীর অলঙ্কারের স্বর্ণবিন্দু সকল ও বিবিধ মাল্য ঐ পতিত হইয়াছে। হে সৌমিত্রে! এ দিকে আবার অবলোকন কর, ভূমিতল চতুর্দ্দিকে স্বর্ণবিন্দুসদৃশ বিচিত্রিত রক্তবিন্দুসমূহে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে! বোধ হয়, কামরূপী রাক্ষসেরা জানকীকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। সৌমিত্রে! বোধ হয়, সীতার জন্য বিবাদ করিয়া উভয় রাক্ষসের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সৌম্য! কাহার এই মুক্তামণি-খচিত, রমণীয়, বিভূষিত ধনু ভূপৃষ্ঠে ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে? বৎস! এই ধনু হয় দেবগণের, না হয় রাক্ষসগণের। ঐ দেখ, কাহার এই তরুণ সূর্য্য-সবর্ণ বৈদূর্য্যমণিলাঞ্ছিত স্বর্ণকবচ বিশীর্ণাবস্থায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে। সৌম্য! এই শত-শলাকা-সমন্বিত দিব্যমাল্যশোভিত ছত্রই বা কাহার ভূমিতে পতিত রহিয়াছে? ইহার দণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই কাঞ্চনময় উরশ্ছদ-সম্পন্ন পিশাচ-বদন বৃহদাকার ভয়ঙ্কররূপ গর্দ্দভগণই বা কাহার সংগ্রামে নিহত হইয়াছে? এই প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন যুদ্ধধ্বজ, ভগ্ন সাংগ্রামিক রথই বা কাহার পতিত রহিয়াছে? এই স্বর্ণভূষিত ভয়ঙ্করাকার চতুঃশতাঙ্গুলি দীর্ঘ ফলকবিহীন বাণ সকলই বা কাহার ইতস্ততঃ সমাকীর্ণ ও নিপতিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, ঐ শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় একবারেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। কাহারই বা প্রতোদ ও রশ্মিধারী নিহত হইয়াছে? কোন্ রাক্ষসেরই বা পদসঞ্চারমার্গ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে? হে শুভদর্শন! কি কারণে অতীব কঠিনহৃদয় কামরূপ নিশাচরগণের সহিত আমার পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৈর সংঘটিত হইল? ইহাতে তাহাদের জীবনান্ত উপস্থিত হইবে, দেখিও। যাহা হউক, রাক্ষসেরা সীতাকে হরণ কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে, না হয় তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহারণ্যে তিনি ম্রিয়মাণা হইলে ধর্ম্ম তাঁহাকে পরিত্রাণ করিলেন না? লক্ষ্মণ! এইরূপে যখন জানকী হৃতা কিংবা ভক্ষিতা হইলেন, ধর্ম্মও যদি তাঁহাকে পরিত্রাণ না করিলেন, তাহা হইলে সংসারে ঐশীশক্তিবিশিষ্ট আর কোন্ ব্যক্তিগণ আমার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমর্থ হইবেন? প্রাণীরা এই সকল কারণেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত লোকের কর্ত্তা পরম দয়ালু সুরবর পরমেশ্বরকে মানে না। আমার স্বভাব সাতিশয় কোমল ও সর্ব্বদাই আমি লোকসকলের হিতানুষ্ঠান ও করুণা পূর্ব্বক তাহাদের শুভাশুভবিধান করিয়া থাকি; কিন্তু আমি সীতার পরিত্রাণ করিতে পারিলাম না! অতএব ইন্দ্রাদি ত্রিদশেশ্বরগণ নিশ্চয়ই আমাকে নির্বীর্য্য জ্ঞান করিবেন। লক্ষ্মণ! ভাবিয়া দেখ, আমায় প্রাপ্ত হইয়া দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ সকলও দোষরূপে পরিণত হইল। অতএব প্রলয়কালে চন্দ্রের জ্যোৎস্না সংহার করিয়া সর্ব্বভূততাপন সূর্য্য যেমন সমুদিত হয়েন, অদ্য সমুদায় গুণ সংহরণ পূর্ব্বক মদীয় তেজও তেমনি প্রকাশিত হইবে। লক্ষ্মণ! অদ্য যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মনুষ্য কেহই সুখলাভে সমর্থ হইবে না। অদ্য আমার বাণ-সমূহে সমুদায় আকাশ ব্যাপ্ত হইবে। দেখ, অদ্য আমি ত্রিলোকবাসী প্রাণীদিগের গমনাগমন রুদ্ধ করিব। অদ্য আমি ত্রিলোককে কালকবলে নিক্ষেপ করিব। তাহাতে গ্রহগণের সঞ্চার রুদ্ধ, চন্দ্র অন্তর্হিত, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দ্যুতিসমূহের বিনাশ বশতঃ গাঢ় অন্ধকারে সমুদায় আবৃত, শৈলশিখর সমস্ত বিনির্ম্মথিত, সাগর সকল শুষ্ক, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম সমুদায় বিধ্বস্ত এবং কানন সকল এককালেই বিনিপাতিত হইবে। হে সৌমিত্রে! ইন্দ্রাদি ঈশ্বরগণ যদি মঙ্গলে মঙ্গলে সীতাকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে মদীয় পরাক্রম অবলোকন করিবেন। আর কেহই আকাশে উৎপতিত হইতে পারিবেন না। লক্ষ্মণ! দেখ, অদ্য আমার চাপমুখ-বিনির্ম্মুক্ত শরজালে নিরন্তর মর্দ্দিত হইয়া সমস্ত জগৎ নিরতিশয় ব্যাকুল ও মর্য্যাদাশূন্য এবং মৃগ ও বিহঙ্গম সকল সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্ত ও বিনষ্ট হইবে। অদ্য আমি সীতার নিমিত্ত আকর্ণ-সমকৃষ্ট বাণপরম্পরায় বিশ্বসংসার রাক্ষস ও পিশাচশূন্য করিব। ইহ-সংসারে কেহই আমার ঐ শর নিবারণ করিতে পারিবে না। অদ্য দেবগণ অবলোকন করিবেন, রাশি রাশি শর মৎকর্ত্তৃক রোষ ও অমর্ষভরে প্রযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া দূরে গমন করিতেছে। আমার ক্রোধে ভুবন বিনষ্ট হইলে দেব, দানব, পিশাচ ও রাক্ষস কেহই রক্ষা পাইবে না। ফলতঃ সুর, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষস সমস্ত লোক আমার বাণজালে খণ্ড খণ্ড হইয়া নিপতিত হইবে। অদ্য আমি শরসমূহ প্রয়োগ করিয়া এই সমস্ত লোক মর্য্যাদাশূন্য করিব। প্রিয়া বৈদেহী মরিয়াই যান বা অপহৃতাই হউন, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ তাঁহাকে তদবস্থায় প্রত্যর্পণ না করিলে, আমি সচরাচর এই জগৎ বিনাশ করিব এবং তাঁহাকে যাবৎ দেখিতে না পাইব, তাবৎ সায়কসমূহে চরাচর সন্তাপিত করিব।" এই বলিয়া ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধরোষ্ঠ স্ফীত হইতে লাগিল। তিনি বল্কল,

অজিন ও জটাজূট বন্ধন করিলেন। তৎকালে ধীমান্ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে, পূর্ব্বে ত্রিপুরবধোদ্যত রুদ্রের ন্যায় তদীয় দেহ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের নিকট হইতে কার্ম্মুক গ্রহণ ও দৃঢ়-করে ধারণ করিয়া সর্পসদৃশ ঘোর প্রদীপ্ত সায়ক তাহাতে সন্ধান করিলেন এবং যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধি এই সকল যেমন প্রাণী-মাত্রেই কোনকালে প্রতিহত হইবার নহে, সেইরূপ আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি নিঃসন্দেহই কেহ আমাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে প্রকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত না হইলে আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পন্নগ ও পর্ব্বত সহিত সমুদায় জগৎ পরিমর্দ্দিত করিব।" ১৩-৭৬।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রামকে সীতাবিরহে মহাক্রুদ্ধ ও জগৎনাশে উদ্যত দেখিয়া লক্ষ্মণের প্রবোধদান।

সীতাবিরহকাতর রাম সন্তপ্ত হইয়া সংবর্ত্তক অনলের ন্যায় লোক-বিনাশে উদ্যত হইলে এবং প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে অভি-লাষী মহাদেবের ন্যায় বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জ্যাযুক্ত শরাসনে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রোধ দর্শন করিয়া শুষ্কমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "আপনি পূর্ব্বে মৃদু, দান্ত ও সর্ব্বভূতহিতানুষ্ঠানে রত ছিলেন। এখন ক্রোধের বশী-ভূত হইয়া স্বীয় স্বভাব ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। চন্দ্রে শ্রী, সূর্য্যে প্রভা, বায়ুতে গতি, পৃথিবীতে ক্ষমা এবং আপনাতে অনুত্তম যশ নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। একজনের অপরাধে সমুদায় লোক হনন করা আপনার উচিত হয় না। নিশ্চয়ই আমার বোধ হইতেছে, এই যে যুদ্ধরথ ভগ্ন হইয়াছে, ইহা এক ব্যক্তিরই অধিকৃত, বহু জনের নহে; কিন্তু এই যুগযুক্ত ও পরিচ্ছদ সহিত রথ কাহার, কি জন্যই বা ভগ্ন হই-য়াছে, তাহা জানি না। ঐ দেখুন, এই স্থান খুরনেমি-ক্ষত ও রুধির-সিক্ত এবং তজ্জন্য অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছে। নিশ্চয়ই এখানে সংগ্রাম ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে ইহাও বোধ হইতেছে, একজন রথীর সহিত অন্য কাহারও যুদ্ধ হইয়াছে, দুই জনের সহিত নয়। মহৎ সৈন্যের পদচিহ্ন এখানে লক্ষিত হইতেছে না; অতএব একজনের অপরাধে সমুদায় লোক বিনাশ করা আপনার উচিত হয় না। রাজারা সচরাচর অতিশয় শান্ত ও মৃদুস্বভাব হইয়া থাকেন এবং অপরাধানুসারে দণ্ডবিধান করেন; আপনিও সর্ব্বদা সকল ভূতের শরণ্য ও পরম গতি। হে রঘুনন্দন! সংসারে কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার ভার্য্যা-বিয়োগ সর্ব্বথা কল্পনা করিতে পারে? আর সাধুগণ যেরূপ দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় অনুষ্ঠানে সমর্থ নহেন, সেইরূপ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সরিৎ, সাগর ও শৈল কেহই আপনার অপ্রিয় করিতে পারে না। রাজন্! যে ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমার ও পরমর্ষিগণের সহিত ধনু-র্দ্ধারী হইয়া সেই ব্যক্তিরই অন্বেষণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। অতএব আমরা সমুদায় সমুদ্র, বন, পর্ব্বত, সমুদায় ভয়ঙ্কর গুহা, পুষ্করিণী এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণেরও লোক সমুদায় প্রযত্ন সহকারে অন্বে-ষণ করিব। যতক্ষণ না আপনার ভার্য্যাপহারীর দর্শন পাইব, তাবৎ এইরূপ শান্তভাবে অন্বেষণ করিলেও ইন্দ্রাদি দেবগণ যদি আপনার ভার্য্যাকে না দেন, তাহা হইলে হে কোশলেন্দ্র! আপনি পশ্চাৎ দণ্ড অবলম্বন করিবেন। হে নরেন্দ্র! শীল, দম ও বিনয় অবলম্বন করিয়াও যদি সীতাকে না পান, তাহা হইলে মহেন্দ্রের বজ্রসদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর-জালে সমুদায় সংসার সমুৎসাদিত করিবেন।" ১-১৬।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক রামকে সান্ত্বনা।

রাম ঐরূপে শোকে সন্তপ্ত, মহামোহে আচ্ছন্ন, অভিভূত ও হৃত-চেতন হইয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তদীয় চরণস্পর্শ-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহাকে আশ্বাসিত করত সান্ত্বনা-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রাজা দশরথ অনেক তপস্যা ও বহুবিধ ধর্ম্মা-নুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। ভরতের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে রাজা দশরথ আপ-নারই গুণে বদ্ধ হইয়া আপনারই বিয়োগে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। হে কাকুৎস্থ! আপনি যদি এই সমুপস্থিত দুঃখ সহ্য না করিবেন, তাহা হইলে অল্পপ্রাণ অপর আর কে সহ্য করিবে? হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি আশ্বস্ত হউন। আপদ্ অগ্নির ন্যায় সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণমধ্যেই দূরীভূত হয়। লোকের স্বভাবই এই। দেখুন, নহুষপুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেও অনীতি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। যিনি আমাদের পিতার পুরোহিত, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠ এক দিনে শতপুত্র উৎপাদন করেন ও এক দিনেই সকলে বিনষ্ট হয়েন। হে কোশলেশ্বর! জগন্মাতা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা এই বসুমতীরও কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। যে সূর্য্য-চন্দ্র জগতের নেত্র ও সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ এবং যাহাতে সমুদায় সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এইরূপে অতি মহৎ ভূত এবং দেবগণও যখন দৈবের বশীভূত, তখন সামান্য-শরীরী দেহীদিগের কথা আর কি বলিব? অধিক কি, ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও নীতি ও অনীতি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অতএব হে নরসিংহ! আপনি আর ব্যথিত হইবেন না। হে রঘুনন্দন! জানকী মৃতা ও অপহৃতা হইলেও প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় আপনার শোক করা বিধেয় নহে। হে বীর! আপনার ন্যায় সর্ব্বদর্শী ও হিতদর্শী মানবেরা সচরাচর সুমহৎ বিপৎপাতেও শোক করেন না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক যথার্থরূপে শুভাশুভ চিন্তা করুন। আপনার ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষগণ বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ বিশেষরূপে অবগত হয়েন। যাহাদের গুণ ও দোষ আপাততঃ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, তাদৃশ অধ্রুব কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান ব্যতি-রেকে কখন ইষ্টফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। হে বীর! আপনিই পূর্ব্বে আমাকে অনেকবার এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। আপনাকে উপদেশ দিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও পারেন না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবগণও আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করিতে পারেন না। অধুনা আপনার সেই জ্ঞান শোকে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, আমিও তাহার উদ্বোধন করি-তেছি। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! আপনি স্বীয় দিব্য ও মানুষ পরাক্রম বিবেচনা করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হউন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার সমুদায় লোক সংহার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি সেই পাপাচারী শত্রুকে অবগত হইয়া সীতাকে উদ্ধার করুন।" ১-২০।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

জটায়ুমুখে রামের সীতাহরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ।

লক্ষ্মণ এইরূপে নিরতিশয় সারগর্ভ সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিলে, সারগ্রাহী মহাবাহু রাম তাহা পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় প্রবৃদ্ধ ক্রোধ নিবারণ করিয়া বিচিত্র ধনু ধারণ করত লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! আমরা এখন কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপায়েই বা সীতাকে দেখিতে পাইব, এই সকল চিন্তা কর।" লক্ষ্মণ নিরতিশয় পরিতপ্ত রামকে কহিলেন, "এই জনস্থানেই অন্বেষণ করা আপনার বিধেয়। বহুসংখ্যক রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ ও বিবিধ লতাবৃক্ষে সমাবৃত এই জনস্থানে অনেক গিরিদুর্গ, কন্দর, খণ্ডপাষাণ, নানাজাতীয় মৃগগণে সমাকুল ভয়ঙ্কর গুহা, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের আবাস ও ভবন সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনি আমার সহিত সমাহিত হইয়া ঐ সকল অন্বেষণ করুন। আপনার সদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা নরবরেরা আপৎকালে বায়ুবেগে অচলরাজির ন্যায় কখনও বিচলিত হয়েন না।" ১-৭।

রাম এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুতে ক্ষুরধার ভয়ঙ্কর শরসন্ধান পুরঃসর লক্ষ্মণের সহিত সেই সমগ্র বন বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পর্ব্বতকূটসদৃশ মহাভাগ বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে শোণিতসিক্ত শরীরে ভূতলে পতিত দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, "স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই গৃধ্ররূপী কাননচর নিশাচরই জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই রাক্ষস সেই বিশালাক্ষীকে ভক্ষণ করিয়া যথাসুখে বিশ্রাম করিতেছে; অতএব আমি অবক্রগামী প্রদীপ্তাগ্র ভয়ঙ্কর শরসমূহে ইহাকে বধ করিব।" রাম এই বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাগরান্তা মেদিনীকে চালিত করত শরাসনে ক্ষুরাস্ত্র যোজনা পূর্ব্বক তাহাকে দেখিতে ধাবিত হইলেন। পরে পক্ষিরাজ জটায়ু সফেন রুধির বমন করত নিরতিশয় কাতর-বাক্যে সেই দশরথাত্মজ রামকে কহিলেন, "আয়ুষ্মন্! তুমি ওষধির ন্যায় যাহাকে এই মহাবনে অন্বেষণ করিতেছ, সেই দেবী জানকী ও মদীয় প্রাণ এই উভয়ই রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। অয়ি রঘুনন্দন! মহাবল দশানন আপনার ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে দেবী জানকীকে হরণ করিয়াছে, আমি দেখিয়াছি। সেই সময়ে আমি সীতার পরিত্রাণার্থ সম্মুখে সমাগত হইয়া যুদ্ধে রথ ও ছত্র বিনষ্ট করিলে রাবণ ধরাতলে পতিত হইল। উহার ভগ্নশর ও সাংগ্রামিক রথ ঐ পতিত রহিয়াছে এবং এই তাহার সারথি মদীয় পক্ষপুটের আঘাতে নিহত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। পরিশেষে আমি পরিশ্রান্ত হইলে রক্ষোবর দশানন খড়্গাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন করিয়াছে। পূর্ব্বে আমি রাক্ষস কর্ত্তৃক আঘাতিত হইয়াছি, এক্ষণে আর আমায় বধ করা আপনার উচিত হয় না।" রাম তদীয় মুখে সীতা-বিষয়ক প্রিয়বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মহাধনু ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শোকে অবশ ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় ধীর হইলেও দ্বিগুণীকৃত সন্তাপে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। জটায়ু তৎকালে ঊর্দ্ধশ্বাসরুদ্ধে পতিত হইয়া অসহায় অবস্থায় বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া রাম শোকার্ত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমার রাজ্যচ্যুতি, বনে বাস, সীতার নিরুদ্দেশ এবং জটায়ুর মৃত্যু হইল; আমার দুষ্কর্ম্মজনিত অলক্ষ্মী অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। মদীয় সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব! আমি এই দুঃখসন্তাপ-শান্তির জন্য অতলস্পর্শ অকূল মহাসাগরেও যদি অবগাহন করি, তাহা হইলে সেই সরিৎস্বামী সমুদ্রও নিশ্চয়ই আমার দুর্ভাগ্য-প্রভাবে একেবারেই শুষ্ক হইয়া উঠিবেন। সচরাচর লোকমধ্যে আমা অপেক্ষা সমধিক মন্দভাগ্য আর কেহই নাই। যে হেতু, আমি এই মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। এই মহাবল গৃধ্ররাজ আমার পিতার প্রিয়সখা। ইনিও আমার ভাগ্যদোষে আহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন।" রঘুনন্দন রাম এবংবিধ বহুবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত পিতৃস্নেহ প্রদর্শন করত জটায়ুকে স্পর্শ করিলেন। পরে তিনি সেই ছিন্নপক্ষ ও রক্তসিক্তদেহ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক 'আমার প্রাণতমা মৈথিলী কোথায় গিয়াছেন,' এই বলিয়া ধরাতলে পতিত হইলেন।" ৮-২৯।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

জটায়ুমুখে রামের সীতাহরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ, জটায়ুর দেহত্যাগ এবং রাম কর্ত্তৃক তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদন।

রাম ভয়ঙ্কর রাক্ষস-কর্ত্তৃক ভূপতিত জটায়ুকে দর্শন করিয়া পরমমিত্র সৌমিত্রিকে কহিলেন, "নিশ্চয়ই এই পক্ষী আমার জন্য যত্ন করিয়া আমারই নিমিত্ত রাক্ষস-হস্তে নিহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! ইঁহার স্বর হীন ও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং প্রাণও অতিমাত্র খিন্ন হইয়া কথঞ্চিৎ ইঁহার দেহে অবস্থিতি করিতেছে। হে জটায়ু! আপনার কুশল হউক, যদি পুনর্ব্বার বাক্যনিঃসরণে ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত এবং আপনিই বা কিরূপে নিহত হইলেন, বলুন। রাবণই বা কি নিমিত্ত আর্য্যা জানকীকে হরণ করিল? আমিই বা তাহার কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, সে প্রিয়তমাকে হরণ করিল? বিহগবর! হরণ-সময়ে সীতার সেই পূর্ণশশিসদৃশ মনোহর মুখমণ্ডল কিরূপ হইয়াছিল? তিনি তৎকালে কি বলিয়াছিলেন? সেই রাক্ষস রাবণের বীর্য্য, রূপ ও কর্ম্মই বা কিরূপ? তাত! তাহার নিবাসই বা কোথায়? জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। ১-৭।

তখন ধর্ম্মাত্মা জটায়ু স্খলিত-বচনে নিরবধি-বিলাপকারী রামকে এই কথা বলিলেন, "রক্ষোরাজ দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ দুর্দ্দিনকারিণী মহতী মায়া আশ্রয় করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছে। তাত! আমি সবিশেষ শ্রান্ত হইয়া পড়িলে নিশাচর আমার পক্ষদ্বয় ছেদন ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিল। অয়ি রঘুনন্দন! আমার প্রাণরোধ ও দৃষ্টিভ্রম হইতেছে এবং আমি উশীররূপ কেশযুক্ত সুবর্ণময় বৃক্ষ-সকল দর্শন করিতেছি। রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে ধনস্বামী আপনার বহুদিনের নষ্ট (হারান) ধনও তৎক্ষণাৎ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মুহূর্ত্তের নাম বিন্দ (অর্থাৎ ঐ মুহূর্ত্তে কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে তাহা শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়)। রাবণ ইহা অবগত নহে। অতএব বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় আশু তাহার বিনাশ হইবে। তুমিও আর জানকীর প্রাপ্তিবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শীঘ্রই সীতার সহিত বিহার করিতে সমর্থ হইবে।" ৮-১৪।

অনন্তর রামের সহিত সম্ভাষণকারী সেই অবিমূঢ়চিত্ত ম্রিয়মাণ গৃধ্র-

রাজ জটায়ুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। তখন তিনি 'রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং সাক্ষাৎ কুবেরের ভ্রাতা,' এইমাত্র বলিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া 'বলুন! বলুন!' এই প্রকার কহিতে লাগিলেন। তাঁহার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ জটায়ুর জীবন শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। তখন গৃধ্ররাজ চরণযুগল প্রসারিত ও স্বীয় শরীর বিক্ষিপ্ত করিয়া ভূমিন্যস্ত মস্তকে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাম পর্ব্বতসদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি তাম্রাক্ষ গৃধ্রকে গতজীবন দর্শন করিয়া বহুদুঃখে দীনভাবাপন্ন হইয়া সৌমিত্রিকে কহিলেন, "জটায়ু এই রাক্ষসনিবাস দণ্ডকারণ্যে বহুবৎসর বাস করিয়া অধুনা দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে ইনি অনেক বর্ষ জীবিত ও প্রাচীন হইয়াছিলেন, তিনি আজি নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন; বুঝিলাম, কালকে অতিক্রম করা সহজ নহে। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, এই গৃধ্র আমাদের উপকারী, সীতাকে মোচন করিতে উদ্যত হইয়া দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং আমারই নিমিত্ত পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত মহৎ গৃধ্ররাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুঝিলাম, সকল জাতিতেই শৌর্য্যসম্পন্ন, শরণ্য, ধর্ম্মাচারসম্পন্ন সাধুগণ লক্ষিত হইয়া থাকেন; তির্য্যগ্ জাতিতেও এ বিষয়ের পরিহার নাই। হে সৌম্য! আমারই জন্য এই গৃধ্র প্রাণত্যাগ করিলেন; সুতরাং ইহাঁর মৃত্যুতে সীতার হরণ অপেক্ষাও আমার অধিক দুঃখ হইতেছে। মহাযশা শ্রীমান্ রাজা দশরথ আমার যেরূপ পূজ্য ও মাননীয়, এই বিহঙ্গবরও সেইরূপ। সুমিত্রানন্দন! তুমি কাষ্ঠ সকল আহরণ কর, আমি অগ্নি উৎপাদন করিয়া আমার জন্য নিধনগত এই গৃধ্ররাজের সংকার করিব। সৌমিত্রে! এই জটায়ু পক্ষিগণের নাথ এবং রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষসহস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি ইহাঁকে চিতায় আরোপণ পূর্ব্বক দাহ করিব। যজ্ঞশীল ও আহিতাগ্নিগণের যে গতি এবং সমরে অপরাঙ্মুখ ও ভূমিদাতা ব্যক্তিবর্গের যে গতি, মহাবল গৃধ্ররাজ! তুমি মৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সমনুজ্ঞাত হইয়া সেই সকল উৎকৃষ্ট গতি লাভ কর।" ১৫-৩০।

ধর্ম্মাত্মা রাম এই প্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিয়া দুঃখিত হইয়া স্বীয় বন্ধুর ন্যায় পক্ষিরাজ জটায়ুকে প্রদীপ্ত চিতামধ্যে আরোপিত করিয়া দাহ করিলেন। পরে সেই মহাযশা বীর্য্যবান্ রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন ও স্থূলকায় মৃগ সকল হনন করিয়া তাহাদিগের মাংসগ্রহণানন্তর প্রত্যাগত হইয়া জটায়ুর উদ্দেশে পিণ্ডদানার্থ তৃণ বিস্তৃত করিলেন এবং তৎসমস্ত মাংস খণ্ডে খণ্ডে ছেদন ও পিণ্ড করিয়া রমণীয় হরিতশাদ্বলে জটায়ুকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রেত ব্যক্তির স্বর্গসাধনসমুদ্দেশে যে সকল মন্ত্রজপ করিয়া থাকেন, রাম জটায়ুর শীঘ্র স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তৎসমস্ত জপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজনন্দন রাম ও সৌমিত্রি উভয়ে গোদাবরী নদীতে গমন করিয়া জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। তাঁহারা স্নান করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে ঐরূপে জটায়ুকে জলদান পূর্ব্বক উদকক্রিয়া সমাধান করিলেন। গৃধ্ররাজ জটায়ু সুদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যুদ্ধে নিপতিত ও মহর্ষিসদৃশ রাম কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া পরম পবিত্র পুণ্যগতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে উদকক্রিয়া সমধানান্তে পক্ষিসত্তম জটায়ুর প্রতি পিতৃবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সীতার অন্বেষণে মনোনিবেশ করিয়া সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ১-৩৮।

উনসপ্ততিতম সর্গ।

রাম-লক্ষ্মণকে কবন্ধের আক্রমণ।

পক্ষিরাজ জটায়ুর উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অরণ্যমধ্যে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে নৈর্ঋত-দিকে গমন করিলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ও অসি-হস্তে সেই দিকে গমন করিয়া আরণ্য-পথে উপনীত হইলেন। ঐ পথ গুল্ম, বৃক্ষ ও লতাসমূহে সমাবৃত, অগম্য ও ঘোরদর্শন। অনন্তর সেই দুই মহাবল রঘুনন্দন দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করত বেগসহকারে মহারণ্য অতিক্রম করত গমন করিলেন। ক্রমে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে গমন করিয়া ক্রৌঞ্চ নামক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্য অতি দুর্গম, দেখিতে রাশীকৃত মেঘের ন্যায় অতীব নিবিড়, নানা বর্ণের সুন্দর পুষ্পের সন্নিধান-বশতঃ যেন সর্ব্বতোভাবে হর্ষবিশিষ্ট এবং মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহে পরিবৃত। তাঁহারা সীতা-হরণে দুঃখিত হইয়া তদীয় দর্শন-কামনায় সেই বন অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রান্তিবশতঃ স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ গমন করিয়া ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক মতঙ্গমুনির আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম-কানন সাতিশয় ভীষণ ও ভীষণ-প্রকৃতি নানাজাতীয় মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল এবং অনেক প্রকার বৃক্ষে আচ্ছন্ন ও গহনপাদপে সমাকীর্ণ। অনন্তর তাঁহারা সেই বনমধ্যে পাতালসম গভীর গিরিগুহা অবলোকন করিলেন। ঐ গুহা নিত্য অন্ধকারে সমাবৃত। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া তাহার নিকটে ভয়ঙ্করাকৃতি ও বিকৃতবদনা এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। রাক্ষসী দেখিতে অতি ভয়ঙ্করা। উহাকে দর্শন করিলে স্বল্পপ্রাণ ব্যক্তিগণের ভয় জন্মিয়া থাকে এবং স্বভাবতই জুগুপ্সার উদয় হয়। উহার উদর লম্বিত, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ, চর্ম্ম অতি কঠিন, স্বভাব ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড এবং কেশপাশ আলুলায়িত। তাঁহারা দেখিলেন, রাক্ষসী ভয়ঙ্কর মৃগসকল ভক্ষণ করিতেছে। অনন্তর নিশাচরী সেই বীরযুগলের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া 'আইস আমরা বিহার করিব,' এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাস পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন। রাক্ষসী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিল, "হে নাথ! আমার নাম অয়োমুখী। অদ্য তোমার পরম-লাভ হইল এবং তুমিই আমার প্রিয় হইলে। হে বীর! আইস, আমার সহিত চিরজীবন নদীপুলিনমধ্যে ও পর্ব্বতদুর্গ-সমূহে বিহার করিবে।" শত্রুসূদন লক্ষ্মণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক রাক্ষসীর নাসা, কর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া দিলেন। কর্ণ ও নাসিকা ছিন্ন হইলে সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া যথা হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল। সে গমন করিলে মহাতেজা শত্রুসূদন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বেগে গমন করত এক গহনবন প্রাপ্ত হইলেন। ১-১৯।

অনন্তর সত্যবিশিষ্ট, শীলবান্, পবিত্রস্বভাব ও পরমতেজস্বী লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দীপ্ততেজা রামকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আমার বামবাহু

ঘন ঘন স্পন্দিত ও মন যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং প্রায়ই দুর্লক্ষণ সকলও লক্ষিত হইতেছে। অতএব আর্য্য! আপনি সজ্জীভূত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন।" এই মুহূর্ত্তেই যে ভয় উপস্থিত হইবে, নিমিত্ত সকল তাহা স্পষ্টই কীর্ত্তন করিতেছে। ঐ অতি ভয়ানক বঞ্জুলকপক্ষী যেন আমাদের যুদ্ধবিজয় কীর্ত্তন করত শব্দ করিতেছে।" অনন্তর মহাতেজা রাম ও লক্ষ্মণ সেই সমগ্র বন অন্বেষণ করিতে থাকিলে এক বিপুল শব্দ যেন উহা ভগ্ন করত প্রাদুর্ভূত হইল। সেই গহনবন হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ুতে বেষ্টিত হইয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে এক শব্দ সমস্ত বন নিনাদিত করত উৎপন্ন হইল। রাম লক্ষ্মণের সহিত অসিধারণ পূর্ব্বক সেই শব্দ কোথা হইতে উত্থিত হইল, জানিবার জন্য অভিলাষী হইয়া এক অতি বৃহৎকায় রাক্ষসকে সহসা দর্শন করিলেন। তাহার উরোদেশ সাতিশয় বিস্তৃত এবং তাহার নাম কবন্ধ। সে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার মস্তক ও গ্রীবা নাই, শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত, মুখ উদরমধ্যে সন্নিহিত, রোম সকল নিশিত ও তীক্ষ্ণ, আকার মহাগিরির ন্যায় উন্নত, স্বর মেঘ-গর্জ্জন সদৃশ, দৃশ্য নীলমেঘ-সবর্ণ, স্বভাব ও আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর এবং তাহার নেত্র ললাটে সন্নিবদ্ধ। ঐ নেত্র অনলতুল্য প্রদীপ্ত, অতি বৃহৎ পক্ষ্মসমন্বিত, পিঙ্গলবর্ণ, বিপুল ও আয়ত এবং তাহার অন্য নেত্র উরস্থলে সন্নিহিত। ঐ নেত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণদর্শনক্ষম। তাহার মুখও সাতিশয় প্রকাণ্ড ও প্রকাণ্ড দশনপংক্তিতে পরিবৃত। সে সেই মুখ বারংবার লেহন করিতেছে, অপিচ স্বীয় যোজনায়ত ভয়ঙ্কর উভয় হস্ত পরিচালন করত ভল্লুক, সিংহ ও মৃগদিগকে ভক্ষণ করিতেছিল এবং উভয় হস্ত দ্বারা বিবিধ মৃগ, বিহঙ্গম, ভল্লুক ও মৃগযূথদিগকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছিল। সে সমাগত রাম-লক্ষ্মণের গমনপথ অবরোধ করিয়া অবস্থিত ছিল। অনন্তর তাঁহারা এক ক্রোশ মাত্র পথ অতিক্রম করিয়া সেই অতীব ঘোরদর্শন, দারুণ, ভয়ঙ্করাকার, মহাকায় কবন্ধকে দেখিতে লাগিলেন। সে ভুজদ্বয় দ্বারা জন্তুদিগকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তাহার শরীরের গঠনভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাকে যথার্থ কবন্ধ বলিয়া বোধ হয়। অনন্তর মহাবাহু কবন্ধ সুবিশাল ভুজ-যুগল প্রসারণ পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বল সহকারে নিপীড়িত করিয়া একেবারে গ্রহণ করিল। দৃঢ় ধনু ও খড়্গধারী তীব্রতেজা মহাবল মহাভুজ সেই উভয় ভ্রাতা কবন্ধ কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া অবশ হইলেন। রাম স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীল ও শৌর্য্যসম্পন্ন; সুতরাং ব্যথিত হইলেন না; কিন্তু লক্ষ্মণ বালক ও অধীর বলিয়া একেবারেই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং বিষণ্ণ হইয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, "হে বীর! দেখুন, আমি বিবশ হইয়া রাক্ষসের বশতাপন্ন হইয়াছি। অতএব আপনি একমাত্র আমাকে প্রদান করিয়াই মুক্ত হউন এবং আমায় ইহাকে বলিস্বরূপ প্রদান করিয়া যথাসুখে পলায়ন করুন। হে কাকুৎস্থ রাম! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি অবিলম্বে বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইবেন এবং পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত রাজ্যও সত্বর লাভ করিবেন। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ করিবেন।" লক্ষ্মণ এই প্রকার বাক্য-প্রয়োগ করিলে রাম তাঁহাকে কহিলেন, "বীর! বৃথা ভীত হইও না; তোমার ন্যায় ব্যক্তি কখন বিষণ্ণ হয় না।" উভয় ভ্রাতায় এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ক্রূর-স্বভাব মহাবাহু দানবশ্রেষ্ঠ কবন্ধ তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, "তোদের স্কন্ধ বৃষের ন্যায় এবং হস্তে সুবৃহৎ খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়াছিস্। তোরা কে? তোরা দৈবানুসারেই এই ভয়ঙ্কর প্রদেশে আসিয়া আমার নয়ন-গোচর হইয়াছিস্। তোদের এখানে কি কার্য্য আছে এবং কি জন্যই বা তোরা এখানে আসিয়াছিস্, বল্? আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এখানে অবস্থিতি করিতেছি। তোরা ধনু, শর ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের সদৃশ হইয়া এখানে আগমন করিয়াছিস্। তোদের জীবিত থাকা দুর্লভ হইবে।" দুরাত্মা কবন্ধের এই কথা শুনিয়া রাম শুষ্কবদন হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সত্যবিক্রম! প্রিয়া সীতাকে না পাইয়া যে বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রাণসংশয় সম্ভাবনা; তাহার উপর আবার পুনঃ পুনঃ দারুণ কৃচ্ছ্র সংঘটিত হইতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! কাল সমুদায় প্রাণী হইতেই সমধিক বীর্য্যসম্পন্ন। দেখ, আমরা কালের প্রভাবেই ব্যসনে মোহিত হইলাম। হে লক্ষ্মণ! প্রাণিগণকে দুঃখ প্রদান করিতে কালের কিছুই কষ্ট নাই। কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত শৌর্য্যসম্পন্ন কৃতাস্ত্র পুরুষগণও বালুকা-নির্ম্মিত সেতুর ন্যায় সমরাঙ্গনে অবসন্ন হইয়া থাকে।" সত্য ও অনতিক্রমণীয়, দৃঢ়-বিক্রম-সম্পন্ন, প্রতাপশালী, মহাযশা দশরথনন্দন ধীমান্ রাম সৌমিত্রিকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার বলিতে বলিতে জ্ঞান-প্রভাবে স্বীয় চিত্ত স্থির করিলেন। ১-৫১।

সপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধের বাহুদ্বয় ছেদন।

রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে বাহুপাশে বদ্ধ ও তথায় অবস্থিত দেখিয়া কবন্ধ তাঁহাদিগকে কহিল, "অরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; বিধাতা তোমাদিগকে হতচৈতন্য করিয়া আমার আহারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আমাকে দেখিয়া তোমরা কি জন্য আর অপেক্ষা করিতেছ?" সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ দুঃখিত ও বিক্রম-প্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎকালোচিত-বাক্যে রামকে বলিলেন, "এই রাক্ষসাধম আমাদের দুই জনকেই গ্রহণ করিবে; অতএব আসুন, আমরা ইতিমধ্যেই অসিযুগল দ্বারা ইহার গুরুতর হস্তদ্বয় ছেদন করি। এই মহাকায় ভীষণ রাক্ষস একমাত্র বাহুর সাহায্যেই বিক্রম প্রকাশ করত লোকসকলকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিয়া আমাদিগকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু রাজন্! যজ্ঞীয় পশুগণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিহত হওয়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়।" তাঁহাদের এই প্রকার জল্পনা শ্রবণ করিয়া নিশাচর কবন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া বদন বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উপক্রম করিল। তখন দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই হৃষ্ট হইয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় বাহুমূলযুগল ছেদন করিলেন। সুদক্ষ রাম তাহার দক্ষিণবাহু এবং বীর্য্যশালী লক্ষ্মণ তাহার বামহস্ত ছেদন করিলেন। বাহু ছিন্ন হইলে ভয়ঙ্করস্বরসম্পন্ন মহাবাহু কবন্ধ মেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিয়া গগনমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত পতিত হইল। অনন্তর বাহুদ্বয় ছিন্ন হইল দেখিয়া দানব কবন্ধ শোণিতসিক্ত-দেহে দীনভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?" কবন্ধ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে মহাবল শুভলক্ষণ কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ তাহাকে কহিলেন, "ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামনামে লোকমধ্যে বিখ্যাত, আর আমি ইঁহার অনুজ,

আমার নাম লক্ষ্মণ। জননী কৈকেয়ী কর্ত্তৃক রাজ্যপ্রাপ্তি নিবারিত হইলে সর্ব্বত্যাগী হইয়া রাম বনে প্রব্রজিত হইয়াছেন এবং আমার ও ভার্য্যার সহিত মহাবনে বিচরণ করিতেছেন। বনবাসকালে এই দেবতুল্য প্রভাবশালী রামের ভার্য্যা রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। আমরা তাঁহারই অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি। তুমিই বা কে কবন্ধের ন্যায় অরণ্যপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছ? তোমার জঙ্ঘা ভগ্ন এবং বদনমণ্ডল অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট ও বক্ষঃস্থলে নিবিষ্ট।" লক্ষ্মণ এই প্রকার উত্তর করিলে, ইন্দ্রের সেই বাক্য স্মরণ করত কবন্ধ প্রীত-বাক্যে কহিল, "আপনারা উভয়েই পুরুষমধ্যে অগ্রগণ্য। আপনাদের আগমন ত শুভ? অদ্য ভাগ্যানুসারে আপনাদিগকে অবলোকন করিলাম। আর আপনারা যে আমার বাহুবন্ধন ছেদন করিলেন; ইহাও আমার অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত যেরূপে এইরূপ বিরূপ-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।" ১-১৯।

একসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ কর্ত্তৃক তদীয় আত্মবিবরণ বর্ণন।

"হে মহাবাহু রাম! পূর্ব্বে আমার রূপ সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্রের শরীর-সদৃশ, মহাবলপরাক্রান্ত, ত্রিলোকবিখ্যাত এবং সকলেরই দুর্ব্বিভাব্য ছিল। পরে আমি এইরূপ লোক-ভয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করত বনবাসী ঋষিদিগকে যখন তখন বিত্রাসিত করিতাম। একদা আমি এই রূপ ধারণ করিয়া অরণ্যজাত বিবিধ বন্য-দ্রব্যসঞ্চয়কারী মহর্ষি স্থূলশিরাকে ধর্ষিত ও কোপিত করিয়াছিলাম। পরে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করত কহিলেন, 'তোর এই লোক-নিন্দিত নৃশংস রূপই থাকুক।' অনন্তর আমি ক্রুদ্ধ ঋষির নিকটে এই শাপমুক্তি প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন,'রাম যে সময়ে তোমার হস্ত ছেদন পূর্ব্বক বিজন অরণ্যে তোমায় দগ্ধ করিবেন, সেই সময়েই তুমি আপনার সুবিপুল মনোহর আকার লাভ করিবে।' লক্ষ্মণ! আমি দনুর শ্রীমান্ পুত্র। যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের শাপ-প্রযুক্ত ঈদৃশ কবন্ধরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কঠোর তপস্যা দ্বারা পিতামহকে তুষ্ট করিলে তিনি আমাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। তৎপরে আমার চিত্তবিভ্রম ঘটিলে তাহাতে আমি গর্ব্বিত হইয়া বিবেচনা করিলাম, ইন্দ্র আমার কি করিবেন? আমি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি মনে করিয়া যুদ্ধে ইন্দ্রকে ধর্ষিত করিলাম। অনন্তর তদীয় বাহুপ্রমুক্ত শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা আমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত হইল। অনন্তর আমি মৃত্যু প্রার্থনা করিলেও তিনি আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন না; এইমাত্র বলিলেন, 'পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য সত্য হউক।' আমি কহিলাম, 'আপনার বজ্রপ্রহারে আমার শির, সক্থি ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে। আমি কিরূপে অনাহারে দীর্ঘকাল জীবন-ধারণে সমর্থ হইব?' এই কথায় ইন্দ্র আমার বাহুদ্বয় যোজন-বিস্তৃত এবং আমার মুখ সুতীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রা-সম্পন্ন ও কুক্ষিমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। তদবধি আমি দীর্ঘবাহু প্রসারণ করত চতুর্দ্দিক্ হইতে এই বনচর সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপি ও মৃগদিগকে আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি। ইন্দ্র আমায় বলিয়াছেন, 'যে সময়ে রাম লক্ষ্মণের সহিত তোমার বাহুযুগল ছেদন করিবেন, তখন তুমি স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে।' হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তদবধি এই বনমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাই, তাহাকেই দেহ দ্বারা সর্ব্বথা রুচিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি. এ বিষয়ে আমার ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার নাই। আমার বিলক্ষণ ধারণা আছে যে, রাম অবশ্যই আমার হস্তে ধৃত হইবেন। এই জ্ঞানে আমি সদা-সর্ব্বদা বনমধ্যে হস্তচালনা করিয়া থাকি, আপনার মঙ্গল হউক। হে রঘুনন্দন! আপনি নিশ্চয়ই রাম; কেন না, রাম ব্যতিরেকে আর কেহই আমাকে বধ করিতে পারিবেন না, মহর্ষি যথার্থই এই কথা কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা আমার অগ্নিসংস্কার করিলে যাহা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমি আপনাদিগকে সুমন্ত্রণা বিধান করিব এবং যাহার সহিত বন্ধুতা করিয়া কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে, তাহাও উপদেশ করিব।" কবন্ধ এই প্রকার কহিলে ধর্ম্মাত্মা রাম লক্ষ্মণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, রাবণ কর্ত্তৃক আমার যশস্বিনী ভার্য্যা সীতা অপহৃতা হইয়াছেন। আমি তৎকালে ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে যথাসুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, রাবণের নাম মাত্র আমার জানা আছে; কিন্তু তাহার রূপ, নিবাস বা প্রভাব কিছুই অবগত নহি। কেবল শোকার্ত্ত হইয়া অনাথের ন্যায় এইরূপে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছি। তুমি আমাদিগের উপকার করিয়া সমুচিত দয়া-প্রকাশে প্রবৃত্ত হও। হে বীর! হস্তিদন্ত কর্ত্তৃক যে সকল কাষ্ঠ ভগ্ন ও কালসহকারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত আহরণ করিয়া সুকল্পিত গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তোমাকে দগ্ধ করিব। যে ব্যক্তি যেখানে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সমস্ত আমাকে বল। যদি যথার্থই ইহা অবগত থাক, তাহা হইলে আমাদের নিরতিশয় মঙ্গল সম্পাদিত হয়।" সুবক্তা রাম এই প্রকার কহিলে সুনিপুণ বক্তা দানবশ্রেষ্ঠ বলিতে লাগিল, "আমার দিব্যজ্ঞান নাই; সুতরাং জানকী কোথায়, জানি না। যে ব্যক্তি বলিতে পারিবে, তাহার কথা বলিব। আপনারা আমায় দগ্ধ করুন; পরে আমি স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভ করত যে ব্যক্তি রাবণকে জানে, তাহার কথা কীর্ত্তন করিব। হে প্রভো! যে মহাবীর্য্য রাক্ষস আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, দগ্ধ না হইলে আমি কোন অংশেই তাহাকে জানিতে সমর্থ হইব না। শাপপ্রভাবে আমার দিব্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে এবং আমি নিজ-কর্ম্মদোষে ঈদৃশ নিন্দিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম! বাহন সকল শ্রান্ত হইয়া উঠিলে সূর্য্য যাবৎ অস্ত না যান, ইতিমধ্যে আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধি দগ্ধ করুন। হে মহাবীর রঘুনন্দন! আপনি যথাবিধানে আমাকে গর্ত্তমধ্যে দগ্ধ করিলে যে ব্যক্তি রাবণকে অবগত আছে, তাহার কথা বলিব। হে রাঘব! আপনি সেই সদ্বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিবেন এবং তিনিও আপনার সাহায্য করিবেন। হে লঘুবিক্রম! ত্রিলোকমধ্যে ঐ ব্যক্তির কিছুই অবিদিত নাই। তিনি পূর্ব্বে কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।" ১-৩৪।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধের শাপমুক্তি এবং তৎকর্ত্তৃক সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপনার্থ রামকে উপদেশ প্রদান।

কবন্ধ এই প্রকার কহিলে নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ তাহাকে পর্ব্বত-গুহায় লইয়া গিয়া অগ্নি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ মহোল্কাসমূহ প্রজ্বলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি-সংযোগ করিলে চিতা সর্ব্বতোভাবে

জলিয়া উঠিল। তখন কবন্ধের ঘৃতপিণ্ডসদৃশ মেদ-পরিপূর্ণ বৃহৎ শরীর মন্দ মন্দ দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবল কবন্ধ তৎক্ষণাৎ চিতা কম্পিত করিয়া নির্ম্মল বস্ত্র ও দিব্য মালা ধারণ পূর্ব্বক ধূমবিহীন পাবকের ন্যায় উত্থিত হইল এবং দিব্যকান্তিবিশিষ্ট শরীরে বেগভরে সানন্দে তৎক্ষণাৎ বিমানে আরোহণ করিল। তাহার সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত। অনন্তর সে অতিশয় উজ্জ্বল হংসযুক্ত যশস্কর বিমানে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় শরীর-প্রভায় দশদিক্ আলোকময় করত অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "হে রঘুনন্দন! যেরূপ উপায়ে সীতাকে লাভ করিবেন, তাহার যথাতত্ত্ব শ্রবণ করুন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়, এই যে ছয়টি যুক্তি বা উপায় আছে, রাজারা ইঁহাদের সহায়ে সমুদায় বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুর্দ্দশা-সময়ে সমাশ্রয় নামক যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইলে লোকে তাহা আশ্রয় করিয়া থাকে। আপনার এখন তাহাই কর্ত্তব্য হইয়াছে; কেন না, আপনি লক্ষ্মণের সহিত তাদৃশ দুর্দ্দশাক্রান্ত ও রাজ্যাদি-ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য আপনার ভার্য্যা-হরণরূপ নিরতিশয় দুঃখও উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে রাজন্! আপনাকে সপরিবারে অন্যের সহিত অবশ্যই সখ্যস্থাপন করিতে হইবে। আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে আপনার ইষ্টলাভ সম্ভব নহে। রাম! আমি তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সুগ্রীব নামে বানর স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্র-নন্দন বালি কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া বানরচতুষ্টয়-সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকে বাস করিতেছেন। ঐ ঋষ্যমূক প্রদেশ সমুদায় পম্পানদী পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত করিয়াছে। মহাত্মা বালি রাজ্যের নিমিত্ত সুগ্রীবকে বিবাসিত করিয়াছেন। সুগ্রীব অতিশয় জিতেন্দ্রিয়, বীর, বানরগণের প্রধান, মহাবীর্য্যশালী ও তেজস্বী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ, অনন্য-সাধারণ-কান্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, প্রজ্ঞা, মহত্ত্ব, কার্য্যনৈপুণ্য, প্রগল্ভতা, দ্যুতি, মহাবল ও পরাক্রম ইত্যাদি গুণে ভূষিত। তিনি নিশ্চয়ই সীতার অনুসন্ধানে আপনার সহায় ও মিত্র হইবেন, আপনি আর শোকে চিত্ত সন্নিবেশ করিবেন না। কোন ব্যক্তিই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! কালেরও অতিক্রম করা অনায়াস-সাধ্য নহে। অতএব বীর! শীঘ্রই এ স্থান হইতে মহাপরাক্রমশালী সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করুন। হে রঘুনন্দন! অদ্যই আপনি গমন করুন। ভবিষ্যতে কাহারও কোন অনিষ্ট না হয়, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পাবক-সমক্ষে তাহার সহিত প্রণয়-বন্ধন করিবেন। কেন না, তিনি কৃতজ্ঞ, কামরূপী ও বীর্য্যসম্পন্ন, বিশেষতঃ নিজেও সহায়ার্থী হইয়াছেন। আপনারাও তাঁহা দ্বারা অভিপ্রেত কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। ফলতঃ কার্য্যার্থী সুগ্রীব সফলমনোরথ হইলে আপনাদের কার্য্য-সাধন করিবেন। তিনি ঋক্ষরাজের পত্নীর গর্ভে ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বালির সহিত শত্রুতা করিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত-ভাবে পম্পা-তীরে ভ্রমণ করিতেছেন। আপনি শীঘ্র অগ্নিসান্নিধ্যে আয়ুধ-স্থাপন পূর্ব্বক সেই ঋষ্যমূকবাসী বনচারী বানরের সহিত সপ্রমাণ বন্ধুত্ব করুন। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অতিশয় কার্য্যদক্ষ। তিনি পৃথিবীতে মনুষ্য-মাংসভোজী রাক্ষসগণের সমুদায় স্থান সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন। হে পরন্তপ রঘুনন্দন! সহস্রাংশু সূর্য্য যে পর্য্যন্ত কিরণ-দান করেন, সে পর্য্যন্ত ইহলোকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। তিনি সুবিস্তৃত শৈল, পর্ব্বত-সঙ্কট, কন্দর ও নদী সমুদায় বানরগণ-সহায়ে অনুসন্ধান করিয়া আপনার ভার্য্যা সীতার সংবাদ আনয়ন করিবেন এবং আপনার বিয়োগ বশতঃ সতত শোক-সমন্বিতা দেবী সীতার অন্বেষণার্থ বৃহৎকায় বানরদিগকে দিকে দিকে প্রেরণ করিবেন। অধিক কি, তিনি রাবণ-গৃহেও বরারোহা মৈথিলীর অনুসন্ধান করিবেন। অনাথা অনিন্দিতা সীতা মেরুপর্ব্বতের শিখরের অগ্রভাগেই থাকুন কিংবা পাতালতলেই অবস্থান করুন, কপিরাজ সুগ্রীব তথায় গমন করত রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনার ভার্য্যাকে আনিয়া দিবেন।" ১-২৭।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ কর্ত্তৃক পম্পাসরোবরের পথনির্দ্দেশ ও কবন্ধের স্বর্গারোহণ।

কবন্ধ এইরূপে সীতার অন্বেষণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় এই অর্থযুক্ত বাক্যে কহিল, "রাম! এই যে পিয়াল, পনস, ন্যগ্রোধ, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, চূত, ধব, নাগ, তিলক, নক্তমাল, নীলাশোক, কদম্ব, করবী, অরুন্ধর, রক্তচন্দন, পারিভদ্র ও অন্যান্য মনোরম পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহ প্রতীচী-দিক্ আশ্রয় করিয়া যে পথে শোভা পাইতেছে, এই পথেই নির্ব্বিঘ্নে ঋষ্যমূকে গমন করা যায়। আপনারা ঐ সকল বৃক্ষে আরোহণ অথবা উহাদিগকে বল দ্বারা ভূমিতে নিপাতিত করিয়া অমৃতকল্প ফল সকল ভক্ষণ করিতে থাকুন। হে কাকুৎস্থ! এইরূপে কুসুমিত বৃক্ষসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ এই বন অতিক্রম করিয়া পরে কাননমধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই কানন সাক্ষাৎ উত্তরকুরু ও নন্দনের ন্যায় এবং তথায় চৈত্ররথ-বনের ন্যায় বৃক্ষসমূহ সকল সময়েই ফলপ্রসব ও মধুক্ষরণ করিয়া থাকে, সকল ঋতুই এককালে বর্ত্তমান থাকে এবং মেঘ ও পর্ব্বতাকৃতি সুবৃহৎ বিটপশালী ফলভার-নত বৃক্ষ সকল পর্ব্বতোপরি শোভিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ ঐ সকল তরুতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে উহাদিগকে ভূপাতিত করিয়া ফল সকল আপনাকে প্রদান করিবেন। আপনারা উভয়ে বন হইতে বন, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত এবং অন্যান্য সকল উৎকৃষ্ট পর্ব্বতসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে পরে পম্পানামক সরোবরে গমন করিবেন। ঐ সরোবর শর্করা, শৈবাল ও পিচ্ছিলভূমি-বিরহিত, সমতল ঘাটসমূহে ভূষিত এবং কমল, উৎপল ও বালুকারাশিতে সুশোভিত, তথায় হংস, মণ্ডুক, ক্রৌঞ্চ ও কুরর সকল সলিলে বিচরণ পূর্ব্বক মনোহর স্বরে শব্দ করিতেছে। পূর্ব্বে কেহ কখনও তাহাদিগকে নিহত করে নাই। সুতরাং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিতান্ত অনভিজ্ঞতাহেতু মনুষ্য দেখিলে তাহাদের উদ্বেগসঞ্চার হয় না। রঘুনন্দন! আপনারা স্থূলকায় ও ঘৃতপিণ্ডসদৃশ ঐ সকল পক্ষীদিগকে এবং রোহিত, বক্রতুণ্ড ও নল নামক মৎস্য সকল ভক্ষণ করিবেন। রাম! যাহারা পক্ষ-বিহীন, ত্বক্ এবং স্থূলকায় ও বহুকণ্টযুক্ত, তাদৃশ উৎকৃষ্ট মৎস্য সকলও শর-প্রয়োগে নিহত ও অগ্নিতাপে তাপিত করিয়া আপনারা তথায় ভক্ষণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মণ আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ তত্রত্য পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ, বিচরমাণ উল্লিখিত মৎস্যসমূহ আপনাকে সম্প্রদান করিবেন। পম্পার জল পদ্মগন্ধিযুক্ত, রোগবিহীন, স্বাস্থ্যজনক সুশীতল,

রৌপ্য ও স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ এবং পান করিলে কোন ক্লেশই উপস্থিত হয় না। তৎকালে লক্ষ্মণ পদ্মপত্র দ্বারা বারি আনয়ন করিয়া আপনাকে পান করাইবেন এবং সায়াহ্নে ভ্রমণ-সময়ে গিরিগুহাশায়ী স্থূলকায় বনচর বানরদিগকে দেখাইবেন। হে নরোত্তম! আপনিও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিতে করিতে জললোভে নদীতীরে সমাগত বৃষের স্থায় গভীর নিনাদকারী উদ্রিখিত স্থূলকায় বানরদিগকে অবলোকন করিবেন এবং তত্রত্য পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ ও সুশীতল জল দর্শন করিয়া শোক-বিহীন হইবেন। হে রঘুনন্দন! তত্রস্থ পুষ্পভারাবনত তিলক, নক্ত-মালক এবং প্রফুল্ল পঙ্কজ ও উৎপল সকলও আপনার শোক নিবারণ করিবে। তথায় এমন কোন মনুষ্য নাই যে, ঐ সমস্ত পুষ্পের মালা ধারণ করে। হে রঘুকুমার! মতঙ্গশিষ্য ঋষি সকল পরম সমাহিত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তত্রত্য কুসুমগ্রথিত মাল্য সমস্ত কখন মলিন বা শীর্ণ হয় না। ঐ সকল শিষ্ট ঋষি গুরুর নিমিত্ত বন্যভার আহরণ করত নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া তাপিত হইলে তাঁহাদের শরীর হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু ভূতলে পতিত হইত, তাহাই তৎকালে তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে মাল্যদামরূপে পরিণত হইয়াছে। হে রাঘব! ঋষিগণের স্বেদবিন্দু হইতে সমুত্থিত বলিয়া সেই মাল্য সকল অবিনশ্বর হইয়াছে। ঋষিগণ যদিও তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের পরিচারিণী শ্রমণী নাম্নী চিরজীবিনী শবরী তথায় দৃষ্ট হন। রাম! আপনি সাক্ষাৎ দেবতার স্থায় সকল লোকের নমস্কৃত। নিত্যধর্ম্মনিরতা শ্রমণী আপনাকে অবলোকন করিয়া স্বর্গে গমন করিবেন। হে ককুৎস্থনন্দন! আপনি পম্পার পশ্চিমতীর আশ্রয় করিলেই মহর্ষি মতঙ্গের গুহ্য আশ্রম অবলোকন করিবেন; পৃথিবীতে ঐ আশ্রম অতুল্য। মতঙ্গ মুনির প্রভাব বশতঃ নাগগণ ঐ আশ্রম-কানন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; এই জন্য উহা মতঙ্গ-বন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। রাম! ঐ সমস্ত আশ্রম বিবিধ বিহঙ্গমপূর্ণ, নন্দনাদি দেব-কানন-সদৃশ; অতএব আপনি তথায় সন্তুষ্ট-চিত্ত হইয়া বিহার করিবেন। পম্পার সম্মুখেই কুসুমিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ও অতিশয় দুরারোহ ঋষ্যমূক পর্ব্বত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প সকল ঐ পর্ব্বত রক্ষা করিতেছে। উহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গে যে ঔদার্য্যান্বিত ব্যক্তি শয়ন করিয়া স্বপ্নে ধনলাভ করে, সে জাগরিত হইয়া তাহা প্রাপ্ত হয়। অধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত পাপকর্ম্মা পুরুষ উহাতে আরোহণ করিলে রাক্ষসগণ নিদ্রা যাইবার সময় তাহাকে ধারণ পূর্ব্বক সেইখানেই প্রহার করিয়া থাকে। হে কাকুৎস্থ রাম! অনন্তর আপনি মতঙ্গাশ্রমনিবাসী শিশু নাগগণের তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর করিবেন। এতদ্ভিন্ন তথায় ঈষদ্রক্তবর্ণ, মদধারাসমন্বিত,মেঘবর্ণ, বেগসম্পন্ন মত্ত মাতঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবেন। ঐ সকল বন-চর মহাগজ পম্পার অত্যন্ত সুখস্পর্শ, অতীব গন্ধসমন্বিত, মনোহর,সুনি-র্ম্মল জল পান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে। আপনি তথায় ঋক্ষ, দ্বীপী এবং নীলমণিসদৃশ কোমলকান্তি-বিশিষ্ট রুরু মৃগদিগকে অবলোকন করিয়া শোক পরিত্যাগ করিবেন। ঐ সকল মৃগ সাতিশয় নির্ব্বিরোধ এবং মনুষ্য দেখিলে কখন পলায়ন করে না। হে রাম! ঐ পর্ব্বতের গুহা অতি প্রকাণ্ড ও উহা এক বৃহৎ প্রস্তরে আবৃত। উহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টজনক। ঐ গুহার সম্মুখদ্বারে সুশীতল জলপূর্ণ সুবিস্তৃত হ্রদ, বিবিধ বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বহুবিধ ফলমূলে রমণীয়। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বানরদিগের সহিত সেই গুহায় বাস করেন তিনি কখন কখন পর্ব্বতশিখরেও বাস করিয়া থাকেন।" সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত, মাল্যধারী, বীর্য্যশালী কবন্ধ রাম-লক্ষ্মণ উভয়ের নিকটে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া আকাশে অবস্থান করত শোভিত হইল। এইরূপে মহাবল কবন্ধ স্বর্গারোহণে সমুদ্যত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে কহিলেন, "আমরা এক্ষণে সুগ্রীবের-নিকট চলিলাম, তুমিও স্বর্গে গমন কর।" কবন্ধও তাঁহাদিগকে কহিল. "আপনারা কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন করুন।" রাম-লক্ষ্মণ নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তখন কবন্ধ তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল। তৎকালে কবন্ধ স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভ পূর্ব্বক শোভা-সমন্বিত ও প্রদীপ্তদেহ হইয়া রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ সহকারে বলিতে লাগিল, "আপনি সুগ্রীবের সহিত সখ্য-স্থাপন করুন।" :-৪৬।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রাম-লক্ষ্মণের পম্পাসরোবরে গমন ও শবরী সহ সাক্ষাৎ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পম্পা নদী লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন। সুগ্রীবের দর্শনার্থে যাইবার সময় পর্ব্বতশিখরস্থিত মধুতুল্য সুস্বাদু ফল ও পুষ্প-বিশিষ্ট ভূরি ভূরি বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা শৈলপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া পম্পার পশ্চিম-তীরে উপস্থিত হই-লেন। তথায় উপনীত হইলে শবরীর রমণীয় আশ্রমপদ তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। পরে তাঁহারা তথায় যাইয়া শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন এবং সেই বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ রমণীয় আশ্রম দর্শন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শবরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। তপঃ-সিদ্ধা শবরী তাঁহাদের দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ বদ্ধাঞ্জলিপুটে উত্থান করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই চরণে প্রণাম করত যথাবিধি পাদ্য ও আচমনীয় সমুদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম ধর্ম্মনিরতা তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে চারুভাষিণি তপোধনে! তোমার বিঘ্ন সমুদায় নিরাকৃত, তপোবৃদ্ধি সমাগত, কোপ ও আহার সংযত, নিয়ম সকল সঞ্চিত, হৃদয় নির্বৃত্ত এবং গুরু-শুশ্রূষা ত ফলবতী হইয়াছে?" রাম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধদিগের অভিমতা তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরী সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "অদ্য আপনার সাক্ষাৎকারে আমার তপঃসিদ্ধি-লাভ হইল, জন্ম সফল হইল, গুরুজনের পূজা সমাধা হইল এবং তপস্যাও সার্থক হইল। হে পুরুষোত্তম! আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে আপনার পূজা করিলে আমার স্বর্গলাভ হইবে। হে সৌম্য! হে মানদ! হে অরিন্দম! আপনি শুভজনক নেত্র-নিক্ষেপ করিলে আমি তদ্দারা পবিত্র হইয়া আপনার প্রসাদে অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হইব। আমি যাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম, তাঁহারা আপনার চিত্রকূট-পর্ব্বতে পদার্পণমাত্রেই অনুপম প্রভাযুক্ত দেবযানে আরোহণ পূর্ব্বক এই আশ্রম হইতে স্বর্গে অধিরূঢ় হইয়াছেন। সেই সকল মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিরা আমায় বলিয়া গিয়াছেন, 'রাম তোমার এই পুণ্যজনক আশ্রমে আগমন করিবেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত সেই অতিথিকে সমাদর-সহ-

কারে পূজা করিও। তাঁহার দর্শনমাত্রেই তোমার অক্ষয় লোক সকল লাভ হইবে।' হে পুরুষোত্তম! তৎকালে মহাভাগ মহর্ষিগণ আমাকে এই প্রকার বলিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি আপনার পরিচর্য্যাদির নিমিত্ত পম্পাতীর-জাত বিবিধ সুখাদ্য আরণ্য দ্রব্যসমূহ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।" ধর্ম্মাত্মা রাম শবরী কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "আমি কবন্ধের নিকট তোমার প্রভাব ও আচার্য্যগণের মাহাত্ম্য যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে যদি তুমি উপযুক্ত বোধ কর, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি।" রামমুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শবরী তাঁহাদের উভয়কেই সেই বৃহৎ বন প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "হে রঘুনন্দন! মৃগ ও পক্ষিগণে সমাকুল নিবিড় মেঘ-সদৃশ এই বন অবলোকন করুন। এই অরণ্যানী মতঙ্গ-বন বলিয়া বিখ্যাত। অয়ি মহাদ্যুতে! এই বনে বিশুদ্ধচিত্ত মদীয় গুরুগণ বেদমন্ত্রপুরস্কৃত মন্ত্রোদ্দেশে কালহরণ করিতেন। এই সেই প্রত্যক্স্থলীনাম্নী নদী, যে নদীতে অধিষ্ঠান করিয়া আমার পরম পূজনীয় গুরুগণ শ্রমপ্রযুক্ত কম্প্র হস্ত দ্বারা দেবতাদিগকে পূজা করিতেন। হে রঘুবর! অবলোকন করুন, এই অনুপম-প্রভা-সমন্বিত বেদি তাঁহাদের তপোবলে আজিও স্বীয় প্রভা দ্বারা সমুদায় দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাস-পরিশ্রমে অলস হইয়া গমন করিতে অক্ষম হওয়াতে তাঁহাদের চিন্তামাত্রেই এই সপ্তসাগর এখানে মিলিত হইয়াছে, অবলোকন করুন। তাঁহারা স্নানান্তে এই প্রদেশে বৃক্ষোপরি যে বল্কল রাখিতেন, অদ্যাপি তাহা শুষ্ক হয় নাই। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা দেবকার্য্য-সাধনার্থ সমুদ্যত হইয়া নীলপদ্মের সহিত এই যে সকল কুসুম দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি ইহারা মলিন হয় নাই। আপনি সমগ্র বস্তু সম্মুখে দর্শন ও যাহা শুনিবার, তাহা শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিব, অভিলাষ করিয়াছি। যাঁহাদের এই আশ্রম ও আমি যাঁহাদের পরিচারিকা, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের নিকট যাইতে আমার অভিলাষ হইয়াছে।" রাম লক্ষ্মণের সহিত শবরীর এই ধর্ম্মযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক।" অনন্তর তিনি সেই দৃঢ়ব্রতা শবরীকে কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি আমার অর্চ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে যথাসুখে অভিলষিত প্রদেশে গমন কর।" রাম এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিলে জটা, চীর ও কৃষ্ণবসন-পরিধারী শবরী হুতাশনে আপনাকে আহুত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিপ্রতিম শরীরে তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন। তৎকালে দিব্যাভরণ, দিব্যমাল্যানুলেপন ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করাতে তিনি দেখিতে যার পর নাই মনোহারিণী হইলেন এবং দীপ্তিশালী বিদ্যুতের ন্যায় সেই প্রদেশ আলোকিত করিতে লাগিলেন। তদীয় গুরু সেই বিশুদ্ধচিত্ত পরমর্ষিগণ যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, শবরী আত্ম-সমাধি-প্রভাবে পরম-পবিত্র সেই প্রদেশে গমন করিলেন। ১-৩৫।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে গমনার্থ লক্ষ্মণের সহিত রামের পরামর্শ।

শবরী স্বকীয় তপস্যা প্রভাবে স্বর্গে গমন করিলে ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই মহাত্মা মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিতকারী একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সৌম্য! আমরা সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের আশ্চর্য্য-ব্যাপার-সমন্বিত এই আশ্রম দর্শন করিলাম। এখানে মৃগ ও ব্যাঘ্রগণ বিশ্বস্তভাবে বিচরণ এবং নানাবিধ বিহঙ্গম বাস করিতেছে। লক্ষ্মণ! তাঁহাদের স্থাপিত এই সপ্তসাগর-তীর্থেও আমরা যথাবিধানে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলাম। ইহাতে আমাদের যে অশুভ নষ্ট ও কল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমার মন সম্প্রতি সাতিশয় উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে সূর্য্যতনয় ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বালির ভয়ে ভীত হইয়া বানরচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে যেখানে বাস করিতেছেন, সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত নাতিদূরে দীপ্তি পাইতেছে, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের সহিত সন্দর্শনার্থ সেই স্থানে যাইবার জন্য আমি ত্বরাপর হইয়াছি। কেন না, সীতার অন্বেষণ-ব্যাপার একমাত্র সুগ্রীবের আয়ত্ত। ১-৮।

রাম এই প্রকার বাগ্বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সৌমিত্রি তাঁহাকে কহিলেন, "আমারও মন ত্বরাপর হইয়াছে; অতএব আমরা শীঘ্রই তথায় গমন করিব।" অনন্তর পরমপ্রভাব নরপতি রাম মতঙ্গাশ্রম হইতে বিনির্গত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত পম্পা নদীতে গমন করিলেন। গমনসময়ে কীচকবংশশব্দে এবং কোযষ্টি, অর্জ্জুন, শতপত্র ও অন্যান্য বিহঙ্গমগণের শব্দে নিনাদিত, বিপুল দ্রুম ও পুষ্পে আবৃত সেই মহাবন, বিবিধ পাদপ ও সরোবর সকল দেখিতে দেখিতে কামসন্তপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট হ্রদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ হ্রদের জল অতি মধুর, শীতল ও নির্ম্মল এবং উহা মতঙ্গ-সর নামে খ্যাত। তখন সেই দুই রঘুনন্দন সমাহিতচিত্তে অব্যগ্রভাবে তথায় গমন করিলেন। অনন্তর দশরথতনয় রাম শোকাবিষ্ট হইয়া পদ্মাবৃতা রমণীয়া পম্পা সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সরোবর তিলক, অশোক, পুন্নাগ, উদ্দাল ও বকুল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিত, মনোহর উপবনসমূহে পরিবৃত, পদ্মসমূহে সমাচ্ছন্ন ও স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ এবং মৃদুস্পর্শ বালুকাস্তূপে আচ্ছাদিত। উহা মৎস্য-কচ্ছপসমূহে শোভিত, কুসুমিত লতাসমূহে বেষ্টিত ও আলিঙ্গিত। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, যক্ষ ও রাক্ষসগণ উহাতে বিচরণ করিয়া থাকে। উহা নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতায় আকীর্ণ, সুশীতল জলসম্পন্ন এবং নিরতিশয় শোভাসমন্বিত। উহার কোথাও রক্তপদ্ম ও কহ্লারসমূহে সমাকুল হইয়া তাম্রবর্ণ, কোথাও নীলপদ্মে সমাকুল হইয়া নীলবর্ণ ও কোথাও বা কুমুদসমূহে সমাকুল হইয়া শুক্লবর্ণ হইয়াছে এবং নানাবর্ণ-সমন্বিত চিত্র-কম্বলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। উহা অরবিন্দ, উৎপল এবং পুষ্পিত আম্রবনসমূহে পরিবৃত এবং ময়ূর-শব্দে নিনাদিত। তেজস্বী দশরথ-তনয় রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সরোবর দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় অবলোকন করিলেন, ঐ সরোবর তিলক, বীজপূরক, বট, শুক্লদ্রুম, পুষ্পিত করবীর, পুষ্পযুক্ত পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, গুল্ম, ভাণ্ডীর, নিচুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক, অতিমুক্তক ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিত; ইহারই তীরে সেই পূর্ব্বকথিত ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত এবং বিচিত্র পাদপ-যুক্ত ঋষ্যমূক নামে বিচিত্র পর্ব্বত রহিয়াছে। মহাত্মা ঋক্ষরাজের পুত্র সুগ্রীব নামে বিখ্যাত সেই মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ তথায় বাস করেন। সত্যবিক্রম রাম এই সমস্ত নেত্রগোচর করিয়া মধুরস্বরে পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট, দীন ও সীতাগতপ্রাণ হইয়া কি প্রকারে সীতা-বিরহে জীবন-ধারণ করিব?" রাম

সীতাগতচিত্ত ও মদনপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া অতীব শোক-প্রকাশ করত সেই পদ্মসমাকীর্ণা মনোরমা পম্পা নদীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী বিবিধ বন দর্শন পূর্ব্বক গমন করত ক্রমে নানাবিধ পক্ষিসমূহে সমাকুলা সুদৃশ্য কানন-শোভিতা পম্পায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৯-৩০।

আরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

টীকা—পূর্ব্বপ্রথার ন্যায় নিম্নে টীকা দেওয়া না হওয়াতে অযোধ্যা ও আরণ্যকাণ্ডের টীকা এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

আমাদের অবলম্বিত পুস্তকে "গচ্ছামঃ সন্ধ্যোপাসার্থং ত্বরয়স্ব মহারথ!" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পশ্চিমদেশীয় সমস্ত পুস্তকেও প্রায়ই এই পাঠপ্রচলন দৃষ্ট হয়, কিন্তু বঙ্গদেশীয় পুস্তকে ইহার সম্পূর্ণ বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশীয় পুস্তকে "বিজ্ঞায় রামস্য বচঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।" এই পাঠান্তর প্রচলিত আছে। অযোধ্যাকাণ্ড। ৫২ ৪।

আমাদের অবলম্বিত মূল গ্রন্থে "পরিদদ্যাদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞ ভরতে মম মাতরং।" এই পাঠ ব্যবহৃত আছে, কিন্তু পুনা-সংগৃহীত পুস্তকে ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থে এই পাঠের পরিবর্ত্তে "পরিদদ্যা হি ধর্ম্মজ্ঞ! ভরতে মম মাতরং।" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গত-বিবেচনায় প্রথমোক্ত পাঠই সংযোজিত করা হইয়াছে এবং তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ড। ৫৩-১৮।

সুপ্রসিদ্ধ চিরস্মরণীয় পণ্ডিত নাগোজী ভট্ট এই শ্লোকে অপ্রস্তুতার্থ-স্ফুরণনিবন্ধন সমাসোক্তি" অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন এবং চলিতার্থের সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও অর্থগৌরবও জানাইয়াছেন। মূলে লিখিত আছে, "মন্যে প্রীতিবিশিষ্টা সা মত্তো লক্ষ্মণ! সারিকা। যস্তস্যাঃ শ্রূয়তে বাক্যং শুক পাদমরের্দশ।" আমরা ইহার চলিত সরল অনুবাদ দেখাইয়াছি, কিন্তু নাগোজী ভট্টের মতে ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা এই ;—সারিকা পক্ষী কল্পনামাত্র, বাস্তবিক ইহা গুরুমূর্ত্তি, ইহার জ্ঞান এবং কর্ম্মরূপ দুইটি পক্ষ আছে, এই সারিকার নিকট হইতে রহস্য,—অর্থাৎ দীক্ষা-মন্ত্র শিক্ষা হইয়া থাকে, ক্রমে সেই মন্ত্র বিবৃত হইতেছে। হে শুক, অর্থাৎ সমানবর্ণ ভগবন্! তুমি সংসার-শত্রুর পাদের ন্যায় পাদ—অর্থাৎ অবিদ্যা-বৃক্ষসম্ভূত বীজকে দ্বিধা করিয়া লক্ষণস্বরূপ সংসারের বীজভূত অহঙ্কারকে নিরস্ত কর। এ স্থলে বুদ্ধিমান্ পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য নাগোজী ভট্টের অভিপ্রায় উদ্ধৃত হইতেছে। "সারিকেত্যনেন জ্ঞানকর্ম্মরূপপক্ষদ্বয়বতী গুরুমূর্ত্তির্লক্ষ্যতে, কেয়ং মূর্ত্তিরিত্যত আহ, যস্যাঃ সকাশাদ্রহস্যমন্ত্ররূপং তদ্বাক্যং শ্রূয়তে, কিং তৎ? হে শুক! সমানবর্ণ ভগবন্! অরেঃ সংসারশত্রোঃ পাদমিব পাদং অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অহং ত্বমিতি যা মতিঃ অবিদ্যাতরুসম্ভূতিবীজমেকং দ্বিধাকৃতমিতি লক্ষণলক্ষিতং সংসারবীজভূতাহঙ্কারমমকাররূপং দশ নিবর্ত্তয়েত্যর্থঃ। এবং করুণবাক্যং যৎসকাশাৎ শ্রূয়তে, সা গুরুমূর্ত্তির্মত্তঃ প্রীতিবিশিষ্টা মত্তোনামিতি মন্যে। ইত্যপ্রস্তুতার্থস্ফুরণাৎ সমাসোক্তিরত্রালঙ্কারং সমাসোক্তিঃ পরিস্ফূর্ত্তিঃ প্রস্তুতেঽপ্রস্তুতস্য চেদিত্যুক্তেঃ। ঐ ৫৩-২২।

আমাদের পুস্তকে এই শ্লোকে যে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল ;—

"বিনোদয়ন্তর্ব্বসুধাধরং শিবং," এই পাঠের পরিবর্ত্তে "বিনোদয়ন্তঃ সুখং প্লবং শিবং," এই পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যদিও পশ্চিমপ্রদেশীয় পুস্তকে প্রায়ই ইহার অনৈক্য দেখা যায় না, কিন্তু বঙ্গদেশীয় কোনও কোনও পুস্তকে ইহার বৈষম্য লক্ষিত হয়। ঐ ৫৪-৪৪।

এই সর্গে ২৯ শ্লোকের মধ্যে গ্রন্থান্তরে এই শ্লোকটী অতিরিক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিমদেশীয় অনেক পুস্তকে এই পাঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু এদেশীয় পুস্তকে আদৌ ইহার নাম-গন্ধেরও উল্লেখ নাই।

"গচ্ছতস্তু তয়োর্মধ্যে বভূব জনকাত্মজা।
মাতঙ্গয়োর্মধ্যগতা শুভা নাগবধূরিব॥"

অযোধ্যাকাণ্ড। ৫৫-২৯।

অন্যান্য গ্রন্থে "অয়ং বাসো ভবেত্তাবদত্র সৌম্য! রমেমহি।" এই পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থে "অয়ং বাসো ভবেত্তাত! বয়মত্র বসেমহি।" এই পাঠপ্রচলন আছে। ঐ ৫৬-১৫।

পশ্চিমদেশীয় কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটি অতিরিক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্লোকটি ৩৪শ শ্লোকেরই পরবর্ত্তী।

"অনেকনানামৃগপক্ষিসঙ্কুলে,
বিচিত্রপুষ্পস্তবকদ্রুমৈর্যুতে।
বনোত্তমে ব্যালমৃগানুনাদিতে,
তদা বিজহ্রুঃ সুসুখং জিতেন্দ্রিয়াঃ॥" ঐ ৫৬-৩৪।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে "দিনষষ্ঠেঽর্দ্ধরাত্রকে। হা হা লক্ষ্মণ হা সীতে হা রামেতি মৃতো নৃপঃ॥" বাল্মীকিও পদ্মপুরাণের সহিত ইহার সামঞ্জস্য-বিধানের ত্রুটি করেন নাই। রামচন্দ্রের অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া দুই দিন মধ্যে শৃঙ্গবের-পুরে প্রবেশ, দ্বিতীয় দিনে গঙ্গাপার, সেখানে তিন দিন সুমন্ত্রের অবস্থিতি। তৃতীয় দিবসে প্রয়াগ হইতে আগত দূতগণের মুখে রাম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুমন্ত্রের প্রস্থান, পর—অর্থাৎ ষষ্ঠ দিনে সায়াহ্নে অযোধ্যা-প্রবেশ, অর্দ্ধরাত্রে দশরথের মৃত্যু।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মায়াময় দেহ ধারণ করিয়া লৌকিক ব্যবহার প্রদর্শনের জন্য লক্ষ্মণ এইরূপ বলিয়াছেন। সাধারণে যেরূপ অসঙ্গত কার্য্য-দর্শনে পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় ও কটূক্তি করে, কবি লক্ষ্মণের মুখে তাহাই দর্শাইয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাতে লক্ষ্মণের বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ হইবার বা তাঁহার উক্তি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবার পক্ষে কোনও সন্দেহ সম্ভবিতে পারে না।

অযোধ্যাকাণ্ড। ৫৮-৩১।

রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহারাজ দশরথ রামের বনবাস-দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ দিনে গতাসু হইয়াছেন, কিন্তু কৌশল্যা সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের পর পঞ্চ দিন বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন, সুতরাং এরূপ স্থলে পাঠকের অন্তঃকরণে বাল্মীকির এই বর্ণনার মধ্যে কোন্টুকু সত্য, তৎপক্ষে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক, বিশেষ প্রণিধান করিলে জানা যায় যে, দুই উক্তির ভিন্নতা নাই। কারণ, অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রথম দিনে রামের তমসা-প্রাপ্তি, দ্বিতীয়

দিবসে শৃঙ্গবের-পুরে গমন, তৃতীয় দিবসে গঙ্গাতীরে অবস্থিতি, চতুর্থ দিন প্রয়াগে উপস্থিতি, পঞ্চম দিন যমুনাতীরে আশ্রয়, ষষ্ঠ দিন চিত্রকূটে উপস্থিতি। মহারাজ দশরথ রাজ্যপরিত্যাগ-দিন হইতে গণনা করিয়া ষষ্ঠ দিন স্থির করিয়াছেন ও কৌশল্যা রাজ্যপরিত্যাগ ও সন্নিহিত তমসাতীরে অবস্থিতি ইহাকে গণনার মধ্যে মনে করেন নাই, তাঁহার মতে নিকটে তমসাতীরে অবস্থিতি রাজ্যের বহির্ভূত নহে, সুতরাং প্রথম দিন বাদ দিয়াই তাঁহার গণনা। সেমতে মহারাজ ও মহিষী কেহই শোকসময়ে স্থূলে ভুল নহেন। অযোধ্যাকাণ্ড। ৬২-১৭।

আমাদের অবলম্বিত মূল গ্রন্থে "দত্তরাজ্যঃ পরং সুখী," এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এতদ্দেশীয় ও অন্যান্য স্থানীয় কোনও কোনও পুস্তকে ইহার পরিবর্ত্তে "পুরে রাজগৃহে সুখী," এই পাঠপ্রচলন আছে। ঐ ৬৮-২।

অন্যান্য কতিপয় পুস্তকে "মাতা মাতঙ্গসঙ্কাশং" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "মত্তমাতঙ্গসঙ্কাশং" এই পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের বিবেচনায় উহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। অধিকন্তু প্রথম পাঠই অর্থাৎ "মাতা মাতঙ্গসঙ্কাশং" এই পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ঐ ৭২-২৩।

বাল্মীকি-রামায়ণ

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

প্রথম সর্গ।

রামের বসন্তবর্ণন ও প্রিয়াবিয়োগবিলাপ।

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পদ্ম, উৎপল ও মৎস্য-পরিপূর্ণ সেই পরম-মনোহর পুষ্করিণীতে * গমন করিলে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তখন তিনি বিবিধ বিলাপ-বাক্য বলিতে লাগিলেন। পরে যখন সেই পম্পা সরোবর উত্তমরূপে দর্শন করিলেন, তখন হর্ষভরে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কামের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, "সুমিত্রা-নন্দন! দেখ দেখ, বৈদূর্য্যের ন্যায় স্বচ্ছসলিলা পম্পা প্রফুল্ল পদ্ম, উৎপল ও বিবিধ তরুরাজিতে বিরাজিত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! পম্পার সমীপবর্ত্তী কানন সকল দেখিতে কেমন মনোহর! তথায় উন্নত-শিখর শৈল ও তরু সকল কেমন মনোহররূপে বিরাজ করিতেছে। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার হৃদয় রাজ্যভ্রংশ, ভরতের জটাবল্কলাদি ধারণ ও সীতা-হরণ-জনিত শোকে একান্ত সন্তপ্ত এবং পিতা মাতা প্রভৃতির পরিহার-জনিত মনোব্যথায় পরি-পীড়িত, তথাপি শীতল-সলিলা ও বহুবিধ পুষ্পে পরিশোভিতা, বিচিত্রকাননা এই পম্পা আমার মনোহরণ করিয়া সুখশান্তি বিতরণ করিতেছে। এই পম্পা সরোবর কমলকুলে পরিব্যাপ্ত, ইহার দর্শন একান্তই মনোহর। ইহাতে সর্প, ব্যাল, মৃগ ও পক্ষী সকল নিয়তই বিচরণ করিতেছে। ইহার নীল ও পীতবর্ণ হরিত প্রদেশ সকল তরু-সমূহের কুসুমরাশি দ্বারা অধিকতর শোভা পাইতেছে। পুষ্পভারে পরিশোভিত তরুশির সকল পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পরম-শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! এখন এই স্থানে মন্মথের উদ্দীপনকারী বসন্তকাল প্রাদুর্ভূত, সুখদায়ক সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, মনোরম মধুমাস সৌগন্ধ-সহিত আবির্ভূত, তরু সকল পুষ্প-ফলে সুশোভিত; অতএব এই স্থান কি অনির্ব্বচনীয় মনোরমই হইয়া উঠিয়াছে! লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, যেমন জলধরগণ সলিলরাশি বর্ষণ করে, সেইরূপ পুষ্পবর্ষী বনরাজি সকল কি অপূর্ব্ব মনোহর-রূপেই প্রকাশ পাইতেছে! মনোরম প্রস্তর সকলের উপরি-ভাগে উৎপন্ন বিবিধ বনতরু সকল বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া অবনীর উপরিভাগে পুষ্প সকল বিকীর্ণ করিতেছে। সৌমিত্রে! দেখ দেখ, তরুরাজির উপরি হইতে বহুতর পুষ্প পতিত হইয়াছে এবং বহুতর পুষ্প চারিদিকে পতিত হইতেছে; তাহাতে বোধ হয়, যেন সমীরণ ঐ সকল কুসুমরাশি দ্বারা ক্রীড়া করিতেছে। আর প্রভঞ্জন বহুকুসুমশালী তরুশাখা সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতেছে, তাহাতে মধুপানমত্ত মধুকর সকল স্ব স্ব স্থান হইতে বিচলিত হইয়া সমীরণের অনুসরণ করিতেছে এবং পবন প্রমত্ত কোকিল-কুলের কলরবরূপ মৃদঙ্গ-ধ্বনি দ্বারা নৃত্য শিক্ষা করাইয়া শৈল-কন্দর হইতে নিষ্ক্রমণ-সময়ে যেন গান করিতেছে। লক্ষ্মণ! আরও দেখ, ঐ প্রভঞ্জন শাখা সকল আন্দোলন দ্বারা মিলিত করিয়া বৃক্ষ সকলকে যেন গ্রথিত করিয়া দিতেছে। এই পবন চন্দনের ন্যায় শীতল ও সুখস্পর্শ হইয়া পুষ্পগন্ধ বহন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া প্রাণিগণের শ্রম অপনয়ন করিতেছে। ঐ দেখ, মধু-গন্ধযুক্ত বনমধ্যে পবন কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত পাদপ সকল ধ্বনিকারী ভ্রমর-গণের দ্বারা যেন শব্দ করিতেছে। শৈল সকল মনোহর গিরি-নিতম্বে পুষ্প-বিশিষ্ট মনোরম মহাতরু সকল দ্বারা যেন শিখরবিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। তরু-শিখর সকল পুষ্পকুলে আচ্ছন্ন, তাহাতে মধুকর সকল গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছে এবং তাহা পবনভরে আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যেন পাদপ সকল একেবারে নৃত্য-গীত আরম্ভ করিয়াছে। দেখ লক্ষ্মণ! কর্ণিকার-তরু পীতবর্ণ পুষ্প-রাশি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় বোধ হইতেছে, যেন তাহারা সুবর্ণরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পীতাম্বরধারী মাধবের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে সৌমিত্রে! এই বসন্তকালে বহুবিধ বিহঙ্গমগণ মনোহর ধ্বনি করি-তেছে, তাহাতে আমার সীতা-বিরহ দুঃখ একেবারে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেছে। এখন আমি সীতার বিরহানলে একান্ত সন্তাপিত, তাহাতে আবার মন্মথ একান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আর কোকিল সকল কল-কণ্ঠে ধ্বনি করিয়া যেন আমার প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে। এই দেখ, মনোরম বন-নির্ঝর-প্রদেশে দাত্যূহ সকল হৃষ্ট হইয়া কলনিনাদ দ্বারা আমাকে স্মরাতুর ও শোকাতুর করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বে যখন আমি প্রিয়ার সহিত এক আশ্রমে অবস্থিত ছিলাম, তখন এই

* পম্পা নামক নদীর অন্তর্গত পম্পা বা মতঙ্গ সরস্ নামক সরোবরবিশেষ পুষ্করিণী শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ পম্পা নদীর অংশবিশেষকে পম্পা সরোবর কহে।

কোকিল আমাকে কলকণ্ঠে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত করিত। ঐ দেখ, নানাবিধ বিহঙ্গম সকল বিবিধ শব্দে ধ্বনি করিয়া চারিদিকে বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদি হইতে উড়িয়া পড়িতেছে। ইহার তীরদেশে নানা জাতীয় বিহগ ও ভ্রমর সকল স্ত্রী ও পুরুষে মিলিত ও প্রমুদিত হইয়া দলে দলে বেড়াইতেছে। এই তরু সকল দাত্যূহকুলের রতিজনিত কলধ্বনি এবং পুংস্কোকিলের কলকণ্ঠ দ্বারা আমার অনঙ্গবর্দ্ধন করিতেছে। লক্ষ্মণ! অশোক-স্তবক অঙ্গারের ন্যায়, পল্লব সকল জ্বালার ন্যায়, ভ্রমর-নিঃস্বন বসন্ত-অনলের ন্যায় হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে। সুমিত্রা-নন্দন! সেই মৃদুভাষিণী, সুকেশী, সূক্ষ্ম পদ্ম-সমা শীর্ণনেত্র-বিশিষ্টা জানকীকে দেখিতে না পাইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি আছে? লক্ষ্মণ! আমার প্রিয়ার এই প্রিয়তম কাল, এই প্রিয়তম বন এবং এই কোকিল-কুল-পরিব্যাপ্ত সীমান্ত প্রদেশ, ইহা দর্শন করিয়া আমার মানস একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। সেই জানকীর বিরহজনিত শোকানল বসন্তের গুণ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া অচিরকালমধ্যেই আমাকে দগ্ধ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? এই মনোহর তরু সকল আমার অগ্রভাগে বিদ্যমান, কিন্তু প্রিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে মন্মথ একান্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। এক দিকে আমি জানকীর দর্শন না পাইয়া অতিশয় শোকাতুর হইতেছি; অন্য দিকে এই দৃশ্যমান বসন্ত আমার মনোভব বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে। সেই মৃগ-নয়না এবং এই ক্রূর বসন্ত-সমীরণ, চিন্তা ও শোক বল সহকারে আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। এই ময়ূর সকল পবন-সঞ্চালিত স্ফাটিক গবাক্ষ-সদৃশ স্ব স্ব পক্ষ সকল উদ্ধৃত করিয়া ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই মদমত্ত শিখী সকল শিখিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, নৃত্য করিয়া কেকারবে আমার মন্মথ-বর্দ্ধন করিতেছে। লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, পর্ব্বতের সানুদেশে ময়ূরী সকল স্মরাতুর হইয়া নর্ত্তনশীল ময়ূরের নিকটেই নৃত্য করিতেছে। ময়ূরগণ স্বকীয় মনোহর পক্ষ বিস্তার করিয়া সেই নৃত্যকারিণী মানসানন্দদায়িনী শিখিনীগণের অভিমুখে গমন করিয়া যেন উপহাস করিতেছে। লক্ষ্মণ! বনে এই ময়ূরগণের প্রিয়াকে কেহ হরণ করে নাই বলিয়াই ইহারা কান্তার সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! সীতা ব্যতিরেকে এই বসন্তকালে এই বনমধ্যে বাস করা আমার একান্তই দুষ্কর, যে হেতু, এই কালে তির্য্যক্‌জাতিরাও প্রিয়ানুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তাহা তুমি অবলোকন কর। এখন শিখিনীগণ কামার্ত্তা হইয়া শিখীর নিকটে বাস করিতেছে। হায়! যদি সেই বিশালাক্ষী দেবী এখন অপহৃতা না হইতেন, তবে তিনিও মদন দ্বারা চঞ্চলমনা হইয়া আমার সন্নিধান-বাসে বাসনা করিতেন। এই বসন্তসময়ে পুষ্পভারে পরিব্যাপ্ত বনসমূহের পুষ্প সকল আমার সম্বন্ধে নিতান্তই নিষ্ফল হইতেছে। পাদপগণের অতি সুন্দর মনোরম পুষ্প সকল মধুকরগণের সহিত মহীতলে পতিত হইয়া যাইতেছে। আমার চিত্তের উন্মাদকারী পক্ষী সকল হৃষ্ট হইয়া দলে দলে কলরব করিয়া কলধ্বনি করিতেছে। হায়! এখানেও যখন বসন্ত, তখন সেই প্রিয়ার নিকটেও বসন্তঋতুর উদয় হইয়াছে; অতএব আমা ব্যতিরেকে তিনি অবশ্যই আমার ন্যায় কাতরা ও শোকান্বিতা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। যদি তথায় বসন্তের উদয় না হইয়া থাকে, তথাপি সেই নলিনী-নয়না আমা ব্যতিরেকে কিরূপে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন? অথবা যদি সেই স্থানে বসন্ত বিদ্যমান থাকে, তবে সেই সুশ্রোণী সীতা শত্রু কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা হইয়া কি করিবেন, তাহা আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না। হায়! সেই শ্যামা, পদ্মপত্রাক্ষী, মৃদুভাষিণী জনক-নন্দিনী বসন্তকাল প্রাপ্ত হইয়া আমার বিরহে নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি বুদ্ধি পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থির করিতেছি যে, আমার বিরহে সেই সাধ্বী পতিব্রতা সীতা কখনই জীবিত থাকিতে পারিবেন না। জানকীর হৃদয়ের ভাব আমার প্রতি নিশ্চয়ই নিবদ্ধ হইয়াছে এবং আমার ভাব নিশ্চয়ই সীতার প্রতি সন্নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই পুষ্পগন্ধবাহী সুশীতল সুখস্পর্শ বায়ু কান্তাচিন্তাপরায়ণ আমার সম্বন্ধে অনলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বে সীতার সহিত মিলিত থাকিয়া যাহাকে আমি সর্ব্বদাই পরম-সুহৃদ্ বিবেচনা করিতাম, এক্ষণে সীতা ব্যতিরেকে সেই সমীরণ আমার শোকজনক হইতেছে। সীতার সংযোগকালে এই পক্ষী আকাশগামী হইয়া কণ্ঠরবে তাঁহার সহিত আমার বিয়োগ-সূচনা করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার সহিত বিয়োগের অবস্থায় বৃক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক আমার সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলনের সূচনা করিতেছে। অতএব এই বিহঙ্গই সীতা হরণ করিয়াছে, আবার এই পক্ষীই আমার সহিত তাঁহার মিলন করিয়া দিবে। লক্ষ্মণ! ঐ শুন, পুষ্পিত পাদপের উপরিভাগে উপবেশন পূর্ব্বক কূজন করিয়া এই পক্ষিগণ মদনবিবর্দ্ধক সুমধুর শব্দ করিতেছে। দেখ, ভ্রমর সকল তিলকমঞ্জরীর উপরিভাগে উপবিষ্ট হইয়া পরমসুখে মধুপান করিতেছিল, সহসা পবন দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সবেগে প্রিয়ার ন্যায় সেই তিলকমঞ্জরীর নিকট গমন করিতেছে। এই অশোক-তরু কামিগণের অত্যন্ত শোক-বর্দ্ধন করিয়া থাকে। দেখ, ইহা যেন পবনোৎক্ষিপ্ত স্তবক দ্বারা আমাকে তর্জ্জন করিয়াই অবস্থিত রহিল। লক্ষ্মণ! এই কুসুমান্বিত চূততরুবর যেন কামরসে আসক্ত ও অঙ্গরাগযুক্ত মানবের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে, অবলোকন কর। সৌমিত্রে! ঐ দেখ, এই পম্পার তীরস্থিত বিচিত্র বনরাজিতে কিন্নর সকল যেখানে সেখানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এখানে আবার এই সুগন্ধ কমল-কুল সলিলে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। এই প্রসন্নসলিলা পম্পা সরসী পদ্ম-সৌগন্ধিক নীলোৎপলকুলে এবং হংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলচরদলে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। জলে পঙ্কজ সকল তরুণ সূর্য্যের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, ষট্‌পদসমূহ তদীয় কেশর সকলের উপরিভাগে উপবেশন করিতেছে। এই পম্পা-সরোবর চারিদিক কমলকুলে পরিব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই পম্পার পার্শ্ববর্ত্তী বিচিত্র বনরাজি নিয়তই চক্রবাকসমূহে এবং সলিলাকাঙ্ক্ষী মাতঙ্গদলে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! ইহার বিমল জলে পবন কর্ত্তৃক উৎপাদিত ঊর্ম্মিসমূহ দ্বারা তাড্যমান কমলসমূহ নর্ত্তকীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে। যাহা হউক, লক্ষ্মণ! এক্ষণে পদ্মপলাশাক্ষী প্রিয়া জনক-নন্দিনীকে দেখিতে না পাইয়া আমি আর জীবন-ধারণের অভিলাষ করিতেছি না। অহো! কামের কি কুটিলতা! দেখ, যাঁহার সহিত বিয়োগ ঘটিয়াছে, সেই অতি কল্যাণবাদিনী অতি কল্যাণী দুর্ল্লভা প্রিয়াকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অহো! আমি এই দুর্দ্ধর্ষ মদনকেও ধারণ করিতে পারিতাম, কিন্তু এই পুষ্পিত তরু ও বসন্ত আমাকে

অধিক নিপীড়িত করিয়া তাহাতে একান্ত অক্ষম করিয়া তুলিতেছে। সেই সীতার সহিত মিলিত থাকিয়া আমি যাহাদিগকে রমণীয় জ্ঞান করিতাম, এক্ষণে সীতার বিরহে তাহারা আমার একান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মকোষের দল সকল অত্যন্ত কামোদ্দীপক হইলেও সীতার নেত্র-সাদৃশ্য ধারণ করে বলিয়া আমার নেত্র তাহার দর্শনে মনোনিবেশ করিতেছে। বৃক্ষান্তর হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মকোষান্তর স্পর্শ করিয়া সীতার নিঃশ্বাস-বায়ুর ন্যায় মনোরম সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে লক্ষ্মণ! পম্পার দক্ষিণ-দিকে অবলোকন কর, গিরিসানুর উপরিভাগে কর্ণিকার-তরুর কুসুমিত শোভান্বিত শাখা সকল কেমন মনোহর হইয়া রহিয়াছে। এই শৈলরাজ বিবিধ ধাতু দ্বারা বিভূষিত হইয়া বায়ুবেগে উত্থিত বিচিত্র রেণুজাল বিস্তার করিতেছে। গিরিনিতম্ব সকল পত্রবিহীন ও সর্ব্বতোভাবে পুষ্পিত কিংশুক সমূহ দ্বারা প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় সুশোভিত রহিয়াছে। পম্পার তীরস্থিত মধুগন্ধি বৃক্ষ সকল তাহার জলে সিক্ত হইয়া নিয়তই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পম্পার তীরদেশে কুসুমিত বাসন্তী, সিন্ধুবার, কেতকী, মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ কুন্দগুল্ম, চিরিবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগবৃক্ষ, পদ্মক, পুষ্পিত নীলাশোক ও লোধ্রাদি তরু সকল শোভা পাইতেছে এবং গিরিপৃষ্ঠে অঙ্কোল, কুরুণ্ট, চূর্ণক, পারিভদ্রক, চূত, পাটলি ও পুষ্পিত কোবিদার, মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, শাল্মলি, কিংশুক, রক্তকুরুবক, তিনিশ, নক্তমাল, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, তিলক ও নাগবৃক্ষ সকল শোভা বিস্তারক রিতেছে। সুমিত্রা-নন্দন! মনোহর বৃক্ষ সকল পুষ্পিত এবং পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। এই বৃক্ষসমূহের শাখা সকল বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহার তীরস্থিত বরবর্ণিনীর ন্যায় লতাসকল নিজ নিজ নিকটবর্ত্তী তরুবর সকলকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। দেখ লক্ষ্মণ! এই সমীরণ পাদপ হইতে পাদপ, শৈল হইতে শৈল, বন হইতে অন্য বনে গমন পূর্ব্বক বহু রস আস্বাদন করিয়া যেন আমোদ অনুভব করিতেছে। ইহার তীরস্থিত কোন কোন পাদপের শাখা সকল প্রভূত পুষ্পভরে সুশোভিত, কেহ কেহ বা মধুগন্ধি, কেহ কেহ বা মুকুলসমূহে পরিবৃত হইয়া শ্যামবর্ণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। 'এই পুষ্প মিষ্ট, ইহা স্বাদু, এই পুষ্প প্রফুল্ল' এইরূপে অনুরক্ত হইয়া মধুকরগণ পুষ্পসমূহে লীন হইতেছে। ঐ দেখ, পম্পার তীরস্থিত তরুসমূহে ঐ ভ্রমর সকল পুষ্পসমূহে লীন হইয়া সহসা পুনর্ব্বার উড়িয়া অন্যত্র গমন করিতেছে। এই পম্পার তীরভূমি সকল স্বয়ং-নিপতিত কুসুমরাশি দ্বারা বিরচিত শয়নাস্তরণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং পর্ব্বতের সানুদেশ সকলে পীত-রক্তাদি বিবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা বিবিধ প্রকার আস্তরণ বিরচিত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! বসন্তকালে বৃক্ষগণের পুষ্পোৎপত্তি অবলোকন কর। তরু সকল যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াই পুষ্প প্রসব করিতেছে। তরুসমূহের পুষ্প-পূরিত শাখা সকল ভ্রমর-নিনাদ দ্বারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে। কারণ্ডবপক্ষী এই বিমল জলে অবগাহন পূর্ব্বক মনোভবের উদ্দীপন করিয়াই যেন কান্তার সহিত রমণ করিতেছে। মন্দাকিনীর ন্যায় পম্পার এইরূপ ও মনোরম গুণসমূহ যে জগতীতলে বিখ্যাত, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। হে লক্ষ্মণ! আমি যদি এই স্থানে সেই সাধ্বী সীতার দর্শন পাইতাম, তবে ইন্দ্রপুরী বা অযোধ্যাবাসে স্পৃহা না করিয়া এই স্থানেই বাস করিতাম। লক্ষ্মণ! আমি তোমার সহিত রমণীয় হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সকলে সুখে বাস করিলে আমার আর অন্যত্র বাসে বাসনা হয় না। বিবিধ পুষ্পসমূহে শোভিত বিবিধবর্ণ এই তরুসকল এই কাননে কান্তা ব্যতিরেকে আমার বিবিধ চিন্তা উৎপাদন করিতেছে। এই পম্পার পদ্মসমন্বিত শীতল জলে চক্রবাক, কারণ্ডব, প্লব, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষিকুল কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! তদ্দ্বারা পম্পা অধিকতর শোভা বৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রমুদিত বিবিধ পক্ষী সকল সেই পঙ্কজনয়না চন্দ্রমুখী শ্যামা* জনক-নন্দিনী প্রিয়াকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আরও দেখ, এই বিচিত্র সানুমধ্যে মৃগকুল মৃগীগণের সহিত ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে; কিন্তু সেই মৃগশাবকাক্ষী বৈদেহীর বিরহে আমাকে ব্যথিত করিতেছে। যদি আমি মত্তপক্ষি-পরিপূর্ণ এই মনোহর সানুমধ্যে সেই কান্তার দর্শন পাই, তবেই আমার শান্তি ও সুখলাভ হইতে পারে। যদি সেই সুমধ্যমা সাধ্বী জানকী আমার সহিত এই পম্পায় পবন-সেবন করেন, তবেই আমি জীবন-ধারণে সমর্থ হই। হে লক্ষ্মণ! পদ্মের সুগন্ধবাহী শোকবিনাশন এই পুণ্যবান্ মারুত পুণ্যবান্ ধন্য ব্যক্তিগণেরই সেবা করিয়া থাকেন। সেই শ্যামা পদ্মপত্রাক্ষী জনককন্যা সীতা আমার বিরহে বিবশা হইয়া প্রাণ-ধারণে কখনই সমর্থ হইবেন না। হায়! সেই ধর্ম্মশীল সত্যবাদী মহারাজ জনক যখন সভামধ্যে আমাকে সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব? আমি অতিশয় মন্দ, পিতা আমাকে বনপ্রেরণ করিলে সীতা দেবী আমার অনুগামিনী হইলেন। এইরূপ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের অনুগতা হইয়া সীতা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? হায় লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া বনগামী হইলে যে সীতা আমার অনুগামিনী হইলেন, এক্ষণে সেই প্রিয়া ব্যতিরেকে দীনভাবাপন্ন হইয়া আমি কিরূপে প্রাণধারণে সমর্থ হইব? সেই সীতার পদ্মতুল্য মনোহর, ব্রণ-বিরহিত, সুগন্ধি মুখকমল দর্শন না করিয়া আমার মন মোহবশে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ! সেই সীতার ঈষৎ হাস্য-সহিত গুণযুক্ত সুমধুর হিতকর অতুল বচনামৃত কি আমি পুনর্ব্বার শুনিতে পাইব? সেই সর্ব্বসুলক্ষণা শ্যামা সাধ্বী বনমধ্যে আমাকে পাইয়া দুঃখের কালেও সুখিনী হইয়া বাক্যামৃত-বর্ষণ দ্বারা আমাকে সুখী করিতেন। হে নৃপনন্দন লক্ষ্মণ! যখন আমরা অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব, তখন মনস্বিনী কৌশল্যা দেবী 'সীতা কোথায় আছেন' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে কি বলিব? লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমি সীতা ব্যতিরেকে জীবন-ধারণে কখনই সমর্থ হইব না; অতএব আমার মরণ নিশ্চয় জানিয়া তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া ভরতের সহিত মিলিত হও।" মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে উত্তম অর্থযুক্ত বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "রামচন্দ্র! আপনি শোক-সংবরণ করুন। আপনি পুরুষোত্তম, অতএব আপনার শোক করা উচিত হইতেছে না। আপনার ন্যায় ধীর ও নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের ঈদৃশী বুদ্ধি একান্তই অসম্ভব জানিবেন। বিরহজনিত দুঃখ এবং প্রিয় ব্যক্তির প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করুন। দেখুন, অতিশয় স্নেহযুক্ত দীপবর্ত্তিকাও দগ্ধ হইয়া থাকে। যদি রাবণ পাতালে

* যে নারী শীতকালে উষ্ণা ও উষ্ণকালে শীতলা হয় এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গ অনিন্দিত, তাহাকে শ্যামা কহে।

বা তদপেক্ষা অধিকতর গুপ্তদেশেও পলায়ন করে, তথাপি সে জীবিত থাকিতে পারিবে না। সেই পাপমতি রাক্ষসের প্রবৃত্তি কিরূপ, তাহা আপনি অবগত হউন, তৎপরে সে সীতাকে পরিত্যাগ করিবে অথবা নিধনপ্রাপ্ত হইবে। যদি রাবণ জানকীকে প্রদান না করে, তবে সীতার সহিত দৈত্য-মাতা দিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেও তাহাকে নিধন করিব সন্দেহ নাই। আর্য্য! আপনি মনের দৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ হউন। আপনি ত জানেন, নষ্ট-কার্য্য যত্ন ব্যতিরেকে কখনই সিদ্ধ হয় না। আর্য্য! উৎসাহ বলবান্, উৎসাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। এই সংসারে সেই উৎসাহের দুর্ল্লভ কিছুই নাই, অতএব উৎসাহ অবলম্বন-করা অবশ্য কর্ত্তব্য; উৎসাহযুক্ত পুরুষগণ কখনই অবসন্ন হয় না; অতএব আমরা উৎসাহমাত্র অবলম্বন করিয়া জানকীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই। আপনি মহাত্মা ও কৃতবিদ্য, ইহা কি জানিতে পারিতেছেন না? অতএব শোক বিসর্জ্জন দিয়া কামপরতন্ত্রতা পরিহার করুন।" লক্ষ্মণ এইরূপ বুঝাইয়া দিলে শোকে উপহত-চিত্ত রামচন্দ্র শোক ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। তখন অচিন্ত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অব্যগ্রচিত্তে সেই তরুসমূহে পরিপূর্ণ মনোরম পম্পা-প্রদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ১২৫।

অনন্তর মহাত্মা রাম বনস্থলী, নির্ঝর, কন্দর সমস্ত অবলোকন করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত উদ্বিগ্ন-চিত্তে তৎসমস্তের বিচার করিতে করিতে সীতার দুঃখে উপহতচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। অব্যগ্রচিত্ত, মহাত্মা, মত্তমাতঙ্গগামী লক্ষ্মণ রামের ইষ্ট-চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মবলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অদ্ভুতদর্শন রাম-লক্ষ্মণ দুই জন ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সমীপদেশে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব ঋষ্যমূকের দিকে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল। সে তখন ত্রাসযুক্ত হইয়া ভোজনাদির চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইল। রাম-লক্ষ্মণ সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গজতুল্য মন্দগামী মহাত্মা সেই শাখামৃগ সেই স্থানে বিচরণ করিতে করিতে চিন্তাযুক্ত ও অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইল। সেই বানরগণের সেবনীয়, মতঙ্গ মুনির শাপে বালির দুষ্প্রবেশ্য, সেই পুণ্য আশ্রমে বানরগণ সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে মহাবীর্য্য রাম-লক্ষ্মণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া সেই শাখামৃগগণ অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ২৬-১৩০।

দ্বিতীয় সর্গ।

রাম-লক্ষ্মণ-দর্শনে মন্ত্রী সহ সুগ্রীবের মন্ত্রণা।

সেই অত্যুত্তম আয়ুধধারী মহাত্মা রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিয়া বানররাজ সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত হইল। সেই বানরবর উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দশদিক্ অবলোকন করিতে করিতে কোনও এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিল না। সেই মহাবল বীরদ্বয়কে দেখিয়া সুগ্রীব তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিল না। সেই অতি ভীত কপিবরের চিত্ত অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। সেই ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব পরম উদ্বিগ্নচিত্তে গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া, সমস্ত সচিব ও বানরগণের সহিত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিতে লাগিল, "এই বীরদ্বয় নিশ্চয়ই বালি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, চীরবসন পরিধান পূর্ব্বক ছদ্মবেশে এখানে আগমন করিয়া বিচরণ করিতেছে।" অনন্তর সুগ্রীবের সহচরগণ সেই ধনুর্দ্ধারী রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া, সেই গিরিতট হইতে অন্য পর্ব্বত-শিখরে গমন করিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বানরগণ যূথপতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। সমসুখ-দুঃখভাগী সেই বানরগণ গিরিশিখর সকল কম্পিত করিয়া এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল কপি সকল লম্ফ-প্রদান পূর্ব্বক সেই দুর্গমস্থিত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান কপি সকল সেই মহাগিরির সকল স্থানে মৃগ, মার্জ্জার ও শার্দ্দূল প্রভৃতির ত্রাস জন্মাইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীবের প্রধান প্রধান সহচর সকল সেই পর্ব্বতবরে অবস্থিত হইয়া কপিবরের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর বাক্যবিশারদ হনূমান্ বালির প্রবর্ত্তনায় অনিষ্ট-শঙ্কাকারী ভয়সন্ত্রস্ত সুগ্রীবকে কহিতে লাগিল, "সকল বানরগণ ভয় পরিত্যাগ করুক; যে হেতু, এই মহাগিরিমধ্যে বালি-ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহার ভয় আশঙ্কা করিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইতেছেন, সেই দুর্দ্দর্শন ক্রূরপ্রকৃতি বালিকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না। হে সৌম্য! যে পাপকর্ম্মা অগ্রজ হইতে আপনার ভয়, সেই দুষ্টমতি বালি এখানে নাই; অতএব তাহা হইতে কোন ভয়ের কারণও দেখিতে পাইতেছি না। হে কপীশ্বর! আপনি বানরজাতি, সেই জন্য লঘুচিত্ততা-হেতু আপনি আপনার বুদ্ধি স্থির করিতে পারিতেছেন না। বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া ইঙ্গিত দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। রাজা অবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বজীবকে শাসন করিতে সমর্থ হন না।" ১-১৮।

সুগ্রীব হনূমানের সেই শুভকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে অতিশয় হিতকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হনূমন্! দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট, বিশালাক্ষ, শর, চাপ ও অসিধারী, সুরপুত্র তুল্য বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া কাহার না ভয় উপস্থিত হয়? এই দুই পুরুষপ্রবরকে বালি-প্রেরিত বলিয়া মনে করিতেছি। রাজগণ বহুতর মিত্রসম্পন্ন হইয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নহে। মানবগণের জানা অবশ্য কর্ত্তব্য যে, অরিগণ ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়া থাকে, অবিশ্বস্ত সেই শত্রুগণ বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের ছিদ্র পাইলেই প্রহার করিয়া থাকে। বালি কার্য্য-সম্পাদনে কুশল, সে এ বিষয় সম্পাদন করিতে পারে; যে হেতু, রাজগণ বহুদর্শী ও বিবিধ উপায়জ্ঞ হন; অতএব মনুষ্যগণ প্রাকৃতবেশে তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইবে। কপিবর! প্রাকৃতবেশে গমন পূর্ব্বক ইঙ্গিতের প্রাকাররূপ ও ভাষণাদি দ্বারা তাহাদের ভাব জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। তুমি হৃষ্ট-মানসে গমন পূর্ব্বক প্রশংসা ও ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদিগকে বিশ্বাসিত করিয়া তাহাদের মনোগত ভাব অবগত হও। হে বানরবর! তুমি আমার অভিমুখে অবস্থিতি করিয়া তাহাদের ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক এখানে প্রবেশের কারণ ও প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে যদি ইহারা বিশুদ্ধ-ভাব-সম্পন্ন হয়, তবে তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে এবং ভাষণ ও রূপাদি দ্বারা ইহাদের দুষ্টতাও বুঝিতে সমর্থ হইবে।" কপিরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পবনপুত্র হনূমান্ রাম-লক্ষ্মণের নিকট গমন করিতে মানস করিলেন। মহানুভব কপিবর হনূমান্ সেই অতি ভীত দুর্দ্ধর্ষ সুগ্রীবের বাক্যে সম্মত হইয়া,

যেখানে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। ১৯-২৯।

তৃতীয় সর্গ।

ভিক্ষুবেশে রামের সহিত হনূমানের সাক্ষাৎ।

হনূমান্ মহাত্মা সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে রাম-লক্ষ্মণের নিকট গমন করিল। অনন্তর পবনপুত্র শঠবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কপিরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিল। তদনন্তর হনূমান্ মনোহর ও বিনীত হইয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, সুমধুর-বাক্যে যথোচিত প্রশংসা করিল এবং বিধি-পূর্ব্বক পূজা করিয়া মৃদুভাবে সেই সত্যপরাক্রম বীরদ্বয়কে কহিতে লাগিল, "আপনারা রাজর্ষি সদৃশ ও দেবতুল্য, ব্রতধারী, তাপস ও ব্রহ্মচারিগণের অগ্রগণ্য, এই মৃগ সকল এবং অন্যান্য বনচারিবর্গকে সন্তাপিত করিয়া কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনারা পম্পার তীরস্থিত তরুগণকে চারিদিকে সন্দর্শন পূর্ব্বক এই পুণ্যসলিলা নদীর শোভা সম্পাদন করিতেছেন। আপনারা কৃতকার্য্য, ধৈর্য্যবান্, সুবর্ণকান্তি, চীরবাসা, দীর্ঘবাহু, সিংহদর্শন, মহাবল ও মহাপরাক্রম। অন্তর্দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাসশীল হইয়া এই জীবগণকে নিপীড়িত করিয়া ইন্দ্রধনুতুল্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আপনারা শোভা পাইতেছেন। দেখিতেছি, আপনারা শ্রীমান্, রূপসম্পন্ন, বৃষভতুল্য-পরাক্রম, করিকর তুল্য ভুজদ্বয়-বিশিষ্ট, দ্যুতিমান্, নরশ্রেষ্ঠ, রাজ্যার্হ, অমরতুল্য, পদ্মপত্রাক্ষ ও জটামণ্ডলধারী; প্রভা দ্বারা এই পর্ব্বতবরকে উদ্ভাসিত করিয়া কি নিমিত্ত আপনারা এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনারা পরস্পর তুল্যদর্শন, বিশালবক্ষ, সিংহস্কন্ধ, মহোৎসাহ, সমদ গোবৃষতুল্য এবং দেবরূপধারী; অথবা আপনারা কি চন্দ্রসূর্য্য, দেবলোক হইতে যদৃচ্ছায় মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন? আপনাদিগের বাহু সুবৃত্ত, আয়ত, পরিঘতুল্য এবং সমস্ত ভূষণের যোগ্য, তবে কি নিমিত্ত তাহা অলঙ্কার ও ভূষণশূন্য হইয়া রহিয়াছে? আমি বিবেচনা করি যে, আপনারা উভয়েই বিন্ধ্য ও মেরু-বিভূষিত সসাগরা অখিলা পৃথিবী পালন ও রক্ষা করিবার যোগ্য। এই বিচিত্র, মসৃণ, অনুলিপ্ত ধনুর্দ্বয় ইন্দ্রের স্বর্ণ-ভূষিত বজ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং শুভদর্শন প্রজ্বলিত ভুজঙ্গ তুল্য ও জীবন-নাশক সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে পরিপূর্ণ তূণ সকল শোভিত হইতেছে। মহাপ্রমাণ, প্রশস্ত, তপ্ত-সুবর্ণ-বিভূষিত, নির্ম্মুক্ত-কঞ্চুক, ভুজঙ্গ তুল্য খড়্গদ্বয় প্রদীপ্ত হইতেছে। হে বীরদ্বয়! আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর প্রদান করিতেছেন না কেন? এক্ষণে আমাদিগের পরিচয় শ্রবণ করুন। সুগ্রীব নামে ধর্ম্মাত্মা এক বানরশ্রেষ্ঠ আছেন, তিনি ভ্রাতা দ্বারা নিষ্কাশিত, ধর্ষিত এবং দুঃখিত হইয়া জগতীতলে ভ্রমণ করিতেছেন। আমি হনূমান্ নামে বানর, সেই বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি আপনাদের নিকট আগমন করিয়াছি। সেই ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব আপনাদিগের সহিত সখ্যতা ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি পবনের পুত্র এবং সেই সুগ্রীবের সচিব ও সহচর। কামচারী ও কামগামী সুগ্রীবের প্রিয়-কামনায় ভিক্ষুকরূপে প্রচ্ছন্নবেশে ঋষ্যমূক হইতে আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি।" ১-২৩।

বাক্যজ্ঞ ও বাক্য-কুশল হনূমান্ রাম-লক্ষ্মণ বীরদ্বয়কে এই বলিয়া আর কিছুই বলিলেন না। শ্রীমান্ রামচন্দ্র তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া প্রফুল্লবদন হইলেন এবং পার্শ্বস্থিত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই হনূমান্ মহাত্মা কপিবর সুগ্রীবের সহচর। এই বানর সখ্যতা অভিলাষে আমার নিকটে আসিয়াছে। হে লক্ষ্মণ! সুগ্রীবের সচিব বাক্য-বিশারদ অরিন্দম এই কপিবরকে মধুর-বাক্যে সম্ভাষণ কর। তুমি জানিও, যে ব্যক্তি ঋগ্বেদ শিক্ষা করে নাই, যজুর্ব্বেদ অথবা সাম অধ্যয়ন করে নাই, সেই ব্যক্তি এরূপ বলিতে কথনই সমর্থ হয় না। আমি বিবেচনা করি, এই বানরবর নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। এ ব্যক্তি আমার সহিত বহুতর বাক্য কহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে একটিও দূষিত শব্দ প্রয়োগ করে নাই। ইহার মুখে, নেত্রে, ললাটে অথবা ভ্রূদেশে এবং অন্যান্য অবয়ব সমূহে কোনও দোষ লক্ষিত হয় নাই। ইহার বাক্য সকল বিস্তর এবং সন্দিগ্ধ নহে, এ ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে মধ্যমস্বরে বিলম্ব না করিয়া অন্তরস্থিত কণ্ঠগত বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছে। এই বানর সংস্কারযুক্ত অবিলম্বিত, অদ্ভুত কল্যাণকর হৃদয়হারিণী মনোরম বাণী উচ্চারণ করিয়াছে। উরঃস্থল, কণ্ঠ, শিরঃস্থান এই তিন স্থল হইতে অভিব্যক্ত বিচিত্র এই বাক্য দ্বারা উদ্যতখড়্গ শত্রুরও চিত্ত শান্তিরসে আপ্লুত হয়। যাহার এইরূপ উৎকৃষ্ট দূত, সেই রাজার কার্য্য সকল কেন না সিদ্ধ হইবে? যাহার এইরূপ গুণযুক্ত কার্য্যসাধক দূত সকল বিদ্যমান আছে, তাহার কার্য্য সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।" রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বাক্য-বিশারদ লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সচিব পবনপুত্র হনূমান্‌কে বলিতে লাগিলেন, "হে বন্ধুবর! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমরা বিদিত হইয়াছি। সেই কপিবর সুগ্রীবকে আমরা অন্বেষণ করিব। হে বানরসত্তম! সুগ্রীব যাহা বলিবেন, আমরা তোমার বাক্যানুসারে তাহাই সম্পন্ন করিব সন্দেহ নাই।" অনন্তর কপিবর পবনপুত্র হনূমান্ লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং জয় ও প্রতিপত্তি-বিষয়ে মনঃসমাধান করিয়া সুগ্রীব ও রামচন্দ্রের সখ্যতা-স্থাপনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইলেন।"

চতুর্থ সর্গ।

রামলক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে করিয়া হনূমানের সুগ্রীবসমীপে গমন।

অনন্তর হনূমান্ রামচন্দ্রের সেই মধুর-ভাবে বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সুগ্রীবের কার্য্য-সিদ্ধির অনুমান করিয়া মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করিলেন ও মনে করিলেন যে, মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা; যে হেতু, এই কৃত-কার্য্য বীরদ্বয় দৈববশে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ইহাদিগের সহিত সখ্যভাব সংঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও হইয়া উঠিল। অনন্তর বানরোত্তম হনূমান্ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বাক্য-বিশারদ রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "আপনি অনুজের সহিত পম্পার কানন-ভূষিত দুর্গম নানাহিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ ঘোরতর বনমধ্যে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?" ১-৪।

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ রামের আদেশ অনুসারে পবনপুত্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অযোধ্যা নগরে

দশরথ নামে ধর্ম্মবৎসল দ্যুতিমান্ এক রাজা আছেন, তিনি স্বীয় ধর্ম্ম অনুসারে নিত্যই চতুর্ব্বর্ণ প্রজা পালন করিয়া থাকেন। তাঁহার দ্বেষকারী কেহই নাই, তাঁহার প্রতি কেহই বিদ্বেষ প্রকাশ করে না; তিনি অপর পিতামহের ন্যায় সমস্ত জীবগণকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি সদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র তাঁহার লোকবিখ্যাত প্রথম পুত্র। ইনি সমস্ত জীবগণের শরণ্য এবং পিতার নির্দেশ-প্রতিপালনে পারগ। দশরথের এই পুত্র পুত্রগণের মধ্যে গুণবান্, জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বরাজলক্ষণসংযুক্ত এবং সমস্ত রাজ্য-সম্পদ্-বিশিষ্ট। ইনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমার সহিত বনে বাস করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন। যেমন মহাতেজা দিবাকর সায়াহ্নসময়ে প্রভা ভার্য্যার সহিত অস্তাচলচূড়াবলম্বন করেন, সেইরূপ ইনি প্রিয়ভার্য্যা সীতার সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। আমি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি কৃতজ্ঞ ও বহুজ্ঞ; ইঁহার গুণগানে বশীভূত হইয়া আমি ইঁহার দাস্য স্বীকার করিয়াছি। আমার নাম লক্ষ্মণ। এই সুখযোগ্য, রাজ্যার্হ, সর্ব্বজীবের হিতকর, ঐশ্বর্য্য-বিহীন, বনবাস নিরত রামচন্দ্রের ভার্য্যা কামরূপী রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। যে রাক্ষস সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে এখন জানিতে পারা যায় নাই। দনু নামক দিতির এক পুত্র শাপবশে কবন্ধ-রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই রাক্ষসই বানর-পতি সুগ্রীব ও তাঁহার সামর্থ্যের বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়া কহিয়াছে যে, সেই বানরপতি মহাবীর্য্য; সুগ্রীবই তোমার ভার্য্যাপহারীকে জানিবে। সেই কবন্ধ রাক্ষস দনু আমাদিগকে এইরূপ কহিয়া দিব্যরূপে দীপ্তিমান্ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হনুমন্! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, অতএব আমি তোমার নিকট সমস্তই যথার্থরূপে বলিলাম। আর আমি এবং রামচন্দ্র সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিলাম। এই রামচন্দ্র পূর্ব্বে বহুতর ধনাদি দান করিয়া বহুতর যশোভাজন হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে লোকগণের অধিনাথ, এক্ষণে সুগ্রীবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। সীতা যাঁহার পুত্রবধূ এবং যিনি লোকগণের শরণ্য ও ধর্ম্মবৎসল, সেই লোকগণের আশ্রয়রূপ দশরথের পুত্র সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিতেছেন। যে ধর্ম্মাত্মা পূর্ব্বে লোকগণের শরণ্য ও আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন, সেই এই রাঘব রামচন্দ্র সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহার প্রসন্নতায় সমস্ত লোক প্রসন্ন থাকিত, সেই রামচন্দ্র বানররাজের শরণ গ্রহণ করিতেছেন। রাজা দশরথ যে সকল গুণযুক্ত পৃথিবীপতিগণের সম্মান করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বলোকবিখ্যাত এই জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র বানরেন্দ্র সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই রামচন্দ্র এক্ষণে প্রিয়াশোকে অভিভূত হইয়া সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিতেছেন; অতএব সমস্ত যূথগণের সহিত এক্ষণে রামচন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার কার্য্য সম্পাদন তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য।" ৫—২৪।

বাক্য-বিশারদ হনুমান্ লক্ষ্মণের সেই অশ্রুপরিপ্লুত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরবাক্যে কহিলেন, "জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, বুদ্ধিসম্পন্ন ঈদৃশ মহাত্মা ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করা সুগ্রীবের একান্ত কর্ত্তব্য; যে হেতু, ঈদৃশ ব্যক্তি সকল ভাগ্যবশেই নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। সেই সুগ্রীবও রাজ্যভ্রষ্ট, বালির সহিত বৈরভাব-বিশিষ্ট, তৎকর্ত্তৃক উপদ্রুত এবং ভয়ত্রস্ত হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন। বালি তাঁহার ভার্য্যাও অপহরণ করিয়াছে। সেই সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সীতার অন্বেষণ-বিষয়ে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।" হনুমান্ সুমধুর ও কোমল বাক্যে এই সমস্ত কহিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বীর! এক্ষণে আমি সুগ্রীবের নিকট গমন করিব।" হনুমান্ এইরূপ বলিলে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ হনূমান্‌কে যথাযোগ্য পূজা করিয়া রামকে কহিলেন, "রাঘব! এই পবনাত্মজ বানর যেরূপ হৃষ্ট হইয়া কথা কহিতেছে, ইহাতে বোধ হয়, সেও কার্য্যার্থী হইয়াছে; অতএব বোধ হয়, আপনিও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। মরুতপুত্র হনুমান্ যেরূপ হৃষ্ট হইয়া প্রসন্নবদনে বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, এ ব্যক্তি কদাচই মিথ্যা বাক্য বলে নাই।" অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মরুতপুত্র হনুমান্ সেই রঘুবীরদ্বয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক লইয়া চলিলেন। মারুতি ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানররূপ ধারণ করিয়া বীরদ্বয়কে পৃষ্ঠে আরোপণ করাইয়া লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল-যশস্বী কপিবীর বিপুলবিক্রম ও বিমলচিত্ত পবনপুত্র কৃতাকৃত্যের ন্যায় হৃষ্ট হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই গিরিবরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৫-৩৫।

পঞ্চম সর্গ।

সুগ্রীবের নিকট হনুমান্ কর্ত্তৃক রামের পরিচয় প্রদান
এবং সুগ্রীবের সহিত রামের সখ্যস্থাপন।

হনুমান্ ঋষ্যমূক হইতে মলয়-গিরিতে গমন করিয়া সুগ্রীবকে রাম ও লক্ষ্মণের আগমন-বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, "ইনিই মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যবিক্রম ও বিপুলবীর্য্য রামচন্দ্র; ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। এই রাম ইক্ষ্বাকুদিগের বিশুদ্ধবংশে দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া তৎপ্রতিপালনে যত্নবান্ হইয়াছেন। সেই রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারা বহ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন এবং তাহাতে শত সহস্র ধেনু ও দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তপস্যা ও সত্যবাক্য দ্বারা পৃথিবী পালন করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত তৎপুত্র এই রামচন্দ্র বনে আগমন করিয়াছেন। অনন্তর এই মহাত্মা বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন, কোন সময়ে রাবণ আসিয়া ইঁহার ভার্য্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইনি এক্ষণে আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছেন। এই রাম লক্ষ্মণ পূজনীয়গণের অগ্রগণ্য, ইঁহারা আপনার সহিত সখ্য বাসনা করিয়া আসিয়াছেন; আপনি ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পূজা করুন।" ১-৭।

কপিরাজ সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক প্রফুল্ল-দেহে রাঘবকে কহিতে লাগিলেন, "আপনি ধর্ম্মশীল, বিনীত, সকলের বৎসল ও সুব্রত, হনুমান্ আপনার গুণসমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে। হে রাঘব! আমি বানর, আমার সহিত আপনি যে সখ্য বাসনা করিয়াছেন, ইহা আমার সৎকার ও ইহা আমার পরম লাভ। যদি আমার সহিত সখ্য করিতে আপনার অভিরুচি হয়, তবে এই আমি বাহুযুগল প্রসারিত করিতেছি, আপনি আমাকে কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া সুনিশ্চিত সখ্যরূপ মর্য্যাদা সংস্থাপিত করুন।" রাম সুগ্রীবের সেই সুখকর বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া কর দ্বারা তাঁহার করপীড়ন এবং সৌহার্দ্দ অবলম্বন পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন

করিলেন। তদনন্তর অরিন্দম হনুমান্ ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাষ্ঠ-দ্বয় আনয়ন ও ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিল; পরে পুষ্প দ্বারা সেই দীপ্যমান অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সংস্থাপিত করিল। তৎপরে রাম ও সুগ্রীব উভয়ে প্রীত হইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া সখ্য সংস্থাপন করিলেন। তদনন্তর বানর ও রাঘব উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। পরে সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,"আপনি আমার প্রিয় বয়স্য, আমাদের সুখ ও দুঃখ সমান হইল।" তদনন্তর সুগ্রীব পত্রবহুল পুষ্পিত শাখা প্রসারিত করিয়া আস্তরণ করিয়া দিলেন। হনুমান্ প্রহৃষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে চন্দনতরুশাখা দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। তৎপরে সুগ্রীব হৃষ্টচিত্তে মধুর-বাক্যে প্রফুল্ল-লোচনে রামচন্দ্রকে কহিল, "রামচন্দ্র! আমি বালি কর্তৃক উপদ্রুত ও হৃতভার্য্য হইয়া এই দুর্গম বনে অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত-মানসে বাস করিতেছি। আমার সহিত সে বৈরতা করিয়াছে, আমি এই বনে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া বাস করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি বালি-ভয়ে ভীত হইয়াছি, আপনি আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। হে কাকুৎস্থ! যাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় না হয়, সেইরূপ করা আপনার কর্ত্তব্য।" ৮-২৩।

ধর্ম্মজ্ঞ, তেজস্বী, ধর্ম্মবৎসল, ককুৎস্থকুলতিলক রামচন্দ্র তাহার সেই বাক্য শুনিয়া হাস্য সহকারে কহিতে লাগিলেন, "কপিবর! আমার সহিত মিত্রতায় তোমার বিশেষ উপকার হইবে, আমি তোমার ভার্য্যাপহারী বালিকে বধ করিব, সন্দেহ নাই। দেখ, আমার এই শর সকল সূর্য্যপ্রভ, অমোঘ, এই সকল যখন বালির উপর পতিত হইবে, তখন অবশ্য তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। কঙ্কপত্র দ্বারা আচ্ছন্ন, মহেন্দ্রের বজ্রসদৃশ, ঋজুপর্ব্ব, সুতীক্ষ্ণ এবং সরোষ ভুজঙ্গের ন্যায় এই সর্প সদৃশ শর সকল দ্বারা পর্ব্বতাকার বালি নিহত হইবে।" সুগ্রীব আত্ম-হিতকর রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে নৃসিংহ বীর! আপনার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্য্যা লাভ করিব। হে নরদেব! আমার শত্রু অগ্রজ যাহাতে আর আমার হিংসা করিতে না পারে, আপনি তাহার বিধান করুন।" এই রাম ও সুগ্রীবের প্রণয়-প্রসঙ্গসময়ে সীতা, বালি ও রাক্ষসগণের পদ্ম, সুবর্ণ ও অনল তুল্য বামনয়ন একবারে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ২৪-৩১।

ষষ্ঠ সর্গ।

সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা এবং সীতাকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত আভরণাদি প্রদান।

অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার রামকে কহিতে লাগিল যে, "এই আমার মন্ত্রিপ্রধান তোমার সেবক হনুমান্, আপনি যে নিমিত্ত বনে আসিয়া ভ্রাতার সহিত বাস করিতেছেন, তাহা আমাকে কহিয়াছে। রক্ষোরাজ রাবণ ছিদ্র পাইয়া আপনার ভার্য্যা জনকতনয়া সীতাকে হরণ করিয়াছে। তিনি গুণবান্ পতি আপনার ও দেবর লক্ষ্মণের বিরহে রোদন করিতেছিলেন। অনন্তর জটায়ু সীতা-হরণের বিরোধী হইলে, রাক্ষস তাহাকে নিহত করিয়া হরণ পূর্ব্বক আপনাকে ভার্য্যা-বিয়োগ-দুঃখ প্রদান করিয়াছে। যাহা হউক, অচিরকালমধ্যেই আমি আপনার ভার্য্যা বিয়োগ-দুঃখের অবসান করিব। আমি প্রণষ্টা শ্রুতির ন্যায় সীতাকে উদ্ধার করিয়া আপনার নিকটে আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। রসাতলে অথবা নভস্তলেই অবস্থিতি করুন্, আমি আপনার ভার্য্যাকে আনয়ন করিয়া আপনার নিকটে প্রদান করিব সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র! আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্রসহিত সুরগণ বা অসুর সমস্তই হউক, তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবেন না। আপনার ভার্য্যাকে বিষের ন্যায় জীর্ণ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে আনয়ন করিব, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আমি অনুমানে বোধ করিতেছি যে, দুষ্টাচারী রাবণ যখন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই জনকতনয়া হইবেন। তখন তিনি 'রাম! রাম! ও লক্ষ্মণ!' এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তখন তিনি রাবণের নিকট পন্নগরাজের বধূর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন। আমি ও আমার মন্ত্রিচতুষ্টয় শৈলতলে অবস্থিত ছিলাম দেখিয়া তিনি আপন উত্তরীয়-বস্ত্র ও উত্তম উত্তম আভরণ ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সেই সকল আভরণাদি গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি সেই সমস্ত আনয়ন করিতেছি, আপনি তাহা অবলোকন করুন।" ১-১২।

অনন্তর রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন, "সখে! শীঘ্র আনয়ন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন?" রাম কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া সুগ্রীব তাঁহার প্রিয়কামনায় শৈলকানন হইতে সত্বর গুহা প্রবেশ করিলেন। বানরপতি সত্বর উত্তরীয়-বস্ত্র ও সেই সকল আভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক 'এই দেখুন' বলিয়া রামকে দেখাইলেন। রামচন্দ্র বসন ও আভরণ গ্রহণ করিয়া নীহার দ্বারা চন্দ্রমার ন্যায় বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন। সীতার স্নেহ-জনিত বাষ্প দ্বারা দূষিত হইয়া'হা প্রিয়ে!' বলিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে পতিত হইলেন; সেই উত্তম অলঙ্কার বহুবার হৃদয়ে করিয়া বিলম্বিত রোষিত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণকে পার্শ্বে অবলোকন করিয়া শোকবেগে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেখ লক্ষ্মণ! সীতাকে যখন হরণ করে, তখন তিনি এই উত্তরীয় ও ভূষণ সকল ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। হরণ-সময়ে সীতা হরিদ্বর্ণ ভূমিতলে এই ভূষণ সকল গাত্র হইতে যে ভাবে উন্মোচন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এই সকল ভূষণ সেইরূপই রহিয়াছে।" রাম এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ কহিলেন,"আমি কেয়ূরদ্বয় ও কুণ্ডলদ্বয় জানি না, তাঁহার পাদবন্দন-হেতু নূপুরদ্বয় অবগত আছি।" অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কহিলেন, "সুগ্রীব! কোন্ স্থানে উগ্ররূপী রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং সেই রাক্ষস কোথায় বাস করে, তাহা তুমি আমাকে বল। সেই রাক্ষসের নিমিত্তই আমার এই মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত রাক্ষসকেই বিনাশ করিব। সে জানকীকে হরণ করিয়া আমার রোষ উদ্দীপিত করিয়া আপনার মৃত্যুদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। কপিপতে! যে রাক্ষস আমার প্রিয়তমা ভার্য্যার অবমাননা করিয়া বন হইতে অপহরণ করিয়াছে, তুমি সে রাক্ষসের নাম কর, আমি সেই রিপুকে যমপুরীতে প্রেরণ করি।" ১৩-২৭।

সপ্তম সর্গ।

সুগ্রীব কর্ত্তৃক রামকে আশ্বাস-প্রদান।

বানররাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের সেই কাতরোক্তি শ্রবণে কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্প-গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "রামচন্দ্র! আমি সেই পাপমতি ও দুষ্কুল-জাত রাক্ষসের আলয়, কুল, বিক্রম বা সামর্থ্য কিছুই জানি না। কিন্তু হে অরিন্দম! আমি সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যাহাতে জানকীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আমি সর্ব্বথা যত্ন করিব। রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া আপনার পুরুষত্ব বিস্তার পূর্ব্বক আপনি যাহাতে সত্বর প্রীত ও সন্তুষ্ট হন, আমি তাহাই করিব। আপনি বিকল হইবেন না, আত্মগত ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনার তুল্য ব্যক্তিগণের এরূপ লঘুতা অবলম্বন করা উচিত হয় না। আমিও ভার্য্যাহরণ-জনিত মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি আমি ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোক অবলম্বন করি নাই। আমি অতি নীচ বানর-জাতি হইয়াও শোক করি নাই, আপনি মহাত্মা, বিনীত ও ধৈর্য্যবান্ মনুষ্য হইয়া যে ধৈর্য্য ত্যাগ ও শোক অবলম্বন করিবেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? আপনি শোক-বিগলিত অশ্রুজল ধৈর্য্য-বল দ্বারা অবরোধ করুন, অগাধ সত্ত্বযুক্ত ব্যক্তি হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবেন না। ধৈর্য্যশালী ব্যক্তিগণ মহৎ কষ্টকালে, অর্থকৃচ্ছ্রে, ভয়ে বা প্রাণপরিত্যাগে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা-পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া কখনই অবসন্ন হন না। যে মূঢ় মানব নিত্যই বিকলতা আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় অবশ্যই শোকজলে নিমগ্ন হইয়া যায়। এই আমি আপনার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছি যে, আপনি প্রসন্ন হউন, পৌরুষ আশ্রয় করুন, আর শোককে অন্তরে অবকাশ প্রদান না করিয়া তাহাকে দূরীভূত করুন। যে ব্যক্তি শোকের অনুবর্ত্তন করে, তাহার সুখ হয় না বরং তেজঃক্ষয় হয়; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। রাজেন্দ্র! অত্যন্ত শোকাবলম্বী মানবগণের জীবনই সংশয়াপন্ন হয়; অতএব আপনি শোক-পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আমি আপনাকে সখ্যভাবেই বলিতেছি; উপদেশ প্রদান করিতেছি না। আপনি আমার সখ্যভাবের সম্মান না করিয়া কেবল ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।" ১-১৪।

রামচন্দ্র সুগ্রীবের এইরূপ সুমধুর সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিয়া বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা অশ্রুপরিপূর্ণ আনন মার্জ্জিত করিলেন। লোকপ্রভু ককুৎস্থ-কুলতিলক রামচন্দ্র সুগ্রীবের বচনে প্রকৃতিস্থ হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং বানরবরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সুগ্রীব! স্নেহযুক্ত হিতকর বয়স্যের যাহা অনুরূপ ও উপযুক্ত, তৎসমস্তই তুমি সম্পাদন করিয়াছ। তোমার অনুনয় দ্বারা আমি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলাম, বিশেষতঃ এই সময়ে তোমার সদৃশ বন্ধু একান্তই দুর্ল্লভ। কিন্তু তুমি উগ্রতর দুরাত্মা রাবণের সংহার ও জনকজার অন্বেষণে একান্ত যত্নশীল হও। আমিও বিশ্বস্তচিত্তে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও তুমি আমাকে বল; বর্ষাকালে সুক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় তোমাতে সকলি সফল হইতে পারে। আমিও অভিমানে তোমাকে যে বালিবধের কথা কহিয়াছি, তাহা স্থির বলিয়া অবধারণ করিও। আমি পূর্ব্বে মিথ্যা-বাক্য বলি নাই এবং কখনই বলিব না; আমি সত্য দ্বারা তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা ও শপথ করিলাম।" অনন্তর সুগ্রীব রামের বাক্য শুনিয়া প্রধান প্রধান বানরগণের সহিত বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এইরূপে একান্তে মিলিত হইয়া নর ও বানর উভয়ে আপন সুখ-দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন। নৃপগণের অধীশ্বর মহানুভব রামচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া বানরপ্রধান সুগ্রীব তাঁহার কার্য্য সম্পাদিত হইল, মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ১৫-২৬।

অষ্টম সর্গ।

সুগ্রীব কর্ত্তৃক রামসকাশে বালি সহ শত্রুতার কারণ-বর্ণন।

রাম পরিতুষ্ট হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলে সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া বীরবর লক্ষ্মণাগ্রজ রাঘবকে বলিলেন, "আমি সর্ব্বথা দেবতাদিগের অনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু আপনার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তি আমার সখা হইল। হে বিমলাত্মন্! প্রভো! আপনি সহায় হইলে আমি সুররাজ্য-গ্রহণেও সমর্থ; আমার স্বরাজ্য গ্রহণ ত অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে রাঘব! আমি যেখানে রঘুবংশীয় ব্যক্তির অগ্নি-সাক্ষিক সখ্যলাভ করিলাম, সেখানে অবশ্যই আমি স্বীয় বন্ধুগণের ও সুহৃদ্গণের প্রীতিপাত্র ও মাননীয় হইলাম সন্দেহ নাই। আমাকেও আপনি অনুরূপ মিত্র বলিয়া জানিবেন। আমার অন্তঃকরণে আপনার প্রতি যেরূপ স্নেহভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা আমি ব্যক্ত করিয়া বলিতে সমর্থ হইতেছি না। হে জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য! ভবৎ-সদৃশ কৃতবিদ্য মহাত্মগণের প্রতি বয়স্যগণের যে নিশ্চলা প্রীতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধু বয়স্যগণ সাধু বয়স্যদিগের সুবর্ণ, রজত ও অন্যান্য উত্তম উত্তম আভরণাদি পরস্পর অবিভক্ত বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন। ধনাঢ্যই হউক বা দরিদ্রই হউক, দুঃখিতই হউক বা সুখিতই হউক, সদোষই হউক অথবা নির্দ্দোষই হউক, বয়স্য বয়স্যের পরম গতি হইয়া থাকে। হে অনঘ! পরস্পর একরূপ স্নেহ দেখিয়া বয়স্যের নিমিত্ত বয়স্য ধনত্যাগ, সুখত্যাগ ও দেশত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।" ১-৯।

সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র উৎফুল্ল কান্তিধারণ পূর্ব্বক বাসবসদৃশ ধীমান্ লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রিয়দর্শন বানরকে কহিলেন, "সখে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যে যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।" অনন্তর তৎপর দিনে সুগ্রীব রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে বনে ভূমিতলে অবস্থিত দেখিয়া চঞ্চলভাবে বনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখন বানরবর দেখিতে পাইলেন, উত্তম পুষ্প ও অল্পপত্রযুক্ত ভ্রমরগণে সুশোভিত এক শালবৃক্ষ অদূরেই রহিয়াছে। তাহার পত্র-বিশিষ্ট এক শাখা ভাঙ্গিয়া রামের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। সুগ্রীব ও রামকে উপবিষ্ট দেখিয়া হনুমান্ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত শালশাখা দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। সুপ্রসন্ন সাগরের ন্যায় রামচন্দ্র শালপুষ্পপরিপূর্ণ সেই গিরিবরে সুখে উপবিষ্ট হইলে, সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া সুমধুর হিতকর বাক্য দ্বারা প্রণয় ও হর্ষভরে ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি ভ্রাতা দ্বারা অপকারপ্রাপ্ত হৃতভার্য্য ও ভয়ে কাতর হইয়া এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছি। বালি আমার সহিত বৈরিতা করিয়াছে, আমি ভয়ে ত্রস্ত

ও হতচেতন হইয়াছি। হে সর্ব্বলোকাভয়প্রদ! আমি বালির ভয়ে একান্ত কাতর ও অনাথ, আমার প্রতি আপনি প্রসাদ বিতরণ করুন।” এইরূপে উক্ত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মবৎসল, তেজস্বী রাম হাস্য করিয়াই যেন সুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন, “উপকার করিলেই মিত্র এবং অপকার করিলেই শত্রু হয়, আমি তোমাকে বলিতেছি যে,অদ্যই তোমার ভার্য্যা-পহারী সেই বালিকে বিনাশ করিব। মহাভাগ! এই দেখ, আমার শর সকল কার্ত্তিকেয়-বন হইতে উদ্ভূত, হেম-বিভূষিত, সুতীক্ষ্ণ, কঙ্কপত্রাচ্ছন্ন, মহেন্দ্রের বজ্রতুল্য, সুপর্ব্বা, তীক্ষ্ণাগ্র এবং সরোষ সর্পের ন্যায়। তোমার ভার্য্যাপহারী, পাপিষ্ঠ, শত্রু, ভ্রাতা বালিকে আমি শর দ্বারা পর্ব্বতের ন্যায় পাতিত করিয়া নিধন করিব, অবলোকন কর।” বাহিনী সেনাগণের পতি সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া অতুল হর্ষ লাভ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া রামের প্রশংসা করিলেন এবং কহিলেন, “রাম! আমি শোকে অভিভূত,আপনি শোক-পীড়িত ব্যক্তিগণের গতি আপনি বয়স্য বলিয়া আপনার নিকট আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আপনি পাণি-প্রদান পূর্ব্বক অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাকে মিত্র করিয়াছেন, আমি সত্য করিয়া কহিতেছি,আপনি আমার প্রাণতুল্য প্রিয় ও সম্মত। বিশ্বস্ত বয়স্য বলিয়া আমি আপনাকে সমস্তই কহিতেছি, তদ্দ্বারা আমার মনোদুঃখ অনেক লঘু হইয়া আসিতেছে।” এইরূপ বলিতে বলিতে সুগ্রীবের নেত্র অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার বাক্য বাষ্পধারা দূষিত হওয়াতে আর উচ্চৈঃস্বরে কহিতে পারিল না। বানররাজ সুগ্রীব রামের নিকট নদী-বেগের ন্যায় আগত বাষ্পবেগ সহসা ধৈর্য্য দ্বারা ধারণ করিল। তেজস্বী বানর বাষ্পবেগ নিগৃহীত করিয়া নয়নদ্বয় মার্জ্জন পূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিল, “রাম! পূর্ব্বে বলবান্ বালি আমাকে স্বকীয় রাজ্যচ্যুত করিয়া পরুষ-বচন শুনাইয়া দূরীভূত করিয়াছে। আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম ভার্য্যা হরণ করিয়া আমার সমস্ত সুহৃদ্বর্গকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। হে রাঘব! সেই দুরাত্মা আমার বিনাশের নিমিত্ত বহুবার যত্নবান্ হইয়াছে, তৎ-প্রেরিত সমস্ত বানরকেই আমি নিহত করিয়াছি। আমি সেই হেতু আপনাকে দেখিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত আপনার নিকট গমনে ভীত হইয়া-ছিলাম; যে হেতু, সকল ব্যক্তিই ভয় দ্বারা ভীত হইয়া থাকে। কেবল হনূমান্ প্রভৃতি বানরবর্গ আমার সহায় আছে,তাহাতেই আমি অতিশয় কষ্টে পড়িয়াও প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। এই স্নেহান্বিত কপিগণ আমাকে চারিদিকেই রক্ষা করিয়া থাকে, আমি থাকিলে অবস্থিত এবং গমন করিলে গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। রামচন্দ্র! বিস্তর বাক্যে প্রয়োজন নাই, আমি আপনাকে সমস্তই সংক্ষেপে কহিলাম। আমার শত্রু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালির পৌরুষ অত্যন্ত বিখ্যাত; তাহার বিনাশে আমার দুঃখ বিনষ্ট হইবে, তাহার বিনাশ হইলেই আমার সুখ এবং জীবনের আশা সঞ্চারিত হইতে পারে। এই আমি শোকার্দ্দিত হইয়া আমার শোকের বিনাশ-কথা নিবেদন করিলাম। দুঃখিত বা সুখিতই হউক, সখাই সখার গতি হইয়া থাকে।” সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া রাম কহিলেন, “বালির সহিত তোমার বৈরিতা কি নিমিত্ত সংঘটিত হইল? তাহা আমি যথাযথরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বানরবর! তোমার বৈরিতার কারণ শ্রবণ করিয়া বলাবল অবধারণ পূর্ব্বক অনন্তর কর্ত্তব্যের বিধান করিব। তোমার অবমাননা শুনিয়া আমার অমর্ষ বলবান্ হইয়া হৃদয়কম্পনকারী বর্ষাকালের বারি-বেগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি যে পর্য্যন্ত শরাসন উদ্যত না করিতেছি, তুমি তাবৎ হৃষ্টচিত্তে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর; আমি যখনই বাণ বিসর্জ্জন করিব, তখনই তোমার রিপু নিরস্ত হইবে, সন্দেহ নাই।” মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া সুগ্রীব আপনার চারি সচিবের সহিত অতুল হর্ষ লাভ করিল। অনন্তর সুগ্রীব প্রসন্ন-বদনে রামচন্দ্রকে বালির সহিত বৈরিতার কারণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল।১০-৪৬।

নবম সর্গ।

সুগ্রীবসহ বালির শত্রুতাপ্রসঙ্গে মায়াবী দৈত্যবৃত্তান্ত

“বালি নামে শত্রুবিনাশকারী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার এবং তখন আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে বালিকে জ্যেষ্ঠ-পুত্র বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কপিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পিতৃপৈতামহ রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকট দাসের ন্যায় প্রণত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে মায়াবী নামে তেজস্বী দনু-পুত্রের সহিত স্ত্রীর নিমিত্ত বালির বৈরিতা ঘটিয়াছিল। সেই মায়াবী রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে আসিয়া বালিকে রণে আহ্বান করিল। আমার ভ্রাতা নিদ্রিত ছিলেন, তাহার ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বেগে বহির্গত হইলেন। তিনি নির্গত হইয়া ক্রোধবশে সেই অসুরবরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎপরে সমস্ত স্ত্রীগণ এবং আমি তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। মহাবল বালি কাহারও কথা না শুনিয়া বেগে নির্গত হইলেন। সেই অসুর আমার ভ্রাতা বালিকে ও আমাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। সে ত্রস্ত হইয়া ধাবমান হইলে আমরা দুই জনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই-লাম। তখন সে ধরণীর তৃণাবৃত এক দুর্গম মহৎ বিবরে প্রবেশ করিল; আমরা সেই স্থানে অবস্থিত হইলাম। সেই রিপুকে বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া বালি ক্রোধবশে বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে কহিলেন, ‘সুগ্রীব! আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়া যাবৎ ফিরিয়া না আসি, তুমি তাবৎ এই স্থানে অবস্থিতি কর।’ আমি তাঁহার সহিত বিল-প্রবেশের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু তিনি স্বীয় পদ ভূমিতে আঘাত করিয়া আমাকে নিবারণ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিলে প্রবেশ করিলে পর সংবৎসর আমি সেই বিলদ্বারে তাবৎকাল অবস্থিত রহিলাম। তখন আমি তাঁহাকে বিনষ্ট বিবেচনা করিয়া স্নেহবশে অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। অনন্তর দীর্ঘকালের পর সেই বিল-দ্বার দিয়া ফেনসহিত রুধির নির্গত হইতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তখন গর্জ্জনকারী অসুরগণের ঘোরশব্দ আমার শ্রুতিগোচর হইল; কিন্তু সংগ্রামনিরত বালির কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। আমি চিহ্ন দ্বারা বালি নিহত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া পর্ব্বতাকার শিলা দ্বারা সেই বিলদ্বার রোধ করিয়া শোকার্ত্ত-চিত্তে তাঁহার উদক-ক্রিয়া করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিলাম। সেই বালিবধ-বার্ত্তা গোপন করিলেও মন্ত্রিগণ তাহা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

আমি যথাচারে রাজ্য শাসন করিতেছিলাম ; এই সময়ে বালি সেই রিপু দানবকে সংহার করিয়া আগমন করিলেন। আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি আমার মন্ত্রিবর্গকে নিহত করিয়া ক্রোধভরে পরুষবাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেও আমি অগ্রজ ও পূজ্য বলিয়া তাঁহাকে কোন কথাই বলিলাম না। তখন তিনি শত্রু সংহার করিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আমি সেই মহাত্মাকে সম্মান পূর্ব্বক পাদ গ্রহণ করত প্রণাম করিলাম ; কিন্তু তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন না। আমি বার বার পাদতলে মুকুট সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিলাম ; কিন্তু বালি ক্রোধবশে আমার প্রতি কোনরূপেই সন্ন হইলেন না।" ১-২৬।

দশম সর্গ।

বালি-বধে রামের প্রতিজ্ঞা।

"তদনন্তর আমি হিত-কামনায় ক্রোধভরে উপবিষ্ট ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলাম, 'হে অনাথরক্ষণ! আপনি ভাগ্যবশে শত্রু সংহার করিয়া কুশলে আগমন করিয়াছেন। আমি অনাথ, আপনিই আমার একমাত্র ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন। এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান বহু শলাকাযুক্ত ছত্র ও ব্যজন আমিই ধারণ করিব, এ বিষয়ে আপনি অনুমতি করুন। নৃপবর! আমি কাতর হইয়া সেই বিলদ্বারে অবস্থিত ছিলাম, বিল হইতে সমুত্থিত শোণিত অবলোকন করিয়া শোক ও উদ্বেগে আমার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল এবং ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন আমি শৈলশৃঙ্গ দ্বারা বিলদ্বার নিরোধ করিয়া সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলাম। মন্ত্রিগণ ও পৌরবর্গ আমাকে অত্যন্ত বিষন্ন দেখিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল ; কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা ছিল না। যাহা হউক, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনিই পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানার্হ রাজা। আপনার বিরহেই অমাত্যবর্গ আমাকে রাজপদে নিয়োগ করিয়াছিল। পরন্তু এই মন্ত্রিগণ, পৌরবর্গ ও নগর ন্যাসের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে ; আমি আপনার রাজ্য শাসন করিয়াছি। হে শত্রুনিসূদন সৌম্য! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক অবনত করত প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি রোষ করিবেন না। পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ বলপূর্ব্বক আমাকে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে,অন্য কোন শত্রু আপনার বিরহে এই রাজ্য জয় করিতে না পারে।' আমি স্নেহবশে এইরূপ বলিলে বালি ক্রোধবশে আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া 'তোমাকে ধিক্! তোমাকে ধিক্!' বহুবার এইরূপ বলিতে লাগিলেন। অনন্তর সমস্ত প্রজা ও সম্মত মন্ত্রিগণকে আনয়ন করিয়া সুহৃদ্‌গণের মধ্যে আমাকে অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন, 'তোমরা সকলেই অবগত আছ যে, পূর্ব্বে মায়াবী নামে মহাসুর ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাত্রিযোগে আমাকে আহ্বান করিয়াছিল। তাহার সেই বাক্য শুনিয়া আমি রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইলাম ; আমার এই নিদারুণ ভ্রাতাও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। আমাদিগকে আগত দেখিয়া সেই মহাবল অসুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। সে বেগে ধাবমান হইয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে মহাবিলে প্রবিষ্ট দেখিয়া আমি এই ক্রূর ভ্রাতাকে বলিলাম, এই অসুরকে নিহত না করিয়া আমি নগরে ফিরিব না ; তুমি তাবৎকাল এই বিলদ্বারে প্রতীক্ষা কর। এই সুগ্রীব বিলদ্বারে অবস্থিত রহিল জানিয়া আমি সেই দুর্গম বিলে প্রবিষ্ট হইলাম। আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সংবৎসর বিগত করিলাম। পরিশেষে আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়া সমস্ত বন্ধুগণের সহিত তাহাকে নিহত করিলাম। সে যখন ভূমিতলে পতিত হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তখন রুধিরপ্রবাহ বহিতে লাগিল। সেই বিক্রান্ত শত্রুকে বিনাশ করিয়া যখন সুখে বহির্গত হইতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে, বিলের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। আমি সুগ্রীব! সুগ্রীব! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম ; তখন কিছুই প্রত্যুত্তর না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পরে আমি বহুতর পদাঘাত দ্বারা সেই শৈল অপসারিত করিয়া তদ্দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া নগরে আগমন করিলাম। সুগ্রীব ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ বিস্মৃত হইয়া আমার রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি।' বানররাজ নির্ভয় বালি এইরূপ বলিয়া একমাত্র বস্ত্র দিয়া আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। হে রাঘব! আমি হৃতদার ও নিরস্ত্র হইয়া তাহার ভয়ে বনার্ণব-সমন্বিত এই পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি ভার্য্যাহরণদুঃখে একান্ত দুঃখিত হইয়া মতঙ্গশাপে বালির দুষ্প্রবেশ্য ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইলাম। হে রাঘব! এই আমি আপনার নিকট বালির সহিত বৈরতার কারণ সমস্তই বর্ণনা করিলাম ; তাহাতে আমি বিনা অপরাধেই এইরূপ মহৎ কষ্ট অনুভব করিতেছি। হে সর্ব্বলোক-ভয়প্রদ! বালির নিগ্রহ করিয়া তাহার ভয়ে ভীত ও কাতর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" সেই তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সেই ধর্ম্মসংযুক্ত বচন শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য করিয়াই যেন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সুগ্রীব! আমার এই নিশিত সূর্য্য-সদৃশ অমোঘ শর সকল বালির উপর নিপাতিত হইবে। আমি যে পর্য্যন্ত তোমার ভার্য্যাপহারী সেই বালির দর্শন না পাইতেছি, তাবৎ সেই চরিত্র-দূষক পাপাত্মা জীবিত থাকিবে। আমি আত্মানুমানে দেখিতেছি যে, তুমি শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ। আমি তোমাকে এই শোক-সাগর হইতে উদ্ধার করিব, তুমি পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিতে পারিবে।" রামের সেই হর্ষ ও পৌরুষ-বর্দ্ধক বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব পরম প্রীত হইয়া মহদর্থবিশিষ্ট বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। ১-৩৫।

একাদশ সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক দুন্দুভি অসুরের অস্থিনিক্ষেপ।

রামচন্দ্রের সেই হর্ষ ও পুরুষার্থ-বর্দ্ধনকর বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব তাঁহার পূজা ও প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মচ্ছেদী শর দ্বারা নিশ্চিতই প্রলয়কালের ভাস্করের ন্যায় সমস্ত লোক দহন করিতে পারেন। আপনি বালির পৌরুষ, ধৈর্য্য ও বীর্য্য আমার নিকট অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়া পরে কর্ত্তব্যবিধান করুন। বালি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পশ্চিম-সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-সমুদ্র ও উত্তর-সমুদ্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত হন না। সেই বীর্য্যবান্ শৈল সকলের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া শিখর সকল উৎপাটন-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া

পুনর্ব্বার করে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বালি স্বীয় বল প্রকাশ করিয়া বনস্থিত সারবান্ বহুতর বৃক্ষ বেগে ভগ্ন করিয়া ফেলেন। কৈলাস-শিখর-সদৃশ দুন্দুভি নামক বীর্য্যবান্ মহিষ সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। বীর্য্যমেদে মত্ত এবং বরলাভে মোহিত হইয়া সেই মহাকায় দুন্দুভি সমুদ্রের নিকট গমন করিল। রত্নাকর সমুদ্রের ঊর্ম্মি সমূহ অতিক্রম করিয়া সাগরকে কহিল, 'তুমি আমাকে যুদ্ধ দান কর।' তদনন্তর মহাবল ধর্ম্মাত্মা সমুদ্র উত্থিত হইয়া সেই বলোন্মত্ত অসুরকে কহিলেন, 'হে যুদ্ধবিশারদ! তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার সামর্থ্য নাই। যে ব্যক্তি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহা শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমবান্ নামে বিখ্যাত তপস্বীদিগের আশ্রয়, লোক-মঙ্গল, মহাবীর এক শৈলরাজ অবস্থিত আছে, তাহাতে বহুতর প্রস্রবণ, বহুতর কন্দর ও নির্ঝর বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই গিরিবরই যুদ্ধ করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।' সেই অসুর-সত্তম সমুদ্রকে ভীত জানিয়া ধনুর্নির্ম্মুক্ত বিশিখের স্থায় সত্বর হিমালয়ের বনে উপস্থিত হইল। তদনন্তর সেই গিরির ঐরাবত তুল্য শ্বেত শিলা সকল ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্বেত-জলধর-তুল্য, সৌম্য, প্রীতিপ্রদ আকৃতি-বিশিষ্ট হিমবান্ স্বীয় শিখরে অবস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'হে ধর্ম্মবৎসল দুন্দুভে! তুমি আমাকে ক্লেশ দিও না: যাঁহারা রণকার্য্যে অপারগ, আমি সেই তপস্বিগণের আশ্রয়স্থল।' ধীমান্ গিরিরাজের সেই বাক্য শুনিয়া দুন্দুভি ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল, 'যদি তুমি আমার সহিত যুদ্ধে অসমর্থ এবং আমার ভয়ে উদ্যম-বিহীন, তবে আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত কোন্ রণবিশারদ ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে, তাহা তুমি বলিয়া দাও।' বাক্য-বিশারদ ধর্ম্মাত্মা হিমাচল তাহার বাক্য শুনিয়া সেই ক্রোধমত্ত অসুর-বরকে বলিলেন, 'হে মহাপ্রাজ্ঞ! বালি নামে ইন্দ্রের পুত্র প্রতাপ-বান্ বানর অতুল-প্রভা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে বাস করিয়া থাকেন। সেই মহাপ্রাজ্ঞ বালি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। তিনি নমুচির সহিত বাসবের স্থায় তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিবেন। তুমি যদি যুদ্ধবাসনা কর, তবে শীঘ্রই তাঁহার নিকট গমন কর; তিনি সমর-কর্ম্মে শূর এবং অতিশয় তেজস্বী।' দুন্দুভি হিমালয়ের বাক্য শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইল এবং সত্বর বালির নগরী কিষ্কিন্ধ্যাতে গমন করিল। সেই অসুর বর্ষাকালে নভস্তলে জলপূর্ণ মহামেঘের স্থায়, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, ভয়াবহ মহিষরূপ ধারণ করিল। অনন্তর মহাবল দুন্দুভি কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে আগমন করিয়া দুন্দুভির স্থায় ভূমিতল কম্পিত করিয়া সিংহ-নাদ করিতে লাগিল। সে দর্পভরে দ্বিরদের স্থায় সমীপস্থ বৃক্ষসমূহ ভগ্ন এবং ক্ষুরদ্বারা ভূমি বিদীর্ণ ও বিষণাগ্র দ্বারা কর্ষিত করিতে লাগিল। তৎকালে বালি অন্তঃপুরে অবস্থিত ছিলেন, তিনি সেই শব্দ সহিতে না পারিয়া তারাগণের সহিত চন্দ্রমার স্থায় স্ত্রীগণের সহিত বহির্গত হইলেন। সমস্ত বনচারিগণের এবং বানরগণের অধীশ্বর বালি সেই দুন্দুভিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, 'হে দুন্দুভে! তুমি কি নিমিত্ত এই নগর-দ্বার রুদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতেছ? তুমি আমার বল অবগত আছ; অতএব এক্ষণে আপনার প্রাণ রক্ষা কর।' ১-৩০।

বানরবরের এই বাক্য শুনিয়া দুন্দুভি ক্রোধ-রক্ত-লোচন হইয়া, বালিকে কহিতে আরম্ভ করিল, 'হে বীর! তুমি আপন স্ত্রীগণের নিকটেই এরূপ বাক্য বলিতেছ, অস্ত আমার সহিত যুদ্ধ কর; তৎপরে তোমার বল জানা যাইবে। অথব আমি অস্ত রাত্রিকালে ক্রোধ-সংবরণ করি, উদয়কাল পর্য্যন্ত কামভোগে আসক্ত হইয়া রজনীযাপন কর এবং বানরদিগকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিদান এবং সুহৃদ্গণের আমন্ত্রণ কর। কিষ্কিন্ধ্যার চারিদিক্ দর্শন করিয়া লও এবং পুত্রদিগকে পুরমধ্যে রাজা কর। স্ত্রীগণের সহিত বিহার করিয়া লও; যেহেতু, আমি তোমার দর্পচূর্ণ করিয়া বিনাশ করিব। যে ব্যক্তি মত্ত, প্রমত্ত, ভগ্ন, আয়ুধ-রহিত, কৃশ এবং তোমার স্থায় মদ-মোহিত ব্যক্তিকে হনন করে, সে ভ্রূণহত্যাপাপের পাপী হইতে পারে।' তখন বালি হাস্ত করিয়া ক্রোধভরে সেই মন্দমতি অসুরবরকে বলিলেন, 'এই আমি তারা প্রভৃতি স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিলাম। যদি তুমি সংগ্রামে নির্ভয় হও, তবে আমাকে মদমত্ত বিবেচনা করিও না। এই সময়ে বীরপনাকেই মদ বলিয়া সমর্থন কর।' সেই অসুরকে এইরূপ বলিয়া বালি নিজ পিতা ইন্দ্র-কর্ত্তৃক প্রদত্ত জয়প্রদ কাঞ্চনময় মালা গলে নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কপিবর বালি সেই পর্ব্বত তুল্য দুন্দুভির শৃঙ্গদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঘোরতর শব্দ করিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিলেন। বালি দুন্দুভিকে পাতিত করিয়া সিংহনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিলে দৈত্যের কর্ণযুগল হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। পরস্পর জয়াভিলাষী বালি ও দুন্দুভির ক্রোধভরে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালি মুষ্টি, জানু, পাদ, শিলা ও পাদপাদি দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বানর ও অসু-রের যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে অসুর হীনবল হইতে এবং বালির বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালি দুন্দুভিকে ধরিয়া ভূতলে পাতিত করিলে, সেই প্রাণবিনাশক যুদ্ধে দুন্দুভি বালি-কর্ত্তৃক নিষ্পিষ্ট হইল। দুন্দুভির চক্ষুকর্ণাদি হইতে বহুতর রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সেই মহাবাহু অসুর ভূমিতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ৩১-৪৬।

তখন বালি সেই গতপ্রাণ ও বিগতচেতন অসুরকে বাহুদ্বয় দ্বারা তুলিয়া একবারে এক যোজন অন্তরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সে যখন বেগে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তখন তাহার মুখ হইতে রুধিরবিন্দু সকল পবন দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হইল। হে মহাভাগ! মুনিবর মতঙ্গ তথায় রক্তবিন্দু সকল পতিত হইল দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, 'এই ব্যক্তি কে, যে দুরাত্মা আমাকে শোণিতাক্ত করিল? সেই দুর্ব্বুদ্ধি, মূঢ় ও অজ্ঞান ব্যক্তি কে?' এই বলিয়া সেই মুনিবর বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, একটা পর্ব্বতাকার মহিষ গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তপোবলে জানিলেন, এক বানর এই কার্য্য করিয়াছে। তখন তিনি ক্ষেপণকর্ত্তা বানরকে শাপ দিলেন, 'যে বানর আমার আশ্রিত এই বন রুধিরস্রাব দ্বারা দূষিত করিয়াছে, সে এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না; প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। অসুরদেহক্ষেপণ করিয়া যে আমার আশ্রমস্থিত বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়াছে, সে যদি আমার আশ্রমের চারিদিকে এক যোজন স্থানে আগমন করে, তবে সে অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে। উহার সহচর বা সচিব যে কেহ আমার বন আশ্রয় করিবে, তাহারও প্রাণ বিনষ্ট হইবে। তাহারা এখানে বাস করিতে পাইবে না; তাহারা আমার বাক্য শুনিয়া অন্যত্র বাস করুক, যদি তাহারা বাস করে, তবে তাহাদিগকেও এই শাপদান করিব। অস্তকার দিবস

আমার শাপদানের কাল; প্রভাতে আমি বালির যে লোককে দর্শন করিব, সে বহু সহস্র বৎসর শৈল হইয়া থাকিবে।' তদনন্তর বানর সকল মুনির সেই বাক্য শুনিয়া সে স্থান হইতে নির্গত হইল দেখিয়া, বালি বলিলেন, 'মতঙ্গবননিবাসী সকলেই তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিলে? বনবাসী সকলের কুশল ত?' তাহারা সকলেই সুবর্ণমা ধারী বালিকে তৎপ্রতি মুনির শাপ ও কারণ কীর্ত্তন করিল। বালি বানরগণের বাক্য শুনিয়া মহর্ষির নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া আপন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বালি শাপভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নরেশ্বর! পরে বালি শাপভয়ে ভীত হইয়া মহাগিরি ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রামচন্দ্র! এই বনে তাঁহার প্রবেশ হইবে না জানিয়া, আমি বিষাদ-বর্জ্জিত হইয়া, অমাত্যগণের সহিত এই স্থানে বাস করিতেছি। এই দেখুন, সেই মদোন্মত্ত গতপ্রাণ মহাসুর দুন্দুভির গিরিশিখর তুল্য মহৎ অস্থিরাশি নিপতিত রহিয়াছে। এই শাখাযুক্ত বিশাখ মূল ও স্কন্ধবিশিষ্ট সপ্ত শালবৃক্ষ সকলকে বালি স্বীয় বলে একবারে নিষ্পত্র করিতেন। নৃপবর! এই আমি বালির অসীম অদ্ভুত বীর্য্যের বিষয় বর্ণন করিলাম। আপনি সেই বালিকে সমরে বধ করিতে কিরূপে সমর্থ হইবেন?" সুগ্রীব এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাম কোন্ কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে তুমি বালি-বধে বিশ্বাস করিতে পার?" সুগ্রীব কহিল, "পূর্ব্বে বালি এই সপ্ত শালতরুকে একবারে বারংবার বিদ্ধ করিতেন। রামচন্দ্র যদি এক বাণ দ্বারা এই একমাত্র শালতরু বিদ্ধ করিতে পারেন, তবে আমি রামের বিক্রম দেখিয়া বালিকে নিহত বিবেচনা করিতে পারি। আর যদি সেই নিহত মহিষের এই অস্থি সকল একপদ দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক সত্বর দুই শত ধনু দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তবে আমি বালিকে নিহত বিবেচনা করিব।" ৪৭-৭২।

রক্তবর্ণলোচনপ্রান্তশালী সুগ্রীব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া রাম বালিকে বধ করিতে পারিবেন কি না, এইরূপ চিন্তা করিয়া, পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে কহিলেন, "শূরবর বালি, বীরবর ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেই অভিলাষ করেন, তাঁহার বলবীর্য্য লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তিনি অত্যন্ত বলবান্ এবং যুদ্ধে অপরাজিত। তাঁহার কার্য্য সকল দেবগণেরও দুষ্কর দৃষ্ট হয়। সেই সকল চিন্তা করিয়া ঋষ্যমূকে অবস্থিতি করিয়াও আমি অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছি। সেই অজেয়, অধৃষ্য, দুঃসহ, বানরেন্দ্র বালিকে চিন্তা করিয়া আমি ঋষ্যমূক পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমি হনুমান্ প্রভৃতি অনুরক্ত অমাত্যগণের সহিত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া এই মহাবনে বিচরণ করিতেছি। হে মিত্রবৎসল পুরুষবর! আপনি শ্লাঘনীয় উত্তম মিত্র, ইহা জানিয়া হিমালয়ের ন্যায় সারবিশিষ্ট আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। হে রাঘব! আমি সেই বলশালী দুষ্ট ভ্রাতার বল অবগত আছি, কিন্তু সমরে যে আপনার বীর্য্য কিরূপ, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমি আপনাকে বালির সহিত তুলনা করিতেছি না, অবমাননা করিতেছি না বা ভয় দেখাইতেছি না; কিন্তু তাঁহার ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। রাঘব! আপনার বাণী, ধৈর্য্য ও আকৃতিই আপনার বীর্য্যশালিতার প্রমাণ; ঐ সকলই ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় আপনার তেজ সূচনা করিতেছে।" ৭৩-৮১।

রামচন্দ্র মহাত্মা সুগ্রীবের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে বানরেন্দ্র! যদি আমার বিক্রমে তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে আমি সত্বর যুদ্ধবিষয়ক তোমার উত্তম প্রত্যয় উৎপাদন করিতেছি।" লক্ষ্মণাগ্রজ রাঘব এইরূপ বলিয়া সুগ্রীবকে সান্ত্বনা করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুন্দুভির পরিশুষ্ক মহৎকায় তুলিয়া দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীব সেই অসুর-দেহ ক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া বানরগণের এবং লক্ষ্মণের অগ্রে দীপ্তিমান্ ভাস্করের ন্যায় রামকে পুনর্ব্বার এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্যে বলিল, "সখে! পূর্ব্বে এই দেহ আর্দ্র ও মাংসযুক্ত ছিল; পরিশ্রান্ত বালি সেই দেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন! এই দেহ সম্প্রতি মাংসহীন, লঘু ও তৃণতুল্য, তাহা আপনি হর্ষযুক্ত হইয়া নিক্ষেপ করিয়াছেন। হে রাঘব! ইহা দ্বারা কাহার বল অধিক, তাহা জানিতে পারিলাম না। কারণ, আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তুর ভারের মহৎ অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার এবং আপনার বল-পরিজ্ঞান-বিষয়ে সংশয় রহিল। যাহা হউক, এই এক শালবৃক্ষ ভগ্ন করিলে বলাবল ব্যক্ত হইতে পারিবে। আপনি এই হস্তি-হস্তের ন্যায় শরাসনে গুণ-রোপণ করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাশর নিক্ষেপ করুন। আপনার নিক্ষিপ্ত শর নিশ্চয়ই এই শালতরু ভেদ করিবে, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিচারে প্রয়োজন নাই; যে হেতু, আপনি শপথ পূর্ব্বক মিত্রতা-বিষয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। যেমন তেজঃসমূহের মধ্যে দিবাকর, যেমন হিমাচল সমূহের মধ্যে হিমবান্, যেমন চতুষ্পদগণের মধ্যে কেশরী, সেইরূপ আপনিও নরগণের মধ্যে বিক্রমবিষয়ে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই।" ৮২-৯৩।

দ্বাদশ সর্গ।

বালির সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধযাত্রা, পরাজয় ও পলায়ন।

সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া মহাতেজা রামচন্দ্র ধনুর্গ্রহণ করিলেন। মানপ্রদ রাম সেই ঘোরতর ধনু ও একটি শর গ্রহণ পূর্ব্বক শব্দ দ্বারা দিক্ সকল পূরিত করিয়া শালতরু উদ্দেশে সেই শর নিক্ষেপ করিলেন। স্বর্ণের ন্যায় পরিষ্কৃত সেই শর বলবান্ রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া সপ্ত শালতরু ভেদ এবং গিরিপ্রস্থ ও সপ্তভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। সেই সায়ক মহাবেগে সপ্তশাল ভেদ করিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক পুনরায় তূণমধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। সেই বানরশ্রেষ্ঠ রামের শরবেগে সপ্তশালতরু ভেদ হইতে দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। তখন সুগ্রীব ভূষণ সকল স্খলিত করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া মস্তক অবনত করত রামকে প্রণাম করিল এবং রামের প্রতি প্রীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিল। ১-৬।

সুগ্রীব রাঘবের সেই কর্ম্ম দ্বারা প্রীত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বীরবর ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিল, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি ইন্দ্রের সহিত সুর সকলকে সমরে নিহত করিতে সমর্থ, তবে বালিকে নিহত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? আপনি এক বাণ দ্বারা সপ্তশাল-তরুবর বিদারিত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সম্মুখে রণাগ্রে কোন্ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়? ইন্দ্র ও বরুণতুল্য আপনাকে সুহৃদ্ প্রাপ্ত হইয়া অদ্য আমার শোক বিগত হইল; উত্তম

প্রীতির সঞ্চার হইল। হে কাকুৎস্থ! এই আমি আপনার নিকট অঞ্জলিবন্ধন করিতেছি, আপনি আমার প্রীতির নিমিত্ত বৈরিরূপী ভ্রাতাকে হনন করুন।" রাম লক্ষ্মণের ন্যায় প্রিয়তম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সুগ্রীব! এখান হইতে সত্বরই কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিব; তুমি অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া সেই ভ্রাতৃগন্ধি বালিকে আহ্বান কর।" তাঁহারা বালির পুরী কিষ্কিন্ধ্যার গমন পূর্ব্বক বৃক্ষ দ্বারা দেহ গোপন করিয়া গহন-বনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবও দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বালির আহ্বান-হেতু ঘোরশব্দে আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়াই যেন ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভ্রাতার সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া মহাবল বালি ক্রোধে অধীর হইয়া অস্তগিরি হইতে ভাস্করের ন্যায় পুর হইতে নির্গত হইল। তদনন্তর গগনতলে বুধ ও মঙ্গল গ্রহের ন্যায় বালি ও সুগ্রীবের ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয় ক্রোধে অধীর হইয়া অশনিতুল্য চপেটাঘাত ও বজ্রতুল্য মুষ্টি-প্রহারে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর রাম ধনুর্ধারণ করিয়া পরস্পর অশ্বিনীকুমারের ন্যায় ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাম যে পর্য্যন্ত না বালি ও সুগ্রীবকে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারিলেন, তাবৎ সেই প্রাণান্তকর শর নিক্ষেপ করিলেন না। এই অবকাশে বালির নিকট পরাজিত হইয়া সুগ্রীব রণে ভঙ্গ দিল। সে রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া ঋষ্যমূকে পলায়ন করিতে লাগিল। বালি ক্রোধভরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, সুগ্রীব ক্লান্ত, প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীভূত ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া মহাবনে প্রবেশ করিল। মহাবল বালি সুগ্রীবকে সেই বনে প্রবিষ্ট দেখিয়া শাপভয়ে তথায় যাইতে না পারিয়া বলিল, "এখন তুই মুক্ত হইলি।" এই বলিয়া ফিরিয়া আসিল। রাম ও লক্ষ্মণ এবং হনুমানের সহিত সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত রামকে আগমন করিতে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া ভূমিতল অবলোকন পূর্ব্বক দীনবচনে বলিলেন, "আপনি বিক্রম দেখাইয়া এবং 'বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর' এইরূপ বলিয়া কিছুই করিলেন না; শত্রু আমাকে বিষম আঘাত করিল, ইহাতে আপনার কিরূপ কার্য্য হইল? রাঘব! আপনি সেই সময়ে বলিলেই ত হইত যে, আমি বালিকে বধ করিব না; তাহা হইলে আমি এখান হইতে গমন করিতাম না।" মহাত্মা সুগ্রীব দীনবচনে এইরূপ বলিলে পর রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "সুগ্রীব! তুমি ক্রোধ অপনয়ন কর; যে কারণে আমি বাণ পরিত্যাগ করি নাই, তাহা শ্রবণ কর, অলঙ্কার-বেশ-প্রমাণাদি দ্বারা বালি ও তুমি পরস্পর এক; স্বর, বাক্য, কান্তি ও বিক্রম দ্বারা তোমাদিগকে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারিলাম না। হে বানরশ্রেষ্ঠ! সেই কারণে আমি রূপ ও সাদৃশ্যে মোহিত হইয়া শত্রুবিনাশন শর মোচন করিতে পারি নাই। এইরূপে সাদৃশ্য-হেতু শঙ্কিত হইয়া প্রাণান্তকর ঘোরতর শর-নিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছি। যদি তোমাদের সাদৃশ্য-হেতু বালি-বোধে তোমাকেই শরাঘাত করি, তবে মূল বিনষ্ট হইবে, ইহাই আমার বিশেষ আশঙ্কার কারণ। হে কপীশ্বর! অজ্ঞান ও লঘুতা প্রযুক্ত যদি তোমাতেই বিপদ্ পতিত হয়, তবে আমার মূর্খতা ও বালকতা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইবে সন্দেহ নাই। হে বানর! অভয়-দান পূর্ব্বক যদি বধ করা যায়, তবে মহৎ অদ্ভুত পাতক হইবে। তুমি জানিও যে, আমি, লক্ষ্মণ ও বরবর্ণিনী সীতা সকলেই তোমার, সকলেই তোমার অধীন; এই বনমধ্যে তুমিই আমাদের 'একমাত্র আশ্রয়স্থান; অতএব তুমি পুনর্ব্বার যুদ্ধ কর, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না। তুমি এই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইবে যে, বালি আমার বাণে আহত হইয়া মহীতলে পড়িয়া ছট্‌ফট করিতেছে। বানরবর! তুমি কোন চিহ্ন গ্রহণ কর; যখন তোমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে, তখন আমি তদ্দ্বারা তোমাকে চিনিতে পারিব। লক্ষ্মণ! তুমি এই শুভলক্ষণ গজপুষ্প উৎপাটন করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে সমর্পণ কর।" তদনন্তর সেই গিরিতটে জাত গজপুষ্পলতা আনয়ন করিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া দিলেন। তখন সুগ্রীব সেই কণ্ঠলগ্নলতা দ্বারা বলাকার মালা দ্বারা সুশোভিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সুগ্রীব রামবাক্যে মনোযোগী হইয়া দেহ দ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং রামের সহিত পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে গমন করিলেন। ১-১২।

ত্রয়োদশ সর্গ।

সুগ্রীবের যুদ্ধযাত্রা-প্রসঙ্গে রামের নিকট সপ্তজনাশ্রমবিবরণ বর্ণন।

অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সুগ্রীবের সহিত বালির বিক্রমপালিত কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে গমন করিলেন। রাম কাঞ্চন-ভূষিত সুমহৎ চাপ উদ্যত করিয়া আদিত্যতুল্য রণসাধক শর সকল গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। সংহতগ্রীব সুগ্রীব মহাত্মা রাম-লক্ষ্মণের অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিলেন। বলবান্ বীর নল, বীর্য্যবান্ নীল এবং মহাতেজা বানরগণের প্রধান প্রধান সকলে পুষ্পভরে অবনত বৃক্ষ সকল এবং নির্ম্মল-সলিল-বাহিনী সাগর-গামিনী নদী, কন্দর, শৈল, গুহা, গহ্বর, প্রধান প্রধান শিখর ও শুভদর্শন নদী সকল দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিল। তাহারা পথিমধ্যে বৈদূর্য্যের ন্যায় বিমল সলিল-বিশিষ্ট পদ্ম, পদ্মকোষ ও কুট্মলে সুশোভিত এবং কারণ্ডব, সারস, হংস, জলকুক্কুট, চক্রবাক ও অন্যান্য জলপক্ষিগণে নিনাদিত তড়াগ সকল আর মৃদু শষ্প-আহারকারী, নির্ভয়ে বনচারী যে সকল হরিণ চরিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে এবং তড়াগ-কূল-বিঘাতী বন্যহস্তিগণকে, গিরিতটে মর্দ্দনশীল সচল পর্ব্বতের ন্যায় পৃথিবীরেণু-রঞ্জিত হস্তিতুল্য বানরগণকে, অন্যান্য বনচারী জীবগণকে ও খেচর বিহঙ্গমদিগকে দর্শন করিতে করিতে সুগ্রীব-বশবর্ত্তী বানর সকল গমন করিতে লাগিল। তাহারা যখন সত্বর হইয়া গমন করিতেছিল, তখন রামচন্দ্র দ্রুমসমূহে পরিপূর্ণ বন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, "প্রান্তসীমায় কদলীসমূহে আবৃত, মিলিত মেঘসমূহ তুল্য বৃক্ষ সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে। হে সখে! এই সকল কি, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিতেছে, তুমি আমার এই কৌতূহল অপনয়ন কর।" ১-১৫।

মহাত্মা রামের সেই বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব সেই মহৎ বনের বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে রাঘব! এই যে শ্রম-বিনাশন উদ্যান ও বনবিশিষ্ট, স্বাদু ফল ও জলসমন্বিত বিস্তীর্ণ আশ্রম দর্শন করিতেছেন, ইহাতে সপ্তজনা নামে ধৃতব্রত মুনিগণ বাস করিয়াছিলেন। সেই অচলবাসী সপ্ত মুনিগণ নিয়তই অধঃশিরা হইয়া অবস্থিতি করিতেন; আর জলশায়ী হইয়া সপ্তরাত্র গত হইলে বায়ুমাত্র আহার করিতেন। তাঁহারা সপ্তবর্ষকাল তপস্যা

করিয়া সকায়ে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে এই আশ্রম প্রাকার-সংবৃত। এই আশ্রম ইন্দ্র সহিত সুর ও অসুরগণেরও একান্ত দুর্দ্ধর্ষ। পক্ষিগণ ও অন্যান্য বনচারিগণ ইহাতে প্রবিষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি মোহবশে ইহাতে প্রবেশ করে, সে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। ইহাতে অপ্সরাগণের মধুরাক্ষর বাক্য ও ভূষণ-শব্দ এবং তূর্য্যগীতস্বন শ্রুত হয় আর দিব্য গন্ধ প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে ত্রেতাগ্নি সকল দীপ্যমান এবং ধূমসমূহ ও কপোতের অঙ্গের ন্যায় ধূসরবর্ণ মেঘসমূহ বৃক্ষাগ্র বেষ্টন করিতেছে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈদূর্য্য-গিরির ন্যায় মেঘজালে আচ্ছন্ন মস্তকে ধূমযুক্ত যক্ষ সকল দৃষ্ট হয়। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি লক্ষ্মণের সহিত সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মুনিগণের উদ্দেশে প্রণাম করুন। রাম! যে ব্যক্তি সেই কৃতাত্মা ঋষিগণকে প্রণাম করে,তাহার শরীরে কিছুমাত্র পাপ তিষ্ঠিতে পারে না।" তদনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মহাত্মা ঋষিগণকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া ধর্ম্মাত্মা রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বানর সকল হৃষ্ট হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সপ্তজনাশ্রম হইতে দূরে গমন করিয়া বালিপালিত সেই দুর্দ্ধর্ষ কিষ্কিন্ধ্যানগর অবলোকন করিলেন। তদনন্তর রাম-লক্ষ্মণ ও বানরগণ নিজ নিজ উগ্রতেজঃ সম্পন্ন অস্ত্র-শস্ত্র সকল ধারণ করিয়া শত্রুবধের নিমিত্ত ইন্দ্রপুত্র-প্রতিপালিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। ১৬-৩০।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বালির সহিত সুগ্রীবের পুনর্যুদ্ধযাত্রা।

তাহারা সকলে বালির পুরী কিষ্কিন্ধ্যাতে সত্বর গমন করিয়া বৃক্ষ দ্বারা আপন আপন দেহ আবৃত করিয়া গহন বনে অবস্থিত হইয়া রহিল। বিপুলগ্রীব কাননপ্রিয় সুগ্রীব চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ক্রোধভরে অত্যন্ত ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিলেন; পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া নিনাদ দ্বারা আকাশস্থল ভেদ করিয়াই যেন ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগে সঞ্চালিত মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বালসূর্য্য সদৃশ, সিংহের ন্যায় গতিবিশিষ্ট সুগ্রীব রামকে কার্য্যদক্ষ দেখিয়া বলিতে লাগিল, "কাঞ্চন-ভূষণা ধ্বজ ও যন্ত্রাদিবিশিষ্টা বালির পুরী কিষ্কিন্ধ্যা বানর-জালে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। বীরবর! আপনি পূর্ব্বে বালিবধের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কালের ন্যায় আগত হইয়া আপনি সেই প্রতিজ্ঞা সত্বর সফল করুন।" শত্রুনিসূদন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সুগ্রীব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ গজলতা উৎপাটন করিয়া তোমার কণ্ঠে অভিজ্ঞান-চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন। আকাশে নক্ষত্রমালা দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় সেই কণ্ঠলগ্ন মালাদ্বারা তুমি শোভা পাইতেছ। বানরবর! অদ্য বালি হইতে উত্থিত ভয় ও বৈর রণস্থলে একটি বাণ দ্বারাই বিনাশ করিব। সুগ্রীব! তুমি ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে সত্বর দেখাইয়া দাও, সে আজ আমার শরে আহত হইয়া বনমধ্যে পাংশুর উপর পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকিবে। যদি সে প্রাণ পাইয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে তোমরা এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবে এবং আমাকে ভৎর্সনা ও নিন্দা করিবে। আমি একটিমাত্র শর দ্বারা তোমার সমক্ষে সপ্তশাল ভেদ করিয়াছি,তাহাতেই তুমি জানিও যে, বালি আমার শরে নিহত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে কষ্টে পতিত হইয়াও ধর্ম্ম-লোভে কখনও মিথ্যা বলি নাই। ইন্দ্র যেমন বর্ষণদ্বারা ধান্যক্ষেত্র সকল ফলবান্ করেন, আমি বিক্রমদ্বারা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা সকল করিব, তুমি মনের চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর। অতএব তুমি সেই কাঞ্চন-মালাধারী বালিকে আহ্বান কর। তুমি এরূপ শব্দ কর, যাহা দ্বারা বালি ক্রোধান্বিত হইয়া সত্বর বাহির হইয়া আসিবে। বালি অত্যন্ত রণপ্রিয়, জিতশ্বাস, জয়শ্লাঘাকারী; তুমি পূর্ব্বে তাহাকে পরাজিত করিতে পার নাই; অতএব সে সত্বরই বহির্গত হইয়া আসিবে, সন্দেহ নাই। সে যুদ্ধে রিপুর গর্জ্জন শুনিয়া, বিশেষতঃ স্ত্রীগণের নিকট নিজবীর্য্য প্রকাশার্থ কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না।" তখন সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব ভয়ঙ্কর শব্দে আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই শব্দে বিত্রস্ত ও প্রভাবিহীন হইয়া রাজদোষ-ধর্ষিত কুলস্ত্রীর ন্যায় গো-সকল গমন, রণস্থল হইতে ভগ্ন তুরঙ্গমের ন্যায় মৃগ সকল ধাবমান এবং ক্ষীণপুণ্য গ্রহগণের ন্যায় পক্ষী সকল ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বায়ুদ্বারা চঞ্চলোর্ম্মি সরিৎপতি সমুদ্রতুল্য সূর্য্যতনয় সুগ্রীব রামবাক্যে বিশ্বাস করিয়া শৌর্য্য দ্বারা বর্দ্ধিততেজা হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ১-২২।

পঞ্চদশ সর্গ।

যুদ্ধ-গমনে বালিকে তারার নিষেধ।

অনন্তর বালী অন্তঃপুরে থাকিয়া মহাত্মা ভ্রাতা সুগ্রীবের সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সর্ব্বভূত-কম্পনকারী সেই নিনাদ শুনিয়া একেবারে তাহার মদ বিনষ্ট হইয়া মহাক্রোধের উদয় হইল। সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালী বালি রোষে পরিপূর্ণ হইয়া রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। দংষ্ট্রা দ্বারা করালাকৃতি বালি ক্রোধে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় লোচন ধারণ পূর্ব্বক যে হ্রদ হইতে পদ্ম সকল তুলিয়া লওয়ায় মৃণাল সকল ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই অসহনীয় শব্দ শ্রবণ করিয়া বালি পাদন্যাস দ্বারা পৃথিবীকে বিদারণ করিয়াই যেন বেগভরে বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তারা বালিকে আলিঙ্গন করিয়া সৌহার্দ্দ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভয়ে সম্ভ্রান্ত হইয়া ভবিষ্যতে হিতকর এই বাক্য বলিতে লাগিলেন, "বীরবর! নদী-বেগের ন্যায় আগত এই ক্রোধ প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উত্থিত ব্যক্তি যেমন ভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পরিত্যাগ করুন। হে বীরেন্দ্র! আপনি কল্য প্রাতঃকালে সংগ্রাম করিবেন; যে হেতু, আপনার শত্রু অত্যন্ত লঘু এবং তাহাতে আপনার কোন প্রকারে লঘুতা হইতেছে না। আপনি যে সহসাই বহির্গত হইতেছেন, ইহা আমার সম্মত হইতেছে না; যে কারণে আমি নিবারণ করিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। সেই সুগ্রীব পূর্ব্বে আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া আপনার আঘাতে নিরস্ত হইয়া কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছিল। সে সেইরূপে নিরস্ত ও বিশেষরূপে পরিপীড়িত হইয়া এখানে আগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আহ্বান করিতেছে, ইহাতে আমার শঙ্কা জন্মিতেছে। তাহার যেরূপ দর্প,ব্যবসায় এবং যেরূপ



বালির সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ

ঘোরতর নিনাদ হাতে বোধ হয় যে, অল্প কারণে কদাচই এরূপ সম্ভব হইতে পারে না। আমি বিবেচনা করি যে, সুগ্রীব অসহায় হইয়া এখানে আইসে নাই, সে এক মহৎ সহায় প্রাপ্ত হইয়াই এখানে আসিয়া গর্জ্জন করিতেছে। আর সুগ্রীব স্বভাবতই বুদ্ধিমান্ ও নিপুণ, সে বীর্য্যের পরীক্ষা না করিয়া কখনই সখ্য করিতে ইচ্ছা করিবে না। বীরবর! আমি পূর্ব্বে কুমার অঙ্গদের নিকট যাহা শুনিয়াছি, সেই হিতকর বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুমার অঙ্গদ বনান্তে নির্গত হইয়াছিল, তাকে চরগণ আসিয়া নিবেদন করিল যে, অযোধ্যার অধিপতি ইক্ষ্বাকু-কুলজাত দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ বীরদ্বয় বনে প্রস্থান করিয়াছেন। সুগ্রীবের প্রিয়সাধন করিবার জন্য সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরদ্বয় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাই রণস্থলে সুগ্রীবের প্রধান সহায় হইয়াছেন। সেই রাম প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় শত্রুবর-বিনাশের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি সাধুগণের নিবাস-বৃক্ষ এবং বিপন্নগণের গতি; তিনি আর্ত্তগণের আশ্রয়, যশোভাজন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন এবং পিতার আদেশ-নিরত। যেমন শৈলরাজ ধাতুসমূহের আকর, সেইরূপ রামচন্দ্রও গুণসমূহের মহান্ আকর জানিবেন। আপনি সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করিয়া মঙ্গল-লাভ করিতে পারিবেন না। হে শূর! রাম রণকর্ম্মে দুর্জ্জয় ও অপ্রমেয়, আপনি তাঁহার সহিত বিরোধে জয়ী হইতে পারিবেন না। বীরবর! আমি আপনার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না, আমি আপনার হিতকর কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। আপনি সত্বর সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। হে বীরেন্দ্র! আপনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিবেন না। সুগ্রীবের সহিত বৈরিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতি এবং রামের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিলে অবশ্যই আপনার মঙ্গললাভ হইবে, সন্দেহ নাই। সুগ্রীব সেখানেই থাকুক আর এখানেই থাকুক, সে আপনার বন্ধু; ভূমিতলে তাহার তুল্য আপনার বন্ধু আর আমি দেখিতে পাইতেছি না। অতঃপর বৈরিতা ত্যাগ করিয়া দান ও মানাদি সৎকার দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করুন; সে আপনার নিকটে অবস্থিতি করুক। প্রশস্ত-গ্রীবাবিশিষ্ট সুগ্রীব আপনার মহাবন্ধু, আপনি তাহার সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করুন, আপনার আর অন্য গতি দেখিতে পাইতেছি না। যদি আপনি আমাকে হিতৈষী বলিয়া জানেন, যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা আপনার অভিমত হয় তবে আমি প্রিয়কার্য্য বলিয়া যাহা যাহা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তাহা সম্পাদন করুন। বীরেন্দ্র! আপনি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন, আপনি আর ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। ইন্দ্রতুল্য তেজঃসম্পন্ন কোশলরাজ-পুত্রের সহিত বিরোধ করিলে আপনার মঙ্গললাভ হইবে না।" তখন তারা বালিকে এইরূপ হিতকর বাক্য বলিল; কিন্তু বিনাশের সময় কালগ্রস্ত বালির তাহা অভিমত হইল না। ১-৩১।

ষোড়শ সর্গ।

বালির সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ।

চন্দ্রনিভাননী তারা বালিকে এইরূপ বলিলে, সে তারাকে ভর্ৎসনা করিয়া এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল, "হে বরাননে! আমার ভ্রাতা বিশেষতঃ আমার শত্রু, এক্ষণে সদর্পে গর্জ্জন করিতেছে, আমি কিরূপে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইব? যাহারা শত্রু কর্ত্তৃক ধর্ষিত হয় নাই, যে শূর সকল কখন সমর হইতে নিবর্ত্তিত হয় নাই, হে ভীরু! তাহাদের অবমাননা সহ্য করা মরণ অপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া জানিও। রণস্থলে যুদ্ধাভিলাষী, হীনবীর্য্য সুগ্রীবের সদর্প গর্জ্জন আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না। প্রিয়ে! রামচন্দ্রের কার্য্য ভাবিয়া আমার নিমিত্ত তোমার বিষাদ করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, কখনই পাপকার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি অপর স্ত্রীগণের সহিত ফিরিয়া যাও, আর আমার অনুগমন করিও না; আমার প্রতি তোমার সৌহৃদ্য ও ভক্তিভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি যুদ্ধে গিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব, তাহাকে প্রাণে বধ করিব না। আমি রণস্থলস্থিত সুগ্রীবের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিব না, কেবল বৃক্ষপ্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত করিব; তাহাতে সে নিপীড়িত হইয়া ফিরিয়া যাইবে। হে তারে! সেই দুরাত্মা আমার দর্প ও প্রহারাদি সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি আমার বুদ্ধির সহায়তা করিয়া সৌহৃদ্য প্রদর্শন করিলে, সন্দেহ নাই। আমার প্রাণের দিব্য, তুমি এই পরিবারগণের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হও; আমি রণস্থলে ভ্রাতাকে জয়মাত্র করিয়া ফিরিয়া আসিব, তাহাকে প্রাণে বধ করিব না।" প্রিয়বাদিনী দক্ষিণা নায়িকা তারা বালিকে আলিঙ্গন করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। ১-১১।

শোক-মোহিতা স্বস্ত্যয়নমন্ত্রজ্ঞা তারা জয়ার্থিনী হইয়া স্বস্ত্যয়ন করিয়া স্ত্রীগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। স্ত্রীগণের সহিত তারা নিজালয়ে প্রবিষ্ট হইলে বালি ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নগরী হইতে নির্গত হইল। বানর-রাজ বালি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোষভরে শত্রুদর্শনের বাসনায় চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তদনন্তর শ্রীমান্ বালি হেমবৎ পিঙ্গলবর্ণ, বদ্ধকচ্ছ, ভূমিতলে দৃঢ়রূপে অবস্থিত, দীপ্যমান অনল তুল্য সুগ্রীবকে দেখিতে পাইল। মহাবাহু পরম ক্রুদ্ধ বালি সুগ্রীবকে সেইরূপে অবস্থিত দেখিয়া আপনিও দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিল। বীর্য্যবান্ বালি বদ্ধকচ্ছ হইয়া মুষ্টি উদ্যমন পূর্ব্বক সুগ্রীবের অভিমুখে গমন করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সুগ্রীবও দৃঢ়মুষ্টি উদ্যমন করিয়া দর্পভরে হেমমালী বালির প্রতি গমন করিতে লাগিল। রণপণ্ডিত বালি ক্রোধে লোহিতাক্ষ সুগ্রীবকে মহাবেগে আগত দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখ, অঙ্গুলি সকল নিরুমিত করিয়া দৃঢ়রূপে মহামুষ্টি বন্ধন করিয়াছি, আমি ইহা তোমার উপর মহাবেগে নিপাতিত করিব, তাহাতেই তোমার প্রাণ প্রয়াণ করিবে, সন্দেহ নাই।" বালি এইরূপ বলিলে সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল, "এই দেখ! আমি মুষ্টি-বন্ধন করিয়াছি, ইহা তোমার মস্তকোপরি পতিত হইয়া প্রাণহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিবে।" তখন বালি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে গমন পূর্ব্বক সুগ্রীবকে মুষ্টি-প্রহার করিল, সে নির্ঝর-সহিত পর্ব্বতের ন্যায় শোণিতোদগার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। পরে সুগ্রীব উত্থিত হইয়া মহাতেজে শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক বজ্রদ্বারা মহাগিরির ন্যায় তদ্দ্বারা বালিকে প্রহার করিল। সেই শালতাড়নে বিহ্বল হইয়া বালি সাগরে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর বলবীর্য্যশালী, চন্দ্রসূর্য্যতুল্য, গরুড়ের সমান বেগ-সম্পন্ন, ঘোরতর দেহধারী বালি ও সুগ্রীব ঘোরতর যুদ্ধ

করিতে লাগিল। পরস্পর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর বীরদ্বয় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর বলবীর্য্য-সমন্বিত বালি সমরে জয়শালী হইয়া বর্দ্ধিত হইল এবং সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব হীনবল হইতে লাগিল। বালি-কর্ত্তৃক ভগ্নদর্প ও মন্দবিক্রম হইয়া সুগ্রীব ক্রোধভরে রামচন্দ্রকে বালি দর্শন করাইয়া দিল। পরে শাখা সহিত বৃক্ষ, পর্ব্বত-শিখর, বজ্রকোটি-তুল্য নখ,মুষ্টি, জানু, পদ ও বাহু দ্বারা বৃত্র-বাসবের ন্যায় তাহাদের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই বনচারী বানরদ্বয় শোণিতাক্ত হইয়া মহামেঘের ন্যায় ঘোর শব্দে পরস্পর তর্জ্জন করিতে লাগিল। তদনন্তর রামচন্দ্র বানরবর সুগ্রীবকে পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বল অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী রাম সুগ্রীবকে কাতর দেখিয়া বালির বধ-কামনায় পুনঃ পুনঃ শরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আশীবিষ-সমান শর ধনুতে যোজনা করিয়া অন্তকের কালচক্রের ন্যায় শরাসন পূরণ করিলেন। তাঁহার ধনুকের নির্ঘোষ দ্বারা পক্ষিগণ ও মৃগসকল যুগান্তকালের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর রাম প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য, বজ্রের ন্যায় নির্ঘোষশালী মহাবাণ মোচন করিলেন; তাহা বালির বক্ষঃস্থলে গিয়া মহাবেগে নিপতিত হইল। তদনন্তর মহাতেজা বীর্য্যবান্ বানররাজ বালি বাণ দ্বারা আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। যেমন আশ্বিন মাসে পৌর্ণমাসীতে ইন্দ্রধ্বজ নিপতিত হয়, সেইরূপ বালি বিচেতন, গতসত্ত্ব ও বাষ্পদ্বারা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাতর স্বর প্রকাশিত করিয়া মহীতলে পতিত হইল। যেমন শঙ্কর মুখ হইতে সধূম অগ্নি নির্গত করিয়াছিলেন, সেইরূপ কালের ন্যায় নরোত্তম রাম কাঞ্চন দ্বারা প্রদীপ্ত অরিবিমর্দ্দন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শোণিতস্রাবযুক্ত অচলজাত পুষ্পিত অশোকতরুর ন্যায় ইন্দ্রপুত্র বালি যুদ্ধস্থলে অচেতন হইয়া প্রভ্রংশিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইল। ১২-৪০।

সপ্তদশ সর্গ।

বামশরে বিদ্ধ হইয়া বালির পতন ও রামকে ভর্ৎসনা।

তদনন্তর রণশূর বালি রাম কর্ত্তৃক শর দ্বারা আহত হইয়া নিকর্ত্তিত পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। সমুজ্জ্বল কাঞ্চনভূষণশালী বালি মুক্তরশ্মি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূমিতলে সর্ব্বাঙ্গ নিপাতিত করিল। বানরগণের ঈশ্বর বালি ভূতলে নিপতিত হইলে তদীয় রাজ্যভূমি প্রণষ্টচন্দ্র আকাশের ন্যায় শোভা-বিহীন হইল। বালি ভূতলে পতিত হইলেও সেই মহাত্মার লক্ষ্মী, তেজ ও পরাক্রমের কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। ইন্দ্রদত্ত অত্যুত্তম রত্নভূষিতা কাঞ্চনী মালা সেই বানরবরের প্রাণ, তেজ ও দেহলক্ষ্মী ধারণ করিয়া রহিল। বানররাজ সেই মালাদ্বারা সন্ধ্যাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বালি পতিত হইলেও লক্ষ্মী যেন মালা, দেহ ও মর্ম্মঘাতী শর, এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। রাম-শরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত স্বর্গসাধক সেই বাণে সেই বীরের পরম গতি হইল। যুদ্ধস্থলে শিখাহীন অনলের ন্যায় নিপতিত, পুণ্যক্ষয়ে দেবলোক হইতে বিচ্যুত যযাতিতুল্য, যুগান্তকালে ভূতলে পতিত ভাস্কর-সমান, মহেন্দ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, উপেন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ, স্থূল উরঃস্থল-বিশিষ্ট, মহাবাহু, মহাবল, প্রদীপ্তবদন, সিংহলোচন, হেমমালী বালি রণস্থলে পতিত হইলে লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করিলেন। রামলক্ষ্মণ সেই বীরবর বালির বহুমান্ত করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে নিকটে উপস্থিত হইলেন। বালি মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত পরুষবাক্য বলিতে লাগিলেন। অল্পতেজাঃ, অল্প প্রাণবিনষ্টচেতন ভূমিতলে পতিত বালি রণগর্ব্বিত রামচন্দ্রকে গর্ব্বিত বাক্য বলিতে লাগিলেন, "রাম! আপনার সহিত আমি সম্মুখ-যুদ্ধ করি নাই, তবে আপনি আমাকে বধ করিয়া কি ফল প্রাপ্ত হইলেন? আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম, আপনার নিমিত্ত আমি ধন প্রাপ্ত হইলাম। রাম! আপনি করুণাময়, প্রজাগণের হিতে নিরত, কুলীন, সত্ত্বসম্পন্ন, তেজস্বী, ধৃতব্রত, মহোৎসাহ, দৃঢ়ব্রত, উচিতানুচিত কালজ্ঞ, লজ্জাশীল; ভূতলে সকল ব্যক্তিই আপনার ইরূপ যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। দম, শম, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, সত্য পরাক্রম এবং অপকারীর দণ্ড এই সমস্ত রাজাদিগের গুণ। আমি আমার সেই সমস্ত গুণ ও সৎকুল-জন্ম অবধারণ করিয়া, তারা আমাকে নিষেধ করিলেও সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্য আপনার বিষয়ে অসাবধান ছিলাম; অতএব আপনি ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক কিরূপে আমাকে বাণবিদ্ধ করিলেন? আপনি ধর্ম্ম-প্রতিপালক আমার এইরূপ বুদ্ধি আপনারদর্শনের পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে আর নাই। এখন আমি আপনাকে বিশেষরূপে জানিলাম যে, আপনি ধর্ম্মধ্বজী, অধার্ম্মিকপাপাচারী, তৃণাবৃত কূপের ন্যায় নষ্টাত্মা, সজ্জনদিগের বেশধারী, পাপিষ্ঠ, প্রচ্ছন্ন পাবকতুল্য এবং কপটধর্ম্মে আবৃত; কিন্তু আপনি যে এরূপ, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আপনার রাজ্যে বা নগরে আমি কোন পাপ বা অনিষ্ট আচরণ করি নাই, আপনি যে কে, তাহা আমি জানি না; তবে কেন আপনি আমাকে বধ করিলেন? আমি নিত্য ফলমূলভোজী বনবাসী বানর, অন্যের সহিত যুদ্ধে নিরত এবং আপনার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত। রাজন্! আপনি নরাধিপতির পুত্র, প্রিয়দর্শন, আপনার ধর্ম্মসম্মত চিহ্নও দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষত্রিয়কুলজাত, বেদজ্ঞ, অতএব নষ্টসংশয়, ধর্ম্মচিহ্নে আবৃত হইয়া কোন্ ব্যক্তি ক্রূরকর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে? আপনি রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশীল বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; তবে আপনি অধর্ম্মকর্ম্মে ধাবিত হইতেছেন কেন? রাজন্! সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম্ম, সত্য, ধৈর্য্য ও পরাক্রম এবং শত্রুর প্রতি দণ্ড এই সমস্ত রাজাদিগের গুণ। হে নরেশ্বর! আমরা ফলমূলভোজী, বনচর ও পশুতুল্য, অতএব আমাদের প্রকৃতি পশুদিগের ন্যায়; আপনি নগরবাসী মনুষ্য, আপনার প্রকৃতি এরূপ কেন হইল? ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতিই বিবাদ বা নিগ্রহের কারণ; আমরা বনবাসী ও ফলভোজী, আমাদের ফলজলাদির প্রতি আপনার লোভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বসুধাতলে যাবতীয় রাজনীতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহাদি বিষয়ে অসংকীর্ণ, নৃপগণ যথেচ্ছ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আপনি যথেচ্ছাচারী, কোপনস্বভাব, অব্যবস্থিতচিত্ত, রাজকার্য্যে সংকীর্ণ এবং যেখানে সেখানে শরপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। আপনি মনুজগণের ঈশ্বর হইলেও আপনার নিকট ধর্ম্মের আদর নাই, যথার্থ অর্থে বুদ্ধি অবস্থিত নাই, আপনি যথেচ্ছাচারী হইয়া ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। আমার কোন অপরাধ নাই, আমাকে শর দ্বারা নিহত করিয়া অতি ঘৃণিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, সজ্জনদিগের মধ্যে আপনি কি বলিবেন?

রাজঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, চৌর ও প্রাণিবধে নিরত ব্যক্তি, নাস্তিক, পরিবেত্তা * এই সকল ব্যক্তি নরকগামী হইয়া থাকে। খল, কদর্য্য, মিত্রঘ্ন, গুরুতল্পগ † ইহারা পাপাত্মাগণের লোকে গমন করে সন্দেহ নাই। আমার চর্ম্ম আপনাদিগের পক্ষে ধারণের অযোগ্য, রোম ও অস্থি সজ্জনদিগের অগ্রাহ্য এবং মাংস আপনাদিগের ন্যায় ধর্ম্মচারিগণের অযোগ্য। হে রাঘব! শল্লকী, গণ্ডার, গোধা, শশ ও কূর্ম্ম এই পঞ্চ পঞ্চনখ জীব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য। বুধগণ বানরের চর্ম্ম, অস্থি ও রোম স্পর্শ করেন না এবং মাংস অভক্ষ্য, আমি সেই পঞ্চনখ বানর; আপনি আমাকে বধ করিলেন কেন? হায়! সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্না তারা আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, অজ্ঞানবশে তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিয়া কালের করালকবলে নিপাতিত হইলাম। হে কাকুৎস্থ! বিধর্ম্মী পতির দ্বারা সুশীলা প্রমদার ন্যায় আপনার দ্বারা পৃথিবী সনাথা হন নাই। মহারাজ দশরথ মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার ঔরসে শঠ, পরোপকারী, ক্ষুদ্র, মিথ্যানিরত আপনি কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? রামরূপ হস্তী সজ্জনগণের ধর্ম্ম অতিক্রম, চারিত্র্য-রজ্জু ছেদন এবং ধর্ম্মরূপ অঙ্কুশ অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বধ করিয়াছে। অশুভ, অযুক্ত, সজ্জনগণের নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া যখন সৎসমাজে মিলিত হইবেন, তখন তাঁহাদিগকে আপনি কি বলিবেন? রাম! আপনি আমার ন্যায় উদাসীন ব্যক্তিগণের প্রতি এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অপকারী ব্যক্তির প্রতি আপনার এরূপ বিক্রম দৃষ্ট হয় না। হে নৃপতিপুত্র! যদি আপনি প্রত্যক্ষভাবে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তবে অদ্যই আপনি আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শমনভবন দর্শন করিতেন সন্দেহ নাই। রাম! নরগণ নিদ্রিত থাকিলে ভুজঙ্গ যেমন তাহাদিগকে বিনাশ করে, আপনি সেইরূপ অদৃশ্য থাকিয়াই অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ আমার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় আপনি আমাকে নিহত করিলেন। যদি পূর্ব্বে আপনি আমাকে এই বিষয় জানাইতেন, তাহা হইলে আমি এক দিনের মধ্যে আপনার প্রিয়-ভার্য্যা মৈথিলীকে আনিয়া দিতাম সন্দেহ নাই। আপনার ভার্য্যাপহারী সেই দুরাত্মা রাক্ষস রাবণকে রণে নিহত না করিয়া, কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক আপনার নিকট আনিয়া দিতাম। মৈথিলী সাগরজলে বা পাতালেই অবস্থিত থাকুন, আপনার আদেশে শ্বেতাশ্বতরী শ্রুতির ন্যায় আপনার নিকট আনয়ন করিতাম। আমি স্বর্গগামী হইলে, সুগ্রীব যে রাজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; কিন্তু আপনি আমাকে যে অধর্ম্ম দ্বারা বধ করিলেন, ইহাই অত্যন্ত অযুক্ত কার্য্য হইল। সমস্ত লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে আমি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু আপনি আমাকে অধর্ম্ম দ্বারা বধ করিয়া যখন রাজ্যলাভ করিবেন, তখন রাজ্যস্থিত প্রজাগণ প্রশ্ন করিলে কি উত্তর দিবেন?" এইরূপ বলিয়া শরাঘাতে ব্যথিত বানররাজ মহাত্মা বালি শুষ্কমুখ হইয়া সূর্য্য সদৃশ রামচন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে মৌন অবলম্বন করিলেন। ১-৫৪।

অষ্টাদশ সর্গ।

বালির প্রতি রামের উপদেশ।

রাম কর্ত্তৃক আহত বিচেতন বালি এইরূপে এইরূপ ধর্ম্মার্থসংহিত হিতকর পরুষবাক্য বলিলেন। রাম এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া, সেই বিস্ফুটবারি বারিদের ন্যায়, নিষ্প্রভ আদিত্যের ন্যায়, উপশান্ত অনলের ন্যায়, ধর্ম্ম, অর্থ ও গুণসম্পন্ন, অত্যুত্তম, বানরবর বালিকে কহিতে আরম্ভ করিলেন, "ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, লৌকিক আচার, এই সমস্ত না জানিয়া বালকের ন্যায় কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি আচার্য্যসম্মত বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান্দিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বানরজাতি সুলভ চাপল্যবশতঃ আমাকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছ। আমাদের পূর্ব্বজ মনু শৈল, বন ও কাননাদি সহিত এই ভূমি আমাদিগকে প্রদান করেন, তাহাতে তিনি অত্রস্থ মৃগ-পক্ষী ও মনুষ্যদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ বিষয়েও অধিকার প্রদান করিয়াছেন। সত্যশালী, সরলস্বভাব, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে নিরত, ধর্ম্ম, অর্থ, কামতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মাত্মা ভরত তাহা পালন করিতেছেন। যাঁহাতে নীতি, বিনয়, সত্য ও বিক্রম দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দেশকালজ্ঞ রাজা হইতে পারেন। আমরা এবং অন্যান্য রাজগণ তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত এই বসুধাতলে বিচরণ করিতেছি। নৃপশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবৎসল ভরত যখন অখিল পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তখন কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মের অপ্রিয়-সাধনে সমর্থ হইতে পারে? আমরা অত্যুত্তম নিজধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভরতের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মমার্গ-পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের বিষয়ে বিচার করিব। তুমি ধর্ম্মকে ক্লেশ দিয়াছ, বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ, কামতন্ত্রে নিরত হইয়া রাজধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তাহাতে অবস্থিতি কর নাই। ধর্ম্মে এবং সন্মার্গে বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও যে ব্যক্তি বিদ্যা দান করেন, ইঁহারা তিন জনেই পিতা হয়েন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান্ শিষ্য, এই তিন জনকেই পুত্রতুল্য বিবেচনা করিবে, ইহাতে ধর্ম্মই কারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। হে বানর! সজ্জনদিগের পরম ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, হৃদিস্থিত আত্মা শুভ ও অশুভ সমস্তই জানিতে পারেন। তুমি চপলস্বভাব, জাত্যন্ধ ও মূঢ়; চপল-বুদ্ধি জাতি বানরগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্তই দর্শন করিতেছ। আমি এই বাক্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি কেবল রোষভরে আমার নিন্দা করিতেছ; ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কারণে আমি তোমাকে নিহত করিয়াছি, তাহা তুমি অবলোকন কর। তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার ভার্য্যাতে রমণ করিতেছ, ইহা যুক্ত বা অযুক্ত, তাহা তুমি স্বয়ংই বিবেচনা করিয়া দেখ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত রহিয়াছে, পাপাচারী তুমি তাহার ভার্য্যা ভ্রাতৃবধূতে কামের বশবর্ত্তী হইয়া রমণ করিতেছ। অতএব তুমি কামচারী হইয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়াছ। সেই ভ্রাতৃভার্য্যা-ধর্ষণার কারণে তোমাকে আমি এই দণ্ড প্রদান করিলাম। হে বানরেশ্বর! লোক-ব্যবহার-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী লোকবিরুদ্ধ ব্যক্তির নিগ্রহ ব্যতিরেকে অন্য আর কোন দণ্ড দেখিতে পাই না। আমি সৎকুলজ ক্ষত্রিয়, পাপ সহ্য করি না; সহোদরা ভগিনী অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় রমণকারী ব্যক্তিগণের বধই উপযুক্ত দণ্ড। মহীপাল ভরত এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য

---

* জ্যেষ্ঠ দারপরিগ্রহ না করিলে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে, তাহাকে পরিবেত্তা কহে।

† গুরুদারাপহারী।

করিয়াছি। তুমি ধর্ম্মের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছ, যে গুরু ধর্ম্ম অতিক্রম করে, আমরা ধর্ম্মপালক হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। ভরত কামযুক্ত ব্যক্তিগণের নিগ্রহ করা ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা ভরতের আদেশ প্রতিপালন করিয়া তোমার ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়াছি। যেরূপ লক্ষ্মণের সহিত, সুগ্রীবের সহিতও আমার সেইরূপ সখ্য জানিবে। তাহা দ্বারা সুগ্রীব রাজ্য ও দার প্রাপ্ত হইবে। সেই বানর আমার প্রিয়কর: আর আমি সমস্ত বানরগণের সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমার ন্যায় ব্যক্তিগণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? এই সকল ধর্ম্মসংযুক্ত মহৎ কারণসমূহের নিমিত্ত আমি তোমায় শাসন করিয়াছি, ইহা তুমি অনুমোদন কর। তোমার নিগ্রহ সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্মানুগত বলিয়া বোধ হয়, আর মিত্রের উপকার করা ধর্ম্মানুসারী ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। মহাত্মা মনু চারিত্র্য-সংযুক্ত দুইটি শ্লোক গান করিয়াছেন, আমি তাঁহার চরিত্র সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি। পাপকারী মানবগণ রাজগণের দণ্ড গ্রহণ করিয়া সুকৃত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। 'আমি পাপী; অতএব আপনি আমার দণ্ডবিধান করুন,' এই বলিয়া রাজার নিকট আগমন করিলে যদি তিনি দণ্ড করেন অথবা দণ্ড না দিয়া কৃপাপ্রকাশ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দেন, সেই উভয় দ্বারাই পাপী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু ছাড়িয়া দিলে রাজা সেই পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব আমি তোমার দণ্ড করিয়াছি। তুমি যেরূপ পাপ করিয়াছ, কোনও শ্রমণ (আর্হত সন্ন্যাসী) ব্যক্তি সেইরূপ পাপ করিয়াছিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতা তাঁহার ঘোরতর দণ্ডবিধান করেন। অন্যান্য রাজগণও পাপীর দণ্ডবিধান করিয়াছেন; অধিক কি, পাপাচারী ব্যক্তিগণ স্বয়ংই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অতএব পরিতাপে প্রয়োজন নাই, আমি ধর্ম্মানুসারেই তোমাকে বধ করিয়াছি; যে হেতু, আমরা স্বাধীন নহি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বশবর্ত্তী। বানররাজ! বহুবিধ মাংসাশী নরগণ গোপনে থাকিয়া জাল, পাশ ও কূটাদি দ্বারা বহুতর ধাবিত, ত্রস্ত, বিস্রব্ধ, প্রমত্ত, অপ্রমত্ত, বিমুখ মৃগগণকে বিদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাতে আমার মনোগত ক্রোধ বা মনস্তাপ নাই; যে হেতু, তাহাতে তাহাদের দোষ হয় না। বহুতর ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিগণ মৃগয়ায় গমন করিয়া থাকেন, সেই হেতু আমি তোমাকে শর দ্বারা নিহত করিয়াছি। তুমি যুদ্ধই কর, আর নাই কর, তুমি আমার বধ্য, যে হেতু, তুমি বানর। হে বানরবর! রাজগণ দুর্লভ ও শুভকর ধর্ম্ম ও জীবন দান করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব রাজগণকে হিংসা করিবে না, ক্রোধে তর্জ্জনাদি করিবে না এবং অপ্রিয়বাক্য বলিবে না, যে হেতু, ইহাঁরা দেবতা, মানুষরূপে মহীতলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তুমি ধর্ম্মপথ না জানিয়া কেবল ক্রোধ বশতই পিতৃপিতামহ-ধর্ম্মে অবস্থিত আমাকে দূষিত করিতেছ।" ১-৪৪।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বালি পূর্ব্বপরুষোক্তি হেতু ব্যথিত হইল এবং ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইয়া রামের প্রতি আর দোষবুদ্ধি করিল না। তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে কহিল, "হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অপকৃষ্ট ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি বাক্য কহিতে সমর্থ হয় না, আমি পূর্ব্বে অজ্ঞানতা হেতু যে বাক্য কহিয়াছি, তাহাতে আপনি দোষ গ্রহণ করিবেন না। আপনি প্রমাণিত ধর্ম্মাদি তত্ত্বের যথার্থ ভাবজ্ঞ এবং প্রজাগণের হিতবিষয়ে নিরত সন্দেহ নাই। আপনার অবিচলিত বুদ্ধি, অসাধারণ মহত্ত্ব, সিদ্ধিবিষয়ে নিপুণতা, তাহাতে আর সংশয় কি? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ধর্ম্মব্যতিক্রমকারী ব্যক্তিগণের অগ্রবর্ত্তী পাপিষ্ঠ, হইলেও আপনি ধর্ম্মসংহিত-বাক্যে আমাকে উত্তম লোক প্রদান দ্বারা প্রতিপালন করুন।" বালি পঙ্কমগ্ন করীর ন্যায় কাতরস্বরে বাষ্প দ্বারা অবরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া রামকে কহিতে লাগিল, "আমি আপনার নিমিত্ত, তারার নিমিত্ত বা বানরগণের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, কেবল বালক অঙ্গদের নিমিত্তই শোক করিতেছি। বাল্যকাল হইতে তাহাকে লালন-পালন করিয়াছি, সে আমার অদর্শনে দীনভাব প্রাপ্ত হইয়া করিপীত তড়াগের * ন্যায় কৃশতা প্রাপ্ত হইবে। রাম! তারাগর্ভে উৎপন্ন আমার একমাত্র অকৃতবুদ্ধি মহাবল বালক পুত্রকে আপনি রক্ষা করিবেন। অঙ্গদের প্রতি সুগ্রীবের স্নেহ-বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত করুন, আপনিই কার্য্য ও অকার্য্য বিষয়ে অবহিত হইয়া সকলের রক্ষণ ও শাসন করুন। নরেশ্বর! আপনার ভরত ও লক্ষ্মণের প্রতি যেরূপ স্নেহবুদ্ধি, সেইরূপ সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতিও প্রবর্ত্তিত করিবেন। আমি দোষ করিয়াছি বলিয়া যেন তারাকে দোষিণী করা না হয়; সুগ্রীব যাহাতে সেই শোচনীয়া রমণীকে প্রতিপালন করে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আপনার বশে থাকিয়া, আপনার চিত্তের অনুবর্ত্তী ও আপনার অনুগ্রহভাজন হইয়া বানর-রাজ্য শাসন করিতে এবং সমস্ত পৃথিবী পালন ও স্বর্গলাভ করিতে সুগ্রীব সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। আমি সেই নিমিত্ত তারা কর্ত্তৃক বারিত হইয়াও আপনার হস্ত হইতে বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছি।" বানররাজ বালি রামকে এই বলিয়া বিরত হইল। তখন রামচন্দ্র ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত, সাধু-সম্মত বাক্য দ্বারা বোধযুক্ত বালিকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "হে হরিসত্তম বালিন্! আমরা গুপ্তবধরূপ অকার্য্য করিয়াছি, মনে করিও না; তুমি ভ্রাতার ভার্য্যা হরণ করিয়াছ বলিয়া মনে করিও না; আমরা তোমা অপেক্ষা পরিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকি, ইহাই তুমি মনে মনে বিবেচনা কর। যে ব্যক্তি দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ডপাতন করে, দণ্ড্য ব্যক্তি যাহা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়, তাহার কার্য্যসিদ্ধি ও কারণসিদ্ধি উভয়ই বিনষ্ট হয় না, অতএব দণ্ডগ্রহণ করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলে এবং দণ্ডনির্দ্দিষ্ট পথ দ্বারা তুমি স্বকীয় ধর্ম্মসংযুক্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি হৃদয়স্থিত শোক, মোহ ও ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কদাচই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অঙ্গদ তোমার নিকট যেরূপ ছিল, সুগ্রীব ও আমার নিকটেও সেইরূপ থাকিবে, সন্দেহ নাই।" বালি সেই মহাত্মা রণজয়ী রামচন্দ্রের ধর্ম্মানুযুক্ত বিহিত মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "হে ইন্দ্রোপম ভীমবিক্রম রামচন্দ্র! আমি শরাঘাতে বিচেতন ও হতবুদ্ধি হইয়া এবং না জানিয়া যাহা বলিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।" ৪৫-৬৮

* হস্তী কর্ত্তৃক পীতজল হইলে তড়াগ যেমন শুষ্ক হয়

ঊনবিংশ সর্গ।

যুদ্ধে বালির পতন শ্রবণে বালিপত্নী তারার রামসকাশে যাত্রা।

শরপীড়িত শায়িত বানররাজ বালি হেতু-যুক্ত বাক্যে উক্ত হইয়াও আর প্রত্যুত্তর করিল না। সে প্রস্তরাঘাতে বিদীর্ণাঙ্গ এবং বৃক্ষসমূহ দ্বারা আহত ও রাম-বাণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহপ্রাপ্ত হইল। বালি রণস্থলে রাম-নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা নিহত হইয়াছে, এই বার্ত্তা বালির ভার্য্যা তারা অন্তঃপুরে থাকিয়া শ্রবণ করিল। পুত্রের সহিত তারা ভর্ত্তার নিদারুণ বধবার্ত্তা শুনিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে গিরিকন্দর হইতে সহসা নির্গত হইল। অঙ্গদের যে সকল মহাবল সহচর ছিল, তাহারা ধনুর্দ্ধারী রামকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর তারা নিহতযূথপতি যূথভ্রষ্ট মৃগগণের ন্যায় বানরগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে, দেখিতে পাইল। সুদুঃখিতা তারা শর দ্বারা অনুসৃতের ন্যায় রাম কর্ত্তৃক ত্রাসিত বানরগণের নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে বানরগণ! তোমরা যে রাজসিংহের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্ভ্রান্তচিত্তে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? তাঁহার ক্রূরতর ভ্রাতা সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দূরস্থিত রামচন্দ্র কি শর দ্বারা বানররাজ বালিকে নিহত করিয়াছেন?" ১-৯।

কপি পত্নীর বাক্য শুনিয়া কামরূপী বানরগণ বালির ভার্য্যাকে কালোচিত-বাক্যে বলিতে লাগিল, "রাজ্ঞি! আপনার পুত্র জীবিত রহিয়াছে; আপনি ফিরিয়া গিয়া অঙ্গদের রক্ষণ ও পালন করুন। শমন রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক বালিকে নিজপুরে লইয়া গিয়াছে; বালি কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বহুতর বৃক্ষ ও শিলা ব্যর্থ করিয়া বজ্রতুল্য শর-প্রহারে বালিকে নিহত করিয়াছে। হে বানররাজপ্রিয়ে! সেই বানররাজ ইন্দ্রতুল্য বালি নিহত হইলে এই সমস্ত বানরদল ভয়ে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। আপনি এক্ষণে বীরগণ দ্বারা নগরী রক্ষা করুন এবং অঙ্গদকে রাজ্যাভিষিক্ত করুন; সে পদস্থিত হইলে সমস্ত বানরগণ সেই বালি-পুত্রকে ভজনা করিবে। হে বরাননে! অথবা সুগ্রীবাদি বানরগণ সত্বর হইয়া এই স্থানে এবং দুর্গাদিতে প্রবেশ করিবে। তাহারা প্রবিষ্ট হইলে ভার্য্যাহীন বা ভার্য্যা-সহিত অবস্থিত যে সকল বনচারী বানরগণ এই স্থানে আছে, সেই পূর্ব্ববঞ্চিত লুব্ধ সুগ্রীবাদি বানরগণ হইতে তাহাদিগের মহদ্ভয় বিদ্যমান আছে।" ১০-১৬।

চারুহাসিনী তারা অল্পদূরস্থিত বানরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার অনুরূপ বাক্যে বলিতে লাগিল, "সেই মহাভাগ কপিশ্রেষ্ঠ ভর্ত্তা বিনষ্ট হইলে আমার পুত্র, রাজ্য বা জীবনে প্রয়োজন কি আছে? যে ভর্ত্তা রামনিক্ষিপ্ত শরে নিহত হইয়াছেন, আমি সেই মহাত্মার পদতল-সমীপে গমন করিব।" এই বলিয়া শোক-বিহ্বলা তারা রোদন করিতে করিতে দুঃখভরে করযুগল দ্বারা শিরে ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। সেই সতী গমন করিতে করিতে সমরে অপরাঙ্মুখ, বানরপতিগণের নিহন্তা, বজ্রনিক্ষেপক বাসবের ন্যায় পর্ব্বতসমূহের নিক্ষেপকারক, মহাবাত্যা-সংযুক্ত মহামেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ-কারক, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, বৃষ্টি দ্বারা সংযুক্ত মেঘের ন্যায় মর্দ্দনকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মর্দ্দনশীল, ভয়ঙ্কর শূর কর্ত্তৃক নিপাতিত, শূরবর, মাংসের নিমিত্ত ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত মৃগরাজের ন্যায় নিপতিত, সর্ব্বলোকের অর্চ্চিত, পতাকা-সহিত বৈদিক মন্ত্রে পূজিত, অন্তরে ভুজঙ্গ-বিশিষ্ট গরুড় কর্ত্তৃক প্রমথিত, চতুষ্পথ-বর্ত্তী বল্মীকের ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্ত বালিকে দেখিতে পাইল এবং ভূমি স্তম্ভিত ও মহাশরাসন উদ্যত করিয়া অবস্থিত রাম-লক্ষ্মণ ও স্বীয় ভর্ত্তার অনুজ সুগ্রীবকেও দর্শন করিল। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রণ-স্থলে নিপতিত স্বামীকে দেখিয়া ব্যথিত ও সম্ভ্রান্ত হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর তারা পুনর্ব্বার সুপ্তোর ন্যায় উত্থিত হইয়া 'হা আর্য্যপুত্র!' এই বলিয়া পতিকে মৃত্যুমালায় আবৃত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল। সুগ্রীব কুররীর ন্যায় রোদনশীলা তারাকে এবং তৎপুত্র অঙ্গদকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। ১-২৯।

বিংশ সর্গ।

পতিকে যুদ্ধে পতিত দর্শনে তারার বিলাপ।

চন্দ্রাননা তারা রামের শরাসন-নিক্ষিপ্ত প্রাণান্তকর শর দ্বারা নিহত বালিকে দেখিয়া তাহার নিকটে গমন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। কুঞ্জরতুল্য, পর্ব্বতপ্রভ, উন্মূলিত তরুর ন্যায় বানর বালিকে দেখিয়া শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল, "হে দারুণবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠ বীরবর! এখন তুমি অত্যন্ত অপরাধিনী আমাকে অভিভাষণ করিতেছ না কেন? হে বানরশ্রেষ্ঠ! গাত্রোত্থান করিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন কর। নৃপতিবরগণ ভূমিতলে এরূপ শয়নে শয়ন করেন না। হে বসুধাধিপ! এই বসুন্ধরা তোমার অত্যন্ত প্রিয়তমা; যে হেতু, আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তুমি গাত্র দ্বারা বসুন্ধরাকে সেবা করিতেছ। তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার সহিত মিলিত হইয়া মধুগন্ধি বনমধ্যে আমার সহিত যে বিহার করিতে, জানিলাম, অদ্য অবধি তুমি তাহার শেষ করিলে। আমি নিরাশা, নিরানন্দা ও শোক-সাগরে নিমগ্না হইলাম। আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন; যে হেতু, আপনাকে নিহত ও ভূমি-তলে নিপতিত দেখিয়া শোকে সন্তপ্ত হইয়া সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। আপনি সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণ করিয়া তাহাকে বিবাসিত করিয়াছেন, হে বানরেন্দ্র! অদ্য তাহার পরিপাক হইল। আমি আপনার কুশলা-কাঙ্ক্ষিণী ও হিতৈষিণী হইয়া হিতকর বাক্য বলিয়াছিলাম, আপনি তাহাতে আমার নিন্দা করিয়াছিলেন। হে আর্য্য! এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, আপনি রূপযৌবনসম্পন্ন অনুকূল নায়িকা অপ্সরাগণের চিত্তপ্রমথন করিবেন, সন্দেহ নাই। হে বীর! আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, জীবনান্তকর কাল উপস্থিত হইয়াছে; যে হেতু, সুগ্রীবের অবশ হইয়াও আপনি কালকবলে নিপতিত হইলেন। আপনি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেও কাকুৎস্থ-কুলতিলক রামচন্দ্র অধর্ম্মের অনুসারী হইয়া আপনার নিধন-সাধন পূর্ব্বক সন্তাপ করিতেছেন না। আমি পূর্ব্বে কিছুমাত্রই দুঃখপ্রাপ্ত হই নাই; এক্ষণে আমি অত্যন্ত দীনা, কৃপণা ও অনুকম্পার্হা হইয়া শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে অনাথিনী হইয়া বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিব, সন্দেহ নাই। হে বৎস অঙ্গদ! তোমার পিতৃব্য এক্ষণে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, তুমি কুমার ও সুখোচিত হইয়াও কিরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি

না। বৎস পুত্র! তুমি এক্ষণে তোমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া লও; যেহেতু, এখন হইতে তাঁহার দর্শন তোমার একান্তই দুর্ল্লভ হইল। হে বীরবর! আপনি এখন চিরপ্রবাসে গমন করিতেছেন, অতএব এই পুত্রকে আশ্বাসিত করুন, আমার প্রতি আদেশ করুন এবং এই পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করুন। আপনাকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন; তিনি ইহা দ্বারা সুগ্রীবের সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। সুগ্রীব! তোমার শত্রু-ভ্রাতা নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি সফলমনোরথ হইয়া রুমাকে লাভ এবং উদ্বেগশূন্য হইয়া রাজ্য শাসন কর। হে বানরেশ্বর! আমি আপনার প্রিয় ভার্য্যা সম্মুখে রোদন করিতেছি, আপনি কেন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন না? এই দেখুন, আরও বহুতর ভার্য্যা আসিয়া বিলাপ করিতেছে।" বানরীর এইরূপ বিলাপ-বাক্য শুনিয়া অন্যান্য বানরীগণ অঙ্গদকে গ্রহণ করিয়া দীনা ও দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিল, "হে অঙ্গদধারিন্ বীরবর! এই গুণবিশিষ্ট চারুদেশ-সমন্বিত প্রিয়-পুত্র অঙ্গদকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি চিরপ্রবাসে গমন করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত অযুক্ত কর্ম্ম হইতেছে হে দীর্ঘবাহো! যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে বিচার করিয়া আপনি তাহা ক্ষমা করুন। হে বানরবংশনাথ! আমি মস্তক দ্বারা আপনার চরণ স্পর্শ করিতেছি।" অনিন্দিতা তারা বানরীগণের সহিত এইরূপে করুণ-বচনে বিলাপ করিয়া বালির নিকটস্থিত ভূমিতে প্রায়ব্রত * অবলম্বন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে নিশ্চয় করিলেন। ১-২৬।

একবিংশ সর্গ।

হনুমান্ কর্ত্তৃক তারাকে প্রবোধ প্রদান।

তদনন্তর অম্বরস্থল হইতে নিপতিত তারার ন্যায় তারাকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া বানরযূথপতি হনুমান্ তাহাকে ক্রমে ক্রমে আশ্বাসিত করিতে লাগিল, "সমস্ত জন্তুগণ, নিজ নিজ কর্ম্মফলের হেতু শমাদি গুণ ও রাগাদি দোষকৃত কার্য্য করিয়া পরলোকে অব্যগ্র হইয়া শুভ ও অশুভফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি পাপপুণ্য কর্ম্মপাশের বশবর্ত্তিনী; অতএব শোচনীয়া হইয়া কাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ এবং কর্ম্মফলবশে দীনা হইয়া কাহার প্রতিই বা অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ? এই বুদ্‌বুদতুল্য দেহে কে কাহার শোচনীয় আছে, তাহা তুমি আমাকে বল। এই তোমার পুত্র অঙ্গদ জীবিত রহিয়াছে, তুমি ইহারই লালন-পালন কর। আর এক্ষণে তোমার ভর্ত্তা বালির ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পাদন কর। জীবগণের সদ্‌গতি ও অগতি অনিয়ত জানিবে; অতএব পণ্ডিতগণ ইহলোকে লৌকিক শুভকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে বানরেন্দ্রের জীবনকালে শত শত, সহস্র সহস্র, নিযুত নিযুত মহাবল বানর সকল আশা-বন্ধন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিত, সেই এই বানরবর এক্ষণে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। যে হেতু, এই অঙ্গদ নীতিশাস্ত্র দ্বারা রাজকার্য্য দর্শন পূর্ব্বক সাম, দান, ক্ষমাদিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মার্জ্জিত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। তবে তুমি ইহার নিমিত্ত কেন শোক করিতেছ? হে অনিন্দিতচরিতে! সমস্ত বানরগণ, তোমার পুত্র অঙ্গদ এবং বানরপতির সমস্ত রাজ্য তোমারই বশবর্ত্তী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব এই শোকসন্তপ্ত সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি আদেশ কর; তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই অঙ্গদ রাজ্য শাসন করুন। এই অঙ্গদ পুত্রের প্রয়োজনীয়তা ও বালির সম্প্রতি কর্ত্তব্য-ক্রিয়া, এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করুন, এই সময়ে উক্ত কর্ম্ম সকলই কর্ত্তব্য। বানররাজ বালির অগ্নিসংস্কার করিয়া অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। তুমি পুত্রকে সিংহাসনস্থিত দর্শন করিলে শান্তিলাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।" হনুমানের সেই বাক্য শুনিয়া ভর্ত্তার মরণে অতি দুঃখিতা তারা তত্রস্থিত হনুমান্‌কে বলিলেন, "অঙ্গদের তুল্য শত পুত্র অপেক্ষা এই গতপ্রাণ বীরবর বালির গাত্রসংস্পর্শও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। স্ত্রীত্ব-হেতুক আমি সুগ্রীব বা অঙ্গদের প্রভু বা রাজযোগ্যা হইতে পারি না; বালির পর অঙ্গদের পিতৃব্য সুগ্রীব রাজ্যের সমস্ত কার্য্যেরই প্রভু হইবেন। হে হনুমন্! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, এরূপ বুদ্ধি করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; যে হেতু, পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা বন্ধু হইতে পারেন না। হরিরাজ বালির আশ্রয় ব্যতিরেকে ইহলোকে বা পরলোকে আমার মঙ্গলকর আর কিছুই নাই। এই সম্মুখস্থিত নিহত বীর কর্ত্তৃক সেবিত এ শয্যা সেবা করা আমার পক্ষে একান্তই শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই।" ১-১৬।

দ্বাবিংশ সর্গ।

সুগ্রীবের হস্তে অঙ্গদকে দিয়া বালির প্রাণত্যাগ।

মুমূর্ষু-শয্যায় অবস্থিত বালি চারিদিকে দর্শন করিতে করিতে মন্দ মন্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রস্থিত সুগ্রীবকে দেখিতে পাইল। বালি বিজয়প্রাপ্ত সেই হরিবর সুগ্রীবকে সুব্যক্ত বাক্য দ্বারা স্নেহসহকারে এই বাক্য বলিল, "হে সুগ্রীব! পূর্ব্বদোষ-হেতু বর্ত্তমান বা ভবিষ্য সময়ে আমার প্রতি দোষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। আমাদের উভয়ের একেবারে সৌভ্রাত্র-সুখ ও রাজ্যসুখ লাভ হইবে না; যেহেতু, ঐ উভয়বিধ সুখ বিঘটিত হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন এই বনবাসিগণের রাজ্য লাভ কর, আমি এক্ষণে যমালয়ে গমন করিতেছি। আমি এক্ষণে জীবন, রাজ্য, বিপুল রাজলক্ষ্মী এবং অনিন্দিত যশঃ সমস্তই পরিত্যাগ করিতেছি। হে বীর! আমি এই অবস্থায় যাহা বলিতেছি, তাহা দুষ্কর হইলেও তাহা সম্পাদন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। সুখযোগ্য, সুখদ্বারা সংবর্দ্ধিত বুদ্ধিমান্ বালক বাষ্পমুখে ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে, অবলোকন কর। আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর গুণবান্ এই পুত্রকে ঔরস-পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিবে। হে বানরেশ্বর! আমি যেমন পূর্ব্বে ইহার সমস্ত প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতাম, তুমিও সেইরূপ করিবে; তুমি ইহার সর্ব্বপ্রকারে পিতা, দাতা ও পরিত্রাতা এবং ভয়ে অভয়দাতা হইবে। তোমার তুল্য পরাক্রমশালী শ্রীমান্ তারা-তনয় রাক্ষসগণের বধকালে তোমার অগ্রবর্ত্তী হইবে। এই তেজস্বী যুবা তারাপুত্র বলবান্ অঙ্গদ রণে বিক্রম-প্রকাশ পূর্ব্বক অনুরূপ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবে। সুষেণ-দুহিতা তারা সূক্ষ্মার্থ-নিশ্চয়-বিষয়ে বিশেষ নিপুণা।

* প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া উপবেশন করাকে "প্রায়ব্রত" বলে।

এই সাধ্বী যাহা বলিবে, তাহা তুমি অসংশয়ে সম্পাদন করিবে, এই তারার মত কখনই অন্যথা হয় না। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে রামের কার্য্য সাধন করিবে; যদি না কর, তবে অধর্ম্ম হইবে। তাঁহার অবমাননা করিলে, ধর্ম্মভ্রংশ হেতু তোমাকেও তিনি হনন করিবেন। হে সুগ্রীব! এই দিব্য কাঞ্চনী মালা তুমি পরিধান কর, ইহাতে অত্যুত্তম লক্ষ্মী বাস করেন; আমি মরিলে ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিবে।" বালি ভ্রাতৃসৌহৃদ্যবশে এইরূপ বলিলে সুগ্রীব হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ম্লানমূর্ত্তি হইল। সুগ্রীব অতন্দ্রিত-ভাবে বালি-কথিত বাক্যানুরূপ কার্য্য করিয়া তাহার আজ্ঞানুসারে কাঞ্চনী মালা ধারণ করিল। আসন্নমৃত্যু বালি সেই কাঞ্চনমালা প্রদান করিয়া অগ্রস্থিত আত্মজ অঙ্গদকে স্নেহবশে বলিতে লাগিল, "তুমি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে ক্ষমা করিয়া দেশ-কাল অনুসারে সুখ দুঃখ সহিয়া সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হও। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে আমি যেমন তোমার লালন-পালন করিতাম, সেরূপে অবস্থিত হইলে সুগ্রীব তোমাকে অধিকতর ভালবাসিবে না; অতএব তুমি সুগ্রীবের সেবাপরায়ণ হইবে। হে অরিন্দম! তুমি উহার অমিত্র বা শত্রুর সহিত মিলিত হইও না। সুগ্রীব তোমার ঈশ্বর ও পালনকর্ত্তা; তুমি শান্ত হইয়া উহার বশবর্ত্তী হইবে। তুমি অতিপ্রণয় বা অপ্রণয় করিবে না, এই উভয়ই মহা দোষের আকর; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চলিবে।" এইরূপ বলিলে শরপীড়িত বালির নেত্র এবং দন্ত বিবৃত ও ভীষণদর্শন হইল; তখন বালির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তদনন্তর সমস্ত বানর ও বানরপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। বানরেশ্বর বালি স্বর্গগত হইলে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর উদ্যান সমস্ত ও পর্ব্বত সকল পরিশূন্য হইল। হরিশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বগণের পরাজয়কারী মহাত্মা বালি নিহত হইলে বানরগণ সকলেই নিষ্প্রভ হইল। "মহাবাহু গোলভ নামক গন্ধর্ব্বের সহিত বালির ঘোরতর যুদ্ধ হয়, পঞ্চদশ বৎসর, দিবস বা রাত্রিতে উহা বিরামপ্রাপ্ত হয় নাই। তদনন্তর ষোড়শ বর্ষে বালি তাহাকে নিহত করিয়াছিল,-করালদংষ্ট্রাবান্ বালি সেই দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বকে নিহত করিয়া আমাদিগের সকলকেই ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। হায়! এই বালি কেন নিপাতিত হইল!" যেমন সিংহযুক্ত মহাবনে গোযূথপতি নিহত হইলে গোগণ সুখ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ বানরাধিপতি বালি নিহত হইলে বানরগণ এই বলিয়া কোনরূপেই সুখ লাভ করিতে পারিল না। তদনন্তর তারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া মৃত ভর্ত্তার বদন দর্শনপূর্ব্বক আশ্রিতা লতা যেমন মহাতরুকে আলিঙ্গন করিয়াই ভূমিতলে পতিত হয়, সেইরূপ বালিকে আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। ১-৩২।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

পতিশোকে তারার খেদ।

তদনন্তর কপিরাজ বালির মুখ আঘ্রাণ করিয়া তারা লোকবিশ্রুত মৃত পতিকে বলিতে লাগিল, "বীরবর! তুমি আমার বাক্য না শুনিয়া পাষাণব্যাপ্ত বিষম দুঃখকর ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হে বানরেন্দ্র! আমি দেখিতেছি, আমা অপেক্ষা মহী তোমার প্রিয়তরা; যে হেতু, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়নে রহিয়াছ এবং আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এই রামরূপ বিধি সুগ্রীবের বশীভূত হইল, সে অদ্যই ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইবে; অতএব সুগ্রীবই বিক্রমশালী ও সাহসিক বোধ হইতেছে। ভল্লুকমুখ্য ও প্রধান প্রধান বানরগণ তোমার উপাসনা করিতেছে, তাহাদের এবং শোককারী অঙ্গদের বিলাপবাক্য এবং আমার এই বিলাপবাক্য শুনিয়া তুমি জাগরিত হইতেছ না কেন? পূর্ব্বে যেখানে তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শত্রু সকল শয়ন করিত, এক্ষণে আপনি যুদ্ধে নিহত হইয়া সেই বীর-শয়নে শয়ন করিয়াছ। হে যুদ্ধপ্রিয়! হে মানদ! হে প্রিয়তম! আমি অনাথা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গমন করিতেছ? পণ্ডিতগণ শূর ব্যক্তিকে কন্যা প্রদান করিবেন না; যে হেতু, শূর-ভার্য্যা আমি সদ্যঃ বিধবা হইলাম। আমার মানতরু ভগ্ন হইল, স্থিরতর সুখ বিনষ্ট হইল, আমি এক্ষণে অগাধ বিপুল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। আমি বিবেচনা করি, আমার হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও লৌহময়; যে হেতু, প্রিয়তম ভর্ত্তাকে নিহত দেখিয়া এখনও শতধা বিদীর্ণ হইল না। হায়! আমার প্রিয়ভর্ত্তা স্বভাবতই আমার প্রিয়, প্রহারে পরাক্রমশালী ও শূর; তিনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যে নারী পতিহীনা, সে পুত্রবতী ও ধনধান্যবিশিষ্টা হইলেও বুধগণ তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। তুমি পূর্ব্বে লাক্ষারাগতুল্য আস্তরণবিশিষ্ট শয্যায় শয়ন করিতে, এক্ষণে স্বীয় গাত্র-নির্গত রুধির-ব্যাপ্ত পৃথিবী-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হে বানরেন্দ্র! তোমার গাত্র রেণু ও শোণিতদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, আমি বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইতেছি না। এই অতিদারুণ বৈর-বিষয়ে সুগ্রীব কৃতকৃত্য হইল, যে হেতু, রাম-প্রযুক্ত একটি শর দ্বারাই তাহার ভয় দূরীভূত হইল। তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তোমার গাত্রস্পর্শ করিতে গিয়া হৃদয়ে লগ্ন শর দ্বারা বারিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছি।" তারার সেই বিলাপ-বাক্য শুনিয়া নীল বালির বক্ষঃস্থল হইতে গিরিগহ্বরস্থিত প্রদীপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় সেই বাণ উদ্ধৃত করিল। অস্তাচলের মস্তকস্থিত দিনকরের রশ্মির ন্যায় সেই উদ্ধৃত বাণের দীপ্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ধরাধর হইতে তাম্র ও গৈরিকসংযুক্ত নিপতিত ধারার ন্যায় বালির ক্ষতস্থান হইতে শোণিত-ধারা নির্গত হইয়া চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল। তারা অস্ত্র দ্বারা আহত, শূরবর, রণ রেণু দ্বারা পরিব্যাপ্ত বালিকে নয়নজাত অশ্রু-বারি সেচন দ্বারা মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। নিহত পতির সর্ব্বাঙ্গ রুধির-ধারা-পরিব্যাপ্ত দেখিয়া তারা পিঙ্গলনেত্র পুত্র অঙ্গদকে বলিলেন, "পুত্র! এক্ষণে পূর্ব্বতন পাপনিরত তোমার পিতার শেষ অবস্থা অবলোকন কর, এক্ষণে প্রাণ-বিনাশের পর ইঁহার বৈরিতার অবসান হইল। পুত্র! তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট, যমভবনে গত, নরপতি, মানদ পিতার চরণ-বন্দনা কর।" "এই আমি পিতার চরণ-বন্দনা করি" এই বলিয়া অঙ্গদ গাত্রোত্থান করিয়া স্থূল ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয়দ্বারা পিতার চরণ গ্রহণ করিল। তখন তারা বলিলেন, "বানরবর! এই অঙ্গদ অভিবাদন করিতেছে, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ইহাকে 'দীর্ঘায়ু হও' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছ না কেন? তুমি গতচেতন হইয়াছ, আমি পুত্রের সহিত সিংহ কর্ত্তৃক নিপাতিত বৃষের সবৎসা গাভীর ন্যায় তোমার নিকটেই অবস্থিতি করিতেছি। তুমি সংগ্রাম-যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়াছ, এক্ষণে পত্নী ব্যতিরেকে রামের অস্ত্র-

রূপ বারি দ্বারা তোমার যজ্ঞান্ত-স্নান কিরূপে সম্পন্ন হইবে? দেবরাজ সংগ্রামে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে কাঞ্চনী মালা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মালা কি আমি এখানে দর্শন করিতেছি না? হে মানদ! আবর্ত্তমান সূর্য্যের প্রভা যেমন অস্তাচলকে পরিত্যাগ করে না, তুমি গতপ্রাণ হইলেও রাজশ্রী তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! আমি তোমাকে যে হিতকর বাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা তুমি গ্রহণ কর নাই, আর আমি আমাকে নিবারিত করিয়া রাখিতেও সমর্থ হই নাই, এক্ষণে যুদ্ধস্থলে নিহত তোমার সহিত সপুত্রা আমিও বিনষ্ট হইলাম, হায়! এক্ষণে লক্ষ্মীদেবী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন।" ১-৩০।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

সুগ্রীব ও তারার খেদ।

অত্যন্ত বেগশালী, দুস্তর অতুল শোক-মহার্ণব দ্বারা পরিপ্লুতা তারাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া বালির অনুজ ভ্রাতা বলবান্ সুগ্রীব ভ্রাতার বধ-হেতু অত্যন্ত সন্তাপিত হইল। তারাকে বাষ্পপূর্ণ-নয়না দর্শন করিয়া সেই মনস্বী সুগ্রীব অত্যন্ত দুঃখিত ও খিন্নমনা হইয়া, ভৃত্যবর্গের সহিত ধীরে ধীরে রামের সমীপে গমন করিল। সুগ্রীব রামের নিকটে গমন করিয়া উগ্র ভুজঙ্গসদৃশ বাণবিশিষ্ট-শরাসনধারী, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত, যশস্বী রামচন্দ্রকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিতে লাগিল, "হে নরেন্দ্র! আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিয়া কর্ম্মফল দেখাইলেন। আমি কুৎসিতজীবন হইয়া ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। বালি নিহত হইলে এই তারা, অঙ্গদ ও পুরবাসী জনগণ দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতেছে; অতএব রাজ্যলাভে আমার মন সুখ-শান্তি লাভ করিতেছে না। ক্রোধে, অমর্ষে, ধর্ষণা ও অবমাননা-হেতু, পূর্ব্বে ভ্রাতার বধ আমার অনুমত ছিল, হে ইক্ষ্বাকুবর! বানররাজ বালি হত হইলে এক্ষণে আমি অত্যন্ত তীক্ষ্ণরূপে পরিতপ্ত হইতেছি। সেই শৈলশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিয়া যেমন তেমন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করা আমার শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতেছি, ইহাঁকে নিহত করিয়া স্বর্গলাভও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করি না। এই মতিমান্ মহাত্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'তোমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি যথেচ্ছ স্থানে বিচরণ কর।' তাঁহার বাক্যের অনুরূপ এই বাক্য ও ভ্রাতৃবধরূপ কর্ম্ম দুষ্টবুদ্ধি আমার অনুরূপ হইতেছে। কামভোগে অত্যন্তাসক্তিমান্ আমি ভ্রাতা হইয়া রাজ্যের তৎসুখের ও ভ্রাতৃবধরূপ দুঃখের তারতম্য বিচার করিয়া, মহাগুণসম্পন্ন ভ্রাতার বধ কিরূপে সম্মত ও রুচিকর হইতে পারে? হায়! আপন মাহাত্ম্যের ব্যতিক্রম হইবে, এই ভাবিয়া আমাকে বধ করিতে সেই মহাত্মার মন ছিল না; ভ্রাতার প্রাণহারী আমি বুদ্ধির দুষ্টতা-প্রযুক্ত আমার সেই মাহাত্ম্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। বালি তাড়ন আরম্ভ করিলে আমি যখন পলায়ন করিয়া রোদন ও চীৎকার করিতাম, তখন তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন যে, 'এরূপ কার্য্য আর করিও না'; কিন্তু আমাকে বধ করিতেন না। মহাত্মা বালি আপনার আর্য্যভাব ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু আমি কাম, ক্রোধ ও বানরত্ব প্রদর্শন করিয়াছি সন্দেহ নাই। দেবরাজ বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়া যেমন পাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি ভ্রাতার বধ করিয়া, সেইরূপ চিন্তার অযোগ্য দর্শনের অযোগ্য এবং কামনার অযোগ্য, ভ্রাতৃবধরূপ পাপ উপার্জ্জন করিলাম। মহী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণ ইন্দ্রের সেই পাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বানরজাতীয় আমার পাপ গ্রহণ করিতে কে ইচ্ছা করিবে? হে রাঘব! এইরূপ অযুক্ত, অধর্ম্মযুক্ত, কুলনাশক কর্ম্ম করিয়া, আমি প্রজাগণের সম্মান ও যৌবরাজ্যেরও যোগ্য নহি; রাজ্য-প্রাপ্তির যোগ্য কিরূপে হইব? বৃষ্টির বারিবেগ যেমন নিম্নভাগকে ভজনা করে, সেইরূপ অতি কুৎসিত পাপকারী, লোকের অপকারী, ক্ষুদ্র ব্যক্তি আমার এই মহান্ শোকবেগ প্রবর্ত্তিত হইল। সহোদর-বিনাশ যাহার অন্যান্য গাত্রভাগ এবং লোম সকল সহোদর-বিনাশজাত, সন্তাপ যাহার হস্ত, নেত্র, শির ও দন্ত, সেই মদমত্ত পাপময় মহান্ হস্তী নদীকূলের ন্যায় আমাকে আহত করিতেছে। হে নরবর! বিবর্ণ স্বর্ণ অগ্নিমধ্যে পরিতপ্ত হইলে মল যেমন তাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই অসহ্য পাপ দ্বারা আমার হৃদিস্থিত জন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্য নিবর্ত্তিত হইতেছে। হে রাঘব! অঙ্গদের শোকতাপ হেতু মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণের এই কুলের অর্দ্ধভাগ বিনষ্ট হইল এবং অর্দ্ধভাগ জীবিত রহিল, আমি এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। হে বীরবর! পুত্রও সুলভ এবং সুবশ্য সুজনও সুলভ, কিন্তু অঙ্গদের ন্যায় গুণবান্ পুত্র কোথায় লাভ হইবে? আর এমন দেশ কোথাও নাই, যেখানে আমার সেই ভ্রাতা বালিকে প্রাপ্ত হইতে পারিব। এখন বালি ব্যতিরেকে আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না; তাঁহার মাতা যদি বাঁচে, তবে অঙ্গদের প্রতিপালন নিমিত্তই বাঁচিবে; কিন্তু পুত্র ব্যতিরেকে তিনি কদাচই জীবন ধারণ করিবেন না, ইহাই আমার স্থির-নিশ্চয়। অতএব আমি এই পাপ-জীবন রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি না, আমি ভ্রাতা ও অঙ্গদের সমানতা ইচ্ছা করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব। আর এই সমস্ত বানরগণ আপনার আদেশে বর্ত্তমান থাকিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। হে মনুজেন্দ্রনন্দন! আমি বিদ্যমান না থাকিলেও ইহারা আপনার সমস্ত কার্য্যই সাধন করিবে। আপনি কুলনাশক, জীবন-ধারণের অযোগ্য, কৃতপাপ আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।" সুগ্রীব অত্যন্ত কাতর হইয়া এইরূপ বলিলে পরন্তপ রঘুবীর রামচন্দ্র বাষ্পপূর্ণ-নয়নে মুহূর্ত্তকাল বিমনা হইয়া রহিলেন। এই সময়ে ক্ষিতির ন্যায় ক্ষমাবান্ ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা রামচন্দ্র শোকাপনয়নে সমুৎসুক হইয়া অতিশয় দুঃখে নিমগ্না রোদনশীলা তারার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন প্রধান মন্ত্রিগণ উদারবুদ্ধি কপিরাজপত্নী চারুনেত্রা তারাকে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইলেন। মন্ত্রিগণ যখন পতির নিকট হইতে আনিতেছিলেন, তখন তারা হস্তাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক পতির নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। যখন রামের নিকট আনীতা হইলেন, তখন নিজ তেজে প্রজ্বলিত দিবাকরের ন্যায় রামচন্দ্রকে অবলোকন করিলেন। মৃগনেত্রা তারা চারুনেত্র, অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, পুরুষপ্রধান রামকে দেখিয়া, 'এই সেই কাকুৎস্থ রামচন্দ্র', এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলেন। অতি দুঃখিতা তারা সেই দুর্দ্ধর্ষ, ইন্দ্রতুল্য, মহানুভব রামচন্দ্রের সমীপে কাতরভাবে সত্বর ও বিহ্বল হইয়া গমন করিলেন। শোকভরে চঞ্চলভাব-সম্পন্না মনস্বিনী তারা বিশুদ্ধভাববিশিষ্ট, রণস্থলে উৎকর্ষভাবান্বিত রামচন্দ্রের

সমীপে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনি দুর্দ্ধর্ষ, অপ্রমেয়, জিতেন্দ্রিয়, উত্তম-ধর্ম্মবিশিষ্ট, বিচক্ষণ, উদারকীর্ত্তি, ক্ষিতিতুল্য ক্ষমাবান্ ও রক্তাক্ষ। আপনার গাত্র অতিশয় দৃঢ়, আপনি মহাবল, ধনুর্ব্বাণধারী, দিব্যদেহ ও লক্ষ্মীযুক্ত। আপনি যে বাণে আমার পতি বালিকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই বাণ দ্বারা আমাকেও সংহার করুন; আমি নিহত হইয়া,উহাঁর নিকট গমন করিব; যে হেতু, বালি আমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে রমণ করেন না। হে অমল-পদ্মনেত্র! ইনি স্বর্গে গমন পূর্ব্বক আমাকে না দেখিয়া উচ্চতর তাম্রচূড়াবিশিষ্ট বিচিত্র অপ্সরাগণকেও ভজনা করিবেন না। হে বীর! আপনি যেমন জানকী-বিরহিত হইয়া মনোহর হিমালয়ের নিতম্বদেশেও রমণ করেন না, সেইরূপ আমা ব্যতিরেকে বালি স্বর্গেও শোক এবং বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। আপনি জানেন যে, বনিতা-বিহীন কুমার-পুরুষ দুঃখ প্রাপ্ত হয়; তাহা জানিয়া আপনি আমাকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে বালি আর আমার অদর্শন-জনিত দুঃখপ্রাপ্ত হইবেন না। হে রাজপুত্র! আপনি মহাত্মা বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন যে, আমাকে বধ করিলে স্ত্রীহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে; কিন্তু তাহা আপনার ঘটিতেছে না। যে হেতু, এই তারা ও বালির আত্মা একরূপ বিবেচনা করিবেন, তাহা হইলেই আর স্ত্রীবধের পাপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আপনি জানেন, শাস্ত্রবিচারে ও বেদবাক্য প্রমাণে নারী পুরুষের সহিত অভিন্নাত্মা, দার-দান অপেক্ষা লোকে উৎকৃষ্ট অন্য দান আর নাই, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। হে বীর! আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে বধ করিয়া বালিকে দার প্রদান করুন, ইহা দ্বারা আপনি স্ত্রী-দানের ফললাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে আপনার স্ত্রীহত্যার পাপ সংঘটিত হইবে না। আমি অনাথা, প্রিয়সকাশ হইতে অন্যত্র নীয়মানা এবং কাতরা; আমাকে বধ না করা আপনার অনুচিত কর্ম্ম। আমি কাঞ্চনমালী, ধীমান্ মাতঙ্গগামী, বানরশ্রেষ্ঠ বালি ব্যতিরেকে জীবন-ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।" মহাত্মা বিভু রামচন্দ্র তারা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া হিতকর-বাক্যে বলিলেন, "হে বীরভার্য্যে! তুমি বিমনা হইও না। এই অখিল লোক বিধাতৃ-কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, জানিও। সকলেই কহিয়া থাকেন, সমস্ত সুখদুঃখ-সংযোগ তিনিই করিয়া থাকেন; এই তিনলোক সৃষ্টি করিয়া তিনিই সমস্তের বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। লোক সকল তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া সেই বিধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। তোমার পুত্র যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে তুমি বালির সংযোগ-জনিত প্রীতিই প্রাপ্ত হইবে; বিধাতা সেইরূপই বিধান করিয়াছেন। তুমি জানিও যে, বীরপত্নীগণ কখন বিলাপ করেন না।" প্রভাবশালী পরন্তপ মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া সুবেশধারিণী বীরপত্নী তারা বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ১-৪৫।

পঞ্চবিংশ সর্গ

বালির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসমাপন

সলক্ষ্মণ রামচন্দ্র সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদ, সমান শোকসম্পন্ন সকলকে সান্ত্বনা-সূচক এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন, "যাহাতে মৃত ব্যক্তি শ্রেয়োলাভ করে, তাহাই কর; অতএব শোক-পরিতাপে প্রয়োজন নাই; তোমরা অতঃপর বালির পারলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন কর। লোকাচারের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; অতএব বাষ্পমোচন করিয়া তোমরা তাহার অনুষ্ঠান করিলে; কিন্তু কাল অতিক্রম করিয়া কোন কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হইবে না; যে হেতু,কালকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। নিয়তি অর্থাৎ কালই লোকসৃষ্ট্যাদির বিষয়ে কারণ, নিয়তিই কর্ম্ম-সাধনের কারণ এবং নিয়তিই সমস্ত জীবগণের নিয়োগ-বিষয়ে কারণ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি কাহারও কর্ত্তা নহে, কোন ব্যক্তি কাহারও নিয়োগে ঈশ্বর নহে; লোক সকল পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে অবস্থিতি করিতেছে। কালরূপ ঈশ্বর কালকে অর্থাৎ জন্ম-মরণাদিরূপ ব্যবস্থাকে অতিক্রম করেন না। ভগবান্ কাল কখন হীন হন না, পূর্ব্বকৃত অদৃষ্ট প্রাপ্ত হইয়া কোন উৎকৃষ্ট জীব দেবতাদিকেও অতিক্রম করেন না, অর্থাৎ যে উৎপত্তিযোগ্য, সে উৎপন্ন হয়, যে নশ্বর, সে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কালের বন্ধুত্ব নাই, অর্থাৎ কালপ্রাপ্ত হইলে তিনি সকলকেই সংহার করিয়া থাকেন; কালের হেতু নাই, অর্থাৎ মন্ত্র-ঔষধাদি কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; কালের উপর কাহারও পরাক্রম প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তিও কালপ্রাপ্ত হইলে নিধন পাইয়া থাকে; কালের মিত্র-জ্ঞাতি-সম্বন্ধ নাই এবং কালের কারণই কাল আত্ম-বশে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কালের পরিপাকস্বরূপ হইয়া কালচক্রে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। বিবেকবান্ ব্যক্তিগণ তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। এই বানররাজ বালি সাম, দান ও অর্থ-সংযোগে পবিত্র ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হইয়া এখান হইতে স্বকীয় প্রকৃতিতে গমন করিয়াছে। মহাত্মা বালি কাল-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হরিরাজ বালি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়তি জানিও। অতএব পরিতাপে প্রয়োজন নাই; এক্ষণে কালোচিত কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।" রামের বাক্য শেষ হইলে পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ বীতচেতন সুগ্রীবকে বলিলেন, "সুগ্রীব! তুমি তারা ও অঙ্গদের সহিত এক্ষণে বালির দাহকার্য্য নির্ব্বাহ কর। বালির সংস্কার-নিমিত্ত শুষ্ক বহুতর দিব্য চন্দনকাষ্ঠ আনয়ন কর; সুদীন অঙ্গদকে আশ্বাসিত কর; তুমি এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি হইও না, এখন পুরী তোমারই অধীন জানিও। অতঃপর অঙ্গদ মালা ও বিবিধ বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধাদি যাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই আনয়ন করুক। হে সচিব! সত্বর শিবিকা লইয়া আইস। সত্বর হওয়া এই সময়ে বিশেষরূপ গুণের বিষয় জানিবে। শিবিকাবহনে যোগ্য বানরগণ বলবান্ বালিকে বহন করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হউক।" সুমিত্রার আনন্দ-বর্দ্ধন পরন্তপ লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এই বলিয়া ভ্রাতৃ-নিকটে অবস্থিত হইয়া রহিলেন। সচিববর লক্ষ্মণের সেই বাক্য শুনিয়া শিবিকা আনয়ন করিবার মানসে সত্বর গুহাতে প্রবেশ করিল। সে বহনোচিত শূর বানরগণ কর্ত্তৃক বাহিতা শিবিকা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিল। দিব্য ও স্যন্দনতুল্য এবং ভদ্রাসন-বিশিষ্ট, উত্তম চিত্রিত কার্য্যযুক্ত ও পক্ষীর আকৃতিবিশিষ্ট, সুর্ঘটিত, চিত্রিত-পদাতিগণে ভূষিত, সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায় জাল-বাতায়নযুক্ত, বিশাল ও উত্তম কারুকার্য্য-বিশিষ্ট, শিল্পি-কর্ত্তৃক দারুনির্ম্মিত, ক্রীড়াপর্ব্বতযুক্ত, পরিষ্কৃত, বর-আভরণ-হার-বিশিষ্ট ও চিত্রমালা দ্বারা শোভিত এবং পঞ্জর-বিশিষ্ট, রক্তচন্দন-ভূষিত, পুষ্পাদি দ্বারা আচ্ছন্ন ও পদ্মমালা-বিশিষ্ট,তরুণ আদিত্য-বর্ণ দ্বারা দীপ্য-

মান, মহার্হ বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত সেই শিবিকা অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন,"সত্বর বালিকে লইয়া তাহার দাহ ও প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ কর।" অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকা উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে গতজীবিত বালিকে আরোপিত করিয়া বিবিধ মাল্য, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা তাহাকে ভূষিত করিল। তখন বানররাজ সুগ্রীব বালির ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া করিতে অনুমতি প্রদান করিল, "বিবিধ বহুতর রত্নসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে বানর সকল অগ্রে অগ্রে গমন করুক, তৎপরে শিবিকা গমন করিতে থাকুক। হে বানরগণ! যাহাতে ভূতলে রাজাদিগের বিশেষ ঐশ্বর্য্য দৃশ্য হয়, সেইরূপে বালির সৎক্রিয়া নির্ব্বাহ করা হউক।" সেইরূপে বালির ঔর্দ্ধদেহিককার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অঙ্গদের সমভিব্যাহারে নিহতবান্ধব মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তদনন্তর বানরীগণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। নিহতবান্ধব তারা প্রভৃতি বানরীগণ 'বীর বীর' শব্দে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে অনুগমন করিল। সেই বানরীগণের রোদন-শব্দে বন ও গিরিগণ রোদন করিতে লাগিল। বনচারী বানরগণ নদীর পুলিন-দেশে জলসংযুক্ত নির্জ্জন স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। বানর-প্রবরগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া শোকপরায়ণ হইয়া একান্তে অবস্থিত রহিল। অনন্তর তারা শিবিকাতলশায়ী পতিকে দেখিয়া ক্রোড়দেশে তাহার মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা বানর-মহারাজ! হা নাথ! হা মৎপ্রিয়! হা মহাবাহো! হা মহার্হ! তুমি আমাকে অবলোকন কর। হে মানদ! এই সকল বানরবর্গ শোকে পীড়িত হইয়াছে, তুমি দেখিতেছ না কেন? তোমার প্রাণ বিগত হইলেও তোমার মুখ যেন প্রহৃষ্ট রহিয়াছে এবং জীবিতের ন্যায় অস্তগত সূর্য্যের সদৃশ বোধ হইতেছে। হে বানররাজ! এই রামরূপ কাল তোমাকে কর্ষণ করিতেছে; ইনি রণস্থলে একটি শর দ্বারাই এই সমস্ত রমণীগণকে বিধবা করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত বানরীগণ প্লুতগতি দ্বারা গমন করিতে জানে না, ইহারা পাদচারে এত দূরে আগমন করিয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? হে হরিবর! এই চন্দ্রাননা ভার্য্যাসকল তোমার ইষ্টাকাঙ্ক্ষিণী, তুমি ইহাদিগকে ও সুগ্রীবকে দর্শন করিতেছ না কেন? রাজন্! এই তারা প্রভৃতি মহিষীগণ, সচিববর্গ ও পুরবাসী জনগণ তোমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হে অরিন্দম! তুমি এই সমস্ত সচিবকে বিদায় দাও। তদনন্তর আমরা সকলে এই বনে কামে প্রমত্ত হইয়া ক্রীড়া করিব।" পতিশোকে আকুলা তারা এইরূপে বিলাপ করিলে শোকান্বিতা বানরীগণ তাঁহাকে উত্থাপিত করিল। অনন্তর সুগ্রীবের সহিত অঙ্গদ রোদন করিতে করিতে শোকে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া বালিকে চিতার উপর আরোপিত করিল। অনন্তর কাতরেন্দ্রিয় অঙ্গদ বিধিপূর্ব্বক দীর্ঘপথে গমনকারী পিতাকে অগ্নি প্রদান করিয়া অপসব্য করিল। বানর-প্রবরগণ বিধিপূর্ব্বক বালির সৎকার করিয়া উদক-ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত পবিত্র ও নির্ম্মলজলা নদীতে আগমন করিল। তদনন্তর অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া সুগ্রীব তারা প্রভৃতি সকলেই জলসেচন করিতে লাগিল। মহাবল, সমান-শোকশালী রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত দীনভাবে বালির প্রেতকার্য্য করাইলেন। তদনন্তর প্রথিতপৌরুষ রাম কর্ত্তৃক এক শর দ্বারা নিহত, প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী বালিকে অগ্নি দ্বারা প্রদীপিত ও দগ্ধ করিয়া সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১-৫৪।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক।

তদনন্তর শোকাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত, আর্দ্রবাসা সুগ্রীবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বানর-প্রধানগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। সমস্ত বানরগণ মহাবাহু অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের নিকট পিতামহের সমীপবর্ত্তী ঋষিগণের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিল। অনন্তর তরুণ সূর্য্য-সদৃশ আননবিশিষ্ট কাঞ্চন-শৈলতুল্য পবনপুত্র হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল, "হে কাকুৎস্থ! আপনার প্রসাদে এই সুগ্রীব বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট, বল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা বানরগণের এই পিতৃপৈতামহ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ইনি সুহৃদ্গণের সহিত আপনার আদেশে সুশোভন নগরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ইনি বিবিধ গন্ধ ও ওষধি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত হইয়া রত্নমাল্যাদি দ্বারা আপনাকে বিশেষরূপে পূজা করিবেন। আপনি এই রম্য গিরি-গুহাতে প্রবেশ করিয়া স্বামি-সম্বন্ধ-বন্ধন পূর্ব্বক এই বানরগণকে হর্ষযুক্ত করুন।" বুদ্ধিমান্ বাক্যবিশারদ পরন্তপ রাঘব হনুমানের সেই বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "হে হনুমন্! সাধো! আমি পিতার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর গ্রাম বা পুরে প্রবেশ করিব না। বানর-শ্রেষ্ঠ বীরবর সুগ্রীব পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হউক, তোমরা তাহাকে বিধিপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত কর।" রাম হনুমান্‌কে এইরূপ বলিয়া সুগ্রীবকে বলিলেন, "তুমি আচারজ্ঞ, অতএব এই বলবিক্রমশালী বীর অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। জ্যেষ্ঠের পুত্র বিক্রমশালী উদারাত্মা অঙ্গদ যৌবরাজ্যের উপযুক্ত পাত্র। হে সৌম্য! বর্ষাসম্বন্ধি যে চারি মাস প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সলিলবর্ষী শ্রাবণ মাস সেই সকলের পূর্ব্বে; অতএব এখন সীতান্বেষণের উদ্যোগ হইবে না। তুমি এক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ কর, আমি লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বাস করিতেছি। হে সৌম্য! এই গিরিগুহা মারুতযুক্ত, মনোহর, বিশাল, প্রভূত-সলিল-বিশিষ্ট এবং প্রভূত কমল ও সলিলে শোভিত; অতএব ইহা আমার বাসের একান্ত উপযুক্ত। কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে তুমি রাবণ-বধের নিমিত্ত যত্ন করিও; ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা; অতএব এক্ষণে তুমি পুরীমধ্যে প্রবেশ কর। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুহৃদ্গণের হর্ষবর্দ্ধন কর।" বানরবর সুগ্রীব রামের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বালি-পালিত মনোরম কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে প্রবিষ্ট হইল। বানরেন্দ্র সুগ্রীব পুরীতে প্রবিষ্ট হইলে সহস্র সহস্র বানর তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার সহিত প্রবেশ করিল। তদনন্তর সমস্ত প্রজাগণ হরিবর সুগ্রীবকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া বসুধাতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিল। মহাবল বীর্য্যবান্ সুগ্রীব সমস্ত প্রজাগণকে সম্ভাষণ করিয়া ভ্রাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ভীমবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রতুল্য সুগ্রীব পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে সুরতুল্য সুহৃদ্ বানরগণ তাহাকে বানর-রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। বানরগণ তাহার নিমিত্ত হেম-খচিত পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শুক্ল বাস, ব্যজন, সুশোভন দণ্ড, সমস্ত রত্ন,

সমস্ত বীজ ও ঔষধ, সক্ষীর বৃক্ষগণের প্ররোহ, কুসুম সকল, শুক্লবস্ত্র শ্বেত অনুলেপন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলপদ্ম, দিব্য চন্দন, বিবিধ বহুতর গন্ধ, অক্ষত, স্বর্ণ, প্রিয়ঙ্গু, মধু, সর্ষপ, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উৎকৃষ্ট উপানদ্‌যুগল, বিবিধ অনুলেপন-দ্রব্য, গোরোচনা, মনঃশিলা প্রভৃতি অভিষেক-দ্রব্য সকল আহরণ করিতে লাগিল। অনন্তর তথায় সুলক্ষণা ষোড়শ কন্যা হৃষ্ট হইয়া অভিষেক-স্থলে আগমন করিল। তদনন্তর বানরবরের অভিষেকের নিমিত্ত রত্ন বস্ত্র ও ভক্ষ্য দ্বারা দ্বিজবরগণকে সন্তোষিত করিল। তৎপরে মন্ত্রবিদ্‌গণ কুশ বিস্তীর্ণ ও উদ্দীপিত অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর উত্তম আস্তরণ দ্বারা আবৃত, চিত্র ও মাল্য দ্বারা শোভিত রম্য প্রাসাদের শিখরদেশে হেমগৃহমধ্যে পূর্ব্বমুখে মন্ত্রদ্বারা বিধিপূর্ব্বক উত্তম রাজাসন স্থাপন করিয়া নদ, নদী ও তীর্থ সমস্ত ও সমস্ত সমুদ্র হইতে বিমল জল আনয়ন করিয়া স্বর্ণ-কুম্ভে স্থাপন করিল। পবিত্র বৃষভশৃঙ্গ ও কাঞ্চন-কলস দ্বারা শাস্ত্রদৃষ্ট মহর্ষি-বিহিত বিধিদ্বারা গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান্, জাম্বুবান্, ইহারা বিমল সুগন্ধি সলিলদ্বারা বসুগণ যেমন বাসবকে, সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিল। সুগ্রীব এইরূপে অভিষিক্ত হইলে প্রধান প্রধান শত সহস্র বানরগণ হৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব রামের আদেশ প্রতিপালন করিয়া অঙ্গদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা বানরগণ হর্ষধ্বনি করিয়া সাধু সাধু শব্দে সুগ্রীবের প্রশংসা করিতে লাগিল। সুগ্রীব ও অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে কপিগণ প্রীত হইয়া মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের স্তুতি করিতে লাগিল। গিরি-গহ্বরস্থিত কিষ্কিন্ধ্যা হৃষ্ট-পুষ্ট জন-সমূহ দ্বারা আকীর্ণ ও ধ্বজপতাকায় সুশোভিত হইয়া মনোরমরূপে শোভা পাইতে লাগিল। কপিসেনাপতি বীর্য্যবান্ সুগ্রীব ভার্য্যা উমাকে প্রাপ্ত হইয়া সুররাজ্যের ন্যায় বানর-রাজ্যে অভিষিক্ত হইল। ১ ৪২।

সপ্তবিংশ সর্গ।

রামের বিলাপশ্রবণে লক্ষ্মণের প্রবোধ-প্রদান।

সুগ্রীব অভিষিক্ত হইলে, বানরগণ গুহা-প্রবিষ্ট হইলে, রামচন্দ্র ভ্রাতার সহিত প্রস্রবণ-গিরিতে গমন করিলেন। সেই গিরি শার্দ্দূল ও মৃগগণের ধ্বনি-বিশিষ্ট এবং ভীষণরবকারী সিংহসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, নানাবিধ গুল্ম-লতা ও পাদপগণ দ্বারা পরিপূর্ণ, ভল্লুক, বানর, গো-পুচ্ছ মার্জ্জারগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত, মেঘরাশিতুল্য, শুচিকর, সুশোভিত ও মঙ্গলপ্রদ। রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই শৈলশিখরে বিস্তৃত মহতী গুহা বাসের নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন। বিমলাত্মা রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়ম করিয়া বিনীত, লক্ষ্মীবর্দ্ধন ভ্রাতা, লক্ষ্মণকে কালোচিত মহাবাক্যে বলিলেন, "হে পরন্তপ লক্ষ্মণ! এই গিরিগুহা বায়ুবিশিষ্ট, বিশাল ও মনোহর; আমরা ইহাতে বাস করিব। তুমি দেখ, এই গিরিশিখর রম্য ও উত্তম। ইহা শ্বেত, কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ শিলা-সমূহে পরিশোভিত, নানাবিধ ধাতুদ্রব্যদ্বারা আকীর্ণ, নদীজ ভেকগণে পরিবৃত, বিবিধ বৃক্ষসমূহ দ্বারা মনোহর, বিচিত্র লতাযুক্ত, নানাবিধ বিহঙ্গম ও উত্তমোত্তম ময়ূরগণ কর্ত্তৃক নিনাদিত এবং পুষ্পিত মালতী, কুন্দগুল্ম, সিন্ধুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন সর্জ্জবৃক্ষগণ দ্বারা সুশোভিত। এই প্রফুল্ল পঙ্কজগণে মণ্ডিত জলাশয় বারিবৃদ্ধি দ্বারা আমাদিগের গুহার নিকটেও অবস্থিত হইবে। যাহার পূর্ব্বদিক্ নিম্ন থাকায় সেই দিক্ দিয়া জল নির্গত হয় এবং যে স্থানের পশ্চিমদিক্ উন্নত, তাহাই বাসের নিমিত্ত উত্তম স্থান; আমাদিগের গুহাও সেইরূপ হইবে। লক্ষ্মণ! গুহার দ্বারদেশে নিম্নতল, সুশোভন, আয়ত, ভিন্ন অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণশিলা অবস্থিত আছে। বৎস লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, উত্তরদিকে বিদলিত অঞ্জনতুল্য, উদিত মেঘের ন্যায় সুশোভন গিরিশৃঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছে। দক্ষিণদিকেও কৈলাস পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় শ্বেত অম্বর-তুল্য, নানাবিধ ধাতু দ্বারা রঞ্জিত গিরিশৃঙ্গ শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, গুহার অগ্রভাগে ত্রিকূট পর্ব্বতে জাহ্নবীর ন্যায় কর্দ্দমশূন্যা পূর্ব্ববাহিনী মন্দাকিনী নাম্নী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই তটিনী চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, অতিমুক্তক, পদ্মক, সরল, অশোক, বাণীর, তিনিশ, বকুল কেতক, হিন্তাল, আসন, নীপ, বেতস, কৃতমালক প্রভৃতি তীরজাত তরুসমূহ দ্বারা বসন ও আভরণবিশিষ্টা রমণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। নানা রত্নসমন্বিতা এই নদী শত শত পক্ষিসমূহ দ্বারা নিনাদিত, পরস্পর অনুরাগযুক্ত চক্রবাক দ্বারা সুশোভিত হইতেছে। এই নদী হংস ও সারসগণ কর্ত্তৃক সেবিতা, নানাবিধ রত্ন দ্বারা বিভূষিত হইয়া পুলিন দ্বারা যেন হাস্য করিতেছে। ইহার কোন স্থলে নীলোৎপল, কোথাও রক্তোৎ-পল, কোথাও বা দিব্য শুক্লবর্ণ কুমুদ-কোরক শোভা পাইতেছে। এই রম-ণীয়া সৌম্যদর্শনা নদী শত শত জলপক্ষী, ময়ূর ও ক্রৌঞ্চগণের কলরবে নিনাদিতা হইয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হইতেছে। দেখ, এই স্থলে চন্দন-তরুশ্রেণী এবং দিক্ সকল মানসে উদিত হইয়াই যেন শোভা পাইতেছে। অহো লক্ষ্মণ! এই স্থান কি পরম রমণীয়! হে পরন্তপ! আইস, আমরা এই স্থানে পরম সুখে বাস করি। হে নৃপতিপুত্র! সুগ্রীবের মনোরম পুরী চিত্রকানন কিষ্কিন্ধ্যা এই স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত। বিজয়িপ্রবর! ঐ শুন, শব্দকারী বানরগণের মৃদঙ্গধ্বনির সহিত গীত ও বাদিত্রশব্দ শ্রুত হইতেছে। কপিবর সুগ্রীব রাজ্য, ভার্য্যা ও মহতী রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত প্রীতি ও আনন্দ-লাভ করিবে।" এই বলিয়া রাম বহুতর গুহা ও কুঞ্জবিশিষ্ট সেই প্রস্রবণ-গিরিতে লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বহু দ্রব্যসম্পন্ন সুখকর সেই পর্ব্বতে বাস করিয়া তাঁহার অল্পমাত্রও রতি-সঞ্চার হইল না। প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী সেই হৃতা ভার্য্যা সীতাকে স্মরণ করিয়া এবং বিশেষতঃ উদয়াচলে উদিত নিশানাথকে অবলোকন করিয়া সীতা হইতে উদ্ভূত শোক-বাষ্পে হতবুদ্ধি রাম সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়াও রজনীতে নিদ্রালাভ করিতে পারিতেন না। নিত্য শোকপরায়ণ রামকে শোক করিতে দেখিয়া তুল্যদুঃখী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে অনুনয়-বাক্যে বলি-লেন, "বীরবর! আপনি ব্যথিত হইয়া শোক করিবেন না, আপনি বিদিত আছেন যে, শোককারী ব্যক্তিগণ সততই অবসন্ন হইয়া থাকে। রাঘব! আপনি লোকে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, দেবপরায়ণ, আস্তিক, ধর্ম্মশীল ও উদ্যমশালী। আপনি অধ্যবসায়শালী না হইলে, সেই কপটাচারী বিক্রান্ত রাক্ষসকে রণে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন না। আপনি মানসক্ষেত্র হইতে শোকতরু সমূলে উন্মূলন করুন, অধ্যবসায়-বুদ্ধি স্থিরতর করুন, তাহা হইলেই সপরিবার রাক্ষসকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। হে কাকুৎস্থ! আপনি বন, সাগর ও অচল সহিত পৃথিবী ওতপ্রোত করিতে সমর্থ, রাবণের সংহার ত অতি সামান্য কথা।

বর্ষাকাল উপস্থিত; আপনি শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন; তদনন্তর সসৈন্য ও সরাজ্য রাবণকে বধ করিবেন। আমি ভস্ম দ্বারা আচ্ছন্ন অনলকে আহুতি-প্রদীপিত-করণের ন্যায় আপনার প্রযুক্ত বীর্য্যকে উত্তেজিত করিতেছি।” লক্ষ্মণের শুভকর ও হিতকর সেই বাক্যের আদর করিয়া রাম সুহৃদ্ ও স্নেহান্বিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, “হে লক্ষ্মণ! তুমি অনুরক্ত, স্নিগ্ধ, হিতকর ও সত্যবিক্রমের অনুরূপ বাক্যই বলিয়াছ। এই আমি সমস্ত কার্য্যের বিনাশক শোক পরিত্যাগ করিয়া বিক্রম বিষয়ে অপ্রতিহত তেজকে উৎসাহিত করিলাম। আমি সুগ্রীবের ও নদী সকলের প্রসন্নতার অনুপালন পূর্ব্বক তোমার বচনে থাকিয়া শরৎকাল প্রতীক্ষা করিতেছি। উপকার দ্বারা যুক্ত বীর অবশ্যই প্রত্যুপকার দ্বারা যোজিত করিয়া থাকে অর্থাৎ বীরপুরুষের উপকার করিলে অবশ্যই সে প্রত্যুপকার করিয়া থাকে। যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সে মহাত্মাগণের মন অর্থাৎ মিত্রতাদি বিনষ্ট করিয়া থাকে।” অনন্তর লক্ষ্মণ রামের বাক্য যুক্তিযুক্ত নিশ্চয় করিয়া আপনার শোভন-বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক মনোজ্ঞ রামচন্দ্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “হে নরেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই আমারও অভিমত, বানরবর সুগ্রীব অচিরাৎ সাহায্যে নিযুক্ত হইবে। আপনি বর্ষাকাল যাপন করিয়া শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন। আপনি কোপ নিয়মিত করিয়া আমার সহিত একত্র বাসে বর্ষাকাল যাপন পূর্ব্বক শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন। আপনি অবশ্য শত্রুবধে সমর্থ। এক্ষণে আপনি মৃগরাজ-সেবিত এই অচলে বাস করুন।” ১-৪৮।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সীতাবিরহে রামের বিলাপ।

তখন রামচন্দ্র বালিকে নিহত, সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত ও মাল্যবান্ পর্ব্বতে বসতি করিয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, “এই সেই বর্ষাকাল উপস্থিত। ঐ দেখ, গিরিতুল্য মেঘসমূহ দ্বারা আকাশস্থলী আবৃত হইয়াছে। স্বর্গস্থলী সমুদ্রের সলিলরূপ রস সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পান করিয়া কার্ত্তিকাদি নবমমাসে গর্ভধারণ পূর্ব্বক লোকের জীবনস্বরূপ জলরূপ রসায়ন পরিত্যাগ করে। দিবাকর অম্বরে আরোহণ করিয়া কুটজ ও অর্জ্জুনমালার ন্যায় মেঘ-সোপানশ্রেণী দ্বারা উহা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। সন্ধ্যারাগ দ্বারা অরুণবর্ণ ও প্রান্তভাগে পাণ্ডুবর্ণ স্নিগ্ধ মেঘরূপ ছিন্নপট যেন অম্বরের ব্রণস্থান আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মন্দ মারুতরূপ নিঃশ্বাসযুক্ত, সন্ধ্যারাগরূপ চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত, পাণ্ডুবর্ণ জলদযুক্ত অম্বর কামাতুরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এই গ্রীষ্ম-পরিক্লিষ্টা নববারিযুক্তা মহী শোকসন্তপ্তা মহীর ন্যায় বাষ্প বিসর্জ্জন করিতেছে। মেঘের উদর হইতে নির্গত, কর্পূরলিপ্ত জলের ন্যায় শীতল ও কেতকের গন্ধযুক্ত বায়ু অঞ্জলি দ্বারা পান করিতে সমর্থ হওয়া যাইতেছে। এই শৈলে অর্জ্জুনতরু সকল কুসুমিত, কেতক দ্বারা অধিবাসিত ও সুগ্রীবের ন্যায় প্রণষ্টশত্রু হইয়া বারিধারা দ্বারা অভিষিক্ত হইতেছে। মেঘরূপ কৃষ্ণাজিনধারী, ধারারূপ যজ্ঞোপবীতবিশিষ্ট, গুহামুখে পবনশব্দবিশিষ্ট পর্ব্বত সকল অধ্যয়নকারী বটুগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই বর্ষাকালে আকাশস্থল বিদ্যুৎরূপ সুবর্ণ-কশা দ্বারা তাড়িত হইয়া হৃদয়ে বেদনার সহিত ঘোরতর শব্দ করিতেছে। আমি বিবেচনা করি যে, নীলমেঘের ক্রোড়স্থিত বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া রাবণের ক্রোড়স্থিত অনুকম্পার্হা জানকীর ন্যায় প্রকাশমানা হইতেছে। এই দিক্ সকল মেঘ দ্বারা অনুলিপ্ত, অতএব গ্রহগণ ও চন্দ্রাদি অদৃশ্য হইয়াছে, অতএব এই দিক্সকল এখন কামিগণের সুখজনক হইয়াছে। দেখ লক্ষ্মণ! কোথাও নববারি-সংযোগে উদ্গত বাষ্পযুক্ত, বর্ষাগমে সমুৎসুক গিরিসানুসমূহে পুষ্পিত, অতএব সীতা-শোকে অভিভূত আমার কামোদ্দীপক কুটজ তরুসকল অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! এই বর্ষাকালে ধূলিরাশি বিনষ্ট, বায়ু হিমবিশিষ্ট ও গ্রীষ্মকালের দোষ সমস্ত প্রশান্ত হয়, রাজগণের প্রয়াণ নিরস্ত হয় এবং প্রবাসী নরগণ প্রিয়া-বিরহে থাকিতে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে গমন করিয়া থাকে। এই কালে চক্রবাক সকল প্রিয়ার সহিত মানসসরোবরে বাসের নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া প্রস্থান করিতেছে। আর এখন সতত বর্ষাধারা-সম্পাত হেতু পথসমূহে রথাদি যান সকল গমন করিতে পারিতেছে না। এই কালে কোথাও প্রকাশ, কোথাও অপ্রকাশ আকাশস্থল মেঘসমূহে আচ্ছন্ন,কোথাও পর্ব্বত দ্বারা সংরুদ্ধ; অতএব নিস্তরঙ্গ মহার্ণবের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সর্জ্জ ও কদম্বপুষ্পযুক্ত, পর্ব্বতের ধাতু-মিশ্রিত অতএব তাম্রবর্ণ, ময়ূরের কেকা দ্বারা অনুশব্দিত গিরি-নদীগণ দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। এই কালে জনগণ রসযুক্ত ভ্রমরতুল্য বহুতর জম্বুফল ভক্ষণ করিতেছে, আর পবন কর্ত্তৃক সঞ্চালিত অনেকবর্ণ, বিপক্ক আম্রফল সকল ভূমিতলে পতিত হইতেছে। বিদ্যুৎরূপ পতাকাযুক্ত ও বলাকারূপ মালাবিশিষ্ট, শৈল-শিখরতুল্য ও ভীষণ-নাদকারী মেঘ সকল রণস্থলস্থিত প্রমত্ত গজেন্দ্রগণের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। যাহার তৃণযুক্ত স্থান সকল বর্ষাম্বু দ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছে ও যাহাতে ময়ূরগণ নিয়তই নৃত্য করিতেছে এবং মেঘগণ অতিশয় বর্ষণ করিয়া বিরত হইয়াছে, অপরাহ্নকালে সেই বনসকল অধিকতর শোভা ধারণ করিয়াছে। এই কালে বলাকাযুক্ত বারিধর সকল অতিভার সলিল ধারণ পূর্ব্বক শব্দ করিয়া অচলগণের মহৎ শৃঙ্গে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া আবার গমন করিতেছে। গর্ভধারণের নিমিত্ত মেঘের প্রতি কামবিশিষ্টা বকপংক্তি হর্ষবতী হইয়া বায়ুকম্পিতা উৎকৃষ্ট শ্বেতপদ্মের মালার ন্যায় মনোহর অম্বরস্থলের গলদেশে লম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এখন নবজাত শোণিতবর্ণ ইন্দ্রগোপ-কীট দ্বারা মধ্যে মধ্যে চিত্রিত তৃণাচ্ছন্ন-স্থানযুক্তা ভূমি মধ্যে মধ্যে লাক্ষাবিন্দুযুক্ত শুক্লবর্ণ কম্বলাবৃত নারীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই বর্ষাকালে নিদ্রা ক্রমে ক্রমে কেশবকে এবং নদীসকল দ্রুতবেগে সাগরকে বলাকা হৃষ্ট হইয়া মেঘকে এবং কান্তা সকামা হইয়া প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। এখন বনান্তঃস্থলীতে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, কদম্ব বৃক্ষের শাখাসমূহে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত, বৃষসকল গাভী সকলের প্রতি কামাকুল এবং মহী শস্য ও বন দ্বারা মনোহর হইয়াছে। এখন নদী সকল বহিয়া যাইতেছে, মেঘসমূহ বর্ষণ করিতেছে, মত্ত গজ সকল শব্দ করিতেছে, বনান্ত সকল প্রতিভাত হইতেছে. প্রিয়াবিরহিগণ ধ্যান করিতেছে, শিখিগণ নৃত্য করিতেছে এবং বানরগণ আশ্বাসিত হইতেছে। নবনির্ঝরস্থলে গজেন্দ্রগণ কেতকীপুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রমত্ত, হৃষ্ট ও জলপ্রপাতশব্দে আকুলিত হইয়া ময়ূরগণের সহিত শব্দ করিতেছে। কদম্বশাখায় আসক্ত ষট্পদসমূহ ধারা-নিপাত দ্বারা আহত হইয়া পূর্ব্বক্ষণে অর্জ্জিত গাঢ় পুষ্পরসরূপ মদ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতেছে। জম্বুবৃক্ষের শাখা

সকল অঙ্গারচূর্ণসমূহতুল্য প্রচুর রসপূর্ণফলসমূহ দ্বারা যেন ভ্রমরসমূহ দ্বারা পীয়মানের ন্যায় প্রকাশমান হইতেছে। বিদ্যুৎরূপ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত, গম্ভীর মহারবশালী মেঘগণ রণোৎসুক মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। পর্ব্বত-বনের অনুসারী মার্গপ্রস্থিত যুদ্ধকামী গজেন্দ্রগণ মেঘরব শুনিয়া শত্রুভূত গজান্তরের আশঙ্কা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। কোন স্থলে ভ্রমরগণ গান করিতেছে, কোন স্থলে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, কোন স্থলে গজেন্দ্রগণ প্রমত্ত হইয়া শোভা পাইতেছে, এইরূপে বনান্তসকল অনেক ভাব আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন ও স্থলোৎপল-বিশিষ্ট, মধুসদৃশ-বারিপূর্ণা বনান্তভূমি মত্ত ময়ূরের নিনাদ ও নৃত্য দ্বারা মদ্যপান-ভূমির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। মুক্তাসদৃশ নিপতিত, পত্রপুটলগ্ন ইন্দ্রদত্ত নির্ম্মল সলিল, বিবর্ণ-পক্ষ তৃষিত বিহঙ্গগণ হৃষ্ট হইয়া পান করিতেছে। ভ্রমর-ধ্বনিরূপ মধুর গীত এবং তাহাতে ভেকধ্বনি কণ্ঠতাল, মেঘশব্দ মৃদঙ্গধ্বনি, এইরূপে বনস্থলে সঙ্গীত প্রবৃত্ত হইয়াছে। কখনও নৃত্য করিয়া, কখনও শব্দ করিয়া, কখন বৃক্ষাগ্রে নিষণ্ণ হইয়া, কখন বর্হরূপ আভরণ বিস্তৃত করিয়া ময়ূরগণ বনস্থলে সঙ্গীত প্রবৃত্তে হইয়াছে। ভেকগণ মেঘশব্দে চিরগৃহীত নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাগরিত হইয়া অনেক প্রকার রূপ ধারণ ও অনেকরূপ শব্দ করিয়া নবাম্বুধারার আঘাতে আহত হইয়া শব্দ করিতেছে। নদীসকল চক্রবাকসমূহ ও বিদারিত তটসমূহ বাহিত করিয়া পূর্ণভোগ-স্বীকৃত ভর্ত্তার নিকটে গমন করিতেছে। নীলমেঘসমূহে আসক্ত নীলমেঘ সকল, দাবাগ্নিদগ্ধ শৈল সকলে দাবাগ্নিদগ্ধ শৈল সকল বদ্ধমূল হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই কালে নীপ ও অর্জ্জুন-পুষ্প-বাসিত সুরম্য বনস্থলসমূহে ময়ূরগণ মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, শাদ্বলসকলে ইন্দ্রগোপ সকল শোভা পাইতেছে এবং গজেন্দ্রগণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমরগণ হৃষ্ট হইয়া নবাম্বু ধারায় আহত কেশর-নব নব সরোরুহ সকল এবং কেশরসমন্বিত কদম্ব সকল আলিঙ্গন করিয়া মধুপান করিতেছে। এই কালে বনস্থলসমূহে গজেন্দ্র সকল মত্ত, বৃষভ সকল মুদিত, সিংহ সকল অধিকতর বিক্রান্ত, পর্ব্বত সকল মনোহর, নরেন্দ্র সকল উদ্যোগবিহীন এবং দেবেন্দ্র বারিধরের সহিত ক্রীড়া-নিরত হইতেছেন। জলধারাযুক্ত গগনাবলম্বী মেঘ সকল সমুদ্র সকলের শব্দ উত্থাপিত করিতেছে এবং নদী, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা, সমস্ত মহীতে জল প্রবাহিত করিতেছে। এই কালে বেগশালিনী বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে; পবন বিপুলবেগে বহিতেছে; নদী সকল কূল ভগ্ন করিয়া বিপথে প্রবাহিত হইতেছে। নরগণ যেমন রাজাকে অভিষিক্ত করে, সেইরূপ ইন্দ্রদত্ত, পবন কর্ত্তৃক আনীত, মেঘরূপ কুম্ভদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া গিরি সকল যেন স্বীয় রূপ ও শ্রী প্রদর্শন করিতেছে। এই কালে মেঘাচ্ছাদিত গগনে তারা ও ভাস্কর দর্শন করা যাইতেছে না; ধরণী নবজলধারায় বিতৃপ্ত হইয়াছে; দিক্ সকল অন্ধকারাবৃত হওয়ায় প্রকাশিত হইতেছে না। পর্ব্বতের মহৎ শিখর সকল ধারাপাত দ্বারা ধৌত হইয়া মহাপ্রমাণ বিপুল লম্বমান মুক্তাকলাপরূপ নির্ঝরদ্বারা অধিকতর শোভা পাইতেছে। শৈলসমূহের আয়ত নির্ঝর সকলের বারিবেগ পাষাণখণ্ডসমূহে স্খলিত হইয়া ময়ূর-নিনাদিত গুহা সকলে ত্রুটিত সূত্র হারের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইতেছে। গিরিগণের বিপুল বেগশালী নির্ঝর সকল গিরিশৃঙ্গের নিম্নতল ধৌত করিয়া পতিত হইয়া মহাগুহার ক্রোড়দেশে ধৃত হইতেছে। বারিধারা সকল স্বর্গীয় স্ত্রীগণের সুরত-কার্য্যের আমর্দ্দনে বিচ্ছিন্ন অতুল মৌক্তিক-হারের ন্যায় চারি দিকে পতিত হইতেছে। বিহঙ্গমগণ নীড়মধ্যে লীন এবং পঙ্কজ সকল নিমীলিত ও মালতীপুষ্প বিকসিত হইলে রবির অস্তগমন জানা যাইতেছে; নতুবা নিয়ত মেঘাচ্ছন্নত্ব-হেতু সূর্য্যের অস্তগমন জানিতে পারা যায় না। এই কালে রাজগণের যাত্রা নিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে; সেনা প্রস্থিত হইয়াও পথে সংস্থিত হইয়াছে এবং বৈর ও মার্গ সকল সলিল কর্ত্তৃক সমানীকৃত হইতেছে। বেদ অধ্যয়নে অভিলাষুক সামগ ব্রাহ্মণদিগের এই ভাদ্রপদরূপ অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইয়াছে। কোশলাধিপতি ভরত গৃহাচ্ছাদনাদি কর্ম্ম সম্পাদন এবং জীবন-সাধন-দ্রব্য সমস্ত সঞ্চয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ব্রতসঙ্কল্প-সাধন করিতেছে। এক্ষণে সরযূ নদী বর্ষাবারিদ্বারা পূরিত, সুতরাং আমি অযোধ্যায় বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাহার শব্দের ন্যায় ঐ নদীর বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বর্ষার গুণসমূহ স্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে সুগ্রীব আর বিজয়ী হইয়া সেই মহৎ রাজ্যে দারগণের সহিত বিবিধ সুখভোগে আসক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি কিন্তু হৃতদার, মহৎ রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া জলার্দ্র নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক অতি বিস্তৃত, বর্ষা অতিশয় দুর্গম, রাবণ মহান্ শত্রু; এই সমস্ত আমার অপার স্বরূপ বিবেচনা হইতেছে। এই বর্ষা হেতু শত্রুর প্রতি যাত্রা করা হইতেছে না; মার্গ সকল অতি দুর্গম হইয়াছে; অতএব সুগ্রীব সীতান্বেষণ রূপ কার্য্য করিতে উন্মুখ হইলেও আমি এখন তাহাকে কিছুই বলিতে পারিতেছি না। আর সুগ্রীব অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া নিজ দারগণের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমার কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর, এই নিমিত্ত আমি তাহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি না। সুগ্রীব বিশ্রাম করিয়া স্বয়ং আগতকাল বুঝিতে পারিয়া উপকার স্মরণ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব লক্ষ্মণ! আমি নদী সকলের ও সুগ্রীবের প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষা করিয়া কালপ্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিয়াছি। বীরগণ উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়া থাকে, উপকার প্রাপ্ত হইয়া অকৃতজ্ঞ হইলে তাহাতে বীরগণের মন অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে।” লক্ষ্মণ রাম কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বাক্যের সমাদর করিয়া আপনার মঙ্গল প্রদর্শন পূর্ব্বক মনোজ্ঞদর্শন রামচন্দ্রকে বলিলেন, “প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, সুগ্রীব তৎসমস্তই সম্পাদন করিবে। এক্ষণে আপনি শরৎকালের প্রতীক্ষা করিয়া এই বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন।” ১-৬৬।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

সুগ্রীব কর্ত্তৃক নীলের প্রতি সৈন্যসংগ্রহের আদেশ।

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও কালোচিত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মরুতাত্মজ হনুমান্ বিগতবিদ্যুৎ ও বিগতবারিদ, সারস-সমূহ কর্ত্তৃক নিনাদিত, মনোহর জ্যোৎস্নাদ্বারা অনুলিপ্ত, বিমল আকাশস্থল অবলোকন করিয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। সুগ্রীব অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থসংগ্রহবিষয়ে মন্দাদর এবং অসৎব্যক্তিগণের মার্গে অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তিতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত, বালি-বধ-কার্য্যের পারগ ও রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ইষ্টার্থ ও মনোরথ লাভ করিয়াছে। স্বীয় পত্নী উমা ও স্পৃহণীয়া

তারাকে প্রাপ্ত ও বিগতব্যথ হইয়া অপ্সরাগণের সহিত দেবেন্দ্রের ন্যায় দিবারাত্র বিহার করিতেছে। মন্ত্রিগণের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া তাহা আর সে দর্শন করিতেছে না। সে মন্ত্রিগণের কার্য্যপটুতাদ্বারা রাজ্য-পালনবিষয়ে সন্দেহ না করিয়া কামবৃদ্ধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। বাক্যবিৎ হনূমান্ প্রীতি-সহকারে বাক্যতত্ত্বজ্ঞ বানরপতিকে সাম, ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতিসঙ্গত, পথ্য ও হিতকর বাক্য বলিতে লাগিল, "আপনি রাজ্য, যশঃ ও কুলক্রমাগত বিপুল রাজ-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে মিত্রগণের শেষ কর্ত্তব্যসাধন করিতে যত্ন করা আপনার কর্ত্তব্য। যে কালজ্ঞ ব্যক্তি নিয়ত মিত্রবর্গের প্রতি সাধু আচরণ করে, তাহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপ বর্দ্ধিত হয়। যাহার কোষ, সৈন্য ও ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত দেহ মিত্রের সহিত সমান, সে ব্যক্তি মহৎ রাজ্য লাভ করিয়া থাকে। অতএব সচ্চরিত্র-সম্পন্ন আপনি অপায়বিহীন-পথে অবস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞাত মিত্রকার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করুন। যে মানব সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মিত্রকার্য্যে যত্নবান্ না হয়, সে উৎসাহবিহীন ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া অনর্থ-পরম্পরা দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। যে কাল অতিক্রম করিয়া মিত্র-কার্য্যে উদ্যুক্ত হয়, সে মহৎ অর্থ-সাধন করিলেও কালব্যতিক্রম হেতু তাহা অকৃতের ন্যায় হইয়া থাকে। অতএব হে পরন্তপ! অতঃপর কাল-ব্যতিক্রম হইবে; এই সময় জানকীর অন্বেষণরূপ রামচন্দ্রের কার্য্য সম্পাদন করুন। কালবিদ্‌গণ নিবেদন করিতেছে যে, এখনও কাল অতিক্রম হয় নাই; মহাত্মা রাঘব সত্বর কার্য্য-সাধন করিতে ইচ্ছা করিলেও আপনার বশবর্ত্তী হইয়া বিলম্ব করিতেছেন। আপনার এই মহৎ রাজ্য-প্রাপ্তির হেতু ও দীর্ঘকালের বন্ধু সেই রাঘবের প্রভাব অতুল, আর তিনি গুণগণদ্বারা অনুপম। হে কপীশ্বর! তিনি অগ্রেই আপনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কপিবরগণকে আজ্ঞা প্রদান করুন। প্রেরণা ব্যতিরেকে স্বয়ং ভাবিয়া কার্য্য করিলে কালের ব্যতিক্রম হয় না; যে কার্য্যে প্রেরণা করিতে হয়, সেই কার্য্যের কালব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। হে বীরেশ্বর! কোন ব্যক্তি আপনার উপকার না করিলেও আপনি তাহার কার্য্য-সাধন করিয়া থাকেন; তাহাতে রাম বালি-বধপূর্ব্বক আপনাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, আপনি যে তাঁহার উপকার করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? আপনি বানর ও ভল্লূকগণের ঈশ্বর, রামচন্দ্র শক্তিমান্ ও অতিশয় বিক্রমশালী; আপনি দাশরথির প্রীতিসাধনার্থ, তাঁহার প্রতিজ্ঞা সাধনের জন্য কেন সজ্জিত হইতেছেন না? দশরথাত্মজ রাম সুর, অসুর ও মহাভুজঙ্গমদিগকে নিজবশে আনয়ন করিতেও সমর্থ, তিনি কেবল আপনার প্রতিজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রাণত্যাগের আশঙ্কা না করিয়া মহৎ প্রিকার্য্য সাধন করিয়াছেন; অতএব আমরা পৃথিবীতে বা আকাশেই হউক, সীতার অন্বেষণ করিব। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, মরুদ্‌গণ ও যক্ষগণ সকলেই রণে রামের ভয় করিয়া থাকে, অতিক্ষুদ্র রাক্ষসগণ কেন ভয় না করিবে? এবংবিধ শক্তিযুক্ত রাম পূর্ব্বেই আপনার উপকার করিয়াছেন, অতএব হে কপিরাজ! এক্ষণে আপনার সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার উপকার করা কর্ত্তব্য। হে কপীন্দ্র! আপনার আদেশে আমাদের মধ্যে কাহার পৃথিবীর অধোভাগে, জলে অথবা অম্বরে গতি না হইবে? হে অনঘ! কোটিরও অধিক দুর্দ্ধর্ষ বানর আপনার বশবর্ত্তী; আজ্ঞা করুন, কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানে গমন করিবে?" যথাকালে উত্তমরূপে নিরূপিত হনূমানের সেই বাক্য শুনিয়া ধীমান্ সুগ্রীব তদ্বিষয়ে উত্তম মানস করিল। মতিমান্ সুগ্রীব তখন মহাবল ও উদ্যমশীল নীলবীরকে সমস্ত দিকে সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন, "যাহাতে সমস্ত যূথপালগণ ও নায়কগণের সহিত সমস্ত সেনা এখানে আগমন করে, তুমি সেই বিষয়ে যত্নবান্ হও। যাহারা দিগন্তবর্ত্তী সেনাপতি, যাহারা শীঘ্রগামী এবং দৃঢ়-সঙ্কল্পশীল, তুমি আমার শাসন-বশে সত্বর তাহাদিগকে আনয়ন কর। তুমি স্বয়ং সেনাপতি-দর্শনাদি কার্য্য সম্পাদন কর। যে যে বানরগণ পঞ্চদশ দিনের মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত না হইবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড করিব; এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমার আজ্ঞা-বশে বৃদ্ধ বানরগণের নিকট তুমি অঙ্গদের সহিত গমন করিও।" হরিশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ সুগ্রীব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ১-৩৪।

ত্রিংশ সর্গ।

শারদীয় নিশাদর্শনে সীতাবিরহে রামের বিলাপ ও শরদ্বর্ণন।

সুগ্রীব গৃহপ্রবিষ্ট হইলে এবং গগনস্থল মেঘনির্ম্মুক্ত ও বর্ষারাত্রি অতীত হইলে রাম শোকপীড়িত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। তিনি গগনস্থল পাণ্ডুবর্ণ, বিমল চন্দ্রমণ্ডল, জ্যোৎস্নাদ্বারা অনুলিপ্ত শারদীয়া রজনী, জনকাত্মজা সীতাকে হৃতা, সুগ্রীবকে কামাসক্ত ও কাল অতীত দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও মোহিত হইলেন। অনন্তর মতিমান্ নরপতি রাম মুহূর্ত্তকালে চিত্তের সুস্থতা লাভ করিয়া, জানকী মানসে অবস্থিত হইলেও তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাঘব গগনস্থল বিদ্যুৎ ও মেঘশূন্য, অতএব বিমল এবং সরোবর সারস রবে নিনাদিত দেখিয়া, আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি হেমধাতুবিভূষিত পর্ব্বতের অগ্রভাগে আসীন হইয়া শারদীয় গগন দর্শনপূর্ব্বক মনে মনে প্রিয়ার ধ্যানে নিরত হইলেন, "যে সারসতুল্য নাদহারিণী বালা সারসগণের নাদদ্বারা আশ্রমস্থানে আনন্দিত হইতেন, তিনি এখন কিরূপে মনোরঞ্জন করিবেন? সেই মৃগশাবকাক্ষী কাঞ্চনপুষ্পসদৃশ পুষ্প-বিশিষ্ট অসন-তরু দর্শন করিয়া আমাকে না দেখিয়া কিরূপে মনোরঞ্জন করিবেন? সেই কলভাষিণী বালা পূর্ব্বে কলহংসগণের শব্দদ্বারা জাগরিত হইতেন, সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী কিরূপে এক্ষণে আনন্দলাভে সমর্থ হইবেন? সেই বিশালাক্ষী বালা সহচারী চক্রবাকগণের কলনিনাদ শ্রবণ করিয়া কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবেন? আমি সেই মৃগাক্ষী ব্যতিরেকে সরোবর, সরিৎ, বাপী, কানন ও বনে বিচরণ করিয়া কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার বিরহ ও সুকুমারতা হেতু শরতের গুণসমূহদ্বারা নিত্যপ্রবৃত্ত কাম তাঁহাকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিবে।" সারঙ্গ নামক চাতকপক্ষী ইন্দ্রের নিকট যেরূপ কাতরবাক্যে জলপ্রার্থনা করে, নৃপনন্দন রামচন্দ্র সেইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মীযুক্ত লক্ষ্মণ রম্য গিরিসানুতে ফলান্বেষণে গমন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অগ্রজকে দর্শন করিলেন। মনস্বী লক্ষ্মণ সত্বর হইয়া দুঃসহ চিন্তাযুক্ত, জ্ঞানহীন ও অতিদীন রামকে দেখিয়া ভ্রাতার বিষাদ অপনয়নের নিমিত্ত অতি দীনভাবে বলিলেন, "হে আর্য্য! আপনি আত্ম-পৌরুষ পরাভব

করিয়া এবং কামের বশবর্ত্তী হইয়া কি কর্ম্ম করিতেছেন? আপনি শোকদ্বারা ব্রহ্মানুসন্ধান নষ্ট করিতেছেন? এই অবস্থায় আপনি সমাধিযোগ দ্বারা সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট করুন। প্রভো! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শৌচ-স্নানাদি ক্রিয়াযোগ ও মনের নির্ম্মলতা-সাধন এবং যথাকালে সমাধিযোগের অনুগত কার্য্য সকল সমাধান করুন। হে মানবনাথ! জানকী আপনার দ্বারাই সনাথা হইতে পারেন, অন্যের দ্বারা কদাচই সনাথা হইতে পারেন না। প্রজ্বলিত অগ্নিচূড়া প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ব্যক্তি দগ্ধ না হয়?" রামচন্দ্র লক্ষ্মণযুক্ত দুর্দ্ধর্ষ লক্ষ্মণকে তত্ত্বার্থ, নীতিসম্মত, পথ্য ও হিতকর, ধর্ম্ম এবং অর্থ সংযুক্ত বাক্যে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি যাহা কহিয়াছ, সেই কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের নিশ্চয়ই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মের ফল অবশ্যই চিন্তা করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর পদ্মপলাশলোচনা মৈথিলীকে স্মরণ করিয়া রাম শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ইন্দ্র সলিলদ্বারা বসুন্ধরার তৃপ্তি-সাধন করিয়া শস্য সম্পাদন পূর্ব্বক কার্য্য-সাধন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। হে নৃপাত্মজ! মেঘসকল দীর্ঘ গম্ভীর শব্দ-বিশিষ্ট শৈল ও তরুর সমীপবর্ত্তী হইয়া সলিল বিসর্জ্জন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ মেঘসমূহ দিক্ সকল শ্যাম-বর্ণ করিয়া মদহীন মাতঙ্গের ন্যায় শান্তবেগ হইয়াছে। কুটজ ও অর্জ্জুন-পুষ্পের গন্ধযুক্ত জলগর্ভ মহামেঘ সকল বৃষ্টি-বাতে সমুদ্ধত হইয়া বিচরণ পূর্ব্বক এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। হে অনঘ লক্ষ্মণ! মেঘ, মাতঙ্গ, ময়ূর ও প্রস্রবণ সকলের শব্দ একসঙ্গেই নিবৃত্ত হইয়াছে। মহামেঘসমূহ দ্বারা ধৌত, বিচিত্রসানু গিরিসমূহ চন্দ্ররশ্মিদ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। এখন সপ্তচ্ছদ-তরুর শাখাসমূহে, তারা, চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভাতে, উত্তম গজেন্দ্রগণের লীলাতে আপনার লক্ষ্মী বিভাগ করিয়া দিয়া শরৎকাল প্রবৃত্ত হইতেছে। এক্ষণে শরৎকালের গুণযুক্ত। লক্ষ্মীর শোভা অনেক দ্রব্য আশ্রয় করিয়াছেন। সেই লক্ষ্মী সূর্য্যের অগ্রকিরণ দ্বারা প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে অধিকতর শোভা পাইতেছেন। এই শরৎকাল সপ্তচ্ছদ-কুসুমের গন্ধযুক্ত, ভ্রমরসমূহের ধ্বনি-বিশিষ্ট এবং পবনের অনুসরণ পূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গগণের দর্প বিনষ্ট করিয়া অধিকতর শোভা পাইতেছে। এখন হংসগণ মনোহর বিশাল পক্ষযুক্ত, কামপ্রিয়, পদ্মধূলিদ্বারা আকীর্ণ, মহানদীর পুলিনগত চক্রবাকসমূহের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। মদমত্ত মাতঙ্গসমূহে, দর্পযুক্ত বৃষভ সকলে এবং নদীর প্রসন্ন সলিল-প্রবাহে শরৎ-লক্ষ্মী বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছেন। নভস্তল মেঘনির্ম্মুক্ত দর্শন করিয়া, বনস্থলে বর্হ-আভরণ প্রসারিত করিয়া, প্রিয়াতে অনুরাগশূন্য, শোভাশূন্য ও উৎসবশূন্য হইয়া ময়ূর সকল ধ্যান-পরায়ণ হইয়াছে। মনোজ্ঞ-গন্ধ, বহুতর সুবর্ণ-বর্ণ মনোহর অসন-বৃক্ষের শাখা সকল পুষ্পভরে অবনত হইয়া বনস্থলীকে প্রভূত শোভায় সুশোভিত করিয়াছে। এক্ষণে নলিনীপ্রিয়, প্রিয়ান্বিত, মদভরে অলস, মদোৎকট গজেন্দ্রসমূহের গতি মন্দ হইয়াছে। নভস্থল বিমল শুভ্র-তুল্য বর্ণ ধারণ করিয়াছে। নদীজলের প্রবাহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। পবন কহ্লার-গন্ধি ও শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। দিক্ সকল অন্ধকার-বিমুক্ত হইয়া প্রকাশমান হইতেছে। সূর্য্যের আতপ-সম্পর্কে ভূমিতলস্থ পঙ্ক সমূহ বিনষ্ট এবং রেণুসকল উত্থিত হইতেছে। এই শরৎ পরস্পর বৈরযুক্ত রাজগণের উদ্যোগ-সময়। এক্ষণে শরতের গুণদ্বারা বৃষগণের রূপ ও শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারা হর্ষিত, মদোৎকট ও যুদ্ধলুব্ধ হইয়া পাংশু মাখিয়া গোগণের মধ্যস্থিত হইয়া শব্দ করিতেছে। তীব্রতর অনুরাগ-বিশিষ্ট সকাম মন্দগতি করিণীগণ মদান্বিত গমনশীল ভর্ত্তার অনুগমন করিতেছে। ময়ূরগণ আপনার উৎকৃষ্ট ভূষণ-স্বরূপ বর্হ পরিত্যাগ করিয়া সারসগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়াই যেন নদীর তীরে উপবেশন পূর্ব্বক বিমনা হইয়া দীন-ভাবে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। গজেন্দ্রগণের গণ্ডস্থল ভেদ করিয়া মদধারা নির্গত হইতেছে, তাহারা প্রফুল্ল-পদ্ম সরোবরে কারণ্ডব ও চক্র-বাকগণকে ত্রাসিত করিয়া বারিপান করিতেছে। সারস-রব-বিশিষ্ট, বিগত-পঙ্ক, বালুকাসমাকীর্ণ ও গোকুলযুক্ত নদীসমূহে হংসগণ হৃষ্ট হইয়া রব করিতেছে। এক্ষণে নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, বারি, অতি প্রবৃদ্ধ-বায়ু, ময়ূর ও উৎসব-রহিত ভেক সকলের রব বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অনেক-বর্ণবিশিষ্ট এবং নবমেঘের উদয়ে দেহযাত্রা-রহিত, অতএব মৃত-প্রায়, ঘোর বিষধর, বিবরবাসী, ক্ষুধা-পীড়িত সর্প সকল বিল হইতে নির্গত হইয়া সঞ্চরণ করিতেছে। এক্ষণে শোভমান চন্দ্রকিরণের স্পর্শ-জাত হর্ষ দ্বারা ঈষৎ উন্মীলিত তারারূপ নেত্রকনীনিকা-বিশিষ্ট রাগবতী সন্ধ্যা অম্বরস্থল পরিত্যাগ করিতেছে। এক্ষণে উদিতশশাঙ্ক রজনীর আনন-স্বরূপ, তারাগণ উন্মীলিত চারুতর নয়নস্বরূপ, জ্যোৎস্না শুক্লবসন-স্বরূপ, অতএব রজনী এক্ষণে বসনান্বিতা সুলক্ষণা ললনার ন্যায় বিরা-জিত হইতেছে। এক্ষণে সারসগণ পক্ক শালী-ধান্য ভক্ষণ পূর্ব্বক হর্ষিত হইয়া বাতান্দোলিতা মালার ন্যায় নভস্থলে বেগে গমন করিতেছে। এখন মহাহ্রদের সলিলে একটি হংস সুপ্ত রহিয়াছে এবং বহুতর কুমুদ শোভা পাইতেছে; তাহাতে বোধ হয়, যেন রাত্রিকালে তারাগণ-সমাকীর্ণ মেঘমুক্ত নভস্থলে পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছেন। এই শরৎকালে হংস-গণ দীর্ঘিকা সকলের চন্দ্রহারস্বরূপ, প্রফুল্ল পঙ্কজ ও উৎপল সকল মালার স্বরূপ, তাহাতে তাহারা বিভূষিত উত্তম অঙ্গনাগণের উত্তম শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রভাতে বেণুস্বরস্বরূপ বাদ্যশব্দ দ্বারা মিশ্রিত অনিলকৃত শব্দ, গহ্বর-ধ্বনি ও বন্য বৃষভগণের শব্দ মিশ্রিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সংবর্দ্ধিত করিতেছে। ধৌত অমলক্ষৌমপটতুল্য প্রস্ফুটিতপুষ্প নবকাশ সমূহ দ্বারা নদীর কূল সকল শোভিত হইতেছে। বনমধ্যে প্রচণ্ড মধু-পানমত্ত প্রিয়ান্বিত ভ্রমর সকল পদ্মপুষ্প ও অসন-কুসুমের রেণুসমূহ দ্বারা গৌরবর্ণ হইয়া গন্ধলোভে পবনের অনুগামী হইতেছে। নির্ম্মল জল, প্রস্ফুটিত কুসুম সমূহ, ক্রৌঞ্চরব, পক্ক শালিবন, মৃদু বায়ু ও বিমল চন্দ্র, ইহারা বর্ষার অপগম ও শরতের আগমন বলিয়া দিতেছে। এখন প্রভাতকালে কান্ত কর্ত্তৃক উপভুক্ত অলসগামিনী কামিনীগণের ন্যায় মীনরূপ-মেখলাধারিণী নদীবধূগণের গতি মন্দ হইয়াছে। চক্র-বাক-বিশিষ্ট শৈবালযুক্ত কাশবসনাবৃত নদীমুখ সমুদায় পত্ররেখা-সম-ন্বিত ও রোচনাযুক্ত বধূমুখ সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। অসন-পুষ্প দ্বারা চিত্রিত, প্রহৃষ্ট ভ্রমরগণের কূজনযুক্ত বনসমূহে প্রচণ্ড ধনুর্দ্ধারী মদন বিরহিগণের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ সকল সুবৃষ্টিদ্বারা লোক সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া নদী ও তড়াগ সকল পূরিত ও বসুধাকে শস্যপূর্ণা করিয়া এক্ষণে নভস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে নদী সকল নবসঙ্গমে লজ্জাশীলা বধূগণের নিজ নিজ জঘনের ন্যায় পুলিন সকল ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করিতেছে। হে সৌম্য! নির্ম্মলসলিলবিশিষ্ট, কুররগণ কর্ত্তৃক নিনাদিত, চক্রবাকগণে আকীর্ণ জলাশয় সকল সুশোভিত হইতেছে।

হে নৃপাত্মজ! পরস্পর বদ্ধবৈর জিগীষু নৃপতিগণের এই উদ্যোগসময় উপস্থিত হইয়াছে। রাজগণের যাত্রা করিবার এই প্রথম সময়, এখন সুগ্রীবের যাত্রার উপযুক্ত উদ্যোগাদিও ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এক্ষণে গিরিসানুতে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব, শ্যাম প্রভৃতি তরুগণ পুষ্পিত দৃষ্ট হইতেছে। দেখ লক্ষ্মণ, এই সময়ে হংস, সারস, চক্রবাক ও কুররাদি পক্ষি দ্বারা পুলিনদেশ আকীর্ণ হইয়াছে। আমি সীতাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শোকে একান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমার সম্বন্ধে এই বর্ষা চারি শত বর্ষের ন্যায় বিগত হইল। আমার প্রিয়াঙ্গনা সীতা বিষম দণ্ডকারণ্য উদ্যানের ন্যায় জ্ঞান করিয়া চক্রবাকীর ন্যায় বনাগমনকালে অনুগমন করিয়াছিলেন। আমি প্রিয়া-বিহীন, হৃতরাজ্য, দুঃখার্ত্ত ও বিবাসিত, তথাপি লক্ষ্মণ, সুগ্রীব আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিল না। এই রাম অনাথ, হৃতরাজ্য, রাবণ-কর্ত্তৃক ধর্ষিত, দীন, দূরগৃহ ও কামী, এ ব্যক্তি আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে, এই সকল ভাবিয়া দুরাত্মা সুগ্রীব আমাকে পরাভূত বোধ করিয়া অগ্রাহ্য করিতেছে। সীতার অন্বেষণার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই দুর্ম্মতি স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া এক্ষণে জাগরিত হইতেছে না। তুমি আমার বাক্যে কিষ্কিন্ধ্যাতে প্রবেশ করিয়া সেই মূর্খ, গ্রাম্যসুখে আসক্ত, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে বল, 'যে ব্যক্তি কার্য্যার্থী হইয়া আগত এবং প্রথমে উপকারী, তাহাকে আশা দান করিয়া তাহা পূর্ণ না করে, সে ইহলোকে পুরুষাধম বলিয়া গণ্য হয়। শুভ হউক আর অশুভই হউক, যে বাক্য উচ্চারণ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, সেই বীর এবং সেই পুরুষোত্তম সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া অকৃতার্থ মিত্রের উপকার বা কার্য্যসাধন না করে, সে মৃত হইলেও মাংসাশী জন্তুগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করে না। তুমি নিশ্চয় রণস্থলে আমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট কাঞ্চনপৃষ্ঠ ধনুকের রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। আমি রণস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ঘোরতর জ্যাঘাত করিব, তাহা পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।' আমি এরূপ শোকাতুর ও দীন হইলেও উহার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি, তাহাতেতুমি আমার হইলে কি চিন্তা আছে? হে পরপুরঞ্জয় লক্ষ্মণ! বানররাজ এরূপে কৃতার্থ হইয়া কি নিমিত্ত এই সখ্যভাব ও বালিবধ এখন স্মরণ করিতেছে না? বর্ষার শেষেই প্রতিজ্ঞা-পূরণের কাল, এই চারি মাস গত হইল; তথাপি সে বিহার-সুখে আসক্ত হইয়া জানিতে পারিতেছে না। সেই সুগ্রীব অমাত্য ও পারিষদগণের সহিত মধুপানে মত্ত হইয়া শোকে কাতর ও দীনভাবাপন্ন আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছে না। হে মহাবল! হে বীরবর! এখন তুমি যাইয়া সুগ্রীবকে আমার রোষের কথা নিবেদন কর এবং বক্ষ্যমাণ বাক্য সকলও তাহাকে বলিও। 'যে পথে বালি হত ও গত হইয়াছে, তাহা সঙ্কুচিত পন্থা নহে. তাহা সম্পূর্ণরূপেই আমার আয়ত্ত। সুগ্রীব! তুমি প্রতিজ্ঞার অনুরূপ কার্য্য কর, বালির পথের অনুসরণ করিও না। আমি রণস্থলে এক শর দ্বারা বালিকে নিহত করিয়াছি; তুমি সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব।' হে পুরুষপ্রবর! এইরূপ বিহিত কার্য্যে যাহা যাহা হিতকর, তাহা তাহা বলিও। আরও বলিও, "সত্বর সম্পাদনীয় কার্য্যে কালব্যতিক্রম ঘটিতেছে। হে বানরেশ্বর! নিত্য-ধর্ম্ম দর্শন করিয়া যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা সম্পাদন কর, তুমি মৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা নিহত হইয়া যেন বালিকে দর্শন করিও না'।" সেই মানববংশবর্দ্ধক উগ্রতেজা লক্ষ্মণ অগ্রজের কোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দীনভাবে তিনি বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ১-৮৫।

একত্রিংশ সর্গ।

সরোষে লক্ষ্মণের সুগ্রীবের নিকট গমন এবং মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সুগ্রীবকে সুপরামর্শ দান।

রামানুজ লক্ষ্মণ অগাধবীর্য্য, উদ্গতকাম, শোকাতুর, রাজপুত্র রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "সেই বানর সাধুগণের চরিতে অবস্থিতি করিবে না, সে সখ্যমূলক রাজ্যলাভরূপ ফলও মনে করিবে না, আর বানর-রাজ্য-লক্ষ্মী ভোগ করিবে না এবং উহার বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনে অগ্রসরও হইবে না। তাহার মতিক্ষয়-হেতু গ্রাম্যসুখে আসক্ত হইয়াছে। আপনার প্রসন্নতা-হেতু উহার প্রত্যুপকারবুদ্ধিও হইবে না। সে এক্ষণে হত হইয়া বালিকে দর্শন করুক। সেই দুষ্টবুদ্ধি সুগ্রীবকে রাজ্যপ্রদান করা উচিত হয় নাই। আমার কোপের বেগ উদ্গত হইতেছে, আমি তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই মিথ্যাবাদী সুগ্রীবকে আমি আজ নিহত করিয়া অঙ্গদকে রাজ্য প্রদান করিব। সেই বালিপুত্র প্রধান প্রধান বানরগণের সহিত সীতার অন্বেষণ করিবে।" ১-৪।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন পরবীরঘাতী রামচন্দ্র রণস্থলে প্রচণ্ড-কোপশালী লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া সান্ত্বনয়ে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! ত্বৎ-সদৃশ ব্যক্তিগণ মিত্রবধরূপ পাপাচরণ করেন না। যে ব্যক্তি সম্যক্ বিবেক দ্বারা কোপ হনন করে, সেই বীর এবং সেই পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে লক্ষ্মণ! এই মিত্রঘাতরূপ অকার্য্য তোমার কর্ত্তব্য নহে; তুমি তাহার প্রতি সাধুতা দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতি ধারণ কর। তুমি রুক্ষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া কাল-ব্যতিক্রমকারী সুগ্রীবকে সাম-পূর্ব্বক হিতকর বাক্য বলিবে।" ৫-৮।

অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ পরন্তপ বীরবর লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশানুসারে কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর শুভমতি বুদ্ধিমান্ ভ্রাতার হিতনিরত লক্ষ্মণ কোপ-প্রকাশ পুরঃসর কপিরাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। মন্দরপর্ব্বততুল্য লক্ষ্মণ ইন্দ্রধনুতুল্য কাল-অন্তক-যম-সমান গিরিশৃঙ্গতুল্য শরাসন ধারণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, ভ্রাতার কাম-ক্রোধজাত ক্রোধাগ্নি দ্বারা আবৃত সমীরণ-সম, যথোক্তকারী, রামানুজ লক্ষ্মণ নিজ বক্তব্য এবং তৎপরে সুগ্রীবের উত্তর তদনন্তর নিজ বক্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক অপ্রীত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বেগবান্ বীরবর শাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি তরুগণকে বেগভরে পাতিত এবং গিরিকূট সকলকে প্রক্ষিপ্ত ও আশুগামী গজের ন্যায় শিলাসকলকে পদদ্বয় দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে দূরে পদনিক্ষেপ পূর্ব্বক কার্য্যবশে অতিশয় সত্বর হইয়া চলিতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকু-প্রবর লক্ষ্মণ গিরিসঙ্কটস্থলে অবস্থিত, সৈন্যসমূহে পরিপূর্ণ, দুর্গম, কপিরাজ-পুরী কিষ্কিন্ধ্যানগরী দর্শন করিলেন। সুগ্রীবের প্রতি রোষভরে লক্ষ্মণের ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি কিষ্কিন্ধ্যাতে ভীমকায় বহিশ্চর বানরগণকে দর্শন করিলেন। কুঞ্জরতুল্য বানরগণ

লক্ষ্মণকে পরিক্রুদ্ধ দর্শন পূর্ব্বক ভয়ে ভীত হইয়া পর্ব্বতান্তরে গমন করত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করত অবস্থিতি করিতে লাগিল, লক্ষ্মণ তাহাদিগকে প্রহরণ ধারণ করিতে দেখিয়া বহু কাষ্ঠযুক্ত অনলের ন্যায় দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শত শত বানরগণ যুগান্তকালীন মৃত্যুর ন্যায় লক্ষ্মণকে অত্যন্ত ক্ষুভিত দেখিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৯-২০।

অনন্তর প্রধান প্রধান বানরগণ সুগ্রীবের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মণের ক্রোধভরে আগমনের বিষয় নিবেদন করিল। কামাসক্ত সুগ্রীব তখন তারার সহিত মিলিত হইয়া সুখ-সম্ভোগ করিতেছিল, সে কপিবরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিল না। তদনন্তর সচিব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গিরিকুঞ্জর ও মেঘতুল্য বানরগণ হৃষ্টরোমা হইয়া নগর হইতে নির্গত হইল। সেই বানর সকলেই বিকৃতদর্শন, সকলেই বীর এবং সকলেই ব্যাঘ্রের ন্যায় দংষ্ট্রাবিশিষ্ট। কেহ বা দশ হস্তীর, কেহ বা শত হস্তীর, কেহ বা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে। ইহারা সকলেই সমান কান্তিবিশিষ্ট। অনন্তর ক্রোধান্বিত লক্ষ্মণ সেই বৃক্ষধারী মহাবল বানরগণে ব্যাপ্ত কিষ্কিন্ধ্যা দর্শন করিলেন। তদনন্তর মহাবীর্য্যশালী সমস্ত কপিগণ দুর্গ-প্রাচীরের বহিঃস্থিত পরিখার বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নিয়তাত্মা বীরবর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ ও অগ্রজের কার্য্য বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার ক্রোধান্বিত হইলেন। দীর্ঘ ও উষ্ণ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপরক্তলোচন হইয়া নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সধূম পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ধনুকের ন্যায় ফণাধারী বাণ ও শল্যতুল্য স্ফুরণশীল জিহ্বাবিশিষ্ট বিষব্যাপ্ত পঞ্চানন ভুজঙ্গের ন্যায় প্রকাশমান হইলেন। কালাগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ও কুপিত কুঞ্জরের ন্যায় প্রকাশিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া অঙ্গদ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। ২১-৩১।

মহাযশস্বী লক্ষ্মণ ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া অঙ্গদকে আদেশ করিলেন, "বৎস! আমার আগমনবার্ত্তা সুগ্রীবকে নিবেদন কর। 'হে অরিন্দম! রামানুজ লক্ষ্মণ ভ্রাতার অনুতাপে সন্তপ্ত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত আছেন। হে পরন্তপ! যদি তোমার অভিরুচি হয়, তবে তাঁহার বাক্য প্রতিপালন কর,' এই বলিয়া তুমি শীঘ্র ফিরিয়া আইস।" অঙ্গদলক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া শোকাবিষ্টচিত্তে পিতৃব্যের নিকট গমন করিয়া কহিল, "রামভ্রাতা লক্ষ্মণ এখানে আগমন করিয়াছেন।" কার্য্যকুশল অঙ্গদ লক্ষ্মণের তীব্রবাক্যে দীন-বদন ও সন্ত্রাস্তচিত্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে যাইয়া প্রথমে তারার চরণ বন্দনা করিল। উগ্রতেজা অঙ্গদ সুগ্রীবের পাদদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক উমার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। সেই মদনমোহিত মদমত্ত বানর সুগ্রীব নিদ্রায় ক্লান্তচিত্ত থাকিয়া তাহার প্রণাম ও বাক্য জানিতে পারিল না। অনন্তর ভয়মোহিত বানরগণ লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে কিল-কিলা শব্দ করিয়া উঠিল। তাহারা লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে সুগ্রীবের জাগরণের নিমিত্ত বজ্রতুল্য এবং মহাসাগরের মহাতরঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ শব্দ দ্বারা বানররাজ সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সে মদ দ্বারা তাম্রনেত্র হইয়া মালাবিভূষণ স্খলিত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে জাগরিত হইয়া উঠিল। সুগ্রীব জাগরিত হইলে অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিল; তৎকালে শুভদর্শন মন্ত্রিদ্বয়ও তাহার সমীপে আগমন করিল। তাহারা প্রভাবশালী, দক্ষ, ধর্ম্ম ও অর্থ-বিষয়ে উচ্চাবচ বলিবার নিমিত্ত আগত লক্ষ্মণের বিষয় কহিতে লাগিল। সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট সুগ্রীবকে তাহারা অর্থযুক্ত বাক্যে প্রসন্ন করিয়া বলিল, "তোমার রাজ্যদাতা, ত্রৈলোক্যের রাজ্যযোগ্য, মহাভাগ, ভ্রাতৃদ্বয় রামলক্ষ্মণ মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই উভয়ের মধ্যে একজন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক দ্বারদেশে রহিয়াছেন, তাঁহারই নিমিত্ত বানরগণ ভীত ও কম্পিত হইয়া শব্দ করিতেছে। সেই রামচন্দ্রের ভ্রাতা বাক্যরূপ সারথিস্বরূপে কর্ত্তব্যার্থনিশ্চয়রূপ রথযোগে রামের আদেশে এখানে আগমন করিয়াছেন। রাজন্! এই তারা-তনয় অঙ্গদ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ রোষ-কষায়িত-নেত্রে লোচনাগ্নি দ্বারা বানরগণকে দগ্ধ করিয়াই যেন দ্বারদেশে রহিয়াছেন। মহারাজ! আপনি এক্ষণে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শীঘ্র যাইয়া অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া তাঁহার রোষ প্রশমিত করুন। রাজন্! ধর্ম্মাত্মা রাম আপনার যেরূপ কার্য্যসাধন করিয়াছেন, আপনি সত্যনিষ্ঠ হইয়া সমাহিতচিত্তে সেইরূপ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন।" ৩২-৫১।

দ্বাত্রিংশ সর্গ

লক্ষ্মণের ক্রোধ দর্শনে সুগ্রীবের চিন্তা।

অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব সচিবগণের সহিত কুপিত লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আসন পরিত্যাগ করিল। মন্ত্রণা-বিষয়ে নিষ্ঠাবান্ মন্ত্রণাকুশল সুগ্রীব গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণকে বলিতে লাগিল, "আমি কোন দুষ্ট বাক্য বলি নাই এবং কোন দুষ্ট কার্য্যও করি নাই; তবে রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণ কি নিমিত্ত কুপিত হইয়াছেন, ইহাই আমি চিন্তা করিতেছি। আমি বিবেচনা করি, আমার অসুহৃদ্ ও ছিদ্রান্বেষী অমিত্রগণ আমার দোষ রামানুজ লক্ষ্মণকে কহিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে সকলে যথাবুদ্ধি ও যথাবিধি ভাবের নিশ্চয় কর। রাঘব বা লক্ষ্মণ হইতে আমার কিছুই ভয় নাই; যে হেতু, যথার্থ অপরাধে প্রকুপিত মিত্র হইতেই ভয় হইয়া থাকে। মিত্রতা সর্ব্বথাই সুকর, কিন্তু মিত্রতার পালন করাই দুষ্কর। যে হেতু, চিত্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত অল্পকারণে প্রীতির ভেদ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি মহাত্মা রামচন্দ্র হইতে ত্রাসিত হইয়াছি; যে হেতু আমি যাহা প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ, তাহা এখনও করি নাই।" সুগ্রীব এইরূপ বলিলে মন্ত্রিগণের মধ্যে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ নিজ তর্কদ্বারা বলিলেন, "হে কপিলগণেশ্বর! আপনি যে অবিশ্বস্তরূপে কৃত উপকার স্মরণ না করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রাঘব ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূর হইতে আপনার প্রিয়কার্য্যসাধন-নিমিত্ত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালিকে বধ করিয়াছেন। অতএব রাম প্রণয়-হেতুই আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই প্রণয়কোপহেতুই তিনি লক্ষ্মীমান্ লক্ষ্মণকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। হে কালজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! আপনি ভোগরসে প্রমত্ত হইয়া কাল বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে আপনি দেখুন যে, সীতার অন্বেষণকাল সুশোভন শরৎ প্রবৃত্ত, অতএব প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ-তরু দ্বারা পৃথিবী সুশোভিত হইয়াছে। আকাশস্থলে গ্রহ-নক্ষত্রসকল নির্ম্মল ও মেঘ সকল নষ্ট, দিক্, সরিৎ ও সরোবর সকল প্রসন্ন হইয়াছে। কপিবর!

সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত উদ্যোগের কাল উপস্থিত, তাহা আপনি জানিতে পারেন নাই; আপনি ভোগ-সুখে প্রমত্ত, এই নিমিত্তই লক্ষ্মণ এখানে আগমন করিয়াছেন। হুতদার, অতএব অত্যন্ত কাতর মহাত্মা রামচন্দ্রের পুরুষান্তর (লক্ষ্মণ) হইতে শ্রুত পরুষবাক্য আপনি সহ্য করিবেন। আপনি অপরাধ করিয়াছেন, অতএব অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রসাদন ব্যতিরেকে আপনার অন্য কোনও মঙ্গলকর কার্য দেখিতে পাইতেছি না। রাজকার্য্যে নিযুক্ত মন্ত্রিগণ রাজাকে অবশ্যই হিতকর বাক্য বলিবেন, এই নিমিত্তই আমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া এই নিশ্চিত বাক্য বলিলাম। রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিলে দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্ব-সহিত সমস্ত জগৎ আপন বশে রাখিতে পারেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ব-উপকার-স্মরণকারী কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, যাহাকে পুনর্ব্বার প্রসাদন করিতে হইবে, তাহাকে প্রকোপিত করা কর্ত্তব্য নহে। রাজন্! আপনি পুত্র ও সুহৃজ্জনের সহিত মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, ভর্ত্তার বশে ভার্য্যার ন্যায় তাঁহার বশে প্রতিজ্ঞায় অবস্থিতি হউন। হে কপীন্দ্র! রাম ও রামানুজ লক্ষ্মণের শাসন মানসদ্বারাও অতিক্রম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আর আপনার মন বালিবধ-হেতু ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাঘবের অমানুষিক বল অবগত আছে।” ১-২২।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ-সমীপে তারাকে প্রেরণ।

অনন্তর পরবীরবিনাশী লক্ষ্মণ অঙ্গদের দ্বারা সুগ্রীবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রামের আদেশহেতু মনোরম গুহা কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে প্রবেশ করিলেন। দ্বারস্থিত মহাকায় মহাবল বানর সকল লক্ষ্মণকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিল। দশরথাত্মজ লক্ষ্মণকে ক্রোধে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কপিগণ ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিল না। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সেই দিব্যা, রত্নময়ী, রত্ন-সমাকীর্ণা, পুষ্পিত-কাননা, মহতী গুহা দর্শন করিলেন। উহা প্রাসাদ ও হর্ম্ম্য-সমূহে,নানাবিধ রত্নদ্বারা ও সর্ব্বদা সঞ্জাত-ফলপুষ্পবিশিষ্ট তরুসমূহ দ্বারা পরিশোভিত এবং কামরূপী বস্ত্র-ভূষণ-সম্পন্ন, দিব্য মাল্য ও অম্বরধারী, প্রিয়দর্শন দেব ও গন্ধর্ব্ব-পুত্র বানরগণে শোভিত; চন্দন, অগুরু ও পদ্মাদির গন্ধ দ্বারা সুবাসিত। উহার পথসকল মৈরেয় ও মধুগন্ধ দ্বারা সুগন্ধিত। লক্ষ্মণ সেই স্থানে বিন্ধ্য ও মেরু-গিরিতুল্য বহুভূমি-প্রাসাদ সমূহ ও বিমল জলবিশিষ্ট গিরিনদীসমূহ দর্শন করিলেন। লক্ষ্মণ তথায় অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান্, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল, সুনেত্র, এই সকল মহাত্মা বানরগণের রাজমার্গে অবস্থিত, নানাবিধ মহামূল্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ, গৃহ সকল অবলোকন করিলেন। ঐ গৃহ সকল পাণ্ডুবর্ণ মেঘসদৃশ, গন্ধমাল্যযুক্ত, প্রভূত ধনধান্যবিশিষ্ট এবং স্ত্রীরত্নসমূহ দ্বারা সুশোভিত। তথায় ইন্দ্রভবনতুল্য মনোহর, পাণ্ডুবর্ণ, স্ফটিক-শৈলসমূহে পরিবেষ্টিত, কৈলাস-শিখর-সদৃশ শুভ্রবর্ণ প্রাসাদ এবং সর্ব্বদা ফলপ্রসবকারী পুষ্পিত তরুসমূহে পরিশোভিত এবং ইন্দ্রদত্ত শ্রীমান্, নীলমেঘতুল্য, দিব্য পুষ্পফল-সমন্বিত, শীতলচ্ছায়াবিশিষ্ট, মনোহর বৃক্ষসমূহদ্বারা মনোরম বানরেন্দ্রের রাজভবন পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার দ্বারদেশে বলশালী শস্ত্রপাণি বানরগণ অবস্থিত। উহার তোরণ দিব্য-মালায় আবৃত, শুভ্রবর্ণ ও তপ্তকাঞ্চন দ্বারা খচিত। মহাবল লক্ষ্মণ ভাস্কর যেমন মহামেঘে প্রবেশ করে, সেইরূপ সুগ্রীবের মনোহর গৃহে প্রবেশ করিলেন; কোনও বানর তাঁহাকে নিবারণ করিল না। সেই ধর্ম্মাত্মা উহার যান ও আসন-সমন্বিত সপ্তকক্ষা অতিক্রম করিয়া সুগুপ্ত অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। অন্তঃপুরের নানাস্থান মহামূল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট বহুতর উত্তম উত্তম আসন ও হেম-রজত-খচিত পর্য্যঙ্কদ্বারা পরিবৃত। লক্ষ্মণ প্রবেশ করিয়া সমাক্ষর ও সমতালবিশিষ্ট তন্ত্রি-সমুত্থিত সুমধুর স্বর শ্রবণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ সুগ্রীবের ভবনে রূপ-যৌবনসম্পন্ন বিবিধাকৃতি বহুতর স্ত্রীরত্ন দর্শন করিলেন। উত্তম-কুলোৎপন্না, উত্তম মালা-বসন ভূষণ-বিশিষ্টা নারীরা মালা-গ্রন্থনে ব্যগ্র রহিয়াছে। রামানুজ সুগ্রীবের ভোগসুখে পরিতৃপ্ত, অব্যগ্র ও অত্যুত্তম অলঙ্কারধারী অনুচরদিগকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর শ্রীমান্ সৌমিত্রি নূপুরসমূহের কূজিত ও কাঞ্চীসকলের নিস্বন শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি আভরণ-শব্দ শ্রবণ করিয়া রোষাবেগে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং শব্দ দ্বারা দশদিক্ পূরিত করিয়া জ্যা-শব্দ করিতে লাগিলেন। গোষ্ঠীতে প্রবেশ-হেতু আচারবিমর্দ্দী লক্ষ্মণ, রামের কার্য্যে অপ্রবৃত্তি-হেতু কোপ-সমন্বিত হইয়া আর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া একান্তে অবস্থিত রহিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব সেই শরাসন-শব্দ শ্রবণে ত্রস্ত হইয়া তাঁহার আগমন জানিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ‘অঙ্গদ আমাকে পূর্ব্বে ইঁহার আগমনের বিষয় নিবেদন করিয়াছিল, এক্ষণে লক্ষ্মণের আগমন সুব্যক্তরূপে জানিতে পারিলাম।’ এই ভাবিয়া অঙ্গদ কর্ত্তৃক কথিত সুগ্রীব জ্যা-শব্দ দ্বারা লক্ষ্মণের আগমন বুঝিতে পারিয়া শুষ্কমুখ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর হরিশ্রেষ্ঠ অব্যগ্র সুগ্রীব ত্রাসে চঞ্চলচিত্ত হইয়া প্রিয়দর্শনা তারাকে বলিতে লাগিলেন, “হে সুভ্রু! এই রাঘবানুজ লক্ষ্মণ স্বভাবতই মৃদুচিত্ত, ইনি কেন ক্রোধান্বিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন; ইহার কারণ কি, বল? হে অনিন্দিতে! কুমারের রোষের কারণ কি দেখিতেছ? নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ অকারণে কখনই কোপ করিবেন না। আমরা উঁহার যদি কোন অপরাধ করিয়াছি, বুঝিতে পার, তবে বুদ্ধি দ্বারা শীঘ্র অবধারণ করিয়া বল। অথবা হে ভামিনি! তুমি স্বয়ং ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা ইঁহাকে প্রসন্ন কর। বিশুদ্ধাত্মা লক্ষ্মণ তোমাকে দর্শন করিলে কোপ করিবেন না; যেহেতু, মহাত্মগণ স্ত্রীগণের নিকট নিদারুণরূপে ক্রোধান্বিত হয়েন না। তুমি সান্ত্বনা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তাহার পর আমি সেই কমলপত্রাক্ষ অরিন্দম লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” ১-৩১।

অনন্তর সন্নতাঙ্গী, স্খলিতগমনা, মদবিহ্বলনয়না, সুলক্ষণ-সমন্বিতা তারা স্বীয় কাঞ্চীদাম প্রলম্বিত করিয়া লক্ষ্মণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মনুজরাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ বানররাজপত্নী তারাকে অবলোকন করিয়া স্ত্রীসন্নিকর্ষ হেতু বিগতকোপ হইয়া অধো-মুখে অবস্থিত রহিলেন। তারা মধুপানে মত্ত ছিল, এই নিমিত্ত লজ্জাহীনা হইয়া রাজপুত্রের দৃষ্টির প্রসন্নতা-হেতু মহার্থযুক্ত সান্ত্বনাজনক বাক্যে প্রণয়-পূর্ব্বক প্রগল্‌ভভাবে বলিতে লাগিল, “হে মনুজরাজপুত্র! আপনার ক্রোধের কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি আপনার আদেশে অবস্থিত

হয় নাই? কোন্ ব্যক্তি শুষ্কবৃক্ষদহনকারী অগ্নিতে নিঃশঙ্কচিত্তে নিপতিত হইয়াছে?" ৩৮-৪১।

রামানুজ লক্ষ্মণ তারার প্রণয়যুক্ত সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কভাবে কহিলেন, "তোমার ভর্ত্তা ধর্ম্ম ও অর্থ বিলোপ করিয়া কামাসক্ত-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে, তুমি তাহার হিতকার্য্যে নিরত থাকিয়া তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? সে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত চিন্তা করে না, আমরা যে শোকে অভিভূত হইয়াছি, তাহাও ভাবনা করে না। সে রাজ্যরক্ষার্থ সৎসামান্য সভা স্থাপন করিয়া কেবল কামভোগেই নিরত রহিয়াছে। সেই কপীশ্বর চারি মাস সময় নিরূপণ পূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করিয়া কামবিহারে অতিশয় আসক্ত হইয়া তাহা জানিতেছে না। ধর্ম্ম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত মধুমত্তাদি-পান প্রশস্ত নহে; পানহেতু ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয়ই বিনষ্ট হয়। কৃতোপকারের প্রতীকার না করিলে ধর্ম্মলোপ হয় আর গুণবান্ ব্যক্তির মিত্রনাশ হইলে মহৎ অর্থলোপ ঘটিয়া থাকে। মিত্রার্থ-সাধন ও সত্যধর্ম্মপরায়ণতা এই উভয় পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয় না। হে তারে! তুমি কার্য্যতত্ত্ব অবগত আছ, এই প্রস্তুত কার্য্যের অনন্তর-কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য; এই বিষয় তুমি সুগ্রীবকে বুঝাইয়া দাও।" ৪২-৪৯।

তারা লক্ষ্মণের সেই ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধযুক্ত মধুর-বাক্য শুনিয়া, সুগ্রীবের কালাতিক্রম-হেতু বিশ্বাস-জনক বাক্যে বলিতে লাগিল, "হে রাজেন্দ্রপুত্র! মিত্রকার্য্য অতীত হয় নাই; অতএব আপনার কোপের কাল এখনও হয় নাই। আর আত্মীয় ব্যক্তির প্রতি আপনার ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার প্রয়োজন-সাধক অনুগত ব্যক্তির অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কুমার! আপনি গুণবান্, হীন ব্যক্তির প্রতি আপনার কোপ করা অনুচিত। আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণ দ্বারা নিয়মিত ও তপস্যার আধার; অতএব কিরূপে কোপের বশবর্ত্তী হইতে পারেন? সেই বানর-বন্ধুর ক্রোধের কারণ আমি জানি এবং কার্য্যকালও জানি; আপনি আমাদিগের যে কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনার প্রতি আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও জানি; আপনার এখনও কোপের কারণ হয় নাই, তাহাও আমি জানি। হে নরশ্রেষ্ঠ! মদনের যে অসহ্য বল, তাহাও জানি এবং সুগ্রীব যে স্ত্রীজনের প্রতি কামে অবরুদ্ধ এবং সে অন্য কার্য্যে যে অনাসক্ত, তাহাও আমি জানি, আপনার বুদ্ধি এখনও কামতন্ত্রের রসজ্ঞ হয় নাই, সেই হেতুই আপনি ক্রোধের বশীভূত হইয়াছেন। কামাসক্ত মনুষ্যগণ দেশ, কাল, অর্থ কিছুরই অপেক্ষা করে না। আপনার ভ্রাতা আমার সন্নিধানে অবস্থিত, কামাসক্ত, কামযোগে লজ্জাহীন বানরনাথের অপরাধ ক্ষমা করুন। ধর্ম্ম ও তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত মহর্ষিগণও মোহিত হইয়া কামাসক্ত হইয়া থাকেন। এই সুগ্রীব বানরজাতীয়, স্বভাবতই চঞ্চলচিত্ত ও রাজা, অতএব সে যে কামভোগে আসক্ত হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে?" মদভরে অলসাক্ষী বানরী তারা অতুল-বুদ্ধি লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া, পুনর্ব্বার ভর্ত্তার হিতকর বাক্যে বলিতে লাগিল, "হে নরোত্তম! সুগ্রীব কামাসক্ত হইলেও আপনার কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত উদ্যোগের আজ্ঞা করিয়াছেন। বিবিধ পর্ব্বতবাসী, কামরূপী, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, মহাবীর্য্য বানরগণ এখানে আগমন করিয়াছে। হে মহাবাহো! আপনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া সদাচার রক্ষা করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি অন্তঃপুরে আগমন করুন। মিত্রভাবে সজ্জনদিগের দারদর্শনে কখনই অধর্ম্ম হয় না।" ৫০-৬১।

অরিন্দম লক্ষ্মণ তারার অনুমতি ও ত্বরা পাইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর তিনি পরম উৎকৃষ্ট মহামূল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট কাঞ্চন-নির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন। দিব্যরূপী কপিরাজ দিব্য আভরণ ও দিব্য মালায় সুশোভিত, মদভরে লোহিতাক্ষ ও অন্তক সদৃশ হইয়া দুর্জ্জয় দেবরাজের ন্যায় উপবিষ্ট, চারিদিকে দিব্য-আভরণ ও দিব্যমাল্যধারিণী প্রমদাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট হেমবর্ণ, বিশালনেত্র, আসনস্থিত, বীরবর সুগ্রীব উমাকে আলিঙ্গন করিয়া মহাবীর্য্য বিশালনেত্র লক্ষ্মণকে দর্শন করিল। ৬২-৬৭।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা।

ক্রোধান্বিত পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীব অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইল। তেজোদ্বারা প্রদীপ্ত ক্রোধান্বিত, ভ্রাতার দুঃখানলে সন্তপ্ত, দশরথপুত্র লক্ষ্মণকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, কপিবর সুগ্রীব স্বীয় স্বর্ণাসন পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্রের অলঙ্কৃত ধ্বজের ন্যায় উত্থিত হইল। সুগ্রীব উত্থিত হইলে উমা প্রভৃতি স্ত্রীগণ, গগনে চন্দ্র উদিত হইলে পর তারাগণ যেমন উত্থিত হয়, সেইরূপে গাত্রোত্থান করিল। শ্রীমান্ রক্তনেত্র সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া মহান্ কল্পবৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত রহিল। ক্রোধান্বিত লক্ষ্মণ তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় উমার সহিত নারীগণের মধ্যে অবস্থিত সুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন, "সৎকুলোৎপন্ন, অগাধবুদ্ধি-সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী রাজা লোকমধ্যে পূজিত হইয়া থাকেন। যে রাজা অধর্ম্মে অবস্থিত, উপকারী মিত্রের প্রতিজ্ঞা পূরণ না করে, তাহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর ব্যক্তি আর কে আছে? নরগণ এক অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, শত অশ্ব-হননের দোষভাগী, একটি গোরুর বিষয়ে মিথ্যা বলিলে সহস্র গোবধের দোষভাগী এবং পুরুষ-বিষয়ক মিথ্যা বলিলে, আপনার ও স্বজনের বিনাশ-দোষভাগী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মিত্র কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া যে ব্যক্তি প্রত্যুপকার না করে, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন ও সর্ব্বজীবের বধ্য হয়। হে বানর! সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ব্রহ্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে উক্ত শ্লোক গান করিয়াছিলেন। গোঘ্ন, সুরাপায়ী, চোর, ভগ্নব্রত এই সকলের নিষ্কৃতি সজ্জন-কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে. কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। হে বানর! তুমি অনার্য্য, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী হইতেছ, যেহেতু, তুমি পূর্ব্বে কৃতার্থ হইয়া তাহার প্রতীকার কর নাই। তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, এক্ষণে রামের সীতা অন্বেষণে যত্ন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। তুমি এক্ষণে মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইয়া গ্রাম্যভোগসুখে আসক্ত হইয়া রহিয়াছ, রাম মুখস্থিত ভেকশব্দবিশিষ্ট সর্পের ন্যায় তোমাকে জানিতে পারিবেন না। করুণাময় মহাভাগ মহাত্মা রামচন্দ্র বানরাধম পাপকারী তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি তুমি মহাত্মা রাঘবের কৃত

উপকার না মান, তবে শীঘ্রই তাঁহার শরে নিহত হইয়া বালিকে দর্শন করিবে। হে সুগ্রীব! যে শরে বালী নিহত হইয়াছে, তাহা রামেরই হস্তগত; অতএব তুমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর; বালির পথের অনুগমন করিও না। তুমি রামের শরাসন হইতে নির্মুক্ত বজ্রতুল্য শর সকল দর্শন করিও না, তাহা হইলে সুখী হইয়া ভোগসুখ অনুভব করিতে পারিবে; অতএব রামের কার্য্য অগ্রাহ্য করিও না।" ১-১৯।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের নিকট তারার বিনয়।

তেজঃপ্রদীপ্ত লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে চন্দ্রাননা তারা তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মণ! ইঁহাকে কর্কশবচন বলা আপনার উচিত নহে। এই কপীশ্বর আপনার মুখ হইতে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিবার যোগ্য নহেন। হে বীর! এই সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, দারুণ, মিথ্যাবাদী ও ছলকারী নহেন। রামচন্দ্র রণস্থলে যে উপকার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যের দুষ্কর, এই বানর তাহা বিস্মৃত হন নাই। হে পরন্তপ! রামের প্রসাদে সুগ্রীব কীর্ত্তি, স্থিরতর কপিরাজ্য, উমা ও আমাকে লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে এইরূপ উত্তম সুখ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্র মুনির ন্যায় উপস্থিত কাল জানিতে পারেন নাই। সেই মহর্ষি ঘৃতাচীতে আসক্ত হইয়া দশ বৎসর প্রাপ্ত কাল জানিতে পারেন নাই। যেথানে সেই কালজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজা ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র প্রাপ্তকাল জানিতে পারেন নাই, সেখানে এই প্রাকৃত নীচ ব্যক্তির বিষয়ে আর কি কথা আছে? এই দেহধর্ম্মে অবস্থিত, পরিশ্রান্ত, ভোগে অতৃপ্ত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিবেন। লক্ষ্মণ! আপনি নীচ ব্যক্তির ন্যায় নিশ্চিতার্থ না জানিয়া সহসা ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় সত্ত্বগুণবিশিষ্ট পুরুষগণ বিবেচনা না করিয়া রোষের বশবর্ত্তী হয়েন না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিমিত্ত আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি এই উৎপন্ন মহাক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমার বোধ হয় যে, এই সুগ্রীব রামের নিমিত্ত উমাকে, আমাকে, অঙ্গদকে, রাজ্য, ধন, ধান্য ও পশু প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধমকে নিহত করিয়া রোহিণীর সহিত শশাঙ্কের ন্যায় সীতার সহিত রামচন্দ্রকে আনয়ন করিবেন। লঙ্কায় রাবণের সহস্র শত ও ষষ্টি-সহস্রাধিক নিযুত এবং ছত্রিশ সহস্র ও ছত্রিশ শত সৈন্য আছে। সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ কামরূপী রাক্ষস-সৈন্যকে নিহত না করিয়া সীতা-হরণকারী রাবণকে বধ করিতে পারা যাইবে না। হে লক্ষ্মণ! সুগ্রীব সহায়প্রাপ্ত না হইলে ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই অভিজ্ঞ কপিরাজ বালি আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন; আমি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াই বলিতেছি, আমি আগমাদি জানি না। আপনার সাহায্যের নিমিত্ত প্রধান প্রধান বানরগণ প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা বহুতর বীর্য্যশালী বানরগণকে দিগ্দিগন্ত হইতে আনয়ন করিবে। এই কপীশ্বর সেই সকল মহাবল-বিক্রান্ত কপিগণের অপেক্ষা করিতেছেন, তাহারা না আসিলে রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নির্গত হইবেন না। সুগ্রীব পূর্ব্বে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্যই সেই সমস্ত মহাবল বানর-সৈন্যগণ আগমন করিবে। হে অরিন্দম! আপনি কোপ পরিত্যাগ করুন, অতি সত্বর অদ্যই কোটি সহস্র ভল্লুক ও শতকোটি গোলাঙ্গুল এবং শতকোটি কপিসৈন্য আগমন করিবে। লক্ষ্মণ! আপনার এই ক্রোধ-প্রদীপ্ত আনন ও রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া বানররাজের বনিতা সকল শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, সকলেই শঙ্কিত হইয়াছেন।" ১-২৩।

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের নিকট সুগ্রীবের বিনয় ও রামের বীর্য্যবত্তাকথন।

তারা বিনীতভাবে এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য বলিলে লক্ষ্মণ মৃদুভাব ধারণ পূর্ব্বক তাহার বাক্য গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণ তারার বাক্য গ্রহণ করিলে সুগ্রীব তখন আর্দ্র বস্ত্রের ন্যায় সুমহৎ ত্রাস পরিত্যাগ করিল। অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব কণ্ঠস্থিত বহুগুণ বিচিত্র মাল্য ছিন্ন করিয়া মদশূন্য হইল। তৎপরে বানরসত্তম সুগ্রীব মহাবল লক্ষ্মণকে হর্ষিত করিয়া বিনীত-ভাবে বলিতে লাগিল, "হে সুমিত্রানন্দন! আমি শ্রী, কীর্ত্তি ও স্থিরতর রাজ্য হারাইয়াছিলাম, এক্ষণে রামের প্রসাদে তৎসমস্তই লাভ করিয়াছি। হে নৃপনন্দন! কোন্ ব্যক্তি সেই সুকর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত দেবস্বরূপ রামের উপকারের কিঞ্চিদংশেরও প্রতীকার করিতে সমর্থ হইবে? ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র আমার সহায়তামাত্র লাভ করিয়া স্বকীয় তেজোদ্বারাই রাবণকে বধ করিবেন এবং সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। যিনি একটিমাত্র বাণ দ্বারাই সপ্ত মহাতরু, গিরি ও বসুধা বিদারণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার অন্য সহায়তারই বা কি আবশ্যক আছে? হে লক্ষ্মণ! যাঁহার ধনুষ্টঙ্কারের শব্দ দ্বারা সশৈল ভূমি কম্পিত হয়, তাঁহার সহায়ে প্রয়োজন কি? হে নরশ্রেষ্ঠ! নরবর রামচন্দ্র বৈরী রাবণের বধের নিমিত্ত গমন করিবেন, আমি তাঁহার অনুগমন করিব। আমি তাঁহার দাস, বিশ্বাস ও প্রণয়-হেতু যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তবে এই আজ্ঞাবর্ত্তীর অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যে হেতু, যে দাস অপরাধ করে না, তাদৃশ দাসই অসম্ভব হয়।" ১-১১।

মহাত্মা সুগ্রীব এই বাক্য বলিলে তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ প্রীত হইলেন এবং প্রণয়-সহকারে তাহাকে কহিলেন, "হে বানরেশ্বর! আমার ভ্রাতা তোমাকে বিনীত মিত্র ও সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বথা সনাথ হইয়াছেন। সুগ্রীব! তোমার যেরূপ প্রভাব এবং যেরূপ সরলভাব, তাহাতে তুমি এই কপিরাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিবার একান্ত উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র তোমাকে সহায় পাইয়া প্রতাপবান্ হইয়াছেন; তাহাতে তিনি যে অচিরাৎ শত্রুনাশে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। সুগ্রীব! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, এইরূপ বাক্য তোমার উপযুক্ত হইয়াছে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম ও তোমা ব্যতিরেকে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি এরূপ বাক্য বলিতে সমর্থ হয়? হে কপিবর! বিক্রম ও বল দ্বারা রামের সদৃশ সহায় দৈব কর্ত্তৃক মিলিত হইয়াছে। কিন্তু হে বীর! তুমি আমার সহিত শীঘ্রই এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া ভার্য্যার হরণজনিত দুঃখে একান্ত কাতর বয়স্যকে সান্ত্বনা প্রদান কর। হে সখে! শোকাভিভূত রামের বাক্য শুনিয়া আমি যে কর্কশ বচন কহিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর।" ১২-২০।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

সেনাসংগ্রহণার্থ দূত প্রেরণ।

সুগ্রীব মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া পার্শ্বস্থিত হনূমান্‌কে বলিলেন, "মারুতনন্দন! মহেন্দ্র, হিমালয় ও কৈলাসপর্ব্বতের শিখরদেশে এবং মন্দর, পাণ্ডুশিখর পঞ্চশৈলে যে যে বানরগণ অবস্থিত আছে, পশ্চিমদিকে তরুণ সূর্য্যতুল্য বর্ণবিশিষ্ট নিত্য দীপ্যমান, সমুদ্রান্ত পর্ব্বতে, সন্ধ্যাকালোদিত মেঘতুল্য অস্তাচল ও উদয়াচলে ও পদ্মাচলে যে যে ভীষণাকৃতি বানরবৃন্দ বাস করে, অঞ্জনপর্ব্বতবাসী অঞ্জন-মেঘতুল্য, গজেন্দ্রতুল্য বলশালী যে যে কপিগণ, মহাশৈলের গুহাবাসী কনকতুল্য বর্ণবিশিষ্ট বানরসমূহ, মেরু-পার্শ্বস্থিত ও ধূম্রগিরি-স্থিত কপিবৃন্দ, মহারুণ-পর্ব্বতবাসী, তরুণ আদিত্যতুল্য প্রভাশালী, মধু-মৈরেয়পানকারী ভীমবিক্রম বানরসমূহ এবং সুগন্ধি সুরম্য বনে ও তাপসগণের আশ্রমদ্বারা মনোহর বনান্তস্থানসমূহে অবস্থিত, অধিক কি, পৃথিবীতে যে সমস্ত বানর অবস্থিত আছে, তুমি সেই সমস্ত কপিগণকে বেগবান্ সাম-দানাদি বিধিজ্ঞ বানরগণদ্বারা সত্বর এই স্থানে আনয়ন কর। প্রথমে যে সকল মহাবেগশালী বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছি, আমি তাহাদিগকে জানিলেও তুমি তাহাদিগকে ত্বরা-প্রদানার্থ প্রধান প্রধান বানরদিগকে প্রেরণ কর। যে যে কপিগণ কামভোগে আসক্ত ও দীর্ঘসূত্র, তাহাদিগের সকলকেই শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। আমার আজ্ঞায় যাহারা দশ দিনের মধ্যে এখানে না আসিবে, সেই রাজশাসনের অসম্মানকারী দুরাত্মা বানরদিগকে হনন করিবে। যাহারা আমার শাসনে অবস্থিত, সেই সকল শত সহস্র ও কোটি বানর সত্বর গমন করুক। আমার শাসন-হেতু ঘোররূপ মেঘ-পর্ব্বত-তুল্য কপিশ্রেষ্ঠগণ অম্বরস্থল আচ্ছাদিত করিয়া এখান হইতে গমন করুক। আমার শাসনহেতু সমস্ত বানরগণ সত্বর বেগবিশিষ্ট গতি ধারণ পূর্ব্বক সকলকে আনয়ন করুক।" বায়ুপুত্র সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া হনূমান্ বিক্রান্ত বানরবর্গকে সমস্ত দিকে প্রেরণ করিল। রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত কপিগণ পক্ষী ও নক্ষত্রের পথবর্ত্তী হইয়া আকাশস্থল দিয়া গমন করিতে লাগিল বানরমুখ্যগণ সমস্ত কপিগণকে রামের কার্য্য-সাধনার্থ সমুদ্র, গিরি, বন ও সরোবরসমূহে প্রেরণ করিতে লাগিল। নিগ্রহাদি বিষয়ে মৃত্যুপতি-তুল্য বানররাজ সুগ্রীবের আজ্ঞা শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া সকলে প্রস্থান করিল। তদনন্তর সেই অঞ্জনগিরি হইতে তিন কোটি মহাবল বানর নির্গত হইয়া রাঘবের নিকট গমন করিল। যে গিরিবরে সূর্য্যদেব অস্ত গমন করেন, সেই স্থানবাসী তপ্তহেমতুল্যবর্ণ দশকোটি বানর বহির্গত হইল। কৈলাসের শিখর সকল হইতে সিংহকেশরতুল্য বর্ণ-বিশিষ্ট কোটি সহস্র বানর সমাগত হইল। ফলমূলজীবী হিমালয়বাসী কোটি সহস্র বানর কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিল। অঙ্গারতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ভয়ঙ্করদর্শন ভীমকর্ম্মা কোটি সহস্র কপিবর বিন্ধ্যাচল হইতে সত্বর আগমন করিতে লাগিল। ক্ষীরোদসাগরের বেলাস্থিত তমালবনবাসী নারিকেলভোজী অসংখ্য বানর আসিতে লাগিল। বন, গহ্বর ও সরিৎসমূহ হইতে মহাবল বানরী সেনা দিবাকরকে পান করিয়াই যেন আগমন করিতে লাগিল। বায়ুপুত্র কর্ত্তৃক প্রেরিত যে সকল বানর কপি-সৈন্যগণকে ত্বরা দিতে গিয়াছিল, তাহারা হিমালয় পর্ব্বতে মহেশ্বর-যজ্ঞবাটস্থিত ভগবদ্ধাম মহাতরু দর্শন করিল। পূর্ব্বে সেই মহাগিরিতে সমস্ত দেবতার মনস্তাপকারী মহেশ্বর-দৈবত মনোহর অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইয়াছিল। বানরগণ সেই স্থানে অন্নক্ষরণ হইতে জাত অমৃততুল্য স্বাদু ফলমূল সকল দর্শন করিল। যে ব্যক্তি সেই অন্নজাত ফলমূল ভক্ষণ করে, সে এক মাস পর্য্যন্ত আহার না করিয়াও তৃপ্ত থাকিতে পারে। ফলভোজী প্রধান প্রধান বানরবৃন্দ সেই সকল দিব্য ফলমূল ও ঔষধ গ্রহণ করিল। কপিগণ সুগ্রীব-সন্তোষার্থে সেই যজ্ঞস্থান হইতে সুগন্ধি মনোরম পুষ্প সকল আনয়ন করিল। সেই কপিবরগণ পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণকে লইয়া যূথসকলের অগ্রে অগ্রে আসিতে লাগিল। সেই শীঘ্রগামী হরিবৃন্দ মুহূর্ত্তমধ্যে সুগ্রীব-সন্নিধানে সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সমস্ত ঔষধি ও ফলমূল আনিয়া সুগ্রীবকে প্রদান করিয়া কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনার শাসনে পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণ শৈল, সরিৎ ও বনসমূহ অতিক্রম করিয়া এখানে আগমন করিতেছে।" তদনন্তর কপীশ্বর সুগ্রীব হৃষ্ট ও প্রীত হইয়া তাহাদের উপহার-দ্রব্য গ্রহণ করিল। ১-৩৭।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ সহ সুগ্রীবের রামচন্দ্র-সমীপে গমন।

বানরেন্দ্র সুগ্রীব তাহাদের উপহার সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া সকলকে বিদায় করিল। সেই সহস্র সহস্র কৃতকর্ম্মা বানরবর্গকে বিদায় দিয়া আপনাকে ও মহাবল রাঘবকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিল। অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে হর্ষিত দেখিয়া সেই মহাবল বানরদিগের পতি সুগ্রীবকে মধুর-বাক্যে বলিলেন, "হে সৌম্য! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে আমি এক্ষণে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নির্গত হইব।" লক্ষ্মণের সেই সুবাক্য শুনিয়া সুগ্রীব কহিল, "আপনি এক্ষণে গমন করুন, আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞাধীন রহিলাম।" এই বলিয়া সুগ্রীব ও তারাদি স্ত্রীবৃন্দ সুলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে বিদায় দিল। তখন সুগ্রীব 'এস, এস,' এই বলিয়া উচ্চরবে আহ্বান করিলে তাহার বাক্য শুনিয়া কপিগণ শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীদর্শন-যোগ্য সেই বানরগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলে সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী সুগ্রীব তাহাদিগকে কহিল; "তোমরা সত্বর আমার প্রিয়দর্শনা শিবিকা আনয়ন কর।" বানরগণ তৎক্ষণাৎ শিবিকা আনয়ন করিলে বানরপতি লক্ষ্মণকে কহিল, "আপনি ইহাতে শীঘ্র আরোহণ করুন।" এই বলিয়া সুগ্রীব সূর্য্যনিভ কাঞ্চনময় যানে লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করিল। বহুতর বানর, তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিল এবং তাহারা পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র মস্তকে ধারণ করিল ও শুভ্রবর্ণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ হইতে লাগিল এবং বন্দিগণ অভিনন্দন করিল। সুগ্রীব অত্যুত্তম রাজ্য-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া শত শত শস্ত্রপাণি মহাবল বানরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রামের নিকট গমন করিতে লাগিল। রামকর্ত্তৃক সেবিত উত্তম স্থানে গমন করিয়া মহাতেজা সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া রামের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া বানরগণও অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক অবস্থিত রহিল। রাম পঙ্কজকলিকাবিশিষ্ট তড়াগের ন্যায় বানর-সৈন্য অবস্থিত দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি প্রীতিমান হইলেন। সুগ্রীব মস্তক অবনত

করিয়া পদতলে পতিত হইলে রামচন্দ্র তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া বহুমান পূর্ব্বক প্রেমদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাঘব তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন; তদনন্তর সুগ্রীব উপবিষ্ট হইলে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "হে বীর! যে ব্যক্তি বিভাগ করিয়া যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করে, সেই ব্যক্তিই রাজা হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থ ও কামের সেবা করে, সে বৃক্ষাগ্রে সুপ্ত থাকিয়া পতিত হইয়া তৎপরে বুঝিতে পারে। যে রাজা শত্রুগণের নিপাত করিয়া মিত্রগণের সংগ্রহে নিরত থাকিয়া ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করে, সেই ধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়া থাকে। হে শত্রু-নিসূদন! সীতার অন্বেষণার্থ উদ্যোগের সময় এই উপস্থিত, তুমি এক্ষণে মন্ত্রিগণের সহিত সেই বিষয়ের চিন্তা কর।" সুগ্রীব এইরূপে উক্ত হইয়া রামচন্দ্রকে কহিল, "হে মহাবাহো! আপনার ও আপনার ভ্রাতার প্রাসাদে আমি প্রণষ্ট রাজলক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও কুলক্রমাগত কপিরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকার প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যুপকার না করে, সে পুরুষগণের মধ্যে ধর্ম্মদূষক হয়। হে পরন্তপ! এই শত শত বানরমুখ্যগণ পৃথিবীস্থিত সমস্ত মহাবল বানরগণকে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। শূরবর! ঘোরদর্শন বানর, ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলগণ সকলেই কান্তার, বন ও দুর্গম স্থানের অভিজ্ঞ। হে রাঘব! দেব ও গন্ধর্ব্বপুত্র কামরূপী কপিগণ স্ব স্ব সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। হে শত্রু-বিনাশন! শত শত, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, অযুত অযুত, শঙ্খ শঙ্খ, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, মধ্য মধ্য ও অন্ত্য অন্ত্য, সমুদ্র সমুদ্র, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ-সংখ্যক বানরগণে পরিবৃত, মেঘ ও পর্ব্বততুল্য, মেরু-বিন্ধ্যাচলবাসী, মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী কপিমুখ্যগণ এখানে আগমন এবং সীতার অন্বেষণে গমন এবং রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাবণের নিধন-সাধন পূর্ব্বক জানকীকে আপনার নিকট আনয়ন করিবে।" তদনন্তর রাজপুত্র বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র আপনার নিদেশে অবস্থিত কপিরাজের সম্যক্ উদ্যোগ দর্শন করিয়া হর্ষহেতু বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ১-৩৪।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

রামসমীপে বানরসেনা-সমাগম।

সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিলে ধার্ম্মিকপ্রবর রামচন্দ্র তাহাকে বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবরাজ ইন্দ্র যে বর্ষণ করিতেছেন, সহস্রকিরণ সূর্য্য যে আকাশস্থলকে আলোকিত করিতেছেন, চন্দ্র যে রজনীকে নির্ম্মল করিতেছেন এবং তোমার ন্যায় সাত্ত্বিক ব্যক্তি যে মিত্রগণের প্রীতি-সাধন করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এইরূপ তোমাতেও যে শুভকর কার্য্য হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে! সুগ্রীব! আমি তোমাকে সতত প্রিয়বাদী বলিয়াই জানি। আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া সমরে সমস্ত শত্রুসমূহকেই জয় করিতে সমর্থ হইব। তুমি আমার সুহৃৎ ও মিত্র। অতএব আমার সাহায্য করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। সেই রাক্ষসাধম আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত মৈথিলীকে হরণ করিয়াছে। অনুহ্লাদ পূর্ব্বে যেমন বঞ্চনা করিয়া পৌলোমী শচীকে হরণ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, এই রাক্ষসও সেইরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অরিঘাতন ইন্দ্র যেমন পৌলোমীর বলদৃপ্ত পিতাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আমিও অচিরাৎ নিশিত শর দ্বারা সেই রাক্ষস রাবণকে বিনাশ করিব।" এই সময়ে সহস্রাংশুর উষ্ণ ও তীব্রতর প্রভা আচ্ছাদিত করিয়া ধূলিরাশি আকাশে উত্থিত হইল। সেই অন্ধকার দ্বারা দূষিত হইয়া দিক্ সকল আকুল হইয়া উঠিল, শৈল, বন ও কাননের সহিত মহীতল কম্পিত হইতে লাগিল। তদনন্তর তীক্ষ্ণদন্ত, মহাবল, নরেন্দ্রতুল্য, অসংখ্যেয় বানর দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। তদনন্তর নিমেষমধ্যেই কোটি কোটি নাদের, পার্ব্বতীয়, সামুদ্র বানর, মেঘতুল্য শব্দকারী বনবাসী কপিগণ, তরুণ আদিত্যতুল্য-বর্ণ, শশিতুল্য গৌরবর্ণ বানর, হিমাচল-বাসী পদ্মকেশরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বানরসমূহের পতিগণের সহিত দশ সহস্র কোটি বানর দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রীমান্ শতবলি নামক বানর দৃষ্ট হইল। অনন্তর কাঞ্চনশৈলতুল্য বর্ণবিশিষ্ট তাহার পিতা সুষেণ বহু সহস্র কোটি বানর-সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইল। অনন্তর সুগ্রীবের শ্বশুর, উমার পিতা তার নামক বানরপতি সহস্রকোটি কপিসৈন্যের সহিত সমাগত হইল। তৎপরে পদ্মকেশরতুল্যবর্ণ, সূর্য্যপ্রভ, বুদ্ধিমান্, সমস্ত বানরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হনুমানের পিতা শ্রীমান্ কেশরী বহু সহস্র বানরদলের সহিত উপস্থিত হইল। গোলাঙ্গুলগণের রাজা, ভীমবিক্রম গবাক্ষ কোটি সহস্র বানর দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমাগত হইল। ভীমবেগী ঋক্ষগণের রাজা, শত্রুঘাতী ধূম্র দুই সহস্র কোটি বানর-সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইল। পনস নামক বীর্য্যবান্ যূথপতি মহাবল ঘোরতর তিনকোটি কপি সেনার সহিত আগমন করিল। নীলবর্ণ অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট মহাকায় নীল নামক যূথপতি দশকোটি বানরের সহিত সমাগত হইল। কাঞ্চনশৈলতুল্য দ্যুতিবিশিষ্ট মহাবীর্য্য গবয় নামক যূথপতি পাঁচকোটি সৈন্য-সহিত উপস্থিত হইল। দরীমুখ নামক বলবান্ যূথপতি সহস্রকোটি বানর-সৈন্য-সমভিব্যাহারে সুগ্রীবের সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক মহাবল অশ্বিপুত্রদ্বয় কোটি কোটি সহস্র বানর-সৈন্য-সহিত সমাগত হইল। গজ নামক বলবান্ বীর তিন কোটি বানরদ্বারা পরিবৃত এবং ভল্লুকরাজ মহাতেজা জাম্ববান্ দশ কোটি সৈন্য-সহিত আসিয়া সুগ্রীবের বশে অবস্থিত রহিল। রুমণ নামক তেজস্বী বানরপতি বহুতর কপি-সৈন্য এবং বলবান্ কোটিশত-সংখ্যক বানর-সৈন্য-সহিত আগত হইল। গন্ধমাদন সহস্র সহস্র কোটি বানর-সহিত উপস্থিত হইল। তদনন্তর পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শতসংখ্যক বানর-সৈন্যের সহিত সজ্জিত হইল। তদনন্তর নক্ষত্র-তুল্য দ্যুতিশালী উমার পিতা তার পঞ্চকোটি কপিসৈন্যের সহিত দূর হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। একাদশ কোটি বানর-সেনার ঈশ্বর যূথপতি বীরবর ইন্দ্রজানু আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে আদিত্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট রম্ভ নামক কপীশ্বর অযুত সহস্র ও শতসংখ্যক সৈন্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সুগ্রীব-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। দুই কোটি সৈন্য-পরিবৃত বলবান্ দুর্ম্মুখ সজ্জিত হইয়া সমাগত হইল। হনুমান্ কৈলাসশিখরতুল্য ভীমবিক্রম কোটি সহস্র বানরসমূহে পরিবৃত হইয়া সুগ্রীবের নয়নপথে উপস্থিত হইল। মহাবীর্য্য নল বৃক্ষবাসী শতকোটি সহস্র ও শতসংখ্যক বানর-সেনার সহিত সমাগত হইল। তদনন্তর শ্রীমান্ দধিমুখ নামক বানরপতি নদীপ্রদেশ হইতে দশ কোটি সেনায়

পরিবেষ্টিত হইয়া মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। শরদ, কুমুদ, বহ্নি ও রম্ভ এবং অন্যান্য বহুতর কামরূপধারী অসংখ্য যূথপতি বানর সমস্ত পৃথিবী, পর্ব্বত ও বনস্থল সমাবৃত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। এই সকল বানরদলের মধ্যে কোন কোন দল উপস্থিত ও কোন কোন দল অবস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের কেহ কেহ লম্ফ-দান, কেহ কেহ বা গর্জ্জন করিতে করিতে মেঘগণের সূর্য্য-সন্নিধানে গমনের ন্যায় সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। উচ্চতর শব্দকারী, প্রকৃষ্ট বাহুশালী বানরগণ মস্তক অবনমন পূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকট আপনার আগমন নিবেদন এবং কেহ কেহ নিকটে গমন করিয়া যথোচিত সম্মান-সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ১-৪২।

তখন ধর্ম্মজ্ঞ সুগ্রীব সত্বর রামের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে সেই সমস্ত বানর ও বানরপতিগণের আগমনের বিষয় নিবেদন করিয়া যূথপতিগণকে বলিল, “হে বানরেন্দ্র সকল! পর্ব্বত, নির্ঝর ও বনসমূহে সৈন্য সকল নিবেশিত করিয়া বিধিপূর্ব্বক কে আসিল, কে না আসিল, এই বিষয় অবগত হও।” ৪৩-৪৪।

———

চত্বারিংশ সর্গ।

সীতা অন্বেষণার্থ রামের সহিত সুগ্রীবের পরামর্শ এবং পূর্ব্বদিকে বানরদূত-প্রেরণ।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব নরশ্রেষ্ঠ পরবলবিনাশী রামচন্দ্রকে বলিল, “আমার রাজ্যবাসী, ইন্দ্রতুল্য বলবান্, কামচারী বানরেন্দ্রগণ উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব সেনানিবেশে নিবেশিত রহিয়াছে। সেই এই বহুস্থলে প্রকাশিত-পরাক্রম, ভীষণবিক্রম, দৈত্যদানব তুল্য ঘোরতর বলবান্ বানর সকল উপস্থিত হইয়াছে। খ্যাতকর্ম্মা, খ্যাতবীর্য্য, বলবান্, জিত-শ্রম, আপনার কিঙ্কর এই সমস্ত কোটি কোটি বানরগণ উপস্থিত হইয়াছে। হে অরিন্দম! বানর সকল নিদেশপ্রতিপালক, স্বামীর হিতকার্য্যে নিরত, ইহারা আপনার অভিপ্রেত অর্থসাধনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই; সেই এই বহু সহস্র, বহু স্থলে প্রকটিত-পরাক্রম, ঘোরতর দৈত্য-দানবতুল্য বানরগণ আসিয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে কাল উপস্থিত, আপনার যেরূপ বিবেচনা হয়, তাহা বলুন, ইহারা আপনার বশবর্ত্তী; এক্ষণে উপযুক্ত আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি ইহাদের যথার্থ বল অবগত আছি, তথাপি আপনি ইহাদিগকে যাহা যুক্তি-যুক্ত হয়, তাহাই আজ্ঞা করুন।” ১-৭।

সুগ্রীব এইরূপ বলিলে দশরথপুত্র রামচন্দ্র তাঁহাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “হে সৌম্য! হে মহাপ্রাজ্ঞ! জনকাত্মজা জীবিত আছেন বা না আছেন এবং রাবণ যে দেশে অবস্থিত আছে, ইহারা তাহা অবগত হউক। রাবণের আলয়ে এবং বৈদেহীর নিকট গমন করিলে পর তোমার সহিত যুক্তি করিয়া তৎকালের উপযুক্ত কার্য্য বিধান করিব। হে বানরেন্দ্র! আমি কিংবা লক্ষ্মণ এই কার্য্য-সাধনে সমর্থ নহি; তুমিই এই কার্য্যের হেতু ও প্রভু হইতেছ। হে বীর! তুমি আমার কার্য্য অবগত আছ সন্দেহ নাই; অতএব তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রদান কর। তুমি আমার অদ্বিতীয় সুহৃৎ, বিক্রান্ত, প্রাজ্ঞ, কালবিশেষজ্ঞ, অর্থ-বিদ্গণের অগ্রগণ্য এবং আমাদের হিতকার্য্যে নিরত।” সুগ্রীব এইরূপে উক্ত হইয়া ধীমান্ রাম-লক্ষ্মণের সন্নিধানে শৈলতুল্য, মেঘতুল্য-নির্ঘোষ-যুক্ত, দীপ্তিমান্, বিনত নামক যূথপতিকে বলিলেন “তুমি সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য কান্তিবিশিষ্ট, বানরগণের অধিপতি, কপিশ্রেষ্ঠ, দেশ, কাল ও নীতিজ্ঞানে নিপুণ, কর্ত্তব্য-নিশ্চয়ে বিজ্ঞ এবং শত সহস্র বলবান্ ক্ষিপ্র-কারী বানরসৈন্যে পরিবৃত। তুমি শৈল, বন ও কানন সমন্বিত পূর্ব্ব দিকে গমন কর। তাহাতে গিরি, দুর্গ, বন ও নদী প্রভৃতি স্থলে জনকাত্মজা সীতা ও রাবণের বসতি-স্থান অন্বেষণ কর। ভাগীরথী নদী, মনোরমা সরযূ, কৌশিকী, কালিন্দী, মনোহরা যমুনার সমীপস্থ গিরি-সকল এবং সরস্বতী, সিন্ধু, মণিতুল্য জলবাহী শোণ, মহী নদী ও শৈল-কানন সহিত কালমহী, এই সমস্ত নদীতে এবং ব্রহ্মমাল, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ, এই সমস্ত দেশে কোষকার ও রজতাকর ভূমিতে দশরথের পুত্রবধূ রামের দয়িতা ভার্য্যা সীতার অন্বেষণ করিবে। আর যে যে পর্ব্বত ও নগর সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এবং মন্দর পর্ব্বতের কটিদেশে যে যে বসতি-স্থান আছে, তৎসমুদয় অন্বেষণ করিবে। কর্ণপ্রাবরণ ও ওষ্ঠকর্ণক লৌহমুখ, একপাদক হইয়াও বেগগতিশীল, অক্ষয়সন্তান রাক্ষসবিশেষ, পুরুষাদগণ এবং তীক্ষ্ণচূড়া, হেমকান্তি প্রিয়দর্শন কিরাতগণ এবং দ্বীপবাসী, জলাভ্যন্তরচারী, আমমৎস্যভোজী কিরাতগণ, অধোভাগে নরাকৃতি এবং ঊর্দ্ধভাগে ব্যাঘ্রাকৃতি ঘোরতর নরব্যাঘ্র নামে বিখ্যাত এই সকল রাক্ষসাদির আলয় সকলে অন্বেষণ করিবে। গিরিস্থল অতিক্রম করিয়া যে যে দেশ বা দ্বীপে লম্ফদ্বারা অথবা ভেলা দ্বারা গমন করা যায়, সেই সমস্ত প্রদেশ অন্বেষণ করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। আর তুমি একান্ত যত্নশীল হইয়া সপ্তরাজ্যে সুশোভিত যবদ্বীপ এবং সুবর্ণকারী ব্যক্তিগণে শোভিত সুবর্ণদ্বীপ ও রূপকদ্বীপ অন্বেষণ করিবে। সুবর্ণদ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেব-দানবগণ কর্ত্তৃক সেবিত শিশির নামক পর্ব্বত আছে, তাহার শৃঙ্গ গগনতল ভেদ করিয়া স্বর্গস্থল স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দ্বীপাদির গিরিদুর্গে, বনে ও আয়তনে যশস্বিনী রামপত্নীর অন্বেষণ করিবে। তদনন্তর সমুদ্রপারে গমন করিয়া সিদ্ধচারণ-সেবিত শোণিত-সলিল-বিশিষ্ট শীঘ্রবাহী শোণ নামক নদে গমন পূর্ব্বক তাহার সুরম্য তীর্থে ও বিচিত্র বনে সকল স্থানেই রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। ভয়ঙ্কর বহুতর উপবন-বিশিষ্ট, পর্ব্বত-জাত নদী সকল এবং গুহাযুক্ত পর্ব্বত ও বন সমূহে অন্বেষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তদনন্তর ভীষণ অনিল-দ্বারা উদ্ধত, অতএব ভীষণ শব্দবান্ উগ্রতর তরঙ্গ-বিশিষ্ট সমুদ্র-দ্বীপ সকল দর্শন করিবে। সেই ইক্ষু-সমুদ্রে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট ক্ষুধা-বিশিষ্ট অসুরগণ নিত্য নিত্য ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই মহাভুজঙ্গগণ-কর্ত্তৃক সেবিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ-প্রতিম মহানাদ-বিশিষ্ট ইক্ষুসমুদ্রে গমনের পর রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর লোহিত নামক সাগরে গমন করিয়া তথায় বৃহৎকূট শাল্মলী বৃক্ষ দর্শন করিবে।* তথায় খগপতি গরুড়ের কৈলাসতুল্য নানারত্ন-ভূষিত বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত গৃহ বিরাজিত আছে। তথায় সুরাসমুদ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী শৈলশৃঙ্গসমূহে শৈলতুল্য ভয়ঙ্কর দেহধারী নানারূপী ভয়াবহ মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ বিদ্যমান আছে। ঐ সকল রাক্ষসগণ সূর্য্যোদয় হইলে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যুদ্ধ করিয়া অভিতপ্ত হয়, তদনন্তর দিন দিন ব্রহ্মতেজোদ্বারা আহত ও নিহত হইয়া সুরাসমুদ্রের জলে পতিত হয়; তৎপরে পুনর্ব্বার জীবিত

* ইহাতে শাল্মলী দ্বীপের অনুমান হইতেছে

হইয়া ঐ শৈলশৃঙ্গে লম্বমান হইয়া থাকে। তৎপরে পাণ্ডুবর্ণ মেঘতুল্য ক্ষীরোদ-সাগর ঊর্ম্মিদ্বারা মুক্তাহারে সুশোভিত হইয়াই শোভা পাইতেছে। তুমি দুর্দ্ধর্ষ বানরবর্গ সহিত গমন করিয়া তাহা দর্শন করিবে। তাহার মধ্যে শ্বেতবর্ণ, দিব্যগন্ধ-কুসুমব্যাপ্ত তরুনিকর দ্বারা আবৃত ঋষভ নামে পর্ব্বত আছে। তৎপরে হৈমকেশর-বিশিষ্ট রজতপদ্মসমূহে দীপ্যমান, রাজহংসসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত, সুদর্শন নামক সরোবর অবস্থিত রহিয়াছে। তথায় দেব, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ হৃষ্ট হইয়া সেই পদ্মবনে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া থাকেন। ক্ষীরোদ-সাগর অতিক্রম করিয়া তৎপরে বানরগণ সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর জলোদ-সমুদ্র দেখিতে পাইবে। তথায় সেই ঔর্ব্ব নামক ব্রহ্মর্ষির ক্রোধজাত সুমহৎ বড়বামুখোত্থিত তেজ দর্শন করিবে। তাহার অদ্ভুত মহাবেগকে প্রলয়কালে সচরাচর জগতের অন্নস্বরূপ কহে। সেই স্থানে অসমর্থ বিনাশশঙ্কী প্রাণিপুঞ্জের মহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইয়া থাকে। স্বাদু জল সমুদ্রের উত্তরতীরে ত্রয়োদশ যোজন বিস্তীর্ণ কনকতুল্য প্রভাশালী স্বর্ণ শিলাবিশিষ্ট এক সুমহান্ পর্ব্বত আছে। তাহাতে চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট, পদ্মপত্রতুল্য বিশালনয়ন ধরণীধর ভুজঙ্গকে দর্শন করিবে। সেই সহস্রশিরা নীলবাসা সর্ব্বদেবের নমস্কৃত অনন্তদেব পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত আছেন। তথায় সেই মহাত্মা অনন্তদেবের ত্রিশীর্ষ নিম্নস্থিত বেদীমধ্যে প্রোথিত তালধ্বজ বিরাজিত আছে। সুরপতি সেই তরুবরকে পূর্ব্বদিকের অভিজ্ঞানার্থ সীমান্ত-শঙ্কুর ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। তৎপরে হেমময় শ্রীমান্ পর্ব্বত, তাহার শতযোজন শিখর স্বর্গ স্পর্শ করিয়া আধার-পর্ব্বতের সহিত বিরাজিত আছে। উহা পুষ্পিত, স্বর্ণময়, সূর্য্যপ্রভ, শাল, তাল, তমাল, কর্ণিকার তরুসমূহে পরিশোভিত। তথায় এক যোজন বিস্তারযুক্ত, দশযোজন উচ্ছ্রায়-বিশিষ্ট স্বর্ণময় সৌমনস-শৃঙ্গ। পুরাকালে পুরুষোত্তম বিষ্ণু তিনটি পদবিক্রমবিষয়ে তথায় প্রথম পদ বিন্যাস করিয়া মেরুর শিখরে দ্বিতীয় পদ বিন্যাস করিয়াছিলেন। দিবাকর উত্তরদিক্ দিয়া জম্বুদ্বীপ পরিক্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই উচ্চশিখরবিশিষ্ট উক্ত সৌমনস-শিখরে অবস্থিত জম্বুদ্বীপ-স্থিত মানবগণের দৃশ্য হইয়া থাকেন। তথায় সূর্য্যবর্ণ, তপস্বী, দীপ্যমান বৈখানস ও বালখিল্য মহর্ষিগণ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যাহার সমীপে সুদর্শন দ্বীপ প্রকাশিত হয় এবং যে সৌমনসে সর্ব্বপ্রাণীর চক্ষু প্রকাশিত হয়, সেই শৈলের পৃষ্ঠে, কন্দরে ও বনস্থলে রাবণ ও বৈদেহীর অন্বেষণ করিবে। কাঞ্চন-শৈলের ও মহাত্মা সূর্য্যের তেজোদ্বারা আবিষ্ট হইয়া রক্তবর্ণ পূর্ব্বসন্ধ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেহেতু, ভুবনের প্রকাশন-হেতু সূর্য্যের উদয় অপেক্ষা করিয়া প্রথমে ঊর্দ্ধস্থিত ব্যক্তিগণের প্রবেশ-দ্বারস্বরূপ উদয়গিরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল, ইহাকেই পূর্ব্বদিক্ কহে। সেই শৈলের পৃষ্ঠে নির্ঝরে ও গুহাতে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। উদয়পর্ব্বতের অগ্রভাগে ইন্দ্রাদি দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত পূর্ব্বদিক্ চন্দ্র-সূর্য্যদ্বারা বিরহিত, অতএব তমোদ্বারা পরিবৃত হওয়ায় অত্যন্ত অগম্য হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল শৈলে, কন্দরে ও নদীতে অথবা যে সকল স্থান মৎকর্ত্তৃক উক্ত হইল, সেই সকল স্থানেই জানকীর অন্বেষণ করিবে। কপিবরগণ! এই পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ হইবে; অতঃপর ভাস্কর-রহিত ও সীমারহিত স্থানসকল আমি অবগত নহি। বৈদেহী ও রাবণের অনুসন্ধানে উদয়পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া একমাস পূর্ণ হইলে ফিরিয়া আসিবে। একমাসের ঊর্দ্ধকাল তথায় থাকিবে না, যদি কেহ থাকে, তবে সে আমার বধ্য হইবে। মৈথিলীকে অন্বেষণ করিয়া অন্বেষণ-কার্য্যের শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। ইন্দ্রের কান্তা বনাদিমণ্ডিত পূর্ব্বদিক্ উত্তমরূপে অন্বেষণ করিয়া রাঘবপ্রিয়া সীতাকে পাইয়া তদনন্তর সকলে সুখী হও।" ১০-৭১।

একচত্বারিংশ সর্গ

দক্ষিণদিকে সীতান্বেষণার্থ হনুমানাদি বানরগণের গমন।

বানররাজ বীরবর সুগ্রীব সেই বানর-সেনাগণকে পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিয়া কার্য্য-সামর্থ্য বিষয়ে নির্ণীত বানরগণকে দক্ষিণদিকে পাঠাইয়া দিল। তাহাতে অন্বেষণ-দেশ-বিশেষজ্ঞ সুগ্রীব অগ্নিপুত্র নীল, মহাবল হনুমান্, ব্রহ্মাপুত্র মহাবীর্য্য জাম্ববান্, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, হুতাশনের পুত্র-দ্বয় উল্কামুখ ও অনঙ্গ, অঙ্গদপ্রমুখ বেগ-বিক্রমসম্পন্ন বীরগণকে পাঠাইয়া দিল। অঙ্গদকে সেই সমস্ত বানরগণের অগ্রবর্ত্তী করিয়া দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিল। কপীশ্বর সুগ্রীব সেই দিকে যে কোন দেশ দুর্গম ছিল, তৎসমস্তই সেই কপিযূথগণকে বলিতে লাগিল, "তোমরা সহস্র শিখর-যুক্ত, বিবিধ তরু-লতায় বিরাজিত বিন্ধ্যাচল, মহাভুজঙ্গগণ-নিষেবিত মনোরম নর্ম্মদা নদী, গোদাবরী, মনোরমা কৃষ্ণবেণা নদী এবং মেকল, উৎকল, দশার্ণ-দেশীয় নগর সকল, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টিক, মাহিষক প্রভৃতি দেশ সকল অবলোকন করিবে। আর মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিকাদি দেশ, পর্ব্বত, নদী ও গুহা-সমন্বিত দণ্ডকারণ্য ও গোদাবরী নদী প্রভৃতি সমস্ত স্থান, এবং অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরলাদি দেশ দর্শন করিবে। অনন্তর ধাতু-মণ্ডিত, বিচিত্রশিখর, পুষ্পিত-কাননবিশিষ্ট চন্দনবন-সমন্বিত শ্রীমান্ মহাগিরি অয়োমুখ নামক সুদীর্ঘ পর্ব্বতে অন্বেষণ করিবে। এই স্থানে প্রসন্নসলিলা, অপ্সরা সমূহ-কর্ত্তৃক সেবিতা, দিব্য কাবেরী নদী দর্শন করিবে। অনন্তর মলয়-পর্ব্বতের অগ্র-ভাগে মহাতেজঃসম্পন্ন আদিত্যতুল্য ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে দর্শন করিবে। তদনন্তর প্রণামাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে বিবিধ-গ্রাহ-যুক্ত তাম্রপর্ণী মহানদী পার হইবে। চন্দনবনদ্বারা বিচিত্র প্রচ্ছন্ন দ্বীপ ও বারিবিশিষ্ট সেই নদী, যুবতী কান্তার ন্যায় কান্তরূপ সমুদ্রে অবগাহন করিতেছে। অনন্তর বানরগণ পাণ্ড্যদিগের পুরীর দুর্গ-প্রাচীর-ঘটিত মুক্তা ও মণি সমূহদ্বারা বিভূষিত কপাট দর্শন করিবে। তৎপরে সমুদ্রতটে যাইয়া সমুদ্রপার-বিষয়ে সমর্থ ও অসমর্থ অবধারণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইবে। তৎকার্য্য-সাধনের উপায়ও: শ্রবণ কর। মহর্ষি অগস্ত্য তত্রস্থিত সমুদ্রের অভ্যন্তরে চিত্রসানু-বিশিষ্ট শ্রীমান্ মহেন্দ্র-পর্ব্বত নিবেশিত করিয়াছেন। এই স্বর্ণময় মনোহর গিরির একপার্শ্ব সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। ইহা দেব, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চরণগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বে পর্ব্বে সেই পর্ব্বতে আগমন করিয়া থাকেন। সেই সমুদ্রের অপর পারে শতযোজন-বিস্তৃত মনুষ্যজাতির অগম্য এক দ্বীপ আছে, তাহার চারিদিকেই, বিশেষতঃ সেই দ্বীপে বিশেষ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। সেই স্থান ইন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান্ রাক্ষসাধিপতি দুরাত্মা বধযোগ্য রাবণের বাসভূমি। দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যস্থলে অঙ্গারকা নামে বিখ্যাতা, ছায়াযোগে জীবগণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণকারিণী এক রাক্ষসী বাস করিয়া থাকে। এইরূপে সংশয়বিশিষ্ট

দেশ সকল বিশেষরূপ অন্বেষণ দ্বারা নিঃসংশয় করিয়া অমিততেজা নরেন্দ্র-পত্নীর অনুসন্ধান কর। সেই লঙ্কাদ্বীপ অতিক্রম করিয়া শত যোজন সমুদ্রের মধ্যে পরমসুন্দর সিদ্ধ ও চারণগণ-সেবিত,চন্দ্র-সূর্য্য-সমান প্রভাবশালী পুষ্পিতক নামক গিরিবর সমুদ্রসলিল আশ্রয় পূর্ব্বক বিপুল শৃঙ্গসমূহ দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া অবস্থিত আছে। দিবাকর তাহার এক শৃঙ্গ সেবা করিয়া থাকেন। কৃতঘ্ন, নাস্তিক ও নৃশংস-ব্যক্তিগণ সেই শৃঙ্গ দেখিতে পায় না। বানরগণ! তোমরা সেই শৈলবরকে প্রণাম করিয়া সীতার অন্বেষণ কর। সেই দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশ যোজন বিস্তৃত অতি দুর্গম সূর্য্যবান্ নামে এক পর্ব্বত অধিষ্ঠিত আছে; তদনন্তর সর্ব্বকালেই মনোহর, সমস্ত বাঞ্ছিত-ফল-সম্পন্ন বৈদ্যুত নামক পর্ব্বত, তাহাতে উত্তম উত্তম ফলমূল এবং তুষ্টিজনক মধুপান করিয়া গমন করিবে। সেই স্থানে নয়ন-মনোহর কুঞ্জর নামক পর্ব্বত আছে, তাহাতে পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা অগস্ত্যের ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই ভবন এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উচ্চ, কাঞ্চনময় ও নানারত্ন-বিভূষিত। তাহাতেই ভোগবতী নামক সর্পগণের দুর্দ্ধর্ষ পুরী আছে; উহার পথসকল বিশাল, মহাবিষধর, তীক্ষ্ণদন্ত, ঘোরতর ভুজঙ্গগণ দ্বারা পরিরক্ষিত, তাহাতে ঘোরদর্শন সর্পরাজ বাস করিয়া থাকেন। তথায় গমন করিয়া সেই ভোগবতী পুরী এবং অন্যান্য যে সমস্ত গুপ্তদেশ আছে, তৎসমুদয়ই অন্বেষণ করিবে। সেই দেশ অতিক্রম করিয়া ঋষভতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট, সর্ব্বরত্নসমন্বিত পরমসুন্দর ঋষভ নামক পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে গোশীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যামাখ্য বিশেষ বিশেষ অগ্নিসম-প্রভা-শালী দিব্যচন্দন উৎপন্ন হয়। সেই চন্দন দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোরবন রক্ষা করিয়া থাকেন। তথায় সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য প্রভা-বিশিষ্ট শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু এই পঞ্চজন গন্ধর্ব্বপতি বাস করিয়া থাকেন। ঋষভ পর্ব্বতের পর পৃথিবীর অন্তে রবি-সোম ও অগ্নিদেহী পুণ্যকর্ম্মাদিগের নিবাস, তথায় স্বর্গজিত ব্যক্তিগণ অবস্থিত আছেন। তদনন্তর সুদারুণ পিতৃলোক, তাহা মনুষ্যাদির অগম্য; ইহা যমের অন্ধকারাবৃত রাজধানী। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা এই পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতেই সমর্থ হইবে; ইহার পর আর মনুষ্যাদির গতি হয় না। তোমরা এই সকল এবং অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট হয়,তৎসমুদায় দর্শন করিয়া সীতার গতি জানিয়া ফিরিয়া আসিবে। যে ব্যক্তি মাসমধ্যে ফিরিয়া 'সীতাকে দেখিয়াছি' এই বাক্য বলিবে, সে আমার তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে বিহার করিবে। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য কেহই আমার প্রিয়তম হইবে না; সে বহুবার অপরাধ করিলেও আমার বন্ধু হইবে। হে বানরগণ! তোমরা অমিত-বল-বিক্রমশালী বিপুলগুণসম্পন্ন কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এক্ষণে তোমরা যাহাতে জনকাত্মজালাভ হয়, তদ্বিষয়ে অনুকূল পুরুষার্থ প্রকাশ-পূর্ব্বক বিশেষরূপে যত্ন করিতে থাক।" ১-৪৯।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

সুষেণ ও অন্যান্য বানরগণকে সীতান্বেষণার্থ প্রেরণ

অনন্তর সুগ্রীব সেই সমস্ত বানরবৃন্দকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়া মেঘপ্রতিম সুষেণকে কহিল। এই সুষেণ তারার পিতা, রাজার শ্বশুর ও ভীষণ বিক্রমশালী। সুগ্রীব তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাহাকে এবং মহর্ষি মরীচির পুত্র, ইন্দ্রতুল্য-প্রভাশালী, বিপুল-বিক্রম বানরবৃন্দে পরিবৃত, বুদ্ধিবিক্রম-সম্পন্ন, খগপতিতুল্য দ্যুতি-বিশিষ্ট, অর্চ্চিষ্মান্ নামক কপিবরকে ও মহাবল অর্চ্চিমাল্য প্রভৃতি মহর্ষি মরীচিপুত্রদিগকে পশ্চিমদিকে বৈদিহীর অন্বেষণার্থ আদেশ করিল যে, "হে কপিবরগণ! তোমরা দুই শত সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে সুষেণের সহিত সীতার অন্বেষণ কর। সৌরাষ্ট্র,বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি মনোহর বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী জনপদ ও পুরসকল এবং পুন্নাগ, বকুল, কেতক ও উদ্দালক বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত কুক্ষিদেশ এবং পশ্চিমস্রোতোবাহিনী শীতলজলা পবিত্র নদীসকল, তাপসগণের অরণ্যসমূহ, কান্তারযুক্ত গিরিসকল অন্বেষণ কর। তথায় অতিশয় উচ্চ শীতল মরুস্থলীপ্রায় শিলাভূমি, গিরিসমূহে পরিবৃত দুর্গম পশ্চিমদিক্ অন্বেষণ করিয়া তদনন্তর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে আসিয়া তিমি ও কুম্ভীরকুলে পরিব্যাপ্ত সমুদ্র দর্শন করিবে। তদনন্তর বানরগণ তথায় তমাল-বনে, কেতক-কাননে, নারিকেল-বনে বিহার করিয়া তথায় সীতা ও রাবণের স্থান অন্বেষণ করিবে এবং সমুদ্র-বেলাভূমির তলস্থিত পর্ব্বত ও মুরচীপত্তন মনোরম জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপাপুরীদ্বয় ও আলক্ষিত নামক বন সকল বিশাল রাজ্য ও বিশাল বাণিজ্যস্থান দর্শন করিবে। তথায় সিন্ধুনদ ও সাগরের সঙ্গমস্থলে মহাতরুসমূহ-সমন্বিত শতশৃঙ্গশালী সোমগিরি নামে এক মহান্ পর্ব্বত আছে। তাহার রম্য প্রস্থদেশে সিংহ নামক পক্ষী সকল বাস করে, তাহারা তিমি-মৎস্য ও হস্তী সকলকে নখে ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগের নীড়ে তুলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই সিংহ-পক্ষীর নীড়গত এবং গিরিশৃঙ্গগত সদর্প ও উদ্দীপ্ত মাতঙ্গগণ মেঘরবে চীৎকার করিয়া থাকে। ঐ গজেন্দ্রসমূহ ঐ হার জলপূর্ণ বিশাল প্রস্থের চারিদিকে বিচরণ করে। তোমরা কামরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহার বিচিত্র পাদপযুক্ত,কাঞ্চনময়, স্বর্গস্পর্শী শৃঙ্গ সকল সত্বর অন্বেষণ করিবে। অনন্তর বানরগণ তথা হইতে যাইয়া পারিযাত্র পর্ব্বতের সমুদ্রগত শত যোজন বিস্তীর্ণ দুষ্প্রেক্ষ্য কাঞ্চনময় শৃঙ্গ দর্শন করিবে। সেই স্থানে অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী, ঘোরতর পাপকারিগণের পাবকশিখাতুল্য, চতুর্ব্বিংশ কোটি গন্ধর্ব্ব তপস্বিগণ-মিলিত হইয়া তপস্যা করিতেছেন, ভীমবিক্রম বানরগণ যেন তাঁহাদিগকে দর্শন করে না এবং তাঁহাদের প্রতি অপরাধ করে না, তথাকার কোন ফল যেন গ্রহণ করে না। সেই ধৈর্য্য বীর্য্যশালী মহাবল দুর্দ্ধর্ষ বীরগণ সেই ফল রক্ষা করিয়া থাকেন। তথায় জানকীর অন্বেষণে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যদিও তাঁহারা তাদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন, তথাপি অপরাধ না করিলে তাঁহাদিগের হইতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। তথায় বজ্রাকৃতি, বৈদূর্য্যবর্ণ, নানাবিধ তরুলতাকীর্ণ, উচ্চতা ও বিস্তারে শত যোজন বিস্তীর্ণ, অত্যুচ্চ, শ্রীমান্ বজ্রনামক মহাগিরি আছে; তাহার গুহাসমূহে যত্নপূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণ করিবে। অনন্তর সমুদ্রের চতুর্থভাগস্থিত চক্রবান্ নামে পর্ব্বত; তথায় বিশ্বকর্ম্মা সহস্রার-চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তথায় পুরুষোত্তম বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দানবদ্বয়কে নিহত করিয়া চক্র ও শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে মনোরম সানুসমূহে ও বিশাল গুহা-সমুদায়ে বৈদেহী ও রাবণের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর অগাধ সমুদ্রে চতুঃষষ্টি যোজন উচ্চতা-বিশিষ্ট, সুবর্ণশৃঙ্গ, বরাহ নামক পর্ব্বত। তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক সুবর্ণময় পুর, তাহাতে নরক

নামে দুষ্টাত্মা দানব বাস করিয়া থাকে। তাহার মনোরম সানু ও গুহাসমূহে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। সেই কাঞ্চনগর্ভ শৈলরাজকে অতিক্রম করিয়া ধারা ও প্রস্রবণবিশিষ্ট সর্ব্বসৌবর্ণ পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তাহাতে গজ, বরাহ, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ সর্ব্বত্র নিজ-শব্দের প্রতিধ্বনি-শ্রবণে দর্পিত হইয়া সতত পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিয়া থাকে। অনন্তর মেঘ নামক পর্ব্বত, তাহাতে পাকশাসন শ্রীমান্ ইন্দ্র সুরগণ কর্ত্তৃক দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সেই মহেন্দ্র পরিচালিত অচলরাজকে অতিক্রম করিয়া কাঞ্চনময় ষষ্টিসহস্র গিরিগেমন করিবে। ঐ পর্ব্বতসকল তরুণ-সূর্য্যসদৃশ দীপ্যমান এবং পুষ্পিত কাঞ্চনময় বৃক্ষে সুশোভিত। তাহাদের মধ্যে রাজতুল্য মেরুবৎ কাঞ্চন-পর্ব্বত আছে, ইহাকে সাবর্ণিমেরু কহে। পূর্ব্বে আদিত্যদেব প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন যে, আমার প্রসাদে তোমার আশ্রিত পর্ব্বতসকল দিবারাত্রি কাঞ্চনময় হইবে, আর তোমাতে যে যে দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিবে, সেই মদীয় ভক্তগণ কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইবে। এই সাবর্ণিমেরুতে বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ ও স্বর্লোকনিবাসিগণ আগমন করিয়া পশ্চিমসন্ধ্যায় আদিত্যের উপাসনা করেন, সূর্য্যদেব তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত ও সর্ব্বজীবের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন। অনন্তর দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত অস্তাচল, দিবাকর মুহূর্ত্তার্দ্ধমধ্যে এই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া থাকেন। তাহার শৃঙ্গদেশে সুমহৎ দিব্যসূর্য্যপ্রভ বহুতর প্রাসাদসংবলিত ভবন বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা নানাবিধ পক্ষী ও তরুসমূহের চিত্রকর্ম্ম দ্বারা সুশোভিত, ইহাই পাশহস্ত বরুণদেবের নিকেতন। অনন্তর মেরুর মস্তকমধ্যে দশস্কন্ধ স্বর্ণময় পরমসুন্দর তালতরু শোভা পাইতেছে। উহার পাদদেশ বিচিত্র বেদি দ্বারা নিবদ্ধ। তাহাতে সমস্ত দুর্গম স্থানে, সরোবরে ও নদীতে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। এই মেরুতে ব্রহ্মতুল্য, ধর্ম্মাত্মা মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত তপস্বী বাস করেন। সেই সূর্য্যনিভ মহর্ষি মেরুসাবর্ণিকে ভূমিতলে মস্তক অবনত করিয়া জানকীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। রজনীর ক্ষয় হইলে রবি উদয়াচল হইতে মেরুসাবর্ণি পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া অস্তগমন করিয়া থাকেন। হে কপিবরগণ! বানরগণ এই পর্য্যন্তগমন করিতে সমর্থ,অতঃপর সীমাশূন্য ও সূর্য্যহীন স্থান, তাহা আমি অবগত নহি। রাবণের আলয়ে জানকীর নিকট গমন পূর্ব্বক অস্ত-গিরিতে গমন করিয়া একমাস পূর্ণ হইলে ফিরিয়া আসিবে। এক মাসের ঊর্দ্ধকাল তথায় থাকিবে না; থাকিলে আমার বধ্য হইবে। আমার শ্বশুর মহাবীর সুষেণ তোমাদের সহিত গমন করিবেন। তোমরা তাঁহার নিদেশবর্ত্তী থাকিয়া এই বাক্য শ্রবণ কর। আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাবাহু ও মহাবলশালী এবং তোমরা সকলেই কর্ত্তব্যনির্ণয়জ্ঞ তথাপি ইঁহাকে নিয়ামকরূপে সংস্থাপন করিয়া পশ্চিমদিক্ দর্শন কর। উপকারের প্রত্যুপকারদ্বারা আমরা কৃতকার্য্য হইব। ইহা ভিন্ন রাবণবধ পর্য্যন্ত যে সকল প্রিয়কার্য্য আছে, তাহা তোমরা দেশ, কাল ও অর্থ অনুসারে অবধারণ করিবে।" তদনন্তর সুষেণাদি বানরগণ-সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে গমন করিল। ১-৫৭।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

শতবল ও অন্যান্য বানরদিগকে সীতান্বেষণার্থ প্রেরণ

তদনন্তর সর্ব্বজ্ঞ, বানরসত্তম, কপিপতি, রাজা সুগ্রীব স্বীয় শ্বশুরকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করিয়া শতবল নামক কপিবরকে আপনার ও রামের হিতকর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল, "হে বিক্রমশালিন্! তুমি নিজতুল্য শত সহস্র বনবাসী বানরে পরিবৃত হইয়া সমস্ত যমসুত মন্ত্রিগণের সহিত একত্রিত হইয়া হিমাচল-বিরাজিত উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক যশস্বিনী রাম-পত্নীর অন্বেষণ কর। হে অর্থবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ! রামের এই প্রিয়কার্য্য-সাধন করিলে আমরা ঋণ হইতে মুক্ত হইব। মহাত্মা রাম আমাদের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছেন; যদি তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই আমাদের জীবন সফল হয়। যে ব্যক্তি কোনও উপকার করে নাই, যদি তাহার কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, তথাপি জীবন সফল হয়, তবে পূর্ব্বোপকারীর কার্য্য-সাধন-বিষয়ে বক্তব্য কি আছে? তোমরা আমার হিতাভিলাষী হইয়া এইরূপ বুদ্ধি ধারণ পূর্ব্বক যাহাতে জানকীর অন্বেষণ হয়, তাহা তোমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। পরপুরঞ্জয় রাম সর্ব্বভূতের মান্য ও প্রিয়, ইনি আমাদিগের প্রতি পরম প্রীত হইয়াছেন। তোমরা বুদ্ধি ও বিক্রম দ্বারা লক্ষ্যমাণ বহুতর দুর্গম স্থান, নদী ও শৈল সকল অন্বেষণ কর। তথায় ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরু, মদ্রক, কাম্বোজ, বরদ, যবন ও শকদিগের নগর সকল দর্শন করিয়া হিমালয়-পর্ব্বত অন্বেষণ করিবে। লোধ্র ও পদ্মবনে এবং দেবদারুবনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর দেব ও গন্ধর্ব্বগণসেবিত মহৎ সানুবিশিষ্ট কাল-নামক পর্ব্বতে গমন করিবে। সেই পর্ব্বতের গুহাদি স্থানে সেই অনিন্দিতা রাম-পত্নীর অন্বেষণ করিও। সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া হেমগর্ভ মহাগিরি সুদর্শনে গমন করিবে। তদনন্তর নানাবিধ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ এবং বিবিধ তরুসমূহদ্বারা বিভূষিত, পক্ষিগণের আশ্রয় দেবসখা নামে মহাগিরি অবস্থিত আছে, তাঁহার কাঞ্চনময় গুহা ও নির্ঝরসমূহে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। সেই পর্ব্বতের পর শূন্য দেশ, তাহাতে পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ বা কোনও জন্তু নাই। তোমরা সেই রোমহর্ষণ কান্তার সত্বর অতিক্রম করিয়া পাণ্ডুবর্ণ কৈলাস-পর্ব্বত পাইয়া হৃষ্টচিত্ত হইবে। সেই কৈলাস-পর্ব্বতে পাণ্ডুবর্ণ, মেঘপ্রভ, স্বর্ণদ্বারা পরিষ্কৃত, মনোহর কুবের-ভবন বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই ভবনে প্রভূত কমলবিশিষ্ট, হংস-কারণ্ডবগণে পরিপূর্ণ, অপ্সরাসমূহ-পরিসেবিত সরসী বিদ্যমান আছে। সেই ভবনে ধনদ, যক্ষরাজ, শ্রীমান্ সর্ব্বলোক-নমস্কৃত কুবের গুহ্যকগণের সহিত আনন্দে বাস করিয়া থাকেন। সেই কৈলাসের চন্দ্রতুল্য গণ্ডশৈলসমূ ও গুহাস্থলে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। তদনন্তর ক্রৌঞ্চগিরি প্রাপ্ত হইয়া তাহার দুর্গম রন্ধ্রে অপ্রমত্ত হইয়া প্রবেশ করিবে; যে হেতু সেই পর্ব্বতরন্ধ্র অত্যন্ত দুষ্প্রবেশ্য। সেই পর্ব্বত সূর্য্যপ্রভ, মহাত্মা দেবরূপ মহর্ষিগণ দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তথায় বাস করিয়া থাকেন। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের অন্যান্য গুহা ও সানুসকল এবং দর্দ্দুর ও নিতম্বস্থান সকলও অন্বেষণ করিবে। তৎপরে বৃক্ষশূন্য কামশৈল ও পক্ষিগণের আশ্রয়স্থান মানসসরোবর, তথায় রাক্ষস, দেবতা ও মনুষ্যাদি জীবগণের গতি হয় না। সানু, প্রস্থ ও গণ্ডশৈল সহিত এই ক্রৌঞ্চগিরি

অন্বেষণ করিবে। ক্রৌঞ্চগিরি অতিক্রম করিয়া মৈনাক পর্ব্বত, তাহাতে ময়দানব স্বয়ং আপনার নিবাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই মৈনাকের সানু, প্রস্থ ও কন্দর-স্থানে সীতার অন্বেষণ করিবে। সেই মৈনাকে অশ্বমুখী রমণীগণের নিকেতন। সেই দেশ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধগণের আশ্রম, তাহাতে বৈখানস, সিদ্ধ ও বালখিল্য তাপসগণ বাস করিয়া থাকেন; সেই নিষ্পাপ সিদ্ধ ও তাপসগণকে সীতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। তথায় স্বর্ণপদ্ম-পরিপূর্ণ বৈখানস-সরোবর, তাহা তরুণ-আদিত্যতুল্য হংসগণে পরিসেবিত। সেই স্থানে কুবেরের সার্ব্বভৌম নামক গজ করিণীগণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকে। সেই সরোবরের পর চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও মেঘবিহীন আকাশস্থল, কেবল দিবাকরের ন্যায় সিদ্ধগণ দ্বারা সেই স্থান প্রকাশিত হইয়া থাকে। তথায় স্বয়ম্প্রভ দেবকল্প সিদ্ধগণ তপস্যা করিয়া থাকেন। সেই দেশ অতিক্রম করিয়া শৈলোদা নাম্নী নদী প্রবাহিত, তাহার উভয় তীরে কীচক নামে বেণু সকল বিদ্যমান আছে। তাহারা সিদ্ধগণকে শৈলোদার পরপারে লইয়া যায় ও আনয়ন করিয়া থাকে। তথায় কৃতপুণ্য ব্যক্তিগণের নিবাসভূমি উত্তর-কুরুদেশ বিদ্যমান আছে। সেই উত্তর-কুরুনিবাসী ব্যক্তিগণ কাঞ্চন-পদ্ম-সমন্বিত পুষ্করিণীর সলিল দ্বারা উদক-কার্য্য করিয়া থাকে। সেখানে নীলবর্ণ, বৈদূর্য্যপত্রবিশিষ্ট, স্বর্ণময়, রক্ত উৎপলসমূহে বিভূষিত সহস্র সহস্র নদী সকল বিরাজিত আছে। তরুণ-আদিত্যতুল্য জলাশয় সকল মহামণি, মহারত্ন ও চিত্রকাঞ্চনকেশর নীলবর্ণ উৎপল এবং বনসমূহে, নিস্তল মুক্তা-মণি ও নানাবিধ ধনে পরিপূর্ণ। তথায় নদী সকল স্বর্ণময় পুলিনে সুশোভিত এবং স্বর্ণময় অগ্নিতুল্য পর্ব্বতসমূহে পরিব্যাপ্ত। সেখানে নিত্য পুষ্পফলবিশিষ্ট, দিব্য গন্ধরস-যুক্ত, পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত তরুগণ সমস্ত বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রসব করিয়া থাকে। অন্যান্য বৃক্ষোত্তমগণ নানা প্রকার বসন উৎপাদন করে। অন্যান্য বৃক্ষবরগণ মুক্তা ও বৈদূর্য্যদ্বারা চিত্রিত স্ত্রী ও পুরুষগণের অনুরূপ নানাবিধ ভূষণ, অপর তরুগণ সুখসেব্য মহামূল্য মণি দ্বারা চিত্রিত, বিচিত্র আস্তরণবিশিষ্ট শয়ন, অন্যান্য বৃক্ষবৃন্দ মনোহর মহামূল্য যান ও ভক্ষ্য-দ্রব্য প্রসব করিয়া থাকে। সেই স্থানে রূপ-যৌবন ও গুণসম্পন্ন রমণীগণ, দীপ্যমান গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ ও বিদ্যাধরগণ নিজ নিজ নারীগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। সেই সকলেই পুণ্যবান্, সকলেই রতিপরায়ণ, সকলেই কামভোগ-সমন্বিত, উহাঁরা নিজ নিজ যোষিদ্‌গণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। তথায় সমস্ত জীবগণের মনোরম, উত্তম হাস্য ও স্বরের সহিত গীত-বাদ্যধ্বনি নিয়তই শ্রুত হইয়া থাকে। তথায় কোন ব্যক্তিই অসন্তুষ্ট নাই, কোন ব্যক্তির প্রিয় বিষয় অবিদ্যমান নাই; দিন দিন তথায় মনোহর গুণ সমুদয় সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই শৈল অতিক্রম করিয়া উত্তর-সমুদ্র বিদ্যমান আছে। তথায় হেমময় সোম নামে এক মহান্ গিরি বিদ্যমান। সেই দেশে সূর্য্য না থাকিলেও সোমগিরির প্রভা দ্বারা সূর্য্যযুক্ত দেশের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। তথায় বিশ্বাত্মা একাদশরুদ্রাত্মক দেবেশ্বর ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কুরুর উত্তরদেশ কদাচই গন্তব্য নহে; তথায় অন্যান্য জীবগণের গতি হয় না। সেই সোমগিরি নামক গিরি দেবতাগণেরও দুর্গম; তোমরা তাহা দর্শন করিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবে। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! বানরগণ এই পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ, অতঃপর সীমাশূন্য ও ভাস্করশূন্য স্থান, তাহা আমি অবগত নহি। আমি যাহা কহিলাম, তৎসমুদায় স্থানই অন্বেষণ করিবে। আর যাহা যাহা আমি কহিলাম না, সেই স্থান সকল বুদ্ধি অনুসারে অন্বেষণ করিও। তাহাতে রামচন্দ্রের এবং আমার মহৎ প্রিয়কার্য্য সাধিত হইবে। হে অনিলতুল্য ও অনলতুল্য বানরবৃন্দ! সেই জনকরাজ-তনয়ার অন্বেষণ করিলে তোমরা এবং আমরা কৃতকৃত্য হইব সন্দেহ নাই। তদনন্তর নিহতশত্রু, কৃতার্থ, মনোরম গুণে বিভূষিত, ভূতগণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া প্রিয়ার সহিত এই ধরণীধামে সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাক।" ১-৭২।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

হনুমান্‌কে রামের অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়-প্রদান।

সমস্ত বানরগণের প্রভু সুগ্রীব, কপিবর হনুমান্ কার্য্যসাধনবিষয়ে নিশ্চিত, এইরূপ অবধারণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত সেই অনিলপুত্র বিক্রমশালী হনুমান্‌কে পরম প্রীতি-সৎকারে বলিতে লাগিলেন, "হে হরিপুঙ্গব! ভূমিতে বা পক্ষিগণের গম্য অন্তরীক্ষে বা মেঘগম্য অম্বরে অথবা স্বর্গে কিংবা সলিলে কোথাও তোমার গতি প্রতিহত হয় না। অসুর, গন্ধর্ব্ব, নগ, নর ও দেবতাদি লোক এবং সাগর, ধরা ও পাতালাদি সমস্ত লোকই তুমি অবগত আছ। হে মহাকপিবর! কি গতি, কি তেজ, কি শীঘ্রকারিতা, তোমার সমান তেজঃশালী জীব ত্রিলোকে কেহই বিদ্যমান নাই; অতএব যাহাতে সীতা লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে তুমি বিশেষরূপে যত্নবান্ হও। হে নীতিপণ্ডিত হনুমন্! তোমাতেই বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, দেশ এবং কালজ্ঞান ও নীতি, এই সমস্ত বিদ্যমান আছে।" তদনন্তর রামচন্দ্র হনুমানেই কার্য্যসিদ্ধি বিবেচনা করিয়া এবং হনুমানের বল-বিক্রমের ও সীতা উদ্ধারের গুরুতা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই কপিরাজ সুগ্রীব হনুমান্‌ই কার্য্যসিদ্ধি করিবে, এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন; আমিও ইহার দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া অধিকতররূপে বিবেচনা করিতেছি। এই হনুমান্ স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা পরিজ্ঞাত, রাজকর্ত্তৃক পারগৃহীত, বীরকেশরী সীতার অন্বেষণে গমন করিলে, অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।' মহাতেজা রামচন্দ্র হনুমান্‌কে কার্য্য-সাধনে শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করিয়া কৃতার্থের ন্যায় হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন; হর্ষভরে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। অনন্তর পরন্তপ রাম প্রীত হইয়া স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সীতার অভিজ্ঞানস্বরূপ হনুমান্‌কে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "হরিবর! এই চিহ্নদ্বারা জানকী তোমাকে আমার নিকট হইতে আগত বলিয়া অনুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিবেন। হে বীরেন্দ্র! তোমার দৃঢ়চিত্ততা ও অনুপম বিক্রম এবং সুগ্রীবের আদেশ, এই সমস্ত যেন আমার কার্য্যসিদ্ধি বলিয়া দিতেছে।" সেই কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সেই অঙ্গুরীয় গ্রহণ-পূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পুরঃসর রামের চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিল। পবনপুত্র কপি-বীর সেই মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া মেঘ-রহিত বিমল আকাশে নক্ষত্রগণে পরিশোভিত বিশুদ্ধ-মণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। "হে সিংহবিক্রম! তখন রাম কহিলেন, আমি তোমার বলই আশ্রয়

করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বিপুল বিক্রমদ্বারা যাহাতে জানকী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই বিধান কর।" ১-১৭।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বানরগণের প্রতি সুগ্রীবের আদেশ।

অনন্তর কপীশ্বর রাজা সুগ্রীব সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কহিতে আরম্ভ করিল, "সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠগণ, রাজার উগ্রশাসন জানিয়া সকলেই জানকী ও রাবণের অন্বেষণ কর।" তখন শলভের ন্যায় ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত বানরগণ প্রস্থান করিতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত সীতার বৃত্তান্ত-জ্ঞানে এক মাস অবধি নিশ্চয় করিয়া সেই প্রস্রবণে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিমাচল-পরিবৃত মনোরম উত্তরদিকে কপিশ্রেষ্ঠ শতবল সহসা প্রস্থান করিল। বিনত নামক বানর-যূথপতি পূর্ব্বদিকে এবং তার-অঙ্গদাদি সহিত পবনপুত্র হনুমান্ অগস্ত্য-সেবিত দক্ষিণদিকে, বানরপতি সুষেণ বরুণপালিত ঘোরতর পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিল। তদনন্তর সকল দিকে যথাযথরূপে কপিসেনা প্রেরণ করিয়া কপীশ্বর রাজা সুগ্রীব সুখী হইয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। এইরূপে প্রেরিত হইয়া বানরযূথপতি সকল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিকে সত্বর হইয়া প্রস্থান করিল। মহাবল বানরদল নাদ, উচ্চনাদ, গর্জ্জন ও ক্ষ্বেড়নাদি নানাবিধ শব্দ করিয়া ধাবমান হইল। বানররাজ কর্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া বানরগণ "আমি রাবণকে বধ করিয়া সীতা আনয়ন করিব, আমি একাকীই রণস্থলে রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে সহসা আনয়ন করিব। জানকী পাতালস্থিতা হইলেও সেই শ্রমদ্বারা কম্পমানা কামিনীকে 'স্থির হও' এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া আমি একাকীই তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিব। আমি বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিব, আমি গিরি বিদারণ করিব, আমি ধরণী বিদারণ করিব, আমি সাগর সংক্ষোভিত করিব, আমি এক লম্ফে এক যোজন, আমি একশতেরও অধিকযোজন এক লম্ফে অতিক্রম করিতে পারি। আমার গতি ভূতলে, সাগরে, শৈলে বা বনে, পাতালমধ্যে কোথাও বিচ্ছিন্ন হয় না; আমি সকল স্থলে গমন করিতে পারি।" সেই বানররাজের সন্নিধানে এক এক বানর বলদর্পিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিল। ১-১৭।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

রামের নিকট সুগ্রীবের সমস্ত মণ্ডলাভিজ্ঞতার কারণকথন।

বানরবৃন্দ প্রস্থান করিলে রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, "তুমি পৃথিবীর সমস্ত মণ্ডল কিরূপে জানিতে পারিলে?" তদনন্তর সুগ্রীব প্রণত হইয়া রামকে কহিল, আমি বিস্তারিত সমস্তই বলিতেছি, আপনি সমস্ত শ্রবণ করুন। যখন মহিষাকৃতি দুন্দুভি নামক দানবের প্রতি ধাবমান হইয়া বালি মলয়পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন মহিষ মলয়ের গুহায় প্রবেশ করিল, বালিও তাহাকে বধ করিবার বাসনায় তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, আমি সেই গুহার দ্বারদেশে বিনীত হইয়া অবস্থিত রহিলাম; সংবৎসর গত হইল, তথাপি বালি প্রত্যাগত হইলেন না। তৎপরে শোণিতবেগে সেই বিল পরিপূর্ণ হইল; তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া শোকবিষে জর্জ্জরিত হইলাম। অনন্তর আমি হতবুদ্ধি হইয়া স্থির করিলাম যে, অগ্রজ বালি নিহত হইয়াছেন। তখন পর্ব্বত-তুল্য এক শিলাখণ্ড বিলদ্বারে প্রদান পূর্ব্বক তাহা রুদ্ধ করিলাম। বিবেচনা করিলাম, মহিষ নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর আমি তাঁহার জীবনে নিরাশ হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলাম। তৎপরে তারা, উমা এবং সুমহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বান্ধবগণের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলাম। তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ বালি সেই দানবকে বিনাশ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আমি ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার গৌরবহেতু রাজ্য প্রদান করিলাম। দুষ্টাত্মা বালি ব্যথিত হইয়া আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিলে আমি ধাবমান হইলাম; বালি সচিবগণের সহিত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্তর সেই হেতু আমি বালি কর্তৃক অনুধাবিত হইয়া ধাবন করিতে করিতে বিবিধ নদী, বন, নগর দর্শন করিয়া আদর্শতুল্য অলাতচক্রাকৃতি পৃথিবী গোষ্পদের ন্যায় অবলোকন করিয়াছি। তৎপরে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিবিধ তরু, গুহা-সহিত পর্ব্বত, মনোরম বিবিধ সরোবর দর্শন করিলাম। সেই স্থানে ধাতুমণ্ডিত উদয়-পর্ব্বত ও অপ্সরাদিগের নিবাসস্থল ক্ষীরোদসাগরও অবলোকন করিলাম। তখন বালি কর্তৃক অনুধাবিত হইয়া আমি বেগে ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার উদয়-গিরি হইতে ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিক্ হইতে বিন্ধ্যাচল ও বিবিধ পাদপসমন্বিত চন্দনবৃক্ষ-পরিশোভিত দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলাম। অনন্তর শৈলান্তরে বালিকে দেখিয়া বালি কর্তৃক অনুধাবিত হইয়া পুনর্ব্বার পশ্চিমদিকে ধাবিত হইলাম। তাহাতে বিবিধ দেশ ও বিবিধ গিরি এবং গিরিশ্রেষ্ঠ অস্তাচল দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া উত্তর দিকে ধাবমান হইয়া হিমবান্ মেরু ও উত্তরসমুদ্রে গমন করিলাম। যখন কোথাও আশ্রয় পাইলাম না, তখন বুদ্ধিমান্ হনুমান্ আমাকে কহিল যে, "রাজন্! এক্ষণে আমার স্মরণ হইল যে, ভগবান্ মতঙ্গ ঋষি বালিকে শাপ দিয়াছিলেন যে, যদি বালি এই আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সেখানে বাস করিলে আমরা নিরুদ্বেগে সুখে বাস করিতে পারিব। তদনন্তর আমরা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিলাম। বালি মতঙ্গের শাপভয়ে এখানে আর প্রবেশ করিলেন না। হে রাজন্! এইরূপে আমি সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এই গুহাতে আগমন করিয়াছিলাম।" ১-২৪।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

সীতার অনুসন্ধান না পাইয়া উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ হইতে বানরদূতগণের প্রত্যাগমন।

জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া কপিবরগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট দিকে গমন করিল। তাহারা সরোবর, সরিৎ, তৃণস্থান, আকাশ, নগর, নদী, দুর্গমস্থান ও দুর্গম দেশ সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল। সমস্ত বানরগণ সুগ্রীব কর্তৃক আখ্যাত শৈল, বন ও কানন-সহিত দেশ সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা দিবাভাগে সীতার অন্বেষণে নিযুক্ত থাকিয়া রাত্রিকালে মেদিনীর উপর নিদ্রা যাইতে লাগিল। তাহারা দেশসমূহে দিবাভাগে সমস্ত ঋতুর ফলপুষ্পশালী তরুগণকে

প্রাপ্ত হইয়া রজনীতে শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহারা যে দিবস গমন করিয়াছিল,সেই দিবস প্রথম ধরিয়া একমাস গত হইলে পর প্রথম দিবসে আগত হইয়া সুগ্রীবের সহিত একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল। মহাবীর বিনত সচিবগণের সহিত পূর্ব্বদিকে সীতার অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। মহাকপি শতবল সমস্ত উত্তরদিক্ অন্বেষণ পূর্ব্বক সৈন্যের সহিত ফিরিয়া আসিল। সুষেণ একমাস পূর্ণ হইলে বানরগণের সহিত পশ্চিমদিকে সীতার অন্বেষণ করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা সেই প্রস্রবণপৃষ্ঠে রামের সহিত উপবিষ্ট সুগ্রীবকে বলিল, "আমরা সমস্ত পর্ব্বত, বন, সাগর, নদী, জনপদ, গুহা, মহাগুল্ম, লতাবিতান, গহন দেশ, দুর্গম গহনস্থিত দেশসমূহ পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়াছি। হে বানরেন্দ্র! মহাবীর্য্য ও মহাকুলোৎপন্ন হনুমান্ সীতাকে জানিতে পারিবে; কেন না, সীতা যে দিকে গমন করিয়াছেন, বায়ুপুত্র সেই দিক্ অবলম্বন করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।" ১-১৪।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

দক্ষিণদিকে বানরগণের নানা স্থানে ভ্রমণ এবং অঙ্গদ কর্ত্তৃক ভীষণ এক রাক্ষসকে ভূতলে পাতিত করণ।

কপিবর হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দেশে গমন করিতে লাগিল। সেই সমস্ত কপিগণের সহিত দূরে গমন করিয়া বিন্ধ্যাচলের গুহা, গহন, পর্ব্বতাগস্থিত দুর্গম স্থান, সরোবর, বৃক্ষসমূহ, ঘনপাদপ-বিশিষ্ট পর্ব্বতসমূহ অন্বেষণ করিল, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইল না। তাহারা নির্জ্জল, নির্জ্জন, শূন্য ও ঘোরদর্শন গহন এবং তাদৃশ অপরাপর বহুতর স্থান অন্বেষণ পূর্ব্বক অত্যন্ত পীড়িত হইল। গুহা ও গহনবিশিষ্ট সেই দেশ অন্বেষণ করা অত্যন্ত দুষ্কর। অকুতোভয় কপিযূথপতিগণ সকলে সেই দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক মহৎ দেশে প্রবেশ করিল। সেই স্থানে বৃক্ষগণ পত্র পুষ্প ও ফলবর্জ্জিত, সরিৎ সকল সলিলবিহীন এবং মূলও অত্যন্ত দুর্লভ। সেখানে মহিষ নাই, মৃগ নাই, হস্তী নাই, ব্যাঘ্র নাই, পক্ষী নাই এবং অন্যান্য কোনও বন্যপশু নাই। তথায় বৃক্ষ, ওষধি, বল্লী, বীরুধ নাই এবং স্নিগ্ধপত্র, দর্শনীয়, সুগন্ধ, ভ্রমরবিশিষ্ট, প্রফুল্ল পঙ্কজবিশিষ্ট সরোবর নাই। সেই স্থানে কণ্ডু নামে মহাভাগ, সত্যবাদী, অত্যন্ত অমর্ষশীল, দুর্দ্ধর্ষ নিয়মাবলম্বী তপোধন বাস করিয়া থাকেন। সেই বনে তাঁহার দশবর্ষীয় বালক বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই হেতু ধর্ম্মাত্মা মুনিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, এই মহৎ বন দুষ্প্রবেশ্য, মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি বাজ্জিত ও জীবগণের আশ্রয়ের অযোগ্য হইবে। তাঁহার সেই কাননের গিরিকন্দর সকল, অন্বেষণ করিয়া সেখানেও জনকাত্মজা সীতাকে অথবা সুগ্রীবের প্রিয়কারী রামচন্দ্রের বনিতাহরণকারী রাবণকে দেখিতে পাইল না। তাহারা লতা-গুল্মাবৃত সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে নির্ভয় ভীষণকর্ম্মা এক অসুরকে দেখিতে পাইল। বানরগণ ঘোরতর শৈলতুল্য অসুরকে দেখিয়া দৃঢ় করিয়া বস্ত্র পরিধান করিল। সেই বলবান্ অসুর সেই সমস্ত বানরগণকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক ধাবিত হইল। তাঁহাকে সেইরূপে আসিতে দেখিয়া বালিপুত্র অঙ্গদ 'এই ব্যক্তি রাবণ,' এই বুঝিয়া তাহাকে এক চপেটাঘাত করিল। সে অঙ্গদ কর্ত্তৃক আহত হইয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিয়া পর্য্যস্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। সেই অসুর নিশ্বাস-বিহীন হইলে জয়প্রফুল্ল বানরগণ সমস্ত গিরিগহ্বর অন্বেষণ করিয়া তথায় সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অপর এক গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়া শ্রমে খিন্ন হইয়া তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক দীনমানসে একান্তে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল। ১-২৩।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

অঙ্গদাদি কপিগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার সীতান্বেষণ।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ পরিশ্রান্ত হইয়া সমস্ত বানরগণকে ক্রমে ক্রমে বলিতে আরম্ভ করিল, "বন, গিরি,নদী, গহন, দরী,দুর্গম গিরিগুহা, এই সকল স্থান তন্ন তন্নকরিয়া অন্বেষণ করিলে; কিন্তু জানকী কিংবা দুষ্কর্ম্মশীল জানকীর অপহরণকারী রাক্ষসকে দেখিতে পাইলে না। আমাদের নিয়মিত এক মাসের মধ্যে অনেক সময় গত হইয়াছে; সুগ্রীবের শাসন অত্যন্ত উগ্র, অতএব তোমরা তন্দ্রা, শোক ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সীতাকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, সেইরূপে অন্বেষণ কর। নির্ব্বেদশূন্যতা, দক্ষতা ও মনের অপরাজয়, এই সকলই কার্য্য-সিদ্ধির কারণ; সেই নিমিত্তই তোমাদিগকে এইরূপ বলিতেছি। এখনও তোমরা আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন ও দুর্গম স্থানাদি অন্বেষণ কর। যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের সেই কার্য্যের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হয়; কিন্তু একবার খেদযুক্ত হইলে আর উৎসাহ অবলম্বন অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে। বানরগণ! সুগ্রীব ক্রোধশীল রাজা, তিনি তীক্ষ্ণদণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাকে এবং মহাত্মা রামকে ভয় করা কর্ত্তব্য। তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই আমি এইরূপ বলিলাম; যদি অভিরুচি হয়, তবে তাহা সম্পাদন কর, আর যাহা হিতকর থাকে, তাহাও বল।" অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া গন্ধমাদন নামক বানর পিপাসা ও আশ্রয়াদির অভাব হেতু খিন্ন হইয়া বলিতে লাগিল, "অঙ্গদ যাহা কহিয়াছেন, তাহা হিতকর ও অনুকূল; অতএব ইঁহার বাক্যানুসারে কার্য্য কর। আমরা শৈল, কন্দর, শিলা, কানন, শূন্যস্থান, গিরিদুর্গ ও গিরি-প্রস্রবণাদি, সুগ্রীব যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিব। তদনন্তর মহাবল বানরগণ পুনর্ব্বার উঠিয়া বিন্ধ্যাচলের কাননপূর্ণ দক্ষিণদিক্ বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা সীতাদর্শনের বাসনায় শরৎকালের মেঘতুল্য, শৃঙ্গবান্, দরীযুক্ত রজতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া রম্য লোধ্রবন ও সপ্তপর্ণ-বনসমূহ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিপুলবিক্রম বানরগণ শ্রান্ত হইয়া তাহার অগ্রে অধিরূঢ় হইয়া রামের প্রিয় মহিষীকে দেখিতে পাইল না। সেই কপিগণ সেই শৈলের বহুতর কন্দর দর্শন করিয়া তৎপরে ভূমিতে নামিয়া শ্রান্ত ও মুগ্ধচিত্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিল। কিঞ্চিৎ পরিশ্রম বিগত হইলে কিছুকাল বিশ্রান্ত ও পুনর্ব্বার উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত দক্ষিণদিক্ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানাদি কপিগণ প্রথমে বিন্ধ্যাচল অন্বেষণ করিয়া চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। ১-২২।

পঞ্চাশ সর্গ।

ঋক্ষবিলে হনুমানাদির প্রবেশ ও তাপসীদর্শন।

কপিবর হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত বিন্ধ্যাচলের গুহা এবং গহনবন সমস্ত অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা সিংহ-শার্দ্দূলযুক্ত গুহা এবং বিষম স্থান, মহাপ্রস্রবণ এবং শৈলের নৈর্ঋত কোন্‌স্থিত শৃঙ্গে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হয় নাই। সেই দেশ দুরন্বেষণীয়, গুহা ও গহনযুক্ত এবং অতিশয় বিস্তৃত; বায়ুপুত্র সেই পর্ব্বত সমস্তই অন্বেষণ করিল। পরস্পরে নিকটে থাকিয়া একে একে গজ, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্ জাম্ববান্, যুবরাজ অঙ্গদ, সেই বনে থাকিয়া দক্ষিণ-গিরিসমূহে পরিবৃত দেশ সকল অন্বেষণ করিতে করিতে দানবকর্ত্তৃক রক্ষিত, দুর্গম, ঋক্ষবিল নামক এক বিস্তৃত বিল দর্শন করিল। তাহারা শ্রান্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও সলিলার্থী হইয়া সেই লতাবৃক্ষাদি-পরিব্যাপ্ত মহাবিল অবলোকন করিল। সেই বিলে ক্রৌঞ্চ, হংস, সারস, জলার্দ্র পদ্মরেণু দ্বারা রক্তাঙ্গ চক্রবাক প্রভৃতি জলপক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে। সেই সুগন্ধি, দুরতিক্রমণীয় বিল প্রাপ্ত হইয়া বানরপতিগণের মানস বিস্ময়ে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তখন সেই তেজস্বী মহাবল বানরগণের মনে যুগপৎ শঙ্কা ও হর্ষের উদয় হইল। সেই বিল নানাবিধ জীবগণে পরিপূর্ণ, দৈত্যেন্দ্রগণের আলয়তুল্য, ঘোরতর, দুর্দ্দর্শন ও সর্ব্বস্থানে দুরবগাহ। তদনন্তর কান্তার ও বনমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য মারুত-পুত্র হনুমান্ ঘোরদর্শন বানরগণকে বলিল, "আমরা সকলে দক্ষিণদিকে গিরিসমূহে পরিবৃত দেশ সকল অনুসন্ধান করিয়া পরিশ্রান্ত হইলাম; কিন্তু জানকীর দর্শন পাইলাম না। এই বিল হইতেও হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস, জলার্দ্র চক্রবাক সকল, সকল স্থান হইতেই নির্গত হইতেছে। ইহা কূপই হউক বা হ্রদই হউক, নিশ্চয়ই ইহার অভ্যন্তরে জল আছে; আ৷ দেখ, এই বিলদ্বারে স্নিগ্ধ পাদপগণ জন্মিয়া রহিয়াছে।" এই বানর৷ সকলে সেই তিমিরাবৃত, রোমহর্ষণ, চন্দ্রসূর্য্য-পরিশূন্য সেই বিলে প্রবেশ করিল। তাহারা তাহাতে সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি জন্তুগণকে দেখিয়া সেই তিমিরাবৃত বিলে প্রবেশ করিল; কিন্তু তাহারা দৃষ্টিসঞ্চালন বা পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহাতে বায়ুর গতি দূ' হইল না, দৃষ্টি অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। সেই কপিকুঞ্জরগণ বেগে সেই বিলে প্রবিষ্ট হইয়া মনোহর প্রকাশিত আলোকযুক্ত স্থান দর্শন করিল। তদনন্তর সেই ভয়ঙ্কর নানাবিধ পাদপযুক্ত সেই বিলে পৃথক্ পৃথক থাকিয়া এক যোজন পথ অতিক্রম করিল। অনন্তর তাহারা তৃষ্ণাতুর, সম্ভ্রান্ত, শ্রান্ত, সলিলার্থী ও জ্ঞানহীন হইয়া সেই বিলে কিয়ৎকাল পতিত হইয়া অতন্দ্রিতভাবে অবস্থিত রহিল। সেই বানরগণ পরিশ্রান্ত, দীন-বদন ও কৃশ হইয়া জীবনে নিরাশ হইল; তখন আলোক দেখিতে পাইল। তৎপরে তাহারা সেই তিমির-বিহীন বনদেশে আগমন করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য কাঞ্চন-বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে হেমাভরণে ভূষিত, পুষ্পিত শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ, কর্ণিকার বৃক্ষ সকল বিচিত্র রক্তবর্ণ গুবক, কিশলয়, গুবকশেখর ও লতাসমূহে সুশোভিত হইতেছে। তরুণ আদিত্যতুল্য, বৈদূর্য্যময়, বেদিযুক্ত, দেদীপ্যমান হিরণ্ময় নীল, বৈদূর্য্যবর্ণ বৃক্ষ সকল এবং নানাবিধ পক্ষিগণে পরিবৃত সরোবর সকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সেই স্থান বালার্কতুল্য কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে পরিবৃত। তথায় প্রসন্ন-সলিলবিশিষ্ট সরোবরে স্বর্ণময় মৎস্য ও স্বর্ণময় পদ্মসমূহ শোভা পাইতেছে। সেই স্থানে কাঞ্চন নির্ম্মিত, রজত-নির্ম্মিত ও মুক্তাজালাবৃত, স্বর্ণ-খচিত গবাক্ষ-বিশিষ্ট বিমান সকল এবং বৈদূর্য্যমণিমান্ হেম-রজতময় ভূমিবিশিষ্ট উত্তম উত্তম গৃহ সকল অবলোকন করিল। প্রবাল-মণি-সন্নিভ ফলপুষ্পবান্ বৃক্ষ, কাঞ্চন-ভ্রমর ও মধু এবং মণি-কাঞ্চনে চিত্রিত, বিবিধ বিশাল আসন ও শয্যা এবং হেম,রজত ও কাংস্য-নির্ম্মিত রাশি রাশি পান ভোজন-পাত্র, দিব্য অগুরু চন্দনসমূহ এবং পরিশুদ্ধ নানাবিধ ফল-মূল, মহামূল্য শিবিকাদি যান ও রসবান্ প্রভৃত মধু দর্শন করিল। মহামূল্য যান,রসবান্ মধু ও মহামূল্য বস্ত্রসমূহ, বিচিত্র কম্বল ও চর্ম্মসকলও দেখিতে পাইল। তৎপরে সেই বিলে অন্বেষণ করিতে করিতে শূর-বীর বানরগণ অদূরে কোন এক রমণীকে দর্শন করিল। সেই নারী কৃষ্ণাম্বরপরিধানা, নিয়তাহারা, তাপসী, স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। তখন বানরগণ বিস্মিত হইলে হনুমান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে এবং এই বিল কাহার?" তৎপরে পর্ব্বততুল্য দেহধারী হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বৃদ্ধা তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? এই বিল, ভবন ও এই সমস্ত রত্ন কাহার, বল।" ১-৪১।

একপঞ্চাশ সর্গ।

তাপসীর সহিত হনুমানাদির কথোপকথন।

হনুমান্ এই বলিয়া পুনর্ব্বার সেই কৃষ্ণাজিনধারিণী ধর্ম্মচারিণী মহাভাগা তাপসীকে বলিল, "আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিশ্রান্ত, পিপাসিত ও পরিখিন্ন হইয়া সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। পিপাসিত হইয়া এই মহৎ ধরণীর বিবরে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত অদ্ভুত ভাব দর্শন পূর্ব্বক আমরা ব্যথিত, সম্ভ্রান্তচিত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। এই আদিত্যপ্রভ কাঞ্চনবৃক্ষ, এই পবিত্র ব্যবহার-দ্রব্য, ফল-মূল, কাঞ্চন-বিমান, রাজত গৃহ, স্বর্ণময় মণিজালাবৃত গবাক্ষ, পুষ্পিত, ফলবান্, পুণ্য, সুরভিগন্ধি স্বর্ণময় পাদপ এবং বিমল জলমধ্যে কাঞ্চন-পদ্ম কাহার তেজে উদ্ভূত হইয়াছে? মৎস্য ও কচ্ছপগণ কাহার তেজে স্বর্ণময় হইল? ইহা আপনার প্রভাবে বা অন্য কাহারও তপস্যার বলে কি সম্পাদিত হইয়াছে? আমরা ইহার কিছুই জানি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদিগকে বলুন।" হনুমান্ এইরূপ বলিলে সর্ব্বলোক-হিতৈষিণী, ধর্ম্মশীলা, সেই তপস্বিনী হনুমান্‌কে কহিলেন, "হে বানরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজা মায়াবী ময় নামে এক দানব ছিলেন, তিনিই মায়া দ্বারা এই সমস্ত কাঞ্চন-বন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রধান প্রধান দানবদিগের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। এই কাঞ্চনময় দিব্য উত্তম ভবন তাঁহারই নির্ম্মিত। তিনি এই মহদ্বনে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করেন এবং শুক্রাচার্য্যের সমস্ত শিল্প-বিদ্যারূপ মহৎ ধন প্রাপ্ত হন। তিনি এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত ভোগ্য-বস্তুর ঈশ্বর হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই দানববর হেমানাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হইলে পুরন্দর তাঁহাকে স্বীয় বজ্র দ্বারা বিনাশ করেন। তৎপরে ব্রহ্মা এই চিরস্থায়ী উত্তম বন, এই হিরণ্ময় গৃহ হেমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমি

মেরুসাবর্ণির স্বয়ম্প্রভা দুহিতা, আমি সেই হেমার এই বন রক্ষা করিয়া থাকি। হেমা আমার নৃত্যগীত-বিশারদা প্রিয়সখী, আমি তাঁহার দত্ত বরে এই মহৎ বন রক্ষা করিতেছি। তোমাদিগের কার্য্য কি? কি কারণেই বা এই কান্তার-পথে উপস্থিত হইয়াছ? কিরূপে তোমরা এই বন দর্শন করিলে? তোমরা এই সকল ব্যবহার-দ্রব্য উপভোগ এবং ফল-মূল-পানীয়াদি ভোজন ও পান করিয়া সমস্তই আমার নিকট কীর্ত্তন কর।" ১-২০।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমানাদির বিলনিষ্ক্রামণ।

অনন্তর বানরযূথপতিগণ সকলে বিশ্রাম করিলে ধর্ম্মচারিণী তাপসী একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন, "যদি ফল-ভক্ষণে তোমাদের ক্লান্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং যদি আমার শ্রবণের অযোগ্য না হয়, তবে আমি সেই কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।" মারুতপুত্র হনুমান্ তাপসীর সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সরলভাবে যথার্থ তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিল, "ইন্দ্র ও বরুণতুল্য সর্ব্বলোকের রাজা, দশরথ-পুত্র রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বনিতা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে বলপূর্ব্বক ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। তাঁহার সখা সুগ্রীব বানরপতিগণের রাজা, তিনিই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা অঙ্গদাদি বানরমুখ্যগণের সহিত অগস্ত্য-সেবিত দক্ষিণদিকে আসিয়াছি। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, সকলে মিলিয়া সীতা ও কামরূপী রাক্ষস রাবণকে অন্বেষণ কর। আমরা দক্ষিণদিকে সমস্ত বন ও সমুদ্র অন্বেষণ করিয়া ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়াছি। আমরা বিবর্ণবদন ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া চিন্তা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, পারে গমন করিতে পারিলাম না। তখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, এমন সময়ে তরুলতাসমূহে আকীর্ণ, তিমিরাচ্ছন্ন মহৎ বিল দর্শন করিলাম। এই বিল হইতে জলার্দ্র, সলিল ও পদ্মরেণু-সমন্বিত, পক্ষবিশিষ্ট, হংস, কুরর ও সারসপক্ষী সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমি কহিলাম যে, 'আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব'; অন্যান্য বানরগণও সেইরূপ অনুমান করিয়া তাহাতে সম্মত হইল। তৎপরে কার্য্যে ত্বরাযুক্ত বানরগণ সকলেই পরস্পর হস্তাবলম্বন করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; এইরূপে আমরা এই তিমিরাবৃত বিলে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আমাদিগের কার্য্য এই এবং এই কার্য্য হেতু আমরা এখানে আগমন করিয়াছি। সকলে ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলে আপনি আতিথ্য-ধর্ম্মানুসারে যে সকল ফল-মূল প্রদান করিলেন, তাহা ভক্ষণ করিয়া আমরা জীবনধারণ করিলাম; অতএব আমরা ম্রিয়মাণ হইলে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত এই বানরগণ আপনার কি প্রত্যুপকার করিবে, তাহা আপনি বলুন।" সেই সর্ব্বজ্ঞা স্বয়ম্প্রভা তাপসী এইরূপে উক্ত হইয়া সমস্ত বানরযূথপতিগণকে বলিলেন, "সমস্ত কার্য্যদক্ষ বানরগণের প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম; আমি ধর্ম্মাচরণ করিতেছি, অতএব আমার অন্য কার্য্য কিছুই নাই।" সেই তাপসীর ধর্ম্মসঙ্গত এই বাক্য শুনিয়া হনুমান্ সেই শুভনয়না তপস্বিনীকে কহিলেন, "আপনি ধর্ম্মচারিণী, আমরা সকলেই আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। মহাত্মা সুগ্রীব আমাদিগকে একমাসের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। এই বিলে আমাদিগের সেই সমস্ত কাল বিগত হইয়া যাইবে, অতএব আপনি আমাদিগকে সত্বর এই বিল হইতে উদ্ধার করুন। সেই সুগ্রীব-বচন অতিক্রম করিলে আমাদিগের আয়ুঃশেষ হইবে; অতএব আপনি আমাদিগকে সুগ্রীবের ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। হে ধর্ম্মচারিণি! আমাদিগকে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, আমরা এই স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকিলে আমাদিগের সেই কার্য্য-সাধন হইবে না।" হনুমান্ এই কথা বলিলে তাপসী বলিলেন, "যে ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হয়, জীবিত থাকিতে সে আর ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। আমি স্বীয় নিয়মার্জ্জিত তপস্যার প্রভাবে সমস্ত বানরগণকে এই বিল হইতে উদ্ধার করিব। হে কপিবরগণ! তোমরা সকলেই চক্ষু নিমীলন কর, চক্ষু নিমীলন না করিলে এই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হওয়া যায় না।" তদনন্তর সকলে গমন-বাসনায় কর ও অঙ্গুলি দ্বারা সহসা নেত্র আচ্ছাদন করিল। মহাত্মা বানরগণ হস্ত দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিলে সেই তাপসী নিমেষমাত্রেই বিল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী তাপসী সেই বিষম স্থান হইতে নিঃসারিত করিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বানরদিগকে কহিলেন, "নানাবিধ তরুলতাপূর্ণ এই বিন্ধ্যগিরি, ঐ দেখ, কিষ্কিন্ধ্যার সমীপবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি, ঐ দেখ, মহাসাগর দৃষ্ট হইতেছে। বানরগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি ভবনে গমন করিব।" এই বলিয়া স্বয়ম্প্রভা তাপসী সেই পরমসুন্দর বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১-৩২।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

সীতার অনুসন্ধান না পাইয়া অঙ্গদাদির চিন্তা।

তদনন্তর কপিগণ অপার, ঘোরতর, ভীষণ তরঙ্গশালী, গর্জ্জনশীল, বরুণালয় সাগর দর্শন করিল। ময়ের মায়াকৃত গিরিদুর্গ অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাদের সুগ্রীব-নিরূপিত সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তখন মহাত্মা বানরবৃন্দ বিন্ধ্যাচলের পুষ্পিত, তরুশোভিত পাদদেশে উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল। তদনন্তর তাহারা পুষ্পভারে পরিপূর্ণ, শত শত লতা-মণ্ডিত, বসন্তকালিক তরুসকল সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। তাহারা বসন্তকাল আগত দেখিয়া, সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া অবনীতলে নিপতিত হইল। তদনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ, বৃষস্কন্ধ, আয়ত ও স্থূল-ভুজবিশিষ্ট, যুবরাজ অঙ্গদ বৃদ্ধ, শিষ্ট ও বনবাসী কপিবৃন্দকে যথাবিধি সম্মান করিয়া মধুরবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে নির্গত হইয়াছি, কিন্তু বিলে ভ্রমণ করিতে করিতে যে একমাস পূর্ণ হইয়াছে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? আমরা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কালসংখ্যা নিরূপণ করিয়াছি, তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে, অতঃপর কর্ত্তব্য কি? আপনারা নীতিমার্গ-বিশারদ, ভর্ত্তার হিতে নিরত এবং সমস্ত কার্য্যে নিপুণ, কার্য্য-সাধনে অনুপম, সর্ব্বদিকে খ্যাতপৌরুষ, সেই নিমিত্ত রাজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে অকৃতকার্য্য হইলেন; অতএব সকলের মরণই শ্রেয়ঃকল্প, যে হেতু, হরিরাজ সুগ্রীবের কার্য্য না

করিয়া কোন্ ব্যক্তি সুখী হইতে পারে? স্বয়ং সুগ্রীব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইল; এক্ষণে আমাদিগের প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সুগ্রীবের স্বভাব তীক্ষ্ণ, তাহাতে এক্ষণে তিনি সকলের ঈশ্বর; তাঁহার অপরাধ করিলে, তিনি কোনরূপেই ক্ষমা করিবেন না। সীতার অন্বেষণ না হইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগকে বধ করিবেন, তাহা অপেক্ষা এক্ষণে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করাই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমরা এখান হইতে ফিরিয়া যাইলে সুগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদিগকে বধ করিবেন; অতএব এই সময়েই পুত্র, দার, ধন ও গৃহাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করাই আমাদিগের পক্ষে উত্তম কল্প, সন্দেহ নাই। সুগ্রীব আমাকে এখনও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই, অতএব সেইরূপ কুৎসিত বধ অপেক্ষা এই স্থানে মৃত্যুলাভ শ্রেয়স্কল্প বিবেচনা হইতেছে। সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ রামচন্দ্র আমাকে অভিষেক করিয়াছেন, সুগ্রীব পূর্ব্বাবধিই আমার প্রতি বদ্ধবৈর; অতএব আমার কার্য্য-ব্যতিক্রম পাইয়া অবশ্যই আমাকে নিধন করিবেন, সন্দেহ নাই। সুগ্রীব বধ-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তিনি তীক্ষ্ণদণ্ড দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিবেন, সুহৃদ্‌গণের সন্নিধানে সেইরূপ কুৎসিত মৃত্যুলাভ অপেক্ষা এই পবিত্র সাগরতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ যে আমার পক্ষে উত্তম কল্প, তাহাতে আর সংশয় কি?" যুবরাজ কুমার অঙ্গদের এই বাক্য শুনিয়া প্রধান প্রধান বানরগণ করুণবাক্যে বলিতে লাগিল, "সুগ্রীব তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, রামচন্দ্র প্রিয়ানুরক্ত; নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়াছে দেখিয়া রামের প্রিয়াভিলাষী সুগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই। অপরাধী ব্যক্তিগণ স্বামি-সমীপে গমন করিতে সমর্থ হয় না। আমরা সুগ্রীবের প্রধান পুরুষ হইয়া আসিয়াছি, আমরা সীতাকে না দেখিয়া অথবা তাঁহার বৃত্তান্ত না পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিব না, যমালয়ে গমন করিব।" ভয়পীড়িত বানরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তার বলিল, "তোমরা বিষাদ করিও না, যদি তোমাদিগের অভিরুচি হয়, তবে এই বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করিব। এই বিল মায়াকৃত ও অত্যন্ত দুর্গম, এখানে প্রভূত পুষ্প, ভোজ্য, পেয় ও জল রহিয়াছে; এখানে পুরন্দর হইতেও আমাদের ভয় নাই, তবে বানররাজ ও রামচন্দ্র হইতে আমাদের কি ভয় হইতে পারে?" তারের অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণ সেই বাক্যে প্রতীত হইয়া বলিল, "যুবরাজ! যাহাতে আমাদের নিধন না হয়, আপনি সত্বর হইয়া অবিলম্বেই সেই কার্য্যের বিধান করুন।" ১-২৭।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান্ ও অঙ্গদাদির কথোপকথন ও পরামর্শ।

হনুমান্ তারাপতি চন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ তারের এই কথা শুনিয়া 'স্বয়ম্প্রভার বিলস্থিত রাজ্য অঙ্গদ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল' এইরূপ মনে করিলেন। হনুমান্ অঙ্গদকে শুশ্রূষাদি অষ্টবিধ গুণ, বুদ্ধি, চতুরঙ্গ-সেনা ও দেশকালজ্ঞতাদি চতুর্দ্দশগুণযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, অঙ্গদ নিয়তই তেজঃ, বল ও পরাক্রম দ্বারা শুক্লপক্ষের আদিতে প্রভা-লক্ষ্মী দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় বর্দ্ধমান হইতেছে। এই যুবরাজ বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে নিজ জনকের ন্যায়। এই ভাবিয়া শুক্রাচার্য্যের বচন শ্রবণে সমাহিত ইন্দ্রের ন্যায় তারের উপদেশ শ্রবণপরায়ণ, স্বামীর প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত পরিশ্রান্ত অঙ্গদকে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হনুমান্ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয় উপায় ভেদ বর্ণন করিয়া সারময় বাক্যে সেই সমস্ত বানরদিগকে ভেদ করিলেন। তাহারা সকলে ভিন্ন হইলে হনুমান্ দণ্ডসমন্বিত-বাক্য-দ্বারা অঙ্গদকে ভয় দেখাইয়া বলিল, "হে তারাপুত্র! তুমি যুদ্ধে পিতার তুল্য সমর্থ, যদি কপিগণ তোমাকে রাজ্যে বরণ করে, তবে তুমি পিতার ন্যায় দৃঢ়রূপে রাজ্যধারণে সমর্থ হইবে। হে হরিশ্রেষ্ঠ! কপিগণ অস্থিরচিত্ত, তাহারা পত্নী পুত্র সুগ্রীবের আয়ত্ত রাখিয়া তোমায় আবাহন করিবে না। আমি তোমাকে ইহাদিগের সমক্ষেই বলিতেছি যে, ইহারা পুত্র-দার পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে অনুরাগী হইবে না। এই জাম্ববান্, মহাকপি নীল, সুহোত্র, আমি ও এই সমস্ত বানরগণকে সাম, দান, ভেদ বা দণ্ড দ্বারা সুগ্রীবের নিকট হইতে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের নিগ্রহ করিয়া আসন-লাভ করিতে পারে; অতএব দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে অপরের সহিত বিগ্রহ করিবে না। আর এই বিলমধ্যে বাস করিলেই যে তুমি পরিত্রাণ পাইবে, এ কথা মনে করিও না। কারণ, এই বিল বাণ দ্বারা বিদারণ করা লক্ষ্মণের পক্ষে অতি সামান্য। পূর্ব্বে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ইহাতে স্বল্পকার্য্যই করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ নিশিত শর দ্বারা এই বিল পত্রপুটের ন্যায় ভেদ করিবেন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণের সেইরূপ বহুতর বজ্রতুল্য গিরিদারক নারাচ বিদ্যমান আছে। হে পরন্তপ! যখনই তুমি এই বিলে বাসস্থল স্থাপন করিবে, তখনি এই কপিগণ কৃতনিশ্চয় হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই। ইহারা নিজ নিজ পুত্র-দার স্মরণ করিয়া নিত্যই উদ্বিগ্ন ও বুভুক্ষিত হইবে। এইরূপে দুঃখশয্যায় খেদযুক্ত হইয়া তোমাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিবে। তুমি হিতাভিলাষী বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণ দ্বারা বিহীন ও সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া তৃণ অপেক্ষাও উদ্বিগ্ন হইবে। লক্ষ্মণের বাণ সকল ঘোরতর তীক্ষ্ণ, উগ্রবেগসম্পন্ন ও দুর্দ্ধর্ষ; সেই শরসমূহ, তুমি বিগ্রহ উপস্থিত করিলে তোমাকে নিহত করিবে। তুমি আমাদের সঙ্গে বিনীত হইয়া উপস্থিত হইলে সুগ্রীব আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তোমার পিতৃব্য ধর্ম্মরাজ, প্রীতিমান্, দৃঢ়ব্রত, শুচি, সত্যপ্রতিজ্ঞ; তিনি কখনই তোমাকে বিনাশ করিবেন না। হে অঙ্গদ! সুগ্রীব নিয়তই তোমার মাতার পরম মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন; তোমার মাতার প্রীতিবর্দ্ধন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তুমি ব্যতীত তাঁহার আর সন্তান নাই; সুতরাং আমাদিগের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় চল।" ১-২২।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

সীতাকে খুঁজিয়া না পাইয়া অঙ্গদাদির প্রয়োপবেশন।

অঙ্গদ হনুমানের ধর্ম্মসঙ্গত, স্বামিসৎকারযোগ্য, বিনয়ান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "হনুমন্! স্থৈর্য্য, আপনার মনঃশৌচ, অনৃশংসতা, সারল্য, বিক্রম ও ধৈর্য্য, সুগ্রীবের এই সকলের কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি মাতৃতুল্য ধর্ম্মে বর্ত্তমানা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয়া মহিষী ভার্য্যাকে,

তৎপুত্র আমি বাঁচিয়া থাকিতে স্বীকার করে, সে অত্যন্ত ঘৃণিত, সে কিছুমাত্র ধর্ম্ম অবগত নহে; প্রত্যুত সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক। যে দুরাত্মা ভ্রাতা যুদ্ধনিরত ভ্রাতার বিলদ্বার প্রস্তর দ্বারা অবরোধ করে, সে কি প্রকারে ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে? মহাযশা কৃতকার্য্য রাঘবকে সত্য দ্বারা গ্রহণ করিয়া যিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনি কাহার সুকৃতি বা উপকার স্মরণ করিয়া থাকেন? যিনি অধর্ম্মের ভয় করেন না, কেবল লক্ষ্মণের ভয়েই সীতার অন্বেষণে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মভয় কিরূপে সম্ভব হয়? সেই পাপস্বরূপ, কৃতঘ্ন, স্মৃতিমার্গপরিভ্রষ্ট, চঞ্চলচিত্ত সুগ্রীবের প্রতি, বিশেষতঃ তাঁহারই কুলে জন্মিয়া, কোন্ উত্তম ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে? সুগ্রীব সগুণই হউন আর নির্গুণই হউন, সে অনুশীলনে আমার দরকার নাই; পরন্তু আমি যখন শত্রুকুল-সম্ভূত, তখন তিনি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কেন জীবিত রাখিবেন? আমার বিলপ্রবেশরূপ মন্ত্রণা ভেদ হইয়াছে; অতএব অপরাধী, হীন, দুর্ব্বল ও অনাথের ন্যায় আমি কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিব? শঠ, ক্রূর, নিষ্ঠুর সুগ্রীব রাজ্যের নিমিত্ত আমার প্রাণবধ না করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে। হে বানরগণ! বন্ধন ও অপবাদ অপেক্ষা প্রায়োপবেশন আমার শ্রেয়স্কর; অতএব আমাকে অনুমতি করিয়া আপনারা গৃহে গমন করুন। আমি আপনাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিব না, এই স্থানেই প্রায়োব্রত অবলম্বন করিব; যে হেতু, আমার মরণই মঙ্গলকর। আমার খুল্লতাত বানরেশ্বর রাজা সুগ্রীব ও বলশালী রামলক্ষ্মণকে অভিবাদন পূর্ব্বক আরোগ্য সহিত প্রণাম জানাইয়া আমার কুশল বিজ্ঞাপন করিবেন এবং মাতা উমা ও জননী তারাকে আশ্বাসিত করিবেন। তিনি স্বভাবতই প্রিয়পুত্রা, দয়াবতী ও অনুকম্পার্হ, তিনি এখানে আমার বিনাশ শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই প্রাণপরিত্যাগ করিবেন।" অঙ্গদ বৃদ্ধদিগকে এই বলিয়া এবং অভিবাদন করিয়া রোদন পূর্ব্বক ভূমিতে দর্ভমধ্যে প্রবেশ করিল। অঙ্গদ তাহাতে প্রবেশ করিলে বানরগণ দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে নয়ন হইতে উষ্ণ বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিল। তাহারা সুগ্রীবের নিন্দা ও বালির প্রশংসা করিয়া অঙ্গদকে বেষ্টনপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। বালি-পুত্রের সেই বাক্য শুনিয়া বানরগণ সকলে পূর্ব্বমুখ হইয়া, আচমন পূর্ব্বক উপবেশন করিল। দক্ষিণাগ্র দর্ভে সলিলের তীর আশ্রয় করিয়া বানরগণ মরণই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল। রামের বনবাস, দশরথের বিনাশ, জনস্থানে রাক্ষস-বধ, জটায়ু-বধ, সীতার হরণ ও বালির বধ এবং রামের কোপ, এই সকল বলিতে বলিতে বানরগণের ভয় উপস্থিত হইল। মহান্ পর্ব্বতশিখরতুল্য বানরগণ শৈলমধ্যে প্রায়োপবেশনার্থ ভূতলে উপবিষ্ট হইলে, তাহাদিগের গভীর ক্রন্দনধ্বনিতে, গভীর শব্দায়মান মেঘসমূহে নিনাদিত আকাশ মণ্ডলের ন্যায় নির্ঝরবিশিষ্ট সেই পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ১-২৩।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বানরগণের সহিত সম্পাতিপক্ষীর সাক্ষাৎ

যে গিরিস্থলে বানর সকল উপবেশন করিলে, সেই স্থান এক গৃধ্ররাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সম্পাতি নামক চিরজীবী বিহঙ্গমের বল ও পৌরুষ বিখ্যাত। সে জটায়ুর ভ্রাতা। বিন্ধ্যগিরির কন্দর হইতে নির্গত হইয়া, বানরগণ উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, "ক্রিয়াফল প্রাণিগণের প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদনুসারেই এই সকল ভক্ষ্য চিরদিনের পর উপস্থিত হইয়াছে। আমি এই শ্রেণীরূপে উপবিষ্ট কপিগণকে ক্রমে ক্রমে মারিয়া মারিয়া ভক্ষণ করিব।" পক্ষিবর সম্পাতি কপিদিগকে এইরূপ বলিলে, ভক্ষ্য-লুব্ধ পক্ষীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অঙ্গদ খিন্ন হইয়া, হনুমান্‌কে বলিল, "দেখ, সীতার দুরদৃষ্ট-বশতঃ বানরগণের বিপত্তির নিমিত্ত, সাক্ষাৎ যমতুল্য এই পক্ষী এই স্থানে উপস্থিত হইল। রামের কার্য্য-সাধন এবং রাজশাসন অনুসারে কার্য্য করা হইল না। এই দেখ, এক্ষণে বানরদিগের এই অজ্ঞাত বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল। জানকীর প্রিয়কারী গৃধ্ররাজ জটায়ু তথায় যাহা করিয়াছেন, আমরা তৎসমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। এইরূপে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদিগের ন্যায় সমস্ত প্রাণীই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও রামের হিত করিতে যত্নবান্ হয়। রামের প্রতি স্নেহ ও কারুণ্য-বশে তাহারাও উপকার করিয়া থাকে; অতএব তাঁহার উপকারার্থ আত্মত্যাগ করা বিধেয়। ধর্ম্মজ্ঞ জটায়ু রামচন্দ্রের প্রিয়সাধন করিয়াছিলেন। আমরা রামের নিমিত্ত পরিশ্রান্ত ও ত্যক্তজীবিত হইয়া কান্তার-দেশে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইলাম না। সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু রাবণ-কর্ত্তৃক নিহত ও সুগ্রীবের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। জটায়ুর এবং রাজা দশরথের বিনাশ, তৎপরে জানকী-হরণ, এই সকল ঘটনা দ্বারা এক্ষণে বানরগণের প্রাণসংশয় ঘটিতেছে। কৈকেয়ীর একমাত্র বরদান দ্বারাই সীতার সহিত রামলক্ষ্মণের বনবাস, রামের বাণে বালিবধ, রামের কোপে বহুতর রাক্ষসবধ এবং আমাদিগেরও মরণ উপস্থিত হইয়াছে।" ১-১৬।

গৃধ্ররাজ সম্পাতি তাহাদের সেই অসুখজনক কৃপণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদিগকে ভূতলে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত চকিতচিত্তে বলিল, "কোন্ ব্যক্তি আমার প্রাণের প্রিয়তম ভ্রাতা জটায়ুর বধ ঘোষণা করিতেছে? তাহাতে আমার মন যেন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। জনস্থানে রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ কিরূপে ঘটিয়াছিল? হায়! বহুদিনের পর আমার প্রিয়তম ভ্রাতার আজ নাম শ্রবণ করিলাম। হে কপিবরগণ! আমি অতি দীর্ঘকালের পর বিক্রম দ্বারা শ্লাঘনীয় গুণজ্ঞ কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামকীর্ত্তন শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে আপনাদিগের সহিত এই গিরি-দুর্গ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি আর সেই জনস্থাননিবাসী ভ্রাতার বিনাশ কিরূপে হইল, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুজনপ্রিয় রামচন্দ্র, সেই দশরথ আমার ভ্রাতার সখা কিরূপে হইলেন? সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া আমি গমন করিতে অক্ষম, অতএব হে অরিন্দমগণ! তোমরা আমাকে এই পর্ব্বত হইতে নামাইয়া দাও, ইহাই আমার বাসনা।" ১৭-২৫।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

সম্পাতির নিকট অঙ্গদ কর্ত্তৃক জটায়ুনিধন ও সীতাহরণ-বৃত্তান্ত বর্ণন।

বানরযূথপতিগণ শোক-হেতু স্খলিত স্বর শুনিয়া ও তাহার বধবচন-রূপ কর্ম্ম দ্বারা শঙ্কিত হইয়া তাহার বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিল না। সেই প্রায়োপবিষ্ট বানরগণ গৃধ্রকে দেখিয়া মনে করিল যে, এই ভীষণ পক্ষী আমাদিগের সকলকেই ভক্ষণ করিবে। আমরা প্রাণপরিত্যাগার্থ প্রায়োপবিষ্ট, যদি এই গৃধ্র আমাদিগকে ভক্ষণ করে, আমরা যে মরণ বাসনা করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইয়া কৃতকৃত্য হইব। সমস্ত কপিযূথপতিগণ এইরূপ বুদ্ধি করিয়া গৃধ্রকে গিরি হইতে নামাইল। তখন অঙ্গদ তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল, "পক্ষিন্! ঋক্ষরাজ নামে পৃথিবীপতি প্রতাপবান্ বানরেন্দ্র আমার পিতামহ ছিলেন। প্রভূত-বলবিক্রমশালী বালি ও সুগ্রীব তাঁহার ধার্ম্মিক পুত্রদ্বয়। বিখ্যাত-কীর্ত্তি আমার পিতা বালি বানররাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। ইক্ষ্বাকু-কুলোৎপন্ন মহারথ, অখিল জগতের রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র, পিতার আদেশে ধর্ম্মপথে থাকিয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বৈদেহী ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাবণ বল-পূর্ব্বক সেই রামের ভার্য্যা সীতাকে হরণ করে। তাঁহার পিতার মিত্র জটায়ুনামা গৃধ্রপতি আকাশে থাকিয়া জানকীকে হরণ করিতে দেখিলেন। তখন রাবণকে বিরথ করিয়া, সীতার স্থৈর্য্য-সম্পাদন পূর্ব্বক পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ জটায়ু রাবণ-কর্ত্তৃক রণস্থলে নিহত হইলে, রাম তাঁহার সৎকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম গতি প্রদান করেন। তদনন্তর রাম আমার পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তিনি আমার পিতা বালিকে বধ করিয়াছেন। আমার পিতা সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করেন নাই; সেই হেতু রাম তাঁহাকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সেই বানরেশ্বর সুগ্রীব স্বরাজ্যে স্থাপিত হইয়া এই বানর-মুখ্যগণকে আদেশ করিলে, আমরা এখানে আগমন করিয়াছি। এইরূপে রাম কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমরা নানা স্থানে সীতার অন্বেষণ করিতেছি; কিন্তু রাত্রিকালে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় আমরা তাঁহাকে পাইতেছি না। আমরা সাবধানে দণ্ডকারণ্য অন্বেষণ করিয়া, অজ্ঞানবশে এক বিলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। সেই বিল ময় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, সেই বিলে অন্বেষণ করিতে করিতে সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের নিদেশ-পালক, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় আমরা প্রাণ-পরিত্যাগার্থে প্রায়োব্রত অবলম্বন করিয়াছি। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও রামচন্দ্র কুপিত হইলে আমাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে; অতএব আমরা তথায় না যাইয়া, এই স্থানেই প্রাণবিসর্জ্জনে যত্নপর হইয়াছি।" ১-১৯।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

সম্পাতি কর্ত্তৃক সীতাপহারী রাবণের সন্ধান বর্ণন।

জীবন-বিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় বানরগণ এইরূপ করুণবাক্য বলিলে গৃধ্ররাজ সম্পাতি বাষ্পপূর্ণ-নয়নে গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিল, "হে কপীন্দ্র! বলবান্ রাবণ যাহাকে বধ করিয়াছে বলিলে, সেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ু, সে বৃদ্ধভাবাপন্ন ও পক্ষহীন, তাহা শুনিয়াও এক্ষণে আমি তাহা সহ্য করিলাম, যে হেতু, আমার এক্ষণে ভ্রাতার বৈরশুদ্ধির সামর্থ্য নাই। পূর্ব্বকালে বৃত্রবধসময়ে জয়াভিলাষী হইয়া, আমরা দুই ভ্রাতা জলনশীল রশ্মিমালী আদিত্যের সন্নিধান দিয়া আকাশমার্গে বেগে গমন করিতেছিলাম। সূর্য্যের মধ্যস্থলে গমন করিলে জটায়ু আদিত্যকিরণ-দ্বারা অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা ভ্রাতাকে পরিপীড়িত দেখিয়া, স্নেহভরে অতিশয় কাতর ভ্রাতাকে পক্ষপুটদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন করিলাম। হে কপিবরগণ! তখন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে আমি এই বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়া, এই স্থানে বাস করিয়া ভ্রাতার বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারি নাই।" ১-৭।

জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ বলিতে লাগিল, "যদি আপনি জটায়ুর ভ্রাতা হয়েন, তবে আমার বাক্য শুনিয়াছেন, এক্ষণে যদি জানেন, তবে সেই রাক্ষসের আলয় বলিয়া দিউন। যদি আপনি সেই অদীর্ঘদর্শী রাক্ষসাধম রাবণকে জানেন, তবে দূরেই হউক আর নিকটেই হউক, আমাদিগকে তাহার নিলয় বলুন।" তদনন্তর জটায়ুর ভ্রাতা মহাতেজা সম্পাতি বানরদিগকে হর্ষিত করিয়া, আপনার অনুরূপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল, "হে কপিবৃন্দ! আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়াছে, এখন বলবীর্য্য কিছুই নাই, তথাপি আমি বাক্যমাত্র দ্বারা রামের উত্তম সাহায্য করিব। আমি বরুণ-লোক এবং ত্রিবিক্রম বামনাবতারে আক্রান্ত ভূরাদিলোক, দেবাসুরগণের যুদ্ধ ও অমৃতমন্থন ইত্যাদি সমস্তই অবগত আছি। জরা দ্বারা আমার তেজ হৃত ও প্রাণ শিথিল হইয়াছে, তথাপি রামের প্রথম কার্য্য আমার একান্ত কর্ত্তব্য। দুরাত্মা রাবণ সর্ব্বাভরণে ভূষিতা রূপযৌবনসম্পন্না সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিয়াছি। তিনি 'রাম রাম, লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ' শব্দে চীৎকার করিতেছেন, ভূষণ সকল গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার উত্তম কৌষেয়-বসন শৈলাগ্রে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং তিনি স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসের অগ্রভাগে আকাশবর্ত্তিনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছেন। রামের নাম-কীর্ত্তন-হেতু তাঁহাকে রামের সীতা বলিয়া জানিতে পারিলাম, এক্ষণে সেই রাক্ষসের নিবাসস্থান কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা রাবণ নামক রাক্ষস লঙ্কানগরীতে বাস করিয়া থাকে। সেই লঙ্কা এখান হইতে শত যোজন দূরবর্ত্তী সমুদ্রদ্বীপে অধিষ্ঠিত আছে। সেই মনোহর লঙ্কাপুরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে স্বর্ণময় দ্বার, বিচিত্র-কাঞ্চনবেদিকা ও হেমবর্ণ সুবৃহৎ গৃহসমূহ নির্ম্মিত রহিয়াছে, তাহার চারিদিক্ সূর্য্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট প্রাচীরসমূহে পরিবেষ্টিত। সেই লঙ্কানগরীতে দীনা কৌষেয়-বাসনা জনক-নন্দিনী অবস্থাপিত আছেন। তিনি রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা ও রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া আছেন; তোমরা সেই নগরীতে জনকতনয়া সীতাকে দেখিতে পাইবে। দুর্গপ্রাচীরাদি দ্বারা পরিরক্ষিত লঙ্কাপুরীর চারিদিকে সাগর, সেই সাগরের শত যোজন পার হইয়া দক্ষিণকূলে গমন পূর্ব্বক তৎপরে রাবণকে দেখিতে পাইবে। তোমরা সত্বর সে স্থানে গমন কর; আমি জ্ঞানদ্বারা জানিতে পারিতেছি যে, তোমরা ফিরিয়া আসিতে পারিবে। কুলিঙ্গ প্রভৃতি ধান্যজীবী পক্ষিগণের আকাশপন্থা প্রথম, বলিভোজী কাকাদির আকাশপথ

দ্বিতীয়, ফল-মূল-ভোজী ভাষপক্ষীর পথ তৃতীয়, ক্রৌঞ্চ, কুরর ও শ্যেন-পক্ষিগণের পথ চতুর্থ, গৃধ্রগণের পন্থা পঞ্চম, বলবীর্য্যবিশিষ্ট রূপযৌবন-সম্পন্ন হংসগণের পন্থা ষষ্ঠ, বৈনতেয়গণের গতি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের তুল্য উপরি আকাশে আর কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে কপিবরগণ! আমাদিগের সকলেই বৈনতেয় অরুণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে রাক্ষস পরদার-হরণরূপ দুষ্কার্য্য এবং আমার ভ্রাতার বধসাধন করিয়াছে, ইহা দ্বারাই আমার তাহার বৈরশুদ্ধি হইল। আমি এখানে থাকিয়াও রাবণ ও জানকীকে দেখিতে পাই; যে হেতু, আমাদিগের চক্ষুর বল সুপর্ণ-জাতীয় চক্ষুবিদ্যা হইতে জাত; অতএব উহা বহুদূরব্যাপী জানিবে। হে কপিবৃন্দ! সেই হেতু এবং মাংসাদি আহারবলে আমরা শতযোজনেরও কিঞ্চিৎ অধিক দূরস্থিত বস্ত দেখিতে পাই। স্বভাবতই আমাদিগের বৃত্তি দূরস্থিত ভক্ষ্যাদি দ্বারা এবং কুক্কুটাদির স্বকীয় আবাস বৃক্ষমূলে বিহিত হইয়াছে। তোমরা লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘনের নিমিত্ত কোন উপায় অন্বেষণ কর, তদ্দ্বারা জানকীর নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর। তোমরা আমাকে সমুদ্রে লইয়া চল, আমি তথায় সেই স্বর্গগত মহাত্মা ভ্রাতার উদকক্রিয়া নিষ্পাদন করিব।" অনন্তর মহাবলশালী বানরবৃন্দ সেই দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে নদনদীপতি সমুদ্রের তীরদেশে লইয়া গেল। বানরগণ সেই পক্ষিপতিকে সমুদ্রতীরে লইয়া গেল এবং সীতার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ১-৩৫।

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

সম্পাতি কর্ত্তৃক বানরগণকে কার্য্যসাধনার্থ হিতোপদেশ প্রদান।

তদনন্তর গৃধ্ররাজ সম্পাতি কর্ত্তৃক কথিত অমৃতময় বাক্য শ্রবণে বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সেই কথাই বারংবার বলিতে লাগিল, তদনন্তর বানরপতি হনুমান্ সমস্ত বানরগণের সহিত সহসা উত্থিত হইয়া গৃধ্ররাজকে বলিতে লাগিল, "সীতা কোথায় আছেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, কেই বা তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, এই সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া আপনি এই বনবাসী বানরগণের বিশেষ উপকারসাধন করুন। কোন্ ব্যক্তি দাশরথি রাম ও লক্ষ্মণের শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরসমূহের বিক্রমের বিষয় চিন্তা করে নাই?" ১-৪।

সম্পাতি সেই প্রায়োপবিষ্ট, সীতার বৃত্তান্ত শ্রবণে একান্ত সমুৎসুক বানরদিগকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল, "সীতার হরণ-বৃত্তান্ত এবং সেই আয়তলোচনা জনকনন্দিনী এক্ষণে যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর। আমি ক্ষীণ-প্রাণ, ক্ষীণ-পরাক্রম ও বৃদ্ধাবস্থাপন্ন, আমি এই পর্ব্বতে বহুযোজন আয়ত গুহায় পতিত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমার পুত্র সুপার্শ্ব নামক পক্ষিবর আমার এই অবস্থা অবগত হই। যথাসময়ে আহার প্রদান দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিতেছিল। গন্ধর্ব্বগণের কামাভিলাষ, ভুজঙ্গগণের ক্রোধ, মৃগগণের ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ জানিবে। কোন সময়ে আমার পুত্র সূর্য্যোদয়কালে গমন করিয়া আমিষশূন্য হইয়া সায়ংকালে আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি তখন ক্ষুধায় কাতর ও আহারাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলাম। আহার অভাব হেতু আমি তাহাকে দুর্ব্বাক্য দ্বারা পরিপীড়িত করিলে আমার প্রীতিবর্দ্ধন পুত্র সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই বাক্য বলিল, 'আমি যথাকালে আমিষার্থী হইয়া আকাশে উড্ডয়ন পূর্ব্বক মহেন্দ্র-গিরির দ্বার আবৃত করিয়া অবস্থিত রহিলাম। আমি অধোমুখ হইয়া সাগরান্তচারী সহস্র সহস্র জীবগণের পথরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। তথায় দেখিলাম, অঞ্জন সমান কৃষ্ণবর্ণ কোন ব্যক্তি উদিত সূর্য্যতুল্য প্রভাবশালী এক রমণীকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতেছে। আমি বিবেচনা করিলাম, এই স্ত্রীপুরুষই আমার পিতার আহারীয় হইবে, কিন্তু সেই ব্যক্তি বিনয়পূর্ব্বক কাতরভাবে পথ প্রার্থনা করিল। নীচ ব্যক্তিগণের নিকট শক্তিভাব প্রদর্শন করিলে তাহারাও বিনাশ করিতে পারে না, তবে আমার ন্যায় ব্যক্তিগণ কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে? সেই ব্যক্তি বেগে আকাশস্থলকে নিক্ষেপ করিয়াই যেন গমন করিতে লাগিল। তখন সমস্ত খেচরগণ আমার প্রশংসা ও পূজা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন যে, ভাগ্যবশে সীতা জীবিত রহিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি যেখানে কলত্র সহিত গমন করিলেন, সেখানে নিশ্চয়ই তোমার কুশল হইবে। তখন পরমশোভন মহর্ষিগণ কহিলেন যে, ঐ পুরুষ রাক্ষস-পতি রাবণ এবং ঐ স্ত্রী সীতা। দাশরথি রামের ভার্য্যা জনকাত্মজা শোকাবেগে একান্ত কাতরা এবং শিথিলবসনা হইয়া আভরণ নিক্ষেপণ পূর্ব্বক রাম-লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ-পুরঃসর মুক্তকেশে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন; হে তাত! ইহাই আমার কাল-ব্যতিক্রমের কারণ।' সুপার্শ্ব আমাকে এই সমস্ত নিবেদন করিলে সেই কথা শুনিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। আমি পক্ষী হইয়াও পক্ষহীন; অতএব কিরূপে যুদ্ধাদির নিমিত্ত উদ্যোগ করিব? বাক্যবুদ্ধি দ্বারা যাহা করিতে পারি, তাহা শ্রবণ কর। তোমাদের বলবীর্য্যের দ্বারা যাহা সম্পন্ন হইবে, তাহা বলিতেছি। বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের সকলের প্রিয় ও হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিব। যাহা রামের কার্য্য, তাহা আমারই, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা বুদ্ধিমান্, বলবান্, মনস্বী, দেবতাগণেরও দুর্দ্ধর্ষ; তোমাদিগকে কপিরাজ সুগ্রীব প্রেরণ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণের বাণ সকল কঙ্কপত্র-যোগে সজ্জিত, তাহা তিন লোকের পরিত্রাণ ও নিগ্রহে সমর্থ। দশানন তেজ ও বল-সমন্বিত হইলেও সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ তোমাদিগের দুর্জ্জেয় হইবে না। আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে বুদ্ধির নিশ্চয় কর। তোমাদের তুল্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কার্য্য-সাধনে এরূপ অলস হয় না।" ৫-২৮।

ষষ্টিতম সর্গ।

সম্পাতি কর্ত্তৃক নিশাকর মুনির বৃত্তান্ত বর্ণন।

সম্পাতি স্নান ও উদক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলে বানরগণ রম্য গিরিদেশে তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল। সমস্ত বানরবৃন্দের সমীপে উপবেশন করিলে সম্পাতি পক্ষোদ্গম-হেতু নিশাকর মুনির বাক্যে সঞ্জাত-প্রত্যয় হইয়া হর্ষভরে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল, "সমস্ত বানরগণ! তোমরা নিঃশব্দে থাকিয়া একমনে শ্রবণ কর। আমি সীতাকে যাহাতে জানিতে পারিয়াছি, তাহার তথ্য কীর্ত্তন করিতেছি। হে অনঘ! পূর্ব্বে আমি সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দগ্ধপক্ষ ও সূর্য্যতাপে তাপিতাঙ্গ

হইয়া এই বিন্ধ্যাচলের শিখরদেশে পতিত হইয়াছিলাম। ছয় রাত্রি বিহ্বল ও বিবশ থাকিয়া সংজ্ঞালাভ করিলাম; তৎপরে দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলাম না। তৎপরে সাগর, নদী, শৈল, সরোবর ও বনাদি প্রদেশ সকল দর্শন করিতে করিতে আমার বুদ্ধি আগত ও স্থির হইল। শৃঙ্গবান্ ও উদরে কন্দরধারী, হৃষ্টপুষ্ট পক্ষিগণে পরিপূর্ণ বিন্ধ্যাচল দক্ষিণ-সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, এইরূপ নিশ্চয় হইল। এই স্থানে এক সুরপূজিত আশ্রমস্থান অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে নিশাকর নামে এক উগ্রতপা ঋষি বাস করিতেন। সেই ঋষির সহিত অষ্ট সহস্র বৎসর এই গিরিতে বাস করিলাম। সেই ধর্ম্মজ্ঞ নিশাকর স্বর্গগমন করিলেন। তিনি যখন এই স্থানে অবস্থিত ছিলেন, তখন আমি বিন্ধ্যাচলের বিষম অগ্রভাগ হইতে কষ্টে-সৃষ্টে ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণাঙ্কুশা পৃথিবীতে পুনর্ব্বার আগত হইলাম। সেই ঋষিকে দর্শন করিবার মানসে জটায়ুর সহিত আমি বহুবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার আশ্রমস্থানের সন্নিধানে সুগন্ধি সমীরণ প্রবাহিত হইত। তথায় পুষ্পহীন বা ফলহীন কোন বৃক্ষই দৃষ্টিগোচর হইত না। সেই আশ্রমে আসিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয়-পূর্ব্বক ভগবান্ নিশাকরের দর্শনাভিলাষী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। অনন্তর স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত, দুর্দ্ধর্ষ, কৃতস্নান, সেই মহর্ষি উত্তরমুখে আগমন করিতেছেন, দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। দরিদ্র প্রাণিগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া আগমন করে, সেইরূপ শূকর, ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র ও নানাবিধ সরীসৃপগণ তাঁহার সহিত আগমন করিতেছে। রাজা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে যেমন অমাত্যাদি সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করে, সেইরূপ ঋষিবরকে আশ্রমে প্রবিষ্ট জানিয়া, প্রাণিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। ঋষি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সৌম্য! তোমার পক্ষের বিকার দর্শন করিয়া আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। তোমার এই পক্ষ অগ্নিদগ্ধ এবং শরীর ও প্রাণও দগ্ধপ্রায় হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে বেগে বায়ুতুল্য গৃধ্রগণের রাজা কামরূপী ভ্রাতা দুই গৃধ্রকে দর্শন করিয়াছিলাম। হে সম্পাতে! তুমি জ্যেষ্ঠ, এই জটায়ু তোমার অনুজ। তোমরা মানুষরূপ ধারণ-পূর্ব্বক আমার চরণ গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা আমি এক্ষণে জানিতে পারিলাম। তোমার কি ব্যাধি উপস্থিত হইল? পক্ষদ্বয় পতিত হইল কেন? অথবা কোন্ ব্যক্তি তোমায় দণ্ড করিয়াছে? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।" ১-২১।

একষষ্টিতম সর্গ।

সম্পাতির সূর্য্যের অনুগমনরূপ দুষ্কর্ম্ম বর্ণন।

তদনন্তর সম্পাতি সূর্য্যের অনুগমনরূপ যে দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তৎসমস্তই বলিতে লাগিল, "ভগবন্! আমি ক্লান্তি ও বার্দ্ধক্য-হেতু পরিশ্রান্ত ও ব্যাকুল হইয়া বলিতে পারিতেছি না। আমি ও জটায়ু উভয়ে উড্ডয়ন-বিষয়ক স্পর্দ্ধা-প্রবৃত্ত এবং ইন্দ্রের জয়গর্ব্বে মোহিত হইয়া পরস্পর পরাক্রম-জয়ের বাসনা করিয়া আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইলাম। কৈলাসগিরিশিখরে মুনিগণের সমক্ষে রবি যে পর্য্যন্ত না অস্ত গমন করেন, তাবৎ তাঁহার অনুগমন করিতে হইবে, এই পণবন্ধন করিয়া উড্ডয়ন করিলাম। আমরা সেই সময়ে মহীতলে রথচক্রপ্রমাণ নগর দর্শন, কোথাও বাদিত্র-শব্দ, কোথাও ভূষণ-নিঃস্বন শ্রবণ, কোথাও বহুতর সঙ্গীতকারিণী রক্তবসনা রমণীগণকে দর্শন করিতে লাগিলাম। আকাশে উৎপতিত হইয়া ত্বরায় আমরা আদিত্যের নিকট গমনার্থ উদ্যম করিলাম। তখন উভয়ে তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রসংবলিত বন, পাষাণ ও শিলারাশি দ্বারা আচ্ছন্ন ভূমি, সূত্রের ন্যায় নদীসমূহ-সংযুক্ত বসুন্ধরা এবং হিমালয়, বিন্ধ্য, সুমহাগিরি মেরু জলাশয়স্থিত গজের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলাম। তখন আমাদের উভয়েরই তীব্রতর স্বেদ, খেদ, ভয়, মোহ ও দারুণ মূর্চ্ছা সমুপস্থিত হইল। আমরা দক্ষিণ, আগ্নেয় ও পশ্চিমদিক্ জানিতে পারিলাম না; কেবল প্রলয়কালে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। আমাদের মন চক্ষুর সহিত সূর্য্যাগ্নি দ্বারা নিহতপ্রায় হইল, অতি কষ্টে মনের সহিত চক্ষুর সমাবেশ করিয়া বহুতর যত্ন দ্বারা ভাস্কর দর্শন করিলাম। ভাস্কর পৃথিবীর তুল্য প্রমাণ-বিশিষ্ট বোধ হইল। জটায়ু আমাকে না বলিয়াই ভূতলে পতিত হইল, তখন আমি জটায়ুকে পক্ষপুট দ্বারা রক্ষা করিলাম বলিয়া সে দগ্ধ হইল না। আমি প্রমাদবশে দগ্ধ হইয়া বায়ু-পথে পতিত হইতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল, জটায়ু যেন জনস্থানে নিপতিত হইল, আমি দগ্ধপক্ষ ও জড়ীভূত হইয়া এই বিন্ধ্যাচলে নিপতিত হইলাম। আমি রাজ্যহীন, ভ্রাতাহীন, পক্ষহীন ও বিক্রমহীন হইয়াছি, এক্ষণে এই গিরির শিখর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিতেছি।" ১-১৭।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

নিশাকর কর্ত্তৃক সম্পাতিকে বরদান-বৃত্তান্ত।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মুনিবর নিশাকরকে এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। তখন মহর্ষি মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া বলিলেন, "তোমার দুই পক্ষ ও অন্য দুইটি প্রপক্ষ এবং চক্ষুদ্বয়, প্রাণ, বিক্রম ও বল সমস্তই হইবে। আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলে জানিয়াছি যে, এক সুমহৎ ঘটনা সংঘটিত হইবে। ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথ নামক একজন রাজা এবং রাম নামে তাঁহার এক মহাতেজা পুত্র হইবেন। সেই সত্য-পরাক্রম রাম পিতৃ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গমন করিবেন। রাবণ নামে রাক্ষস তৎপত্নী মৈথিলীকে হরণ করিবে, সেই রাবণ জনস্থানে সমস্ত দেব ও দানবগণের অবধ্য। সেই সীতাকে রাবণ নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও ভোগ্য-বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিলেও সেই মহাভাগা ধৃতব্রতা দুঃখমগ্না সীতা তাহা গ্রহণ বা উপভোগ করিবেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিয়া তাঁহাকে অমৃততুল্য দেবগণেরও দুর্লভ পরমান্ন প্রদান করিবেন। মৈথিলী সেই অন্ন ইন্দ্রদত্ত, ইহা নিশ্চিত জানিয়া তাহার অগ্রভাগ উত্তোলন-পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া ভূতলে রাম-লক্ষ্মণকে প্রদান করিবেন। সেই মন্ত্রার্থ এই যে, 'যদি আমার ভর্ত্তা ও দেবর লক্ষ্মণ জীবিত থাকেন, অথবা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, এই অন্ন তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল।' হে বিহঙ্গম সম্পাতে! রামদূত বানরবৃন্দ সীতার অন্বেষণে প্রেরিত হইয়া এই স্থানে আগমন করিবে, তখন তুমি তাহাদিগকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে। তুমি অন্য কোথাও গমন করিও না, ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া কোথায়

যাইবে, এই স্থানেই দেশকালের প্রতীক্ষা কর, তুমি স্বীয় পক্ষদ্বয় পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে। আমি অদ্যই তোমাকে পক্ষ প্রদান করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি এই অবস্থায় লোকের হিতসাধন করিবে বলিয়া, তোমাকে এক্ষণে তাহা প্রদান করিলাম না। তুমি রাঘবদ্বয়ের, ব্রাহ্মণদিগের, গুরুগণের, মুনিসমূহের ও বাসবের কার্য্য করিতে পারিবে। আমি রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছি আমি আর চিরকাল এই কলেবর ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।" তত্ত্বদর্শী মুনিবর আমার নিকট এই কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১-১৫।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সম্পাতির পুনরায় পক্ষোদ্গম ও বানরদিগের দক্ষিণদিকে যাত্রা।

বাক্যবিশারদ মুনিবর এইরূপ এবং অন্যান্য নানাবিধ বাক্য দ্বারা আমাকে প্রশংসা ও অনুজ্ঞা করিয়া নিজালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। আমি সেই পর্ব্বতের কন্দর হইতে ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক তোমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার সেই মুনিবরের সহিত সাক্ষাৎকাল হইতে ধরিয়া এক্ষণে শত বৎসরেরও কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইয়াছে; আমি সেই মুনিবাক্য হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক দেশ ও কাল প্রতীক্ষা করিতেছি। মহাপ্রস্থান-প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি নিশাকর যখন স্বর্গে গমন করিলেন, তখন বহুবিধ তর্কবিযুক্ত হইয়া আমি অত্যন্ত সন্তাপিত হইলাম। আমার রক্ষার নিমিত্ত মুনিবর যে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি মরণ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলাম। অগ্নিশিখার অন্ধকার-বিনাশের ন্যায় সেই বুদ্ধি আমার সন্তাপ বিনাশ করিল। যাহা হউক, দুরাত্মা রাবণের বীর্য্য আমার পুত্র অপেক্ষা অল্প জানিয়া আমার পুত্রকে তর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, 'তুমি সীতার বিলাপবাক্য শ্রবণে, রামলক্ষ্মণ সীতা-কর্ত্তৃক বিয়োজিত জানিয়া কেন পরিত্রাণ কর নাই?' তাহাতে সে বলিল যে, 'আমি তাঁহাকে প্রথমে জানকী বলিয়া জানিতে পারি নাই। তাঁহারা চলিয়া গেলে, সিদ্ধপুরুষদিগের বচন শ্রবণে জানিতে পারিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত দশরথের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি নাই।' সম্পাতি বানরগণের নিকট এইরূপ বলিতে বলিতে বানরগণের সমক্ষে তাহার পক্ষদ্বয়ের উদ্গম হইল। সে আপনার দেহে অরুণবর্ণ পক্ষ সকল উত্থিত হইল দেখিয়া অতুল হর্ষলাভানন্তর বানরদিগকে বলিল, "অমিততেজা নিশাকর রাজর্ষির প্রসাদে আমার সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দগ্ধপক্ষদ্বয় পুনর্ব্বার উত্থিত হইল। আমি যখন যৌবনে বর্ত্তমান ছিলাম, তখন আমার যেরূপ পরাক্রম ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ বল ও পৌরুষ লাভ করিলাম। তোমরা সর্ব্বতোভাবে যত্ন কর, অবশ্যই সীতা প্রাপ্ত হইবে, যখন আমার পক্ষোদ্গম হইল, তখন বিশ্বাস হইতেছে যে, অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" বিহগোত্তম সম্পাতি বানরদিগকে এইরূপ বলিয়া উত্থিতপক্ষ দ্বারা পূর্ব্ববৎ আকাশগতি জানিবার নিমিত্ত গিরি-শৃঙ্গ হইতে উড্ডীন হইল। তাহার সেই বাক্য শ্রবণে বানরশ্রেষ্ঠগণ অত্যন্ত হৃষ্টমনা হইয়া সীতার অন্বেষণার্থ বিক্রম-প্রকাশে উদ্যুক্ত হইতে লাগিল। অনন্তর পবনতুল্য বিক্রমশালী পৌরুষ-সমন্বিত বানরগণ জনকসুতার অন্বেষণে উন্মুখ হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিল। ১-১৫।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

সমুদ্রতীরে বানরগণের গমন ও মন্ত্রণা।

গৃধ্ররাজ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত, সিংহতুল্য বিক্রমশালী বানরগণ প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পরস্পর মিলিত হইয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। সম্পাতির বাক্য শুনিয়া হর্ষবিশিষ্ট বানরগণ সীতা-দর্শনের নিমিত্ত সাগর-তীরে আগমন করিল। ভীষণ-বিক্রম কপিগণ সেই স্থানে আসিয়া দেখিল, অতি মহৎ চন্দ্র-সূর্য্য-সমন্বিত সমস্ত লোকের প্রতিবিম্ব তাহাতে অবস্থিত রহিয়াছে। অনন্তর মহাবল কপিবরগণ দক্ষিণ-সমুদ্রের উত্তরদিক্ প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে সেনা সন্নিবেশিত করিল। সমুদ্র কোন স্থানে প্রসুপ্তের ন্যায় ও স্থির বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল, কোন স্থানে পর্ব্বত-প্রমাণ বারি দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। কপিবীরগণ পাতালবাসী দানবেন্দ্রগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত রোমহর্ষকর সমুদ্র দর্শন করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বানরগণ আকাশের ন্যায় দুষ্পার সাগর দর্শন করিয়া, কিরূপে কার্য্য-সিদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া অবসন্নচিত্তে উপবিষ্ট হইল। হরিসত্তম অঙ্গদ বানরবৃন্দকে সাগর-দর্শনে ভীত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "তোমরা বিষাদ করিও না, বিষাদে মগ্ন হওয়া অত্যন্ত দোষের বিষয়; ক্রুদ্ধ বিষধর যেমন বালকদিগকে বিনাশ করে, বিষাদও সেইরূপ পুরুষদিগকে নিহত করিয়া থাকে। বিক্রম-প্রকাশের কাল উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি বিষাদগ্রস্ত হয়, সেই ব্যক্তি তেজোহীন এবং তাহার কার্য্যসিদ্ধি হয় না।" সেই রাত্রি বিগত হইলে যুবরাজ অঙ্গদ বানরবৃদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। দেবগণের বাহিনী যেমন বাসবকে, সেইরূপ বানর-সেনাগণ অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া রহিল। বালিতনয় ও হনুমান্ ব্যতিরেকে অন্য কোন বানর সেই বানরীসেনা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। অনন্তর শ্রীমান্ অরিন্দম অঙ্গদ বানরবৃদ্ধগণ ও সেনাসমূহকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সারবৎ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "কোন্ ব্যক্তি এক্ষণে সাগর লঙ্ঘন করিবে? কোন্ ব্যক্তি এখন অরিন্দম সুগ্রীবকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবে? কোন্ বীর শতযোজন পথ উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ? কোন্ ব্যক্তি এই সমস্ত যূথপতিদিগকে মহাভয়ে পরিত্রাণ করিবে? কাহার প্রসাদে আমরা কৃতকার্য্য হইয়া এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া পুত্র-কলত্র ও গৃহ দর্শন করিয়া সুখী হইব? কাহার প্রসাদে এই সমস্ত বনবাসী বানরবৃন্দ হৃষ্ট হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকট গমন করিবে? যদি কোনও বানরবর এই সাগর-লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, সে এক্ষণে সত্বর পুণ্যকরী অভয়-দক্ষিণা প্রদান করুক।" ১-১৯।

অঙ্গদেরবাক্য শুনিয়া কোন কপিই কিছুমাত্র উত্তর করিল না, সকলেই স্তিমিতভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নিঃশব্দ হইয়া রহিল। হরিসত্তম অঙ্গদ পুনর্ব্বার সেই বানরদিগকে বলিল, "তোমরা সকলেই দৃঢ়বিক্রম ও বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্কলঙ্ককুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই লোকমধ্যে পূজিত হইয়া থাক। যদি তোমাদের মধ্যে কদাচিৎ কাহারও শতযোজন সাগর-লঙ্ঘনে সামর্থ্য না হয়, তবে যে যতদূর লঙ্ঘনে সমর্থ, তাহা আমার নিকট বল।" ২০-২২।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণের নিজ নিজ শক্তি ও বিক্রম-প্রদর্শন।

অনন্তর প্রধান প্রধান বানরগণ অঙ্গদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎসাহের সহিত গতিবিষয়ে আপন আপন সামর্থ্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ ও জাম্ববান্ ইহারা প্রথমে বলিতে আরম্ভ করিল। গজ বলিল, "আমি দশ-যোজন লঙ্ঘন করিতে সমর্থ" গবাক্ষ বলিল, "আমি বিংশতি যোজন ;" শরভ বলিল, 'আমি ত্রিংশৎ যোজন ;' ঋষভ কহিল,'আমি চল্লিশ যোজন অতিক্রম করিতে পারি।' তখন মহাতেজা গন্ধমাদন বলিল, 'আমি পঞ্চাশ যোজন অতিক্রমে সমর্থ,তাহাতে সন্দেহ নাই।' মৈন্দ সমস্ত বানরগণের নিকট বলিল, 'আমি ষাটি যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি।' তখন মহাতেজা দ্বিবিদ বলিল, 'আমি সপ্ততি যোজন অতিক্রমণে সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' ধৈর্য্য-বীর্য্যশালী কপিবর সুষেণ কহিল, "প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, আমি অশীতি যোজন অতিক্রম করিতে সমর্থ।" তাহারা এইরূপ বলিলে সম্মান-প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃদ্ধতম জাম্ববান্ তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, "পূর্ব্বে আমরা গতিবিষয়ে পরাক্রমশালী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের বয়স অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। পরন্তু যখন এরূপ কার্য্য ঘটিয়াছে, তখন তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না ; যে কার্য্যের নিমিত্ত রাম ও কপিরাজ সুগ্রীব কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তাহা অবশ্যই সাধন করিতে হইবে। সম্প্রতি যাহা অতিক্রম করিতে পারি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এক্ষণে নব্বই যোজন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ।" জাম্ববান্ এই বলিয়া পুনরায় বলিল যৌবনকালে আমার এতাদৃশ পরাক্রম ছিল যে, যখন সনাতন ত্রিবিক্রম বামনরূপী বিষ্ণু বলিযজ্ঞে ত্রিপাদ দ্বারা ক্রমমাণ হয়েন, তখন আমি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে সেইরূপ পরাক্রমশালী হইয়া এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; আর এক্ষণে সেরূপ লম্ফ-প্রদানে সমর্থ নহি ; যৌবনকালে আমার বল অপ্রতিম ছিল। আমি এক্ষণে নব্বই যোজনই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ ; কিন্তু তাহা দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না।" তদনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ মহাকপি জাম্ববানের সম্মাননা পূর্ব্বক মহার্থ-যুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল, "আমি শতযোজন লঙ্ঘন করিতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইব কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মিতেছে।" বাক্য-বিশারদ জাম্ববান্ সেই কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে বলিল, "কপিবর! তোমার লঙ্ঘন-শক্তি আমি অবগত আছি, তুমি শত সহস্রযোজন লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ, কিন্তু স্বামী কখন প্রেরণ-যোগ্য হইতে পারে না। তোমার প্রাণ ও বল রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি স্বামিভাবে অবস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিবে, ইহাই লৌকিক বিধি জানিবে। হে অরিন্দম! তুমি সেই কার্য্যের মূল ; অতএব তুমি কলত্রের ন্যায় সকলের রক্ষণীয়। কার্য্যের মূল রক্ষা করা কর্ত্তব্য, ইহা কার্য্যবিদ্গণের নীতি। যদি প্রধানভূত মূল বিদ্যমান থাকে, তবেই অপ্রধান ফলোদয়-রূপ গুণ সিদ্ধ হইতে পারে। হে পরন্তপ! অতএব সত্যবিক্রম ও বুদ্ধিসম্পন্ন তুমিই এই কার্য্যের সাধক-হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে কপিসত্তম! তুমি আমাদিগের গুরুপুত্র ও গুরু ; তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমরা কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইতে পারি।" মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববান্ এইরূপ বলিলে মহাকপি বালিপুত্র অঙ্গদ তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "যদি আমি না যাই এবং অন্য কোন কপিবরও না যায়, তবে পুনর্ব্বার প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। সেই ধীমান্ কপিপতির আদেশ প্রতিপালন না করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলেও প্রাণ-রক্ষার কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না। সেই সুগ্রীব নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ঈশ্বর, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে প্রাণ-বিনাশ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে তাঁহার কার্য্যের অন্যথা না হয়, তত্ত্বদর্শী আপনি তাহারই চিন্তা করুন।" তখন কপিবীর জাম্ববান্ অঙ্গদ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে বীরেন্দ্র! সেই কার্য্যানুষ্ঠানের কিছুই হীনতা হইবে না ; যে ব্যক্তি কার্য্য-সাধন করিবে, এই আমি তাহাকে প্রেরণ করিতেছি।" তদনন্তর জাম্ববান্ বানরগণের শ্রেষ্ঠ, একান্ত-স্থান আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হনুমান্‌কে প্রেরণ করিলেন ১-৩৫।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

জাম্ববান্ কর্ত্তৃক হনূমানের জন্মবৃত্তান্ত কথন।

জাম্ববান্ অনেক শত সহস্র বানর-বাহিনীকে বিষণ্ণ দেখিয়া হনূমান্‌কে বলিতে আরম্ভ করিল, "হে সমস্ত বানরকুলের শ্রেষ্ঠতম হনূমন্! হে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ! তুমি একান্তে বসিয়া রহিয়াছ এবং কিছুই বলিতেছ না কেন? হনূমন্! তুমি হরিরাজ সুগ্রীবের তেজ এবং বল দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের সমান। ভগবান্ কশ্যপের পুত্র মহাবল বিনতানন্দন গরুড় পক্ষিগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। হে মহাবল! আমি বহুবার দেখিয়াছি, সেই মহাবল মহাবাহু পক্ষী সাগর হইতে সুমহান্ ভুজঙ্গমদিগকে উত্তোলন করিয়াছে। তাহার পক্ষদ্বয়ের যে বল, তোমারও বাহুদ্বয়ের বল সেইরূপ ; তোমার বিক্রম ও তেজ কোন অংশেই তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। তুমি সমস্ত জীবগণের মধ্যে এক বিশেষ পদার্থ, তুমি সমুদ্র-লঙ্ঘনের নিমিত্ত সজ্জিত হইতেছ না কেন? অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরা অঞ্জনা নামেই বিশেষরূপে বিখ্যাতা ; কেশরীর পত্নী, সেই রমণী ত্রিলোকমধ্যে রূপে অনুপমা ; তিনি অভিশাপ-হেতু কামরূপিণী বানরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কুঞ্জরের দুহিতা। একদিন সেই রূপ-যৌবনশালিনী, ক্ষৌমাম্বরপরিধানা, বিচিত্র মাল্য ও আভরণ-ধারিণী কামিনী মানুষ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন মেঘতুল্য পর্ব্বতের শিখরদেশে বিহার করিতেছিলেন। পবনদেব সেই পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিত বিশালাক্ষীর রক্তবর্ণ দশাবিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। তদনন্তর তিনি মানুষরূপার সুগোল সুঘটিত উরুদ্বয়, পীনোন্নত পয়োধর-যুগল, সুশোভিত মনোহর আনন অবলোকন করিলেন। তখন সর্ব্বাঙ্গে মন্মথাবিষ্ট সমীরণ কামমোহিত হইয়া সেই চারুমধ্যা, সুশ্রোণী, অনিন্দিতা, শুভসর্ব্বাঙ্গী যশস্বিনীকে বল-পূর্ব্বক দীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। ১-১৫।

তখন সেই সাধুচরিত্রা কামিনী সম্ভ্রান্ত হইয়া কহিলেন, 'কোন্ ব্যক্তি একপতিত্ব-ব্রতভঙ্গ করিতেছে?' অঞ্জনার বাক্য শুনিয়া

মারুতদেব কহিলেন, 'সুশ্রোণি! আমি তোমার ব্রতভঙ্গ করি নাই, তুমি কোনও ভয় করিও না। হে যশস্বিনি! আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মানস দ্বারা তোমাতে উপগত হইয়াছি; অতএব তোমার বীর্য্যবান্, বুদ্ধিসম্পন্ন, মহাবল, মহাবীর, মহাপরাক্রম, এক পুত্র হইবে, সে লম্ফন ও অতিক্রমে আমার তুল্য হইবে।' হে কপীন্দ্র! পবনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার জননী সন্তুষ্ট হইলেন; তদনন্তর গুহাস্থলে তোমাকে প্রসব করিলেন। তুমি শৈশবাবস্থায় মহাবনে অবস্থিত ছিলে, একদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইতেছে দেখিয়া ফল-বিবেচনায় গ্রহণেচ্ছুক হইয়া লম্ফ দিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়াছিলে। তিন শত যোজন গমন করিলে রবির তেজোদ্বারা সন্তপ্ত হইলেও বিষাদপ্রাপ্ত হইলে না। হে কপিবর! তোমাকে অন্তরীক্ষে উপাগত দেখিয়া ইন্দ্র কোপাবিষ্ট হইয়া তোমার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন শৈলের শিখরাগ্রে তোমার বাম হনু ভগ্ন হইয়াছিল। সেই হেতু তোমার নাম হনুমান্ হইয়াছে। গন্ধবহ বায়ু তোমাকে বজ্রাহত দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ত্রৈলোক্যমধ্যে আর প্রবাহিত হইলেন না। বায়ু না পাইয়া ত্রৈলোক্যমণ্ডল সংক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভুবনেশ্বর সুরগণ সমস্ত, সম্ভ্রান্ত ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া সংক্রুদ্ধ মারুতদেবকে প্রসাদিত করিতে লাগিলেন। পবন প্রসন্ন হইলে ব্রহ্মা বর দিলেন, 'তোমার এই পুত্র শস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে না।' হে সত্যবিক্রম! বজ্রাঘাতেও তোমাকে ব্যথাহীন দেখিয়া সহস্রাক্ষ দেবপতি প্রীত হইয়া বর দিলেন যে, 'স্বীয় ইচ্ছানুসারে ইহার মৃত্যু হইবে।' এইরূপে তুমি কেশরী বানরীর ভীষণবিক্রম ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছ। তুমি মারুতের পুত্র, তেজেও তাঁহার সমান এবং লম্ফ-গমনে তাঁহারই তুল্য। আমরা এক্ষণে হীনবল ও হীনবীর্য্য হইয়াছি, দক্ষতা ও বিক্রমযুক্ত তুমি এক্ষণে আমাদের নিকট অপর সুগ্রীবের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছ। হে বৎস! বামনদেবের ত্রিবিক্রমণ-সময়ে আমি এই শৈল, বন ও কানন-সহিত এই বসুন্ধরা একবিংশবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। যখন দেবতাগণের আদেশে আমরা, যাহা মন্থন করিয়া অমৃত উত্থিত হয়, সেই ঔষধি সকল সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তখন আমাদিগের মহৎ বল ছিল। এখন আমি অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং অত্যন্ত হীনবল ও হীনবিক্রম হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণান্বিত, বিক্রান্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি উদ্যুক্ত হও, এই বানর বাহিনী তোমার বলবীর্য্য দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছে; অতএব বানরসত্তম! উঠ, মহাসাগর লঙ্ঘন কর। হনুমন্! তোমার লঙ্কাগমন সমস্ত জীবগণেরও হিতকর, সন্দেহ নাই। হে হরিবর হনুমন্! বানরগণ সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছে, আর উপেক্ষা কেন? বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমণের ন্যায় তুমিও এক্ষণে মহাবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন কর।" তদনন্তর ভল্লুকপ্রবর জাম্ববান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাবীর পবনপুত্র হনুমান্ বানর-বাহিনীকে হর্ষিত করিয়া উৎসাহসহকারে সমুদ্র-লঙ্ঘনের অনুরূপ দেহ ধারণ করিল।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

হনুমানের কলেবর-বৃদ্ধি।

অনন্তর শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘনের নিমিত্ত বর্দ্ধমান এবং সহসা বেগে পরিপূর্ণ দেখিয়া বানরগণ শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক হর্ষসমন্বিত হইয়া হনুমান্‌কে স্তুতি করিতে লাগিল। ত্রিবিক্রমের নিমিত্ত নারায়ণকে উৎসাহিত দেখিয়া প্রজাগণ যেমন হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছিল, বানরগণও হনুমান্‌কে সমুদ্র-লঙ্ঘনে উদ্যত দেখিয়া তেমনি হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কপিগণ নানারূপে স্তব করিলে মহাবল হনুমান্ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং লাঙ্গূল আস্ফালন করিয়া হর্ষ-হেতু বলপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে প্রশংসা করিলে হনুমান্ তেজে পরিপূর্ণ এবং সুমহৎ অপ্রমেয় দেহবিশিষ্ট হইল। যেমন মহাসিংহ বিস্তৃত গিরি-গহ্বরে স্ফীত হয়, বায়ুর ঔরস-পুত্র হনুমান সেইরূপ ক্রমে স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই ধীমান্ হনুমান্ বর্দ্ধিত হইলে তাহার মুখ প্রদীপ্ত ভ্রষ্টপাত্রের ন্যায় হইল; হনুমান্ বিধূম অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রফুল্লরোমা হইয়া হনুমান্ কপিগণের মধ্যে উত্থিত হইল এবং কপিবৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল, "আকাশস্থিত বলবান্ অপ্রমেয় হুতাশন-সখা অনিল পর্ব্বতাগ্র ভেদ করিয়া থাকেন, আমি সেই মহাত্মা শীঘ্রগামী মারুতের ঔরস-পুত্র এবং লঙ্ঘন-বিষয়ে তাঁহার সমান। আমি বিস্তীর্ণ আকাশস্পর্শী মেরু-গিরিকে একবারও বিশ্রাম না করিয়া সহস্র বার প্রদক্ষিণ করিতে পারি। আর বায়ুবেগে সঞ্চালিত সাগর দ্বারা পর্ব্বত, হ্রদ ও নদী সহিত সমস্ত লোক আপ্লাবিত করিতে সমর্থ। আমার উরু ও জঙ্ঘার বেগ দ্বারা বরুণালয় সমুদ্র উদ্বেল হইবে এবং তত্রস্থিত গ্রাহাদি জন্তুগণ ভাসিয়া উঠিবে। পক্ষিকুল কর্ত্তৃক পরিসেবিত ভুজঙ্গভোজী গরুড় যে সময়ে যত দূর গমনে সমর্থ, আমি সেই সময়ে তাহার সহস্রগুণ অধিক পথ গমন করিতে পারি, আর উদয়-পর্ব্বত হইতে প্রস্থিত প্রজ্বলিত রশ্মিমালী সূর্য্যের নিকট গমন করিতে সমর্থ; তদনন্তর ভূমির উপর পর্য্যন্ত আসিয়া, পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া অত্যন্ত বেগ দ্বারা পুনর্ব্বার আদিত্যের অভিমুখে গমন করিতে পারি। আমি সমস্ত আকাশচারী গ্রহ-নক্ষত্রাদি অতিক্রম, সাগর-শোষণ ও পৃথিবী বিদারণ করিতেও সমর্থ। হে বানরগণ! লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পর্ব্বতসমূহ চূর্ণ করিতে এবং অতিবেগে মহার্ণবকেও আনয়ন করিতে পারি। আমি যখন আকাশে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বেগে গমন করিব, তখন বেগবশে বিবিধ লতা ও তরুগণের পুষ্পসমূহ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িয়া যাইবে। আমি যখন ঘোরতর বেগে আকাশে উত্থিত হইয়া গমন করিব, তখন আমার পথ উক্ত পুষ্পাদি দ্বারা বহুতর নক্ষত্রাকীর্ণ ছায়াপথের ন্যায় শোভা ধারণ করিবে। বানরবৃন্দ! তখন সমস্ত প্রাণিগণ আমাকে নিয়তই দর্শন করিবে, আমি এক্ষণে মহামেরুর ন্যায় দেহ ধারণ করিয়াছি, অবলোকন কর। আমি আকাশমণ্ডল আবৃত করিয়া এবং অম্বরতল গ্রাস করিয়াই যেন গমন করিব, তোমরা অবলোকন করিতে থাক। আমি গমনকালে মেঘসমূহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, পর্ব্বতগণকে কম্পিত ও সাগর শোষণ করিব। তোমরা নিরীক্ষণ কর। গরুড়ের, আমার ও মারুতের শক্তি সমস্ত জীবগণকেই অতিক্রম করিয়াছে। আমি যখন আকাশে গমন করিব, তখন সুপর্ণরাজ

গরুড় ও মারুত ব্যতিরেকে আমার অনুগমন করিতে কোন প্রাণীই সমর্থ হইবে না। মেঘ হইতে উত্থিত বিদ্যুতের ন্যায় নিমেষমাত্রেই নিরালম্ব অম্বরস্থলে সহসা ব্যাপ্ত হইব। আমি যখন সাগর লঙ্ঘন করিব, তখন ক্রমমাণ বিষ্ণুর তিন পদক্রমের ন্যায় আমার গতি এবং আমার রূপ তাঁহারই তুল্য হইবে। আমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমার চেষ্টাও সেইরূপ হইতেছে যে, আমি জানকীকে দেখিতে পাইব; অতএব হে বানরগণ! তোমরা এক্ষণে প্রমোদিত হও। আমার মনে হইতেছে যে, বেগে মারুত ও গরুড়ের তুল্য হইয়া আমি অযুত যোজন গমন করিতে পারিব। আমি বজ্রবিশিষ্ট ইন্দ্র, স্বয়ম্ভূ ও ব্রহ্মার হস্ত হইতে সহসাই লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অমৃত আনয়ন করিতে পারি। আমার মনে হইতেছে যে, আমি লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক এখানে আনয়ন করিতে সমর্থ।” অমিত-প্রভ হনূমান্ এইরূপে গর্জ্জন করিলে কপিগণ হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হনূমান্ জ্ঞাতিগণের শোকনাশন সেই বাক্য বলিলে কপীশ্বর জাম্ববান্ হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, “হে তাত! তুমি জ্ঞাতিগণের বিপুল শোক বিনাশ করিয়াছ, এই সমাগত কপিগণ নিয়তই তোমার কল্যাণ-কামনা করিতেছে। ইহারা সমাহিত-চিত্তে তোমার কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত বৃদ্ধ কপিগণের অভিমত ঋষি-গণকে প্রসন্ন করিয়া বিবিধ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। তুমি গুরুগণের প্রসাদে মহাসাগর লঙ্ঘন কর; আমরা তোমার আগমন-কাল পর্য্যন্ত একপদে থাকিয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করিব। হনূমন্! সমস্ত বনবাসিগণের জীবন এক্ষণে তোমার অনুগত হইয়া রহিল।” তখন হরিশ্রেষ্ঠ হনূমান্ বানরবৃন্দকে বলিল, “এই সমুদ্র-লঙ্ঘন-বিষয়ে লোকমধ্যে কেহই আমার বেগধারণে সমর্থ হইবে না। শিলাসংঘাত-বিশিষ্ট এই মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরসকল মহান্ ও স্থিরতর, নানাবিধ বৃক্ষগণে পরিব্যাপ্ত ও ধাতু দ্বারা পরিশোভিত; এই মহান্ শিখর সকলই এখান হইতে শত যোজন লঙ্ঘনের বেগ ধারণ করিবে।” তদনন্তর অরিন্দম, মারুততুল্য, মারুতাত্মজ হনূমান্ মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিল। এই পর্ব্বতবর নানাবিধ পুষ্পপুঞ্জে পরিবৃত, ইহার তৃণাচ্ছন্ন শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র-সকলে মৃগগণ চরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে সকল ঋতুরই পুষ্প ও ফল বিদ্যমান আছে এবং নানাবিধ লতা সকল কুসুমিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে সিংহ, শার্দ্দূল ও মত্তমাতঙ্গগণ সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে, ইহা প্রমত্ত পক্ষিগণে ও নির্ঝরসমূহ দ্বারা পরিবৃত। মহাবল মহেন্দ্র তুল্য বিক্রমশালী কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান্ ইহার শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহাত্মা হনূমান্ কর্ত্তৃক বাহুযুগল দ্বারা পীড়িত হইয়া সেই শৈল স্বক্রোড়বর্ত্তী প্রাণিসমূহদ্বারা যেন শব্দ করিতে লাগিল। সেই পর্ব্বতের শিলাসজ্জাত সমূহ বিদীর্ণ হইয়া পতিত হওয়াতে নির্ঝর সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তত্রস্থ মৃগ-মাতঙ্গগণ ত্রস্ত ও মহাবৃক্ষ সকল প্রকম্পিত হইল। পানসংসর্গ হেতু রতি-বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত, বহুতর গন্ধর্ব্বমিথুন, বিদ্যাধরবৃন্দ, উড্ডীন বিহঙ্গমগণ উহার সানুদেশ পরিত্যাগ করিল। উহাতে বহুতর মহাভুজঙ্গমগণ বাস করিত, যখন উক্ত মহেন্দ্র মহাগিরির শৃঙ্গস্থিত শিলা সকল পতিত হইল, তখন বোধ হইল, যেন মহেন্দ্র-মহীধর পতাকা সকলে পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঋষিগণ স্বদলবিহীন পথিকের ন্যায় সম্ভ্রান্তচিত্ত ও অবসন্ন হইয়া সেই পর্ব্বতগুহা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুসংহার-কারী, বেগবান্, মনস্বী, মহানুভব, মহাত্মা হনূমান্ লম্ফপ্রদানার্থ বেগ-দানে সমাহিতচিত্ত হইয়া মনে মনে লঙ্কাপুরী স্মরণ করিলেন। ১-৪৯।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

বাল্মীকি-রামায়ণ

সুন্দরাকাণ্ড

প্রথম সর্গ।

মহেন্দ্রপর্ব্বতের উপর হইতে হনুমানের লম্ফপ্রদান, সিংহিকার উদরভেদ ও চিত্রকূটতটে পতন।

অনন্তর শত্রুকর্ষণ হনুমান্ রাবণ-হৃতা সীতার অন্বেষণ জন্য যে পথে চারণগণ যাতায়াত করেন, সেই আকাশ-পথ দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি অন্যের অসাধ্য সেই দুষ্কর কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া গ্রীবা ও মস্তক উন্নত করিয়া গোপতি বৃষভের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই ধীর মহাবল তখন বৈদূর্য্যবর্ণ আর্দ্র তৃণক্ষেত্রে যথাসুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তত্রত্য পক্ষিগণকে ত্রাসিত, বক্ষঃস্থল দ্বারা বৃক্ষসকল পাতিত এবং অতি-বর্দ্ধিত সিংহের ন্যায় বহু মৃগ হনন করিতে লাগিলেন। সেই বানররাজ স্বভাবসিদ্ধ শ্বেত. কৃষ্ণ, নীল, লোহিত ও পাণ্ডুরবর্ণ নির্ম্মল ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত, পরিবারবর্গ-সংবলিত, দেবসদৃশ কামরূপী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও পন্নগগণে সেবিত এবং শ্রেষ্ঠ নাগসমূহে সমাকুল সেই মহেন্দ্র পর্ব্বতের তলভাগে এইরূপে থাকাতে হ্রদমধ্যস্থ নাগের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্য, মহেন্দ্র, পবন. ব্রহ্মা ও অন্যান্য ভূতগণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আকাশ-গমনে মতিস্থির করিলেন। তিনি আত্মযোনি পবনদেবকে পূর্ব্বমুখে প্রণাম করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিবার জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান বানরগণ দেখিতে পাইলেন, রামের হিতার্থে সমুদ্র-লঙ্ঘনে কৃতনিশ্চয় হওয়াতে পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় তাঁহার শরীর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি প্রমাণ-পরিশূন্য দেহ ধারণ করত সমুদ্র-লঙ্ঘনে অভিলাষী হইয়া বাহু ও চরণদ্বয় দ্বারা পর্ব্বত পীড়িত করিতে লাগিলেন। কপি-পীড়িত হওয়াতে সেই পর্ব্বত মুহূর্ত্তকাল কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহাতে পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষগণের পুষ্পসকল পতিত হইয়া গেল। সেই সমস্ত সুগন্ধি পুষ্পসমূহ বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল, যেন সমস্ত পর্ব্বতই পুষ্প দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই মহেন্দ্র পর্ব্বত বলবান্ বীর্য্যবান্ কপিবর কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় জলক্ষরণ করিতে লাগিল। সেই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ হইতে কাঞ্চন ও রজতবর্ণ নানাপ্রকার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপিচ, সেই পর্ব্বত মনঃশিলা-সমন্বিত বিশাল শিলা সকল মোচন করিতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন অগ্নির মধ্যস্থান জ্বলিতেছে, আর চতুর্দ্দিক্ ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। বানররাজ কর্ত্তৃক পর্ব্বত পীড্যমান হওয়াতে ঐ পর্ব্বতের গুহাশ্রিত প্রাণিগণ সর্ব্বতোভাবে পীড়িত হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। শৈলপীড়া-নিমিত্তক প্রাণিগণের সেই চীৎকার-ধ্বনিতে পৃথিবী, দিক্ ও উপবন সকল পরিপূরিত হইল। ভুজঙ্গমগণ ফণাস্থিত নীলরেখাযুক্ত বিশাল মস্তক হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নি বমন করত দন্ত দ্বারা শিলাসকল দংশন করিতে লাগিল। তখন বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর সকল বিষযুক্ত ক্রুদ্ধ সর্পগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া অগ্নি-প্রদীপ্ত দ্রব্যের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সহস্র সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই পর্ব্বতে যে সকল বিষঘ্ন ঔষধ ছিল, তাঁহারা সর্প সকলের ঐ বিষ. নিবারণ করিতে পারিল না। এই পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে মনে করিয়া তপস্বীরা এবং স্ত্রীগণের সহিত বিদ্যাধরেরা তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রক্ত অনুলেপন-লিপ্ত, মদমত্ত, রক্তনয়ন বিদ্যাধরেরা মদ্যপান, ভূমিগত স্বর্ণময় আসন, ভোজনপাত্র ও কমণ্ডলু, মহামূল্য ব্যাঘ্রচর্ম্ম-নির্ম্মিত পানপাত্র, স্বর্ণময় মুষ্টিযুক্ত খড়্গ এবং নানাবিধ লেহ্য, ভক্ষ্য ও মাংস পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। উৎকৃষ্ট হার, নূপুর ও কেয়ূরধারিণী বিদ্যাধরপত্নীরা বিস্মিতা ও ঈষৎহাস্য-সমন্বিতা হইয়া স্বামীদিগের সহিত আকাশমণ্ডলে অবস্থিতা হইলেন। ১-২৬।

তখন মহর্ষি ও বিদ্যাধরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া মহাবিদ্যা প্রভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া সেই মহেন্দ্র-পর্ব্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং নির্ম্মল আকাশে অবস্থিত, বিশুদ্ধচিত্ত, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিলেন;—'এই মহাবেগবান্, পর্ব্বতসদৃশ, পবনাত্মজ হনুমান্ বরুণালয় সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিতেছেন; ইনি রাম ও বানরদিগের নিমিত্ত দুষ্কর কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়া

সাগরের পরপার প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিতেছেন।' তপস্বীদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদ্যাধরগণ সেই পর্ব্বতস্থিত অপ্রমেয় প্রভাব কপিবরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাবক-প্রতিম পবননন্দন হনূমান্ স্বয়ং কম্পিত হইয়া লোমসকল কম্পিত করত সুমহান্ মেঘের ন্যায় মহানাদে শব্দ করিলেন এবং উৎপতন-বাসনায় পক্ষিরাজ গরুড়ের সর্প-বিক্ষেপের ন্যায় ক্রমাগয়ে গোলাকার লোমপরম্পরায় পরিবৃত স্বীয় লাঙ্গুল বিক্ষিপ্ত করিলেন। পৃষ্ঠদেশে বিক্ষিপ্ত তদীয় লাঙ্গুল গরুড় কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ অজগর-সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর বীর্য্যবান্, শ্রীমান্, মহাবল, কপিবর হনূমান্ মহাপরিঘসদৃশ বাহুদ্বয় পর্ব্বত-পৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে সন্নিবিষ্ট করত গ্রীবা ও চরণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া যেন কটি-দেশে সংলগ্ন হইলেন এবং সমধিক তেজ, বল ও বীর্য্য আহরণ করিয়া উৎপতন-বাসনায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ সংকারে দূর হইতে আকাশমার্গ অবলোকন করত হৃদয়ে প্রাণবায়ু নিরোধ পূর্ব্বক কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া পদদ্বয় দ্বারা দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইলেন এবং বানরদিগকে কহিতে লাগিলেন, "যেমন রামের নির্ম্মুক্ত শর বায়ুর ন্যায় গমন করে, তদ্রূপ আমি রাবণ-পালিতা লঙ্কা নগরীতে গমন করিব। যদি আমি তথায় জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে না পাই, তবে এই বেগে স্বর্গে গমন করিব এবং যদি সেখানেও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বিফলপ্রযত্ন হই, তবে রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিব। হয় আমি সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়া সীতার সহিত প্রত্যাগত হইব, অথবা রাবণ-সহ লঙ্কানগরী সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক আনয়ন করিব।" বানরশ্রেষ্ঠ বেগবান্ হনূমান্ বানরদিগকে এই প্রকার কহিয়া সমুদ্র-লঙ্ঘন-ক্লেশ অনুভব না করিয়া সবেগে উৎপতিত হইলেন এবং আপনাকে গরুড়সদৃশ বোধ করিলেন। এইরূপে তিনি সবেগে উৎপতিত হইলে সেই পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ সকল তদীয় বেগে সমাকৃষ্ট হইয়া শাখাসকল সঙ্কোচ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হনূমান্ স্বীয় বেগে প্রমত্ত পক্ষিসমূহে সেবিত, কুসুমসমূহে সমলঙ্কৃত পাদপ সকল বহন করত নির্ম্মল আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। বান্ধবগণ যেমন দূরদেশে গমনকারী বন্ধুর অনুগামী হয়, তদ্রূপ সেই কপি-বরের ঊরুবেগে সমুত্থিত বৃক্ষসকল মুহূর্ত্তকাল তাঁহার অনু-গমন করিল। সৈন্যগণ যেমন রাজার, শাল ও অন্যান্য উত্তম উত্তম বৃক্ষ সকলও তদ্রূপ হনূমানের ঊরুবেগে উন্মথিত হইয়া তদীয় অনু-গমনে প্রবৃত্ত হইল। তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ অনেক পুষ্পিত বৃক্ষে পরিবৃত হইয়া অদ্ভুতদর্শন পর্ব্বতের সদৃশ হইলেন। অনন্তর যেমন পর্ব্বত সকল মহেন্দ্রের ভয়ে বরুণালয় সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ সারবান্ বৃক্ষসকল লবণসমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। যেমন পর্ব্বত সকল খদ্যোত-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া শোভিত হয়, তদ্রূপ সেই বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্কুরিত, প্রস্ফুটিত ও কোরকাকার নানাবিধ পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া শোভিত হইলেন। হনূমানের বেগ-বিমুক্ত বৃক্ষ সকল পুষ্প মোচন করিয়া, দূরগামী ব্যক্তির অনুগামী বান্ধববর্গ যেমন নিবৃত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নিবৃত্ত হইয়া সাগর-সলিলে প্রবেশ করিল। বৃক্ষগণের যে নানাবিধ বিচিত্র পুষ্প সকল হনূমানের পবন-বেগে প্রেরিত ও তদীয় সত্বর গমনবশে উৎপতিত হইয়াছিল, তাহারা সাগরে পতিত হইল। তৎকালে নানাবর্ণ সুগন্ধি কুসুমসমূহে ভূষিত হইয়া কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন বিদ্যুদ্‌গণ-বিভূষিত সমুদিত জলধরের ন্যায় শোভিত হইলেন। যেরূপ আকাশমণ্ডল সমুদিত রমণীয় তারকাস্তবকে সমলঙ্কৃত হয়, সেইরূপ সাগর-সলিল হনূমানের বেগ-সমুদ্ভূত কুসুম-সমূহে শোভিত হইতে লাগিল। তখন হনূমানের সুপ্রসারিত বাহুদ্বয় গগনতল আশ্রয় করাতে বোধ হইল, যেন পর্ব্বতশিখর হইতে দুইটি পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গম বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ ঊর্ম্মিমালা-পরিবৃত মহাসাগর যেন পান করিতেছেন, অথবা যেন সমু-দায় আকাশ পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ দৃশ্যমান ও শোভমান হইতে লাগিলেন। তিনি আকাশ মার্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় বিদ্যুৎ-সদৃশ প্রভান্বিত নয়নদ্বয় পর্ব্বতশৈল-শিখরস্থ অগ্নি-দ্বয়ের ন্যায় প্রকাশিত হইল। সেই কপিবরের পিঙ্গলবর্ণ বর্ত্তুলাকার বৃহৎ লোচন-যুগল নভোমণ্ডলস্থিত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিলাভ করিল। তাঁহার তাম্রবর্ণ নাসিকা ও বদন যেন সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল। আকাশ-পথগামী পবনপুত্র হনূমানের বিক্ষিপ্ত সমুচ্ছ্রিত লাঙ্গুল ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাপ্রাজ্ঞ, শুক্লদন্ত, কপি-শ্রেষ্ঠ হনূমান্ লাঙ্গুল-চক্রসমন্বিত হইয়া পরিবেষযুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইলেন। তাঁহার কটিদেশ সমধিক তাম্রবর্ণ থাকায় তিনি বিগলিত উৎকৃষ্ট গৈরিক-ধাতু দ্বারা সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। সাগর-লঙ্ঘনসময়ে কপিবরের কক্ষমধ্যগত বায়ু মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই কপিশ্রেষ্ঠ ঊর্দ্ধভাগ হইতে বিনির্গতা উল্কান্তর-সহিত পতনোন্মুখা উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিলেন। তখন গমনকারী সূর্য্যসদৃশ দীর্ঘাকার কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান্ কক্ষ্যাসমন্বিত প্রবৃদ্ধ হস্তীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার গগনবিলম্বী শরীরের ছায়া সাগরে সংলগ্ন হওয়াতে তিনি বায়ু-সমাবিষ্ট তরণীর ন্যায় শোভা পাই-লেন। সেই বানরশ্রেষ্ঠ সাগরের যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই প্রদেশে সমুদ্র তদীয় শরীর-বেগে উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পর্ব্বত-সদৃশ বক্ষঃস্থল দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গ প্রতিহত করত মহাবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বানর-বেগজনিত ও মেঘমণ্ডলস্থ বায়ুর প্রতিঘাতে ভয়ঙ্কর নিনাদকারী সমুদ্র কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি লবণসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা ইতস্ততঃ আক-র্ষণ করত যেন স্বর্গ ও পৃথিবী বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। এইরূপে যেন তিনি মেরু ও মন্দর-পর্ব্বতসদৃশ উন্নত সমুদ্রসম্ভূত তরঙ্গ সকল গণনা করত মহাবেগে তৎসমস্ত অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তখন সাগর-সলিল তদীয় বেগে সমুৎক্ষিপ্ত ও মেঘমণ্ডলমধ্যগত হইয়া শরৎকালীন সুবিস্তৃত মেঘের ন্যায় বিরাজিত হইল এবং প্রাণিগণ শরীর-বিহীন হইলে যেরূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তিমি, নক্র, কূর্ম্ম ও মৎস্য সকল বিবৃতদেহ হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। কপিশার্দ্দূল হনূমান্ আকাশপথে সাগর পার হইতেছেন দেখিয়া সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী ভুজঙ্গেরা তাঁহাকে গরুড় বলিয়া মনে করিল। বানর-শ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনূমানের গমনকালে তদীয় অনুগামিনী দশ যোজন বিস্তীর্ণ, ত্রিংশত যোজন আয়ত ছায়া অতীব মনোহারিণী হইল এবং লবণসমুদ্রমধ্যে পতিতা হইয়া শ্বেতবর্ণ মেঘপঙ্‌ক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই মহাতেজঃসম্পন্ন, মহাকায়, বানরশ্রেষ্ঠ নিরালম্ব আকাশ-পথে অবস্থিত, পক্ষ-সমন্বিত পর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ বলবান্ হনূমান্ যে যে পথে বেগ-সহকারে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই পথে সরিৎপতি যেন জলনির্গম-

কাষ্ঠযন্ত্রস্থ জলধারাযুক্তের ন্যায় হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি আকাশমার্গে গরুড়ের ন্যায় গমন করত বায়ুর ন্যায় মেঘজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। শ্বেত, নীল, অরুণ ও মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ মহামেঘ সকল কপিবর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া বায়ু কর্তৃক আকৃষ্যমাণ মেঘসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি বারংবার মেঘমণ্ডলে প্রবেশ ও তথা হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক কখন প্রচ্ছন্ন ও কখন বা প্রকাশিত হইয়া প্রকাশমান চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরা সেই কপিবরকে দ্রুতভাবে সাগর লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া তথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্য সেই সাগর-লঙ্ঘনকারী বানর-রাজকে সন্তাপিত করিলেন না এবং পবনদেবও রামের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার শ্রমাপনয়ন-বাসনায় ধীরে ধীরে বহিতে থাকিলেন। ঋষিগণ সেই গগনপথগামী কপিবরকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার প্রশংসা-গান করিতে লাগিলেন। যক্ষ, রক্ষ, নাগগণ সেই বিগতক্লম কপিবরকে সহসা অবলোকন করিয়া সাধুবাদ প্রদান করিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সমুদ্রলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলে, সরিৎপতি ইক্ষ্বাকুকুলের সম্মান করিতে অভিলাষী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যদি আমি বানররাজ হনুমানের সাহায্য না করি, তাহা হইলে আমি সর্ব্বলোকসমীপে নিন্দনীয় হইব। আমি ইক্ষ্বাকুনাথ সগর কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; এই কপিবরও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের অমাত্য, সুতরাং ইহাঁকে অবসাদিত করা আমার বিধেয় নহে, প্রত্যুত যাহাতে এই কপিবর শ্রম অপনয়ন করিতে পারেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আমার উপরে অবস্থান পূর্ব্বক যাহাতে শ্রম অপনয়ন করিয়া সুখে অবশিষ্ট অংশ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, আমার এরূপ বিধান করা উচিত।' সরিৎপতি এবংবিধ সাধুসঙ্কল্প বিধান পূর্ব্বক স্বীয় জলমধ্যে অবস্থিত স্বর্ণময় গিরিশ্রেষ্ঠ মৈনাককে কহিলেন, "মহাত্মা দেবরাজ তোমাকে পাতালবাসী অসুরগণের নিবারকরূপে এখানে স্থাপন করিয়াছেন। তুমিও পুনরায় উৎপতিষ্যমাণ অতিবীর্য্য ঐ সকল অসুরের অপ্রমেয় পাতাল-দ্বার রোধ করত অবস্থিতি করিতেছে। হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বভাগে বর্দ্ধিত হইতে তোমার সামর্থ্য আছে; অতএব গিরিসত্তম! আমি তোমাকে নিয়োগ করিতেছি, তুমি ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হও। এক্ষণে দেখ, রামের কার্য্য-সাধক, ভীমকর্ম্মা, গগনবিহারী, বীর্য্যবান্, কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তোমারই উপরিভাগে সমাগত হইয়াছেন এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ কপিবরের শ্রম অবলোকন করিয়া তোমারও উত্থিত হওয়া উচিত।" বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও লতাসমূহে পরিবৃত স্বর্ণময় মৈনাক লবণসাগরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উত্থিত হইলেন। প্রদীপ্ত-রশ্মি সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার ভেদ করেন, তিনিও সেইরূপ সমুদ্র ভেদ করিয়া অত্যন্ত উন্নত হইলেন। এইরূপে অর্ণবাবৃত সেই মহাত্মা মৈনাক-পর্ব্বত সমুদ্র কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে শৃঙ্গসকল প্রকাশিত করিলেন। তাঁহার ঐ শৃঙ্গ সকল স্বর্ণময়, অরুণোদয়সম-প্রভ, কিন্নর ও বৃহৎ বৃহৎ পন্নগগণ-সেবিত, যেন গগন ভেদ করিতেছে। এইরূপে তদীয় স্বর্ণময় শৃঙ্গসকল সমুত্থিত হওয়াতে বস্ত্রসদৃশ নির্ম্মল নভোমণ্ডল কাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং নিরতিশয় প্রভা ও শোভা-সম্পন্ন, হিরণ্ময় ঐ সকল শৃঙ্গের সান্নিধ্য বশতঃ গিরিরাজ মৈনাকও সূর্য্যসম প্রদীপ্ত হইলেন। কপিবর লবণসাগরমধ্যে সহসা উত্থিত সেই পর্ব্বতকে দেখিয়া অন্তরায়স্বরূপ স্থির করিয়া পবন যেমন মেঘকে, সেইরূপ সেই অত্যুন্নত মৈনাক-শৃঙ্গসকল বক্ষঃস্থলের আঘাতে অতিমাত্র বেগে নিপাতিত করিলেন। গিরিবর মৈনাক কপিপ্রবর হনুমান্ কর্তৃক অধঃপাতিত হইয়া তদীয় বলবেগ-দর্শনে সানন্দে শব্দ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রীত ও হর্ষাবিষ্ট-হৃদয়ে মানুষরূপ ধারণ ও আপনার শিখরে অবস্থান পূর্ব্বক আকাশে সমুপস্থিত হইয়া, তত্রস্থিত হনুমান্‌কে কহিলেন, "হে বানরবর! তুমি দুষ্কর কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ; অতএব মদীয় শৃঙ্গোপরি নিপতিত হইয়া বিশ্রাম পূর্ব্বক সুখে গমন কর। রঘুকুলোৎপন্ন পুরুষগণ সাগরের পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন এবং তুমি সেই রঘুকুলজাত রামের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছ; এই জন্য স্বয়ং সরিৎপতি তোমার অভ্যর্থনা করিতেছেন। উপকারীর প্রত্যুপকার করাই সনাতন-ধর্ম্ম। সমুদ্র রঘুবংশের প্রত্যুপকারপ্রার্থী হইয়াছেন, তোমা হইতে তাঁহার এই সম্মান রক্ষা হওয়া অবশ্য বিধেয়। তিনি তোমার সৎকার করিবার জন্য বহুমান পূর্ব্বক আমায় এইরূপ প্রেরণ করিয়াছেন যে, এই হনুমান্ শতযোজন সাগর পার হইবার নিমিত্ত আকাশপথে গমন করিতেছেন। অতএব ত্বদীয় সানুতে বিশ্রাম করিয়া অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করুন। অতএব হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার সানুতে অবস্থান ও বিশ্রাম করিয়া গমন কর। হে হরিশ্রেষ্ঠ! আমার সানুতে যে সুস্বাদু ও সুগন্ধি কন্দ, মূল ও ফলরাশি দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমস্ত ভক্ষণ করিয়া বিশ্রামান্তে গমন করিবে। হে কপিপ্রবর! তোমার সহিত আমার ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাগুণযুক্ত সম্পর্কও আছে। হে মারুতাত্মজ! ইহলোকে যে সকল প্লবনকারী বেগশালী বানর আছে, তোমাকে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াও আমার জ্ঞান আছে; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, প্রাকৃত অতিথিরও পূজা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য; তোমার ন্যায় বিশিষ্ট অতিথির কথা আর কি বলিব? তুমি দেবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা মারুতের পুত্র এবং বেগেও তাঁহার সদৃশ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার পূজা করিলে পবনদেবের পূজা করা হয়; এই কারণে তুমি আমার পূজনীয়। এ বিষয়ে অন্য কারণও আছে, শ্রবণ কর। হে তাত! পূর্ব্বে সত্যযুগে পর্ব্বত সকল পক্ষবিশিষ্ট হইয়া, গরুড়ের ন্যায় সবেগে সকল দিকেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবগণ, ঋষিগণ ও ভূতগণ সকলেই তাহাদের পতনাশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিলেন। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র পর্ব্বতের পক্ষ সকল ছেদন করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি সরোষে বজ্র উদ্যত করিয়া আমার নিকটবর্ত্তী হইলেন। হে বানরোত্তম! মহাত্মা বায়ু তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া এই লবণসাগরে পক্ষ গোপনপূর্ব্বক অক্ষতশরীরে নিক্ষেপ ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেন। হে মারুতে! এই কারণেই তুমি আমার মান্য; অতএব ত্বদীয় সম্ভাষণাবিধান করিতেছি। হে কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত ইহাই সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধ মহাগুণযুক্ত। হে মহামতে! প্রত্যুপকার করিবার এই সময় উপস্থিত, অতএব তোমাকে প্রীতচিত্তে আমার ও সাগরের প্রীতি-সাধন করিতে হইবে। হে কপিসত্তম! আমি তোমার পিতৃসম্বন্ধে মান্যও বটি; অতএব শ্রমাপনয়ন ও পূজা গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রীত কর। অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া আমার প্রীতি সমুপস্থিত হইয়াছে।" পর্ব্বতরাজ মৈনাক এই প্রকার কহিলে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার যথেষ্ট আতিথ্য করা হইয়াছে,

আমিও প্রীত হইয়াছি ; পরন্তু পূজা গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া তজ্জন্য ক্ষোভ করিবেন না। কার্য্যকাল আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে; এ দিকে দিনও শেষ হইয়া আসিতেছে এবং আমিও মধ্যে কোথাও বিশ্রাম করিব না বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।” বীর্য্যবান্ কপিশ্রেষ্ঠ এই বলিয়া হস্ত দ্বারা শৈলরাজ মৈনাককে স্পর্শ করিয়া আকাশ অবলম্বন পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে গমন করিলেন। পর্ব্বত ও সমুদ্র উভয়েই বহুমানপুরঃসর তৎকালোচিত আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন, আদর ও পূজা করিলেন। অনন্তর হনুমান্ শৈল ও মহার্ণব উভয়কে ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ঊর্দ্ধে উত্থান পূর্ব্বক বায়ুপথ আশ্রয় করিয়া, সুনির্ম্মল আকাশমণ্ডল দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সমধিক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গিরিবর মৈনাককে দেখিতে দেখিতে অবলম্বন-বিহীন গগন-পথে প্রস্থান করিলেন। দেব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সকলেই তাঁহার এই অদ্বিতীয় সুদুষ্কর কার্য্য-দর্শনে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। মৈনাকস্থ ও আকাশস্থ দেবগণও সুশৃঙ্গসম্পন্ন স্বর্ণময় মৈনাকের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর শচীপতি সহস্রাক্ষ ধীমান্ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া গদগদবাক্যে সুশোভন মেখলা-সমন্বিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাককে কহিতে লাগিলেন, “হে হিরণ্যনাভ সৌম্য পর্ব্বতরাজ! আমি তোমার প্রতি নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং অভয় দিতেছি, তুমি যথাসুখে অবস্থিত হও। হনুমান্ নির্ভয়ে ও অবিশ্রামে শতযোজন সাগর পার হইতেছেন। পাছে সঙ্কটে পড়েন, এই জন্য তুমি তাঁহার সবিশেষ সাহায্য করিয়াছ। দশরথনন্দন রামের হিতার্থই এই কপিবর হনুমান্ গমন করিতেছেন। তুমি যথাশক্তি তাঁহার সৎকার করিয়া আমাকে সবিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছ।” সমুদায় দেবতার অধিপতি ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট দেখিয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক বিপুল হর্ষলাভ করিলেন এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে ঐরূপে বরলাভ করিয়া যথাস্থানে অবস্থিত হইলেন। হনুমান্‌ও মুহূর্ত্তমধ্যে মৈনাকাধিষ্ঠিত সাগরপ্রদেশ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সকলে, সূর্য্যাভা নাগমাতা সুরসাকে কহিলেন, “বায়ুনন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ সাগরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতেছেন ; তোমাকে মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার বিঘ্নাচরণ করিতে হইবে। অতএব তুমি অতি ভয়ঙ্কর পর্ব্বতসদৃশ রাক্ষসরূপ ধারণ পূর্ব্বক পিঙ্গলবর্ণ নয়নবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর দশনযুক্ত বদন ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা নভোমণ্ডল স্পর্শ কর। পবননন্দন উপায় দ্বারা তোমাকে পরাজয় করেন কি বিষণ্ণ হয়েন, তাঁহার এই বল ও পরাক্রম জানিতে আমাদের অভিলাষ হইয়াছে।” দেবগণ সবিশেষ সম্মানসহকারে এই প্রকার কহিলে দেবী সুরসা সাগরমধ্যে বিকৃত, বিরূপ ও সকলের ভয়াবহ রাক্ষস-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সাগরপারে গমনোদ্যত হনুমানের পথরোধ করত কহিলেন, “হে বানরশ্রেষ্ঠ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ; অতএব আমি তোমায় ভক্ষণ করিব। তুমি আমার এই বদনমধ্যে প্রবেশ কর। বিধাতা পূর্ব্বে আমায় এই প্রকার বরদান করিয়াছেন।” এই বলিয়া সুরসা সত্বর হইয়া বিপুল মুখব্যাদান করত হনুমানের সম্মুখে অবস্থান করিল। হনুমান্ তাহার এই কথা শুনিয়া প্রহৃষ্টবদনে কহিলেন, “দশরথনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকবনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কোন কার্য্যবশতঃ রাক্ষসদিগের সহিত বৈরসংঘটন হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণ তদীয় যশস্বিনী সহধর্ম্মিণী সীতাকে হরণ করিয়াছে। রামের শাসনানুসারে দৌত্যভার বহনপূর্ব্বক আমি সেই জানকীর সকাশে গমন করিতেছি। তুমি রামের রাজ্যে বাস কর। অতএব এ বিষয়ে তোমাকে তাঁহার সাহায্য করা উচিত। অথবা আমি অক্লিষ্টকারী রাম ও সীতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, তোমার বদনমধ্যে প্রবেশ করিব, তোমার নিকট এই সত্য প্রতিশ্রুত হইলাম।” হনুমানের কথা শুনিয়া, কামরূপিণী নাগমাতা সুরসা তাঁহাকে কহিলেন, “কোন ব্যক্তিই আমায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না, ইহাই আমার বর।” অনন্তর হনুমান্‌কে গমন করিতে দেখিয়া নাগমাতা সুরসা তদীয় শক্তির পরীক্ষা জন্য বলিতে লাগিলেন, “হে বানরোত্তম! যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে আজি আমার বদনে প্রবেশ করিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে। বিধাতা পূর্ব্বে আমায় এই প্রকার বর প্রদান করিয়াছেন। এই বলিয়া নাগমাতা সুরসা বিপুল মুখ বিস্তার পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া পবননন্দনের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। সুরসার উল্লিখিত বাক্য-শ্রবণে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের ক্রোধসঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, “যাহাতে আমার তেজ সহ্য করিতে পারিবে, এরূপ বদন বিস্তার কর।” দশ-যোজন বিস্তৃতা সুরসাকে ক্রোধভরে এই প্রকার কহিয়া পবননন্দন তৎক্ষণাৎ দশযোজন বিস্তৃত হইলেন। তদ্দর্শনে সুরসাও স্বীয় বদন বিংশতি-যোজন বিস্তৃত করিলেন। পরম বুদ্ধিমান্ বায়ুসুত সুরসার সেই বিংশতিযোজন বিস্তৃত সুদীর্ঘ জিহ্বাযুক্ত, সাতিশয় ভীষণ, সাক্ষাৎ নরক ও মেঘসদৃশ সুবিস্তৃত বদনমণ্ডল অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে ত্রিংশদ্‌-যোজন বিস্তৃত হইলেন। অনন্তর সুরসা চত্বারিংশদ্‌যোজন মুখ বিস্তার করিলে মহাবীর্য্য হনুমান্ পঞ্চাশদ্‌যোজন বিস্তৃত হইলেন। তদ্দর্শনে সুরসা ষষ্টিযোজন মুখ বিস্তার করিলে তিনি স্বীয় কলেবর সপ্ততি-যোজন বিস্তৃত করিলেন। পরে সুরসা অশীতিযোজন মুখ বিস্তার করিলে সাক্ষাৎ অনন্তসদৃশ পবননন্দন নবতিযোজন বিস্তৃত হইলেন। অনন্তর সুরসার মুখ শতযোজন বিস্তৃত হইলে মারুতি মেঘের ন্যায় স্বীয় দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত হইলেন এবং তদীয় মুখমধ্যে প্রবেশ ও তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করত কহিতে লাগিলেন, “অয়ি দাক্ষায়ণি! আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার বদনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি; আপনার বরও সত্য হইয়াছে। এক্ষণে আমি জানকীর নিকট গমন করিব।” রাহুমুখ হইতে চন্দ্রের ন্যায় হনুমান্‌কে স্বীয় বদন-বিমুক্ত অবলোকন করিয়া দেবী সুরসা নিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, “কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যথাসুখে গমন কর এবং রামের নিকটে জানকীকে আনয়ন কর।” ঐ সময়ে দেবগণ হনুমানের এই তৃতীয়বার-কৃত সুদুষ্কর কর্ম্ম দর্শনে বারংবার সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ দিকে বায়ুনন্দন হনুমান্ বরুণালয় সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া আকাশ অবলম্বন পূর্ব্বক গরুড়ের ন্যায় বেগভরে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ বায়ুপথ জলধারা, বিহঙ্গমসমূহ, গানবাদ্য-বিশারদ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব-বর্গ, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, পক্ষী ও উরগসমূহে যোজিত সুবিমল বিমান-সমূহ, বজ্র ও অশনির ন্যায় প্রাণহারী পাবকসদৃশ পুণ্যানুষ্ঠায়ী মহাভাগ স্বর্গজয়ী ব্যক্তিগণ, নিরন্তর হব্যবহনকারী অগ্নি, গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য্য ও তারকাস্তবক, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষসমূহ, দেবরাজের বাহন ঐরাবত এবং বহুসংখ্যক বীর বিদ্যাধর, এই সকলে অলঙ্কৃত, সুশোভিত, নিষেবিত, অধিষ্ঠিত, ব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ। অধিকন্তু ঐ পথ বিবিক্ত, বিমল,

বিশ্বাবসু-নিষেবিত ও জীবলোকের আশ্রয়স্বরূপ। পিতামহ ব্রহ্মা ঐ নির্ম্মল পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হনুমান্ বায়ুর ন্যায় মেঘসমূহ আকর্ষণ করিয়া পরমমঙ্গলময় চন্দ্রসূর্য্য-সেবিত পথ দিয়া গরুড়বৎ গমন করিতে লাগিলেন। রক্ত, পীত ও শ্বেতবর্ণ এবং কালাগুরুসবর্ণ মহামেঘসকল কপিবর কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিল। তিনি বারংবার মেঘমালামধ্যে প্রবেশ ও বহির্গত হওয়াতে বর্ষাকালীন চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান এবং সর্ব্বত্র বিশেষরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতশ্রেষ্ঠের ন্যায় নিরালম্ব আকাশ আশ্রয় করিয়া চলিলেন। অনন্তর প্রবৃদ্ধা কামরূপিণী সিংহিকানাম্নী রাক্ষসী তদ্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিল, "অদ্য বহুকালের পর আমি ভক্ষণ করিব। বহুকালের পর, এই বৃহৎ প্রাণী আমার অধীনে আসিয়াছে।" মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাক্ষসী হনুমানের ছায়া আকর্ষণ করিল। রাক্ষসী কর্ত্তৃক ছায়া গৃহীত হওয়াতে পবননন্দন চিন্তা করিলেন, 'সহসা আক্রান্ত হওয়াতে, আমার পরাক্রম শিথিল হইয়াছে এবং আমি সাগরমধ্যে প্রতিকূল-বাহী বায়ু কর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট মহানৌকার ন্যায় হীনতেজা হইলাম।' এই প্রকার চিন্তা করিয়া তৎক্ষণমাত্রে তিনি তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সমন্তাৎ দৃষ্টিপ্রসারণ করিয়া দেখিলেন, লবণসাগরমধ্যে কোন এক মহাপ্রাণী সমুত্থিত হইয়াছে। তিনি সেই বিকৃতবদন মহৎ প্রাণীকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কপিরাজ সুগ্রীব যে অদ্ভুতদর্শন মহাবীর্য্যা, ছায়াগ্রহণকারী প্রাণীর কথা বলিয়াছিলেন, এই জন্তুই সেই ছায়াগ্রাহী, ইহাতে সন্দেহ নাই।' তিনি স্বীয় জ্ঞানানুসারে ঐ প্রাণীকে সিংহিকা স্থির করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায়, কলেবর অতিমাত্র বর্দ্ধিত করিলেন। সিংহিকা তদীয় শরীর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া আকাশ-পাতাল সদৃশ স্বীয় বদন প্রসারিত করিল এবং মেঘসমূহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মেধাবী হনুমান্ তদীয় সুবিশাল বিকৃত বদন, শরীর ও মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ করিবার জন্য দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বজ্রবৎ দৃঢ়শরীর মহাকপি মারুতি তৎক্ষণাৎ আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া তদীয় বিকৃত মুখে নিপতিত হইলেন। সিদ্ধচারণগণ তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বসময়ে পূর্ণচন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত হয়, হনুমান্ও তেমনি সিংহিকার আস্যদেশে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর মনের ন্যায় বেগবান্ হনুমান্ খর নখর-প্রহার দ্বারা সিংহিকার মর্ম্মসকল ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ সবেগে আকাশে উৎপতিত হইলেন। এইরূপে আত্মবান্ কপিপ্রবীর হনুমান্ সূক্ষ্মদৃষ্টি, ধৈর্য্য ও দক্ষতা-সহকারে সিংহিকাকে নিপাতিত করিয়া বেগভরে পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাক্ষসীও তৎকর্ত্তৃক ভিন্ন-হৃদয়া ও পীড়িতা হইয়া সমুদ্রমধ্যে পতিত হইল। ব্রহ্মা তাহার সংহারজন্য হনুমান্কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। হনুমান্ কর্ত্তৃক শীঘ্র নিহত হইয়া সিংহিকা পতিত হইল দেখিয়া আকাশচারী প্রাণিগণ সেই বানরবরকে কহিতে লাগিল, "হে কপিবর! অদ্য তুমি এই বৃহৎ প্রাণীকে বধ করিয়া অতি দুষ্কর অনুষ্ঠান করিলে। এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় সাধন কর। হে বানরেন্দ্র! তোমার ন্যায় যে ব্যক্তির ধৃতি, দৃষ্টি, মতি ও দক্ষতা এই চারি গুণ আছে, সে কখনই কার্য্যে অবসন্ন হয় না।" পূজনীয় হনুমান্ সেই প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও অভীষ্টসাধন-বিষয়ে অনুমোদিত হইয়া গরুড়ের ন্যায় আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন এবং সমুদ্রের প্রায় পরপারের নিকটবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত শতযোজনান্তে বনরাজি অবলোকন করিলেন। অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ পবননন্দন গমন করিতে করিতে বিবিধ দ্রুম-ভূষিত দ্বীপ ও মলয়-পর্ব্বতস্থিত উপবন সকল অবলোকন করিলেন। পরে সেই মতিমান্ মারুতি সাগর, সাগরের অনুপদেশ সকল, অনুপদেশস্থ বৃক্ষসমূহ এবং সাগরপত্নী নদী সকলের সংযোগস্থান সকল অবলোকন করত মেঘসদৃশ আকাশরোধকারী স্বীয় দেহ দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, 'রাক্ষসগণ আমার সমুন্নত শরীর ও অতিমাত্র বেগ দর্শন করিয়া আমার বিষয়ে কৌতূহলপরতন্ত্র হইতে পারে।' এই বিবেচনায় তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ স্বীয় শরীর তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত করত কামাদি-মোহ-বিহীন জীবন্মুক্ত যোগীর ন্যায় পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন এবং বামনদেব যেমন পদত্রয় বিক্ষেপপূর্ব্বক বলির বীর্য্য হরণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন তিনিও তদ্রূপ স্বীয় রূপ অতিমাত্র সঙ্কুচিত করিয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে তিনি বিবিধ মনোহর রূপ ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রের পরপারে যাইয়া, ইহার পর কি করিতে হইবে, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনান্তে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনসাধন পুরঃসর ক্ষুদ্র কলেবর ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই মহামেঘকূটপ্রতিম মহাত্মা মারুতি লম্বনামক পর্ব্বতের শিখরদেশে অবতরণ করিলেন। ঐ শিখরদেশ বিচিত্র শৃঙ্গসমূহে অলঙ্কৃত ও পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং কেতক, উদ্দালক ও নারিকেলবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত। এইরূপে তিনি সমুদ্রতীর-প্রাপ্ত হইয়া চিত্রকূট-গিরিশিখরে লঙ্কানগরী দর্শন ও স্বীয় স্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক মৃগ ও পক্ষীদিগকে বিত্রাসিত করিয়া ঐ পর্ব্বতে পতিত হইলেন। তৎকালে দানব ও পন্নগগণে পরিব্যাপ্ত মহাতরঙ্গশালী মহাসাগর বলপূর্ব্বক অতিক্রম ও তদীয় তীরদেশে পদার্পণ করিয়া অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কানগরী তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ২৭-২০৫

দ্বিতীয় সর্গ।

হনুমানের লঙ্কাপুরীতে গমন ও দেহ সঙ্কুচিতকরণ।

মহাবল হনুমান্ অপার সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক চিত্রকূটতটে অবস্থান করত সুস্থ হইয়া লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন এবং বৃক্ষসমূহের পুষ্পবৃষ্টিতে সমাকীর্ণ হইয়া পুষ্পময় বানরের ন্যায় শোভিত হইলেন। অত্যুৎকৃষ্ট বিক্রম-বিশিষ্ট শ্রীমান্ পবননন্দন শতযোজন অতিক্রম করিয়াও অতি নিশ্বাস পরিত্যাগ বা গ্লানি শেষ করিলেন না; প্রত্যুত চিন্তা করিতে লাগিলেন, সাগরান্ত শতযোজনমাত্র সংখ্যাত; প্রত্যুত আমি বহুশত যোজনও অনায়াসে পার হইতে পারি। ফলতঃ সেই শ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্, বানরগণের অগ্রগণ্য, মহাবেগবান্, হনুমান্ লঙ্কাপুরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় ভূরি ভূরি শ্যামবর্ণ শাদ্বলক্ষেত্র, গন্ধ ও মধুস্নিগ্ধ পর্ব্বত-রাজিত বনসমূহ, বৃক্ষসমাচ্ছন্ন সর্ব্বতসকল ও কুসুমিত কাননরাজি, এই সমস্ত অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি সেই লম্বপর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি স্থাপিতা লঙ্কানগরী এবং তত্রত্য বন ও উপবন সমস্ত সন্দর্শন করিলেন। সরল, কর্ণিকার, সুপুষ্পিত খর্জ্জুর, পিয়াল, জম্বীর, কুটজ, কেতক, গন্ধপূর্ণ প্রিয়ঙ্গু, নীপ, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদার, কুসুমিত করবীর এবং অন্যান্য পুষ্পভারসম্পন্ন, মুকুলালঙ্কৃত, পক্ষি-

সমাচ্ছন্ন ও পবনকম্পিতাগ্র বৃক্ষসমূহ, পদ্মোৎপলপরিবৃত ও হংসকারণ্ডবসমাকুল বাপীসমূহ, বিবিধ রমণীয় ক্রীড়াপর্ব্বত ও জলাশয় এবং সকলঋতুজাত ফলপুষ্প-সমন্বিত নানাজাতীয় বৃক্ষে আচ্ছন্ন মনোরম উদ্যানসমূহ, এই সকলও তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ১-৩।

অনন্তর শ্রীমান্ পবনকুমার রাবণপালিত লঙ্কার নিকটে সমাগত হইয়া অবলোকন করিলেন, পদ্মালঙ্কৃত পরিখা-সমূহে তাহার শোভা-সমৃদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সীতাকে অপহরণ করাতে উহা রাবণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়াছে এবং রাক্ষসগণ উদ্যতশরাসন হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। স্বর্ণময় প্রাচীরের শরৎমেঘসদৃশ পর্ব্বতপ্রতিম গৃহসমূহ, পাণ্ডুরবর্ণ অত্যুচ্চ প্রতোলীপরম্পরা, ধ্বজ ও পতাকাসমন্বিত শত শত অট্টালিকা এবং লতাপংক্তি-বিরাজিত কাঞ্চনময় দিব্য তোরণ সমস্ত, এই সকলে মহাপুরী মনোহারিণী লঙ্কা চতুর্দ্দিকে আবৃত ও সুশোভিত। শ্রীমান্ দেব পবননন্দন গিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত, শত শত পাণ্ডুরবর্ণ পরমসুন্দর গৃহসমূহে পরিবেষ্টিত এবং সাক্ষাৎ দেবপুরীসদৃশ লঙ্কানগরী অবলোকন করিলেন। ঐ নগরী রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক পালিত এবং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। কপিকেশরী হনূমান্ অবলোকন করিলেন, চতুর্দ্দিকেই অত্যুচ্চ অট্টালিকাসকল বিরাজ করাতে লঙ্কাপুরী যেন আকাশে ভাসমান হইতেছে। বপ্র ও প্রাকারসমূহ উহার জঘন, সাগর ও বনরাজি উহার বদন, শতঘ্নী ও শূল সমস্ত উহার কেশাগ্র এবং অট্টালিকা সকল উহার অবতংস। বিশ্বকর্ম্মা যেন মনোদ্বারা বিধান করিয়া উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি ক্রমে ক্রমে উহার উত্তরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কৈলাসনিলয়সদৃশ উল্লিখিত উত্তর-দ্বার অতিশয় সমুচ্ছ্রিত উৎকৃষ্ট ভবনসমূহ যেন আকাশমণ্ডলকে ধারণ করিয়া রেখাম্বিত করিতেছে। ১৪-২৩।

মারুতি তথায় সমাগত হইয়া আশীবিষ-পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতগুহার ন্যায় রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ অতিমাত্র সুরক্ষিত লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী অপার সাগর অবলোকন করিয়া রাবণকে ভয়ঙ্কর শত্রু-বোধ করত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বানরগণ কোনরূপে এখানে আসিলেও কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না; যে হেতু, দেবগণও যুদ্ধ করিয়া লঙ্কা জয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সুমহাবাহু রামও অতিমাত্র বৈষম্যশালিনী রাবণ-পালিতা এই দুর্গম লঙ্কায় আগমন করিয়া কি করিবেন? এইরূপ বোধ হইতেছে যে, রাক্ষসেরা সাম, দান ও যুদ্ধ দ্বারাও আয়ত্ত হইবার নহে। বালিনন্দন বানররাজ অঙ্গদ, নীল, সুগ্রীব ও আমি, এই চারিজন বলবান্ বানরেরই এখানে আসিবার ক্ষমতা আছে, আর কাহারও সাধ্য নাই। যাহা হউক, জানকী জীবিতা আছেন কি না, ইহাই অবগত হওয়া বিধেয়। অতএব প্রথমে তাঁহাকে জীবিতা অবলোকন করি; পরে এ বিষয় চিন্তা করিব।" অনন্তর হনূমান্ উক্ত পর্ব্বত-শৃঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রামের ইষ্টসাধন-চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বলসম্পন্ন ও ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা পুরীতে আমার এরূপে প্রবেশ করা উচিত হয় না। যে হেতু, জানকীর অন্বেষণার্থ ঐ সকল মহাবীর্য্যসম্পন্ন মহাবল ও মহাতেজস্বী রাক্ষসকে বঞ্চনা করিতে হইবে। অতএব অলক্ষ্যভাবে রজনীযোগে লঙ্কাপুরী দর্শন করিব। এই মহৎ কার্য্য-সম্পাদনার্থ উল্লিখিতরূপেই লঙ্কা নগরে প্রবেশ করা বিধেয়।" এইরূপে হনূমান্ সুরাসুরগণের অধর্ষণীয়া সেই লঙ্কা নগরী অবলোকন করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, "আমি কি উপায়ে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের দর্শন-পথের পথিক না হইয়া জনক-দুহিতা সীতাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইব? ত্রিভুবন-বিদিত রামের কার্য্যই বা কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে? কি উপায়েই বা একাকী আমি একাকিনী বিজনবাসিনী জনকনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব? দেশ-কাল-বিবেক-বিহীন দূত সিদ্ধপ্রায় কার্য্য সকলও দেশ-কালের বিরুদ্ধ করিয়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া থাকে এবং স্বয়ং স্বামী ও তদীয় সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যে কার্য্যবুদ্ধি বিনিশ্চিত হয়, তাহাও তাহাদের দোষে প্রস্ফুরিত হয় না। অধিক কি, অবিজ্ঞ অথচ পণ্ডিতাভিমানী দূতগণ সকল কার্য্যই বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব কিরূপ উপায় আশ্রয় করিলে কার্য্য নষ্ট, অবিমৃষ্যকারিতা উপস্থিত ও সমুদ্রলঙ্ঘনও ব্যর্থ হইতে না পারে? বিদিতাত্মা রাম রাবণ-বধে সমুৎসুক হইয়াছেন। আমি রাক্ষসগণের নেত্রপথে পতিত হইলেই তাঁহার এই কার্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আর রাক্ষসকলেবর বা অন্য কোনরূপ শরীর পরিগ্রহ করিলেও নিশাচরগণের অবিদিত হইয়া এখানে অবস্থিত হওয়া অসম্ভব। আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বায়ুও এখানে অজ্ঞাতে বিচরণ করিতে সমর্থ নহেন। ফলতঃ ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণের এখানে কিছুই অবিদিত নাই। যদি আমি স্বীয় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করি, তাহা হইলে আমি বিনষ্ট হইব এবং প্রভুর কার্য্যও নষ্ট হইবে। অতএব আমি স্বীয় শরীর সঙ্কুচিত করিয়া রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত রজনীতে লঙ্কায় প্রবেশ করিব। এইরূপে অতিমাত্র দুর্গম্যা রাবণপুরীতে প্রবেশ ও প্রতিগৃহে গমন করিয়া সীতার অন্বেষণ করিব।" ২৪-৪৫।

এই প্রকার অবধারণানন্তর মহাকপি হনূমান্ জানকী-দর্শনে অভিলাষী হইয়া সূর্য্যাস্তসময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। অনন্তর সূর্য্য অস্তগমন করিলে তিনি স্বীয় শরীর সঙ্কুচিত করিয়া মার্জ্জারসদৃশ ক্ষুদ্রকায় ও দেখিতে অতি অদ্ভুত হইলেন। পরে প্রভাতকালে সেই বীর্য্যবান্ মারুতি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুবিভক্ত মহাপথ সকলে সজ্জিত রমণীয় লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, শত শত প্রাসাদশ্রেণী, ভূরি ভূরি স্বর্ণময় স্তম্ভ ও গবাক্ষ এবং সপ্ততল ও অষ্টতল গৃহসমূহে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে ঐ লঙ্কা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। রাক্ষসগণের ভবন সকল স্ফটিকখচিত ও সুবর্ণ-বিভূষিত প্রাসাদসমূহ দ্বারা নিরতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল প্রাসাদের কাঞ্চনময় বিচিত্র তোরণসমূহে চতুর্দ্দিক্ সমলঙ্কৃত হওয়ায় লঙ্কাপুরী পরম শোভান্বিত হইতেছে। বৈদেহীসন্দর্শনোৎসুক মহাকপি হনূমান্ এই প্রকার অচিন্ত্য ও অদ্ভুতাকৃতি লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়া যুগপৎ বিষণ্ণ ও হর্ষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, রাবণরক্ষিত যশস্বিনী লঙ্কানগরী পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ সুধাধবলিত সপ্ততল প্রাসাদ, মহামূল্য স্বর্ণময় জাল ও তোরণসমূহে অলঙ্কৃত এবং ভীমবল রাক্ষসসৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে উহার রক্ষা করিতেছে। ঐ সময়ে নিশাকর অনেকসহস্র রশ্মি বিকীরণ ও জ্যোৎস্না দ্বারা সমুদায় লোক আবরণ-পূর্ব্বক তারাগণের মধ্যগত ও বিরাজমান হইয়া, হনূমানের সাহায্য করিবার মানসেই যেন সমুদিত হইতে লাগিলেন। পবননন্দন সন্দর্শন করিলেন, সরোবরমধ্যে হংস যেমন নিরতিশয় ভাসমান হইয়া থাকে, ক্ষীর

ও মৃণালবর্ণ, শঙ্খসন্নিভ শশাঙ্কও তেমনি সাতিশয় বিরাজমান হইয়া উদীয়মান হইতেছেন। ৪৬ ৫৫।

তৃতীয় সর্গ।

রাক্ষসীরূপধারিণী লঙ্কাপুরীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ

দেশকালপাত্রজ্ঞ, মহাসত্ত্ব, পবননন্দন হনুমান্ অত্যুচ্চশিখরসম্পন্ন ও লম্বমান-জলদ-সম্পন্ন লম্ব-পর্ব্বতে অবস্থান-পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া, রজনীর সমাগমে রমণীয় কানন ও জলাশয় এবং শরৎকালীন মেঘসদৃশ ভবনসমূহে সুশোভিত রাবণ-পালিত লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন। রাক্ষসগণ ঐ পুরীমধ্যে জলধিসম গভীর গর্জ্জন করিতেছে; সাগরবায়ু ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে; পরম পরিপুষ্ট রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে; তোরণোপরি পরম সুন্দর মদমত্ত করী অবস্থিতি করিতেছে এবং সুধা-ধবল দ্বারদেশে তোরণ বিরাজমান হইতেছে; দেখিলে কুবেরনগরী অলকা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ভুজগগণে বেষ্টিত থাকাতে ভোগবতী যেমন সুরক্ষিত, লঙ্কাও সেইরূপ বিশিষ্টরূপে রক্ষিত। চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণের নিরন্তর কোলাহল এবং স্বর্ণাদির শোভা বিস্ফুরিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন প্রচণ্ড-মারুত-নাদিত, বিদ্যুৎগর্ভ-জলধর-পূর্ণ ও জ্যোতিষ্ক-পরিবৃত ইন্দ্রপুরী অমরাবতী বিরাজ করিতেছে। স্বর্ণময় সুবিশাল প্রাচীর সকল ইহার চতুঃসীমা বেষ্টিত করিতেছে এবং কিঙ্কিণীজালপ্রতিধ্বনিত পতাকাসমূহে উহার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচীরাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথা হইতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টহৃদয় হইলেন। দেখিলেন, লঙ্কার দ্বার সকল স্বর্ণময় এবং মণি, স্ফটিক, মুক্তা ও বৈদূর্য্যময় বেদিসমূহ, মণিময় কুট্টিমপরম্পরা, তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত মদমত্ত হস্তী সকল, রৌপ্যময় সুনির্ম্মল উপরিপ্রদেশ সমস্ত, বৈদূর্য্যময় সোপানশ্রেণী, স্ফটিকময় ধূলিশূন্য অন্তঃপ্রদেশসমূহ, মনোহর চতুঃশাল গৃহপরম্পরা ইত্যাদিতে অলঙ্কৃত ও ভূষিত। ক্রৌঞ্চ ও ময়ূর তথায় প্রতিনিয়ত শব্দ এবং রাজহংসগণ বিচরণ করিতেছে। ঐ সকল দ্বার এরূপ উচ্চ, যেন আকাশ ভেদ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন পুরীর চতুর্দ্দিকে গীতবাদ্য ও আভরণ সকলের প্রতিধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। হনুমান্ অবলোকন করিলেন, চারিদিকে অত্যুচ্চ গৃহশ্রেণী সন্নিবিষ্ট থাকাতে বোধ হইতেছে, লঙ্কা যেন আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। তিনি সাক্ষাৎ অলকার ন্যায় পরম সমৃদ্ধি ও নিরতিশয় সৌভাগ্যশালিনী অত্যুৎকৃষ্ট লঙ্কানগরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন, 'রাবণরক্ষিত সৈন্য সকল শস্ত্রপাণি হইয়া সর্ব্বদা যেরূপ ইহার রক্ষা করিতেছে, তাহাতে অন্য কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ইহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। কুমুদ, অঙ্গদ, মহাকপি সুষেণ অথবা মৈন্দ ও দ্বিবিদ, এই কয়জনই কেবল এখানে আসিতে পারে। আর, সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব, কুশপর্ব্বসদৃশ লোমবিশিষ্ট কপিশ্রেষ্ঠ ঋক্ষ ও আমি আমরাও এখানে আসিতে পারি।' তৎকালে মহাবাহু রামের পরাক্রম ও তদীয় অনুজের বিক্রম চিন্তা করিয়া, হনুমানের বিষাদ দূরীভূত হইল। তিনি দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের পরমসমৃদ্ধিশালিনী নগরী অলঙ্কৃতা রমণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সমুদ্র উহার বসন, গোষ্ঠাগার সকল উহার অবতংস এবং যন্ত্রসকল উহার স্তনস্বরূপ। অতীব উজ্জ্বল প্রদীপ ও মহাগৃহসকলের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে উহাতে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। ১-১৯।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপি হনুমান্ প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে স্বয়ং লঙ্কা মূর্ত্তিমতী হইয়া তদীয় সাক্ষাৎকারে সমাগত হইল। বিকৃতবদনা ও বিকৃতদর্শনা লঙ্কা হনুমান্‌কে দেখিয়া স্বয়ংই উত্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিল এবং গভীর গর্জ্জন পুরঃসর তাঁহাকে কহিল, "হে বনালয়! যাবৎ দেহে প্রাণ আছে, সত্য করিয়া বল, তুমি কে, কি উদ্দেশে এখানে আসিয়াছ? বানর! তুমি এই লঙ্কায় কোনমতেই প্রবেশ করিতে পারিবে না। রাবণের সৈন্যগণ ইহার চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে।" পরে বীর্য্যবান্ হনুমান্ সম্মুখে অবস্থিতা লঙ্কানগরীকে কহিতে লাগিলেন, "আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রকৃত উত্তর পরে প্রদান করিব। কিন্তু হে বিরূপনয়নে! তুমি কে পুরদ্বারে অবস্থিতি করিতেছ এবং কি কারণেই বা ক্রোধসহকারে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ?" ২০-২৬।

বায়ুনন্দন হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কামরূপিণী লঙ্কা ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, "আমি রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণের অজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া এই লঙ্কানগরী রক্ষা করিয়া থাকি। আমাকে পরাজয় করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। তুমি আমায় অবজ্ঞা করিয়া নগরীমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি মৎকর্ত্তৃক অদ্য নিহত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইবে। হে কপিবর! আমি সাক্ষাৎ লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী। সর্ব্বতোভাবে ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছি, এই জন্য তোমাকে এই কথা বলিলাম।" বানরশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান্ লঙ্কার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় পরাজয়কমনায় যত্নপর হইয়া দ্বিতীয় অচলের ন্যায় অধিষ্ঠিত হইলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ মেধাবী বানরশ্রেষ্ঠ পবননন্দন বিকৃতকায়া স্ত্রী-রূপধারিণী লঙ্কার প্রতি অবলোকন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "সাতিশয় কৌতূহল হওয়াতে প্রাকার, তোরণ ও অট্টালিক-পরিপূর্ণ লঙ্কানগরীদর্শনাভিপ্রায়ে আমি এখানে আগমন করিয়াছি। অত্রত্য বন, উপবন, কানন এবং এখানকার উৎকৃষ্ট ভবন সমস্ত দর্শন-বাসনায় আমার আগমন হইয়াছে।" ২৭-৩৪।

কামরূপিণী লঙ্কা হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার পরুষবচনে কহিতে লাগিল, "রে অবোধ বানরাধম! এই পুরী রাক্ষসরাজ রাবণের আশ্রিতা, তুমি আমাকে পরাভব না করিয়া দর্শন করিতে পারিবে না।" তখন কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সেই রাক্ষসীরূপধারিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রীকে কহিলেন, "ভদ্রে! এই নগরী দর্শন করিয়া পুনরায় আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিব।" এই কথায় লঙ্কানগরী ভয়ঙ্কর চীৎকার করত বেগভরে হনুমান্‌কে করতল দ্বারা প্রহার করিল। বীর্য্যবান্ মারুতি লঙ্কাকর্ত্তৃক নিরতিশয় তাড়িত হইয়া তুমুল চীৎকার সহকারে বামহস্তের অঙ্গুলি সংযম-পূর্ব্বক অধীর হইয়া মুষ্টিদ্বারা লঙ্কাকে প্রহার করিলেন; স্ত্রীবোধে একান্ত ক্রোধের বশীভূত হইলেন না, বামহস্তেই সামান্য প্রহার করিলেন, কিন্তু বিকৃতাননা ও বিকৃতদশনা রাক্ষসীরূপধারিণী লঙ্কা সেই আঘাতেই কম্পিতশরীরা হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া তেজস্বী বীর্য্যসম্পন্ন মারুতি স্ত্রীবোধে তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর লঙ্কাদেবী অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া অগর্ব্বিত-বাক্যে গদ্গদস্বরে হনুমান্‌কে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে প্রিয়দর্শন মহাভুজ কপিশ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ কর, স্ত্রী-হত্যা করিও না। হে সৌম্য! বীর্য্য-সম্পন্ন মহাবল পুরুষগণ স্ত্রী-হননে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে মহাবলবীর্য্য সম্পন্ন কপিবর! আমিই স্বয়ং লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী। তুমি স্বয়ং বীর্য্য-প্রভাবে সর্ব্বতোভাবে আমাকে পরাজয় করিয়াছ। হে কপিশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আমায় যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন, 'যখন কোন বানর বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমায় বশীভূত করিবে, তখনই তুমি জানিবে, রাক্ষসগণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।' হে প্রিয়দর্শন! অদ্য তোমার দর্শনে সেই ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত হইল। ঐ অবশ্যম্ভাবী সময়ের কখনই ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। সীতার নিমিত্ত দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ ও সমুদায় রাক্ষসগণের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি এই রাবণ-পালিতা নগরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন কর। বলিতে কি, রাজা রাবণ-পালিতা এই মনোহারিণী নগরী অভিশাপগ্রস্তা হইয়াছে। তুমি ইহাতে প্রবেশ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্র যথাসুখে গমন পূর্ব্বক পতিব্রতা জনকাত্মজা সীতার অন্বেষণ কর।" ৩৫-৫১।

চতুর্থ সর্গ।

মারুতির লঙ্কাপুরী-দর্শন।

মহাবল, মহাবীর্য্য, মহাতেজা, কপিবর, পবননন্দন হনুমান্ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কামরূপিণী পুরীশ্রেষ্ঠা লঙ্কাকে সর্ব্বথা পরাজয় করিয়া দ্বারের দূরবর্ত্তী প্রাকারে উত্থিত হইয়া রজনী-সময়ে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শত্রুগণের মস্তকে বামপদ অর্পণ করিলেন। পণ্ডিতেরা উহাকে শত্রু-পরাজয়ের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইরূপে সত্যসম্পন্ন মারুতি নিশাকালে পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিকসিত কুসুমসমূহে সুশোভিত রাজপথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, হাস্যজনিত মনোহর শব্দে নিনাদিত, বিবিধ বাদ্য-ধ্বনি এবং হীরক-খচিত গবাক্ষে পরিবৃত, বজ্রাঙ্কুশ-প্রতিম গৃহ সমূহের সান্নিধ্যবশতঃ মেঘমালা-বিরাজিত আকাশ-মণ্ডলের ন্যায় লঙ্কানগরী শোভা পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন রাক্ষসগণের শ্বেতশতদল সদৃশ শ্বেতবর্ণ মেঘতুল্য পরমসুন্দর বিচিত্র ভবন এবং বর্দ্ধমান নামক অন্যান্য ভবন সমূহে উহা তৎকালে প্রজ্বলিত হইতেছিল। কপিরাজ সুগ্রীবের হিতাভিলাষী শ্রীমান্ হনুমান্ রামের অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিচরণ করিতে করিতে বিচিত্রমাল্য ও অলঙ্কারে বিভূষিতা সেই লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করত বিবিধাকার ও বিবিধরূপ ভবন সমস্ত ইতস্ততঃ দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি উরস, কণ্ঠ ও শিরঃ এই তিন স্থান হইতে সমুদ্ভূত মন্দ, মধ্য ও তারস্বর-অলঙ্কৃত মনোহর গীত, স্বর্গস্থ অপ্সরাগণের ন্যায় মদনাভিভূত মহিলাগণের কাঞ্চীনিনাদ ও নূপুরশিঞ্জিত এবং মহাত্মাগণের ভবন-সমূহে সোপানারোহণ-শব্দ শ্রবণ করিলেন। স্থানে স্থানে বাহ্বাস্ফোট, সিংহনাদ ও স্বাধ্যায়নিরত রাক্ষসদিগের মন্ত্রধ্বনিও তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। কোথাও রাক্ষসগণ স্বাধ্যায়ে নিরত ও কোথাও বা রাবণের স্তবে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং বহুসংখ্য রাক্ষস রাজপথ সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর মহাবল হনুমান্ মধ্যমগুল্মে সমাগত হইয়া বহুসংখ্যক নিশাচর অবলোকন করিলেন। তাহারা মুণ্ডিতমুণ্ড, দীক্ষিত, জটাজুটধর ও গবাজিনবাস পরিধান করিয়াছে। কুশমুষ্টি তাহাদের প্রহরণ ও তাহাদের অগ্নিকুণ্ড তাহাদের আয়ুধ। তাহাদের হস্তে কূট, মুদ্গর ও দণ্ডায়ুধ। সেই সকল নিশাচরগণের মধ্যে কাহারও বা একমাত্র চক্ষু, কাহারও বা এক কর্ণ, কাহারও একমাত্র পয়োধর বিলম্বিত হইতেছে। তাহাদের বদন বক্র, অঙ্গ সকল অত্যন্ত বিষম, আকার অতি বিকট ও অতি খর্ব্ব; সকলেরই হস্তে ধনু, খড়্গ, শতঘ্নী, মুষল ও অত্যুৎকৃষ্ট পরিঘ; সকলেরই শরীর বিচিত্র কবচে সমুদ্ভাসিত, সকলেই নাতিস্থূল,নাতিকৃশ,নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিগৌর, নাতিকৃষ্ণ ও নাতিবামন; সকলেই বিরূপ, বহুরূপ, সুরূপ ও সুবর্চ্চা, সকলেই ধ্বজ, পতাকা ও বিবিধ আয়ুধধারী। তাহাদের সকলেই শক্তি, বৃক্ষ, পট্টিশ, অশনি, ক্ষেপণী ও পাশধারী এবং মাল্য, অনুলেপন, উৎকৃষ্ট আভরণ, বিবিধ বেশ, তীক্ষ্ণ শূল ও বজ্র ধারণ করিয়াছে এবং সকলেই মহাবল ও যথেচ্ছবিহার-পরায়ণ। অনন্তর মহাকপি হনুমান্ অবলোকন করিলেন,অন্তঃপুরের পুরোভাগে মধ্যকক্ষায় শত সহস্র রক্ষক-পুরুষ সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি অন্তঃপুরের সম্মুখে রাক্ষসাধিপতি রাবণের নির্দ্দিষ্ট, সুবিশাল, সুবর্ণনির্ম্মিত, তোরণালঙ্কৃত, সুবিখ্যাত, রমণীয় ভবন দর্শন করিলেন। ঐ গৃহ পর্ব্বত-শিখরে প্রতিষ্ঠিত, শ্বেতপদ্মে শোভিত, পরিখাবলয়ে পরিবেষ্টিত, অতি উচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত, সাক্ষাৎ স্বর্গসদৃশ, দিব্যভাবে অলঙ্কৃত, মনোহর শব্দে নিনাদিত ও অশ্বগণের হ্রেষা-রবে প্রতিধ্বনিত। অদ্ভুত অশ্ব, রথ, যান, বিমান, শুভ্র হস্তী, শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ সুসজ্জিত চতুর্দ্দন্ত জন্তুসমূহে সমাবৃত এবং প্রমত্ত মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহে উহার দ্বারদেশ যার পর নাই শোভা ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। বীর্য্যশালী সহস্র সহস্র রাক্ষস-কর্ত্তৃক ঐ ভবন রক্ষিত হইলেও মহাকপি হনুমান্ রাক্ষসপতির তাদৃশ সুরক্ষিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে তিনি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার প্রাকারমণ্ডল সপ্তবর্ণ-স্বর্ণখচিত, ষোড়শবর্ণ সুবর্ণে নির্ম্মিত, শিরোভাগ মহামূল্য মুক্তামণিসমূহে সুশোভিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ অগুরু-চন্দন-গন্ধে সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে। ১-৩০।

পঞ্চম সর্গ।

রাত্রির প্রথমযামার্দ্ধে হনুমানের লঙ্কাপুরীতে ভ্রমণ ও তৎশোভা-দর্শন।

অনন্তর বুদ্ধিমান্ পবননন্দন হনুমান্ অবলোকন করিলেন, রাত্রির প্রথম-যামার্দ্ধে সূর্য্যের ন্যায় সমধিক প্রকাশমান শশলাঞ্ছন গোষ্ঠমধ্যে ভ্রমণশীল মত্ত বৃষের ন্যায় তারাগণমধ্যে সমাগত হইয়া বারংবার জ্যোৎস্নারাশি বিকীরণ করত বিহার করিতেছেন। তাঁহার উদয়ে লোকের পাপ সকল বিনষ্ট, মহোদধি পরিবর্দ্ধিত এবং ভূতমাত্রেই শোভিত হইয়াছে। যে লক্ষ্মী পৃথিবীতে মন্দরে,প্রদোষকালে সাগরে এবং দিবসে সলিলমধ্যে পদ্মসমূহে অধিক সন্নিহিত হইয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী নিশাকরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বিরাজমান হইয়া উঠিয়াছেন। রজত পঞ্জরস্থ হংস,মন্দরকন্দরস্থ সিংহ এবং গর্ব্বিতকুঞ্জরস্থ বীর,এই সকলের ন্যায় নভোমণ্ডলস্থ শশিকলার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তদীয় কলঙ্করূপ হরিণশৃঙ্গ

সুস্পষ্ট প্রকাশিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষ, উন্নত শিখরশালী শ্বেতবর্ণ মহাচল অথবা জাম্বুনদবদ্ধশৃঙ্গ হস্তী শোভা পাইতেছে। বর্ষা অতীত হওয়াতে তাঁহার শীতল জল বিন্দুরূপ পঙ্ক তিরোহিত হইয়াছে। মহাগ্রহ সূর্য্যের কিরণ-সম্পর্কে তাঁহার প্রভা অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রকাশ-লক্ষ্মীর আশ্রয় বশতঃ তদীয় কলঙ্কচিহ্ন বিশদরূপে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। শিলাতলস্থিত মৃগেন্দ্র, রণমধ্যবর্ত্তী গজেন্দ্র এবং রাজ্যস্থিত নরেন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সমধিক শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রকাশমান চন্দ্রের উদয়প্রযুক্ত সমস্ত অন্ধকার বিনষ্ট, রাক্ষসগণের মাংসভক্ষণ দোষের আতিশয্য সংঘটিত, রমণীগণের প্রীতিপ্রদ প্রণয়-কলহ নিরস্ত এবং স্বর্গসুখ প্রকাশিত হওয়াতে প্রদোষকালের গৌরব ও শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কর্ণসুখকর বীণাধ্বনি ইতস্ততঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। পতিব্রতা রমণীগণ স্বামি-সহ একত্র শয়ন করিতেছে এবং অতিশয় অদ্ভুত ও রৌদ্রকর্ম্মকারী ভয়ঙ্করবৃত্তি নিশাচর রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেই সময় পরমবুদ্ধিমান্ হনুমান্ পুনরায় অবলোকন করিলেন, রাক্ষসগণের গৃহ সকল রথ, অশ্ব ও স্বর্ণময় আসনে সমাকুল, বীর-শ্রী-সমন্বিত এবং ঐশ্বর্য্যময় ও মদমত্ত নিশাচরগণে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রমত্ত রাক্ষসগণ পরস্পর অধিকতর উত্তর-প্রত্যুত্তর, কেহ বা পীন-হস্ত-বিক্ষেপ সহকারে মত্ত প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ ও পরস্পর নিন্দা করিতেছে এবং কখন বা কেহ বক্ষঃস্থল বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কেহ বা প্রেয়সীকে আলিঙ্গন করিতেছে, কেহ বিবিধ বিচিত্র বেশ ধারণ করিতেছে এবং অনেকে ধনু আকর্ষণ করিতেছে। অনন্তর হনুমান্ অবলোকন করিলেন, মহিলাগণ কেহ চন্দনাদি লেপন, কেহ শয়ন, কেহ প্রফুল্ল-বদনে হাস্য এবং কেহ ক্রোধান্বিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তখন সেই অন্তঃপুর সুসজ্জিত মদমত্ত মাতঙ্গসমূহের গর্জ্জন ও বিভীষণাদি মহামান্য সাধুচরিত্র বীরগণের নিশ্বাস দ্বারা নিশ্বসন্ত সর্পসমূহে পরিপূর্ণ হ্রদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর তিনি সেই পুরীমধ্যে আস্তিক, মিষ্টভাষী, বিবিধ-বেশধারী, জগতের মধ্যে প্রধান ও সুন্দর, রুচির নামধারী, প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে দর্শন করিলেন। তিনি সমধিক ধীশক্তি-সম্পন্ন, বিবিধ গুণবিশিষ্ট, আত্মগুণসদৃশ ও সুরূপ রাক্ষসদিগকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরূপ হইলেও সমধিক প্রভাযুক্ত সুরূপের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সে স্থানে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত, তারকার ন্যায় প্রিয়দর্শনা,মহানুভাবা নিশাচরীরা মদ্যপানাদি প্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইয়া হাব-ভাব এবং কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিতেছে। আরও তিনি নিশীথসময়ে দর্শন করিলেন, বিহঙ্গী যেমন বিহগ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হয়, সেইরূপ নিজ নিজ স্বামী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা কোন কোন কামিনী যুগপৎ লজ্জা ও হর্ষের বশীভূতা হইয়া স্ব স্ব রূপাতিশয্যে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। ধীমান্ পবনতনয় পুনরায় নিরীক্ষণ করিলেন, কোন কোন অভিমত বিবাহিতা পতিব্রতা রমণী হর্ম্যতলে এবং কেহ বা স্ব স্ব স্বামীর ক্রোড়দেশে মদনাবিষ্ট-চিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পরে তিনি অবলোকন করিলেন, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা,চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বলবর্ণ-সমন্বিতা কোন কোন রমণীর উত্তরীয়-বসন নাই এবং কেহ কেহ বা মানভরে স্বামিবিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কেহ বা কৃতপ্রসাদক স্বামীর সহবাসে নিরতিশয় প্রীতিমতী, কেহ কেহ কুসুমগুচ্ছ ধারণ করিয়া অতিশয় মনোহারিণী ও হর্ষাবিষ্টা হইয়াছে এবং কেহ কেহ স্বভাবতঃই চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। শশধর-সদৃশ সুন্দর বদন-পরম্পরা, বক্র দৃষ্টি ও সুকুমার পক্ষ্মবিশিষ্ট সুচারু নেত্ররাশি এবং বিদ্যুন্মণ্ডলীর ন্যায় দীপ্তিমান্ অলঙ্কার সকল তাঁহার দর্শন-পথে নিপতিত হইল। কিন্তু যিনি ধর্ম্মপরায়ণ সুমহৎ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি নিরতিশয় আভিজাত্যশালিনী,বিধাতা যাঁহাকে মানস-কল্পনায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন,যিনি সুজাতা প্রফুল্লিতা লতার ন্যায় যার পর নাই সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যের আকর, যিনি নিরন্তর পাতিব্রত্য-পথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করেন, রামেই যাঁহার একমাত্র দৃষ্টি ও রামেই যাঁহার একমাত্র কামলালসা, যিনি স্বামীর নির্ম্মল মনে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, যিনি সমুদায় উৎকৃষ্ট মহিলাকুলের ললামস্বরূপ, যিনি স্বামি-বিরহে বিধুরা হইয়া সাশ্রুকণ্ঠে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্ব্বে রাম-সহবাস-সময়ে অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণাগ্রগণ্য পদক যাঁহার কণ্ঠদেশ ভূষিত করিত, যাঁহার পক্ষ্মসকল সুকুমার ও স্বর অতি মধুর, যিনি অরণ্যমধ্যে নৃত্যপরায়ণা ময়ূরীর ন্যায় দেখিতে অতি মনোহারিণী, যিনি স্বামি-বিরহে অসম্যক্ প্রকাশিতা চন্দ্ররেখার ন্যায়, পাংশুলিপ্তা স্বর্ণরেখার ন্যায়, ক্ষতোৎপন্ন বর্ণরেখার ন্যায়, অথবা বায়ুসমালোড়িত মেঘরেখার ন্যায় সাতিশয় শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই মনুজেশ্বর রামের সহধর্ম্মিণী সীতাকে বহুক্ষণ অন্বেষণ পূর্ব্বক দেখিতে না পাইয়া কপিবর হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত ও শিথিলপ্রযত্ন হইলেন। ১-২৯।

ষষ্ঠ সর্গ।

হনুমান্ কর্ত্তৃক রাবণ, প্রহস্ত, বিভীষণ প্রভৃতির গৃহদর্শন।

কামরূপী কপিবর শ্রীমান্ হনুমান্ সপ্ততল প্রাসাদপরম্পরায় স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করত লঙ্কামধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং ত্বরান্বিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহসমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ গৃহ সূর্য্যসমবর্ণ, প্রভাপুঞ্জ-বিরাজিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সিংহ যেমন মহাবল, সেইরূপ ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উহা রক্ষিত হইতেছে দেখিয়া কপিকুঞ্জর হনুমান্ সেই ভবন তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, উক্ত ভবন বহুলকক্ষা-সমন্বিত ও বিচিত্র শোভায় শোভিত, বিচিত্র তোরণ সকল রজত-নির্ম্মিত ও স্বর্ণখচিত; দ্বারসকল মনোহরভাবে সংস্থাপিত হওয়ায় অতিশয় শোভা পাইতেছিল। শৌর্য্যশালী, পরিশ্রম-বিহীন গজারূঢ় মহামাত্রগণ, অপ্রতিহতবেগবিশিষ্ট স্যন্দনবাহী অশ্ব, সিংহ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত,স্বর্ণ রৌপ্য ও হস্তিদন্তময় প্রতিমাসমূহে সুসজ্জিত ও গভীর গর্জ্জনশালী বিচিত্র রথ, নানাবিধ রত্ন, অত্যুৎকৃষ্ট আসন, বৃহৎ বৃহৎ রথ ও মহারথসমূহ এবং পরম সুন্দর ও সুদৃশ্য নানাজাতীয় বহুসহস্র মৃগ ও পক্ষী, এই সকলে রাবণ-গৃহ ভূষিত ও বেষ্টিত। সীমারক্ষক বিনীতস্বভাব পরম-শিক্ষিত রাক্ষসগণ সতর্কভাবে উহা রক্ষা করিতেছে। অনেকগুলি প্রধানা বরাঙ্গনা ও প্রমোদময়ী প্রমদাগণে উহার চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কারসমূহের ঝঙ্কার-ধ্বনিতে সাগরতুল্য গম্ভীরভাবে উহা নিনাদিত হইতেছে। অধিকন্তু ঐ গৃহ রাজভবনোচিত চিহ্নসমূহে উপলক্ষিত,অত্যুৎকৃষ্ট মহামূল্য চন্দনগন্ধে ও প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে সমাবৃত; উহা ভেরী,মৃদঙ্গ ও শঙ্খশব্দে নিনাদিত এবং রাক্ষসগণ ঐ গৃহে নিরন্তর স্ব স্ব ইষ্টদেবের অর্চ্চনায়

প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মহাকপি হনুমান্ রাক্ষসরাজ রাবণের গজ, অশ্ব ও রথসঙ্কুল, সমুদ্রতুল্য গম্ভীর ও শব্দকারী, মহামূল্য রত্নসমূহে বিভূষিত ও পরিব্যাপ্ত, সেই সুদৃঢ় ভবন অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন, উহা সমুদায় লঙ্কার অলঙ্কারস্বরূপ এবং তন্নিকটবর্তী গৃহে বিচরণ করিতে করিতে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন পূর্ব্বক প্রধান প্রধান নিশাচরগণের গৃহ ও উদ্যান সমস্ত নিরীক্ষণ করত নির্ভীকচিত্তে তাহার মধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী হনুমান্ মহাবেগে লম্ফ দিয়া প্রথমে প্রহস্তের গৃহে, তদনন্তর বীর্য্যবান্ মহাপার্শ্বের ভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে কুম্ভকর্ণের মেঘসদৃশ গৃহ অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্বা, বিদ্যুন্মালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, ধীমান্ সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, ভয়াস্পদ, বিদ্যুদ্রূপ, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দ্রংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ এই সকল রাক্ষসের গৃহে গমন ও তত্তৎ মহার্হ ভবনসমূহে ঐ সকল ঋদ্ধিশালী রাক্ষসের পরমসমৃদ্ধি দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাযশা শ্রীমান্ মহাকপি হনুমান্ ক্রমে ক্রমে সেই সেই ভবন অতিক্রম করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, বিকৃতনয়না নিশাচরীগণ পর্য্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে। অনন্তর তিনি রাবণ-গৃহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে শূল, মুদ্গর, শক্তি ও তোমরধারিণী বহুসংখ্য রাক্ষসী; শস্ত্রোদ্যত মহাকায় রাক্ষসসমূহ; রক্ত শ্বেত ও সিতবর্ণ অতি দ্রুতগামী অশ্বগণ, উৎকৃষ্ট জাতরূপসম্পন্ন বন্যগজের পীড়াপ্রদ, সুশিক্ষিত, যুদ্ধে ঐরাবত সদৃশ, শত্রুসৈন্যের নিহন্তা, মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় রক্ষণশীল, সমরে শত্রুগণের অজেয় ও মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী গজসমূহ; বহুসংখ্যক সেনা, স্বর্ণময় জালবন্ধে বিভূষিত, তরুণাদিত্যসন্নিভ ও সুবর্ণালঙ্কৃত, সহস্র সহস্র লোকের বহনক্ষম বিবিধাকার শিবিকা; বিচিত্র লতাগৃহ চিত্রপট-শোভিত গৃহ; ক্রীড়াগৃহ ও কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম ক্রীড়াপর্ব্বত; রমণীয় রতিগৃহ ও দিবাকালীন বিহারগৃহ এই সকল দর্শন করিলেন। আরও দেখিলেন, রাবণের গৃহ অতি উৎকৃষ্ট। উহা মন্দরপর্ব্বতের তল প্রদেশের ন্যায় মনোহর ময়ূরস্থানসমূহে পরিব্যাপ্ত, ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণ ও অসংখ্য রত্ন ও নিধিসমূহে পরিপূর্ণ। নির্ভীক ও স্থিরচিত্ত রক্ষকগণ তথায় নিবিরক্ষাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন, যক্ষেশ্বর কুবেরের গৃহ বিরাজমান হইতেছে। রত্ন সকলের জ্যোতি ও রাবণের তেজঃপ্রভাবে করসহস্রপরিপূর্ণ দিবাকরের ন্যায় ঐ গৃহ প্রদীপ্ত হইতেছে। স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক, আসন ও শুভ্রবর্ণ পাত্র সকল তথায় মারুতির নয়নগোচর হইল। তিনি সেই মহাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ মদ্য ও আসবে আর্দ্রভাবাপন্ন, মণিময় পাত্রসমূহে সমাকীর্ণ, কুবেরগৃহের ন্যায় মনোরম ও সর্ব্বথা বিঘ্নরহিত। উহা নূপুর, কাঞ্চী, মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যশব্দে নিনাদিত; ভূরি ভূরি প্রাসাদ ও শত শত স্ত্রীরত্নে পরিবেষ্টিত এবং উহার কক্ষাসমূহ সাতিশয় সুরক্ষিত। ১-৪৪।

সপ্তম সর্গ।

হনুমানের রাবণগৃহাদি অবলোকন ও সীতাকে না দেখিয়া বিষাদ।

মহাবল হনুমান্ দেখিলেন, গৃহের বাতায়ন সকল সুবর্ণময় ও বৈদূর্য্য-মণি-খচিত; তাহাতে বিহগসকল বিরাজমান থাকায় বিদ্যুজ্জড়িত বিহগশ্রেণী-শোভিত বর্ষাকালীন মেঘসমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নানা প্রকার নাগরিক গৃহসকল সুপ্রশস্ত; শঙ্খ, আয়ুধ ও শরাসনে সুসজ্জিত এবং পর্ব্বতাকার ভবনসমূহের উপরিস্থিত বিশাল গৃহাবলী অতি মনোহরভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সকল গৃহ বিবিধ-রত্ন-পূর্ণ, দেবাসুরগণেরও পূজিত, সর্ব্বদোষ-পরিবর্জ্জিত এবং দশাননের বাহুবলার্জ্জিত। সাক্ষাৎ ময়দানব যত্নাতিশয়-সহকারে নির্ম্মাণ করাতে গুণগ্রামে লঙ্কাধিপতির ঐ সকল গৃহ মহীতলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। উন্নত মেঘ-সদৃশ সুবর্ণময় রাক্ষসরাজের গৃহসমূহ তাঁহার বাহুবীর্য্যসদৃশ মনোহর ও উপমারহিত। দেখিলে বোধ হয় যেন, মহীতলে পাতিত স্বর্গের ন্যায় শোভায় উজ্জ্বল হইয়াছে। উহা বহুবিধ রত্নপূর্ণ থাকায় যেন বিক্ষিপ্ত পুষ্পরজোদ্বারা আবৃত নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষাকীর্ণ পর্ব্বতাগ্রভাগের ন্যায় উজ্জ্বল হইতেছে। সুরূপা রমণীসকল বিরাজমান থাকায় যেন তড়িৎশোভিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। অথবা দিব্যহংসশ্রেণী-কর্তৃক বাহ্যমান, শ্রীসম্পন্ন, সুকৃতিশালী লোকের আকাশস্থ বিমানের ন্যায় উহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তথায় হনুমান্ ধাতু-বিচিত্রিত পর্ব্বতাগ্র সকল, গ্রহচন্দ্র-বিচিত্রিত নভোমণ্ডল এবং বহুবর্ণ-বিচিত্রিত মনোহর মেঘের ন্যায় বিবিধ-রত্ন-বিচিত্রিত পুষ্পক-নামক রাবণের বিমান অবলোকন করিলেন। ঐ বিমানে বহুজনের বসিবার যে স্থান আছে, তাহা স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত পর্ব্বতসমূহে পরিপূর্ণ; সেই পর্ব্বতসমূহ আবার বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত; সেই বৃক্ষসমূহ আবার পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ এবং সেই কুসুমসমূহ আবার কেশরসমূহে সমাবৃত। তথায় পাণ্ডুবর্ণ বিবিধ ভবন, সুপুষ্প-সুশোভিত, পুষ্করিণী, কেশরসহ পদ্ম, বিচিত্র বন ও সরোবর সকলও বিনির্ম্মিত হইয়াছে। মহাকপি হনুমান্ সেই পুষ্পক নামে মহাবিমান অবলোকন করিলেন। ঐ বিমান রত্নপ্রভায় উজ্জ্বল ও নিরতিশয় ঘূর্ণ্যমান এবং অত্যুৎকৃষ্ট বিমানসমূহের অপেক্ষাও যার পর নাই সৌভাগ্যসম্পন্ন। তথায় প্রবাল, রৌপ্য ও বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত বিহঙ্গম, স্বর্ণাদি-গঠিত বিচিত্র ভুজঙ্গম এবং জাত্যনুরূপ সুন্দরশরীর তুরঙ্গমসমূহও তাঁহার দর্শনপথে নিপতিত হইল। যাহাদের পক্ষসকল প্রবাল ও স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পে অলঙ্কৃত, সঙ্কুচিত ও কুটিল এবং সাক্ষাৎ কামের পক্ষের ন্যায় শোভমান, তাদৃশ মুখসম্পন্ন ও সুপক্ষ বিহঙ্গম সকল তথায় চিত্রিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তথায় কমলাকর পুষ্করিণীমধ্যে সুশোভন পদ্মহস্তে পদ্মসমন্বিতা দেবী এবং তদীয় অভিষেকে নিযুক্ত সুন্দর-শুণ্ডশোভিত কেশর-সমলঙ্কৃত হস্তী সকলও নির্ম্মিত রহিয়াছে। এইরূপে হনুমান্ সেই দশমুখ রাবণের বাহুবিনির্জ্জিত পরম-প্রশংসিত লঙ্কানগরীর ইতস্ততঃ উল্লম্ফন দ্বারা বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরতিশয় দুঃখিতা, সুপূজিতা, পতির গুণ-গ্রামে নির্জ্জিতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মন অতিশয় দুঃখিত হইল। হনুমানের চরিত্র সমস্ত জগতের বিশিষ্টরূপ সম্মানভাজন ও হৃদয় অতি শিক্ষিত এবং তিনি শাস্ত্রচক্ষুঃসম্পন্ন ও মহাত্মা ছিলেন। ১-১৭।

অষ্টম সর্গ।

পুষ্পকবিমান-বর্ণন।

ধীশক্তিসম্পন্ন হনুমান্ রাবণের গৃহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক নানাবিধ উৎকৃষ্ট মণি দ্বারা খচিত অতি মহৎ পুষ্পক নামক মহাবিমান দর্শন করিলেন। উহা প্রতপ্ত-সুবর্ণ-নির্ম্মিত গবাক্ষপরম্পরায় অলঙ্কৃত এবং নিরুপম-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন প্রতিমা প্রভৃতির সান্নিধ্য-বশতঃ বিচিত্র-সুষমাবিশিষ্ট। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা সম্যক্‌বিধানে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আকাশমধ্যস্থ বায়ুপথে আদিত্যপথের চিহ্নস্বরূপে উহা বিরাজমান হইতেছে। তথায় এমন কিছুই নাই, যাহাতে মহামূল্য রত্ন সকল খচিত নাই; দেবগণের বিমান সমূহেও তাদৃশ শিল্পনৈপুণ্য লক্ষিত হয় না, এরূপ বিশেষ বিশেষ রচনা সকল তথায় বিন্যস্ত হইয়াছে এবং তত্রত্য পদার্থমাত্রই লোকোত্তর-গুণসম্পন্ন। রাবণ তপস্যা ও সমাধিলব্ধ পরাক্রম-সহায়ে উহা অর্জ্জন করিয়াছে। উহা মনের সঙ্কল্পানুসারে সর্ব্বত্রই গমন করিতে পারিত। নানাবিধ বিশিষ্টরূপ রচনা এবং নানাস্থান হইতে দিব্য বিমান-নির্ম্মাণোপযোগী বিশেষ বিশেষ বহুমূল্য রত্নসমূহে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা মহাধনশালী যশস্বী পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের অতিশয় আনন্দাস্পদ ও প্রভুর মনের গতি বুঝিয়া মারুতের ন্যায় অতি দ্রুততর গমন করিতে সক্ষম; সুতরাং কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। অধিকন্তু ঐ বিমান বিশেষ বিশেষ গতি অনুসারে শূন্যপথে বিচরণ করিত এবং উহা অদ্ভুত পদার্থ সকলের সমষ্টিস্বরূপ বহুসংখ্যক গৃহে বিভূষিত, অতিশয় মনোরম, শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মল এবং বিচিত্র কূটসমূহে অলঙ্কৃত গিরিশিখরের ন্যায় বিরাজমান। যাহাদের লোচনপরম্পরা সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান, নিমেষশূন্য ও বিশাল, তাদৃশ আকাশগামী নিশাচর ও মহাবেগশালী কুণ্ডলালঙ্কৃত সহস্র সহস্র ভূতগণ ঐ গভীর নির্ঘোষে বিমান বহন করিয়া থাকে। এইরূপে বানরশ্রেষ্ঠ বীরবর হনুমান্ বসন্তকালোদ্ভব পুষ্পসমূহ বিকীর্ণ থাকায় বসন্তমাস অপেক্ষা পরম সুন্দর-দর্শন উল্লিখিত উৎকৃষ্ট পুষ্পক-বিমান বিলোকন করিলেন। ১-৮।

নবম সর্গ।

হনুমান্ কর্ত্তৃক রাবণের বাসগৃহদর্শন।

পবননন্দন হনুমান্ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলয়নিকরের মধ্যে অতি সুন্দর বিশাল নির্ম্মল গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ গৃহ রাবণের অধিকৃত, অতিশয় বৃহৎ, বিস্তারে অর্দ্ধ যোজন ও দৈর্ঘ্যে এক যোজন এবং বহুসংখ্য প্রাসাদে পরিবেষ্টিত। শত্রুনিসূদন হনুমান্ তথায় বিশালনয়না বিদেহনন্দিনী সীতাদেবীকে অন্বেষণ করত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের সাধারণ আবাস-গৃহ অবলোকন করত দশাননের বাসগৃহে গমন করিলেন। এই গৃহ অতিশয় বিস্তৃত; চতুর্দ্দন্ত ও ত্রিদন্ত হস্তিসমূহে পরিব্যাপ্ত, উদ্যতায়ুধ নিশাচরগণে সর্ব্বদা রক্ষিত এবং রাবণের রাক্ষসজাতীয় নিশাচর-পত্নী ও বলপূর্ব্বক অন্য রাজ্য হইতে আনীতা রাজগণে আবৃত থাকায়, যেন নক্র, মকর, তিমিঙ্গিল, মৎস্যসমূহ ও সর্পগণপরিপূর্ণ এবং বায়ুবেগে আলোড়িত সাগরের ন্যায়, এই গৃহ তদীয় নয়নপথে নিপতিত হইল। কুবের ও ইন্দ্রের ভবনে যে লক্ষ্মী বিরাজমান, রাবণের এই গৃহে সেই সর্ব্বভুবন-মনোহারিণী অনপায়িনী লক্ষ্মী নিত্য অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং রাজা, কুবের, যম, বরুণের গৃহ যাদৃশ ধনসম্পন্ন, রাবণের ঐ গৃহ তাদৃশী বা তাহা অপেক্ষাও সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন। পবনাত্মজ হনুমান্ সেই হর্ম্ম্যের অন্তর্নিবিষ্ট আর এক সুনির্ম্মিত ও মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছিত গৃহ অবলোকন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গে থাকিয়া, নানা প্রকার রত্নদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, পুষ্পক-নামক যে দিব্য বিমান ব্রহ্মার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যক্ষপতি কুবের কঠোর তপস্যাফলে পিতামহের নিকট হইতে যাহা লাভ করেন, রাক্ষসাধিপতি রাবণ তেজঃপ্রভাবে কুবেরকে পরাজয় করিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন; যাহা স্বর্ণ, হিরণ্য ও রৌপ্যময় এবং চিত্রিত ঈহামৃগবিশিষ্ট সুঘটিত স্তম্ভসমূহে ও স্বকীয় শ্রীতে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে; সুমেরু ও মন্দরপর্ব্বতপ্রতিম, সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ গগনস্পর্শী কূটগৃহ ও বিহারগৃহসকল সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত রহিয়াছে; বিশ্বকর্ম্মা সুকৌশলে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যাহা স্বর্ণময় সোপান ও অত্যুৎকৃষ্ট বেদিতে অলঙ্কৃত, যাহা কাঞ্চনময় ও স্ফটিকময় গবাক্ষ ও বাতায়নসমূহে বিরাজমান; যাহাতে ইন্দ্রনীল, মহানীল ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট মণিময় বেদি সকল শোভা পাইতেছে; বিচিত্র বিদ্রুম, মহামূল্য মণি, বর্ত্তুলাকৃতি মুক্তা ও কুট্টিমপ্রদেশ এই সকলে যাহা নিরতিশয় শোভমান; যাহা সুবর্ণসদৃশ সুগন্ধি ও সূর্য্যসন্নিভ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত, সেই তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল পুষ্পকনামক দিব্য বিমানে মহাকপি হনুমান্ আরোহণ করিলেন এবং সেই বিমানে অবস্থান করিয়া, গন্ধপান ও ভক্ষ্যান্নসম্ভূত চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। এই বায়ু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এবং যেন সাক্ষাৎ গন্ধস্বরূপ ধারণ করিয়াছে। বন্ধু যেমন অকৃত্রিম বন্ধুকে সদুপদেশ প্রদান করে, তদ্রূপ সেই গন্ধময় বায়ু মহাসত্ত্ব হনুমান্‌কে এই কথা বলিল, "যে স্থানে রাবণ আছে, আমার সহিত সেই স্থানে আইস।" ১-২১।

অনন্তর তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, রাবণের সুবৃহৎ শয়ন মন্দির দর্শন করিলেন। ঐ গৃহ অতি রমণীয় ও সর্ব্বতোভাবে নির্বিঘ্ন এবং উৎকৃষ্ট রমণীর ন্যায় রাবণের নিরতিশয় প্রণয়ভাজন। তত্রত্য সোপানশ্রেণী রত্নরাজি দ্বারা বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত, গবাক্ষ সকল হেমময়, তলভাগ স্ফটিকপ্রস্তরে আবৃত এবং মধ্যভাগ হস্তিদন্ত, মুক্তা, বজ্র, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণনির্ম্মিত বিবিধ প্রতিমায় সুশোভিত। সম, সরল, সমন্তাৎ সুশোভিত ও বৃক্ষের ন্যায় অতি উচ্চ, বহুসংখ্য স্তম্ভে ঐ গৃহ যেমন সুশোভিত, সেইরূপ যেন আকাশে উত্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর ন্যায় চতুরস্র বিস্তৃত বিচিত্র কম্বল উহাতে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। অধিকন্তু ঐ শয়নশালা সরাষ্ট্র গৃহসমেত সুশোভিত পৃথিবীর ন্যায়, বিস্তীর্ণ মদমত্ত বিহঙ্গমগণের কূজনশব্দে নিনাদিত, মনোহর গন্ধে সুবাসিত, অত্যুৎকৃষ্ট আভরণ-বিশিষ্ট, অগুরু-ধূপে ধূম্রবর্ণ, হংসের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ, অতিশয় নির্ম্মল, পত্র ও পুষ্প-রচনার সান্নিধ্য-বশতঃ বিচিত্রবর্ণা বশিষ্ঠধেনুর ন্যায় সুন্দরপ্রভাশালিনী, হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন, দেহকান্তি-সংসাধন, সমুদায় শোকবিনাশন এবং যেন সাক্ষাৎ শোভারও সমুদ্ভাবন করে। দর্শনমাত্র জননীর ন্যায় রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভোগবস্তু দ্বারা হনুমানের চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিবিধান করিল। তাহাতে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহা সাক্ষাৎ স্বর্গ, দেবলোক অথবা অমরাবতী কিংবা উৎকৃষ্ট সিদ্ধি

হইবে। যে হেতু, উহা দীপমালার আলোকে, ভূষণের জ্যোতিতে ও রাবণের তেজঃপ্রভাবে অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাহাতে কাঞ্চনময় দীপসকল রাবণের তেজে অভিহত হইয়া অক্ষক্রীড়ায় মহাধূর্ত্ত-কর্ত্তৃক পরাজিত ধূর্ত্তের ন্যায় যেন প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রদীপ সকলের প্রভা, রাবণের তেজ ও ভূষণসমূহের দীপ্তি, এই সকলে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতেছে বলিয়া মারুতির মনে হইল। অনন্তর তিনি দর্শন করিলেন, রজনী সমাগত হওয়াতে সহস্র সহস্র রমণীগণ নানাবিধ বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, বিচিত্র আসনে শয়ন-পূর্ব্বক অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে, মদ্যপান ও নিদ্রার বশীভূত হইয়া, ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়াছে। এইরূপে সকলে সুষুপ্ত ও নূপুর প্রভৃতির ঝঙ্কারশব্দ তিরোহিত হওয়াতে রাবণের ঐ গৃহ ভ্রমর ও হংসধ্বনিবিরহিত সুবৃহৎ পদ্মবনের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। অনন্তর পবনতনয় হনূমান্ পরমা সুন্দরী ললনাগণের কমলগন্ধ-সমন্বিত বদনমণ্ডল অবলোকন করিলেন। নিদ্রাসমাগমে তাহাদের নয়নযুগল নিমীলিত ও দশনরাজি সংবৃত হইয়াছে। তাহাদের ঐ মুখমণ্ডল রজনীর অবসানে পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া পুনরায় নিশাসমাগমে মুকুলিতপত্র সরোজের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। তদ্দর্শনে শ্রীমান্ মহাকপি হনুমান্ যুক্তি-অনুসারে এই প্রকার বিবেচনা করিলেন যে, মত্ত ভ্রমরকুল প্রফুল্ল-পঙ্কজের ন্যায় এই সকল মুখকমল নিয়ত অভিলাষ করিতেছে। এই প্রকার বিচার করিয়া, তিনি সেই সকল মুখপদ্মকে গুণে সলিলজাত পদ্মের সহিত তুলনা করিলেন। সে যাহা হউক, রাবণের শয়নগৃহ ঐ সকল বরাঙ্গনাসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া শরৎকালীন নক্ষত্রভূষিত সুনির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং স্বয়ং দশাননও তাদৃশ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রমালা-সমাবৃত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছে। যে সকল তারকা পুণ্যক্ষয়ে আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহারাই যেন সকলে স্ত্রীরূপে এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এই প্রকার প্রতীতি হনুমানের মনে উদয় হইল। ফলতঃ সুনির্ম্মল তেজোবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত তারকার ন্যায় তত্রত্য রমণীগণের উজ্জ্বল কান্তি ও সুবিমল বর্ণের সুষমা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই রামাগণ মদ্যপানে অত্যন্ত শ্রম বশতঃ নিদ্রায় অচেতন হইলে, তাহাদের বিগলিত কেশকলাপ, কোমল মাল্যদাম ও উৎকৃষ্ট ভূষণরাজি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল। কাহারও কাহারও তিলক মর্দ্দিত, কাহারও বা নূপুর পদ হইতে স্খলিত, কাহারও কাহারও হারশ্রেণী পার্শ্বদেশে বিগলিত হইয়াছিল, কাহারও মুক্তাহার ছিন্ন, কাহারও বসন বিস্রস্ত, কাহারও বা কাঞ্চীসমূহ নিতম্ব হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রমণীগণ শ্রান্ত হইয়া এইরূপে আভরণ সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক বহন-ক্লিষ্ট ঘোটকীর ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। কুণ্ডল বিগলিত এবং মাল্যদাম বিচ্ছিন্ন ও বিমর্দ্দিত হওয়াতে কোন রমণী যেন মহাবনে গজেন্দ্র-মর্দ্দিত প্রফুল্ল লতার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কাহারও কাহারও চন্দ্রকিরণ-সন্নিভ শুভ্রবর্ণ মুক্তাহার বক্ষঃস্থলে বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রসুপ্ত হংসের ন্যায় রমণীগণের স্তনমধ্যে বিরাজমান হইতেছে। কাহারও বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত মণিমালা কলহংসের ন্যায়, কাহারও বা স্তনমধ্যগত হেমহারশ্রেণী চক্রবাকের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। ফলতঃ ঐ সকল সুপ্তা রমণী নদীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। যশ তাহাদের তীর, বিলাস ও বিভ্রমাদি তাহাদের মকর ও কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তু, কিঙ্কিণীজাল তাহাদের প্রতিভা এবং স্বর্ণ তাহাদের বিপুল অম্বুজ; জঘন তাহাদের পুলিন এবং নানাজাতীয় অলঙ্কার সমস্ত হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক। কোন কোন রমণীর সুকোমল অঙ্গে, কাহারও কাহারও কুচাগ্রে বিমর্দ্দ-জনিত যে রেখারাজি লাঞ্ছিত হইয়াছে, তৎসমস্ত সুন্দর ভূষণের কার্য্য করিতেছে। কাহারও কাহারও বা বসনাঞ্চল মুখমারুত হিল্লোলে কম্পিত হইয়া বদনের উপরিভাগে বারংবার কম্পিত হইতেছে; বোধ হয়, যেন নানাবর্ণে রঞ্জিত, সুবর্ণতন্তু-বিনির্ম্মিত বস্ত্রের সুরুচির পতাকা উদ্ধৃত হইতেছে। কোন কোন কান্তিমতী কামিনীগণের কুণ্ডলযুগল মুখমারুত-সংযোগে মন্দ মন্দ আন্দোলন পূর্ব্বক কম্পিত হইতেছে। তাহাদিগের স্বাভাবিক সুগন্ধি বদন নিঃসৃত সুখস্পর্শ নিশ্বাসবায়ু আসব গন্ধে অধিকতর সুগন্ধিত হইয়া রাবণের সুখসাধন করিতেছে। কোন কোন রাবণ মহিলা মদবিহ্বলা হইয়া রাবণের মুখ ভ্রমে বারংবার সপত্নীদিগের মুখ আঘ্রাণ করিতেছে। সেই সকল উৎকৃষ্ট ললনার মন রাবণেই একান্ত আসক্ত থাকায় সপত্নী কর্ত্তৃক চুম্বিত হইলেও বিরক্ত হইতেছে না। অঙ্গদ-বিভূষিতা কতকগুলি কামিনী সুন্দর পরিধেয়-বসন বিস্তার করিয়া বাহুদ্বয় উপাধান করত মস্তক দিয়া শয়ন করিয়াছে। কেহ বা কাহারও বক্ষের উপর, কেহ বা কাহারও ভুজের উপর, কেহ বা কাহারও অঙ্কের উপর, আর কেহ বা কাহারও কুচমণ্ডলের উপর শয়ান রহিয়াছে। এইরূপে মাদকতা ও পতি-প্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া অঙ্গনা সকল পরস্পরের ঊরু, কটি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করত পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ নিবেশ পূর্ব্বক শয়ন করিয়াছে। সেই সুমধ্যমা কামিনী সকল পরস্পরের অঙ্গ-স্পর্শে সুখানুভব করত পরস্পরের বাহুসংলগ্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। অন্যান্যের ভুজসূত্রে গ্রথিত সেই রমণীমালা এক সূত্রে গ্রথিতা ষট্‌পদ-নিসেবিতা মনোহর কুসুম-মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাবণের সেই রমণী-বন দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন চৈত্রমাসে বিকসিত লতা-বন বায়ুর আন্দোলনে পরস্পর মালার ন্যায় গ্রথিত কুসুম-স্তবকে পরস্পরে সংলগ্ন হইয়াছে। সকলেই একসঙ্গে সেই সুশোভন বৃক্ষের স্কন্ধদেশ বেষ্টন করিয়াছে, তাহাতে ভ্রমর সকল সমাকুল হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতেছে। কামিনীদিগের অলঙ্কার সকল স্পষ্ট যথাস্থানেই বিন্যস্ত রহিয়াছে; কিন্তু স্থির করা কঠিন, কোন্‌খানি ভূষণ, কোন্‌টি মালা, আর কোন্‌টিই বা তাহাদিগের অঙ্গ, ইহা জানা যায় না। রাবণ এক্ষণে সুষুপ্ত হইয়াছে দেখিয়াই যেন বিবিধপ্রভ কাঞ্চনময় জলন্ত প্রদীপ সকল অনিমেষ-লোচনে রাবণের অঙ্গনা সকলকে নিরীক্ষণ করিতেছে। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসদিগের কন্যা সকল রাবণের প্রণয়িনী হইয়াছিল। কাহাকেও বা রাবণ যুদ্ধাভিলাষে হরণ করিয়াছিল কোন কোন মদোদ্ধতা তরুণী কামশরে মোহিত হইয়া স্বয়ং আগমন করিয়াছিল। বীর্য্যশালী রাবণ বলপূর্ব্বক কোন প্রমদাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করে নাই; বরবর্ণিনী জানকী ভিন্ন আর সকলেই রাবণের সৌন্দর্য্যাদি গুণে আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিয়াছিল; অন্যের প্রতি কাহারও অভিলাষ ছিল না; পূর্ব্বে অন্যেও কাহাকেই উপভোগ করে নাই। সকলেই সৎকুলজাতা, সকলেই সুন্দরী, সকলেই দক্ষিণা, সকলেই উৎকৃষ্ট আভরণে বিভূষিতা, সকলেই মনস্বিনী, সকলেই কান্তের অভিলষিতা। সেই সকল কামিনীদিগকে দর্শন করিয়া হনূমান্ মনে করিলেন যে, ইহারা রাক্ষসরাজ

রাবণের ভার্য্যা। রাঘবের ধর্ম্মপত্নী যদি ইহাদিগের মধ্যে একজন হয়, তাহা হইলে ত রাবণের মঙ্গল। আবার ভাবিলেন, সীতার পাতিব্রত্যাদি গুণ ত অতি প্রবল। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যখন মহাবলশালী ক্রূরকর্ম্মা লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে হরণ করিয়া আনে, তিনি তখন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া স্বীয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৭২-৭৪।

দশম সর্গ।

হনুমানের রাবণান্তঃপুরমহিলাসন্দর্শন।

অনন্তর মারুতি ঐ স্থানের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিবিধ রত্নবিভূষিত, স্ফটিকময়, দিব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কস্থাপনবেদিকা দর্শন করিলেন। ঐ বেদিকায় বিচিত্রপাদাদিযুক্ত, মহামূল্য রত্নখচিত আস্তরণ আচ্ছাদিত, মহামূল্য, গজদন্ত ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক সকল স্থাপিত রহিয়াছে। এই সকল পর্য্যঙ্কের এক স্থানে চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল মাল্যশোভিত শ্বেতচ্ছত্র এবং সুবর্ণমণ্ডিত, সূর্য্যসমপ্রভ, অশোকের মালায় আচ্ছন্ন বিচিত্র পর্য্যঙ্ক পৃথক্ ভাবে স্থাপিত আছে। এই পর্য্যঙ্কের চতুর্দ্দিকে স্ত্রী-মূর্ত্তি সকল চামর হস্তে করিয়া বীজন করিতেছে। নানাবিধ গন্ধ বহির্গত হইতেছে, উৎকৃষ্ট ধূপদ্বারা উহা সুগন্ধি হইয়াছে। উহা সুকোমল মেষচর্ম্মে আবৃত, মনোরম আস্তরণে আবৃত এবং মনোহর পুষ্পমালায় শোভা পাইতেছে। ঐ পর্য্যঙ্কে শয়ান বর্ণ মেঘসদৃশ, কর্ণে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল কুণ্ডল; চক্ষু লোহিতবর্ণ, বাহু আজানুলম্বিত; পরিধান সুবর্ণ-তন্তু-নির্ম্মিত বস্ত্র; সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত, যেন বিদ্যুদ্দাম-জড়িত আরক্তিম সান্ধ্য-পয়োধর। মূর্ত্তি অতি মনোহর, বিবিধ উৎকৃষ্ট আভরণ পরিধান করিয়া আছেন, বোধ হইতেছে, যেন বহুতর তরু-গুল্মে পরিপূরিত মন্দরপর্ব্বত নিদ্রা যাইতেছে। রাক্ষস-রমণীদিগের প্রিয়, রাক্ষসজনের সুখজনক রাবণ, ক্রীড় ও পানাবসানে উৎকৃষ্ট আভরণ পরিধান করিয়াই সেই প্রদীপ্ত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া হস্তীর ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে। হনুমান্ রাবণকে দেখিয়াই ভীতের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; পরে সোপানশ্রেণীর মধ্যভাগে আরোহণ করিয়া তাহার বেদিকা আশ্রয় পূর্ব্বক মদমত্ত রাক্ষস-শার্দ্দূল রাবণকে দেখিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ সুপ্ত হওয়ায় তাহার সুদৃশ্য ঐ শয্যাতল গন্ধপ্রধান হস্তী কর্ত্তৃক অধিরূঢ় বৃহৎ প্রস্রবণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হনুমান্ দেখিলেন, মহাত্মা রাক্ষসরাজের কাঞ্চনময় অঙ্গ-ভূষিত ভুজদ্বয় ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শয্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐরাবতের দন্তাঘাতে দুই বাহুতেই ব্রণ জন্মিয়াছে, স্কন্ধদেশে বজ্রাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে এবং বিষ্ণুর চক্র উভয়কেই বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছে। দুই বাহুই অতিস্থূল, সম, সুগোল, সুসংবদ্ধ-স্কন্ধসম্পন্ন, বলিষ্ঠ, সুলক্ষণযুক্ত নখ, অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠে ভূষিত, সুগোল পরিঘ-সদৃশ দীর্ঘ, হস্তিশুণ্ডের ন্যায় গঠিত, যেন দুই পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শয্যাতলে বিন্যস্ত রহিয়াছে। শশকের রুচির সদৃশ রক্তবর্ণ, সুগন্ধ, সুশীতল, উৎকৃষ্ট চন্দন, উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যে বাহু চর্চ্চিত, সুশোভন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; বরাঙ্গনাগণের আলিঙ্গনে বিমর্দ্দিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যে নিষেবিত। হনুমান্ যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, দেব ও দানবগণের ভয়ঙ্কর, শয়ন-বিক্ষিপ্ত ঐ দুই বাহু দর্শন করিলেন; যেন মন্দরের পাদদেশে দুই রোষান্বিত মহাসর্প নিদ্রিত রহিয়াছে। সেই অচলপ্রতিম রাক্ষসরাজ রাবণ সর্ব্বলক্ষণান্বিত ভুজযুগল দ্বারা যেন দুই শৃঙ্গধারী মন্দরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার মুখ হইতে চ্যুত পুন্নাগ, বকুল, ষড়্‌রসসম্পন্ন অন্ন ও মদ্যের সুগন্ধমিশ্রিত নিশ্বাস বায়ু ঐ গৃহ পূর্ণ করিয়া বহির্গত হইতেছে। মুক্তামণিবিরাজিত কাঞ্চনমুকুট নিদ্রাবেশে স্খলিত হইয়াছে। তাহার মুখমণ্ডল কুণ্ডল দ্বারা সমুজ্জ্বল এবং পীনায়ত বিশাল বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনলিপ্ত মনোহর হারে শোভা পাইতেছে। তাহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ; পরিধান সুধাধবল শুভ্র ক্ষৌম এবং পীত উত্তরীয়-বস্ত্রে বিপর্য্যস্তভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। পাপরাশি সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষসপতি যেন ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে; সে যেন গঙ্গার অগাধ জলপ্রান্তে মহাগজের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। চারি কাঞ্চনপ্রদীপ চারিদিক্ আলোকিত করিতেছে; তাহাতে বিদ্যুৎ দ্বারা মেঘের ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। পবননন্দন দেখিলেন, গৃহমধ্যে সেই পত্নীপ্রিয় দুরাত্মা রাক্ষসাধিপতির পদতলে তাহার পত্নী সকল শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের বদন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, কর্ণে উৎকৃষ্ট কুণ্ডল-ভূষণ এবং কণ্ঠে অম্লান মাল্যদাম; সকলেই নৃত্যবাদ্যে নিপুণ; তাহারা রাবণের ভুজমধ্যে এবং ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে। এতাদৃশী বরাভরণধারিণী কামিনী সকল নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদিগের কর্ণপ্রান্তে বজ্র ও বৈদূর্য্যমণিখচিত সুবর্ণময় কুণ্ডল সকল শোভা পাইতেছে। বাহুকেই উপাধান করাতে অঙ্গদ কর্ণপ্রান্তে বিভ্রান্ত রহিয়াছে। তাহাদিগের মনোহর কুণ্ডলভূষিত সুন্দর বদনসমূহে ঐ বিমান তারাগণ-বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রতিজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া রাক্ষসরাজের পত্নী সকল যে যে স্থানে ছিল, সে সেইখানেই সুপ্ত হইয়াছে। কোন মনোহর অঙ্গসমন্বিতা কামিনী নিদ্রাবস্থাতেই কোমল অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিতেছে। কেহ বীণা আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রসুপ্ত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, মহানদীর প্রবাহে ভাসমান হইয়া নলিনী দৈবক্রমে কোন নৌকায় আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে। উৎপল-নয়না কোন রমণী ডমরু কক্ষে করিয়াই শয়ান আছে; যেন কোন পুত্রবৎসলা কামিনী শিশুসন্তান ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রা যাইতেছে। কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুস্তনী পটহ আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছে, যেন বহুকালের পর প্রিয়তম পতিকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়াই নিদ্রা যাইতেছে। কোন কমললোচনা বীণা আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা গিয়াছে, যেন কামাতুরা কামিনী প্রিয়তম পতিকে আলিঙ্গন করিয়া সুপ্ত হইয়াছে। নিয়ত নৃত্যশালিনী কোন রমণী বিপঞ্চী ক্রোড়ে লইয়া যেন স্বামীসহ নিদ্রা যাইতেছে। কোন মদিরনয়না সুবর্ণসদৃশ সুকোমল স্থূল মনোরম অঙ্গে মৃদঙ্গ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নয়ন নিমীলিত করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। আর এক কৃশোদরী রতি-জন্য শ্রমে কাতরা হইয়া ভুজপাশে পণব বন্ধন করিয়া সুপ্ত হইয়াছে। ডিণ্ডিমপ্রিয়া কোন মহিলা ডিণ্ডিম আলিঙ্গন করিয়া যেন বৎসকে ক্রোড়ে লইয়া বালবৎসা কামিনীর ন্যায় নিদ্রার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে। কোন পদ্মপত্রাক্ষী মদমোহিত হইয়া ভুজপাশে আড়ম্বরযন্ত্র ধারণ করিয়া নিদ্রা গিয়াছে। আর এক ভামিনী জলকলস আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, কলসের জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে; বোধ হইতেছে যেন বসন্তকালে শীতল করিবার জন্য মাল্যে জলসেক করা হইয়াছে। কোন অবলা সুবর্ণ-কলসসদৃশ স্তনদ্বয় পাণিপল্লবে আবরণ করিয়া পরমসুখে নিদ্রা

গিয়াছে। আর এক পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কমলপত্রাক্ষী চারুনিতম্বিনী আর একজনকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে। কোন কোন সুন্দরী কান্তের ন্যায় স্ব স্ব বীণা আলিঙ্গন পূর্ব্বক কুচদ্বারা মর্দ্দন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে হনুমান্ অবশেষে দেখিতে পাইলেন, ঐ সকল কামিনীর শয্যা হইতে পৃথক্ আর এক মনোরম শয্যায় এক অপরূপরূপযৌবনসম্পন্না ললনা শয়ন করিয়া আছেন। তিনি মুক্তামণিসংযুক্ত বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা; নিজরূপে ঐ উৎকৃষ্ট ভবন যেন ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ গৌর, কান্তি কনকসদৃশ। তিনি অন্তঃপুরাধীশ্বরী, রাবণের প্রিয়মহিষী চারুরূপিণী মন্দোদরী। বানরযূথপতি মহাবাহু পবননন্দন সেই সর্ব্বাভরণভূষিতা মন্দোদরীর রূপযৌবনসম্পত্তি দর্শনে তাঁহাকেই সীতা মনে করিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন এবং বানর-স্বভাব-প্রদর্শন পূর্ব্বক এক প্রান্তে গিয়া বাহু আস্ফোটন, পুচ্ছচুম্বন, আনন্দে নৃত্য, বিবিধ ভাবভঙ্গি, গান ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্তম্ভে আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন। ১৫৫।

একাদশ সর্গ।

সীতান্বেষণার্থ হনুমানের রাবণান্তঃপুরে ভ্রমণ।

অনন্তর মহাকপি পূর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থিরভাবে উপবেশন করিলেন এবং সীতা-বিষয়ে অন্য প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, যে সীতাদেবী রামবিরহে কখনই শয়ন, ভোজন, আভরণ ধারণ বা পান করিতে সক্ষম হইবেন না, সাক্ষাৎ দেবরাজ হইলেও তিনি পরপুরুষকে সেবন করিবেন না; যে হেতু, দেবগণের মধ্যেও রামের সদৃশ কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নাই, সুতরাং এ অন্যা কামিনী। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া হরিশ্রেষ্ঠ সীতাদর্শন জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পুনরায় পান-ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কতকগুলি কামিনী অক্ষক্রীড়া করিয়া আর কতকগুলি কামিনী সঙ্গীত করিয়া, কতকগুলি নৃত্য করিয়া ক্লান্ত, আর কতকগুলি মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া তথায় নিদ্রা যাইতেছে। আর আর মহিলা, কেহ বা মুরজ, কেহ মৃদঙ্গ, কেহ চেলিকা অবলম্বন করিয়াই নিদ্রিত হইয়াছে। আর কতকগুলি স্ত্রী মনোরম আভরণে সুসজ্জিত হইয়া শয্যায় সুপ্ত হইয়াছে। বানরযূথপতি দেখিলেন, পান-ভূমিতে উত্তম ক্রীড়াশালিনী, নানাবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে বিভূষিত, সহস্র সহস্র অঙ্গনা-সকল নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নাবস্থায় সেই সেই কামিনীর রূপ বর্ণনা পূর্ব্বক সঙ্গীতের অর্থ প্রকাশ করিতেছে এবং দেশকালোপযুক্ত বাক্য বলিতেছে। তিনি অন্য স্থানে দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সহস্র সহস্র যুবতী নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নাবস্থায় রূপ বর্ণনা করিতেছে। হরি-যূথপতি দর্শন করিলেন, ঐ সকল কামিনী রতিক্রীড়া হইতে বিরত ও গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেশ-কালানুযায়ী বাক্য বলিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে মহাবাহু রাক্ষসরাজ, মহৎ গোষ্ঠে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গাভী সকলের মধ্যে বৃষের ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্বয়ং রাক্ষসেশ্বর প্রমদাগণে বেষ্টিত হইয়া অরণ্যমধ্যে করেণুগণ দ্বারা পরিবৃত মহামাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইয়াছেন। ১-১২।

কপিশার্দ্দূল হনুমান্ সেই মহাত্মা রাক্ষসপতির আলয়ে অভিলাষানুরূপ ভোগ্যবস্তু সমূহে সুরাপান-সভা দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তাহার স্থানে স্থানে মৃগ, মহিষ ও বরাহগণের মাংস-শোণিত সজ্জিত রহিয়াছে। বিশাল সুবর্ণময় পাত্র সকলে কুক্কুট ও ময়ূর-মাংস সকল সুরক্ষিত হইয়াছে। দধি ও সৌবর্চ্চল-লবণ মিশ্রিত শূল্য মৃগ, ময়ূর, অর্দ্ধভক্ষিত বৃক, নানাবিধ ছাগ শশক, কুম্ভপাক মহিষ, বিবিধ শূল্য ছাগ এবং অম্ল ও লবণরস দ্বারা জিহ্বার জড়তা নিবারক বিবিধ শর্করা-মিশ্রিত তরল ও গাঢ় দ্রাক্ষা ও দাড়িম্বের রসের সহিত নানা প্রকার উচ্চাবচ লেহ্য, পেয় ও ভোজ্য দর্শন করিলেন। স্খলিত মহামূল্য হার, নূপুর ও কেয়ূর এবং পান-ভোজনে পতিত বিবিধ ফল দ্বারা পান-ভূমি যেন পুষ্পোপহার প্রাপ্ত হইয়া সমধিক শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ইতস্ততঃ স্থাপিত সুসংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসন দ্বারা ভূমি অগ্নি ব্যতিরেকে প্রদীপ্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। নানাবিধ দ্রব্য-মিশ্রিত, নিপুণ পাচক-কর্ত্তৃক পক্ব, বিবিধ মাংসের সহিত বিবিধ সুনিশ্চল দিব্য সুরা এবং নানা গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ-মিশ্রিত বিবিধ শৌণ্ডিককৃত সুরা, শর্করাসব, মাধ্বীক, পুষ্পাসব ও ফলাসব সকল ভূমিমধ্যে স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। স্তরে স্তরে সজ্জিত নানা পুষ্পে গ্রথিত বহুতর মনোহর মালা, হিরণ্ময় কলস, স্ফটিকরচিত পানপাত্র এবং সুবর্ণময় করক সকলে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভূমি শোভিত হইয়া আছে। তথায় রজত ও স্বর্ণকুম্ভ সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট পেয় সঞ্চিত রহিয়াছে। ১৩-২৫।

মহাকপি আরও দেখিলেন, সুবর্ণময় ও মণিময় পাত্র সকল স্থানে স্থানে মদ্যে পরিপূর্ণ। কোন স্থানে পাত্রস্থ সুরা অর্দ্ধপীত হইয়াছে, কোন স্থানে পানপাত্রমধ্যে অবশিষ্ট রহিয়াছে, কোন স্থানের পানীয় মদ্য কিছুমাত্র পীত হয় নাই। কোন স্থানে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও পানীয় মদ্য পানভূমির স্থানে স্থানে বিভাগক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে। কোন স্থানে অর্দ্ধাবশিষ্ট পান ও ভোজনপাত্র সকল পতিত রহিয়াছে। হনুমান্ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া এই সমস্ত দর্শন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি সুন্দরী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করায় বহুল পর্য্যঙ্ক শূন্য পতিত রহিয়াছে। কোন অবলা নিদ্রাবেশে অপর কামিনীর শয্যায় গমন করিয়া বস্ত্র আকর্ষণপূর্ব্বক নিজ দেহ বেষ্টন করিয়া উহার শয়নস্থানে যাইয়া সুপ্ত হইয়াছে। নিশ্বাসবায়ু দ্বারা স্পন্দিত হইয়া তাহাদিগের গাত্রলগ্ন বিচিত্র বসন ও মাল্য মন্দ মন্দ বায়ু দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইলে যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ শোভা পাইতেছে। শীতল চন্দন, মদ্য, মধুর রস, বিবিধ মাল্য, বিবিধ পুষ্প এবং চন্দনে কৃতস্নান কামিনীগণ বিরাজ করিতেছে; ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধ-দ্রব্যের নানাবিধ গন্ধ বহন করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে সেই গন্ধে রাবণের পুষ্পক-বিমান সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়াছে। হনুমান্ রাক্ষসের অন্তঃপুরমধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণা আর কতকগুলি কাঞ্চনবর্ণ-সদৃশ বরবর্ণিনী প্রমদা দর্শন করিলেন। রতিখেদে ক্লান্ত হইয়া ঐ সকল কামিনী নিদ্রা যাইতেছিল। মহাতেজা হনুমান্ এই প্রকারে রাবণের অন্তঃপুরের প্রত্যেক কক্ষে বিচরণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। ২৬-৩৭।

অনন্তর হনুমান্ ঐ সকল রমণীদিগকে দর্শন করিতে করিতে অবশেষে ধর্ম্মলোপ আশঙ্কায় মহাভয়ে ভীত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি এই যে নিদ্রাকাতরা বসন-বিরহিতা পরবনিতা সকল দর্শন করিলাম, নিশ্চয়ই ইহাতে আমার গুরুতর ধর্ম্মহানি হইবে। যে হেতু, আমার দৃষ্টি কখনও পরনারীর প্রতি পতিত হয় না।

আবার পরদার-ভোগী এই রাবণকেও আমি এই স্থানে দর্শন করিলাম।' মনস্বী হনুমান্ প্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধান্তবিষয়ে মনোযোগ পূর্ব্বক এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে তাঁহার কার্য্যাকার্য্য বিচার-যোগ্য অন্য চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাবিলেন,'বিশ্বস্তরূপে শায়িতা রাবণ-মহিলাগণকে বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু আমার মন কিছু-মাত্র বিচলিত হয় নাই। কেন না, মনই ইন্দ্রিয়গণকে শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে; সেই মনই আমার বশীভূত রহিয়াছে, তবে কেন পাপস্পর্শ করিবে? আর আমি স্থানান্তরে জানকীর অনুসন্ধান করিতে পারিব না; কারণ, দেখা যায়, লোকে স্ত্রীলোকের অন্বেষণ স্ত্রীলোক দিগের মধ্যেই করিয়া থাকে। যে প্রাণীর যে জাতি, তাহাকে সেই জাতির মধ্যেই অনুসন্ধান করা বিধেয়। অঙ্গনা অনুদ্দিষ্ট হইলে হরিণী-দলের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্যই আমি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে রাবণের এই অন্তঃপুরের সর্ব্বস্থান পর্য্য-বেক্ষণ করিলাম; কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইলাম না।' বীর্য্যবান্ হনুমান্ যখন অনেকানেক দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা ও নাগকন্যামধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও জানকীকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল অন্যান্য সুন্দরী কামিনীগণকে দর্শন করিলেন, তখন সেই কপিবর তথা হইতে বহির্গত হইয়া সীতান্বেষণে প্রস্থিত হইলেন। শ্রীমান পবননন্দন পান-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার সযত্ন হইয়া সর্ব্বস্থানে জানকীর অনু-সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৮-৪৯

দ্বাদশ সর্গ।

জানকীর দর্শন না পাইয়া হনুমানের চিন্তা ও বিষাদ।

সেই পবননন্দন রাক্ষসাধিপতির পুরীর মধ্যে থাকিয়া সীতার দর্শন-লালসায় সমুৎসুক হইয়া সমস্ত লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও নিশাকালের শয়ন-গৃহে গমন করিলেন; কিন্তু সেই চারুদর্শনা সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই মহাকপি রঘুনন্দন রামের সেই প্রিয়পত্নীর অদর্শনে নিতান্ত চিন্তাকুলিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, "নিশ্চয় জানকী জীবিত নাই, কারণ, আমি বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতেছি, মৈথিলী তথাপি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছেন না। বালিকা জানকী পতিব্রতা, সুতরাং সেই পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-রক্ষণে তৎপর হওয়া তাহার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; পতিব্রতার আচরিত পরম পবিত্র পথে অবস্থিতি করাতেই সাধুজনের অনিষ্টকারী এই প্রসিদ্ধ দুষ্টকর্ম্মা রাক্ষস-রাজ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে অথবা রাবণের কদর্য্যরূপা, বিকৃতাকারা, বিকৃতবর্ণা, বিস্তৃতবদনা, দীর্ঘবিকৃতনয়না চেটীদিগকে অবলোকন করিয়া জনকরাজদুহিতা সীতা ভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবেন। সীতার অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না, সাগর-লঙ্ঘনরূপ পৌরুষের ফল পাইলাম না, বানরগণের সহিত বহুকালও অতিবাহিত করিলাম; সুতরাং আমি এখন আর সুগ্রীবের নিকট যাইতে পারি না; কেন না, সেই বলবান্ বানরপতি সুগ্রীব এখনই আমার প্রতি নিদারুণ দণ্ডবিধান করিবেন। সমুদায় অন্তঃপুরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কেবল রাক্ষস-কামিনীদিগকে অবলোকন করিলাম; কিন্তু পতিব্রতা সীতা আমার নয়নপথে পতিত হইলেন না; সুতরাং আমার সকল পরিশ্রমই বৃথা হইল। আমি প্রতিগমন করিলে পর বানরগণ সকলে একত্রিত হইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে, 'বীর! তুমি তথায় গমন করিয়া কি কি কার্য্য করিয়া আসিয়াছ, আমাদিগের নিকট তাহা ব্যক্ত কর।' আমি তখন জনকাত্মজাকে না দেখিয়া তাহাদিগকে কি উত্তরই বা প্রদান করিব? অতএব প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; বানরপতি সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট সময়ও অতি-বাহিত হইয়াছে। আমি সমুদ্রের পারে গমন করিলে বৃদ্ধ জাম্ববান্ কি বলিবে? অঙ্গদই বা কি বলিবে এবং অপরাপর বানরগণ একত্রিত হইয়াই বা কি বলিবে? অথবা উৎসাহই উন্নতিলাভের মূল; উৎ-সাহই পরম সুখের আস্পদ; অতএব আমি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া যে যে স্থানে অনুসন্ধান করি নাই, সেই সেই স্থানে পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিব। উৎসাহই মনুষ্যকে সর্ব্বসময়ে সকল কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

উৎসাহান্বিত হইয়া যে কর্ম্ম করে, তাহারই সেই কার্য্য সফল হয়। অতএব উৎসাহ-জনক দৃঢ় যত্ন আশ্রয় করিয়া রাবণ-রক্ষিত যে যে দেশ দর্শন করি নাই, তথায় অনুসন্ধান করিব। সমস্ত পান-গৃহ ও অনুপ-গৃহ অন্বেষণ করিয়াছি; যাবদীয় চিত্রশালা এবং ক্রীড়াগৃহ সক-লও বারংবার অনুসন্ধান করিয়াছি; গৃহ ও আরাম-বীথিকা এবং বিমান-রাজি সবিশেষ সমস্তই অনুসন্ধান করিয়াছি।" ১-১৩।

এই প্রকার মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া হনুমান্ যাবতীয় ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যগৃহ ও গৃহের উপরি গৃহ সকল অন্বেষণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার উদ্যত হইলেন। কোথাও উৎপতন, কোথাও নিপতন, কোথাও ক্ষণমাত্র অবস্থান, কোথাও দ্বার উদ্ঘাটন, কোথাও কবাট-সংবরণ, কোথাও গৃহ-প্রবেশ, কোথাও নিক্রমণ করিয়া, কোথাও প্রপতিত, কোথাও বা নিপতিতের ন্যায় হইয়া সেই মহাকপি সর্ব্বস্থান বিচরণ করিতে লাগি-লেন এবং রাবণের সমুদায় অন্তঃপুর এইরূপ অনুসন্ধান করিলেন যে, তাহার চারি অঙ্গুলি-পরিমিত স্থানও অবশিষ্ট রহিল না। হনুমান্ প্রাকারের অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্রী ও কুমারগণের গৃহ সমুদায়,বেদি সকল, চৈত্য-বৃক্ষাশ্রিত গহ্বর ও পুষ্করিণী প্রভৃতি সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া কেবল বিকৃত, বিরূপ ও বিবিধাকার রাক্ষসীদিগকে অবলোকন করিলেন; কিন্তু জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। অপ্রতিম-রূপ-লাবণ্যসম্পন্না প্রধানা বিদ্যাধর-পত্নীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন,সেথা-নেও রামপ্রিয়ার দর্শন পাইলেন না এবং পূর্ণচন্দ্রবদনা, রাবণের বিবা-হিতা, বলপূর্ব্বক আনীতা ও অবিবাহিতা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নাগকন্যাদিগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইলেন না। মহাবাহু পবননন্দন অপরাপর প্রধান রামাগণের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া যখন সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরদিগের উদ্যোগ ও নিজের সমুদ্রলঙ্ঘন ব্যর্থ হইল বিবেচনা করিয়া পুনরায় চিন্তান্বিত হইলেন। অনন্তর বিমান হইতে অবতরণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্ শোকাভিহতচেতা হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। ১৪-২৫।

ত্রয়োদশ সর্গ।

সীতান্বেষণার্থ হনুমানের অশোকবনে যাত্রা।

বানর-যূথপতি বেগবান্ সেই হনুমান্ বিমান হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক প্রাকারের উপর গমন করিয়া মেঘান্তর্গত বিদ্যুতের ন্যায় অধিক-

তর সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন; সীতাকে না পাইয়া রাবণের ভবন হইতে বহির্গত হইয়া হনুমান্ দুঃখিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "হায়! রামের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমি লঙ্কানগর নিরন্তর ভ্রমণ করিলাম; তথাপি সেই শোভনাঙ্গী বিদেহনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। যাবতীয় পল্বল, তড়াগ, সারাবর, তরঙ্গিণী নদী,অনূপদেশ, বনান্ত, দুর্গ, ভূধর এবং সমস্ত বসুধাতল বহুবার অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কোথাও জানকীকে দেখিতে পাইলাম না। গৃধ্ররাজ সম্পাতি বলিয়াছেন, সীতা এই রাবণের আলয়ে বাস করিতে-তেছেন; তবে এত অনুসন্ধানেও আমি তাঁহাকে দেখিতেছি না কেন? রাবণ বল-পূর্ব্বক হরণ করাতে জনকনন্দিনী সীতা ভয়ার্ত্তা হইয়া ত তাহাকে ভজনা করেন নাই? বোধ হয়, রাক্ষসপতি দ্রুতবেগে সীতাকে হরণ করিয়া আনিবার সময় রামের বাণ-প্রভাব স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া যখন আকাশমার্গে উত্থান করিতেছিল, সেই সময় সীতা তাঁহার হস্ত হইতে পথিমধ্যে কোথাও পতিত হইয়া থাকিবেন কিংবা সিদ্ধগণ-সেবিত শূন্যপথে যখন রাবণ হরণ করিয়া লইয়া আইসে, তখন ভয়ঙ্কর সাগর দর্শন করিয়া আর্য্যার প্রাণ বহির্গত হইয়া থাকিবে, না হয়, সেই বিশালাক্ষী রাবণের মহাবেগ এবং ভুজদ্বয় দ্বারা পীড়িত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সাগর পার হইবার সময় রাবণ যখন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, নিশ্চয়ই জনকতনয়া তখন ভয়ে বিলুণ্ঠিত হইয়া সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। আহা! আপন পাতিব্রত্যরক্ষার নিমিত্ত যত্ন পাওয়াতে এই ক্ষুদ্রপ্রকৃতি রাবণ অনাথা তপস্বিনী সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা রাক্ষসরাজের দুষ্টাশয়া পত্নী সকল সপত্নী-বোধে ঈর্ষা করত সেই ইন্দীবর-নয়নাকে উদরসাৎ করিয়া থাকিবে। অথবা রামের পৌর্ণমাসীর চন্দ্রপ্রতিম, পদ্মপলাশসদৃশ নেত্র-সম্পন্ন মুখ-মণ্ডল স্মরণ করত শোকে অভিভূতা হইয়া সীতা দেহ বিসর্জ্জন করিয়া থাকিবেন। কিংবা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই বলিয়া বার বার বিলাপ করিয়া ভামিনী বিদেহনন্দিনী দেহবিসর্জ্জন দিয়াছেন। অথবা বোধ হয়, রাবণের ভবনমধ্যে কোন গুপ্তস্থানে রক্ষিতা হইয়া সেই রামদয়িতা পিঞ্জরবদ্ধ শারিকার ন্যায় সাতিশয় বিলাপ করিতেছেন। উৎপলপত্রসদৃশেক্ষণা সুমধ্যমা রামপত্নী জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই বা রাক্ষসরাজ রাবণের বশীভূতা হইবেন কেন? যাহাই হউক, যদি জনকাত্মজাকে দেখিতে না পাই কিংবা দেখিতে পাওয়া নিতান্ত অসম্ভবই হয়, অথবা যদি তিনি প্রাণত্যাগই করিয়া থাকেন, আমি রামকে ইহার কোন কথাই নিবেদন করিতে পারিব না; কারণ, রাম ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত প্রণয়াসক্ত। নিবেদন করিলেও দোষ, নিবেদন না করিলেও দোষ ঘটে; এখন কর্ত্তব্য কি? এ উভয়ই ত আমার বিষম দুরদৃষ্টের বলিয়া বোধ হইতেছে। কার্য্যের ত এতাদৃশী অবস্থা উপস্থিত। এক্ষণে সময়োচিত কর্ত্তব্য কি হয়?' এইরূপ বিচার করিতে করিতে হনুমানের চিন্তা উপস্থিত হইল। 'যদি সীতাকে দর্শন না করিয়া আমি এই স্থান হইতে বানররাজ সুগ্রীবের নগরীতে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে আমার কোন্ পুরুষার্থই বা সিদ্ধ হইবে? আমার এই সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কাপ্রবেশ এবং রাক্ষসগণকে দর্শন করাও বৃথা হইবে। কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলে বানররাজ সুগ্রীবই বা কি বলিবেন? বানরগণই বা নিকটে আসিয়া কি বলিবে? দশরথের পুত্রই বা কি বলিবেন? আমি যাইয়া যদি সেই কাকুৎস্থ রামকে এই নিদারুণ সংবাদ দান করি যে, সীতার দর্শন পাইলাম না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তৎক্ষণাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন; এমন কি, নিদারুণ, ভয়ঙ্কর, অসহ্য, উগ্র, ইন্দ্রিয়সন্তাপপ্রদ, সীতাবিষয়ক অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিলে তিনি জীবিত থাকিবেন না। তাঁহাকে শোকাভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলে, নিরতিশয় অনুরক্ত লক্ষ্মণ আর জীবিত থাকিবেন না; রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন শুনিলে ভরতও প্রাণত্যাগ করিবেন; ভরত উপরত হইয়াছেন শুনিলে শত্রুঘ্নও জীবিত থাকিবেননা; তখন পুত্রদিগের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজমাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কেকয়ীও জীবন বিসর্জ্জন দিবেন সন্দেহ নাই। বানররাজ সুগ্রীব কৃতজ্ঞ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের তাদৃশী দশা দর্শন করিলে নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে স্বামীর শোকে পীড়িতা, দুর্ম্মনা, ব্যথিতা, দীনভাবাপন্না ও নিরানন্দা হইয়া তপস্বিনী উমাও প্রাণত্যাগ করিবেন। শোক-কর্শিতা রাজ্ঞী তারা ভর্ত্তার মরণ-জনিত শোক বশতঃ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তখন তিনিও কখনই জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন না। মাতা, পিতা এবং পিতৃব্য সুগ্রীবের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কুমার অঙ্গদও জীবন ত্যাগ করিবেন। বনবাসী বানরাদি প্রতিপালক প্রভুর বিয়োগে অতিশয় অভিভূত হইয়া মস্তকে করাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিবে। বানররাজ সান্ত্বনাবাক্য দান ও মান দ্বারা বানর-দিগকে লালন-পালন করিয়া আসিতেছেন; এক্ষণে তাদৃশ প্রভুর বংশ উচ্ছিন্ন হইলে, সেই কৃতজ্ঞ বানরগণ নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। কি বন, কি শৈল, কি গুহাদি আবৃত স্থান, কোন স্থানেই একত্রিত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ সুখানুভব করিতে পারিবে না। প্রভুর শোকে সন্তপ্ত হইয়া পুত্র, দার ও অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে শৈলাগ্র হইতে সম কি বিষম স্থানে পতিত হইবে; না হয়, বিষভক্ষণ, উদ্বন্ধন, অগ্নিপ্রবেশ, উপবাস বা নিজ নিজ দেহে শস্ত্র-প্রহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। দেখিতেছি, আমি প্রত্যাগমন করিলে ঘোর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইবে, ইক্ষ্বাকুবংশের ও যাবতীয় বনবাসী বানরাদিরও বিনাশ হইবে। অতএব আমি এই স্থান হইতে কিষ্কিন্ধ্যানগরী গমন করিব না। মৈথিলী ব্যতীত আমি সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, আমি বরং না পাইয়া এই স্থানে যদি অবস্থিতি করি, তাহা হইলে সেই দুই ধর্ম্মাত্মা মহারথ এবং বলবান্ বানরগণ আশায় জীবন ধারণ করিয়া থাকিবেন। পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানের পর যদি জনকাত্মজাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি বানপ্রস্থধর্ম্মী হইয়া হস্তে বা মুখে পতিত ফলাদি মাত্র আহার করিয়া নিয়ত বৃক্ষমূলে বাস করিব অথবা সাগরের নানা-বিধ ফল-মূল ও উদকপূর্ণ সমুদ্রকূলপ্রদেশে চিতা নির্ম্মাণ করিয়া প্রজ্ব-লিত হুতাশনে প্রবেশ করিব। কিংবা আত্মলাভার্থ যথোক্ত বিধানে প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিব,পক্ষী ও শ্বাপদ সকল আমার শরীর ভক্ষণ করিবে। ঋষিগণ আর এক মুক্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন; যদি আমি জানকীকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয় সলিলমধ্যে প্রবেশ করিব। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছি, অধুনা সীতার দর্শন প্রাপ্ত না হওয়াতে সেই বিখ্যাত কীর্ত্তি সমূহ চিরকালের জন্য বিলোপ হইতেছে। সেই অসিতনয়নাকে দেখিতে না পাইলে আমি না হয় নিয়মধারী যতি হইয়া বৃক্ষমূলে বাস করিব, তথাপি এ স্থান হইতে আর প্রতিগমন করিব না। সীতার

উদ্দেশ প্রাপ্ত না হইয়া আমি যদি এ স্থান হইতে প্রতিগমন করি, তাহা হইতে অঙ্গদ সকল বানরের সহিত তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ করিবেন। অথবা মরণে নানাদোষ, জীবিত থাকিলে অনেক শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং প্রাণধারণ করিব, জীবিত থাকিলে কখন না কখন সুখ-সংযোগ অবশ্যই হইবে।' ১-৪৭।

বানর-প্রধান হনুমান্ মনে মনে এইরূপ নানা দুঃখ চিন্তা করত তৎকালে দুঃখের পার পাইলেন না। অনন্তর ধৈর্য্যশালী কপিকুঞ্জর বিক্রম অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলেন, 'না হয় দশগ্রীব রাবণকেই সংহার করিব, তাহা হইলে সীতা-অপহরণ-জনিত বৈরনির্য্যাতন করা হইবে। অথবা ইহাকে বারংবার নিক্ষেপ করত পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামের নিকটে লইয়া উপহার প্রদান করিব।' সীতাকে প্রাপ্ত না হইয়া এই প্রকার চিন্তাকুল এবং শোকে নিমগ্নচেতা হইয়া হনুমান্ আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যতক্ষণ যশস্বিনী রামপ্রিয়া সীতাকে না দেখিতেছি,ততক্ষণ এই লঙ্কাপুরী বার বার অন্বেষণ করি। অথবা সম্পাতির বচনানুসারে রামকেই এই স্থানে আনয়ন করি; কিন্তু রাম যদি ভার্য্যাকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে সকল বানরকেই দগ্ধ করিবেন। অথবা নিয়তাহার ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এই স্থানেই বসিত করিব, আমার জন্য নরবানরদিগকে যেন মরিতে না হয়। আর যে সুদীর্ঘ বৃক্ষগণে পরিবৃত বৃহৎ অশোকবন দৃষ্টিগোচর হইতেছে, আমি ত এ বন অন্বেষণ করি নাই; অতএব এই বনে গমন করিব। বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও এবং মরুদ্গণকে জয় করিয়া রাক্ষসদিগের শোকবর্দ্ধন হইয়া আমি এই বনে গমন করি। রাক্ষসদিগকে জয় করিয়া, তপস্বীকে সিদ্ধির ন্যায়, আমি রামকে দেবী ইক্ষ্বাকুকুলবধূ সীতা সমর্পণ করিব।' চিন্তায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় মহাবাহু মারুতাত্মজ হনুমান্ মুহূর্ত্তকাল এইরূপ ভাবনা করিয়া উত্থিত হইলেন। 'রামলক্ষ্মণকে নমস্কার; সেই দেবী জনকাত্মজাকে নস্কার; রুদ্র, ইন্দ্র, যম,বায়ু,চন্দ্র,অগ্নি ও মরুদ্গণকে নমস্কার।" এইরূপে সকলকে এবং সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া পবননন্দন দিক্‌সকল সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক অশোকবনের দিকে যাত্রা করিলেন। বায়ুনন্দন হনুমান্ মনোদ্বারা ইতিপূর্ব্বেই শোভনীয় অশোকবনে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় গমন করিয়া কিঙ্কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,'বিবিধ বনাকুল ও খনন-সেকাদি নানা প্রকার সংস্কারে সংস্কৃত, এই পুণ্য অশোকবনের নিশ্চয়ই অনেক রক্ষক থাকিবে। অবশ্যই অনেক রক্ষক এই বনে নিযুক্ত হইয়া বৃক্ষ সকল রক্ষা করিতেছে। ভগবান্ বিশ্বাত্মা বায়ুও এই স্থানে প্রবলবেগে প্রবাহিত হন না। অতএব রামের কার্য্যসাধন এবং রাবণ দেখিতে না পায়, এই জন্য আমি এই শরীর সঙ্কোচ করিলাম। ঋষিগণ ও দেবগণ এই কার্য্যে আমাকে সিদ্ধি দান করুন। স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, দেবগণ ও তপস্বিগণ, অগ্নি, বায়ু, বজ্রধারী ইন্দ্র, পাশহস্ত বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সমুদয় মরুদ্গণ, ভূতগণ ও ভূতপতি, অপিচ যাঁহারা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারাও সকলে আমাকে সিদ্ধি দান করুন। হায়! আমি কবে আর্য্যা সীতার সেই উন্নত নাসিকামণ্ডিত, শুভ্র-দন্ত শোভিত, ঈষৎ হাস্য-লাঞ্ছিত, পদ্ম-পলাশ-নয়ন, প্রসন্ন চন্দ্রবদন দর্শন করিব। ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, হীন জাতি, নৃশংসমূর্ত্তি রাবণ সুদারুণ ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রবল বল সহকারে সেই অবলা তপস্বিনীকে অভিভূত করিয়াছে! হায়! আজ কি করিলে সেই পতিব্রতা সীতাদেবী আমার দৃষ্টিপথে পতিতা হইবেন?' ৪৮-৭৫।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

হনুমানের অশোকবন-শোভাদর্শন।

মহাতেজা হনুমান্ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা ও মনোমধ্যে সীতাকে ধ্যান করিয়া রাবণালয় হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিম্নতর প্রাচীরে অবতীর্ণ হইলেন। প্রাচীরে অবস্থিতি করিয়া বসন্ত প্রভৃতি সকল ঋতুতেই যে যে বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, সেই সেই পুষ্প-সমন্বিত নানাজাতীয় বৃক্ষ সমূহ অবলোকন করিয়া মহাকপি আনন্দে সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত হইলেন। পুষ্পিত শাল, অশোক, ভব্য (অর্থাৎ চাল্‌তা), চম্পক, উদ্দালক, নাগ এবং কপিমুখাকৃতি ফলশালী চূতবৃক্ষ আর সেই আম্রবনসমাকুল শত শত লতায় পরিবৃত বৃক্ষবাটিকা নিরীক্ষণ করিয়াই হনুমান্ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক জ্যানির্ম্মুক্ত নারাচের ন্যায় শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া বলবান্ হনুমান্ দেখিলেন, ঐ বাটিকা অতি বিচিত্র, নানাজাতীয় বিহঙ্গম তন্মধ্যে রব করিতেছে; রৌপ্য ও সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল উহার সর্ব্বত্র আবরণ করিয়া আছে। নানাপ্রকার মৃগ ও পক্ষিগণে বাটিকা নানারূপ শোভা ধারণ করিয়াছে; বিচিত্র বৃক্ষগণে উহা চিত্রিত রহিয়াছে; তরুগণ সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে; উহা নানাবিধ পুষ্প-ফল-সমন্বিত বৃক্ষে আবৃত হইয়া আছে; মত্ত কোকিল ও ভৃঙ্গ সমূহের শব্দে নিনাদিত হইতেছে। তথায় মনুষ্যগণ সর্ব্বসময়েই হৃষ্টচিত্ত ও মৃগপক্ষী মত্ত হইয়া আছে। ময়ূর সকল মত্ত হইয়া কেকারব করিতেছে এবং নানাপক্ষী বাস করিতেছে। হনুমান্ বরারোহা অনিন্দিতা জনকনন্দিনীর অন্বেষণ করিতে করিতে সুখপ্রসুপ্ত বিহঙ্গমদিগকে জাগরিত করিয়া তুলিলেন। পক্ষিসকল পক্ষ বিস্তার করত উড্ডীন হওয়াতে তাহাদের পক্ষাহত হইয়া বিবিধ বৃক্ষ নানাবর্ণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। বায়ুনন্দন হনুমান্ পুষ্প দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অশোকবনমধ্যে পুষ্পময় গিরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বৃক্ষোপরি আরূঢ় হইয়া সর্ব্বদিকে ধাবিত হইতে থাকিলে, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বসন্ত ঋতু মনে করিতে লাগিল। বৃক্ষপতিত পুষ্পে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে তত্রত্য বসুমতী প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বলবান্ হনুমান্ বেগভরে কম্পিত করাতে বৃক্ষ সকল কম্পিত হইয়া পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বানরের বল-সহকারে বৃক্ষসমূহের পত্র, ফল, পুষ্প ও অগ্রভাগ ভগ্ন হইয়া পতিত হইলে অক্ষক্রীড়ক যেমন ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বস্ত্র ও আভরণ বিক্ষেপ পূর্ব্বক অবস্থিত হয়, তদ্রূপ তাহারা শোভা পাইতে লাগিল। বেগবান্ হনুমান্ কম্পিত করাতে ফলশালী উৎকৃষ্ট বৃক্ষ সকল ঝর্ ঝর্ করিয়া অজস্র পত্র ও ফল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পবননন্দন চালনা করাতে পক্ষী সমস্ত উড়িয়া গেল এবং বৃক্ষ সকলের কেবল স্কন্ধমাত্র অবশিষ্ট রহিল; এতাদৃশ অবস্থায় বৃক্ষ সকল আর প্রাণিগণের সেবন করিবার উপযুক্ত রহিল না। হনুমানের লাঙ্গুল, হস্ত ও চরণদ্বয় দ্বারা মর্দ্দিত হওয়াতে অশোক-বনের বৃক্ষ সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল; বোধ হইল, যেন যুবতীর কেশপাশ আলুলায়িত, অঙ্গরাগ বিদলিত, শুক্ল দন্ত ও ওষ্ঠ চুম্বিত এবং স্ব নখ ও দন্ত দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। বর্ষাকালে

প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘজাল বিচ্ছিন্ন করে, মহাকপি তেমনি বেগে বৃহৎ বৃহৎ লতা সকল ছিন্ন করিলেন। তত্রত্য ভূভাগে বিচরণ করিতে করিতে হনুমান্ মণিময়, রজতময় ও স্বর্ণময় মনোহর ভূমি সকল দর্শন করিলেন। উহাতে উৎকৃষ্ট জল-পূরিত বিবিধাকার দীর্ঘিকা সকলও দেখিলেন। ঐ সকল বাপীর স্থানে স্থানে মহামূল্য বিবিধ মণি দ্বারা সোপানশ্রেণী শোভমান হইতেছে এবং উহাদিগের তটদেশ মুক্তা ও প্রবাল এবং আভ্যন্তরীণ কুট্টিম স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত। উহার তীর সকল বিচিত্র স্বর্ণময় বৃক্ষসমূহে উপশোভিত। ঐ সমস্ত বাপীতে পদ্ম ও উৎপলবন বিকসিত হইয়াছে এবং চক্রবাক সকল শোভা সম্পাদন, আর দাত্যূহ, হংস ও সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল নিনাদ করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিকে সুদীর্ঘ সরিৎ, তদীয় তীরে দ্রুমরাশি বিরাজমান এবং সলিল অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও স্বচ্ছ। শত শত লতা আসিয়া উহাতে অবনত হইয়া পড়িয়াছে; উহার তীরস্থ কাননে সন্তান-কুসুমবৃক্ষ সকল বিরাজমান এবং মধ্যে মধ্যে করবীর-পুষ্প ও বিবিধ গুল্মাদি শোভা পাইতেছে। ১-২৬।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ মেঘপ্রতিম, উন্নত-শিখর, বিচিত্র-শৃঙ্গসম্পন্ন, সর্ব্বত্র শৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত, শিলাগৃহে সুসজ্জিত, নানাবৃক্ষে সমাবৃত, জগতের মধ্যে রমণীয় এক পর্ব্বত দর্শন করিলেন। ঐ পর্ব্বত হইতে এক নদী প্রবাহিত হইতেছে; বোধ হয়, যেন প্রণয়িনী ক্রোধভরে প্রিয়তমের ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে। মানিনী কামিনী কোপসহকারে স্বামীর নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যেমন প্রিয়সখীগণ তাহাকে নিবারণ করে, তত্তীরস্থ তরুগণের শাখা সকল জলে পতিত হওয়ায় সেই ভাব প্রকাশ হইতেছে। মহাকপি দেখিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া জল আবার কোন স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; যেন কামিনী প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার প্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইতেছে। ঐ নদী হইতে দূরে নানাপক্ষিসমাচ্ছন্ন পদ্মসরোবর সকল অবস্থিতি করিতেছে, পবনতনয় কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ উহা দেখিতে পাইলেন। তিনি শীতলজলে পরিপূরিতা এক কৃত্রিম দীর্ঘিকাও দর্শন করিলেন। ঐ দীর্ঘিকার সোপানপংক্তি মণিময় এবং মুক্তাময় তটদেশ উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে; বিবিধ মৃগ নানা স্থানের নানারূপ শোভা সম্পাদন এবং বিচিত্র বৃক্ষ সকল উহাকে চিত্রিত করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত অতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সকলে এবং কৃত্রিম কানন সকলে উহার অতি মনোরম শোভা হইয়াছে। তথায় পুষ্পিত ও ফলবান্ বৃক্ষ সকলের আকার ছত্রের ন্যায় সুদৃশ্য এবং মূলপ্রদেশে রজতাদিবদ্ধ সুবর্ণবেদিকা নির্ম্মিত। মহাকপি কাঞ্চন-সমবর্ণ এক বৃহৎ শিংশপাবৃক্ষ দেখিলেন; উহা বহুবিধ লতা-তন্তু দ্বারা জড়িত। উহার মূলদেশ হেমময় বেদিকা দ্বারা অলঙ্কৃত। হনুমান্ বিবিধ ভূমিভাগ, পর্ব্বত, প্রস্রবণ এবং অন্যান্য অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণ-বৃক্ষ সকলও দর্শন করিলেন। সুমেরু-সংস্পর্শে সূর্য্য যেমন উজ্জ্বল হন, ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় ব্যাপ্ত হইয়া তৎকালে বীর হনুমানও তদ্রূপ সুবর্ণময় হইয়াছিলেন। তিনি বায়ু-চালিত, শত শত কিঙ্কিণী-শব্দে নিনাদিত, সুন্দর পুষ্পশালী, নূতন অঙ্কুর ও পল্লব-শোভিত, মনোরম ঐ সমস্ত স্বর্ণবৃক্ষ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর মহাবেগশালী হনুমান্ পত্রাচ্ছাদিত ও সুপুষ্পিতাগ্র সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বৈদেহী গাঢ়তর দুঃখে নিমগ্ন হইয়া রামের দর্শন-লালসায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে স্বেচ্ছানুসারে এখানে আসিতে পারেন; তাহা হইলেই তাঁহার দর্শন পাইব। চন্দন, চম্পক ও বকুলগণ দ্বারা সুশোভিত এই অশোকবন দুরাত্মা রাবণেরই হইবে। পক্ষিকুল-বিরাজিত এই পদ্মসরোবরও রহিয়াছে; রাজমহিষী জানকী নিশ্চয়ই এই সরোবরে আগমন করিবেন। জানকী রামের প্রিয়া ও মহিষী, অতএব সর্ব্বদা উদ্যান-বিচরণে কুশল; এ কারণ অবশ্যই এখানে আগমন করিবেন। অথবা বনবিচরণ-প্রিয়া মৃগনয়না জানকী অশোকবনের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন; তিনি রামের চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া অবশ্যই এক্ষণে এই উদ্যানে আগমন করিবেন, কিংবা বামলোচনা সীতা নিয়ত বনে বিচরণ করিতে ভালবাসেন বলিয়া বোধ হয়; রাম-শোকে সন্তপ্ত হইলেই সতত এই বনে আগমন করিয়া থাকেন। রামের প্রিয়ভার্য্যা সাধ্বী জনকদুহিতা নিশ্চয়ই ইতিপূর্ব্বে সতত বনচর মৃগ-পক্ষী ভালবাসিতেন। এক্ষণে প্রাতঃকাল উপস্থিত। শ্যামাঙ্গী জানকীর প্রাতঃকাল-কর্ত্তব্য স্নানাদিতে নিষ্ঠা আছে। অতএব বরবর্ণিনী প্রাতঃকৃত্যের জন্য এই সুনির্ম্মল সলিলসম্পন্না নদীতে আগমন করিবেন। তিনি রাজকন্যা ও রাজেন্দ্র রামের অভিমত ভার্য্যা; অতএব এই পবিত্র অশোকবন তাঁহার অনুরূপই বটে। চন্দ্রবদনা সেই দেবী যদি জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে শীতলজলা এই নদীতে অবশ্যই আগমন করিবেন।" মহাত্মা হনুমান্ তথায় গমন করিয়া, এইরূপে রাজেন্দ্র-পত্নীর প্রতীক্ষায় সেই নিবিড়পত্রযুক্ত সুন্দর পুষ্পসম্পন্ন শিংশপাবৃক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া সমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। ২৭-৫২।

পঞ্চদশ সর্গ।

রামকীর্ত্তিত চিহ্ন দেখিয়া হনুমানের সীতাকে অবগত হওন।

অনন্তর হনুমান্ ঐ বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ ও সীতার অন্বেষণক্রমে সমস্ত ভূভাগ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সমগ্র অশোকবন দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বন সন্তানক-লতা ও পাদপ সকলে উপশোভিত হইয়া নন্দন-কাননের ন্যায় শোভা পাইতেছে ও মৃগ-পক্ষিগণে সর্ব্বত্র আবৃত হইয়া আছে। উহা হর্ম্ম্য ও প্রাসাদসঙ্কুল; কোকিলকুল আকুল হইয়া তথায় রব করিতেছে। বাপী সকল সুবর্ণময় উৎপল ও পদ্ম ধারণ করিয়া শোভা-সম্পাদন করিতেছে; বহুতর আসন আস্তরণে আবৃত হইয়া আছে; বহু ভূমিগৃহ এবং সর্ব্বঋতুর কুসুম ও ফলশালী বৃক্ষ সকল রহিয়াছে। পুষ্পিত অশোক-বৃক্ষগণের কান্তিতে যেন সূর্য্যোদয়ের প্রভা বিস্তারিত হইতেছে। হনুমান্ তথায় অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, নানাপ্রকার শত শত পক্ষী উপর্য্যুপরি পতিত ও পুষ্পভূষণে ভূষিত হইয়া বৃক্ষসমূহের পত্র আচ্ছাদন করিতেছে; অতএব বোধ হইতেছে, যেন বৃক্ষসকল নিষ্পত্র হইতেছে। পুষ্পিত শোক-নাশন অশোক সমস্ত পুষ্পভারজনিত অতিভারে নম্র হইয়া যেন মেদিনী স্পর্শ করিতেছে। এতাদৃশ অশোক এবং কুসুমিত কর্ণিকার ও কিংশুক বৃক্ষ সকলের কান্তিতে তত্রত্য প্রদেশ যেন সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে। প্রবৃদ্ধমূল শত শত পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সুন্দর পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঐ কাননে সহস্র সহস্র অশোকবৃক্ষ রহিয়াছে, তন্মধ্যে কতক সুবর্ণবর্ণ, কতক অগ্নিশিখার ন্যায় আভাময়, আর কতকগুলি নীলাঞ্জনের তুল্য। ঐ বন নন্দন

বনের ন্যায় আনন্দজনক এবং কুবেরের উদ্যানের ন্যায় বিচিত্র ; অথবা ঐ উভয় উদ্যানকেই অতিক্রম করিয়াছে। অচিন্ত্য, রম্য, শ্রীযুক্ত, ঐ দিব্য কানন পুষ্পরূপ নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শত শত পুষ্পরূপ রত্ন থাকাতে বোধ হইতেছে, যেন উহা পঞ্চম সাগর। সর্ব্ব-ঋতুর কুসুমশালী মধুগন্ধি বৃক্ষ সকল উদ্যানের শ্রীসম্পাদন করিতেছে এবং বিবিধ মৃগপক্ষী রব করিয়া উহাকে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকার গন্ধ উদ্যানমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে পুণ্যগন্ধি ঐ উদ্যান মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ অশোকবনের মধ্যে কপিরাজ অতি দূরে দ্বিতীয় গন্ধমাদনের ন্যায় গন্ধসম্পন্ন, হিমাচলের ন্যায় অত্যুচ্চ, এক বর্ত্তুলাকার প্রাসাদ দর্শন করিলেন। কৈলাস-ধবল ঐ প্রাসাদ সহস্র স্তম্ভের উপর স্থাপিত এবং উহার সোপান সকল প্রবালকৃত ও বেদিকা তপ্তকাঞ্চন দ্বারা নির্ম্মিত : কান্তি প্রজ্বলিত হওয়ায় ঐ নির্ম্মল প্রাসাদ দৃষ্টিশক্তি হরণ এবং অত্যুন্নতি বশতঃ যেন গগনদেশ স্পর্শ করিতেছে। লোকে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে চন্দ্র যেরূপ দর্শন করে, হনুমান্ সেইরূপ প্রাসাদতলে মলিনবেশা, রাক্ষসীগণে বেষ্টিতা, অনশনকৃশা, দীনভাবাপন্না, পুনঃ পুনঃ নিশ্বসন্তী সীতাকে দর্শন করিলেন। রুচিরকান্তি সীতার রূপ দেখিয়া ধূমজাল-সমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় অতি কষ্টে অনুমান করা যাইতেছে। তিনি একখানি জীর্ণ পীতবর্ণ বসন পরিধান করিয়া, অলঙ্কার রহিত হওয়ায় কমলবিরহিতা মলিনা কমলিনীর ন্যায় শ্রীহীনা হইয়াছেন। সেই পতিব্রতা দুঃখে সন্তপ্ত, পীড়িত ও অতিশয় ক্ষীণ হইয়া কেতুগ্রহ-পীড়িতা রোহিণীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। শোক ও চিন্তাবশতঃ নিয়ত দুঃখভোগে নিতান্ত কাতর হওয়াতে তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। তিনি কেবল রাক্ষসীদিগকে দেখিতেছেন ; কিন্তু প্রণয়াস্পদ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া যেন শ্বগণপরিবৃতা মৃগীর ন্যায় ত্রস্ত ও ব্যাকুল হইয়াছেন ; কৃষ্ণসর্পসদৃশী লম্ববেণী জঘনতল স্পর্শ করায় বোধ হইতেছে যেন, বর্ষাবিগমে মেদিনী নীলবর্ণ বনরাজিতে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তিনি সুখভোগেরই যোগ্যপাত্রী, কখন কোন দুঃখের নামমাত্র জানিতেন না ; এক্ষণে দুঃখে নিরতিশয় তাপিত হইয়াছেন। ১-২৬।

হনুমান্ সেই কৃশাঙ্গী মলিনাকে দর্শন করিয়া প্রত্যয়জনক নানা কারণে স্থির করিলেন, তিনিই সীতা। কামরূপী রাক্ষস যখন হরণ করিয়া লইয়া আইসে, তখন আমি সীতার যে প্রকার রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, এই রমণীকেও তদনুরূপ দেখিতেছি। পূর্ণচন্দ্রাননা, সুভ্রূ, সুন্দর সুগোলপয়োধরশালিনী দেবী দেহকান্তিতে যেন সর্ব্বদিকের অন্ধকার নাশ করিয়াছেন। ইঁহার কণ্ঠ ইন্দ্রনীল-মণির প্রভার ন্যায় নীলবর্ণ, ওষ্ঠ বিম্ব-সদৃশ, মধ্যদেশ সুশোভন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুপ্রতিষ্ঠিত। পদ্মপলাশাক্ষী সীতা যেন সাক্ষাৎ মদনের রতি এবং পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় সর্ব্বজগতের ইষ্ট। সেই সুতনু, সংযতা তাপসীর ন্যায় ভূতলে উপবেশন করিয়া আছেন; ভীরু সর্পরাজবধূর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। মহৎ শোকজালে আচ্ছন্ন হওয়াতে ইঁহার আর তাদৃশী শোভা নাই ; যেন অগ্নির শিখা ধূমজালে আবৃত। ইঁহার অবস্থা অস্পষ্টার্থ স্মৃতির ন্যায়, অন্যায়াপহৃত ঐশ্বর্য্যের ন্যায়, নাস্তিক-বুদ্ধি দ্বারা অপহৃতা শ্রদ্ধার ন্যায়, প্রতিহত আশার ন্যায়, বিঘ্নরাশি পূর্ণা সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিতা বুদ্ধির ন্যায় এবং অযথা অপবাদগ্রস্তা কীর্ত্তির ন্যায় সাতিশয় নিষ্প্রভ ও শোচনীয়। রামসেবার ব্যাঘাত হওয়াতে অবলা ব্যথিত হইয়াছেন ; তাহাতে আবার রাক্ষসীগণ নিতান্ত পীড়ন করাতে মৃগশাবকলোচনা চঞ্চলভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। ইঁহার কৃষ্ণ ও আকুঞ্চিত পক্ষ্মশোভিত, অশ্রুজল-পরিপূর্ণ, অপ্রসন্ন বদন হইতে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতেছে। ইনি ভূষার উপযুক্ত, কিন্তু এক্ষণে কোন ভূষাই নাই ; মলপঙ্কে লিপ্ত হইয়া দীনভাব ধারণ করিয়াছেন; নক্ষত্রপতি চন্দ্রের প্রভা কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অভ্যাস অভাবে শিথিলিত বিদ্যার ন্যায় সীতাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হনুমানের মনে সন্দেহ জন্মিল। হনুমান্ সীতাকে অনলঙ্কৃতা দর্শন করিয়া ব্যাকরণ-সংস্কারহীন, অর্থান্তর-প্রতিপাদক বাক্যের ন্যায় অনেক কষ্টে বুঝিতে পারিলেন। অনিন্দ্যরূপা বিশালনয়না রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া তিনি নানা হেতু দ্বারা উপপন্ন করিলেন যে, তিনিই সীতা। হনুমানের আসিবার সময় রাম বৈদেহীর গাত্রশোভিত যে যে অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সীতার অঙ্গে তিনি সে সমস্ত দর্শন করিলেন। ভাবিলেন, এই যে শ্রুতিমূলে সুগঠিত কুণ্ডলদ্বয়, এই যে সুন্দররূপে সংস্থিত কর্ণাভরণ এবং এই যে হস্তসংযুক্ত অথচ বহুকাল সংস্কারাভাবে মলিনীভূত আভরণ দেখিতেছি, আমার বোধ হইতেছে, রাম যে সকলের কথা কহিয়াছিলেন, এই সমস্তই সেই। তন্মধ্যে যেগুলি ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, আমি কেবল সেইগুলিই দেখিতেছি না ; কিন্তু যেগুলি নিক্ষিপ্ত হয় নাই, নিঃসন্দেহ এই সমস্ত সেই। ইঁহার যে সুবর্ণময় তন্তুরঞ্জিত পীতবর্ণ উত্তরীয়-বসন স্খলিত হইয়া পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, তৎকালে বানরেরা সকলেই তাহা দর্শন করিয়াছে। ইনি পরিত্যাগ করাতে যে সকল মহামূল্য উৎকৃষ্ট অলঙ্কার শব্দ করত ধরণীতলে পতিত হইয়াছিল, তাহাও তাহারা দেখিয়াছে ; অনেক দিন পরিধান করাতে ইঁহার পরিধেয়-বস্ত্র অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু উত্তরীয়-বসন অপেক্ষা ইঁহার বর্ণের ন্যূনতা জন্মে নাই। যিনি নিরুদ্দিষ্ট হইলেও রামের মন হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইতেছেন না, এই সুবর্ণকান্তি রামের সেই প্রিয়-মহিষী। স্নেহ, দয়া, শোক ও মদন, যাঁহার জন্য রাম এই চতুষ্টয়ে যুগপৎ পরিতাপিত হইতেছেন, ইনিই সেই। স্ত্রী অপহৃত হইয়াছেন, এই জন্য স্নেহ ; আশ্রিত জনকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, এই জন্য দয়া ; পত্নীর উদ্দেশ হইতেছে না, এই জন্য শোক ; আর প্রিয়া বলিয়া মদন তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। এই দেবীর যে প্রকার রূপলাবণ্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, আর রামের যে প্রকার রূপ, তাহাতে বোধ হইতেছে, এই অসিতনয়নাই রামের মহিষী। এই দেবীর মন তাঁহাতে এবং তাঁহার মন এই দেবীতে স্থাপিত ; সেই জন্যই ইনি এবং সেই ধর্ম্মাত্মা রামও জীবিত রহিয়াছেন। ইঁহার বিরহে প্রভু রাম যে শোকে অবসন্ন না হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন, ইহা অতি দুষ্কর কার্য্য বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। গুণবতী সীতাকে তথায় দর্শন করিয়া হনুমান্ হৃষ্টচিত্তে মনোদ্বারা রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ প্রভুর স্তব করিলেন। ২৭-৫৪।

ষোড়শ সর্গ।

সীতার দুরবস্থা দর্শনে হনুমানের বিলাপ।

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ প্রশংসাভাজন সীতার ও গুণাভিরাম রামের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া তেজস্বী হনুমান্ বাষ্পপূর্ণলোচনে সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সুশিক্ষিত ও বিনীত লক্ষ্মণের গুরুপত্নী হইয়াও সীতাকে যখন দুঃখে কাতর হইতে হইল, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। দেবী ধীমান্ রাম এবং লক্ষ্মণের পরাক্রম জ্ঞাত আছেন, সেই জন্যই বর্ষাকালীন গঙ্গার ন্যায় একেবারে অধীর হইতেছেন না। স্বভাব, বয়স, চরিত্র, কুল ও সুলক্ষণ-বিষয়ে বৈদেহী রামের অনুরূপ; অতএব উভয়ে উভয়ের প্রতি একান্তচিত্ত।" তৎপরে হেমবর্ণা শ্রীর ন্যায় লোকানন্দদায়িনী সেই সীতাকে দর্শন করিয়া হনুমান্ মনোমধ্যে রামকে স্মরণ করিলেন এবং বলিলেন, "এই বিশালাক্ষী সীতার জন্যই মহাবল বালি এবং রাবণ সদৃশ বীর্য্যবান্ কবন্ধ নিহত হইয়াছে। মহেন্দ্র যেরূপ শম্বর অসুরকে নাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বনমধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাম ইহারই জন্য ভীষণ বিক্রমশালী বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন। জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষস অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহ দ্বারা ইঁহার নিমিত্তই নষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা রাম ইঁহার জন্যই যুদ্ধে খর, ত্রিশিরা ও মহাতেজা দূষণকে নিপাতিত করিয়াছেন। লোকবিখ্যাত সুগ্রীব ইঁহার জন্যই বানরগণের উপর বালি-পালিত দুর্লভ আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমিও এই বিশালাক্ষীর অন্বেষণ জন্য নদনদীপতি শ্রীমান্ সাগর উল্লঙ্ঘন এবং এই লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়াছি। ইঁহার জন্য রাম যদি সসাগরা পৃথিবী এবং সমগ্র জগৎ পদ্দলিত করিতেন, আমার বিবেচনায় তাহা উপযুক্ত হইত। ত্রিলোকের রাজত্ব, আর জনকনন্দিনী সীতা, উভয়ের তুলনা করিলে ত্রৈলোক্য-রাজ্য সীতার শতাংশের একাংশেরও সমান হইবে না। মিথিলারাজ ধর্ম্মশীল মহাত্মা জনকের দুহিতা এই দৃঢ়পতিব্রতা সীতা, পদ্মরেণু-সদৃশ পবিত্র কেদারধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া হলমুখ দ্বারা বিদারিত ক্ষেত্র হইতে ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। ইনি আর্য্যস্বভাব অপ্রতিহত-বিক্রমশালী রাজা দশরথের যশস্বিনী জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, আত্মজ্ঞ রামের দয়িতা ভার্য্যা রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন। ইনি ভর্ত্তৃ-স্নেহবলে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বভোগ পরিহার পূর্ব্বক কোন কষ্টই লক্ষ্য না করিয়া নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং স্বামি-শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া ফলমূলাহারে সন্তুষ্ট থাকিয়া গৃহের ন্যায় বনেও অতুল প্রীতি অনুভব করিতেন। যিনি কখন কোন আপদে পতিত হন নাই, নিয়ত সহাস্য-বদনে আলাপ করিতেন, এই সেই স্বর্ণবর্ণাঙ্গী অধুনা দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতেছেন। যদিও সুশীলা সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অতিশয় পীড়িত হইয়া পিপাসিত-জনমথিত জলশালার ন্যায় হত-শ্রী হইয়াছেন, তথাপি রাম ইঁহাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। নষ্ট-রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে নরপতি যেরূপ আনন্দিত হন, ইঁহার পুনর্লাভে রাঘব নিশ্চয়ই সেইরূপ প্রীতিলাভ করিবেন। ইনিও কামভোগে বঞ্চিত ও বন্ধুজন-বিরহিত হইয়া রামের সমাগম-বাসনায় স্বীয় দেহ ধারণ করিতেছেন। এই সকল রাক্ষসী এবং এই সমস্ত ফল-বৃক্ষ রহিয়াছে, নিশ্চয়ই ইনি ইহার কিছুই দর্শন করিতেছেন না; একমনে কেবল রামকেই চিন্তা করিতেছেন। নারীদিগের পক্ষে ভর্ত্তাই ভূষণ অপেক্ষাও অধিকতর সৌন্দর্য্য-সম্পাদক; রাম-বিরহিতা সীতা রূপবতী হইয়াও সেই জন্যই শোভা পাইতেছেন না। প্রভু রাম যে ইঁহার বিরহ-শোকে অবসন্ন না হইয়া প্রাণধারণ করিতেছেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। এই সেই কৃষ্ণকেশা, পদ্মপলাশলোচনা যে সুখের যোগ্যা হইয়াও এই দুঃখভোগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মন ব্যথিত হইতেছে। পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালিনী যে সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণ রক্ষা করিতেন, আজ তাঁহাকে বিকৃতদর্শনা রাক্ষসী সকল বৃক্ষতলে রক্ষা করিতেছে। দুঃখপরম্পরায় পীড়িত হইয়া হিম-নিপীড়িত নলিনীর ন্যায় সীতার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জনক-দুহিতা সীতা প্রিয়বিরহিতা চক্রবাকীর ন্যায় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুষ্পভারাবনত অশোকের অগ্রশাখা সকল জানকীর শোক আরও বৃদ্ধি করিতেছে। এই বসন্তকালের ন্যায় সহস্র কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক সুপ্রকাশিত হইয়া চন্দ্রও ইঁহার শোক বৃদ্ধি করিতেছেন।" বলশালী বেগবান্ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ উক্ত বিষয় সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ইনিই যে সীতা, এইরূপ স্থির করিয়া ঐ বৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১-৩২।

সপ্তদশ সর্গ।

হনুমানের নানাবিধ ঘোররূপা রাক্ষসীদর্শন।

তদনন্তর পরিষ্কার, প্রকাশিত, কুমুদ-শোভিত শশাঙ্ক, হংস যেমন জলের, তেমনি নির্ম্মল নভোমণ্ডলের আরও অধিক দূরে গমন করিলেন। বিশদপ্রভাশালী নিশাপতি সীতা-দর্শনপক্ষে যেন সহায়ের কার্য্য করিয়াই পবনতনয়কে সুশীতল রশ্মিরাশি বিতরণ করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান্ দেখিলেন, ভারাক্রান্তা নৌকা যেমন জলে নিমজ্জিত হয়, পূর্ণচন্দ্রবদনা সীতা তেমনি শোকভারাক্রান্ত হইয়া যেন জলমগ্ন হইতেছেন। জানকীকে দেখিতে দেখিতে পবননন্দন হনুমান্ দূরপ্রদেশস্থিত ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগকে দেখিতে পাইলেন। কাহারও একমাত্র কর্ণ, কাহারও একমাত্র চক্ষু, কাহারও কর্ণ বিশাল, কাহারও কর্ণ নাই, কাহারও কর্ণ শঙ্কু সদৃশ, কাহারও নাসিকা উর্দ্ধমুখ, কাহারও দেহের উপরিভাগ অতি দীর্ঘ ও স্থূল, কাহারও গ্রীবা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ, কাহারও কেশ নাই, কাহারও গাত্রে এত লোম যে, বোধ হয়, যেন কম্বলে বেষ্টিত হইয়া আছে, কাহারও কর্ণ লম্বমান, কাহারও ললাট লম্বমান, কাহারও পয়োধর লম্বমান, কাহারও ওষ্ঠ, চিবুকদেশ ও কাহারও মুখ লম্বমান, কাহারও জানু লম্বমান। কেহ খর্ব্ব, কেহ দীর্ঘ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট, কেহ বামন কাহারও বর্ণ অতি ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ, কাহারও বদন ভগ্ন, কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কাহারও মুখ বিকৃত, কেহ বিরূপাকৃতি, কেহ পিঙ্গলবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ক্রোধনস্বভাবা, কেহ কলহপ্রিয়া, কেহ কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত শূল, কূট ও মুদ্গর ধারণ করিয়া আছে। কাহারও মুখ বরাহের, কাহারও মৃগের, কাহারও শার্দ্দূলের, কাহারও মহিষের, কাহারও অজের, কাহারও শিবার তুল্য। কাহারও পদ উষ্ট্রের, কাহারও গজের, কাহারও বা অশ্বের পাদসদৃশ। কাহারও মস্তক বক্ষোদেশে প্রবেশ করিয়াছে; কাহারও একমাত্র হস্ত,

কাহারও বা একমাত্র পদ। কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের, কাহারও অশ্বের, কাহারও গোর, কাহারও হস্তীর, কাহারও সিংহের কর্ণসদৃশ; কাহারও নাসা অতি বৃহৎ, কাহারও নাসা বক্র, কাহারও বা নাসা নাই; আবার কাহারও নাসা গজের নাসাসদৃশ, কাহারও বা নাসিকাদ্বয় ললাটে; কাহারও পাদ হস্তীর পাদসদৃশ, কাহারও পাদ অতি প্রকাণ্ড, কাহারও পাদ গোপাদের তুল্য, কাহারও পাদে চূড়ার ন্যায় কেশগুচ্ছ; কাহারও গ্রীবা ও মস্তক বৃহৎপ্রমাণ; কাহারও কুচ, কাহারও উদর, কাহারও বদন, কাহারও বা নেত্র স্বাভাবিক প্রমাণাতিরিক্ত; কাহারও জিহ্বা, কাহারও বা বদন দীর্ঘ; কেহ অজামুখী, কেহ হস্তিমুখী, কেহ গোমুখী, কেহ শূকরমুখী, কেহ হয়মুখী, কেহ খরমুখী। কোন কোন রাক্ষসী দেখিতে অতি ভয়ঙ্করাকারা; কোন কোন ক্রোধনপ্রকৃতি কলহপ্রিয়া রাক্ষসী হস্তে শূল, কেহ বা মুদ্গর ধারণ করিয়া আছে; কোন কোন বিকৃতবদনা ভীষণা রাক্ষসীর কেশ ধূম্রবর্ণ; সকলেই নিরন্তর সুরাপান করিতেছে; উহা সুরা ও মাংস সর্ব্বদাই ভালবাসে। সকলের গাত্রমাংস শোণিতে লিপ্ত; কারণ, উহারা মাংস এবং শোণিতই আহার করিয়া থাকে। বানরশ্রেষ্ঠ দেখিলেন, এই প্রকার ঘোরদর্শনা রাক্ষসী সকল বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা-সংবলিত বনস্পতিকে বেষ্টন করিয়া আসীন রহিয়াছে। শ্রীমান্ হনুমান্ ঐ বৃক্ষতলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নৃপনন্দিনী দেবী জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রভাহীন, শোকে সন্তপ্ত, কেশপাশ ধূলায় ব্যাপ্ত। যেন পুণ্যক্ষয় হওয়াতে তারা সকল ভূতলে পতিত হইয়াছে। তিনি পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা; এক্ষণে তাঁহার স্বামি-দর্শন দুর্লভ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট অলঙ্কার কিছুই নাই; এখন পতি-প্রণয়ই তাঁহার একমাত্র ভূষণ। রাক্ষসপতি তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; বন্ধুজন কেহই নিকটে নাই; যেন যূথভ্রষ্টা বদ্ধা গজবধূকে সিংহে আক্রমণ করিয়াছে; যেন বর্ষান্তে চন্দ্ররেখা শারদীয় মেঘে আচ্ছন্ন রহিয়াছে! স্বামীর স্পর্শাভাবে তাঁহার সৌন্দর্য্য বহুকাল বাদকের করস্পর্শ ও বাদনের অভাবে বীণার ন্যায় ম্লান হইয়াছে। তিনি সতত স্বামীর হিতাভিলাষিণী; রাক্ষসদিগের অধীনতার অযোগ্যা। অশোক-কাননে তিনি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া গ্রহগ্রস্তা রোহিণীর ন্যায় ঐ সকল রাক্ষসী কর্ত্তৃক পরিবৃত রহিয়াছেন। হনুমান্ ঐ বনে তাঁহাকে কুসুমহীনা লতার ন্যায় অবলোকন করিলেন। সর্ব্বগাত্র ধূলায় লিপ্ত ও অঙ্গে অলঙ্কার-বিহীন হইয়া তিনি পঙ্কলিপ্তা নলিনীর ন্যায় প্রকাশিত হইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন না। হনুমান্ দেখিলেন, মৃগনয়না একখণ্ড মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। দেবীর বদন তেজোহীন হইয়াছে; কিন্তু পতির পরাক্রমে বিশ্বাস থাকাতে তাঁহার হৃদয়ের তেজ নষ্ট হয় নাই। মৃগশাবক-সদৃশ-লোচনা অসিতনয়না সীতা কেবল স্বীয় সৎস্বভাবগুণে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন। ত্রস্তা মৃগবধূর ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করত নিশ্বাসে যেন ফলশালী পাদপসমূহ দহন করিতেছেন। তিনি যেন সাক্ষাৎ শোকের রাশি; যেন দুঃখের তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইয়াছেন। ক্ষীণাঙ্গীর অঙ্গ সকল যথোপযুক্ত প্রমাণানুসারে গঠিত; তিনি অলঙ্কার ব্যতিরেকেও শোভা পাইতেছেন। হনুমান্ এতাদৃশী জানকীকে অবলোকন করিয়া অতুলানন্দ লাভ করিলেন। সেই চকোরনয়নাকে দেখিয়া মারুতির নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ঐ স্থান হইতে রামের চরণ উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। রামকে এবং লক্ষ্মণকে নমস্কার করিয়া বীর্য্যবান্ হনুমান্ সীতাদর্শন-জনিত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। -৩২।

অষ্টাদশ সর্গ।

রাবণকে হনুমানের দর্শন।

অনন্তর মারুতি পুষ্পিত-পাদপরাজি-সুশোভিত ঐ বন নিরীক্ষণ করিয়া বিরলে বৈদেহীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় প্রতীক্ষা করিতে করিতেই সেই রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। তখন পবন-কুমার সেই ষড়ঙ্গবেদবিদ্ উৎকৃষ্ট অগ্নিহোত্রযাজী ব্রহ্মজ্ঞ রাক্ষসদিগের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মঙ্গলবাদ্য বাদিত হইতে লাগিল; ঐ সকল বাদিত্রের শ্রুতিমনোহর শব্দে মহাবল মহাবাহু দশানন জাগরিত হইল। সেই মহাভাগ প্রতাপবান্ বিগলিত-মাল্যাম্বরধারী রাক্ষসরাজ জাগরিত হইয়াই বৈদেহীকে চিন্তা করিতে লাগিল। ঐ মদনোন্মত্ত রাক্ষসরাজ কামবেগবশতঃ তাহার চিত্ত সীতাতেই নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল; সুতরাং রাক্ষসরাজ কামবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হইল না। সে সর্ব্বাভরণ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শ্রী-ধারণ করত সর্ব্বঋতুর পুষ্প-ফল-সমন্বিত,নানাজাতি শাখিশ্রেণী-সুশোভিত,নিয়ত মত্ত পরমাদ্ভুত পক্ষিগণে বিচিত্রিত, দৃষ্টিমনোহর নানাপ্রকার ঈহামৃগগণে পরিবৃত, মণি-কাঞ্চন-তোরণে শোভিত, নানা মৃগগণে, সমাকীর্ণ, পতিত ফলনিকরে পরিব্যাপ্ত, নিবিড় বৃক্ষভূয়িষ্ঠ সেই অশোক-কাননেই প্রবেশ করিল। এক শত অঙ্গনা দেব-গন্ধর্ব্ব-কামিনী মহেন্দ্রের ন্যায় পুলস্ত্যনন্দনের অনুগামিনী হইলেন। কোন কোন কামিনীর হস্তে কাঞ্চনময়ী দীপিকা, কেহ কেহ চামরব্যজন,কেহ কেহ তালবৃন্ত ধারণ করিল। কেহ কেহ সলিল-পূর্ণ সুবর্ণের ভৃঙ্গার গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। কেহ কেহ আস্তরণাচ্ছাদিত সুবর্ণময় সিংহাসন লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কোন অনুকূলা প্রণয়িনী দক্ষিণহস্তে পানীয়পূর্ণ সমুজ্জ্বল রত্নময় পানপাত্র গ্রহণ করিল। কেহ বা রাজহংস-সঙ্কাশ, পূর্ণচন্দ্রপ্রভ, শ্বেতবর্ণ সুবর্ণদণ্ডসমন্বিত, ছত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। এই প্রকার রাবণের মনোরমা মহিলাগণ নিদ্রায় ও মাদকতায় অলস-লোচনা হইয়া,বিদ্যুল্লতা যেমন মেঘের, তদ্রূপ বীরবর পতির অনুগামিনী হইল। তাহাদিগের হার ও কেয়ূর স্ব স্ব স্থান হইতে বিচলিত, গাত্রের লেপন মার্জ্জিত, কেশকলাপ বিগলিত ও বদনে স্বেদবিন্দু প্রকাশিত হইল। মাদকতার অবসান ও নিদ্রাহেতু সেই সকল মহিলাগণের শরীর ঘূর্ণিত এবং মাল্য সহিত কুন্তলরাশি আলুলায়িত হইয়াছিল। এই ভাবে মদিরলোচনা সুবদনা প্রিয়পত্নী সকল বহুমান বশতঃ ও নিজ নিজ কামের অনুরোধে গমনকারী সেই রাক্ষসপতির অনুগমন করিল। তাহাদিগের সেই স্বামী মহাবল, পাপমতি, নিশাচর পরতন্ত্রতানিবন্ধন সীতার প্রতি আসক্তচিত্তে মন্দ মন্দ স্খলিতগতিতে গমন করিতে লাগিল। ১-১৯।

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ সেই মনোরমা মহিলাগণের কাঞ্চী ও নূপুরের শব্দ শুনিতে পাইলেন। মহাকপি দেখিতেও পাইলেন, সেই অনন্যসাধারণকর্ম্মা অভাবনীয় বলপৌরুষশালী রাবণ দ্বারদেশে উপস্থিত। সম্মুখে রাক্ষসীরা গন্ধতৈলপূর্ণ দীপ

ধারণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করায় তাহার সর্ব্বশরীর স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। কাম, দর্প ও মত্ততা তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে; তাঁহার বিশাল নয়ন অলস ও তাম্রবর্ণ। সে যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সমক্ষে উপস্থিত হইল। রাবণ মনোহর মুক্তা-সমূহ-সমন্বিত, মথিত দুগ্ধফেননিভ শুভ্র, ধৌত, উৎকৃষ্ট বসন ও পুষ্পমালা অঙ্গ লইতে আকর্ষণ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল। সে যত নিকটে আসিতে থাকিল, হনুমান্ ততই বিটপীর মধ্যে শত শত পত্র ও পুষ্পের অভ্যন্তরে লীন হইয়া সমীপস্থিত ব্যক্তি কে, ইহা বিশেষ রূপে অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। দেখিতে দেখিতে বানরশ্রেষ্ঠ দেখিলেন, রাজা রাবণের যে সকল প্রধান প্রধান রূপযৌবনসম্পন্না মহিষী ছিল, মহাযশস্বী রাক্ষসরাজ সেই রূপবতী রমণীগণে পরিবৃত হইয়া মৃগপক্ষি-নিনাদিত সেই প্রমোদবনেই প্রবিষ্ট হইল। মদমত্ত বিচিত্র আভরণধারী মহাবল শঙ্কুকর্ণ নামে যে একজন বনের রক্ষক ছিল, প্রবেশকালে কেবল সেই বিশ্রবনন্দন রাক্ষসরাজ তাহরই নয়নপথে পতিত হইল। পরম রূপবতী রমণীগণে বেষ্টিত সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরাজকে অবলোকন করিয়া তারাগণ পরিবৃত চন্দ্রমারা ন্যায় মহাতেজা মহাকপি হনুমান্ ভাবিলেন যে, আমি ইতিপূর্ব্বে উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে যাহাকে নিদ্রিত দর্শন করিয়াছি, এই সেই; অতএব এই-রাবণ। এইরূপ স্থির করিয়া মহাতেজা পবননন্দন হনুমান্ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অত্যুচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন। যদিও দীপ্তশক্তিসম্পন্ন হনুমান্ অতি তেজস্বী, তথাপি তিনি সেই রাবণের তেজঃপ্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া পত্রবহুল শাখামধ্যে অবস্থিতি করত লুক্কায়িত রহিলেন। রাবণ কৃষ্ণকেশগুচ্ছ-সমন্বিতা, চারুনিতম্বিনী, আয়তস্তনা, অসিতনয়না সীতাকে দর্শন করিবার অভিলাষে তদভিমুখে গমন করিল। ২০-৩২।

ঊনবিংশ সর্গ।

সীতা এবং রাবণ পরস্পরের দর্শন।

অনন্তর অনিন্দ্যরূপা বিপুলনিতম্বা রাজনন্দিনী সীতা, রূপযৌবনসম্পন্ন উত্তম বিভূষণে বিভূষিত রাক্ষসপতি রাবণকে দর্শন করিয়াই বায়ু-সমাগমে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। বিশালনয়না বরবর্ণিনী সীতা উরুযুগল দ্বারা উদর, করকমল দ্বারা পয়োধরযুগল আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দশানন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, রাক্ষসীগণে রক্ষিতা বৈদেহী দুঃখভরে কাতর হইয়া সমুদ্রে নৌকার ন্যায় মগ্ন হইতেছেন। কঠোরনিয়মাচারিণী সীতা অনাবৃত ভূমিতে আসীন থাকায় বোধ হয়, যেন বনস্পতির শাখা ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। তাঁহার অঙ্গের ভূষণ-স্থান সকল মলব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি ভূষার যোগ্য, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কোন ভূষাই নাই; অতএব পঙ্কলিপ্তা মৃণালিনীর ন্যায় সম্যক্ প্রকাশ পাইতেছেন না। যেন মনোরথে সঙ্কল্পরূপ অশ্ব যোজনা করিয়া বিদিতাত্মা রাজসিংহ রামের সমীপে যাত্রা করিয়াছেন। রামগতপ্রাণা রামা শীর্ণ হইয়া যাইতেছেন, রোদন করিতেছেন, আত্মজন-বিরহিত হওয়াতে একমাত্র ধ্যান ও শোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, দুঃখের আর পার দেখিতেছেন না। মন্ত্রাদি দ্বারা রুদ্ধগতি সর্পরাজ-বধূর ন্যায় তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন, যেন রোহিণী ধূমকেতুর তাপে সন্তপ্ত হইয়াছে। সদাচার ও সৎস্বভাবসম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ কুলে উৎপন্ন হইয়া, তৎকুলানুযায়ী বিবাহ-সংস্কারেই সংস্কৃতা হইয়াছেন; কিন্তু বোধ হইতেছে, যেন দুষ্কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তদনুসারেই সংস্কৃতা হওয়াতে মলিনা রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যেন মহতী কীর্ত্তি অবসন্ন হইয়াছে, যেন শ্রদ্ধা অপমানিত হইয়াছে, যেন প্রজ্ঞা ক্ষীণ হইতেছে, যেন আশা প্রতিহতা হইয়াছে, যেন দেবস্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে, যেন রাজাজ্ঞা প্রতিহত হইয়াছে, যেন উল্কাদি উৎপাতকালে দিক্ প্রজ্বলিত হইয়াছে, যেন পূজা নষ্ট হইয়াছে, যেন পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডল তমোগ্রস্ত হইয়াছে, যেন পদ্মিনী বিমর্দ্দিত হইয়াছে, যেন সেনা নায়কহীন হইয়াছে, যেন প্রভাকরের প্রভা অন্ধকারে অধঃকৃত হইয়াছে, যেন নদী স্বল্পতোয়া হইয়াছে, যেন যজ্ঞবেদি পতিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, যেন অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ-প্রায় হইয়াছে, যেন হস্তী শুণ্ডাঘাতে পদ্ম-সরসীকে আকুল করিয়া জল-বিহঙ্গমদিগকে বিত্রাসিত ও পদ্মনিকরের পলাশ সমস্ত ভঙ্গ করিয়াছে। জানকী পতিশোকে শুষ্ক হইয়াছেন; যেন নদী বিস্রাবিত হওয়াতে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অঙ্গমার্জ্জনা না হওয়ায় কৃষ্ণপক্ষের যামিনী-সদৃশ মলিম হইয়াছেন। সুন্দরাঙ্গী, সুকুমারী ও রত্নময় গৃহোচিতা সীতা এক্ষণে শোকে সন্তপ্ত হইতেছেন; যেন অচিরোৎপাটিতা মৃণালিনী রৌদ্রে শুষ্ক হইতেছে। যেন গজরাজবধূ ধৃত ও স্তম্ভে বদ্ধ হইয়া যূথপতিবিরহে শোকে কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। অযত্নসংবদ্ধ এক দীর্ঘবেণী লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে বর্ষাপগমে নীলবর্ণ বনরাজি দ্বারা মেদিনীর ন্যায় তাঁহার শোভা হইয়াছে। উপবাসে, শোকে, তাপে, চিন্তায় ও ভয়ে তিনি নিতান্ত ক্ষীণ এবং দীনভাবাপন্ন হইয়াছেন; আহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তপস্যাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। দুঃখে কাতর হইয়া ইষ্টদেবের ন্যায় অঞ্জলিপুটে যেন রঘুকুলতিলক রামের নিকট দশগ্রীবের পরাভব প্রার্থনা করিতেছেন। অনিন্দিতা সীতা রোদন করিতে করিতে সুপক্ষ-শোভিত লোহিতপ্রান্ত আয়ত শুক্ললোচনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ এতাদৃশী রামানুব্রতা জানকীকে দর্শন করিয়া নিজের বিনাশের নিমিত্তই প্রলোভিত করিতে লাগিল। ১-২২।

বিংশ সর্গ।

সীতার প্রতি রাবণের উক্তি।

অনন্তর রাবণ ইঙ্গিতে ও মধুরবাক্যে রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা দীনভাবাপন্না নিরানন্দা তাপসী সীতাকে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল, "হে করভোরু! আমাকে দেখিয়াই যখন তুমি পয়োধর ও উদরদেশ সঙ্গোপন করিলে, তখন বোধ হয়, তুমি ভয়েই আপনাকে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছ না। হে বিশালাক্ষি! আমি তোমাকে কামনা করি। হে সর্ব্বগুণসম্পন্নে! হে সর্ব্বলোকমনোহরে! হে প্রিয়ে! তুমি আমাকে বহুমান করিয়া লও। সীতে! এ স্থানে কোন মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস নাই; অতএব আমা হইতে তোমার যে ভয় হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ কর। হে ভীরু! নিশ্চয় জানিবে যে, রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম এই যে, তাহারা নিয়ত পরস্ত্রী-গমন বা বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী হরণ করিয়া থাকে। তথাপি মৈথিলি! তুমি অকামা

বলিয়া আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না; কিন্তু কাম, যথাকাম আমার শরীরে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। হে দেবি! তুমি আমাকে ভয় করিও না। প্রিয়ে! আমাতে বিশ্বাস কর ও যথার্থ প্রণয়বতী হও; এরূপ শোকাকুলা হইও না। একবেণী, অধঃশয্যা, চিন্তা, মলিন বসন এবং অনর্থক উপবাস, এ সকল তোমার উপযুক্ত নহে। মৈথিলি! তুমি আমাকে লাভ করিয়া বিচিত্র মাল্য, চন্দন, অগুরু, বিবিধ বসন, নানাপ্রকার দিব্য আভরণ, মহামূল্য বিবিধ যান, আসন শয্যা এবং গীত, নৃত্য ও বাদ্য উপভোগ কর। তুমি স্ত্রীরত্ন; অতএব এরূপ অবস্থায় থাকিও না, অঙ্গে ভূষণ ধারণ কর, আমাকে লাভ করিয়া তুমি কি প্রকারে অনলঙ্কৃতা থাকিবে? তোমার এই সুন্দরসঞ্জাত যৌবন অতিবাহিত হইতেছে। যৌবন স্রোতস্বিনীর স্রোতের ন্যায় একবার অতীত হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। হে শুভদর্শনে! বোধ হয়, রূপস্রষ্টা বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়া স্বকার্য্য হইতে উপরত হইয়াছেন; কারণ, অন্য কোন কামিনীতেই তোমার রূপের উপমা নাই। বৈদেহি! এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছে যে, রূপযৌবনশালিনী তোমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার মন বিপথগামী না হয়? সাক্ষাৎ ব্রহ্মাও বিচলিত হন। হে চন্দ্রাননে! হে নিবিড়নিতম্বে! আমি তোমার যে যে অঙ্গ দর্শন করিতেছি, আমার চক্ষু সেই সেই অঙ্গেই বদ্ধ হইয়া থাকিতেছে। মৈথিলি! তুমি আমার ভার্য্যা হও; এরূপ মোহ বিসর্জ্জন কর। আমার অনেক উত্তম উত্তম পত্নী আছে, তুমি তাহাদিগের মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। ভীরু! আমি ত্রিলোক মন্থন করিয়া যে সকল রত্ন অপহরণ করিয়াছি, সে সমস্তই তোমার এবং সমুদায় রাজ্যও তোমাকে দান করিতেছি। হে বিলাসিনি! আমি তোমার প্রীতির জন্য নানা নগর-মালায় বিভূষিত অখিল ভূমণ্ডল জয় করিয়া জনকরাজকে প্রদান করিব। যুদ্ধে আমার প্রতিবল হয়, ইহলোকে এরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখি না। দেখ, আমার সুমহৎ বীর্য্য যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। রণে আমি সুরাসুরদিগকে বারংবার পরাজয় ও তাহাদিগের ধ্বজদণ্ড মর্দ্দন করিয়াছি; তাদৃশী দশাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা আমার সম্মুখে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় নাই। তুমি আমাতে অভিলাষিণী হও; তোমার বেশ-ভূষা করা যাউক এবং সুন্দরপ্রভ আভরণ সকল তোমার গাত্রে সজ্জিত হউক। অলঙ্কৃত হইলে তোমার যে রূপ হইবে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। হে চারুবদনে! আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হও। ভীরু! যথেচ্ছায় বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও বিহার কর; যত ইচ্ছা হয়, ভূমি বা ধন দান কর। বিশ্বস্ত হইয়া আমার নিকট বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা এবং অশিষ্টার ন্যায় আমাকে আজ্ঞা কর। তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে থাকিলে তোমার বন্ধুবর্গের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। হে ভদ্রে! হে যশস্বিনি! তুমি আমার সমৃদ্ধি সন্দর্শন কর। সুভগে! বল্কলবাসা রামকে লইয়া আর কি করিবে? রাম যে বিজয়ী হইবে, তাহার এমন কোন উপায় নাই। সে শ্রীভ্রষ্ট, বনবাসী, ব্রতাচারী ও ভূমিশায়ী হইয়াছে; আশঙ্কা হয়, এতদিন জীবিত আছে কি না। জানকি! বলাকাশ্রেণীর অনুগামী নীলিম মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন চন্দ্রিমার ন্যায় রাম আর তোমাকে দেখিতেও পাইবে না। হিরণ্যকশিপু যেমন ইন্দ্রের হস্তগত কীর্ত্তি পুনরায় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই, রাম তেমনি আমার হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না। হে চারুহাসিনি! হে সুদতি! হে চারুলোচনে! হে বিলাসিনি! বিনতানন্দন গরুড় যেমন সর্পসমূহ হরণ করে, তুমিও তেমনি আমার মনোহরণ করিতেছ। তুমি একমাত্র জীর্ণ কৌষেয়-বসন পরিধান করিয়া আছ, কৃশ হইয়াছ, তোমার গাত্রে কোন অলঙ্কারও নাই, তথাপি তোমাকে দেখিয়া নিজপত্নীগণে আর আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার অন্তঃপুরে সর্ব্বগুণান্বিতা যে সকল রমণী আছে, জানকি! তুমি তাহাদিগের সকলেরই উপর প্রভুত্ব কর। হে কৃষ্ণকেশান্তে! আমার স্ত্রী-সকল ত্রৈলোক্য-সুন্দরী; অপ্সরা সকল যেমন লক্ষ্মীর সেবা করে, তদ্রূপ তাহারা সকলেই তোমার পরিচর্য্যা করিবে। হে সুভ্রু! হে সুশ্রোণি! কুবেরের যে কিছু ধন রত্ন আছে, তুমি আমার সহিত একত্র হইয়া যথাসুখে সেই সমস্ত এবং সমুদয় লোক উপভোগ কর। দেবি! কি তপস্যা, কি বল, কি বিক্রম, কি ধন, কি তেজ, কি যশ, রাম কিছুতেই আমার সমতুল্য নহে। তুমি পান, বিহার ও বিবিধ ভোগ উপভোগ কর; রাশি রাশি ধন এবং যেখানে ইচ্ছা তুমি দান কর। ললনে! আমি তোমার সমস্ত বাঞ্ছা পূরণ করি আর তুমি তোমার যাবদীয় আত্মীয় স্বজনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর। হে বিমল-সুবর্ণহার-ভূষিতাঙ্গি! আমার সমভিব্যাহারে পুষ্পিতপাদপ-পরিব্যাপ্ত, ভ্রমরসঙ্কুল, সমুদ্রতীরজাত কানন সকলে বিহার কর।" ১-৩৬।

একবিংশ সর্গ।

রাবণের কথায় সীতার উত্তর।

কাতরা করুণাত্মিকা বৈদেহী সেই ভয়ানক রাক্ষসের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে কাতরভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন; তপস্বিনী দুঃখে নিপীড়িত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তাঁহার কলেবর আতঙ্কে কম্পিত হইতে থাকিল। পতিব্রতা সুন্দরী মনোমধ্যে পতিকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সম্মুখে কিঞ্চিদ্দূরে একগাছি তৃণ ব্যবধান রাখিয়া শোকাকুলা সীতা উত্তর করিলেন,"রাবণ! আমা হইতে মনকে নিবৃত্ত কর, নিজ স্ত্রীগণে মন স্থাপন কর। পাপকারী যেমন সিদ্ধি প্রার্থনা করিতে পারে না, তুমিও তেমনি আমাকে প্রার্থনা করিবার যোগ্য নহ। আমি একপতিব্রতা, কোন মতেই নিন্দিত অকার্য্য করিতে পারি না। আমি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পবিত্র কুল প্রাপ্ত হইয়াছি।" যশস্বিনী বৈদেহী রাবণকে এই প্রকার বলিয়া রাবণের দিকে পশ্চাৎ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমি তোমার উপভোগের যোগ্যা নহি, কারণ, আমি পরের ভার্য্যা এবং সাধ্বী। সাধু-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখ, সাধুব্রত আচরণ কর; তোমার মঙ্গল হউক। নিশাচর! যেমন তোমার নিজের, তেমনি পরেরও ভার্য্যাকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকে উপমা করিয়া স্বীয় ভার্য্যাতে রত হও। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট, সেই চঞ্চলমতি চপলেন্দ্রিয় মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে পরস্ত্রী সকল আয়ুক্ষয় প্রভৃতি বিবিধ অমঙ্গলে পাতিত করে। তোমার যেরূপ আচার-বর্জ্জিত বিপরীত-বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, এ স্থানে সাধুজন নাই; না হয় তুমি সাধুজনের অনুবর্ত্তন কর না। পরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ তোমাকে হিতবাক্য বলিয়া থাকিবেন; কিন্তু তুমি রাক্ষসকুল-বিনাশের নিমিত্ত মিথ্যা-বোধে অশ্রদ্ধা করিয়া ঐ বাক্য গ্রহণ করিতেছ না। দুর্নীতিপরতন্ত্র ও অশিক্ষিত তাদৃশ

রাজাকে প্রাপ্ত হইলে অতিসমৃদ্ধসম্পন্ন রাজ্য এবং নগর সকলও নাশ পায়। এইরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া রত্নপূর্ণা লঙ্কা এক তোমারই অপরাধে শীঘ্রই নষ্ট হইবে। রাবণ! যে অদূরদর্শী নিজ কর্মদোষে মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সেই পাপকর্মার বিনাশে সকল প্রাণীই আনন্দিত হয়। এইরূপ তুমি যাহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছ, পাপকর্মা তুমি মরিলে পর তাহারা সকলেই সহর্ষে বলিবে, 'আমাদের পরমভাগ্য যে, এই দুরাত্মা ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছে।' ঐশ্বর্য্য বা ধন দ্বারা তুমি আমাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না, সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্য ব্যতীত আর কাহারও নহে, আমিও তেমনি এক রামের, অন্য কাহারও নহি। সেই লোকনাথের শোভন বাহু উপাধান করিয়া আমি কোন্ লজ্জায় অন্য ব্যক্তির বাহু উপাধান করিব? ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় আমি সেই আত্মজ্ঞানী ব্রতস্নায়ী ধরণীনাথেরই ভোগ্যা ভার্য্যা। রাবণ! তোমার মঙ্গল হউক, বনমধ্যে সমুৎসুকা করিণীকে যেমন হস্তীর নিকটে লইয়া যায়, দুঃখকাতরা আমাকেও তেমনি রামের সহিত সম্মিলন করিয়া দাও। যদি নিজ অধিকার রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর এবং যদি নিজের বিনাশ-বাসনা না থাকে তাহা হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সহিত মিত্রতা করা তোমার কর্ত্তব্য। সকলেই জানে, রাম সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও শরণাগত-প্রতিপালক; যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সহিত তোমার মৈত্রী-সংস্থাপন হউক। সেই শরণাগত-বৎসল রামকে প্রসন্ন কর; ভক্তিভাবে আমাকে তথায় লইয়া রামকে অর্পণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। এইরূপে যাইয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে সমর্পণ করিলেই তোমার স্বস্তিলাভ হইবে; অন্যথা করিলে মহা বিপদে পতিত হইবে। উৎকৃষ্ট বজ্র তোমাকে ত্যাগ করিতে পারে, যমও বহুকাল তোমাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু লোকনাথ সেই রাম-ক্রুদ্ধ হইলে তোমার কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই। ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের গর্জ্জনের ন্যায় তুমি রামের চাপসম্ভূত সুবৃহৎ শব্দ শ্রবণ করিবে। রাম লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত সুপর্ব্ব বাণ সকল জ্বলিতমুখসর্পের ন্যায় শীঘ্রই এই লঙ্কায় পতিত হইয়া এই নগরীর রাক্ষসদিগকে সংহার করিবে। এত বাণ পতিত হইবে যে লঙ্কায় তিলার্দ্ধমাত্র স্থান থাকিবে না। গরুড় যেমন বেগে মহাসর্প সকল উত্তোলন করে, রামরূপী গরুড় তেমনি রাক্ষসরূপ সর্পদিগকে উত্তোলন করিবেন। বিষ্ণু যেমন ত্রিবিক্রমদ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে সমুজ্জ্বল লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অরি-দমন মদীয় ভর্ত্তা তেমনি শীঘ্রই তোমার হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। হে রাক্ষস! হতাস্পদ জনস্থানে রাক্ষসবল নিহত হইলে পর তুমি স্বয়ং অশক্ত বলিয়া সেই স্থানে এই অনার্য্যোচিত আচরণ করিয়াছ। অধম! সেই নরসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় মায়ামৃগের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন, পরে তুমি তখনই শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে হরণ করিয়াছ। কুক্কুর যেমন শার্দ্দূলের আঘ্রাণ পাইয়া সম্মুখে থাকিতে পারে না, তুমিও তেমনি রাম-লক্ষ্মণের দর্শন পাইলে আর তথায় অবস্থিতি করিতে পারিতে না। তুমি এতাদৃশ দুর্ব্বল, তাঁহার সহিত যদি তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তোমার সহায়-সম্পত্তিরও স্থিরতা দেখিতেছি না; অতএব বৃত্রাসুরের এক বাহু যেমন ইন্দ্রের দুই বাহু দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল, তোমাকেও তেমনি পরাজিত হইতে হইবে। সূর্য্য যেমন স্বল্প জল শোষণ করেন, মদীয় প্রাণনাথ রাম তেমনি লক্ষ্মণের সহায়ে শীঘ্রই বাণ দ্বারা তোমার প্রাণসকলকে আকর্ষণ করিবেন। তুমি কুবেরালয় কৈলাস-পর্ব্বতে গমন কর অথবা ভয়প্রযুক্ত রাজা বরুণের সভাতেই যাও, কালহত মহাবৃক্ষ যেমন বজ্রাঘাতে পতিত হয়, তুমিও তেমনি নিশ্চয়ই দাশরথির হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে।" ১-৩৪।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রাবণ এবং সীতার উক্তিপ্রত্যুক্তি।

বৈদেহীর সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেশ্বর প্রিয়দর্শনা সীতাকে অপ্রিয়বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল, 'লোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে, পুরুষ স্ত্রীকে যতই সান্ত্বনা করে, স্ত্রী ততই পুরুষের বশীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু আমি তোমাকে যত প্রিয়বাক্য বলিতেছি, তুমি ততই আমাকে পরাভূত করিতেছ। তোমার উপর আমার ক্রোধ হইতেছে; কিন্তু সুসারথি অপথে ধাবিত অশ্বসকলকে যেমন সংযত করিয়া রাখে, তোমার প্রতি সমুত্থিত কাম তেমনি ঐ ক্রোধকে নিবারণ করিয়া রাখিতেছে। মনুষ্যদিগের পক্ষে কামই নিদারুণ; যাহাতে কাম পতিত হয়, সে ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহাতে দয়া ও স্নেহ জন্মিয়া থাকে। চারুবদনে! এই কারণেই আমি তোমাকে বধ করিতেছি না; কিন্তু তুমি বধের ও অবমাননার যোগ্যপাত্রী, কেবল মিথ্যা তাপস ব্রত ধারণ করিয়াছ। মৈথিলি! তুমি আমাকে যে সমস্ত পরুষবাক্য বলিলে, তাহার প্রত্যেকটির জন্যই তোমাকে নিষ্ঠুর-ভাবে বধ করা উচিত।" ১-৬।

রাক্ষসরাজ বিদেহ-নন্দিনী সীতাকে ক্রোধসংরম্ভভরে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "আমি যে দুই মাসের সময় করিয়াছি, সেই দুই মাস পালন করিব। সুন্দরি! তাহার পর তোমাকে আমার শয্যায় আরোহণ করিতে হইবে। দুই মাস অতীত হইলে পর যদি তুমি আমাকে ভর্ত্তৃভাবে ভজনা করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে পাচকেরা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।" রাক্ষসরাজ এই প্রকারে জানকীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন দেখিয়া দেব ও গন্ধর্ব্বকন্যা সকল বিষণ্ণ হইলেন। কেহ ওষ্ঠ, কেহ নেত্র, কেহ বা মুখভঙ্গী দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া রাক্ষসরাজ-পীড়িতা জানকীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। ৭-১১।

তাঁহাদিগের আশ্বাস পাইয়া সীতা নিজ সদাচার ও স্বামীর বীর্য্যে বিশ্বাস হেতু গর্ব্বিতবাক্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিলেন, "বোধ হয়, এই লঙ্কা নগরীতে তোমার হিতকামনা করে, এরূপ কোন ব্যক্তি নাই; কারণ, তাহা হইলে সে অবশ্যই তোমাকে এই বিগর্হিত কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিত। আমি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রামের ধর্ম্মপত্নী; ত্রিলোকে তুমি ভিন্ন এমন দুরাত্মা কে আছে যে, আমাকে মনোদ্বারাও প্রার্থনা করে? রাক্ষসাধম! তুমি অমিততেজা রামের ভার্য্যাকে যে পাপকথা কহিলে, তাহাতে কুত্রাপি তোমার পরিত্রাণ নাই। রে নীচ! বনমধ্যে ঘটনাক্রমে কদাচিৎ দর্পিত মাতঙ্গ এবং শশক যেমন প্রতীয়মান হয়, তোমাতে ও রামে সেইরূপ প্রভেদ। শশক-সদৃশ তুমি যতক্ষণ ইক্ষ্বাকুনাথ রামের চক্ষে পতিত না হও, ততক্ষণই রঘুনাথ রামের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না। তুমি কুভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছ;

তথাপি তোমার এই কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ ক্রূর বিকৃত নয়নদ্বয় ভূমিতে নিপতিত হইতেছে না কেন? পাপাত্মন্! আমি সেই ধর্ম্মাত্মা রামের পত্নী এবং দশরথের পুত্রবধূ; আমাকে কু-কথা কহিয়া তোমার জিহ্বাই বা স্খলিত হইতেছে না কেন? দশগ্রীব! আমার এমন তেজ আছে যে, আমি তোমাকে ভস্ম করিতে পারি, তবে রামের আজ্ঞা নাই, আ. তাপস-ব্রত-পালন করিতেছি বলি। এখনও তোমাকে ভস্ম করি নাই। তুমি কখনই সেই ধীমান্ রামের নিকট হইতে আমাকে হরণ করিতে পারিতে না, নিশ্চয় জানিবে, তোমার বধের নিমিত্ত বিধাতাই এই ঘটনা ঘটাইয়াছেন। তুমি বীর এবং কুবেরের ভ্রাতা; বলেও তুমি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট; কোন্ লজ্জায় রামকে আশ্রম হইতে অপসারিত করিয়া আমায় হরণ করিলে?" ১২-২২।

সীতার কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণ ক্রূর লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া জনকনন্দিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাবণ দেখিতে নীলমেঘের সদৃশ; তাহার বাহু ও গ্রীবা দীর্ঘ এবং প্রশস্ত; গমন সিংহের ন্যায় বেগবান্, জিহ্বা ও লোচন দীপ্ত এবং প্রখর। মুকুটের অগ্রভাগ বিচলিত হইতেছিল; আকৃতি অতি দীর্ঘ; কণ্ঠে বিচিত্র মাল্য ও অঙ্গে বিবিধ অনুলেপন; শ্রীমান্ রক্তমাল্য, রক্ত বসন ও সমুজ্জ্বল হস্তাভরণ ধারণ করিয়াছিল। বৃহৎ মেখলা নিতম্বদেশে পরিধান করায় বোধ হইতেছিল, যেন সাগরমন্থন-কালে মন্দর ভুজঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। রাক্ষসেশ্বর দুই স্থূল বাহু দ্বারা দুই শৃঙ্গ দ্বারা শোভিত মন্দরপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তরুণ-সূর্য্যসদৃশ কুণ্ডলযুগল তাহার ভূষা সম্পাদন করিতেছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল, যেন কোন পর্ব্বত দুই রক্তপল্লব ও রক্তপুষ্পধারী অশোকবৃক্ষে শোভিত হইয়াছে। সে কল্পবৃক্ষসদৃশ ও মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায় ভূষিত হইয়াছিল; কিন্তু ভূষিত হইলেও শ্মশান ও চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় তাহাকে দেখিয়া ভয় হইতেছিল। এতাদৃশ রাবণ ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া সীতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সীতাকে কহিল, "তুমি যে ব্রতপালন করিতেছ, ইহা অর্থহীন এবং নীতি-বহির্ভূত; অতএব সূর্য্য যেমন প্রাতঃকালীন অন্ধকার নাশ করেন, তেমনি তোমাকেও আজ আমি বিনাশ করিব।" রাবণ মৈথিলীকে এই প্রকার কহিয়া পরে ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। ঐ সকল রাক্ষসীর কাহারও কর্ণ বিশাল, কাহারও গোসদৃশ কর্ণ, কাহারও হস্তসদৃশ কর্ণ, কাহারও কর্ণ লম্বমান, কেহ বা কর্ণরহিত; কেহ হস্তিপদী, কেহ অশ্বপদী, কাহারও পদ গোসদৃশ, কাহারও পদে অত্যন্ত চুল। কেহ একাক্ষী, কেহ একপদী, কাহারও বা পদদ্বয় স্থূল, কাহারও পদ নাই; কাহারও মস্তক ও গ্রীবা অতিমাত্র; কাহারও স্তন ও উদরের প্রমাণ অসাধারণ; কাহারও বদন ও নেত্রের প্রমাণ অতিরিক্ত; কাহারও জিহ্বা ও নখ বিশাল। কাহারও নাসিকা নাই, কাহারও মুখ সিংহমুখের ন্যায়, কাহারও মুখ গোমুখের ন্যায়, কাহারও মুখ শূকর-মুখের ন্যায়। এতাদৃশী রাক্ষসীদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রাক্ষসরাজ আদেশ করিলেন, "রাক্ষসীগণ! সীতা যাহাতে সত্বর আমার বশীভূত হয়, তোমরা প্রত্যেকে বা সকলে মিলিত হইয়া তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর। প্রতিকূল ব্যবহারেই হউক, আর অনুকূল ব্যবহারেই হউক, সান্ত্বনা দ্বারাই হউক, আর ভেদ দ্বারাই হউক, কিংবা দণ্ডের উদ্যোগ করিয়াই হউক, সীতাকে আমার প্রতি নত কর।" ২৩-৩৭।

রাক্ষসরাজ বার বার এই প্রকার আদেশ করিয়া কাম ও ক্রোধে বশীভূত হইয়া জানকীর প্রতি গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর ধান্যমালিনী নামে রাক্ষসী সত্বর দশগ্রীবের নিকট গমন করত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "মহারাজ! আমার সহিত বিহার কর, এই সীতাতে তোমার প্রয়োজন কি? রাক্ষসেশ্বর! সীতা বিবর্ণা, দীনা এবং মানুষী। মহারাজ! তুমি বাহুবলে যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু আহরণ করিয়াছ, নিশ্চয়ই দেবগণ ইহার অদৃষ্টে সে সকল লিখেন নাই। পরন্তু যে অকামা স্ত্রীকে কামনা করে, তাহার শরীর দগ্ধ হইতে থাকে; আর অভিলাষিণী কামিনীকে যে পুরুষ কামনা করে, তাহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রীতি লাভ হয়।" রাক্ষসী এই বলিয়া বলবান্ রাবণকে অন্যত্র লইয়া গেল; মেঘবর্ণ রাক্ষস তখন হাসিতে হাসিতে নিবৃত্ত হইল। দশানন মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিয়া গেল এবং প্রদীপ্তিমান্ সূর্য্যসদৃশ ভবনে প্রবেশ করিল। সহচারিণী দেব-গন্ধর্ব্ব-কন্যা ও নাগকন্যা সকল তখন রাবণকে বেষ্টন করিয়া উৎকৃষ্ট ভবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাবণ ধর্ম্মপরায়ণা, অবিচলিতা, কম্পিতকলেবরা সীতাকে তিরস্কার ও পরিত্যাগ করিয়া মদনে মোহিত হইয়া নিজ ভবনমধ্যেই প্রবেশ করিল। ৩৮-৪৭।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

সীতাকে রাক্ষসীদিগের উপদেশ-দান।

অরাতিজনের ভীতিপ্রদ রাজা দশানন মৈথিলীকে উক্ত প্রকার কহিয়া এবং রাক্ষসী সকলকে উক্ত প্রকার আদেশ করিয়া প্রস্থান করিল। রাক্ষসরাজ প্রস্থান ও অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলে পর পূর্ব্বোক্ত ভীষণরূপা রাক্ষসী সকল সীতার অভিমুখে ধাবিত হইল। পরে তাহারা ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, সীতার নিকট গমন করিয়া নিরতিশয় কঠোরবাক্যে বিদেহ-নন্দিনীকে কহিল, "সীতে! পুলস্ত্যনন্দন লোকশ্রেষ্ঠ দশগ্রীব মহাত্মা রাবণের পত্নী হইবে, তুমি ইহা বহুভাগ্য মনে করিতেছ না?" অনন্তর একজটানাম্নী রাক্ষসী ক্রোধে লোচনদ্বয় তাম্রবর্ণ করিয়া কৃশোদরী সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয় প্রজাপতির মধ্যে যিনি চতুর্থ প্রজাপতি বলিয়া লোকে বিখ্যাত আছেন, তাঁহার নাম পুলস্ত্য। পুলস্ত্যের মানসপুত্র যে তেজস্বী মহর্ষি, তাঁহার নাম বিশ্রবা; তাঁহারও প্রভা প্রজাপতিগণের সদৃশ। হে বিশাললোচনে! শত্রুজনের ভয়ঙ্কর রাবণ বিশ্রবার পুত্র। সেই রাক্ষসেন্দ্রের পত্নী হওয়া তোমার উচিত হইতেছে। হে সুন্দরি! আমি যে বাক্য বলিলাম, তুমি তাহা অনুমোদন করিতেছ না কেন?" তদনন্তর বিড়াল-নয়না হরিজটা-নাম্নী রাক্ষসী কোপবশতঃ নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া কহিল, "যিনি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সর্ব্বতোভাবে পরাজয় করিয়াছেন, সেই রাক্ষসেন্দ্রের ভার্য্যা হওয়া তোমার উচিত। তাঁহার বীর্য্য অতি প্রভূত; তিনি শূর, সংগ্রামে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হন না। আর তিনি বলবান্ ও বীর্য্যশালী, তুমি তাঁহার ভার্য্যা হইতে ইচ্ছা করিতেছ না কেন? মহাবল রাজা রাবণ সকল ভার্য্যার অপেক্ষা ভাগ্যবতী ও পরমাদৃতা

প্রিয়ভার্য্যা মন্দোদরীকেও ত্যাগ করিয়া তোমারই নিকটে উপস্থিত থাকিবেন। রাবণের অন্তঃপুর সহস্র সহস্র স্ত্রীজনে অতি সমৃদ্ধিশালী এবং নানারত্নে সুশোভিত; তিনি তাদৃশ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার অনুগত হইবেন।" বিকটা নামে আর এক রাক্ষসী কহিল, "যিনি ভীমবিক্রম দ্বারা বার বার সমরে প্রভৃত গন্ধর্ব্ব ও দানবদিগকে নিঃশেষে পরাজিত করিয়াছেন, সেই রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তথাপি হে অধমে! সেই সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন, রাক্ষসেন্দ্র, মহাত্মা রাবণের ভার্য্যা হইতে তোমার বাসনা হইতেছে না কেন?" অনন্তর দুর্ম্মুখী নাম্নী রাক্ষসী তাঁহাকে কহিল, "যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সূর্য্য তাপ-দান করেন না এবং বায়ু প্রবাহিত হন না, হে আকর্ণলোচনে! তুমি তাঁহার সমীপস্থা হইতেছ না কেন? যাঁহার ইচ্ছা হইলেই তরুগণ ভয়ে পুষ্পবৃষ্টি এবং শৈলগণ ও মেঘসকল বারি প্রদান করিয়া থাকে, অয়ি ভামিনি! সেই রাজরাজ রাবণের ভার্য্যা হইতে তোমার মানস হইতেছে না কেন? দেখ ভামিনি! আমরা যথার্থই তোমাকে ভাল কথাই কহিতেছি, শুচিস্মিতে! তুমি আমাদিগের কথা গ্রহণ কর; নতুবা জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না।" ১-১৯।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

সীতার প্রতি রাক্ষসীদিগের পরুষবাক্য-প্রয়োগ।

অনন্তর ঐ সমস্ত বিকৃতমুখী রাক্ষসী একত্রিত হইয়া পরুষবাক্যের অযোগ্যা সীতাকে পরুষবাক্যে বলিতে লাগিল, "সীতে! সর্ব্বভূত-মনোহর মহামূল্য-শয্যাসমন্বিত অন্তঃপুরে বাস করিতে তোমার মন হইতেছে না কেন? মানুষি! মানুষের ভার্য্যা হওয়াকেই তুমি বহুজ্ঞান করিতেছ। রাম হইতে মনকে নিবৃত্ত কর; যাহা মনে ভাবিয়াছ, তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। রাক্ষসেশ্বর রাবণ ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন, তুমি সেই ভর্ত্তাতে সঙ্গত হইয়া যথাসুখে বিহার কর। হে অনিন্দিতে! তুমি মানুষী, সেই জন্য মানুষ রাম রাজ্যভ্রষ্ট, অসিদ্ধার্থ এবং বিহ্বল হইলেও সেই রামকেই কামনা করিতেছ।" কমলনয়না সীতা রাক্ষসীদিগের বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এই যে কথা কহিতেছ, ইহা লোকবিদ্বিষ্ট এবং পাপ বলিয়া আমার মনে স্থান পাইতেছে না। মানুষী রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না। ইচ্ছা হয়, তোমরা সকলে আমাকে খাইয়া ফেল। তোমরা যাহা বলিতেছ, আমি তাহা করিব না। দীনই হউন, রাজ্যহীনই হউন, যিনি আমার ভর্ত্তা, তিনিই আমার গুরু। সুবর্চ্চলা যেমন সূর্য্যের, আমিও তেমনি তাঁহার নিত্য অনুরক্তা।" সীতার কথা শুনিয়া বিনতা রাক্ষসী বলিল, "রাম মানুষ, তাহাতে আবার দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাবণকে আশ্রয় কর। বিদেহনন্দিনি! তুমি দিব্য অঙ্গরাগে ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া আজি অবধি অগ্নির স্বাহা এবং ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সকল লোকের ঈশ্বরী হও। বৈদেহি! রাম অল্পায়ু ও দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে, সুতরাং রামে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই যে কহিলাম, তুমি যদি ইহা প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমরা সকলে তোমাকে ভক্ষণ করিব।" অনন্তর বিকটানাম্নী লম্বিতস্তনী আর এক রাক্ষসী কুপিত হইয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়া তর্জ্জন পূর্ব্বক কহিল, "মূঢ়ে মৈথিলি! তুমি অনেক অযোগ্য প্রলাপবাক্য বলিয়াছ, তুমি অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই কেবল দয়া করিয়া সে সকল সহ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তুমি যে আমাদিগের সময়োচিত হিতবাক্য শ্রবণ করিতেছ না, ইহা তোমার পক্ষে ভাল হইতেছে না। মৈথিলি! তোমাকে সমুদ্রের পারে আনয়ন করা হইয়াছে; এ স্থানে অন্যে আসিতে পারে না। তাহাতে আবার তুমি রাবণের ঘোর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছ; রাবণের গৃহে রুদ্ধ আছ এবং আমরা তোমার রক্ষায় নিযুক্ত আছি; অতএব সাক্ষাৎ শচীপতিও তোমাকে পরিত্রাণ করিতে পারেন না। মৈথিলি! আমি যে তোমাকে হিত উপদেশ দিতেছি, তাহা তুমি রক্ষা কর। অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার প্রয়োজন করে না, অকারণ শোক পরিত্যাগ কর; প্রণয়বতী হইয়া আনন্দ অনুভব কর, সতত দীনভাব পরিত্যাগ কর। সীতে! রাক্ষসরাজের সহিত যথাসুখে বিহার কর। ভীরু! আমরা জানি, স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী, এই জন্যই বলিতেছি, যৌবন অতিক্রম না হইতেই সুখপ্রাপ্ত হও। হে মদিরেক্ষণে! তুমি মনোরম উদ্যান ও পর্ব্বতের উপবন সকলে রাক্ষসরাজের সহিত বিচরণ কর। ইন্দীবরাক্ষি! তুমি সর্ব্বরাক্ষসের অধিপতি রাবণকে ভর্ত্তা বলিয়া ভজনা কর, তাহা হইলে, হে দেবি! সহস্র সহস্র তোমার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিবে। আমি যাহা বলিতেছি, তুমি যদি তাহা না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিব।" অনন্তর ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরীনাম্নী নিশাচরী বৃহৎ শূল ঘূর্ণিত করিয়া কহিল, "আমার গর্ভাবস্থা; এই অবস্থায় যে পর্য্যন্ত আমি দর্শন করিয়াছি যে, রাবণ এই ত্রাসবশতঃ কম্পিত-পয়োধরা মৃগনয়না সীতাকে হরণ করিয়াছেন, সেই পর্য্যন্তই আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি ইহার যকৃৎ, প্লীহা, ভুজদ্বয়ের স্থূল পার্শ্বভাগ, নাড়ীবন্ধন-সহিত হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মস্তক ভক্ষণ করি।" অনন্তর প্রঘসা নামে রাক্ষসী বলিল, "আমি এই নৃশংসার কণ্ঠদেশ পীড়ন করিব, তোমরা বসিয়া কি করিতেছ? তাহার পর তোমরা গিয়া রাজাকে সংবাদ দাও, সেই মানুষী মরিয়া গিয়াছে। কোন সন্দেহই নাই, তখন রাজা বলিবেন, তাহাকে খাইয়া ফেল।" অনন্তর অজামুখী নামে রাক্ষসী বলিল, "বিবাদ আমার ভাল লাগে না; ইহাকে কর্ত্তন করিয়া সমান সমান পিণ্ড কর; তাহার পর সকলে সমান ভাগ করিয়া লইব, সত্বর মদ্য ও বিবিধ বহুতর মাল্য আনয়ন কর।" অনন্তর শূর্পণখা নামে রাক্ষসী বলিল, "অজামুখীর কথা আমারও ভাল বোধ হইতেছে; শীঘ্র সর্ব্বশোক-বিনাশিনী সুরা আনয়ন কর। মানুষের মাংস আস্বাদন করিয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকটে গিয়া নৃত্য করিব।" বিরূপা রাক্ষসী সকল এই প্রকারে নিরতিশয় ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে দেব-দুহিতৃ-সদৃশী সীতা অধৈর্য্য হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১-৪৫।



অশোকবনে সীতা

[illegible]

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রাক্ষসীদিগের ভয়ে সীতার ম্লানভাব।

অনন্তর ঐ সকল ভয়ঙ্করদর্শনা রাক্ষসীরা বিবিধ কটু ও কহিতে থাকিলে জানকী রোদন করিতে লাগিলেন। উহারা ঐ প্রকার বলিলে মনস্বিনী বিদেহনন্দিনী নিরতিশয় ত্রস্ত হইয়া বাষ্প-গদ্গদস্বরে কহিলেন, "মানুষী কখন রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না। ইচ্ছা হয়, তোমরা সকলে আমাকে উদরসাৎ কর; আমি তোমাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিতে পারিব না।" রাবণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়াতে এবং রাক্ষসদিগের মধ্যে অবস্থান করাতে সুরসুতা-সদৃশী শোকার্ত্তা সীতা কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না; বনমধ্যে ব্যাঘ্রাক্রান্তা যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় যেন নিজে নিজের শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অধিকতর কম্পিত হইতে থাকিলেন; অশোক-বৃক্ষের প্রকাণ্ড পুষ্পিত শাখা আশ্রয় করিয়া শোকভরে মগ্নমনে স্বামীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অশ্রু-ধারায় তাঁহার স্থূল পয়োধরযুগল প্লাবিত হইতে থাকিল; চিন্তা করিয়া তথাপি শোকের পারপ্রাপ্ত হইলেন না। প্রবল বায়ুবেগে কদলীপত্রের ন্যায় পতিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। রাক্ষসীদিগের ভয়ে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার বদন-চন্দ্রমা ম্লান হইল। কলেবর কম্পিত হওয়াতে তাঁহার বিপুল দীর্ঘ বেণীও কম্পিত হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন সর্পিণী ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। মিথিলা-রাজনন্দিনী শোকে অচেতন ও দুঃখভরে কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুমোচন করত 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা আমার শ্বশ্রূ কৌশল্যে! সুমিত্রে!' এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। 'পণ্ডিতগণের অনুমোদিত এই লোকপ্রবাদ সত্য বটে যে, স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, অকালে সকলের পক্ষেই মৃত্যু দুর্লভ; তাহা না হইলে আমি রাম-বিরহিণী এবং এই সকল ক্রূর রাক্ষসী কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও কি মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিতাম? আমার পুণ্য অতি স্বল্প; সমুদ্রমধ্যে বায়ুবেগে আহত হইয়া পরিপূর্ণা নৌকা যেমন নিমগ্ন হয়, আমাকে তেমনি দীনহীনা অনাথার ন্যায় জীবন হারাইতে হইল। একে ত স্বামীকে আমি নয়নগোচর করিতেছি না, তাহাতে আবার রাক্ষসীগণের বশীভূত হইয়াছি; সুতরাং আমাকে বারিবেগ-সমাহত নদীকূলের ন্যায় শোক-সন্তাপে অবসন্ন হইতে হই-তেছে। সেই যে আমার পদ্মপলাশলোচন সত্যবাদী কৃতজ্ঞ প্রাণনাথ সিংহ-বিক্রমে গমন করেন, যাহারা তাঁহাকে অবলোকন করিতেছে, তাহারাই ধন্য। তীব্র বিষ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকা যেমন দুর্ঘট, সেইরূপ সেই যশস্বী আত্মজ্ঞ রামের বিরহে আমারও জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভাবিত হইয়াছে। না জানি, জন্মান্তরে কি মহাপাতকই করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই নিদারুণ ঘোর মহাদুঃখ ভোগ করি-তেছি। অতএব গুরুতর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না; যে হেতু, রাক্ষসী সকল আমার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে, অথচ রামকেও প্রাপ্ত হইতেছি না। পরবশ মনুষ্যজন্মে ধিক্! নিজের ইচ্ছা হইলেও মনুষ্য জীবন ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।" ১-২০।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

রাক্ষসীভয়ে সীতার রোদন ও বিলাপ।

ঐ কথা বলিতে বলিতে জানকীর বদনমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। বালা অধোবদনে পুনর্ব্বার বিলাপ করিতে লাগিলেন; বড়বার ন্যায় ভূমিতে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন; বোধ হইল, যেন তিনি ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন, যেন তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন, পিত্তোদ্রেক-নিবন্ধন যেন তিনি প্রমত্তা হইয়াছেন, যেন তাঁহার চিত্তভ্রম জন্মিয়াছে। 'আমি রামের ভার্য্যা, কামরূপী রাক্ষস মারীচ রামকে মায়ায় মোহিত করিয়া আশ্রম হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল; এই অবসরে রাবণ শূন্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; তৎকালে আমি উচ্চৈঃস্বরে কতই রোদন করিয়াছি। এক্ষণে রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি; তাহারা আমাকে নিদারুণ তিরস্কার করিতেছে। আমি নিরতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া শোকে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব জীবিত থাকিতে আর আমার বাসনা নাই। যখন আমি মহারথ রাম ব্যতীত রাক্ষসীদিগের মধ্যে বাস করিতেছি, তখন অর্থ, ভূষণ ও জীবনে আমার প্রয়োজন কি? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, না হয় অজর ও অমর; সেই নিমিত্তই এত দুঃখেও বিদীর্ণ হই-তেছে না। আমি যখন সেই রামের বিরহে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তখন আমার জীবন পাপে পূর্ণ এবং অনার্য্যা ও অসতী আমাকে ধিক্! নিশাচর রাবণকে কামনা দূরে থাকুক, আমি তাহাকে বামচরণদ্বারাও স্পর্শ করি না। সেই দুরাত্মা নিশাচর কামমোহে মোহিত বলিয়াই জানিতে পারিতেছে না, আমি বারংবার তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। যে আপনার কুল ও আপনার স্বরূপ জানে না, সে স্বীয় কুটিল স্বভাববশতঃ আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছে। তোমাদের নিকট আর অধিক প্রলাপ বলিবার প্রয়ো-জন নাই; তোমরা আমাকে খণ্ড খণ্ড কর, ভগ্নই কর, চূর্ণই কর অথবা অগ্নির উত্তাপে তাপিত কর কিংবা হুতাশনে ভস্মসাৎ কর, তথাপি আমি রাবণকে ভজনা করিব না। রাঘব বিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়ালু এবং সৎ-স্বভাব বলিয়া বিখ্যাত, তথাপি যে তিনি নির্দ্দয় হইয়াছেন, বোধ হই-তেছে, সে কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষ। যিনি একাকীই জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছেন, তিনি কি আমাকে পুনর্ব্বার উদ্ধার করিবেন না? অল্পবীর্য্য রাবণ আমাকে নিরোধ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমার ভর্ত্তা নিশ্চয়ই সেই রাবণকে সংগ্রামে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসপ্রধান বিরাধকে রণে নিহত করিয়াছেন, সেই রাম কি আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না? সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত বলিয়া লঙ্কা দুরাক্রমণীয়া বটে, কিন্তু এ স্থানে রামের বাণের গতিরোধ হইবে না। রাম দৃঢ়পরাক্রম, আমিও তাঁহার মনোমত ভার্য্যা; আমাকে রাক্ষসে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে, তথাপি যে রাম আমাকে উদ্ধার করিতেছেন না, তাহার কারণই বা কি? আমি এ স্থানে রহিয়াছি, বোধ হইতেছে, লক্ষ্মণাগ্রজ তাহা জানিতে পারেন নাই; জানিলে কি সেই তেজস্বী এরূপ অবমাননা সহ্য করিতেন? রাবণ আমাকে হরণ করিয়া আনি-য়াছে, এই সংবাদ যিনি তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিতেন, সেই

গৃধ্রাজ জটায়ুকেও রাবণ রণে নিহত করিয়াছে। জটায়ু অতি মহৎ কার্য্যই করিয়াছিলেন; তিনি বৃদ্ধ হইলেও আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া রাবণবধার্থ উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। আমি এই স্থানে রহিয়াছি, রাঘব যদি ইহা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রই বাণ দ্বারা পৃথিবীকে রাক্ষসশূন্য করিতেন, লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতেন, মহাসমুদ্রও শোষণ করিতেন; এমন কি, সেই নীচাশয় রাবণেরও নাম এবং কীর্ত্তি নাশ করিতেন। তাহা হইলেই নাথহীন রাক্ষসীদিগের গৃহে গৃহে আমি যেমন করুণ ক্রন্দন করিতেছি, এইরূপ রোদনধ্বনি হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাম অন্বেষণ করিয়া লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে লঙ্কাকে অবশ্যই এই প্রকার করিবেন; তাঁহাদিগের দুই জনকে দেখিতে পাইলে শত্রু মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না। অচিরকালমধ্যেই ভূমির ন্যায় লঙ্কা শ্মশান হইবে; চিতাধূমে লঙ্কার পথ সকল আকীর্ণ এবং গৃধ্র সমূহে লঙ্কানগরী সমাবৃতা হইবে। অচিরেই আমার এই মনোরথ সফল হইবে। আমার বাক্য সকল আপাততঃ তোমাদিগের বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাই তোমাদিগের পক্ষে অশুভ চিহ্ন। বিশেষতঃ লঙ্কায় যে প্রকার অশুভ চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, সত্বরই এই দশাননপুরী লঙ্কা শ্রীহীন হইবে। নিশ্চয়ই পাপপরায়ণ রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইলে পর দুরাক্রম্যা লঙ্কা বিধবা কামিনীর ন্যায় শ্রীহীনা হইবে। আজ যে লঙ্কানগরী বিবিধ পুণ্যোৎসবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, অধিপতি ও রাক্ষসগণ নিহত হইলে পর এই লঙ্কাই পতিবিহীনা রমণীর ন্যায় হইবে। নিশ্চয়ই আমি অচিরকালমধ্যেই শ্রবণ করিব, প্রতি গৃহেই রাক্ষস-কন্যা সকল দুঃখার্ত্তা হইয়া রোদন করিতেছে। আমি রাক্ষসের আলয়ে রহিয়াছি, সেই রক্তাক্ত-লোচন রাম যদি এ সংবাদ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রামের শরনিকরে দগ্ধ হইয়া লঙ্কানগরী অন্ধকার ও হত-প্রভ হইবে এবং ইহার প্রধান প্রধান রাক্ষস সকল বিনষ্ট হইবে। নৃশংস নীচাশয় রাবণ যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত. দুষ্টমতি রাবণ স্থির করিয়াছে, এই সময়ে আমাকে সংহার করিবে। পাপাচারী রাক্ষসদিগের অকার্য্য বোধ হয় কিছুই নাই। অধর্ম্ম-হেতু এক্ষণে মহোৎপাত উপস্থিত হইবে। মাংসাশী রাক্ষসগণ ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানে না। রাক্ষস নিশ্চয়ই আমাকে প্রাতঃকালীন ভোজনের জন্য পাক করিবে। প্রিয়দর্শন রাম আমার নিকটে নাই, আমি কি উপায় করিব? আজ যদি এই স্থানে কেহ আমাকে বিষদান করিতে পারে, তাহা হইলে আমি পতির অদর্শনে যমদেবের সাক্ষাৎকার করিতে পারি। রক্তিমলোচন রামকে না দেখিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি; এতাদৃশী হইয়া আমি যে জীবিত রহিয়াছি, ভরতের অগ্রজ রাম তাহা জানিতে পারেন নাই; জানিলে পর রামলক্ষ্মণ পৃথিবীমধ্যে অবশ্যই আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা সেই লক্ষ্মণাগ্রজ আমারই শোকে কাতর হইয়া ভূতলে দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইহলোক হইতে দেবলোকে গমন করিয়া থাকিবেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণই ধন্য, যাঁহারা আমার রাজীবলোচন বীর রামকে দর্শন করিতেছেন। অথবা রাম আত্মজ্ঞানী, জীবন্মুক্ত, রাজর্ষি এবং নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত, সেই জন্যই ভার্য্যাতে তাঁহার প্রয়োজন নাই কিংবা দৃশ্যমান পদার্থেই প্রীতি জন্মে; দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সৌহৃদ্য থাকে না; কিন্তু কৃতঘ্নেরাই প্রণয় বিসর্জ্জন করিতে পারে, রাম ত কখন প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। অথবা আমাতে কোন দোষ থাকিবে; কিংবা আমার সৌভাগ্য ক্ষয় পাইয়াছে, সেই জন্য সীতাভামিনীকে বরার্হ রাম হইতে বিযুক্ত হইতে হইল। অক্ষুণ্ণচরিত্র মহাবীর শত্রু-নিসূদন মহাত্মা রামের সহিত যে হেতু আমি বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; অতএব জীবন হইতে মরণই আমার মঙ্গল। অথবা পুরুষশ্রেষ্ঠ রামলক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা হয় ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ফলমূলাহারী মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতেছেন। অথবা দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ ছল-পূর্ব্বক শূরবীর ভ্রাতৃদ্বয় রামলক্ষ্মণকে নিপাতিত করিয়াছে। এই কষ্টকর সময়ে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মরিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু এই অসহ্য দুঃখের সময়েও বিধাতা আমার অদৃষ্টে মৃত্যুবিধান করিতেছেন না। পরন্তু সেই ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সত্যসম্মত মুনিগণই ধন্য, যাঁহারা জিতাত্মা ও মহাভাগ এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে প্রিয়াপ্রিয় কিছুই নাই। যাঁহাদের প্রিয়-জনিত দুঃখসম্ভব নাই অথবা অপ্রিয়-জনিত ততোধিক সন্তাপ ভোগ করিতে হয় না, যাঁহারা প্রিয়াপ্রিয় হইতে একেবারেই বিমুক্ত, সেই মহাত্মাগণকে নমস্কার করিতেছি। যাহা হউক, আত্মজ্ঞ প্রিয় রাম যখন আমাকে ত্যাগ করিলেন, পাপ রাবণের বশগতা হইয়া তখন সন্তোষ সহকারেই মরিতে পারিব।” ১-৪৭।

সপ্তবিংশ সর্গ।

ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-কথন।

রোষপরায়ণা সীতা এইরূপ ভয়ানক বাক্য বলিলে পর, কতিপয় রাক্ষসী ক্রোধাকুল হইয়া দুরাত্মা রাবণকে ঐ কথা জানাইবার নিমিত্ত গমন করিল। অনন্তর ভীষণদর্শনা রাক্ষসীগণ সীতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া পুনর্ব্বার অনর্থকর নিদারুণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল, “রে অনার্য্যে পাপনিশ্চয়ে সীতে! আজ এখনই রাক্ষসী সকল তোমার এই মাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে।” ঐ সমস্ত নির্দ্দয়া নিশাচরী সীতার প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে দেখিয়া ত্রিজটা নাম্নী বৃদ্ধা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া তাহাদিগকে কহিল, “অনার্য্যাগণ! তোমরা আপনাদিগকে খাও। জনকের দুহিতা ও দশরথের প্রিয়পুত্রবধূ সীতাকে খাইতে পাইবে না। আমি আজ অতি দারুণ রোমহর্ষণ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহাতে রাক্ষসকুলের নাশ এবং ইহাঁর স্বামীর বিজয়সূচনা করিতেছে।” ক্রোধ-মোহিতা রাক্ষসী সকল ত্রিজটার এই কথা শুনিয়া সকলেই ভীত হইয়া কহিল, “তুমি রাত্রিতে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ, বল।” ১-৭।

ঐ সকল রাক্ষসীর মুখ-নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্রিজটা ঐ প্রত্যূষ-স্বপ্ন-সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল, “স্বয়ং রাম শ্বেতমাল্য ও শুক্লবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে গজদন্ত-বিরচিত সহস্র অশ্বযোজিত অন্তরীক্ষগামী দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছেন। অপিচ, শুক্ল বসন পরিধান করিয়া, ক্ষীরোদসাগরে পরিবেষ্টিত শ্বেতপর্ব্বতে অবস্থিত থাকিয়া ভাস্করের সহিত প্রভার ন্যায়, সীতা রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন। আবার দেখিয়াছি, রাম ও লক্ষ্মণ পর্ব্বতাকার চতুর্দ্দন্ত মহাগজে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। পরে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শুক্লমাল্যাম্বর-

ধারী রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনে সীতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কমলনয়না জানকী সেই আকাশস্থ শ্বেতপর্ব্বতাগ্রভাগে প্রথমতঃ স্বামী রামের ক্রোড়ে পতিত হইয়া, পরে তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ আসিয়া রামকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হস্তীর স্কন্ধে উপবেশন করিলেন। পরে দেখিলাম, সীতা দুই হস্তে চন্দ্র-সূর্য্যকে মার্জ্জনা করিতেছেন। তৎপরে ঐ গজবর ঐ দুই কুমার ও বিশালাক্ষী সীতাকে পৃষ্ঠে লইয়া লঙ্কার উপরিভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আবার দেখিলাম, শুক্লমাল্য ও বসনধারী রাম লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে অষ্ট শুক্লবৃষযোজিত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন। আমি আবার এক স্বপ্ন দেখিলাম, সত্যপরাক্রম বীর্য্যবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সূর্য্যতম দিব্য পুষ্পকবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তরদিগভিমুখে প্রস্থান করিলেন। স্বপ্নে আমি রাবণকেও দেখিয়াছি। তিনি মুণ্ডিতমস্তক ও তৈলাক্ত-শরীর এবং রক্তবসন পরিধান করিয়া মধুপানে মত্ত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, মুণ্ডিত-কেশ রাবণ আজ কৃষ্ণ বসন পরিধান করিয়া করবীর-পুষ্পের মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া পুষ্পকরথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরে রাবণ রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপন ধারণ করিয়া গর্দ্দভ-যোজিত রথে আরোহণ করিলেন। পরে গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া তৈলপান এবং চিত্তভ্রমবশতঃ ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে শীঘ্রই দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিলেন। তাহার পর আমি দেখিলাম, রাক্ষসরাজ রাবণ ভয়-বিমোহিত হইয়া গর্দ্দভ-পৃষ্ঠ হইতে অধোমুখে পতিত হইলেন। অনন্তর সহসা উত্থান করিয়া বিচলিত, ভয়ার্ত্ত, চকিত ও বিবসন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় মুখে বহুবিধ কুকথা উচ্চারণ করিতে করিতে সত্বর দুর্গন্ধময় দুঃসহ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন নরকসদৃশ বিষ্ঠাপঙ্কে পতিত হইয়া নিমগ্ন হইলেন; পুনর্ব্বার দক্ষিণদিকে গমন করিয়া জল-কর্দ্দম-শূন্য এক হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। কৃষ্ণবর্ণা লোহিতবসনা কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গী এক প্রমদা কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দশগ্রীবকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং রাবণের পুত্রদিগকেও আমি ঐ অবস্থায় দর্শন করিলাম। তাহারাও মুণ্ডিতমস্তক ও তৈলাক্তকলেবর। দশগ্রীব বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শুশুকে এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। কেবল একমাত্র বিভীষণ শ্বেতচ্ছত্রে শোভিত হইয়া চারিটি সচিব-সমভিব্যাহারে আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছেন এবং তাঁহার মহতী সভায় গীত-বাদ্যের শব্দ হইতেছে। সকল রাক্ষসই লঙ্কামধ্যে লোহিত মাল্য ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া তৈলপানে সমাসক্ত রহিয়াছে। এই সময় লঙ্কার গোপুর ও তোরণ সকল ভগ্ন হইয়া পড়িল; মনোহারিণী লঙ্কা নগরী অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণের সহিত সাগরে নিমগ্ন হইল। আরও দেখিয়াছি, লঙ্কা ধূলি দ্বারা রুক্ষবর্ণ এবং রাক্ষসের কামিনীগণ সকলেই তৈলপানে প্রমত্ত হইয়া মহাচীৎকার করিয়া হাস্য করিতেছে। কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষসবীরগণ সকলে লোহিতবর্ণ কুৎসিত বসন পরিধান করিয়া গোময়-হ্রদে প্রবেশ করিতেছেন। অতএব দূরে অপসরণ কর, দেখিবে, রাঘব অবিলম্বেই সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণের সহিত তোমাদিগকে হনন করিবে। বনবাসসহচরী সীতা তাঁহার বহু আদরের প্রিয়মহিষী, তাঁহার ভৎর্সনা বা তর্জ্জনা রাঘব সহ্য করিবেন না। অতএব নিষ্ঠুরবচনে প্রয়োজন নাই; সান্ত্বনাই কর। এস, বিদেহনন্দিনীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, ইহাই আমার ইচ্ছা। যাঁহার এমন দুরবস্থায় এতাদৃশ স্বপ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, সে সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনুত্তম ইষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাক্ষসীগণ! ভৎর্সনা করিয়াছ,এখনও তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর; আর কঠোর বাক্যের প্রয়োজন নাই; নিশ্চয়ই রাঘব হইতে রাক্ষসগণের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। জনকনন্দিনী মৈথিলী যদি প্রণিপাতে প্রসন্ন হন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন। এই বিশালাক্ষীর শরীরে কোনরূপ অলক্ষণও অণুমাত্র দর্শন করিতেছি না। ইহাঁর কেবল কান্তি ম্লান হইয়াছে বলিয়াই জানা যাইতেছে যে, ইনি দুঃখে পতিত হইয়াছেন; এই দেবী দুঃখের অনুপযুক্তা। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, ইনি আকাশে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি বিদেহনন্দিনীর প্রয়োজনসিদ্ধি, রাক্ষসরাজের বিনাশ ও রামের বিজয় সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি। ঐ দেখা যাইতেছে, মহৎ অভীষ্ট-সূচক স্বপ্ন শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ইহাঁর পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে। বৈদেহীর বামবাহুও অকস্মাৎ হৃষিত হইয়া কম্পিত হইতেছে এবং হস্তিশুণ্ড-সদৃশ অত্যুত্তম বাম উরুও কম্পিত হইয়া যেন জানাইয়া দিতেছে যে, রাম ইহাঁর সম্মুখে উপস্থিত। অপিচ, কাকাদি পক্ষিগণ শাখাস্থিত নীড়মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া হৃষ্টভাবে সুন্দর মধুর রব করিয়া বার বার সুখপ্রাপ্তি সূচনা করিতেছে।" অনন্তর সেই লজ্জাশীলা বালা স্বামীর বিজয়ে হর্ষিতা হইয়া কহিলেন, "যদি এই বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।"১-৪৮।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বেণীসহায়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগার্থ সীতার কল্পনা।

শোকসন্তপ্তা সীতা রাবণের সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, বনমধ্যে সিংহাক্রান্তা করিবরকন্যার ন্যায় বিত্রস্ত হইলেন। একে রাবণ কর্ত্তৃক নিরতিশয় দুর্ব্বাক্য দ্বারা ভৎর্সিত, তাহাতে আবার রাক্ষসীদিগের মধ্যবর্ত্তিনী, সুতরাং বিজন বিপিনে পরিত্যক্তা বালিকার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন;—'সংসারে অকালে মৃত্যু হয় না, পণ্ডিতেরা যে এই কথা কহিয়া থাকেন, ইহা সত্য। তাহা না হইলে, এই প্রকারে নিরতিশয় ভৎর্সিত হইয়াও এই পাপীয়সী কি ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিত? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার সুখবিহীন বহুদুঃখপূর্ণ হৃদয় অজর ও অমর, তাহা না হইলে আজ বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? প্রাণত্যাগবিষয়ে ত অবশ্যই আমার কোন দোষ নাই, আমি এই অপ্রিয়দর্শন রাবণের বধ্যা; ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে বেদমন্ত্র দান করিতে পারেন না, আমিও তেমনি রাবণকে মন-প্রাণ দান করিতে অসমর্থ। সেই জগন্নাথ রাম যদি রাবণের নিয়মিত সময়ের মধ্যে আগমন না করেন, তাহা হইলে অস্ত্র-চিকিৎসক যেমন গর্ভস্থ শিশুকে গর্ভদশাতেই ছেদন করে, অনার্য্য রাবণ তেমনি অচিরকালমধ্যেই শর দ্বারা নিশ্চয়ই আমার অঙ্গ সকল ছেদন করিবে। একে ত আমি স্বামী-বিরহে দুঃখার্ত্তা, তাহার উপর আবার এই বধ-যন্ত্রণা আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে; কারণ,দুই মাস অবিলম্বেই অতিবাহিত হইবে। তখন রাজাজ্ঞাক্রমে গৃহাবদ্ধ তস্করের নিশাবসানে যেমন প্রাণদণ্ড হয়, আমারও

সেইরূপ ঘটিবে। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সৌমিত্রে! হা রামজননীগণ! মন্দভাগিনী আমি মহার্ণবমধ্যে বায়ু-প্রেরিত নৌকার ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম! নিশ্চয়ই বজ্রতেজঃসদৃশ রাক্ষস মৃগরূপ ধারণ করিয়া আমার জন্য সিংহসদৃশ দুই বলবান্ রাজপুত্রকে সংহার করিয়াছে। মৃগরূপধারী সেই কাল অবশ্যই তৎকালে আমার জ্ঞানলোপ করিয়াছিল, সেই জন্যই মূঢ়া আমি আর্য্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। হা রাম! হা সত্যব্রত! হা দীর্ঘবাহো! হা পূর্ণচন্দ্রনিভানন! হা জীবলোকের হিত ও প্রিয়সাধক! তুমি জানিতেছ না যে, আমি রাক্ষসদিগের বধ্য হইয়াছি। আমি যে পতি ভিন্ন অন্য দেবতা জানি নাই, শাপদানে সমর্থ থাকিলেও আমার যে ক্ষমা আছে, ভূমিতে যে শয়ন করিয়া থাকি, ধর্ম্ম-নিয়ম যে প্রতিপালন করিতেছি, আর আমার যে পতিব্রতা-ধর্ম্ম, এই সমস্তই কৃতঘ্ন ব্যক্তির উপকারের ন্যায় বিফল হইল। আমি তোমার বিয়োগবশতঃ মিলনে হতাশ হইয়া নিতান্ত কৃশ ও বিবর্ণ হইয়াছি, তথাপি যখন তোমার দর্শন পাইলাম না, তখন আমার এই সকল ধর্ম্মাচরণ ও পতিব্রত্য নিরর্থক। বোধ হইতেছে, তুমি নিয়মানুসারে পিতার আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক ব্রত সমাপ্ত করিয়া বন হইতে ফিরিয়া গিয়া নির্ভয় ও কৃতকার্য্য হইয়া বিশাললোচনা কামিনীগণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হইবে। কিন্তু রাম! আমি নিজ বিনাশের জন্যই তোমাতে অভিলাষিণী ও নিবদ্ধপ্রেম হইয়াছিলাম; আমার ব্রত ও তপস্যা উভয়ই বিফল হইল; অতএব আমার অল্পভাগ্য জীবনে ধিক্! ইহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিষ বা শাণিত শস্ত্রসহায়ে আমি সত্বর প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কিন্তু আমাকে বিষ বা শস্ত্র দান করে, রাক্ষসের গৃহে এরূপ কেহই নাই।" ১-১৬।

সর্ব্বান্তঃকরণে রামকেই স্মরণ করিতে করিতে সীতাদেবী এই প্রকার নানাবিধ বিলাপ করিয়া শুষ্কবদনে কম্পিত হইতে হইতে পুষ্পিত পাদপশ্রেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। শোকতাপিতা সীতা বিবিধ চিন্তা করিয়া বদ্ধবেণী হস্তে লইলেন। স্থির করিলেন, গলদেশে এই বেণীগ্রথনে উদ্বন্ধন পূর্ব্বক শমন-সদনে গমন করিব। মৃদুগাত্রা বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া ঐ বৃক্ষের এক শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ ও স্বীয় বংশ-মর্য্যাদা চিন্তা করিতে লাগিলেন; তৎকালে লাবণ্যবতীর অঙ্গে শোক-বিনাশন, ধৈর্য্য-সম্পাদক, ভাবী শুভসংবাদসূচক বিবিধ লোকপ্রসিদ্ধ শুভ চিহ্ন সকল উদ্ভূত হইতে লাগিল। ১৭-১৯।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

সীতার শুভলক্ষণ-দর্শন।

ব্যথিতান্তঃকরণা, হর্ষ-বিরহিতা, সন্তাপ-পীড়িতা, অনিন্দিতা সীতা ঐরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইতিমধ্যে সেবকেরা যেমন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, বিবিধ শুভলক্ষণ সকল তেমনি তাঁহাকে ভজনা করিল। সেই সুকেশীর কুটিলপক্ষ্মরাজিপরিবৃত, কৃষ্ণতারকশোভিত, বিশাল, শুক্লবর্ণ, অপাঙ্গরক্তিম বামলোচন মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাঁহার যে মনোহর সুবৃত্ত সুগোল মাংসল বামবাহু মহামূল্য কালাগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া অনুত্তম প্রিয়তমের উপাধান হইত, সেই বামবাহু আজ অনেক দিনের পর শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হইতে থাকিল। পরস্পর সংশ্লিষ্ট উরুদ্বয়ের মধ্যে গজরাজ-শুণ্ডপ্রতিম স্থূলতর সুগঠিত বাম উরু স্পন্দিত হইয়া ব্যক্ত করিল, যেন রাম সম্মুখে উপস্থিত। অনুপম-নয়না দাড়িম্ববীজ-সদৃশ দন্তশালিনী সুন্দরাঙ্গীর ঈষৎ মলিনবর্ণ বসন উপবেশনস্থান হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে নিপতিত হইল। বাতাতপক্লান্ত প্রণষ্ট বীজ যেমন বর্ষাপাতে পুনর্জ্জীবিত হয়, পূর্ব্বোক্ত নিমিত্ত এবং অন্যান্য ভাবী শুভলক্ষণ দ্বারা অবগত হইয়া সীতা সেমনি হর্ষলাভ করিলেন। বিম্বফলসদৃশ ওষ্ঠপুটমণ্ডিত, সুন্দর-নয়ন-ভ্রূ-কেশান্ত ও কুটিল-পক্ষ্মশোভিত, শুক্লদন্ত-বিরাজিত, তদীয় মুখমণ্ডল পূর্ণ রাহুগ্রাস হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত চন্দ্রমার ন্যায় পুনর্ব্বার শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শোক ও অবসাদ অপনীত হইয়া তাপ-শান্তি হইল এবং চিত্ত হর্ষে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, শুক্লপক্ষে চন্দ্র উদিত হওয়াতে রাত্রির শোভা হইয়াছে। ১-৮।

ত্রিংশ সর্গ।

সীতার অবস্থা দর্শনে হনুমানের চিন্তা।

সীতার বিলাপ, ত্রিজটার স্বপ্ন-বিবরণ এবং রাক্ষসীদিগের তর্জ্জনগর্জ্জন বিক্রমশালী হনুমান্ সমস্তই আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। নন্দন-কাননবাসিনী সুরসুন্দরীর ন্যায় অশোকবনবাসিনী ঐ দেবীকে দর্শন করিয়া বানরবর বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত বানর যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে, আমি এই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। চরের কার্য্য আমি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছি। শত্রুর শক্তি জানিবার নিমিত্ত গুপ্তভাবে বিচরণ করিয়া আমি সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়াছি, মানুষ অপেক্ষা রাক্ষসদিগের ঐশ্বর্য্যাদির তারতম্য দেখিয়াছি; এই লঙ্কানগরীও বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; রাক্ষসরাজ রাবণের প্রভাবও দেখিয়াছি। এক্ষণে সেই অপ্রমেয় সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়ালু রামের দর্শনাভিলাষিণী ভার্য্যাকে আশ্বাসিত করা উচিত হইতেছে। তিনি কখনও দুঃখ অনুভব করেন নাই এবং শীঘ্র যে দুঃখের পার প্রাপ্ত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই, অতএব আমি সেই পূর্ণচন্দ্রাননাকে অগ্রে আশ্বস্ত করি। শোকে এই সীতার চৈতন্য-বিলোপ হইয়াছে, আমি যদি ইহাঁকে আশ্বাস না দিয়া গমন করি, তাহা হইলে আমার গমনে দোষ জন্মিবে। আমি তথায় ফিরিয়া যাইলে পর যশস্বিনী রাজনন্দিনী জানকী পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিবেন। সীতা-দর্শন-সমুৎসুক চন্দ্রানন সেই মহাবাহু রামচন্দ্রকে যেমন আশ্বস্ত করিতে হইবে, ইহাঁকেও সেইরূপ আশ্বাস দান করা কর্ত্তব্য। রাক্ষসীদিগের সমক্ষেও আলাপ করা অনুচিত; এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, আমি এই বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। এই রাত্রিশেষে আমি যদি ইহাঁকে আশ্বস্ত না করি, তাহা হইলে ইনি যে জীবন ত্যাগ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। রাম যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'জানকী আমাকে কি বলিয়া দিয়াছেন' তখন সুমধ্যমা সীতাকে সম্ভাষণ না করিয়া আমি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? যদি সীতার সংবাদ না লইয়া আমি শীঘ্র এ স্থান হইতে গমন করি, তাহা হইলে কাকুৎস্থ রাম ক্রোধদৃষ্টিতে আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। আর যদি সীতাসহ সম্ভাষণ না করিয়াই রাজা সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে রামের জন্য উৎসাহিত করি, তাহা হইলেও তাঁহার সসৈন্যে এখানে আগমন বৃথা

হইতে পারে; কারণ, সীতা অগ্রে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। আমি রাক্ষসীদিগের অনবধানসময়ের অপেক্ষা করিতেছি; সেই অবসর প্রাপ্ত হইলেই শোকসন্তাপিতা সীতাকে আজ ক্রমে ক্রমে আশ্বাসিত করিব। আমি ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়াও মানুষের ন্যায় ব্যাকরণাদি-শুদ্ধ বাক্য বলিব। যদি দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বলি, তাহা হইলে সীতা আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া ভীত হইবেন; অতএব আমাকে অবশ্যই অর্থযুক্ত মানুষবাক্য বলিতে হইবে; নতুবা আমি এই অনিন্দিতাকে সান্ত্বনা করিতে পারিব না। পূর্ব্বে রাক্ষসেরা জানকীকে ত্রাসিত করিয়াছে; সুতরাং আমার বানর-দেহ দেখিলে এবং মানুষের ন্যায় কথা কহিতে শুনিলে হয় ত সীতা আরও ভীতা হইবেন। আমাকে দুরাত্মা কামরূপী রাবণ জ্ঞান করিয়া মনস্বিনী আয়তলোচনা পরিত্রাণের জন্য আর্ত্তরব করিবেন। তিনি সহসা আর্ত্তনাদ করিলে নানা অস্ত্রশস্ত্রধারিণী যমসদৃশ ভীষণা রাক্ষসী সকল আগমন করিবে। তাহার পর ঐ সকল মহাবলশালিনী বিকৃতবদনা রাক্ষসীরা চারিদিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জানিতে পারিলে আমাকে বধ বা ধারণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। তখন আমি প্রধান প্রধান বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও স্কন্ধে ধাবিত হইতে থাকিব দেখিয়া সকলেই অতিশয় ভীত হইবে। বনভ্রমণকালে আমার ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাক্ষসী সকল ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া বিকট রব করিবে। পরে রাক্ষসীরা রাক্ষসরাজের গৃহরক্ষায় নিযুক্ত রাক্ষসীদিগকেও যত্ন-সহকারে আহ্বান করিবে। তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া শূল, শর ও নিস্ত্রিংশাদি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বেগে এই স্থলে আপতিত হইবে। সেই রাক্ষসবল-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ হইয়া আমি যদি তাহাদের সমস্ত সংহার করি, তাহা হইলে শ্রান্তিবশতঃ আর মহাসাগর পার হইতে পারিব না। অথবা কার্য্যকুশল রাক্ষসগণ যদি আমাকেই বন্দী করে, তাহা হইলে আমিও বন্দী হইলাম এবং এই সীতাও আমার আগমনের প্রয়োজন জানিতে পারিবেন না, কিংবা রাক্ষসেরা অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ; হয় ত তাহারা জনকদুহিতাকে বিনাশই করিবে; তাহা হইলে রামের ও সুগ্রীবের কার্য্য নষ্ট হইল। পরন্তু সীতাদেবী রাক্ষস-সঙ্কুল, সাগর-বেষ্টিত, পথহীন, দুর্লঙ্ঘ্য এই গুপ্তস্থানে বসতি করিতেছেন। যুদ্ধে রাক্ষসেরা আমাকে সংহারই করুক আর বন্দীই করুক; কিন্তু আমি আর এরূপ অন্য কাহাকেও দেখি না যে, আমি বিনষ্ট হইলে পর অন্য কোন বানর শতযোজন-বিস্তীর্ণ মহাসাগর লঙ্ঘন করিবে। আমি সহস্র সহস্র রাক্ষসকে অনায়াসেই হনন করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তাহার পর আর সাগরের পরপারে গমন করিতে সমর্থ হইব না। যুদ্ধে জয় পরাজয় নিয়তই অনিশ্চিত; অতএব সন্দিগ্ধ-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে আমার অভিরুচি হইতেছে না। সংশয়বিহীন কার্য্যকে কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সংশয়িত করিতে পারেন? বিদেহদুহিতার সহিত কথা কহিলে এই সমস্ত মহৎ দোষ জন্মিবে; আর না কহিলেও তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। সিদ্ধপ্রায় কার্য্য যদি অবিচক্ষণ দূতের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে দেশকাল-বিরুদ্ধ হইয়া মিহিরোদয়ে তিমিরের ন্যায় নষ্ট হয়। কার্য্য আর অকার্য্য এই উভয়ের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যাহা মন্ত্রণা করা যায়, যে সকল দূত পণ্ডিতাভিমানী, তাহাদিগের হইতে সেই কার্য্যও পণ্ড হয়।' কি করিলে কার্য্যহানি না হয়, আমার অবিমৃশ্যকারিতা প্রকাশ না পায়, সমুদ্র-লঙ্ঘন বিফল না হয়, কি করিলেই বা সীতা ভীতা না হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করেন, বুদ্ধিমান্ হনুমান্ এই সকল বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, 'অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রাম ইঁহার প্রিয়, সেই প্রিয়জনেই ইঁহার চিত্ত নিবদ্ধ রহিয়াছে; হঠাৎ তাঁহার সংবাদদান করিয়া ইঁহাকে উদ্বিগ্ন করিব না। সুমিষ্ট কথায় ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় রামের ধর্ম্মসমন্বিত শুভবাক্য সকল আপনা আপনিই উচ্চারণ করিয়া, ইঁহার যাহাতে প্রত্যয় জন্মে, আমাকে সর্ব্বথা তাহাই করিতে হইতেছে।' মহানুভব হনুমান্ জগতীনাথ রামের পত্নীকে দর্শন পূর্ব্বক এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা করিয়া বৃক্ষশাখার অন্তরালে লীন হইয়া মধুর ও সত্যবাক্য বলিতে লাগিলেন ১-৪৪।

একত্রিংশ সর্গ।

সীতা কর্ত্তৃক বৃক্ষোপরি অস্পষ্টভাবে হনুমান্‌কে দর্শন।

মহানুভব হনুমান্ এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা করিয়া কেবল সীতাই শুনিতে পান, এইরূপ দূরে থাকিয়া মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার বহুতর রথ, হস্তী ও অশ্ব ছিল এবং তিনি পুণ্যশীল, মহাকীর্ত্তি ও ইক্ষ্বাকুরাজবংশের মুখ্য, লক্ষ্মীমান্, লক্ষ্মীবর্দ্ধন, রাজলক্ষণাক্রান্ত, বিপুলশ্রী, পার্থিবশ্রেষ্ঠ, সসাগরা পৃথিবী-মধ্যে বিখ্যাত, বন্ধুজনের সুখদাতা ও সুখী ছিলেন। রাম নামে তাঁহার এক প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র ছিল। পূর্ণচন্দ্রানন রাম জ্ঞানী ও সর্ব্বধনুর্দ্ধারীর শ্রেষ্ঠ। তিনি নিজ চরিত্রের রক্ষিতা, স্বজনের রক্ষিতা, জীবলোকের রক্ষিতা, ধর্ম্মের রক্ষিতা এবং শত্রুতাপন। বীর রাম সত্যপ্রতিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার আজ্ঞাক্রমে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সমভিব্যাহারে বনে নির্ব্বাসিত হন। ঘোরতর অরণ্যমধ্যে মৃগয়া করিতে করিতে তিনি কামরূপী বহু বলবান্ রাক্ষসের প্রাণ হরণ করেন। জনস্থানের এবং খর-দূষণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধবশতঃ মায়ামৃগরূপে বনমধ্যে রামকে ছলনা করিয়া তৎপত্নী জানকীকে অপহরণ করে। রাম সেই অনিন্দিতা সীতা-দেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে সুগ্রীব বানরের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। পরে পরপুরবিজয়ী রাম বালিকে নিহত করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবকে কপিরাজ্য দান করিয়াছেন। সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে সহস্র সহস্র কামরূপী বানর সকল দিকে সীতা-দেবীর অনুসন্ধান করিতেছে। আমি সম্পাতির বচনানুসারে সেই বিশালাক্ষী সীতার অনুসন্ধান জন্য শতযোজন-বিস্তীর্ণ সাগর বেগে লঙ্ঘন করিয়াছি। রামের মুখে সীতার যে প্রকার রূপ, যে প্রকার বর্ণ এবং যে প্রকার লক্ষণ সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম, আমি ইঁহাকেও সেইরূপ নিরীক্ষণ করিতেছি।" বানরবর হনুমান্ এই প্রকার কহিয়া বিরত হইলেন। জানকীও ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর সেই কুটিলকেশাগ্রসমন্বিতা সুকেশী সীতা ভয়বশতঃ কেশাচ্ছাদিত বদন উন্নত করিয়া শিংশপা-তরুর অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সীতা কপির কথা শ্রবণ করত সমস্ত দিগ্‌বিদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক একমনে রামকেই চিন্তা করত অতিশয় হর্ষিত হইলেন। তিনি পার্শ্ব, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় বানরাধিপতির অমাত্য অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন পবননন্দনকে দেখিতে পাইলেন। ১-১৮।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

হনুমানকে দেখিয়া সীতার নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা।

তড়িৎশ্রেণীর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, বিশদবসন-পরিধায়ী হনুমান্ শাখামধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন; অতএব তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া সীতার মন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। তিনি ঐ বৃক্ষে বিকসিত-অশোক-রাশি-সমপ্রভ, তপ্ত-সুবর্ণ-সদৃশ-নয়ন, প্রিয়বাদী বিনীত বানরকে দেখিতে পাইলেন। বিনীত-বদনে অবস্থিত বানরবরকে দর্শন করিয়া মৈথিলী পরম বিস্ময়ান্বিতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অহো! বানরজাতির মধ্যে এই বানর অতি ভয়ঙ্কর, দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্নিরীক্ষ্য।" এইরূপ আলোচনা করিয়া জানকী পুনর্ব্বার ভয়ে বিমোহিত হইলেন; ভয়ে মোহিত ও দুঃখে কাতর হইয়া ভামিনী 'হা রাম! হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পাছে রাক্ষসেরা জানিতে পারে, এই জন্য তিনি মৃদুস্বরে অল্প অল্প রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মৈথিলী হরিবর হনুমান্কে বিনীতভাবে সমীপে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহা কি স্বপ্ন হইবে?' তিনি বৃহৎ-ভগ্ন-মুখশালী পূর্ব্বোক্ত-বেশধারী, বুদ্ধিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ, মহৎগুণসম্পন্ন,পবননন্দন কপিপ্রধানকে পুনর্ব্বার দর্শন করিলেন। হনুমান্কে দর্শন করিয়া সীতা নিরতিশয় ভীত এবং মৃতপ্রায় হইলেন। অনেকক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিশাললোচনা চিন্তা করিলেন, "স্বপ্নে বানর দর্শন করিয়া আজ আমি অতি কুস্বপ্ন দেখিলাম; বানরদর্শন কুস্বপ্নের মধ্যে পরিগণিত। প্রার্থনা করি, রামের, লক্ষ্মণের ও আমার পিতা জনকের মঙ্গল হউক। সেই পূর্ণচন্দ্রবদন রামের বিরহে আমি শোকদুঃখে পীড়িত হইয়াছি, আমার অন্তরে কিছুমাত্র সুখ নাই। নিদ্রাও তিরোহিত হইয়াছে. সুতরাং স্বপ্ন হইবার সম্ভাবনা কি? আমি নিরন্তর মনোমধ্যে রাম রাম চিন্তা করি, বাক্যেও সর্ব্বদা রাম রাম বলি; নিরন্তর ধ্যানবশতঃ মনোমধ্যে যাহা আলোচনা করি, তাহাই শুনিতে পাই ও শ্রবণানুরূপ দর্শনও করিয়া থাকি। একমনে নিরন্তর চিন্তা করিতেছি, সেই জন্য এক্ষণে তাঁহার রূপ মনোমধ্যে উদিত হইয়া আমাকে যাতনা দিতেছে; সেই জন্য আমি তাঁহার কথাই শ্রবণ করিতেছি, তাঁহাকেই দেখিতেছি। বোধ করিতেছি, এই বানর মনঃকল্পিত; আবার বিশেষ বিবেচনা করিয়াও তাহাই দেখিতেছি, মনঃকল্পিত বস্তুর ত রূপ নাই· এ যে স্পষ্টমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতেছে। বৃহস্পতিকে নমস্কার. শাস্ত্রধারী ইন্দ্রকে নমস্কার, ব্রহ্মাকেও নমস্কার, অগ্নিকেও নমস্কার; আমার সম্মুখে এ যে কথা বলিল, যেন ইহা সত্যই হয়, মিথ্যা না হয়।" ১-১৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

হনুমানের নিকট সীতার পরিচয়-প্রদান।

প্রবালসদৃশরক্তমুখ পবননন্দন হনুমান্ উপরের শাখা হইতে নিম্নশাখায় অবতরণ করত দুঃখিত ও বিনীতভাবে দূর হইতে নমস্কার করিয়া নিকটে আসিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে সীতাকে কহিলেন, "হে কমলনয়নে! তুমি কে? তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, অথচ মলিন কৌষেয়-বসন পরিধান করিয়া বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছ? পদ্মপত্র হইতে বারির ন্যায় তোমার দুই নেত্র হইতে শোকজনিত অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে কেন? হে শোভনে! সুর, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যম ও কিন্নর এই সকলের মধ্যে তুমি কে?· হে চারুবদনে! হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি কি রুদ্রগণের, না মরুদ্গণের, না বসুগণের কেহ? আমার বোধ হইতেছে, তুমি দেবতা। তুমি কি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রগণের প্রধানা যাবতীয় শ্রেষ্ঠগুণের অগ্রগণ্যা রোহিণী, চন্দ্রমা-বিয়োগে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছ? হে কল্যাণি! হে অনিন্দিতলোচনে! তুমি কে? হে অসিতলোচনে! তুমি কি কল্যাণী অরুন্ধতী, কোপ বা মোহ বশতঃ স্বীয় পতি বশিষ্ঠকে কুপিত করিয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছ? হে সুমধ্যমে! তোমার পুত্র, পিতা, ভ্রাতা বা ভর্ত্তা ইহলোক হইতে পরলোকগমন করাতেই কি তুমি তাঁহার জন্য শোক করিতেছ? তুমি রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ, ভূমি স্পর্শ করিয়া আছ এবং নরবর রামের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছ; সুতরাং আমি তোমাকে দেবী বলিয়া বোধ করিতে পারিতেছি না। পরন্তু তোমার যেরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণ সকল দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি রাজার মহিষী অথবা রাজকন্যা হইবে। রাবণ বলপ্রয়োগ করিয়া জনস্থান হইতে যে সীতাকে হরণ করিয়াছে, তুমি যদি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমাকে বল, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তোমার যেরূপ দৈন্যাবস্থা, যে প্রকার অলৌকিক রূপ এবং যে প্রকার তাপসোচিত বেশ দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি রামের মহিষী।" ১-১৩।

বিদেহনন্দিনী সীতা হনুমানের বাক্য এবং রামের নামোল্লেখ শ্রবণ করিয়া সানন্দে হনুমান্কে কহিলেন,"পৃথিবীর মধ্যে যিনি রাজসিংহগণের অগ্রগণ্য, আমি সেই জিতেন্দ্রিয় শত্রু-সৈন্য-প্রমাথী দশরথের পুত্রবধূ এবং বিদেহাধিপতি মহাত্মা জনকের দুহিতা। আমার নাম সীতা। আমি প্রজ্ঞাসম্পন্ন রামের ভার্য্যা। আমি রামের গৃহে দ্বাদশ বৎসর সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া মানুষভোগ্য সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়াছিলাম। অনন্তর ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে রাজা দশরথ পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিয়া ইক্ষ্বাকু-কুমার রামকে রাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। রামাভিষেকের দ্রব্য সকল আহরণ হইতে লাগিল, ইতিমধ্যে কৈকেয়ী নামে মহিষী স্বামীকে কহিলেন, 'রামকে যদি অভিষেক করা হয়, তাহা হইলে আমি দৈনিক আহার, ভোজন বা পানীয় পান করিব না; জানিবেন, এই আমার জীবনের শেষ। হে রাজসত্তম! আপনি যে সেই দেবাসুর-সংগ্রামে প্রীত হইয়া আমাকে যে বর দিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তাহা যদি মিথ্যা করা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আমি প্রার্থনা করিতেছি, রাম বনে গমন করুক।' রাজা দশরথ সত্যবাদী মহিষীকে বাক্য দান করিয়াছিলেন, স্মরণ করিয়া এবং কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ রাজা সত্যধর্ম্মে অবিচলিত থাকিয়া রোদন করত যশস্বী জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। পিতার বাক্য রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও শ্রীমান্ রামের প্রিয়তম; তিনি অগ্রে মনোমধ্যে অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ প্রকাশ্যে স্বীকৃত হইলেন। কারণ, রাম যাহা দান করিবেন, প্রাণান্ত হইলেও তাহা আর প্রতিগ্রহ করিবেন না; সত্য কহিবেন, মিথ্যা কহিবেন না। মহাযশা মহামূল্য উত্তরীয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে রাজ্যত্যাগ ও

আমার জননীর নিকট অর্পণ করিলেন। আমি কিন্তু সত্বর ব্রহ্মচারিণীর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রেই প্রস্থান করিলাম; তৎকর্তৃক বিয়োজিত হইয়া স্বর্গবাসও আমার প্রীতিজনক নহে। মিত্রের আনন্দবর্দ্ধন মহাভাগ সুমিত্রানন্দনও অগ্রজের অনুগমন করিবার নিমিত্ত অগ্রেই কুশচীর পরিধানপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। এইরূপে আমরা গুরু দশরথের আজ্ঞা বহুমান সহকারে অঙ্গীকার করিয়া কঠোর ব্রত ধারণ পূর্ব্বক অদৃষ্টপূর্ব্ব গম্ভীরদর্শন বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই অপ্রতিম-তেজঃসম্পন্ন রাম দণ্ডকারণ্যে বসতি করিতেছিলেন, এই সময় দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ তাঁহার ভার্য্যা আমাকে হরণ করিল। সে অনুগ্রহ করিয়া আমার জীবনরক্ষার জন্য দুই মাস সময় অবধারণ করিয়াছে; দুই মাস অতীত হইলে পর আমাকে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে।" ১৭-৩১।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

সীতার নিকট হনুমান্ কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণের কুশলসংবাদ দান এবং হনুমানের সহিত সীতার কথোপকথন।

শোকতাপ-সন্তাপিতা সীতার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সান্ত্বনা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "দেবি! আমি রামের আজ্ঞাক্রমে আপনার নিকটে দূত-স্বরূপে উপস্থিত হইয়াছি। হে বিদেহনন্দিনি! রাম কুশলে আছেন; তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র এবং চারি বেদ অবগত আছেন, দেবি! সেই দশরথনন্দন রাম আপনাকে কুশল-প্রশ্ন করিয়াছেন। আপনার স্বামীর প্রিয় অনুচর মহাতেজা লক্ষ্মণ শোকসন্তপ্ত হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক আপনাকে অভিবাদন করিয়াছেন।" ১-৩।

সেই দুই নরসিংহের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেবী জানকীর সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি হনুমান্‌কে কহিলেন, "মানব জীবিত থাকিলে শত বর্ষের অবসানেও আনন্দ অনুভব করে, লোকে এই যে কথা কহিয়া থাকে, আমি দেখিতেছি, ইহা সত্য।" রাম-লক্ষ্মণের সহিত মিলন হইলে যেমন হইত, ঐ সময়ে সীতার তেমনই অত্যাশ্চর্য্য আনন্দ জন্মিল। তখন সীতা ও হনুমান্ উভয়ে বিশ্বস্তভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন; শোকসন্তপ্তা সীতার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মরুৎ-নন্দন হনুমান্ ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ক্রমে ক্রমে যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেন, সীতা ততই তাঁহাকে রাবণ বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। 'হায়! আমি কি কুকার্য্যই করিলাম! ইহার সহিত কথা কহিলাম। এই সেই রাবণ রূপান্তর অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।' এই ভাবিয়া শোভনাঙ্গী শিংশপার শাখা পরিত্যাগ করিয়া শোককর্শিতা হইয়া ঐ স্থানে মৃত্তিকাতেই উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে মহাবাহু হনুমান্ জনকাত্মজা সীতাকে নমস্কার করিলেন; কিন্তু তিনি ভয়ে ত্রস্ত হইয়া আর তাঁহাকে চাহিয়া দেখিলেন না। হনুমান্ বন্দনা করিলেন দেখিয়া চন্দ্রাননা সীতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মধুরস্বরে কহিলেন, "ইহা যদি সত্য হয় যে, তুমি বাস্তবিক মায়াবী রাবণ, মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার সন্তাপিত করিতেছ, তাহা হইলে বলিতেছি, তোমার এই সন্তাপদান করা সঙ্গত হইতেছে না। জনস্থানে আমি যাহাকে প্রকৃতরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিতে দেখিয়াছিলাম, নিশ্চয় তুমি সেই রাবণ। হে কামরূপিন্ নিশাচর! আমি উপবাসে ক্ষীণ হইয়া দীনভাবে কালযাপন করিতেছি; আমাকে যে আবার সন্তাপিত করিতেছ, ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। অথবা আমি অলীক আশঙ্কা করিতেছি, তোমার দর্শনে আমার মনে আনন্দ জন্মিতেছে। যদি তুমি রামের দূত হইয়া আগমন করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হউক। হে বানরবর! আমি তোমাকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, রামের কথাই আমার অধিকতর প্রিয়। বানর! তুমি আমার প্রিয় রামের গুণ সকল কীর্ত্তন কর। সৌম্য! জলবেগ যেমন নদীকূল, তুমি তেমনি আমার মন হরণ করিতেছ। আহা! স্বপ্ন আমাকে কি অনির্ব্বচনীয় সুখই দান করিল! বহুকাল হরণের পর আজি আমি রামের প্রেরিত দূত বানরকে দর্শন করিলাম। বীর রাম ও লক্ষ্মণকে আমি যদি স্বপ্নেও দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাকে অবসন্ন হইতে হয় না; কিন্তু স্বপ্নও আমার শুভদ্বেষী। ইহাতে ত স্বপ্নও বোধ করিতে পারি না; স্বপ্নে বানর দর্শন করিলে ত অভ্যুদয়লাভ হয় না; আমি যে সন্তোষরূপ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইলাম। তবে কি এ বুদ্ধিভ্রম, বায়ুর গতি না উন্মাদ-জনিত বিকার, না মৃগতৃষ্ণিকা? উন্মাদও ত নহে, উন্মাদের লক্ষণ যে জ্ঞানহানি; আমি ত সজ্ঞান, আপনাকে এবং এই বানরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি।' এই প্রকার বিবিধ চিন্তা দ্বারা রাক্ষস ও বানর উভয় পক্ষের বলাবল নির্ণয় করিয়া সীতা হনুমান্‌কে রাবণই স্থির করিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন, রাক্ষসেরা ইচ্ছানুসারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। জনকনন্দিনী সুমধ্যমা সীতা তৎকালে এইরূপ স্থির করিয়া বানরের সহিত আর কথা কহিলেন না। ৪-২৬।

মরুত্তনয় হনুমান্ সীতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শ্রবণসুখকর বাক্যে তৎকালে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন;—"রাম সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, সুধাকরের ন্যায় লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন এবং দেব কুবেরের ন্যায় ধনধান্যাদিদান দ্বারা লোকসমূহের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। তিনি রূপবান্, স্ত্রীজাতির বাঞ্ছনীয়, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পের ন্যায় শ্রীমান্। যে স্থানে ক্রোধ করা উচিত, তিনি সেই স্থানেই ক্রোধ করিয়া থাকেন। লোকের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহারথ। লোক সকল সেই মহাত্মার বাহুচ্ছায়া অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। যে ব্যক্তি মায়াময় মৃগ দ্বারা রঘুনন্দনকে স্থানান্তরিত করিয়া শূন্য আশ্রম হইতে আপনাকে হরণ করিয়াছে, দেখিবেন, সে অচিরেই প্রতিফল পাইবে। যে বীর্য্যবান্ অবিলম্বেই পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত সায়ক-সমূহ দ্বারা যুদ্ধস্থলে রাবণকে সংহার করিবেন, তিনিই আমাকে দূতরূপে প্রেরণ করাতে আমি এই স্থানে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনার বিরহে দুঃখে কাতর হইয়া তিনি আপনার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মহাবাহু, মহাতেজা, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও প্রণাম করিয়া আপনার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দেবি! রামের সখা বানররাজা সুগ্রীব নামে বানরও আপনাকে কুশল-প্রশ্ন করিয়াছেন। রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব আপনাকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়া থাকেন। ইহা ভাগ্য যে, আপনি নিশাচরীগণের বশবর্ত্তিনী

হইয়া জীবিত রহিয়াছেন। অবিলম্বেই মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ এবং কোটি কোটি বানরগণের মধ্যবর্ত্তী অমিততেজস্বী সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবেন। আমি সুগ্রীবের অমাত্য, নাম হনুমান্; জাতিতে বানর; মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়াছি। পরাক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক দুরাত্মা রাবণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আপনার দর্শন-লালসায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেবি! আপনি আমাকে যাহা মনে করিতেছেন, আমি তাহা নহি। উপস্থিত আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা বলিতেছি, বিশ্বাস করুন।" ২৭-৩০।

—————

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

হনুমান কর্ত্তৃক সীতার নিকট রামসহ সুগ্রীবের মিলনাদি পূর্ব্ববৃত্তান্তবর্ণন।

কপিপ্রবর-প্রমুখাৎ ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিদেহনন্দিনী সুমিষ্টস্বরে বিনীতভাবে কহিলেন, "রামের সহিত তোমার কোথায় মিলন হইল? লক্ষ্মণকে তুমি কিরূপে জানিলে? বানর ও মনুষ্যের পরস্পর সম্মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল? হে বানর! রামের আর লক্ষ্মণের যে সকল চিহ্ন, তুমি পুনরায় বিশেষ করিয়া বল; তাহা হইলে আমার আর শোক থাকিবে না। অপিচ, রাম-লক্ষ্মণের শরীর-গঠন, বাহুযুগল ও উরুদ্বয় এবং বর্ণ কিরূপ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।" ১-৪।

বিদেহদুহিতার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পবনাত্মজ হনুমান্ রামের যথাযথ রূপ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে কমলনয়নে বিদেহনন্দিনি! ভাগ্যক্রমে আপনি যদি আমাকে রামের দূত জানিয়া, স্বামীর ও দেবরের অবয়বের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি রামের ও লক্ষ্মণের যে সকল নিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়াছি, হে বিশাললোচনে! সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। রামের নয়ন পদ্মপলাশ-সদৃশ এবং বদনমণ্ডল পূর্ণশশধরের ন্যায়। হে জনকনন্দিনি! তিনি রূপ ও দাক্ষিণ্য লইয়াই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তেজে আদিত্য, ক্ষমায় পৃথিবী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও যশে ইন্দ্রের সমান। তিনি প্রাণিগণের, স্বজনের, স্বীয় চরিত্রের ও ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা এবং শত্রুতাপন। অয়ি ভামিনি! তিনি চতুর্ব্বর্ণ লোকের বর্ণমর্য্যাদার অনুষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক; অতএব তিনি সূর্য্যস্বরূপ এবং সূর্য্যেরই ন্যায় পূজিত। তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্যব্রতাচারী। কোন্ কালে সাধুদিগের উপকার করিতে হইবে, তিনি তাহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন; কার্য্যের স্বরূপ এবং অনুষ্ঠানবিষয়েও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। রাজনীতিতে তিনি সুশিক্ষিত এবং ব্রাহ্মণগণের আদেশানুবর্ত্তী। শত্রুনিসূদন রামচন্দ্র জ্ঞানবান্, সুশীল এবং বিনীত; যজুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত ও বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের অত্যন্ত পূজনীয়; ধনুর্ব্বেদ, বেদ এবং বেদাঙ্গ সকলেও প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন। তাঁহার স্কন্ধদেশ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা কম্বুসদৃশ, বদন মনোহর; কণ্ঠাস্থি মাংসাবৃত ও নয়নযুগল রক্তবর্ণ; লোকে তিনি রাম নামে বিদিত; তাঁহার স্বর দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর ও বর্ণ স্নিগ্ধ; তিনি প্রতাপবান্; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরস্পর সুবিভক্ত এবং অবয়ব যেমন দীর্ঘ, তদনুরূপ প্রশস্ত; দেহের বর্ণ নীল; তাঁহার উরু, মণিবন্ধ ও মুষ্টি, এই তিন অঙ্গ অতি কঠিন; ভ্রূ, মুষ্ক ও বাহু এই তিন অঙ্গ প্রলম্বিত; কেশাগ্র, বৃষণ ও জানু এই তিন অঙ্গ সমান; নাভির অভ্যন্তরভাগ, কুক্ষি ও বক্ষঃস্থল এই তিন অঙ্গ উন্নত; নেত্রপ্রান্ত, নখ এবং চরণ ও পাণিতল রক্তবর্ণ; পাদরেখা, কেশ ও শিশ্নমণি মসৃণ; স্বর, নাভি ও গতি গম্ভীর; উদর ও কণ্ঠদেশ ত্রিবলিত; পাদতলের মধ্যভাগ, পাদরেখা ও চুচুক সমভাবে অবনত; গ্রীবা, নেত্র ও পৃষ্ঠভাগ হ্রস্ব; মস্তকে তিনটি আবর্ত্ত; অঙ্গুষ্ঠমূলে চতুর্ব্বেদের পারদর্শিতাসূচক চারিটি রেখা; দেহ চারি হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ; বাহু, উরু, গণ্ডযুগল সুগোল; ভ্রূ, নাসাপুট, নয়ন, কর্ণ, ওষ্ঠ, চুচুক, কর্পর (কনুই), মণিবন্ধ, জানু, বৃষণ, কটি, হস্ত, পাদ এবং নিতম্বদ্বয়ও প্রত্যেকে উভয়ে পরস্পর সমান; উভয় দন্তপংক্তির উভয় পার্শ্বে চারিটি করিয়া শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত দন্ত; তাঁহার গতি সিংহ, শার্দ্দূল, গজ ও বৃষের সদৃশ; ওষ্ঠ মাংসল; হনু পরিপূর্ণ ও উন্নত; নাসা দীর্ঘ; বাক্য, মুখ, নখ, লোম ও চর্ম্ম এই পাঁচ স্নিগ্ধ; বাহুদ্বয়, কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়, এই আট সুদীর্ঘ; মুখ, নেত্র, মুখবিবর, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, তুণ্ড ও পদ এই দশ কমলসদৃশ এবং বক্ষঃস্থল, মস্তক, ললাট, গ্রীবা, বাহু, নাভি, পাদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ দ্বয়, এই দশ বিশাল; শ্রী, যশ ও তেজ তাঁহাতে বর্ত্তমান; তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল, পবিত্র; কক্ষ, কুক্ষি, বক্ষঃ, নাসিকা, স্কন্ধ ও ললাট, এই ছয় উন্নত এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব, কেশ, রোম, নখ, ত্বক্, মেঢ়্র, শ্মশ্রু, দৃষ্টি ও বুদ্ধি, এই নয় অতিশয়-সূক্ষ্ম। রাঘব যথোচিত কালবিভাগ করিয়া ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সেবায় সতত রত থাকেন। তিনি সত্যধর্ম্মে নিরত, শ্রীমান্; তিনি ধনসঞ্চয় ও তদ্দ্বারা প্রজাপালনকার্য্যে তৎপর দেশকালের প্রভেদ এবং সর্ব্বলোকের প্রতি প্রিয়বাদী; তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপরিমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহ, রূপ এবং গুণে তাঁহারই সমান। সেই শ্রীমানের অঙ্গ সুবর্ণের সদৃশ আর মহাযশা রাম শ্যামলবর্ণ। তৎকালে আপনার দর্শনলাভ ভিন্ন সেই দুই নরসিংহের অন্য কোনও আনন্দই ছিল না। এই ভাবে সমগ্র প্রদেশ অন্বেষণ করিতে করিতে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। আপনারই অনুসন্ধান করিতে করিতে নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাঁহারা দুই জন অগ্রজ ভ্রাতা-কর্ত্তৃক রাজ্যাধিকার হইতে নির্ব্বাসিত বানররাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। প্রিয়দর্শন সুগ্রীব ভ্রাতার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বহুমহীরুহসমাচ্ছন্ন ঋষ্যমূকের পাদদেশে উপবেশন করিয়াছিলেন। আমরা সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ, অগ্রজ-কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত সুগ্রীবের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। বানররাজ সুগ্রীব চীরবসনধারী, উৎকৃষ্ট ধনুষ্পাণি (ধানুষ্ক) ঐ দুই নরশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া, ভয় জনিত মোহনিবন্ধন লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। অনন্তর ঐ শিখরে অবস্থিতি করিয়া অবিলম্বেই ঐ দুই জনের নিকট আমাকে প্রেরণ করিলেন। সুগ্রীবের আদেশানুসারে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে রূপলক্ষণ-সম্পন্ন দুই পুরুষসিংহের নিকট উপস্থিত হইলাম। প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারা প্রীত হইলেন। তখন আমি সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে পৃষ্ঠে লইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে আগমন পূর্ব্বক মহাত্মা সুগ্রীবকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। যশস্বী নরবর ও বানরবর উভয়ে আলাপ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং আপন আপন বৃত্তান্ত বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাসিত করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণাগ্রজ স্ত্রীহরণাভিলাষে মহাপ্রতাপশালী জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক

রাজ্যচ্যুত সুগ্রীবকে আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। পরে লক্ষ্মণ আপনার অপহরণ-জনিত অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের শোক-বৃত্তান্ত বানররাজ সুগ্রীবকে জ্ঞাপন করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাহুগ্রস্ত প্রভাকরের ন্যায় ম্লান হইলেন। রাক্ষস যখন হরণ করিয়া আনে, আপনি তখন যে সকল অঙ্গশোভী অলঙ্কার মহীতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বানরযূথপতিগণ হৃষ্ট হইয়া অবশেষে সেই সকল অলঙ্কার আনয়ন পূর্ব্বক রামকে প্রদর্শন করাইল; কিন্তু তৎকালে তাহারা আপনার গতির বিষয় জানিতে পারে নাই। যে সকল অলঙ্কার রামকে প্রদান করা হইয়াছিল, সে সমস্ত যখন শব্দ করিতে করিতে পতিত হয়, আমিই তখন উহা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলাম। রাম ঐ সকল দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। পরে ঐ সুন্দর অলঙ্কারগুলি ক্রোড়ে রাখিয়া সেই দেবোপম রাম নানাবিধ বিলাপ করিলেন। অলঙ্কার সমস্ত দশরথনন্দনের শোকানল প্রজ্বালিত করিয়া তুলিল। সেই মহাত্মা দুঃখে কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। আমি বিবিধ সুমিষ্টবাক্যে অতিকষ্টে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার উত্থাপিত করিলাম। তিনি বার বার ঐ সকল নিরীক্ষণ করিয়া ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া সুগ্রীবের নিকট সমর্পণ করিলেন। আর্য্যে! নিত্য প্রজ্বলিত সন্তাপে হুতাশন দ্বারা অগ্নিপর্ব্বতের ন্যায়, সেই রঘুনন্দন আপনার অদর্শন-জনিত তাপে পরিতপ্ত হইতেছেন। অগ্নিত্রয় যেমন অগ্নিগৃহ পরিত্যাগ করে না, অনিদ্রা, শোক এবং চিন্তা মহাত্মা রাঘবকে তদ্রূপ তাপিত করিতেছে। মহাভূমিকম্প দ্বারা মহাপর্ব্বতের ন্যায়, আপনার অদর্শনজনিত শোকে রঘুনন্দনপরিচালিত হইতেছেন। অয়ি রাজনন্দিনি! তিনি বিবিধ মনোহর কানন, নদী ও প্রস্রবণ সকলে বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু আপনার অদর্শনজন্য কিছুতেই তাঁহার তুষ্টি জন্মিতেছে না। হে জনকনন্দিনি! সেই নরসিংহ রঘুনন্দন অবিলম্বেই রাবণকে সবান্ধবে নিহত করিয়া আপনাকে লাভ করিবেন অনন্তর রাম ও সুগ্রীব উভয়ে বালিকে সংহার ও আপনার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর সেই বানররাজ দুই বীর কুমারের সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া, সমরে বালিকে নিপাতিত করিলেন। রাম বলপূর্ব্বক সুগ্রীবকে যাবতীয় ঋক্ষ ও বানরগণের রাজা করিলেন। দেবি! এইরূপে রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা জন্মিয়াছে, জানিবেন। আমি তাঁহাদিগেরই দূত হনূমান্ আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। সুগ্রীব স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অধিকৃত মহাবল মহৎ মহৎ বানরদিগকে আনাইয়া আপনার অনুসন্ধানার্থে তাহাদিগকে দশদিকে প্রেরণ করিয়াছেন। বানররাজ সুগ্রীবের আদেশ পাইয়া পর্ব্বতরাজসদৃশ দীর্ঘকায় মহাতেজস্বী বানরেরা পৃথিবীর সর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে। সুগ্রীবের আজ্ঞায় ভীত হইয়া তাহারা সেই অবধি আপনার অনুসন্ধানার্থে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে। আমরা তাহাদিগের একদল। বালির পুত্র অঙ্গদ নামে সৌন্দর্য্যসম্পন্ন মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ তিন ভাগ সৈন্য সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইয়াছেন। অঙ্গদের অনুচর আমরা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচলে পথহারা হইয়া নিতান্ত শোকাতুর হইয়াছিলাম; সেই অবস্থায় আমাদিগের কত দিন-যামিনী অতিবাহিত হইয়াছিল। অনন্তর আমরা কার্য্য-সম্পাদন-বিষয়ে হতাশ হইলাম; দিনও আমাদিগের বহির্ভূত হইয়া গেল; সুতরাং কপিরাজের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলাম। বিবিধ গিরিদুর্গ, নদী, প্রস্রবণ সকল অন্বেষণ করিয়াও আপনার অনুসন্ধান না পাইয়া জীবনত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলাম। অনন্তর আমরা ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রায়োপবেশন করিলাম। হে জনকনন্দিনি! বানরগণ সকলেই প্রায়োপবেশন করিল দেখিয়া অঙ্গদ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আপনার অদর্শন, তাদৃশরূপে বালির বধ, আমাদিগের প্রায়োপবেশন এবং জটায়ুর মরণ উল্লেখ করিয়া অতিশয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন। প্রভুর আদেশ অতি কঠিন ছিল; সুতরাং আমরা হতাশ হইয়া মরিবার নিমিত্ত উক্তরূপে উপবেশন করিয়া আছি, এই সময় যেন আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তই গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহোদর সম্পাতি নামে মহাকায় বীর্য্যবান্ গৃধ্ররাজ পক্ষী আমাদিগের সমীপে উপস্থিত হইল এবং ভ্রাতার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কোপভরে এই কথা কহিল, 'আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কে কোন্ স্থানে নিহত করিয়াছে? হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! আমার ইচ্ছা, তোমরা আমাকে ইহা বল।' আপনার জন্য ভীমরূপী রাক্ষস জনস্থানে মহাত্মা জটায়ুকে যে নিহত করিয়াছিল, অঙ্গদ সম্পাতির নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন করিলেন। হে অনবদ্যাঙ্গি! জটায়ুর বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই অরুণনন্দন দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনি রাবণের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন।' সম্পাতির ঐ প্রীতিপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ প্রভৃতি আমরা সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম; বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উত্থান করিয়া সাগরের মনোরম কূলে উপস্থিত হইলাম। আপনার দর্শন-অভিলাষে উৎসাহিত ও প্রীত হইয়া অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ সকলে তীরপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলাম। আপনার দর্শনার্থে সমুৎসুক বানরদিগের কিন্তু আবার বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল। বানরসৈন্য সমুদ্র দর্শন করিয়া ভগ্নোৎসাহ ও বিষণ্ণ হইলে পর, আমি তাহাদিগের মহাভয় অপনয়ন করিয়া শত যোজন উল্লঙ্ঘন এবং রাত্রিযোগে রাক্ষস পরিপূর্ণ লঙ্কাতে প্রবেশ করিলাম। রাবণকে এবং আপনাকেও আমি দর্শন করিলাম। হে অনিন্দিতে! আনুপূর্ব্বিক যেরূপ ঘটিয়াছে, আপনার নিকট সেই সমস্ত বর্ণন করিলাম। দেবি! আমার সহিত সম্ভাষণ করুন, আমি দশরথনন্দন রামের দূত। দেবি! বিশ্বাস করুন, আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী পবননন্দন, রামকার্য্যে উৎসাহী হইয়া আপনার অন্বেষণার্থে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। হে দেবি! আপনার সেই সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ রাম কুশলে আছেন। আর শুভলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণও কুশলে থাকিয়া আপনার সেই বীর্য্যশালী ভর্ত্তা রামের হিতসাধনে নিরত থাকিয়া গুরুর আরাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমি একাকী সুগ্রীবের আদেশানুসারে এখানে আগমন করিয়াছি। বানরসৈন্যগণ আপনার অদর্শন-নিবন্ধন শোক প্রকাশ করিতেছে। ভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শনসংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সন্তাপ অপনয়ন করিতে পারিব। শুভাদৃষ্ট বশতঃ আমার সাগরলঙ্ঘন ব্যর্থ হইল না। দেবি! আমি আপনার দর্শন জন্য সেইখানে যশোলাভ করিব। আর মহাবীর্য্য রঘুনন্দন রাম অচিরেই রাক্ষসপতি রাবণকে সপুত্র ও সবান্ধবে সংহার করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইবেন। দেবি! সকল পর্ব্বত অপেক্ষা মনোহর মাল্যবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। আমার পিতা মহাকপি কেশরী তথায় অবস্থিতি করেন। তিনি একদা দেবর্ষিগণের আদেশে তথা হইতে গোকর্ণ-পর্ব্বতে গমন এবং সেই পবিত্র নদীপতির পুণ্যতীর্থে শম্বসাদন নামক অসুরকে নিপাতিত

করিলেন। হে মৈথিলি! এই সময় পবন সেই বানরের ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিলেন। স্বীয় পরাক্রমবলে আমি ইহলোকে হনুমান্ নামে বিখ্যাত। হে বিদেহনন্দিনি! আপনার বিশ্বাসের জন্য আমি আপনার ভর্ত্তার গুণ সকল সবিস্তার বর্ণন করিলাম। দেবি! রঘুনন্দন রাম আপনাকে অচিরেই এই স্থান হইতে লইয়া যাইবেন।" ১-৮৩।

শোক-কর্ষিতা সীতা,নানা হেতু ও রামলক্ষ্মণের যথার্থ অভিজ্ঞান দ্বারা বিশ্বাসিত হইয়া হনুমান্‌কে দূত বলিয়া জানিলেন এবং অতুল হর্ষলাভ করিলেন। জানকী, আনন্দে বক্রপক্ষ্মসমন্বিত নেত্রযুগল হইতে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। বিশালাক্ষীর সেই রক্তপ্রান্ত-সুদীর্ঘ-শুভ্রলোচনশোভিত মনোরম মুখমণ্ডল রাহুমুক্ত শশধর সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। তখন তিনি হনুমান্‌কে প্রকৃত বানরই জ্ঞান করিলেন, অন্য কথা ভাবিলেন না। অনন্তর হনুমান্ সেই প্রিয়দর্শন সীতাকে পুনরায় বলিলেন, "হে বিদেহনন্দিনি! আমি আপনার নিকটে এই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; আপনি এখন আশ্বস্ত হউন। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে এবং আপনারই বা অভিরুচি কি, তাহা ব্যক্ত করুন; আমি সত্বর রামের নিকট প্রতিগমন করিব। হে মিথিলনন্দিনি! মহর্ষিগণের আদেশান্তরে বানরপ্রবীর কেশরী শম্বসাদন অসুরকে যুদ্ধে নিহত করিলে পর তাহাদিগের প্রসাদে আমি বায়ুর ঔরসে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু প্রভাবে আমি বায়ুরই সমান।" ৮৪-৮৯।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতাকে রামের অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় প্রদান।

মরুত্তনয় মহাতেজা হনুমান্ প্রত্যয়ের জন্য পুনর্ব্বার সীতাকে বিনীতবচনে কহিলেন, "হে মহাভাগে! আমি বানর, ধীশক্তিসম্পন্ন রামের দূত। রামনামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় দর্শন করুন, আপনার প্রত্যয়ের জন্য আনয়ন করিয়াছি; সেই মহাত্মা রাম ইহা প্রদান করিয়াছেন। আশ্বস্ত হউন, নিশ্চয়ই আপনার দুঃখের অবসান হইয়া আসিয়াছে।" ১-৩।

জানকী স্বামীর অঙ্গুলিভূষণ অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ-পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া যেন স্বামীকেই পাইয়াছেন মনে করিলেন; তখন তাঁহার সেই রক্তপ্রান্ত সুদীর্ঘ শুভ্রনয়নবিরাজিত মনোহর বদনমণ্ডল রাহুমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভিত হইল। তখন সেই লজ্জিতা বালা স্বামীর সংবাদে হর্ষিত ও পরিতুষ্ট হইয়া আদর করিয়া কপিবর হনুমানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, "হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি একাকী রাক্ষসগণের বাসস্থান বিমর্দ্দিত করিয়াছ; তাহাতেই জানিলাম, তুমি বিক্রান্ত, সমর্থ এবং প্রাজ্ঞ। তোমার বিক্রম অতীব শ্লাঘনীয়,শত-যোজন-বিস্তীর্ণ মকরালয় সাগর গোষ্পদতুল্য জ্ঞান করিয়া তুমি অনায়াসেই লঙ্ঘন করিয়াছ। হে বানরশ্রেষ্ঠ! যখন রাবণ হইতেও তোমার ভয় এবং সম্ভ্রম নাই, তখন আমি তোমাকে সাধারণ বানর মনে করি না। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাম যখন তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তুমি আমার সম্ভাষণের যোগ্য হইতেছ। দুর্দ্ধর্ষ রাম পরীক্ষা না করিয়া প্রেরণ করিবেন না; বিশেষতঃ, পরাক্রম না জানিয়া আমার নিকট কখনই তোমাকে প্রেরণ করেন নাই। ভাগ্যক্রমেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাম এবং সুমিত্রার আনন্দবর্দ্ধন মহাতেজা লক্ষ্মণ কুশলে রহিয়াছেন। যদি কাকুৎস্থ কুশলেই রহিয়াছেন, তবে ক্রোধে প্রলয়কালোত্থিত অনলের ন্যায় সাগরাম্বরা ধরাকে দগ্ধ করিতেছেন না কেন? অথবা তাঁহারা দেবতাদিগেরও দণ্ডবিধান করিতে পারেন; আমারই কেবল দুঃখের এখনও অবসান হয় নাই। রাম ত ব্যথিত হন নাই? পরিতাপ ত করেন না? পুরুষোত্তম ত আমার উদ্ধারের জন্য আয়োজন করিতেছেন? রাজপুত্র ত দীন এবং ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পুরুষোচিত কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিস্মৃত হন নাই? শত্রুতাপন বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া মিত্রের প্রতি সাম, দান এবং শত্রুর প্রতি ভেদদণ্ড উপায় প্রয়োগ করিতেছেন ত? তিনি ত অন্যের সহিত মিত্রতা এবং অন্যে তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতেছে? মিত্রেরা তাঁহার এবং তিনি ত মিত্রদিগের সমাদর করিতেছেন? নৃপনন্দন দেবগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন ত? পৌরুষ ও দৈববল উভয়ই ত অবলম্বন করিয়াছেন? দূরে বসতি করাতে আমার প্রতি ত রাম স্নেহশূন্য হন নাই? তিনি ত আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন? তিনি নিত্য-সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন, কখনও দুঃখ পান নাই; এক্ষণে যার পর নাই দুঃখ ভোগ করাতে অবসন্ন ত হন নাই? কৌশল্যার, সুমিত্রার এবং ভরতের সতত কুশল-সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ত? মানোচিত রাঘব আমার বিয়োগজনিত শোকে পরিতপ্ত ও বিমনা ত হন নাই? তিনি আমাকে ত এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন? ভ্রাতৃবৎসল ভরত কি আমার উদ্ধারের জন্য মন্ত্রিগণের নেতৃত্বাধীনে ভীষণ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিবেন? বানরপ্রবর শ্রীমান্ সুগ্রীব কি আমার উদ্ধারের জন্য দন্তনখায়ুধ বানর-বীরগণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন? সেই অস্ত্রবিশারদ বীর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কি অস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিবেন? আমি কি অল্পকালের মধ্যে দেখিতে পাইব, রাম রণ-স্থলে অমোঘ অস্ত্র দ্বারা দশাননকে সবান্ধবে সংহার করিয়াছেন? বারিবিহীন বারিজের ন্যায় আমার বিরহে ত রামের পদ্মসম সুগন্ধি স্বর্ণবর্ণ মুখমণ্ডল শোকে ম্লান হইয়া শুষ্ক হয় নাই? ধর্ম্মানুরোধে যিনি নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া পদব্রজে বনে আগমন করাতে যাঁহার মনোবেদনা ভয় কি শোক হয় নাই, তিনি ত হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিতেছেন? দূত! কি মাতা, কি পিতা, কি অন্য ব্যক্তি কাহারও প্রতি তাঁহার আমা অপেক্ষা অধিক কিংবা সমান স্নেহ নাই। যে পর্য্যন্ত না প্রিয়তমের বার্ত্তা শুনিতে পাই, তাবৎ কেবল জীবিত থাকিব মনে করিয়াছি।" ৪-৩০।

মনোরমা মৈথিলী সেই বানরবীরকে এই প্রকার যুক্তিযুক্ত সুমধুর বাক্য বলিয়া তাঁহার মুখে পুনর্ব্বার রামের মনোহর কথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে বিরত হইলেন। সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমবিক্রম পবননন্দন মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "আপনি যে এ স্থানে রহিয়াছেন, কমললোচন রাম তাহা অবগত নহেন; সেই কারণেই দেবরাজ যেমন শচীকে, তেমনি আপনাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই। আমার নিকট আপনার সংবাদ পাইলেই রঘুনন্দন মহতী ঋক্ষ ও বানরসেনা সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্র আগমন করিবেন। তিনি আকূল সাগর সংস্তম্ভিত করিয়া বাণ দ্বারা সেতুবন্ধন পূর্ব্বক আসিয়া লঙ্কার সমস্ত রাক্ষস সংহার করিবেন। তাহাতে যদি সাক্ষাৎ যম বা

দেবাসুরগণ প্রতিবন্ধক হয়েন, তাহা হইলে রাম তাঁহাদিগকেও বধ করিবেন। আর্য্যে! আপনার অদর্শন-জনিত শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া রাঘব সিংহপীড়িত গজের ন্যায় শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। দেবি! আমি মন্দর, মলয়, বিন্ধ্য, সুমেরু ও দর্দ্দুর পর্ব্বতের এবং ফল মূলের নাম করিয়া শপথ করিতেছি যে, আপনি দেখিবেন, রামের সুন্দর নয়নশোভিত, মনোরম বিম্বোষ্ঠ বিরাজিত, চারুকুণ্ডলভূষিত মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইবে। হে বিদেহনন্দিনি! শীঘ্রই দেখিবেন, ঐরাবত-পৃষ্ঠে বাসবের ন্যায়, রাম প্রস্রবণ-পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া আছেন। রাম মাংসভোজন বা মধুপান পরিত্যাগ করিয়া বন্য নিয়মানুসারে নিত্য সায়াহ্নে অন্ন আহার করিয়া থাকেন। তাঁহার অন্তরাত্মা আপনাতে এতদূর তদ্গত যে, গাত্রে মশক বসিলে কি কীট বা সরীসৃপ উঠিলেও তিনি অপনয়ন করেন না। সর্ব্বদাই ধ্যাননিমগ্ন; সর্ব্বদাই শোকে বিহ্বল; অন্য কিছুই চিন্তা করেন না, একমাত্র বাসনা, আপনাকে দর্শন করেন। তিনি সততই জাগিয়া থাকেন, কথঞ্চিৎ সুপ্ত হইলেই 'সীতে!' এই মধুর বাণী বলিয়া অমনি জাগিয়া উঠেন। ফল, পুষ্প, কি অপর কোন স্ত্রীরঞ্জন বস্তু দেখিলেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বারংবার 'হা প্রিয়ে!' বলিয়া আপনাকে আহ্বান করেন। দেবি! মহাত্মা রাম এইরূপে 'হা সীতে! হা সীতে!' বলিয়া নিয়তই পরিতাপ করিতেছেন এবং সেই মহাত্মা রাজপুত্র ব্রতাবলম্বী হইয়া আপনার উদ্ধারের জন্যই যত্ন করিতেছেন।" রামের কথা শুনিয়া সীতার যেমন আনন্দ জন্মিল, শোকাচ্ছন্ন শুনিয়া তিনি তেমনি আবার শোকগ্রস্ত হইলেন; যেন শারদীয় রজনীতে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, আবার মেঘেরও সঞ্চার আছে। ৩১-৪৭।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

সীতাকে হনুমানের নিজ ভীষণমূর্ত্তি প্রদর্শন, আশ্বাসপ্রদান এবং রামকে সত্বর লঙ্কায় আসিতে সীতার অনুরোধ।

পূর্ণচন্দ্রসদৃশবিমল-বদনা সীতা হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মযুক্তিযুক্ত বাক্যে উত্তর করিলেন, "বানর! অন্য কিছুতেই রামের মন নাই এবং তিনি শোকপরায়ণ আছেন, তুমি যে এই কথা কহিলে, ইহা বিষমিশ্রিত অমৃত। মনুষ্য বিস্তীর্ণ ঐশ্বর্য্যই ভোগ করুক আর দুঃসহ দুঃখেই কালাতিপাত করুক, কিন্তু কৃতান্ত রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। হে প্রিয়প্রবর! নিশ্চয়ই বিধাতাকে নিবারণ করা যায় না; দেখ না, রাম, লক্ষ্মণ ও আমি কি দুঃখেই নিমগ্ন হইয়াছি। জানি না, নৌকা ভগ্ন হওয়াতে সাগরে সন্তরমান ব্যক্তির ন্যায় রাঘব পরাক্রম প্রকাশ করিয়াও কত দিনে শোকের পার পাইবেন, কত দিনেই বা আমার স্বামী রাক্ষসকুল ধ্বংস, রাবণকে বিনাশ ও লঙ্কাপুরী মথিত করিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। এই সংবৎসর পূর্ণ না হইতে হইতে রামকে সত্বর আসিতে কহিবে, এই এক বৎসর পর্য্যন্ত আমার জীবন। অধুনা এই দশম মাস চলিতেছে, কেবল দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে; নৃশংস রাবণ এই পর্য্যন্ত আমার জীবিতকাল নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। তাহার ভ্রাতা বিভীষণ, যাহাতে রাবণ আমাকে নির্য্যাতন না করে, এই জন্য তাহাকে যত্নসহকারে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাতে অনুমোদন করে নাই, আমাকে প্রত্যর্পণ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই; যে হেতু, তাহার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, মৃত্যু তাহাকে সময়ে অন্বেষণ করিতেছে। বানর! বিভীষণের কলানাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতৃকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমাকে এই বৃত্তান্ত কহিয়াছে। অবিন্ধ্য নামে একজন মেধাবী, বিদ্বান্, ধীর রাক্ষস আছে; রাবণ তাহাকে বিশেষ মান্য করে; সেও বলিয়াছিল, রাম হইতে রাক্ষসকুল ক্ষয় হইবে। কিন্তু দুরাত্মা তাহার হিতবাক্য শ্রবণ করে নাই। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমার আশা হইতেছে, শীঘ্রই স্বামী আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। কারণ, আমার অন্তরাত্মা অতি পবিত্র; তাঁহার গুণ অনেক। উৎসাহ, পৌরুষ, বল, দয়া, কৃতজ্ঞতা, বিক্রম, প্রভাব, সমস্তই রামে বর্ত্তমান। তিনি ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়াছেন; ইহাতে কোন্ শত্রু না উদ্বিগ্ন হইবে? রামের সহিত এই সকল দুঃখদাতা রাক্ষসগণের তুলনাও হয় না। শচী যেমন ইন্দ্রের, আমি তেমনি রামের প্রভাব অবগত আছি। বানর! রামরূপী সূর্য্য শরজালরূপ কিরণজাল দ্বারা মদীয় শত্রু রাক্ষসরূপ জলশোষণ করিবেন।" ১-১৮।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে সীতা রামের জন্য শোকে অভিভূত হইলেন; অশ্রুজলে তদীয় পূর্ণচন্দ্রানন পূর্ণ হইল। তখন হনুমান্ তাঁহাকে কহিলেন, "আমার মুখে সংবাদ পাইলেই রাম ঋক্ষ ও বানরসমাকুলা মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে অবিলম্বে আগমন করিবেন। অথবা হে অনিন্দিতে! অদ্যই আপনাকে এই রাক্ষস-জনিত দুঃখ হইতে মোচন করিব। আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। আপনাকে পৃষ্ঠে করিয়া আমি সাগর পার হইব। আমার এমন শক্তি আছে, আমি রাবণের সহিত এই লঙ্কাও বহন করিতে পারি। হে জনকনন্দিনি! অনল যেমন হুতহব্য সামগ্রী ইন্দ্রকে প্রদান করেন, আমি তেমনি আজ আপনাকে লইয়া প্রস্রবণ-পর্ব্বতস্থিত রঘুবর রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিব। হে বৈদেহি! অদ্যই আপনি দেখিবেন, দৈত্যবধের জন্য বিষ্ণুর ন্যায়, রাম লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে শত্রুবধার্থ উদ্যোগ করিতেছেন। হে দেবি! সেই মহাবল রাম আপনার দর্শনলালসায় উৎসাহী হইয়া পর্ব্বতরাজ প্রস্রবণ-শিখরদেশস্থ আশ্রমে পুরন্দরের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন। হে শোভনে! আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, উপেক্ষা করিবেন না। চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় রামের সহিত মিলিত হউন। আমি রামের নিকটে যাইব, এই কথা কহিতে যে সময় ব্যয় হয়, তৎসমকালেই আপনি শশধরের সহিত রোহিণীর ন্যায় রামের সহিত মিলিত হইবেন। আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। আমি আকাশপথে সাগর পার হইব। হে অঙ্গনে! আমি আপনাকে এ স্থান হইতে লইয়া গেলে পর, আমার অনুগমন করিবে, লঙ্কায় এরূপ কোন রাক্ষসই নাই। হে বিদেহনন্দিনি! দেখিবেন, আমি যেরূপে এখানে আগমন করিয়াছি, আপনাকে সেইরূপে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আকাশপথ দিয়া ফিরিয়া যাইব, সংশয় নাই।" ১৯-২৯।

বানরশ্রেষ্ঠের মুখে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, আনন্দে জনকনন্দিনীর সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর তিনি হনুমান্‌কে কহিলেন, "হনুমন্! এই দূরপথে তুমি কি করিয়া আমাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? ইহাতেই তোমাকে বানর বলিয়া মনে হইতেছে। হে বানরবর! এতাদৃশ ক্ষুদ্রশরীরী তুমি কোন্ সাহসে

আমাকে এ স্থান হইতে আমার স্বামীর নিকট লইয়া যাইতে অভিপ্রায় করিতেছ?" সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মীমান্ মারুতাত্মজ হনুমান্ মনে ভাবিলেন, 'এই আমার প্রথম অবমাননা হইল। এই ইন্দীবরনয়না সীতা আমার শক্তি-প্রভাব জ্ঞাত নহেন; অতএব ইচ্ছানুসারে আমি যে রূপ ধারণ করিতে পারি, বৈদেহী তাহা নিরীক্ষণ করুন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া অরিদমন বানরবর হনুমান্ সীতাকে নিজ রূপ প্রদর্শন করিলেন। কপিশ্রেষ্ঠ ধীমান্ হনুমান্ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দেহ মেরুমন্দর-পর্ব্বত-সদৃশ হইয়া জলন্ত অনলের ন্যায় জ্বলিতে থাকিল। তাম্রমুখ, বজ্রের ন্যায় নখদংষ্ট্রাশালী, ভয়ানক, পর্ব্বত-সদৃশ দীর্ঘকায় সেই বানরশ্রেষ্ঠ এইরূপে সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "হে দেবি! আমার এরূপ শক্তি আছে যে, আমি পর্ব্বত, বনভূমি, প্রাকার ও তোরণসমন্বিতা অট্টালিকা ও রাবণের সহিত এই লঙ্কা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারি। অতএব আমার উপর বিশ্বাসস্থাপন করুন; আশঙ্কা করিবেন না। হে বিদেহদুহিতে! লক্ষ্মণের সহিত রামেরও শোক দূর করুন।" ৩০-৪০।

পদ্মপর্ণনেত্রা জনকদুহিতা সীতা পবনের ঔরসপুত্র হনুমান্‌কে পর্ব্বতের ন্যায় দর্শন করিয়া কহিলেন, "কপিবর! আমি তোমার সাহস, বল এবং বায়ুগতি ও অগ্নির ন্যায় অদ্ভুত তেজের পরিচয় পাইলাম। অন্য কোন্ ব্যক্তিই বা এই দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের পারে এই দেশে আগমন করিতে সক্ষম হইবে? বুঝিলাম, তোমার প্রতিগমনে শক্তি আছে এবং তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পার। কিন্তু আশু কার্য্যসিদ্ধিপক্ষে আমার নিজেরও বিবেচনা করা উচিত। তোমার সহিত গমন করা আমার যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, তোমার বেগ বায়ুর ন্যায় প্রবল, তাহাতে আমার মূর্চ্ছা হইবে। তুমি ভীমবেগে গমন করিতে করিতে যখন সাগরের উপর দিয়া ক্রমশঃ শূন্যমার্গে উঠিতে থাকিবে, তখন হয় ত আমি নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়া যাইব। তিমি, নক্র ও মৎস্যসমাকুল সাগরে পতিত হইলে আমি অবিলম্বেই কুম্ভীরাদির উপাদেয় ভক্ষ্য হইব। হে অরিদমন! তোমার সহিত আমি গমন করিতে পারিব না; কারণ, একজন স্ত্রীলোক লইয়া যাইতেছে দেখিলে রাক্ষসেরা তোমার প্রতি নিশ্চয়ই সন্দেহ করিবে। আমাকে হরণ করিয়া যাইতেছ দেখিলে, দুরাত্মা রাবণের আদেশক্রমে ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে। একে স্ত্রীলোক সঙ্গে, তাহাতে আবার ঐ সকল শূল ও মুদ্গরধারী বীর রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার জীবনসংশয় হইবে। আকাশপথে রাক্ষসগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত, আর তুমি নিরস্ত্র; এ অবস্থায় কি করিয়া বা যাইবে আর কি উপায়েই বা আমাকে রক্ষা করিবে? পরে তুমি সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেও পতিত হইব; পতিত হইলে, পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা আমাকে ধরিয়া আনিবে। কিংবা আমাকে হস্ত হইতেই কাড়িয়া লইবে কি বিনাশ করিবে। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কোন নিশ্চয় নাই। এই প্রকার হইলে আমারও বিপদ্ ঘটিবে, তোমারও উদ্দেশ্য বিফল হইবে। তুমি একাকীই সমস্ত রাক্ষসকে নিহত করিতে পার সত্য; কিন্তু তুমি রাক্ষস-নাশ করিলে রামের যশোহানি হইবে। আর এক দোষ, রাক্ষসেরা আমায় ধরিয়া আনিলে, এবার এরূপ স্থানে লুকাইয়া রাখিবে যে, বানরগণ কি রাম আমায় আর দেখিতে পাইবেন না। অতএব আমার জন্য তোমার এত উদ্যোগ সমস্ত বিফল হইবে; সুতরাং তোমার সমভিব্যাহারে রাম আসিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। হে মহাবাহো! অমিততেজা রাঘবের, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ এবং তোমাদিগের রাজবংশের জীবন সকল আমার অধীন। আমার উদ্দেশ না পাইলে রাম ও সুগ্রীব আমার নিমিত্ত শোকে কাতর হইয়া সমুদায় বানর ও ঋক্ষগণের সহিত জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। আর এক কথা, স্বামীতে যখন আমার ভক্তি আছে, তখন তাঁহার ভিন্ন অন্য পুরুষের শরীর ইচ্ছা করিয়া স্পর্শ করিতে পারি না। রাবণ যে বলপূর্ব্বক আমার গাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাতে কি করিব? আমার নিজের কোন স্বাধীনতা ছিল না, আমি অনাথা ও পরের বশীভূতা হইয়াছিলাম। রাম যদি এই স্থানে রাবণকে নিহত করিয়া আমাকে এই স্থান হইতে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয়। আমি সেই যুদ্ধ-বিমর্দ্দনকারী মহাত্মা রামের অনেক পরাক্রম শ্রবণ করিয়াছি, প্রত্যক্ষও দর্শন করিয়াছি। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগ, কি রাক্ষস, কেহই যুদ্ধে রামের সমান নহে। সংগ্রামস্থলে অদ্ভুত ধনুর্দ্ধারী, বাসবসম বিক্রমশালী, লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারী, মহাবল রামকে নিরীক্ষণ করিয়া, সমাহিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় তদীয় প্রভাব কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে? যুদ্ধপ্রার্থী মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় অবস্থিত, যুগান্তকালীন সূর্য্যসঙ্কাশ, শরকিরণবর্ষী, লক্ষ্মণসহচর রামকে কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে? হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে প্রিয়তম রামকে সত্বর এই স্থানে আনয়ন কর। বীর! আমি রামের শোকে বহুদিন কাতর আছি, আমাকে প্রীত কর। ৫১-৬৮।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

রামের নিকট সীতার প্রত্যভিজ্ঞান-প্রেরণ প্রসঙ্গে কাকরূপী ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের উপাখ্যান, এবং রামের নিকট শিরোমণি প্রেরণ।

জনকদুহিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, বাক্যবিশারদ হনুমান্ সীতাকে কহিলেন,"দেবি! আপনি স্ত্রীস্বভাবের এবং সাধ্বীদিগের আচরণের যুক্তিসঙ্গত বাক্যই বলিয়াছেন। স্ত্রীলোক বলিয়া আপনি আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া, শতযোজন-বিস্তীর্ণ অপার সমুদ্র পার হইতে পারেন না সত্য। হে বিনয়ান্বিতে! আপনি রাম ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করিতে অভিলাষী নহেন, আপনি এই যে আর এক কারণ প্রদর্শন করিলেন, আপনি সেই মহাত্মা রামের সহধর্ম্মিণী; আপনার ইহা উপযুক্তই বটে। আপনি ভিন্ন অন্য কোন্ কামিনী এরূপ বাক্য বলিতে পারে? আপনি আমার নিকট যেরূপ আচরণ করিলেন এবং যে সকল কথা কহিলেন, রাম আমার মুখে আদ্যোপান্ত সমস্তই যথাযথ শ্রবণ করিবেন। দেবি! স্নেহে আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে, আর রামের হিতসাধন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য; এই জন্যই নানা কারণে আমি এই কথা কহিয়াছিলাম। লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য, মহাসাগর পার হওয়া দুরূহ; আমার ক্ষমতা আছে, এই সকল কারণেই আমি এই কথা কহিয়া-

ছিলাম। গুরুস্নেহবশতঃ আমার অভিলাষ যে,তুমি অদ্যই আপনাকে রঘুনন্দনের নিকট লইয়া যাই ; এই জন্যই এই কথা কহিয়াছিলাম, নিজের গর্ব্ব হেতু বলি নাই। হে অনিন্দিতে! যদি আপনি আমার সহিত যাইতে বাসনা না করেন, তাহা হইলে আমাকে নিদর্শন প্রদান করুন, যাহাতে রামের বিশ্বাস হয়।" ১-১০।

হনুমান্ এইরূপ বলিলে পর সুরসুতা সদৃশী সীতা ক্রন্দন করিতে করিতে অল্পে অল্পে কহিলেন, "চিত্রকূটপর্ব্বতের ঈশানকোণস্থিত প্রত্যন্তপর্ব্বতের পাদদেশে, মন্দাকিনীর অবিদূরে, সেই সিদ্ধজননিষেবিত প্রভূত ফল-মূল ও উদকসম্পন্ন প্রদেশে তাপসাশ্রমে বাসকালে আমার যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই আমার প্রিয় নিদর্শন ; তুমি রামকে নিদর্শনস্বরূপে সেই বৃত্তান্ত কহিবে, 'এক দিন নানাবিধ কুসুম-রাশির সৌগন্ধে আমোদিত সেই উপবন-ভূমিতে বিহার করত সলিলার্দ্র হওত তুমি আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে। এই সময়ে এক কাক আসিয়া আমার বক্ষঃস্থলে চঞ্চুপুটের আঘাত করিল। লোষ্ট্র উদ্যত করিয়া তাহাকে আমি নিবারণ করিলাম। কিন্তু সে নিবারিত না হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া আমাকে বিদারণ করিতে লাগিল ; যেন মাংস-ভোজনের নিমিত্ত বসিয়া আছে, স্থানান্তরে যাইতেছে না। তখন আমি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিবার নিমিত্ত যেমন বসন আকর্ষণ করিলাম, অমনি আমার বসন স্খলিত হইল ; সেই সময় তুমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া পরিহাস করিলে। আমি লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলাম এবং ভক্ষ্যালোলুপ কাক কর্ত্তৃক বিদারিত হইয়া তোমার শরণ লইলাম। কাককে নিবারণ করিবার জন্য আমার শ্রম হইয়াছিল ; আমি তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। আমার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে তুমি কিছু না বলিয়া, বরং হৃষ্ট হইলে দেখিয়া আমার ক্রোধ হইয়াছিল; তাহা দেখিয়া তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিলে। তখন আমি বাষ্পপূর্ণ-মুখে অল্পে অল্পে অশ্রুমার্জ্জন করিতে লাগিলাম। নাথ! কাক আমার ক্রোধোৎপাদন করাতে তুমি এই অবস্থায় আমাকে আদর করিয়াছিলে। তাহার পর শ্রান্তিবশতঃ আমি তোমার ক্রোড়ে অনেক ক্ষণ নিদ্রা যাইলাম। তদনন্তর আবার তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলে। ইত্যবসরে হঠাৎ ঐ কাক আবার তোমার অঙ্ক হইতে জাগরিত আমার নিকট আগমন করিয়া, আমার বক্ষঃস্থলে নখর দ্বারা আঘাত করিল। বার বার উড্ডয়ন পূর্ব্বক আগমন করিয়া আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। ক্রমে রক্তবিন্দু নিঃসৃত হইল। হনুমন্! মহাবাহু রাম সেই রুধির-বিন্দু পাতে জাগরিত হইলেন। আমার স্তনমধ্যভাগ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে রাম আমাকে কহিলেন, 'হে করিকরভোরু! কে তোমার স্তনমধ্য বিক্ষত করিল? ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে?' অনন্তর তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিচালন করিয়া দেখিতে পাইলেন, রুধিরাক্ত তীক্ষ্ণনখযুক্ত ঐ কাক আমারই অভিমুখে অবস্থিতি করিতেছে। হনুমন্! ঐ কাক ছদ্মবেশী ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত, পবন সদৃশ বেগবান্ ; সত্বর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর কোপে রাঘবের নয়ন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি বায়সের বিনাশ-বাসনা করিলেন। তিনি বিস্তৃতকুশসমূহ হইতে একগাছি কুশ গ্রহণ করিয়া উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র যোজিত করিলেন। কুশ বায়সের অভিমুখে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। রাম সেই প্রজ্বলিত কুশ বায়সের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কুশ আকাশপথে বায়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কাক পরিত্রাণ-কামনায় একে একে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় লোকে ভ্রমণ করিল ; কেহই তাহাকে আশ্রয়দান করিল না। যাবতীয় ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ এবং তাহার পিতা পর্য্যন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে সে ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়া পরে রামেরই শরণাগত হইল। যখন সে শরণাগত হইয়া ভূমিতলে আসিয়া নিপতিত হইল, তখন আশ্রয়দাতা রাম বধের যোগ্য হইলেও তাহাকে বধ করিলেন না ; কৃপা করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন। কাক ক্ষীণ ও বিবর্ণভাবে আসিয়া পতিত হইলে পর রাঘব তাহাকে কহিলেন,'ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করা দুঃসাধ্য, অতএব বল্, তোর কি নষ্ট করিতে হইবে?' অনন্তর অস্ত্র কাকের দক্ষিণচক্ষু নষ্ট করিল। কাক দক্ষিণচক্ষু দান করিয়া প্রাণে রক্ষা পাইল। তখন সে রামকে ও দশরথকে প্রণাম ও রামের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। হে মহীপতে! তুমি যখন আমার জন্য কাকের প্রতিও ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলে, তখন তোমার নিকট হইতে যে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করিতেছ কেন? হে হনুমন্! রামকে বলিও, নাথ! প্রবলতর উৎসাহ অবলম্বন পূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপা বিতরণ কর। নাথ! তুমি আমার নাথ রহিয়াছ, অথচ যেন আমাকে অনাথা বোধ হইতেছে? আমি তোমারই নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, দয়াই পরম ধর্ম্ম। তবে কেন তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ না? আর আমি জানি যে, তুমি মহাবল, মহাবীর্য্যশালী, মহোৎসাহসম্পন্ন, অচিন্ত্যমহিম, স্থিরপ্রকৃতি, গাম্ভীর্য্যে সাগরের সদৃশ এবং ইন্দ্রের ন্যায় এই সসাগরা ধরণীর একমাত্র রাজা। কিন্তু এরূপ অস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ, বলবান্ এবং সাহসী হইয়াও রাক্ষসদিগের উপর অস্ত্রনিক্ষেপ করিতেছ না কেন? হে হনুমন্! কি নাগ কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি মরুদ্গণ কেহই যুদ্ধে রামের বেগ নিবারণ করিতে সক্ষম নয়। সেই মহাবীর রামের যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ সমাদরও থাকে, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ শরবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসকুল ক্ষয় করিতেছেন না কেন? মহাবল শত্রুতাপন বীর লক্ষ্মণই বা কি কারণে ভ্রাতার অনুমতি লইয়া আমাকে পরিত্রাণ না করিতেছেন? যদি সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যই বায়ু ও ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী এবং দেবগণের অজেয় হইবেন, তাহা হইলে কি কারণে আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন? নিশ্চয় আমারই কোন ঘোর পাতক আছে, সেই জন্য তাঁহারা সক্ষম এবং শত্রুদমনে সমর্থ হইয়াও আমার প্রতি কৃপা করিতেছেন না।" ১১-৪৬।

সীতার এই প্রকার অশ্রুপূর্ণ করুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরযূথপতি মহাতেজা হনুমান্ কহিলেন, "দেবি! আমি সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি, আপনার অদর্শনজনিত শোকে রাম সকল কার্য্যেই বিমুখ হইয়াছেন। তাঁহার শোক দর্শনে লক্ষ্মণও কাতর আছেন। হে শোভনে! ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পাইলাম ; আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি অবিলম্বেই দুঃখের অবসান দর্শন করিবেন। সেই দুই মহাবল ও পুরুষশার্দ্দূল নৃপনন্দন আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্ম করিবেন। হে বিশালনয়নে! রাম যুদ্ধে ক্রূর রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া আপনাকে নিজ নগরে লইয়া যাইবেন। মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ

তেজস্বী সুগ্রীব এবং সমবেত বানরদিগকে যাহা বলিতে হইবে, আদেশ করুন।" ৪৭-৫২।

হনুমান্ এই কথা বলিলে সীতা পুনর্ব্বার কহিলেন, "মনস্বিনী কৌশল্যা দেবী যে লোক প্রতিপালককে প্রসব করিয়াছেন; তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহাকে কুশল-জিজ্ঞাসা ও প্রণিপাতের সহিত অভিবাদন করিবে। যিনি বিবিধ মাল্য, সর্ব্বপ্রকার রত্ন, বরাঙ্গনা সকল, এই বিশাল পৃথিবীর দুর্লভ ঐশ্বর্য্য এবং পিতা-মাতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত আগমন করিয়াছেন, যাঁহাকে প্রসব করিয়া সুমিত্রা সুসন্তানবতী হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মাত্মা সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, প্রিয়দর্শন ও মনস্বী, যিনি অত্যুত্তম সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রণয়বশতঃ ভ্রাতা রামের অনুগামী হইয়া বনে বনে তাঁহার সহায়তা করিতেছেন, যিনি রামের প্রতি পিতার ন্যায় ও আমার প্রতি জননীর ন্যায় আচরণ করেন, আমাকে হরণ করিয়া লইবে, ইহা যে বীর মনে করেন নাই, যিনি বৃদ্ধজনের সেবা করিয়া থাকেন, যিনি লক্ষ্মীমান্, সমর্থ ও অল্পভাষী, যাঁহা অপেক্ষা রামের অধিকতর প্রিয় আর কেহই নাই, যিনি আমার শ্বশুরের অনুরূপ, যিনি আমা অপেক্ষাও তাঁহার ভ্রাতা রামের প্রিয়তর, যে বীর্য্যবান্ যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন, যাঁহাকে দেখিয়া রাম পিতৃব্যবহার বিস্মৃত হইয়াছেন, যিনি মৃদুস্বভাব, নিয়ত শুচি, কার্য্যদক্ষ ও রামের প্রিয়, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সেই লক্ষ্মণের সম্মাননা করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে, যেন তিনি আমার দুঃখনাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। আর অধিক কি বলিব, হনূমন্! তুমিই এ কার্য্যসিদ্ধির মূলীভূত; যাহাতে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এরূপ করিও। রাম তোমার কার্য্য-দর্শনে আমার প্রতি যত্নপরায়ণ হইবেন। মদীয় নাথ সুরোত্তম রামকে বারংবার কহিবে, হে দশরথ-নন্দন! আমি আর একমাস জীবনধারণ করিব। সত্য করিয়া বলিতেছি, একমাসের পর প্রাণত্যাগ করিব। বীর! ভগবান্ যেমন পাতাল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তুমি তেমনি ক্রূরকর্ম্মা রাবণ-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ আমাকে পরিত্রাণ কর।" ৫৩-৬৫

এই কথা বলিয়া সীতা বস্ত্রে বদ্ধ মুক্তাখচিত শিরোরত্ন গ্রহণ করিয়া, 'ইহা রামকে প্রদান করিও' বলিয়া হনুমানের হস্তে ঐ রত্ন সমর্পণ করিলেন। হনুমান্ অনুত্তম মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া, বাহুতে বন্ধন করা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া, উহা অঙ্গুলিতে বন্ধন করিলেন এবং সীতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রণতভাবে এক-পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সীতার দর্শন-লাভ জন্য অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া তিনি মনে মনে রাম-লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। জনক-নন্দিনী অনির্ব্বচনীয় প্রভাবশতঃ যাহা এত দিন গোপন করিয়া ধারণ করিতেন, হনুমান্ সেই মহামূল্য মণিরত্ন প্রাপ্ত হইয়া, পর্ব্বতশিখরে ঝঞ্ঝাবাতজনিত কম্প হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মনোমধ্যে সুখী হইলেন; অনন্তর লঙ্কার দুর্গদ্বারের অভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিলেন। ৬৬-৭০।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

হনুমানের প্রস্থানোদ্যম ও সীতা সহ কথোপকথন।

শিরোমণি প্রদান করিয়া সীতা হনুমানকে কহিলেন, "রাম এই অভিজ্ঞান বিলক্ষণ অবগত আছেন। মণি দর্শন করিলে রামের তিন জনের কথা মনে পড়িবে;—আমাকে, মাতাকে ও রাজা দশরথকে। হে হরিসত্তম! এই কার্য্যে তুমি বিশেষ করিয়া উদ্যোগী হইবে; অতএব এই অধ্যবসায়সাধ্য-কার্য্যে উত্তরকালে যাহা করিতে হইবে, তুমি এই অবধি তদ্বিষয়ে চিন্তা কর। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই কার্য্য সমাপন করিতে সক্ষম; অতএব যে প্রকার কার্য্য করিলে রামের দুঃখের অবসান হয়, তুমি তাহা ভাবনা কর। হনূমন্! যত্নবান্ হইয়া আমারও দুঃখ দূর কর।" ১-৪।

ভীমপরাক্রম মারুতি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত অবনত-মস্তকে সীতাকে প্রণাম করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন। হনুমান্‌কে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া জনকনন্দিনী বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, "হনূমন্! তুমি রাম, লক্ষ্মণ, অমাত্যসহিত সুগ্রীব ও বৃদ্ধ বানরদিগকে যুগপৎ আমার কুশল-সংবাদ দিবে। ধর্ম্মানুসারে কুশল-বার্ত্তা প্রদান করিয়া, যাহাতে রাম আমাকে এই দুঃখ-সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্বিষয়ে যত্নপরায়ণ হইবে। হনূমন্! তুমি এমন করিয়া বলিবে, যাহাতে যশস্বী রাম, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে আমাকে সম্ভাষণ করেন। তোমার ধর্ম্মলাভ হউক। রাম নিরত উৎসাহপূর্ণ, আমার বাক্য শ্রবণ করিলে অবশ্যই আমার প্রাপ্তির জন্য তাঁহার পৌরুষ বৃদ্ধি পাইবে। তোমার মুখে আমার সংবাদসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর যথাবিধানে পরাক্রম প্রকাশ করিতে মানস করিবেন।" ৫-১২।

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, পবননন্দন হনুমান্ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি! কাকুৎস্থনন্দন রাম অবিলম্বেই মহাবীর বানর ও ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া অরাতিবিজয় ও আপনার দুঃখ মোচন করিবেন। তিনি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারে, আমি মনুষ্য, দেব বা অসুরের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি দেখি না। এমন কি, তিনি আপনার জন্য যুদ্ধে সূর্য্যকে, ইন্দ্রকে বা যমকেও সহ্য করিতে পারেন। জনকনন্দিনি! তিনি আপনার নিমিত্ত সসাগরা ধরণী জয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেবি! রামেরই জয় হইবে।" হনুমানের সেই যুক্তিযুক্ত সুভাষিত সত্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া, জানকী ঐ বাক্যের বহুমান করিলেন। অনন্তর প্রস্থানোদ্যত হনুমানের প্রতি বার বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "হে শত্রুদমন বীর! যদি অনুমোদন কর, তাহা হইলে এক দিন এই স্থানেই কোথাও লুক্কায়িত হইয়া অবস্থিতি কর; শ্রম অপনয়ন করিয়া কল্য গমন করিও। হে অরিন্দম! তুমি নিকটে থাকিলে এই মন্দ-ভাগিনীর অপার শোক মুহূর্ত্তকালের জন্যও দূর হইবে। কিন্তু এক-দিন অবস্থিতি করিয়া গমন করিলে পুনরায় আর আসিবে কি না সন্দেহ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার জীবন-সংশয় হইবে। তোমাকে না দেখিয়া আমার শোক আরও বৃদ্ধি পাইয়া আমাকে দগ্ধ করিবে। আর তোমার সাহায্যকারী বানর ও ভল্লুকগণের প্রতি আমার ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। সেই বানরসৈন্যগণ কি উপায়ে এই অপার সমুদ্র

পার হইবে, রাম-লক্ষ্মণই বা কি প্রকারে আসিবেন? মহাসাগর-লঙ্ঘনে তিনজনের শক্তি আছে; বিনতানন্দন গরুড়ের, বায়ুর, আর তোমার। অতএব বীর! এই দুরতিক্রমণীয় কার্য্যসিদ্ধিপক্ষে কি উপায় স্থির করিতেছ? তুমি কার্য্যজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ। অথবা হে পরবীরবিনাশন! তুমি একাকীই অনায়াসে কার্য্যসাধন করিতে পার এবং তাহা হইলে তোমারই যশোলাভ হইবে। কিন্তু যদি রাম চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে আগমন-পূর্ব্বক যুদ্ধে রাবণকে জয় করত বিজয়ী হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া নিজ নগরীতে যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার সদৃশ কার্য্য হয়। অপিচ, শত্রু-সৈন্যসংহারক রাম লঙ্কানগরকে সৈন্য দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে যদি লইয়া যান, তবে তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্ম হয়। অতএব হে বীর! যাহাতে সেই মহাত্মা রণবীরের অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, সেইরূপ উপায় কর।" ১৩-৩১।

তাঁহার সেই সঙ্গতার্থ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ উত্তর করিলেন, "দেবি! বানর ও ঋক্ষসৈন্যের অধিপতি বানরশ্রেষ্ঠ বলবান্ সুগ্রীব আপনাকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। হে বৈদেহি! রাক্ষসগণের সংহারকর্ত্তা সেই সুগ্রীব কোটি কোটি বানরে সংবৃত হইয়া শীঘ্র আগমন করিবেন। বিক্রমশালী, সাহসিক, মহাবল, মনোরথের ন্যায় অতিদূর-গমনকারী বানরগণ তাঁহার আজ্ঞাধীন আছে। কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, কোন দিকেই তাহাদিগের গতিরোধ হয় না। তাহারা অতুল-প্রভাবসম্পন্ন, অতি দুষ্কর কার্য্যেও তাহারা অবসন্ন হয় না। তাহাদিগের উৎসাহ অতি মহৎ, তাহারা বায়ুপথ অবলম্বন পূর্ব্বক মহোৎসাহ-সহকারে অনেকবার সাগর ও পর্ব্বতগণের সহিত এই ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছে। সুগ্রীবের নিকট আমা অপেক্ষা অধিক বল ও আমার সমানবল অনেক বনবাসী বানর আছে; আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট একটি বানরও নাই। যখন আমি হীনবল হইয়াও এ স্থানে আগমন করিতে পারিয়াছি, তখন সেই মহাবলদিগের আর কথা কি? আরও দেখুন, ইতর ব্যক্তিরাই সকল কার্য্যে প্রেরিত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রধানদিগকে কে কোথায় প্রেরণ করে? অতএব দেবি! পরিতাপ করিবার প্রয়োজন নাই; শোক সংবরণ করুন। সেই সকল-বানর-যূথপতি এক লম্ফেই লঙ্কায় আগমন করিবেন। আর সেই বলবান্ সহায়সম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন। সেই দুই নরবর বীর রাম-লক্ষ্মণ একত্র আগমন করিয়া বাণসমূহ দ্বারা লঙ্কানগরী দগ্ধ করিবেন। হে বরবর্ণিনি! রঘুকুলের হর্ষবর্দ্ধন রামচন্দ্র রাবণকে সগণে সংহার করিয়া আপনাকে লইয়া নিজনগরী প্রতিগমন করিবেন; অতএব আশ্বস্ত হউন। আপনার মঙ্গল হইবে, আপনি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া থাকুন; অবিলম্বেই জ্বলন্ত অনলের ন্যায় রামকে দর্শন করিবেন এবং পুত্র, অমাত্য ও বান্ধববর্গের সহিত রাবণ নিহত হইলে পর চন্দ্রের রোহিণীর ন্যায় আপনি রামের সহিত মিলিত হইবেন। দেবি জনকনন্দিনি! আপনি শীঘ্রই শোকের অবসান দর্শন করিবেন। দেখিবেন, রাম বলপ্রকাশ করিয়া রাবণকে সংহার করিয়াছেন।" ৩২-৪৩।

বায়ু-তনয় হনুমান্ এইরূপে জানকীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া গমনের জন্য উদ্যত হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "আর্য্যে! আপনি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবেন যে, সেই অরিনাশক জিতচেতা রাম ও লক্ষ্মণ শরাসন-হস্তে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নখদংষ্ট্রায়ুধ, সিংহ-শার্দ্দুল-বিক্রম, গজরাজ-সদৃশ দীর্ঘকায় বানরবীরেরা সমবেত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে লঙ্কায় আগমন করিয়াছে এবং পর্ব্বত ও মেঘসদৃশ অনেকানেক প্রধান প্রধান বানরযূথপ লঙ্কার পর্ব্বতসানুতে আস্ফালন করিতেছে। রাম মন্মথ-বাণ দ্বারা মথিত হইয়া সিংহসমাহত হস্তীর ন্যায় শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। দেবি! আর শোকে রোদন করিবেন না; আপনার মন হইতে ভয়ও দূরে যাউক। হে শোভনে! ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় আপনি স্বামীর সহিত শীঘ্রই মিলিত হইবেন। রাম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? লক্ষ্মণেরই বা সমান কে? অগ্নি ও বায়ু তুল্য সেই দুই ভ্রাতা আপনার আশ্রয়। দেবি! আপনাকে আর এই রাক্ষসাশ্রিত ঘোরতর স্থানে অধিক দিন বাস করিতে হইবে না; অবিলম্বেই আপনার স্বামী আগমন করিবেন। আমি যে পর্য্যন্ত না তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি, আপনি ভাবমাত্র কাল অপেক্ষা করুন।" ৪৭-৫৪।

চত্বারিংশ সর্গ।

হনুমান্‌কে সীতার মণিপ্রদান ও রাম উদ্দেশে নানা কথা।

মহাত্মা বায়ুতনয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকন্যাসদৃশী সীতা স্বীয় হিতকর-বাক্যে কহিলেন, "হনুমন্! শস্যের অর্দ্ধ অবস্থায় পৃথিবী অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি পাইলে যেমন উৎপন্ন হয়, আমি মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াও প্রিয়বক্তা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তেমনি হৃষ্ট হইয়াছি। যাহাতে আমি এই শোকক্ষীণ অঙ্গ দ্বারা সেই পুরুষব্যাঘ্রের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি দয়া করিয়া তাহার উপায় করিবে। হে বানরকুলতিলক! রামকে অভিজ্ঞানস্বরূপে এই মণি প্রদান করিবে এবং অভিজ্ঞানের স্বরূপ এই সকল কথাও তাঁহাকে কহিবে;—'তুমি কাকের প্রতি একাক্ষিনাশিনী শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে।' আরও বলিবে, 'একদা আমার তিলক নষ্ট হইলে পর তুমি আমার গণ্ডপার্শ্বে মনঃশিলার তিলক করিয়া দিয়াছিলে; তোমার তাহা স্মরণ করা উচিত হইতেছে।' বীর্য্যবান্ রাম ইন্দ্র ও বরুণের ন্যায় পরাক্রান্ত; তথাপি আমাকে রাক্ষসে হরণ করিয়া আনিয়াছে এবং এই রাক্ষসগণের মধ্যে আমাকে বাস করিতে হইতেছে; তিনি কি প্রকারে ইহা সহ্য করিতেছেন? এই দিব্য চূড়ামণি আমি অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম। দুঃখের সময় এই মণি দর্শন করিয়া এবং এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে এই বারিসম্ভব রত্ন আমি তোমার নিকট অভিজ্ঞানস্বরূপে প্রেরণ করিলাম; ইহার পর শোকে নিমগ্ন হইয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বিবিধ অসহ্য দুঃখ, মর্ম্মচ্ছেদী বাক্য এবং রাক্ষসদিগের সহিত একত্র বাস, আমি তোমার জন্যই এ সকল সহ্য করিতেছি। হে শত্রুসূদন। আর এক মাস জীবন ধারণ করিব; হে রাজনন্দন! এক মাসের পর আর এ জীবন রাখিব না। রাক্ষসরাজ অতি নির্দ্দয়; আমার প্রতি তাহার দৃষ্টিও ভাল নহে। যদি শুনিতে পাই যে, তুমি বিলম্ব করিতেছ, তাহা হইলে আর ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিব না।" ১-১১।

বৈদেহীর অশ্রুপাতসমন্বিত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজা মারুত-তনয় হনুমান্ কহিলেন, "দেবি! আমি সত্যের

দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, আপনার শোকে রাম সমস্ত কার্য্যেই বিমুখ হইয়াছেন। রাম শোকাভিভূত হওয়াতে লক্ষ্মণও পরিতাপ করিতেছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে অনেক কষ্টে আপনার উদ্দেশ হইল; আর পরিতাপের প্রয়োজন নাই। আপনি এই মুহূর্ত্তেই শোকের অবসান দেখিতে পাইবেন। সেই দুই অনিন্দিত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র আপনাকে দেখিবার জন্য উৎসাহী হইয়া লঙ্কা ভস্মীভূত করিবেন। হে বিশাললোচনে! সেই দুই রঘুনন্দন বন্ধুবান্ধবের সহিত যাবতীয় রাক্ষস ও রাবণকে নিধন করিয়া আপনাকে রাজধানী লইয়া যাইবেন। হে অনিন্দিতে! এক্ষণে রাম যাহাতে আপনার অভিজ্ঞান বলিয়া জানিতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহার প্রীতি জন্মে আপনি এরূপ আরও কিছু অভিজ্ঞান প্রদান করুন।" ১২-১৭।

সীতা সবিস্ময়ে বলিলেন, "হনুমন্! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই প্রদান করিয়াছি। বীর! এই ভূষণ নিরীক্ষণ করিলেই তোমার বাক্যে রামের বিশ্বাস হইবে।" তখন বানরসত্তম শ্রীমান হনুমান্ ঐ উৎকৃষ্ট মণিরত্ন গ্রহণ করত অবনতমস্তকে দেবীকে প্রণাম করিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি লম্ফের উদ্‌যোগ করিয়া মহাবেগসহকারে বর্দ্ধিত হইতেছেন দেখিয়া, জনকনন্দিনী সীতা নয়ননীরে মুখ প্লাবিত করিয়া দীনভাবে বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, "হনুমন্! সিংহসদৃশ পরাক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় রামলক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও তাঁহার অমাত্যগণ সকলকেই আমার কুশল-সংবাদ দিবে। মহাবাহু রাঘব যাহাতে আমাকে শোকসাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। আর রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া আমার এই অসহ্য শোক এবং এই রাক্ষসীদিগের ভৎর্সনার বিষয় তাঁহাকে বলিবে। হে বানরবীর! তোমার মঙ্গল হউক।" সেই কৃতকৃতার্থ হনুমান্ সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়া রাজনন্দিনী সীতার সংবাদ লইয়া এবং সেই কার্য্য আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহা অবগত হইয়া উত্তরদিকে গমন করিতে মানস করিলেন। ১৮-২৫।

একচত্বারিংশ সর্গ।

হনুমানের প্রমোদবন-ভঞ্জন।

অনন্তর সেই বানরবর সীতার সুমিষ্টবচনাবলী দ্বারা সম্মানিত হইয়া গমনাভিলাষে তথা হইতে নির্গমন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন,'এই অসিতলোচনা সীতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি; কিন্তু আরও শত্রুর বলদর্শনরূপ অল্পমাত্র কার্য্য অবশিষ্ট আছে; তদ্বিষয়ে প্রথম তিন উপায়ের পর চতুর্থ উপায় দণ্ড দ্বারাই এই কার্য্যসাধন হইবে দেখিতেছি। রাক্ষসগণের প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিলে ফল দর্শিবে না; সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে দান করিলেও কোন ফল দর্শে না, বলদর্পিত ব্যক্তিদিগকে ভেদ করা দুঃসাধ্য, অতএব এক্ষণে অবশিষ্ট কার্য্য-সম্পাদনে পরাক্রম প্রকাশ করাই আমার অভিলাষ হইতেছে। আর পরাক্রম-প্রকাশ ব্যতীত পরবল-পরিজ্ঞানের অপর কোন উপায়েই যে কার্য্যসিদ্ধি হয়, আমি এরূপ দেখিতেছি না; যুদ্ধে কতকগুলি বীর নিহত হইলে পর যদি রাক্ষসেরা ভবিষ্যৎ-সংগ্রামে কথঞ্চিৎ মৃদু হয়। প্রধান কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া যে ব্যক্তি ঐ পূর্ব্বকৃত কার্য্যের অবিরোধে আরও বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে,সেই ব্যক্তিই যথার্থ কার্য্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে ব্যক্তি অধিক যত্নে অল্পমাত্র কার্য্যসাধন করে, তাহাকে প্রধান কার্য্য-সাধক বলা যাইতে পারে না; যিনি সামান্য প্রয়াসে আপনার কার্য্য অনেক প্রকারে সাধন করিতে পারেন, তিনিই প্রধান সাধক। অতএব যদিও সীতা-অন্বেষণ আমার প্রধান কার্য্য, তথাপি রাক্ষস-বল ও স্ববলের ইতরবিশেষ বিশেষরূপে অবগত হইয়া যদি বানররাজ সুগ্রীবের নিকট প্রতিগমন করি, তাহা হইলেই যথার্থ স্বামীর কার্য্য সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা হয়। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে আগমনের শুভফল ফলিবে, কি উপায়ে আমি আততায়ী হইয়া রাক্ষসদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, কি প্রকারেই বা রাবণ আমাকে সংগ্রামস্থলে অবতারণ করিয়া তাহার স্বীয় সৈন্যের ও আমার বলের তারতম্য অনুভব করিতে পারিবে? অনুজীবী সৈন্য ও অমাত্যবর্গের সহিত দশাননকে রণস্থলে প্রাপ্ত হইলেই আমি তাহার হৃদ্গত অভিপ্রায় ও বল অনায়াসে অবগত হইয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিব। নৃশংস রাবণের এই যে নানাজাতি তরুলতায় আবৃত, নন্দনকাননসদৃশ, নয়ন ও মনের প্রীতিকর উপবন রহিয়াছে, অনিল যেমন শুষ্কবন দহন করে, সেইরূপ আমিও এই বন বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। এই বন ভগ্ন হইলে রাক্ষসপতি রাবণ কুপিত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল, ত্রিশূল, মুদ্গর ও পট্টিশধারী মহতী সেনা আমার অভিমুখে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিবে, তাহা হইলেই ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। আমিও অপ্রতিহত-পরাক্রমে সেই সকল প্রচণ্ড-পরাক্রমসম্পন্ন রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করত সমস্ত সৈন্য সংহার করিয়া সুখে বানররাজ সুগ্রীবের আলয়ে গমন করিব।' ১-১৩।

এইরূপ স্থির করিয়া ভয়ানক-বিক্রমশালী মারুতি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বীর্য্যবান্ হনুমান্ নানাবিধ তরুলতাসমাকীর্ণ মত্তবিহঙ্গমকুলের কূজনশব্দে নিনাদিত সমস্ত বন ভগ্ন করিলেন। তৎকালে সেই বনে পাদপ সকল মথিত, জলাশয় সকলের তীর ভগ্ন, বিবিধ প্রিয়দর্শন পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণীকৃত, নানা জলচর-পক্ষিনিনাদিত জলাশয় সকলের জল উচ্ছলিত এবং লোহিত কিশলয় ও দ্রুমলতা সকল ম্লান হওয়াতে দাবানলে ভস্মীভূত অরণ্যের ন্যায় সেই বন শোভাবিহীন হইল। আবরণ ভগ্ন হওয়াতে লতা সকল বিধ্বস্ত হইয়া আবরণ-বসনস্খলিতা কামিনীর ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িল। লতাগৃহ ও চিত্রগৃহ সমস্ত বিধ্বস্ত হইল। শার্দ্দূলাদি মৃগ ও পক্ষিগণ কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। শিলাগৃহ এবং অট্টালিকা সমস্ত মথিত হওয়াতে ঐ মহারণ্য নষ্টপ্রায় হইল। রাবণের প্রমদাবৃন্দের রতিসংবর্দ্ধক অশোকবনের লতাসমূহ বানরের বলে অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইল। সেই সৌন্দর্য্যসম্পন্ন মহাকপি হনুমান্ মহাত্মা রাবণের নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া একাকী মহাবল বহুতর রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বলসম্পত্তিতে প্রজ্বলিত হইয়া তোরণে আরোহণ করিলেন। ১৪-২১।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

হনূমানের সহিত রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম।

অনন্তর বিহঙ্গমবৃন্দের কলরবে এবং বৃক্ষভঙ্গের মড় মড় শব্দে ত্রস্ত হইয়া লঙ্কাবাসী সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল, পশুপক্ষী সকল ভয়বশতঃ ব্যাকুল হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান-পূর্ব্বক স্থানান্তরে লুক্কায়িত হইল এবং রাক্ষসদিগের বিবিধ অমঙ্গল-লক্ষণ সকল উপলব্ধি হইতে লাগিল। এ দিকে বিকৃতবদনা রাক্ষসী সকল নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই ভগ্ন বন ও মহাবীর বানরকে নয়নগোচর করিল। সেই মহাবল দীর্ঘবাহু হনূমান্ রাক্ষসদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন। তখন রাক্ষসীসকল পর্ব্বত-সদৃশ বৃহৎকায় মহাবল বানরকে দর্শন করিয়া জানকীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে? কাহার দূত? কোথা হইতে কি জন্যই বা এই স্থানে আগমন করিয়াছে? তোমার সঙ্গেই বা কি নিমিত্ত আলাপ করিল? হে বিশালাক্ষি! তাহা আমাদিগকে বল। সুভগে! তোমার কোন ভয় নাই। হে অসিতাপাঙ্গি! এই বানর তোমার সহিত কি কথোপকথনই বা করিল?" ১-৭।

তৎকালে জনকতনয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পতিব্রতা সীতা উত্তর করিলেন, "কামরূপী রাক্ষসেরা ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারে, আমি তাহাদিগকে কি করিয়া জানিতে পারিব? অতএব এ কে এবং কি কার্য্যই বা সম্পাদন করিবে, তোমরাই তাহা জানিতে সক্ষম; কারণ, সর্পই সর্পের পন্থা বিশেষরূপে জানিতে পারে। আমিও অতি ভীত হইয়াছি; জানিতে পারিতেছি না, এ কে; বোধ করি, এ কামরূপী রাক্ষস, মায়ারূপে এই স্থানে আগমন করিয়াছে।" ৮-১০।

জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসী সকল ভয়ে ধাবিত হইল। কেহ কেহ কাননমধ্যেই রহিল; কেহ কেহ রাবণকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিল। সেই বিকৃতবদনা রাক্ষসী সকল রাবণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিকটাকার ভয়ানক বানরের কথা নিবেদন করিল, 'রাজন্! অশোকবনমধ্যে এক ভীমকায় অতুলপরাক্রমসম্পন্ন বানর আসিয়াছে; সে সীতার সহিত কি কথোপকথন করিয়াছে। আমরা সেই হরিণনয়না সীতাকে বার বার সেই বানরের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সীতা কোনমতেই সেই হরির বিবরণ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সে বানর বাসবের দূত হইবে কি কুবেরের দূতই হইবে; অথবা রামই সীতার অন্বেষণে অভিলাষী হইয়া তাহাকে প্রেরণ করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, সেই অদ্ভুতরূপী বানর আপনার নানামৃগগণসমাকীর্ণ মনোহর প্রমোদকানন ভগ্ন করিয়াছে। কাননমধ্যে এমন কোন স্থান নাই যে, সেই বানর বিধ্বংসিত করে নাই; কেবল যে স্থানে দেবী জানকী অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানই বিনষ্ট করে নাই। জানকীর রক্ষার জন্য কিংবা শ্রমশতঃ তাঁহার বাসস্থান রক্ষা করিয়াছে, ইহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হইতেছে না। অথবা যে এই মহারণ্য ভগ্ন করিয়াছে, তাহার শ্রম হইবার সম্ভাবনা কি? বস্তুতঃ সেই বানর জানকীকেই রক্ষা করিয়াছে। স্বয়ং সীতাদেবী যে মনোহর পল্লব ও পত্র দ্বারা সুশোভিত প্রকাণ্ড শিংশপাবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সে কেবল সেই বৃক্ষই রক্ষা করিয়াছে। অতএব সেই যে উগ্রমূর্ত্তি বানর সীতার সহিত সম্ভাষণ ও বন ভগ্ন করিয়াছে, আপনি তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে আদেশ করুন। হে রাক্ষসেশ্বর! আপনি মনোদ্বারা যে সীতাকে পরিগ্রহ করিয়াছেন, জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া কে সেই সীতার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হইবে?" ১২১।

রাক্ষসীদিগের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ চিতাগ্নির ন্যায় একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; ক্রোধে তাহার নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং দীপ হইতে সশিখ তৈলবিন্দুর ন্যায় রাবণের নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর প্রবলপ্রতাপ রাবণ মহাতেজা হনূমানের নিগ্রহের জন্য সদৃশ পরাক্রমসম্পন্ন ভৃত্যদিগের প্রতি আদেশ করিল। তাহাদের মধ্যে অশীতি-সহস্র বেগবান্ কিঙ্কর কূট, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র হস্তে করিয়া ভবন হইতে বহির্গত হইল। সকলেরই উদর প্রকাণ্ড, দংষ্ট্রা স্থূল ও দীর্ঘ, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর এবং বল অপরিসীম। সকলেই হনূমান্‌কে ধারণ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়া তোরণস্থিত সেই কপিবরের সন্নিহিত হইয়া অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং সকলেই চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বিবিধাকার গদা, কাঞ্চনবলয়বেষ্টিত পরিঘ, সূর্য্যসঙ্কাশ ভূরি ভূরি শর, মুদ্গর, পট্টিশ শূল, প্রাস ও তোমর সকলের দ্বারা সেই বানরশ্রেষ্ঠকে প্রহার করিতে লাগিল। পর্ব্বতপ্রমাণ তেজস্বী পবননন্দন হনূমান্‌ও ক্ষিতিতলে লাঙ্গুল আস্ফালন পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। পবননন্দন হনূমান্ অতি প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করত ভীমনাদে লঙ্কা পূর্ণ করিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই চীৎকার ও লাঙ্গুলাস্ফোটনশব্দে বিহঙ্গমগণ নভোমণ্ডল হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, "অতিবল রামের জয়! মহাবল লক্ষ্মণের জয়! রাঘবপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়! আমি অপ্রতিহতকর্ম্মা কোশলপতি রামের দাস. আমার নাম হনূমান্, আমি পবনের পুত্র; আমি সমরে শত্রুসেনা সংহার করিয়া থাকি। আমি সমরে যখন সহস্র সহস্র শিলা ও বৃক্ষ প্রহার করিতে থাকিব, তখন সহস্র রাবণও আমার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবে না। আমি রাক্ষস সকলের সমক্ষেই লঙ্কাপুরী মর্দ্দন পূর্ব্বক জানকীকে অভিবাদন করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করত গমন করিব।" ১-৩৬।

কপিবর হনূমানের এবং সিংহনাদ শুনিয়া রাক্ষসগণ ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর আদেশ নিবন্ধন নিঃশঙ্ক হইয়া রাক্ষসেরা নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে হনূমান্‌কে আক্রমণ করিল। মহাবীর রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলে পর মহাবল হনূমান্ তোরণ-সমীপে সংস্থাপিত এক লৌহময় ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিলেন। বিনতানন্দন গরুড় যেমন স্ফূর্ত্তিমনে পন্নগগণকে ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ পবননন্দন হনূমান্ ঐ পরিঘ ধারণ করিয়া নিশাচরদিগকে সংহার করত অম্বরতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন বাসব যেরূপ বজ্রদ্বারা দৈত্যদিগকে সংহার করেন, বীর মারুতি সেইরূপ আকাশপথে বিচরণ পূর্ব্বক ঐ পরিঘ দ্বারা রাবণ-কিঙ্কর রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কতিপয় মাত্র রাক্ষস ভয়ে ঐ যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া রাবণকে সংবাদ দিল; 'মহাবল সক-

সেই নিহত হইয়াছে।' মহতী রাক্ষসীসেনা নিপাতিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সে সময়ে সুদুর্জ্জয় প্রহস্তপুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধার্থে আদেশ করিল। ৩৭-৩৮।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কার প্রাসাদাদি ভস্মীকরণ।

অনন্তর হনুমান্ কিঙ্করদিগকে সংহার করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি বন ভগ্ন করিলাম, কিন্তু রাক্ষসকুলের দেবপ্রাসাদ ধ্বংস করিলাম না। অতএব বলপ্রদর্শন করিয়া অদ্যই ঐ প্রাসাদ বিনষ্ট করিব। হরিযূথপতি হনুমান্ মনে মনে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া বল প্রদর্শন পূর্ব্বক লম্ফ দিয়া মেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দেবপ্রাসাদে আরোহণ করিলেন। বানরকেশরী পবননন্দন উল্লিখিত গিরিসঙ্কাশ দেবপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া নিরতিশয় তেজোবিশিষ্ট সমুদিত দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ হনুমান্ মনোহর দেবপ্রাসাদ একেবারে ভগ্ন করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক শ্রীতে প্রজ্বলিত পারিযাত্র পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর তিনি নিজ প্রভাবে অতিশয় শরীর বর্দ্ধিত করিয়া নির্ভয়ে শব্দ করত লঙ্কাকে পূর্ণ করিয়া আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহার সেই শ্রবণ-কঠোর সুবিপুল আস্ফোটন-শব্দে মোহিত হইয়া বিহঙ্গম ও দেবপ্রাসাদ-রক্ষক সকল পতিত হইল। 'অস্ত্রবিৎ রামের জয়! মহাবল লক্ষ্মণের জয়! এবং রামের পরিপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়! আমি অপ্রতিহতকর্ম্মা কোশলপতি রামের দাস, পবনের পুত্র ও শত্রুসৈন্যের নিহন্তা, আমার নাম হনুমান্। সহস্র সহস্র পাদপ ও শিলা প্রহার পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সহস্র রাবণ আমার সমকক্ষ হইতে পারে না। আমি সকল রাক্ষসের সমক্ষে সমস্ত লঙ্কাপুরী সংহার ও জানকীকে অভিবাদন করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিব।' এই বলিয়া দেবপ্রাসাদের শিখরস্থ মহাকায় হনুমান্ রাক্ষসদিগের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ঘোর-রবে নিনাদ করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করত শত শত প্রাসাদরক্ষী বিবিধ অস্ত্র, প্রাস, খড়্গ ও পরশ্বধ গ্রহণ করিয়া তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করত তৎসমস্ত মোচন এবং বিচিত্র গদা, সুবর্ণবলয়-বেষ্টিত পরিঘ ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী শরনিকর প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই মহাকায় রাক্ষসবল ভাগীরথীর বিপুল মহান্ আবর্ত্তের ন্যায় হনুমান্‌কে পরিক্ষিপ্ত করিয়া পরম শোভা ধারণ করিল। তদ্দর্শনে বায়ুনন্দন হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর রূপধারণ পূর্ব্বক বেগভরে সেই প্রাসাদের স্বর্ণখচিত শতধার স্তম্ভ সকল উৎপাটন করিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে অগ্নি সমুত্থিত হইয়া সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ করিল। প্রাসাদ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রাঘাতে অসুরদিগকে নিপাত করেন, তিনি তেমতি শত শত রাক্ষসকে সংহার করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে থাকিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন, "আমার ন্যায় মহাবল মহাত্মা সহস্র সহস্র বানরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা সকলেই সুগ্রীবের বশবর্ত্তী। আমরা ও অন্যান্য বানরগণ সকলে সমস্ত বসুধা-মণ্ডল বিচরণ করিতেছে। ঐ সকল বানরের মধ্যে কাহারও বল দশহস্তীর সদৃশ, কাহারও শতহস্তীর, কাহারও সহস্রহস্তীর এবং কাহারও বা ওঘনামক হস্তীর সমান বল। কেহ কেহ বায়ুর ন্যায় বলবিশিষ্ট এবং কাহারও বা বলের সীমা নাই। এতাদৃশ নখদন্তায়ুধ শত সহস্র অযুত কোটি বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুগ্রীব আগমন ও তোমাদের সকলকে হনন করিবেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত মহাবীর রামের সহিত যখন তোমার বৈর উৎপাদন হইয়াছে, তখন এই লঙ্কানগরী, তোমরা ও রাবণ সকলেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। ১-২৫।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

জম্বুমালীর যুদ্ধ ও মৃত্যু।

প্রহস্তের পুত্র, মহাবল, বিশালদন্ত জম্বুমালী রাক্ষসপতি রাবণের আদেশে ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক নগর হইতে বিনির্গত হইল। তাঁহার পরিধেয়-বসন ও মাল্যদাম উভয়ই রক্তবর্ণ, কুণ্ডলযুগল পরম সুন্দর, নয়নদ্বয় বিবৃত্ত, ধনু ইন্দ্রধনুসদৃশ বৃহৎ ও বজ্রাশনির ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, তাহাতে রুচির সায়ক সন্নিহিত রহিয়াছে। রণদুর্জ্জয় প্রচণ্ডস্বভাব জম্বুমালী তাদৃশ বৃহৎ ধনু সবেগে বিস্ফারিত করিতে লাগিল। ধনুর সেই ঘোরতর বিস্ফারশব্দে দিগ্‌বিদিক্ ও নভোমণ্ডল সহসা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বেগবান্ হনুমান্ তাহাকে খরযুক্ত রথারোহণে সমাগত দেখিয়া সহর্ষে নিনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে তোরণস্তম্ভের উপরি তির্য্যক্‌ভাবে সংস্থাপিত কপোতপালিকাতে বসিয়া ছিলেন। পরমতেজস্বী জম্বুমালী তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা তাঁহার বদনমণ্ডল, কর্ণিকা দ্বারা মস্তক এবং দশ নারাচ দ্বারা তাঁহার বাহুযুগল বিদ্ধ করিল। তাঁহার লোহিত-মুখমণ্ডল বাণবিদ্ধ হইয়া, সূর্য্যকিরণ-প্রতিবিদ্ধ শারদীয় প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আকাশে দৃশ্যমান মহাপদ্ম কাঞ্চনবিন্দুতে সিক্ত হইলে যেমন শোভা পায়, তদীয় রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল তেমনি রক্তে রঞ্জিত হইয়া শোভমান হইল। তিনি রাক্ষসের শরমুহে সমাহত হইয়া কুপিত হইলেন। অনন্তর পার্শ্বদেশে এক বিশাল মহাশিলা নিরীক্ষণ করিয়া তাহা সত্বর উৎপাটন পূর্ব্বক সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া শরপ্রয়োগ-পূর্ব্বক ঐ শিলা ছেদন করিল। মহাবল হনুমান্ আপনার কার্য্য বিফল দেখিয়া বিশাল শালবৃক্ষ সমুৎপাটন করিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল জম্বুমালী বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে চারি বাণে শালবৃক্ষ ছেদন করিয়া পঞ্চবাণে তাঁহার ভুজ, এক বাণে উরুদেশ এবং দশ বাণে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। হনুমান্ শরনিকরে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত ও অতিশয় রোষপরবশ হইয়া পরিঘ গ্রহণ করিয়া বেগে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিশয় বেগশালী মদোন্মত্ত মারুতি বেগভরে পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া জম্বুমালীর সুবিশাল বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। আর তাহার মস্তক, বাহু, জানু, ধনু, রথ, অশ্বগণ ও শর সকল কিছুই তথায় দেখিতে পাওয়া গেল না। মহাবল জম্বুমালী বানর কর্ত্তৃক সত্বর নিহত ও চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। জম্বুমালী ও মহাবল কিঙ্কর সকলের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কোপবশতঃ রাবণের নয়নদ্বয় নিরতিশয় রক্তিমবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রহস্তের পুত্র মহাবল জম্বু নিহত হইলে,

নিশাচরপতি রাবণ অতিশয় বীর্য্যবান্ পরাক্রম-সম্পন্ন অমাত্যপুত্রদিগকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধগমনে আদেশ করিল। ১-২০।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

মন্ত্রীপুত্রদিগের যুদ্ধ ও মৃত্যু।

অনন্তর মহাবল, অস্ত্রকুশল, অস্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ, পরস্পর জয়াভিলাষী, অতুল-বিক্রম-সম্পন্ন, সূর্য্যসমতেজস্বী সাতজন মন্ত্রিপুত্র রাক্ষসপতি রাবণের আদেশে হৃষ্ট হইয়া হেমজালপরিবৃত, ধ্বজপতাকাসমন্বিত, মেঘস্বন, অশ্বযুক্ত, বৃহৎ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনচিত্রিত কার্ম্মুক বিস্ফারণ করিতে করিতে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সবিদ্যুৎ মেঘমালার ন্যায় ভবন হইতে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইল। তাহাদের জননী সকল কিঙ্করদিগের মৃত্যু-বিবরণ অবগত হইয়া সুহৃৎ ও বান্ধবগণের সহিত শোকাকুল হইয়া উঠিল। স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত উল্লিখিত সপ্ত মন্ত্রিপুত্র পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া তোরণোপরি নিশ্চলভাবে অধিষ্ঠিত হনুমানের সম্মুখীন হইয়া রথগর্জ্জনরূপ শব্দসমন্বিত বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল এবং বর্ষাকালীন মেঘসমূহের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। বেগবান্ হনুমান্ তাহাদের শরনিকরে আচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টির জলে আকীর্ণ শৈলরাজের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দ্রুতগতি অবলম্বন পূর্ব্বক বিমল অম্বরে গমন করিয়া রাক্ষসগণের বাণসমূহ ও রথবেগ উভয়ই বিফল করিলেন। তিনি সেই ধনুর্দ্ধারী রাক্ষসদিগের সহিত আকাশপথে ক্রীড়া করত ইন্দ্রচাপসমন্বিত মেঘবৃন্দের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ প্রভু পবনের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর শত্রুতাপন বীর্য্যবান্ হনুমান্ ঘোরতর নিনাদ করত সেই মহতী সেনার ত্রাস উৎপাদন পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের প্রতি সবেগে ধাবিত হইলেন। কাহাকে চপটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত ও কাহাকে মুষ্টি দ্বারা আহত, কাহাকে নখ দ্বারা বিদারিত, কাহাকে বক্ষ দ্বারা মথিত এবং কাহাকে উরুযুগল দ্বারা বিমর্দ্দিত করিলেন। কেহ কেহ তদীয় গর্জ্জন-শ্রবণে সেই স্থানেই ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর তাহারা মৃত ও পতিত হইলে তাহাদের সৈন্য সকল ভয়পীড়িত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল, হস্তীসকল বিকট স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, অশ্ব সকল অবনীতলে নিপতিত হইল, ভগ্ননীড় ধ্বজ ও ছত্রবিশিষ্ট রথসমূহে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল, রণমার্গে রক্তের নদী সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং সমস্ত লঙ্কা বিবিধ বিকৃত-স্বরে নিনাদ করিয়া উঠিল। প্রবলপ্রতাপ বীর হনুমান্ প্রধান প্রধান নিশাচরদিগকে নিপাত করিয়া অন্যান্য রাক্ষসদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধাভিলাষে সেই তোরণাভিমুখে গমন করিলেন। ১-১৭।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

বিরূপাক্ষাদি পঞ্চসেনাপতির যুদ্ধ ও মৃত্যু।

মহাবীর পবনাত্মজ কর্ত্তৃক মন্ত্রিপুত্র সকল নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাবণ অন্তর্গত ভয় সংগোপন পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিল। অনন্তর দশগ্রীব বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন বীর্য্যবান্, নীতিবিশারদ, সকল কার্য্যেই ত্বরাপর এবং যুদ্ধে বায়ুবেগ-সদৃশ সেনাপতিকে হনুমানের বন্ধনজন্য যুদ্ধগমনে আদেশ পূর্ব্বক কহিল, "তোমরা সকলেই মহাবলসম্পন্ন সেনাপতি হইয়া অশ্ব, রথ, গজসঙ্কুল মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সেই বানরকে শাসন কর। তোমরা সেই বনবাসী বানরের নিকট যাইয়া সাবধান পূর্ব্বক দেশকালোচিত কার্য্য সম্পাদন করিবে। আমি তাহার কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে বানর বলিয়া বিবেচনা করি না। সে সর্ব্বথা মহাবলসম্পন্ন মহাভূত। তাহাকে বানর জ্ঞান করিয়া, আমার মন শুদ্ধ হইতেছে না। যেরূপে এই কথাপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেরূপে আমার তাহাকে বানর বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যুত ইন্দ্র আমাদের দমনের জন্য তপঃপ্রভাবে তাহাকে সৃজন করিয়া থাকিবেন। তোমরা আমার সহিত প্রেরিত হইয়া, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেব, অসুর ও মহর্ষি সকলকে পরাজয় করিয়াছ। তাহারাও অবশ্য আমাদের কোনরূপ অপকার করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বলপূর্ব্বক হনুমান্‌কে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। তোমরা সকলেই মহাবলসম্পন্ন ও সেনাপতি; অতএব অশ্ব, রথ, হস্তী ও মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া গমন করত সেই কপিকে শাসন কর। সে প্রকৃত বীরের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট; তোমরা তাহাকে কোন মতে অবজ্ঞা করিও না; প্রবলপ্রতাপ বালি, তেজস্বী সুগ্রীব ও মহাবল জাম্ববান্, সেনাপতি নীল এবং দ্বিবিদ প্রভৃতি অন্যান্য বেগবান্ বানর সকলকে আমি দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর গতি, তেজ, পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, উৎসাহ এবং রূপকল্পনা কিছুই নাই। অতএব উহাকে কপিরূপী মহজ্জীব জানিয়া তোমরা নিরতিশয় যত্নপরায়ণ হইয়া, উহার নিগ্রহে প্রবৃত্ত হও। বলিতে কি, সুর, অসুর, মানব ও ইন্দ্রের সহিত লোকত্রয়ও রণস্থলে তোমাদের সম্মুখে থাকিতে সক্ষম হয় না। তথাপি যুদ্ধে জয়াকাঙ্ক্ষী নীতিবেদী পুরুষ যত্নপূর্ব্বক আত্মাকে রক্ষা করিবে। দেখ, যুদ্ধে জয়লাভের নিশ্চয় নাই।" ১-১৭।

অনল-সমতেজা মহাবল রাক্ষসেরা প্রভুবাক্য অঙ্গীকার-পূর্ব্বক মহাবেগে সমুৎপতিত হইল; রথ, মত্ত হস্তী, অতীব বেগবান্ অশ্ব, তীক্ষ্ণ নিশিত শস্ত্র এবং সৈন্যসকল তাহাদের সমভিব্যাহারে চলিল। তৎকালে মহাবল বানরবর হনুমান্ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উদয়াচলারূঢ় সূর্য্যের ন্যায় তোরণের উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মহাসত্ত্ব, মহাবল, মহামতি, মহোৎসাহ, মহাকায় ও মহাভুজবিশিষ্ট। তাহারা হনুমানের ভয়ঙ্কর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক চারিদিক্ হইতে ভয়ানক প্রহরণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দুর্দ্ধরনামক রাক্ষস লৌহনির্ম্মিত পঞ্চ শর তদীয় মস্তকে প্রয়োগ করিল। ঐ সকল শর সুশাণিত, মর্ম্মচ্ছেদী, স্বর্ণরঞ্জিত উৎপলপত্রসদৃশ আভাবিশিষ্ট। হনুমান্ সেই পঞ্চ শরে বিদ্ধশিরা হইয়া চীৎকারশব্দে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া শূন্যমার্গে উৎপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে বীর দুর্দ্ধর রথারোহণে ধনুকে জ্যা-রোপণ করিয়া বহুশত শর বিকীর্ণ করিতে করিতে হনুমানের সন্নিহিত হইল। বর্ষাকালের অবসানে বায়ু যেমন বারিবর্ষী মেঘদিগকে অপসারিত করে, সেইরূপ বায়ুতনয় হনুমান্ শরবর্ষী দুর্দ্ধরকে শূন্যপথেই থাকিয়া নিবারণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী পবননন্দন হনুমান্, দুর্দ্ধর-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া পুনরায় নিনাদ করত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দূরে সমুৎপতিত হইয়া পর্ব্বতে বিদ্যুৎরাশির ন্যায় তদীয় রথে, মহাবেগে

পতিত হইলেন। তাহাতে রথের অক্ষ ও কুবর ভগ্ন এবং অষ্ট অশ্ব মথিত হইলে দুর্দ্ধর সেই ভগ্ন রথের সহিত প্রাণ-পরিহার-পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। শত্রুদিগের অজেয় অরিদমন বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ, ইহারা উভয়ে তাহাকে ভূপতিত নিরীক্ষণ করিয়া জাতক্রোধ ও উৎপতন-পূর্ব্বক তদীয় বক্ষঃস্থলে দুই মুদ্গরের আঘাত করিল। মহাবল কপি সেই বেগবান্ রাক্ষসদ্বয়ের অস্ত্র ব্যর্থ করত পুনরায় গরুড়ের ন্যায় সবেগে পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন এবং শালবৃক্ষ-সন্নিধানে গমন করিয়া তাহা উৎপাটন-পূর্ব্বক তাহাদের দুই জনকেই মারিয়া ফেলিলেন। তাহারা তিন জন নিহত হইল জানিয়া মহাবেগ ও বলবান্ প্রঘস পরিহাসপূর্ব্বক হনুমানের নিকট গমন করিল এবং বীর্য্যশালী ভাসকর্ণ শূলগ্রহণ-পূর্ব্বক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিল। অনন্তর পরস্পর সাহায্য হইবে ভাবিয়া উভয়ে একত্র অবস্থিতি করিল। ঐ সময়ে প্রঘস শিতাগ্র পট্টিশ এবং ভাসকর্ণ শূল গ্রহণ করিয়া কপিকুঞ্জর হনুমান্‌কে আঘাত করিল। তাহাতে সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরে পরিপ্লুত হইলে বালসূর্য্যসমদ্যুতি মারুতি কুপিত হইয়া মৃগ, ব্যাল ও পাদপ-সঙ্কুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন-পূর্ব্বক তাহাদের দুই জনকে আঘাত করিলেন. তাহারা একবারেই গিরিশৃঙ্গে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। তিল তিল হইয়া এইরূপে পাঁচজন সেনাপতি বিনষ্ট হইলে কপিকেশরী হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে সংহার করিলেন। অপিচ, অসুরহন্তা সহস্রাক্ষ বাসবের ন্যায় তিনি অশ্বের প্রহারে অশ্ব, গজের প্রহারে গজ, যোধদ্বারা যোধ ও রথদ্বারা রথ সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মৃত ও পতিত অশ্ব, গজ ও রাক্ষস সমূহ এবং ভগ্ন অক্ষ ও মহারথ সকলে সমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। এ দিকে ঐ সকল সেনাপতিকে বল ও বাহনের সহিত সংহার করিয়া বীর কপি প্রজাক্ষয়াপেক্ষী কালের ন্যায় অবসর পাইয়া পুনরায় তোরণ আশ্রয় করিলেন। ১৮-৪১।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অক্ষের যুদ্ধ ও মৃত্যু।

রক্ষঃপ্রবর রাবণ হনুমান্ কর্ত্তৃক উল্লিখিত পাঁচজন সেনাপতি বাহন ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সম্মুখে অবস্থিত, যুদ্ধে গমনোদ্যত ও সমরোৎসাহী কুমার অক্ষকে যুদ্ধার্থে আদেশ করিল। যজ্ঞশালায় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঘৃতসহায়ে প্রেরিত অনলের ন্যায় রাবণের দৃষ্টিপাতমাত্রেই বিশেষরূপে প্রেরিত হইয়া প্রতাপশালী অক্ষ স্বর্ণখচিত কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল। তাহার ঐ রথ তপ্তকাঞ্চন-সমূহে পরিব্যাপ্ত ও চিত্রিত, বিপুল তপস্যা-প্রভাবে উপার্জ্জিত, রত্নখচিত ধ্বজ ও পতাকা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত, মনের ন্যায় বেগবান্, অষ্ট অশ্বশ্রেষ্ঠে সুযোজিত, দেবাসুরের অজেয় পর্ব্বতাদিতেও অব্যাহতগতিবিশিষ্ট, বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, আকাশ-পথেও গমন-ক্ষম, সুসজ্জিত ও তূণযুক্ত, অষ্ট দিকে খড়্গ নিবদ্ধ, রথফলকে বিরাজিত, যথাক্রমে সুবিন্যস্ত শক্তি ও তোমরপরম্পরায় পরিপূর্ণ, যুদ্ধোপকরণসমন্বিত, সূর্য্যচন্দ্রসমদ্যুতি, সুবর্ণজাল-বিভূষিত এবং সূর্য্যের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। দেববিক্রম কুমার অক্ষ ঈদৃশ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মহারথ-শব্দে পর্ব্বত সহিত ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সমবেত সৈন্যসমভিব্যাহারে হনুমানের সমীপে উপস্থিত হইল। সুদক্ষ মারুতি তোরণ আশ্রয়-পূর্ব্বক বসিয়া ছিলেন। প্রজাগণের নাশকালে প্রলয়াগ্নির ন্যায়, ঐরূপে অবস্থিত হনুমান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া সিংহসদৃশ ক্রূরদৃষ্টি অক্ষ, প্রদীপ্ত চক্ষু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অবলোকন করিল। পবননন্দন হনুমান্ অক্ষকে দর্শন করিয়া বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বশবর্ত্তী হইল। মহাবল অক্ষ মহাত্মা কপির বল ও শত্রুর প্রতি পরাক্রম এবং নিজের বলাবল বিচার করিয়া যুগক্ষয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজোদ্বারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং স্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক কোপবশতঃ রণদুর্নিবার পরাক্রম হনুমানকে সমাহিত অন্তঃকরণে সুশাণিত শরপ্রহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। সে শরাসন হস্তে অবলোকন করিল, পবননন্দন হনুমান্ শত্রুপরাজয়ের উপযুক্ত পাত্র কিছুতেই নহেন; অতিশয় অহঙ্কৃত এবং তাঁহার মনও মহোৎসাহবিশিষ্ট। তদ্দর্শনে সুবর্ণময় বক্ষোভূষণ, অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডল এই সকলে অলঙ্কৃত, প্রচণ্ডপরাক্রম অক্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ উভয়ের অতুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ দেব ও দানবগণের ভয়প্রদ হইল। তাঁহারা উভয়ে বীর্য্য-প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ভূতলস্থ সকল প্রাণীই চীৎকার করিয়া উঠিল, সূর্য্য তাপদানে বিমুখ হইলেন, বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল, পর্ব্বত কাঁপিতে লাগিল নভোমণ্ডল শব্দে পূর্ণ হইল এবং সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পরে লক্ষ্যদর্শন, শরসন্ধান ও শরমোচন-কুশল বীর অক্ষ সুবর্ণময় পুঙ্খ, সুন্দর মুখ ও পতত্র-বিশিষ্ট বিষময় সর্পসদৃশ শরত্রয় কপিবরের মস্তকে প্রহার করিল। এককালে তিন শর মস্তকে পতিত হওয়াতে হনুমানের অঙ্গ হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু ঘূর্ণায়মান ও সর্ব্বশরীর শোণিতলিপ্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে নবোদিত ভাস্করসদৃশ লোহিতবর্ণ মারুতি শররূপ কিরণমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া রশ্মিমালী দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর বানররাজ সুগ্রীবের প্রধান মন্ত্রী পবননন্দন রক্ষোবর রাবণের পুত্র, বিচিত্র ধনু ও বিচিত্র তীক্ষ্ণ-শস্ত্রযোধী অক্ষকে যুদ্ধস্থলে অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধোদ্যত হইয়া স্বীয় রূপ বর্দ্ধিত করিলেন। তাঁহার বল, বীর্য্য, কোপ সমুদায়ই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মন্দরশেখরস্থ অংশুমালীর ন্যায় নয়ন-সমুত্থিত অগ্নির কিরণে কুমার অক্ষকে বল ও বাহনের সহিত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। মেঘসমূহ যেমন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শররূপ বৃষ্টিযুক্ত নিশাচরস্বরূপ মেঘ বিচিত্র শরাসনরূপ ইন্দ্রধনুকে শোভিত হইয়া বানরবর হনুমান্-পর্ব্বতে শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসের বলবীর্য্য, সায়ক ও তেজ সমস্তই সমৃদ্ধ এবং সংগ্রামে বিক্রম অতি প্রচণ্ড। তাহাকে যুদ্ধে অবলোকন করিয়া কপিবর হর্ষিত হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিয়া উঠিলেন। যুদ্ধে বীর্য্যগর্ব্বিত রক্তাক্ত অক্ষ বালস্বভাব বশতঃ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, গজ যেমন তৃণাবৃত মহাকূপে গমন করে, তদ্রূপ যোদ্ধপ্রধান হনুমানের সহিত সঙ্গত হইল। অনন্তর সে বলপূর্ব্বক বাণসমূহ প্রয়োগ করিলে পবনকুমার বাহু ও ঊরু বিক্ষেপপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া পরম উৎসাহ-সহকারে তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করত মেঘের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠিলেন। তিনি ঐরূপে ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করিলে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, রথিপ্রধান, প্রতাপশালী, বলবান্, রথী অক্ষ জলধর যেমন করকাপাত দ্বারা পর্ব্বতকে জলপ্লাবিত

করে, সেইরূপ শরবর্ষণ করত হনুমান্‌কে আচ্ছন্ন করিয়া সবেগে সম্মুখীন হইল। যুদ্ধে ভীমবিক্রম ও মন অপেক্ষা বেগগামী বীর কপি বায়ুর ন্যায় শরসমূহের মধ্যবর্ত্তী মার্গে নিপতিত হইয়া তাহার শর সমস্ত ব্যর্থ করত যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কুমার অক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট শরসমূহে আকাশতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ১-২৪।

পবননন্দন এই ব্যাপার দর্শনে তাহার উপর সমাদরে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা কুমারশ্রেষ্ঠ অক্ষ শরসমূহ দ্বারা তদীয় ভুজমধ্য বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কার্য্যকুশল মহাবাহু হনুমান্ তদীয় যুদ্ধবিক্রম চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এই মহাবল মহাত্মা নব-সূর্য্যসদৃশ অক্ষ বীরপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধকার্য্যেই ইহার নৈপুণ্য আছে। এ সময়ে ইহাকে বধ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। এই অক্ষ মহাত্মা, মহাবীর্য্য, যুদ্ধে তৎপর ও অতিশয় ক্লেশসহিষ্ণু এবং বিশিষ্টরূপ কার্য্যদক্ষ, কর্ম্মঠ ও গুণবান্ বলিয়া নাগ, যক্ষ ও ঋষিগণ নিঃসন্দেহই ইহার পূজা করিয়া থাকেন। পরাক্রম ও উৎসাহপ্রযুক্ত ভয় ও আশঙ্কাদি এককালেই তিরোহিত হওয়াতে এই বীরশ্রেষ্ঠ সম্মুখীন হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। এই লঘুহস্ত নিশাচরের পরাক্রমদর্শনে দেবদানবদিগেরও মন কম্পিত হইয়া থাকে। উপেক্ষা করিলে এই নিশাচর নিশ্চয়ই আমাকে পরাভূত করিবে; যেহেতু, যুদ্ধে ইহার বীরত্ব ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। ফলতঃ অগ্নি বর্দ্ধিত হইলে অবহেলা করা কোনমতেই উচিত নহে; অতএব অদ্য ইহাকে নিপাত করিব। মহাবল মহাবীর্য্য হনুমান্ এইরূপে শত্রুপক্ষের পরাক্রম চিন্তা করিয়া ও আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক সবেগে তদীয় বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী পবননন্দন শূন্যপথে অবস্থান পূর্ব্বক তলপ্রহারে কুমারের অত্যুৎকৃষ্ট আটটি মহাতুরঙ্গ সংহার করিলেন। ঐ সকল অশ্ব নানাবিধ মণ্ডলগমনে সুশিক্ষিত ও ভারসহ। সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান্ কর্ত্তৃক তলপ্রহারে আহত ও পরাজিত হওয়াতে তদীয় সুবৃহৎ রথ শূন্য হইতে ভূতলে পতিত হইল। ঐ রথের নীড় ও কুবর ভগ্ন এবং অশ্ব সকল বিনষ্ট হইল। উগ্রবীর্য্য ঋষি যেমন তপোবলে দেহ বিসর্জন পূর্ব্বক আকাশপথে সুরলোকে গমন করেন, সেইরূপ মহারথ অক্ষ ভগ্নরথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইল। এইরূপে সেই পক্ষিরাজ গরুড়, পবন ও সিদ্ধগণসেবিত আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে বায়ুসমান বেগ ও বিক্রমসম্পন্ন হনুমান্ সমাগত হইয়া ক্রমে ক্রমে দৃঢ়করে তদীয় পদ ধারণ করিলেন। অণ্ডজেশ্বর গরুড় যেমন মহাসর্পকে সবলে গ্রহণ করে, সেইরূপ পিতৃসমান বীর্য্যবান্ মহাকপি অক্ষকে গ্রহণ ও সহস্রবার সবেগে ঘূর্ণিত করিয়া ভূতলে যুদ্ধভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার বাহু, উরু, কটি ও পয়োধর ভগ্ন, অস্থি ও লোচন অতিশয় মথিত, সন্ধি সকল বিভিন্ন এবং সন্ধিবন্ধন সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। সে তদবস্থায় রুধিরক্ষরণ করিতে করিতে পবননন্দন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল। মহাকপি হনুমান্ ভূমিতলে তাহাকে নিপীড়িত করিয়া রাক্ষসপতি রাবণের অতিশয় ভয় উৎপাদন করিলেন। কুমার অক্ষ নিহত হইলে মহর্ষিগণ, জ্যোতিশ্চক্রচর গ্রহাদিগণ, যক্ষ ও পন্নগগণ এবং ইন্দ্রসহ দেববৃন্দ সমাগত হইয়া সাতিশয় বিস্মিতভাবে হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্রপুত্রসদৃশ পরাক্রান্ত রক্তাক্ত কুমার অক্ষকে মহাবীর হনুমান্ সমরে সংহার করিয়া প্রলয়কালীন কালের ন্যায় সময় প্রতীক্ষা করিবার জন্য পুনর্ব্বার তোরণাভিমুখে গমন করিলেন। ২৫-৩৮।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া হনুমানের রাবণসভায় উপস্থিত।

হনুমান্ কুমার অক্ষকে নিহত করিলে পর রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা রাবণ মনের শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক দেবকল্প ইন্দ্রজিৎকে রোষ পূর্ব্বক ক্রোধপরবশ হইয়া আদেশ করিল, "তুমি সমুদায় অস্ত্রবিৎ ও শস্ত্রধরগণের অগ্রগণ্য, সুরাসুরগণেরও শোকদাতা, বাসব প্রভৃতি দেবতারা সকলেই তোমার কার্য্যকলাপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং পিতামহের আরাধনা করিয়া তুমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ। ত্বদীয় অস্ত্রবলে আক্রান্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রিত মরুৎ দেবগণও যুদ্ধে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন না। তোমা ব্যতীত ত্রিলোকে এমন কেহই নাই যে, যুদ্ধে গতশ্রম না হয়। তুমি স্বীয় বাহুবীর্য্য ও তপোবলে সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, অসামান্য বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন এবং দেশকাল-বিবেচনা-বিষয়ে প্রধান। যুদ্ধে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা তুমি করিতে অসমর্থ। বুদ্ধি পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তোমার শক্তি আছে। ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই, যে ব্যক্তি তোমার অস্ত্রবল ও বাহুবল বিদিত নহে। তোমার তপস্যা, বল, পরাক্রম ও যুদ্ধে অস্ত্রবল সমুদায়ই আমার অনুরূপ। তুমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয়ই জয় হইবে ভাবিয়া আমার মন কোনমতেই উদ্বিগ্ন হয় না। সমুদায় কিঙ্করগণ, জম্বুমালী, পাঁচজন সেনাপতি, অমাত্য পুত্রগণ, অশ্ব, রথ ও হস্তিসহিত পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন সৈন্য সকল, মহোদর ও কুমার অক্ষ সকলেই নিহত হইয়াছে। কিন্তু হে শত্রুঘাতিন্! তাহাদিগকে তোমার ন্যায় সারবান্ বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে বানরের প্রভাব ও পরাক্রম, তোমায় নিজের উৎকর্ষ এবং মহতী সেনাক্ষয় ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া ক্ষমতার অনুরূপ বল প্রদর্শন কর। হে অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ! তুমি যুদ্ধার্থ নির্গত ও সন্নিকৃষ্ট হইলে বহুসৈন্যের বিনাশপ্রযুক্ত বলক্ষয় হওয়াতে শত্রু যাহাতে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সেইরূপে আত্মবল ও পরবল পরিদর্শন পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে বীর! সঙ্গে সেনা লইবার প্রয়োজন নাই; কেন না, সৈন্যগণ দলে দলে পলায়ন করিয়া থাকে। সারময় আয়ুধ সকলও গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই; কেন না, সে সকলেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। হনুমানের বলেরও ইয়ত্তা নাই। অধিক কি, অগ্নিতুল্য বানরকে শস্ত্রাদি দ্বারা সংহার করা দুঃসাধ্য। অধুনা আমি যাহা বলিলাম, তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া তোমাকে নিজেই কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে ভাবিয়া মনঃসংযোগ করিয়া এই শরাসনের দিব্যবীর্য্য স্মরণ পূর্ব্বক যুদ্ধে গমন ও নিরাপদে কার্য্যসাধন কর। তোমাকে যুদ্ধে প্রেরণ করা কোনমতেই উচিত নহে। তবে এই বিধি রাজধর্ম্মের এবং ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে শাস্ত্র-সম্মত। হে অরিন্দম! বিবিধ শাস্ত্রে ও যুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সংগ্রামে বিজয়াভিলাষী, তাঁহার এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" ১-১৪।

দেবপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতৃবাক্য শ্রবণে যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল। সে যুদ্ধে যেমন উদ্ধত, সেইরূপ কৃতোৎসাহ স্বদলভুক্ত রাক্ষসগণ-কর্তৃক সম্মানিত হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। পর্ব্বকালীন সমুদ্র যেমন বর্দ্ধিত হয়, পদ্মসদৃশ আয়তলোচন পরমতেজস্বী শ্রীমান্ রাক্ষসরাজনন্দনও তদ্রূপ রণোৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থে বিনিষ্ক্রান্ত হইল। অনন্তর ইন্দ্রকল্প অসহ্যবেগ ইন্দ্রজিৎ পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগশালী সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র সর্পচতুষ্টয়ে সংযোজিত রথে আরোহণ করিল। সমুদায় ধনুর্দ্ধর ও অস্ত্রবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, শস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং রথযুদ্ধবিশারদ ইন্দ্রজিৎ রথারোহণে সত্বরগমনে হনুমান্ যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল। বানরবীর হনুমান্ তদীয় রথনির্ঘোষ ও কার্ম্মুকের জ্যা-শব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। রণ-পণ্ডিত ইন্দ্রজিৎ ধনুর্ব্বাণ ও তীক্ষ্ণাগ্র শর সমস্ত গ্রহণ করিয়া হনুমানের অভিমুখে গমন করিল। সে সহর্ষে শর-গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলে দিক্‌সকল মলিন হইয়া উঠিল; শৃগাল প্রভৃতি পশুগণ বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল; নাগগণ, যক্ষগণ, মহর্ষিগণ, গ্রহগণ ও সিদ্ধগণ তথায় সমাগত হইলেন এবং পক্ষিকুল আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করত হর্ষে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ১৫-২৩।

এ দিকে ইন্দ্রধ্বজ রথ সত্বর আসিতেছে দেখিয়া পবনকুমার সবেগে গভীরস্বরে গর্জ্জন করত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। বিচিত্র কার্ম্মুকধারী ইন্দ্রজিৎ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া বজ্রের ন্যায় গভীরনিঃস্বন ধনু বিস্ফারণ করিতে লাগিল। তৎপরে বদ্ধবৈর সুররাজের ন্যায় উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা দুই জনেই তীক্ষ্ণবেগবিশিষ্ট, মহাবল এবং যুদ্ধে নির্ভীকচিত্ত। অদ্বিতীয় বীর মহাকপি হনুমান্ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া সংগ্রামনিপুণ, বীর, ধনুর্দ্ধারী, মহারথ ইন্দ্রজিতের বাণবেগ বিফল করিয়া বায়ুপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পরবীরহন্তা ইন্দ্রজিৎ অবিরত বাণ সকল মোচন করিতে লাগিল। ঐ সকল শর আয়ত, তীক্ষ্ণাগ্র, সুন্দর, পত্রবিশিষ্ট, সুবর্ণদ্বারা রঞ্জিত এবং বজ্র সদৃশ বেগবান্। হনুমান্ তাহার রথ, মৃদঙ্গ, ভেরী ও পটহধ্বনি এবং বিকৃষ্যমাণ কার্ম্মুকের ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া পুনরায় উৎপতিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্যের দিকে স্থির হইয়াছিল; তথাপি মারুতি তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া সত্বর হইয়া শর সকলের দূরে দূরে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় শরসকলের সম্মুখীন হইয়া বাণমোচনসময়ে হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক উল্লম্ফন করিয়া শরপাত বিফল করিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ, সেই বীরদ্বয় প্রাণিপুঞ্জের মনোহর উৎকৃষ্ট যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারও ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেন না। দুই জনেই দেবসমান পরাক্রম-সম্পন্ন; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়ে উভয়ের দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অমোঘ শরসকল নিরন্তর নিপতিত হইলেও হনুমান্ বিদ্ধ হইলেন না দেখিয়া মহাত্মা রাজরাজতনয় ইন্দ্রজিৎ তদীয় স্বরূপ অবগত হইবার জন্য ধ্যানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। পরে হনুমান্ অবধ্য, ইহা ধ্যান দ্বারা জানিতে পারিয়া তদীয় নিগ্রহার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবে, তদ্বিষয়ক বিচার করিতে লাগিল। এই প্রকার বিচার করিয়া অস্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ পরমতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ পিতামহ ব্রহ্মার প্রদত্ত অস্ত্র হনুমানের প্রতি সন্ধান করিল। পবননন্দন ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া অস্ত্রমর্ম্মবিৎ মহাবাহু রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ সেই অস্ত্রে তাঁহাকে বন্ধন করিল। রাক্ষস কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হওয়াতে বানরবর একবারেই নিশ্চেষ্ট ও ধরাতলে পতিত হইলেন। ২৪-৩৮।

অনন্তর বানরবীর হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার বরদান-প্রভাবে কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলেন না। বিশেষতঃ যে ব্রহ্মাস্ত্র স্বয়ম্ভুদৈবত প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্রদ্বারা পূত ও সিদ্ধিদ্বারা পূত তিনি এতাদৃশ অস্ত্রে বদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া পিতামহের বরদানপ্রযুক্ত মুহূর্ত্তমধ্যে বন্ধনমুক্ত হইবেন বলিয়া ভীত না হইয়া আত্মার প্রতি ব্রহ্মার বরদানরূপ অনুগ্রহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ত্রিলোকগুরু ব্রহ্মার প্রভাবে এই অস্ত্রবন্ধনমোচনে আমার শক্তি নাই; অতএব আমি মুহূর্ত্তকাল ইহা সহ্য করিয়া থাকি। পবননন্দন এইরূপে অস্ত্রের বীর্য্য, পিতামহের বরদান এবং নিজের অস্ত্রমোচনশক্তি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র ব্রহ্মার আদেশের অনুবর্ত্তন করিলেন। ভাবিলেন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বায়ু আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব অস্ত্রে বদ্ধ হইলেও আমার ভয়সম্ভাবনা কি? বরঞ্চ রাক্ষসগণ আমায় লইয়া গেলে, রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত কথোপকথনে মহৎফললাভ হইবে; অতএব শত্রুগণ আমাকে গ্রহণ করুক। কার্য্যদক্ষ পরবীরহন্তা হনুমান্ এইরূপে কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন এবং যখন রাক্ষসগণ অভিমুখীন হইয়া বল পূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিশাচরেরা অরিন্দম কপিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া শণ ও বৃক্ষবল্কলে বন্ধন করিল। রাক্ষসরাজ রাবণ কৌতূহলবশতঃ যদি আমায় দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার সহিত সম্ভাষণ হইবে; এই বিবেচনা করিয়া মারুতি শত্রুগণের সেই বল পূর্ব্বক নিগ্রহ ও ভর্ৎসনা সহ্য করিলেন। রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হওয়াতে বীর্য্যবান্ কপি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন; কেন না, অন্য বন্ধন থাকিলে ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন নিষ্ফল হয়। বীর ইন্দ্রজিৎও কপিকেশরীকে বল্কলবদ্ধ ও অস্ত্রবিমুক্ত দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'অন্য বন্ধনে বদ্ধ হইলে ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন নিষ্ফল হয়। হায়! রাক্ষসগণ মন্ত্রের কতদূর শক্তি, তাহা বিচার না করিয়া মৎকৃত এই মহৎকার্য্য পণ্ড করিল! অধিক কি, ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হওয়াতে অন্য অস্ত্রের আর প্রয়োগ হইতে পারে না; অতএব আমরা সকলেই সংশয়দশা প্রাপ্ত হইব।' হনুমান্ অস্ত্র-মুক্ত হইয়া বল প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং রাক্ষসগণ বিবিধ বন্ধনে নিগৃহীত করিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই ক্রূরস্বভাব রাক্ষসেরা তাঁহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক কালতুল্য মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট লইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে মুক্ত ও বল্কলাদি দ্বারা বদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যগণ ও রাবণকে দর্শন করাইল। অপরাপর রাক্ষসেরা মত্তমাতঙ্গ সদৃশ বন্ধনদশাগ্রস্ত হনুমানের বৃত্তান্ত রাবণের নিকট নিবেদন করিল। তখন এ ব্যক্তি কে, কাহার পুত্র, কোথা হইতে কি উদ্দেশে আসিয়াছে, ইহার আশ্রয়ই বা কে, রাক্ষসবীরগণ পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিল। অন্যান্যেরা ক্রোধাকুল হইয়া কহিল, 'ইহাকে বধ কর, দগ্ধ কর এবং ভক্ষণ কর।' মহাত্মা হনুমান্ কিয়দ্দূর গমন করিয়া, সহসা মহামূল্যরত্নভূষিত প্রাসাদ এবং রাক্ষসরাজ রাবণের চরণ-সন্নিধানে বৃদ্ধ-

সংখ্যক পরিচারককে দর্শন করিলেন অনন্তর প্রবলপ্রতাপ. রাবণ অবলোকন করিল, বিকৃতাকার রাক্ষসগণ হনুমান্‌কে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করিতেছে। কপিসত্তমও নিরীক্ষণ করিলেন, রাক্ষসপতি রাবণ তেজোবল-সমাযুক্ত হইয়া তাপমান সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। হনুমান্‌কে দেখিবামাত্র দশাননের দৃষ্টি ক্রোধে লোহিতবর্ণ ও ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। সে তথায় উপবিষ্ট কুলশীলসম্পন্ন প্রধান মন্ত্রীদিগকে হনুমানের পরিচয় ল'তে আদেশ করিল। তাহারা তদনুসারে জিজ্ঞাসা করিল যে,"তুমি কি উদ্দেশে কোন্ কার্য্যের জন্য আগমন করিয়াছ?" হনুমান্ বলিলেন,"আমি কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট হইতে দূতরূপে আগমন করিয়াছি।" ৩৬১।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে হনুমানের বিস্ময়।

ভীমবিক্রম হনুমান্ ইন্দ্রজিতের কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া লোহিতলোচন হইয়া রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মহাতেজা বীরবর রাবণ মহামূল্য কাঞ্চনময় মুক্তাজাল-পরিবৃত মহাদীপ্তিমান্ মুকুট পরিধান পূর্ব্বক উজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতেছে। তাহার দিব্যাভরণ সমস্ত হীরক-খচিত ও বহুমূল্য মণিসমূহে প্রধানতঃ চিত্রিত এবং যেন মনোদ্বারাই গঠিত হইয়াছে। তাহার কলেবর রক্তচন্দনে চর্চ্চিত, বহুমূল্য ক্ষৌমবসনে পরিবীত, বিবিধ বিচিত্র রচনায় সুন্দররূপে অনুলিপ্ত। নয়ন সমূহ ভীমদর্শন, লোহিতবর্ণ ও আশ্চর্য্যজনক; তাহার দংষ্ট্রা বৃহৎ, তীক্ষ্ণ ও দীপ্তিমান্ এবং ওষ্ঠ সমূহ প্রলম্বিত। সেই নীলাঞ্জনসদৃশ পরম তেজস্বী রাক্ষস দশ মস্তকে বিবিধ সর্পসমাচ্ছন্ন শিখর-শোভিত মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। বক্ষঃস্থলে হার দীপ্তি পাইতেছে, তাহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র তুল্য; তদ্দ্বারা নবসূর্য্য-সমন্বিত মেঘের ন্যায় তাহার শোভা হইয়াছে। উহার বাহু সকল পঞ্চমস্তক সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর, উৎকৃষ্ট চন্দনে চর্চ্চিত এবং উজ্জ্বল বলয় ও কেয়ূরে সংবদ্ধ। রাবণ রত্নসংযোগচিত্রিত, উত্তম আস্তরণে বিস্তীর্ণ, স্ফটিকমণিগঠিত, সুবিশাল, বিচিত্র বরাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রমদাগণ চামর-ব্যজন-হস্তে নিকটে চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার সেবা করিতেছে। দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, নিকুম্ভ এই মন্ত্রবিশারদ মন্ত্রিচতুষ্টয় তাহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকাতে সাগর-চতুষ্টয়-বেষ্টিত ভূমণ্ডলের ন্যায় বলদর্পিত রাবণের শোভা হইয়াছে। দেবমন্ত্রিগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্বাস দেন, তেমনি অন্যান্য শুভদর্শী মন্ত্রনিপুণ মন্ত্রিগণও রাবণকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। হনুমান্ অবলোকন করিলেন, অতীব তেজস্বী রক্ষোরাজ রাবণ মেরুশিখরে সজল জলদের ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছে। ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ নিরন্তর নিপীড়িত করিলেও তিনি সাতিশয় বিস্ময়সহকারে রাবণকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসপতি রাবণের সেইরূপ প্রভাব দর্শনে তদীয় তেজে মোহিত হইয়া মারুতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অহো! রাক্ষসরাজের কি রূপ। কি ধৈর্য্য! কি পরাক্রম! কি দেহ-কান্তি! কি সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্নতা! এই রাক্ষসরাজের অধর্ম্ম যদি এত বলবান্ না হইত, তাহা হইলে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবলোককে রক্ষা করিতে পারিত। এই পাপিষ্ঠ যে সকল লোকনিন্দনীয় অনিষ্টকর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদ্দ্বারা সুরাসুর-সমেত সমস্ত লোকই ত্রস্ত হইয়াছে। রাবণ ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত সংসার একার্ণব করিতে পারে।' মতিমান্ হনুমান্ অমিতপরাক্রম রাবণের প্রভাব পরিদর্শনে এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১২০।

পঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান্‌কে রাবণের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

মারুতিকে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া মহাবাহু লোকবিত্রাসন রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু তদীয় তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শনে শঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই বানর কি সাক্ষাৎ ভগবান্ নন্দী এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? পুরাকালে কৈলাসে তাঁহার বানর-মুখ দর্শন করিয়া উপহাস করাতে ঐ নন্দী আমাকে অভিশাপ দেন। অথবা এই বানর কি বলিসুত বাণ?' এই প্রকার চিন্তা করিয়া, রাজা রাবণ ক্রোধে লোহিত-নয়ন হইয়া সময়োচিত অর্থসঙ্গত-বচনে মন্ত্রিপ্রধান প্রহস্তকে কহিতে লাগিল, 'এই দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, কোথা হইতে কি কারণে এখানে আসিল এবং কি নিমিত্তই বা অশোককানন ভগ্ন ও রাক্ষসদিগের তর্জ্জনা করিল? তুমি পুনরায় এই দুষ্কৃতিকে জিজ্ঞাসা কর, আমার এই দুরাধর্ষ নগরীতে ইহার আগমন করিবার প্রয়োজন কি এবং ভৃত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবারই বা কারণ কি?" ১-৬।

রাবণের কথা শুনিয়া প্রহস্ত হনুমান্‌কে বলিতে লাগিল, "বানর! তুমি আশ্বস্ত হও, আমাদিগকে ভয় করিবার কোন আবশ্যক নাই, তোমার মঙ্গল হইবে। সত্য কথা বল, সুরপতি ইন্দ্র তোমায় কি এই লঙ্কানগরীতে প্রেরণ করিয়াছেন? তোমার ভয় নাই; অবশ্য মুক্তিলাভ করিবে। অথবা তুমি কুবের, যম, বরুণ, ইঁহাদের চর হইয়া এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছ? কিংবা বিজয়াভিলাষী বিষ্ণুর দূত হইয়া আগমন করিয়াছ? কারণ, তুমি রূপে বানর, কিন্তু তোমার বিক্রম বানরের মত নহে। বানর! সত্য বলিলে এখনই মুক্তি পাইবে এবং মিথ্যা বলিলে তোমার জীবন-সংশয় হইবে। যাহা হউক, তুমি যে নিমিত্ত রাবণালয়ে প্রবেশ করিয়াছ, বল।" ৭-১২।

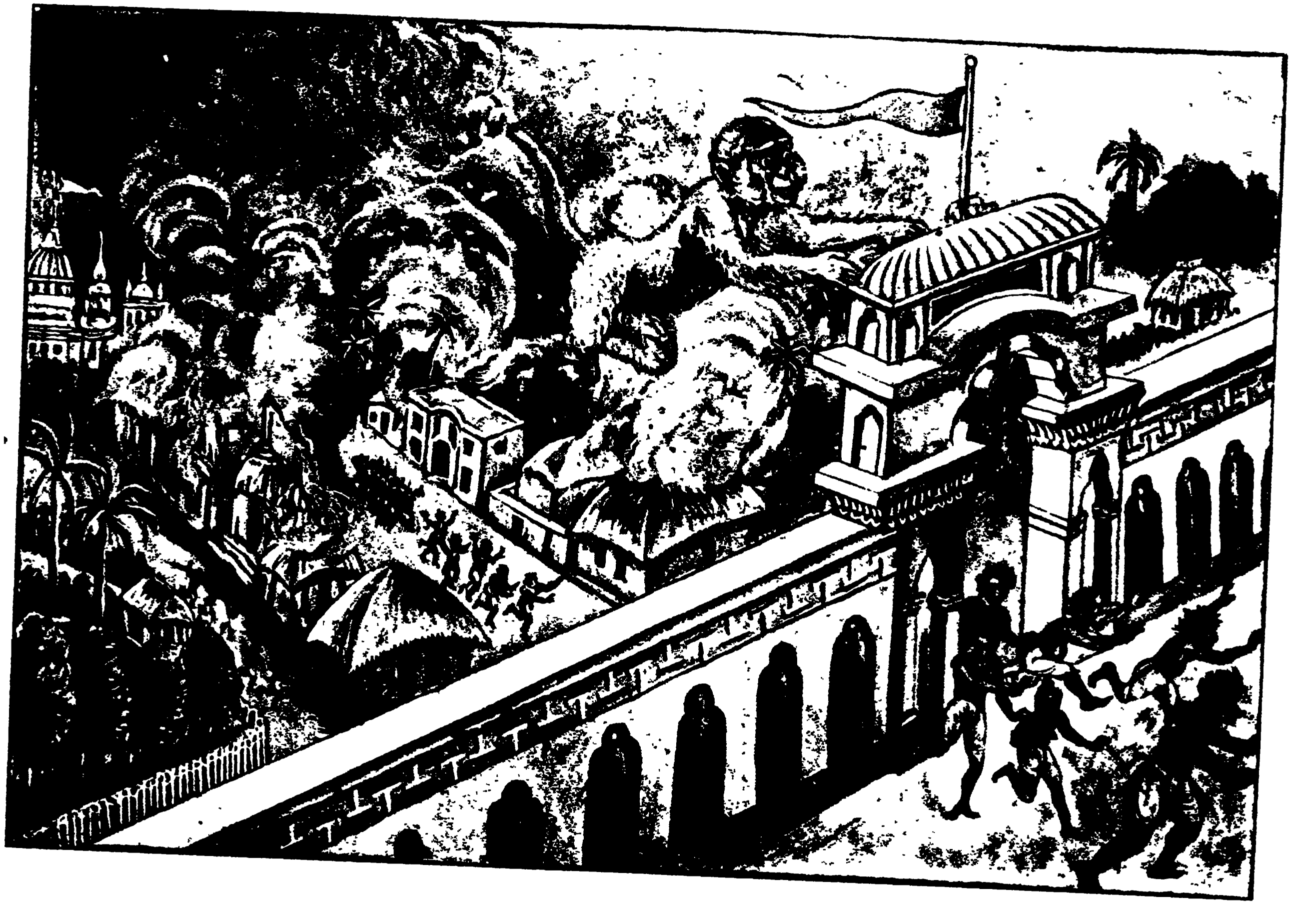
প্রহস্ত এই প্রকার কহিলে হরিবীর হনুমান্ রাক্ষসপতি দশাননকে কহিলেন, "আমি ইন্দ্র, যম বা বরুণের দূত নহি; কুবেরের সহিত আমার মিত্রতা নাই; অথবা বিষ্ণুও আমাকে পাঠাইয়া দেন নাই। আমার স্বাভাবিক রূপই এই, বাস্তবিকই আমি বানর। কেবল তোমাকে দেখিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি এবং সেই অভিপ্রায়ে এই দুর্লভ বন ভগ্ন করিয়াছি আর তৎকালে যে সকল বলবান্ নিশাচর যুদ্ধাভিলাষে সমাগত হইয়াছিল, শরীররক্ষার নিমিত্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। দেবাসুরগণও আমাকে অস্ত্রপাশদ্বারা বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। স্বয়ং পিতামহ আমাকে ঐরূপ বর প্রদান করিয়াছেন। আমি কেবল রাজদর্শনাভিলাষেই এই অস্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছি। ফলতঃ রামের কার্য্যসম্পাদনার্থে আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; সেই জন্য কেহ আমায় অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে না পারিলেও রাক্ষসগণ যেন

তদবস্থায় আমাকে তোমার গোচরে উপনীত করিয়াছে। প্রভো! আমি অমিততেজা রামের দূত, ইহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়া, যে হিতবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।" ৭-১৯।

একপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমানের মুখে রামের প্রশংসা ও হিতবাক্য শুনিয়া রাবণ কর্ত্তৃক বধের আদেশ।

সত্ত্বসম্পন্ন হরিসত্তম হনুমান্ বলবান্ রাবণকে দর্শন করিয়া অব্যগ্রভাবে যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! আমি সুগ্রীবের আদেশে তোমার নিকটে আসিয়াছি। হে রক্ষোরাজ! বানররাজ সুগ্রীব ভ্রাতৃভাবে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তুমি সেই মহাত্মা বীর সুগ্রীবের উভয়লোক-হিতকর ধর্ম্মযুক্ত আদেশবাক্য শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন, প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথের অধিপতি এবং ইন্দ্রসমদ্যুতি দশরথ নামে নরপতি পিতার ন্যায় সকল লোকের রক্ষা করিতেন। তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবাহু মহাতেজা প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাম ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পিতার আদেশানুসারে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডককাননে প্রবেশ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজর্ষি জনকের দুহিতা সীতা নামে সুবিখ্যাতা তদীয় দয়িতা জনস্থানে সমাগতা হইয়া অপহৃতা হইয়াছেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। রাজতনয় রাম অনুজ লক্ষ্মণের সহিত দেবী সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবের সহিত মিলিত হয়েন। সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করেন, সীতার সন্ধান করিয়া দিবেন এবং রামও অঙ্গীকার করিলেন, সুগ্রীবকে বানররাজ্য প্রদান করিবেন। অনন্তর রাজপুত্র রাম সমরে বালিকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করেন। বানররাজ বালি পূর্ব্ব হইতেই তোমার পরিজ্ঞাত আছেন। মহাত্মা রাম একমাত্র শরে সেই বানরবর বালিকে সমরে নিপাতিত করিয়াছেন। বালি নিহত হইলে পর সত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে সমুৎসুক হইয়া সমুদায় বানরযূথকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে শত সহস্র ও নিযুত নিযুত বানর সকল দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল এবং পাতাল পর্য্যন্ত সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ গরুড়ের সমান ও কেহ বা বায়ুতুল্য শীঘ্রগামী এবং সকলেই মহাবল, অপ্রতিহতগতি ও শীঘ্র-গমনসমর্থ। তন্মধ্যে আমি পবনের ঔরসপুত্র, নাম হনুমান্; সীতার অনুসন্ধানার্থ শতযোজন-বিস্তীর্ণ মহাসাগর পার হইয়া তোমার দর্শনাভিলাষে এখানে আগমন করিয়াছি। আমি ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার গৃহে জনকনন্দিনীকে নয়নগোচর করিয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া তপোবলে বিবিধ অলৌকিক সৌভাগ্য সংগ্রহ করিয়াছ; অতএব পরস্ত্রী নিরোধ করা তোমার উচিত নয়। যাহা বহু অনর্থের হেতু ও যাহা সমূলে বিনষ্ট করে, তাদৃশ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ কখনও প্রবৃত্ত হয়েন না। বিশেষতঃ দেব ও অসুরগণের মধ্যেও এমন কে আছে যে, রাম ও লক্ষ্মণের রোষ বিমুক্ত শর সকলের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ? রাজন্! ত্রিলোকমধ্যে এমন কেহই নাই যে, রামের অপ্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া নিরাপদে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। অতএব হে রাজশার্দ্দূল! তুমি জানকীকে প্রত্যর্পণ কর। আমি যাহা বলিলাম, তাহা ধর্ম্মযুক্ত ও শাস্ত্রসম্মত; অতএব এই বাক্য শ্রবণ কর। আমি সেই সীতাদেবীকে তোমার আলয়ে দর্শন করিয়াছি; সুতরাং আমার পক্ষে যাহা দুর্লভ, তাহা লাভ হইয়াছে। ইহার পর যে সকল কার্য্য অবশিষ্ট রহিল, রামই তাহা সম্পাদন করিবেন। আমি সীতাকে শোকপরায়ণা দেখিয়াছি। তুমি জানিতেছ না যে, তিনি পঞ্চশীর্ষা সর্পিণীর ন্যায় ত্বদীয় আলয়ে অবস্থান করিতেছেন। অসুরের সহিত সমুদায় দেবতাও এই সীতাকে আহারশক্তিবলে বিষ-সংস্পৃষ্ট অতিমাত্র ভুক্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন না। তুমি তপোবলে এই ধর্ম্মসাধ্য ঐশ্বর্য্য ও চিরায়ু লাভ করিয়াছ; পরদার-পরিগ্রহরূপ অধর্ম্ম দ্বারা তাহা নাশ করা উচিত নহে। আর, তুমি যে আপনাকে দেবাসুরগণের অবধ্য বলিয়া জানিয়াছ, তপোবলই তাহার প্রধান কারণ; তাহাও নষ্ট করা তোমার উচিত হয় না। কপিবীর সুগ্রীব দেব বা রাক্ষস বা যক্ষ নহেন; তিনি বানরগণের রাজা এবং রামও মানুষ; অতএব হে রাক্ষসনাথ! তুমি কি প্রকারে জীবনধারণ করিবে? সত্য বটে, ধর্ম্ম দ্বারা অধর্ম্মনাশ হয়; কিন্তু যাহার অধর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়াছে, সে কখন ধর্ম্মফল লাভ করিতে পারে না; অধর্ম্মফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি ইতিপূর্ব্বে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই পরদারহরণরূপ অধর্ম্মেরও ফল সত্বর প্রাপ্ত হইবে। জনস্থানে রাক্ষসদিগের ধ্বংস, বালিবধ ও রাম-সুগ্রীবের মিত্রতা স্মরণ করিয়া নিজের হিত চিন্তা কর। আমি একাকী নিশ্চয়ই অশ্ব, রথ ও গজের সহিত সমুদায় লঙ্কানগরী অনায়াসেই বিনাশ করিতে পারি। কিন্তু রামের তাহা অভিপ্রায় নহে। রাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাহারা সীতার অবমাননা বা তিরস্কার করিয়াছে, তিনি নিজে সেই সকল শত্রুদিগকে সংহার করিবেন। অধিকন্তু সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের অপকার করিয়া সুখলাভে সমর্থ হয়েন না, তোমার ন্যায় অন্য লোকের কথা কি বলিব? যাহাকে সীতা বলিয়া অবগত আছ এবং যিনি তোমার ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সীতাকে কালরাত্রি বলিয়া জানিবে। ঐ কালরাত্রিই সমুদায় লঙ্কানগরী ধ্বংস করিবে। অতএব সীতারূপ কালপাশ স্বয়ং কণ্ঠে বদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই; আপনার পরিত্রাণের উপায় চিন্তা কর। তুমি অচিরেই অবলোকন করিবে, সমুদায় অট্টালিকা ও রাজবর্ত্মের সহিত এই লঙ্কানগরী সীতার তেজে দগ্ধ ও রামের কোপে প্রদীপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইবে। হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি রামের দাস, দূত ও বানর। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সত্যই বলিতেছি, শ্রবণ কর; মহাযশা রাম স্থাবরজঙ্গম ও সর্ব্বজাতীয় প্রাণিপুঞ্জের সহিত সমস্ত লোক নিঃশেষে নিহত করিয়া পুনরায় সেই সৃষ্টি করিতে পারেন। দেবতা, অসুর, নরপতি, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নরেন্দ্র ও পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী এবং সকল দেশে ও সকল কালে কুত্রাপি এমন কেহই নাই, যে ব্যক্তি বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমশালী রামের প্রতিযোদ্ধা হইতে পারে। যখন তুমি নরনাথ রাজশ্রেষ্ঠ রামের ঈদৃশ বিপ্রিয় আচরণ করিয়াছ, তখন তোমার জীবন নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। হে রাক্ষসনাথ! দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, নাগ ও যক্ষ কেহই যুদ্ধে ত্রিলোকনাথ রামের অগ্রে অবস্থিতি করিতে পারে না। এমন কি, চতুরানন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ত্রিপুরান্তক ত্র্যম্বক রুদ্র অথবা সুরনায়ক মহেন্দ্র



পুরন্দরও রামের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না।" মহাকপি হনুমান্ অব্যগ্রভাবে এই প্রকার সৌষ্ঠবযুক্ত অপ্রতিম প্রিয়বচন প্রয়োগ করিলে দশানন কোপে লোচনযুগল ঘূর্ণিত করিয়া তদীয় বধার্থে আদেশ প্রদান করিল। ১-৪৫।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণের প্রতি বিভীষণের উক্তি।

রক্ষোবর রাবণ মহাত্মা হনুমানের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে অনুমতি করিলেন। দুরাত্মা রাবণ কর্তৃক হনুমানের বধাদেশ হইলে বিভীষণ এই ভাবিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন না যে, হনুমান্ প্রকৃতপক্ষে স্বকীয় দৌত্য নিবেদন করিয়াছেন, দূত কখনও বধ্য নহে। অনন্তর তিনি রাবণকে ক্রুদ্ধ ও হনুমানের বধ উপস্থিত জানিয়া, কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তানন্তর কর্ত্তব্য স্থির হইলে, বাক্যবিশারদ বিভীষণ সান্ত্বনাবাক্যে শত্রুজেতা পূজনীয় অগ্রজ ভ্রাতা রাবণকে পূজা করিয়া অত্যন্ত হিতকর বাক্যে কহিলেন, "হে রাক্ষসেন্দ্র! কোপ ত্যাগ ও ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে আমার কথা শ্রবণ করুন। যাঁহারা সকল কার্য্যেরই উৎকর্ষাপকর্ষের বিষয় অবগত আছেন, তাদৃশ সাধুস্বভাব বসুধাপতিগণ কখনও দূতবধে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে রাজন্! হে বীর! এই বানরবধ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও লোকাচার-বিগর্হিত এবং আপনারও অনুপযুক্ত। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, রাজধর্ম্মবিশারদ, সকল বিষয়েই উৎকর্ষাপকর্ষের বিষয় সকলই অবগত আছেন এবং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানে সবিশেষ নিপুণ। আপনার ন্যায় বিচক্ষণ পুরুষগণও যদি রোষাবিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে শাস্ত্রপাণ্ডিত্য পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব হে অরাতিনিসূদন দুরাসদ রাক্ষসপতে! প্রসন্ন হইয়া যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া দূতের দণ্ডবিধান করুন।" ১-৯।

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাক্ষসপতি রাবণ নিতান্তিশয় রোষপরবশ হইয়া উত্তর করিলেন, "হে শত্রুঘ্ন! পাপাত্মাদিগকে বধ করিলে কোনরূপ পাপ জন্মে না, অতএব আমি এই পাপকারী বানরকে অবশ্য বিনষ্ট করিব।" বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য বিভীষণ রাবণের এই নীচজনোচিত অধর্ম্মমূলক ও বহুদোষযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থতত্ত্ব-বিশিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে রাক্ষসেন্দ্র! হে লঙ্কেশ্বর! প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম শ্রবণ করুন। স্বামি-নিয়োগ-সম্পাদন-সময়ে দূতদিগকে বিনষ্ট করিতে নাই, সর্ব্বত্রই সাধুগণ এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই বানর আপনার অতি বলবান্ শত্রু সন্দেহ নাই; কেন না, আপনার অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে; কিন্তু সাধুগণের কথা-প্রমাণ দূত কখনও বধ্য নহে। তবে বহুবিধ দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে;—অঙ্গবিরূপ, শরীরে কশাঘাত ও মস্তকমুণ্ডন এই সকলের এক একটি কিংবা একবারে সকলের প্রয়োগ দূতগণের প্রতি এই সকল বিহিত হইয়াছে; কিন্তু দূতের বধদণ্ড কখনও শুনি নাই। আর আপনার ন্যায় যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ-বিনীতবুদ্ধি এবং উত্তম ও অধম বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বা কি প্রকারে কোপের বশীভূত হইতে পারেন? দেখুন, সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা কখন কুপিত হন না। হে বীর! কি ধর্ম্মবাদ, কি লোকাচার, কি বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ, এই সকল বিষয়েই আপনার তুল্য কেহই বিদ্যমান নহে। আপনি সমুদায় সুর ও অসুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদারূঢ়। ফলতঃ পরাক্রান্ত, উৎসাহশীল ও মনস্বী; দেব এবং দৈত্যগণও আপনাকে পরাজয় করিতে পারে না। কুত্রাপি আপনার তুলনা নাই। আপনি বারংবার বহুসংখ্য সুরেন্দ্র ও নরপতিদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন। যে সকল বীরপুরুষ মনে মনেও এবংবিধ শূর, বীর, পরমতেজীয়ান্ ও দেব-দানবগণের শত্রু আপনার অনিষ্টাচরণ করে, তাহারাও প্রাণবিযুক্ত হইয়া থাকে। আর এই বানরকে বিনষ্ট করিয়াও কোনরূপ উপকার দেখিতেছি না। অতএব যাহারা ইহাকে এখানে পাঠাইয়াছে, তাহাদিগেরই বধদণ্ড বিধান করুন। এই বানর সাধুই হউক বা অসাধুই হউক, ইহাকে শত্রুপক্ষ এখানে প্রেরণ করিয়াছে। আর দূত পরাধীন, পরের জন্য বাক্যপ্রয়োগ করিলে কখনও বধভাগী হইতে পারে না। রাজন্! এই বানর নিহত হইলে আর কোন খেচরকেই এখানে আসিতে দেখা যাইবে না; অতএব হে পরপুরঞ্জয়! ইহার বিনাশ-বাসনায় প্রয়োজন নাই; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রতি ঐরূপ যত্ন করাই আপনার কর্ত্তব্য। হে যুদ্ধপ্রিয়! এই দূত বিনষ্ট হইলে আর এমন কোন দূত দেখি না যে, আপনার বিরোধী দুর্ব্বিনীত রামলক্ষ্মণকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে। হে রাক্ষসগণের মনোনন্দন! পরাক্রম ও উৎসাহে কৃতচিত্ত দেব ও দানবগণ আপনাকে জয় করিতে পারে না। রাক্ষসগণের যুদ্ধাভিলাষ বিনাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনার অধীনে কোটি কোটি যোদ্ধা আছে। তাহারা সকলেই হিতকারী, শূর, সমাহিত, প্রশস্ত, কুলজাত, অতিশয় উন্নতচিত্ত, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ এবং আপনা কর্তৃক উত্তমরূপে পরিপালিত। সেই সকল সেনার কিয়দংশ অদ্য আপনার আদেশে মূঢ়স্বভাব রামলক্ষ্মণকে গ্রহণ করিয়া আনয়ন করুক; যে হেতু, শত্রুপক্ষের নিকট আপনার প্রভাব প্রকটন করা উচিত।" দেবশত্রু রাক্ষসরাজশ্রেষ্ঠ নিশাচরপতি মহাবল রাবণ বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক অভীষ্ট ও উৎকৃষ্ট বোধে অনুজ বিভীষণের এই হিতকর বাক্য গ্রহণ করিল। ১০-২৫।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমানের লাঙ্গুল পোড়াইবার জন্য রাবণের আদেশ।

মহাবল দশানন মহাত্মা বিভীষণের দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, "বিভীষণ, তুমি যথার্থ বলিয়াছ, দূত বধ করা অতীব নিন্দনীয়; কিন্তু বধ ব্যতীত অন্য প্রকারে অবশ্য ইহার নিগ্রহ করিতে হইবে। লাঙ্গুলই বানরদিগের প্রিয় ও ভূষণ। শীঘ্র এই বানরের লাঙ্গুল দগ্ধ কর। এই বানর দগ্ধলাঙ্গুল হইয়া প্রভুর নিকট গমন করুক। তাহা হইলে ইহার জ্ঞাতি বান্ধব, সুহৃদ্ ও মিত্রগণ সকলেই দেখিতে পাইবে যে, অঙ্গ বিরূপ হওয়াতে এই কপি কর্শিত ও ব্যাকুলভাবাপন্ন হইয়াছে।" ১-৪।

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ আজ্ঞা করিলেন যে, রাক্ষসগণ লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়া এই বানরকে চত্বর সহিত সমুদায় নগরপ্রদক্ষিণ করাইয়া আনুক। কোপন-স্বভাব রাক্ষসগণ রাবণের এই কথায় রাশি রাশি জীর্ণ কার্পাসবস্ত্র দ্বারা হনুমানের লাঙ্গুল বেষ্টন করিতে

লাগিল। বনমধ্যে শুষ্ককাষ্ঠ পাইয়া অগ্নি যেমন বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ লাঙ্গুল বেষ্টিত হইলে হনুমান্ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। পরে রাক্ষসগণ তৈলে সিক্ত করিয়া লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান করিলে, হনুমান্ সেই প্রজ্জ্বলিত লাঙ্গুল দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। রোষ ও অমর্ষে তদীয় আত্মা আচ্ছন্ন এবং বদনমণ্ডল বালসূর্য্য-সদৃশ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসগণ সকলে মিলিত হইয়া হরিবর হনুমান্‌কে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই হর্ষাবিষ্ট হইল। বীর হনুমান্ বন্ধনগ্রস্ত হইয়া তৎকালোচিত এই বিবেচনা করিলেন যে, আমি বদ্ধ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইলেও নিশাচরগণ কখনই আমার নিকট পরাক্রম-প্রকাশে সক্ষম হইবে না। আমি এক্ষণেই সমুদায় পাশ ছেদন-পূর্ব্বক পুনরায় উত্থিত হইয়া ইহাদের সকলকে নিহত করিতে পারি। অধুনা রামের হিতনিমিত্ত আমি বিচরণ করিতেছি। এই সময়ে যদি এই দুরাত্মারা রাবণের আদেশে আমায় বন্ধন করে, তাহা হইলেও আমি যাহা করিয়াছি, তাহার প্রকৃত প্রতীকার হইতে পারে না। যদিও আমি একাকীই সমরে সমুদায় রাক্ষসকে সংহার করিতে পারি তথাপি রামের প্রীতির নিমিত্ত ঈদৃশ বন্ধনাদি সহ্য করিব। বিশেষতঃ রাত্রিতে পরিভ্রমণ করাতে লঙ্কার দুর্গ সকল ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই, অতএব এই সুযোগে লঙ্কার সমস্ত স্থান বিচরণ করিয়া দেখিতে পাইব। দিবা ভাগে একবার অবশ্যই লঙ্কা পরিদর্শন করা আমার কর্ত্তব্য; অতএব ইহারা আমায় বন্ধন করুক। আর লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়া রাক্ষসেরা আমার পীড়া উৎপাদন করিতেছে বটে; কিন্তু আমার মন কিছুতেই খিন্ন হয় নাই। ৫-১৬।

মহাসত্ত্ব মহাকপি হনুমান্ সংবৃতাকার হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলে, ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ সেই কপি-কুঞ্জরকে লইয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিল এবং শঙ্খ-ভেরীনিনাদদ্বারা এই রাজদণ্ড ঘোষণা করত তাঁহাকে সমস্ত লঙ্কামধ্যে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। অরিদমন হনুমান্‌ও নিশাচরগণ কর্ত্তৃক নীত হইয়া সুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং সমুদায় লঙ্কা বিচরণ পূর্ব্বক দর্শন করিলেন। বিচিত্র বিমান, প্রাচীরবেষ্টিত সুনির্ম্মিত অঙ্গন, ভূমিভাগ, পার্শ্বদেশে নিবিড় গৃহ সকল, শোভিত ক্ষুদ্রপথ, চতুষ্পথ এবং গৃহমধ্য, এই সকল ভূরি ভূরি দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ সময়ে রাক্ষসগণ সকলে হনুমান্‌কে চোর বলিয়া প্রাঙ্গণে, চতুষ্পথে ও রাজপথে ঘোষণা করিতে লাগিল। ১৭-২১।

এইরূপে হনুমানের লাঙ্গুল প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিলে, বিরূপ-নয়না রাক্ষসীসকল সীতার নিকটে এই অপ্রিয়সংবাদ কহিল, 'সীতে! তুমি যে তাম্রমুখ বানরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলে রাক্ষসেরা তাহার লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়া তাহাকে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইতেছে।' বিদেহনন্দিনী এই আত্মনাশোপম ক্লেশকর নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে সন্তপ্ত হইয়া হুতাশনের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং হনুমানের মঙ্গলকামনায় প্রয়তচিত্তে এই বলিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, "হে হুতাশন! যদি আমি পতিসেবা ও তপশ্চরণ করিয়া থাকি এবং যদি আমি সাধ্বী হই, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও।" প্রখরজ্বালা হুতাশন হরিণীনয়না সীতার সমীপে হনুমানের শুভসংবাদ বলিবার নিমিত্তই যেন প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিলেন। হনুমানের জনক বায়ু পুচ্ছানলসংযুক্ত হইলেও দেবীর সম্মুখে শিশিরময় বায়ুর ন্যায় শীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। লাঙ্গুল দহ্যমান হইলে হনুমান্ চিন্তা করিতেছেন, 'অগ্নি চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত ও প্রবলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইলেও কি জন্য আমায় দগ্ধ ও ক্লেশ দিতেছেন না? প্রত্যুত শিশিরখণ্ডের ন্যায় আমার লাঙ্গুলের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন। অথবা সমুদ্রপার হইবার সময়ে রামের প্রভাবে আমি যখন সাগরমধ্যে পর্ব্বতরূপ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, তখন প্রভু রামেরই প্রভাবে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদ্র ও ধীমান্ মৈনাক যদি রামের মান্য রাখিয়া থাকেন, তবে রামের হিতার্থে অগ্নি কি জন্য শৈত্য অবলম্বন না করিবেন? সীতার অনৃশংসতা, রামের তেজঃপ্রভাব ও পিতা পবনের সখ্য, এই তিন কারণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছেন না।' অনন্তর হরিকেশরী বলবান্ হনুমান্ পুনরায় ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, 'এরূপ পরাক্রম থাকিতে রাক্ষসাধমেরা অস্মদ্বিধ ব্যক্তিকে কিরূপে বন্ধন করিতে পারে? অতএব এই পাশ ছেদন করিয়া ইহার প্রতীকার করা আমার কর্ত্তব্য।' এই প্রকার চিন্তা করিয়া বেগবান্ হনুমান্ ঐ সকল পাশ ছেদন করত গর্জ্জন-পূর্ব্বক উৎপতিত হইলেন। অনন্তর শ্রীমান্ কপিবর, শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত পুরদ্বারের উপরি সবেগে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় রাক্ষসগণের জনতা ছিল না। হনুমান্ যত্নপরায়ণ হইয়া ক্ষণমাত্রেই পর্ব্বতপ্রতিম কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক পুনরায় তৎক্ষণে ক্ষুদ্রকায় হইয়া বন্ধন সকল দূরীকৃত করিলেন। পরিশেষে সেই শ্রীমান্ হনুমান্ বন্ধনমুক্ত হইয়া, পুনরায় পর্ব্বতপ্রতিম হইলেন। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ-পূর্ব্বক তোরণের উপরি কৃষ্ণ-লৌহ নির্ম্মিত একটি গদা দর্শন ও তাহা গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা রক্ষক রাক্ষসদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিলেন। সংগ্রামে প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান্ রক্ষীদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় লঙ্কার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে লাঙ্গুলস্থ অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় তিনি রশ্মিজালসমাচ্ছন্ন রবির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ২২-৪০।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহন।

মনোরথ সিদ্ধ হওয়াতে হনুমান্ উৎসাহে পরিপূর্ণ হইলেন। তিনি লঙ্কার দিকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক অবশিষ্ট কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অধুনা আমায় এখানে এমন কোন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যাহাতে এই সকল রাক্ষসের পুনরায় সন্তাপ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বেই আমি অশোকবন ভগ্ন, প্রধান প্রধান রাক্ষস সকল নিধন ও সমুদায় সৈন্যের কিয়দংশ সংহার করিয়াছি; এক্ষণে কেবল দুর্গ বিনষ্ট করাই অবশিষ্ট আছে। এই দুর্গ ধ্বংস হইলে আমার কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সফল হইবে; অধিক কি, আমি সাগর পার হইবার জন্য এবং সীতার অন্বেষণে যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহাও অল্পায়াসে সুসিদ্ধ হইবে। আমার লাঙ্গুলে এই যে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন, উত্তম উত্তম গৃহ সকল দগ্ধ করিয়া ইঁহারও বিশেষরূপ তর্পণ করা কর্ত্তব্য।' ১-৫।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া, কপিকেশরী হনুমান্ প্রজ্জ্বলিত লাঙ্গুল লইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় লঙ্কায় গৃহোপরি বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া রাক্ষসগণের গৃহ হইতে গৃহান্তরে, উদ্যান

ও প্রাসাদসমূহে নির্ভীক-হৃদয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পবনসম বলবান্ মহাকপি হনুমান্ লম্ফ দিয়া প্রথমতঃ প্রহস্তের গৃহে পতিত হইয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন। পরে বীর্য্যবান্ মহাকপি হনুমান্ মহ পার্শ্বের ভবনে লম্ফ দিয়া, তথায় কালাগ্নিতুল্য অগ্নি মোচন করিলেন। তথা হইতে লম্ফ দিয়া যথাক্রমে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, ঘোর হস্তিমুখ করাল, বিশাল শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু ব্রাহ্মণশত্রু, এই সকল রাক্ষসের গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া দগ্ধ করিলেন। কেবল বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। ধনবান্দিগের সেই সেই মহামূল্য ভবনে যে সকল ধনসম্পত্তি ছিল, কপিবর শ্রীমান্ হনুমান্ তাহাও দগ্ধ করিলেন। অনন্তর তাহাদের গৃহ অতিক্রম করিয়া শ্রীমান্ পবননন্দন রাক্ষসপতি রাবণের গৃহ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ঐ গৃহ সকলের শ্রেষ্ঠ, বিবিধ রত্ন ও মঙ্গলময় দ্রব্যে শোভিত এবং দেখিতে মেরু ও মন্দরের ন্যায়। বীর হনুমান্ লাঙ্গুলস্থ প্রজ্বলিত অগ্নি ঐ ভবনে নিক্ষেপ করিয়া, যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় গম্ভীরস্বরে নিনাদ করিয়া উঠিলেন। বায়ুসহায়ে ঐ অগ্নি প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রবল ও অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া মহাবেগে জ্বলিতে লাগিল। সমীরণ ঐ অগ্নি সেই সেই গৃহ সমূহে সঞ্চারিত করিয়া কাঞ্চনরচিত বাতায়নসম্পন্ন, রত্নপরম্পরা-বিভূষিত, মুক্তামণিময় বৃহৎ ভবন সমস্ত বিশীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রাসাদ সমস্ত ভগ্ন হইয়া গেল। পুণ্যের ক্ষয় হইলে সিদ্ধগণের আলয় আকাশ হইতে যেমন নিপতিত হয়, গৃহ সকলও ভগ্ন হইয়া সেইরূপে পৃথিবীতলে নিপতিত হইল। রাক্ষসগণ আপন আপন গৃহরক্ষায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া, অর্থসম্পত্তি পরিহার-পূর্ব্বক হাহাকার শব্দে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল এবং নিশ্চয়ই ঐ অগ্নি বানররূপে আগমন করিয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রমণীগণ দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সহসা পতিত হইল। কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গে অনলাচ্ছন্ন হইয়া আলুলায়িত কেশপাশে হর্ম্ম্যসমূহ হইতে পতিত হইবার সময়ে আকাশবিচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৬-২৬।

হনুমান্ অবলোকন করিলেন, অগ্নিসংযোগে গৃহসমূহ হইতে বজ্র, বিক্রম, বৈদূর্য্য, মুক্তা, রজত প্রভৃতি বিচিত্র ধাতুরাশি দ্রবীভূত হইয়া পতিত হইতেছে। অগ্নি যেমন রাশি রাশি শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হয়েন না, সেইরূপ হনুমান্ বহুসংখ্যক রাক্ষস বধ করিয়াও কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ করিলেন না। হনুমান্ কর্ত্তৃক এত রাক্ষস নিহত হইয়াছিল যে, লঙ্কাভূমিতে মৃতপতিত রাক্ষসগণের আর স্থান-সঙ্কুলান হইল না। রুদ্রদেব যেমন ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন, বেগবান্ মহাত্মা বানরবর হনুমান্ তেমনি লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এ দিকে সেই অগ্নি ভয়ানক বেগবান্ হনুমান্ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া লঙ্কাপুরীর পর্ব্বত-শিখরের শিখাসমূহ বিস্তারিত করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বায়ুসংযোগে প্রলয়কালীন পাবক-প্রতিম-কলেবরে আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নিশাচরদিগের কলেবর-স্বরূপ আজ্য-স্পর্শে তদীয় শিখাজাল সমুদ্ভূত হইল। অগ্নি তদবস্থায় ভবনসমূহে সংসক্ত হইয়া ধূমশূন্য রশ্মিসমূহ বিকীরণ করিতে লাগিল। এইরূপে কোটিসূর্য্যসদৃশ পরম তেজস্বী প্রলয়ানল বজ্রতুল্য ঘোরতর নিনাদে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া সমস্ত লঙ্কাপুরী বেষ্টন করত অবস্থিতি করিল। কিংশুককুসুমসদৃশ শিখাসম্পন্ন ক্রূরকান্তি হুতাশন এইরূপে আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে অধোভাগে বিচ্ছিন্ন সর্ব্বতোব্যাপী ধূমরাশি মেঘের ন্যায় কলেবরে নীলোৎপলসদৃশ প্রভাপরম্পরা প্রসারণ পূর্ব্বক পরম শোভা ধারণ করিল। গৃহ, বৃক্ষ ও প্রাণিসমূহের সহিত লঙ্কানগরী সহসা দগ্ধ হইল দেখিয়া বহুসংখ্যক বিশিষ্ট রাক্ষস তথায় একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল যে, 'এ বানর নহে, স্বয়ং কাল; কিংবা সাক্ষাৎ ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, রৌদ্রাগ্নি, সূর্য্য, কুবের, চন্দ্র, অথবা সকলের পিতামহ ও বিধাতা চতুরানন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ প্রকোপ রাক্ষস-কুলসংহারকারী বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন; কিংবা অনন্ত, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য বিষ্ণুতেজ রাক্ষসকুল-বিনাশের নিমিত্ত সম্প্রতি স্বকীয় মায়া-সহায়ে কপিরূপে আগমন করিয়াছে।' ২৭-৩৬।

অনন্তর লঙ্কানগরী রাক্ষস, অশ্ব, রথ, হস্তী, পক্ষী, মৃগ ও বৃক্ষগণের সহিত সহসা নিরতিশয় দগ্ধ হইয়া ব্যাকুলভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণও 'হা তাত! হা পুত্র! হা কান্ত! হা মিত্র! হা জীবিতেশ! হায়, আমাদের ক্লেশে অর্জ্জিত সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হইল!' এইরূপে নানা প্রকার বিলাপ করত অতিশয় ভয়ঙ্কর ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। তৎকালে অগ্নিশিখায় চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত এবং প্রধান প্রধান বীর ও যোদ্ধৃগণ নিহত হওয়াতে হনুমানের ক্রোধবলে অভিভূত লঙ্কানগরী শাপে হতার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। মহামনা হনুমান্ নিরীক্ষণ করিলেন, রাক্ষস সকল সম্ভ্রান্ত, ভীত ও বিষণ্ণ এবং প্রজ্বলিত শিখাশালী হুতাশনে চতুর্দ্দিক্ পরিবৃত হওয়াতে স্বয়ম্ভুর রোষে অভিহত অবনীর ন্যায় লঙ্কানগরীর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এ দিকে পবননন্দন হনুমান্ অত্যুৎকৃষ্ট পাদপসঙ্কুল বন ভগ্ন, প্রধান প্রধান রাক্ষস সকলকে যুদ্ধে সংহার, অত্যুত্তম গৃহসমূহ-সমন্বিতা লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং রাক্ষসগণের গৃহে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থান করত মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগণ সকলেই সাধুবাদ-সংকারে পবনসদৃশ বেগবান্, মহাবল, সমুদায় বানরবীরগণের শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ মহামতি পবন-নন্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। সমুদায় দেবগণ, মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ, পন্নগগণ এবং সমুদায় প্রধান প্রধান বীরগণ সকলেই নিরতিশয় অনুপম পরম প্রীতি লাভ করিলেন। ঐ সময়ে মহাতেজা কপিবর হনুমান্ বন ভগ্ন, রাক্ষসকুল বিনষ্ট ও ভয়ঙ্কর লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া শোভিত হইলেন এবং প্রদীপ্ত লাঙ্গুলের অগ্নিশিখা সকল বিকীর্ণ করিয়া প্রধানতম প্রাসাদমণ্ডপের বিচিত্র শেখরাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া রশ্মিমালী সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর বানররাজসিংহ মহাকপি সমস্ত লঙ্কাপুরী নিপীড়িত করিয়া সাগর-সলিলে লাঙ্গুলস্থ অনল নির্ব্বাপিত করিলেন। সমুদায় লঙ্কা দগ্ধ হইল দেখিয়া দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ১৫০।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

লঙ্কাদাহ করিয়া হনুমানের আত্মগ্লানি।

লঙ্কানগরী দগ্ধ ও বিধ্বস্ত এবং তত্রত্য রাক্ষসগণ ত্রস্ত হইয়াছে দেখিয়া বানর হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুমহান্ ত্রাস

উপস্থিত হইল, আত্মগ্লানি জন্মিল। তিনি কহিতে লাগিলেন, "আমি ইচ্ছানুসারে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া কি কুকার্য্যই করিলাম! সেই সকল মহাত্মাই ধন্য; যাঁহারা জলদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বুদ্ধিদ্বারা উপস্থিত ক্রোধ সংযম করিয়া থাকেন। মানব ক্রুদ্ধ হইলে কোন্ পাপানুষ্ঠান না করে? লোকে কোপান্ধ হইলে গুরুজনকে হত্যা করে, পরুষবাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক সাধুদিগকেও অধিক্ষিপ্ত করে; ক্রোধ-বশীভূতের কদাপি বাচ্যজ্ঞান থাকে না; ক্রুদ্ধ ব্যক্তি না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ক্রোধের আবির্ভাবকালে যে ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমাবলে তাহাকে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাকেই প্রকৃত পুরুষ বলে। আমি পাপকারীদিগের অগ্রগণ্য ও যার পর নাই নির্ব্বোধ এবং নির্লজ্জ; সেই জন্য সীতার বিষয় না ভাবিয়া লঙ্কায় অগ্নি দিয়া প্রভুহত্যা করিলাম! আমাকে ধিক্! যখন সমুদায় লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছে, তখন আর্য্যা জানকীও নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়াছেন। আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন ভৃত্যের কার্য্যও নষ্ট করিলাম। যে জন্য আমার এতাদৃশ উদ্যোগ, সেই কার্য্যই আমি বিনষ্ট করিলাম! আমি লঙ্কাদাহে প্রবৃত্ত হইয়া সীতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলাম না! সুতরাং যাঁহার জন্য এই লঙ্কাদাহ, তাহাই অবসাদিত হইল সন্দেহ নাই আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া সেই সীতাদর্শনরূপ কার্য্যের মূলক্ষয় করিলাম! জানকী নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়াছেন। কেন না, সমস্ত পুরীই ভস্মীকৃত হইয়াছে। লঙ্কার মধ্যে এমন স্থান দেখিতে পাই না, যাহা দগ্ধ হয় নাই। আমি যখন বুদ্ধিবিপর্য্যয়-প্রযুক্ত এই কার্য্য করিলাম, তখন এইখানে অদ্যই প্রাণত্যাগ করা আমার সঙ্গত বোধ হইতেছে। অদ্য আমি বড়বামুখে কিংবা অনলে পড়িব; না হয়, সাগরবাসী প্রাণিপুঞ্জকে শরীর সমর্পণ করিব; কেন না, জীবিত থাকিয়া সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করা কখনই আমার সাধ্য হইবে না; অথবা সমস্ত কার্য্য সংহার করিয়া পুরুষসিংহ রামলক্ষ্মণেরও দর্শনপথে উপনীত হইতে পারিব না। বানরজাতি যে অব্যবস্থাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, ইহা ত্রিলোকে বিদিত আছে, আমি ক্রোধান্ধ হইয়া নিশ্চয়ই সেই স্বীয় বানরত্ব প্রদর্শন করিলাম। যাহাতে কার্য্যে অক্ষম ও অব্যবস্থ করিয়া ফেলে, সেই রাজসিক ভাবকে ধিক্! আমি সমর্থ হইয়াও রজোগুণমূলক ক্রোধবশতঃ সীতাকে রক্ষা করিলাম না! সীতার মৃত্যুতে রামলক্ষ্মণের মৃত্যু হইবে, রামলক্ষ্মণের বিনাশে সুগ্রীব সবান্ধবে বিনষ্ট হইবেন, ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসল ভরত ও শত্রুঘ্ন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন; এইরূপে ধর্ম্মনিরত ইক্ষ্বাকুবংশ ধ্বংস হইলে প্রজাসমূহ শোকসন্তাপে অভিভূত হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব হতভাগ্য আমি রোষদোষে আচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চয়ই সকল লোক বিনাশ করিলাম! আমার সঞ্চিত ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইল।" ১-২০।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বদৃষ্ট শুভসূচক নিমিত্ত সকল তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অথবা সর্ব্বাঙ্গশোভনা কল্যাণী সেই জানকী স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই রক্ষিতা হইয়া থাকিবেন, কখনই বিনষ্ট হইবেন না; কেন না, অগ্নি অগ্নিকে কখন দহন করিতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি অমিততেজা ধর্ম্মাত্মা রামের ভার্য্যা, স্বীয় সাধুচরিত্রগুণে সর্ব্বদাই রক্ষিতা; অতএব অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে স্পর্শ করিবেন? দহন-স্বভাব এই অগ্নি নিশ্চয়ই রামের প্রভাব ও সীতার সুকৃতিবলে আমাকে দগ্ধ করেন নাই। সীতা রামের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা ও ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়ের দেবতা; অতএব তিনি কিরূপে বিনষ্ট হইবেন? অথবা সর্ব্বদহনক্ষম অব্যয় হুতাশন যখন আমার লাঙ্গুল দহন করেন নাই; তখন সেই আর্য্যা জানকীকে কেন দগ্ধ করিবেন?' তৎকালে হনুমান্ পুনরায় বিস্মিত হইয়া, দেবীর প্রভাবে জলমধ্যে হিরণ্যনাভ মৈনাকের সাক্ষাৎকার চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অধিক কি, জানকী তপস্যা, সত্যবাক্য ও পাতিব্রত্য দ্বারা স্বয়ংই অগ্নিকে নিঃশেষ করিতে পারেন; সুতরাং অগ্নি কখনও তাঁহাকে দহন করিতে সক্ষম হইবেন না।" তখন এইরূপে দেবী জানকীর ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মহাত্মা চারণগণের বাক্য শুনিতে পাইলেন, "অহো! হনুমান্ যে কার্য্য করিলেন, নিশ্চয়ই অপরে তাহা করিতে পারে না। ইনি নিশাচরদিগের গৃহে ভয়ঙ্কর তীব্রতর অগ্নি প্রদান করিয়া অট্টালিকা, তোরণ ও প্রাকার সহিত সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিলেন; কিন্তু জানকীকে রক্ষা করিলেন! ইহা আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বলিয়া আমাদের প্রতীত হইতেছে। অগ্নি-দাহসময়ে চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণের আবালবৃদ্ধবনিতা ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে লঙ্কা নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং জনগণের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে বোধ হয়, পর্ব্বতকন্দর সকল যেন ক্রন্দন করিয়াছিল।" চারণগণের মুখে এই প্রকার অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎকালে আনন্দে অঞ্জনানন্দনের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যাহাতে প্রত্যয় জন্মিতে পারে, এরূপ নিমিত্ত দর্শন, যাহাতে পরমফলপ্রাপ্তি হইতে পারে, এরূপ কারণসমূহ এবং ঋষিগণের বাক্য, এই সকলেও তাঁহার মনে প্রীতি জন্মিল। অনন্তর চারণদিগের বাক্যে জানকীর সুস্থ অবস্থা অবগত হইয়া কপিবরের মনোরথ সফল হইল; পরে তিনি সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রতিগমন করিতে মানস করিলেন।" ২১-৩৫।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

লঙ্কাদাহান্তে হনুমানের সহিত সীতার সাক্ষাৎ এবং প্রত্যাবর্ত্তনার্থ হনুমানের আকাশে উৎপতন।

তদনন্তর শিংশপাতরুতলে সীতা অক্ষতশরীরে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময় হনুমান্ তথায় উপস্থিত হইয়া সীতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি! সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনাকে দর্শন করিলাম। এ স্থানে আপনার ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই?" তখন সীতা প্রতিগমন তৎপর হনুমানের প্রতি বার বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ কহিলেন, "বৎস! যদি অনুমোদন কর, তাহা হইলে এই স্থলে কোন নিভৃত স্থানে বসতি করিয়া অদ্য বিশ্রাম কর; কল্য গমন করিবে। হে অনঘ! তুমি নিকটে থাকিলে, মুহূর্ত্তকালের জন্যও এই মন্দভাগিনীর অপরিসীম শোকের কথঞ্চিৎ অবসান হইতে পারে। কিন্তু হে কপিশার্দ্দূল! তুমি এক্ষণে গমন করিবে বটে, কিন্তু পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে আমার জীবন থাকিবে কি না সন্দেহ। হে বানরবর! আমি মনের ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুঃখভোগ করিতেছি; এক্ষণে তোমার অদর্শন আমাকে আবার অধিকতর দুঃখে

বিদারণ করিবে। হে বীরবর! আমার এই সুমহৎ সন্দেহ সতত মনে হইতেছে যে, মহতী বানরসেনা লইয়া মহাবল সুগ্রীব কি করিয়া, দুস্পার সাগর পার হইবেন? সেই সকল বানর ও ভল্লুকসৈন্য এবং সেই দুই রাজতনয়ই বা কি প্রকারে পার হইবেন? সাগর-লঙ্ঘনে ইহলোকে কেবল গরুড়, বায়ু এবং তুমি, এই তিন জনেরই সামর্থ্য আছে। অতএব এই সুদুস্তর কার্য্যসঙ্কটে কি উপায় স্থির করিতেছ? তুমি কর্ম্মক্ষম! হে শত্রুঘাতিন্! তুমি একাকীই কার্য্য-সম্পাদন করিতে পার, অতএব তোমারই যশোবৃদ্ধি হইবে। শত্রুসৈন্যবিমর্দ্দন রঘুনন্দন যদি সেনাদ্বারা লঙ্কা আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার অনুরূপ কার্য্য হয়। অতএব সেই রণবীর মহাত্মার যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি তাহার উপায় কর।" ১-১৩।

সীতার সেই অর্থসঙ্গত হেতু-সংবলিত স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, বীর হনুমান্ উত্তর করিলেন, "আর্য্যে! বানর ও ভল্লুকসেনার অধিপতি সত্যবাক্ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব আপনার উদ্ধারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। হে বিদেহদুহিতে! বানররাজ সেই সুগ্রীব সহস্রকোটি বানরে সংবৃত হইয়া সত্বর এখানে আগমন করিবেন। নরবর সেই দুই বীর রামলক্ষ্মণও একত্র আগমন করিয়া বাণসমূহে লঙ্কানগরী আচ্ছন্ন করিবেন। হে বরারোহে! রঘুনন্দন অবিলম্বেই রাবণকে সগণে সংহার করিয়া আপনাকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নগরী প্রতিগমন করিবেন। আশ্বস্ত হউন, শীঘ্রই দেখিবেন, রাম রণে রাবণকে নিপাত করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবের সহিত নিহত হইলে পর শশধরের সহিত রোহিণীর ন্যায় রামের সহিত আপনার মিলন হইবে। যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে জয় করিয়া, যিনি আপনার শোকাপনয়ন করিবেন, সেই কাকুৎস্থনন্দন রাম শীঘ্রই বানর ও ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিবেন।" ১৪-২১।

এই প্রকারে পবননন্দন হনুমান্ জানকীকে আশ্বাসদান করিয়া গমনে স্থিরবুদ্ধি হইয়া, বৈদেহীকে বন্দনা করিলেন। আশ্চর্য্য বলপ্রদর্শন, প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বধ, নিজের নাম-ঘোষণা, বৈদেহীকে সান্ত্বনা, লঙ্কানগরীকে ব্যাকুল, রাবণকে বঞ্চনা ও ভীষণ বল-প্রদর্শন এবং জানকীকে অভিবাদন করিয়া হনুমান্ সাগরমধ্য দিয়া প্রতিগমন করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর অরিমর্দ্দন হরিবর হনুমান্ স্বামিসন্দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া, অত্যুচ্চ অরিষ্ট-পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বত বিশাল ভূর্জ্জতরু-শোভিত নীলবর্ণ বনরাজিরূপ বসন পরিধান করিয়া, শিখর-সংলগ্ন জলধরস্বরূপ উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক প্রীতিনিবন্ধন দিবাকর-কররূপ শুভকর-স্পর্শে যেন তত্রত্য বস্তুসকলকে উদ্বোধিত করিতেছে। বিবিধ ধাতুতে যেন সহস্র সহস্র লোচন উন্মীলিত হইয়া আছে। চারিদিকেই জলপ্রবাহের গম্ভীর শব্দ হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বত অধ্যয়ন করিতেছে। বিবিধ প্রস্রবণের মন্দ মন্দ নিঃস্বন-রূপ বিস্পষ্ট শব্দ উত্থিত হওয়াতে, অনুমান হইতেছে যেন, গিরিবর সঙ্গীত করিতেছে। দেবদারু তরু-সকল উন্নতভাবে থাকায় যেন অদ্রিরাজ ঊর্দ্ধবাহু হইয়াছেন। সর্ব্বত্র জল-প্রপাতের শব্দ হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন অচল আর্ত্তনাদ করিতেছে। বাসন্তিক বৃক্ষ সকল কম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, গিরিরাজ নিজেই কম্পিত হইতেছে। বায়ুর আঘাতে শব্দিত কীচকদ্বারা অচলরাজ যেন বেণুরব করিতেছে; ভীষণ আশীবিষগণের গর্জ্জনে যেন অমর্ষবশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে; নীহারপাতে আচ্ছন্ন হইয়া গহ্বর সকল গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে, বোধ হইতেছে, যেন পর্ব্বতবর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; মেঘখণ্ড-সদৃশ প্রত্যন্ত-পর্ব্বত রূপ পদদ্বারা যেন সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। মেঘস্পর্শী শিখর সকল আকাশে উন্নত হইয়াছে, যেন গিরিবর গাত্রমোটন করিতেছে। নানাদিকে নানা শৃঙ্গ বিকীর্ণ রহিয়াছে। অসংখ্য গুহা তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। অনেকানেক শাল, তাল, অশ্বকর্ণ ও নানাবিধ বংশ পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পুষ্পিত বিস্তীর্ণ লতাকুঞ্জ সকল পর্ব্বতের স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। বিবিধ মৃগকুল দলে দলে বিচরণ এবং অশেষবিধ ধাতু নির্গত হইয়া তাহার ভূষা সম্পাদন করিতেছে। বহু প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে; শিলাসকল সঞ্চিত হইয়া অবসর রোধ করিয়াছে। মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও উরগগণ তথায় বসতি করিয়া আছেন। লতাবৃক্ষ গমনাগমন রোধ করিয়াছে। গুহামধ্যে সিংহ সকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সংখ্যা করা দুঃসাধ্য, বৃক্ষ সকলের ফল ও মূল অতি সুস্বাদু। বায়ুতনয় হনুমান্ রামদর্শনলালসায় আনন্দে প্রেরিত হইয়া সত্বর এই অরিষ্টপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন; অমনি তাঁহার পাদপীড়িত হইয়া সুরম্য সানুস্থিত শিলাসমূহ সশব্দে চূর্ণীকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। মহাকপি সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়াই লবণ-সমুদ্রের দক্ষিণপার হইতে উত্তরপারে উত্তীর্ণ হইবার অভিপ্রায়ে দেহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হনুমান্ আরও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ভয়ানক সর্পসেবিত ঘোরতর সাগর দেখিতে পাইলেন; দেখিয়াই বায়ু যেমন আকাশপথে গমন করে, বায়ুনন্দন তেমনি মনোদ্বারা তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ হইতে উত্তরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর হনুমান্ লম্ফপ্রদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার পাদভরে নিপীড়িত হওয়াতে পর্ব্বতস্থ প্রাণী সকল চীৎকার করিয়া উঠিল, শিখর সকল কম্পিত হইতে থাকিল এবং বৃক্ষসমূহ পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পর্ব্বত রসাতলে প্রবেশ করিল। তাঁহার গুরুতরবেগে মথিত ও ভগ্ন হইয়া পুষ্পিত পাদপ সকল বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। গুহামধ্যস্থিত মহাবিক্রমশালী সিংহগণের ভীষণ শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া লোকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বিদ্যাধরী সকল ভয় বশতঃ স্খলিত-বসনে ও শিথিলিত-ভূষণে সহসা পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া আকাশ-মার্গে উত্থিত হইলেন। অতীব দীর্ঘ, বলবান্, দীপ্তজিহ্ব, মহাবিষধর, বৃহৎ সর্প সকল ভগ্নগ্রীব ও ভগ্নমস্তক হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ নিপীড়িত পর্ব্বতোত্তমকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নভোমণ্ডল অবলম্বন করিলেন। শ্রীমান্ পর্ব্বতও সেই বলবান্ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া উন্নতবৃক্ষ ও শৃঙ্গগণের সহিত রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। পর্ব্বত বিস্তারে দশ যোজন এবং ঊর্দ্ধে ত্রিংশৎ যোজন ছিল, এক্ষণে সেই ধরাধর ভূমির সহিত সমতল হইল। হনুমান্ বেলান্ত তরঙ্গাস্ফালিত মহাসাগর অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিবার জন্য আকাশপথে উৎপতিত হইলেন। ২২-৫১।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

মহেন্দ্রপর্ব্বতে হনুমানের গমন।

বলবান্ হনুমান্ উল্লম্ফন-পূর্ব্বক অনায়াসে আকাশরূপ সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ ঐ সাগরের প্রফুল্ল কমল ও উৎপল; চন্দ্র উহার কুমুদ; সূর্য্য উহার মুখর কারণ্ডব; পুষ্যা ও শ্রবণা নক্ষত্র উহার হংস; মেঘ সকল উহার নীলবর্ণ শৈবাল; পুনর্ব্বসু নক্ষত্র উহার বৃহৎ-মৎস্য; মঙ্গল উহার বিশালগ্রাহ; ঐরাবত উহাতে মহাহস্তী; স্বাতীনক্ষত্র উহার হংস; রাহু-সংমর্দ্দ উহার উত্তাল তরঙ্গ এবং শশাঙ্ক-কিরণই উহার সুশীতল জলস্বরূপ। যাইবার সময় বায়ুতনয় আকাশ যেন গ্রাস, চন্দ্রকে যেন বিলিখন, নক্ষত্রগণ ও দিবাকর সহিত গগনতল যেন আহরণ এবং ঘনরাজি আকর্ষণ করিয়া অপরিশ্রান্তভাবে আকাশসমুদ্র পার হইতে লাগিলেন। পাণ্ডুর, অরুণ, নীল, মাঞ্জিষ্ঠ এবং কপিশবর্ণ প্রকাণ্ড বারিদবৃন্দ সকল আকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। মারুতনন্দন পুনঃ পুনঃ মেঘমধ্যে প্রবেশ ও নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় কখন প্রকাশ কখন বা অপ্রকাশ হইতে লাগিলেন। সেই শ্বেতাম্বরধারী বীর হনুমান্ নানাবিধ মেঘরাজির মধ্যবর্ত্তী পথে গমন করিয়া কখন দৃশ্য কখন বা অদৃশ্য হইয়া আকাশে চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন; তিনি আকাশে গরুড়ের ন্যায় মেঘ সকল বিদারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর স্বরে নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাতেজা হনুমান্ প্রধান রাক্ষসদিগেকে সংহার-পূর্ব্বক নিজের নাম-ঘোষণা, নগরী সমাকুল, রাবণকে নিতান্ত ব্যথিত, মহাবীর নিশাচরদিগকে নিপীড়িত ও জানকীকে অভিবাদন করিয়া সাগরমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সুনাভ-পর্ব্বত কম্পন করিয়া জ্যামুক্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দূর হইতে মহেন্দ্র-পর্ব্বত দর্শনে মহাকপি মেঘের ন্যায় সুগভীর শব্দে ঘোরতর নিনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিলেন। সুহৃদ্দর্শন-লালসায় হনুমান্ এক প্রকার মহামেঘের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেন। ঘন ঘন শব্দ ও লাঙ্গুল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই গভীর নিনাদে আকাশমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের সহিত যেন বিদীর্ণ হইল। উত্তরতীরে মারুতির দর্শনাভিলাষে যে সকল মহাবীর বানর উপবেশন করিয়াছিল, তাহারা মহামেঘের ন্যায় হনুমানের ও তাঁহার গুরুতর বেগজনিত শব্দ শুনিতে পাইল। সকলেই বিষণ্ণ-মনে উপবেশন করিয়াছিল; এক্ষণে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বানরের নিনাদ শুনিতে পাইল। ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া বন্ধুদর্শন-জন্য সকলেই সমুৎসুক হইয়া উঠিল। জাম্ববান্ প্রীতিবশতঃ হৃষ্টচিত্ত বানরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই হনুমান্ সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অকৃতকার্য্য হইলে কখনই এরূপ নিনাদ করিত না।" হনুমানের বাহুর ভয়ঙ্কর বেগজনিত শব্দ শ্রবণ করিয়া বানরগণ হৃষ্ট হইয়া উত্থান করিল এবং তাহারা হনুমান্‌কে দেখিবার জন্য এক পর্ব্বত হইতে আর এক পর্ব্বতে ও এক শিখর হইতে আর এক শিখরে পতিত হইতে লাগিল। তাহারা প্রীতচিত্তে শাখা অবলম্বন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল এবং শুভ্রবসন কম্পিত করিতে থাকিল। বায়ু যেমন গিরিগুহায় লীন হইয়া গর্জ্জন করে, পবননন্দন বলবান্ হনুমান্ সেইরূপ ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হনুমান্ উপস্থিত মেঘের ন্যায় আসিতেছেন অবলোকন করিয়া বানরগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিল। ১-২৮।

ইত্যবসরে পর্ব্বতপ্রতিম বেগবান্ বীর পবনকুমার হনুমান্ উল্লিখিত গিরি হইতে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক মহেন্দ্র-পর্ব্বতের পাদপসঙ্কুল শিখরদেশে নিপতিত হইলেন। তিনি আহ্লাদপূর্ণ অন্তঃকরণে আকাশ হইতে ছিন্নপক্ষ ধরণীধরের ন্যায় রমণীয় পর্ব্বত-নির্ঝরে পতিত হইলে সমুদায় বানরপুঙ্গব প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে সেই মহাত্মার সমীপস্থ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল; তাহারা পরম প্রীতিলাভ হইল ও বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অনন্তর বানরগণ ফল-মূল ও অন্যান্য উপায়নদ্রব্য আনয়ন করিয়া কপিকেশরী পবননন্দনের অর্চ্চনা করিল। ঐ বানরসকল আহ্লাদিত হইয়া কেহ উচ্চনিনাদ, কেহ বা কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান বানরগণ অতীব হৃষ্ট হইয়া পাদপশাখা আনয়ন করিলেন। পরে মহাবল হনুমান্ ও জাম্ববান্ প্রভৃতি পূজার্হ বৃদ্ধ বানরবৃন্দ কুমার অঙ্গদকে অভিবাদন করিলেন এবং তাহারা তাঁহার পূজা ও অন্যান্য কপিগণ তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে সেই পূজনীয় বিক্রমশালী কপি সংক্ষেপে সকলকে নিবেদন করিলেন, "আমি সীতাদেবীকে দেখিয়াছি।" অনন্তর তিনি বালির পুত্র অঙ্গদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মহেন্দ্রগিরির রমণীয় বনপ্রদেশে উপবিষ্ট ও জিজ্ঞাসিত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠদিগকে কহিলেন, "জানকী অশোকবনে আছেন; দেখিয়া আসিয়াছি। ঘোররূপা নিশাচরীগণ সেই অনিন্দিতাকে রক্ষা করিয়া আছে। তিনি একবেণী ধারণ করিয়াছেন, রামকে দেখিবার জন্য সতত উৎসুক হইয়াছেন। তিনি উপবাসে পরিশ্রান্ত, কৃশ, মলিন ও জটিলভাবাপন্ন হইয়াছেন।" মহাবল বানর সকল মারুতির অমৃতের ন্যায় মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ সিংহনাদ, কেহ নিনাদ, কেহ গর্জ্জন, কেহ কিলকিলা ধ্বনি এবং কোন কোন কপিকুঞ্জর আহ্লাদিত হইয়া লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিল। কেহ আয়ত দীর্ঘ লাঙ্গুল-বিক্ষেপ এবং অন্যান্যেরা প্রহৃষ্টচিত্তে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক শ্রীমান বানরোত্তম হনুমান্‌কে স্পর্শ করিতে লাগিল। তৎকালে পবননন্দন ঐ বাক্য প্রয়োগ করিলে অঙ্গদ কপিগণের মধ্যে অনুত্তম বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে বানরোত্তম! বলে ও বীর্য্যে কেহই তোমার সমান নাই। দেখ, তুমি একাকী বিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন-পূর্ব্বক পুনরায় প্রত্যাগত হইয়াছ। একমাত্র তুমিই আমাদের জীবনদান করিয়াছ। তোমার অনুগ্রহে আমরা সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া রামের সহিত মিলিত হইব। তোমার প্রভুভক্তি, বীর্য্যবত্তা ও ধৈর্য্য, সমুদায়ই অনির্ব্বচনীয়। তুমি ভাগ্যবশতই যশস্বিনী দেবী রামপ্রিয়া সীতাকে নয়ন গোচর করিয়াছ এবং রামের সীতাবিয়োগজনিত শোক অবগত হইবে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়।" ২৯ ৪৮।

তৎপরে বানরগণ অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্‌কে বেষ্টন করিয়া হর্ষভরে এক বিশাল শিলাখণ্ডে উপবেশন করিল। তাহারা মহেন্দ্র-পর্ব্বতের সেই বিশাল শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া সমুদ্র-লঙ্ঘন এবং সীতা, লঙ্কা ও রাবণের দর্শন-বিবরণ শ্রবণ করিবার জন্য হনুমানের বদনের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে উন্মুখ হইয়া রহিল। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হয়েন, সেইরূপ শ্রীমান্ অঙ্গদ বহুসংখ্যক বানরে পরিবৃত হইয়া তথায় আসীন হইলেন। কীর্ত্তিমান্ হনু-

মান্ এবং যশস্বী অঙ্গদ অঙ্গদদ্বয়ে বাহুযুগল অলঙ্কৃত করিয়া ঐরূপে হর্ষভরে উপবেশন করিলে সেই মহেন্দ্র-পর্ব্বত-শেখর নিরতিশয় শোভা-সম্পন্ন হইল। ৪১-৫৩।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বানরগণের নিকট হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনাদি বৃত্তান্তকথন।

অনন্তর হনুমান্ প্রভৃতি মহাবল বানরগণ মহেন্দ্র-পর্ব্বতের শিখরে উপবেশন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহারা ঐরূপে উপবিষ্ট হইলে জাম্ববান্ হর্ষিত হইয়া প্রীতচিত্ত মহাকপি হনুমান্‌কে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন;—বলিলেন, "তুমি কিরূপে দেবীকে দর্শন করিলে? তিনি তথায় কি অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন? দুরাত্মা দশাননই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে? হে মহাকপে! এই সকল বৃত্তান্ত যথাযথ আমাদের নিকট বর্ণন কর। হে হনুমন্! তুমি কিরূপে দেবীর সন্ধান পাইলে? তিনিই বা তোমায় কি বলিলেন? এ সকল বিষয় শুনিলে পুনরায় কর্ত্তব্য অবধারণ করিব। আত্মজ্ঞ রামের নিকট যাইয়া যে বিষয় ব্যক্ত অথবা যাহা গোপন করিতে হইবে, তুমি যথাযথ যে সকল কীর্ত্তন কর। ১-৬

জাম্ববান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে হনুমানের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি অবনত-মস্তকে দেবী জানকীকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাগরের দক্ষিণপার-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সমাহিত হইয়া আমি আপনাদের সমক্ষেই মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে আকাশে উৎপতিত হইলাম; ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে দূর হইতে বিঘ্নরূপে প্রত্যক্ষ মনোহর কাঞ্চনময় এক দিব্য শিখর অবলোকন করিলাম। তদ্দর্শনে ঐ পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ অন্তরায় বোধ করিলাম। অনন্তর ঐ সুবর্ণময় পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলাম, ইহাকে ভয় প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া, লাঙ্গুলের আঘাত করিলে মহাগিরির সূর্য্য-সমান কান্তিযুক্ত শেখর সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইল। সেই মহাগিরি আপনার তাদৃশ অবস্থা অবগত হইয়া, 'পুত্র' এই সুমধুর বাক্যে মদীয় হৃদয়ে নিরতিশয় আহ্লাদসঞ্চার করত কহিলেন, 'আমি বায়ুর সখা, অতএব আমাকে পিতৃব্য বলিয়া জানিবে। আমার নাম সুবিখ্যাত মৈনাক, আমি এই মহোদধিতে বাস করিতেছি। পুরাকালে পর্ব্বত সকল পক্ষবিশিষ্ট ছিল। এ কারণ তাহারা নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। ভগবান্ পাকশাসন মহেন্দ্র পর্ব্বতগণের এই প্রকার চরিত্র শ্রবণ করিয়া বজ্রপ্রহারে তাহাদের পক্ষ সকল সহস্রধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তোমার পিতা মহাত্মা পবন তৎকালে আমাকে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। বৎস! তৎকালে পবন কর্ত্তৃক আমি সাগরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। হে অরিদমন! রাম ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য এবং বিক্রমে মহেন্দ্রের সমান; অতএব রামের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' মহাত্মা মৈনাকের এই কথা শুনিয়া, আমি তাঁহাকে আমার কর্ত্তব্য-কার্য্যের বিষয় নিবেদন করিলাম; কিন্তু আমার মন সত্বর-গমনের জন্য চঞ্চল হইল; সেই মহাত্মা সুপ্রশস্ত মৈনাক-পর্ব্বতও আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া মানুষদেহ ধারণ করিয়া মহাসাগরমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তখন আমি বিশিষ্টরূপ বেগবান্ হইয়া অবশিষ্ট পথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অনেকক্ষণ এইরূপে বেগভরে গমন করিয়া নাগমাতা দেবী সুরসাকে নয়ন-গোচর করিলাম। দেবী সুরসা আমাকে কহিতে লাগিলেন, 'বানরসত্তম! দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন। অতএব দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষ্যরূপে বিহিত তোমাকে আমি ভক্ষণ করিব।' সুরসা এই প্রকার কহিলে আমি প্রণতভাবে কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থান করিয়া বিষণ্ণ-বদনে কহিলাম, 'অরিন্দম দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। তৎকালে দুরাত্মা রাবণ তদীয় ভার্য্যা জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; সুতরাং আমি রামের আদেশে দৌত্যভার বহন পূর্ব্বক সীতার অন্বেষণে গমন করিতেছি। তুমি রামের অধিকারে বাস করিতেছ; অতএব এ বিষয়ে তোমারও রামের সাহায্য করা উচিত। অথবা আমি তোমার নিকট এই সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সীতার দর্শন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার মুখমধ্যে আগমন করিব।' এই প্রকার কহিলে পর কামরূপিণী সুরসা প্রত্যুত্তর করিল, 'কোন ব্যক্তিই আমায় লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবে না, আমার এই বর আছে।' সে এই কথা কহিলে আমি দশযোজন বর্দ্ধিত হইলাম। পুনরায় ক্ষণমধ্যে আর পাঁচযোজন বর্দ্ধিত হইলাম। কিন্তু সুরসা আমার দেহের উচ্চ অপেক্ষা অধিকতর মুখব্যাদান করিল। তদ্দর্শনে আমি পুনরায় স্বীয় শরীর সংকোচ করিতে বাধ্য হইলাম; অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইয়া তদীয় বদনে আশু প্রবেশ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বিনির্গত হইলাম। তদ্দর্শনে দেবী সুরসা স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সৌম্য! তুমি যথাসুখে গমন এবং মহাত্মা রামের সহিত সীতার সম্মিলন সম্পাদন কর। অয়ি মহাবাহো! তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।' ঐ সময় সকলে সাধু সাধু বলিয়া আমার প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর আমি গরুড়ের ন্যায় সুবিপুল আকাশ-মণ্ডলে প্রবেশ করিলে, আমার ছায়া আকৃষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুই আমার নয়নগোচর হইল না। ক্রমে গতিরোধ হওয়াতে আমি দশদিক্ অবলোকন করিতে লাগিলাম। তথাপি কে আমার গতিরোধ করিল, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন ভাবিতে লাগিলাম, কি জন্যই বা আমার গতির এ প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইল? অনন্তর চিন্তা করিতে করিতে অধোভাগে দৃষ্টি পতিত হইলে দেখিলাম, এক ঘোররূপা রাক্ষসী তথায় সলিলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আমি যদিও নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার মনে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হয় নাই। তদ্দর্শনে সেই ভয়ঙ্করা রাক্ষসী বিকট হাস্য করিয়া ঘোররবে অশুভবাক্যে আমাকে কহিল, 'হে মহাকায়! আমি বহুকাল অনাহার নিবন্ধন অতিশয় ক্ষুধিত হইয়া ভোজনার্থ তোমাকে অভিলাষ করিতেছি। তুমি কোথায় গমন করিবে? অতএব তুমি আমার এ দেহের প্রীতিবিধান কর।' আমি 'তথাস্তু' বলিয়া তদীয় বাক্যে অঙ্গীকার করিলাম। অনন্তর তাহার বদনপ্রমাণ অপেক্ষা স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিলে, সেই রাক্ষসী আমাকে ভক্ষণার্থ সুভীষণ বিশাল আস্য বিস্তৃত করিল। আমি যে কামরূপী এবং তৎকালে যে রূপান্তর অবলম্বন করিয়াছি, সে তাহা

জানিতে পারিল না। পরন্তু আমি নিমিষান্তরমধ্যেই স্বীয় সুবিশাল শরীর সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইলাম। হৃদয় কর্ত্তিত হইলে সেই পর্ব্বতাকারা ভয়ঙ্করা নিশাচরী ভুজদ্বয় বিক্ষিপ্ত করিয়া লবণসাগরে নিপতিত হইল। ঐ সময়ে শুনিতে পাইলাম, মহাত্মা খেচরগণ সুমধুর-বচনে বলিতেছেন, 'হনুমান্ ভীমা সিংহিকা রাক্ষসীকে অবিলম্বেই নিহত করিলেন।' যাহা হউক, তাহাকে নিপাতিত করিয়া আমি পুনরায় চিন্তা করিলাম, সীতা-দর্শনে কালবিলম্ব হইল। এই প্রকার চিন্তা করিয়া বহুদূর গমন করত পর্ব্বতমণ্ডিত মহাসাগরের দক্ষিণ-তীর নয়নগোচর করিলাম. সেই সাগরকূলেই লঙ্কাপুরী অবস্থিত। সূর্য্যাস্ত-সময়ে আমি ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণের অজ্ঞাতসারে তাহাদের আবাসভূমি সেই লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলাম। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে জলধরসন্নিভা কোন কামিনী অট্টহাস প্রয়োগ করত আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার কেশপাশ প্রজ্বলিত অনল সদৃশ। সে আমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল আমি বামমুষ্টি প্রহার পূর্ব্বক সেই মহাভীমা রাক্ষসীকে পরাজয় করিয়া প্রদোষকালে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সে ভীত হইয়া আমাকে কহিল, 'হে বীর! আমিই সাক্ষাৎ এই লঙ্কাপুরী। তুমি যখন পরাক্রম সহকারে আমাকে পরাজয় করিলে, তখন সকল রাক্ষসকেই নিঃশেষে জয় করিবে।' ১-৫১।

অনন্তর আমি জনকদুহিতার অন্বেষণে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করত রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম; তথাপি সেখানেও সেই সুমধ্যমাকে দেখিতে পাইলাম না। রাবণের পুরমধ্যে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া যে শোকসাগরে ভাসমান হইলাম, তাহার আর পার দেখিতে পাইলাম না। ঐরূপ অবস্থায় অন্তঃপুরের সন্নিহিত অতি মনোহর উপবন আমার নয়নপথে পতিত হইল। ঐ উপবন কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ প্রাকারে পরিবেষ্টিত। আমি ঐ প্রাচীরে উত্থান পূর্ব্বক উদ্যানস্থ নানাজাতীয় তরুবৃন্দের শোভা দর্শন করিতে করিতে সেই অশোককাননমধ্যে এক বিশাল শিংশপাতরু নিরীক্ষণ করিলাম। সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিবামাত্র অদূরে কাঞ্চনবর্ণ কদলী-কানন ও বরবর্ণিনী জানকী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। উপবাস করিয়া সেই শ্যামা ও পদ্মপলাশ-নয়না রামপ্রিয়ার বদনমণ্ডল শোকসন্তাপে নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে; পরিধান একমাত্র বস্ত্র, কেশকলাপ ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন এবং অঙ্গযষ্টি শোকসন্তাপে ক্ষীণ। তিনি সর্ব্বদাই স্বামীর অনুকূলবর্ত্তিনী। মাংসশোণিত-ভক্ষিকা ব্যাঘ্রীগণ হরিণীকে যেমন বেষ্টন করে, সেইরূপ ক্রূরপ্রকৃতি বিরূপা রাক্ষসীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং তাঁহাকে বারংবার তর্জ্জন করিতেছে। হিমাগমে নলিনী যেমন বিবর্ণ হয়, সেইরূপ তাঁহার শরীর স্বামিচিন্তায় নিতান্ত মলিন হইয়াছে। তিনি একবেণী ধারণ পূর্ব্বক নিতান্ত দীনভাবাপন্না ও রামচিন্তায় মগ্না হইয়া রাক্ষসীমধ্যে ভূমিশয্যায় আসীন রহিয়াছেন; অধিক কি, রাবণ কর্ত্তৃক সুখবঞ্চিত হইয়া মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। রাবণের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। আমি কোন প্রকারে সেই মৃগশিশুনয়না রামপ্রিয়ার নিকট সত্বর উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে দর্শন করত শিংশপা-বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিলাম। অনন্তর রাবণের আলয়ের অদূরে কাঞ্চীনূপুরমিশ্রিত অতিমাত্র গভীর হলহলা শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হইল। তখন আমি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া স্বীয় রূপ সংহারপূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় শিংশপাবৃক্ষের নিবিড় পত্রমধ্যে অবস্থান করিলাম। ইত্যবসরে মহাবল রাবণ ও তদীয় পত্নীগণ সীতার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বরারোহা জনকনন্দিনী রাক্ষসপতি রাবণকে দর্শন করিবামাত্র নিরতিশয় ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন ও ঊরুযুগল সঙ্কুচিত করিয়া বাহুদ্বারা পীন স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে না পাইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন দশানন নিরতিশয় দুঃখিতা রামপ্রিয়া সীতাকে বলিতে লাগিল. 'আমি অবনতমস্তকে তোমার পদতলে পতিত হইলাম, আমাকে সম্মানিত কর। অয়ি গর্ব্বিতে সীতে! যদি তুমি গর্ব্ববশতঃ আমার সন্তোষবিধান না কর, তাহা হইলে জানকি! দুই মাস অবসানেই আমি তোমার রুধির পান করিব।' ৫২-১৯।

দুরাচার রাবণের এই কথা শুনিয়া সীতা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, 'রে রাক্ষসাধম! আমি অতুলপ্রভাবশালী রামের ভার্য্যা ও ইক্ষ্বাকুকুলতিলক মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ; আমাকে অনুচিত কথা বলিয়া তোমার জিহ্বা কেন পতিত হইল না? রে অনার্য্য! রে পাপ! তোমার বীর্য্যে ধিক্! দেখ, তুমি আমার মহাত্মা ভর্ত্তার অগোচরে ও তাঁহার অনবস্থিতিকালে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। তুমি রামের সমকক্ষ নহ; অথবা তাঁহার দাসত্বেও তোমার যোগ্যতা নাই। তিনি সত্যবাদী, শূর, রণশ্লাঘা ও অজেয়।' জানকীর এবংবিধ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন রাবণ তৎক্ষণাৎ রোষপরবশ হইয়া চিতাস্থ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইল এবং ক্রূর নয়নযুগল ঘূর্ণিত ও মুষ্টি উদ্যত করিয়া জানকীকে হনন করিতে কৃতোদ্যম হইল। তখন তাহার মহিলাগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। মন্দোদরী নামে তদীয় প্রধানা মহিষী তৎক্ষণাৎ স্ত্রীগণের মধ্য হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সই কামাতুর রাবণকে সুমধুর-বচনে নিবারণ করিয়া কহিল, 'তোমার বিক্রম মহেন্দ্রসদৃশ, আর জানকীও আমা অপেক্ষা কোন অংশেই সুন্দরী নহে; অতএব সীতাকে তোমার প্রয়োজন কি? অদ্য আমার সহিত বিহার কর। অথবা হে প্রভো! দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়ায় নিরত হও, সীতাকে লইয়া কি করিবে?' মন্দোদরী এই কথা বলিলে সেই সকল মহিলা একত্র সমবেত হইয়া মহাবল রাবণকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠাইয়া স্বকীয় আবাসে লইয়া গেল। দশগ্রীব প্রস্থান করিলে বিকৃতাননা রাক্ষসীরা সীতাকে অতি দারুণ নিষ্ঠুরবাক্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু জানকী তাহাদের বাক্যে তৃণবৎ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট তাহাদের গর্জ্জন বিফল হইয়া গেল। মাংসভক্ষক রাক্ষসীরা বৃথা গর্জ্জন ও বৃথা চেষ্টা করিয়া পরে রাবণের নিকট সীতার সেই মহৎ সঙ্কল্প নিবেদন করিল। এইরূপে রাক্ষসপতির আনুকূল্যসম্পাদনে রাক্ষসদিগের আশা ও উদ্যম বিফল হইলে তাহারা নিরতিশয় শ্রান্তিবশতঃ নিদ্রায় বশীভূত হইল। তাহারা প্রসুপ্ত হইলে পতির হিতাভিলাষিণী বিদেহদুহিতা সাতিশয় দুঃখিতা ও দীনভাবাপন্না হইয়া করুণস্বরে বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ত্রিজটা-নাম্নী রাক্ষসী সেই সকল নিশাচরীর মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া কহিল, 'তোমরা আপনার মাংস আপনি ভক্ষণ কর, জনকরাজের দুহিতা, দশরথের পুত্রবধূ,

পতিব্রতা, অসিতনয়না সীতাকে ভক্ষণ করিও না; অদ্য আমি যে রোমহর্ষণকর দারুণ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি; তাহাতে রাক্ষসগণের বিনাশ ও আমাদের রাজার পরাজয় হইবে দেখিয়াছি। তৎকালে এই সীতাই রাম হইতে আমাদের পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং আমার একান্ত অভিলাষ, এই সীতার নিকট আপনাদের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করি। জানকী দুঃখিত হইয়াছেন। যদি এবংবিধ স্বপ্ন তাঁহার নিকট বর্ণন করি, তাহা হইলে সকল দুঃখ দূর হইয়া তাঁহার সাতিশয় সুখ জন্মিবে; অতএব জনকনন্দিনী সীতাকে প্রণিপাত দ্বারা আইস, আমরা প্রসন্ন করি, তাহা হইলে ইনি আমাদের সকলকেই মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন।' ১০-৯০।

লজ্জাশীলা বালা জানকী এই কথায় স্বামীর বিজয়-সম্ভাবনায় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, 'যদি ত্রিজটার কথা সত্য হয়, তবে তোমাদের রক্ষা করিব।' বানরগণ। সীতার তাদৃশী দারুণ অবস্থা দর্শনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মন কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হইল না। যাহা হউক, শ্রান্তিদূর করত কিরূপে জানকীর সহিত সম্ভাষণ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম; পরিশেষে অবধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে ইক্ষ্বাকুবংশের স্তব করিতে লাগিলাম। দেবী জানকী রাজর্ষিগুণকীর্ত্তন-সমন্বিত আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্রুপ্লাবিতনয়নে প্রতিবচন-প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, 'কপিরাজ! তুমি কে? কিরূপে এখানে আসিলে? রামের সহিত তোমার কিরূপে সৌহার্দ্দ্য হইল? এই সকল বিষয় আমার নিকট বলিতে হইবে।' আমি তাঁহার কথা শুনিয়া কহিলাম, 'দেবি! সুগ্রীব নামে ভীমবিক্রম প্রবলপ্রতাপান্বিত বানরপতি আপনার ভর্ত্তা রামের সহায় হইতেছেন। আমি সেই সুগ্রীবের ভৃত্য, আমার নাম হনুমান্; ভবদীয় ভর্ত্তা অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন; সেই জন্য এখানে আগমন করিয়াছি। অয়ি যশস্বিনি! পুরুষসিংহ শ্রীমান্ দাশরথি অভিজ্ঞানস্বরূপ আপনাকে এই অঙ্গুরীয়টি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমাকে আপনার কি আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে, জানিতে ইচ্ছা করি। অথবা আপনাকে কি রাম-লক্ষ্মণের নিকট সমুদ্রের উত্তরকূলে লইয়া যাইব?' ৯১-১০০।

জনকদুহিতা সীতা এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, 'রাম নিজে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া আমাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান, ইহাই আমার বাসনা।' তখন আমি অনিন্দিতা আর্য্যা দেবী সীতাকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া যাহাতে রামের মনে আহ্লাদ জন্মিতে পারে, এরূপ কোন অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। পরে সেই বরারোহা সীতা আমাকে কহিলেন, 'তুমি এই উৎকৃষ্ট মণি গ্রহণ কর। মহাবাহু রাম ইহা পাইয়া তোমাকে অধিকতর সম্মানিত করিবেন।' জানকী এই বলিয়া আমাকে সেই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন প্রদান করিলেন। অনন্তর আমি এখানে প্রত্যাগমন করিব বলিয়া কৃতচিত্ত ও সমাহিত হইয়া রাজপুত্রীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলাম। তখন তিনি বাষ্পগদ্গদস্বরে পুনরায় আমাকে কহিলেন, 'হনুমন্! আমার বৃত্তান্ত তুমি রামকে এমন ভাবে বলিবে, যেন সেই বীর রাম ও লক্ষ্মণ তাহা শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত অচিরে এখানে আইসেন। পূর্ব্ব-নিয়ম অনুসারে আমার জীবিতকাল দুই মাসমাত্র অবশিষ্ট আছে; অতএব ইতিমধ্যে তাঁহারা না আসিলে আমাকে অনাথার ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে; সুতরাং তাঁহারা আমায় দেখিতে পাইবেন না।' তাঁহার এই করুণবাক্য শ্রবণমাত্র আমার ক্রোধসঞ্চার হইল এবং অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, সেই কার্য্যশেষ চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন ক্রোধে আমার শরীর পর্ব্বতপ্রমাণ বর্দ্ধিত হইল, আমি যুদ্ধাশায় অশোককানন বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বনখণ্ড ভগ্ন হইলে, তত্রত্য মৃগপক্ষী সকল ত্রস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। বিকৃতমুখী নিশাচরীরা জাগরিত হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল এবং আমাকে বনমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে সমবেত হইয়া সত্বরে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, 'রাজন্! দুরাত্মা বানর আপনার মহাবল-বীর্য্য না জানিয়া ভবদীয় দুর্গম কানন ভগ্ন করিয়াছে। তাহার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছে; সেই জন্য সে আপনার অপ্রিয়াচরণ করিতেছে; অতএব সে যাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারে, আপনি তজ্জন্য তাহার প্রাণবধের আদেশ করুন।' রাক্ষসপতি রাবণ ইহা শ্রবণ করিয়া কিঙ্কর নামে আপনার মনোমত কতকগুলি অতিমাত্র দুর্জ্জয় রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিল। সেই অশীতি সহস্র রাক্ষস শূল ও মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক অশোকবনে আসিবামাত্র আমি গদাপ্রহারে তাহাদিকে সংহার করিলাম। তাহাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সত্বরগমনে রাবণের সমীপে উপনীত হইয়া এই সৈন্যবিনাশ-বৃত্তান্ত তাহাকে নিবেদন করিল। তৎপরে আমি অত্যুত্তম চৈত্যপ্রাসাদ-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্তম্ভের আঘাতে তত্রস্থ রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া কোপান্ধ হইয়া লঙ্কার ললামভূত সেই প্রাসাদ ধ্বংসাবশেষ করিলাম। তদ্দর্শনে রাবণ প্রহস্তনন্দন জম্বুমালীকে প্রেরণ করিলে আমি ঘোরতর পরিঘপ্রহারে বিকটাকার ভয়াবহ নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত সমরবিশারদ মহাবল সেই রাক্ষসকে অনুচর সমেত নিহত করিলাম। রাক্ষসরাজ রাবণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পদাতিসেনাসমভিব্যাহারে মহাবল মন্ত্রিপুত্রদিগকে প্রেরণ করিল। আমি তাহাদিগকেও পরিঘপ্রহারে শমনসদনে প্রেরণ করিলাম। লঙ্কাপতি রাবণ সংগ্রামে লঘুবিক্রম মন্ত্রিপুত্রদিগের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাঁচজন মহাশূর সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমি সৈন্য সহিত তাহাদের সকলকেই নিপাতিত করিলাম। অনন্তর দশানন পুনরায় স্বীয় পুত্র মহাবল অক্ষকে বহুসংখ্য রাক্ষসসেনা-সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রেরণ করিল। মন্দোদরীনন্দন রণপণ্ডিত সেই মহাবীর কুমার অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া আকাশপথে সমুৎপতিত হইলে আমি অমনি তাহার পদদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক শতবার ঘূর্ণিত করিয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিলাম। দশবদন এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার দ্বিতীয় পুত্র মহাবল যুদ্ধদুর্ম্মদ ইন্দ্রজিৎকে সংগ্রাম-অবতরণে আদেশ করিল। আমি সমরে সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে সসৈন্যে হততেজা করিয়া নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলাম। রাবণ বিপুল বিশ্বাসবশেই সেই মহাবল মহাবাহু ইন্দ্রজিৎকে মদগর্ব্বিত বীরগণের সহিত প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ আমার অসহ্য পরাক্রম বুঝিয়া এবং স্বীয় সৈন্যদিগকে নিপীড়িত দেখিয়া আমাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক সবেগে প্রস্থান করিল। অনন্তর তত্রত্য রাক্ষসগণ আমাকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাবণের নিকট লইয়া গেল। দুরাত্মা রাবণ আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি জন্য লঙ্কায় আগমন করিয়াছ? রাক্ষসবধেই বা তোমার প্রয়োজন কি?' আমি কহিলাম, 'আমি সীতার জন্যই এই

সকল কার্য্য করিয়াছি। হে বিভো! সীতার দর্শনাভিলাষে আমি আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি। হে বিভো! সীতার অন্বেষণার্থ আমি আপনার সাগরপার হইতে আগমন করিয়াছি। আমি পবনের ঔরসপুত্র, রামের দূত ও সুগ্রীবের সচিব, আমার নাম হনুমান্। রামের দৌত্যভার বহন পূর্ব্বক ত্বদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহারা আপনার নিকট যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছেন, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাক্ষসরাজ! বানরপতি মহাভাগ সুগ্রীব সাস্ত্ববাদের সহিত আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মার্থকামযুক্ত পরমমঙ্গলময় হিতকর বাক্যে কহিয়াছেন, আমি যখন বিশালতরুরাজি-শোভিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করি, তৎকালে রণবিক্রান্ত রামের সহিত আমার মিত্রতা সংঘটিত হইয়াছে। রাজন। তিনি আমায় কহিলেন, রাক্ষস-কর্ত্তৃক আমার ভার্য্যা হৃত হইয়াছে; তদ্বিষয়ে সহায় হইবার জন্য তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণের সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমার সহিত মিত্রতাবন্ধন এবং একমাত্র শরে যুদ্ধে বালিকে বধ করিয়া আমাকে বানরগণের মহারাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুতরাং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ধর্ম্মানুসারে এই হনুমান্কে দূতস্বরূপে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। বানবীরেরা তোমার লঙ্কা বিনাশ করিতে না করিতেই তুমি ত্বরায় সীতাকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ কর। বানরগণের বীর্য্যপ্রভাব কে না অবগত আছে? ইহারা নিমন্ত্রিত হইয়া পুরাকালে দেবগণেরও নিকট যাতায়াত করিত। বানররাজ সুগ্রীব আপনাকে এই সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন।' এই কথায় ভীম-কর্ম্মা দুরাত্মা রাবণ যেন আমাকে দগ্ধ করত কোপলোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং আমার প্রভাব না জানিয়া আমাকে বধ করিতে হইবে বলিয়া আদেশ দিল। ১০১-১৪৬।

তৎপরে বিভীষণ নামে তদীয় মহামতি ভ্রাতা আমার জন্য রাক্ষসরাজের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, 'হে রাক্ষস-শার্দ্দূল! ইহাকে বধ করা উচিত নহে। এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। আপনি যাহা অবধারণ করিতেছেন, সেই পথ রাজশাস্ত্রের বহির্ভূত। হে রাক্ষস! রাজশাস্ত্রে দূতবধের ব্যবস্থা নাই; বিশেষতঃ দূতেরা প্রভুর নিকট যাহা শুনিয়া আইসে, তাহাই নিবেদন করে। হে অতুলবিক্রম! গুরুতর অপরাধী হইলেও শাস্ত্রে দূতের বধব্যবস্থা নাই; কেবলমাত্র বিরূপকর দণ্ড বিহিত হইয়া থাকে।' বিভীষণ এই প্রকার কহিলে রাবণ রাক্ষসদিগকে আদেশ করিল, 'তোমরা ইহার লাঙ্গুল দহন কর।' তখন বদ্ধসন্নাহ প্রচণ্ডবিক্রম রাক্ষসেরা তাহার এই কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শণ, পট্ট ও কার্পাস দ্বারা আমার পুচ্ছ বেষ্টন করিল। পরে তাহারা কাষ্ঠ-মুষ্টি দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে করিতে আমার লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করিল। আমি রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াও কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলাম না। প্রত্যুত সেই রাক্ষস-বীরেরা আমাকে বদ্ধ ও অগ্নিবেষ্টিত করিয়া রাজমার্গে আমার সম্বন্ধে ঘোষণা করিতে করিতে নগরদ্বারে উপস্থিত হইল। তখন আমি আপনার সেই সুবিশাল শরীর পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া বন্ধনমোচন পূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থায় রহিলাম এবং তখন লৌহময় পরিঘ গ্রহণ করিয়া রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিলাম। পরে নগরদ্বার উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই প্রজ্বলিত পুচ্ছ দ্বারা প্রজাদহন-প্রবৃত্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় রাজ-ভবন হইতে পুরদ্বার পর্য্যন্ত লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম; তাহাতে আমার কিছুমাত্র সম্ভ্রম উপস্থিত হইল না। সমস্ত পুরী দগ্ধ হইলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, লঙ্কায় এমন কিছু নাই, যাহা দগ্ধ দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং পুরী ভস্মসাৎ হওয়াতে জানকীও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। লঙ্কাকে দহন করিতে গিয়া আমি সীতাকে দগ্ধ করিয়াছি; সুতরাং আমি রামের এই মহৎ কার্য্যও বৃথা করিলাম। এইরূপে শোকাচ্ছন্ন হইয়া আমি চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে চারণগণের এই মধুরাক্ষর বাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, জানকী দগ্ধ হয়েন নাই। তাঁহাদের এই সংবাদ শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানের উদয় হইল। তখন জানকী যে দগ্ধ হয়েন নাই, তাহা শুভ-সূচক নিমিত্ত দ্বারা আমার অন্তঃকরণে প্রতীতি হইল। আমার লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইলেও অগ্নি আমাকে দগ্ধ করেন নাই। আমার হৃদয়ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে এবং সুগন্ধি সমীরণও প্রবাহিত হইতেছে। সেই সেই দৃষ্ট শুভলক্ষণ, মহাগুণ কারণসমূহ ও ঋষিবাক্যের মর্ম্ম অব-গত হইয়া তৎকালে মদীয় হৃদয়ে হর্ষ সঞ্চারিত হইল। তখন আমি পুনরায় জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। অনন্তর অরিষ্ট-পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, আপনাদের দর্শনলালসায় প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ-সেবিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে আপনাদিগকে দর্শন করিলাম। রামের প্রসাদে ও আপনাদের তেজঃপ্রভাবে সুগ্রীবের সমুদয় কার্য্যই অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমি লঙ্কায় যাহা করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনাদিগকে কহিলাম; এক্ষণে যাহা করি নাই, অবশিষ্ট আছে, সে সকল আপনারা সম্পাদন করুন।" ১৪৭ ১৬৯।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণের নিকট হনুমানের লঙ্কাঘটিত বৃত্তান্ত কথন।

বায়ুতনয় হনুমান্ সমুদায় ঘটনা এই প্রকার বর্ণনা করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "জনকদুহিতার স্বভাব-দর্শনে আমার মন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। ইহাতে রামের উদ্যোগ ও সুগ্রীবের উৎসাহ সফল হইল। হে বানরবীরগণ! পতিব্রতা সাধ্বীগণের যেরূপ চরিত্র হওয়া উচিত, আর্য্যা সীতা সর্ব্বতোভাবে তদনুরূপ সচ্চরিত্র রক্ষা করি-তেছেন। তিনি তপঃপ্রভাবে লোক সকল ধারণ ও ক্রোধভরে লোক সকল দহন করিতে পারেন। রাক্ষসপতি রাবণও সর্ব্বথা নিরতিশয় তপঃসম্পন্ন; সুতরাং সীতাকে স্পর্শ করিয়াও একমাত্র তপঃপ্রভাবে তাঁহার শরীর বিনষ্ট হয় নাই। পতিব্রতা জনকদুহিতা রোষ-পরবশ হইয়া যাহা করিতে পারেন, অনলশিখা হস্তপৃষ্ট হইয়াও তাহা করিতে পারেন না। যাহা হউক, কার্য্য যেরূপ হইয়াছে, তাহা তোমাদের নিকট জ্ঞাপন করিলাম। এক্ষণে জাম্ববান্প্রমুখ প্রধান প্রধান কপি সকলের আদেশ লইয়া রাজতনয় রামলক্ষ্মণকে সীতার সহিত নিরীক্ষণ করা আমাদের উচিত হইতেছে।" এই বলিয়া পুনরায় হনুমান্ কহিলেন, "আমি একাকীই সমস্ত রাক্ষসের সহিত সমস্ত

লঙ্কাপুরী ও রাবণকে নিহত করিতে পারি। আপনাদের ন্যায় কৃতাত্মা, অস্ত্রকুশল, বলবান্, বিজয়াভিলাষী ও সমর্থ বীরগণ সঙ্গে থাকিলে আর কি বলিব? আমি রাবণকে ভ্রাতা, পুত্র, ভৃত্য ও সৈন্যের সহিত যুদ্ধে বধ করিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য ও বারুণ প্রভৃতি অস্ত্র সকল যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য, তথাপি আমি সেই সকল বিনষ্ট করিয়া রাক্ষসকুল সমূলে নির্মূল করিব। আপনাদের অনুজ্ঞা ব্যতীত আমার বিক্রম রুদ্ধ রহিয়াছে। শৈলসকল মদীয় বাহুবলে নিরন্তর নিক্ষিপ্ত হইয়া নিশাচরগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণকেও যুদ্ধে নিহত করিতে পারে। তোমাদের অনুমতি না পাওয়াতেই আমার রাক্ষসবধ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়াছে। সাগরও যদি বেলাভূমি অতিক্রম করে এবং মন্দর-পর্ব্বতও যদি স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, তথাপি সেই শত্রুবাহিনী সমরে জাম্ববান্‌কে কম্পিত করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ বালিতনয় বীর অঙ্গদ একাকীই সমস্ত রাক্ষসবল বিনষ্ট করিতে সমর্থ। মহাত্মা নীলের উরুবেগে আহত হইয়া মন্দর-পর্ব্বতও বিশীর্ণ হয়েন; অতএব রাক্ষসগণ যে যুদ্ধে অবসন্ন হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? সমুদায় সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও বিহঙ্গ ইহাদের মধ্যে মৈন্দ বা দ্বিবিদের প্রতিযোদ্ধা কে আছে? তাহা আপনারা বলুন। বানরসত্তম অশ্বিনীপুত্রযুগল অতিশয় বলবান্, ইহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখি না। আমিও একাকী লঙ্কানগরী ধ্বংস, দগ্ধ ও ভস্মীকৃত করিয়া সমুদায় রাজমার্গে এইরূপে স্বীয় ও সকলের নাম ঘোষণা করিয়াছি। অতিবল রামের জয়, মহাবল লক্ষ্মণের জয়, রাম-পরিরক্ষিত রাজা সুগ্রীবের জয়। আমি কোশলরাজ রামের দাস, বায়ুর সন্তান, আমার নাম হনুমান্। এইরূপে সর্ব্বত্র সকলের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি। অনন্তর আমি দুরাচার রাবণের অশোকবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পতিব্রতা জানকী শিংশপা-বৃক্ষের মূলে দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। শোকসন্তাপ-কর্শিত ও নিশাচরীগণে পরিবৃত হওয়াতে বৈদেহীর দেহকান্তি মেঘরেখায় পরিবৃতা চন্দ্ররেখার ন্যায় প্রভাহীন হইয়াছে। সেই সুশ্রোণী জনকনন্দিনী পতিব্রতা; সুতরাং রাবণকে তিনি গণনাই করেন না। সেই দুরাত্মা রাবণ কেবল বলগর্ব্বিত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই শোভনা বিদেহ-দুহিতা, পৌলোমীর পুরন্দর-চিন্তার ন্যায় অন্য চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র রাম-চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সীতা ধূলায় ধূসরিত ও একমাত্র বসন-পরিবৃতা হইয়া রাক্ষসীদিগের মধ্যে রহিয়াছেন; আর সেই বিরূপা রাক্ষসীরা তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ তাড়না করিতেছে। তিনি দীনভাবে তাহাদের মধ্যে একমাত্র পতি-চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন; পতি-বিরহে একবেণী ধারণ করিয়া হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় বিবর্ণ হইয়াছেন, মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, রাবণে তাঁহার অণুমাত্র প্রবৃত্তি বা অভিলাষ নাই। আমি কোনরূপে সেই মৃগশিশুনয়না রাম-প্রিয়ার বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম। তিনি রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পতির প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা এবং পাতিব্রত্যগুণের আধার; তিনি যে রাবণকে সংহার করেন নাই, রাবণের তপোবলই তাহার হেতু। তথাপি তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাবণ মৃতপ্রায় হইয়াছে, রাম তাহার নিধনে কেবল উপলক্ষ্যমাত্র হইবেন। বিদেহ-দুহিতা দয়িত-বিরহে বাস্তবিকই কৃশা ও মলিনা হইয়া গিয়াছেন; প্রতিপৎ তিথিতে পাঠাভ্যাস করিলে বিদ্যার যেমন ক্ষয় হয়, তাঁহারও তেমনি অতীব ক্ষয়দশা উপস্থিত হইয়াছে। জনকসুতা সীতা শোক-নিবন্ধন এইরূপে তথায় কালযাপন করিতেছেন। এখন এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, আপনারা তাহার উপায় সর্ব্বতোভাবে বিধান করুন।" ১-৩৩।

ষষ্টিতম সর্গ।

অঙ্গদাদি বানরবীরগণের পরামর্শ।

বালিতনয় অঙ্গদ হনুমানের এই কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, "হরিসত্তম! এই অশ্বিপুত্র দুই জনেই অতিশয় বলবান্; বিশেষতঃ পিতামহের বর-গর্ব্বে নিতান্ত দর্পিত। পুরাকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মা অশ্বীর সম্মানার্থ ইহাদিগকে সকলের অবধ্য বলিয়া বর-দান করেন। সেই বরদর্পে উন্মত্ত হইয়া এই মহাবল বীরদ্বয় সুরগণের মহতী সেনা মথিত করিয়া অমৃত পান করিয়াছিল; অতএব ইহারা কুপিত হইলে অশ্ব, রথ ও হস্তি-সহিত সমস্ত লঙ্কা বিনষ্ট করিতে সমর্থ। অতএব অন্যান্য বানর সকলের কথা দূরে থাকুক, আমি একাকী ঘোরতর পরাক্রমে মহাবল রাক্ষসগণের সহিত সমুদায় লঙ্কা ও দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিতে পারি; তোমাদের ন্যায় বলবান্ ও পরাক্রান্ত বানরবীরগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ কার্য্য যে সম্পাদন করিব, তাহা আর বিচিত্র কি? পরন্তু তোমরা সকলে বিজয়ৈষী ও শক্তিসম্পন্ন। শুনিয়াছি, একমাত্র পবনতনয় হনুমানের বলেই লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক তোমরা সকলেই বিখ্যাত-পৌরুষসম্পন্ন, অতএব 'সীতাকে দেখিয়াছি; কিন্তু আনয়ন করি নাই,' এই কথা রামসন্নিধানে নিবেদন করা তোমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। হে বানরপ্রবরগণ! কি প্লবন, কি পরাক্রম, কোন বিষয়েই সুরাসুর-সহিত সমস্ত লোকমধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাদের সমকক্ষ নহে। অতএব সমস্ত রাক্ষস-সহিত লঙ্কা জয়, রাবণকে সংহার ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ ও হৃষ্টচিত্তে গমন করি, চল। হনুমান্ কর্ত্তৃক রাক্ষসগণ নিহত হইলে, পর জানকীকে লইয়া গমন করা ভিন্ন আমাদের অপর কার্য্য কি আছে? হে বানরগণ! অতএব আমরা জানকীকে লইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখে স্থাপন করিব। সেই কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর সকলকে আর দুঃখভাগী করিবার আবশ্যক কি? অতএব আমরাই লঙ্কায় যাইয়া প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" অঙ্গদ এইরূপ অবধারণ করিলে কার্য্যবিৎ হরিসত্তম জাম্ববান্ পরম প্রীত হইয়া অর্থ-সমন্বিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি মহাবুদ্ধে! এরূপ বুদ্ধি যুক্তিসঙ্গত নহে; কেন না, ধীমান্ রাম ও রাজা সুগ্রীব আমাদিগকে দক্ষিণদিকেই সীতার অন্বেষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন; সীতাকে উদ্ধার করিলে রামের তাহা কোনমতেই মনোমত হইবে না। সেই রাজশার্দ্দূল রাম স্বকীয় কুল-মর্য্যাদানুসারে প্রধান প্রধান বানরগণের সমক্ষে স্বয়ং সীতাকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিরূপে তাহা মিথ্যা করিবেন? অতএব আমরা সীতাকে আনিলে যখন তাঁহার তুষ্টি হইবে

না, তখন এই নিষ্ফল কার্য্যে আবশ্যক কি? হে কপিপ্রধানগণ! তাহা হইলে আমাদেরও বৃথা বীরত্ব দেখান হইবে। অতএব পরমতেজস্বী রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকট এই কার্য্য নিবেদন করিবার জন্য গমন করি, চল। তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে। হে রাজপুত্র! আপনি যে বিচার করিলেন, ইহা আমাদের সর্ব্বথা অনুমোদিত; তথাপি রাম যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।" ১-৩৩।

একষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণ কর্ত্তৃক মধুবন ভঞ্জন।

অঙ্গদপ্রমুখ বীর বানরগণ ও মহাকপি হনুমান্ সকলেই জাম্ববানের এই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর সেই বানরবরগণ হনুমান্‌কে অগ্রে করিয়া প্রীতচিত্তে মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে সমুৎপতিত হইয়া লম্ফে লম্ফে গমন করিতে লাগিলেন। মেরুমন্দর সদৃশ সেই মহাকায় মহাবল বানর সকল মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় যেন আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া চলিলেন এবং সিদ্ধ প্রভৃতি ভূতগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাবল অতিবেগ হনুমান্‌কে দৃষ্টিপরম্পরা দ্বারা যেন বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই রামের কার্য্যসিদ্ধি এবং তাঁহার ও আপনাদের যশোলাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; সীতাদর্শন ও লঙ্কাদহন-প্রযুক্ত সকলেরই মনোরথ পূর্ণ ও মন উন্নত হইয়াছিল; সকলেই প্রিয়সংবাদ দিবার নিমিত্ত উৎসুক, সকলেই সংগ্রামোৎসাহী, সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে রামের বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প। এইরূপে সেই মনস্বী বানরবৃন্দ আকাশে উৎপতিত হইয়া গমন করিতে করিতে ক্রমে সুগ্রীবের পরিরক্ষিত, শত শত পাদপ-শোভিত, নন্দনসদৃশ মনোহর মধুবনে উপস্থিত হইলেন। ঐ বন ভূতমাত্রেরই মনোহর ও অধৃষ্য; বিশেষতঃ মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ নামে মহাবীর বানর সর্ব্বদা ঐ বন রক্ষা করেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মধুসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ সেই কপিগণ কপীন্দ্রের মনোরম বিশাল মধুবন সন্দর্শনে হৃষ্ট হইয়া কুমার অঙ্গদের নিকট মধুপান প্রার্থনা করিলেন এবং বালি-তনয় মতিমান্ কুমার অঙ্গদও মধুপানে আদেশ করিলেন। তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সকলে মধুকর-সমাকুল বৃক্ষ সকলে আরোহণ করিয়া সুগন্ধি ফল-মূল সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলেই সাতিশয় হর্ষিত ও মদোৎকট হইয়া উঠিলেন এবং এই অবস্থায় ইতস্ততঃ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কেহ নৃত্য, কেহ প্রণাম, কেহ পাঠ, কেহ ইতস্ততঃ গমন, কেহ উল্লম্ফন, কেহ প্রলাপবাক্য প্রয়োগ, কেহ পরস্পরকে আশ্রয় ও কেহ বা পরস্পর বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ পাদপ হইতে পাদপান্তরে ধাবমান, কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূমিতে পতিত ও কেহ ভূতল হইতে প্রবলবেগে প্রকাণ্ড বৃক্ষাগ্রে উৎপতিত হইতে লাগিল। কেহ গান, কেহ বা উপহাস করিতে করিতে তাহার নিকট গমন, কেহ রোদন, কেহ বা প্রতিরোদন করত তাহার নিকট ধাবমান এবং কেহ ব্যথা প্রদান, কেহ বা তাহাকে নিরতিশয় পীড়ন করত তাহার নিকট গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত বানর আকুল হইয়া উঠিল। এমন বানরই ছিল না, যে মত্ত ও অতিমত্ত হয় নাই। অনন্তর সমস্ত মধুবন ভক্ষিত ও পাদপরাজির পত্রপুষ্প নষ্ট হইতে দেখিয়া দধিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বানর সকল মদমত্ত হওয়াতে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে অতীব তেজস্বী বনরক্ষক বানরবীর-প্রধান দধিমুখ পুনরায় বানরগণের উপদ্রব হইতে বনরক্ষা করিতে কৃতমতি হইয়া, কাহাকে নির্ভয়ে পরুষবাক্য, কাহাকে অবিরত তলপ্রহার, কাহারও সহিত কলহ এবং কাহাকে বা মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মদমত্ততাবশতঃ তাহাদের বেগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। দধিমুখ বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলে তাহারা তাঁহার পীড়ন করিলে কোনরূপ রাজদণ্ড হইবে না দেখিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, নির্ভীকচিত্তে দধিমুখকে আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং নখাঘাত, দন্তাঘাত, তলপ্রহার ও ভূমিতলে নিপাতিত করিয়া মৃতপ্রায় করত মত্ততাপ্রযুক্ত বিশাল মধুবনকে একবারেই নষ্ট করিয়া ফেলিল। ১-২৪।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বানরদিগের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া মধুবনরক্ষক দধিমুখের সুগ্রীবসমীপে গমন।

তদ্দর্শনে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তাহাদের সকলকে কহিলেন, "কপিগণ! তোমরা অব্যগ্রচিত্তে মধু সেবন কর। যাহারা এ বিষয়ে তোমাদের বিরোধী হইবে, আমি স্বয়ং তাহাদিগকে নিবারণ করিব।" হরিপ্রবর অঙ্গদ হনুমানের কথা শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন, "বানরগণ! তোমরা মধুপান কর। হনুমান্ কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন; অতএব অকৃতকার্য্য হইলেও ইঁহার বাক্য পালন করা যখন অবশ্য কর্ত্তব্য তখন ঈদৃশ ন্যায়সঙ্গত বাক্য পালন করা যে উচিত, তাহা কি আর বলিতে হয়?" ১-২।

প্লবঙ্গমপ্রধানগণ কুমার অঙ্গদের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র প্রফুল্ল হইয়া বারংবার সাধুবাদসহকারে তাঁহার প্রতিপূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নদীবেগ যেমন বৃক্ষে, সেইরূপ মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া সকলে বলপূর্ব্বক বনপালদিগকে আক্রমণ করিল। জানকীকে দর্শন ও তদীয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া এবং অঙ্গদের অনুমতি পাইয়া, তাহারা নির্ভয় হইয়া, মধুপান ও সুরস ফল ভোজন করিতে লাগিল। এইরূপে সকলে মধুপানে আসক্ত হইয়া সমাগত মধুপালকদিগকে আক্রমণ-পূর্ব্বক তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল এবং হস্ত দ্বারা একবারে দ্রোণমাত্র মধু গ্রহণ করিয়া পান করিতে লাগিল। কেহ কেহ প্রফুল্লচিত্তে দলবদ্ধ হইয়া রাশি রাশি মধু নষ্ট, কেহ ভক্ষণ, কেহ পান করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ, কেহ মদবশে একান্ত উন্মত্ত হইয়া মধুচ্ছিষ্ট দ্বারা পরস্পরকে আঘাত, কেহ শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে অবস্থান কেহ মধুপানজনিত নিরতিশয় গ্লানিনিবন্ধন পত্র সকল বিস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন, কেহ মধুপানে মত্ত ও হৃষ্ট হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বেগে পরস্পরকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, কেহ কেহ স্খলিত হইয়া পড়িল। কেহ ক্ষেড়ন, কেহ সহর্ষে গর্জ্জন, কেহ মধুপানে প্রমত্ত হইয়া ভূমিতে শয়ন, কেহ ধৃষ্টভাবে অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া হাস্য, কেহ বা

রোদন, কেহ বা একরূপ কার্য্য অন্যরূপে ব্যক্ত এবং কেহ বা বাক্যের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অপরার্থ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। তথায় যে সকল মধুরক্ষক ও দধিমুখের ভৃত্য ছিল, ঐ সকল ভয়ঙ্করাকৃতি মদমত্ত বানরগণ তাহাদের পদযুগল আকর্ষণ করিয়া আকাশে নিক্ষেপ করিল; সুতরাং তাহারা ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। তাহারা নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত-মানসে গমন করিয়া দধিমুখ-সন্নিধানে নিবেদন করিল, 'হনূমানের অনুমতি অনুসারে বানরগণ বলপূর্ব্বক মধুবন বিনষ্ট এবং আমাদিগের পদযুগল আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে আকাশে নিক্ষেপ করিয়াছে।' দধিমুখ তাহাদের কথা শুনিয়া মধুবন নষ্ট হইয়াছে দেখিয়া জাতক্রোধ হইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তোমরা অগ্রে গমন কর, আমিও তোমাদিগের সহিত গমন করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিব।" বানরশ্রেষ্ঠগণ দধিমুখের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত মধুবনের অভিমুখে যাত্রা করিল। দধিমুখ ইহাদের মধ্যে বিশাল পাদপ গ্রহণ পূর্ব্বক অতি বেগে ধাবিত হইলেন। অনন্তর সকলে শিলা পাষাণ ও পাদপ গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে হনূমান্ প্রভৃতি বানরবরগণ যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল এবং কোপবশতঃ ওষ্ঠপুট দংশন ও বারংবার তিরস্কার করত বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। অনন্তর হনূমান্ প্রভৃতি কপিকুঞ্জরগণ দধিমুখকে কুপিত দেখিয়া সবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং প্রবল-বলসম্পন্ন মহাবাহু দধিমুখ বৃক্ষহস্তে বেগভরে যেমন আগমন করিবেন, অঙ্গদ অমনি কুপিত হইয়া তাঁহাকে বাহুদ্বয়ে ধারণ করিলেন। তিনি মদবশে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন; সুতরাং দধিমুখকে সম্মানার্হ ভাবিয়াও তাঁহার প্রতি কৃপা বিতরণ করিলেন না। তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বসুধাতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া, তাঁহার বাহু, উরু ও মুখ ভগ্ন করিয়া দিলেন। মহাবীর দধিমুখ শোণিতাক্ত-শরীরে মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল ও মূর্চ্ছিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর কপিপ্রবীর দধিমুখ তাহাদের হস্ত হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া, বিরলে আসিয়া, সমীপাগত আপনার ভৃত্যদিগকে কহিলেন, "যেখানে আমাদের রাজা বিপুলগ্রীব সুগ্রীব রামের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, আইস, আমরা সকলে সেই স্থানে গমন করি। পরে সেই রাজ-সন্নিধানে অঙ্গদের দোষ সমস্ত নিবেদন করিব। সেই অমর্ষপরবশ রাজা ইহা শ্রবণ করিলেই সমস্ত বানর বিনষ্ট করিবেন। মনোহর মধুবন মহাত্মা সুগ্রীবের নিতান্ত প্রিয়; বিশেষতঃ তদীয় পিতৃপিতামহ ভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং দেবগণও ইহার ত্রিসীমায় আসিতে সমর্থ হয়েন না। রাজা সুগ্রীব এই মধুলোলুপ মৃতপ্রায় বানরদিগকে দণ্ডবিধান-পূর্ব্বক সবান্ধবে বধ করিবেন। বিশেষতঃ এই দুরাত্মারা রাজাজ্ঞার পরিপন্থী, সুতরাং অবশ্যই বধ্য; তাহা হইলেই আমার এই অমর্ষজনিত রোষ সার্থক হইবে।" ৫-৩৪।

মহাবল দধিমুখ বনপালদিগকে এই প্রকার কহিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভৃত্যবর্গের সহিত আকাশে উল্লম্ফন-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন এবং তপনতনয় ধীমান্ সুগ্রীব যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, নিমেষমধ্যেই তথায় সমাগত হইয়া, রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে দর্শন-পূর্ব্বক সমতল ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া, আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। বনপাল-প্রধান মহাবীর দধিমুখ এইরূপে তাহাদের সহিত অবতরণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক দীনবদনে তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবের চরণযুগলে মস্তক অবনত করিলেন। ৩৫-৩৯।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

দধিমুখ কর্ত্তৃক সুগ্রীবের নিকট মধুবনভঞ্জন-বৃত্তান্তকথন।

দধিমুখ অবনতমস্তকে সুগ্রীবের চরণতলে পতিত হইয়াছেন দর্শন করিয়া বানররাজ সুগ্রীব উদ্বিগ্ন-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "উত্থিত হউন, উত্থিত হউন; কি জন্যই বা আপনি আমার পদতলে পতিত হইলেন, সত্য বলুন? আমি আপনাকে অভয়দান করিলাম। আপনি কাহার ভয়ে এখানে আসিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, আপনি তাহা বর্ণন করুন। হে বানর প্রধান! মধুবনে ত কোনও বিপদ্ ঘটে নাই? শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে।" ১-৩।

মহাত্মা সুগ্রীব এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে মহাপ্রাজ্ঞ দধিমুখ উত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি, বালি ও ঋক্ষরাজ, তোমরা কেহই যে মধুবন পূর্ব্বে কখনও কাহাকে যথেচ্ছ ভোগ করিতে দাও নাই, হনূমান্ প্রভৃতি বানরেরা তাহা নষ্ট করিয়াছে। আমি এই সকল বনচারীর সহিত তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়াই যথেচ্ছ পান-ভোজন করিয়াছে। হে দেব! তাহারা বননাশে প্রবৃত্ত হইলে এই সকল বনপাল তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল; তথাপি তাহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যথেচ্ছ ভক্ষণ ও ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিয়াছে। এই প্রকার অবমাননা বশতঃ ইহারা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে তাহারাও ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে নিবারণ এবং যথোচিত অবমাননা করিয়াছে। সেই সকল বানর নিপীড়িত হওয়ায় কেহ ভগ্নহস্ত ও কেহ ভগ্নজানু হইয়া আহত হইল। তখন কোন কোন বানর আকাশমার্গে প্রস্থিত হইল। তুমি সকলের প্রভু বর্ত্তমান থাকিতেও এই সকল বীরেরা এইরূপে নিহত হইয়াছে এবং তাহারাও সমস্ত মধুবন যথেচ্ছ ভক্ষণ করিতেছে।" দধিমুখ সুগ্রীবের নিকট এইরূপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এমন সময়ে পরবীরনিহন্তা মহাপ্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "রাজন্! এই বনপাল বানর কি জন্য তোমার নিকট আসিয়াছে এবং কোন্ বিষয় উল্লেখ করত দুঃখিতভাবে তোমাকে নিবেদন করিতেছে?" মহাত্মা লক্ষ্মণ এই প্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে বাক্যবিশারদ সুগ্রীব প্রত্যুত্তর করিলেন, "আর্য্য! বানরবীর দধিমুখ আমাকে কহিল, 'অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবল বানরগণ মধুভক্ষণ করিয়াছে। যাহা হউক, অকৃতকার্য্য হইলে তাহারা ঈদৃশ ব্যতিক্রমে প্রবৃত্ত হইত না। যখন তাহারা বননাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়াছে। এই জন্য এই বলশালী দধিমুখকে অবজ্ঞা করিয়া ইহাদিগকেও নিবারণ-সময়ে জানু দ্বারা গুরুতর আঘাত করিয়াছে। এই বলবান্ দধিমুখ বানর মধুবনের অধিপতি, আমরা স্বয়ং ইহাকে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। হনূমানই দেবী জানকীকে দর্শন করিয়াছে, আর কেহই নহে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফলত হনূমান্ ব্যতীত আর কেহই এই কার্য্য-নির্ব্বাহের অপর কারণ হইতে পারে না; কেন না, কার্য্যসিদ্ধি, বুদ্ধি, ব্যবসায়, বীর্য্য ও শ্রুত এ সমুদায় একমাত্র হরিবর হনূমানেই প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মহাবল অঙ্গদ ও

জাম্ববান অধিনায়ক এবং হনূমান্ অধিষ্ঠাতা, সেখানে কোন বিষয়ের বিপরীত আচরণ হইতে পারে না। সেই অঙ্গদ-প্রমুখ বীরগণ দক্ষিণ-দিক্ অন্বেষণ পূর্ব্বক উহার ধ্বংস ও ভোগ করিয়াছে এবং বনপাল-দিগকে জানুর আঘাত ও নিহত করিয়াছে। দধিমুখ নামে প্রখ্যাতপরাক্রম মধুরভাষী এই বানর উহাই বলিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছে। হে মহাবাহো সুমিত্রানন্দন! তাহারা আসিয়াই যখন মধুপানে নিরত হইয়াছে,তখন নিশ্চয়ই তাহারা সীতার সন্ধান পাইয়াছে। তাহারা সবিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি-বিশিষ্ট; অতএব সীতাকে না দেখিয়া কখনই তাহারা আমাদের দেবদত্ত দিব্য মধুবন-বিনাশে প্রবৃত্ত হয় নাই।" পরম যশস্বী ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ ও রাম সুগ্রীবের মুখ-নিঃসৃত শ্রবণ-সুখকর উল্লিখিত মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব হৃষ্ট ও আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর সুগ্রীব প্রফুল্লচিত্তে পুনরায় বনপাল দধিমুখকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,"তাহারা কৃতকার্য্য; অনএব তাহারা যে মধুভোগ করিয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। পুনশ্চ, সেই কৃতকার্য্য বানরগণের কৃত অবমাননাও ক্ষমা করিতে হইবে; অতএব আপনি সত্বর গমন করিয়া মধুবনরক্ষায় নিযুক্ত হউন এবং হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণের সকলকেই অবিলম্বে আমার নিকট পাঠাইবেন। আমি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের নিকট এ বিষয় স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিব এবং তাহারা সীতা-লাভের জন্য কি প্রযত্ন করিয়াছে, তাহা শুনিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি।" রাম-লক্ষ্মণ এই কথা শুনিয়া অতিশয় পুলকিত ওপ্রীতি বশতঃ নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিলেন। ঐ সময়ে বানররাজ সুগ্রীবেরও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই সকল দর্শন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি হস্তগত হইয়াছে ভাবিয়া সুগ্রীব নিতান্ত পুলকিত হইলেন। ৪-৩৩।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দধিমুখের মধুবনে প্রত্যাগমন ও অঙ্গদাদির নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা।

বানরনাথ সুগ্রীব এই প্রকার কহিলে বানর দধিমুখ আহ্লাদিত হইয়া রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া সেই সকল শৌর্য্যসম্পন্ন বানরগণের সহিত আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন। তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই সত্বর গমন করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া মধুবনে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, সেই উদ্ধত বানরযূথপতি সকলে মধুর পরিণাম-কৃত মূত্র পরিত্যাগ করত প্রহৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছেন। বীর দধিমুখ তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে অঙ্গদকে এই মধুরবাক্যে কহিলেন, "সৌম্য! এই বনপাল বানরগণ না জানিয়া রোষভরে আপনাদিগকে নিবারণ করিয়াছে, তাহাতে আপনারা ক্রুদ্ধ হইবেন না। আপনি বহুদূর হইতে আগমন করিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন; বিশেষতঃ আপনি যুবরাজ ও এই বানরদিগের স্বামী; অতএব স্বীয় শেষ মধু পান করুন। হে মহাবল! আমাদের এই অজ্ঞানকৃত দোষ আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আপনার পিতা বালি পূর্ব্বে যেমন বানরগণের অধিপতি ছিলেন, উপস্থিত সময়ে সুগ্রীব ও আপনিও তেমনি তাহাদের প্রভু হইয়াছেন। হে কপিসত্তম! আর কেহই হরিসমূহের অধিপতি নহে। আমি আপনার পিতৃব্য সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া আপনাদের সকলের আগমন-সংবাদ নিবেদন করিলে তিনি মধুবন নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া কুপিত না হইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, 'সত্বর তাহাদের সকলকে এখানে পাঠাইয়া দাও'।" ১-১১।

বাক্যবিশারদ অঙ্গদ দধিমুখের এই মধুর বচন শ্রবণ করিয়া সেই সকল হরিবীরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে হরিযূথপগণ! আমার শঙ্কা হইতেছে, এই বৃত্তান্ত রাম শ্রবণ করিয়াছেন, দধিমুখও যখন হৃষ্টবাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তখনই আমি জানিয়াছি, রাম ইহা শুনিয়াছেন; অতএব আর আমাদের এখানে থাকা উচিত হয় না। দেখ, তোমরা সকলেই যথেষ্ট মধু পান করিয়াছ, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব এক্ষণে সুগ্রীবের নিকট গমন করাই কর্ত্তব্য। আপনারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে যাহা বলিবেন, আমি সেইমত করিব। কার্য্য-বিষয়ে আমি আপনাদের অধীন। যদিও আমি যুবরাজ, তথাপি আপনাদিগকে আজ্ঞা-প্রদানে আমার ক্ষমতা নাই। কেন না, আপনারা কৃতকর্ম্মা, আপনাদিগকে বল পূর্ব্বক পীড়িত করা যুক্তিযুক্ত নহে। বনবাসী বানরগণ যুবরাজ অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যুত্তর করিল, 'রাজন্! কিন্তু প্রভু হইয়া কোন্ ব্যক্তি এরূপ কথা বলিতে পারে? প্রভুগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া আত্মাভিমানী হয়। আপনারই মুখে ঈদৃশ বাক্য শোভা পায়; আর কাহারই নহে। আপনি যেরূপ অতি নম্র এবং বিনয়ী, তেমনি ভবিষ্যতে সৌভাগ্যোন্নতি অবলোকন করিবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে বানরবীরগণের অধিপতি মহাত্মা সুগ্রীব যেখানে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আমরা সকলেই তথায় যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছি। কিন্তু আপনার নিকট আমরা সত্য বলিতেছি, আপনি অনুমতি না করিলে বানরগণের কুত্রাপি একপদও গমন করিবার ক্ষমতা নাই।" ১২-২২।

তাহারা এইরূপ কহিলে অঙ্গদ প্রত্যুত্তর করিলেন, "উত্তম, সকলেই আমরা গমন করি, চল।" এই বলিয়া তিনি আকাশে উৎপতিত হইলে অন্যান্য বানরগণও সকলে যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরূপে তাহারা অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে অগ্রে করিয়া বেগভরে সহসা অম্বরে উত্থিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত মেঘবৃন্দের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে করিতে গমন করিল। অঙ্গদ সন্নিহিত হইলে বানরপতি সুগ্রীব শোক-সন্তপ্তচিত্ত কমললোচন রামকে কহিলেন,"আপনার মঙ্গল হউক, আপনি সম্যক্‌রূপে আশ্বস্ত হউন; জানকীর সন্ধান হইয়াছে সন্দেহ নাই। অয়ি শুভদর্শন! সময় অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং জানকীকে না দেখিলে ইহারা কখনই এখানে আসিতে পারিত না। অঙ্গদের সহর্ষ নিনাদ-দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, কার্য্যসিদ্ধি না হইলে বানরবর যুবরাজ মহাবাহু অঙ্গদ আমার নিকট আসিত না। বানরগণ অকৃতকার্য্য হইয়া এই প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অঙ্গদের বদন ম্লান এবং মন ভ্রান্ত ও বিপ্লুত হইত সন্দেহ নাই। অধিকন্তু জানকীকে না দেখিলে আমার এই পূর্ব্ব-পুরুষ-রক্ষিত পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত মধুবন প্রণষ্ট করিতে পারিত না। রাম! কৌশল্যা আপনাকে প্রসব করিয়া সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। আপনি আশ্বস্ত হউন। হনূমান্ জানকীকে দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর কেহই তাঁহাকে দেখে নাই।

হনূমানের ন্যায় আর অপর কেহই ঈদৃশ কার্য্য-সাধনের হেতু হইতে পারে না। কেন না, কার্য্যসিদ্ধি, বুদ্ধি, ব্যবসায়, শৌর্য্য ও শ্রুত সমুদায়ই হনূমানে প্রতিষ্ঠিত আছে। কপীশ্বর অঙ্গদ ও জাম্ববান্ যে বিষয়ের অধিনায়ক এবং হনূমান্ অধিষ্ঠাতা, সে বিষয়ের অন্যথা-প্রতিপত্তি-সম্ভাবনা নাই। হে অমিতবিক্রম! আপনি সম্প্রতি চিন্তান্বিত হইবেন না। দেখুন, বানরগণ দর্পিত ও উদ্দাম হইয়া সমাগত হইয়াছে। কারণ, অকৃতকার্য্য হইলে কখনই ইহারা এতাদৃশ আড়ম্বর করিত না। বনভঙ্গ ও মধুভক্ষণেও জানিয়াছি, তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে।" ২৩-৩৬।

অনন্তর রাজা সুগ্রীব আকাশমণ্ডলে বানরগণের কিলকিলাশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহারা হনূমানের কার্য্যসিদ্ধি প্রযুক্ত দর্পিত হইয়া চীৎকার করিতেছিল। বোধ হইল যেন, তাহারা কার্য্যসিদ্ধির সংবাদ প্রদান করিতেছে। তাহাদের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া কপিসত্তম সুগ্রীব হৃষ্টচিত্ত হইয়া লাঙ্গূল উচ্ছ্রিত করিলেন। এ দিকে তাহারা অঙ্গদ ও হনূমান্‌কে অগ্রে করিয়া রামদর্শনাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিতে লাগিল। অনন্তর অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরগণ নিতান্ত হৃষ্ট ও গর্ব্বিত হইয়া সুগ্রীব ও রামের সমীপে অবতরণ করিলেন। তন্মধ্যে মহাবাহু হনূমান্ অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া রামকে নিবেদন করিলেন, "জানকী স্বীয় স্বভাব রক্ষা করত কুশলে আছেন।" হনূমান্ জানকীকে দেখিয়াছেন, তাঁহারই মুখনিঃসৃত এই অমৃতোপম মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই আহ্লাদিত হইলেন এবং ঐ সময়ে পরম প্রীত হইয়া অধিকতর সম্মানের সহিত সুগ্রীবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামও পরম প্রীতি সহকারে বহুমানপ্রযুক্ত কপিবর হনূমান্‌কে দেখিতে লাগিলেন। ৩৭-৪৫।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রামহস্তে হনূমানের সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞান-মণিপ্রদান ও জানকীর বিবরণ বর্ণন।

অনন্তর হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণ সকলে বিচিত্রকানন-সমন্বিত প্রস্রবণ-শৈলে উপস্থিত হইয়া মহাবল রামলক্ষ্মণকে অবনতমস্তক দ্বারা প্রণাম এবং সুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্ব্বক যুবরাজ অঙ্গদকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সীতার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং যথাক্রমে রাবণান্তঃপুরে সীতার অবরোধ, রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক তাঁহার তর্জ্জন, রামের প্রতি তাঁহার অবিচলিত অনুরাগ এবং রাবণ সীতাকে নিহত করিবার জন্য যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছে, সেই সকল বৃত্তান্ত রামের নিকট নিবেদন করিলেন। ১-৩।

জানকী কুশলে আছেন শুনিয়া রাম উত্তর করিলেন, "হে বানরগণ! দেবী জানকী কোথায় আছেন এবং দেবী আমার প্রতিই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন? তোমরা সমস্ত সবিশেষ বর্ণন কর।" বানরগণ রামের কথা শুনিয়া সীতার বৃত্তান্তকোবিদ হনূমান্‌কে এ বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতে কহিলে, বাক্যবিশারদ পবনকুমার হনূমান্ অবনতমস্তকে সীতাদেবী ও তাঁহার অধিষ্ঠিত দক্ষিণদিক্ উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, যেরূপে জানকীকে দর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তিনি সেই বীর তেজঃপ্রভায়

পুটে কহিতে লাগিলেন, "আমি সীতাদেবীর দর্শন-বাসনায় শত-যোজন-বিস্তৃত মহাসাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম। দক্ষিণ-সমুদ্রের দক্ষিণতীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কা নামে যে পুরী আছে, আমি তথায় গমন করিয়া সেই রাবণের অন্তঃপুরে সীতাদেবীকে দর্শন করিলাম। হে রাম! সেই রামা আপনাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছেন। রাক্ষসীগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বারংবার তাড়না করিতেছে। রাম! সেই বিরূপা রাক্ষসীরাই তাঁহাকে বনমধ্যে রক্ষা করিয়া আছে। তিনি চিরকাল সুখভোগ করিয়া থাকেন। আপনার বিরহে এক্ষণে দারুণ দুঃখে পতিতা হইয়াছেন এবং রাবণের অন্তঃপুরে রুদ্ধা ও নিশাচরীগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া একবেণী ধারণ ও ভূশয্যায় শয়ন করিয়া ব্যাকুলভাবে সতত আপনারই চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় তিনি নিতান্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। রাবণের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি বা মন নাই। আপনাতেই চিত্তবৃত্তি অর্পিত করিয়া তিনি মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। হে অনঘ! এইরূপ অবস্থায় জানকীকে আমি কথঞ্চিৎ অন্বেষণ পূর্ব্বক দর্শন করিয়া, ইক্ষ্বাকু-বংশের সুখ্যাতির বিষয় ক্রমশঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিলে, তিনি আমায় সম্ভাষণ করিলেন। ঐ সময়ে আমার মুখে আপনার ও সুগ্রীবের পরস্পর বন্ধুত্ব শ্রবণ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। আপনাতে তাঁহার সর্ব্বদা ঐকান্তিক ভক্তি এবং তাঁহার পাতিব্রত্যও অবিচলিত। মহাভাগ! আমি এইরূপ অবস্থায় জানকীকে অবলোকন করিয়াছি। তিনি যেমন কঠোর তপঃশালিনী, সেইরূপ আপনার প্রতি সাতিশয় ভক্তিমতী। তিনি আমার অভিজ্ঞানস্বরূপ এই মণি প্রদান করিয়া কহিলেন যে, 'হে বায়ুতনয়! তুমি চিত্রকূটে সেই কাক-সম্বন্ধীয় ঘটনা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক যাহা যাহা এখানে দেখিয়া গেলে, সমস্তই রামকে জানাইবে এবং সুগ্রীবের সাক্ষাতে আমার কথা বলিতে বলিতে রামকে এই কাঞ্চনমণি প্রদান করিয়া কহিবে, আমি অতি যত্নে এই চূড়ামণি রক্ষা করিয়াছি। তিনি যে আমায় মনঃশিলার তিলক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করিতে বলিবে। তিনি যে তোমার হস্তে এই অঙ্গুরীয় আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি এক্ষণে ইহাকেই তাঁহার স্বরূপে দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিব।' হে অনঘ! দেবী জানকী পুনরায় আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'হে দশরথনন্দন! আমি রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়াছি; আর এক মাস মাত্র জীবনধারণ করিব; কিন্তু একমাস অতীত হইলে কোনমতেই বাঁচিব না।' মৃগীর ন্যায় উৎফুল্লনয়না, রাবণান্তঃপুরে অবরুদ্ধা, সেই ধর্ম্মচারিণী কৃশাঙ্গী জানকী আমায় এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, হে রাঘব! যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলাম, সেই সমস্তই আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। এখন সর্ব্বথা সাগর-সন্তরণের উপায়-বিধান করুন।" রাজতনয় রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আশ্বস্ত হইয়াছেন জানিয়া, বায়ুপুত্র হনূমান্ এইরূপে রামের হস্তে অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া, জানকীর কথা সকল আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিলেন। ৪-২৯।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

সীতাপ্রদত্ত মণি বক্ষে ধারণ করিয়া রামের বিলাপ।

অনন্তর পবনতনয় এই প্রকার কহিলে দশরথতনয় রামচন্দ্র সেই মণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। সেই উৎকৃষ্টতম মণি দর্শনে রাঘব শোকাকুল হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সুগ্রীবকে কহিলেন,"বৎস-দর্শনে স্নেহবশতঃ বৎসলা ধেনুর যেমন স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হয়, এই শ্রেষ্ঠ মণি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ বিগলিত হইতেছে। মদীয় শ্বশুর জনকরাজ বিবাহ-সময়ে সীতাকে এই মণি-রত্ন দান করিয়াছিলেন এবং তৎকালে যাহাতে এই মণি অধিকতর শোভিত হয়, সেইরূপেই সীতা ইহা মস্তকে বন্ধন করিয়াছিলেন। ধীমান্ ইন্দ্র যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া সমুদ্র-সম্ভূত, দেব-পূজিত এই মণি জনককে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! অদ্য এই মণি দর্শন করিয়া আমার পিতার এবং জনকের সেই রূপ মনে উদয় হইতেছে। হে বিভো! এই মণি আমার সেই প্রিয়তমার সীতার মস্তকেই শোভা পাইত; আজ ইহা দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সৌম্য! সেই বিদেহ-দুহিতা সীতা আমার কি বলিয়াছেন? তুমি সেই বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ বর্ণন কর। তিনি মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে জলসেচন দ্বারা জীবন-দানের ন্যায় আমাকে বাক্যবারি দ্বারা অভিসিঞ্চন করিয়াছেন। হে সৌমিত্রে! যখন জানকী ব্যতিরেকে কেবলমাত্র আমাকেই এই সমুদ্রসম্ভব মণি দর্শন করিতে হইল, তখন ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর দুঃখ কি হইতে পারে? হে বীর! জানকী যদি আর একমাস জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, অতি দীর্ঘকাল প্রাণধারণ করিলেন! বীর! আমি কিন্তু সেই ইন্দীবরনয়না সীতার বিরহে ক্ষণকালও প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইব না। হনুমান্! আমার প্রাণপ্রিয়া সীতা যে স্থানে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন, আমাকেও সেই স্থানে লইয়া চল; যখন সংবাদ পাইয়াছি, তখন আর ক্ষণকালও অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইতেছি না। আমার সেই সতী চারুনিতম্বিনী অত্যন্ত ভীত হইয়া ভীষণ নিষ্ঠুর রাক্ষসগণের মধ্যে কি প্রকারের সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন? তিমিরোন্মুক্ত শারদীয় চন্দ্রমা মেঘাবৃত হইয়াও যেমন প্রকাশ পায় না, সেইরূপ নিশ্চয়ই সীতার বদনমণ্ডল সম্প্রতি শোভা পাইতেছে না। হে হনুমান্! সীতা কি বলিয়াছেন, তুমি আমার নিকট তাহা যথার্থ বর্ণন কর; পীড়িত ব্যক্তি যেমন ঔষধ দ্বারা জীবনলাভ করে, আমি তেমনি ইহা শ্রবণ করিয়া জীবন লাভ করিব। হনুমন্! সৌম্যমূর্ত্তি মধুরভাষিণী আমার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী চারুনিতম্বিনী ভামিনী মদীয় বিয়োগে দুঃখিত হইয়া আমাকে কি বলিয়াছেন, তাহা বর্ণন কর। আর অসহ্য দুঃখভোগ করিয়া জানকীই বা কি প্রকারে জীবিত রহিয়াছেন?" ১ ১৫।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রামের নিকট হনুমানের সীতার উক্তি বর্ণন।

রঘুবংশাবতংস রামের এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া হনুমান্ তাঁহাকে সীতার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে চিত্রকূট পর্ব্বতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, জানকী দেবী অভিজ্ঞানস্বরূপে তাহা আদ্যোপান্ত এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। হে ভরতাগ্রজ! আপনার সহিত জানকী একদিন সুখে নিদ্রিত হইয়া পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক বায়স সহসা উড্ডীন হইয়া তাঁহার উভয় স্তনের মধ্যভাগে নখাঘাত করিল। তাহাতে দেবীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহ-নির্গত শোণিতধারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হওয়াতে আপনি জাগরিত হইলেন। হে পরন্তপ! আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন; কাক বার বার বিরক্ত করাতেই দেবী আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। হে মহাবাহো! বরবর্ণিনীর স্তনমধ্য বিদীর্ণ দর্শন করিয়া, আপনি আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'ভীরু! নখাগ্র দ্বারা কে তোমার স্তনযুগলের মধ্যস্থল বিদারণ করিয়াছে? রোষপরবশ পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কে ক্রীড়া করিতেছে?' ইতিমধ্যে আপনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হঠাৎ সরুধির তীক্ষ্ণনখর এক বায়সকে দেখিতে পাইলেন। সে দেবীর দিকেই মুখ করিয়া রহিয়াছে। সেই বায়সপক্ষী ইন্দ্রের তনয়। সে পবনতুল্য নিরতিশয় বেগে নিমেষমধ্যে পাতালে পলায়ন করিল। হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ! হে মহাবাহো! তখন আপনার চক্ষু ক্রোধে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; বায়সের প্রতি আপনার ক্রূরবাসনা উপস্থিত হইল। আপনি কুশাসন হইতে কুশ লইয়া তাহাতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজিত করিলেন; ঐ দর্ভ প্রলয়াগ্নির ন্যায় বায়সের অভিমুখে জ্বলিতে লাগিল। পরে আপনি তাহা বায়সের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দীপ্ত কুশ বায়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। দেবতারা তখন ভীত হইয়া কেহই তাহাকে আশ্রয়-দান করিলেন না। সে ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিল; কুত্রাপিও আপনার ত্রাণকর্ত্তা দেখিতে পাইল না। হে অরিন্দম! তখন সে আবার আপনার নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইল। হে কাকুৎস্থ! সে শরণাগত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে, তাহা দর্শন করিয়া বধার্হ হইলেও আপনি তাহাকে কৃপা করিয়া, তাহার জীবন রক্ষা করিলেন। কেবল অস্ত্র ব্যর্থ করা উচিত নহে, এই বলিয়া, রাঘব! আপনি সেই কাকের দক্ষিণ-চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে বায়স রাজা দশরথকে ও আপনাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া স্বীয় আলয়ে প্রতিগমন করিল। আপনি এতাদৃশ অস্ত্রকুশল, মহাবল ও মর্য্যাদানিষ্ঠ; তথাপি, হে রঘুকুলধুরন্ধর! আপনি কি জন্য রাক্ষসদিগের প্রতি অস্ত্রযোজনা করিতেছেন না? কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি দেব, কি মরুদ্গণ, রাম! সমরে কেহই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন না; আপনি নিরতিশয় বীর্য্যবান্। যদি আমার প্রতি আপনার আদর থাকে,তাহা হইলে সত্বর অব্যর্থ বাণসমূহ-নিক্ষেপে যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করুন। ভ্রাতার অনুজ্ঞালাভ করিয়া সেই শত্রুতাপন নরবর লক্ষ্মণই বা কি জন্য আমাকে উদ্ধার করিতেছেন না? সেই দুই পুরুষবর অগ্নি ও বায়ুসদৃশ তেজস্বী, দেবতাদিগেরও অজেয়; তবে তাঁহারা কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন? সেই পরন্তপ রাম ও লক্ষ্মণ যখন সমর্থ হইয়াও আমাকে রক্ষা করিতেছেন না, তখন আমারই কোন মহাপাপ আছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আর্য্যা জানকীর এই সুভাষিত বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলাম, 'দেবি! আপনার নিকট সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি,

আপনার অদর্শন-জনিত শোকে কোন কার্য্যেই আর রামের প্রবৃত্তি নাই; রাম দুঃখে কাতর হওয়ায় লক্ষ্মণও পরিতাপ করিতেছেন। যখন অনেক কষ্টের পর আপনার দর্শন পাইয়াছি, তখন আর শোকে প্রয়োজন নাই। ভামিনি! আপনি এখন হইতেই দুঃখের অবসান দেখিতে থাকিবেন। সেই দুই নরসিংহ শত্রুতাপন রাজপুত্র আপনার দর্শনলাভ-জন্য উৎসাহিত হইয়া লঙ্কানগরী ভস্মসাৎ করিবেন; হে বরবর্ণিনি! ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে সবান্ধবে সমরে নিহত করিয়া রাঘব আপনাকে লইয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিবেন, সন্দেহ নাই। অয়ি অনিন্দিতে! রাম যাহা চিনিতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহার তুষ্টি জন্মে, আপনি আমাকে এরূপ কোনও অভিজ্ঞান প্রদান করুন।' হে মহাবল! তখন তিনি সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বেণীর উদ্গ্রথন-যোগ্য উত্তম মণি বস্ত্রখণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। হে রঘুকুলপ্রিয়! আমি আপনার জন্য দুই হস্ত পাতিয়া মণি গ্রহণ করিলাম এবং মস্তক অবনত করিয়া আসিবার জন্য সত্বর হইলাম। আমাকে গমনার্থ উদ্যোগী এবং সাগর পার হইবার জন্য বর্দ্ধিত হইতে দর্শন করিয়া দুঃখ-নিবন্ধন বরবর্ণিনী অশ্রুপূর্ণ মুখে বাষ্পগদ্গদ-স্বরে দীনবাক্যে কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমি উৎপতনের উপক্রম করাতে সীতা ব্যাকুল এবং শোক-সমাচ্ছন্ন হইয়া আমাকে কহিলেন, 'হে মহাকপে! তুমিই ভাগ্যবান্, যে হেতু তুমি সেই কমললোচন মহাবাহু রাম ও আমার সেই মহাবাহু যশস্বী দেবর লক্ষ্মণকে দর্শন করিবে।' মৈথিলীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম, "দেবি জনকনন্দিনি! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন; হে অসিতনয়নে মহাভাগে! তাহা হইলে এখনই লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও আপনার ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইবেন।' দেবী কহিলেন, 'কপিবর! ধর্ম্ম এরূপ নহে যে, আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব। বীর! তবে ইতিপূর্ব্বে যে রাক্ষসে আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছে, কি করি, কাল কর্ত্তৃক পীড়িত হওয়াতেই ঐরূপ হইয়াছে। হে কপিশার্দ্দূল! সেই দুই রাজতনয় যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি একাকীই তথায় গমন কর।' এই প্রকার উপদেশ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, 'হনুমন্! সিংহসদৃশ পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণকে এবং অমাত্য-সহিত সুগ্রীবকে আমার কুশল-বার্ত্তা কহিবে। আর তুমি এরূপ ভাবে সমুদয় কথা বলিবে, যাহাতে মহাবাহু রাঘব আমার এই দুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তুমি আমার এই নিরতিশয় শোকাবেগ এবং এই নিশাচরীগণ কর্ত্তৃক পীড়নের কথা নিবেদন করিবে। হে বানরপ্রবীর! পথিমধ্যে তোমার মঙ্গল হউক।' রাজন্! আর্য্যা সীতা আগ্রহ পূর্ব্বক বিষাদ-সহকারে আপনার উদ্দেশে এই সকল কথা কহিয়াছেন। আপনাকে যে ভাবে যে কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া এক্ষণে বিশ্বাস করুন যে, সীতা সর্ব্বথা কুশলে আছেন।" ১-৩৪।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

সীতাসহ হনুমানের কথোপকথন-বৃত্তান্ত রামের নিকট বর্ণন।

"হে পুরুষশার্দ্দূল! অনন্তর আমি আসিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইলে তখন সীতাদেবী আমার প্রতি আপনার স্নেহ আছে বলিয়া সম্মান-সহকারে অবশিষ্ট কার্য্যের জন্য আমাকে কহিলেন। অবশেষে কহিলেন, 'তুমি এই প্রকার বিবিধ কথা দশরথনন্দনকে বলিবে, যাহাতে তিনি শীঘ্র সমরে রাবণকে নিহত করিয়া আমার উদ্ধার করেন। হে অরাতি-নিপাতন বীর! যদি অনুমোদন কর, তবে কোনও নিভৃত স্থানে বাস করিয়া অদ্য শ্রম অপনয়ন কর; কল্য গমন করিবে। বানর! তুমি আমার নিকটে থাকিলে নিতান্ত মন্দভাগিনী আমার এই শোকবিপাকেরও মুহূর্ত্তের জন্য বিমোচন হইতে পারে। হে বিক্রমশালিন্! তুমি গমন করিলে পর তোমার পুনরাগমন জন্য আমি প্রতীক্ষায় থাকিব; কিন্তু ইতিমধ্যে আমার জীবন থাকে কি না, তাহাতেই সন্দেহ। আমি দুরবস্থাপন্ন ও দুর্ভাগিনী, এক্ষণে তোমার পুনর্দ্দর্শন পাইব কি না, ভাবিয়া আমাকে মহোদ্বেগে কালযাপন করিতে হইবে। সুতরাং অতঃপর এতদপেক্ষাও অধিকতর দুঃখে আমায় পরাভূত হইতে হইবে। আর বীর! তোমার সহায় ঋক্ষ ও বানরগণের বিষয়ে আমার এই মহা সন্দেহ উপস্থিতই রহিয়াছে যে, সেই সকল ঋক্ষ ও বানর-সৈন্য কি করিয়া দুষ্পার মহাসাগর পার হইবে? সেই দুই রাজনন্দনই বা কি করিয়া মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবেন? হে নিষ্পাপ! সাগর-লঙ্ঘনে বিনতানন্দন গরুড়, পবন আর তুমি, এই তিন জনই সমর্থ। অতএব হে বাক্য-কুশল! হে বীর! এই দুরতিক্রমণীয় কার্য্য-নির্ব্বাহের কি উপায় স্থির করিয়াছ, বল? হে পরবীরঘাতিন্! তুমি একাকীই অনায়াসে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পার সত্য, কিন্তু তাহা হইলে তোমারই যশোবৃদ্ধি হইবে। রাম যদি রাবণকে সমগ্র সেনার সহিত নিহত করিয়া বিজয়ী হইয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার যশস্কর হয়। রাক্ষস তাঁহার ভার্য্যা আমাকে যেমন ছল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে রঘুবংশসম্ভূত রাঘবের সেরূপ করা উচিত হয় না। শত্রুসৈন্য-সংহারক কাকুৎস্থনন্দন রাম সৈন্য দ্বারা লঙ্কানগরী সমাচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া নিজনগরী প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার অনুরূপ কার্য্য হয়। অতএব যে কার্য্য সেই যুদ্ধশূর মহাত্মার অনুরূপ এবং যাহাতে তাঁহার বিক্রম প্রকাশ হয়, তুমি সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।' আমি তাঁহার সেই যুক্তিযুক্ত অর্থসম্পন্ন স্নেহগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া শেষ উত্তর করিলাম, 'দেবি! ঋক্ষ ও বানরগণের অধিপতি সত্যনিষ্ঠ বানরবর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আপনাকে উদ্ধার করিবেন। তাঁহার আজ্ঞাধীনে মহাবিক্রম, সাহসী, মহাবল এবং বাসনার ন্যায় শীঘ্রগামী বহুসংখ্যক বানর আছে। কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, কুত্রাপি তাহাদিগের গতিরোধ হয় না; কোন কার্য্যেই তাহারা অবসাদ প্রাপ্ত হয় না; তাহাদিগের বলেরও ইয়ত্তা নাই। সেই মহাভাগ বানরেরা বায়ু-পথে প্রবল-বলে পরিপুষ্ট হইয়া বারংবার এই ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছে। সুগ্রীবের নিকট আমা অপেক্ষা বিশিষ্ট ও আমার তুল্য বিস্তর বানর আছে; কিন্তু আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বানরই নাই। আমিই যখন এই দুস্তর পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারিয়াছি, তখন সেই সকল মহাবলের কথা আর কি বলিব? আরও দেখুন, প্রধান ব্যক্তিকে কেহই কখনও কোথাও প্রেরণ করে না, ইতর ব্যক্তিই সকল কার্য্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। দেবি! আর বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। আপনার বিষাদ দূর হউক; সেই সকল বানরযূথপতি এক লম্ফেই লঙ্কায় আগমন করিবেন। আর মহাভাগে! সেই

দুই নরসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদিত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন। আপনি অবিলম্বে দেখিতে পাইবেন, সিংহতুল্য, শত্রুঘাতী রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি অবিলম্বেই শ্রবণ করিবেন, পর্ব্বতকায়, মেঘসঙ্কাশ বানরবীরগণ লঙ্কার মলয়-সাহ্বতে নিনাদ করিতেছে। আপনি শীঘ্রই দর্শন করিবেন, নখদংষ্ট্রায়ুধ, সিংহ-শার্দ্দূল-সদৃশ পরাক্রান্ত, গজরাজতুল্য বানরগণ একত্র মিলিত হইয়াছে এবং সত্বর দেখিবেন, বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরিন্দম রাঘব অযোধ্যায় আপনার সহিত রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।' আপনার আন্তরিক শোকে সীতা তাদৃশ নিপীড়িত হইলেও আমার মুখে স্বীয় অভীষ্ট শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার কোন দীনতা লক্ষিত হয় নাই। আমি সুখকর প্রিয়বচন-পরম্পরায় সান্ত্বনা করাতে মিথিলাতনয়ার শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইয়াছিল!" ১-২৯।

সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত।

বাল্মীকি-রামায়ণ

লঙ্কাকাণ্ড

প্রথম সর্গ।

রামচন্দ্রের বিলাপ।

মহাত্মা রামচন্দ্র হনূমানের মুখ হইতে জানকীর সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রসন্নমনে তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! যে কার্য্য লোকে মনেও সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহে, তুমি তাহা অনায়াসে সাধন করিয়াছ। বলিতে কি, পতগরাজ গরুড়, বায়ু এবং মহাবীর হনূমান্ ভিন্ন অন্য কাহারও সমুদ্রলঙ্ঘনের সামর্থ্য সম্ভবে না। রাবণের রাজধানী লঙ্কাপুরী দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষের অগম্য, বিক্রম-প্রভাবে সেই পুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণধারণ পূর্ব্বক কোন্ ব্যক্তি তাহা হইতে নির্গত হইতে পারে? যথার্থ বলিতেছি, যে ব্যক্তি হনূমানের ন্যায় বলবীর্য্য-সম্পন্ন নহে, সে কদাচ রাক্ষসাধিষ্ঠিত সেই দুর্গম পুরীতে প্রবেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, হনূমান্ সুগ্রীবের অনুচরের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনার অসামান্য বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। বলিতে কি, যে ব্যক্তি ভর্ত্তার নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সহিত দুষ্কর কার্য্য সাধন করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া গণ্য। যিনি ভর্ত্তৃ-নির্দেশে অবস্থিত থাকিয়া সাধ্যপক্ষেও অবান্তর প্রিয়কার্য্য সাধন করেন না, তিনিই মধ্যম। শক্তি সত্ত্বে যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্-করে, সেই অধম বলিয়া গণ্য। যাহা হউক, হনূমান্ প্রভুর আদেশ-পালনে যে কেবল কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ নহে, দিগ্বিজয়ের সহিত সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন; বলিতে কি, সীতার সংবাদ প্রদান করিয়া ইনি আমাকে, লক্ষ্মণকে এবং এমন কি, রঘুবংশকে ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করিয়াছেন। হনূমান্ হইতে আমি যে প্রীতিলাভ করিলাম, তদনুরূপ সন্তোষ-সাধন করা বর্ত্তমানে আমার অবস্থোচিত নহে বলিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, আলিঙ্গন-দানই আমার যথাসর্ব্বস্ব, অতএব আমি এই মহাত্মাকে তাহাই প্রদান করিব।" এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র সমুপস্থিত প্রিয় ভক্তকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সুগ্রীবের সন্নিধানে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে সীতার অনুসন্ধানের সার্থকতা হইল বটে, কিন্তু সমুদ্রের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ উদাস হইয়াছে। দেখিতেছি, অগাধ সমুদ্র অতিশয় দুর্লঙ্ঘ্য, জানি না, কিরূপে বানর-সৈন্য ইহার পরপারে গমন করিবে? যাহা হউক, বৎস হনূমন্! তুমি ত সীতার অনুসন্ধান করিয়া আসিলে, এক্ষণে সমুদ্র-লঙ্ঘনের উপায় কি, তাহা আমাকে জানাইয়া দাও।" পরন্তপ রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া শোক-সন্তপ্তমনে চিন্তাপরায়ণ হইলেন। ১-১৯।

দ্বিতীয় সর্গ।

সেতুবন্ধনের জন্য রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশ।

অনন্তর দাশরথিকে অতিশয় শোকাতুর দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীব তাঁহার শোক-নিবারক বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে বীর! প্রাকৃত জনের ন্যায় আপনি শোকে অধীর হইতেছেন কেন? কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেরূপ বন্ধুত্বকে বিসর্জ্জন দেয়, তাহার ন্যায় আপনি অকিঞ্চিৎকর শোকভার পরিত্যাগ করুন। হে রাঘব! যখন দেবী বৈদেহীর অনুসন্ধান হইয়াছে, যখন বিপক্ষপুরী-দর্শন ঘটিয়াছে, তখন আর শোকের প্রয়োজন কি? হে রামচন্দ্র! আপনি বুদ্ধিমান্, প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রবেত্তা, অতএব আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া সম্ভব নহে; এক্ষণে উপস্থিত চিত্তচাঞ্চল্য পরিত্যাগ করুন। জানিবেন, আমি নিশ্চয়ই নক্র-কুম্ভীর-সমাচ্ছন্ন এই মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার বিপক্ষকে শিক্ষা দান করিব। হে বীর-চূড়ামণে! যে ব্যক্তি শোকাতুর হইয়া উৎসাহশূন্য ও নিরুদ্যম হয়, তাহার কার্য্য ধ্বংস হয় এবং সে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিপদের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে। এই যে সকল বানরদিগকে দেখিতেছেন, ইহারা আপনার হিতের জন্য অগ্নিপ্রবেশেও সঙ্কুচিত নহে। বলিতে কি, ইহাদের সহর্ষভাব-দর্শনে আমার এরূপ দৃঢ় প্রতীতি ও ধারণা হয় যে, ইহারা স্বকীয় বিক্রমে আপনার শত্রু দশাননকে

সংহার পূর্ব্বক দেবী জানকীর উদ্ধার সাধন করিবে। হে রঘুকুল-প্রদীপ! যেরূপে সেতু-বন্ধন ও লঙ্কা-সন্দর্শন ঘটিতে পারে, আপনি তাহার বিহিত উপায় করুন। আপনি ত্রিকূটশিখরস্থায়িনী রাক্ষসপুরী দর্শন করিয়া যাহাতে রাক্ষসরাজ রণশায়ী হয়, তাহার উপায় অবধারণ করুন। জানিবেন, সমুদ্রে সেতুসংঘটন না হইলে সুরাসুরেরও লঙ্কাবরোধ করিতে সাহস হইবে না। লঙ্কার সম্মুখদেশ পর্য্যন্ত সেতু-বন্ধন না ঘটিলে বানর-সৈন্যের সমুদ্র-লঙ্ঘন হইবে না এবং তাহা না হইলে আমরা জয়শ্রীর প্রসাদচিহ্ন-ধারণে সমর্থ হইব না। আমার সম্মুখস্থিত স্বেচ্ছারুচি এই সকল বীরদিগের উৎসাহ দর্শনে বোধ হইতেছে যে, আমরা অসিদ্ধকাম হইব না; এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ, আপনি সর্ব্ববিনাশিনী অবসন্নতাকে পরিহার করুন, আমি জানি, অবসন্নতাই পুরুষের বল-বীর্য্য ক্ষয় করিয়া থাকে। বলবান্ পুরুষদিগের পক্ষে পুরুষকারই প্রকৃত অলঙ্কার, অতএব এ সময়ে আপনি আত্ম-পৌরুষ প্রদর্শন করুন। জানিবেন, প্রিয়বস্তু নষ্ট বা অনুদ্দিষ্ট হইলেও শোকতাপ-প্রকাশ বীরের পক্ষে কেবল কার্য্য-বিনাশের হেতু মাত্র। আমি জানি, আপনি বুদ্ধিমানের শিরোমণি এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এক্ষণে আমার ন্যায় সচিবদিগকে সঙ্গে লইয়া বিপক্ষ-পক্ষের গর্ব্ব সংহার করুন। হে রামচন্দ্র! আপনার অগ্রে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক দাঁড়াইতে পারে, এরূপ ব্যক্তিই ত আমার লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ যদি আপনি উপস্থিত বানর-সৈন্যগণের প্রতি কার্য্যভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আপনার কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে না, আমি বলিতেছি, নিশ্চয়ই সমুদ্র পার হইয়া দেবী জানকীর উদ্ধার-সাধন করিব। অতএব আপনি এক্ষণে ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করুন, শোকাচ্ছন্ন হইবার প্রয়োজন নাই; জানিবেন, শান্তস্বভাব ক্ষত্রিয় প্রায়ই নিরুৎসাহ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি আমাদের সহিত সমুদ্র পার হইবার সমুচিত উপায় সমুদ্ভাবন করুন। জানিবেন, আমাদের সৈন্যসকল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিলেই জয়লাভের ভাবনা থাকিবে না। এই সকল বানর-সৈন্য কামরূপী এবং অতিশয় বীর্য্যবান্, ইহারা শিলা ও বৃক্ষাদি-নিক্ষেপে আপনার শত্রুদলকে অনায়াসে সংহার করিবে। অধিক কি বলিব, যদি কোনওরূপে আমরা সমুদ্র পার হইতে পারি, তাহা হইলে শত্রুসংহারের চিন্তা থাকিবে না। আপনাকে অধিক কি বলিব, আপনি যে সম্যক্প্রকারে বিজয়ী হইতে পারিবে, তাহা নানা প্রকার লক্ষণ ও মনের হর্ষচিহ্ন দর্শনে অনুমান হইতেছে।" ১-২৪।

তৃতীয় সর্গ।

হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কার দুর্গাদি বর্ণন।

অনন্তর পরমার্থবিৎ রামচন্দ্র সুগ্রীবের মুখে এরূপ যুক্তি-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, হনুমান্‌কে পুনর্ব্বার কহিলেন, "বীরবর! আমি তপোবল, সেতুবন্ধন বা সমুদ্র-শোষণ, যেরূপেই হউক, সম্যক্প্রকারে সমুদ্র পার হইতে পারিব। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দুর্গম লঙ্কাপুরীতে কতগুলি দুর্গ আছে? সৈন্যসংখ্যা কিরূপ? দ্বারদেশ দুষ্প্রবেশ কি না? রক্ষাবিধি ও গৃহসন্নিবেশ কি প্রকার? তুমি নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছ, তোমার নিকট হইতে তাহা প্রত্যক্ষস্বরূপে জানিতে বাসনা করি।" ১-৫।

পবননন্দন মহাবল হনূমান্ রঘুনন্দনের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "আমি আপনার আদেশে সমস্তই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। লঙ্কা যে কারণে দুর্গম, উহা যেরূপ সুরক্ষিত, রাক্ষসগণ যে প্রকার রাজভক্ত, উহার রাজ্য বিভাগ যে প্রকার, যেরূপ সমৃদ্ধি, যে প্রকার বাহন-সমাবেশ, মহাসমুদ্রের যে প্রকার ভীষণ প্রভাব, সমস্তই যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। লঙ্কাপুরী সতত প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ, মত্ত হস্তী সর্ব্বত্র সতত বিরাজমান, নানাস্থানে রথ সকল সুশোভিত, রাক্ষসগণ সর্ব্বদা এই পুরী রক্ষা করিয়া থাকে, এই পুরী অশ্বরাজি-সমাকীর্ণ এবং দুষ্প্রধর্ষ। ইহাতে দৃঢ় কপাট সকল সংবদ্ধ ও অর্গল সকল সংযুক্ত রহিয়াছে, ইহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ চারিটি দ্বার বর্ত্তমান। উহাতে সুবৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়া শোভা পাইতেছে; উহা এরূপে অবস্থাপিত যে, উপস্থিত হইবামাত্র প্রতিপক্ষ প্রতারিত হইয়া থাকে। উহার দ্বারদেশে ভীষণাকার লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শত শত শতঘ্নী প্রতিষ্ঠিত আছে। লঙ্কাপুরীর চতুর্দ্দিক্ স্বর্ণ-প্রাচীরে সংবেষ্টিত, উহার মধ্যভাগ মণি, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও মুক্তামালা দ্বারা বিরচিত। ইহার পরে একটি ভয়ানক পরিখা, ঐ পরিখা অগাধ এবং নক্র, কুম্ভীর ও মৎস্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ যন্ত্রলম্বিত সেতু বিরাজমান; বিপক্ষপক্ষ উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা ঐ সেতু রক্ষিত হইয়া থাকে; ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরসৈন্য পরিখায় প্রক্ষিপ্ত হয়। সেতুসমূহের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় হর্ম্ম্য বিদ্যমান। উহা আবার অসংখ্য স্বর্ণময় স্তম্ভ ও বেদিকায় পরিশোভিত। হে রামচন্দ্র! রক্ষোরাজ যুদ্ধার্থী বটে; কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতিশয় ধীর, সে সর্ব্বদা সাবধানে স্বচক্ষে নিজবল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। রাক্ষসরাজ-রাজধানী লঙ্কাপুরী গিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত; নিরালম্বভাবে উহাতে আরোহণ করিতে হয়; উহা দেবদুর্গবৎ অতিশয় দুর্গম, উহাতে নদীদুর্গ, গিরিদুর্গ ও চতুর্ব্বিধ কৃত্রিম দুর্গ বিরাজমান। দূরপ্রসারী সমুদ্র-পারে এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্রে নৌকার গতিবিধি নাই; বলিতে কি, উহার চতুর্দ্দিকের উদ্দেশ হয় না। এই পুরী শৈলশিখরে সুরচিত, সুতরাং দেবপুরীর ন্যায় দুর্লভ্য, ইহাতে হস্ত্যশ্ব সর্ব্বদা শোভা পাইয়া থাকে। ইহাতে শত শত পরিখা, অসংখ্য শতঘ্নী ও বিবিধ যন্ত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকাতে দুরাত্মা দশাননের রাজধানী শোভা পাইতেছে। ইহার পূর্ব্বদ্বার অযুত রাক্ষসে পরিরক্ষিত আছে; ইহাদের হস্তে শস্ত্র ও শাণিত খড়্গ, ইহারা যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ও অতিশয় দুষ্প্রধর্ষ। দক্ষিণদ্বার নিযুত নিশাচর রক্ষা করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে চতুরঙ্গিণী সেনা এবং সকলেই রণ-দুর্ম্মদ। প্রযুত রাক্ষসে পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছে, ইহাদের হস্তে চর্ম্ম, খড়্গ এবং সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী। এইরূপ উত্তরদিক্ অর্ব্বুদসংখ্যক রাক্ষস রক্ষা করিতেছে, তাহারা রথ ও অশ্বারোহণে বীরবেশে দণ্ডায়মান। লঙ্কাপুরীর মধ্য-স্কন্ধাবার অসংখ্য রথী ও অশ্বারোহী সৈন্যে সুরক্ষিত। বলিতে কি, উহারা সকলেই বীরকুলোদ্ভব এবং রক্ষোরাজ রাবণের অনুচর। হে রামচন্দ্র! আমি লঙ্কাপুরীর সেতু ভগ্ন ও পরিখা আপূর্ণিত করিয়াছি, সমস্ত পুরী দগ্ধ এবং প্রাকার সকল ভূমিসাৎ করিয়াছি। এক্ষণে যে কোন উপায়ে আমরা

সমুদ্রপার হইতে পারিব। আমার বিশ্বাস, বানর-সৈন্যগণ নিশ্চয়ই লঙ্কাজয় করিবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান্, পনস, নল ও সেনানী নীল, ইহাদের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে। ইহারা শৈলকানন-বিশোভিত তোরণভূষিত লঙ্কাপুরী ছিন্ন-ভিন্ন করিবে। যদি বানর-সৈন্য সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রোত্তরণ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করাই আবশ্যক।" ৬-৩৩।

চতুর্থ সর্গ।

রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমুদ্র-দর্শন।

সত্যসন্ধ অমিতবিক্রম রামচন্দ্র হনুমানের মুখ হইতে আনুপূর্ব্বিক এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "বৎস! তুমি যে লঙ্কা পুরী বিনষ্ট করিতে পার, তোমার পক্ষে ইহা অসঙ্গত নহে। এক্ষণে মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত, এই বিজয়-দায়ক মুহূর্ত্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য হইতেছে না। আইস, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই, দুর্ব্বৃত্ত দশানন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রাণ ধারণ করিয়া সে কোথায় গিয়া রক্ষা পাইবে? আসন্ন-সময়ে স্বাস্থ্যদায়ক ঔষধ-সেবন ও অমৃতপানে রোগী যেরূপ জীবনের আশা করে, তাহার ন্যায় আমার যুদ্ধ-ঘোষণা জানিতে পারিলে প্রেয়সী জানকীও জীবন ধারণ করিয়া থাকিবেন। অদ্য উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের সংযোগ ঘটিবে, অতএব সুগ্রীব! চল, এই মুহূর্ত্তে আমরা যুদ্ধার্থে সসৈন্যে যাত্রা করি। আমি চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার যে সকল শুভ-নিমিত্ত দর্শন করিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, যুদ্ধে রাবণকে বিনষ্ট করিয়া সীতার উদ্ধার-সাধন করিতে পারিব। আমার নয়নের ঊর্দ্ধভাগ স্পন্দিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, আমার জয়শ্রী অদূর-বর্ত্তিনী।" ১-৮।

এই সময়ে মহাত্মা রামচন্দ্র মহাবীর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব-কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে মহাবীর নীল পথ-পরীক্ষার জন্য বলবান্ অসংখ্য বানর-সৈন্য লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে থাকুন।" তিনি নীলকে কহিলেন, "যেখানে স্বচ্ছ শীতল জল এবং মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্যদিগকে লইয়া চল। বিপক্ষেরা বিষ-সংযোগে গন্তব্য পথের ফলমূলাদি দূষিত করিতে পারে; অতএব তুমি সতত সাবধানে সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে থাক। বানর-সৈন্যগণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের গুপ্ত সৈন্য সন্ধান করিতে থাকুক। যাহাদের সেরূপ সামর্থ্য নাই, তাহারা এই স্থানে অবস্থিতি করুক। উপস্থিত যুদ্ধকার্য্যে বলবীর্য্য-পরিচয়ের প্রয়োজন; সুতরাং বীর্য্যবান্ সৈন্য-সমাবেশ না করিলে কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে বলবান্ বানরগণ সাগর-প্রবাহের ন্যায় প্রসারিত সৈন্যসমূহ সঙ্গে লইয়া গমন করিতে থাকুক। পর্ব্বতাকৃতি মহামাতঙ্গ, মহাবলশালী গবয় ও গবাক্ষ গর্ব্বিত বৃষের ন্যায় অগ্রে অগ্রে গমন করিতে থাকুক। কপিশ্রেষ্ঠ ঋষভ সৈন্যগণের দক্ষিণপার্শ্ব এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহাদের বামদিক্ রক্ষা করিতে থাকুক। আমি সৈন্যগণের সন্তোষ-সমুৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদের মধ্যস্থলে হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ঐরাবতারোহী ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে থাকিব। কৃতান্তাকৃতি লক্ষ্মণও ধনাধিপতির ন্যায় অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন। মহাবাহু জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিনজনে সৈন্যগণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া গমন করিবেন। কপিরাজ সুগ্রীব স্বকীয় বলপ্রভাবে বরুণের ন্যায় কপি-সৈন্যের মধ্যদেশ রক্ষা করিতে থাকিবেন।" তখন রামচন্দ্রের বাক্যে সেনাপতি সুগ্রীব বানর-সৈন্যগণকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। মহাবলবান্ বানরগণ আদেশমাত্র গিরিগুহা ও শিখরদেশ হইতে সত্বর নির্গত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীব ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকটে সংপূজিত হইয়া সসৈন্যে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। অসংখ্য বানর-সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবল কপিসৈন্য যে সময় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল, সে সময় তাহাদের সন্তোষের সীমা রহিল না। তাহারা লম্ফন, উল্লম্ফন, গর্জ্জন, খেলন ও উৎকট শব্দ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহারা গমনসময়ে সুগন্ধ মধুর ফল ভোজন করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা পুষ্প-মঞ্জরী-শালী পাদপসকল ধারণ করিতে লাগিল। কেহ বা মদগর্ব্বে এক-জনকে বহন করিল; কেহ বা অন্যকে ভূমিতলে শায়িত করিতে লাগিল। তাহারা নিশাচরদিগের সহিত রাবণকে বিনষ্ট করিবে, এই বাসনায় রামের সমক্ষে সকলে ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ বহুসৈন্য-সমভিব্যাহারে পথ পরিষ্কার পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। মধ্যস্থলে কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে পরপীড়ক বলবান্ অসংখ্য সৈন্য গমন করিতে লাগিল। মহাবীর্য্যবান্ শতবলি দশকোটি বানর সঙ্গে লইয়া সৈন্যসমূহের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কেশরী, পনস, গজ ও বলবান্ অর্ক শতকোটি বানর সঙ্গে লইয়া সৈন্যদিগের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সুষেণ এবং জাম্ববান্ অসংখ্য ভল্লুক-সমভিব্যাহারে সুগ্রীবকে অগ্রগামী করিয়া সৈন্যগণের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সেনাপতি বানরশ্রেষ্ঠ নীল নানাপ্রকার উপদ্রব-নিবারণের জন্য সৈন্যদিগকে বেষ্টন পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও সরভ, ইঁহারা সত্বর গমনের জন্য সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে বীর্য্য-বান্ কপি-সৈন্যগণ যাইতে যাইতে নানাবিধ পাদপ-শোভিত গিরিবর সহ্য-পর্ব্বত দেখিতে পাইল; ক্রমে প্রফুল্ল কমলদল ও উৎকৃষ্ট সরোবর সকল তাহাদের নয়ন-পথের পথিক হইল। এইরূপে ভীমশাসন কমল-লোচন রামের শাসনে বাধ্য হইয়া বানরগণ শঙ্কিতমনে বহুবিধ নগর ও জনপদ অতিক্রম করিয়া তুমুল-রবে গমন করিতে লাগিল। সমুদ্র-গর্জ্জন যে প্রকার ভয়াবহ, বানর-সৈন্যগণ সেইরূপ ভীমরবে গমন করিতে লাগিল। সুলক্ষণ অশ্বগণকে চালিত করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় বানরগণ ত্বরিতগমনে রামচন্দ্রের পার্শ্বদেশে যাইতে লাগিল। নরবর রাম-লক্ষ্মণ হনুমান্ ও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া রাহু ও কেতুর গ্রাসনিবন্ধন অর্দ্ধদৃশ্য চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। ক্রমে দাশরথি ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও কপিরাজ সুগ্রীব-সমভিব্যাহারে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় অঙ্গদস্কন্ধারূঢ় লক্ষ্মণ যাত্রাকালে সমস্ত সুলক্ষণ দর্শন করিয়া অগ্রে রামচন্দ্রকে মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "আর্য্য! যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে আপনি সত্বর সীতাকে উদ্ধার ও দশমুণ্ডের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিয়া

প্রহৃষ্টমনে সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে পারিবেন। হে রাঘব! আমরা অর্থসিদ্ধির জন্য ভূলোক ও দ্যুলোকে নানাবিধ নিমিত্ত সকল দেখিতে পাইতেছি। আমি দেখিতেছি, বায়ু গন্ধবান্ ও সুখস্পর্শ, ইহা সৈন্যগণের অনুকূলে মৃদুমন্দ-গমনে সঞ্চারিত হইতেছে, মৃগ-পক্ষিগণ মধুর-স্বরে কলরব করিতেছে; দিঙ্মণ্ডল সুপ্রসন্ন ও দিবাকর বিমলভাব ধারণ করিয়াছেন, শুক্র উজ্জ্বল এবং ধ্রুব পূর্ণপ্রভায় প্রকাশিত। ব্রহ্মর্ষিমণ্ডল সুবিমল, সপ্তর্ষিমণ্ডল দীপ্ততেজে উঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া রহিয়াছেন। চাহিয়া দেখুন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ নৃপতি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত ও বশিষ্ঠসমভিব্যাহারে বিরাজমান। আমাদের কুলনক্ষত্র বিশাখা নিরুপদ্রবভাবে শোভা পাইতেছে। নির্ঋতিদৈবত মূলানক্ষত্র অনবরত দণ্ডাকার ধূমকেতু দ্বারা স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। সকলই রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য সম্ঘটিত হইয়াছে; জানা যাইতেছে যে, আসন্নসময়ে কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে জল নির্ম্মল ও সুস্বাদু পাদপসমূহ নানা প্রকার ফল-পুষ্পে পরিপূর্ণ এবং কুসুমরাজি সৌরভে সমাচ্ছন্ন। তারকা-সংহার-সময়ে সুর-সৈন্যের শোভা যেরূপ হইয়াছিল, তাহার ন্যায় কপিসৈন্য বিপুল বলপ্রভাবে শোভিত হইয়াছে। আর্য্য! আপনাকে অধিক কি বলিব, আপনি এই সমস্ত দর্শন করিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হউন।" অনন্তর বানর-বাহিনীগণের করচরণ-সমুত্থিত ধূলিজালে দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যপ্রভা বিলুপ্ত হইয়া গেল, মেঘমালা যেরূপ গগনতলে সংমিশ্রিত হয়, তাহার ন্যায় উঁহারা পর্ব্বত, অরণ্য ও আকাশের সহিত দক্ষিণদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। উঁহাদের গমন-প্রভাবে নদী সকল যেন প্রতিস্রোতে চলিয়া যাইতেছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। যাইবার সময় উঁহারা নির্ম্মল সরোবর, বৃক্ষ-বিশোভিত পর্ব্বতশ্রেণী, সমান ভূমি-প্রদেশে ও বিশিষ্ট বনমধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সেই বিপুল সৈন্য কখনও তির্য্যগ্‌ভাবে, কখনও সরলাকারে, কখনও ঊর্দ্ধে এবং কখনও বা অধোদেশে যাইতে যাইতে সমস্ত ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। উঁহাদের বদন হাস্যযুক্ত, গতি পবনতুল্য, সকলেই রাম-কার্য্যে বিক্রম-প্রদর্শনে সবিশেষ ব্যগ্র। সকলেই যৌবনমদে উন্মত্ত, পরস্পরকে আপনাদের শক্তি-প্রদর্শনে ব্যস্ত; তাহারা যৌবনস্বভাব-সুলভ দর্প বিস্তার পূর্ব্বক গমনপরায়ণ। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দ্রুত গমন করিতেছে, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে, কেহ স্বজাতীয় কিল-কিলা রব করিতেছে; তাহাদের আকৃতি মহামাতঙ্গবৎ। গমনকালে কেহ কেহ লাঙ্গুল আস্ফালন ও কেহ বা ভূতলে সগর্ব্বে পদাঘাত করিতেছে, কেহ কেহ বা বৃক্ষসকল চূর্ণীকৃত ও শৈলশৃঙ্গ ভঙ্গ করিতেছে। কেহ কেহ অত্যুন্নত গিরি-শিখরে আরোহণ করিয়াছে, কাহারও সিংহনাদে ধরা প্রকম্পিত হইতেছে। কেহ কেহ বেগে লতাজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে, কেহ বা শিলাখণ্ড ও বৃক্ষাদি লইয়া ক্রীড়ায় আসক্তচিত্ত। এইরূপে অসংখ্য বানর-সৈন্য গমন করিতে লাগিল; ক্রমে তাহাদের বিশ্রামের প্রবৃত্তি রহিল না। সকলেরই হাস্যবদন, যুদ্ধকামনাই সকলের লক্ষ্য, সীতার উদ্ধার-সাধন ভিন্ন কাহারও কোনও কামনা ছিল না। তদনন্তর তাহারা নানাবন-সমাকীর্ণ, বহুবিধ বৃক্ষশোভিত সহ্য-পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আরোহণ করিল। মহাত্মা রামচন্দ্র সহ্য ও মলয় পর্ব্বতের বিচিত্র কানন, নদী ও প্রস্রবণ সকল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। বানর-সৈন্যগণ যাইবার সময়ে চম্পক, তিলক, আম্র, অশোক, সিন্ধুবার, তিনিশ ও করবীর বৃক্ষে আরোহণ করিল। কেহ কেহ করঞ্জ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, জম্বু ও আমলক বৃক্ষে উত্থিত হইল। অনেকে মনোহর শিলাতলে উপবিষ্ট হইল; বৃক্ষের পুষ্পসকল বায়ুবেগে স্খলিত ও বিকীর্ণ হইয়া তাহাদের মস্তকে পতিত হইল। চন্দন তুল্য সুখস্পর্শ সমীরণ সঞ্চারিত হইতে লাগিল; মধুগন্ধপূর্ণ বনপ্রদেশে মধুব্রত সকল ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে সহ্যাদির ধাতুরাশি হইতে রেণুকণা উত্থিত ও বায়ুবেগে ঘনীভূত হইয়া সৈন্যদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। গিরি-প্রস্থে নানাজাতীয় প্রসূনসমূহ বিকশিত হইয়াছে। কেতকী সিন্ধুবার, বাসন্তী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগেশ্বর, চূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল, অশোক, সরল, অঙ্কোল ও পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রফুল্ল হইয়াছে; তদ্দর্শনে বানরগণ প্রহৃষ্ট হইয়া বৃক্ষ সকলকে আকুল করিয়া ফেলিল। ঐ পর্ব্বত মনোরম সরোবর ও পল্বলে বিশোভিত; তাহাতে হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাকগণ মনের সুখে কেলি করিতেছে; ইতস্ততঃ বরাহ ও মৃগগণ বিচরণ করিতেছে; স্থানে স্থানে ভয়ানক ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও সিংহ ক্রীড়া করিতেছে। তত্রত্য সরোবর সকল সৌগন্ধ্য-পূর্ণ প্রফুল্ল কমল, কুমুদ ও অন্যান্য জলজ পুষ্পে শোভিত; গিরিশৃঙ্গে নানাবিধ পক্ষী সকল অবস্থিতি করিয়া সতত মধুরস্বরে গান করিতেছে। বানরগণ ঐ সকল সরোবরে অবগাহন করিয়া জলপানান্তে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের অনেকে উল্লসিতচিত্ত হইয়া বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক তাহার সুস্বাদ ফল-মূল ও কুসুমাদি ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা মদোন্মত্ত হইয়া নানাবিধ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। অনেকে দ্রোণ-প্রমাণ লম্বমান মধুফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা পাদপোন্মূলন, কেহ বা লতাজাল ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বা এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে আরোহণ করিল। ক্রমে উঁহাদের পদভরে সহ্যগিরি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে সুপক্ক ধান্যে ধরা যেরূপ শোভিত হয়, তাহার ন্যায় যাবতীয় পিঙ্গলবর্ণ বানরে মহীমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তদনন্তর রামচন্দ্র সহ্য ও মলয় গিরি অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্রাচলে উপনীত হইলেন। তিনি তদুপরি আরোহণ করিয়া কূর্ম্ম-মীন-সমাকুল মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন। তখন পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অনুত্তম বেলাবনে উপস্থিত হইলেন, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সমুদ্রের তীরস্থিত শৈলতল নিয়ত প্রবাহাঘাতে ধৌত হইয়াছে। রাম বিজন তীরভূমি দর্শনে কহিতে লাগিলেন, "হে বন্ধো সুগ্রীব! দেখিতে দেখিতে আমরা সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে আমার মনোমধ্যে পূর্ব্বে যে চিন্তা স্থান পায় নাই, তাহা উদিত হইয়াছে। এই বিশাল সমুদ্রের পরপার দৃষ্ট হয় না; বিশিষ্ট উপায় ব্যতিরেকে ইহা উত্তীর্ণ হওয়া সহজ কথা নহে। আমার বিবেচনায় এখানে বানর-সৈন্য সমাবেশিত হওয়া কর্ত্তব্য; যাহাতে বানর সৈন্য সমুদ্র পার হইতে পারে, এক্ষণে তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।" সীতা বিরহ-ব্যথিত সীতাপতি সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ করিলেন। তিনি সুগ্রীবকে কহিলেন, "হে কপিবর! এইখানে সেনাসন্নিবেশ কর, সমুদ্রোত্তরণের পক্ষে এই উপযুক্ত সময়। এক্ষণে সেনাপতিগণ আপনাদের সেনা সকল রক্ষা

করুন। সাবধান! কেহ যেন আমাদের সৈন্য-বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও না যায়।" তখন রামের আদেশক্রমে লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীব সাগরতীরে সেনাসন্নিবেশ করিলেন। বর্ণ-সাদৃশ্যে বানর দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদনন্তর বানর-সৈন্য সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াসকলে নিবিষ্টচিত্তে সমুদ্রপার-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে উহাদের কলরবে সমুদ্রের গম্ভীর ধ্বনি বিলুপ্ত হইলেও উহা লোকের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুগ্রীব-সুরক্ষিত সেই বানর-সৈন্য, দ্বিধা বিভক্ত হইয়াও রামকার্য্য বিস্মৃত হয় নাই। উহাদের সম্মুখে ভীষণ সমুদ্র প্রচণ্ড-গর্জ্জনে নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোনও দিক্ লক্ষ্য হয় না, চতুর্দ্দিক্ অবাধে প্রসারিত। ঐ সমুদ্রে নানাবিধ জলজন্তুগণের বাস, প্রদোষকালে যখন সতত ফেনোদ্গার করিতে থাকে, তখন দেখিলে হাস্য বলিয়া বোধ হয়; যখন ইহা তরঙ্গ বিস্তার করে, তখন নৃত্যভাব বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। এই সময়ে চন্দ্রোদয় হওয়াতে মহার্ণবের জল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সমুদ্র পাতালবৎ ভীষণ, উহার ইতস্ততঃ তিমি-তিমিঙ্গিলে শোভাসম্পন্ন। মহাসমুদ্র তরঙ্গমালা-সংযোগে চন্দনবৎ ফেনরাশি পেষণ করিতেছে, ওদিকে নিশাকর দিগঙ্গনাদিগকে নিজ রশ্মিজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। সাগরগর্ভে ভীষণাকৃতি অজগরগণ নিলীন রহিয়াছে, মহার্ণবের নানাস্থানে প্রকাণ্ড শৈলসমুচ্চয়। উহার জল অতলস্পর্শ। মকর, নক্র ও নাগাদি সমুদ্রজলে অবস্থিতি করে; তাহারা বায়ু-সংযোগে বিতাড়িত হইতেছে; সমুদ্রের জলরাশি অনবরত উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্রস্থিত ভীষণাকৃতি সর্পগণের দেহ দীপ্তিময়, দেখিলে বোধ হয়, যেন সমুদ্রসলিলে অগ্নি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সমুদ্র আকাশ এবং আকাশ সমুদ্রসদৃশ; বাস্তবিক দেখিতে উভয়ের কোনও ভিন্নতা নাই। আকাশে তারকাশ্রেণী এবং সমুদ্রগর্ভে মুক্তাস্তবক উভয়ই এইরূপে প্রকাশিত। আকাশে মেঘমালা এবং সমুদ্রে উর্ম্মিমালা; সুতরাং আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ সংমিশ্রিত। প্রবল তরঙ্গাঘাত-নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীষণ রব শ্রুতিগোচর হইতেছে। সমুদ্রে বিস্তর রত্নরাজির সমাগম, বায়ুসংযোগে উহার জল দ্যুত্যভাবাপন্ন; জলজন্তু-সমাকীর্ণ সমুদ্রসলিল সতত উৎপতিত হওয়াতে তাহাকে ক্রুদ্ধের ন্যায় বোধ হইতেছে। বায়ুবেগ-সংযোগে উহার জলরাশি ক্রমশঃ উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া বানরগণ বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষনয়নে উর্ম্মিমালাসঙ্কুল সমুদ্র-কল্লোল দেখিতে লাগিল। ৯-১২৫।

পঞ্চম সর্গ।

রামের বিলাপ।

এ দিকে মহাবীর সেনাপতি নীল সমুদ্রের উত্তর-তীরে সুপ্রণালী পূর্ব্বক সৈন্যসন্নিবেশ করিতেছেন। মৈন্দ এবং দ্বিবিদ নামক বীর্য্যবান্ বানরদ্বয় সৈন্যরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমুদ্রতীরে সেনাসন্নিবেশ দেখিয়া দাশরথি পার্শ্ববর্ত্তী লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস! কালে শোকের প্রভাব থাকে না, ইহা আমি জানি; কিন্তু আমি দেখিতেছি, আমার প্রেয়সীর বিরহশোক দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সীতা দূরবর্ত্তিনী, সে জন্য আমি দুঃখিত নহি, রাক্ষসরাজ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতেও সন্তাপিত নহি; কিন্তু ক্রমশঃ যে তাঁহার জীবন হ্রাস হইতেছে, তাহাই আমার দুঃখের কারণ। হে সমীরণ! যেখানে জানকীর অবস্থিতি তুমি সেখানে গিয়া তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শ পূর্ব্বক আমাকে স্পর্শ কর; তাহা হইলে তোমার স্পর্শ আমার গাত্রে সংস্পৃষ্ট হইলে আমি সুখী হইতে পারিব। হায়! আমার এইটি মহাদুঃখ যে, অপহরণ-সময়ে প্রাণপ্রিয়া 'হা নাথ! হা নাথ!' বলিয়া রোদন করিয়াছেন। এক্ষণে কামাগ্নি আমাকে দিবারাত্র দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রিয়া-বিরহ এই অগ্নির কাষ্ঠ এবং তাঁহার চিন্তা ইহার নির্ম্মল শিখা। হে সৌমিত্রে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী সমুদ্রজলে প্রবিষ্ট হইব, তাহা হইলে কামাগ্নি আর আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। আমি যে প্রিয়া জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে বাস করিতেছি, এইটিই আমার প্রবোধের কারণ এবং এই জন্যই আমি জীবন ধারণ করিয়া আছি। নীরস ভূখণ্ড যেরূপ সজল ক্ষেত্রের স্নেহ-সংযোগে আর্দ্র হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জানকীর জীবন-ধারণে আমি জীবিত আছি। হায়! কবে আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কমললোচনা সীতাকে সমৃদ্ধিশালিনী জয়শ্রীর ন্যায় হস্তগত করিতে পারিব? রুগ্নব্যক্তির রসায়নের ন্যায় নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী জানকীর সুচারু বিম্বোষ্ঠযুক্ত মুখকমল উন্নমন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে কবে আমি চুম্বনে কৃতার্থ হইব? কবেই বা তিনি তালফলসদৃশ পীনোন্নত স্তনযুগল কম্পিত করিয়া গাঢ়ালিঙ্গনে আমাকে তৃপ্ত করিবেন? হায়! আমি যাঁহার নাথ, আজ তিনি নিতান্ত অনাথার ন্যায় কালাতিপাত করিতেছেন। যিনি জনকরাজ-নন্দিনী, যিনি মহারাজ দশরথের কুলবধূ, যিনি আমার জীবনের সর্ব্বস্ব, তিনি এক্ষণে রাক্ষসী-পরিবেষ্টিত হইয়া কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন? চন্দ্রকলা যেরূপ শরৎকালে সুনীল মেঘমালা ভেদ করিয়া সমুদিত হয়, তাহার ন্যায় জানকী আমার ভুজবলে দুর্বৃত্ত রাক্ষসদিগকে দলন করিয়া প্রকাশিত হইবেন। মনে হইতেছে, আমার প্রাণধন জানকী স্বভাবতঃ ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে দেশকাল-বিপর্য্যয়-নিবন্ধন শোকভোগে ও অনশনে অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছেন। লোকে মলিন বসন যেরূপ ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় কবে আমি রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাবিরহ-সম্ভূত শোকরাশি দূর করিতে পারিব? সুরসুন্দরীর ন্যায় সাধ্বী সেই জনকনন্দিনী কবেই বা আমার আলিঙ্গন পূর্ব্বক অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন?" রামচন্দ্র এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে দেখিতে দেখিতে দিবাবসান হইল; দিনমণি ক্ষীণ-দেহ ধারণ করিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইলেন। রাম যদিও সীতা-শোকে অতিশয় সন্তাপিত হইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের সান্ত্বনায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্ত হইয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদিতে মনঃসংযোগ করিলেন। ১-২১।

ষষ্ঠ সর্গ।

রাবণের উক্তি!

অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র রাবণ মহাত্মা শক্রের ন্যায় হনূমান্ দ্বারা ভয়াবহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে দেখিয়া লজ্জায় অবনতমস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে কহিল, "দুরাচার বানর দুর্গম লঙ্কাপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক

জানকীকে দেখিয়া গিয়াছে; আমাদেরও অবমাননার ত্রুটি করে নাই। সে চৈত্য ও প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, বলবান্ রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে; অধিক কি, তাহার বিক্রমে লঙ্কাপুরী আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তোমাদের এ বিষয়ে অভিপ্রায় কি? যাহা আমার পক্ষে উচিত ও শ্লাঘ্য, তোমরা এরূপ মন্ত্রণা অবধারণ কর।" তখন বীরগণ বলিতে লাগিলেন, "জয়লাভ মন্ত্রণামূলক, এই কথা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন; অতএব আমাদের সমুচিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। এই সংসারে উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের সম্মিলনের দোষ-গুণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হিতকারী মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য; মন্ত্রণাবিষয়ে মিত্র, বন্ধু বা এককার্য্যার্থীর সহিত মন্ত্রণা প্রশস্ত; স্থলবিশেষে অধিক লোককে মন্ত্রণামধ্যে লওয়া যাইতে পারে। যে ব্যক্তি এইরূপ আত্মীয়দিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন এবং দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তিনিই উত্তম পুরুষ বলিয়া গণ্য। যিনি একাকী মন্ত্রণা করেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন, সঙ্গ-বিহীন হইয়া সন্ধিবিগ্রহাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই মধ্যম পুরুষ। যে ব্যক্তি গুণ-দোষ দর্শন করেন না, দৈবকে উপেক্ষা করেন এবং কার্য্যে সম্যক্ নিশ্চেষ্ট, সেই অধম পুরুষ বলিয়া গণ্য। যেমন পুরুষদিগের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই প্রকার ত্রিবিধ বিভাগ আছে, সেইরূপ মন্ত্রেরও উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ বিভাগ দেখা যায়। যে মন্ত্রণায় সকলে একমতাবলম্বী হইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে চলিয়া থাকেন, তাহাই উত্তম মন্ত্র। যে মন্ত্রণায় বিভিন্ন মতি প্রবর্ত্তিত হইয়া বিচারিত হয় এবং কার্য্যকালে মতের একতা দৃষ্ট হয়, তাহাই মধ্যম মন্ত্র। যে মন্ত্রণায় মন্ত্রীদিগের ভিন্ন মত পরিচালিত হয় এবং কোনওরূপে মতের একতা ঘটিলেও মঙ্গল ঘটে না, তাহাই অধম মন্ত্র বলিয়া গণ্য। হে মন্ত্রিগণ! তোমরা মন্ত্রণাকার্য্যে সুপণ্ডিত, যাহা কর্ত্তব্য ও শ্রেয়ঃ, একমতাবলম্বী হইয়া সকলে তাহার অবধারণ কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, রাম অসংখ্য বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে লঙ্কাবরোধের উদ্দেশে ইহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি সানুজ ও সবলে সমুদ্র পার হইবেন, ইহা আমার বিশ্বাস। সেই রামচন্দ্র বিক্রমপ্রভাবে সমুদ্রশোষণ বা অন্য কিছু করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ! আমাদের সঙ্কট-অবস্থা দাঁড়াইয়াছে; অতএব যাহাতে আমাদের সম্যক্প্রকার মঙ্গল হয়, তোমরা তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।" ১-১৮।

সপ্তম সর্গ।

দুর্ম্মন্ত্রিগণের দুর্ম্মন্ত্রণা।

দশানন এইরূপ কথা কহিলে রাক্ষসগণ শত্রুপক্ষের বলাবল না বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, "রাজন্! আমাদের সৈন্য ও অস্ত্রবলের অভাব নাই; অতএব এক্ষণে আপনার বিষণ্ণতার কারণ কি, বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি ভোগবতীতে গিয়া যুদ্ধে পন্নগদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। যক্ষেশ্বর কুবের কৈলাসবাসী ও মহাদেবের চিহ্নিত বলিয়া গর্ব্ব করিত, সে লোকপাল ও অমিতবলশালী; আপনি রোষাবেশে তাহাকে ও যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া কৈলাসবন হইতে এই পুষ্পকরথ আনয়ন করিয়াছেন। হে রাক্ষসরাজ! ময়দানব আপনার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহিত সখ্যতা-সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার দুহিতা মন্দোদরীকে আপনার ভার্য্যার্থে প্রদান করিয়াছেন। যে মধু দৈত্য দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত, আপনি তাঁহাকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক কুম্ভীনসীর সুখ-স বিধান করিয়াছেন। আপনি রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ ও জটীকে বশীভূত করিয়াছেন। কালকেয় নামক দানবগণ অতিশয় দুর্জ্জয় ও বরলাভে বিলক্ষণ দৃপ্ত, আপনি সংবৎসরব্যাপী যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। হে রক্ষোনাথ! আপনি উহাদিগকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে মায়াবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, জলাধিপতি বরুণের পুত্রগণ অতিশয় বলশালী; কিন্তু তাহারা চতুরঙ্গ-বলসমভিব্যাহারে আপনার নিকটে পরাস্ত হইয়াছে। বলিতে কি, কৃতান্তের অধিকার মহার্ণব-সদৃশ, যমদণ্ড উহার নক্র-কুম্ভীরাদি, কালপাশ ভীষণ তরঙ্গ, কৃতান্তানুচর ভয়াল ভুজঙ্গ এবং মহাজ্বর ইহার ভীম ভাব; হে রাজন্! আপনি সেই সুদুস্তর সমুদ্রে অবগাহন করিয়া মৃত্যু-রোধ পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়াছেন; অধিক কি বলিব, আপনার রণ-চাতুর্য্যে লোকত্রয় সন্তুষ্ট হইয়াছে। যেরূপ বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পৃথ্বী পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পূর্ব্বকালে দেবেন্দ্র বিক্রম বহুতর ক্ষত্রিয়বীরে এই বসুন্ধরা সমাকীর্ণ হইয়াছিল। বলিতে কি, এই রাম বলবীর্য্য বা উৎসাহগুণে তাঁহাদের সমকক্ষ নহেন; আপনি পূর্ব্বোক্ত দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়দিগকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন নাই, আপনি স্থির থাকুন; জানিবেন, একাকী ইন্দ্রজিৎই কপিবল ক্ষয় করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ইনি দিব্য যজ্ঞারম্ভ পূর্ব্বক আশুতোষের সন্তোষসাধন করিয়া দুর্ল্লভ বর লাভ করিয়াছেন। ইনি সুরসৈন্য-সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক সুরপতিকে বন্দিভাবে লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। শক্তি ও তোমর ঐ সৈন্য-সমুদ্রের বিশাল মীনস্বরূপ, বিকীর্ণ অস্ত্রজাল ইহার শৈবাল, মাতঙ্গগণ ইহার কচ্ছপ, অশ্বগণ ইহার মণ্ডুকস্বরূপ, আদিত্য ও রুদ্রদেব ইহার মকর ও কুম্ভীর, মরুৎ ও বসুগণ ইহার ভীষণাকার সর্প, হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি ইহার অগাধ জল এবং পদাতিগণ ইহার তীরভূমি। হে রাজন্! পিতামহের অনুরোধে সুরপূজ্য সুরপতি বন্ধনমুক্ত হইয়া সুরসমাজে প্রস্থান করেন। হে মহারাজ! আপনি ইন্দ্রজিৎকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করুন; জানিবেন, তাঁহা হইতে রাম ও বানরসৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনাকে অধিক কি বলিব, এ বিপদ্ অতি সামান্য; কেন না, সামান্য লোক হইতে ইহার অবতারণা হইয়াছে। আপনি এ জন্য চিন্তিত হইবেন না। জানিবেন, আপনার হস্তে রামের মৃত্যু সুনিশ্চিত।" ১-২৫।

অষ্টম সর্গ।

দুর্ম্মুখ, প্রহস্ত প্রভৃতির উক্তি।

অনন্তর জলদকান্তি সেনাপতি প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে লঙ্কাপতিকে বলিতে লাগিল, "আমি যুদ্ধে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও উরগাদিকে পরাস্ত করিতে পারি, নর-বানরের কথা আর কি বলিব? আমরা বিশ্রব্ধভাবে প্রফুল্ল-মনে যে সময় আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলাম, সেই সময় হনুমান্ পুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করে। যাহা হউক,

আপনি অনুমতি করুন, আপনার আদেশে শৈল-কানন-সঙ্কুলা পৃথিবী বানর-শূন্য করিব। আমিই বানর-ভয় হইতে রাক্ষসদিগকে রক্ষা করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সীতাহরণ-নিবন্ধন আপনার কোন বিপদ্ ঘটিবে না।" ১-৫।

তখন মহাবীর দুর্মুখ বলিতে লাগিল, "আমাদের যেরূপ অবমাননা হইয়াছে, তাহার মার্জ্জনা নাই। লঙ্কাপুরের, অন্তঃপুরের এবং রাক্ষসরাজের বানরকৃত এ অপমান সহ্য হয় না। যাহা হউক, আমি একাকী গমন করিয়া বানরদিগকে বিনষ্ট করিব। তাহারা সাগরগর্ভে প্রবেশ বা আকাশে কিংবা পাতালে অবস্থিতি করুক, কোনরূপে তাহাদের রক্ষা নাই।" তদবসানে বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত কুপিত হইয়া রক্তমাংস-মিশ্রিত পরিঘ গ্রহণ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এই তিন জন বর্ত্তমান থাকিতে দীন হনুমান্‌কে বধ করিয়া কি লাভ ঘটিবে? যাহা হউক, অদ্য এই পরিঘ-প্রহারে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে সংহার করিয়া বানর-সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিব। হে রাজন্! আপনাকে অনুরোধ, এক্ষণে আমার আর একটি কথা শ্রবণ করুন। আপনি জানিবেন, যিনি উপায়কুশল ও উদ্যোগী, জয়শ্রী তাঁহার করাগ্রবর্ত্তিনী থাকে। আমি জানি, রাক্ষসগণ মায়াবী, বলবান্ ও ভীমদর্শন, তাহারা মায়ায় মানুষমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক রামের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহার ভ্রমোৎপাদন করিতে থাকুক এবং সকলে শান্তভাবে তাহাকে এই কথা বলুক, 'তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত যুদ্ধ-সাহায্যার্থে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন,' তাহা হইলে রাম শীঘ্র লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিবে। এই সুযোগে আমরাও শূল, শক্তি ও গদা ধারণ-পূর্ব্বক তাহার মধ্যপথে আক্রমণ করিব। আমরা সেই সময় দলে দলে আকাশে অবস্থান-পূর্ব্বক অস্ত্র ও প্রস্তর-নিক্ষেপে উহার প্রাণ সংহার করিব। যদি মায়াপ্রভাবে রামলক্ষ্মণকে আনা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের বধজন্য চিন্তা করিতে হয় না।" ইত্যবসরে কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ রোষারক্ত-নেত্রে কহিতে লাগিল, "নিশাচরগণ! তোমরা মহারাজের সহিত নিশ্চিন্তমনে অবস্থিতি করিতে থাক, আমি একাকী রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান্ ও অন্যান্য বানরগণের বধসাধন করিব।" তদনন্তর পর্ব্বতাকার নিশাচর বজ্রহনু সরোষে সৃক্কণী লেহন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "তোমরা আলস্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে ত্বরান্বিত হও, আমি একাকীই সকল বানরকে ভক্ষণ করিব। যাহা হউক, তোমরা নিশ্চিন্তমনে ক্রীড়া বা মনসুখে মধুপান করিতে থাক। আমি অদ্য রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান্, অঙ্গদ ও অন্যান্য বানরগণের বধসাধন করিব।" ৬-২৪।

নবম সর্গ।

বিভীষণের মন্ত্রণা।

তদনন্তর মহাবলবান্ নিকুম্ভ, রভস, সূর্য্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রশত্রু, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ ও দুর্মুখ, এই সকল রাক্ষস পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, চাপ, বাণ ও খড়্গ সকল ধারণ-পূর্ব্বক রোষাবেশে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া আপনাদের তেজে আপনারা প্রজ্বলিত হইয়াই যেন রক্ষোরাজ রাবণকে বলিতে লাগিল, "আমরা অদ্য রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বধ করিয়া, যে এই লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছে, সেই হনুমানের প্রাণ সংহার করিব।" ১-৬।

তখন পরমধার্ম্মিক মহাবল বিভীষণ অস্ত্রধারী বীরপুরুষদিগকে নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে বসিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে লঙ্কাধিপতি রাবণকে এই কথা কহিলেন, "রাজন্! যখন সাম, দান ও ভেদ এই উপায়ত্রয়ে কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তখনই পণ্ডিতেরা যুদ্ধের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রমত্ত, পীড়িত বা দৈবপ্রতিহত, বিশেষ কারণ অবগত হইয়া তাহার প্রতি বিক্রম প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। রামের প্রমাদাবস্থা নহে, বিশেষতঃ তিনি দৈবদর্শী, ধীর ও মহাবীর; তোমরা কি কারণে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখ, হনুমান্ ভয়াল সমুদ্র অতিক্রম-পূর্ব্বক এখানে আগমন করিবে, ইহা অগ্রে কে জানিতে পারিয়াছিল বা কে তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল? হে নিশাচরগণ! বিপক্ষ রামের বল অপ্রমেয়, না জানিয়া এ বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য হইতেছে না। বল দেখি, রামচন্দ্র এই রাক্ষসরাজের কি অপকার করিয়াছেন? ইনিই বা কি জন্য জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিলেন? নিশাচর খর আত্মসীমা উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক রামের প্রতি যে উৎপাত করিয়াছিল, তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাতে রামের দোষ কি? কারণ প্রাণীর পক্ষে প্রাণরক্ষাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাবণ এই অপরাধে সীতাহরণ করিয়াছেন, এ কার্য্য যার পর নাই নিন্দনীয়; আমি বারংবার বলিতেছি, ইহাতেই আমাদের ঘোর সর্ব্বনাশ ঘটিবে, এক্ষণে বিবাদ না করিয়া সীতাকে রামকরে প্রত্যর্পণ করাই শ্রেয়ঃকল্প। রামচন্দ্র অতিশয় বীর্য্যবান্ ও ধার্ম্মিক, অকারণ তাঁহার সহিত বৈরিতা করিবার প্রয়োজন কি? যাহা হউক, হে রাজন্! আপনাকে অনুরোধ, রামের সীতা রামকে প্রদান করুন। যাবৎ সীতাপতি তীক্ষ্ণশর-নিক্ষেপে সমৃদ্ধিশালী লঙ্কাপুরীকে ছিন্ন-ভিন্ন না করেন, তাবৎ সীতাকে রামহস্তে সমর্পণ করুন। যাবৎকাল পর্য্যন্ত রাম এই লঙ্কাপুরী অবরোধ না করেন, তাবৎ তাঁহার সীতাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন। যদি আপনি স্বয়ং গিয়া রামের সীতা রামকে না দেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী সকল বীরদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে। আমি চরণ ধরিয়া অনুরোধ করি, আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন, রামকে সীতা সমর্পণ করুন। রাম যাবৎ আপনার বধসাধনের জন্য শারদীয় সূর্য্যসদৃশ প্রখর দীপ্তফলক সুদৃঢ় শরজাল নিক্ষেপ না করিতেছেন, তাবৎ রামের সীতা রামকে দান করুন। মহারাজ! সুখধর্ম্মবিনাশন ক্রোধকে বিসর্জ্জন দিউন। যাহার সেবায় লোকানুরাগ ও কীর্ত্তি বিবর্দ্ধিত হয়, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করুন; আপনি প্রসন্ন হউন; জানিবেন, এরূপ কার্য্য করিলে আমরা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সুখে কাল কাটাইতে পারিব।" বিভীষণের এইরূপ সান্ত্বনবাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক রক্ষোরাজ রাবণ সকলকে বিদায় দিয়া স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিল। ৭-২৩।

দশম সর্গ।

রাবণের সগর্ব্বোক্তি।

তদনন্তর প্রাতঃকাল সমাগত হইলে সুধার্ম্মিক বিভীষণ পুনর্ব্বার রাক্ষসাধিপতি রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রাসাদ দৃঢ়-সন্নিবেশে বিরচিত, উহা শৈল-শিখরের ন্যায় সমুন্নত, কক্ষ সকল সুপ্রণালীতে বিভক্ত, উহা অনুরক্ত মহাজনদিগের আশ্রয়ভূমি। বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান্ প্রহরিগণ উহার রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করে। তত্রত্য বায়ু মত্তমাতঙ্গদিগের নিশ্বাসবেগে অস্থিরভাবাপন্ন, উহার স্থানে স্থানে শঙ্খধ্বনি, কোথাও বা তূর্য্য-নিনাদ। ইতস্ততঃ দিব্যাঙ্গনাগণ বিচরণ করিতেছে, রাজপথে নানাজাতীয় লোকের নানা প্রকার জল্পনা। প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণময় এবং উত্তম ভূষণে বিভূষিত। উহা দেখিতে গন্ধর্ব্ব বা দেবগণের প্রিয় নিকেতন অথবা যেন পন্নগের প্রিয়বাসভূমি। মহামেঘে মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ ঘটিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় দ্যুতিমান্ বিভীষণ অগ্রজের আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশসময়ে তিনি বেদবেত্তাদিগের মুখ হইতে দশাননের জয়-সম্বন্ধীয় পুণ্য-ঘোষণা শুনিতে পাইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, মন্ত্রবিৎ বিপ্রগণ পুষ্প, অক্ষত, ঘৃত ও দধিপাত্র দ্বারা পূজিত হইয়াছেন। তিনি গৃহপ্রবেশ করিলে অন্যান্য রাক্ষসগণ তাঁহার সমুচিত সম্মান-বিধান করিল। তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া তেজঃ-প্রভাবে প্রদীপ্ত সিংহাসনোপবিষ্ট অগ্রজের চরণে প্রণাম করিলেন। তিনি রাজাকে সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া রাজসঙ্কেতপ্রাপ্ত স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি অমাত্যগণের সন্নিধানে নির্জ্জনে অগ্রজকে হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। অগ্রে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশকালপাত্রানুসারে তাঁহার উক্তি সূচিত হইল। তিনি বলিলেন, "রাজন্! যে কাল পর্য্যন্ত জানকী লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এখানে নানা দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে। এখন অগ্নি মন্ত্র পূর্ব্বক আহুতি-প্রাপ্ত হইলেও উহার তেজ বর্দ্ধিত হইতেছে না; অধিক কি, জ্বলনকালে উগ্র ধূমময়, তদনন্তর স্ফুলিঙ্গ-বিশিষ্ট ও ধূমপূর্ণ। অধিক কি বলিব, রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলী সরীসৃপ-পরিপূর্ণ, হব্যে পিপীলিকার প্রাদুর্ভাব। গাভীগণ দুগ্ধহীন, হস্তী সকল মদস্রাবশূন্য, অশ্বগণ নবগ্রাসাভিলাষী হইয়াও দীনভাবে হ্রেষারবে সমুৎসুক; খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ কণ্টকিতকলেবরে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, তাহাদের এরূপ প্রকৃতি-বিপর্য্যয় দাঁড়াইয়াছে যে, চিকিৎসাতেও পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে না। বালকেরা একত্র দলবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকিয়া নিয়ত রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতেছে। গৃধ্রগণ তাপিত-মনে প্রাসাদাগ্রে বসিয়া আছে, প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে শিবাগণ অশিবরবে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতেছে। মৃগ ও হিংস্র জন্তুগণ নিয়তই পুরদ্বারে বজ্রনির্ঘোষবৎ শব্দ করিতেছে। এক্ষণে ভয়াবহ এই বিষাদের শান্তি করিতে হইলে রামকে সীতা সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য। রাজন্! লোভ বা মোহক্রমে যদি কোন বিরুদ্ধ কথা আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার দোষ মার্জ্জনা করিবেন। রাক্ষস ও রাক্ষসীদিগকে সীতাহরণের ফল সত্বর ভোগ করিতে হইবে। যদিও আপনার মন্ত্রীদিগের মধ্যে আমার ন্যায় কেহই পরামর্শ দেন নাই, তথাপি আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিতে আমি বাধ্য।" ১-২৫।

রাবণ-ভ্রাতা পরমধার্ম্মিক শান্তপ্রকৃতি বিভীষণ মন্ত্রীদিগের মধ্যে বসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে এইরূপ হিতকর কথা বলিলেন। তখন লঙ্কাধিপতি রাবণ বিভীষণের এইরূপ ন্যায়-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং তাঁহার কথার উত্তর দিতে লাগিল। "আমি তোমার ন্যায় কোন বিভীষিকা দেখিতে পাইতেছি না; রামকে জানকী সমর্পণ করা আমার অভিপ্রেত নহে; অধিক কি বলিব, সেই রাম যদিও দেবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়, তথাপি আমার সমক্ষে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে না।" দেববল-বিমর্দ্দক চণ্ড-বিক্রম রাবণ ভ্রাতা বিভীষণের মুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহাতে কর্ণপাত করিল না, প্রত্যুত বিভীষণকে বিদায় প্রদান করিল। ২৬-২৯।

একাদশ সর্গ।

রাবণের সভায় প্রবেশ ও সমস্ত রাক্ষসবীরগণকে আহ্বান।

রাক্ষসরাজ রাবণ জানকীর প্রতি অতিশয় আসক্তচিত্ত, সে পাপের গ্লানি এবং স্বজনের নিকটে অমর্য্যাদা-হেতু অতিশয় কৃশ হইতে লাগিল। সে যদিও কামার্ত্ত-হৃদয়ে জানকীচিন্তায় মগ্ন ছিল, যদিও তাহার যুদ্ধ-প্রসঙ্গ তৎকালে বিহিত বোধ হয় নাই, কিন্তু মন্ত্রী ও সুহৃদ্‌গণের পরামর্শক্রমে তাহাকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিল। অনন্তর মণিমুক্তা-বিভূষিত, স্বর্ণজালশোভিত রথ সজ্জীভূত হইলে সে উহাতে আরোহণ করিল। সে মহামেঘ-শব্দের ন্যায় উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া সভার উদ্দেশে যাত্রা করিল। তাহার অগ্রে অসিচর্ম্মধারী নিশাচরগণ গমন করিতে লাগিল। তাহাদের বেশ বিকৃত, নানা আভরণে বিভূষিত; তাহারা রাজার পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশ বেষ্টন পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। অতিরথগণ সশস্ত্রে রথে, হস্তিপৃষ্ঠে ও দিব্য তুরঙ্গমে আরূঢ় হইয়া তদনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। অপরে গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পরশু ও শূল ধারণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। এই সময় তুমুল তূর্য্যনিনাদ ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। মহারথ রাবণ রথনেমি-নির্ঘোষে রাজপথ প্রকম্পিত করিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মস্তকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল রাজচ্ছত্র। তদীয় দক্ষিণ ও বামদিকে স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ শুদ্ধ স্ফটিক-ধবল চামরদ্বয় ব্যজন হইতেছে। পথে বহুসংখ্যক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক জয়োচ্চারণ করিয়া তাহার স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সংপূজিত ও অভ্যর্থিত হইয়া রাবণ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। উহার কুট্টিমপ্রদেশ স্বর্ণ ও রৌপ্য-সংগ্রথিত, মধ্যস্থলে শুদ্ধস্ফটিক ও স্বর্ণময় উত্তম ছাদ। ছয় শত পিশাচে ঐ সভা-গৃহ সংরক্ষিত, শিল্পকর বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। রাজার উপবেশনের জন্য মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন বিস্তৃত, উহা সুকোমল মৃগচর্ম্ম-বিমণ্ডিত এবং উপাধানবিশিষ্ট। রাক্ষসনাথ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দিব্যাসনে উপবিষ্ট হইল এবং ঈশ্বরের ন্যায় নিকটবর্ত্তী দূতগণের প্রতি আদেশ করিল, "তোমরা সত্বর রাক্ষসদিগকে এখানে আনয়ন কর। যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ করাই রাক্ষসদিগের আহ্বানের উদ্দেশ্য।" ১-১৮।

শ্রুতমাত্রে সকলে তাহার নিকটে আগমন করিল। দূতগণ রাজাজ্ঞাক্রমে সমস্ত লঙ্কা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং প্রতিগৃহে

গমন করিয়া বিহার-শয্যা ও উদ্যান-ভোগানুরক্ত রাক্ষসদিগকে নির্ভীকের ন্যায় আহ্বান করিতে লাগিল। রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিতে লাগিল; অনেকে পদব্রজে গমন করিতে আরম্ভ করিল। গগনমণ্ডল পতগকুলে যেরূপ সমাকীর্ণ হয়, তাহার ন্যায় লঙ্কাপুরী তাহাদের রথ, হস্তী ও অশ্বে সমাচ্ছন্ন হইল। সিংহ যেরূপ গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় তাহারা বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া সভার দূরদেশে অবতীর্ণ হইল এবং পদব্রজে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাহারা নৃপতির পাদপদ্ম বন্দনা করিলে রাবণ তাহাদের সমুচিত সম্মাননা করিল; ক্রমে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে ও কেহ কেহ বা ভূমিতে উপবেশন করিল। এইরূপে যাহার যেরূপ পদমর্য্যাদা, সে তদনুরূপ আসন অধিকার করিল। প্রধান অমাত্য ও মন্ত্রিগণ আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। ক্রমে অন্যান্য শূর-বীরগণ কার্য্যসৌকর্য্যার্থে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে যশস্বী বিভীষণ স্বর্ণ-মণ্ডিত, অশ্বশোভিত, সুন্দর স্যন্দনে আরোহণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করিয়া আপনার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্রজের পাদমূলে প্রণাম করিলেন। শুক ও প্রহস্ত সমাগত লোকদিগকে স্বতন্ত্র আসন প্রদান করিতে লাগিল। সভাস্থ সকলেই সুবর্ণ ও মণিময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, তাহাদের পরিধেয় বসন অতি রমণীয়, তাহাদের শরীর অগুরু ও চন্দনে চর্চ্চিত, তাহাদের পরিহিত মাল্য ও চন্দনাদির গন্ধে দিক্ আমোদিত হইতে লাগিল। সভাস্থ সকলেই নীরব, কাহারও মুখ হইতে মিথ্যা কথা উচ্চারিত হইতেছে না, কেহ উচ্চরবে কোনও কথা কহিতেছে না, সকলেই এক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী এবং বীর্য্যপ্রভাবে সুপরিচিত, তাহারা একদৃষ্টিতে রাবণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। এইরূপে রাঘবারি রাবণ শস্ত্রধারী বীরবরদিগের সমক্ষে বিরাজিত থাকিয়া বসুগণের মধ্যে বাসবের ন্যায় অতিশয় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ১৯-৩২।

দ্বাদশ সর্গ।

রাবণের যুদ্ধার্থমন্ত্রণা এবং কুম্ভকর্ণের আশ্বাসপ্রদান।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ সভাস্থ জনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেনাপতি প্রহস্তকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিল, "হে সেনাপতে! আমার সৈন্যগণ যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং তাহারা চতুরঙ্গ-শ্রেণীতে বিভক্ত; তুমি তাহাদিগকে সাবধানে নগররক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত কর।" তখন অনুগত সেনাপতি রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রাক্ষসপুরীর অন্তর ও বহির্দ্দেশে সৈন্য স্থাপন করিল। এইরূপে রাজাজ্ঞা সমাধা করিয়া প্রহস্ত রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে দন্তের সহিত বলিতে লাগিল, "রাজন! আপনার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি, বলবান্ রাক্ষস-সেনা নগরীর ভিতর ও বাহিরে রক্ষা করা হইয়াছে, এক্ষণে মনের উদ্বেগ নিবারণ পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য, সমাধা করুন।" তখন দশানন হিতৈষী সেনাপতির মুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া সুহৃদ্গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "বিপদসময়ে প্রিয়,অপ্রিয়,সুখ, দুঃখ, ক্ষতি,লাভ, হিত অহিত,এই সমস্ত বিষয় বিদিত হওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। আমি জানি, তোমরা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়া থাক, কদাচ তাহা নিষ্ফল হয় না। অধিক কি বলিব, ইন্দ্র যেমন সোম, গ্রহ, নক্ষত্র ও মরুদ্গণ-পরিবেষ্টিত থাকিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তোমাদের আনুকূল্যে আমি লঙ্কার রাজপদে অধিষ্ঠিত আছি। এই সঙ্কটের সময় আমি তোমাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি, মদীয় মধ্যম সহোদর কুম্ভকর্ণ ছয়মাসকাল নিদ্রিত ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে কিছু বলি নাই। এক্ষণে মহাবল কুম্ভকর্ণ সুপ্তোত্থিত হইয়াছেন, তিনি বীরকুলের চূড়ামণিস্বরূপে শোভা পাইতেছেন। নিশাচরগণ! আমি জনস্থান হইতে রামের প্রিয়মহিষী সীতাকে সমানয়ন করিয়াছি। সেই অলসগামিনী বরবর্ণিনী কিছুতেই আমার শয্যাশায়িনী হইতেছে না; বলিতে কি, সীতাসদৃশী রূপবতী রমণী ত্রিলোকে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব স্থূল, মুখমণ্ডল শরৎশশী সদৃশ; তিনি দেখিতে সুবর্ণ-প্রতিমা এবং ময়-নির্ম্মিত মায়ার ন্যায়। তাঁহার পদতল আরক্ত ও কোমল,তদীয় নখর তাম্রদীপ্তি, দেখিবামাত্র আমার অঙ্গ অনঙ্গ-শরে বিদ্ধ হইয়াছে; তিনি প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সৌর-কিরণের ন্যায় প্রভাশালিনী। তাঁহার নাসিকা উন্নত, নয়নদ্বয় আয়ত এবং মুখ রমনীয়; দেখিবামাত্র আমি অধীর হইয়াছি। আমার রোষ ও হর্ষকে পরাভূত করিয়া মনসিজ মনে প্রদীপ্ত হইতেছে, আমার দেহকান্তি মলিন করিতেছে এবং শোকসন্তাপ বর্দ্ধিত করিতেছে। সেই সুন্দরী স্বামী রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় আমাকে সংবৎসরকাল অপেক্ষা করিতে বলিলে আমি তাহাতেও সম্মত হইয়াছি। এক্ষণে আমি পথশ্রান্ত তুরঙ্গমের ন্যায় কামের তাড়নায় অতিশয় অস্থির হইয়াছি। আমি জানি না,বানর-সৈন্য-সমভিব্যাহারে মানুষ রাম-লক্ষ্মণ কিরূপে দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। অথবা যখন একমাত্র বানর মহৎ কাণ্ড ঘটাইয়া ফেলিল, তখন তাহাদের কার্য্যগতি কিরূপে বুঝা যাইবে, বল? যদিও মনুষ্য হইতে আমাদের ভয়ের সম্ভাবনা নাই, তথাপি তোমরা এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, অবধারণ কর। আমি পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামে তোমাদেরই সাহায্যে জয়-শ্রী লাভ করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে উপস্থিত কার্য্যে তোমরা সহায়তা কর। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, দূতমুখে জানকীর উদ্দেশ পাইয়া রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব প্রভৃতি বানরদিগের সমভিব্যাহারে সমুদ্রের পূর্ব্ব-পারে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ করিতে পারা যায়, তোমরা এরূপ উচিত মন্ত্রণা বিধান কর। আমি জগতে এরূপ কোনও ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না যে, বানর-সৈন্য-সমভিব্যাহারে সমুদ্রোত্তরণ পূর্ব্বক আমাকে পরাস্ত করে; অতএব আমার জয় নিঃসন্দেহ।" তখন জ্যেষ্ঠের এরূপ সকরুণ উক্তি শ্রবণ করিয়া মধ্যম সহোদর কুম্ভকর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, "হে অগ্রজ! তুমি যখন দর্শনমাত্রেই সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, তখন তাহার সময় ত অতিক্রান্তই হইয়াছে। এক্ষণে যমুনা যেরূপ অবতীর্ণ হইবার কালে আপনার হ্রদ পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুদ্র-সংযোগের পর আর তাহার শক্তি প্রকাশ পায় নাই, তাহার ন্যায় সীতা তোমার অনুরাগিণী হইবেন। যাহা হউক, মহারাজ! তোমাকে বলি, পরস্ত্রী-হরণ করা তোমার পক্ষে অসদৃশ হইয়াছে, আমার বিবেচনায় এ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে যদি আমাদিগকে জানাইতে, তাহা হইলে ইহার প্রতীকারের সম্ভাবনা

ছিল। রাজন্! যে ব্যক্তি মন্ত্রীর মন্ত্রণাক্রমে ন্যায়মতে রাজকার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আর অনুতাপের মুখ দেখিতে হয় না। যদি মন্ত্রণা না করিয়া কোনও অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, অপবিত্র যজ্ঞে আহুত হবির ন্যায় তাহা কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। যে রাজা কার্য্যের পূর্ব্বাপর ভাব অবগত নহেন, তাঁহার নীতিশাস্ত্রে লক্ষ্য নাই। অধিক কি বলিব, যাঁহার স্বভাব অতিশয় চঞ্চল, তাঁহার বল অধিক হইলেও বিপক্ষেরা অনায়াসে তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে সমর্থ হয়। তুমি পরিণাম চিন্তা না করিয়া এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে রামচন্দ্র বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যে এখনও প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই, ইহাই তোমার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে। যাহা হউক, তুমি যদিও অসদৃশ কার্য্য করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমার শত্রু সংহার করিয়া তোমার উদ্বেগ দূর করিব। যদি ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মারুত, কুবের ও বরুণ তোমার সহিত শত্রুতা-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও আমি তাহাদের সহিত সংগ্রামে বিমুখ হইব না। আমার দেহ পর্ব্বত-প্রমাণ, দশন সুতীক্ষ্ণ, যখন আমি প্রকাণ্ড পরিঘহস্তে সিংহনাদ করিতে থাকিব, তখন পুরন্দরেরও অন্তরে আশঙ্কার উদ্রেক হইবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাম একটি শর পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়টি নিক্ষেপ করিতে না করিতে আমি তাহার শোণিত পান করিব। আমি রাম-লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে সুখকরী জয়শ্রী প্রদান করিব; জানিও, রাম-লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিয়া বানর-বীরদিগের প্রাণ সংহার করিতে ত্রুটি করিব না। রাজন্! তুমি এক্ষণে মনের সুখে মদ্যপানে প্রবৃত্ত হও এবং উৎসাহের সহিত হিতকর কার্য্য করিতে থাক; আমার হস্তে রামের মৃত্যু ঘটিলে সীতা চিরকালের জন্য তোমার বশবর্ত্তিনী হইবেন।" ১-৪০।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাবণকে মহাপার্শ্বের অভয়দান।

তদনন্তর মহাবল মহাপার্শ্ব রাবণকে কুপিত দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিতে লাগিল "যে ব্যক্তি হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মধুপানে প্রবৃত্ত না হয়, সে ব্যক্তি যথার্থই মূর্খ। হে শত্রুনিবর্হণ! আপনি সকলের প্রভু, আপনার কি বিপদ্ থাকা সম্ভব? আপনি এক্ষণে মনের সুখে রামের মস্তকে পদবিন্যাস পূর্ব্বক সীতার সহিত বিহার করিতে থাকুন। আপনি কুক্কুটের ন্যায় বল পূর্ব্বক প্রধাবিত হউন এবং সীতার প্রতি বারংবার আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে ভয়ের সম্ভাবনা কি? যদিই বা ভয়ের কারণ ঘটে, অনায়াসে তাহার উপায় করিতে পারিবেন। মহাবল কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ আমাদিগের সহিত বজ্রধারী ইন্দ্রেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা কার্য্যসিদ্ধির জন্য সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায় অবধারণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে শেষ উপায়কে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করি। এক্ষণে আপনাকে অধিক কি বলিব, আমরা শস্ত্রপ্রভাবে উপস্থিত বিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিয়া ফেলিব।" তখন রাক্ষস রাবণ মহাপার্শ্বের সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে মহাপার্শ্ব! আমি তোমার নিকটে একটি পূর্ব্বঘটনার উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি একদিন পুঞ্জিকস্থলী নাম্নী একটি অপ্সরাকে ব্রহ্মার নিকটে যাইতে দেখিয়াছিলাম, ঐ অপ্সরার শরীর অগ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল। দর্শনমাত্রে সে আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল, আমি বলপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিবসনা করিয়া ফেলিলাম; সে বিদলিত নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইল। তাহার নিকটে আমার দুর্ব্যবহার-পরিচয় জানিতে পারিয়া পিতামহ সক্রোধে আমার প্রতি অভিসম্পাত করিলেন, 'রে দুর্বৃত্ত! তুই যদি অদ্য হইতে কোনও স্ত্রীর প্রতি বলপ্রকাশ করিস্, তবে তোর মস্তক নিশ্চয়ই শতধা চূর্ণ হইবে।' হে বীর! আমি তদবধি ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়া আছি, সে জন্য সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার বেগ সমুদ্রতুল্য এবং গতি বায়ুসদৃশ, আমার বিক্রম অবিদিত থাকায় রাম লঙ্কাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যে সিংহ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গিরি-গহ্বরে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, মৃত্যুর ন্যায় তাহাকে জাগরিত করিতে কাহার সাহস হয়? রাম দ্বিজিহ্ব সর্পের ন্যায় আমার শরাসন-চ্যুত শর-শক্তি সন্দর্শন করে নাই, সে কারণে সে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেরূপ উল্কা-নিক্ষেপে মত্ত মাতঙ্গকে দগ্ধ করা যায়, আমি সেইরূপ শরবর্ষণে রামকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। যেরূপ দিবাকরের সমুদয়ে তারাসমূহের প্রভা বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় আমি সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক রামের বল ক্ষয় করিব। অধিক কি বলিব, সহস্রলোচন ইন্দ্র ও বরুণ আমাকে পরাস্ত করিতে পারে না; আমি যে পুরীতে অবস্থান করিতেছি, ইহা পূর্ব্বে কুবেরের অধিকৃত ছিল, এক্ষণে ভুজবলে আমার আয়ত্ত হইয়াছে।" ১-২১।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বিভীষণের উক্তি।

অনন্তর বিভীষণ নিশাচরেন্দ্র রাবণ ও কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজকে হিতকর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! সীতা ভীষণ সর্পতুল্য, তাঁহার বক্ষঃস্থল ভুজঙ্গের দেহ, চিন্তা বিষ, হাস্য তীক্ষ্ণ দশন, তাঁহার হস্তাঙ্গুলি পঞ্চ মস্তক; তুমি সেই কালসর্পকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ কেন? যাহা হউক, যাবৎ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র তীক্ষ্ণনখ বানরেরা লঙ্কাপুরী অবরোধ না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের সীতা রামকে প্রদান কর। যাবৎ মহাবীর রামের বজ্রসদৃশ শরসমূহে রাক্ষস-দিগের শিরশ্ছেদ না ঘটে, তাবৎ তুমি সীতাপতিকে সীতা সমর্পণ কর। আমি জানি, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ ও অতিকায় ইহারা কেহই যুদ্ধে রামের সমক্ষে কদাচই তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি এক্ষণে সূর্য্য ও বায়ুকে সন্তুষ্ট কর বা ইন্দ্র ও যমের আশ্রয় গ্রহণ কর, অথবা আকাশ কিংবা পাতালগর্ভে প্রবিষ্ট হও, প্রাণ থাকিতে রামের হস্তে কখনও রক্ষা পাইবে না।" তখন বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহস্ত কহিতে লাগিল, "বীরবর! আমরা যুদ্ধে দেব-দানবকেও ভয় করি না। অধিক কি বলিব, যখন যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পতগ, কাহারও হইতে আমাদের ভয়ের সম্ভাবনা নাই, তখন মনুষ্য রাম হইতে আমাদের ভয়-সম্ভাবনা কি?" প্রহস্তের সগর্ব্ব-বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজহিতাকাঙ্ক্ষী বিভীষণ ধর্ম্মানুগত-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "প্রহস্ত! মহোদর, কুম্ভকর্ণ, তুমি ও মহারাজ, তোমরা

রামসম্বন্ধে যে কথা কহিতেছ, অধার্ম্মিকের কর্ণসুখ-ভোগের ন্যায় তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যেরূপ ভেলাসংযোগে সমুদ্রোত্তরণ সম্ভাবিত নহে, তাহার ন্যায় বীরকুলকেশরী রাবণারিকে বধ করা আমাদের কাহারও সাধ্য নহে। অধিক কি বলিব, রাম ইক্ষ্বাকুবংশগৌরব, মহারথ এবং ধর্ম্মপণ্ডিত, তাঁহাকে পরাস্ত করা দেবগণেরও অসাধ্য। কঙ্কপত্রবিশিষ্ট রামের শর এখনও তোমার মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করে নাই; সেই জন্য তুমি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ। রামের বাণ প্রাণান্তকর, এখনও শর-নিক্ষেপে তোমার দেহ বিচ্ছিন্ন করেন নাই, সে জন্য তুমি এ প্রকার আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেছ। রক্ষোরাজ রাবণ, বলবান্ ত্রিশীর্ষ, কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ, ইন্দ্রজিৎ এবং তুমি, তোমাদের কেহই ইন্দ্রতুল্য বলশালী রামের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহ। দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, অতিরথ ও অকম্পন, ইহাদের কেহই রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে না। বলিতে কি, আমাদের রাজা দুর্ব্বুদ্ধির অনুগামী হইয়াছেন; মিত্ররূপী তোমরাই অমিত্র, তোমাদের পরামর্শেই রাক্ষসবংশ ধ্বংস হইবে। ইনি অবিবেচক ও উগ্রপ্রকৃতি; যাহার বল অপরিমেয়, মস্তক সহস্র, সেই ভীম ভুজঙ্গ রাবণকে সবলে বেষ্টন করিয়া আছে, এক্ষণে তোমরা নাগপাশ হইতে ভীমের ন্যায় ইঁহাকে রক্ষা কর। যেরূপ ভূতোপহত ব্যক্তিকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, তাহার ন্যায় সমবেত হইয়া রাজাকে রক্ষা করা সকল সুহৃদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। এক্ষণে আমাদের রাজা রামরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন,ইনি রামরূপ পাতালে নিপতিত, অতএব যত্ন পূর্ব্বক সমবেত হইয়া তোমরা ইঁহাকে রক্ষা কর। আমি স্পষ্টাক্ষরে আত্মমত প্রকাশ করিতেছি যে, রামের সীতা রামকে দেওয়া হউক, এরূপ করিলে লঙ্কাপুরী এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত মহারাজের মঙ্গল ঘটিবে। আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল ও ক্ষতি-বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রভুকে ন্যায্য পরামর্শ প্রদান করেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী।" ১-২২।

পঞ্চদশ সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ এবং বিভীষণের কথা।

অনন্তর মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ বৃহস্পতিতুল্য বিভীষণের মুখে এই উদারবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "পিতৃব্য! আপনি ভীতবৎ অনর্থক কি কথা কহিতেছেন? যে ব্যক্তি এই কুলে না জন্মিয়াছে, সেও এরূপ কথা কহিতে বা এরূপ কার্য্য করিতে পারে না। আপনিই আমাদের বংশে বল, বীর্য্য, ধৈর্য্য ও তেজে সর্ব্বাংশে হীন। যখন রাক্ষসদিগের মধ্যে যে কেহ অনায়াসে সামান্য বীর রাম-লক্ষ্মণের প্রাণবধ করিতে পারে, তখন আপনি ইহাতে এইরূপ ভয় দেখাইতেছেন কেন? আপনি জানেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকনাথ, কিন্তু আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়া পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছি, দেবতারা এই ভয়াবহ ব্যাপার-দর্শনে ভয়-ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিয়াছেন। আমি নিঃশঙ্কে গভীরগর্জ্জনশীল ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার দুইটি দন্তোৎপাটন করি. তদ্দর্শনে সমস্ত সুরগণ সশঙ্ক-মনে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকেন। যে ব্যক্তি দেবগণের দর্পহারী ও দানবগণের শোককারী. তাহাকে কি আবার নরেন্দ্রপুত্র রাম-লক্ষ্মণকে ভয় করিতে হইবে?" অনন্তর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বিভীষণ ইন্দ্রজিতের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার মহাগর্ব্বযুক্ত-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে তাত! তুমি বালক, অদ্যাপি যখন তোমার বুদ্ধি বিপক্ক হয় নাই, তখন তোমার মন্ত্রণাশক্তির পাণ্ডিত্য কিরূপে সম্ভবে? তুমি এই কারণ আত্মবিনাশার্থ এইরূপ অসম্ভব কথা কহিতেছ। তুমি যখন পিতা রাবণের এই সমূহ বিপদ্ জানিয়া মোহপ্রযুক্ত তাঁহাকে নিষেধ করিতেছ না, তখন হে ইন্দ্রজিৎ! তুমি রাবণের পুত্র নামমাত্র, যথার্থ বলিতে গেলে তুমি পুত্ররূপী গুপ্ত-শত্রু। তোমার ঘোর দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত, তুমি বালক ও দুঃসাহসী; অধিক কি বলিব, যে ব্যক্তি তোমাকে এই মন্ত্রণা-সভায় আনয়ন করিয়াছে, তুমি রামের হস্তে তাহার সহিত বধ্য হইবে। তুমি মূঢ়, প্রগল্‌ভ, অবিনয়ী, দুরাত্মা ও উগ্রপ্রকৃতি; বালক বলিয়া তুমি ভাল-মন্দ না বুঝিয়া এরূপ অসমসাহসিকতার কথা বলিতেছ। জিজ্ঞাসা করি, রামের ব্রহ্মদণ্ডতুল্য প্রলয়-বহ্নিবৎ উজ্জ্বল অস্ত্র সকল নিক্ষিপ্ত হইলে কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? অগ্রজ! আপনাকে অধিক আর কি বলিব, ধন, রত্ন, বসন-ভূষণ ও মাণমাণিক্য সমভিব্যাহারে রামের সীতা রামকে প্রদান কর; জানিও, তাহা হইলে আমরা স্বচ্ছন্দমনে লঙ্কাপুরীতে অবস্থিতি করিতে পারিব।" ১-১৪।

ষোড়শ সর্গ।

রাবণের বিভীষণকে ভর্ৎসনা।

বিভীষণ এইরূপ হিতকর কথা কহিলে দুর্ম্মতি রাবণ কাল-প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে কঠোরবাক্যে কহিল, "বরং শত্রু বা রুষ্ট সর্পের সহিত সহবাস করা কর্ত্তব্য, তথাপি মিত্ররূপী শত্রুজনের সহিত সহবাস করা কর্ত্তব্য নহে। হে রাক্ষস! আমি জ্ঞাতিগণের স্বভাব অবিদিত নহি, জ্ঞাতিদিগের মধ্যে একে অপরের বিপদে সতত অতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকে। জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান ধর্ম্মশীল ও রাজ্যরক্ষার নিদান, জ্ঞাতিগণ সেই বলবানের অবমাননা করে এবং সুবিধা পাইলে তাহাকে পরাভব করিয়া থাকে। সেই সমস্ত আততায়ীর হৃদয় কপটতায় পরিপূর্ণ, তাহারা মুখে যদিও হর্ষভাব দেখাইয়া থাকে, কিন্তু অন্তর অন্য প্রকার; বাস্তবিক ইহারা অতিশয় ভয়ানক। পূর্ব্বকালে পদ্মবনে কয়েকটি হস্তী পাশহস্ত মনুষ্যদিগকে দেখিয়া যাহা বলিয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহারা বলিয়াছিল যে, 'আমরা অগ্নিঅস্ত্র ও পাশ হইতে সেরূপ শঙ্কিত হই না,স্বার্থপরায়ণ জ্ঞাতিদিগকে যেরূপ ভয় করিয়া থাকি। কারণ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের ধরিবার কৌশল বলিয়া দেয়।' এই জন্য বলি, জ্ঞাতিগণই নিখিল ভয় ও সমস্ত কষ্টের কারণ। গাভীতে গব্য, জ্ঞাতিতে ভয়, স্ত্রীজনে চাঞ্চল্য ও ব্রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে। বিভীষণ! আমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী, ত্রিলোকবিজয়ী ও ত্রিলোকপূজ্য, বোধ হয়, আমার অভ্যুদয় তোমার সহ্য হইতেছে না। আমি বুঝিলাম, পদ্মপত্রস্থ জল যেরূপ অচিরস্থায়ী, অনার্য্য-সমাগমও সেইরূপ। শরৎকালের মেঘ যেরূপ গর্জ্জন ও বর্ষণ করে, কিন্তু কোনরূপে জলক্লেশ নিবারণ করিতে পারে না, অনার্য্যের সহিত মিত্রতাও সেইরূপ। ভৃঙ্গ যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পুষ্পমধুপান করিয়া তদনন্তর পলায়ন করে, তাহার ন্যায় অনার্য্য-সম্মিলনও ক্ষণস্থায়ী। যেমন ভৃঙ্গ ইচ্ছামত কাশপুষ্প চর্ব্বণ করিয়া রসলাভে বঞ্চিত

হয়,সেইরূপ অনার্য্যের সৌহৃদ্যও বিফল। মাতঙ্গ যেরূপ স্নানাবসানে শুণ্ড দ্বারা ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ মলিন করিয়া ফেলে, অনার্য্য ব্যক্তি সেইরূপ পূর্ব্বস্নেহ নষ্ট করিয়া থাকে। রে কুলকলঙ্ক! তোকে আর কি বলিব, তোকে ধিক্! যদি তুই না হইয়া অন্যে এরূপ কহিত, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দিতাম।” ১-১৬।

তখন ন্যায়বাদী বিভীষণ রাবণের এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া গদাহস্তে চারিজন রাক্ষসের সহিত সভা হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়া সক্রোধে অগ্রজকে কহিলেন, “রক্ষোরাজ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতৃতুল্য মাননীয়; কিন্তু তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি নাই; তুমি আমাকে ইচ্ছামত অনর্থক যে কঠোর কথা কহিয়াছ, আমি তাহা কোনও ক্রমে সহ্য করিতে পারিতেছি না। হে বীর! আমি হিত- কামনায় তোমাকে হিত কথাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু কালবশপ্রাপ্ত হইয়া তুমি তাহাতে কর্ণপাত করিলে না, বাস্তবিক আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির দশা এইরূপই হইয়া থাকে। হে রাজন্! প্রিয়বাদী হওয়াই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় হিতকর বক্তা ও শ্রোতা সুদুর্ল্লভ। তুমি সর্ব্বভূতহারী মৃত্যুর কালপাশে নিবদ্ধ হইয়াছ; কিন্তু তাই বলিয়া প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তোমার মৃত্যু কিরূপে উপেক্ষণীয় হইবে? তুমি রামের দীপালোক-সদৃশ স্বর্ণ-ভূষণ শাণিত শরে বিনষ্ট হইবে, আমি কিরূপে তাহা দেখিব? বালুকা-সেতুর ন্যায় বলবান্, বীর্য্যবান্ ও অস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী ব্যক্তিগণও কালবশে অবসন্ন হইয়া থাকেন। আমি তোমার হিতকামনায় গুরুসম্বন্ধানুসারে তোমাকে যে কথা বলিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করিও; অনুরোধ, তুমি আপনাকে এবং রাক্ষসদিগের সহিত এই লঙ্কাপুরী রক্ষা কর। তোমার মঙ্গল হউক, আমি এক্ষণে চলিলাম, তুমি আমার বিহনে সুখভোগ কর। আমি তোমার হিতের জন্য যে কথা বলিয়াছি, তাহা তোমার প্রীতিকর হইল না; কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষোভ-তাপ নাই; কারণ, যাহার পরমায়ু শেষ হয়, সে সুহৃদের হিতকথায় কর্ণপাত করে না। ১৭-২৬।

সপ্তদশ সর্গ।

রামসমীপে বিভীষণের গমন।

রাবণানুজ রাবণকে এই প্রকার কঠোর বাক্য কহিয়া মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে যেখানে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, সেইখানে উপনীত হইলেন। তিনি দেখিতে সুমেরু-শিখরতুল্য, আপনার তেজে আপনি প্রদীপ্ত, বানরগণ পৃথিবীতে অবস্থিতি করিয়া আকাশস্থ বিভীষণকে দেখিতে পাইল। তাঁহার চারিটি অনুচর অতিশয় রণশালী, তাহারা উত্তমালঙ্কারে অলঙ্কৃত,উহাদের অঙ্গে বিচিত্র বর্ম্ম, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র। বিভীষণের আকার মেঘসদৃশ, বজ্রবৎ সারবান্, তাঁহার হস্তে বিচিত্র অস্ত্র এবং অঙ্গে দিব্যালঙ্কার। বানরাধিপ সুগ্রীব পাঁচটি রাক্ষসকে দেখিয়া বানরদিগের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর হনূমান্‌প্রমুখ বানরদিগকে এই কথা কহিতে লাগিলেন, “তোমরা চারিজন রাক্ষস সমভিব্যাহারে নানাবিধ অস্ত্রধারী অন্য একজন রাক্ষসকে যে আসিতে দেখিতেছ, নিশ্চয়ই আমাদের বধ-সাধন উহাদের উদ্দেশ্য।” বানরগণ বানররাজের বচন শ্রবণ করিয়া শাল ও শৈলাদি গ্রহণ পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিল, “হে রাজন্! এই সকল দুর্বৃত্ত রাক্ষসদিগের বধ-সাধন জন্য আমাদের প্রতি আদেশ করুন; উহারা অল্পপ্রাণ, আমাদের শাল ও শিলার আঘাতে নিশ্চয়ই উহারা নিহত হইবে।” তাহারা পরস্পর এইরূপ কথা কহিতেছে, ইত্যবসরে বিভীষণ সমুদ্রের উত্তরতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নির্ভয় ও নিরাকুল, নিকটে সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ সমুপবিষ্ট, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, “লঙ্কাপুরে অতি দুর্বৃত্ত রাবণ নামে এক রাক্ষসেশ্বর আছেন, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ,নাম বিভীষণ। তিনি জটায়ুর বধ-সাধনান্তে জনস্থান হইতে জনক-নন্দিনী জানকীকে অপহরণ ও করিয়া লইয়া আসিয়াছেন; সেই সীতা এক্ষণে দীনভাবে অনাথার ন্যায় রাবণের অন্তঃপুরে আবদ্ধ আছেন; অসংখ্য রাক্ষসী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে সাধুবাক্যে নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ রামকে সীতা সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কাল-প্রেরিত হইয়া তিনি মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধের ন্যায় আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কথা রক্ষা করা দূরে থাকুক, আমার প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি করিয়া আমাকে ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আমি সেই কারণে পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া রামের শরণাগত হইয়াছি। মহাত্মা রামচন্দ্র সর্ব্বলোকের শরণ্য, তোমরা শীঘ্র গিয়া বল যে, বিভীষণ সমুপস্থিত।” তখন বানররাজ সুগ্রীব বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর রাম-লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, “আমার বোধ হয়, বিপক্ষপক্ষীয় কোনও ব্যক্তি অতর্কিতভাবে আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং সুযোগ পাইলে সে উলূক যেমন বায়সদিগের বধ-সাধন করে, তাহার ন্যায় আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগের কার্য্য, মন্ত্রণা, দেশ, সংস্থাপন ও চর, এই কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। রাক্ষসেরা কামরূপী ও অতিশয় বলবান্, উহারা গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিয়া কূট উপায়ে অন্যের অনিষ্ট করিয়া থাকে; অতএব উহাদের উপর বিশ্বাস-স্থাপন করা আমাদের পক্ষে অনুচিত। আমার বিশ্বাস, এ ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের চর, আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিঃসন্দেহ আমাদের ভেদ জন্মাইয়া দিবে; অথবা আমরা উহাকে বিশ্বাস করিয়া যেই অসাবধানে থাকিব, সেই ঐ বুদ্ধিমান্ আমাদিগকে বধ করিয়া ফেলিবে। এক্ষণে শত্রুপক্ষ ব্যতিরেকে মিত্র, আপ্ত বন্ধু ও ভৃত্য, ইহাদিগকে সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তি রাক্ষসজাতি রাবণের ভ্রাতা, সুতরাং আমাদের শত্রু, অতএব উহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? হে প্রভো রামচন্দ্র! রাবণের সহোদর বিভীষণ চারিজন রাক্ষস-সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছে। জানিবেন, বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, অতএব এক্ষণে ইহার বধ-সাধন করাই কর্ত্তব্য। এই রাক্ষস কুটিল-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক রাবণের আদেশে এখানে উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ইহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলে সময়ে আপনাকে বধ করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। অতএব মন্ত্রীদিগের সহিত এই রাক্ষসকে তীব্র দণ্ডাঘাতে নিপাতিত করাই কর্ত্তব্য।” সেনাপতি সুগ্রীব রোষাবেশে রামকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মহাবল রামচন্দ্র সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিকটবর্ত্তী হনূমান্-প্রমুখ বানর-

দিগকে বলিতে লাগিলেন, "কপিরাজ সুগ্রীব বিভীষণ সম্বন্ধে তোমাদের সমীপে যে কথা বলিলেন, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। অবিলম্বে সম্পত্তি-ভোগ যাঁহার বাসনা, যিনি বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর, সন্দেহ হইলে সুহৃদ্‌কে সদুপদেশ দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, উপস্থিত বিষয়ে তোমাদের কিরূপ অভিপ্রায়?" তখন রামের হিতাকাঙ্ক্ষী বানরগণ তাঁহাকে সসম্মানে এই কথা বলিতে লাগিল, "হে রাঘব! ত্রিলোকে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, এক্ষণে আপনি কেবল আমাদিগকে সুহৃদ্‌ভাবে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কেবল আমাদের সম্মানবর্দ্ধনের জন্য। আপনি সত্যব্রত, শূর, ধার্ম্মিক ও বিপুলবিক্রম, সুহৃদের প্রতি আপনার বিশ্বাস অটল, আপনি বিবেচক। এক্ষণে আপনার নিকটে ধীমান্, সুদক্ষ, কার্য্যকুশল সচিবগণ ক্রমে ক্রমে আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।" তখন বুদ্ধিমান্ অঙ্গদ বিভীষণকে পরীক্ষার জন্য এই কথা কহিলেন, "বিভীষণ শত্রুপক্ষ হইতে আসিয়াছে, সুতরাং সে বিশেষ তর্কের স্থল, তাহাতে সহসা বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহারা শঠবুদ্ধি, তাহারা আত্মভাব গোপন করিয়া বিচরণ করে এবং সুহৃদ্ পাইলে অন্বেষণ করিয়া প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। গুণ-সন্দর্শনে সংগ্রহ ও দোষদর্শনে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যদি বিভীষণে মহদ্দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ কর, যদি তাহার বিশেষ গুণ দেখিতে পাও, তবে তাহাকে গ্রহণ কর।" তদনন্তর মহাবীর ঋষভ অর্থযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে বীর! তুমি বিভীষণের পরীক্ষার জন্য চর প্রেরণ কর। যদি সূক্ষ্মবুদ্ধি চর দ্বারা যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া তাহার নির্দ্দোষিতা ঘটে, তবে তাহাকে গ্রহণ কর।" তৎপরে বিচক্ষণ জাম্ববান্ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের চিরবৈরী ও পরমপাপী, সেই রাবণের নিকট হইতে তাহার নিয়োগে যখন বিভীষণ এখানে আসিয়াছে, তখন সে অবশ্যই শঙ্কার পাত্র।" তদনন্তর নীতি-পণ্ডিত বিচক্ষণ মৈন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যুক্তিপূর্ণবাক্যে কহিলেন, "হে রাঘব! বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর; অগ্রে ইহাঁকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর। এ ব্যক্তি দুষ্টপ্রকৃতি কি না, অগ্রে পরীক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য; তদনন্তর বুদ্ধি-সাহায্যে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিব।" তদনন্তর সংস্কার-সম্পন্ন মন্ত্রিপ্রধান হনুমান্, মধুরবাক্যে মৃদুভাবে রামকে কহিলেন, "প্রভো! আপনি বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ও বাগ্মিবর, বাক্‌পাণ্ডিত্যে দেবগুরু বৃহস্পতিও আপনার অপেক্ষা প্রধান নহেন। হে রাজন্! এক্ষণে আমি বাক্‌পটুতা, স্পর্দ্ধা, অধিকন্তু বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইয়া কেবল কার্য্যানুরোধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার মন্ত্রিগণ বিভীষণের দোষ-গুণ পরীক্ষার জন্য যাহা বলিলেন, তাহা আমার নিকট যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না; কারণ, দোষ-গুণ-পরিত্যাগ কিরূপে সম্ভবে? নিয়োগ ব্যতিরেকে পরীক্ষা ঘটে না এবং তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, সহসা এরূপ নিয়োগে দোষ স্পর্শিবার সম্ভাবনা। চর-নিয়োগ সম্বন্ধে আপনার মন্ত্রিগণ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা কোনও কার্য্যকারক বলিয়া বোধ হইতেছে না। দেশকাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতেও আমার যেরূপ ধারণা, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে, শুনুন। দেশাকালানুসারে এক ব্যক্তি দোষী বলিয়া অন্তে নির্দ্দোষ হইতে পারে না, এ কথাই বা কিরূপ? বিশেষতঃ রাবণের দুর্ব্যবহার এবং তাহার বিক্রম দর্শনে বিভীষণের এখানে আগমন তাহার অনুরূপই হইয়াছে। গুপ্তচরদ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচক্ষণতার প্রয়োজন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সহসা তাহার মনে নানা আশঙ্কার উদয় হয়; বাস্তবিক যদি আগন্তুক ব্যক্তি মিত্র হয়, তাহা হইলে বৃথা অনুসন্ধানে তাহার মন বিরূপ হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ প্রশ্নমাত্রে যে লোকের ভাবগতি পরীক্ষিত হয়, এই বা কি কথা? সহসা একজনের মনোগত ভাব অবগত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা যেরূপ বীরের বীরত্ব অনুমিত হয়, তাহার ন্যায় ব্যবহারে লোকের প্রকৃতি জানা যাইতে পারে। বিভীষণের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে তাহার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত পায় নাই; প্রত্যুত তাহার প্রসন্নবদন পরিলক্ষিত হইয়াছে; অতএব আমার বিভীষণে কোনও সন্দেহ নাই। যাহার অন্তঃকরণ কপটতায় জড়ীভূত, সে সুস্থমনে অশঙ্কিতভাবে কথা কহিতে পারে না, বিভীষণের কথায় কূটার্থ প্রকাশ পায় নাই; সুতরাং তাহাকে কিরূপে অবিশ্বাস করিব? আন্তরিক ভাব গোপন রাখা সহজ ব্যাপার নহে; কারণ, লোকের মনোগত ভাব বল-পূর্ব্বক বাহির হইয়া পড়ে। হে বীর! বিভীষণেরই কার্য্য দেশকালের অবিরোধী; ইহা অনুষ্ঠিত হইলে সত্বর তাহারই উপকার। আপনার যুদ্ধায়োজন, রাবণের অনর্থক বীরগর্ব্ব, বালি-বিনাশ ও সুগ্রীবাভিষেক আলোচনা-পূর্ব্বক বিভীষণ রাজ্যপ্রাপ্তি-কামনায় বিবেচনা করিয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন; এই সমস্ত বিচারপূর্ব্বক বিভীষণকে সংগ্রহ করা আপনার কর্ত্তব্য। হে বিচক্ষণাগ্রগণ্য! আমি বিভীষণের অকপট ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে আপনি যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, করুন।" ১-৬৮।

অষ্টাদশ সর্গ।

বিভীষণ সম্বন্ধে সুগ্রীব এবং রামের কথা।

অনন্তর শাস্ত্রবেত্তা রামচন্দ্র হনূমানের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া প্রসন্নমনে কহিলেন, "বানরগণ! তোমরা আমার হিতৈষী, এক্ষণে আমি বিভীষণ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে সমুপস্থিত, যদিও বর্ত্তমানে তাঁহার কোনও দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কারণ, দোষ দেখিলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" ১-৩।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রঘুকুলতিলক রামের কথা শ্রবণ করিয়া বিবেচনা-পূর্ব্বক হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, "বিপদ্ জানিয়া যে ব্যক্তি আপনার ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে, দোষী বা নির্দ্দোষী হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ সঙ্কটকালে সে যে আমাদিগকেও ত্যাগ করিবে না, তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?" রাম বানরাধিপের কথা শ্রবণ করিয়া বানরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন "প্রিয়সখা সুগ্রীব যাহা কহিলেন, বিশেষরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও বৃদ্ধজনসেবা ব্যতীত এরূপ কথা বলা বড় সহজ কথা নহে। রাজাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও লৌকিক

এই দুই প্রকার সূক্ষ্ম যুক্তি আছে, আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। জ্ঞাতি ও আসন্নদেশবর্ত্তী দুইপ্রকার শত্রু দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দুই প্রকার শত্রু জ্ঞাতির বিশিষ্ট অপকার করিয়া থাকে, বিভীষণ অনিষ্টাশঙ্কায় এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। যাহারা পরস্পরের হিতৈষী, পরস্পরের কল্যাণকামনাই সেই সকল জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্য; কিন্তু রাজাগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শঙ্কা করিয়া থাকেন। শত্রুপক্ষকে সংগ্রহ করিবার সম্বন্ধে তুমি যে সকল দোষ প্রদর্শন করিলে, তাহার শাস্ত্রমত উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, সুতরাং তন্নিবন্ধন তাঁহার সহিত আমাদের শত্রুতা নাই; রাজ্যলাভ তাঁহার কামনা; সুতরাং স্বার্থানুরোধে তিনি আমাদের সহিত সৌহৃদ্য-স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। যদি ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও প্রহৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে প্রীতিসঞ্চার, অন্যথা অসদ্ভাব, তদনন্তর যুদ্ধাদি। বিভীষণ ভ্রাতৃবিরোধ নিবন্ধন এখানে আসিয়াছেন, অতএব ইহাঁকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সখে! সকল ভ্রাতা ভরত তুল্য নহে, সকলেই কিছু আমার ন্যায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিছু তোমার মত মিত্র হইতে পারে না।" ৪-১৯।

তদনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামের উক্তি শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে কহিলেন, "বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, অতএব তাহাকে নিপাতিত করাই কর্ত্তব্য। যখন তুমি, আমি ও লক্ষ্মণ ইহাকে বিশ্বাস করিয়া আমরা উদাসীনভাবে থাকিব, তখন এই মায়াবী, কূটবুদ্ধি-প্রবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। এ ব্যক্তি নৃশংস রাবণের সহোদর; আমাদের নিপাত করাই ইহার উদ্দেশ্য।" সেনাপতি সুগ্রীব রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তদনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র প্রিয়বাক্যে তাঁহার কথার উত্তর দিতে লাগিলেন, "এই নিশাচর বিভীষণ দোষী বা নির্দ্দোষী হউক, আমার কোনও অপকার করিতে পারিবে না। হে সখে! আমি ইচ্ছা করিলে পিশাচ, দানব, যক্ষ এবং পৃথিবীতলে যে সকল রাক্ষসগণের অবস্থিতি, তাহাদিগকে অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিনাশ করিতে পারি। আমি শুনিয়াছি, একটি কপোত শত্রুকে শরণাগত দেখিয়া তাহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া স্বকীয় মাংস-প্রদানে তাহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। যখন শরণাগত শত্রুর প্রতি পক্ষী-জাতির এরূপ ব্যবহার, তখন মাদৃশ লোক কিরূপে তদন্যথা করিবে বল? পূর্ব্বে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী কণ্ডু যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহার মত, যদি কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রু শরণাগত হয়, তবে ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাহাকে অভয় দান করা কর্ত্তব্য। শত্রু ভীত বা গর্ব্বিত হউক, অন্যের পীড়নে শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি কেহ ভয়, মোহ বা ইচ্ছাক্রমে শরণাগতকে সাধ্যমত রক্ষা না করে, তবে লোক গর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। যদি রক্ষাকর্ত্তার সমক্ষে শরণাগত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তবে তাহার সকল পাপ রক্ষাকর্ত্তাতে বর্ত্তিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, শরণাগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিলে নানাপ্রকার মহদ্দোষ জন্মিয়া থাকে; বাস্তবিক ইহা অযশস্কর, বলবীর্য্যনাশক ও স্বর্গপথব্যাঘাতক। যাহা হউক, কণ্ডু যে কথা বলিয়াছেন, সেই ধর্ম্মজনক শ্রেয়স্কর স্বর্গফলদায়ক কার্য্যসাধনই আমার বাসনা। অধিক কি বলিব, যে ব্যক্তি 'আমি তোমার' এই কথা বলিয়া আমার শরণাপন্ন হয়, তাহাকে অভয়দান করাই আমার নিত্যব্রত। যাহা হউক, বিভীষণ বা রাবণ যে কেহ হউক না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। কারণ, তাঁহাকে অভয়দান করাই আমার অভিপ্রায়।" ১৫-৩৩।

রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া বানররাজ সুগ্রীব স্নেহ-পূর্ণহৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "হে লোকনাথ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, সৎপথাবলম্বী ও শরণাগতপালক, তুমি যে এরূপ মহৎ কথা কহিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে আমার অন্তরাত্মা বিভীষণকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছে। বাস্তবিক উহাঁর ভাব ও অনুমান দর্শনে উহাঁর পরীক্ষা করা হইয়াছে। হে রাঘব! বিভীষণ অতিশয় প্রাজ্ঞ, অতএব তিনি আমাদের তুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।" তদনন্তর রামচন্দ্র কপীশ্বর-মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া রাক্ষসেশ্বরের সহোদরের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিলেন। তখন পতত্রিরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুরপতির যেরূপ শোভা হইয়াছিল, উহাঁদের শোভা তদনুরূপ হইল। ৩৪-৩৮।

একোনবিংশ সর্গ।

রাম ও বিভীষণের মিলন।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতলে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি চারিজন অনুচরের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রামচরণে পতিত হইলেন। সেই সময়ে বিভীষণ রামের প্রতি ধর্ম্মযুক্ত প্রীতিজনক বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর, জ্যেষ্ঠ আমাকে অতিশয় অবমাননা করিয়াছেন; আমি সেই কারণে সর্ব্বশরণ্য আপনার শরণাগত হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, বন্ধুবান্ধব, ধনরত্ন সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও সুখভোগ আপনার অনুকম্পার উপর নির্ভর করিতেছে।" ১৫।

রামচন্দ্র বিভীষণের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি সস্নেহে দৃষ্টি সঞ্চারণ-পূর্ব্বক স্নিগ্ধমধুরস্বরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মিত্রবর! তুমি আমার নিকটে যথার্থস্বরূপ রাক্ষসদিগের বলাবলের পরিচয় দাও।" অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এইরূপ কথা কহিলে বিভীষণ রাবণের বল-পরিচয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন;—বলিলেন, "হে রাজকুমার! দশানন স্বয়ম্ভূর বরলাভে গন্ধর্ব্ব, উরগ ও অন্যান্য প্রাণীর অবধ্য। কুম্ভকর্ণ তাঁহার মধ্যম সহোদর, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ, তিনি সংগ্রামে ইন্দ্রেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। রাবণের প্রধান সেনাপতির নাম প্রহস্ত, ইনিই কৈলাসাচলে মণিভদ্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যাঁহার শরীরে অক্ষয় কবচ পরিধান, করে গোধাচর্ম্মময় অঙ্গুলিত্রাণ, যিনি যুদ্ধকালে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম ইন্দ্রজিৎ। ঐ বীরবর তুমুল সংগ্রামে হুতাশনকে তর্পণ করিয়া, অন্তর্ধান হইয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া থাকেন। মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন ইহারা রাবণের উপসেনাপতি, যুদ্ধে লোকপাল সদৃশ। রাবণের প্রধান সেনাসংখ্যা দশসহস্র কোটি, তাহারা লঙ্কাপুরে অবস্থিতি করে এবং রক্ত-মাংসে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। উহাদিগকে লইয়া রাবণ দেবগণের সহিত

সংগ্রাম করিয়াছিলেন; লোকপালকগণ রাক্ষসগণের অসহ্য তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" ৬-১৬।

রাম রাবণানুজ মহানুভব বিভীষণের মুখে রাবণের এইরূপ বলাবল শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করত কহিতে লাগিলেন, "সখে! তুমি রাবণের শক্তির যেরূপ পরিচয় দিলে, আমি তাহা জানিতে পারিলাম। যাহা হউক, আমি সত্য কহিতেছি যে,যুদ্ধে আমি প্রহস্ত ও আত্মজদিগের সহিত দশমুণ্ডকে সংহার করিয়া তোমাকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। রাবণ রসাতলে প্রবিষ্ট হউন বা পাতালগামী হউন, অথবা পিতামহের নিকটে প্রস্থান করুন, কোনরূপে প্রাণ থাকিতে আমার হস্তে তাঁহার অব্যাহতি নাই। আমি পুত্র, বন্ধু ও স্বজনের সহিত রাবণকে নিধন না করিয়া অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিব না, ভ্রাতৃত্রয়ের নামোল্লেখে এই শপথ করিলাম।" ১৬-২১।

রামচন্দ্রের মুখে এইরূপ উৎকট প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বিভীষণ তাঁহার চরণবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি যথাসাধ্য রাক্ষসদিগের নিধন ও লঙ্কা-প্রধর্ষণ-বিষয়ে তোমার সহায়তা, এমন কি, তোমার সেনাপতিদিগের সহিত যোগদান করিব।" বিভীষণ এই কথা কহিলে রামচন্দ্র সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সমুদ্র হইতে জল আনিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ করিলেন, "হে মানদ! সমুদ্রজলাভিষেকে বিভীষণকে রাজা করাই আমার অভিপ্রায়; বলিতে কি, আমি ইঁহার ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।" তখন সৌমিত্রি রামের আদেশে বানরদিগের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষস-রাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। বিভীষণের প্রতি দয়াময় রামের অসীম দয়া দর্শনে বানরগণ সাধুবাদ করিতে লাগিল। তখন হনুমান্ ও সুগ্রীব বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন,"আমরা কিরূপে অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন করিতে পারিব,বল। আমরা যে উপায়ে সসৈন্যে সমুদ্র পার হইতে পারি, তাহার উপায় নির্দেশ কর।" তাঁহারা এই কথা কহিলে, ধার্ম্মিক বিভীষণ বলিতে লাগিলেন, "সমুদ্রের শরণাপন্ন হওয়া এক্ষণে কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ সগর অপ্রমেয় এই মহাসমুদ্র খনন করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি জ্ঞাতি রামচন্দ্রের উপকার করিতে পারিবেন।" ২২-৩১।

বিভীষণ এই কথা কহিলে যেখানে রামলক্ষ্মণ অপেক্ষা করিতেছেন, বানররাজ সেইখানে উপনীত হইলেন। তদনন্তর সাগরতীরবর্ত্তী রামকে বিভীষণের মন্ত্রণা বিজ্ঞাপন করিলেন। বানরাজ সুগ্রীব প্রকৃত রামের হিতাকাঙ্ক্ষী। তখন মহাতেজা রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও কার্য্যপটু সখা সুগ্রীবকে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন, "হে লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই সুমন্ত্রণা সমুচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, সখে সুগ্রীব! তুমি সুপণ্ডিত এবং মন্ত্রণাকার্য্যে বিচক্ষণ; অতএব উভয়ে যুক্তি করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, আমার নিকটে তাহা ব্যক্ত কর।" তিনি এই কথা কহিলে, বীর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে সসম্মানে এই কথা বলিতে লাগিলেন, "হে নরব্যাঘ্র! বিভীষণ এই সময় যে সারবান্ পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা কি জন্য আমাদের অপ্রীতিকর হইবে? আমাদের বিশ্বাস, মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন না করিয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সুরপতিও লঙ্কা প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। হে রাঘব! তুমি বীর বিভীষণের বাক্য রক্ষা কর এবং যাহাতে আমরা রাবণরক্ষিত লঙ্কাপুরে সসৈন্যে প্রবেশ করিতে পারি, সে জন্য কালব্যাজ না করিয়া সমুদ্রকে এ কার্য্যে নিয়োগ কর।" তাঁহারা রামচন্দ্রকে এইরূপ কহিলে তিনি বেদীতে হুতাশনের ন্যায় সমুদ্রের কুশাচ্ছন্ন তীরভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ৩২-৪১।

বিংশ সর্গ।

রাবণ কর্ত্তৃক বানরসৈন্যমধ্যে শুকনামা দূতকে প্রেরণ।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণের চর বীর্য্যবান্ শার্দ্দূল নামক নিশাচর রাক্ষসরাজের আদেশানুসারে সুগ্রীব-সুরক্ষিত সুপ্রণালীবদ্ধ বানর-সৈন্য দেখিতে পাইল। সেই রাক্ষস বিপুল বানর সৈন্য-দর্শনে বেগে প্রবেশ-পূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে রাক্ষসরাজ রাবণকে এই কথা বলিল,"বানর ও ভল্লুক সমেত বিপুল সৈন্য অগাধ সমুদ্রের ন্যায় লঙ্কাপুরী সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। আমি দেখিলাম, মহারাজ দশরথের দুই পুত্র রাম-লক্ষ্মণ দেখিতে সৌম্য-দর্শন এবং অতিশয় রূপবান্। সেই সুন্দরমূর্ত্তি দুই কুমার সমুদ্র-তীরে অবস্থিতি করিতেছেন। রামের সৈন্য দশ যোজন ব্যাপিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। মহারাজ! আমি আপনাকে তাহা জানাইবার জন্য আসিয়াছি। রাজন্! আপনাকে অধিক কি বলিব, বিপক্ষপক্ষকে খর্ব্ব করিবার জন্য সাম বা ভেদ কোন্‌টি প্রযোজ্য, আপনার দূতগণ জানিয়া শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করিবেন।" ১-৭।

রাক্ষসেশ্বর রাবণ শার্দ্দূলের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাৎকালিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবধারণের জন্য ব্যগ্র হইয়া শুক নামক মহাবল রাক্ষসকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "হে শুক! তুমি আমার আদেশে কোমল এবং মধুর বাক্যে বানররাজ সুগ্রীবকে এই কথা বল, 'হে বানররাজ! প্রধান বংশে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি স্বয়ং বলবান্, পরিচয়ে ঋক্ষরাজের পুত্র, তোমার সহিত আমার কোনও বাদবিসংবাদ নাই; বলিতে কি, তোমাকে ভ্রাতৃতুল্য মনে করিয়া থাকি। ভাল, আমি রাজপুত্র ধর্ম্মাত্মা রামের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। জানিও, বানরেরা কখনই এই লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিতে পারিবে না, যখন এখানে দেবতা-গন্ধর্ব্বের প্রভাব প্রকাশ পাইতে পারে না, তখন নর-বানরের কথা আর কি বলিব।" ৮-১২।

রাক্ষসরাজ রাবণের এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শুক পক্ষিদেহ ধারণ-পূর্ব্বক সত্বর আকাশপথ আশ্রয় করিল। সে ক্রমাগত সমুদ্রোপরি অনেক দূর গমন করিয়া আকাশপথে থাকিয়া, রাক্ষসরাজ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, সমস্তই কপিরাজকে জানাইল। বানরগণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক সত্বর মুষ্টি দ্বারা ধরিবার ও তাহার প্রাণ সংহার করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহারা দেখিতে দেখিতে তাহাকে আকাশ হইতে অবতারণ করাইয়া ভূতলে পাতিত করিল। বানরেরা বিধিমতে পীড়ন করিলে শুক বলিতে লাগিল, 'হে রাঘব! আপনি নিবারণ করুন, যেন বানরগণ দূতের প্রাণ-হিংসা না করে। যে প্রভুর অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার মত ব্যক্ত করে, সে দূত অনুক্তবাদী হইলেও সর্ব্বদা বধ্য হইতে পারে।" ১৩-১৮।

শুকের সকরুণ উক্তি শ্রবণ করিয়া করুণাময় রামচন্দ্র যথোদ্ধত শাখামৃগদিকে কহিলেন, "তোমরা দূতের প্রাণ বধ করিও না।"

তখন দূত শুক রাক্ষস বানর-ভয়ে ভীত হইয়া ক্ষুদ্র আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার এই কথা বলিতে লাগিল, "হে সুগ্রীব! আপনি সত্ত্বসম্পন্ন ও অমিতবলশালী; আমি লঙ্কেশ্বরকে আপনার কথা কি বলিব, বলিয়া দিউন।" বানররাজকে এই কথা বহিলে, [তিনি রাক্ষসরাজকে বলিবার জন্য দীনভাবাপন্ন শুককে এই কথা বলিতে লাগিলেন, "হে লঙ্কেশ্বর! তুমি আমার মিত্র বা অনুকম্পার পাত্র নও; তুমি আমার উপকারক বা প্রিয় নও, তুমি যখন রামের শত্রু, তখন আমারও শত্রু; অতএব তুমি বালির ন্যায় বধ্য। হে রক্ষোরাজ! আমি তোমাকে পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত সংহার করিব; আমার সৈন্য তোমার লঙ্কাপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। হে রাবণ! ইন্দ্রের সহিত সকল দেবতাদিগের নিকটে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিলেও রামের হস্তে তোমার অব্যাহতি নাই; অধিক কি বলিব, তুমি যদি সূর্য্যপথে অন্তর্হিত, পাতালপ্রবিষ্ট বা গিরি পাদপ্রান্তে নিপতিত হও, তথাপি অনুজের সহিত তোমাকে রামশরে বিনষ্ট হইতে হইবে। এই তিন লোকে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব বা অসুর কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। বৃদ্ধ গৃধ্ররাজ জটায়ুর প্রাণবধ করিয়া তুমি বীর বলিয়া অভিহিত হইয়াছ, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণের নিকট তোমার কি দশা ঘটে, জানিতে পারিবে। তুমি বিশালাক্ষী জানকীকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছ; আশ্চর্য্য! যাহাকে গ্রহণ করিলে, তিনি যে কে, তাহা জানিতে পারিলে না; যে রামচন্দ্র দেবগণের দুরাধর্ষ, যিনি মহাবল ও মহাত্মা, তুমি এখনও তাঁহাকে জানিতে পারিলে না; কিন্তু তিনিই তোমার প্রাণ হরণ করিবেন।" ১৯-২৮।

অনন্তর বালিপুত্র অঙ্গদ বলিতে লাগিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই দূত দৌত্যকার্য্যে সুপটু নহে; এ ব্যক্তি সম্যক্‌প্রকারে আমাদের বল পরীক্ষা করিয়াছে; অতএব এক্ষণে এই নিশাচর যাহাতে লঙ্কাপুরে প্রতিগমন করিতে না পারে, সেইরূপ করা আমাদের কর্ত্তব্য।" তদনন্তর বানররাজের আজ্ঞাক্রমে বানরগণ উল্লম্ফন-পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া বন্ধন করিলে সে অনাথের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। তখন সে ভীষণ বানরদিগের উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া মহাত্মা রামের নাম উচ্চারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল; বলিতে লাগিল যে, "বানরগণ বলপূর্ব্বক আমার পক্ষোচ্ছেদ, চক্ষু উৎপাটন করিতেছে, আমার মৃত্যুদশা উপস্থিত; অতএব যাহাতে আমার প্রাণ বিনষ্ট না হয়, এরূপ কৃপা করুন। আমি রাক্ষস রাজের আজ্ঞাক্রমে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, যদি জীবনরক্ষা হয়, তাহা হইলে সম্যক্‌প্রকারে আপনার উপকারের ত্রুটি করিব না।" তখন পরম দয়ালু রামচন্দ্র তাহার এরূপ পরিবেদনা শ্রবণ করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিলেন এবং বানরদিগকে উপস্থিত দূতকে মুক্ত করিতে অনুমতি করিলেন। ২৯-৩৫।

একবিংশ সর্গ।

সমুদ্রের প্রতি রামের ক্রোধ ও সাগরশোষণার্থ ধনুর্দ্ধারণ।

তদনন্তর দশরথাত্মজ রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে কুশ সকল বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি পূর্ব্বাভিমুখে শয়ন করিলেন। হায়! পূর্ব্বকালে বিপক্ষদমন রামের যে বাহু বিভূষণে বিভূষিত হইত, ভুজগভোগ সদৃশ সেই বাহু এক্ষণে উপাধানের কার্য্য করিতে লাগিল। [যিনি মণিকাঞ্চনময় কেয়ূর, মুক্তা ও অন্যান্য অলঙ্কারবিশিষ্ট ভুজ দ্বারা পরম রূপবতী নারীগণকে অনেকবার গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার অঙ্গ চন্দন ও অগুরু গন্ধদ্রব্য দ্বারা লিপ্ত হইত, যিনি বালসূর্য্যসন্নিভ চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত হইতেন, যিনি সীতার সহিত সুন্দর শয়নে শয়ন করিতেন, তাঁহাকে এক্ষণে তক্ষকতুল্য সুগঠন ও গঙ্গাজল-ধৌত বাহু উপাদানে শয়ান করিতে হইতেছে! যিনি যুদ্ধে যমতুল্য, যিনি শত্রুর শোক-বিবর্দ্ধন এবং সুহৃজ্জনের অতিশয় আনন্দবর্দ্ধন, আজ তিনি সাগরান্ত আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহার দক্ষিণ হস্ত মহাপরিঘ তুল্য, বাম-হস্ত বাণ-নিক্ষেপ নিবন্ধন জ্যাঘাত-বিশিষ্ট, যে হস্তে গো-সহস্রদান ঘটিয়াছে, অদ্য সেই ভুজযুগল উপাধানস্থানীয়। যাহা হউক, 'অদ্য হয় আমার মরণ, নচেৎ সমুদ্র-তরণ ঘটিবে,' রামচন্দ্র এইরূপ আন্দোলন করিয়া সমুদ্রতীরে মুনিবৃত্তিতে প্রযতভাবে শয়ন করিলেন। কুশশয্যায় শয়ন করিয়া ক্রমে রজনী তৃতীয় ভাগ নিদ্রাবস্থায় অতিবাহিত হইল। নীতিজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল রাম রাত্রির তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপাসনা করিলেন। যখন পবিত্রভাবে অবস্থিতি ও যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেও সমুদ্রের প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল না, তখন রামচন্দ্র কুপিত হইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি সে সময়ে নিকটবর্ত্তী অনুজ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "যখন সমুদ্র আমার নিকটে সমুপস্থিত হইল না, তখন নিশ্চয়ই তাহার গর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, [নির্গুণ ব্যক্তির প্রতি শান্তি, ক্ষমা, ঋজুতা ও প্রিয়বাদিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল প্রকাশ করিলে কোনও কার্য্য সাধিত হয় না। যে ব্যক্তি আত্ম-প্রশংসায় ব্যস্ত ও যে ব্যক্তি দুষ্টপ্রকৃতি, লোকে তাহার দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। আমি বুঝিয়াছি যে, শান্তবচন-প্রয়োগে কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং ইহাতে যশঃপ্রাপ্তিও ঘটে না; অবিচলিত কীর্ত্তি ও বিমল যশোলাভ করিতে হইলে বিক্রম-প্রকাশের প্রয়োজন। হে সৌমিত্রে! অদ্য আমার নিক্ষিপ্ত শরে মকরাদির সহিত মকরালয়ের অবস্থা তুমি স্বচক্ষে দর্শন কর, এখনই মদীয় শক্তিতে সমুদ্রের স্বল্প-সলিল দাঁড়াইবে এবং তাহা হইলে বানরেরা অনায়াসে পার হইতে পারিবে। হে লক্ষ্মণ! তুমি সমুদ্রস্থিত সর্পদিগের দেহ, মৎস্য ও জলহস্তীদিগের অবস্থা দর্শন কর। অদ্য তুমুল যুদ্ধে শঙ্খ, শুক্তি, মীন ও মকরের সহিত আমি সমুদ্র শোষণ করিব। আমি ক্ষমাগুণের আধার বলিয়া বিপুল-জলাধার সমুদ্র আমাকে অতিশয় কাপুরুষ মনে করিয়াছে; অতএব যে ক্ষমাবলম্বনে আমার প্রতি সমুদ্রের এরূপ স্পর্দ্ধা, সে ক্ষমাকে ধিক্! হে অনুজ! তুমি শীঘ্র চাপ এবং আশীবিষ-সদৃশ শর-সমূহ আনয়ন কর, আমি সমুদ্র শোষণ করিব; জানিও, তাহা হইলে পদব্রজে বানরেরা সমুদ্র পার হইবে। যে সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য, যে সমুদ্র উর্ম্মিমালা-সমাকুল এবং যাহার সীমা তীরভূমি পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট, আমি অদ্য ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সমুদ্রকে ক্ষুদ্র করিয়া তুলিব। আমি শরনিক্ষেপে সমুদ্রের সীমা স্থির রাখিব না; অধিক কি বলিব, মহাদানব-সঙ্কুল মহাসমুদ্র সংক্ষুভিত করিব।" ১-২৪।

এই কথা বলিয়া রাম করে ধনুর্দ্ধারণ করিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু ক্রোধে বিস্ফারিত হইল; তিনি যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। তখন বজ্রপাণি যেরূপ বজ্রনিক্ষেপ করেন, তাহার ন্যায় তিনি করধৃত ধনু কম্পিত করিয়া সম্পীড়ন পূর্ব্বক উগ্র অস্ত্র সকল

পরিত্যাগ করিলেন। সেই অনন্ত মহাবেগগামী সায়ক সকল সমুদ্রজলে প্রবিষ্ট হইলে, সমুদ্রবাসী পন্নগগণ ভয়ে ভীত ও বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। মীন-মকরের সহিত সমুদ্রের মহাবেগ বায়ুর সহিত সুমিশ্রিত হইয়া অতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল। এই সময়ে শঙ্খসমূহ-সমাচ্ছন্ন সমুদ্রের তরঙ্গ ধূমময় ও মহোর্ম্মিতে পরিণত হইল। এ অবস্থায় পন্নগকুল ব্যথিত ও তাহাদের মুখ ও নেত্রমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পাতাল-বাসী নাগগণের পর্য্যন্ত সন্ত্রাসের সীমা রহিল না। ক্রমে সমুদ্রের উর্ম্মিমালা নক্র, মীন ও মকরাদির সহিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের ন্যায় উর্দ্ধে উৎ-ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ অনবরত আঘূর্ণিত হইতে লাগিল, জলজন্তুগণ উর্দ্ধগামী হইল এবং মহার্ণব হইতে অশ্রুতপূর্ব্ব ভৈরব রব সমুত্থিত হইতে লাগিল। তদনন্তর যে সময়ে রামচন্দ্র বিপুল শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে সৌমিত্রি অগ্রসর হইয়া 'উহা আমাকে প্রদান করুন' বলিয়া ঐ ধনু গ্রহণ করিলেন। সে সময়ে তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভো! যখন সমুদ্রের প্রতি শরনিক্ষেপ না করিয়া অন্য প্রকারে আপনার কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তখন এরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? আপনাকে বলি, আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির ক্রোধবশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে, আপনি চিরন্তন সাধুবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি-পাত করুন। দেখুন, অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মর্ষি ও সুরর্ষিগণ অন্তর্হিত থাকিয়া আমাকে বলিতেছেন, 'কি কষ্টকর কার্য্যের অবতারণা হইতেছে'।" ২৫-৩৫।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রামের নিকট সমুদ্রের আগমন ও বিনয় এবং সেতুবন্ধন ও কপিসৈন্যের সাগরপারে গমন।

অনন্তর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র 'অদ্য আমি পাতাল সহিত সমুদ্রকে শোষণ করিব', সাগরোদ্দেশে এইরূপ নিদারুণ কথা কহিলেন। তিনি সমুদ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার শরনিপাতে তোমার জল জলজন্তুদিগের সহিত পরিশুষ্ক হইয়া পাংশুরূপে পরিণত হইবে। হে সমুদ্র! নিয়ত শরবর্ষণে তোমার জল শুষ্ক হইলে পদব্রজে বানরগণ পরপারে গমন করিবে। তুমি আমার পৌরুষ বা বিক্রমের পরিচয় অবগত হও নাই। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে আমার প্রভাবের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে।" ১-৪।

রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া, ব্রহ্ম-অস্ত্রে ব্রহ্মদণ্ড সংযোজন করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ শরাসনেজ্যা সংযোজন-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে সময়ে মহাবল রামচন্দ্র শরাসন আকর্ষণ করেন, সেই সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পর্ব্বত সকল প্রকম্পিত হইল, অন্ধকার দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিল; দশদিক্ দৃষ্ট হইল না, সরোবর ও সরিৎ সকল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। একবারে চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্রগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। দিবাকর তেজ বর্দ্ধিত হইল, আকাশে উল্কাশত দৃষ্ট হইতে লাগিল; অন্তরীক্ষ হইতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত বায়ুবেগ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল ভয়াবহ প্রভঞ্জনবেগে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া পড়িল, ঘন ঘন ঘনঘটার ঘোরনাদ প্রকাশিত হইল। আকাশে অসম্ভব শব্দ হইতে থাকিল, চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতাগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল, সর্ব্বদা বজ্রপাত হইতে থাকিল।

উহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জীব দৃষ্ট হইতে থাকিল, সকলেই রোদন-পরায়ণ; অদৃশ্য জীবগণও ভৈরবরবে বিঘূর্ণিত। সকলেই উদ্বিগ্ন ও ভয়-ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, অনেকে ভয়ে শয্যাশায়ী হইল; সকলেই সন্ত্রাস্ত ও ভয়ে স্পন্দনহীন। এরূপ সময়ে নাগ, রাক্ষস ও অন্যান্য জীব-জন্তুর সহিত সমুদ্রের তরঙ্গ বিকটাকার ধারণ করিল, সহসা অর্ণবের বেগ এতদূর ভয়ানক হইয়া উঠিল যে, সে অন্যত্র সংপ্লব নিবন্ধন যোজনপথ পর্য্যন্ত বেলাভূমি অতিক্রম করিল। সমুদ্রের বিক্রম বৃদ্ধি পাইল না, কিন্তু অমিত্রঘ্ন রাম তাহাকে অতিক্রম করিলেন না। ৫-১৭।

অনন্তর সমুদ্রের মধ্যপ্রদেশ হইতে সাগর সমুত্থিত হইলেন, উদয়াচল হইতে দিনমণির উদয় হইলে যেরূপ হয়, তখন তিনি দেখিতে সেইরূপ হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্তবদন ব্যাদান পূর্ব্বক পন্নগ সকল লক্ষিত হইল, সমুদ্রের আকৃতি স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য-মণির ন্যায়; স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহার শরীর সুশোভিত। তাঁহার গলদেশে রত্নমাল্য, বিচিত্র বসন পরিধান,তদীয় লোচন ফুল্ল কমলদল তুল্য,মস্তকে নানাজাতি পুষ্প-মাল্য শোভা পাইতেছে। রত্নাকর নানাবিধ রত্ন-প্রভায় প্রভাসিত, তদীয় অঙ্গকান্তি সমুজ্জ্বল। সমুদ্রগর্ভে যে সকল শৈলের অবস্থিতি, তাহারাও নানাবিধ ধাতুদ্রব্যে হিমালয়ের ন্যায় বিমণ্ডিত, সমুদ্রের তরঙ্গাবলী সতত ইহাতে আঘূর্ণিত। গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদী সকল সমুদ্রের চতু-র্দ্দিকে বেষ্টিত, দেখিতে দেখিতে সাগর দয়াসাগর রামের নিকটে অগ্র-সর হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ধনুর্দ্ধারী রাবণারিকে বলিতে লাগিলেন, "হে রামচন্দ্র! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল এবং অগ্নি, ইহারা আপন আপন স্বভাবের অনুগামী হইয়া অবস্থিতি করে। হে শুদ্ধস্বভাব! আমি অগাধ ও দুস্তর, এই আমার স্বভাব, যদি লোক সহজে আমার পারে যাইতে পারে বা আমাতে যদি স্বল্প-জল ঘটে, তাহা হইলে তাহাতে স্বভাবের বিকৃতি ঘটিল কি না, আপ-নাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি। হে রাজপুত্র! আমি কামনা হেতু, লোভপ্রযুক্ত বা ভয় নিবন্ধন কখনও মকর-নক্র-সমাকুল জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া রাখি নাই। হে প্রভো! আপনি যেরূপে পার হইতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত এবং সম্যক্প্রকারে সহ্য করিতে সম্মত; আপনার সৈন্যগণ যে সময়ে পার হইবে, জলজন্তুগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না. অধিক কি বলিব, আপনার কপিসৈন্য পার হইবার পক্ষে এই জলরাশিতে স্থল দর্শন করিবে।" তখন শ্রীরাম কহিলেন,"হে বরুণালয়! আমার বাণ অমোঘ, অতএব কোন্ স্থানে উহাকে নিপাতিত করি, বল?" রামের বচন শ্রবণ এবং সেই বিপুল শর-সন্দর্শনে মহাতেজা মহার্ণব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "যেরূপ আপনি লোকে খ্যাত, সেইরূপ উত্তরদিকে আমার পুণ্যতর কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে, উহা দ্রুমকুল্য বলিয়া খ্যাত। সেখানে উগ্রপ্রকৃতি, ক্রূরকর্ম্মা কতকগুলি দস্যু বাস করে, সেই সকল পাপমতি আমার জলপান করিয়া থাকে। তাহাদের সংস্পর্শন-পাপ ভোগ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অতএব সেই স্থানে আপনার এই অমোঘ বাণ নিক্ষিপ্ত হউক।" তখন দয়ানিধি রামচন্দ্র জলনিধির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বিশাল দীপ্ত শর ক্ষেপণ করিলেন। যেখানে বজ্রতুল্য সেই শর-পতন ঘটিল, সেই স্থান মরুকান্তাররূপে পরিণত হইয়া লোকবিশ্রুত হইয়া উঠিল। তখন বসুন্ধরা বাণাঘাতে নিপীড়িত হইয়া তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন; এই সময়ে ভূরিপরিমাণে রসাতল

হইতে জলরাশি উদগত হইতে লাগিল। ঐ জল কূপাকারে পরিণত হইয়া ব্রণ নামে খ্যাতিলাভ করিল, ঐ উত্থিত জলরাশির সমুদ্রে স্থায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বাণ-পতনে যে নিদারুণ বিদারণ-শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহাই জলাশয়ের জল শোষণ করিয়া ফেলিল; ঐ স্থান মরুকান্তার ত্রিলোকে অতিশয় বিখ্যাত। কমল-লোচন রামচন্দ্র ঐ কুক্ষি শোষণ করিয়া পশ্চাৎ মরুকে এই বর প্রদান করিলেন, "এই স্থানে রোগের বিশেষ আধিপত্য থাকিবে না, ইহা পশুচারণের পক্ষে অনুকূল হইবে, অধিকন্তু ফল-মূল ও রসপূর্ণ নানাবিধ ওষধিবিশিষ্ট ও সুগন্ধি-বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইবে।" রামের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া এ স্থান নানা গুণের আধার ও লোকের অনুকূল স্থল বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই সময়ে সরিৎপতি সেই স্থানে সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্মজ্ঞ রামকে এই কথা বলিলেন, "হে সৌম্য! এই নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র, ইনি পিতার নিকট হইতে যে বরলাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার উপর সেতু সংরচন করিতে পারিবেন, আমি উহাঁর পিতার ন্যায় বক্ষে নানাবিধ পদার্থ ধারণ করিব।" সমুদ্র এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহামতি নল গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহাবল রামচন্দ্রকে বলিলেন, "সমুদ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক, আমি পিতৃদেবের কৃপায় বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর সেতু-রচনা করিব। সংসারে অন্যান্য উপায় অপেক্ষা দণ্ডই প্রধান, ইহাই আমার ধারণা; বাস্তবিক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা, শান্ত-বচন বা দান কোনও কার্য্যকারক নহে। দেখ না, এই অগাধ সমুদ্র সেতু-কার্য্য-দর্শনেচ্ছু হইয়া রামের দণ্ডভয়ে স্বল্পায়ত হইলেন। যাহা হউক, মহোদধির কথানুসারে আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইল, আমার পিতৃদেব মাতাকে এই বরদান করিয়াছিলেন যে, 'হে দেবি! তোমার অনুরূপ পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে।' আমি বিশ্বকর্ম্মার ঔরসপুত্র, পিতা আমায় নিজমুখে আত্মগুণ-কীর্ত্তন করিতে বলেন নাই, সেই জন্য আমি স্বয়ং আপনার গুণের উল্লেখ করি নাই। যাহা হউক, আমি পিতৃ-প্রসাদে সমুদ্রে সেতু সংরচিত করিতে অসমর্থ নহি, এক্ষণে অনুরোধ, অদ্যই বানরগণ সেতু-বন্ধনের আয়োজন করুন।" তদনন্তর বীরবর বানরগণ রামের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্টমনে মহারণ্যে প্রবেশ করিল। পর্ব্বতাকৃতি শাখামৃগগণ বনে প্রবিষ্ট হইয়া বৃক্ষ সকল ভঙ্গ করিয়া আনিয়া সমুদ্রে ফেলিতে লাগিল। এইরূপে বানরেরা শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জ্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, আম্র ও অশোক প্রভৃতি বৃক্ষ দ্বারা সাগর পূর্ণ করিয়া ফেলিল। এইরূপে তাহারা সমূল ও মূলহীন বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকেতুর ন্যায় তথায় আনয়ন করিতে লাগিল। ক্রমে তাল, দাড়িম, নারিকেল, বিভীতকী, বকুল ও নিম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ সকল আহরণ করিল। মহাকায় বহাবল বানরগণ পর্ব্বত ও শিলা-সমূহ সমুৎপাটন পূর্ব্বক যন্ত্রযোগে লইয়া লাগিল। বারংবার পর্ব্বত সকল প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে সমুদ্রের জল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং তাহা ক্রমশঃ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিপতিত হইতে থাকিল। ঊর্দ্ধ হইতে জলরাশি পুনঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া নিম্নে পতিত হওয়াতে সমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। যাহা হউক, মহাবীর নল বিচিত্রকর্ম্মা বানরদিগের সহিত সমুদ্রে সেতু-বন্ধন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দণ্ড সকল গ্রহণ পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, কেহ বা তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, এইরূপে রামের আজ্ঞায় বানরেরা কার্য্য করিতে লাগিল। এইরূপে মেঘতুল্য ও পর্ব্বত-সদৃশ তৃণ কাষ্ঠ সংগৃহীত হইল, বানরগণ পুষ্পিতাগ্র তরু লইয়া সেতু-বন্ধন করিতে লাগিল। সময়ে দৃষ্ট হইল, ভীষণাকৃতি বানরগণ পাষাণ, পর্ব্বত ও গিরিশৃঙ্গ সকল সংগ্রহ করিয়া ধাবিত হইতেছে! সাগরে ক্ষিপ্ত শৈল ও শিলাসঙ্ঘর্ষে সমুদ্রগর্ভে তুমুল শব্দের আবির্ভাব হইল। সেতু-বন্ধনকালে বীর হনুমান্ অবলীলাক্রমে যে সকল বিপুল শৈল আনিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, নল তাহা বামকরে ধারণ করিলেন। এইরূপে প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন সেতু রচিত হইল, উৎসাহসংকারে হৃষ্টমনে বানরগণ কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিবসে বিংশতি যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। মহাকায় কপিগণ ত্বরান্বিত হইয়া তৃতীয় দিবসে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিবসে দ্বাবিংশতি যোজন, পঞ্চম দিবসে বেলা অধিকার করিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত ত্রয়োবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বলী নল এইরূপে পিতার ন্যায় সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলেন। অম্বরে স্বাতি-পথের যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় নল-বিরচিত দিব্যসেতু সমুদ্রোপরি শোভা পাইতে লাগিল। এই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। নলের সেতু বিস্তারে দশ যোজন ও শত যোজন আয়ত, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সুদুষ্কর সেতু প্রস্তুত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কার্য্যসিদ্ধির সূচনা জানিয়া বানরগণ আনন্দে উল্লম্ফন, প্রলম্ফন ও গর্জ্জন করিতে লাগিল; সকল প্রাণী অচিন্তনীয়, অদ্ভুত ও রোমহর্ষণ এই সেতুবন্ধন-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। বলবান্ কোটি সহস্র বানরগণ এইরূপে সেতু প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে সমুদ্রের পরপারে গমন করিল। সমুদ্রের সীমা যে প্রকার, তাহার ন্যায় সেই বিশাল সেতু শোভা পাইতে লাগিল। তদনন্তর বিভীষণ সমুদ্রের পরপারে গদা-ধারণ পূর্ব্বক শত্রুগণের পরিচয় ও তাহাদের মায়াকার্য্য জানিবার জন্য মন্ত্রীদিগের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব রামকে কহিলেন, "প্রভো! আপনি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করুন এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে অধিরূঢ় হউন। এই সমুদ্র অতিশয় বিপুল, অতএব হনুমান্ ও অঙ্গদ আপনাদিগকে স্কন্ধে লইয়া গেলে কোনও উদ্বেগ থাকিবে না।" সৈন্যগণের অগ্রে রাম-লক্ষ্মণ গমন করিলেন, তাঁহাদের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সঙ্গে সখা সুগ্রীব। যাইবার সময় কেহ কেহ মধ্যে, কেহ কেহ বা পশ্চাতে যাইতে লাগিল; কেহ বা জলমধ্যে নিপতিত হইল, ব্যস্ততাপ্রযুক্ত কাহারও ভাগ্যে পথ-দর্শন ঘটিল না। কোন কোন বানর পক্ষীদিগের ন্যায় আকাশ-পথে গমন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা ঘোররবে সমুদ্রকে প্রকম্পিত করিয়া ফেলিল; এইরূপে বানর-বাহিনী গমন করিতে লাগিল। ক্রমে বানর-সৈন্যগণ নল-সেতুর সাহায্যে সমুদ্র পার হইয়া রাজার আদেশানুসারে যে স্থান নানাবিধ ফল-মূলের প্রসূতি, সেই স্থানে আবাসস্থান করিল। রামচন্দ্রের এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শন করিয়া সিদ্ধ-চারণ, দেবগণ ও মহর্ষি সকল সম্মিলিত হইয়া পবিত্র জলে পৃথগ্ভাবে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে নরদেব! তুমি আমাদের শত্রু-সংহার কর এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সসাগরা ধরার আধিপত্য ভোগ করিতে থাক।" ১৮-৮৫।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রামের লোকক্ষয়কর লক্ষণ-দর্শন।

অনন্তর নিমিত্তজ্ঞ রামচন্দ্র নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বৎস! আমাদের সৈন্যগণ শীতল জলপান ও সুস্বাদু ফল ভোজন করিয়া ব্যূহাকারে অবস্থিতি করিতে থাকুক। এক্ষণে আমি লোকক্ষয়কর ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি। চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভল্লুক, বানর ও রাক্ষস-সৈন্যের বিনাশ ঘটিবে। বায়ু প্রতিকূলভাবে প্রবাহিত হইতেছে, পৃথিবী প্রকম্পিত, পর্ব্বতাগ্র বিচলিতপ্রায় ও ভূধরগণ পতিত হইতেছে। মেঘ সকল অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, লোকে পরুষভাষা প্রয়োগ করিতেছে। নির্দ্দয় জীব সকল শোণিত-বিন্দুমিশ্রিত অশুভকর পদার্থ সকল বর্ষণ করিতেছে, সন্ধ্যার মূর্ত্তি রক্তচন্দনের ন্যায় হইতেছে, সূর্য্য হইতে অগ্নি উদ্গারিত হইতেছে। ক্রূর মৃগপক্ষী সকল দীনভাবে চীৎকার করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আদিত্যাভিমুখে উচ্চরব করিয়া লোকের অন্তরে ভয়ের উৎপাদন করিতেছে। রজনীতে রজনীকান্তের উদয় হইতেছে না বলিয়া লোক সন্তাপিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে লোকক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। নির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল নীলবর্ণ সংলক্ষিত হইতেছে, উহার বহির্ভাগ লোহিতবর্ণ এবং তেজ উগ্রতর হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! প্রবল রজোরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া তারকামণ্ডল বিলুপ্তপ্রায়। তুমি দেখ, এই অবস্থা দর্শনে যুগান্তকালের ন্যায় বোধ হইতেছে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ উপরি হইতে পতিত হইতেছে, শিবাদি জন্তু সকল ভয়াবহ অশুভ রব করিতেছে। বানর ও রাক্ষসদিগের প্রক্ষিপ্ত শেল, শূল ও খড়্গাঘাতে পৃথিবী মাংসশোণিত-কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হইবে। যাহা হউক, অদ্য বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে রাবণ-রক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসপুরীর অভিমুখে গমন করিব।" রণ-দুর্ম্মদ রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরগণ বিপক্ষকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে উৎকট শব্দ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বীরবর বানরদিগের হিতকর কর্ম্ম ও চেষ্টা দ্বারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ১-১৬।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

শুকের মুক্তি ও রাবণসভায় যাত্রা।

রামের সৈন্যসমূহ বানররাজ সুগ্রীবের ব্যবস্থানুসারে উজ্জ্বল নক্ষত্রশালী পৌর্ণমাসী শারদী নিশার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বসুন্ধরা তাহাদের গমনে ত্রস্ত হইয়া চালিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রামের সৈন্য সমূহ দর্শনে সাগরতেজ বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। তদনন্তর বানরগণ লঙ্কাপুরে অবস্থিতি করিয়া ভেরী ও মৃদঙ্গশব্দ-সংমিশ্রিত ভীষণ রব শুনিতে পাইল। বানরসৈন্যগণ সেই শব্দ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া অসহ্য বিবেচনায় উৎকট রব করিতে আরম্ভ করিল। তখন রাক্ষসগণ অম্বরে মেঘশব্দের ন্যায় বানরদিগের উৎকট গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া কম্পিত হইয়া উঠিল। এই সময় রামচন্দ্র বিচিত্র ধ্বজপতাকাবিশোভিত লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়া সীতার নিমিত্ত অন্তরে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এক্ষণে কুরঙ্গনয়না সেই সীতা রাবণ-গৃহে অবরুদ্ধ আছেন গ্রহণাভিভূতা রোহিণীর শোভার ন্যায় সীতার শোচনীয় অবস্থা। ১-৭।

তখন মহাবীর রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে তৎকাল-হিতকর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে লক্ষ্মণ! চাহিয়া দেখ, বিশ্বকর্ম্মা পর্ব্বতোপরি এই লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বোধ হয়, ইহা তাঁহার মানসেই প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার শোভা দেখিয়া বোধ হয় যেন, আকাশে কে চিত্র করিয়া রাখিয়াছে। লঙ্কা সঙ্কীর্ণ হইলেও বহুবিধ বিমানে বিশোভিত। বোধ হয়, বিষ্ণুপদ আকাশে আচ্ছাদিত রহিয়াছে এই পুরীতে নানাবিধ চিত্ররথ-সদৃশ পুষ্পবন আছে; অত্রত্য বৃক্ষসকল নানাপ্রকার ফলপুষ্প ও পক্ষিগণে সমাকীর্ণ। চাহিয়া দেখ, বিহঙ্গগণ মত্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কুসুমসমূহে ভ্রমর সকল সংলীন রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে কোকিল-কাকলী প্রচারিত হইতেছে, সর্ব্বত্র অনুকূল বায়ু প্রবাহিত।" দাশরথি রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন। ৮-১২।

এ দিকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুসারে বানরসৈন্য বিভক্ত হইয়া পড়িল। রণদুর্জ্জয় অঙ্গদ মহাবীর নীলের সমভিব্যাহারে বানরসৈন্য শাসন করিতে লাগিলেন। মহাবল ঋষভ বানরসমূহ সমভিব্যাহারে দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বামদিকে প্রচুর বানরসৈন্য সঙ্গে লইয়া গন্ধমাদন অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমি তোমার সমভিব্যাহারে মস্তকের দিকে থাকিব। জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন জন কুক্ষিদেশ রক্ষা করিতে থাকুন। কপিরাজ কপিসৈন্যের জঘনপ্রদেশ রক্ষা করুন। বরুণ যেমন লোকের পশ্চাদিক্ রক্ষা করেন, তাহার ন্যায় বানররাজের অবস্থিতি হউক।" আকাশে জলদজাল প্রাদুর্ভূত হইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় সৈন্যগণ মহাব্যূহে বিভক্ত ও বানরগণে সংরক্ষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। লঙ্কাপুরী-মর্দ্দনের অভিপ্রায়ে বানরগণ গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড পাদপসকল গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। হয় গিরিশৃঙ্গে লঙ্কা চূর্ণ করিব, নয় ত মুষ্টি-প্রয়োগে ইহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিব, এই আনন্দে বানরগণ অধীর হইয়া উঠিল। ১৩-২২।

এই সময়ে মহাতেজা রামচন্দ্র কপিপ্রবীর সখা সুগ্রীবকে বলিলেন, "সখে! সৈন্যসকল সমাবেশিত হইল; অতএব এক্ষণে রাবণচর শুককে পরিত্যাগ কর।" বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামের অনুরোধক্রমে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে প্রথমে প্রপীড়িত হইয়া শেষে রামকথাক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া ভয়ভীত-মনে রাক্ষসরাজের নিকটে উপস্থিত হইল। শুককে সমুপস্থিত দেখিয়া রাক্ষসরাজ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "তোমার পক্ষ শ্বেতবর্ণ ও ছিন্ন দেখিতেছি কেন? তুমি কি মনোরঞ্জনের জন্য অনেকের আয়ত্তীভূত হইয়াছিলে?" তদনন্তর সেই দূত ভয়ভীতান্তঃকরণে আপনার অবস্থা রাজার নিকট নিবেদন করিল। সে বলিল, "আমি তোমার কথা শিরোধার্য্য করিয়া সমুদ্রের উত্তরতীরে উপনীত হই এবং মধুর ও কোমল বাক্যে অক্ষুণ্ণভাবে তোমার অভিপ্রায় কপিরাজকে বিজ্ঞাপিত করি। বলিতে কি, আমাকে দেখিবামাত্র বানরগণ রোষাবেশে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক আমাকে আক্রমণ করিল এবং মুষ্ট্যাঘাতে আমার প্রাণ-সংহারে সমুদ্যত হইল। তাহারা আমাকে কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করিল না এবং আমাকে প্রশ্ন করিতেও দিল না। তাহাদের স্বভাব অতিশয় কোপন।

তদনন্তর যাঁহার হস্তে বিরাধ, কবন্ধ ও খরের প্রাণসংহার ঘটিয়াছে, সেই রাম সুগ্রীবের সহিত সীতার অন্বেষণে নির্গত হইয়াছেন দেখিলাম। তিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়াছেন, রাক্ষস-বিনাশই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার সমভিব্যাহারী অসংখ্য ঋক্ষ-বানর-সমন্বিত সৈন্যে এই পৃথিবী সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। রাক্ষস ও বানর-সৈন্যের দেবদানবগণের ন্যায় সন্ধি হওয়া অসম্ভব। এক্ষণে হয় রামকে সীতা সমর্পণ, না হয় যুদ্ধায়োজন কর।" ২৩-৩৫।

তখন তদ্বাক্যে দশাননের চক্ষু রক্তিমভাব ধারণ করিল। সে দূতকে চক্ষু দ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন এই কথা কহিতে লাগিল, "যদি সেই দানব বা গন্ধর্ব্ব আমার প্রতিকূলে যুদ্ধসজ্জা করেন, তাহা হইলে সকলের ভয়ে আমি কদাচ জানকীকে প্রত্যর্পণ করিব না। আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, যেরূপ বসন্তকালে কুসুমিত বৃক্ষে মধুপের অবস্থিতি, তাহার ন্যায় আমার শরসকল কবে রামের অভিমুখে প্রধাবিত হইবে? কবে উল্কাপাতে কুঞ্জরের ন্যায় আমার শরাসনচ্যুত নিক্ষিপ্ত শর-সংযোগে রামের শরীর রক্তাক্ত করিব? অতএব আমি বিপুল সৈন্যসমাবেশ পূর্ব্বক সত্বরই সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে দিবাকরের ন্যায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইব। বলিতে কি, আমার বেগ সমুদ্রতুল্য এবং বল মারুতের ন্যায়; রামচন্দ্র আমার বলাবল অবগত নহেন, সেই জন্য আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতেছেন। তিনি বিষপূর্ণ পন্নগের ন্যায় আমার প্রক্ষিপ্ত শরসমূহের বিকট মূর্ত্তি দর্শন করেন নাই; সেই জন্য আমার সহিত সংগ্রামে সাহসী হইতেছেন। রাম কখনও আমার সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সুতরাং আমার বীর্য্য অবগত নহেন, এক্ষণে যুদ্ধকালে যখন আমার চাপময়ী বীণা নিনাদিত হইবে, তখন আমাকে জানিতে তাঁহার চিন্তা থাকিবে না। যাহা হউক, যে শব্দে আর্ত্তলোক শঙ্কিত হয়, যাহাতে মধ্যে মধ্যে জ্যাঘোষ ও নারাচ-নিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে, আমি সত্বরই সেই শত্রুপক্ষীয় সৈন্যরূপ নদীতে অবগাহন করিয়া মহারঙ্গে রণবাদ্য বাজাইতে থাকিব। আমার সহিত সংগ্রাম করিতে ইন্দ্র বা বরুণের সাহস হয় না; অন্য কথা কি, আমার শরাগ্নিতে কুবের বা যমও সংগ্রামস্থলে তিষ্ঠিতে পারেন না।" ৩৬-৪৬।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

শুক এবং সারণের গোপনে বানরসংখ্যানির্ণয়ে তৎপরতা।

অনন্তর রামচন্দ্র সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কাপুরীতে সমুপস্থিত হইলে রাক্ষসেশ্বর রাবণ শুক সারণ নামক দুই জন অমাত্যকে বলিতে লাগিল, "সমগ্র বানর-সৈন্য সমুদ্র পার হইয়াছে; যাহা হউক, সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া রামচন্দ্র এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটাইলেন। সমুদ্রে সেতুবন্ধনের কথা শুনিলে, বিশ্বাস হয় না বটে, কিন্তু বানর-সৈন্যের পরিমাণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। তোমাদিগকে অনুরোধ, তোমরা অতর্কিতভাবে বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পরিমাণ ও ভুজবীর্য্যের পরিচয় লইয়া আইস। যে সকল প্রধান প্লবঙ্গম রামের মন্ত্রী, যে সকল শাখামৃগ পূর্ব্বদিকে অবস্থিতি করিতেছে, যেরূপে সমুদ্রে সেতু সংরচিত হইয়াছে, রামের বল-বীর্য্য, ব্যবসায় ও অস্ত্রপরিচয়, বীর লক্ষ্মণের প্রকৃত পরিচয়, বানরগণের সেনাপতি কে, এই সমুদায় বিশেষরূপ অবগত হইয়া তোমরা শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।" মন্ত্রী শুক ও সারণ দশাননের আজ্ঞাক্রমে বানররূপ ধারণ করিয়া বলবান্ বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা দুই জনে অচিন্তনীয় লোমহর্ষণ বানর-সৈন্য দর্শন করিয়া সংখ্যা করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সকল সৈন্য পর্ব্বতাগ্রে, নির্ঝরে, গিরিগুহায়, সমুদ্রতীরে ও বন-উপবনে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাহারা কেহ কেহ সমুদ্র পার হইতেছে, কেহ কেহ পার হইবার চেষ্টা করিতেছে; এইরূপে ঘোরতর গর্জ্জন পূর্ব্বক তাহারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, রাক্ষসদ্বয় ঐ কপিসৈন্য অক্ষোভ্য সমুদ্রের ন্যায় দেখিতে পাইল। তাহারা ইতস্ততঃ বানরসৈন্য দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে মহাতেজা বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাদিগকে লইয়া গিয়া রামসমক্ষে তাহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন; বলিলেন, "পরন্তপ! এই দুইটি নিশাচর, রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ, লঙ্কাপুরে ইহাদের বাস; ইহারা চররূপে সমাগত।" রাক্ষসদ্বয় রামকে দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত হইল এবং আপনাদের জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিল; তাহারা সে সময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিতে লাগিল, "হে সৌম্য! আমরা রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার সৈন্যসংখ্যা অবগত হইবার জন্য আগমন করিয়াছি।" তখন করুণানিধান রামচন্দ্র তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমরা যুদ্ধার্থে সুসজ্জীভূত আছি, তুমি আমাদের সৈন্যসমাবেশ দেখিতে আসিয়াছ; যদি সে কার্য্য-সাধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে প্রতিগমন কর। অথবা যদি সম্যক্ না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে সখা বিভীষণ তোমাদের যাহা দেখিবার অবশিষ্ট আছে, সমস্ত দেখাইবেন। তোমাদিগকে ধরিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া তোমরা প্রাণে শঙ্কা করিও না, আমি জানি, দূত যদি অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ না করিয়া আগমন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বধ করিতে নাই। যাহা হউক, হে বিভীষণ! যদিও শুকসারণ ছদ্মবেশে আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি উহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে নাই। বরং উহারা নির্ব্বিঘ্নে লঙ্কাপুরী প্রবেশ পূর্ব্বক আমার এই কথা উহাদের রাজাকে বলুক যে, তুমি যে শক্তির সাহায্যে সীতাহরণ করিয়াছ, এক্ষণে বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যতদূর সাধ্য সেই শক্তি প্রদর্শন কর, আমি কল্য প্রাতঃকালে লঙ্কাপুরীর প্রাকার ও তোরণ পর্য্যন্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিব, দেখিও। হে রাবণ! যেরূপ ক্রোধবশে দানবারি ইন্দ্র দানবদিগের প্রতি বজ্রক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আমি তোমার সৈন্যের প্রতি সক্রোধে শরবৃষ্টি করিতে থাকিব।" তিনি শুক-সারণকে এই কথা বলিবার আদেশ করিলে তাহারা রামচন্দ্রের জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরে লঙ্কেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "হে রাক্ষসেশ্বর! আমাদিগকে দেখিবামাত্র বধ-সাধনের জন্য বিভীষণ রামের নিকটে লইয়া গেলেন; কিন্তু দয়ানিধি রাম দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিলাম, বিপুলবিক্রম লোকপালতুল্য চারিটি মহাত্মা এক স্থলে অবস্থিত;—রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব। অন্য বানরগণের প্রয়োজন কি, এই চারি মূর্ত্তি ইচ্ছা করিলে প্রাকার ও তোরণসমন্বিত লঙ্কাপুরী উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। রমণীয় রামরূপ যেরূপ দেখিলাম এবং তাঁহার যে সকল শরসমূহের পরিচয় পাইলাম, তাহাতে অন্য তিন জনের

প্রয়োজন নাই, একাকীই রামচন্দ্র লঙ্কাপুরী ছিন্ন-ভিন্ন করিবেন। বলিতে কি, যে সৈন্য সুগ্রীবের চালিত, রাম-লক্ষ্মণের রক্ষিত, তাহা সুরাসুর সমস্তেরই দুর্দ্ধর্ষ। যাহা হউক, যখন বানর-সৈন্য যুদ্ধকার্য্যে অবিলক্ষণ সুরক্ত,যখন তাহারা বিশেষ বলবান্,যখন তাহারা প্রতিযোদ্ধা গ্রহণের অভিলাষী, তখন অকারণ বিরোধ-সংঘটন না করিয়া রামের সীতা রামকে প্রদান করুন।" ১-৩৩।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

সারণ কর্ত্তৃক রাবণের নিকট বানরসৈন্যের পরিচয়-প্রদান।

সারণের মুখে এইরূপ অকাতরে উক্তি শ্রবণ করিয়া দশানন তাহাকে বলিতে লাগিল, "অন্য কথা কি, যদি দানব বা গন্ধর্ব্ব আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে লোকভয়ে সীতাকে সমর্পণ করিতে পারিব না। হে সৌম্য! বানরগণ তোমাকে অতিশয় পীড়ন করিয়াছে, তুমি সেই জন্য অতিশয় শঙ্কিত এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ করা সঙ্গত বোধ করিতেছ।" রাক্ষসাধিপতি রাবণ এইরূপ কঠোরবাক্য প্রয়োগ করিয়া হিমবৎ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিল। তখন রাক্ষস ক্রোধোদ্দীপ্ত-হৃদয়ে বানর-সৈন্য দেখিবার জন্য দূতদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া লইল। দেখিলেন, সমুদ্র, পর্ব্বত ও বনরাজি বানর-সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অপার কপিসৈন্য দর্শন করিয়া লঙ্কেশ্বর শুক-সারণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদের মধ্যে কান্ কোন্ বানর প্রধান এবং কাহারা বলবান্। কাহারা মহোৎসাহে প্রথমে অগ্রসর হইয়াছে? কাহারা সুগ্রীবের অনুগত? কে বা যূথপতি? সারণ! বানরদিগের প্রভাব কি প্রকার? এই সমস্ত আমার নিকটে বর্ণন কর।" ১-১০।

রাক্ষসরাজের কথা শ্রবণ করিয়া সারণ প্রধান প্রধান বানরদিগের পরিচয় দিতে লাগিল, "যে বানর লঙ্কার অভিমুখে সগর্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছে, ঐ কপি শত সহস্র বানরের যূথপতি; উহার গর্জ্জনে প্রাকার ও তোরণ সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী প্রকম্পিত হইয়া থাকে। সকল বানরই সুগ্রীবের সৈন্যমধ্যে গণনীয়। ঐ যূথপতির নাম নল। বীর্য্যবান্ যে বানর বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক পৃথিবীতে পাদচারে গমন করিতেছে, যাহার মুখ লঙ্কাভিমুখে, কোপাবেশে যাহার দৃষ্টি কুটিল, যে বানর দেখিতে গিরিশৃঙ্গতুল্য এবং পদ্মকিঞ্জল্ক-সদৃশ, যে সক্রোধে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গুল-স্ফোটন করিয়া থাকে, যাহার লাঙ্গুল-শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হয়, সেই এই যুবরাজ অঙ্গদ; ইনি যুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। ইনি বালির অনুরূপ পুত্র, সর্ব্বদা সুগ্রীবের অনুগত ও প্রিয়। যেরূপ ইন্দ্রের জন্য বরুণের রণসজ্জা, সেইরূপ রামের জন্য ইঁহার যুদ্ধায়োজন। রামের হিতাকাঙ্ক্ষী হনুমান্ সীতাকে দর্শন করিয়া যে কাণ্ড করিয়াছিলেন, ইঁহারও অভিপ্রায় সেইরূপ। বীর্য্যবান্ এই বানর অসংখ্য সৈন্যের নায়ক হইয়া তোমাকে দলিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। যে বানর সমুদ্রে সেতুর কারণ, অনুবালির পুত্র, সেই বলী নল বিস্তর সৈন্য-সমভিব্যাহারে সংগ্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যে সকল বলবান্ বানরগণ গাত্রলোম স্ফীত করিয়া পরমোৎসাহে গর্জ্জন করিয়া থাকে, ক্রোধোদয়ে যাহাদের বিকট মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, এরূপ অসংখ্য চন্দনবাসী বীরগণ এই বানরের অনুগত; এই বানর সেনাপতি হইয়া লঙ্কা বিমর্দ্দন করিতে অতিশয় অভিলাষী। উহার আকৃতি বজ্রসঙ্কাশ, বিক্রম অতিশয় ভীষণ, ঐ বীরবর তিনলোকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া খ্যাত। এই বানর অসংখ্য বানরী-সেনা সমভিব্যাহারে সুগ্রীবের অনুবর্ত্তী হইতেছে। উহাকে যুদ্ধে অগ্রসর দেখিলে অন্যান্য বানরগণের আনন্দের সীমা থাকে না। ঐ বানর পূর্ব্বকালে গোমতী-তীরে পর্ব্বতে অবস্থিতি করিত; উহার নাম সংযোজন; এখন সেখানে কুমুদ নামক বানর রাজত্ব করিতেছে; উহার অধীনে শত সহস্র বানর অবস্থিতি করে। উহার লাঙ্গুল দীর্ঘ এবং তাহা তাম্র, পীত, অসিত ও শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণে বিভূষিত; সুতরাং দেখিতে ঘোরদর্শন। ঐ যে অদূরে সংগ্রামাভিলাষী বানরকে দেখিতেছ, উহার আকৃতি অতি ভীষণ, লঙ্কার বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব করাই উহার কামনা। ঐ যে সিংহসদৃশ কপিলবর্ণ দীর্ঘকেশর বানরকে দেখিতেছ, উহার চক্ষু যেন লঙ্কাকে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া নিভৃতভাবে দেখিতেছে, উহার নাম সরভ; বিন্ধ্য, কৃষ্ণ ও সহ্য-পর্ব্বতে উহার অবস্থিতি। উহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বানর-সৈন্য গমন করিয়া থাকে। তেজঃপ্রভাবে লঙ্কাবিজয় উহাদের লক্ষ্য। যে বানর কর্ণপথ সঙ্কুচিত ও বারংবার বিস্তৃত করিতেছে, যাহার মৃত্যুভয় নাই এবং যে সেনাদিগকে পরিচালিত করে না, রোষভরে যাহার অঙ্গযষ্টি প্রকাশিত হয় এবং যাহার দৃষ্টি তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, যে বানর আপনার লাঙ্গুল-বিক্ষেপ দর্শন করিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আপনার বীরত্বে সর্ব্বদা নির্ভয়, রম্য সাল্বের-পর্ব্বতে যাহার অবস্থিতি, উহার নাম যূথপতি রম্ভ। হে রাজন্! সকল যূথপতি এই বীরবরের অনুগামী। মেঘ যেরূপ আকাশে বিচরণ করে, তাহার ন্যায় যে বানর দেবগণের মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থিতি করে, ভেরীনিনাদের ন্যায় যাহার যুদ্ধাশী অনুবর্ত্তী শাখামৃগগণের সর্ব্বদা গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি রণ-দুর্ম্মদ, উহার নাম পনস। ইহাকে শত সহস্র ও শতার্দ্ধ যূথপতি উপাসনা করিয়া থাকে। যে বানর দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় যুদ্ধকালে ভীষণ সৈন্যের নায়ক হইয়া থাকে,ইনি দেখিতে দর্দ্দুরতুল্য, নাম বিনত। ইনি সতত প্রধান নদী পর্ণাসার জলপান করিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। ঐ যে ক্রমন নামক বানরকে দেখিতেছ, ঐ বানর তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে, ষষ্টিশত সহস্র বানর-সৈন্য উহার অধীন। যূথ সকল বিভক্ত হইয়া অনেক সম্প্রদায়ে গণ্য হইয়াছে,সকলেই বিক্রমশীল ও বলবান্। যাহার শরীর গৈরিকবর্ণ, যে সকল বানরকে অগ্রাহ্য করিয়া দৃপ্তভাবে অবস্থিতি করে, উহার নাম গবয়; সক্রোধে তোমাকে আক্রমণই উহার চেষ্টা। উহার অধীনে একশত সপ্ততি সহস্র বানর অবস্থিতি করে, লঙ্কা-বিমর্দ্দনই ইহার মুখ্য কামনা। যে সকল দুর্দ্ধর্ষ বীর বানরগণের সংখ্যা জানিতে পারা যায় নাই,তাহারাও যূথপতি ও যূথপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহারও যথাক্রমে সংবিভাগ-প্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে।" ১১-৪৮।

সপ্তবিংশ সর্গ।

সারণ কর্ত্তৃক বানরযূথপতিগণের পরিচয়-প্রদান।

অনন্তর সারণ কহিল, "রাজন্! তুমি যে সকল পরাক্রান্ত যূথপতি দেখিতেছ, উহাদের জীবনে মায়া নাই। আমি উহাদের পরিচয়

তোমার নিকটে প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে বানরের লাঙ্গুল দীর্ঘ এবং উহার বর্ণ তাম্র, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ, যাহার তেজ সূর্য্য-কিরণের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহার বল অপরিমেয়, সেই বানর হর নামে বিখ্যাত। ইহারই পশ্চাদ্ভাগে শত সহস্র বানর-সৈন্য বৃক্ষ সকল ধারণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, লঙ্কাক্রমণই সকলের কামনা, সকলেই যূথপতি বানররাজের কিঙ্কর, তাহারা যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত হইয়াছে। মহামেঘের ন্যায় যে সকল নীলবর্ণ বানর দেখিতেছ, উহাদের বর্ণ অঞ্জনবৎ, ইহারা যুদ্ধে বিপুল বলবান্, ইহাদের সংখ্যাও অনির্দ্দেশ্য। ইহারা পর্ব্বত এবং নদী প্রভৃতিতে বাস করিয়া থাকে। ঐ দেখ, তোমার অভিমুখে যে সকল সুদারুণ ঋক্ষ সকল দেখিতেছ, হে রাজন্! উহাদের মধ্যে যে যূথপতির অবস্থিতি, সে দেখিতে ভীমদর্শন এবং তাহার চক্ষুর্দ্বয় ভয়ানক, জীমূতে পরিবৃত হইয়া পর্জ্জন্যের যে শোভা হয়, তাহার ন্যায় যূথপতি অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত। গিরিশ্রেষ্ঠ ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে উহার অবস্থিতি; নর্ম্মদার নির্ম্মল জলপান ইহার অভ্যাস, উহার নাম ধূম্র। পর্ব্বততুল্যাকৃতি ইহার ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; ইনি রূপ ও শক্তিতে ভ্রাতৃতুল্য। ইহাঁর নাম জাম্ববান্, ইনি মহাযূথপতি, ইহাঁর স্বভাব যদিও শান্ত এবং গুরুপদানত, কিন্তু ইহাঁর প্রতি অস্ত্রাঘাত করিলে ইনি সহ্য করিতে পারেন না। বুদ্ধিমান্ দেবরাজ ইহাঁর সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন, দেবাসুর-যুদ্ধে জাম্ববান্ অনেক বরলাভ করিয়াছেন। ইনি সেই যুদ্ধে মহামেঘনিভ বিপুল শিলা সকল বর্ষণ করিয়া উৎকট গর্জ্জন করিয়াছিলেন, মৃত্যুকে ভয় করেন নাই। ইহাঁর সৈন্যগণের গাত্র রাক্ষস ও পিশাচ তুল্য রোমশ; তাহাদের সংখ্যা অপরিমেয় এবং বল অমিত। হে রাজন্! এই বানরেশ্বর ইন্দ্রের উপাসক। ঐ দেখ, বিপুল সৈন্য-সমভিব্যাহারী যূথপতি দম্ভ; এই বানর এই যোজন বিস্তীর্ণ শৈলাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার পার্শ্বদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে; এইরূপে উর্দ্ধেও ইহার দেহ-প্রমাণ এক যোজন। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ইহার ন্যায় ভৈরবমূর্ত্তি আর দৃষ্ট হয় না। বানরগণের পিতামহ সন্নাদের নাম বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, যে বানর পূর্ব্বকালে শক্রর সহিত সংগ্রাম করিয়া পরাস্ত হন নাই, তিনিই যূথপতির যূথপ। ইনি গন্ধর্ব্ব-কন্যার গর্ভে অগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। যখন দেবাসুরের সংগ্রাম ঘটে, তখন যিনি দেবগণের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং যেখানে কুবেরের রাজধানী, সেই স্থানই যাঁহার বিহার-স্থান; তোমার ভ্রাতা কুবের যেরূপ বহুকিন্নর-সেবিত পর্ব্বতসমূহে নিত্য বিহার করিয়া থাকেন, যিনি সেইরূপ বিহার করেন, যুদ্ধে যাঁহার সমান বীর আর নেত্রগোচর হয় না, ঐ সেই যূথপতি ক্রথন। ইহাঁর অধীনে কোটি সহস্র বানর-সৈন্য অবস্থিতি করে; এই বানর লঙ্কা-বিজয়ে সর্ব্বদা স্পর্দ্ধাশীল। যে বানর হস্তী ও বানরদিগের পূর্ব্ববৈরিতা স্মরণ করিয়া গজযূথপতিদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক গঙ্গা পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন, এই সেই যূথপতি বানর-সৈন্যগণের নেতা, ইনি গিরিগুহায় অবস্থিতি করিয়া বহু মহীরুহ সমুৎপাটন পূর্ব্বক হস্তীদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। এই বানর স্বকীয় সৈন্যসমূহ-সমভিব্যাহারে হৈমবতী নদীর পশ্চাদ্ভাগে উশীর-বীজ আশ্রয় পূর্ব্বক পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরে, শক্র যেরূপ স্বর্গে বিরাজ করে, তাহার ন্যায় বিহার করিয়া থাকেন। ইহাঁর সঙ্গে যে সকল বানর-সৈন্য অবস্থিতি করে, তাহারা বিপুল-বিক্রমশালী ও অতিশয় যোদ্ধা, ইহাঁর নাম প্রমাথী, ইনি একজন যূথপতি। বায়ু যেমন মেঘমালাকে উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ইহাঁকে দর্শন করিলে বেগগামী সৈন্যগণের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। যেখানে বায়ুবেগে সমুদ্ভূত বহুতর অরুণবর্ণ ধূলিপটল প্রাদুর্ভূত, সেইখানে মহাবল গোলাঙ্গুল সকল অবস্থিতি করে, ইহাদের মুখ শ্বেতবর্ণ, ইহারা এক সঙ্গে শত সহস্র অবস্থিতি করে, ইহাদের যূথপতির নাম গবাক্ষ; ইহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহারা লঙ্কাপুরী-বিমর্দ্দনের জন্য গর্জ্জন করিতেছে। যেখানে সর্ব্বকালে বৃক্ষ সকল ফল প্রসব করে, যেখানে সর্ব্বদা ভ্রমরগণের অবস্থিতি, যেখানকার পর্ব্বতের বর্ণ সূর্য্য-তেজঃসদৃশ, যেখানকার মৃগপক্ষিগণও তদ্বর্ণবিশিষ্ট-মহাত্মা ঋষিগণ যেখানকার পর্ব্বতের প্রস্থদেশ পরিত্যাগ করেন না, যেখানকার বৃক্ষ সকল ফলপুষ্প-সমন্বিত, যেখানকার বৃক্ষের নিকট কামনা করিলে অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেখানকার পর্ব্বতে দুর্লভ মধুর উৎপত্তি, হে রাজন্! সেই রমণীয় কাঞ্চন-পর্ব্বতে প্রধান বানরদিগের অগ্রণী কেশরী অবস্থিতি করেন, ইনিও যূথপতি। যেমন রাক্ষসদিগের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ষষ্টিসহস্র পর্ব্বতের মধ্যে কাঞ্চন-পর্ব্বতের উৎকৃষ্টতা, সেখানে যে সকল বানর অবস্থিতি করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কপিলবর্ণ, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কাহারও কাহারও তাম্রবর্ণ, কেহ কেহ পিঙ্গল; ইহাদের দশন তীক্ষ্ণ, নখ আয়ুধের ন্যায়, কাঞ্চন-গিরিতে ইহারা অবস্থিতি করে। ইহাদের সিংহের ন্যায় চতুর্দ্দন্ত, ব্যাঘ্রের ন্যায় ইহারা দুর্দ্ধর্ষ, ইহাদের তেজ অগ্নির ন্যায়, ক্রোধ আশীবিষের ন্যায়। ইহারা দেখিতে মত্তমাতঙ্গতুল্য, ইহাদের লাঙ্গুল সুদীর্ঘ ও লোমপূর্ণ, অনেকে দেখিতে মহাপর্ব্বত বা জীমূত-সদৃশ, ইহাদের চক্ষু পিঙ্গল ও বৃত্তাকার, ইহাদের গর্জ্জন ভয়ানক, ইহারা যেরূপ দৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যেন লঙ্কাপুরী মর্দ্দন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ইহাদের বীর্য্যবান্ অধিপতি অবস্থিতি করিতেছেন, রাজ্যলাভ ইহাঁর কামনা, ইনি সূর্য্যের উপাসক; ইনি ভুবন-বিখ্যাত, নাম শতবলী; লঙ্কাপুরীবিজয়ই ইহাঁর মুখ্য চেষ্টা। ইনি বিক্রমে অতিশয় বলবান্ এবং পৌরুষ-প্রভাবে অতিশয় পরিচিত, রামের উপকারের জন্য আত্ম-জীবনে ইহাঁর মায়া নাই। গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল নামক বানরদিগের প্রত্যেকের অধীনে দশকোটি বানর-সৈন্যের অবস্থিতি। এতদ্ভিন্ন বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী অসংখ্য বানরশ্রেষ্ঠ আছে; সংখ্যায় অধিক বলিয়া তাহাদের পরিমাণ করা সহজ ব্যাপার নহে। হে মহারাজ! সকল বানরই মহাপ্রভাবশালী, সকলেরই আকার মহাশৈলতুল্য, সকলেই ক্ষণমধ্যে পর্ব্বতাদি বিধ্বস্ত করিয়া পৃথিবীকে উৎপাটিত করিতে পারে।" ১-৪৭।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

শুক কর্ত্তৃক রাবণসকাশে রামসৈন্যের পরিচয়প্রদান।

সারণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাধিপতি দশানন শুককে রামের সৈন্য-পরিচয় সম্বন্ধে বলিতে বলিলে সে বলিতে লাগিল,"রাজন্! তুমি মত্ত মহাদ্বীপের ন্যায়, ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায়, গঙ্গাতীরবর্ত্তী শালবৃক্ষের ন্যায় যে সকল বানরদিগকে দেখিতেছ, ইহারা সকলেই দুর্দ্ধর্ষ, বলবান্ ও কামরূপী; ইহারা যুদ্ধে দেবতাদিগের ন্যায় পরাক্রান্ত। ইহাদের

নবকোটি সহস্র পঞ্চকোটি সহস্র, সপ্তকোটি সহস্র, শঙ্খ সহস্র এব শতবৃন্দ বানর সুগ্রীবের অনুচর; সকলেই কিষ্কিন্ধ্যাতে বাস করে; দেবতা ও গন্ধর্ব্ব হইতে ইহাদের উৎপত্তি; দেবতুল্যাকৃতি সমাকার মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক যে দুইটি কপি দেখিতেছ, উহাদের সমযোদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মার আদেশে ইহারা অমৃত প্রাশন করিয়াছিল, এক্ষণে ইহারা লঙ্কা-সমুৎপাটনে অতিশয় যত্নশীল। এতদ্ভিন্ন কুঞ্জরের ন্যায় যাহাকে উপবিষ্ট দেখিতেছ, যে ক্রোধ করিলে সমুদ্রকেও ক্ষুভিত করিয়া তুলে যে, বানর সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কাপুরে আসিয়াছিল, যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে, তাহাকে পুনর্ব্বার সমুপস্থিত দেখ। ইনি কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, পবননন্দন নামে বিখ্যাত, ইঁহার অপর নাম হনুমান্। ইনি সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। ইনি কামরূপী, বানরশ্রেষ্ঠ ও রূপবলসম্পন্ন, বায়ু যেরূপ সদাগতি, ইঁহার গতিও সেইরূপ অব্যাহত। এই বীর বাল্যকালে বুভুক্ষিত হইয়া সমুদিত দিনমণিকে দেখিয়া ত্রিসহস্র যোজন পথ উত্থিত হইয়াছিলেন। দিবাকরকে ভক্ষণ করিলে তাঁহার ক্ষুধাশান্তি হইবে মনে করিয়া ইনি লম্ফ দিয়া ধরিতে গিয়াছিলেন। দেবর্ষি ও রাক্ষসদিগের অধৃষ্য সূর্য্যদেবকে ধরিতে না পারিয়া উদয়াচলে ইনি নিপতিত হন। শিলাতলে পতিত হওয়াতে উঁহার হনু কিঞ্চিৎ ভিন্নভাব ধারণ করে; তন্নিবন্ধন দৃঢ়হনু হনুমান্ নামে পরিচিত হন। আগমযোগে আমি এই বানরকে যদিও জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু ইঁহার বল, রূপ এবং প্রভাব-বর্ণনে আমি সম্যক্ অসমর্থ; আমার বোধ হয়, এই বীর একাকী লঙ্কাপুরী বিনষ্ট করিতে সমর্থ। যে বীর তোমার লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া ধূমকেতুর ন্যায় বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছে, তাহাকে কিরূপে বিস্মৃত হইতেছ? ইঁহার অন্তরপ্রদেশে যে শূর অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার বর্ণ শ্যাম, চক্ষু কমলদলতুল্য, যাঁহার পৌরুষ লোক প্রসিদ্ধ, তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় অতিরথ। ইনি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন না এবং ইঁহাতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি ব্রহ্ম-অস্ত্র এবং নিখিল বেদের মর্ম্মাবগত আছেন। ইনি শরনিক্ষেপে গগনমণ্ডলকে ভিন্ন ও মেদিনীকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন; ইঁহার ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায় এবং পরাক্রম দেবেন্দ্রের তুল্য। তুমি ইঁহারই ভার্য্যা জানকীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছ। এক্ষণে বীরবর রামচন্দ্র তোমার সহিত যুদ্ধ-কামনায় অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে যে বীর-পুরুষকে দেখিতেছ, যাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণবৎ, যাঁহার চক্ষু তাম্রবর্ণ, কেশপাশ নীলবর্ণ ও কুঞ্চিত, বক্ষঃপ্রদেশ বিশাল, ইনিই ভ্রাতৃপরায়ণ লক্ষ্মণ। কি নীতিশাস্ত্র, কি যুদ্ধবিদ্যা, উভয় বিষয়েই ইনি বিশেষ পারদর্শী। ইনি রণ-দুর্জ্জয়, নেতা, বিক্রান্ত ও বলদর্পিত; ইনি রামের বাহুস্বরূপ ও বহিঃস্থিত প্রাণতুল্য। রামের জন্য ইনি প্রাণকে প্রিয় বোধ করেন না, ইনি সকল রাক্ষসদিগকে সংহার করিবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছেন। রামের বামপার্শ্বে যে রাম-পক্ষাবলম্বী দণ্ডায়মান আছেন দেখিতেছ, ইনিই স্ববন্ধুচ্যুত রাজা বিভীষণ। রামচন্দ্র ইঁহাকে লঙ্কাপুরের রাজা করিয়াছেন; এক্ষণে ইনি তোমার প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহাকে অচল গিরির ন্যায় মধ্যস্থলে উপস্থিত দেখিতেছ, ইনি সকল বানরের অধিপতি, ইঁহার বল অপরিমেয়। ইনি তেজ, যশ, বুদ্ধি এবং বল-প্রভাবে পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়ের ন্যায় বানরদিগের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছেন। ইনি কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে অবস্থিতি করেন; ইঁহার সমভিব্যাহারী অনেকগুলি যূথপতি তত্রত্য নিবিড় গহন, বন ও গিরিদুর্গে অবস্থিতি করে। যে মালায় লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ আবির্ভাব, দেব ও মনুষ্যলোকের কামনীয়, সেই শতপুষ্করা কাঞ্চনী মালা ইঁহারই গলদেশ শোভিত করিয়া থাকে। রামচন্দ্র বীরবর বালির প্রাণসংহার করিয়া এই মালা, বালিপত্নী তারা ও কিষ্কিন্ধ্যার আধিপত্য সমস্তই এই সুগ্রীবকে প্রদান করিয়াছেন। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা একশত শত সহস্রকে কোটি বলিয়া থাকেন, গণনায় শতকোটি সহস্রে শঙ্খ হইয়া থাকে। শত শঙ্খ সহস্রের নাম বৃন্দ, শতবৃন্দ সহস্র মহাবৃন্দ বলিয়া কীর্ত্তিত; শত মহাবৃন্দ-সহস্রের নাম পদ্ম। শত মহাপদ্ম-সহস্র মহাপথ বলিয়া গণ্য, শত মহাপথ-সহস্র খর্ব্ব বলিয়া উক্ত। শত খর্ব্বসহস্রের নাম মহাখর্ব্ব, মহাখর্ব্বসহস্র সমুদ্র বলিয়া গণ্য; শত মহাসমুদ্রসহস্রের নাম মহৌঘ। এইরূপ মহাপথসহস্র, খর্ব্বশত, সমুদ্রশত, সমুদ্রসহস্র, কোটিসহস্র, শত শঙ্খ-সহস্র, শতবৃন্দ, মহাবৃন্দ সহস্র, পদ্মশত এবং সমুদ্র সদৃশ কোটি মহৌঘ বীর সৈন্যের সহিত পরিবৃত হইয়া বানরেন্দ্র সুগ্রীব তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার বল বিচিত্র এবং পরাক্রম অদ্ভুত। হে মহারাজ! প্রজ্বলিত গ্রহতুল্য উপস্থিত এই বানর-সৈন্য সন্দর্শন দেখিয়া যাহাতে শত্রু-হস্তে আমাদের পরাভব না হইয়া জয়লাভ ঘটে, তৎপক্ষে কর্ত্তব্যবিধান কর।"১-৪২।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

শুক-সারণকে রাবণের ভর্ৎসনা।

অনন্তর দশানন শুকমুখে বানরদিগের ভুজবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া এবং রামের দক্ষিণবাহুস্বরূপ মহাবলশালী লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। রাবণ দেখিল, রামের নিকটে ভ্রাতা বিভীষণ ও ভীমপরাক্রম বানররাজ সুগ্রীব সমুপবিষ্ট আছেন। তন্নিকটে ইন্দ্রের ঔরসপুত্র বালিনন্দন মহাবীর অঙ্গদ, হনুমান্ ও দুর্দ্ধর্ষ জাম্ববান্। তৎপার্শ্বে সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ। রাবণ দর্শনমাত্রে ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল এবং শুক সারণ দুই নিশাচরকে যার পর নাই ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। রাক্ষসনাথ অভিমুখে স্থিত, প্রণত সেই রাক্ষসদ্বয়কে রুক্ষ-বাক্যে এই কথা বলিতে লাগিল, "তোমরা আমাকে যে কথা কহিলে, উপজীবী সচিবের পক্ষে ইহা কর্ত্তব্য নহে এবং প্রভুর প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করাও উপযুক্ত অমাত্যের কার্য্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য নহে, তোমরা আমার বিপক্ষ, যুদ্ধার্থ সমুদ্যত, রামের যথেষ্ট স্তব-কীর্ত্তন দ্বারা তাহাই করিয়াছ। তোমরা দুইজনে আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে বৃথা উপাসনা করিয়াছ; কারণ, তোমরা যাহা শিখিবার উপযুক্ত, এরূপ সার রাজনীতি শিক্ষা করিতে পার নাই। যদিই বা রাজনীতির মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছ, কিন্তু ইহা বুঝিতে পার নাই; অজ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় কেবল শাস্ত্রভার বহন করিয়াছ মাত্র। আমার ভাগ্য যে, আমি এরূপ অকর্ম্মণ্য বর্ব্বর সচিবদিগের হস্তে এরূপ গুরু কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছি। যাহা হউক, আমাকে কঠোর-বাক্য বলিতে তোমাদের প্রাণের আশঙ্কা ঘটিল না? যে জিহ্বা দ্বারা শাসনকর্ত্তা রাজার বিরুদ্ধে বাক্যাবলী সমুচ্চারিত হয়, তাহার সাহায্যে অশুভ-কথন কি সঙ্গত? বরং অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া বৃক্ষগণের বিদ্যমানতা সম্ভবে, কিন্তু রাজবিরুদ্ধাচারী

অপরাধীর সমুচিত দণ্ড-বিধান না হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। যাহা হউক, যদি তোমাদের পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, আমার ক্রোধের উপশম না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় শত্রুপক্ষের প্রশংসাকারী পাপাত্মা তোমাদিগের বধ-সাধন করিব। যখন আমার প্রতি তোমরা স্নেহপরাঙ্মুখ হইয়াছ, তখন তোমরা কৃতঘ্ন; সুতরাং তোমরা ত হতই হইয়াছ। আমি তোমাকে পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া বধ করিতে ইচ্ছা করি না।" ব্রীড়ান্বিত শুক সারণকে এই কথা কহিলে তাহারা 'রাবণ রাজার জয় হউক' এইরূপ অভিনন্দন করিয়া সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তখন দশগ্রীব মহোদর নামক নিকটবর্ত্তী রাক্ষসকে এই আদেশ করিল যে, "তুমি কতিপয় উপযুক্ত দূতগণকে আমার নিকটে আনয়ন কর।" তদনন্তর দূতগণ রাজশাসনক্রমে সত্বর তাহার নিকটে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার জয়োচ্চারণ করিল। সে সময়ে রাক্ষসাধিপতি তাহাদিগকে কহিল, "তোমরা দৌত্যকার্য্যে সুপটু, শূর ও নির্ভীকচিত্ত। তোমরা আমার আদেশে এখান হইতে রামের নিকটে গমন কর এবং তাঁহার ব্যবসায় পরীক্ষা করিয়া আইস। যাহারা শত্রুর মন্ত্রণার মর্ম্মভেদ করিতে পারে, তাহারা যেন গমন করে। আমার বিপক্ষ কিরূপে নিদ্রা-সুখ-ভোগ করে, কিরূপে জাগরিত হয়, তাহার চেষ্টা কি, এ সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া আসিবে। যদি চর দ্বারা শত্রুর গুপ্তমন্ত্র জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে শত্রু বসুধাধিপতি কিংবা সর্ব্বাংশে সুপণ্ডিত হইলেও স্বল্পযত্নে যুদ্ধে তাহাকে নিরস্ত করা যাইতে পারে।" তখন দশাননকে তথাস্তু বলিয়া দূতগণ প্রহৃষ্টবদনে শার্দ্দূলকে পুরোগামী করিয়া রাক্ষসপতিকে প্রদক্ষিণ করিল এবং তাহার আদেশে যেখানে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থিতি করিতেছেন, সেইখানে উপনীত হইল। তাহারা অগ্রসর হইয়া ক্রমে সুবেলশৈলের সমীপে উপস্থিত হইল এবং তথায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকিয়া সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত রাম-লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিল; দৃষ্টমাত্রে তাহারা ভয়ভীত হইল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া যদৃচ্ছক্রমে নিগ্রহ করিলেন। যদিও শার্দ্দূল নামক রাক্ষসকে রামের নিকটে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বানরেরা তাহার প্রাণসংহারের চেষ্টা করিলেও রাম তাহার জীবনদান দিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। অন্যান্য রাক্ষসগণ এইরূপ রাক্ষসবৈরী রামের কৃপায় অব্যাহতি পাইল। এইরূপে তাহারা বিপুলবিক্রম বানরের হস্তে প্রপীড়িত হইয়া পুনর্ব্বার লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইল। যখন উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহারা ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; তাহারা দেখিতে অচেতনপ্রায়। তদনন্তর উপস্থিত চরগণ সুবেল-গিরির নিকটে থাকিয়া যেরূপ রাম-সৈন্য দর্শন করিয়াছে, তত্তাবৎ রাজা দশাননের নিকটে বর্ণন করিল। ১-২৯।

ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের নিকট দূতগণ কর্ত্তৃক রামসৈন্য-সম্বন্ধীয় পরিচয় দান।

অনন্তর দূতগণ সুবেল-শৈলের নিকটে উপস্থিত হইয়া রামের সৈন্য-সম্বন্ধীয় যেরূপ পরিচয় পাইয়াছিল, তৎসমস্ত দশাননকে নিবেদন করিল। রাক্ষসরাজ চরদিগের মুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অন্তরে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। রাবণ সেই সময়ে শার্দ্দূলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে নিশাচর! যদিও তোমার বর্ণ পূর্ব্বের ন্যায় নাই, যদিও তুমি দীনভাবাপন্ন হইয়াছ, তথাপি তুমি কোপনস্বভাব শত্রুগণের বশীভূত হও নাই।" রাজশার্দ্দূল শার্দ্দূলকে এইরূপ শাসন করিলে সে ভয়ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, "হে রাজন্! রাঘব-রক্ষিত বানরপুঙ্গবদিগের নিকটে আমরা চরকার্য্যের প্রভাব প্রকাশ করিতে পারি নাই। বলিতে কি, তাহাদের সহিত আমাদের সম্ভাষণ ঘটে নাই এবং তাহাদিগকে কোন প্রশ্নও করা হয় নাই। আমরা যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, পর্ব্বতোপম বানরগণে পন্থা সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে। আমরা বিচরণ করিতে করিতে রাম-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা আমাদিগকে চিনিতে পারিল এবং আমাদের স্বজাতি রাক্ষসগণ বল-পূর্ব্বক আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল। লইয়া যাইবার সময় বানর-সৈন্যগণ আমাদিগকে জানু, মুষ্টি, দন্ত ও তলাঘাতে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে নানাদিকে ভ্রমণ করাইয়া আমাদিগকে রামের নিকটে লইয়া গেল। সে সময় নিদারুণ প্রহারে আমাদের কলেবর রক্তাক্ত, আমরা বিহ্বল ও ইন্দ্রিয় বিচলিত। যখন বানরগণ আমাদের প্রাণহরণে সমুদ্যত, সেই সময় আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকটে প্রাণভিক্ষা করিলে তিনি দয়ার্দ্র হইয়া আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন, 'দূতগণ! তোমরা রক্ষোরাজের নিকটে জানাইও যে, রাম শৈল ও শিলা-সংযোগে সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি গরুড়ব্যূহে ব্যূহিত ও বানর-বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের অপেক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে হয় রামের সহিত যুদ্ধ, না হয় রামকে সীতা সমর্পণ করুন'।" রাক্ষসাধিপতি রাবণ শার্দ্দূল-মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে আন্দোলন পূর্ব্বক মহাবাক্য বলিতে লাগিল, "যদি দেবতা, দানব বা গন্ধর্ব্ব আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও আমি সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া মহাতেজা রাবণ পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, "তোমরা আমার আজ্ঞায় চরভাবে গমনাগমন করিয়াছ, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বানরদিগের মধ্যে কাহারা বীর? তাহাদের প্রভা কিরূপ? কাহার পুত্র ও পৌত্র বলিয়া পরিচিত? আমি তাহাদের বলাবল পরিজ্ঞাত হইলে উচিত প্রতীকার করিতে পারি। যখন যুদ্ধই আমার বাসনা, তখন বলসংখ্যাকরণ আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম।" শার্দ্দূলকে এইরূপ কহিলে সে রাবণ-সন্নিধানে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল, "হে রাজন্! ঋক্ষরাজের পুত্র দুর্জ্জয় গদ্গদ, তাঁহার পুত্র জাম্ববান্। গদ্গদের অন্য পুত্র শতক্রতুর গুরুপুত্র, সে রাক্ষসদিগের মধ্যে অনেককে যার পর নাই পীড়ন করিয়াছিল। ধর্ম্মের পুত্র বীর্য্যবান্ সুষেণ, দধিমুখ কপি সোমের পুত্র। সুমুখ, দুর্ম্মুখ এবং বেগদর্শী, ইহারা বানররূপী স্বয়ম্ভুর অংশ-সম্ভূত। হুতবহের পুত্র সেনাপতি নীল, বায়ুর পুত্র হনুমান্। অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র, মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইহারা অশ্বিনীকুমারের অংশসম্ভূত। বৈবস্বতের কালান্তক পঞ্চ পুত্র, ইহাদের নাম—গজ, গবয়, গবাক্ষ, সরভ ও গন্ধমাদন। যুদ্ধাভিলাষী যে সকল বলবান্ দশকোটি বানর-সৈন্য উপস্থিত, তাহারা দেবপুত্র, তাহাদের সংখ্যা হয় না। যিনি বয়সে যুবা, বীরকুলের অগ্রণী, তিনি দশরথের আত্মজ; ইঁহারই হস্তে খর, দূষণ ও ত্রিশিরার প্রাণ-বধ ঘটিয়াছে। বলিতে কি, রামের তুল্য পরাক্রম সংসারে আর কাহারও দেখা যায় না; ইনি দুর্জ্জয় কৃতাত্মো-

পম বিরাধ কবন্ধের প্রাণ-সংহার করিয়াছেন। সংসারে কোনও ব্যক্তি রামের গুণগ্রামবর্ণন করিতে সমর্থ নহে। তিনি জনস্থানে আগমন করিয়া অনেকগুলি রাক্ষসের প্রাণবধ করিয়াছেন। মাতঙ্গের মধ্যে বৃষের শোভা যেরূপ, তাহার স্থায় এই বীরপুরুষ লক্ষ্মণ রামের পার্শ্বে শোভমান। আমার বিশ্বাস, ইনি বাণ-নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্রেরও জীবনরক্ষার পক্ষে সন্দেহ। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ নামক দুইটি বানর সূর্য্যের অংশসম্ভূত; বরুণের পুত্র হেমকূট। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বানর-শ্রেষ্ঠ নল, ইনি যেরূপ বেগগামী, সেইরূপ বীর। যিনি লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করিয়া রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন, ঐ সেই আপনার ভ্রাতা। আমরা সুবেল-শৈলে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বানর-বল যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা আপনার নিকটে বলিলাম, এক্ষণে পরিণাম আপনার হাত।" ১-৩৫।

একত্রিংশ সর্গ।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে মায়াযোগে রামের মুণ্ড ও ধনুরাদি প্রদর্শন।

রাক্ষসরাজ রাবণ চরমুখে মহাবল রামের পরিচয় জানিতে পারিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিল। সে বলিয়া পাঠাইল যে, "মন্ত্রিগণ, উপযুক্ত সময় উপস্থিত, অতএব সকলে সুসমাহিত হইয়া সত্বর এখানে আগমন কর।" রাজশাসন জানিতে পারিয়া সচিবেরা সত্বর সমুপস্থিত হইলে লঙ্কাধিপতি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইল। দুর্দ্ধর্ষ দশানন সমুচিত মন্ত্রণাবধারণ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তদনন্তর বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক মায়াবী রাক্ষসকে আনাইয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া যেখানে রামপ্রিয়া জানকীর অবস্থিতি, রাবণ সেইখানে গমন করিল। যাইবার সময় মায়াবী বিদ্যুজ্জিহ্বকে কহিল, "তুমি আমার কথায় জনক-নন্দিনীকে মায়ামুগ্ধ করিবে। হে নিশাচর! তুমি ধনু ও শর-সহিত রামের মুণ্ড গ্রহণ করিয়া আমার সমভিব্যাহারে চল।" তখন মায়াবী রাক্ষস তদ্বাক্যে সম্মত হইয়া মায়া-বিস্তার পূর্ব্বক রামের ছিন্নমুণ্ড তাহাকে দেখাইলে রক্ষোরাজ সন্তুষ্ট হইল এবং পারিতোষিক-স্বরূপ তাহাকে অলঙ্কারাদি প্রদান করিল। এ দিকে ধনদানুজ রাবণ সীতা দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া অশোকবনে প্রবেশ করিল। দেখিল, সীতা দীনভাবে অধোমুখে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছেন, শোকে তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। তিনি ভর্ত্তা রামের ধ্যানে নিমগ্নচিত্ত, অদূরে ভীষণাকৃতি রাক্ষসীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দশানন আনন্দাতিশয়ে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রগল্ভবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমি তোমাকে সান্ত্বনা করিতেছি, তুমি যাহার জন্য শোক-দুঃখে আক্রান্ত হইয়াছ, সেই খরহন্তা তোমার স্বামী রাম যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি আশ্রয়বিহীন হইয়াছ; এত দিনের পর তোমার গর্ব্ব বিনষ্ট হইল। হে মূঢ়ে! আর রামগত-মতির প্রয়োজন কি? বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি মৃত, তাহার জন্য শোক করিয়া কি হইবে? হে ভদ্রে! তোমার ভাগ্যে এক্ষণে তুমি আমার প্রধানা মহিষী হইবে। হে পণ্ডিতমানিনি! এত দিনের পর তোমার অল্প পুণ্য নিরস্ত হইয়া বিপুল পুণ্যের ফল ফলিল। হে সীতে! ঘোররূপী বৃত্রাসুর যেরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার স্থায় যিনি সমুদ্র পার হইয়া আমাকে হনন করিতে আসিয়াছিলেন, সেই স্বামিবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, তাঁহার সঙ্গে অসংখ্য বানর-সৈন্য-সমাবেশ ছিল। দিবাকর অস্তগমন করিলে রামচন্দ্র সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে সমুদ্রের উত্তর-তীর গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরে উপস্থিত হন। ক্রমে পথপরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রাচ্ছন্ন হইলে আমার নিকট হইতে প্রথমে একজন চর প্রেরিত হয়। তৎপশ্চাৎ বীরবর প্রহস্তের সমভিব্যাহারে অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়; ইহারই হস্তে রাম-লক্ষ্মণ নিহত হন। রাক্ষসগণ অনবরত পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, শূল, মুদ্গর, যষ্টি, তোমর, পাশ ও মুষল সকল ক্ষেপণ করিয়া বানরগণকে বিনষ্ট করিয়াছে। সে সময়ে রাম সুপ্তাবস্থায় অবস্থিত ছিলেন; সুতরাং যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন নাই; পরবল-প্রমাথী প্রহস্ত অনায়াসে অসি-সংযোগে রামের শিরশ্ছেদ করিয়াছেন। বিভীষণকে এ অবস্থায় যত দূর নিগ্রহ করিতে হয়, তাহার ক্রটি হয় নাই; এক্ষণে সে প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, লক্ষ্মণ উপায় না দেখিয়া অবশিষ্ট বানরদিগের সহিত পলায়ন করিয়াছেন। সুগ্রীবের গ্রীবাভঙ্গ ঘটিয়াছে; হনু-ভেদ হইয়া হনুমান্ অবশেষে রাক্ষসদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে। জাম্ববানের জানু ভঙ্গ করিয়া দিলে তাহার প্রাণ-বায়ু উড়িয়া গিয়াছে, শাখাপত্রহীন বৃক্ষের স্থায় তাহার শরীর বহুবিধ পট্টিশ-প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক দুই জন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে রুধিরাক্তকলেবরে নিহত হইয়াছে; ইহারা অস্ত্রপ্রহারে প্রথমে ছিন্নহস্ত হইয়াছিল। পনস যেরূপ ধরাশায়ী হয়, তাহার স্থায় বানর পনস মেদিনীতে শরীর বিস্তৃত করিয়াছে। বানর দরীমুখ নানাবিধ নারাচনিক্ষেপে ছিন্নমস্তক হইয়া দরীতে চিরশায়ী হইয়াছে; মহাতেজা কুমুদ নীরবে শরাঘাতে হত হইয়াছে। বালি-নন্দন অঙ্গদ রাক্ষসদিগের নিক্ষিপ্ত বহুবিধ শরাঘাতে রুধির বমন করিতে করিতে ধরাশায়ী হইয়াছে। বায়ুবেগ-প্রভাবে বিচালিত মেঘমালার স্থায় হস্তী ও রথের সম্মর্দ্দনে কত বানর-সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। সিংহ যেরূপ মহাদ্বিপের অনুসরণ করে, তাহার স্থায় রাক্ষসদিগের হস্তে অসংখ্য বানরসৈন্য পলায়নপরায়ণ হইলেও নিপাতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে সাগরে নিপতিত হইয়াছে, কেহ কেহ বা আকাশ-পথ আশ্রয় করিয়াছে; এইরূপে ঋক্ষ ও বানর সকল সভয়ে একত্রিত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে। সমুদ্রের তীরে, পর্ব্বতে ও বনমধ্যে যে সকল পিঙ্গলাঙ্গ বানরগণ আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা বিরূপাক্ষ রাক্ষসদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে। এইরূপে তোমার স্বামী আমার সেনাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে, রক্ত-সংমিশ্রিত, ধূলি-সংযুক্ত তাহার মস্তক আনীত হইয়াছে।" তদনন্তর পরমদুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসেশ্বর রাবণ সীতাকে শুনাইবার জন্য একজন রাক্ষসীকে এই কথা বলিল, "নিশাচরি! যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে রামের মস্তক ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষসকে আনয়ন কর।" অনন্তর সেই মায়াবী শরাসনের সহিত রামের ছিন্ন-শির গ্রহণ পূর্ব্বক রাবণকে প্রণাম করিয়া তাহার অগ্রে উপস্থিত হইল। তখন দুর্ব্বৃত্ত দশানন নিকটবর্ত্তী সেই মায়াধর নিশাচরকে কহিল, "সীতা-সমীপে রামের ছিন্ন-শির প্রদর্শন কর; কারণ, তাহা হইলে সতীর স্বামীর শেষাবস্থা দর্শন করিবার বাধা থাকিবে না।" রাজার বচনানুসারে নিশাচর

সীতা-সমীপে রাম-শির প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্বর অন্তর্হিত হইল। তখন রাবণ 'রামচন্দ্রের এই ধনু ত্রিলোক-বিখ্যাত', এই কথা কহিয়া সেই ভয়ঙ্কর শরাসন নিক্ষেপ করিল;—কহিল,"সীতে! এক্ষণে চাহিয়া দেখ, সংযোজিত এই ধনু রামচন্দ্রের, রাত্রিকালে রামের প্রাণসংহার পূর্ব্বক প্রহস্ত ইহা আনয়ন করিয়াছে।" তখন লঙ্কেশ্বর বিদ্যুজ্জিহ্বের হস্ত হইতে সেই রাম-ধনু ও তাঁহার শির ভূমিতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক 'তবে তুমি এখন আমার বশবর্ত্তিনী হও', এই কথা যশস্বিনী বিদেহরাজ-নন্দিনীকে বলিল। ১-৪৫।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

রামের মায়ামুণ্ড-দর্শনে সীতার বিলাপ

অনন্তর সীতা রামের শরাসন ও তদীয় মস্তক দর্শন এবং হনুমানের মুখে বানররাজ সুগ্রীবের রামসনে মৈত্রতার কথা স্মরণ করিয়া অতিশয় খিদ্যমান হইলেন। তিনি দেখিলেন, ছিন্ন মস্তক ও নেত্রদ্বয় স্বামীর সুসদৃশ। রামের কেশপাশ, কেশান্তদেশ ও চূড়ামণির সহিত ইহার বিভিন্নতা নাই। জনকনন্দিনী নানা প্রকার অভিজ্ঞান দর্শনে স্বামীর মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন কুররী যেরূপ শোকাকুলা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে কৈকেয়ি! তোমার কামনা পূর্ণ হইল, কলহ-প্রিয়া তোমা হইতে ইক্ষ্বাকু-কুল নির্ম্মূল হইল অদ্য রাম নিহত! হায়! আর্য্য রামচন্দ্র তোমার কি অপকার করিয়াছেন, যে জন্য তুমি চীরবসন পরাইয়া তাঁহাকে বনবাসী করিলে?" এই কথা বলিয়াই তিনি কম্পিতকলেবরে ছিন্নমূল কদলীতরুর ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া কথঞ্চিৎ সমাশ্বস্ত হইয়া ছিন্ন-শির গ্রহণ পূর্ব্বক নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "হে সুব্রত! হে মহাবাহো! তুমি বীর-পদবী অনুসরণ করিয়া এক্ষণে চরম-দশায় উপনীত হইয়াছ। হায়! বিধি আমাকে বিধবা করিলেন! নারীর পক্ষে স্বামীর অপ্রিয় হওয়াই প্রথম মরণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আমার ভাগ্যে সাধুচরিত্রাবলম্বী হইলেও তুমি আমার সাক্ষাতে বিরূপ হইলে। হায়! আমি মহা-দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছি; তুমি আসন্ন বিপদ্ হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে আমার ভরসা ছিল; কিন্তু আমার ভাগ্যে অদ্য তুমি নিহত! হে রাঘব! আমার শ্বশ্রূ দেবী কৌশল্যা তোমার বিরহে বিবৎসা ধেনুর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! দৈবজ্ঞেরা তোমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া আদেশ করিয়াছেন; হায়! আমার ভাগ্যে অদ্য তাহা মিথ্যাবাক্যে পরিণত হইল। অথবা তুমি প্রজ্ঞাবান্ ও সাধুবৃত্ত হইলেও তোমার প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইয়াছে। বুঝিলাম, কালের গর্ভে সকলই লয় পাইয়া থাকে। হায়! তুমি নীতিশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও কি জন্য বাসনা-চরিতার্থের উপায় না করিয়া তাহা বর্জ্জনে শক্তি প্রকাশ করিলে? কি জন্যই বা অদৃষ্ট মৃত্যুর বশ-বর্ত্তী হইলে? আমি এক্ষণে জানিলাম, অতিনৃশংস কালরাত্রিস্বরূপ আমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার প্রাণবায়ু শেষ হইয়াছে। হে মহাবাহো! তুমি তপস্বিনী আমাকে কোথায় পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়া নারীর ন্যায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে? আমি গন্ধ-মাল্য প্রদান পূর্ব্বক সযত্নে কাঞ্চন-ভূষিত তোমার যে ধনু অর্চ্চনা করিয়াছি, সেই প্রিয় ধনুর অবস্থা এই! হে অনঘ! এক্ষণে তুমি আমার শ্বশুর, তোমার পিতা স্বর্গীয় দশরথ ও অন্যান্য পিতৃপুরুষদিগের সহিত স্বর্গবাসী হইয়াছ। তুমি আকাশে নক্ষত্রস্বরূপে সমুদিত হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমার পবিত্র রাজবংশ উপেক্ষিত হইল। হে গুণাভিরাম রাম! তুমি আমাকে দেখিতেছ না কেন? কি জন্যই বা কোনও কথা বলিতেছ না? আমি পূর্ণযুবতী, তোমার ভার্য্যা ও সহচারিণী; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিবার কারণ কি? হে কাকুৎস্থ! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়া এই সত্য করিয়াছিলে যে, আমার সঙ্গ-ছাড়া হইবে না; এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? যাহা হউক, হতভাগিনীকে সঙ্গে করিয়া লও। হে ধার্ম্মিক! তুমি আমাকে কি জন্য ইহলোকে রাখিয়া পরলোকে প্রস্থিত হইলে? তোমার যে কল্যাণময়, কমনীয় ও স্নিগ্ধ শরীর আমি আলিঙ্গন করিতাম, হায়! তাহা মাংসাশী জন্তুগণের ভোজ্য-বস্তু বলিয়া আকৃষ্ট হইবে! তুমি প্রচুর দক্ষিণার সহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ-সাধন দ্বারা যে সংস্কার করিয়াছিলে, এক্ষণে অগ্নিহোত্র দ্বারা সে সংস্কার গ্রহণ করিতেছ না কেন? তুমি, আমি ও লক্ষ্মণ এই তিন জনে প্রব্রজ্যা-পথের পথিক হইয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের তিন জনের মধ্যে লক্ষ্মণ প্রতিগমন করিলে পুত্রবৎসলা কৌশল্যা কিরূপে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিবেন? যখন দেবী কৌশল্যা লক্ষ্মণকে ভ্রাতৃবৎসল রামের বিনাশবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাকে নিশাকালে নিশাচর বধ করিয়াছে বলিতে হইবে। দেবী রামজননী তোমাকে সুপ্তাবস্থায় হত ও আমাকে রাক্ষসগৃহে অবস্থিত জানিলে তাঁহার হৃদয় কি বিদীর্ণ হইবে না? হায়! অনার্য্যা আমার জন্য রাজকুমার বীর্য্যবান্ রাম অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে হত হইলেন! আমি দাশরথি রামের বিবাহিতা ভার্য্যা হইলেও কুলকলঙ্কিনী হইলাম; কারণ, আমার জন্য আমার সাক্ষাতে রামের মৃত্যু-ঘটনা ঘটিল। অদ্য আমি যাঁহার ভার্য্যা বলিয়া শোক করিতেছি, হে রাবণ! তুমি রামের দেহোপরি আমাকে রক্ষা করিয়া সত্বর অস্ত্রাঘাতে প্রাণহত্যা কর। তোমাকে অনুরোধ তুমি আমার পতির মৃতদেহ আনিয়া দিয়া হত-ভাগিনী পত্নীর হিত সাধন কর। হে দশশির! তুমি আমার স্বামীর শিরের সহিত আমার শির এবং তাঁহার শরীরের সহিত আমার শরী-রের সংযোগ করিয়া দাও। রাবণ! মহানুভব পতির অনুগমনই আমার কামনীয়।" এইরূপে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া জানকী সেই শরাসন ও ছিন্নমুণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সীতা এইরূপে শোক করিতেছেন, এরূপ সময়ে সৈন্যমধ্যস্থিত এক জন নিশাচর রাক্ষসেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে 'আর্য্যপুত্র! তোমার জয় হউক,' এই কথা বলিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সেনাপতি প্রহস্ত উপস্থিত, এই সংবাদ জানাইল। বিশেষ করিয়া বলিল, "হে প্রভো! মহাবীর প্রহস্ত সকল অমাত্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় আমাকে পাঠাইয়া দিয়া-ছেন। মহারাজ! মন্ত্রীদিগের কার্য্যসম্বন্ধীয় কোনও বিপদ্‌হেতুনা দাঁড়াইয়াছে, অতএব তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন।" রাক্ষস-মুখে রাক্ষসরাজ এইরূপ উদ্বেগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া অশোকবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিল। যদিও

মন্ত্রিগণের প্রতি রাজকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কর্ম্মভার অর্পিত আছে, তথাপি রাক্ষসরাজ সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক রামের পরাক্রম অবগত হইয়া তৎপ্রতিবিধানে মনোযোগী হইল। এ দিকে রাবণ যেই প্রস্থান করিল, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছিন্ন-শির ও বিচিত্র কার্ম্মুকও অন্তর্হিত হইল। এই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ ভীমবিক্রম মন্ত্রীদিগের সহিত রামের সম্বন্ধে এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, মন্ত্রণা করিতে লাগিল। সে সমীপস্থিত হিতৈষী সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বলিল, "সত্বর ভেরী ঘোষণা করিয়া সৈন্য সকলকে আনয়ন কর ; কিন্তু তাহাদিগকে উহার কারণ বলিও না।" তখন দূতগণ তদ্বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সৈন্যগণকে আনয়ন করিল। তাহারা উপস্থিত হইলে মহারাজ যুদ্ধ করিতে বাসনা করিয়াছেন, এই কথা জানাইল। ১-৪৪।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

সীতাকে সরমার আশ্বাসপ্রদান।

সখী সরমা সীতাকে মুগ্ধ দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং মধুর ও মৃদুবচনে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিল, "সীতে! তুমি রাক্ষস-মায়ায় মোহিত ও মর্ম্মাহত হইয়া শোক করিতেছ কেন?" সরমা সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু সে সীতার অনুরাগিণী ও পক্ষপাতিনী ছিল, এ জন্য সীতার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ প্রণয় জন্মিয়াছিল। সে দেখিল, তাহার প্রিয়সখী জ্ঞানশূন্যপ্রায়। বড়বা যেরূপ ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পৃথ্বীকন্যা পৃথিবীতে শায়িতা। সরমা তাঁহাকে উঠাইয়া সখীস্নেহে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল, "সখি! রাবণ তোমাকে যে কথা বলিয়াছে এবং তুমি তাহার যেরূপ উত্তর দিয়াছ, তোমার প্রতি বিশিষ্ট প্রণয় বলিয়া তাহা শুনিতে ত্রুটি করি নাই। আমি রাবণের ভয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বনে লীন ছিলাম। হে সুন্দরি! তোমার জন্য আমি রাবণকেও ভয় করি না। সেই রক্ষোরাজ যে জন্য অশোকবন হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, হে মৈথিলি! আমার তাহা অবিদিত নাই। তুমি নিশ্চয় জানিও, আত্মতত্ত্বজ্ঞ রামচন্দ্র সুষুপ্ত থাকিলে তাঁহার বধ-সাধন কখনই সম্ভবিতে পারে না। বৃক্ষযোধী বানরগণও বিনষ্ট হইবার নহে ; কারণ, তাহারা দেবাংশসম্ভূত, বলবান্ এবং রামের রক্ষিত। সেই রামচন্দ্র প্রতাপশালী, শ্রীমান্, দীর্ঘভুজ ও মহোরস্ক ; তিনি ধনুর্দ্ধারী ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত ; তিনি ঘোরবিক্রমী এবং নিত্যকাল আপনার ও পরের রক্ষাকর্ত্তা, নীতিশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ; ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহার সমভিব্যাহারী, তদীয় বলবিক্রম অচিন্তনীয় ; তিনি শত্রুকর্ষণ ; তাঁহার হস্তে পরবল নিহত হয় বটে, কিন্তু হে সীতে! তিনি হত হইবার নহেন। সর্ব্বভূত-বিরোধী মায়াবী অন্যায় বুদ্ধির আশ্রয়ে তোমার প্রতি এই মায়া প্রদর্শন করিয়াছে। যাহা হউক, তোমার শোকসূর্য্য অস্তমিত, তোমার কল্যাণ করস্থিত। নিশ্চয়ই লক্ষ্মী তোমার প্রতি কৃপাবতী হইবেন, তোমার মঙ্গল হইবে। আমি দেখিয়াছি, বানর-সেনা-সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র সমুদ্র পার হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ-তীর সমাশ্রয় করিয়াছেন। দেখিয়াছি, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র সাগরতীরস্থ বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ রামচন্দ্র লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়াছেন কি না, জানিবার জন্য যে সকল রাক্ষসদিগকে পাঠাইয়াছিল, তাহারা রামের বলাবল-পরিচয় প্রদান করিয়াছে। রাবণ সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইতেছে।" সরমা সীতাকে এই কথা বলিতেছে, এরূপ সময়ে সৈন্যগণের যুদ্ধোদ্যোগজনসম্ভূত ভৈরবরব শ্রুত হইতে লাগিল। তখন ভেরী দণ্ডাহত হইয়া মহাশব্দ প্রচারিত করিলে কলকণ্ঠনাদিনী সরমা সীতাকে কহিল, "জানকি! মেঘগর্জ্জনের ন্যায় উৎকট ভেরী নিনাদ হইতেছে, শুন। মত্তমাতঙ্গ সকল সজ্জীভূত, রথাশ্বগণ সংযোজিত, অশ্বারোহী সকল সংলক্ষিত ও অস্ত্রধারী অগণ্য বীরগণ অগ্রসর হইতেছে। অদ্ভুতদর্শন সৈন্যসমূহে রাজপথ সমাচ্ছন্ন হইতেছে। সমুদ্র যেরূপ জলরাশিতে শোভিত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রচণ্ড বেগ ও গভীর গর্জ্জনও তদ্রূপ। জানকি! চাহিয়া দেখ, বীরগণের অস্ত্র-শস্ত্র সকল সুনির্ম্মল, চর্ম্ম-বর্ম্ম পরিষ্কৃত, রাবণের পশ্চাতে রথ, অশ্ব ও গজ সকল গমন করিতেছে, যোদ্ধৃবর্গ হৃষ্টমনে ত্বরিতবেগে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। দেখ, ধ্বজপতাকা প্রভৃতির নানাবর্ণ-প্রভা প্রকাশ পাইতেছে, নিদাঘে বন যেরূপ দগ্ধ হয়, দিবাকরের যেরূপ প্রখর মূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে, যুদ্ধার্থিগণের অবস্থাও সেইরূপ। ঐ শুন, রথনেমি ও রণঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে, যুদ্ধাশ্বগণ হেষারব করিতেছে, অনবরত তূর্য্যধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। রাবণের অনুগামী রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে, দেখিতে দেখিতে তুমুল লোমহর্ষণ আয়োজন হইতে লাগিল। হে কমলপত্রাক্ষি! চাহিয়া দেখ, শোকবিনাশিনী শ্রী তোমার অঙ্গে শোভা পাইতেছে, দেবেন্দ্র হইতে দানবগণের ভয়ের ন্যায় রাক্ষসগণের রাম হইতে ভয়ের উদ্রেক দাঁড়াইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় অচিন্ত্যবিক্রম তোমার ভর্ত্তা রামচন্দ্র সমরে দশস্কন্ধকে সংহার করিয়া তোমার সহিত সম্মিলিত হইবেন। দেবেন্দ্র যেরূপ উপেন্দ্রসহায়তায় শত্রুমধ্যে বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তোমার স্বামী রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদিগের উপর বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিবেন। আমি দেখিব, রিপুকুল নিঃশেষ হইয়া কার্য্যসিদ্ধি ঘটিলে তুমি স্বামীর অঙ্কশায়িনী হইবে। হে জানকি! তুমি সে সময় তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন-সুখ অনুভব করিয়া মনের আনন্দে আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিবে। হে সুন্দরি! তুমি অচিরকালমধ্যে উপস্থিত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবে। তোমার স্বামী, দীর্ঘকালব্যাপী তোমার যে বেণী শিথিল হইয়া আছে, তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে সপ্রণয়ে জঘনদেশে উপবেশন করাইবেন। তুমি পন্নগী যেরূপ নির্ম্মোক মোচন করে, তাহার ন্যায় সমুদিত পূর্ণশশাঙ্কের ন্যায় বীরের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। হে রামপ্রেয়সি মৈথিলি! অচিরে দশমুণ্ড নিহত হইলে তুমি সমস্ত ভোগ্য-বস্তু মনের সুখে ভোগ করিতে পারিবে। যেরূপ সুবৃষ্টি ঘটিলে শস্যশালিনী বসুন্ধরার অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাহার ন্যায় তুমি রামের সপ্রণয়-ব্যবহারে সম্মানিত হইয়া যার পর নাই সন্তোষ ভোগ করিবে। হে দেবি! অশ্ব যেরূপ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় যিনি গিরিবর উদয় ও অস্তাচলের অভিমুখ আশ্রয় করিয়া থাকেন, তুমি সেই দিবাকর অংশুমালীর শরণাপন্ন হও ; জানিও, তিনিই প্রজাপ্রভব।" ১-৩৭।

চতুঃস্ত্রিংশ সর্গ।

সীতার প্রতি সরমার মধুরবাক্য।

অনন্তর সরমা শোকাকুলা সীতাকে নিদাঘতাপ-তাপিত পৃথিবী যেরূপ বৃষ্টিজলে সিক্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যুক্তিযুক্ত উপাদেয় বাক্যে মুগ্ধ করিয়া আনন্দিত করিল। সখী সরমা প্রিয়সখীর হিত-কামনায় ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সেই সময়ে বলিতে লাগিল, "হে, অসিতাপাঙ্গি সীতে! আমি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া রামের সংবাদ অবগত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়া জানাইতেছি। আমি অবলম্বনশূন্য আকাশে গমন করিতে থাকিলে পবন কিংবা বিনতানন্দনও আমার গতিরোধ করিতে পারিবেন না।" সীতা যদিও শোকতাপে শীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, কিন্তু সরমার আশ্বস্তবাক্যে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য-ধারণ-পূর্ব্বক তাহাকে মধুর অথচ কোমল-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, তুমি গগন বা রসাতলে গমন করিতে পার, আমি জানি, আমার জন্য তোমার অকর্ত্তব্য কার্য্য কিছুই নাই। যাহা হউক, আমার প্রিয়কার্য্য-সাধন করা যদি তোমার অভিপ্রেত হয় এবং যদি এ কার্য্যে তুমি স্থির-মতি হইয়া থাক, তাহা হইলে রাবণ এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়া কি করিতেছে, তুমি জানিয়া আসিবে। যেরূপ মদিরাপানে মত্ত হইলে লোকের মোহ ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মায়াবী দুষ্টপ্রকৃতি রাবণ আমাকে মুগ্ধ করিতেছে। সে বিকটাকৃতি রাক্ষসীদিগকে আমার রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা নিত্যকাল আমার প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন ও ভর্ৎসনা করাইতেছে। বলিতে কি, আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া আছি, কিছুতেই আমার মন শান্ত হইতেছে না; আমি রাবণ-ভয়ে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নান্তঃকরণে অশোকবনে অবস্থিতি করিতেছি। তুমি রামসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছ, যদি তাহা নিশ্চিত হয় এবং তুমি যদি আমার জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে জানাইয়া দেও, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের সীমা থাকে না।" সীতা এইরূপ কথা কহিলে মৃদুভাষিণী সরমা বাষ্পবারিপূর্ণাক্ষ তদীয় মুখকমল স্পর্শ করিয়া এই কথা কহিল, "মৈথিলি! যদি তোমার অভিপ্রায় এইরূপ হয়, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলিতেছি, বিপক্ষ-পক্ষের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি সত্বর প্রতিগমন করিব।" সে এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সমীপে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত তাহার যেরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তাহা শ্রবণ করিল। তদনন্তর সংবাদগ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর অশোকবনে প্রতিগমন করিল। দেখিল, সৌন্দর্য্য নষ্ট হইলে পদ্মের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় সীতা তাহার প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট আছেন। দর্শনমাত্রে দশরথ-বধূ তাহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে বসিবার জন্য সুস্নিগ্ধ আসন প্রদান করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সুন্দরি! তুমি এখানে উপবেশন করিয়া ক্রূরমতি রাবণের মন্ত্রণা সম্বন্ধে যাহা জানিয়া আসিয়াছ, সমস্ত যথাযথ বর্ণনা কর।" কম্পিতকলেবরে সীতা এইরূপ কহিলে সরমা সমন্ত্রী রাক্ষসরাজের সমস্ত মন্ত্রণা বলিতে লাগিল, রাক্ষসরাজের-জননী তোমার মুক্তির জন্য পুত্র রাবণকে স্নেহবাক্যে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন; এইরূপ বৃদ্ধ মন্ত্রীও বলিয়াছিল যে, 'মনুজেন্দ্র রামচন্দ্রকে মৈথিলী প্রত্যর্পণ কর; জনস্থানে যে অদ্ভুত নিদর্শন দেখিয়াছ, তাহাই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিতে হইবে। হনুমানের সমুদ্রপার এবং লঙ্কাপুরে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার কি বিস্ময়-ব্যাপার নহে? যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ হইয়া রাক্ষসের প্রাণবিনাশ, ইহাও কি সামান্য কথা?' এইরূপ বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাবণ-জননী তাহাকে বিস্তর বুঝাইয়াছেন; কিন্তু অর্থসেবী ব্যক্তি যেরূপ অর্থকে পরিত্যাগ করে না, তাহার ন্যায় রাবণ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। সে অমাত্যগণের সহিত এই অবধারণ করিয়াছে যে, জীবন থাকিতে রামের সীতা রামকে দিব না; মৃত্যুর কুহকে পড়িয়া তাহার এই বুদ্ধিবিপর্য্যয় দাঁড়াইয়াছে; সে ভয়-প্রযুক্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না; এক্ষণে যুদ্ধ করাই তাঁহার স্থিরকল্প বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। হে অসিতেক্ষণে! রামচন্দ্র সংগ্রামে নিক্ষিপ্ত নিশিত সায়ক-সাহায্যে দশাননের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তোমাকে অযোধ্যা রাজধানীতে লইয়া যাইবেন।" সরমা এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে সৈন্যগণের ভেরী-শঙ্খ-সমাকুল তুমুল শব্দ শ্রুতি-পথে প্রবিষ্ট হইল; সেই উৎকট শব্দে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন লঙ্কাস্থিত রাজকর্ম্মচারিগণ বানরসৈন্যগণের উৎকট গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত নির্বীর্য্য ও সৈন্যরাশিতে সমাচ্ছন্ন স্থির করিল। তাহারা সে সময়ে রাজার দুর্ব্বুদ্ধি-নিবন্ধন কোনও প্রকার মঙ্গলের মুখ দেখিতে পাইল না। ১-২৮।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

রাবণের প্রতি মাল্যবানের হিতোপদেশ।

অনন্তর পরপুরঞ্জয় রামচন্দ্র শঙ্খবিমিশ্রিত সেই ভেরীশব্দে যুদ্ধার্থে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রূর রাক্ষসরাজ সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল ধ্যানাবলম্বী হইল; তদনন্তর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া সভাকে নিনাদিত ও সভাস্থ লোকদিগকে অনাদৃত করিয়া, তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, 'তোমরা রামের সমুদ্রোত্তরণ ও তদীয় অলোকসামান্য শক্তি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছ, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমি তোমাদিগকে ঘোর বিক্রান্ত ও পরম তেজস্বী বলিয়া জানি; তোমরা রামের বিক্রম জ্ঞাত হইয়া কোনও কথা না বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছ কেন?" তদনন্তর মাল্যবান্ নামক মহাপ্রাজ্ঞ রাক্ষস (রাজার মাতামহ) রাবণের উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! যে ব্যক্তি শাস্ত্রপণ্ডিত এবং নীতিশাস্ত্রের অনুগামী, সেই ব্যক্তিই চিরকাল ঐশ্বর্য্য-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার শত্রুকুলও বশতাপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কালের বশবর্ত্তী হইয়া শত্রুবল সন্ধান করিয়া নিজপক্ষ পুষ্টি করিতে পারেন, তাঁহার মহৈশ্বর্য্যলাভ হয়। যেখানে রাজা দুর্ব্বলপ্রকৃতি-নিবন্ধন হীনভাবাপন্ন হন; সেখানে শত্রুর অবমাননা না করিয়া তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করা তাঁহার কর্ত্তব্য; প্রবলের সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব হে রাবণ! রামের হস্তে জানকীকে প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করা আমার অভিপ্রেত। এরূপ করিলে দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ রামের জয়কামনা করিতে পারিবেন না; অতএব সন্ধিই আমার প্রার্থনীয়। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইটি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুর ও অসুরগণের উহাই আশ্রয়স্থল। শুনিয়াছি, মহাত্মা অমরগণ ধর্ম্মপক্ষ গ্রহণ করিয়া-

ছেন, রাক্ষস ও অসুরেরা অধর্ম্মকে স্থানদান করিয়াছে। যে সময়ে সত্যযুগের অবতারণা, সেই সময় ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছেন; যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে লোপ করিয়া ফেলে, তখনই কলির অধিকার। অতএব এখন যে পথে চলিতেছ, তাহাতে ধর্ম্ম নিহত হইয়াছে। অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন তোমার বলবৃদ্ধি দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধিবিপর্য্যয় হেতু তোমার অধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাতে আমাদেরও যে কিছু ধর্ম্মভাব ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সুরগণের ধর্ম্মপক্ষের প্রভাব দাঁড়াইয়াছে। তুমি বিষয়াসক্ত হইয়া যে কিছু অকার্য্য করিয়াছ, তাহাতেই অগ্নিতুল্য ঋষিদিগের অন্তরে ঘোর উদ্বেগ জন্মিয়াছে। জানিও, ঋষিগণের প্রভাব প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহাদের অন্তঃকরণ তপোবলে পরিশুদ্ধ, তাঁহারা ধর্ম্মের অনুগ্রহে অবস্থিত। সেই সকল দ্বিজাতিগণ প্রধান প্রধান যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তত্তৎকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, যথাকালে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং বিধিপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা রাক্ষসদিগকে পরাভূত করিয়া ব্রহ্মঘোষ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। রাক্ষসগণ ঋষিগণের ব্রহ্মতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সূর্য্যোদয়ে যেরূপ মেঘমালা বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় নানাদিকে বিদ্রুত হইয়া থাকে। বলিতে কি, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঋষিদিগের অগ্নিহোত্র-সমুত্থিত ধূমরাশি রাক্ষসগণের তেজ আবৃত করিয়া দশদিকে গমন করিয়া থাকে। নিয়ম-ব্রতাবলম্বী তপস্বী ঋষিগণ পুণ্যতীর্থে বাস করিলেও তীব্রতপস্যা-প্রভাবে রাক্ষসদিগকে সন্তাপিত করিয়া থাকেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ তোমার অজেয় বলিয়া তুমি বরগ্রহণ করিয়াছ; কিন্তু মনুষ্য, বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলগণকে বলবান্ বলিয়া মনে কর নাই; সুতরাং তাহাদের ভয়-নিবারণের জন্য কোনও উপায় কর নাই; এক্ষণে তাহারাই দৃঢ়বিক্রমে গর্জ্জন করিতেছে। যাহা হউক, উপস্থিত সঙ্কটে যে সকল দুর্লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে সকল রাক্ষসগণের বিনাশ ঘটিবে, ইহাই আমার ধারণা। আমি দেখিতেছি, গর্দ্দভগণ বিকট চীৎকার করিতেছে, ভয়ঙ্কর মেঘ সকল লঙ্কার সর্ব্বত্রই উষ্ণ শোণিত-বর্ষণ করিতেছে। অশ্ব ও গজ প্রভৃতি বাহনগণ বিকট রব করিতেছে। আহা! তাহাদের চক্ষু হইতে সর্ব্বদাই জলধারা পতিত হইতেছে। পতিত জলের বিরাম নাই, তাহারা রজোবিধ্বস্ত ও বিবর্ণ হইয়া পূর্ব্বপ্রভা পরিত্যাগ করিয়াছে। ভীষণাকার গোমায়ু ও গৃধ্রগণ অশুভ-ভৈরব রব করিতেছে; তাহারা লঙ্কার আরামে প্রবেশ করিয়া দলে দলে মিলিত হইতেছে। শৃগালীগণ পাণ্ডুর দশন বিস্তার পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে হাস্য করিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রী সকল স্বপ্নাবস্থায় কথা কহিতে কহিতে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গত হইতেছে। গৃহের বলিকর্ম্মার্থে কুকুরগণ নিযুক্ত হইতেছে। গো-গর্ভে গর্দ্দভ এবং নকুলোদরে মূষিকের উৎপত্তি হইতেছে। মার্জ্জারগণ দ্বীপিদিগের, শূকর শুকগণের, কিন্নরগণ রাক্ষস ও মনুষ্যাদিগের সহিত একত্র সম্মিলিত হইতেছে। কাল-প্রেরিত হইয়া পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ বিহগ সকল বিচরণ করিতেছে। কপোতগণ রাক্ষস-বিনাশ-সূচনায় দৃষ্ট হইতেছে। সারিকাগণ গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া চাঁচীকুচী শব্দ করিতেছে, আবাসবাটী দৃঢ়ভাবে সংরচিত হইলেও কলহানুরাগী জনের প্রভাবে পর্য্যস্ত হইয়া পতিত হইতেছে। পক্ষী ও মৃগগণ সূর্য্যাভিমুখে রোদন করিতেছে। পুরুষের মূর্ত্তি করাল, মুণ্ড বীভৎস ও বর্ণ কৃষ্ণপিঙ্গল হইতেছে, কাল সকলের গৃহাদি গ্রাস করিতেছে; এইরূপ নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে। নরমূর্ত্তিধারী রামকে নারায়ণ বলিয়া আমার বিশ্বাস; কারণ মনুষ্যের ওরূপ দৃঢ়পরাক্রম হওয়া সম্ভাবিত নহে; বিশেষতঃ যিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলেন, তাঁহাকে পরমাদ্ভুত মনে করা সামান্য কথা নহে। হে রাক্ষসরাজ! তুমি নররাজ রামের এইরূপ কার্য্য সকল অবধারণ করিয়া আপনার মঙ্গলের জন্য তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন কর।” বিবেচক মাল্যবান্ এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া রাক্ষসাধিপতির অন্তঃকরণ-পরীক্ষান্তে তাঁহাকে তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিতে দেখিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। ১-৭।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

লঙ্কারক্ষার্থ প্রহস্তাদির প্রতি রাবণের উক্তি।

অনন্তর মাল্যবান্ হিতোপদেশ প্রদান করিলে দুর্বৃত্ত দশানন কালের বশবর্ত্তী হইয়া মাতামহের বাক্য গ্রাহ্য করিল না। সে তখন ভ্রূভঙ্গী পূর্ব্বক ক্রোধের বশ্যতা স্বীকার করিল; তাহার চক্ষু ঘন ঘন ঘুরিতে লাগিল; সে অবশেষে মাল্যবান্‌কে এই কথা বলিল, “তুমি হিতবুদ্ধির আশ্রয়ে আমার প্রতি যে অহিতকর পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, এরূপ রূঢ় উক্তি কিছুতেই আমার শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। রাম মনুষ্য, স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, বানরগণই তাহার সহায়; যদি তাহার সামর্থ্যই থাকিবে, তবে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইবে কেন? আমি দেবলোকের ভয়দায়ক রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সকল প্রকারে বলশালী; তুমি আমাকে এত হীন বোধ করিতেছ কেন? তুমি বীরদ্বেষ্টা বা শত্রুর পক্ষপাতী, কি জন্য যে এরূপ পরুষ বচন প্রয়োগ করিলে, বলিতে পারি না; আমার বোধ হয়, আমাকে উৎসাহিত করাই তোমার উদ্দেশ্য। আমি জানি, উৎসাহ-প্রদান ব্যতিরেকে পদস্থ, প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতি শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ কথা বলিতে পারেন না। পদ্মহীন শ্রীর সৌন্দর্য্য যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় আমি জনস্থান হইতে জানকী আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে কি রামের ভয়ে আমাকে সীতা সমর্পণ করিতে হইবে? সত্য বটে, কোটি কোটি বানর-সৈন্য-সংবেষ্টিত হইয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাম লঙ্কাপুরে আগমন করিয়াছে, কিন্তু তোমাকে বলি, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার হস্তে তাহাকে নিহত দেখিবে। যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে দেবগণ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইতে পারে না, সেই দিগ্বিজয়ী রাবণ কি যুদ্ধে ভীত হইতে পারে? বরং আমি দ্বিধা ভগ্ন হইতে পারি, তথাপি কাহারও নিকটে নত হইতে পারি না, এইটিই আমার স্বভাব-দোষ; জানিলাম, স্বভাব দুরতিক্রম্য। দেখ, যদৃচ্ছাক্রমে সমুদ্রে সেতুবন্ধন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিস্ময়কর ব্যাপার কি? এবং রাম হইতেই বা ভয়ের কি কারণ আছে? সেই রাম বানর-সেনা সমভিব্যাহারে সমুদ্র পার হইয়াছে, এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু জানিও, রাম জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিবে না।” রাবণ এই কথা বলিয়া রোষপরায়ণ হইলে, নিশাচর মাল্যবান্ সলজ্জবদনে অধোমুখে অবস্থিতি করিলেন, রাবণের কোনও কথার উত্তর দিলেন না। তিনি জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক রাবণকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া তদীয় অনুমতি-গ্রহণান্তে

স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন লঙ্কাধিপতি রাবণ মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী রক্ষা করিবার জন্য প্রহরী নিয়োগ করিল। পূর্ব্বদ্বারে প্রহস্ত রাক্ষসকে নিয়োগ করা হইল। দক্ষিণ-দ্বারে মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর নামক রাক্ষস নিযুক্ত হইল। পশ্চিম-দ্বারে বীর ইন্দ্রজিৎ নিযুক্ত হইলেন; ইনি ঘোর মায়াবী এবং বহুতর সৈন্যে পরিবেষ্টিত। রাবণ এইরূপে উত্তরদিকের পুরদ্বার-রক্ষণে শুক-সারণকে নিযুক্ত করিয়া 'আমি এখনই এখানে থাকিব' এই কথা মন্ত্রীদিগকে বলিল। সে বিরূপাক্ষ নামক বীর্য্যবান্ রাক্ষসকে বহুতর রাক্ষস সমভিব্যাহারে মধ্য-গুল্মে রক্ষা করিল। সেই রাক্ষসপুঙ্গব লঙ্কাপুরী-রক্ষণের জন্য এইরূপ উপায় করিয়া কাল-প্রেরিত হইয়া আপনাকে যেন কৃতকৃত্য বোধ করিল। তদনন্তর পুররক্ষার জন্য যথাবিধি আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে বিদায় প্রদান করিল; তৎপরে মন্ত্রিগণের অর্চ্চনায় অর্চ্চিত ও জয়োচ্চারণে সংবর্দ্ধিত হইয়া স্বকীয় অতি সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ১-২২।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

শ্রীরামের সেনাসমাবেশ।

অনন্তর রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব, বায়ুপুত্র হনুমান্, রাক্ষস বিভীষণ, বালিপুত্র অঙ্গদ, শরভ, সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল ও পনস, ইঁহারা সকলে একত্রিত হইলে এই কথা কহিতে লাগিল, "যে পুরী অসুর, উরগ ও গন্ধর্ব্বাদির অজেয়, এই সেই রাবণ-রক্ষিত লঙ্কা। যখন লঙ্কেশ্বর দিন দিন সমীপবর্ত্তী হইতেছে, তখন যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি ঘটে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করা আমাদের কর্ত্তব্য।" সকলে এই কথা বলিলে রাবণানুজ বিভীষণ গ্রাম্যপদ-বিবর্জ্জিত অর্থযুক্ত উদার বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি, আমার এই অমাত্যচতুষ্টয় লঙ্কাপুরী গমন করিয়া পুনরায় প্রত্যাগত হইয়াছে। তাহারা পক্ষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় মন্ত্রণা ও তাহাদের চেষ্টা অবগত হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছে। হে রামচন্দ্র! দুরাত্মা রাবণ সৈন্য-সমাবেশ-বিষয়ে যেরূপ আদেশ করিয়াছে, যতদূর জানিয়াছি, অবিকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে সবল প্রহস্ত দ্বাররক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; দক্ষিণদ্বারে মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর নিযুক্ত আছে। বহুতর রাক্ষস সমভিব্যাহারে ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমদ্বারে অবস্থিত আছেন। রাক্ষসগণের হস্তে পট্টিশ, অসি, ধনু শূল ও মুদ্গর। নগরের উত্তরদ্বারে শস্ত্রপাণি সহস্র সহস্র রাক্ষস সমভিব্যাহারে উদ্বিগ্নান্তঃকরণ রাক্ষসরাজ প্রহরী আছে। মধ্যমগুল্মে অসংখ্য রাক্ষস-সমভিব্যাহারে বিপুল খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ নিয়োজিত। লঙ্কাপুরীতে এই প্রকার গুল্ম সকল (ঘাটি) রক্ষিত হইয়া থাকে। আমার মন্ত্রিগণ দর্শন করিয়াই এখানে আসিয়া আমাকে জানাইয়াছে। দশসহস্র হস্তী, অযুত রথ, দ্বি-অযুত অশ্ব, কোটি কোটি বলবান্ রাক্ষস রাবণের ইষ্টসিদ্ধির জন্য নিযুক্ত আছে; তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আততায়ী এবং রাক্ষসরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী। হে বিশাম্পতে! এক একটি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধার্থ সহস্র সহস্র পরিবার প্রস্তুত আছে।" মহাবাহু বিভীষণ মন্ত্রিমুখশ্রুত লঙ্কাপুরী-রক্ষণ প্রণালীর পরিচয় দিয়া রামকে সেই সকল রাক্ষস দেখাইয়া দিলেন। মন্ত্রিগণ রাবণের সমস্ত যুদ্ধায়োজন-প্রণালী রামকে নিবেদন করিল। তখন রাবণানুজ বিভীষণ রামের প্রিয়কার্য্য করিবার উদ্দেশে কমললোচন রামকে এই কথা কহিলেন, "যে সময়ে দশানন জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে ষষ্টি শত সহস্র রাক্ষস যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়াছিল। এই যে সকল বানর-সৈন্য যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত, তাহারা বীর্য্য, প্রভাব এবং তেজে কোনও প্রকারেই রাবণের অসদৃশ নহে। অতএব তুমি এ বিষয়ে দুঃখ করিও না, আমি তোমার ভয় উৎপাদন করিতেছি না; আমি জানি, তুমি বীর্য্যপ্রভাবে সুরগণকেও নিগ্রহ করিতে সমর্থ। অতএব তুমি এক্ষণে চতুরঙ্গবল সমভিব্যাহারে ব্যূহাকারে বানর-সৈন্য সংস্থাপিত করিয়া রাবণকে মথিত কর।" রাবণানুজ বিভীষণ এইরূপ কথা কহিলে শত্রুবিজয়ী রামচন্দ্র শত্রুদিগের প্রতিঘাতার্থে এই কথা বলিতে লাগিলেন, "লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে বানরপুঙ্গব নীল বহুতর বানর-সৈন্য-সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি প্রহস্তের প্রতিযোদ্ধা হইবেন। দক্ষিণদ্বারে বালিপুত্র মহাবীর অঙ্গদ বিপুল সৈন্য-সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে বাধা দিতে থাকুন। পবননন্দন হনুমান্ পশ্চিমদ্বার নিপীড়ন পূর্ব্বক বহুতর কপিসৈন্য-সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতে থাকুন। যে ব্যক্তি দৈত্য, দানব ও ঋষিদিগের অনিষ্টসাধনে রত, যিনি সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া থাকেন, যিনি বরলাভে দর্পিত, আমি স্বয়ং সেই রাক্ষসেন্দ্রের বধসাধন করিব। যেখানে রাবণ সবলে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি সৌমিত্রি-সমভিব্যাহারে লঙ্কাপুরীর সেই উত্তরদ্বার নিপীড়ন পূর্ব্বক প্রবেশ করিব। বলবান্ বানরেন্দ্র, বীর্য্যবান্ ঋক্ষরাজ ও রাক্ষসরাজানুজ বিভীষণ ইঁহারা সকলে মিলিয়া মধ্যম-গুল্মে অবস্থিতি করিতে থাকুন। জানিও, আমি, মহাতেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সখা সুগ্রীব ও বিভীষণ এই কয় জনের কোনও ভিন্নভাব নাই।" শ্রীমান্ রাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ধার্ম্মিক বিভীষণকে এই কথা কহিয়া সুবেলগিরির তট অতি রমণীয় দেখিয়া উহাতে আরোহণের বাসনা করিলেন। তদনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র বিপুল বানর-সৈন্যে পৃথিবীর সকল অংশ আবৃত করিয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রসন্নমনে লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিলেন। ১-৩৫।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

রামের সুবেলপর্ব্বতারোহণ।

অনন্তর সানুজ রামচন্দ্র সুবেল-শৈলে আরোহণ করিবার আশয়ে সুগ্রীব এবং মন্ত্রজ্ঞ অনুরক্ত বিভীষণকে মধুর-বাক্যে এই কথা বলিলেন, "সুবেল-শৈলে যথেষ্ট ধাতু ও প্রচুর বৃক্ষাদি বর্ত্তমান; আমরা সকলে অদ্য এইখানে নিশাতিবাহিত করিব। আমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া, যে দুরাত্মা নিজের মরণের জন্য আমার ভার্য্যাকে লইয়া আসিয়াছে, সেই রাক্ষসরাজের আলয় দেখিতে পাইব। যে ব্যক্তি আমাদের স্বভাব, কুল ও ধর্ম্মের পরিচয় অবগত নহে, সেই দুরাচার দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হইয়া গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। বলিতে কি, এই রাক্ষসাধমের নাম কীর্ত্তন করিলে আমার ক্রোধোদয় হইয়া থাকে। আমি দেখিতেছি, এই নীচ রাক্ষস হইতে সমস্ত রাক্ষসজাতি বিনষ্ট হইবে।

আশ্চর্য্য! এক ব্যক্তিই কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া পাপানুষ্ঠান করিলে তাহারই ফলভোগ হওয়া উচিত; কিন্তু দেখিতেছি, রাবণের পাপে তাহার বংশ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে চলিল।" রামচন্দ্র রাবণের উদ্দেশে ক্রোধভরে এই কথা কহিয়া সুবেল-শিখরে বাস করিবার জন্য তত্রত্য বিচিত্র সানুদেশে আরোহণ করিলেন। সুসমাহিত লক্ষ্মণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার হস্তে সশর শরাসন, তিনি বীরবেশে গমন করিতে লাগিলেন। তৎপশ্চাৎ সুগ্রীব অমাত্য ও সুহৃদ্-সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। হনুমান্, অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, তার, রম্ভ, জাম্ববান্, সুষেণ, শতবলী ও দুর্ম্মুখ প্রভৃতি বেগগামী বানরগণ গমন করিতে লাগিল। তাহাদের গতি বায়ুবেগবৎ। তাহারা যথাক্রমে যেখানে রাঘব অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানে অধিরোহণ করিল। অতঃপর রামচন্দ্র বানরগণের সহিত সুবেল-শিখরে আরোহণ করিয়া তদীয় শুভ সমতল গৃহে নিষণ্ণ হইলেন। তিনি দেখিলেন, লঙ্কাপুরী যেন আকাশে সংমিশ্রিত রহিয়াছে, উন্নত প্রাকারে পুর সংবেষ্টিত ও দিব্যদ্বার-বিশোভিত পুরীমধ্যে অসংখ্য রাক্ষসের আবাস। বীর বানরগণ লঙ্কার প্রাকারস্থিত নীলবর্ণ রাক্ষসদিগকে দেখিয়া অপর প্রাকার বোধ করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া বানরগণ রামের সাক্ষাতে নানাপ্রকার উৎকট গর্জ্জন করিতে লাগিল। এই সময়ে সূর্য্যদেব সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত হইয়া অদৃশ্য হইলেন; ক্রমে পূর্ণচন্দ্রশালিনী শর্ব্বরীর সমাগম হইল। তদনন্তর রামচন্দ্র ও তদীয় বানর-সেনাপতি বিভীষণের নিকটে অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে যূথপতি ও যূথগণের সহিত যথাসুখে সুবেল-শৈলশৃঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। ১-১৯।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

সুবেল পর্ব্বত হইতে লঙ্কা-দর্শন।

অনন্তর বানর-সৈন্যগণ সুবেল-শিখরে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া লঙ্কাপুরস্থিত বন ও উপবন সকল দেখিতে লাগিল। ঐ সকল উপবন বিশাল, সমান, আয়ত এবং দেখিতে নয়নরঞ্জন; দর্শনমাত্রে বানরগণ বিস্মিত হইল। দেখিল, উপবন ও বনমধ্যে চম্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনস, হিন্তাল, অর্জ্জুন, নীপ, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পলাশবৃক্ষ বিরাজিত। অমরনাথের অমরাবতী যেরূপ, লঙ্কেশ্বরের লঙ্কাও তদনুরূপ। তত্রত্য বৃক্ষগণ পুষ্পিত লতাসমূহে সমাচ্ছন্ন। উপবনে বিচিত্র কুসুম সকল বিকসিত; কোমল শাদ্বলে বনভূমি বিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। পুষ্প ও ফল সকল মনোহর সৌরভে পরিপূর্ণ। মনুষ্যে অলঙ্কার পরিধান করিয়া যেরূপ শোভিত হয়, তাহার ন্যায় বৃক্ষগণ নানা শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বনরাজি চৈত্ররথ ও নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর; সেখানে ষড়্‌ঋতুর প্রাদুর্ভাব। কুসুমদলে ভ্রমরদল সমাচ্ছন্ন, নৃত্যপরায়ণ পক্ষিগণ সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে, নির্ঝরপ্রদেশ কোকিল কূজন ও ভ্রমর-গুঞ্জনে সমাকীর্ণ ও কোকিল-কূজনে শব্দায়মান। সেখানে কুররী রোদন করিতেছে, হংস ও সারসাদি পক্ষী সকল রব করিতেছে। বানরগণ এতাদৃক্ বন ও উপবনমধ্যে প্রহৃষ্টমনে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রবিষ্ট হইয়াই পুষ্পসংসর্গনিবন্ধন মনোহর সুগন্ধ গন্ধবহ অনুভব করিতে লাগিল। বানর-সৈন্যদিগের মধ্যে কতকগুলি যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে পতাকামালিনী লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল। তাহারা ক্রমে মৃগ ও পক্ষীদিগের শঙ্কা সমুৎপাদন করিয়া উৎকট-গর্জ্জনে লঙ্কাকে প্রকম্পিত করত আকাশকে পর্য্যন্ত অস্থির করিয়া ফেলিল। তাহারা পদপ্রহারে পৃথিবীকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল আকাশে উত্থিত হইল। তত্রত্য সিংহ, ঋক্ষ, মহিষ, বারণ, মৃগ ও খগ প্রভৃতি জন্তুগণ সেই উৎকট শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া সভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ত্রিকূট শিখরের উন্নত এক স্থান শূন্যপথ স্পর্শ করিল, চতুর্দ্দিকে মহারজত-সন্নিভ কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্ন হইল। যে ত্রিকূট শত যোজন-বিস্তীর্ণ, যাহা দেখিতে দিব্যদর্শন, যাহার সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, পক্ষিগণ যাহাতে আরোহণ করিতে পারে না, যে গিরি লোকের অন্য চেষ্টার কথা কি, মনে মনে আরোহণ করাও সুদুষ্কর, তাহার শিখরাগ্রে রাবণ-রক্ষিত লঙ্কাপুরী বিরাজিত; লঙ্কা বিস্তারে দশযোজন এবং দৈর্ঘ্যে বিংশ যোজন। সেই পুরী পাণ্ডুর মেঘসদৃশ, উন্নত পুরদ্বারে বিশোভিত, কাঞ্চন ও রজত-শৈলে ইহার শোভা অতুলনীয়। আতপাপগমে ঘনসংযোগে পৃথিবীর যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় প্রাসাদ ও বিমানে লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য্য বলিবার নহে। তত্রত্য রাজপ্রাসাদ স্তম্ভসহস্রে সমলঙ্কৃত, তাহা দেখিতে কৈলাস-শিখর সদৃশ, এত উচ্চ, বোধ হয়,যেন উহা গগনে গিয়া সংলগ্ন হইয়াছে। রাক্ষসরাজের চৈত্য পুরভূষণস্বরূপ শোভা পাইতেছে, উহা শত শত রাক্ষসে রক্ষা করিয়া থাকে। পুরীর স্থানে স্থানে মনোহর কানন সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, নানাস্থানে নানা ধাতুপ্রসূ পর্ব্বতের অসীম শোভা, মধ্যে মধ্যে রমণীয় উদ্যান শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উহাতে নানা কুসুম বিকসিত রহিয়াছে, অসংখ্য রাক্ষসে উহা রক্ষা করিয়া থাকে। অনন্তর লক্ষ্মীমান্ লক্ষ্মণাগ্রজ ত্রিদিবতুল্য রমণীয় রাক্ষস-নগরী দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। রামচন্দ্র দেখিলেন, ঐ পুরী বহুরত্নে সুশোভিত, প্রাসাদ মাল্য-সমূহে অলঙ্কৃত, মহাযন্ত্র ও কবাটে উহার দ্বার সুদৃঢ় ও শোভাসম্পন্ন। ১-২৮।

চত্বারিংশ সর্গ।

রাবণের সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ।

অনন্তর রামচন্দ্র কপিসৈন্যসমভিব্যাহারে সুগ্রীবকে সঙ্গে লইয়া যোজনদ্বয় বিস্তীর্ণ সুবেল-শৈলের অগ্রভাগে আরোহণ করিলেন। সেখানে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করিয়া দশ দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত ত্রিকূট-শিখরস্থ লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন, ঐ পুরী সুপ্রণালীতে ক্রমে ক্রমে সংন্যস্ত এবং রম্য কাননে সুশোভিত। তাহার উচ্চ দ্বারে (গোপুরে) ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ অবস্থিত, তাহার মস্তকে বিজয়চ্ছত্র, দুই পার্শ্বে শ্বেতচামর। রক্তময় অলঙ্কারে তদীয় কলেবর সুসজ্জিত এবং রক্তচন্দনে সুচর্চ্চিত, বর্ণ নীলমেঘতুল্য, সুবর্ণে তাহার অম্বর আচ্ছাদিত। তদীয় বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দন্তাঘাতে সুকঠিন, রক্তবস্ত্র পরিধান করায় তাহার অঙ্গকান্তি লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দেখিতে সন্ধ্যাতপ-সমাচ্ছন্ন অম্বরোদিত মেঘরাশির ন্যায়। রামচন্দ্র বানরগণের সহিত রাবণকে দেখিতেছেন, এরূপ

সময়ে বানররাজ সুগ্রীব দশাননকে দর্শন করিয়াই সহসা উত্থিত হইলেন। তিনি ক্রোধবেগে পরিপূর্ণ ও বলবিক্রমে সমুৎসাহিত হইয়া সুবেলাচল হইতে লম্ফ দিয়া গোপুরস্থানে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেখানে নির্ভীকমনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া রাবণের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহাকে তৃণবৎ মনে করত কর্কশবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে রাক্ষস! আমি লোকনাথ রামের কিঙ্কর, বলিতে কি, আমি অদ্য তেজোবীর্য্যে তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।" এই কথা বলিয়া লম্ফ দিয়া তাহার গাত্রে নিপতিত হইলেন এবং তাহার বিচিত্র মুকুট দৃঢ় আকর্ষণ করিয়া তাহা ভূতলে পাতিত করিলেন। ১-১১।

তখন নিশাচর সুগ্রীবকে আসিতে দেখিয়া কহিল, "তুই আমার সাক্ষাতে হীনগ্রীব হইবি।" এই কথা বলিয়া হস্ত দ্বারা তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল, বানরাজও নিমেষমধ্যে নিজ ভুজবলে কন্দুর ন্যায় রাবণকে উত্থাপন করিয়া নিক্ষিপ্ত করিলেন। তখন পরস্পরের শরীর হইতে শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল, উভয়ের কলেবর রক্তাক্ত, উভয়ে দেখিতে শাল্মলী-কুসুমসদৃশ। এইরূপে মহাবল রাক্ষসেন্দ্র ও বানরেন্দ্রের মুষ্টি, তল, অরত্নি ও করাঘাতে অসহ্য সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। তাঁহারা গোপুরস্থানে এইরূপে ঘোর-যুদ্ধ করিয়া পাদ-প্রহারে পরস্পর পরস্পরকে কখনও উৎক্ষেপ, কখন গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দেহ নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। কখনও উভয়ে সংলগ্ন-শরীর হইয়া শালনিখাতে পতিত, কখনও বা ভূমিতল স্পর্শ পূর্ব্বক উপরে উত্থিত হইলেন, উভয়েই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরকে বাহুযুগল-সাহায্যে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কখনও বা ক্রোধ, শিক্ষা ও বলের বশবর্ত্তী হইয়া যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধাভাবে যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর জাতদন্ত শার্দ্দূল. সিংহ ও হস্তী-শাবকের ন্যায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল, উহারা বাহু দ্বারা আকর্ষণ ও বিক্ষেপ পূর্ব্বক উভয়ে এককালে ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে তাঁহারা যদিও উত্তম সহকারে পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিয়া ব্যায়াম, শিক্ষা ও বলের অনুরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তথাপি বীরদ্বয়ের কষ্ট বোধ হইল না। মত্ত-মাতঙ্গ তুল্য দুই মহাবীর গজশুণ্ডতুল্য ভুজদণ্ডাঘাতে পরস্পরকে নিবারণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অদ্ভুত মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুটি মার্জ্জার যেরূপ ভক্ষ্যবস্তুর লোভে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট থাকে, তাহার ন্যায় ঐ দুই বীর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের প্রাণবিনাশই পরস্পরের উদ্দেশ্য। উহারা কখন বিচিত্র মণ্ডল, কখন বিবিধ স্থান, কখন গোমূত্রক গতি, কখন গত-প্রত্যাগত, কখন তির্য্যগ্ গতি,কখন বক্রগতি, কখনও প্রহারব্যর্থীকরণ, কখন বর্জ্জন, কখন ধারণ, অভিদ্রবণ,আপ্লাবন, সবিগ্রহ অবস্থিতি, কখন পরাঙ্মুখগতি, কখন পার্শ্বগতি, অপক্রত, (জানু ধরিবার জন্য অবনত দেহ ধারণ) অবপ্লুত, উপন্যাস ও অপন্যাস, এইরূপে যুদ্ধ-বিদ্যা-পারদর্শী উভয়েই রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রক্ষোরাজ যেমন মায়াবলের আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, অমনি কপিরাজ তাহা জানিতে পারিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন,রাবণ তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর বানরনাথ যুদ্ধে রক্ষোরাজকে ক্রমে কাতর করিয়া বায়ুবেগে বিশাল-গগন লঙ্ঘন পূর্ব্বক রামের সম্মুখে বানর সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইলেন। এই প্রকারে সূর্য্য-নন্দন সুগ্রীব যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রহৃষ্ট-মনে পবন-গতিতে বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তৎকালে সুগ্রীবের জয়লাভে রামের সমরোৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মৃগপক্ষিগণও সুগ্রীবের সংবর্দ্ধনার ত্রুটি করিল না। ১২-৩০।

একচত্বারিংশ সর্গ।

সসৈন্যে রাম কর্ত্তৃক লঙ্কাবেষ্টন।

অনন্তর দাশরথি কপিরাজ সুগ্রীবের শরীরে যুদ্ধ-চিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "সখে! আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া তুমি যে সাহসের কার্য্য করিয়াছ, রাজাদিগের পক্ষে এরূপ সাহসিকতা সমুচিত নহে। হে সাহসপ্রিয়! তুমি আমাকে, সৈন্যদিগকে এবং প্রিয়-বন্ধু বিভীষণকে সন্দেহের মধ্যে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং অতিশয় কষ্ট ও সাহস স্বীকার করিয়াছ। হে অরিন্দম! এক্ষণে তুমি আর এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। যদি আমার কার্য্যসাধন করিতে গিয়া আমার ভাগ্যে তোমার কোন অত্যাহিত ঘটে, তাহা হইলে আমার সীতায় প্রয়োজন কি? হে মহাবাহো! ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, এমন কি, আমার শরীরেই বা কি প্রয়োজন? আমি যদিও মহেন্দ্র ও বরুণ তুল্য তোমার বীর্য্যবত্তা অবগত আছি, তথাপি তুমি এক্ষণে অনুপস্থিত ছিলে বলিয়া আমার মনে এইরূপ আন্দোলন হইতেছিল। আমি এক্ষণে সপুত্র ও সবলবাহন রাবণকে রণে নিহত ও বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অযোধ্যায় ভরতকে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" ১-৭।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে সুগ্রীব তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাঘব! আমি স্বকীয় পরাক্রম অবগত হইয়া তোমার ভার্য্যাপহারী রাবণকে কিরূপে ক্ষমা করি, বল?" রাম তদ্বাক্যে সখা সুগ্রীবকে অভিনন্দন করিয়া লক্ষ্মীমান্ লক্ষ্মণকে এই কথা কহিলেন, "আইস, আমরা সুশীতল জল ও ফল-মূল-বিশোভিত বনস্থল আশ্রয় করিয়া সৈন্যসংবিভাগ পূর্ব্বক ব্যূহরচনা করত তাহাতে অবস্থিতি করি। এক্ষণে লোকক্ষয়কর ভয়ানক ভয়চিহ্ন দেখিতেছি। উপস্থিত যুদ্ধ-ব্যাপারে অনেকানেক বীর্য্যবান্ ঋক্ষ, রাক্ষস ও বানরগণ বিনষ্ট হইবে। ভীষণ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, বসুন্ধরা কম্পমান, পর্ব্বত-শিখর প্রকম্পিত ও ধরণীধর সশব্দে কম্পিত। ভীষণ জলদজাল কঠোর নিনাদ পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে। নিদারুণ সন্ধ্যার রাগ রক্তচন্দনের ন্যায় রক্তবর্ণ, আদিত্যমণ্ডল হইতে জলন্ত বহ্নি নিপতিত হইতেছে। অশুভ মৃগপক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখে ভয়সমুৎপাদন পূর্ব্বক দীনভাবে চীৎকার করিতেছে। রজনীকান্ত চন্দ্র হীনতেজ হইয়া পড়িয়াছে, চন্দ্রমণ্ডল কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ ধারণ করিতেছে, দেখিতে ঠিক প্রলয়কালের ন্যায়। আদিত্যমণ্ডলে নীল চিহ্ন দেখা যাইতেছে, চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলও হ্রস্ব, রুক্ষ, প্রশস্ত ও রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের পূর্ব্বের ন্যায় প্রভা নাই; লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন যুগান্তকাল সমুপস্থিত। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ নিম্নে নিপতিত হইতেছে; তাহারা চতুর্দ্দিকে অশুভ রব করিয়া বেড়াইতেছে। অদ্য দুর্দ্ধর্ষ রাবণপুরী রাক্ষস ও বানরগণের যুদ্ধে রক্তাক্ত হইয়া মাংসময় কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হইবে।" ৮-২০।

লক্ষ্মণাগ্রজ লক্ষ্মণকে এই বলিয়া শৈল-শৃঙ্গ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর তিনি পরম দুর্দ্ধর্ষ বানর-সৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র করে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাভিমুখে গমন করিলেন। অনুজ লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্ববান্, নল ও নীল তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তৎপশ্চাৎ বানর ও ঋক্ষদিগের বিপুল-সৈন্য লঙ্কা সমাচ্ছন্ন পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। মাতঙ্গাকৃতি বানরগণের হস্তে শত শত শৈলশৃঙ্গ ও বিশাল বৃক্ষ সকল। অরিন্দম রাম-লক্ষ্মণ অচিরকালমধ্যেই রাবণের পুরী লঙ্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরী উদ্যান ও বনে সমাকীর্ণ, পতাকা-সমলঙ্কৃত, উন্নত প্রাকারে বিভূষিত, উহা অত্যুন্নত ও দুরারোহ। বানরগণ রামের আজ্ঞাক্রমে সুরসমূহের অধৃষ্য সেই পুরী আক্রমণ করিল। লঙ্কার উত্তরদ্বার শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক উহা অবরোধ করিলেন। এইরূপে দশরথ-নন্দন রাম বীর লক্ষ্মণের সঙ্গে লইয়া রাবণ-রক্ষিত লঙ্কাপুরীতে উপনিবিষ্ট হইলেন। রাবণ যে উত্তরদ্বারে অবস্থিত আছে, রাম ব্যতিরেকে উহা রক্ষা করা অন্যের অসাধ্য। বরুণ যেরূপ সমুদ্রকে রক্ষা করেন, তাহার ন্যায় রাবণ লঙ্কার উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছে; দানবেরা যেরূপ পাতালপুরী রক্ষা করে, তাহার ন্যায় অস্ত্রধারী ভীষণাকৃতি রাক্ষসেরা উহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিয়া থাকে; বলিতে কি, উহা দেখিলে দুর্ব্বলের আশঙ্কা হইয়া থাকে। তিনি দেখিলেন, যোদ্ধৃবর্গের নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ও কবচ সকল সংন্যস্ত রহিয়াছে। সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলেম। মহাবলী বালিনন্দন অঙ্গদ ঋষভ, গজ, গবয় ও গবাক্ষের সহিত দক্ষিণদ্বারে গমন করিলেন; মহাবীর হনুমান্ পশ্চিমদ্বার অবরোধ করিলেন; প্রজঙ্ঘ, তরস ও অন্যান্য বীরগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সুগ্রীব মধ্য-গুল্ম অবরোধ করিলেন, পক্ষী ও পবনতুল্য বেগবান্ অসংখ্য বানর-সৈন্য উহাঁর অনুবর্ত্তী হইল। ক্রমে সুগ্রীবের নিকটে ষট্‌ত্রিংশ কোটি বানর আসিয়া সম্মিলিত হইল। মহাত্মা বিভীষণ ও লক্ষ্মণ রামের আদেশ-ক্রমে প্রত্যেক দ্বারে কোটি কোটি বানর নিযুক্ত করিলেন। বীর্য্যবান্ সুষেণ ও জাম্ববান্ বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে রামের পশ্চাতে মধ্য-গুল্মে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় বানরগণের দন্ত অতিশয় ভীষণ, তাহারা বৃক্ষ ও পর্ব্বত ধারণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে যুদ্ধের অপেক্ষা করিতে লাগিল। উহাদের লাঙ্গুল বিকৃত, মুখ কদাকার, অঙ্গ চিত্রবিচিত্রময়, সকলেরই নখ এবং দন্ত অস্ত্রবৎ। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শক্তি দশ হস্তীর ন্যায়, কাহারও শত এবং কাহারও সহস্র হস্তীর শক্তিসদৃশ। উহাদের অনেকের শক্তির সীমা হয় না, উহাদের সমাগম বিচিত্র ও আশ্চর্য্যপ্রকার; উহাদিগকে দেখিলে শলভ-সমাগম বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। রামের সৈন্যগণের আগমন ও পতন দ্বারা আকাশ ও মেদিনী সমাচ্ছন্ন হইল। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধার্থে অসংখ্য বানর ও ঋক্ষগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ত্রিকূটাচলের সমন্তাৎ কপিসৈন্যে পরিবৃত; অসংখ্য বানর লঙ্কাপুরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। এইরূপে বলবান্ বানরগণ বৃক্ষহস্তে লঙ্কাপুরী সমাচ্ছন্ন করিলে যে, বায়ুর প্রবেশ-পথ রহিল না। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মেঘাকার বানরগণের পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া রাক্ষসেরা বিস্মিত হইল। সমুদ্রের সেতু-ভেদ ঘটিলে যেমন ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হয়, তাহার ন্যায় বিপুল বানর-সৈন্যের তুমুল কলরব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড শব্দে প্রাকার ও তোরণ-সহিত লঙ্কাপুরী কম্পিত হইল; শৈল ও কানন পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। কপিসৈন্যসমূহ রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত হওয়াতে সুরগণেরও দুষ্প্রধর্ষ বোধ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র এইরূপে রাক্ষস-বধের জন্য সৈন্য-সংস্থাপন করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণার্থে মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত এবং পুনঃ পুনঃ কার্য্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হইলেন। তিনি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায়ের ক্রমচতুষ্টয় অবগত আছেন; কিন্তু উপস্থিত কার্য্যে শেষ উপায় অর্থাৎ দণ্ডবিধানই প্রশস্ত স্থির করিয়া রাজধর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলেন। তদনন্তর বিভীষণের অভিপ্রায়ানুসারে উহাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বালি-পুত্র অঙ্গদকে আহ্বান করিলেন। কপিবর উপস্থিত হইলে কহিলেন, "হে সৌম্য! তুমি আমার কথানুসারে লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে রাবণকে বল, আমরা সমুদ্র-লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়াছি। তোর শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও চেতনা নষ্টপ্রায়, এক্ষণে তোর মুমূর্ষুদশা। তুই মোহ ও গর্ব্বের বশীভূত হইয়া ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও রাজাদিগকে পীড়ন করিতে ত্রুটি করিস নাই; এক্ষণে তোর সেই পাপ পূর্ণমাত্রায় দাঁড়াইয়াছে। আজ নিশ্চয়ই তোর ব্রহ্মদত্ত বরদর্প চূর্ণ করিব। তুই যে ভার্য্যাপহরণ-অপরাধ করিয়াছিস্, আমি তাহার সমুচিত দণ্ডবিধানার্থ সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় লঙ্কা-দ্বারে অবস্থিতি করিতেছি। যদি আমার সহিত যুদ্ধ করাই তোর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধে আমার হস্তে তোর মৃত্যু ঘটিলে তোর অদৃষ্টে দেবতা, মহর্ষি ও রাজাদিগের গতিলাভ ঘটিবে। রে রাক্ষসাধম! তুই যে বল-প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে অতিক্রম করিয়া সীতা-হরণ করিয়াছিস্, এক্ষণে তোর সেই শক্তি প্রদর্শন কর্। যদি তুই আমাকে সীতা অর্পণ-পূর্ব্বক আমার শরণ না লইস্, তাহা হইলে শাণিতশরে আমি সমস্ত লোক রাক্ষসশূন্য করিব। ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন; অতএব তিনি নিষ্কণ্টকে লঙ্কার রাজত্ব ভোগ করিবেন। তুই আত্মতত্ত্ব অবগত নহিস্; এতদ্ব্যতীত তুই পাপী, যত মূর্খ লোক তোর সহায়, তোকে বলিতেছি, তুই অধর্ম্মের আশ্রয়ে কখনও চিরকাল রাজ্যভোগ করিতে পারিবি না। যাহা হউক, তুই ধৈর্য্য ও শৌর্য্য-প্রভাবে আমার সহিত যুদ্ধ কর্। জানিস্, আমার শরে তোর প্রাণ বিনষ্ট হইলে এই পাপরাশি স্খলিত হইয়া পবিত্র হইয়া যাইবি। রে নিশাচর! যদি তুই পক্ষিদেহ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিলোকে ভ্রমণ করিতে থাকিস্, তাহা হইলেও তুই আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিতে পারিবি না। রে রাবণ! আমি তোকে হিত-কথা বলিতেছি, তুই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক দান প্রভৃতি কার্য্য করিতে থাক্, জানিস্, তোর জীবন আমার আয়ত্তের মধ্যে; অতএব তোর মৃত্যুতে লঙ্কা সন্তুষ্ট হউক।" অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র অঙ্গদকে এই কথা কহিলে তিনি মূর্ত্তিমান্ হব্যবাহনের ন্যায় তীব্রবেগে আকাশে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে তিনি রাবণের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত তাহাকে স্থির-ভাবে উপবিষ্ট দেখিলেন। অঙ্গদের আকার প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায়, তিনি আকাশ হইতে রাবণের অনতিদূরে উপনীত হইলেন। তিনি তখন সর্ব্বসমক্ষে রামচন্দ্র যাহা বলিয়া দিয়াছেন, অবিকল বলিতে আরম্ভ

করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি কোশলরাজ রামচন্দ্রের দূত, বানর-রাজ বালির পুত্র, নাম অঙ্গদ; বোধ হয়, আমার নাম শুনিয়া থাকিবে। কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্র তোমাকে এই কথা বলিয়াছেন, তুই অতি নিষ্ঠুর ও পুরুষাধম; তুই পুরী হইতে নির্গত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর্। আমি তোকে অমাত্য, পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুর সহিত বিনষ্ট করিব, তাহা হইলে ত্রিলোকের আর উদ্বেগ থা ব না। তুই দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের শত্রু এবং ঋষিগণের কণ্টক, অতএব তোকে আমি নিপাতিত করিব। তুই য প্রণিধান পূর্ব্বক সসম্মানে সীতা-সমর্পণ না করিস্, তাহা হইলে তোকে বিনষ্ট করিয়া লঙ্কার আধিপত্য বিভীষণকে প্রদান করিব।" বানরবীর অঙ্গদ এইরূপ কঠোর কথা কহিলে, রাক্ষসরাজ রোষাবিষ্ট হইল। সে তখন মন্ত্রিগণকে কহিল, "তোমরা এখন এই নির্ব্বোধ বানরকে ধর ও ইহার প্রাণ-বধ কর।" রাবণের আদেশে চারিজন ভীষণাকার রাক্ষস জলন্ত অনলসদৃশ অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। বীর বালি-পুত্র রাক্ষসদিগকে আপনার বাহুবল দেখাইবার জন্য রাক্ষসদিগের আক্রমণের কোনও প্রতিবন্ধকতা করিলেন না। তিনি রাক্ষসদিগকে পতঙ্গের ন্যায় বাহু-সংলগ্ন করিয়া শৈলসঙ্কাশ প্রাসাদে আরোহণ করি-লেন। তদীয় উৎপতনবেগে রাক্ষসদ্বয় স্খলিত হইয়া রাক্ষসেন্দ্রের সাক্ষাতে ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর প্রতাপী অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত রাবণের প্রাসাদে আরোহণ করিয়া রাবণের সাক্ষাতে তাহাতে পদপ্রহার করিতে লাগিলেন, বজ্রধারীর বজ্রাঘাতে পূর্ব্বকালে হিমালয়ের শৃঙ্গ যেরূপ চূর্ণ হইয়াছিল, প্রাসাদশিখর সেইরূপ হইল। বলী অঙ্গদ এইরূপে প্রাসাদ-শিখর ভঙ্গ করিয়া বারংবার আপনার নামোল্লেখ ও সিংহনাদ পূর্ব্বক লম্ফপ্রদানে আকাশে আরোহণ করি-লেন। তিনি এইরূপে রাক্ষসদিগকে ব্যথিত ও বানরদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ প্রাসাদ-ভঙ্গ-নিবন্ধন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল; তখন সে আপনার আসন্ন মৃত্যু জানিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময়ে রামচন্দ্র শত্রুবিনাশ-বাসনায় যুদ্ধার্থে সম্যক্ প্রস্তুত; অসংখ্য বানর মনের উল্লাসে উৎকট গর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিল। গিরিকূট-সদৃশ মহাবলশালী সুষেণ কামরূপী বহুতর বানরসৈন্যে সংবেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে তারকাবেষ্টিত তারাপতির ন্যায় বহুতর সৈন্য-পরিবৃত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। লঙ্কাপুরে বানরসৈন্য সুবিস্তীর্ণ, সমুদ্র পর্য্যন্ত বানরসৈন্য সমাবেশ, রাক্ষসগণ বানরগণের শত শত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ দেখিয়া অনেকে বিস্মিত, কেহ কেহ শঙ্কিত এবং অপরে সংগ্রাম-প্রহর্ষে হৃষ্টচিত্ত হইল। বানরসৈন্য লঙ্কার প্রাকার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; বোধ হইল যেন, তাহাদের আক্রমণে প্রাকার পৃথিবীতে পতিত হইয়া সংমিশ্রিত হইয়া গেল। রাক্ষসেরা তদ্দর্শনে দীনভাবে হাহাকার করিতে লাগিল এবং সকলেই ভয়ে শুষ্কহৃদয় হইয়া উঠিল। এইরূপে রাক্ষস-রাজধানীতে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন বীর রাক্ষসগণ প্রচণ্ড অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুগান্তকালীন রাহুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। ২১-৯৮।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

যুদ্ধারম্ভ।

অনন্তর রাক্ষসগণ রাবণের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কাপুরী অবরোধ করিয়াছেন।" পুরীর অবরোধ-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই রাক্ষসরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। া দ্বিগুণ-বিধানে দ্বাররক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া তৎক্ষণাৎ ..সাদে আরোহণ করিল; দেখিল, অসংখ্য বানরসৈন্যে শৈল, বন ও কাননসমেত লঙ্কাপুরী সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাহাদের দৃঢ় সন্নিবেশ-নিবন্ধন লঙ্কাপুরী পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তখন কিরূপে শত্রু বিনাশ করিবে, রাবণের মনে এই চিন্তা হইতে লাগিল। অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত এই চিন্তা করিয়া রাবণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিস্তৃত-নেত্রে রাম ও তদীয় সৈন্যসকলকে দেখিতে লাগিল। এ দিকে রাবণারি রাবণপুরীর প্রাকারের নিকটবর্ত্তী স্থানে পুলকিত-মনে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, পুরীর সর্ব্বত্র রাক্ষসে পরিবৃত ও সুসংরক্ষিত। ধ্বজপতাকা-বিশোভিত লঙ্কাপুরী দর্শনমাত্রে সীতাপতির অন্তরে সীতাবিরহজ দুঃখের আবির্ভাব হইল। তিনি এই সময়ে মনে করিতে লাগিলেন, 'হায়! মৃগশাবাক্ষী সুন্দরী জানকী আমারই জন্যে শোক-সন্তপ্ত ও কৃশ। এক্ষণে তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।' ১-৮।

রাম বৈদেহীর দুঃখচিন্তা করিয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং সত্বর যুদ্ধ করিবার জন্য বানরদিগকে আদেশ করিলেন। বানরগণ তাঁহার আজ্ঞামতে সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া ফেলিল। প্রত্যেকেই 'আমি গিরিশৃঙ্গে লঙ্কা চূর্ণ করিব, আমি মুষ্টি-প্রহারে লঙ্কা ভগ্ন করিব' মনে মনে বানরদিগের এই প্রকার ধারণা হইতে লাগিল। সকলেই আপনাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট, সুতরাং প্রকাণ্ড গিরি-শৃঙ্গ উত্তোলন ও বিপুল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। রাবণ দেখিতে লাগিল যে, অসংখ্য বানরসৈন্য রামের প্রিয়কার্য্য-সাধনোদ্দেশে লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিল। তাহাদের মুখ তাম্রবর্ণ, গাত্র-বর্ণ স্বর্ণবৎ, রামের হিতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পর্ব্বত ও শাল-বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারা যুদ্ধ করিবার আশায় লঙ্কার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তাহারা বৃক্ষ, পর্ব্বত ও মুষ্টির আঘাতে লঙ্কার প্রাচীর ও তোরণ সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। তাহারা অত্যুন্নত পর্ব্বতাগ্র, তৃণ, কাষ্ঠ ও ধূলি-নিক্ষেপ দ্বারা নির্ম্মলসলিলশোভী পরিখা সকল পূর্ণ করিতে লাগিল। যে সকল বীর লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল, তাহারা কেহ সহস্র যূথের অধিপতি, কেহ কোটি যূথ এবং কেহ বা শত কোটি যূথের অধিনেতা। মহাহস্তীসঙ্কাশ বীর বানরগণের মধ্যে কেহ কেহ কাঞ্চন-তোরণ চূর্ণ ও কেহ বা কৈলাসশৃঙ্গতুল্য পুরদ্বার ভগ্ন করিতে লাগিল। অনেকে লম্ফপ্রদান, উল্লম্ফন ও গর্জ্জন পূর্ব্বক লঙ্কার দিকে ধাবিত হইল। বানরসৈন্যগণ তৎকালে 'মহাবল-পরাক্রান্ত রাম, মহাধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের জয়!' এই শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাহারা প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইল। যূথপতি বীর সুবাহু, বীরবাহু, নল ও পনস ইহারা বহিঃ-প্রাকার ভগ্ন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই সময়ে বানরগণ শিবির-সন্নিবেশ করিল। বলবান্ কুমুদ দশকোটি বানর-সৈন্য লইয়া পূর্ব্বদ্বার অবরোধ করিলেন। প্রসভ ও পনস নামক

দুই বীর তাঁহার সাহায্যার্থে অনেক বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে প্রস্তুত হইলেন। বীর শতবলী বিংশতি কোটি বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণদ্বার অবরোধ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা বলবান্ সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য সঙ্গে পশ্চিমদ্বার অবরোধ করিলেন। উত্তরদ্বার অবরোধ-পূর্ব্বক রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুগ্রীব রামের সাহায্যার্থে সজ্জিত হইলেন। গোলাঙ্গুল মহাকায় ভীমদর্শন গবাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামের পার্শ্বচর হইলেন। রামের অপর পার্শ্বে পরন্তপ ধূম্র ভীষণক্রোধ কোটি ভল্লুকে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মহাবল বিভীষণ আপনার সচিবদিগের সহিত রামের সন্নিহিত হইলেন। গজ, গবাক্ষ, গবয়, সরভ ও গন্ধমাদন ইহারা কয়জনে সমস্ত বানরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ৯-৩১।

অনন্তর দশানন কোপে কম্পিতকলেবর হইল এবং অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ করিল। রাবণের মুখ হইতে যুদ্ধ-যাত্রার আদেশ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ ভীষণ কোলাহলে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর চন্দ্রতুল্য পাণ্ডুর ভেরী স্বর্ণদণ্ডে আহত হইয়া সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতে লাগিল। সে সময় রাক্ষসগণ মুখমারুত-সাহায্যে অসংখ্য ভীমরব শঙ্খ নিনাদ করিতে লাগিল। মেঘমালার সহিত বিদ্যুন্মণ্ডলমিশ্রিত বলাকাশ্রেণী সম্মিলিত হইয়া যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় শুকপক্ষিতুল্য নীলকলেবর রাক্ষসদিগের মুখলগ্ন শঙ্খ সকল শোভিত হইল। সমুদ্রের বেগ পূর্ণ হইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় রাক্ষসসেনাগণ রাক্ষসরাজের উত্তেজনায় প্রহৃষ্টমনে নির্গত হইল। তদনন্তর বানরসৈন্যগণ ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ ভৈরব রবে রাহুগ্রহ ও কন্দরসমেত মলয়পর্ব্বত পূর্ণ হইয়া উঠিল। শঙ্খ, দুন্দুভি ও সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র প্রতিধ্বনিত হইল। ক্রমে গজের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, রথের ঘর্ঘররব এবং রাক্ষসদিগের পদশব্দে রণস্থল বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বকালে দেবাসুরে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহার ন্যায় এই সময়ে রাক্ষস ও বানরদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাক্ষসগণ আপনাদের বলবীর্য্যের গৌরব ঘোষণা করিয়া প্রচণ্ড গদা, শক্তি, শূল ও পরশু ধারণ-পূর্ব্বক বানরদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। মহাকায় কপিগণ পর্ব্বত ও পাদপ নিক্ষেপ এবং নখ-দশন-প্রহারে রাক্ষসদিগের বধসাধন করিতে লাগিল। বানরগণের মুখে সুগ্রীব এবং রাক্ষসদিগের মুখে রাবণের জয়, উভয় সম্বন্ধীয় যোদ্ধৃগণ আপনাপন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। বানরেরা ভীষণাকার রাক্ষসদিগকে ভিন্দিপাল ও শূলের তাড়নায় অস্থির করিতে লাগিল। বানরগণও ক্রুদ্ধ হইয়া আকাশে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বাহুবলে রাক্ষসদিগকে নিম্নে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরগণের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে রণস্থল রক্ত-মাংসের কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ৩২-৪৭।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বানরসেনার সহিত রাক্ষসসেনার যুদ্ধ।

অনন্তর উভয়-পক্ষীয় সৈন্য পরস্পরকে দর্শন করিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রাবণের জয়াকাঙ্ক্ষী ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণ দশদিকে সিংহনাদ-প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণের অশ্ব স্বর্ণে বিমণ্ডিত, তাহাদের ধ্বজ অগ্নিশিখার ন্যায়, রথ আদিত্য-সদৃশ এবং কবচ মনোরম। বানরসৈন্য-জয়ই তাহাদের লক্ষ্য, তাহারা ক্রমশই বানরসৈন্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইত্যবসরে বানর ও রাক্ষসদিগের উভয় পক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইল। বালিপুত্র অঙ্গদের সহিত ইন্দ্রজিতের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল; ভগবান্ ত্র্যম্বকের সহিত অন্ধকাসুরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাও সেইরূপ। রণ-দুর্ম্মদ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিতও হনুমান্ জম্বুমালীর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। রাবণানুজ বিভীষণ অতিশয় ক্রোধনিবন্ধন তীক্ষ্ণবেগ শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল গজ তপনের সহিত এবং মহাতেজা নীল নিকুম্ভের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বানরেন্দ্র সুগ্রীব প্রঘসের সহিত, শ্রীমান্ লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত এবং দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ এই কয় রাক্ষসরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, রণদুর্দ্ধর বীর প্রতপন তীক্ষ্ণবেগ নলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপুত্র বলবান্ সুষেণও বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এইরূপ বীর বানরগণও অপর রাক্ষসদিগের সহিত ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী রাক্ষস ও বানরগণের রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে রাক্ষস ও বানরগণের দেহ হইতে রক্তনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; কেশসমূহ এই নদীর শৈবাল, দেহ কাষ্ঠরাশি। ইন্দ্র যেরূপ বজ্র প্রহার করেন, তাহার ন্যায় ইন্দ্রজিৎ ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া শত্রু-সৈন্যবিদারক অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া এক গদা প্রহার করিলেন। বেগগামী বানরবীর ঐ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্ণ-বিমণ্ডিত তদীয় রথ, অশ্ব ও সারথি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রজঙ্ঘ তিন শরে সম্পাতিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল; অবশেষে অশ্বকর্ণ প্রজঙ্ঘকে নিহত করিলেন। রথারোহী জম্বুমালী কুপিত হইয়া হনুমানের বক্ষে শক্তি নিক্ষেপ করিল। মারুতি নিদারুণ চপেটাঘাতে রথ-সহিত তাহার শরীর চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীষণাকারপ্রতপন সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নলের অভিমুখে ধাবিত হইল; বীরবর নলও বিক্রম-প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার চক্ষু উৎপাটন করিল। ঐ সময় মহাবীর প্রঘস বানরগণকে যেন গ্রাস করিতেছিল। কপিরাজ সুগ্রীব মহাবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ-প্রহারে তাহাকে বধ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ভীমাকার বিরূপাক্ষকে শরজালে বিদ্ধ করিয়া অবশেষে একমাত্র শরে তাহাকে নিপাতিত করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপ এই কয়জন রাক্ষস রামকে অস্ত্রাহত করিতেছিল; কিন্তু রাম কুপিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় ঘোর চারিটি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদ করিলেন। মৈন্দ মুষ্টিপ্রহারে বজ্রমুষ্টিকে ভূতলশায়ী করিলেন; তখন ঐ রাক্ষস সুর-বিমানের ন্যায় অশ্ব ও রথের সহিত পতিত হইল। সূর্য্য যেরূপ স্বকীয় কিরণে মেঘমালাকে বিভিন্ন করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় বীর নিকুম্ভ তীক্ষ্ণশর-প্রহারে নীলাঞ্জনপ্রভ সেনাপতি নীলের শরীর বিদ্ধ করিল। পুনর্ব্বার শত শর-নিক্ষেপে নীলের

শরীর ভেদ করিয়া নিকুম্ভের হাস্তের সীমা রহিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় নীল রথচক্র দ্বারা নিকুম্ভ ও তাহার সারথির শিরশ্ছেদ করিল। বজ্রাশনিতুল্য দ্বিবিদ অশনিপ্রভ রাক্ষসের প্রতি গিরিশৃঙ্গ প্রহার করিল। অশনিপ্রভও বৃক্ষযোধী বানরেন্দ্র দ্বিবিদকে অশনিসঙ্কাশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষস-শরে বিদ্ধ-শরীর হইয়া বানর ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইল এবং শালবৃক্ষ-প্রহারে রথ ও অশ্বসহ তাহার শিরশ্ছেদ করিল। রাক্ষস বিদ্যুন্মালী রথারোহণ পূর্ব্বক স্বর্ণমণ্ডিত শর-নিক্ষেপে সুষেণকে তাড়িত করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল বানরোত্তম সুষেণ তাহাকে রথস্থিত দেখিয়া প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহার রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন বীর বিদ্যুন্মালী রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দুর্জ্জয় গদা ধারণ করিল। বানর সুষেণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার প্রতি ধাবমান হইল। কপিকে শিলা ধারণ করিয়া ধাবিত হইতে দেখিয়া রাক্ষস বিদ্যুন্মালী তাহার বক্ষে গদা-প্রহার করিল। বানরসেনাপতি গদাঘাত সামান্য জ্ঞান করিয়া রাক্ষসহৃদয়ে শিলা সম্প্রহার করিল। নিশাচর বিদ্যুন্মালী শিলাপ্রহারে নিষ্পিষ্টতনু হইয়া যেমনই পতিত হইল, অমনি তাহার প্রাণত্যাগ ঘটিল। এইরূপে বলবান্ রাক্ষস বীর বানরদিগের হস্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধে দেবগণের হস্তে দানবদিগের ন্যায় বিমথিত হইল। দেখিতে দেখিতে রণভূমি ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, বিপর্য্যস্ত রথ, সংগ্রাম-সম্বন্ধী অশ্ব, নিহত হস্তী, হত বানর, রাক্ষস, চক্র, যুগ, দণ্ড ও খণ্ডিত দেহে অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। শৃগাল-কুক্কুরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। নানাদিকে রাক্ষস ও বানরদিগের কবন্ধ সকল নৃত্য করিতে লাগিল। বলিতে কি, দেবাসুরে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, ইহাও সেইরূপ। তখন রাক্ষসগণ শোণিতাঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া পুনর্ব্বার ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; সে সময়ে কেবল রাত্রিকালে যুদ্ধব্যাপার চলিল না ১-৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অঙ্গদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ-বিজয়।

রাক্ষস ও বানরে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইয়া ক্রমশঃ দিনমণি অস্তাচলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে জীব-জীবন-নাশিনী রাত্রি সমুপস্থিত হইল। পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী জাতবৈর বানর-রাক্ষসগণ এক্ষণে নিশাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরা 'তুই বানর' এবং বানরেরা 'তুই রাক্ষস,' এই কথা কহিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রাণসংহার করিতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকারে লক্ষ্যস্থির হইল না। তখন সৈন্যগণের মধ্যে 'মার্, বিদীর্ণ কর্, আয়! পলাইতেছিস্ কেন?' ইত্যাকার তুমুল কলরব সমুত্থিত হইল। একে ঘোরতর অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসদিগের কৃষ্ণকান্তি; সুতরাং দীপ্ত ওষধি-বিশিষ্ট শৈলেন্দ্রের ন্যায় সংলক্ষিত হইল। অনন্তর রাক্ষসগণ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে সবেগেই অগ্রসর হইতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রকৃতি বানরগণ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের স্বর্ণ-বিমণ্ডিত অশ্ব এবং সর্পাকার ধ্বজদণ্ড তীক্ষ্ণদশন-প্রহারে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। তাহারা রাক্ষসী-সেনাগণকে ক্ষুভিত করিয়া গজ, গজারোহী ও ধ্বজপতাকা-শোভিত রথ আকর্ষণ পূর্ব্বক দংশন করিতে আরম্ভ করিল। রাম এবং লক্ষ্মণ আশীবিষতুল্য শরনিকর-নিক্ষেপে দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। অশ্বক্ষুরোদ্ভূত, রথচক্র-সমুত্থিত পৃথিবীর ধূলিসমূহ যোদ্ধ্‌গণের নেত্র ও কর্ণপথ রোধ করিয়া ফেলিল। এইরূপে লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে থাকিলে রক্ত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনবরত ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ও শঙ্খের শব্দ, রথচক্রের ধ্বনি, হত এবং তাড্যমান রাক্ষসদিগের উৎকট শব্দ, শস্ত্রের শন্ শন্ শব্দ ও বাহকগণের ভয়ঙ্কর রব সমুত্থিত হইতে থাকিল। কামরূপী হত বানর এবং শক্তি, শূল ও পরশুধারী পর্ব্বতাকার রাক্ষসদিগের পতনে যুদ্ধস্থল শস্ত্রস্বরূপ পুষ্পহারে সুশোভিত হইল; সর্ব্বত্রই রক্তের কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, দুর্জ্জেয় ও দুর্নিবেশ হইয়া উঠিল। বাস্তবিক রাক্ষস ও বানরের প্রাণহারিণী সেই রাত্রি কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে শরবর্ষণ পূর্ব্বক রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ ও গর্জ্জনকারী তাহাদের উৎকট নিনাদ কল্লান্তকালীন সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র নিমেষমধ্যে অগ্নিশিখা-সদৃশ ছয়টি বাণ নিক্ষেপ করিলে যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ এই ছয় জন রাক্ষস মর্ম্মাহত হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিল; তাহারা এইরূপে অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা করিল। বীরকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র নিমেষকালমধ্যে ঘোরতর শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক দশদিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। যেরূপ বহ্নিমুখে পতঙ্গের পতন ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় যে সকল বীর রামের অভিমুখে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। যেরূপ খদ্যোতমালায় শর্ব্বরীর শোভা হয়, তাহার ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খ প্রক্ষিপ্ত বাণসমূহে সেই রাত্রি শোভিত হইল। রাক্ষসদিগের তুমুল গর্জ্জন ও ভেরীর সঘন শব্দে সেই রাত্রি অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ ঘোরতর যুদ্ধ-কোলাহল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঐ শব্দে ত্রিকূট-গিরি প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন কথা কহিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণবর্ণাকৃতি মহাকায় গোলাঙ্গুল সকল বাহু দ্বারা রাক্ষসগণকে ধারণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। এ দিকে বালিপুত্র বীরবর অঙ্গদ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন. তিনি সারথি ও রথাশ্ব-সহিত ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিলেন। অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে ইন্দ্রজিৎ রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এই সময়ে দেবতা ও ঋষিগণ অঙ্গদের প্রতি সাধুবাদ প্রদান করিলেন; তদ্দর্শনে রাম-লক্ষ্মণের আনন্দের সীমা রহিল না। বীরবর ইন্দ্রজিতের বিক্রম লোক-পরিচিত, সুতরাং তাহার পরাজয়ে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। সুগ্রীব, বিভীষণ এবং অন্যান্য বানরগণ শত্রুকে পরাজিত দেখিয়া অঙ্গদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ দিকে বালিনন্দনের হস্তে পরাভব জানিয়া ইন্দ্রজিৎ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। দুষ্টাত্মা রাবণি ব্রহ্মার বরলাভে দৃপ্ত হইয়া এরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া অশনিসন্নিভ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, রাম-লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ নাগময় অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে কূটযোধী সেই নিশাচর মায়াপ্রভাবে সর্ব্বভূতের অদৃশ্য থাকিয়া যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বানরেরা দেখিতে পাইল, ইন্দ্রজিতের আশীবিষতুল্য শরসমূহে পুরুষব্যাঘ্র রাম-লক্ষ্মণ অতিশয় আহত হইয়াছেন। রাক্ষসরাজনন্দন ইন্দ্রজিৎ যে সময়ে দেখিলেন যে, রাম-লক্ষ্মণকে প্রকাশ্য যুদ্ধে পরাস্ত করা সহজ কথা নহে, সে সময়ে দুরাত্মা নিশাচর মায়াবলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে উঁহাদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। ১-৩৯।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণের বন্ধন।

অনন্তর প্রতাপশালী রামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের গতি-নির্দ্দেশের জন্য সুষেণের দুই দায়াদ, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান্, ঋষভ, সানুগ্রাহ ও ঋষভস্কন্ধ এই দশ জন বানর-সেনাপতিকে আদেশ করিলেন। তাঁহারা প্রহৃষ্টমনে দশদিক্ অন্বেষণ করিয়া প্রকাণ্ড পাদপ গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে লাগিলেন। অস্ত্রবিৎ রাবণাত্মজ বেগগামী শরবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের গমনবেগ নিবৃত্ত করিল। অনন্তর বানরপতিগণ ইন্দ্রজিতের প্রক্ষিপ্ত নারাচ দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মেঘ যেরূপ ভাস্করকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহার ন্যায় অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বীরবর রাক্ষস রাম-লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শর দ্বারা ভেদ করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত নিরন্তর শরবর্ষণে উহাঁদের শরীর অবসন্ন হইল। তাঁহাদের ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধিরস্রাব হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন কিংশুক-কুসুম বিকসিত হইয়াছে। এই সময়ে কজ্জলতুল্য কৃষ্ণকান্তি, বক্রপ্রান্ত-লোচন রাবণাত্মজ অন্তর্হিত থাকিয়া দশরথাত্মজদিগকে কহিল, "তোমাদের কথা ত স্বতন্ত্র,আমি যুদ্ধ করিতে করিতে যখন মায়াবশে অন্তর্ধান করি, তখন অমরাবতীনাথও আমাকে দেখিতে পান না, প্রাপ্ত হওয়া ত দূরের কথা। যাহা হউক, তোমাদিগকে কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শর-নিক্ষেপে বিদ্ধ করিয়াছি, এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব।" এই কথা বলিয়া শিত-শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিয়া সহর্ষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর বিশাল ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া, সংগ্রামস্থলে ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত ক্ষিপ্ত শরে তাঁহাদের মর্ম্মভেদ হইলে রাক্ষসরাজপুত্র বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতা বিষম অস্ত্রাঘাতে বিদ্ধ হইয়া নিমেষমধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। উহাঁদের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত, শরশল্য শরীরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; উহাঁরা সে সময়ে কম্পিত-কলেবরে রজ্জুশূন্য ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অবস্থা ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাবলবান্ জগতীপতি রাম ও লক্ষ্মণ মর্ম্মভেদে নিপীড়িত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা অতিশয় পীড়িত, সর্ব্বাঙ্গ শরে সংবেষ্টিত ও রুধিরভারে সমাচ্ছন্ন; এইরূপে বীরদ্বয় বীরশয়নে শায়ী হইলেন। ক্রমে উহাঁদের অবস্থা এতদূর ভয়ানক দাঁড়াইল যে, উহাঁদের দেহে এক অঙ্গুলি স্থানও শরবিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট রহিল না। যেরূপ প্রস্রবণ হইতে জলধারা
১০ নিঃসৃত হয়, তাহার ন্যায় কামরূপী রাক্ষসের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদের শরীর হইতে অনর্গল রক্তধারা নিপতিত হইতে থাকিল। রামচন্দ্র রাক্ষসের নিদারুণ শরে বিদ্ধ হইয়া প্রথমে ধরাশায়ী হইলেন। যেরূপ পূর্ব্বে ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে রামের পরাজয়েও তাঁহার সেইরূপ আনন্দোদয় হইল। ইন্দ্রজিতের শর স্বর্ণপক্ষবিশিষ্ট, উহার মুখ স্বচ্ছ, গতি সত্বর ও ধূলিজালবৎ। রামচন্দ্র রক্ষোরাজনন্দনের ক্রমাগত নিক্ষিপ্ত নারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বারা সবিশেষ আহত হইয়া শর-সহিত শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরশয্যায় শয়ন করিলেন; সে সময়ে তাঁহার মুষ্টিধারণের আর সামর্থ্য রহিল না। রামের এইরূপ সঙ্কট-অবস্থা-দর্শনে রামানুজ তাঁহার প্রাণরক্ষায় হতাশ হইলেন। সর্ব্বশরণ্য কমললোচন রামকে ধরাশায়ী দেখিয়া লক্ষ্মণ অতিশয় শোকাকুল হইলেন। বানরগণ রামের অবস্থা-দর্শনে সাতিশয় সন্তপ্ত হইল; তাহারা সে সময়ে শোকবিহ্বল হইয়া সজলনয়নে রামের উদ্দেশে রোদন করিতে লাগিল। হনুমান্ প্রমুখ বানরগণ রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে নাগপাশে বদ্ধ ও বীরশয্যায় শায়িত দেখিয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট থাকিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল।" ১-২৮।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

বানরসৈন্যের বিষাদ।

অনন্তর বানরগণ ভয়ে আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, রামলক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদের প্রতি বাণবর্ষণে নিরস্ত; এমন সময়ে বিভীষণ সুগ্রীব সমভিব্যাহারে সেই স্থানে সমুপস্থিত। তদনন্তর নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ ও অঙ্গদ হনুমানের সহিত বিলাপ করিতে করিতে শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাম-লক্ষ্মণ শর বিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট; তাঁহাদের শরীর রক্তময়, মন্দ মন্দ নিশ্বাস বহিতেছে; তাঁহারা শরশয্যায় নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া আছেন। হীনতেজ সর্পের অবস্থা যে প্রকার, দশরথাত্মজদিগের অবস্থাও তদনুরূপ. তাঁহারা রক্তাক্তকলেবরে হৈম ধ্বজদণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যূথপতিগণ সজলনয়নে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন। বিভীষণ ও সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণ রামলক্ষ্মণের অবস্থা দর্শনে অতিশয় ব্যথিত হইলেন। যদিও সে সময়ে বানরগণ দশানন-নন্দনকে অন্তরীক্ষে অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু মায়াচ্ছন্ন বলিয়া তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। বিভীষণ মায়াবল অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার সাক্ষাতে মায়াচ্ছন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিকর্ম্মা, কেবল বরদান-নিবন্ধন বিভীষণ তাঁহাকে অন্তর্হিত দেখিতে পাইলেন মাত্র। অনন্তর তেজস্বী, যশস্বী ও বিক্রমশালী ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে বীর শয্যায় শায়িত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সকল রাক্ষসদিগের সন্তোষ-সাধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "যাঁহারা বলসম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহাদের হস্তে খর-দূষণ নিহত হইয়াছে, সেই রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতারই আমার শরে প্রাণ-সংহার ঘটিল।" যদি সুরাসুর ও সমস্ত ঋষিগণ এখানে আসিয়া একত্রিত হন, তাহা হইলেও ইঁহাদের নাগপাশ কিছুতেই ছেদন হইবার নহে। যাঁহার জন্যে আমার পিতা ভয়ে ও শোকে কাতর ছিলেন, যাঁহার জন্য শয্যায় গাত্রস্পর্শ না করিয়া তিনি নিশাতিবাহিত করিতেন, যাঁহার জন্য লঙ্কাবাসী সমস্ত লোকে বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় আকুল হইয়াছিল, অনর্থকর সেই মূলের উপশম ঘটিল। শরৎকালের মেঘ যেরূপ অনর্থক, তাহার ন্যায় রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের বিক্রম বিফল হইল। রাক্ষসদিগকে এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজপুত্র তাহাদের সাক্ষাতে বানর-যূথপতিদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি বীর নীলের প্রতি নয় এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতি তিন তিন বাণ-নিক্ষেপে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর জাম্ববানের বক্ষে বাণ বিদ্ধ করিয়া হনুমানের প্রতি দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে অমিতবিক্রম গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবেগে গোলাঙ্গুলাধিপ ও বালিপুত্র অঙ্গদের প্রতি অসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিলেন। রাবণি অগ্নিশিখাতুল্য বাণে বানরবীরগণকে বিদ্ধ করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি বাণাঘাতে বানরদিগকে শঙ্কিত ও প্রপীড়িত করিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং রাক্ষসদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে নিশাচরগণ! শ্রবণ কর, আমি নিরন্তর শরবর্ষণ পূর্ব্বক অবশেষে নাগ পাশে রাম-লক্ষ্মণকে বদ্ধ করিয়াছি।" কূটযোধী রাক্ষসগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণির কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহার অনুপম বীরত্ব-দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইল। তখন জলদাকার রাক্ষসগণ জয়োল্লাসে গভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাহারা রাম হত হইয়াছেন, ইহা অবধারণ করিয়া সকলে তাঁহার প্রতি সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। রাম-লক্ষ্মণ নিস্পন্দ, ভূ-পৃষ্ঠে নিপতিত, তাঁহারা নিরুচ্ছ্বাস, সুতরাং সেই অবস্থা-দর্শনে রাক্ষসগণের মনে রাম-লক্ষ্মণের মরণাবধারণ হওয়া অসঙ্গত নহে। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাক্ষসদিগের সন্তোষ-সাধন-পূর্ব্বক লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে কপিরাজ সুগ্রীব রাক্ষসরাজপুত্রের শরে রামলক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ ও রক্তাক্ত দেখিয়া অতিশয় ভয়প্রাপ্ত হইলেন। তখন বিজ্ঞ বিভীষণ সজলনয়ন, দীনভাবাপন্ন, ক্রোধাকুলনেত্র বানরেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "হে সুগ্রীব! তুমি রোদন করিও না, তোমার শঙ্কার কারণ নাই; যুদ্ধ প্রায় এইরূপেই হইয়া থাকে, কদাচ নিত্য জয়লাভ ঘটে না। হে বীর! যদি আমাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে এখনই মহাবল রাম-লক্ষ্মণ মোহ পরিত্যাগ করিবেন। বানররাজ! তুমি আশ্বস্ত হও এবং অনাথ আমাকেও আশ্বস্ত কর। জানিও, যাঁহারা সত্যধর্ম্মানুরাগী, তাঁহাদের মৃত্যু-ভয় নাই।" বিভীষণ এই কথা বলিয়া জলক্লিন্ন-হস্তে সুগ্রীবের নেত্রযুগল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন। অনন্তর গণ্ডুষপরিমিত জল লইয়া বিদ্যাবলে মন্ত্রপূত করিয়া সুগ্রীবের দুই চক্ষু প্রক্ষালিত করিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহার মুখমার্জ্জন করিয়া দিয়া উপযুক্ত সময় বিবেচনায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে সখে! ইহা শোকাকুল হইবার উপযুক্ত সময় নহে; জানিও, এই সঙ্কটকালে অতিশয় স্নেহও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব কার্য্যবিধ্বংসিনী কাতরতাকে পরিত্যাগ কর; এক্ষণে তুমি রামের পুরোগামী সৈন্যগণের হিত-চিন্তা কর। অথবা যাবৎ রামের সংজ্ঞা-বিপর্য্যয় থাকে, তাবৎকাল রক্ষা করিতে থাক; জানিও, কাকুৎস্থ রাম-লক্ষ্মণ চৈতন্যলাভ করিলে আমাদের কোনও ভয়ই থাকিবে না। রামের এই যে মোহাবস্থা দেখিতেছ, জানিও, এ সকল কিছুই নয়; লক্ষণে অনুমান হইতেছে যে, রামের মৃত্যু ঘটিবার নহে। জীবের জীবন নষ্ট হইলে যে শ্রী দুর্লভ, ইঁহার শরীরে সেই শ্রী স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, সখে সুগ্রীব! তুমি আশ্বস্ত হও এবং আপনার সৈন্যগণকে সান্ত্বনা কর; আমিও আমার সৈন্যদিগকে পুনরায় সুস্থির করিতেছি। হে বানররাজ! দেখ, বানরগণ স্বাভাবিক ফুল্লনেত্র, কিন্তু ভয়ে উহাদের মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে; উহারা পরস্পরে কি কানাকানি করিতেছে। এক্ষণে ধাবনশীল বানরসৈন্য প্রহৃষ্টমনে কাল কাটাইতে থাকুক, ভুক্তপূর্ব্ব সৈন্যের ন্যায় তাহারা ভয় পরিত্যাগ করুক।" বিভীষণ বানররাজকে এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার পলায়িত বানর-সৈন্যগণকে সমাশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এ দিকে ইন্দ্রজিৎ সমরজয়ী হইয়া সকল সৈন্য সমভিব্যাহারে লঙ্কাপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রিয়সংবাদ প্রদান করিলেন, "পিতঃ! রাম-লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে।" রাক্ষসরাজ রাক্ষসমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া শত্রু-নিপাত-সংবাদ অবগত হইয়া মহানন্দে গাত্রোত্থান করিল এবং স্নেহভরে পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। রাবণ তখন প্রীতমনে তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করিয়া যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। পুত্র ইন্দ্রজিৎও যেরূপে রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রভ হইয়াছেন, তাঁহাকে তত্তাবৎ বর্ণন করিলেন। মহাবল রাবণ মহারথ ইন্দ্রজিতের প্রমুখাৎ সমরজয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হইল। তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে রামের ভয় বিদূরিত হইল; সে হৃষ্টবাক্যে পুত্রকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। ১-৩৯।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রামের অবস্থা দর্শনে সীতার বিলাপ।

অনন্তর রাবণাত্মজ রণবিজয়ী হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবিষ্ট হইলে বানরবীরগণ রামচন্দ্রকে বেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। হনূমান্, অঙ্গদ, নীল, সুষেণ, কুমুদ, নল, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান্, সুন্দ, রম্ভ, শতবলী ও পৃথু ইহারা সকলেই রামের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত; বহুসংখ্যক বানর-সৈন্য চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ-ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান। সকলে নানাদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া আছে। সে সময় একটি তৃণ স্পন্দিত হইলে তাহারা রাক্ষসের গতি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এ দিকে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রহৃষ্টমনে ইন্দ্রজিৎকে বিদায় প্রদান করিয়া সীতারক্ষণকারিণী রাক্ষসীদিগকে আহ্বান করিল। ত্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীগণ তাহার আদেশে উপস্থিত হইলে সে পরমানন্দে তাহাদিগকে কহিল, "তোমরা সীতাকে সংবাদ দেও, ইন্দ্রজিতের হস্তে রাম-লক্ষ্মণ বিনষ্ট হইয়াছেন। তোমরা এক্ষণে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া সীতাকে রণস্থলে নিহত ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখাইয়া আন। জানকীকে বলিও, যাহার আশ্রয়-গর্ব্ব-নিবন্ধন এত দিন আমার প্রতি প্রতিকূল ছিল, এক্ষণে সেই সীতার ভর্ত্তা ভ্রাতার সহিত নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে রামের আশঙ্কা ও তাঁহার জন্য সীতার উদ্বেগ আর নাই; এখন সে নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বাভরণ-ভূষিত হইয়া আমাকে ভজনা করুক। রাম-লক্ষ্মণ কালবশে বিনষ্ট হইয়াছে দেখিলে সে অগত্যা আমার বশবর্ত্তিনী হইবে।" দুরাত্মা রাবণের কথা শুনিয়া রাক্ষসীরা তথাস্তু বলিয়া যেখানে রামের অবস্থিতি, সেইখানে গমন করিল। অনন্তর রাবণের আজ্ঞাক্রমে পুষ্পকরথ লইয়া অশোকবনবাসিনী জনকনন্দিনীর নিকটে উপস্থিত হইল। সীতা স্বামি-শোকে পরাজিত; রাক্ষসীগণ তাঁহাকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইল। রাবণ ত্রিজটার সহিত সীতাকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া পতাকাধ্বজ-বিশোভিত লঙ্কাপুরীতে বিচরণ করাইতে লাগিল। এ দিকে ক্ষণকালমধ্যে রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যু-সংবাদ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইয়া উঠিল। সীতা ত্রিজটার সহিত বিমানারোহণে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বানর-সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসগণ হৃষ্টমনে বিচরণ করিতেছে, বানরবীরগণ দুঃখাভিভূত হইয়া রাম-লক্ষ্মণের পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট আছে।

রাম ও লক্ষ্মণ বাণবিদ্ধ হইয়া অচেতনে শরশয্যায় নিপতিত। তাঁহাদের বর্ম্ম বিধ্বস্ত, শরাসন বিক্ষিপ্ত ও সর্ব্বাঙ্গ শরাঘাতে বিদ্ধ; দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারা শরস্তম্বময়। কুমারের ন্যায় পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষর্ষভ দুই ভ্রাতাকে শরশয্যাশায়ী দেখিয়া সীতা অতিশয় কাতর হইলেন; তখন তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। অসিতেক্ষণা, ললনারত্ন জানকী উহাঁদিগের ধূলিলুণ্ঠিত-কলেবর দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি দেবসুতপ্রভাব দুই ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিধন-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে নয়নজলে ভাসমানা হইলেন; তৎকালে সকরুণকণ্ঠে তদুদ্দেশে এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১-২২।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতাবিলাপ।

অনন্তর সীতা স্বামী রামচন্দ্র ও তদনুজ লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া শোকাভিভূত হইয়া করুণস্বরে এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, "লক্ষণজ্ঞ পুরুষেরা আমাকে দেখিয়া বলিতেন যে, 'তুমি পুত্রবতী ও অবিধবা হইবে'; অদ্য আমার ভাগ্যে রামের মৃত্যুতে জ্ঞানিগণেরও কথা মিথ্যায় পরিণত হইল। তাঁহারা আমায় দেখিয়া কহিতেন, 'তুমি যাজ্ঞিক রাজার মহিষী হইবে, হায়! অদ্য রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই জ্ঞানগণও মিথ্যাবাদী হইলেন। তাঁহারা আরও বলিতেন যে, 'তুমি বীররাজশ্রেষ্ঠের মহিষী হইবে'; হায়! রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণের কথা মিথ্যা হইল। জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণেরা আমাকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আমার অভিষেক সম্বন্ধে যে শুভকরী কথা কহিয়াছিলেন, রাম বিনষ্ট হওয়াতে আজ তাঁহাদের কথা বিফল হইল। কুলস্ত্রীগণের যে লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহারা স্বামীর সহিত রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন, সেই পদ্মচিহ্ন থাকিলেও আজ আমার ভাগ্যে বিসদৃশ ঘটনা ঘটিল। যে সকল দুর্লক্ষণে দুর্ভাগ্যবতী নারীর বৈধব্য ঘটে, আমি তাহার কোন কিছুই দেখিতেছি না। সামুদ্রিক-লক্ষণে প্রকাশ যে, স্ত্রীলোকের হস্তে ও চরণে পদ্মচিহ্ন থাকিলে, তাহার ফল অব্যর্থ ও উৎকৃষ্ট; কিন্তু আমার সে সকল চিহ্ন থাকিলেও রাম বিনষ্ট হওয়াতে সমস্ত মিথ্যা হইল। আমার কেশপাশ সূক্ষ্ম, সম ও নীল, ভ্রূযুগল অবিচ্ছিন্ন, জঙ্ঘা রোমশূন্য ও গোলাকার, দশনপংক্তি বিরল, ললাট ঈষৎ উন্নত, নেত্র, হস্ত, পদ, গুল্ফ ও ঊরু সমান; অঙ্গুলিদল স্নিগ্ধ, সমমধ্য ও যবরেখাবিশিষ্ট। নখর গোলাকার, স্তন অবিরল ও পীন, চুচুক নিমগ্ন, নাভিদেশ মধ্যে নিম্ন ও পার্শ্বে উন্নত, বক্ষঃস্থল উচ্চ, আমার বর্ণ মণিতুল্য উজ্জ্বল, গাত্রলোম কোমল; শ্রীলক্ষণবিৎ পণ্ডিতেরা আমাকে সুলক্ষণা বলিতেন। আমার হস্ত-পদ অচ্ছিদ্র ও যবরেখাবিশিষ্ট; আমার হাস্য মৃদুমন্দ; জ্যোতিঃশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতেরা লক্ষণ দেখিয়া আমি রাজ্যেশ্বর পতির সহিত অভিষিক্ত হইব, বলিয়াছিলেন; হায়! আজ তাহা বিফল হইল। হায়! এই দুই ভ্রাতা জনস্থানের কণ্টক দূর করিয়া আমার অনুসন্ধান লইয়া, দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র পার হইয়া অবশেষে আমার ভাগ্যে গোষ্পদে নিহত হইলেন। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য ও ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র অধিকার করিয়াছেন; কিন্তু কার্য্যকালে এ সকল অস্ত্র কি স্মরণে আসিল না? হায়! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত এই দুই বীর, ইহাঁরা অনাথা আমার নাথ; ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্যভাবে মায়াবলে ইহাঁদিগকে বিনষ্ট করিল। আমি জানি, শত্রু যদি মনের তুল্য বেগবান্ হয়, রামের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে জীবন লইয়া প্রতিগমন করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, কালের পক্ষে দুষ্কর কার্য্য কিছুই নাই, অন্তকে বরং জয় করা যাইতে পারে, কিন্তু কৃতান্ত পরাজিত হইবার নহে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে এই দুই ভ্রাতা রণশায়ী হইবেন কেন? ভাবিতে গেলে, আমি ইহাঁদের উদ্দেশে শোক করি না, নিজের জন্যও আমার চিন্তা নাই, জননীর জন্য আমার ক্ষোভ নাই; কিন্তু কেবল শ্বশ্রূর ভাবনাই আমাকে ভাবিত করিতেছে। 'কবে রাম-লক্ষ্মণ বধূর সহিত ব্রত সমাপন করিয়া সমাগত হইবেন, কবে আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব,' তিনি সতত এই চিন্তা করিতেছেন।" ১-২১।

তখন নিশাচরী ত্রিজটা রামদয়িতা জানকীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিল, "দেবি! তুমি দুঃখ করিও না, তোমার ভর্ত্তা ঐ রাম জীবিত আছেন। আমি যে জন্যে এ কথা বলিতেছি, তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! যদি তোমার ভর্ত্তা ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রাণবিয়োগ ঘটিত, তাহা হইলে যোদ্ধৃগণের মুখমণ্ডল রোষাবেশে রক্তবর্ণ ও প্রফুল্ল হইত না। হে বৈদেহি! আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর; যদি রাম-লক্ষ্মণ জীবিত না থাকিতেন, তাহা হইলে এই পুষ্পকবিমানও তোমাকে ধারণ করিত না। আমি জানি, যুদ্ধে সেনাপতি প্রধানের মৃত্যু ঘটিলে সৈন্যগণের উৎসাহ ও উদ্যম থাকে না; কিন্তু আমি দেখিতেছি, যদি রাম-লক্ষ্মণের অমঙ্গল ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় সেনাগণ যুদ্ধস্থলে ভ্রমণ করিত। দেবি! আমি সবিনয়ে তোমাকে জানাইতেছি, ঐ দেখ, বানর সৈন্যগণ অসম্ভ্রমে নিরুদ্বেগে রাম-লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছে। জানকি! তুমি এক্ষণে আশ্বস্ত হও, আমার সুস্পষ্ট অনুমানে বোধ হইতেছে, রাম-লক্ষ্মণের অত্যাহিত ঘটে নাই। তোমার প্রতি অনুরাগিণী বলিয়াই আমি এরূপ বলিতেছি। হে মৈথিলি! আমি তোমার নিকটে পূর্ব্বে কোনও মিথ্যা কথা কহি নাই এবং এক্ষণেও কহিব না; বলিতে কি, দেবি! তুমি নির্ম্মলচরিত্রপ্রভাবে আমার অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া আছ। আমি রাম লক্ষ্মণের যেরূপ সৌম্য-মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাতে নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, ইহাঁদিগকে পরাজিত করা সুরাসুর সহিত ইন্দ্রেরও সাধ্য নহে। হে রামপ্রাণবল্লভে! এইটি আশ্চর্য্যের কথা যে, ইহাঁরা শরবিদ্ধ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া নিপতিত হইয়াছেন; কিন্তু ইহাঁদের সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হানি ঘটে নাই; প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে জীবের জীবন নষ্ট হইবে, তাহার মুখশ্রী বিকৃত হইয়া যায়। হে জনকাত্মজে! তুমি অদ্য রাম-লক্ষ্মণের জন্য শোক, মোহ ও দুঃখ করিও না।" ২২-৩৩।

সুরসুতাসদৃশী সীতা ত্রিজটার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "সখি! তোমার কথাই সত্য হউক।" অনন্তর রামমহিষী সীতা মনোবৎবেগগামী বিমান বিনিবৃত্ত করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন এবং ত্রিজটার সহিত তাহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসীদিগের সমভিব্যাহারে অশোকবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সীতা বহুল বৃক্ষপরিপূর্ণ রাক্ষসেন্দ্রের সেই বিহার-ভূমিতে প্রবেশ-পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। ৩৪-৩৭।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণের অবস্থা দর্শনে রামের বিলাপ।

দশরথাত্মজ রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ এবং শায়িত; তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত; নাগ যেরূপ গর্জ্জন করিয়া থাকে, সে সময়ে তাঁহারা সেইরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব-প্রমুখ বলবান্ বানরগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া দুই ভ্রাতাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। যদিও রামচন্দ্র দৃঢ়তর পাশে আবদ্ধ, তথাপি নিজের দৃঢ়তা ও বলের গুরুত্বানুসারে তিনি এই সময়ে সচেতন হইলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দীনবদনে রক্তাক্তকলেবরে ভূমিতে শয়ন করিতে দেখিয়া আতুর ব্যক্তির ন্যায় পরিতাপ করিতে লাগিলেন, "আমি যখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও শায়িত দেখিলাম, তখন আমার সীতা-সমুদ্ধারে প্রয়োজন কি? আমার নিজের জীবনপ্রাপ্তিতেই বা কি লাভ? পৃথিবীতে অনুসন্ধান করিলে সীতার সমান স্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা, সহায় ও যোদ্ধা আমি পাইব না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি সুমিত্রানন্দন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বানরদিগের সাক্ষাতে আমি প্রাণপরিত্যাগ করিব। হায়! আমি জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও পুত্রদর্শনার্থিনী জননী সুমিত্রাকে কি বলিব? যদি লক্ষ্মণকে রাখিয়া আমি একাকী অযোধ্যাতে প্রতিগমন করি, তাহা হইলে কুররীর ন্যায় কম্পমানা বিবৎসা সুমিত্রাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব? যে লক্ষ্মণ আমার সহিত বনগামী হইয়াছেন, যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশে গমন করি, তাহা হইলে ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ও যশস্বী ভরতের নিকটে কিরূপে মুখ দেখাইব? যখন পুত্রের উপলক্ষে সুমিত্রা আমাকে ভৎসনা করিবেন, আমি ত তাহা সহ্য করিতে পারিব না; অতএব এক্ষণে জীবন বিসর্জ্জন করাই আমার কর্ত্তব্য। হায়! আমি অতি দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও অতিশয় অনার্য্য; অতএব আমাকে ধিক্! আহা! আমারই জন্যে অনুজ লক্ষ্মণ শরশয্যায় শয়ন করিয়া মৃতবৎ পতিত রহিয়াছেন। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে বিষণ্ণ দেখিলে সর্ব্বদা সান্ত্বনা করিতে, কিন্তু অদ্য তুমি মৃততুল্য ও ভূ-পতিত বলিয়া আমাকে কোন সম্ভাষণ করিতেছ না। আশ্চর্য্য! যেখানে তোমার হস্তে বলবান্ অসংখ্য রাক্ষস সংগ্রামে নিপতিত হইয়াছে, সেইখানেই তুমি ধরাশায়ী হইলে? হায়! অস্তমিত সূর্য্যের ন্যায় তোমার শরীর রক্তধারায় সংলিপ্ত, তুমি শরশয্যায় শায়িত এবং শরজালে তোমার কলেবর ব্যথিত হইয়াছে। নিদারুণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হওয়াতেই তুমি আমার সহিত আলাপ করিতে পারিতেছ না; তুমি নীরবে অবস্থিতি করিলেও তোমার দৃষ্টি ও মুখরাগ তোমার মর্ম্মপীড়া জানাইতেছে। যাহা হউক, লক্ষ্মণ! তুমি যেরূপ আমার বনগমনসময়ে অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সেইরূপ কৃতান্তালয়ে তোমার অনুগামী হইব। হায়! তুমি স্বজনবৎসল এবং সতত আমারই অনুগত, এক্ষণে অনার্য্য দুর্নীতি নিবন্ধন তোমাকে এই দশা ভোগ করিতে হইল। হে বীর লক্ষ্মণ! তুমি কখনও আমার প্রতি রুষ্টভাব প্রকাশ করিয়াছ, এরূপ স্মরণ হয় না; আমি কখনই তোমার মুখ হইতে কঠোর বাক্য শুনি নাই। তুমি যখন এক বেগে পাঁচশত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক, তখন বলিতে গেলে তুমি কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও প্রকৃত বীর। যিনি অস্ত্র দ্বারা আখণ্ডলেরও অস্ত্রজাল নিবারণ করিতে পারেন, মহার্হ শয্যায় শয়ন করা যাঁহার অভ্যাস, আজ তিনি মৃতকল্প হইয়া ধরাশায়ী রহিয়াছেন। আমি যে বিভীষণকে লঙ্কাপুরীর রাজা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই মিথ্যা-প্রলাপ আমাকে নিঃসন্দেহ দগ্ধ করিবে। যাহা হউক, সখে সুগ্রীব! তুমি এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে দেশে চলিয়া যাও। এক্ষণে আমার এ অবস্থায় তুমি দুর্ব্বলপক্ষ হইয়াছ, সুতরাং দশানন তোমাকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিবে। সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদ, নীল, নল ও অন্যান্য বানর-সৈন্যদিগকে পরিচ্ছদ সমেত সঙ্গে লইয়া সমুদ্র-পারে চলিয়া যাও। হনুমান্ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুষ্কর, ঋক্ষরাজ, গোলাঙ্গুলেশ্বর, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কেশরী, সম্পাতি, গবয়, বৃষাক্ষ, শরভ ও গজ, ইঁহারা আমার জন্যে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং অন্যান্য বানরগণ প্রাণপর্য্যস্ত পণ করিয়া আমার জন্য যাহা করিয়াছে, তাহা সন্তোষের বিষয় বটে; কিন্তু হে সুগ্রীব! বুঝিলাম, দৈবশক্তি অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সুগ্রীব! তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি আমার বয়স্য ও প্রিয়সুহৃদ, তুমি আমার জন্যে যাহা করিবার, তাহাতে ক্রটি কর নাই। হে বানররাজ! মিত্রের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, তোমরা তাহা করিয়াছ, এক্ষণে তোমরা আমার আদেশে যথায় ইচ্ছা গমন কর।" ১-৩০।

বানরগণ রামের এইরূপ পরিবেদনা শ্রবণ করিয়া অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ সৈন্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া গদা ধারণ-পূর্ব্বক যেখানে রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। নীলাঞ্জনতুল্যাকৃতি বিভীষণকে আগমন করিতে দেখিয়া বানরগণ তাঁহাকে রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ৩১-৩৩।

পঞ্চাশ সর্গ।

গরুড়স্পর্শে রামলক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ।

অনন্তর মহাতেজা কপিরাজ সুগ্রীব কহিলেন, "প্রবল বায়ু-প্রবহনে নৌকা যেরূপ জলমগ্ন হয়, তাহার ন্যায় সৈন্যসমূহের সহসা ব্যথিত হইবার কারণ কি?" সুগ্রীবের কথা শুনিয়া বালিপুত্র অঙ্গদ কহিল, "তুমি কি রামলক্ষ্মণকে শরজালে বদ্ধ, শরশয্যাশায়ী ও রক্তাক্ত-কলেবর দেখিতেছ না?" তখন সুগ্রীব অঙ্গদকে কহিলেন, "বোধ হয়, ইহা কারণ নহে; ভয়ের অপর কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। তুমি চাহিয়া দেখ, বানরসৈন্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভয়ে বিষণ্ণবদনে পলায়ন করিতেছে। উহাদের এই ভীরুজনোচিত কার্য্যে লজ্জার লেশমাত্র দেখা যাইতেছে না, কেহই আপনাদের পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং পতিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।" ১-৬।

ইত্যবসরে রাবণানুজ বিভীষণ গদা ধারণ পূর্ব্বক সুগ্রীব ও রামের জয়াশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন কপিরাজ সুগ্রীব বিভীষণকে দেখিয়া সমীপস্থ ঋক্ষরাজকে কহিলেন, "বিভীষণ সমুপস্থিত, ইঁহাকে দেখিয়া রাবণ-পুত্র মনে করিয়া বানরগণ ভয়চকিতনেত্রে পলায়ন করিতেছিল, অতএব তুমি ভয়ভীত প্রধাবিত বানরসৈন্যগণকে সুস্থির কর; তাহাদিগকে বল, এ ব্যক্তি ইন্দ্রজিৎ নহে, মহাত্মা বিভীষণ।" তখন জাম্ববান্ সুগ্রীবের বচনানুসারে পলায়মান বানরগণকে সুস্থির করিলেন।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণের গাত্র শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি সে জন্য তাঁহাদের চক্ষু মার্জ্জন করিয়া দিয়া, শোকাকুল-মনে অশ্রুপূর্ণলোচনে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়! এই দুই রাজপুত্র বিপুলবিক্রান্ত ও যুদ্ধ-প্রিয়, কূটযোধী রাক্ষসগণ ইহাঁদের এ অবস্থা ঘটাইয়াছে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত এবং বংশের কুসন্তান, সে কুটিল-বুদ্ধি-প্রভাবে সরলবুদ্ধি ইহাঁদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহাঁদের শরীর শরবিদ্ধ ও রুধিরাক্ত, ভূতলে পতিত থাকিয়া ইহাঁরা কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। আমি যাঁহাদের বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহারাই দেহনাশের জন্য শায়িত। বলিতে কি, আমার জীবন্মৃত্যু উপস্থিত; আমি বিপন্ন হইলাম, আমার রাজ্য ও মনোরথ নষ্ট হইল, আমার শত্রুর প্রতিজ্ঞা ও কামনা সিদ্ধ হইল।" ৭-১৯।

তখন সুগ্রীব বিভীষণকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! নিশ্চয়ই লঙ্কাপুরী তোমার করস্থ হইবে, সপুত্র রাবণের মনোভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না। এই দুই ভ্রাতা গরুড়ের উপাসক, ইহাঁদের সত্বরই মোহ দূর হইবে এবং ইহাঁদেরই হস্তে রাবণ সগণে সংহার প্রাপ্ত হইবেন।" তিনি রাক্ষস বিভীষণকে এইরূপ সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পার্শ্বস্থিত শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, "যাবৎ অরিন্দম রামলক্ষ্মণ অচেতন থাকেন, তাবৎ তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া অন্যান্য বানরগণের সঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে গমন কর। দেবেন্দ্র যেরূপ পরহস্তগামিনী দেবশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আমি স্বয়ং পুত্র-মিত্রাদির সহিত রাবণকে বিনষ্ট করিয়া সীতার উদ্ধার-সাধন করিব।" বানরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুষেণ কহিলেন, "আমি পূর্ব্বকালে দেবদানবের যুদ্ধ-ঘটনা দেখিয়াছি। শর-নিক্ষেপ-নিপুণ দানবগণ ঐ যুদ্ধে দেবগণকে দানবী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে থাকে। দেবগুরু বৃহস্পতি দেবগণকে পীড়িত, অচেতন ও বিনষ্ট দেখিয়া সমন্ত্র-বিদ্যা-প্রভাবে ও উপযুক্ত ঔষধি-প্রয়োগে তাঁহাদের চিকিৎসা করিতে থাকেন। এক্ষণে সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরগণ সেই ঔষধ আনিবার জন্য সবেগে ক্ষীরোদার্ণবে যাত্রা করুন। সেই মহৌষধি পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে, উহা দেবনির্ম্মিত, নাম বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী। যেখানে অমৃত-মন্থন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদসাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুইটি পর্ব্বত আছে, সেখানে এই ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে; অতএব বায়ুপুত্র বীর্য্যবান্ হনুমান্ সেখানে গমন করুন।" ২০-৩২।

ইত্যবসরে নভোমণ্ডলে প্রভঞ্জন প্রাদুর্ভূত হইলেন, মেঘ ও বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল, সমুদ্র সংক্ষুভিত ও ভূধর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড পক্ষাঘাতবাতে দ্বীপসমূহস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখী সকল শাখা ভগ্ন হওয়াতে লবণসমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রবাসী বৃহৎকায় সর্পগণ ভীষণাকারে প্রকাশিত হইলে ক্রমে সমস্ত জলজন্তু সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর বানরগণ মুহূর্ত্তকালের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মহাবল বৈনতেয়কে দেখিতে পাইল। তাঁহার আগমনমাত্রে যাহারা শররূপে রামলক্ষ্মণকে বদ্ধ করিয়াছিল এবং যাহারা অতিশয় বলবান্, সেই নাগগণ সভয়ে পলায়ন করিল। অনন্তর বিনতানন্দন রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহাদের অঙ্গ-স্পর্শ পূর্ব্বক শশধরদ্যুতি মুখমণ্ডল হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিলেন। গরুড়ের করস্পর্শে তাঁহাদের ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া গেল, তাঁহারা স্নিগ্ধ ও স্বর্ণকলেবর হইলেন। অধিক কি বলিব, তাঁহাদের তেজ বীর্য্য, বল, উৎসাহ, কান্তি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল। তখন মহাতেজা গরুড় ইন্দ্রতুল্য তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে উত্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।" ৩৩-৪০।

এই সময়ে রামচন্দ্র হৃষ্টমনে বলিতে লাগিলেন, "তোমার প্রসাদে আমরা ইন্দ্রজিৎকৃত এই ঘোর বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলাম, এক্ষণে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় বল প্রাপ্ত হইয়াছি। বলিতে কি, পিতা দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হয়, আজ তোমাকে পাইয়া আমার হৃদয় সেইরূপ সুখী হইয়াছে। তোমার রূপ অপরূপ, দিব্য মাল্যে শরীর বিভূষিত, তোমার পরিধান নির্ম্মল বস্ত্র, তুমি আভরণে সজ্জিত হইয়াছ। যাহা হউক, তুমি কে, পরিচয় দাও।" ৪১-৪৪।

তখন মহাবল বৈনতেয় হর্ষবিকসিতনেত্রে তাঁহাকে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! আমি তোমার সখা, বহিশ্চর প্রিয়তর প্রাণ; আমার নাম পক্ষিরাজ গরুড়; সঙ্কট অবস্থা জানিয়া সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়াছি। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলের আশ্রয়ে এই যে নিদারুণ নাগপাশে তোমাদিগকে বন্ধন করিয়াছে, মহাবীর্য্য অসুর, মহাবল বানর অথবা সুর, গন্ধর্ব্ব ও ইন্দ্র, যে কেহ হউক না, ইহা হইতে মুক্ত করা অপরের সাধ্য নহে। কদ্রুনন্দন এই সকল নাগের দশন অতি তীক্ষ্ণ এবং বিষদোষে তাহা অতিশয় দূষিত; ইন্দ্রজিতের মায়া-প্রভাবে ইহারা শররূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; ইহারা ঐ রাক্ষসের নিতান্ত আশ্রিত। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি ও সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ যে ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলে, ইহা তোমাদের ভাগ্যফল বলিতে হইবে। তোমাদের এই ঘোরতর শোচনীয় দশা শ্রবণ করিয়া আমি ত্বরান্বিত হইয়াই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি; স্নেহ-ভাবই সহসা এরূপ আগমনের কারণ। এক্ষণে তোমরা এই নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলে; এক্ষণে তোমাদের সর্ব্বথা সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। রাক্ষসগণ স্বভাবতঃ অতিশয় মায়াযোগী, তোমরা শুদ্ধস্বভাব এবং বলবান্; বলিতে কি, সরলতাই তোমাদের বল; অতএব তোমরা রণস্থলে রাক্ষসকে বিশ্বাস করিও না। ইন্দ্রজিতের দৃষ্টান্তে রাক্ষসগণ যে কুটিল, তাহা জানিতে পারিলে।" ৪৫-৫৪।

মহাবল বিনতাত্মজ দশরথাত্মজকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক স্নেহভরে পুনর্ব্বার কহিলেন, "রাঘব! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, শত্রুর প্রতিও তোমার বাৎসল্যের সীমা নাই, যাহা হউক, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি যথাসুখে স্বস্থানে গমন করি। রাম! আমার প্রতি তোমার সখ্য-সম্বন্ধ কিরূপে হইল, তাহা জানিবার জন্য তুমি কৌতূহল প্রকাশ করিও না; তুমি যুদ্ধজয়ী হইয়া যখন দেশে প্রতিগমন করিবে, তখনই এ সম্বন্ধ জানিতে পারিবে। হে বীর! তোমার শরোর্ম্মিবেগে লঙ্কাপুরী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া কেবল বালক ও বৃদ্ধমাত্রের বাসভূমি হইবে; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি সত্বর সমরে দশাননকে সংহার করিয়া সীতাসমুদ্ধরণে সক্ষম হইবে।" সুপর্ণ রামকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া দিয়া বানরগণের সাক্ষাতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন

করিলেন এবং সমীরণ যেরূপ বেগে প্রবাহিত হয়, তাহার ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। বানরগণ রামলক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া মনের আনন্দে সিংহনাদ ও লাঙ্গুল কম্পন করিতে লাগিল। অনন্তর ভেরী নিনাদিত হইতে লাগিল, শঙ্খধ্বনি দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল। নগযোধী বানরগণ তৎকালে উল্লাসে বাহ্বাস্ফোটন ও বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক দলে দলে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা ঘোরতর সিংহনাদে রাক্ষসদিগকে শঙ্কিত করিল এবং যুদ্ধকামনায় অগ্রসর হইয়া লঙ্কার পুরদ্বারে উপস্থিত হইল। গ্রীষ্মকালে, বর্ষাগমাগমে ও নিশীথকালে মেঘগর্জ্জন যেরূপ গম্ভীর ও ভয়ানক হয়, বানরগণের অধিপতিগণের সেইরূপ তুমুল গর্জ্জন হইতে লাগিল। ৫৫-৬৬।

একপঞ্চাশ সর্গ।

ধূম্রাক্ষের যুদ্ধযাত্রা।

অনন্তর রাবণ রাক্ষসগণের সহিত মহাবল বানরগণের তুমুল সিংহনাদ ও উৎকট গর্জ্জন শ্রবণ করিল। সে স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও উৎকট নিনাদ শ্রবণ করিয়া সচিবদিগকে বলিতে লাগিল, "যখন হৃষ্টচিত্ত বানরগণের এই ঘোর নিনাদ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, যখন মেঘের ন্যায় তাহারা গভীর গর্জ্জন করিতেছে, তখন তাহাদের অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি দেখিতেছি, বানরগণের ঘোর নিনাদে সমুদ্র সংক্ষুভিত হইয়াছে, যখন ভ্রাতা রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, তখন ইহাদের এই উল্লাসে আমার শঙ্কা সমুৎপাদিত হইতেছে।" ১-৫।

রাক্ষসেশ্বর মন্ত্রিদিগকে এই কথা বলিয়া নিকটস্থ রাক্ষসদিগকে বলিল, "শোককালে বানরগণের এরূপ হর্ষের কারণ কি, তোমরা সত্বর তাহা জানিয়া আইস।" তাহার আজ্ঞামাত্রে রাক্ষসগণ সসম্ভ্রমে প্রাসাদে আরোহণ করিল, দেখিল, মহাত্মা সুগ্রীব বানরসৈন্য রক্ষা করিতেছেন। রামলক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা ভীষণ নাগপাশ হইতে উন্মুক্ত হইয়া সমুত্থিত হইয়াছেন, দেখিবামাত্র তাহারা অতিশয় বিষণ্ণ হইল। তখন তাহারা সশঙ্ক মনে প্রাসাদ হইতে সত্বর অবতরণ করিল। তাহাদের মুখকান্তি মলিন হইয়া গেল, তাহারা দীনভাবে দশাননের নিকটে উপস্থিত হইল। তখন রাক্ষসগণ সেই অপ্রিয় বৃত্তান্ত রাবণকে যথাবর্ণন করিল। তাহারা সবিস্তরে বলিতে লাগিল যে, বলবান্ ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যে রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন, গজেন্দ্রবিক্রম সেই দুই ভ্রাতা এক্ষণে বন্ধনমুক্ত গজের ন্যায় মনঃ-সুখে বিচরণ করিতেছেন। মহাবল রাক্ষসেশ্বর রাক্ষসদিগের মুখে এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইল, সে সময়ে তাহার মুখমণ্ডল নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। "বীর ইন্দ্রজিৎ তপস্যা-প্রভাবে আশীবিষতুল্য সূর্য্যতেজোবৎ যে সকল অমোঘ অস্ত্রলাভ করেন, তদ্দ্বারাই যুদ্ধস্থলে রামলক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছিলেন; এক্ষণে যখন সে সকল অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া রিপুগণের জীবনলাভ ঘটিল, তখন আমাদের ন সম্পূর্ণ সন্দেহ বর্ত্তমান। আশ্চর্য্য! যে সকল অস্ত্র যুদ্ধস্থলে বিপক্ষের প্রাণ হরণ করিয়াছিল, অগ্নিতুল্য তেজঃসম্পন্ন সেই সকল অস্ত্র আমার ভাগ্যে নিষ্ফল হইল!" ৬-১৭।

লঙ্কানাথ মহাবল রাবণ এই কথা বলিয়া, ক্রোধে সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সে রাক্ষসদিগের মধ্যে ধূম্রাক্ষকে কহিল, "হে ভীমবিক্রম! তুমি বলবান্ রাক্ষসসৈন্যসমভিব্যাহারে বানরগণের সহিত রামের প্রাণবধের জন্য যুদ্ধযাত্রা কর।" তখন রাক্ষসরাজের আদেশে বীর ধূম্রাক্ষ তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তৎক্ষণাৎ রাজভবন হইতে নির্গত হইল। সে প্রাসাদের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া বলাধ্যক্ষকে কহিল, "আমি যুদ্ধযাত্রা করিতেছি; অতএব কালবিলম্ব না করিয়া সৈন্যদিগকে সজ্জিত করিয়া আন।" সৈন্যাধ্যক্ষ ধূম্রাক্ষের বচন শ্রবণ করিয়া রাবণের আদেশে সেনা সকল সজ্জীভূত করিল। ঘোররূপী রাক্ষসেরা সিংহনাদ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে ধূম্রাক্ষকে বেষ্টন করিয়া চলিল। তাহারা অতিশয় বলবান্, তাহাদের কটিতটে ঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে। তাহাদের হস্তে গদা, পট্টিশ, দণ্ড, মুষল, মুদ্গর, শূল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশু প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্র। জলদজাল যেরূপ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তাহারা সিংহনাদ-পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিল। সৈন্যগণের মধ্যে কেহ চর্ম্ম-ধারণ-পূর্ব্বক ধ্বজপতাকাবিশোভিত বিচিত্র রথে আরোহণ করিল, কেহ বা সুবর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দ্দভে আরোহণ করিল কেহ বা শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিল, কেহ বা মদোৎকট মাতঙ্গপৃষ্ঠে উত্থিত হইল; এইরূপে রাক্ষসব্যাঘ্রগণ দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধূম্রাক্ষ কনকভূষিত বৃক, সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ-গর্দ্দভ-যোজিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর ধূম্রাক্ষ বহুতর রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, যেখানে হনুমান্ হাস্যমুখে দণ্ডায়মান আছেন, সেই পশ্চিমদ্বারে উপস্থিত হইল। এই সময়ে শকুন প্রভৃতি অমঙ্গলকর পক্ষিগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া খরযুক্ত-রথারোহণ-গমনোদ্যত ভীষণাকার রাক্ষসকে দেখিয়া যুদ্ধযাত্রায় নিষেধ করিল। তাহার রথোপরি গৃধ্রগণ নিপতিত হইতে লাগিল, ধ্বজাগ্রে মৃতদেহ-ভোক্তা পক্ষী সকল পতিত হইতে লাগিল, শ্বেতবর্ণ বিশাল কবন্ধ সকল রুধিরাক্ত হইয়া পৃথ্বীতলে পতিত হইতে লাগিল। মেঘ রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল, মেদিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল, বায়ু বজ্রবেগে প্রবলভাবে বহিতে লাগিল ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ধূম্রাক্ষ এই প্রকার ভয়াবহ সমুৎপাত দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইল; তাহার অনুগামী সৈন্যগণও আকস্মিক দুর্ঘটনা দেখিয়া মোহিত হইল। অনন্তর ভীমাকার ধূম্রাক্ষ যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়া অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজভবন হইতে নির্গত হইল এবং প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় রাঘবরক্ষিত বহুতর বানরীসেনা সন্দর্শন করিল। ১৮-৩৫।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

ধূম্রাক্ষ-বধ।

অনন্তর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বানরগণ ভীমবিক্রম ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখিয়া প্রহৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ক্রমে রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল যুদ্ধ-সঙ্ঘটন হইল; পরস্পর পরস্পরকে শিলা ও বৃক্ষ, শূল ও মুদ্গর-প্রক্ষেপে প্রহার করিতে লাগিল; রাক্ষসেরা বানরগণকে এবং বানরেরা রাক্ষসদিগকে সমরশায়ী করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া কঙ্কপত্রশোভিত কুটিল সায়ক-নিক্ষেপে বানরগণকে বিদ্ধ করিতে

লাগিল। রাক্ষসদিগের মধ্যে অনেকে গদা, পট্টিশ, মুদ্গর, পরিঘ ও ত্রিশূল ধারণ পূর্ব্বক মহাবল বানরদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহারা ক্রোধ-নিবন্ধন অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া নির্ভীকের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। বানরগণের শরীর শরে বিদ্ধ হইতে লাগিল, শূলের আঘাতে তাহাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল। তাহারা রাক্ষসগণের নিকটে পরাভব অসহ্য মনে করিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ধারণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ভীমবেগ বানরগণ সিংহনাদপূর্ব্বক বীর রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল। প্রহারসময়ে সকলেই আপনাপন নামের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বানরেরা বহুতর শিলা ও বহুল শাখাবিশিষ্ট শাখী সকল গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে মথিত করিতে লাগিল। শোণিতপায়ী রাক্ষসগণ দারুণ প্রহারে অনবরত রক্ত বমন করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে কাহারও দেহ ছিন্ন, কেহ কেহ বৃক্ষাঘাতে নিপাতিত, কেহ শিলা-প্রহারে চূর্ণীকৃত এবং কেহ বা তীক্ষ্ণ দশন-প্রহারে বিদারিত হইল, কাহারও রথ বিধ্বংসিত ও কেহ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে রণস্থল মৃত পর্ব্বতাকার হস্তী, অশ্ব ও তদারোহীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভীমবিক্রম বানরগণ ক্রমশঃ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সবেগে রাক্ষসগণের উপরে পতিত হইল এবং তীক্ষ্ণ দশন ও নখর-প্রহারে তাহাদের বদন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসেরা এ অবস্থায় বিষন্ন, তাহাদের কেশপাশ বিকীর্ণ, উহারা নিরন্তর প্রবাহিত শোণিতস্রাব-গন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া, বজ্রবেগে বানরগণকে চপেটাঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইল। বানরগণ তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া প্রবল-বেগে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণ পূর্ব্বক তদভিমুখে অগ্রসর হইল এবং প্রবল মুষ্টি-প্রহার, পদাঘাত ও তীক্ষ্ণ দশনে তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। রাক্ষসপ্রবর ধূম্রাক্ষ সৈন্যগণকে বিদ্রুত দেখিয়া রোষভরে বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। রাক্ষসের শরাঘাতে কেহ ক্ষতবিক্ষত, কেহ কেহ ভিন্দিপালের আঘাতে বিদারিত, কেহ পরশুনিক্ষেপে মথিত, কেহ বা শরাঘাতে বিহ্বল হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। বানরদিগের মধ্যে কতকগুলি নিহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল, কেহ বা রক্তাক্ত-কলেবরে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই নিদারুণ সংগ্রামে রাক্ষসগণ ক্রোধে কালান্তক-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বানরগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ এক পার্শ্বে শায়িত হইল, কেহ বা ত্রিশূল-প্রহারে বিদারিত হইল, কেহ অস্ত্র-প্রভাবে পলায়িত হইল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসদিগের ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতে বহুল-শস্ত্র নিক্ষেপ ও শিলাসমেত বৃক্ষ-বৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে রণভূমি সঙ্গীত-বিস্তার পরিচয় দিতে লাগিল; রাক্ষসদিগের ধনুকের জ্যা তন্ত্রীর কার্য্য করিল; বীরগণের পতনকালে যে হিক্কা উত্থিত হইল, তাহাই তাল বলিয়া গণ্য হইল এবং আর্ত্তনাদ সঙ্গীতরূপে প্রকাশিত হইল। বীর ধূম্রাক্ষ ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক রণস্থলে বানরবীরদিগকে মৃদুহাস্য পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত শরনিকরে বিদ্রাবিত করিল ১-২৫।

ধূম্রাক্ষের হস্তে বানর-সৈন্যগণের সবিশেষ পীড়ন দেখিয়া হনুমান্ রোষকষায়িত-লোচনে বিপুল শিলা গ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার চক্ষু ক্রোধে তাম্রবর্ণ, পরাক্রম প্রভঞ্জন তুল্য, তিনি সবেগে সেই প্রচণ্ড শিলা ধূম্রাক্ষের রথের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। রাক্ষসসেনাপতি মহাবেগে শিলাখণ্ডকে আসিতে দেখিয়া প্রকাণ্ড গদা ধারণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ধরাতলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রক্ষিপ্ত শিলার আঘাতে ধূম্রাক্ষের কেবল রথ চূর্ণ হইল, এরূপ নহে; চক্র, কুবর, ধ্বজ ও কোদণ্ড পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর হনুমান্ ধূম্রাক্ষের রথ নিক্ষেপ করিয়া স্কন্ধশাখাসমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ ছিন্নমস্তক ও শোণিতাক্ত হইয়া পৃথিবীতে শয়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি রাক্ষস প্রমথিত হইল; অপরে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল। মারুতাত্মজ এইরূপে রাক্ষসসৈন্যগণকে অস্থির করিয়া শৈলশৃঙ্গ ধারণ, পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন। রাক্ষসরাজ-সেনাপতি তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক গদা ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। তিনি সরোষে কণ্টকাকীর্ণ সেই গদা হনুমানের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। যদিও পবননন্দন সেই প্রকাণ্ড গদাপ্রহারে তাড়িত হইলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্‌পাত ও করিলেন না। অনন্তর অঞ্জনা-হৃদয়-নন্দন হনুমান্ ক্রোধভরে ধূম্রাক্ষের শিরে প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। নিদারুণ প্রহারে রাক্ষসের সর্ব্বাঙ্গ বিস্ফারিত হইয়া পড়িল; গিরি যেরূপ বিকীর্ণ হইয়া পতিত হয়, তাহার ন্যায় সে ধরাশয্যায় শয়ন করিল। সেনাপতিকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসসৈন্য সভয়ে লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিল; বানরগণ তাহাদিগকে পীড়ন করিতে ত্রুটি করিল না। এইরূপে মহাবীর মারুতি শত্রুনিপাত ও শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের রক্তে নদী সৃষ্ট করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যদিও রিপুবিনাশশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কৃতকার্য্যতা দর্শনে বানরগণ তাঁহাকে সবিশেষ সংবর্দ্ধনা করিল।" ২৬-৩৮।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ-যাত্রা।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ ধূম্রাক্ষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তখন সে মহাবল বজ্রদংষ্ট্রকে আহ্বান করিয়া কহিল, "হে শূর! তুমি অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে গমন কর। তুমি সুগ্রীব ও বানরদিগের সহিত রামকে পরাজয় কর।" তাহাকে এই কথা কহিলে সেই মায়াবী অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে নির্গত হইল। তাহার সঙ্গে হস্তী, অশ্ব, খর ও উষ্ট্র; সে বিচিত্র কেয়ূর ও মুকুটে অলঙ্কৃত, তদীয় শরীর বর্ম্মে আচ্ছাদিত, তাহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ। তাহার রথ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত, তপ্তকাঞ্চনে বিভূষিত, সে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। পদাতিগণ ঋষ্টি, তোমর, মুষল, ভিন্দিপাল, চাপ, শক্তি, গদা ও পরশু প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তদনুবর্ত্তী হইল। রাক্ষসদিগের বেশ সমুজ্জল ও তাহারা বিচিত্র বসনে বিভূষিত। তাহাদের মদমত্ত হস্তিগণ গমন করিবার সময় গমনশীল পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীরগণ তোমর ও অঙ্কুশ ধারণ পূর্ব্বক তদুপরি উপবিষ্ট। কতিপয় বীরপুরুষ সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়াছে। সে সময়ে প্রস্থিত রাক্ষসসৈন্যকে বর্ষাকালে বিদ্যুন্মালাবিশোভিত গর্জ্জন-

নীল মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইতেছে, এমত সময়ে ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল সমুপস্থিত হইল। মেঘবর্জ্জিত আকাশ হইতে বিদ্যুৎ-সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল; বিকটাকার শিবাসমূহ অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিয়া অশুভ রব করিতে লাগিল; মৃগগণ রাক্ষসগণের নিধন সূচনা করিল; যোদ্ধৃগণের পদস্খলন উপস্থিত হইয়া ভীষণরূপে নিপতিত হইল। মহাবল বজ্রদংষ্ট্র এই প্রকার উৎপাত-চিহ্ন দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া বানরগণ ঘোরতর সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। অনন্তর পরস্পরের বিনাশাকাঙ্ক্ষী রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উৎসাহী বীরগণের দেহ ভিন্ন ও মস্তক ছিন্ন হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে রণশয্যায় শয়ন করিল। যাহারা সমরে অপরাঙ্মুখ, এরূপ পরিঘধারী বীরগণ প্রতিপক্ষীয় বীরগণের প্রতি নানাপ্রকার অস্ত্র-ক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে বৃক্ষ, পর্ব্বত ও শস্ত্রের ভয়ানক হৃদয়-বিদারণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যুদ্ধস্থলে রথচক্রের ঘর্ঘর-শব্দ, ধনুকের টঙ্কার, শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গগণের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। কোনও কোনও বীর অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকে চপেটাঘাতে, চরণ-প্রহারে, মুষ্টির তাড়নে, বৃক্ষের প্রহারে ও জানুর তাড়নায় আহত হইল। কাহারও দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। যুদ্ধদুর্ম্মদ বানরগণের হস্তে শিলার আঘাতে অনেক রাক্ষস ঘূর্ণিত হইল। অনন্তর বীর বজ্রদংষ্ট্র এরূপ ঘটনা-দৃষ্টে বানরগণকে বিত্রাসিত করিয়া লোকসংহার সমুদ্যত পাশপাণি কৃতান্তের ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বলবান্, অস্ত্র পণ্ডিত ও বিবিধ অস্ত্রধারী; তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া বানর-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হস্তে বানরগণের বিনাশ-দর্শনে বালিপুত্র মহাবীর অঙ্গদ সংবর্ত্তক অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণতর কোপান্বিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু তাম্রবর্ণ হইল। সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগদিগকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় তিনি বৃক্ষোত্তোলন পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ অঙ্গদের নিদারুণ প্রহারে ছিন্নমস্তক হইয়া ছিন্নবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। সে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র রথ, বিচিত্র ধ্বজ, অশ্ব ও উভয়পক্ষীয় মৃতদেহে এবং রুধিরস্রোতে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। রণভূমি বীরগণের হার, কেয়ূর, বস্ত্র ও তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রে অলঙ্কৃত হইয়া শারদীয়া নিশার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেরূপ পবনবেগে পয়োদজাল প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অঙ্গদের বীরত্বে রাক্ষস-সৈন্য প্রকম্পিত হইল। ১-৩১।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বজ্রদংষ্ট্র-বধ।

অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র স্বপক্ষীয় সৈন্যের ক্ষয় এবং অঙ্গদের বল-প্রকাশ দর্শন করিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি তখন বজ্র-সমপ্রভ ভীষণ ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক বিস্ফারণ করিয়া বানর-সৈন্যগণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথারোহী প্রধান প্রধান রাক্ষস-বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বানরবীরগণ শিলাহস্তে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ বানরদিগের প্রতি অসংখ্যক শরবর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে মত্তমাতঙ্গতুল্য বানরেরাও রাক্ষসদিগের প্রতি প্রকাণ্ড শিলা ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ-নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। তখন যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ যুধ্যমান শূর উভয় সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কাহারও কাহারও মস্তক ভগ্ন, কাহারও হস্ত, পদ ও বাহু ছিন্ন, কাহারও শরীর শস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত এবং রুধিরাক্ত। যে সকল বানর এবং রাক্ষসগণ ধরাশায়ী হইয়াছে; কঙ্ক, গৃধ্র এবং শৃগালেরা তাহাদের মৃতদেহোপরি নৃত্য করিতেছে। ভীরু জনের ভয়দায়ক কবন্ধ সকল অনবরত উত্থিত হইতেছে, রণক্ষেত্রে অসংখ্য সৈন্যের হস্ত, পদ, মস্তক ও কায় ছিন্ন এবং দেহ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র দেখিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে বানর-সৈন্য রাক্ষস-সৈন্যকে প্রহার করিতেছে এবং তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। বানরদিগের হস্তে রাক্ষসদিগকে হন্যমান ও ভয়গ্রস্ত দেখিয়া প্রতাপশালী রাক্ষস-সেনানী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু তাম্রবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার কুটিলগতি কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শর-প্রয়োগে অসংখ্য বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় রোষভরে যথাক্রমে সপ্ত, অষ্ট, নব ও পঞ্চ বাণ প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভয়ে বানরগণ পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের শরীর শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল। উৎপীড়িত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে যেরূপ প্রজারা যাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বানরগণ অঙ্গদের নিকটে ধাবমান হইল। অনন্তর অঙ্গদ বানরগণকে পরাজিত দেখিয়া সক্রোধে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রাক্ষস-সেনাপতিও তাঁহার প্রতি ঘন ঘন সরোষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ও অঙ্গদ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ক্রোধে মত্তমাতঙ্গবৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস-সেনাপতি অগ্নিশিখাতুল্য শরসহস্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক বানর-সেনাপতির মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। সেই নিদারুণ প্রহারে বালিনন্দনের সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, তিনি ভীমগর্জ্জনে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস বৃক্ষকে নিপতিত হইতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রের এইরূপ বিপুল পরাক্রম-দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ বিপুল শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন বীর্য্যবান্ বজ্রদংষ্ট্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইলেন। অঙ্গদ-প্রক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড শিলা চক্র, কুবর ও অশ্ব-সহিত রাক্ষসের রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অনন্তর বানর-সেনাপতি বৃক্ষ-বিশোভিত বিপুল শৈল-শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে উহা নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিদারুণ প্রহারে শোণিতোদ্গার পূর্ব্বক বজ্রদংষ্ট্র মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া রক্ষঃ-সেনানী সক্রোধে অঙ্গদের বক্ষঃপ্রদেশে এক গদা আঘাত করিলেন। অনন্তর উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েরই শরীর হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। নিদারুণ প্রহারে উভয়েই পরিশ্রান্ত; দেখিলে বোধ হয়, যেন রণস্থলে শুক্র ও বুধগ্রহ বিচরণ করিতেছে। অনন্তর পরম তেজস্বী বানরর্ষভ পুষ্পফল

বিশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমে উভয়ে ঋষভচর্ম্ম নির্ম্মিত ফলক এবং কিঙ্কিণীজাল-বিমণ্ডিত শাণিত অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই জয়লাভার্থী হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। খড়্গাঘাতে উভয়ের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইল। ব্রণমুখনির্গত রুধিরস্রাবে উহাঁদের শোভা কুসুমিত কিংশুকের ন্যায় হইল। পরস্পরে জানু সঙ্কোচ করিয়া বীরাসনে উপবেশন করিলেন। কপিকুঞ্জর অঙ্গদ নিমেষমধ্যে দণ্ডাহত উরগের ন্যায় উত্থিত হইলেন; তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্তবহ্নির প্রভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবল বালিপুত্র শাণিত সুবিমল খড়্গাঘাতে বজ্রদংষ্ট্রের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক পৃথিবীতে পাতিত করিলেন; তখন রাক্ষসবীরের দেহ দ্বিখণ্ড হইয়া পতিত হইল। সর্ব্বশরীর রুধিরে আপ্লুত হইল। তাহার দুই চক্ষু উদ্বর্ত্তিত এবং মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। রাক্ষসগণ বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল। গমন-সময়ে বানরেরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে ত্রুটি করিল না। রাক্ষসেরা এ অবস্থায় বিষণ্ণবদন ও দীনভাবাপন্ন হইয়া লজ্জায় অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বিপুলবিক্রান্ত বালিপুত্র এইরূপ বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত করিয়া কপিসৈন্যমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ত্রিদশাবৃত ত্রিদশেশ্বরের ন্যায় পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১-৩৭।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অকম্পনের যুদ্ধযাত্রা।

অনন্তর লঙ্কাধিপ রাবণ বালিপুত্র অঙ্গদ-হস্তে বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইয়াছেন শুনিয়া নিকটবর্ত্তী কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিল, "এখনই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধার্থে গমন করুক। এই বীর শত্রুদমনে সুপটু, ইনি স্বপক্ষীয় সৈন্যের রক্ষক ও যুদ্ধকার্য্যের নেতা; বিশেষতঃ ইনি আমার একজন হিতৈষী আত্মীয়; যুদ্ধকার্য্যে ইহাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ। ইনিই মহাবল সুগ্রীবের সহিত রাম-লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। ইহাঁর হস্তে অন্যান্য বানরগণ যে নিহত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।" তখন মহাবল অকম্পন রাবণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সৈন্যগণকে সংগ্রামে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তখন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবর্ত্তনায় প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হইল। এই সকল রাক্ষসগণ দেখিতে যেরূপ ভীমদর্শন, তাহাদের চক্ষুও সেইরূপ উৎকট, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র। রাক্ষস-সেনাপতির বর্ণ মেঘতুল্য, রব মেঘগর্জ্জনবৎ। তিনি তপ্তকাঞ্চন-বিভূষিত রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে ভীষণাকার অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্য যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। এই বীর অকম্পনকে সংগ্রামস্থলে সুরগণও কম্পিত করিতে সমর্থ নহেন, ইনি সৈন্যসমূহের মধ্যে সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে রোষাবিষ্ট বীর অকম্পনের রথবাহী অশ্বগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। উহাদের মুখমণ্ডল মলিন হইল এবং কণ্ঠস্বর বিরূপ হইয়া উঠিল। এই শুভদিনে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। এই সময়ে বায়ু রুক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল; ভীষণ মৃগপক্ষিগণ অশুভ উৎকট-স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শার্দ্দূলবৎ পরাক্রান্ত সিংহস্কন্ধ সেই বীর অকম্পন ঐ সমস্ত অলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই নির্গত হইলেন। উহাঁর যুদ্ধযাত্রাকালে সমুদ্রকে সংক্ষোভিত করিয়া অনুযাত্রিক রাক্ষসগণ ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই শব্দে বানর-সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইল; তাহারা তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ ও পর্ব্বত লইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। রাক্ষস ও বানরগণ পরস্পর পরস্পরের সংহারে সমুৎসুক; উভয় দলই বলবান্ ও বিক্রমশালী। উভয় দলই সিংহনাদে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে সমুদ্যত; উভয়েরই গর্জ্জনে ভয়ানক শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন রণস্থলীর ধূলিজাল অরুণ-বর্ণ প্রভা ধারণ করিয়া দশদিক্ আচ্ছন্ন করিল। বীরদিগের চরণোৎক্ষিপ্ত ধূম্রবর্ণ ধূলিসমূহ প্রবলতর হওয়াতে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল না; যে দিকে যায়, ঘোর অন্ধকার। ঐ রেণুপ্রভাবে ধ্বজ, পতাকা, গজ, অশ্ব, রথ ও অস্ত্র পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল উভয়পক্ষীয় দ্রুতগামী বীরগণের তুমুল পদশব্দ ও সিংহনাদ ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না; অধিক কি বলিব, কেহ কাহাকে চিনিতেও পারিল না। ঘোর অন্ধকারে রাক্ষসগণ রাক্ষসদিগকে এবং বানরগণ বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল এ অবস্থায় স্বপক্ষ বিপক্ষ বিচার করিবার শক্তি রহিল না। অনন্তর ভূমির ধূলিজাল অপনীত হইল, বসুন্ধরা রুধির-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; অবশেষে দেখিতে দেখিতে পৃথিবী মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরগণ বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর-প্রহারে পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। কুপিত বানরগণ পরিঘাকার বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে পর্ব্বতোপম রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিল। রাক্ষসগণ কুপিত হইয়া প্রাস, তোমর ও অস্ত্র-শস্ত্র-প্রহারে বানরদিগকে ব্যাপাদিত করিল। সেনাপতি অকম্পন ক্রুদ্ধ হইয়া বানর-সৈন্যগণকে প্রপীড়িত করিয়া ভীমবিক্রম রাক্ষসদিগকে আনন্দিত করিলেন। বানরগণও আপনাদের বীর্য্যপ্রভাবে মহাবৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিয়া রাক্ষসদিগকে বিদারণ করিল। ইত্যবসরে কুমুদ, নল ও মৈন্দ প্রভৃতি বানরবীরগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদের বেগ বর্দ্ধিত করিলেন। পূর্ব্বোক্ত বীরগণ অবলীলাক্রমে বিশাল বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা নিক্ষেপ করিয়া রাক্ষসসৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ সেনাপতি অকম্পনের আদেশে বিবিধ প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক বানর-সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। ১-৩২।

৫ শ সর্গ

অকম্পনের মৃত্যু।

বানর-বীরগণের অদ্ভুত বিক্রম-দর্শন ও তাহাদের মহৎ কার্য্য চিন্তা করিয়া রাক্ষস-সেনাপতি অকম্পন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি বিচিত্র শরাসন ধারণ করিয়া টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক সারথিকে এই কথা বলিলেন, "বানরগণ আমাদের অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিয়াছে, ইহারা অতিশয় বলবান্ এবং ইহাদের ক্রোধও বড় ভয়ানক; ইহারা বৃক্ষ ও পর্ব্বত লইয়া আমার অদূরে দণ্ডায়মান; অতএব হে সারথে! তুমি উহাদিগের নিকটে সত্বর রথচালনা কর। ইহারা অতিশয় সমরস্পর্দ্ধী, অতএব ইহাদিগকে আমি বধ করিব; আমি দেখিতেছি, ইহারাই সকল রাক্ষস-সৈন্য বিনষ্ট করিল।" অনন্তর মহাবীর অকম্পন অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া দূর হইতে শরবর্ষণ পূর্ব্বক বানরগণের সম্মুখে

উপস্থিত হইলেন। বানরগণ যুদ্ধের কথা ত স্বতন্ত্র, তাঁহার নিকটে তিষ্ঠিতেই পারিল না। ক্রমে রাক্ষস-সেনাপতির শরে সকল বানর আহত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অকম্পনের শরে বানরদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া মহাবল হনুমান্ অগ্রসর হইলেন। তখন অন্যান্য বানরগণ মিলিত হইয়া ঐ বীরকে বেষ্টন করিল। বানরগণ হনুমান্‌কে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল এবং বলবানের আশ্রয়লাভ করিয়া তাহারাও বলবান্ হইয়া উঠিল। অকম্পন শৈলসদৃশ হনুমান্‌কে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া, মহেন্দ্র-পর্ব্বতে যেরূপ বৃষ্টিধারা পতিত হয়, তাহার ন্যায় তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানরবীর অকম্পনের অস্ত্রক্ষেপণ-বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিবার জন্য মনঃসংযোগ করিলেন। তখন মারুতাত্মজ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক মেদিনীকে প্রকম্পিত করিয়া রাক্ষসের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে হনুমান্ ঘোর সিংহনাদ করিলেন, তাঁহার রূপ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল, তিনি প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় আপনার তেজে আপনি প্রকাশিত হইলেন। তিনি আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া সক্রোধে বেগভরে প্রকাণ্ড শৈল উৎপাটন করিলেন। মারুতি এক হস্তে সেই শৈল ধারণ-পূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া উহাকে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর যেরূপ যুদ্ধে বজ্র-প্রহারে নমুচির প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় বানর-সেনাপতি রাক্ষসেন্দ্রকে মর্ম্মাহত করিলেন। বীর অকম্পন সেই গিরিশৃঙ্গকে আসিতে দেখিয়া দূর হইতেই অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। আঞ্জনেয় রাক্ষসের শরাঘাতে শূন্যপথে উহাকে ব্যর্থ ও বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন অভ্যুন্নত মহাগিরির ন্যায় সক্রোধে সত্বর অশ্বকর্ণ-বৃক্ষ সমুৎপাটন করিলেন। মহাদ্যুতি মহাবীর ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণ-পূর্ব্বক প্রীতমনে উহাকে রণস্থলে ভ্রামিত করিলেন। তাঁহার উরুবেগে বৃক্ষ সকল সমুৎপাটিত ও চরণাঘাতে পৃথিবী রসাতলগামিনী হইতে লাগিল। তিনি হস্তী, গজারোহী, রথী, রথ এবং ভীমপরাক্রম রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিলেন। রাক্ষসগণ বৃক্ষ-প্রহারে কৃতান্তের ন্যায় ক্রুদ্ধ হনুমান্‌কে প্রাণহরণ করিতে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাক্ষসসেনাপতি রাক্ষসদিগের ভয়াবহ হনুমান্‌কে ক্রমশঃ অগ্রসর দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি ঘোরনাদে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। বীর অকম্পন দেহ-বিদারক চতুর্দ্দশ বাণে মহাবীর্য্য হনুমান্‌কে বিদ্ধ করিলেন। হনুমান্ রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত নারাচ ও শাণিত শক্তি দ্বারা বিদ্ধকলেবর হইয়া বহল-বৃক্ষপূর্ণ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সংলক্ষিত হইলেন। ধূমাবসানে পাবকের দীপ্তি যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় মহাবীর্য্য মহাকায় হনুমান্ কুসুমিত অশোক-বৃক্ষের শোভা ধারণ করিলেন; অনন্তর অন্য প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা তিনি সবেগে অকম্পনের মস্তকে গুরুতর প্রহার করিলেন। ঐ নিদারুণ প্রহারে রাক্ষস-বীর রণশায়ী হইয়া নিহত হইলেন। ভূমিকম্প ঘটিলে বৃক্ষ সকল যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যুদ্ধস্থলে বীর অকম্পনকে নিহত দেখিয়া, রাক্ষসগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাহারা পরাজিত হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিল। বানরগণ তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইল। রাক্ষসদিগের কেশকলাপ উন্মুক্ত; তাহারা পরাজিত হইয়া মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়াছে; ভয়-প্রভাবে উহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত উহারা প্রাণভয়ে অস্থির। তাহারা পশ্চাদ্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি-সঞ্চালন পূর্ব্বক পরস্পরকে মর্দ্দন করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ১-৩৪।

এ দিকে বানরগণ মিলিত হইয়া সমরবিজয়ী হনুমান্‌কে যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা করিল। হনুমান্‌ও সবিশেষ সৎকৃত হইয়া বানরদিগের প্রতি সমুচিত সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। সে সময়ে কপিকুল হর্ষাতিশয্যে উচ্চরবে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং জীবিত অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে সংহার-করণার্থে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহাকপি হনুমান্ মহাসুর অকম্পন ও অন্যান্য রাক্ষসদিগের প্রাণ-সংহার করিয়া মধুকৈটভারি ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় বীরশোভা ধারণ করিলেন। সেই সময়ে দেবগণ, স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ ও অন্যান্য বানরগণ তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩৫-৩৭।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা।

রাক্ষসেশ্বর রাবণ অকম্পনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীননয়নে মন্ত্রিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। রক্ষঃপতি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাবধারণ পূর্ব্বক ব্যূহ সকল নিরীক্ষণ করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণে নগরমধ্যে নির্গত হইল। দেখিল, ধ্বজপতাকা-বিশোভিতা লঙ্কাপুরী বহুব্যূহে বেষ্টিত ও রাক্ষসসমূহে সংরক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসেশ্বর রাবণ লঙ্কাপুরীকে সুরক্ষিত দেখিয়া যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ প্রহস্তকে আপনার হিতকর বাক্য বলিতে লাগিল, "হে রণপণ্ডিত! এক্ষণে লঙ্কাপুরী বিপক্ষ দ্বারা অবরুদ্ধ ও নিপীড়িত হইতেছে; আমি যুদ্ধ ব্যতিরেকে উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না। আমি, তুমি, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ বা নিকুম্ভ ইহারা ব্যতীত কে এই গুরু-ভার বহন করিবে? অতএব তুমি সত্বর সৈন্যসমভিব্যাহারে বানর-গণের সহিত যুদ্ধার্থে রথারোহণে গমন কর। বানর-সৈন্য তোমাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করিবে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, রাক্ষস-গণের সিংহনাদ শ্রবণ করিলে তাহারা ভয়ে দ্রব হইয়া যাইবে। বানরগণ স্বাভাবিক চপল ও অবিনীত; বিশেষতঃ তাহাদের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, দ্বিপী যেরূপ সিংহের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, তাহার ন্যায় তোমার উৎকট সিংহনাদ তাহারা সহ্য করিতে পারিবে না। বানর-সৈন্য পলায়ন করিলে রামলক্ষ্মণ অবলম্বনশূন্য হইয়া বশীভূত হইবে। হে বীর! আপৎসংশয়স্থলে তোমার অমঙ্গল হইবে না; এখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।" ১-১১।

দশানন এই কথা কহিলে সেনাপতি প্রহস্ত শুক্রাচার্য্য যেরূপ অসুরেন্দ্রকে কহিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় রাক্ষসেন্দ্রকে এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বকালে মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত আমাদের লইয়া এই বিষয়ের মন্ত্রণা করিয়াছিলে, তাহাতে মতভেদ-নিবন্ধন বিরোধ সমুপস্থিত হয়। সীতা-প্রদান শ্রেয়ঃ, অন্যথায় যুদ্ধ, এ কথা আমিই বলিয়াছিলাম এবং বিচারে তাহাও অবধারিত হইয়াছিল,

একক্ষণে সেই যুদ্ধ-ঘটনা সমুপস্থিত। যাহা হউক তুমি যখন আমাকে দান, মান ও শান্তবচনে সর্ব্বদা সুখী করিয়াছ, তখন তোমার হিত-সাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার প্রাণ, পুত্র, পরিবার ও ধন কিছুই আমি রাখিতে চাহি না। আমি বলিতেছি, তোমার জন্য এই জীবন যুদ্ধে আহুতি প্রদান করিব।" ১২-১৬।

সেনাপতি প্রহস্ত রাবণকে এই কথা বলিয়া পুরোবর্ত্তী বলাধ্যক্ষকে কহিলেন, "সত্বর সৈন্য সজ্জিত করিয়া আন। অদ্য যুদ্ধে আমার শরাঘাতে নিহত বানরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসাশী ক্রূর পশুপক্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করুক।" রণাধ্যক্ষ সেনাপতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া সৈন্য সকল সুসজ্জিত করিল। মুহূর্ত্তকালমধ্যে লঙ্কাপুরী নানাবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষসবীর ও হস্তিগণে পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বত্র কোলাহল শব্দ। কেহ অগ্নিতে আহুতি দিতেছে, কেহ বা ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিতেছে। তৎকালে আজ্যগন্ধবিশিষ্ট সুগন্ধি বায়ু বহমান হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ প্রহৃষ্টমনে সংগ্রামসজ্জা করিয়া সুরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল। তাহারা সবেগে অঙ্গে বর্ম্ম ও করে শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক দশাননকে দর্শন করিয়া সেনাপতি প্রহস্তকে বেষ্টন করিল। অনন্তর সেনাপতি রক্ষঃপতিকে আমন্ত্রণ করিয়া ভৈরব ভেরীনিনাদ পূর্ব্বক দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ দেখিতে চন্দ্র-সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জল, উহার গর্জ্জন মহামেঘবৎ, দ্রুতগামী সুন্দর অশ্বে উহা সংযোজিত। উহা সুবর্ণজালে জড়ীভূত; দেখিলে বোধ হয়, সৌন্দর্য্য, গরিমায় আপনি হাস্য করিতেছে। উহা সর্পধ্বজে বিশোভিত। অনন্তর সেনাপতি প্রহস্ত রাবণ রাজার শাসনে রথারোহণে মহাসৈন্যে সমাবৃত হইয়া সত্বর লঙ্কাপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে মেঘগর্জ্জনবৎ দুন্দুভি-নির্ঘোষ হইতে থাকিল। এই সঙ্গে অন্যান্য বাদ্য-রবে দিঘ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। প্রহস্তের পুরোবর্ত্তী ভীমকায় রাক্ষসগণ ভীষণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে করিতে তদগ্রে গমন করিতে লাগিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত, প্রহস্তের এই চারি মন্ত্রী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। বীর প্রহস্ত গজ-যূথসন্নিভ ভীষণ রাক্ষস-সৈন্য সমভিব্যাহারে সুঘোর ব্যূহ-রক্ষিত পূর্ব্ব-দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসমূহ সুবিস্তীর্ণ সাগরের ন্যায়। তিনি কৃতান্ত-করাল-মূর্ত্তিতে ভীষণ সৈন্য সঙ্গে লইয়া সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উহার নির্গমন শব্দ ও রাক্ষসগণের তুমুল-সিংহনাদে লঙ্কার যাবতীয় প্রাণী বিকৃতস্বরে আর্ত্ত-নাদ করিয়া উঠিল। মাংসশোণিতপ্রিয় পক্ষিগণ নির্ম্মল আকাশে উত্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভীষণাকৃতি শিবাগণ অগ্নিশিখা সমুদ্গীরণ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, অন্তরীক্ষ হইতে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে থাকিল, বায়ু রুক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিল। পরস্পরের প্রতি কোপ প্রকাশ করিয়া গ্রহগণ অদৃশ্য হইয়া গেল। রাক্ষস-সেনাপতির রথোপরি পয়োদমালা ভীষণ গর্জ্জন-মহাকারে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। রথধ্বজে গৃধ্র উপবিষ্ট থাকিয়া দক্ষিণাভিমুখে চীৎকার ও তাহাদের উভয় পার্শ্ব-কণ্ডুয়ন করিয়া সেনাপতির মুখশ্রী নিষ্প্রভ করিয়া দিল। সমরে অপরাঙ্মুখ সারথি ও অশ্বশিক্ষকের হস্ত হইতে মুহুর্মুহুঃ অশ্বতাড়নী স্খলিত হইয়া পড়িল। যে যুদ্ধনির্গমনশ্রী ভাস্বর ও দুর্লভ, তাহা মুহূর্ত্তকালমধ্যে নষ্ট হইয়া গেল। সমতল ভূমিভাগেও অশ্বগণ পদস্খলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সময়ে অমিতবলশালী প্রহস্তকে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বানরগণ বৃক্ষ-শিলা ধারণ পূর্ব্বক উহাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই সময়ে বানরগণ উৎকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহারা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বিপুল শিলা গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও বানরগণের গর্জ্জনে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষই যুদ্ধ-বাসনায় হৃষ্টচিত্ত। উহারা পরস্পর পরস্পরের বিনাশার্থী এবং উভয়েই অমিত-বেগশালী। তৎকালে যুদ্ধার্থে উভয়ে উভয়কে আহ্বান করিতেছে, এই ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসচমূপতি দুর্ম্মতি প্রহস্ত যুদ্ধজয়-বাসনায় পতঙ্গ যেরূপ মুমূর্ষু হইয়া দীপাগ্নি-শিখায় নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় বেগভরে বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। ১৭-৪৪।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

প্রহস্তবধ।

অনন্তর অরিন্দম রামচন্দ্র প্রহস্তকে সংগ্রামে সমুদ্যত দেখিয়া সহাস্য বদনে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মহাকায় বলশালী ব্যক্তি কে? ইহার বল ও পৌরুষ কি প্রকার? হে মহাবাহো! আমায় বীর্য্যবান্ এই নিশাচরের পরিচয় দাও।" তখন রামের কথানুসারে বিভীষণ বলিতে লাগিলেন,"ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি,নাম প্রহস্ত; ইহাঁর সঙ্গে তিনভাগ সৈন্য আসিয়াছে; ইনি বীর্য্যবান্, অস্ত্রকুশল ও ঘোরপরাক্রান্ত।" সেনাপতি প্রহস্ত ভীমপরাক্রমে গর্জ্জন পূর্ব্বক বহুতর রাক্ষসী-সেনা সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইলেন। বলবান্ বানরগণ রাক্ষসগণের বিপুল-সৈন্য দর্শন করিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। জয়াশায় আশান্বিত হইয়া রাক্ষসগণ খড়্গ, শক্তি, শর, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, প্রাস ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র সকল ধারণ করিয়া বানরগণের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। বানরগণও যুদ্ধকামনায় পুষ্পিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বিশাল পর্ব্বত ও শিলা লইয়া সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, উভয়েই শিলা ও শরবর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ সংগ্রামে অসংখ্য বানরদিগকে নিহত করিল, বানরেরাও অসংখ্য রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিল। বানরদিগের মধ্যে কেহ রাক্ষসদিগের শূল-প্রহারে বিনষ্ট হইল, কেহ কেহ অন্যান্য অস্ত্রে নিহত হইল। কেহ পরিঘ-প্রহারে রণশায়ী হইল, কেহ পরশু-প্রক্ষেপে ছিন্নমস্তক হইল। কেহ কেহ পৃথিবীতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কাহারও হৃদয় বিভিন্ন, কেহ বা শরজালে বিদ্ধ-কলেবর। কাহারও শরীর অসি-প্রহারে দ্বিখণ্ড, কাহারও বা পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইয়াছে। বানরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বতের পেষণে রাক্ষসগণকে পেষিত করিতে লাগিল। বজ্রতুল্য চপেটাঘাতে ও মুষ্টি-প্রহারে অনেকে নিহত হইল, কেহ কেহ রক্ত বমন করিতে লাগিল, কাহারও কাহারও মুখ শুষ্ক ও বিশীর্ণ হইল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরদিগের মধ্যে আর্ত্তস্বর, সিংহনাদ ও গর্জ্জনের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। তাহারা উভয়েই ক্রোধাবিষ্ট এবং বীরপথে প্রস্থিত,উভয় পক্ষই নির্ভীকভাবে বক্রগ্রীবায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত,ইহারা প্রহস্তের মন্ত্রী; ইহাদের হস্তেও

অনেক বানর বিনষ্ট হইল। অনন্তর বানরগণকে নিহত দেখিয়া মহাবীর দ্বিবিদ গিরিশৃঙ্গ-প্রহারে নরান্তকের প্রাণ-সংহার করিলেন। বানরবীর দুর্ম্মুখ সুবিশাল বৃক্ষ-প্রহারে সমুন্নত রাক্ষসের শিরশ্চূর্ণ করিলেন। বীর জাম্ববান্ সাতিশয় রোষভরে মহানাদের বক্ষে প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে পাতিত করিলেন। কপিবর বীর্য্যবান্ তার প্রকাণ্ড বৃক্ষের প্রহারে কুম্ভহনুর প্রাণবধ করিলেন। রথারূঢ় প্রহস্ত বানরগণের এরূপ বীরত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক বানরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিয়ত উভয়-সৈন্যের পরিভ্রমণ-হেতু যুদ্ধক্ষেত্রে একটি ভয়াবহ আবর্ত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সে স্থানে তরঙ্গমালা-সমাকুল সমুদ্রের ন্যায় গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। রণদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ ক্রোধভরে বিপুল শর-নিক্ষেপ পূর্ব্বক বানরদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণের মৃতদেহে রণস্থলী পূর্ণ হইয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন ঐ স্থান ভীষণ পর্ব্বতে আকর্ণ হইয়াছে। বসন্ত-সমাগমে পুষ্পিত পলাশ-কুসুমে মেদিনীর যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তৎকালে রণস্থল যমসাগর-গামিনী নদীরূপে অনুমিত হইল। মৃতব্যক্তিগণ ইহার তট, ভগ্ন অস্ত্রসকল তীরবর্ত্তী বৃক্ষ, রক্তপ্রবাহ ইহার জলরাশি, প্লীহা ও যকৃৎ ইহার ঘনীভূত পঙ্ক, বিক্ষিপ্ত অন্ত্রসকল ইহার শৈবাল, ছিন্নশির বীরগণ নদীস্থিত মৎস্য, তাহাদের অঙ্গ সকল ইহার শাদ্বলপ্রদেশ, রক্তমাংসপ্রিয় গৃধ্রগণ ইহার হংস, মেদোরাশি ইহার ফেন এবং বীরগর্জ্জন ইহার আবর্ত্ত। কাপুরুষের পক্ষে ঐ নদী অতিশয় দুস্তর। গজযূথপতি যেরূপ পদ্মরেণু-সংমিশ্রিত নলিনীকে প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় বীর বানর ও রাক্ষসগণ অনায়াসে ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর সেনাপতি নীল বায়ু যেরূপ ভীষণ মেঘের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তাহার ন্যায় বাণবর্ষী রথারূঢ় প্রহস্তের অভিমুখে সবেগে গমন করিলেন। প্রহস্ত তদ্দৃষ্টে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আদিত্যবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া নীলের দিকে ধাবিত হইলেন। ধনুর্দ্ধারী প্রহস্ত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক নীলের প্রতি বাণবর্ষণ করিলেন। ঐ সকল বাণ নীলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া রুষ্ট সর্পের ন্যায় ভূ-গর্ভে প্রবেশ করিল। নীলদীপ্তবহ্নিতুল্য সুতীক্ষ্ণ সায়ক-প্রহারে রোষাবিষ্ট হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। রাক্ষসপুঙ্গব ঐ নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত হইয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ঘন ঘন নিনাদ করিয়া একেবারে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানর-সেনাপতি ঐ দুরাত্মার শরসমূহ নিবারণ করিতে না পারিয়া নিমীলিত-নেত্রে তাহা সহ্য করিলেন। শরৎকালে বৃষ যেরূপ শীঘ্রাগত বৃষ্টিপতন সহ্য করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সহসা ঐ নিদারুণ আঘাত সহ্য করিলেন। অনন্তর প্রহস্তের প্রহারে রুষ্ট হইয়া তিনি প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন ও তাহা নিক্ষেপ করিয়া তাহার অশ্বদিগকে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুরাত্মা রাক্ষসের শরাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উহা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। সে সময়ে বানর-সেনানীর জয়োচ্ছ্বাস-সূচক গর্জ্জন নিরস্ত রহিল না। প্রহস্ত অস্ত্রহীন হইলে ঘোর মুষল ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। উভয়ে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, উভয়ে যেরূপ জাতবৈর, সেইরূপ বলশালী। ক্রমে উভয়ের শরীর বিভিন্ন ও রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। উভয়েই সুতীক্ষ্ণ দশন-প্রহারে পরস্পর পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উভয়ের বিক্রম ও চেষ্টা সিংহ-শার্দ্দূলের ন্যায়। বৃত্রাসুরের ও বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের যুদ্ধ যেরূপ হইয়াছিল, ইহাঁরাও সেইরূপ যশঃপ্রাপ্তির আশায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত, উভয়েই সমরে অক্ষুণ্ণদেহ। এই সময়ে সেনাপতি প্রহস্ত বহু পরিশ্রমে নীলের ললাট-দেশে মুষলাঘাত করিলেন। তাঁহার শরীর দারুণ প্রহারে রক্তাক্ত, তিনি সরোষে মহাতরু উৎপাটন করিয়া প্রহস্তের শিরোপরি প্রহার করিলেন। বলবান্ রাক্ষস-সেনাপতি বৃক্ষ-প্রহার লক্ষ্য না করিয়া মুষল ধারণ পূর্ব্বক বানর-সেনাপতির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাকপি প্রহস্তকে রোষভরে আগমন করিতে দেখিয়া নীল মহাশিলা ধারণ করিলেন। তখন নীল যুদ্ধকালীন প্রহস্তের মস্তকে ঐ প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সত্বর নিক্ষেপ করিলেন। নীল-নিক্ষিপ্ত সেই শিলা-প্রহারে প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষস সেনানী ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিশায়ী হইলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইল। তাঁহার সেই বল, সেই শ্রী এবং সেই ইন্দ্রিয়শক্তি সকলই লয়প্রাপ্ত হইল। যেরূপ পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণের উৎপত্তি, সেইরূপ সেই রাক্ষসবীরের শরীর হইতে অনর্গল রক্তধারা নিপতিত হইতে লাগিল। দেহ হইতে তাঁহার মস্তক ভিন্ন হইয়া পড়িল। নীল-হস্তে প্রহস্তের মৃত্যু ঘটিলে রাক্ষসদিগের অবশিষ্ট সৈন্যগণ লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেতু ভগ্ন হইলে জল যেরূপ রুদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহার ন্যায় সেনাপতির বিনাশে সৈন্যগণ রণ-ভূমিতে তিষ্ঠিতে পারিল না। তখন সকলে নিরুদ্যম ও নিদারুণ চিন্তায় জড়ীভূত হইয়া প্রবল শোকে বিচেতনপ্রায় হইল। মহাবীর নীল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইলেন। সে সময়ে সকলেই তাঁহার এই বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। ১-৫৯।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

রাবণের যুদ্ধযাত্রা এবং পরাজয়ান্তে অন্তঃপুরপ্রবেশ।

অনন্তর রাক্ষস-বানরগণের যুদ্ধে রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইলে সাগরবেগতুল্য অবশিষ্ট রাক্ষস-সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহারা লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসরাজের নিকটে অগ্নিতনয় নীলের হস্তে প্রহস্তের নিধন-সংবাদ নিবেদন করিল। রক্ষোরাজ সেই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইল। সুরপতি যেরূপ সুরগণকে বলিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রাক্ষসগণ সেনাপতির নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ তচ্ছ্রবণে অতিশয় শোকাতুর হইল, তদনন্তর রাক্ষসদিগকে কহিলেন, "যাহারা আমার সেনাপতি প্রহস্তকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত হয় না। অতএব আমি স্বয়ং তাহাদের বিনাশার্থে অসঙ্কুচিত-মনে অদ্ভুত রণস্থলীতে গমন করিব। বন যেরূপ দীপ্তাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি অদ্য রাম-লক্ষ্মণের সহিত সেই বানর-সৈন্য দগ্ধ করিব।" সেই অমর-রাজশত্রু এই কথা বলিয়া দীপ্ত অগ্নিতুল্য সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিল। সে সময়ে শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণের কেহ বাহ্বাস্ফোটন, কেহ আস্ফালন ও কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসরাজ পবিত্র স্তবে সংপূজিত হইয়া সত্বর যুদ্ধযাত্রা করিল।

অমরেশ রুদ্র যেরূপ ভূতগণে সংবেষ্টিত হন, তাহার ন্যায় তাহার সঙ্গে অসংখ্য রাক্ষস গমন করিতে লাগিল। উহাদের আকার পর্ব্বতপ্রমাণ, চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ। রাবণ যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়া দেখিল, বানর-সৈন্যগণ শিলা-বৃক্ষ-হস্তে মেঘ ও সমুদ্রবৎ গভীর গর্জ্জন করিতেছে। এই সময় ভুজগরাজসদৃশ দোর্দণ্ডশালী রামচন্দ্র প্রচণ্ড রাক্ষস-সৈন্য দর্শন করিয়া শস্ত্রপাণি-প্রধান বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "যে সকল সৈন্য ধ্বজপতাকাদি-শোভিত, যাহাদের হস্তে প্রাস, অসি, শূল ও অন্যান্য অস্ত্র, যাহারা অতিশয় সাহসী এবং দেখিতে মহেন্দ্রাচলতুল্য, ঐ অক্ষোভ্য সৈন্য কোন্ বীরের?" তখন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে রাক্ষস-পুঙ্গব মহাত্মাদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, "গজস্কন্ধে আরূঢ়, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার মুখ তাম্রবর্ণ, যিনি শরীরভারে আপনার বাহন হস্তীর মস্তক কম্পিত করিয়া আগমন করিতেছেন, উহাঁর নাম অকম্পন। যিনি রথারোহণে বার বার ইন্দ্রধনুতুল্য ধনু আস্ফালন করিতেছেন, সিংহ যাঁহার ধ্বজ, যিনি করালদংষ্ট্র করীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, তিনিই রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিৎ। যিনি বিন্ধ্য, অস্ত ও মহেন্দ্র-পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, যিনি মহাবীর ও অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি প্রকাণ্ড ধনু মুহুর্মুহুঃ আন্দোলন করিতেছেন, ইনি বৃহৎকায় অতিকায়। যাঁহার চক্ষু বালসূর্য্যের ন্যায় তাম্রবর্ণ, যিনি ঘণ্টানিনাদী মাতঙ্গ স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক খরতর গর্জ্জন করিতেছেন, ঐ মহাত্মার নাম মহোদর। যিনি সন্ধ্যা-মেঘ-সদৃশ লোহিতবর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত অশ্বে আরোহণ করিয়া সমুজ্জ্বল প্রাস ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার বেগ বজ্রবৎ, তিনিই পিশাচ। যিনি বিদ্যুদ্দীপ্ত তীক্ষ্ণ শূল ধারণ করিয়া শশাঙ্ক-ধবল বৃষেন্দ্রে আরোহণ পূর্ব্বক সবেগে আসিতেছেন, ইনিই যশস্বী ত্রিশিরা। যাঁহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিপুল, সর্প যাঁহার কেতু, যাঁহার রূপ মেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণ, যিনি শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন, ইনি কুম্ভ। যিনি সূর্য্যমণি-বিজড়িত প্রদীপ্ত পরিঘ ধারণ করিয়া রাক্ষস-সৈন্যের কেতুস্বরূপে আগমন করিতেছেন, ইহাঁর নাম নিকুম্ভ। ঐ যে গিরিশৃঙ্গধারী বীরকে দেখিতেছেন, যিনি চাপ, অসি ও শরপূর্ণ, পতাকাবিশিষ্ট দীপ্ত বহ্নিতুল্য রথে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, ইনি নরান্তক। যাঁহার সঙ্গে হস্তী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, উষ্ট্র ও মৃগের ন্যায় বিকৃতমুখ বিরূপনেত্র রাক্ষসগণ বিরাজ করিতেছে, যিনি সুরগণের চিরশত্রু ও তাঁহাদের হন্তা, যাঁহার সূক্ষ্মশলাকা-শোভিত চন্দ্রাকৃতি শ্বেতচ্ছত্র লক্ষিত হইতেছে, ইনিই রাক্ষসরাজ রাবণ। চাহিয়া দেখুন, ভূত-বেষ্টিত রুদ্রের ন্যায় ইহাঁর অতুলনীয় শোভা। ইহাঁর মস্তকে সুন্দর কিরীট, কর্ণে রত্নময় কুণ্ডল, আকৃতি হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বতের ন্যায় সারবান্। ইনি ইন্দ্র ও যমের দর্পহারী, ইহাঁর তেজ প্রদীপ্ত সূর্য্যসদৃশ।" অনন্তর অরিন্দম রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন, "আহা! রাক্ষসেশ্বর রাবণের তেজ কি অপ্রতিহত! আমি দেখিতেছি, দশানন দিবাকরের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য দীপ্ত তেজ ধারণ করিয়া আছেন, ইনি তেজঃপুঞ্জ বলিয়া আমি ইহাঁর রূপ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, রাক্ষসরাজের শরীরের প্রভা যে প্রকার, দেবতা এবং দানবদিগেরও এরূপ রূপ দৃষ্ট হয় না। রাবণের অনুচর রাক্ষসগণ, যাহারা যুদ্ধার্থে উপস্থিত, ইহারা দীপ্তাস্ত্র-ধারী, পর্ব্বতাকার ও পর্ব্বতযোধী। ঐ সমস্ত ভীমদর্শন বীরগণে পরিবেষ্টিত বলিয়া দশানন ভূতপরিবৃত কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে এই পাপাত্মা আমার নয়ন পথের পথিক হইয়াছে; আমি অদ্য সীতাহরণসম্ভূত ক্রোধ উহার প্রতি পরিত্যাগ করিব।" তিনি এই কথা বলিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শর উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে মহাবল রাবণ প্রচুরবলশালী রাক্ষসদিগকে কহিল, "তোমরা আমার আদেশে এখান হইতে গিয়া লঙ্কার চারিটি পুরদ্বার, রাজপথ ও গৃহে নিঃশঙ্কভাবে মনের সুখে অবস্থিতি কর। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছ, বানরগণ এই ছিদ্র পাইলে দুষ্প্রবেশ্য শূন্য পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক নানা উপদ্রব ঘটাইবে।" অনন্তর রাবণের আজ্ঞানুসারে সচিবগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলে বিশাল মৎস্য যেমন সমুদ্রের পূর্ণপ্রবাহ ভেদ করে, তাহার ন্যায় রাবণ বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব রাক্ষসরাজকে তীক্ষ্ণ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া প্রকাণ্ড মহীধর উৎপাটন করিয়া তদভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তিনি অনতিবিলম্বে রাবণের প্রতি সেই বিপুল গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন; রাবণ স্বর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা ঐ শৈলশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাক্ষসপতি শৈলশৃঙ্গ বিদীর্ণ ও পৃথিবীতে নিপাতিত করিয়া মহাসর্পতুল্য অন্তকসদৃশ শর গ্রহণ করিল। সেই দুর্ব্বৃত্ত সুগ্রীব বিনাশবাসনায় মহাবেগে শর-নিক্ষেপ করিল। ঐ শর বিস্ফুলিঙ্গবিশিষ্ট অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, উহার গতি বজ্র ও বায়ুর অনুরূপ। কুমার-নিক্ষিপ্ত উগ্রশক্তি যেরূপ ক্রৌঞ্চ-গিরিকে ভেদ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় রাবণ-নিক্ষিপ্ত ঐ শর বজ্রবৎ দৃঢ়শরীর সুগ্রীবের হৃদয়ে অক্লেশে আঘাত দিয়াছিল। তখন কপিরাজ ঘোর আর্ত্তনাদে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া রাক্ষসগণ মনের উল্লাসে সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, নল ও জ্যোতির্ম্মুখ, এই সমস্ত মহাকায় বীরগণ পর্ব্বত গ্রহণ করিয়া দশাননের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাক্ষসপতি শাণিত শরে তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতাদি ব্যর্থ করিয়া ফেলিল; তদনন্তর স্বর্ণপুঙ্খ শরজালে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসেন্দ্রের শরপ্রহারে ভীমকায় বানরগণ ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। অনেকে নিদারুণ শরজালে আচ্ছাদিত হইল। এইরূপে রাবণ শরে মর্ম্মাহত হইয়া বানরদিগের মধ্যে অনেকে হত, পতিত ও ছিন্ন-ভিন্ন হইল; তাহাদের অনেকে ভয়বিহ্বল হইয়া শরণাগতপ্রতিপালক রামের শরণাপন্ন হইল। তখন মহাবীর রামচন্দ্র ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিলেন। সেই সময় লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অর্থযুক্ত-বাক্যে কহিতে লাগিলেন "আর্য্য! রাবণের প্রাণসংহারকার্য্যে একমাত্র আমিই পর্য্যাপ্ত; অতএব আপনি আদেশ করুন, আমি উহার দর্প চূর্ণ করি।" তখন মহাতেজা সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস! তবে তুমি যুদ্ধযাত্রা কর; কিন্তু বলিতেছি, এ কার্য্যে বিশেষ সাবধান হইবে। তুমি তাহার এবং নিজের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও; অধিক কি বলিব, তুমি চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা আত্মরক্ষা বিষয়ে চেষ্টিত থাকিও। তোমায় এতদূর বলিবার তাৎপর্য্য যে, রাবণ অতিশয় বীর ও মহাবল, তাহার পরাক্রম অদ্ভুত; তাহার ক্রোধোদয় হইলে সে ত্রিলোকেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে।" তখন সৌমিত্রি রামের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখি-

লেন, রাবণ দৃঢ় শরাসন ধারণ করিয়া বানরদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে; তাহার বাহু করিকরসদৃশ। মহাতেজা মারুতি সৈন্যসমূহের কাতরতা-দর্শনে রাবণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ক্ষণমধ্যে তাহার শরজাল নিবারণ করিলেন। তিনি রাবণের রথের নিকটে গিয়া দক্ষিণ-বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাকে ভয় দেখাইয়া কহিলেন, "তুই দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া আছিস্, কেবল নর-বানরেই তোর ভয়ের বিষয়। তুই যে আমার পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণবাহু সমুদ্যত দেখিতেছিস্, ইহাই তোর দেহ হইতে চিরদিনের জন্য প্রাণকে বিচ্যুত করিবে।" তখন ভীমবিক্রম রাবণ হনুমানের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া এই কথা বলিল, "রে বানর! তোর যতদূর সাধ্য, আমায় প্রহার কর্ এবং এ জন্য অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে থাক্; আমি অগ্রে তোর শক্তিপরীক্ষা করিয়া পরে তোকে সংহার করিব।" মহাবীর হনুমান্ তাহার কথায় কহিলেন, "তুই স্মরণ করিয়া দেখ,আমার হস্তে তোর পুত্র অক্ষ নিহত হইয়াছে।" রাক্ষসরাজ বায়ুপুত্রের মুখে এরূপ রুক্ষ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বক্ষে এক চপেটাঘাত করিল। হনুমান্ সেই নিদারুণ প্রহারে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্য্য-সহকারে মুহূর্ত্তকালমধ্যে সুস্থির হইলেন। তখন পবনপুত্র রাবণকে এক চপেটাঘাত করিলেন, ভূমিকম্পে অচল যেরূপ হইয়া থাকে, রাবণও সেইরূপ বিচলিত হইল। তৎকালে ঋষি, সিদ্ধ, দেবতা ও অসুরগণ এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পরমানন্দে কোলাহল করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসাধিপতি হনুমানকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "হে কপিবর! তোমার বল-বীর্য্য বিচিত্র, তুমি আমার শ্লাঘনীয় শত্রু; অতএব তোমার বীরত্বে সাধুবাদ প্রদান করি।" তখন বানরবীর বলিলেন,"হে রাবণ! আমার বল-বীর্য্যে ধিক্! যে হেতু, আমার চপেটাঘাতে তুমি এখনও জীবিত আছ! রে নির্ব্বোধ! তুই বৃথা গর্ব্ব করিতেছিস্ কেন? তুই এক্ষণে একবার আমায় মারিয়া দেখ্, পরে আমার এই মুষ্টি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।" বানরের বাক্যে রাক্ষসবর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকিল; সে সযত্নে দক্ষিণমুষ্টি আবর্ত্ত করিয়া সবেগে হনুমানের বক্ষে আঘাত করিল। সেই নিদারুণ প্রহারে কপিবরের মোহ উপস্থিত হইল। তদনন্তর তাঁহাকে কাতর দেখিয়া রক্ষোবীর নীল সেনাপতির সম্মুখে ধাবিত হইলেন। রাবণ পরমর্ম্মভেদী পন্নগসদৃশ ভীষণ শরজালে উহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। বানরবীর শরাঘাতে কাতর হইয়া একহস্তে একটি শৈলশৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক তাহা রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান্ আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধ-বাসনায় অগ্রসর হইলেন। তিনি নীলের সহিত রাবণের যুদ্ধারম্ভ দেখিয়া সরোষে এই কথা বলিলেন,"হে রাবণ! তুমি নীলের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, অতএব এ সময়ে তোমায় আক্রমণ করা উচিত হয় না।" দশানন তদ্বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সপ্তশরে নীল-নিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিল! পরবীরঘাতী বানর-সেনাপতি গিরিশৃঙ্গ চূর্ণীকৃত দেখিয়া কোপে কালাগ্নিসদৃশ জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি অশ্বকর্ণ, ধব, শাল, পুষ্পিত আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষ সকল উৎপাটন পূর্ব্বক রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসেশ্বর দেখিতে দেখিতে ঐ সকল বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং নীলের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘ যেরূপ বৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় লঙ্কেশ্বরের শরবর্ষণে অস্থির হইয়া বানরবীর খর্ব্বাকার ধারণ করিলেন এবং অবিলম্বে লম্ফ দিয়া রাবণের রথধ্বজে আরোহণ করিলেন। নীলের এরূপ কাণ্ড ও এরূপে অবস্থিতি দেখিয়া রাবণের ক্রোধাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তদ্দর্শনে বানর-সেনাপতি ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বীর নীল কখনও রাবণের ধ্বজদণ্ডে, কখনও ধনুকে এবং অবশেষে তাঁহার কিরীটের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। নীলের অনুপম বীরত্ব-দর্শনে রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান্ বিস্মিত হইলেন। রক্ষোরাজ বানরের এরূপ ক্ষিপ্রকারিতায় বিস্মিত হইয়া প্রদীপ্ত আগ্নেয়-অস্ত্র ধারণ করিল। এই সময়ে বানরগণ নীলের চঞ্চলগতি-নিবন্ধন রাবণকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। যদিও বানরগণের উল্লাস-দর্শন ও তাহাদের কোলাহল-শ্রবণে রাবণের ক্রোধোদয় হইয়াছিল,কিন্তু ব্যতিব্যস্ততা-নিবন্ধন সে সে সময়ে কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিল না। তখন অনলদগ্নিসমপ্রভ রাবণ অগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করিয়া ধ্বজদণ্ডাগ্রে অবস্থিত নীলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সে সে সময়ে বলিতে লাগিল, 'বানর! তুই মায়াপ্রভাবে খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়াছিস্। যদি জীবনরক্ষণে তোর সামর্থ্য থাকে, রক্ষা কর; আমি দেখিতেছি, তুই বার বার মায়াপ্রভাবে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিস্। তুই প্রাণরক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছিস্ যাহা হউক, এক্ষণে আমি আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করি, ইহাতেই তোর প্রাণবিনাশ ঘটিবে।" রাক্ষসেশ্বর এই কথা বলিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিয়া সেনাপতির প্রতি নিক্ষেপ করিল। নীলের বক্ষে অগ্নিময় বাণ নিপতিত হওয়াতে তিনি দগ্ধকলেবরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। পিতৃমাহাত্ম্য ও আপনার বলাধিক্য-প্রযুক্ত যদিও তিনি জানুসংযোগে ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইল না। তখন দশগ্রীব নীলকে অচেতন দেখিয়া সমরোৎসুক হইয়া অম্বুদনাদী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সৌমিত্রির অভিমুখে ধাবমান হইল। সে লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া বানরদিগকে নিবারণ করিয়া স্বতেজে অবস্থিতি করত বারংবার ধনু আস্ফালন করিল। তখন মহাবীর রামানুজ কুবেরানুজকে কহিলেন, "হে নিশাচরেন্দ্র! বানরগণ তোমার প্রতিযোদ্ধা নহে; অতএব উহাদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি যুদ্ধার্থে তোমার নিকটে উপস্থিত। তিনি এই কথা বলিয়া ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন, রাক্ষসাধিপ সেই ধনুষ্টঙ্কার শ্রবণ ও তাঁহাকে সাক্ষাতে দর্শন করিয়া সরোষবাক্যে কহিল, "রাঘব! তুই অদৃষ্টক্রমে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিস্, তোর বুদ্ধির বিপর্য্যয় উপস্থিত, তুই নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিহত হইবি। বলিতে কি, আমার শরে তোর অব্যাহতি নাই।" তখন মহাবীর লক্ষ্মণ অবিস্মিত-নেত্রে করালদর্শন গর্জ্জনকারী বাসবারির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "রাজন্! মহানুভব ব্যক্তিগণ কখনই নিজমুখে আত্মপ্রশংসা করেন না। রে পাপিষ্ঠ! তুই অনায়াসে সেই পাপময়ী আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্! রে রাক্ষস! তোর বীর্য্য, তোর বল, তোর পরাক্রম, আমার অবিদিত নাই; যাহা হউক, বৃথা আস্ফালনে প্রয়োজন কি, আয়, আমি ধনুর্ব্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান।" তিনি এই কথা কহিলে রাক্ষসরাজ কুপিত হইয়া সাতটি শর নিক্ষেপ করিল। মহাবীর লক্ষ্মণ স্বর্ণপুঙ্খ তীক্ষ্ণধার বাণবর্ষণ পূর্ব্বক তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সর্পের শরীর ছিন্ন হইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় শর-

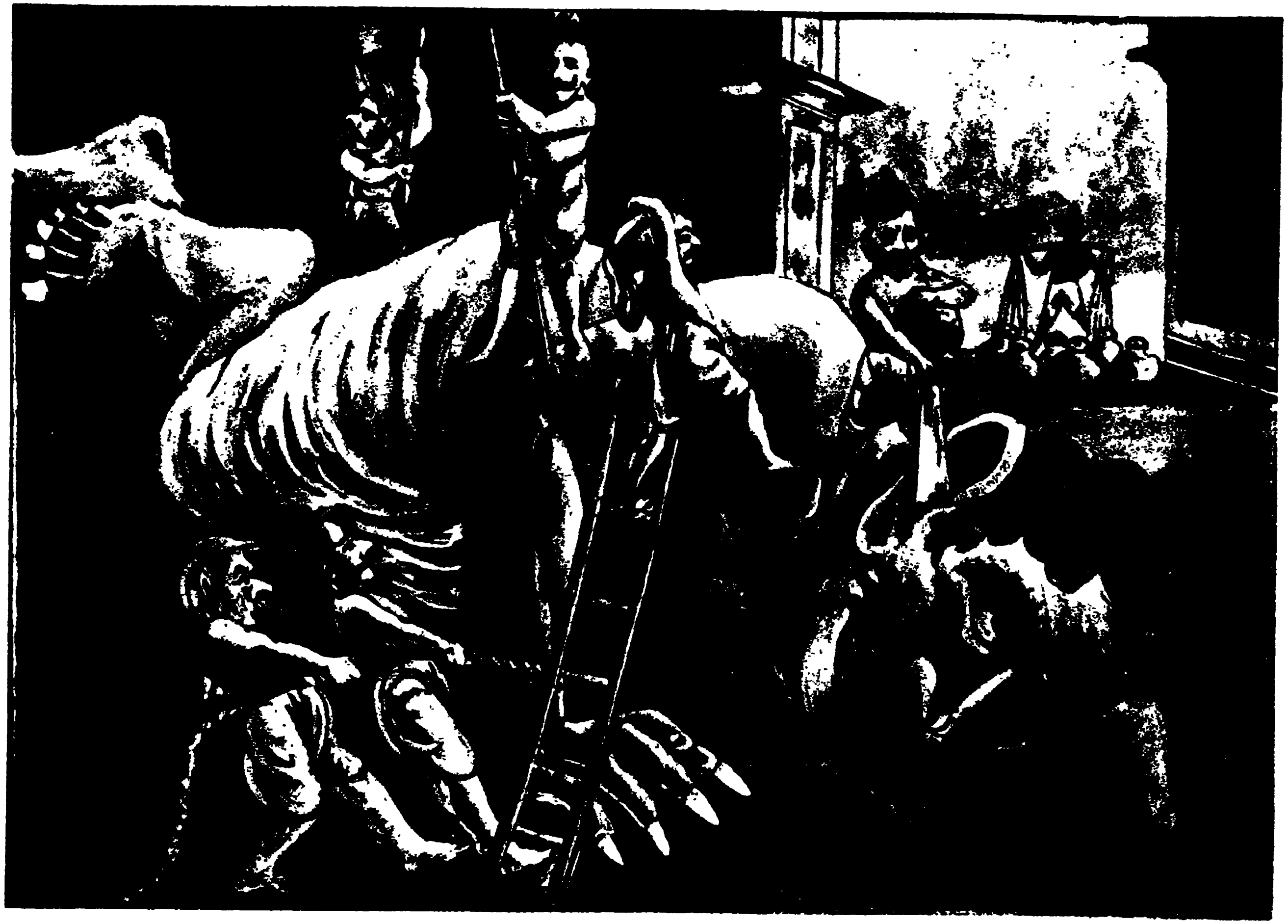
সমূহ ব্যর্থ দেখিয়া রাবণের অন্তঃকরণ অমর্ষপরায়ণ হইল। সে সে সময়ে অন্যান্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। বীরবর রামানুজ ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ণ ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই সকল বাণ ব্যর্থ করিয়া একস্থানে অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর সৌমিত্রি রাক্ষসরাজের বিনাশের জন্য বজ্রতুল্য বেগবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত বহ্নিবৎ শাণিত শরসমূহ সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসরাজ লক্ষ্মণের শরসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন রাবণ ব্রহ্মার প্রদত্ত কালাগ্নি-সদৃশ প্রচণ্ড শরে লক্ষ্মণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ রাবণ-শরে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া কোমল কোদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন; তদনন্তর অতি কষ্টে সচেতন হইয়া রাবণের শর খণ্ড খণ্ড করিলেন। দাশরথি দশাননের শরাসন ছেদন করিয়া তিনটি সুতীক্ষ্ণ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ শর-প্রহারে রাক্ষসরাজ ক্ষণকাল মোহিত হইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে চৈতন্য লাভ করিল। এই সময়ে তাহার সর্ব্বশরীর শোণিতস্রাবে সিক্ত, হৃদয় শরাঘাতে অবসন্ন; সে এ অবস্থায় সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত এক উগ্র শক্তি ধারণ করিল। ঐ শক্তি প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায়; দেখিবামাত্র বানরগণ শঙ্কিত হইল। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রজ্বলিত হইয়া সবেগে যাইতে লাগিল। যদিও সৌমিত্রি মহাশক্তিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দীপ্তাগ্নিতুল্য বাণ-প্রয়োগে তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তথাপি উহা সবেগে তাঁহার বিশাল বক্ষোমধ্যে প্রবেশ করিল। শক্তিমান্ লক্ষ্মণ এইরূপে শক্তি-প্রহারে আহত হইয়া ভূমিশায়ী হইলেন। তখন দশানন তাঁহাকে বিহ্বল দেখিয়া সহসা ভুজবলে গ্রহণ করিলেন। আশ্চর্য্য! যে মহাবীর হিমালয়, মন্দর, সুমেরু, এমন কি, দেবগণের সহিত ত্রিলোক সমুৎপাটনে সমর্থ, লক্ষ্মণকে উত্তোলন করিতে কোনও ক্রমে তাহার সামর্থ্য হইল না। যাহা হউক, যদিও ব্রহ্মশক্তি-প্রভাবে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তিনি যে বিষ্ণুর অচিন্তিনীয় অংশ, এক্ষণে তাহা স্মরণ হইল। বাস্তবিক এই কারণে দেবকণ্টক দশানন দানবদর্পহারী সৌমিত্রিকে ভুজবলের সাহায্যে উত্তোলিত করিতে পারিল না। ইত্যবসরে হনুমান্ রোষভরে রাবণের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং সবেগে তাঁহার বক্ষে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিলেন। নিদারুণ প্রহারে রাক্ষসাধিপ জানু-সংযোগে ভূমিতে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ, চক্ষু ও কর্ণ দিয়া শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল, সে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। রাবণের এরূপ অবস্থা-দর্শনে ঋষি, বানর, সিদ্ধ ও দেবগণ সহিত দেবেন্দ্র, সকলেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তেজস্বী হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্র-বিদ্ধ, মূর্চ্ছাপন্ন ও ভূপতিত লক্ষ্মণকে দুই হস্তে উত্তোলন করিয়া রামের নিকটে লইয়া গেলেন। মহাবীর লক্ষ্মণের অনুগত ও ভক্তের প্রতি অনুকম্পার ত্রুটি ছিল না; তিনি এই কারণে হনুমানের নিকটে লঘুভার হইলেন। এ দিকে রাবণ-নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মশক্তি সৌমিত্রিকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার রাবণের রথে উপস্থিত হইল। অনন্তর লঙ্কেশ্বর অনেকক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া তীক্ষ্ণ শর ও মহাধনু গ্রহণ করিল। এ দিকে লক্ষ্মণও আপনি যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ, তাহা স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। এই সময়ে রাম যুদ্ধার্থে রাবণের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখিলেন, রাবণের হস্তে অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। রামকে সংগ্রামে সমুদ্যত দেখিয়া বীর হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভো! বিষ্ণু যেরূপ পন্নগরাজ-বাহনে আরূঢ় হইয়া সুরবৈরিদিগকে শাসন করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেবকণ্টক দশাননকে বিনষ্ট করুন।" দশরথ-পুত্র বায়ুপুত্রের কথাক্রমে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সুরাসুরজয়ী রাবণ রথে উপবিষ্ট আছে। মহাতেজা রামচন্দ্র তাহাকে দর্শন করিয়া, বিষ্ণু যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বলিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি কার্ম্মুকে বজ্রনিনাদবৎ কঠোর টঙ্কার প্রদান করিয়া গম্ভীর-বাক্যে রাবণকে কহিলেন, "রে দুর্বৃত্ত! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! তুই আমার এতদূর অপকার করিয়া কোথায় গিয়া অব্যাহতি পাইবি? তুই যদি আজ ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, ব্রহ্মা, অগ্নি ও রুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিস্, যদি তুই এখান হইতে দিগ্‌দিগন্তেও পলায়ন করিস্, তথাপি আমার হস্তে তোর রক্ষা নাই। তুই যখন আজ সংগ্রামে শক্তি-নিক্ষেপে লক্ষ্মণকে বিষাদিত করিয়াছিস্, সে জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, অদ্যই পুত্র, পৌত্র ও স্বগণ-সহিত তোর প্রাণ-সংহার করিব। স্মরণ করিয়া দেখ, আমি জনস্থানবাসী অস্ত্র-শস্ত্রধারী অদ্ভুতদর্শন চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণ-সংহার করিয়াছি।" মহাবল রাক্ষসেন্দ্র মনুজেন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া হনুস্কন্ধাধিরূঢ় রামচন্দ্রের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইল। তাহার অন্তরে পূর্ব্ববৈর প্রকাশিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ যুগান্তকালীন অগ্নিশিখার ন্যায় ভীষণ শরে হনুমানের শরীর বিদ্ধ করিল। একে হনুমানের তেজ স্বভাবতঃ উগ্র, তাহার উপর শর-প্রহারে তাঁহার তেজ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। এই সময় রাম হনুমানের শরীর বিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করিয়া রাবণের চক্র, অশ্ব, ছত্র, পতাকা, সারথি, শূল ও খড়্গের সহিত রথ চূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুররাজ যেরূপ বজ্র-প্রহারে সুমেরুকে চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তিনি দশাননের বিশাল বক্ষে শরাঘাত করিলেন। যে বীর বজ্র ও অশনি-নিক্ষেপে অধীর ও বিচলিত হয় নাই, সে আজ রাম-শরে সবিশেষ ব্যথিত হইল। তাহার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ পড়িয়া গেল। রাঘব বিপক্ষকে বিহ্বল দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র নামক প্রদীপ্ত বাণ ধারণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা তদীয় সূর্য্য-সঙ্কাশ-কিরীট কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে রাক্ষসরাজের অবস্থা বিষহীন বিষধর এবং তেজোহীন সূর্য্যের ন্যায় হইল। মুকুট কর্ত্তন হওয়াতে তাহার সে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। তখন রামচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, "হে রাক্ষস! তুমি ঘোর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমার অনেকগুলি বীর বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমাকে অতিশয় পরিশ্রান্ত দেখিতেছি; অতএব অদ্য শরাঘাতে তোমার প্রাণ হরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি রণক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াছ, অতএব লঙ্কাপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিশাতিবাহিত কর, পশ্চাৎ সুস্থাবস্থায় প্রত্যাগমন করিয়া আমার বল-বীর্য্য বুঝিতে পারিবে।" রামচন্দ্র এই কথা কহিলে লঙ্কাধিপতি লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল; তাহার বীরদর্প ও উৎসাহ অবসন্নপ্রায়, তাহার শরাসন ছিন্ন-ভিন্ন, রথাশ্ব ও সারথি বিনষ্ট; সে শরাঘাতে আহত, তদীয় চূড়ামণি লুপ্ত, সে এরূপ অবস্থায় মনঃক্ষোভে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। মহাবল দেববৈরী লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলে ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রামচন্দ্র সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত বানরগণকে সুস্থ করিলেন। দেবশত্রু রাবণ যুদ্ধস্থল হইতে পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিলে সুর, অসুর, ঋষি, উরগ,

ভূচর, জলচর, এমন কি, দশদিক্ ও সমুদ্র পর্য্যন্ত সকলে সহর্ষে মহা-কোলাহল করিতে লাগিল। ১-১২৪।

ষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

অনন্তর লঙ্কেশর দশানন রাম-শরে ব্যথিতহৃদয় হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল, তাহার হৃদয়ে রামের ভয় তখনও প্রবল, এত দিন দিগ্বিজয়ী বলিয়া তাহার যে অভিমান ছিল, আজ তাহা চূর্ণ হইয়াছে। সিংহের নিকটে মাতঙ্গ এবং পন্নগরাজ গরুড়ের নিকটে সর্পের অবস্থা যেরূপ হয়, রামের নিকটে রাবণের অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল। তিনি গৃহে বসিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ বিদ্যুদ্দীপ্তি-বিশিষ্ট রামাস্ত্র সকল স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতে লাগিল। অনন্তর হৈম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসদিগের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিল, আমি যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে ব্যর্থ বোধ হইল। "আমি ইন্দ্রতুল্য প্রতাপান্বিত হইলেও যখন একজন সামান্য মানুষের নিকটে পরাস্ত হইলাম, তখন আর আমার বীরত্ব কি? পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে কহিয়াছিলেন, 'রাক্ষসরাজ! নরের হস্তে তোমার যা ভয়' এক্ষণে তাঁহার সেই কথা স্মরণ হইতেছে। দেখিতেছি, সত্য সত্যই আমাতে ইহা প্রতিফলিত হইল। আমি তাঁহার নিকট হইতে 'দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ এই সকল জাতির আমি অবধ্য,' এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মনুষ্যকে লক্ষ্য করি নাই বলিয়া উহাদের অবধ্য, এ কথা প্রার্থনা করি নাই। পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুকুলপ্রসূত মহারাজ অনরণ্য আমায় যে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই অভিসম্পাত প্রতিফলিত হইবার জন্য তদ্বংশে দশরথাত্মজ দাশরথির জন্ম হইয়া থাকিবে। অনরণ্য বলিয়াছিলেন যে, 'হে রাক্ষসাধম! আমার বংশে এমন একজন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহার হস্তে তোমার পুত্র, অমাত্য, অশ্ব, সারথি ও সৈন্যসমেত তোমার মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইবে।' আমি পূর্ব্ব-কালে একবার বেদবতীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়া তাঁহার সতীত্বের অবমাননা করিয়াছিলাম, তিনি তন্নিবন্ধন কুপিত হইয়া আমার প্রতি অভিসম্পাত করেন; বোধ হয়, তিনিই জনকনন্দিনী সীতা। দেবী উমা, নন্দীশ্বর, বরুণ কন্যা এবং রম্ভা আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা এত দিনে সফল বলিয়া বোধ হইতেছে। বুঝিলাম, ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে। হে রাক্ষসগণ! এই সমস্ত অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর; এক্ষণে তোমরা সকলে পুরদ্বার ও প্রাকার-রক্ষার্থে প্রস্তুত থাক। আমার বিবেচনায় কুম্ভকর্ণকে এক্ষণে জাগ্রত করা কর্ত্তব্য। তদীয় শক্তি অসীম, দেব-দানব তাঁহার নামে প্রকম্পিত; তিনি ব্রহ্ম-শাপাভিভূত হইয়া নিদ্রিত আছেন।" মহাবল রাবণ আপনাকে পরাস্ত ও প্রহস্তকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমাকৃতি রাক্ষসদিগের প্রতি এই আদেশ করিল, "তোমরা পুরদ্বার রক্ষার্থে যত্নবান্ হও, প্রাকারে আরোহণ কর এবং নিদ্রাভিভূত ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে প্রবৃত্ত হও। মধ্যম ভ্রাতা এখন মনঃসুখে কামে অভিভূত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এই ঘোরতর সংগ্রামের নবম মাস পূর্ব্ব হইতে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন; অতএব তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ কর। সেই মহাবাহুই এই ভীষণ যুদ্ধে পারদর্শী, তিনি সকল বীরের শিরোমণি; তিনিই রাম-লক্ষ্মণ ও বানর-দিগকে সত্বর বিনাশ করিবেন। সেই বীরশ্রেষ্ঠ রাক্ষসকুলের সহায় ও সর্ব্ববিষয়ে প্রধান; সেই মূঢ় গ্রাম্যসুখে রত হইয়া সর্ব্বদাই শয়নে আছেন। আমার বিশ্বাস, উপস্থিত বিপদে কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিলে আমার মনঃক্ষোভ বিদূরিত হইবে। রামের হস্তে পরাভূত হইয়াছি বলিয়া আর আমাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইবে না। যদি উপস্থিত ঘোর সঙ্কটে তাঁহার সাহায্য না পাই, তাহা হইলে ইন্দ্রতুল্য বলবান্ সেই কুম্ভকর্ণের প্রয়োজন কি?" তাহারা রাক্ষসেন্দ্রের আদেশানুসারে সসম্ভ্রমে কুম্ভকর্ণের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। রক্তমাংসপ্রিয় রাক্ষসেরা রাজার আজ্ঞাক্রমে কুম্ভকর্ণের জন্য গন্ধ-মাল্য ও প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। অনন্তর তাহারা কুম্ভ-কর্ণের গুহাতে প্রবেশ করিল। ঐ গুহা অতি রমণীয়, সেখানে কুসুম-সৌরভ প্রবাহিত, গুহার দ্বার অতিশয় বিস্তৃত, উহা চতুর্দ্দিকে প্রায় এক যোজন। রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের নিশ্বাস বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হইলেও অতি-কষ্টে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ঐ গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রবেশ-পূর্ব্বক দেখিল যে, গুহার কুট্টিমদেশ রত্নকাঞ্চন-বিরচিত। উহার মধ্যে ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ শয়ান আছেন। রাক্ষসগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা দেখিল, ঐ মহাবীর সুপ্ত, বিকৃত ও পর্ব্বতের ন্যায় বিকীর্ণ রহিয়াছেন। তাঁহার নিশ্বাস সর্পগর্জ্জনের ন্যায়, গাত্রলোম ঊর্দ্ধে উত্থিত, প্রবল নিশ্বাসবেগে লোক সকল ভ্রাম্যমাণ। তাঁহার মুখ পাতালের ন্যায়, নাসাপুট সুবিশাল, সর্ব্বশরীর মেদ ও রুধির-গন্ধে সমাচ্ছন্ন। তিনি সুবর্ণাঙ্গদ পরিধান করিয়া আছেন। তদীয় কিরীটে সৌরকিরণ প্রকাশ পাইতেছে। অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের নিকটে পর্ব্বতাকার তৃপ্তিকর অন্ন সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও বরাহ সঞ্চিত হইল এবং ঐ সঙ্গে অদ্ভুত স্তূপাকার অন্নও সংগৃহীত হইল। তৎপরে রাক্ষসগণ শোণিত-কুম্ভ ও বিবিধ মাংস সকল সংগ্রহ করিয়া কুম্ভকর্ণের নিকটে রাখিয়া দিল। অনন্তর তাঁহার দেহে সুগন্ধ উত্তম চন্দন বিলেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে উৎকৃষ্ট মাল্য ও সুগন্ধ চন্দনের গন্ধ আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ধূপ-সৌরভ প্রসারিত হইল। অনন্তর রাক্ষসগণ তাঁহার স্তবকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ কেহ শশাঙ্ক-ধবল শঙ্খনিনাদে প্রবৃত্ত হইল, অপরে ক্রুদ্ধ হইয়া যুগপৎ তুমুল শব্দ করিতে লাগিল। এই কুম্ভ-কর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য কেহ তুমুল চীৎকার, কেহ বাহ্বাস্ফোটন, কেহ বা কোনও দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে শঙ্খ, ভেরী ও পণ-বের শব্দ, বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদ-শ্রবণে ব্যথিত হইয়া বিহঙ্গগণ অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যখন এইরূপ ভৈরব-নাদেও কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না; তখন রাক্ষসগণ ভুষণ্ডী, মুষল ও গদা ধারণ করিল। তাহারা শৈলশৃঙ্গ, মুষল, গদা, মুদ্গর ও মুষ্টি দ্বারা সুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে গুরুতর প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসবায়ুর এত-দূর শক্তি যে, বলবান্ রাক্ষসগণ কোনরূপে নিকটে থাকিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর তাহারা সুসজ্জিত হইয়া অসংখ্য মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী ও শঙ্খ বাজাইতে লাগিল। দশ সহস্র রাক্ষসে নীলাঞ্জনসমপ্রভ কুম্ভ-কর্ণকে বেষ্টন করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করিল। তাহারা



কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

রাক্ষসগণ মুদ্গর ধারণ করিয়া কুম্ভকর্ণের মস্তকে ও বক্ষে আঘাত করিতে লাগিল, অনেকে রজ্জু-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাহার গাত্রে শতঘ্নী প্রহার করিতে লাগিল, কেহ কর্ণে সহস্র কলস জল ঢালিয়া দিল । এইরূপে । কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে তাহার নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইল।

লঙ্কাকাণ্ড ৬৮৬ পৃষ্ঠ]

। বসুমতী প্রেস ।

নানা প্রকারে প্রহার, গর্জ্জন ও নানা প্রকার বাদ্য-ঘোষণা করিয়াও তাহার চৈতন্যসমুৎপাদন করিতে পারিল না। যৎকালে তাহারা এরূপ কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইল, তখন অপেক্ষাকৃত গুরুতর উপায় অবলম্বন-বিষয়ে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল। তাহারা তদনুসারে অশ্ব, উষ্ট্র, খর ও হস্তীকে বারংবার দণ্ড, কশা ও অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিল। সকলে একত্রিত হইয়া ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে কুম্ভকর্ণকে মহাকাষ্ঠ, মুষল ও মুদ্গর প্রহার করিতে লাগিল। সেই গভীর নিনাদে বন-পর্ব্বত-সহিত লঙ্কা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু কিছুতেই নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অনন্তর এককালে সহস্র ভেরী নিনাদিত হইল; কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। যখন কুম্ভকর্ণ শাপাভিভূত হইয়া এইরূপে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন, তখন রাক্ষসগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। এক্ষণে তাহারা সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া পরাক্রম-প্রকাশের চেষ্টা করিল। কেহ কেহ ভেরী বাজাইতে লাগিল, কেহ কুম্ভকর্ণের কেশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল, অপরে কর্ণে দংশন করিতে লাগিল। কেহ তাহার কর্ণে শতকলস জল ঢালিয়া দিল. কিন্তু কুম্ভকর্ণ মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিয়া স্পন্দিতও হইলেন না। বলবান্ রাক্ষসগণ মুদ্গর ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকে ও বক্ষে আঘাত করিতে লাগিল। অনেকে রজ্জু-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাঁহার গাত্রে শতঘ্নী প্রহার করিতে লাগিল, তিনি এইরূপে বধ্যমান হইলেও নিদ্রা-সুখ পরিত্যাগ করিলেন না। যখন তাঁহার শরীরের উপর দিয়া সহস্র মাতঙ্গ সবেগে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন মহাবীর তাহাদের স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন। গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষনিপাত পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের শরীরে গুরুতর প্রহার করিলে তিনি নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া জৃম্ভণ ত্যাগ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ মহাবীর ভুজগদেহ ও গিরিশিখরসদৃশ বজ্রসার বাহুযুগল বিস্তৃত করিয়া বড়বাসদৃশ মুখ ব্যাদান করিয়া বিকৃতাকারে জৃম্ভণত্যাগ করিলেন। তাঁহার বদন পাতালবৎ গভীর,মুখমণ্ডল সুমেরু-গিরি-সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় সংলক্ষিত হইল। যেরূপ পর্ব্বত হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার ন্যায় কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে তাঁহার নিশ্বাস-বায়ু প্রবাহিত হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার রূপ সংসারদহনোদ্যত যুগান্তকালীন কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্তাগ্নি-তুল্য, তাহা হইতে বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইতেছে; দেখিলে প্রদীপ্ত মহাগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে বরাহ, মহিষ ও অন্যান্য ভক্ষ্য-দ্রব্য দেখাইয়া দিল। তিনি অনেকদিনাবধি ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত ছিলেন; এক্ষণে রাশীকৃত বিবিধ মাংস ভোজন এবং অসংখ্যকলস বসা ও মদ্যপানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত জানিয়া ক্রমশঃ নিকটে অগ্রসর হইল এবং মস্তক নত করিয়া প্রণতি-পূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তাঁহার চক্ষু নিদ্রাবেশে ঈষৎ উন্মুক্ত ও কলুষিত। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহাদিগকে দেখিলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ-নিবন্ধন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "রাক্ষসগণ! তোমরা আদর পূর্ব্বক কি জন্য আমাকে প্রবোধিত করিলে? মহারাজের কুশল ত? এখন ত ভয়ের কোনও কারণ নাই? অথবা কোনও ভয়ের কারণ ঘটিয়াছে এবং সেই জন্য তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া আমাকে জাগরিত করিলে? যাহা হউক, আমি অদ্য রাক্ষসরাজের ভয় দূর করিব, মহেন্দ্র-পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব; অথবা অগ্নির তেজ খর্ব্ব করিব। আমার বোধ হয়, সামান্য কারণে আমাকে জাগরিত কর নাই; যাহা হউক, যথার্থই আমার প্রবোধের কারণ কি, তাহা বল।" তখন রাজমন্ত্রী যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে অরিন্দম ক্রোধবশ কুম্ভকর্ণকে কহিতে লাগিল, "হে বীর! আমাদের দেবগণ হইতে কোনও ভয়ের উদ্রেক হয় নাই; এক্ষণে মনুষ্য-ভয়ে আমরা অতিশয় কম্পিত হইয়াছি। হে রাজন্! এই মনুষ্য হইতে যে প্রকার ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে, দৈত্য বা দানব হইতেও আমাদের কখনও এরূপ হয় নাই। পর্ব্বতাকার বানরসৈন্যে লঙ্কাপুরী আচ্ছন্ন হইয়াছে। রাম সীতাহরণ-নিবন্ধন যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা তদীয় ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। রামের একটিমাত্র বানর আসিয়া পূর্ব্বে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছে। তাহার হস্তে আনুযাত্রিক ব্যক্তিবর্গ ও হস্তী প্রভৃতি বাহনের সহিত কুমার অক্ষ বিনষ্ট হয়। অন্য কথা কি, দেবকণ্টক স্বয়ং পৌলস্ত্য রাক্ষসরাজও সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী রামের ভয়ে পলাইয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। দেব, দৈত্য ও দানবে মহারাজার যাহা না করিতে পারিয়াছে, একাকী রাম হইতে তাহাই হইয়াছে। তিনি কৃপা করিয়া রাজাকে প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই।" তখন কুম্ভকর্ণ যূপাক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া এবং যুদ্ধস্থলে ভ্রাতার পরাভব জানিতে পারিয়া ঘূর্ণিতনেত্রে তাহাকে কহিলেন, 'হে যূপাক্ষ! আমি যুদ্ধে বানরগণের সহিত রাম-লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়া পশ্চাৎ জ্যেষ্ঠের চরণ দর্শন করিব। আমি বানরগণের মাংস-শোণিতে রাক্ষসদিগকে পরিতৃপ্ত করিব। আমি স্বয়ং রাম-লক্ষ্মণের রক্ত পান করিব।" অনন্তর বীরপ্রধান মহোদর কুম্ভকর্ণের মুখে সরোষ ও সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে বীর! আপনি মহারাজের কথা শ্রবণ করিয়া গুণ-দোষ বিচার পূর্ব্বক পশ্চাৎ যুদ্ধস্থলে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবেন।" মহাতেজা কুম্ভকর্ণ মহোদরের কথা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসদিগের সঙ্গে গাত্রোত্থান করিলেন। রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণকে উত্থাপিত করিয়া সত্বর দশানন-ভবনে প্রবেশ করিল। তাহারা উপস্থিত হইয়া দেখিল, দশানন দিব্য সিংহাসনে আসীন আছে। তাহারা দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিবেন, না আপনি এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন?" তখন লঙ্কাধিপতি হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কহিল, "আমি একবার কুম্ভকর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি, তোমরা পরম সমাদরে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।" রাক্ষসগণ পুনরাগমন করিয়া রাবণের আজ্ঞাক্রমে কুম্ভকর্ণকে তাহার অভিপ্রায় জানাইল, 'রাক্ষসরাজ রাবণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন; অতএব আপনি গমন করিতে স্থিরনিশ্চয় হউন। আমাদের অনুরোধ, আপনি অগ্রজের আনন্দবর্দ্ধন করুন।' মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি মুখ-প্রক্ষালন ও স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া বলবৃদ্ধিকর মদ্য পান করিবার অভিলাষী হইলেন। অনন্তর রাক্ষসগণ তাহার আজ্ঞাক্রমে সত্বর বিবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্য ও মদ্যাদি আহরণ করিল। তিনি দুই সহস্র কলস মদ্য পান করিয়া গমনের উপক্রম করিলেন। আত্যন্তিক সুরাপানে তিনি অতিশয় উগ্র ও

মত্ত হইলেন ; তদীয় তেজ ও বল অতিমাত্র স্ফূর্ত্তি পাইল। কুম্ভকর্ণ হৃষ্ট হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি দ্রুতপদে রাক্ষসগণ-সমভিব্যাহারে ভ্রাতা রাবণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদন্যাসে মেদিনী কম্পিত হইল। সূর্য্য যেরূপ নিজ-করজালে মহীমণ্ডল সমুদ্ভাসিত করেন, তাহার ন্যায় তিনি দেহ-প্রভায় রাজপথ সমুজ্জ্বল করিয়া চলিলেন। স্বয়ম্ভূর গৃহে শতক্রতুর গমনের ন্যায় তিনি রাক্ষসদিগের দ্বারা সংবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ সহসা রাজপথে বাহির হইয়া দেখিল, অমিত্রঘাতী একজন বীর গমন করিতেছেন ; ইনি দেখিতে গিরিশৃঙ্গতুল্য, অপরের সহিত ইঁহার সাদৃশ্য হয় না ; দেখিবামাত্র বানরগণ দলবদ্ধ হইয়া সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ সকলের শরণ্য রামের শরণাপন্ন হইল, কেহ ভয়-ভীত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিল, কেহ বা উপায়ের অভাবে দশদিকে পলায়ন করিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ গিরিশৃঙ্গসদৃশ, উঁহার মস্তক কিরীটে সুশোভিত ; দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি স্বতেজে সূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছেন। বানরেরা রাক্ষসকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ১-৯৮।

একষষ্টিতম সর্গ।

রামের নিকট বিভীষণ কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের পরিচয়-দান।

মহাতেজা রামচন্দ্র শরাসন গ্রহণ করিয়া মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দেখিতে পর্ব্বতাকার ; বোধ হয়, যেন ত্রিপাদবিক্রমে ভগবান্ নারায়ণ আকাশে চলিয়াছেন। কুম্ভকর্ণের আকার মেঘবৎ কৃষ্ণকায়, তিনি বাহুদ্বয়ে অঙ্গদ ধারণ করিয়াছেন, বানর-সৈন্য তদ্দর্শনে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময়ে রামচন্দ্র সৈন্যসমূহকে সন্ত্রস্ত ও রাক্ষসবীরকে বর্দ্ধমান দেখিয়া, বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতে পর্ব্বততুল্য, মস্তকে কিরীট, বিদ্যুৎযুক্ত জলদের ন্যায় ঐ বীর কে? ঐ মহাবীর পৃথিবীর কেতুর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ; ইহাকে দেখিয়াই বানরগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। বলিতে কি, আমার দৃষ্টিতে এরূপ বীর কখনও নিপতিত হয় নাই। এ ব্যক্তি কি রাক্ষস কিংবা অসুর? আমাকে বল।" বিভীষণকে এই কথা বলিলে তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন, "ইনি যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকে পরাস্ত করিয়াছেন, ইনি বিশ্রবার পুত্র প্রতাপশালী কুম্ভকর্ণ। হে রাঘব! ইঁহার সহিত যুদ্ধে অনেক যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, দানব, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ পরাস্ত হইয়াছেন। অন্য কথা কি বলিব, বিরূপাক্ষ কুম্ভকর্ণকে ত্রিশূল-হস্তে দেখিলে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত মনে করিয়া মোহিত হইয়া ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন না। মহাবল কুম্ভকর্ণ স্বভাবতই তেজস্বী, অন্যান্য রাক্ষসগণ বরলাভ করিয়া বীর হইয়াছেন, ইনি সেরূপ নহেন। ইনি জাতমাত্র ক্ষুধিত হইয়া অসংখ্য প্রজাকে ভক্ষণ করিয়াছেন। প্রজাগণ এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া, প্রাণ-ভয়ে অতিশয় ভীত হইল এবং সুররাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে আপনাদের দুর্গতি নিবেদন করিল। বজ্রধারী ইন্দ্র প্রজাগণের কথা শুনিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি তীক্ষ্ণধার বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। বীরবর নিদারুণ প্রহারে কাতর হইয়া সক্রোধে ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ কুম্ভকর্ণের সেই উৎকট গর্জ্জন-শ্রবণে অধিকতর ভীত হইল। অনন্তর মহাবল কুম্ভকর্ণ ক্রোধ-প্রকাশ পূর্ব্বক ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রের বক্ষে আঘাত করিলেন। নিদারুণ প্রহারে বজ্রধর কাতর হইলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর হইতে রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষি ও দানবগণ সেই অবস্থা-দৃষ্টে অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর সুরপতি প্রজাগণের সমভিব্যাহারে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কুম্ভকর্ণের অত্যাচারের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, 'প্রজাগণের ভক্ষণ, দেবগণের প্রতি আক্রমণ, আশ্রম-পীড়ন ও পরস্ত্রী-হরণে সে অতিশয় স্পৃহাবান্। যদি সে নিত্যকাল এইরূপে প্রজা-ভক্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে ত্রিলোক লোকশূন্য হইয়া পড়িবে।' পদ্মযোনি ইন্দ্রের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া রাক্ষসদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণকে দেখিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে দেখিয়াই শঙ্কিত হইলেন। অনন্তর যথাকালে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, 'লোকক্ষয়ের জন্য বিশ্রবা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব অদ্য অবধি মৃতকল্প হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া থাকিবে।' কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মশাপাক্রান্ত হইয়া প্রভু প্রজাপতির অগ্রে নিপতিত হইলেন। তখন রাবণ সসম্ভ্রমে এই কথা কহিল, 'ভগবন্! যে কাঞ্চন-বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ফলোন্মুখকালে তাহাকে কর্ত্তন করিতেছেন কেন? কুম্ভকর্ণ আপনার কন্যাগর্ভ-সম্ভূত নপ্তা, তাহাকে এরূপ অভিসম্পাত করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার কথা মিথ্যা হইবার নহে, নিশ্চয়ই কুম্ভকর্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন হইবেন ; কিন্তু আপনার নিকটে প্রার্থনা, আপনি ইহার নিদ্রা ও জাগরণের উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিউন।' রক্ষঃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি কহিলেন, 'কুম্ভকর্ণ ছয়মাস ধরিয়া নিদ্রা যাইবে এবং একদিন জাগরিত হইবে। ঐ দিবসে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবে এবং সন্দীপ্ত অগ্নির ন্যায় বদনব্যাদান পূর্ব্বক লোক সকলকে ভক্ষণ করিতে থাকিবে।' হে রামচন্দ্র! এক্ষণে তোমার প্রতাপে ভীত ও বিপন্ন হইয়া লঙ্কাধিপ রাবণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছে। সেই বীর কুম্ভকর্ণ শিবির হইতে নির্গত হইয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছে। বানরগণ ইহাকে দর্শন করিয়াই পলায়ন করিতেছে ; বলিতে কি, রণদুর্ম্মদ কুম্ভকর্ণকে নিবারণ করা বানরের সাধ্য নহে। এক্ষণে বানর-সৈন্য মধ্যে এই কথা প্রচারিত হউক যে, এ ব্যক্তি জীব নহে, একটি যন্ত্র সমুচ্ছ্রিত রহিয়াছে ; বানরগণ ইহা জানিতে পারিলে আর ভীত হইবে না।" রামচন্দ্র বিভীষণের মুখে এইরূপ হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি নীলকে কহিলেন, "হে অগ্নিপুত্র! তুমি গিয়া সৈন্যসমূহকে ব্যূহিত করিয়া রাখ ; সাবধানে লঙ্কার পুরদ্বার, রাজপথ ও সংক্রম রুদ্ধ করিয়া রাখ। আমার কথায় তোমরা ঐ সকল বৃক্ষ ও শিলা সকল সংগ্রহ কর ; তোমরা অস্ত্র ও শৈলাদি ধারণ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে থাক।" কপিকুঞ্জর নীল রামের আদেশে বানরসৈন্যগণকে আশ্বাসিত করিলেন। অনন্তর গবাক্ষ, শরভ, হনুমান্ ও অঙ্গদ, ইঁহারা শৈল-শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বানরগণ রামের কথায় বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পর-সৈন্য পীড়ন করিতে লাগিল। বানরগণ যখন পাদপ ও গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী মেঘমালার যেরূপ রূপ প্রকাশিত হয়, তাহারাও সেইরূপ হইল। ১-৪০।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের কথা।

অনন্তর নিদ্রামদসমাকুল রাক্ষসশার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ সুশোভন রাজপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে অসংখ্য রাক্ষস গমন করিতে লাগিল। গমনকালে তাঁহারই মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের বাসভবন দেখিতে পাইলেন। উহা হেমজাল-জড়ীভূত, সৌর-কিরণবৎ সমুজ্জ্বল ও পরম রমণীয়। যেরূপ মেঘমধ্যে মার্ত্তণ্ডের প্রবেশ, তাহার ন্যায় তিনি রাবণের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্র যেরূপ আসনস্থ স্বয়ম্ভূকে দেখিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় তিনি দূর হইতে অগ্রজকে সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইলেন। তিনি অসংখ্য রাক্ষস সমভিব্যাহারে ভ্রাতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। গমনকালে তাঁহার পদভরে ক্ষিতি কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি কক্ষ অতিক্রম করিয়া রাবণের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, রক্ষোরাজ দুঃখে পুষ্পক-বিমানে বিষণ্ণ আছে। দশগ্রীব কুম্ভকর্ণকে সমুপস্থিত দেখিয়া সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া প্রহৃষ্টমনে ভ্রাতাকে নিকটে লইয়া বসাইলে, বলবান্ মহাবীর কুম্ভকর্ণ পর্য্যঙ্কে আসীন অগ্রজের চরণ-বন্দনা করিয়া 'আমাকে কি করিতে হইবে', এই কথা রক্ষোরাজকে বলিলেন। অনন্তর তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিনন্দন করিলে তিনি বসিবার জন্য দিব্য আসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিয়া ক্রোধভরে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাবণকে এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! কি জন্য পরম সমাদরে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছেন, কাহার হইতে আপনার ভয়, তাহা আমাকে বলুন; কেই বা দেহত্যাগ করিয়া প্রেত-যোনি ধারণ করিবে?" ১-১২।

তখন লঙ্কানাথ বীরবর রাবণ ভ্রাতার ক্রোধপূর্ণ বিকট মূর্ত্তি দর্শনে তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিল, "হে মহাবল! তোমার পক্ষে নিদ্রা যাইবার কি এই প্রশস্ত সময়? তুমি নিদ্রাচ্ছন্ন আছ বলিয়া রামকে ভয়ের কারণ বলিয়া জানিতে পারিতেছ না। দশরথনন্দন রামচন্দ্র কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সমুদ্র পার হইয়া আমাদের জ্ঞাতি-কুল নির্ম্মূল করিতেছেন। চাহিয়া দেখ, লঙ্কাপুরীতে যে সমস্ত সুরম্য বন ও উপবন ছিল, সেতু-সাহায্যে সুখে সমুদ্র পার হইয়া বানরেরা তাহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে। লঙ্কাপুরের প্রধান প্রধান বীরগণ যুদ্ধে বানর-হস্তে নিহত হইয়াছে; কিন্তু এ যুদ্ধে বানর-বিনাশের বার্ত্তা শুনিতে পাইলাম না। ইহাতেই আমার ভয় জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি এই সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার কর। তুমিই এই বিপদ্ বিনাশ করিবে বলিয়া তোমাকে জাগরিত করা হইয়াছে। অধিক কি বলিব, রাজকোষের অর্থাদি ক্ষয় পাইয়াছে, কেবল বালক ও বৃদ্ধমাত্র লঙ্কাপুরে বাস করিতেছে, অতএব এ অবস্থায় আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই পুরীর দুর্দ্দশাপনোদন কর। হে মহাবাহো! তোমাকে অনুরোধ, তুমি ভ্রাতৃকার্য্য সম্পন্ন কর, আমি তোমাকে কখনও এরূপ কথা বলি নাই। তোমাতে আমার স্নেহের অভাব নাই এবং তোমাতে আমার জয়ের আশা সম্পূর্ণ নির্ভর রহিয়াছে। হে রাক্ষসবীর! তুমি ব্যূহ-রচনা করিয়া দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণকে পরাস্ত করিয়াছ। হে ভীম-পরাক্রম! তুমি সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে উপস্থিত কার্য্যসাধন কর, বলিতে কি, তোমার সদৃশ বলবান্ ব্যক্তি কোন প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না। প্রচণ্ড পবন যেরূপ শরৎকালের মেঘকে ব্যর্থ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তুমি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে শত্রুসৈন্যগণকে ব্যথিত কর। হে বান্ধবপ্রিয়! যুদ্ধকার্য্য তোমার অতিশয় প্রিয়; অতএব আমার হিতকর এই উত্তম কার্য্য সম্পন্ন কর।" ১৩-২৩।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাবণের প্রতি কুম্ভকর্ণের ভর্ৎসনা ও অভয়দান।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাক্ষসরাজের পরিবেদনা শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, 'পূর্ব্বকালে মন্ত্রণাবধারণ-সময়ে আমরা যে দোষের কথা বলিয়াছিলাম, তুমি হিতকর কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাই ঘটাইয়াছ। কুকর্ম্মশীল ব্যক্তি যেরূপ শীঘ্রই নিপতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পাপাত্মা তোমার পাপকার্য্যের ফল শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে। হে মহারাজ! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফলাফল চিন্তা না করিয়াই এরূপ করিয়াছ। তুমি দেহশক্তি প্রভাবে এ কার্য্য করিয়াছ বটে, কিন্তু তুমি পরিণাম চিন্তা কর নাই। বলিতে কি, যে রাজা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া প্রথমের কার্য্যকে পরে এবং পশ্চাতের কার্য্যকে অগ্রে করিয়া থাকে, তাহার নীতিজ্ঞানে বিজ্ঞতা নাই। যিনি দেশকালহীন কর্ম্মকে বিপরীতবৎ করিয়া থাকেন, অসংস্কৃত অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় তাঁহার কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে। যিনি মন্ত্রীদিগের সহিত কর্ম্মের আরম্ভোপায়, দ্রব্যসম্পৎ, দেশকালভাগ, বিপত্তিপ্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পাঁচ প্রকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, প্রকৃত পথে তাঁহারই গতি হইয়া থাকে। যে রাজা সচিবের মন্ত্রণায় ও নিজের বুদ্ধিশক্তিতে কার্য্য করিয়া থাকেন, যিনি মিত্রামিত্র-পরীক্ষায় সুপটু, যিনি সময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে রাজা বা রাজপুত্র ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রবণ করিয়াও তাহা বুঝিতে পারে না, তাহার শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই ব্যর্থ। যিনি সাম, দান, ভেদ ও বিক্রম, ইহাদের প্রয়োগ-সাধন, নীতি, অনীতি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে সমর্থ, তাঁহাকে কদাচ বিপন্ন হইতে হয় না। যিনি বুদ্ধিমান্, অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও মন্ত্রিগণের সহিত নিজের শুভ পরিণাম আলোচনা করিয়া কার্য্য-সাধন করেন, তাঁহার ভাগ্যশ্রী অচলা হইয়া থাকে। অনেক পশুবুদ্ধি পুরুষ শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মন্ত্রণার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া প্রগল্‌ভতা-হেতু বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া থাকেন। ধৃষ্টতানিবন্ধন যে সকল ব্যক্তি অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ও অর্থলোলুপ, সেই সকল কার্য্যদূষক ব্যক্তিকে মন্ত্রণামধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন মন্ত্রী প্রভুকে উৎসন্ন দিবার জন্য বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে। কেহ প্রভুর সর্ব্বনাশের আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ শত্রুর সহিত সমাগত হয়; রাজা মন্ত্র-নির্ণয় করিবার সময় দুর্ম্মন্ত্রীর বাধ্য হইয়া মিত্রতুল্য শত্রুকে ব্যবহার দ্বারা বুঝিয়া লইয়া থাকেন। যে রাজা চপলপ্রকৃতি, যিনি বিবেচনা না করিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, পক্ষীর ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতের রন্ধ্রের

ন্যায় ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষগণ অবসর পাইয়া তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মরক্ষায় অসাবধান হন, তিনি অনর্থে নিপতিত হইয়া থাকেন এবং অচিরাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। হে রাজন্! রাজ্ঞী মন্দোদরী ও অনুজ বিভীষণ পূর্ব্বে এই বিষয়ে যে কথা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই হিতকর বোধ হইতেছে। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করুন্।" ১-২১।

তখন দশগ্রীব রাবণ কুম্ভকর্ণের কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গী-পূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করত এই কথা বলিতে লাগিল, "কুম্ভকর্ণ! আমি তোমার গুরু ও আচার্য্য তুল্য পূজ্য; তুমি আমাকে উপদেশ দিতেছ! যাহা হউক, তোমার বাগ্বিন্যাসের প্রয়োজন কি? আমি যাহা বলিলাম, তাহা সম্পন্ন কর। চিত্তভ্রম, মোহ বা বলবীর্য্য-প্রভাবে প্রথমে যাহা স্বীকার করি নাই, এখন তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে উপস্থিত কার্য্যে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর; বিচক্ষণ লোক গত বিষয়ের অনুশোচনা করেন না। যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, যদি তোমার শরীরে বল-বিক্রম থাকে, যদি আমার এই কার্য্য তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমার উপস্থিত দুঃখ দূর কর। যিনি বিপন্ন দীন ব্যক্তিকে দয়া করিয়া থাকেন, তিনিই সুহৃৎ, বিপথগামী ব্যক্তিকে যিনি সাহায্য করেন, তিনিই বন্ধু।" ২২-২৭।

রাবণ এইরূপ ধীর-বচন বলিলে মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাজাকে ক্রুদ্ধ জানিয়া ক্রমশঃ শান্তবাক্য বলিতে লাগিলেন। তখন রাবণের অন্তঃকরণ অতিশয় ক্ষুভিত হইয়াছিল, রাক্ষসবীর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, "হে রাক্ষসেন্দ্র! আপনি মনের ক্ষোভ ও রোষ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হউন। হে পার্থিব! আমার প্রাণ থাকিতে আপনার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আপনি যাহার জন্য পরিতাপিত হইয়াছেন, আমি তাহাকে অবশ্য বিনাশ করিব। রাজন্! আপনি দুঃখ বা সুখের দশায় নিপতিত হউন না, আপনাকে হিতবাক্য বলা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভ্রাতৃ ও বন্ধুভাব স্মরণ করিয়া আমি এইরূপ করিতে ভরসা করিয়াছিলাম। উপস্থিত সঙ্কট-সময়ে স্নেহাধীন বন্ধুর পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ নহি; অদ্য যুদ্ধযাত্রা করিয়া আমি শত্রুপক্ষের কি অবস্থা ঘটাই, তাহা আপনি দেখুন। হে মহাবাহো! আমি যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে নিহত করিলে, বানর-সৈন্যগণ পলায়ন করিবে। অদ্য আপনি আমার হস্তে রামের ছিন্নমস্তক দেখিয়া অতিশয় সুখী হইবেন, জানকীকেও এ জন্য দুঃখিত হইতে হইবে। লঙ্কাপুরে যে সকল রাক্ষসদিগের আত্মীয়-স্বজন রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, অদ্য তাহারা স্বচক্ষে প্রীতিদায়ক রামের মৃত্যু দর্শন করুক। অধিক কি বলিব, আত্মীয়-স্বজন-বিনাশে যাহারা শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে, যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করিয়া আজ তাহাদের চক্ষের জল মুছাইয়া দিব। অদ্য বানররাজ সুগ্রীবের পর্ব্বতাকার শরীর রণভূমিতে সূর্য্য সহিত জলদের ন্যায় প্রসারিত হইবে। কি আশ্চর্য্য! আমি ও রামবিনাশাকাঙ্ক্ষী এই সকল রাক্ষসগণ আমরা আপনাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতেছি, তথাপি আপনি এরূপ দুর্ম্মনায়মান কেন? হে রাক্ষসাধিপ! রামের জন্য আপনার ভয়! ভাল, সে ত অগ্রে আমাকে বিনষ্ট করিবে, পশ্চাৎ আপনাকে? বলিতে কি, আমি এ জন্য কোনও রূপে ক্ষুব্ধ নহি। হে পরন্তপ! এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা, আপনি আমাকে আদেশ করুন, যুদ্ধের জন্য শত্রুপক্ষের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন কি? আমি আপনার মহাবল শত্রুর প্রাণসংহার করিব। যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু, বসু, কুবের ও বরুণ আমার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, আমি তাঁহাদেরও বধসাধন করিব। বলিতে কি, আমার শরীর পর্ব্বতপ্রমাণ, দশন অতিশয় তীক্ষ্ণ; যখন আমি শূল ধারণ করিয়া সগর্জ্জনে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তখন বজ্রধর ইন্দ্রও আমাকে দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করিবেন। অন্য কথা কি, অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যখন ভুজবলে বিপক্ষদলনে প্রবৃত্ত হইব, তখন প্রাণের আশা করিয়া কোন্ ব্যক্তি আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে? আমি শক্তি, গদা, অসি কিংবা তীক্ষ্ণশর এ সকল কিছুই চাহি না, আমি বাহুবলে বজ্রধারী ইন্দ্রের প্রাণসংহার করিব। যদি সেই রাম আমার মুষ্টিবেগ সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে আমার বাণ সকল তাহার রক্তপান করিবে। হে রাজন্! আমি বর্ত্তমান থাকিতে আপনি চিন্তাতে পতিত হইতেছেন কেন? আমি আপনার শত্রু-সংহারের জন্য যাত্রা করিলাম; আপনি রামের ভয় পরিত্যাগ করুন, আমি তাহাকে যুদ্ধে বিনাশ করিব। আমি লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও যে বানর রাক্ষস বিনাশ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী দগ্ধীভূত করিয়াছে, সেই হনুমান্‌কে বিনষ্ট করিব। বলিতে কি, যুদ্ধে উপস্থিত বানর-সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিয়া আপনাকে অসাধারণ যশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদি ইন্দ্র বা স্বয়ম্ভুও আপনার ভয়ের কারণ হন, তাহা হইলে অংশুমান্ যেরূপ নৈশ অন্ধকার হরণ করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় আমি তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিব। অধিক কি বলিব, আমার ক্রোধ উপস্থিত হইলে দেবগণ পর্য্যন্ত ভূমিশায়ী হইবেন। আমি যমের দর্প চূর্ণ করিব এবং অগ্নিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব। আমি নক্ষত্র সহিত সূর্য্যকে মহীতলে পাতিত করিব, সমুদ্র পান করিব পর্ব্বত চূর্ণ করিব এবং মেদিনী-বিদারণে প্রস্তুত হইব। অদ্য জগতের জীবগণ দীর্ঘনিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। বলিতে কি, সুরলোকও আমার জঠরজ্বালা-শান্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। রাজন্! আমি দাশরথির প্রাণবিনাশ করিয়া ক্রমশঃ সুখ আহরণের জন্য যাত্রা করিলাম, জানিবেন। আমি যুদ্ধে সমস্ত বানর-সৈন্য ভোজন করিব। আপনি এক্ষণে মনের সুখে মদিরাপান ও স্ত্রীসম্ভোগ করিতে থাকুন, আপনার মনোদুঃখ বিসর্জ্জন দিউন। জানিবেন, যমসদনে রামের গমন ঘটিলে সীতা চিরকালের মত আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন।" ২৮-৫৭।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

মহোদরের সংরম্ভোক্তি।

অনন্তর মহাকায় মহাবল কুম্ভকর্ণের কথা শ্রবণ করিয়া নিশাচর মহোদর বলিতে লাগিল, "কুম্ভকর্ণ! তুমি সদ্বংশে জন্মিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার প্রকৃতি ধৃষ্টতাপূর্ণ, তুমি অতিশয় গর্ব্বিত; এজন্য তুমি কোন্‌টি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা অবগত নহ। হে কুম্ভকর্ণ! আমাদের রাজা নীতিশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত নহেন, এ কথা প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক। তুমি বাল্যাবধি ধৃষ্ট বলিয়াই অনর্থক বাগ্‌জাল-বিস্তারের ইচ্ছা করিয়া থাক। রাক্ষসরাজ দেশকালের বিভাগ অবগত আছেন; ইঁহার আপনার ও পরপক্ষের উন্নতি অবিদিত নাই এবং স্বপক্ষ-পরপক্ষের ক্ষয় বৃদ্ধির অভাবে কিরূপে অবস্থিতি করিতে হয়, ইনি তাহাও অবগত আছেন। প্রকৃত বুদ্ধিমান্, বিজ্ঞ, বুদ্ধির উপাসক, কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি যে কার্য্য

করিতে পারে না, কোন্ ব্যক্তি সেরূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতে পারে? তুমি যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে পৃথগ্ভূত বলিয়া বর্ণন করিলে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার স্বরূপত্ব অবগত হওয়া তোমার সাধ্য নহে। দেখ, কর্ম্মই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের কারণ; ক্রিয়াহীন ব্যক্তির কোনও প্রকার পুরুষার্থ নাই; সুতরাং অনুষ্ঠাতাকে শুভাশুভ-কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। মুক্তিই ধর্ম্ম ও অর্থের ফল, ইহা দ্বারা সন্তানবিশেষে স্বর্গ ও অভ্যুদয় লাভ হইয়া থাকে; ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করিলে লোককে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়; কিন্তু কামকে উপেক্ষা করিলে প্রত্যবায় নাই; ইহ বা পরলোকে ধর্ম্ম ও অর্থের ফল সদ্য। আমরা মহারাজকে এ বিষয়ে অন্তরের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম; কিন্তু এক জন বলবান্ ব্যক্তি যে শত্রুর প্রতি নির্ভীকতার পরিচয় দিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? কুম্ভকর্ণ! তুমি একাকী যুদ্ধ-গমনের যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছ, সে পক্ষে যাহা অসঙ্গত, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে রামচন্দ্র পূর্ব্বে জনস্থানে বলবান্ মহাবীর অসংখ্য রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তুমি একাকী তাঁহাকে কিরূপে নিহত করিবে? জনস্থানে যে সকল মহাবল নিশাচর পরাস্ত হইয়াছিল, তুমি কি আজ তাহাদিগকে শঙ্কিত দেখিতেছ না? তুমি রামকে কুপিত ও প্রসুপ্ত সর্পবৎ জানিয়াও জাগরিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম স্বকীয় তেজে প্রদীপ্ত, রোষাবেশে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ; কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুতুল্য সেই অসহ্য বীরের নিকট অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে? আমার বিবেচনায় এই প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইলে সৈন্যগণের সমূহ সঙ্কট; অতএব হে তাত! তোমার একাকী যুদ্ধে গমন করা আমার ইচ্ছা নহে। নিজে হীনবল হইয়া, প্রাকৃত শত্রু মনে করিয়া, সেই দলপুষ্ট জীবনের মমতাশূন্য শত্রুকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। দেখ রাক্ষসোত্তম! ত্রিলোকে যাঁহার সদৃশ বীর দেখিতে পাওয়া যায় না, তুমি ইন্দ্র ও সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী সেই রামের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস কর।" ১-১৮।

রাক্ষস মহোদর কুপিত হইয়া রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণকে বলিতে লাগিল, "আপনি সীতাকে হস্তগত করিয়া কি জন্য কাল-বিলম্ব করিতেছেন? যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সীতা এখনই আপনার বশবর্ত্তিনী হইতে পারেন। সীতাকে বশীভূত করিবার পক্ষে আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি; শ্রবণ করিয়া যদি ইহা মনঃপূত হয়, তবে তাহা করিবেন। আপনি প্রচার করিয়া দিউন যে, আমি, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ ও বিতর্দ্দন এই পাঁচ জনে রামের বিনাশার্থে নির্গত হইতেছি। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যদি জয়ী হইতে পারি; তাহা হইলে উপায়-গ্রহণের প্রয়োজন নাই। যদি রামকে পরাস্ত করা না ঘটে এবং যদি যুদ্ধে জীবিত থাকি, তবে আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা করা কর্ত্তব্য। আমরা রামনামাঙ্কিত শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে রণভূমি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইব। আমরা আপনাকে জানাইব যে, আমরা রাম-লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আসিলাম; তৎপরে এ কার্য্যের পুরস্কারের জন্য আপনার চরণে প্রার্থনা করিব। আপনি এই অবসরে গজস্কন্ধ নামক চর দ্বারা রাম-লক্ষ্মণ সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন প্রচার করিবেন। আপনি এতদুপলক্ষে যেন প্রীত হইয়াছেন এই ভাবে ভৃত্যগণকে খাদ্যদ্রব্য, দাস-দাসী ও অর্থাদি প্রদান করাইবেন। অনন্তর বীরগণকে মাল্য, বস্ত্র, ভূষণ ও গন্ধ প্রদান করিবেন। তাহাদিগকে সন্তোষের জন্য সুরা প্রদান করিবেন এবং আপনিও মনের আনন্দে সুধাপানে প্রবৃত্ত হইবেন। পরে সুহৃদ্গণের সহিত রামলক্ষ্মণকে রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিয়াছে, এই কথা সর্ব্বত্র সুঘোষিত হইলে, আপনি অশোকবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক নির্জ্জনে সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে ধনধান্য ও প্রচুর রত্ন-প্রদানে প্রলুব্ধ করিতে থাকিবেন। মহারাজ! জানকী এইরূপ শোকোদ্দীপক প্রতারণায় প্রতারিত হইলে অনাথা হইলেও আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন আপনার বল্লভ পতিকে বিনষ্ট দেখিলে নৈরাশ্য প্রযুক্ত স্ত্রীস্বভাব-সুলভ লঘুতার বশবর্ত্তিনী হইয়া আপনাকে আশ্রয় করিবেন। সেই সীতা পূর্ব্বকালে নানা প্রকার ভোগসুখে রত ছিলেন, কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই; এক্ষণে তিনি যার পর নাই কষ্টভোগ করিতেছেন; সুতরাং আপনার নিকটে থাকিলে সুখিনী হইতে পারিবেন মনে করিয়া বশ্যতা-স্বীকারে অসম্মত হইবেন না। হে রাজন্! আমার ত এই সুন্দর উপায় অবধারিত হইয়াছে, জানিবেন; রামকে দেখিলে নানা অনর্থের উৎপত্তি হইবে। আমার বিবেচনায় যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিত বোধ হইতেছে না; এখানে থাকিয়া আপনি যে সুখলাভ করিতে পারিবেন, যুদ্ধে তাহা কদাচ ঘটিবে না। হে রক্ষোরাজ! এ কার্য্য করিলে আপনার সৈন্য-বিনাশ ও প্রাণসংশয় ঘটিবে না এবং যুদ্ধ ব্যতিরেকে শত্রুজয় করিতে পারিবেন; অধিকন্তু ইহাতে যশ, সুখ, জয়শ্রী ও কীর্ত্তি চিরকালের জন্য হস্তগত হইতে পারিবে।" ১৯-৩৬।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

মহোদর এই কথা বলিলে মহাবল কুম্ভকর্ণ তাহাকে বিধিমতে ভর্ৎসনা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে এই কথা বলিলেন, "হে অগ্রজ! আমি এক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, দুরাত্মা বানরগণকে বিনাশ-পূর্ব্বক আপনার ভয় দূরিত করিব; এক্ষণে আপনি নির্ভয় ও সুখী হউন। জানিবেন, নির্জ্জল মেঘের ন্যায় বীরগণ কখন বৃথা গর্জ্জন করেন না। অদ্য আপনি যুদ্ধস্থলে আমার গর্জ্জনের প্রত্যক্ষ ফল জানিতে পারিবেন। অধিক কি বলিব, বীরগণ কখন আপনার আত্মার লঘুতা-সাধন করেন না এবং তাঁহারা যে কার্য্য করিয়া থাকেন, অদ্ভুত ও অন্যের অসাধ্য না হইলে তাহা তাঁহারা করেন না। হে মহোদর! তুমি যে কথা বলিলে, তাহা বুদ্ধিহীন, পণ্ডিতাভিমানী, অক্ষম রাজার পক্ষে রুচিকর। তোমরা ভীরু ও কাপুরুষ, প্রিয়বাক্যে রাজার মনস্তুষ্টিসাধনই তোমাদের কার্য্য। তোমাদের হইতে রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্যক্ অঙ্গহীনতা ঘটিতেছে। হায়! লঙ্কাপুরীর কি দুর্দ্দশা! কেবল এক রাজামাত্র অবশিষ্ট আছেন, ধনাগার শূন্য, সৈন্য হত, সুহৃদের চিহ্নধারী শত্রুগণে মহারাজ পরিবৃত। এক্ষণে আমি তোমাদের দুর্নীতি-সম্ভূত অনর্থ-পরম্পরা দূর করিবার জন্য শত্রু-পরাজয়ে চলিলাম।" ১-৮।

ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে রাক্ষসাধিপতি রাবণ মৃদুহাস্যে তাঁহাকে কহিল, "এই মহোদর নিশ্চয়ই রামভয়ে ভীত হইয়াছে। হে যুদ্ধবিশারদ সেই জন্য যুদ্ধ করিতে উহার প্রবৃত্তি নাই। হে কুম্ভকর্ণ! কি সৌহৃদ্যে, কি বলপ্রভাবে, তোমার সদৃশ আপনার ব্যক্তি আমার কেহই নাই।

অতএব তুমি শত্রু পরাজয় ও সংহারের জন্য যুদ্ধে গমন কর। হে অরিন্দম! তুমি ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলে, আমি শত্রু-জয়ের জন্য তোমাকে জাগরিত করিয়াছি! জানিও, রাক্ষসদিগের পক্ষে ঘোর সঙ্কট সমুপস্থিত। যাহা হউক, কৃতান্ত যেরূপ পাশহস্তে প্রধাবিত হন, তাহার ন্যায় তুমি শূল-গ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা কর। আদিত্য-সন্নিভ রাম-লক্ষ্মণকে বানরগণের সহিত ভক্ষণ কর। আমি জানি, তোমার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিলে বানরেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিবে এবং রামলক্ষ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।" ৯-১৪।

রাক্ষসপুঙ্গব রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া জয়ের আশ্বাসে যেন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে মনে করিল। তখন তাহার অন্তঃকরণ পূর্ণশশধরের ন্যায় নির্ম্মল হইল। সে কুম্ভকর্ণের বল-বিক্রম অবগত ছিল বলিয়া, তাঁহাকে যুদ্ধার্থে সমুদ্যত দেখিয়া, তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ অগ্রজের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি করে স্বর্ণখচিত লৌহময় প্রদীপ্ত শূল ধারণ করিলেন। ঐ শূল ইন্দ্রের বজ্র ও অশনির অনুরূপ। উহা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগনিধনে নিপুণ। উহা সতত অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। তখন মহাতেজা কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন, "সৈন্যসামন্ত এখানে থাকুক, আমি একাকী যুদ্ধযাত্রা করিব, আমি অদ্য ক্রুদ্ধ ও ক্ষুধিত হইয়া বানরদিগকে ভক্ষণ করিব।" ১৫-২১।

কুম্ভকর্ণের কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, "তুমি শূল ও মুদ্গরধারী সৈন্যে সংবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থে গমন কর। বানরগণ অতিশয় রণপাণ্ডিত এবং সবিশেষ বলবান্, তোমাকে একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে তীক্ষ্ণ দশনপ্রহারে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি রণদুর্ম্মদ রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা কর এবং রাক্ষসদিগের অহিতকারী সমস্ত শত্রুপক্ষের উচ্ছেদসাধন কর।" অনন্তর মহাতেজা রাবণ এই কথা বলিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া কুম্ভকর্ণকে দিব্যমণিবিশোভিত শশি-সঙ্কাশ স্বর্ণহার পরাইয়া দিল। পরে অঙ্গদ, অঙ্গুলিত্রাণ ও উৎকৃষ্ট আভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিল। কুম্ভকর্ণের কর্ণদেশে মনোহর কুণ্ডল সুশোভিত হইল, তাঁহার কণ্ঠদেশে সুগন্ধী মাল্য শোভা পাইতে লাগিল। তিনি সুবর্ণ অঙ্গদ, কেয়ূর ও অন্যান্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কটিদেশে কৃষ্ণশ্যামল শ্রোণী-সূত্র, দেখিলে বোধ হয়, যেন অমৃত মন্থনকালে উরগবেষ্টনে মন্দরাচল দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া আছে। তিনি স্বর্ণময় বিদ্যুত্তুল্য বর্ম্ম ধারণ করিলেন, উহা তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত, ভারসহ ও অভেদ্য, উহা দ্বারা সন্ধ্যা-মেঘরঞ্জিত হিমগিরির ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। তিনি সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত, তাঁহার হস্তে প্রকাণ্ড শূল, দেখিলে বোধ হয়, যেন ত্রিবিক্রম বিষ্ণু স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মহাবল কুম্ভকর্ণ রাবণকে আলিঙ্গন, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া যুদ্ধার্থে নির্গত হইলেন। রাক্ষসরাজ সে সময়ে তাঁহাকে মঙ্গলসূচক আশীর্ব্বাদ করিল, তৎকালে শঙ্খদুন্দুভির তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। সৈন্যগণ উত্তমোত্তম অস্ত্র লইয়া গমন করিতে লাগিল, জলদগম্ভীরশব্দে রথ, হস্তী, অশ্ব ও রথিগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। সর্প, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, সিংহ, হস্তী, মৃগ, ও পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাক্ষসেরা গমন করিতে লাগিল। এইরূপে দেবদানবশত্রু রাক্ষস কুম্ভকর্ণ শূলহস্তে যুদ্ধার্থে নির্গত হইলেন, গমনসময় তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাঁহার শিরে আতপত্র। ঐ মহাবীর শোণিত-সৌরভে উন্মত্ত হইয়া বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্যক পদাতিক ঘোরনাদে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ যাত্রা করিল। উহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ, মূর্ত্তি নীলাঞ্জন সদৃশ; তাহারা শূল, খড়্গ, পরশু ও অন্যান্য অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। তাহাদের হস্তে ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণীয়। অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উঁহার শরীর প্রস্থে শত ধনু, দৈর্ঘ্যে ছয় শত ধনু; দুই চক্ষু শকট-চক্রের তুল্য, আকৃতি মহাপর্ব্বত তুল্য। দগ্ধ পর্ব্বতবৎ মহাবক্ত্র কুম্ভকর্ণ ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্যদিগের প্রতি মৃদুহাস্যে কহিলেন, "রাক্ষসগণ! তোমরা বানরদিগের যূথপতিদিগকে দেখিতেছ, অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় আমি তাহাদিগকে দগ্ধীভূত করিব। অথবা বনচারী বানরদিগের অপরাধ কি, তাহারা আমাদের ন্যায় ব্যক্তিদিগের পুরোদ্যানে শোভা পাইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় রামই লঙ্কাবরোধের মূল; অতএব অদ্য রামকে বিনষ্ট করিলে সকলই বিনষ্ট হইবে।" ২২-৪৫।

মহাবীরপ্রবর কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিতেছেন, এমত সময়ে যোদ্ধৃগণ সমুদ্রকে কম্পিত করিয়াই যেন ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। এই সময়ে ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত সকল চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মেঘ গর্দ্দভের ন্যায় ধূমবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বদা উল্কা ও বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, সমুদ্র ও কানন সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। বিকটমুখে শিবা সমূহ অগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল, পক্ষিগণ বামভাগে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গমনকালে কুম্ভকর্ণের শূলাগ্রে গৃধ্র নিপতিত হইল, তাঁহার বামচক্ষু ও বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। সম্মুখে ভীষণ-শব্দে উল্কাসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল, দিবাকর নিস্তেজ, সুখস্পর্শ বায়ু নিশ্চল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ এই সকল রোমহর্ষণ উৎপাত সকল সমুত্থিত দেখিয়া কৃতান্ত প্রেরিত হইয়া যুদ্ধার্থে নির্গত হইলেন। পর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণ পদবিক্ষেপে প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া মেঘাকার অদ্ভুত বানর-সৈন্য দর্শন করিলেন। বানরগণ পর্ব্বতোপম রাক্ষসবীরকে দর্শন করিয়া বায়ুসঞ্চালিত মেঘের ন্যায় নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বীর কুম্ভকর্ণ বানর-সৈন্যকে মেঘজালের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে দেখিয়া হর্ষভরে মেঘগম্ভীরস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। যেরূপ অন্তরীক্ষ হইতে মেঘগর্জ্জন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া বানরগণের মধ্যে অনেকে ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ শত্রু-সংহারের জন্য বিপুল পরিঘ-হস্তে দণ্ডায়মান, দেখিলে বোধ হয়, রুদ্রদেব যুগান্তকালে দণ্ডধারণ করিয়া আছেন, দর্শনমাত্রে বানরগণ ভয়ে অধীর হইয়া উঠিল। ৪৬-৫৭।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বানরগণের পলায়ন এবং অঙ্গদ কর্ত্তৃক আশ্বাস প্রদান।

অনন্তর পর্ব্বতোপম মহাবীর কুম্ভকর্ণ প্রাকার লঙ্ঘন পূর্ব্বক সত্বর নগর হইতে নির্গত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে কম্পিত, পর্ব্বতকে অস্থির ও বজ্রকে পরাজিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন

বানরগণ ইন্দ্র, যম ও বরুণের অবধ্য ভীষণনেত্র সেই রাক্ষসকে দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বালিপুত্র অঙ্গদ বানরদিগকে পলায়নপর দেখিয়া নল, নীল, গবাক্ষ ও কুমুদকে বলিলেন, "বানরগণ! তোমরা আমাদের আভিজাত্য ও বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া সামান্য বানরগণের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? যাহা হউক, তোমরা এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষায় কি ফল হইবে? তোমরা যাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ, উহা বিভীষিকা মাত্র। বানরগণ! আমরা এই মহতী বিভীষিকা নিবারণ করিব; ভয় নাই, তোমরা নিবৃত্ত হও।" ১-৭।

বানরগণ এইরূপে সমাশ্বাসিত হইলে তাহারা বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তাহারা অঙ্গদের বাক্যে প্রত্যাগমন করিয়া সক্রোধে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। বীরবর কুম্ভকর্ণ বানরগণের নিক্ষিপ্ত গিরিশৃঙ্গ, শিলা ও পুষ্পিতাগ্র পাদপ-প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যে সকল শিলা তাঁহার গাত্রে পতিত হইল, তাহারা চূর্ণ হইয়া গেল; বৃক্ষ সকলও ভগ্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। যেরূপ বন হইতে দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিনি বলবান্ বানর-সৈন্যগণকে দলিত করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান বানরগণ রুধিরাক্ত হইয়া রক্তপুষ্প-সুশোভিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। অনেকে পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টিপাত না করিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ধাবিত হইল, কেহ কেহ গহন বন ও সমুদ্রে প্রবেশ করিল। এইরূপে রাক্ষসেরা অবলীলাক্রমে বানরগণকে বধ করিতে লাগিল। তাহারা সমুদ্রে সেতুর আশ্রয়ে পরপারে গমন করিল। অনেকে নিম্নস্থানে প্রবেশ করিল, ভয়ে সকলেরই মুখ ম্লানবর্ণ। ঋক্ষগণ বৃক্ষারূঢ় হইল, কেহ কেহ গিরিশিখর সমাশ্রয় করিল। অনেকে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল, কেহ কেহ বা অবতরণ করিল না, অনেকে ভূমিশায়ী হইল, কেহ বা মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। ৮-১৭।

তখন অঙ্গদ বানরদিগের এরূপ অবস্থা দর্শনে কহিলেন, "তোমরা নিবৃত্ত হও, আমি যুদ্ধ করিব। বানরগণ! তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছ, কিন্তু আমি পৃথিবী অন্বেষণ করিয়াও তোমাদের থাকিবার স্থান দেখিতেছি না; অতএব তোমরা স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হও, জীবনরক্ষায় লাভ কি বল? তোমাদিগকে নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিতে দেখিলে তোমাদের পত্নীগণ তোমাদিগকে উপহাস করিবে; জানিও, এরূপ উপহাস সুজীবীদিগের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও যাতনাপ্রদ। আশ্চর্য্য! তোমরা মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমরা প্রাকৃত বানরের ন্যায় ভয়ভীত হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তোমরা যখন আপনাদের বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া ভীত হইয়াছ, তখন তোমরা নীচ। তোমরা যে জনসমাজে আপনাদের মহত্ত্ব বিস্তার পূর্ব্বক রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচয় দিতে, এখন তাহা কোথায় গেল? যে ব্যক্তি ধিক্কৃত হইয়া জীবিত থাকে, সেই কাপুরুষের সম্বন্ধে নানা কথার রটনা হইয়া থাকে; অতএব তোমরা নির্ভয় হও এবং সৎপুরুষের পথে পদার্পণ কর। হয় আমরা অল্পায়ু হইয়া ধরাশায়ী হইব, হয় এরূপ মৃত্যুতে কাপুরুষগণের দুর্লভ ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত হইব, বীরলোকের সমস্ত ভোগ্য ভোগ করিব, নয় ত রণে নিহত হইয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব। পতঙ্গ যেরূপ প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় কুম্ভকর্ণ কাকুৎস্থকে দেখিলে প্রাণে বাঁচিবে না। যদি আমরা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করি, তাহা হইলে একজন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া আমাদের এই কলঙ্ক সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে।" ১৮-২৭।

তখন বানরগণ পলায়ন করিতে করিতে বীর-বিগর্হিত বাক্যে অঙ্গদকে কহিল, "বীরবর! মহাবল কুম্ভকর্ণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে, এক্ষণে আমারা তাহার সম্মুখে কোনরূপে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না; যাহা হউক, আমাদের প্রাণ অতিশয় প্রীতিকর; অতএব পলায়ন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ।" তাহারা এই কথা বলিয়া ভয়ে নানাদিকে গমন করিতে লাগিল। বীরবর অঙ্গদ উহাদিগকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কোনরূপে পলায়ন হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তখন বানরগণ বালিনন্দনের কথায় প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশ অপেক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অঙ্গদের কথায় ঋষভ, শরভ, মৈন্দ, ধূম্র, কুমুদ, সুষেণ, রম্ভ, দ্বিবিদ, পনস এবং হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সত্বর যুদ্ধস্থলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ২৮-৩৩।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণের সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কাপ্রবেশকালে সুগ্রীব কর্ত্তৃক তাহার নাসিকাচ্ছেদন ও কুম্ভকর্ণবধ।

অনন্তর বানরগণ অঙ্গদের কথানুসারে স্থির-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। একে তাহারা অতিশয় বলবান্ এবং বিক্রমশালী, তাহার উপর অঙ্গদের আশ্বাসবাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রহৃষ্টমনে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। তাহারা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হইল। বীর্য্যবান্ কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত বানর-সৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। রাক্ষসবীরের প্রহারে ক্ষণমধ্যে অসংখ্য বানরসৈন্য দেহ প্রসারণ পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিল। পতগাধিপ গরুড় যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া পন্নগদিগকে ভোজন করেন, তাহার ন্যায় তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বৃক্ষ ও পর্ব্বত ধারণ পূর্ব্বক অতিকষ্টে রণভূমিতে তিষ্ঠিতে লাগিল। অনন্তর বানরবীর দ্বিবিদ পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ মেঘের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং কুম্ভকর্ণের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের শরীরে পতিত না হইয়া সৈন্যগণের মধ্যে নিপতিত হইল। উহাতে বহুসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ চূর্ণীকৃত হইল। তখন বানর দ্বিবিদ অপর একটি শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিলেন। বানর-নিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ বেগে নিপতিত হইয়া রাক্ষসগণের সারথি-সহ রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ক্ষণমধ্যে রণভূমি রাক্ষসরক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিল। তখন রথস্থিত মহাবীর রাক্ষসগণ ভীষণ সিংহনাদ পূর্ব্বক কালাগ্নি তুল্য শরনিক্ষেপে বানরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। ১-১৩।

এ দিকে বানরগণও প্রকাণ্ড পাদপ উৎপাটন করিয়া রথ, অশ্ব, গজ ও উষ্ট্রগণের সহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। মহাবীর হনুমান্ অম্বর-পথে অবস্থিতি করিয়া শৈলশৃঙ্গ, বিবিধ শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ সকল কুম্ভকর্ণের শিরে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর দেখিতে দেখিতে ঐ সকল শৈলশৃঙ্গাদি শূলাগ্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে বৃক্ষাদি ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কুম্ভকর্ণ তীক্ষ্ণ শূল

হস্তে লইয়া বানরসৈন্যগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান্ এক প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া উহাঁর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি সরোষে উহাঁর প্রতি শৃঙ্গাঘাত করিলেন। ঐ আঘাতে বীরবর রাক্ষসের দেহ হইতে মেদ ও রক্তস্রাবের আবির্ভাব হইল; তিনি নিদারুণ প্রহারে কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন বীরবর কুম্ভকর্ণ বিদ্যুৎপ্রকাশ ভাস্বর শূল বিঘূর্ণিত করিয়া, পর্ব্বত যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিশৃঙ্গ ধারণ করে, তাহার ন্যায় উহা হনুমানের বাহুমূলে নিক্ষেপ করিলেন; বোধ হইল যেন, কুমার শক্তি-নিক্ষেপে ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিলেন। নিদারুণ প্রহারে বানরবীর বিহ্বল হইলেন, তাঁহার মুখ হইতে অবিরল রক্ত-বমন হইতে লাগিল। তিনি প্রলয়কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হনুমানের এরূপ অবস্থা দর্শনে রাক্ষসগণের আনন্দের সীমা রহিল না। বানরগণ তদ্দর্শনে ভয়চকিত-নেত্রে কুম্ভকর্ণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর ভীম-পরাক্রম বানর-সেনাপতি নীল সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। দূর হইতে শৈলশৃঙ্গকে আসিতে দেখিয়া বলবান্ কুম্ভকর্ণ মুষ্টিপ্রহারে তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; দেখিতে দেখিতে উহা বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালাব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।" ১৪-২৩।

তখন ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পঞ্চ বানরসেনাপতি কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বৃক্ষ, পর্ব্বত, চপেটাঘাত, পদাঘাত ও মুষ্টি-প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রহারে ব্যথিত না হইয়া তিনি উহাকে সুখ-স্পর্শ বলিয়া মনে করিলেন; অনন্তর বানর ঋষভকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন। বানরবীর কুম্ভকর্ণের ভুজপ্রহারে প্রপীড়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইলেন; তাঁহার মুখ দিয়া অনবরত রুধিরধারা নিপতিত হইতে থাকিল। এইরূপে রাক্ষসবীর মুষ্টি-প্রহারে শরভকে, জানু-প্রহারে নীলকে এবং চপেটাঘাতে গবাক্ষকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিদারুণ প্রহারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা প্রবাহিত হইল। তাঁহারা ছিন্নমূল কিংশুকের ন্যায় নিপাতিত হইলেন। প্রধান প্রধান বানরগণ এইরূপে পতিত হইলে অসংখ্য বানর-সৈন্য কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। শৈলসদৃশ বানরগণ লম্ফ দিয়া তাঁহার শরীরে আরোহণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহুপ্রহারে রাক্ষসবীরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যেরূপ সহজাত বৃক্ষে গিরিবর শোভিত হয়, তাহার ন্যায় বানরগণ পর্ব্বততুল্য রাক্ষসরাজের শরীরে আরূঢ় হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা পাইল। তখন ভীমকায় কুম্ভকর্ণ গরুড় যেরূপ সর্পদিগকে ভক্ষণ করেন, তাহার ন্যায় বাহু দ্বারা বানরদিগকে ধরিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ পাতালসন্নিভ তদীয় মুখগহ্বরে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র নাসিকা এবং কর্ণবিবর দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ ক্রমশঃ বানরসৈন্য ভক্ষণ ও সরোষে তাহাদিগকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে রণস্থলী শোণিত-নদীতে পরিণত হইল। তিনি বানরসৈন্যমধ্যে কল্পান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইন্দ্র বজ্রধারণে যেরূপ শোভান্বিত হন, পাশ-হস্তে যমের যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় শূল-ধারণে কুম্ভকর্ণের চমৎকার শোভা হইল। যেরূপ প্রচণ্ড নিদাঘে প্রদীপ্ত বহ্নি শুষ্ক বনকাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মহাবীর কুম্ভকর্ণ বানরসৈন্য-দহনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বানরগণ যুদ্ধে সদলে হত হইতে লাগিল। তখন তাহারা উদ্বিগ্নান্তঃ-করণে বিকৃত-স্বরে রব করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অনেক-গুলি বানর কুম্ভকর্ণ-হস্তে রণশায়ী হইল। অনেকে সবিশেষ আহত হইয়া ব্যথিতান্তঃকরণে রাঘবের শরণ গ্রহণ করিল। ২৪-৪১।

এই সময়ে বালিপুত্র বলবান্ অঙ্গদ সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া সবেগে কুম্ভকর্ণের অগ্রে ধাবিত হইলেন। তিনি বিপুল শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের অনুগামী রাক্ষসদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তাঁহার শিরোপরি ঐ শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। নিদারুণ গিরিশৃঙ্গ-প্রহারে ব্যথিত হইয়া বীরবর কুম্ভকর্ণ ভীষণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্গদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুম্ভকর্ণ বানরগণকে বিত্রাসিত করিয়া অঙ্গদের উদ্দেশে শূল পরিত্যাগ করিলেন। যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শী কপিবর শূলকে আসিতে দেখিয়া আপনার শরীর লঘু করিয়া দূরে অপসৃত হইয়া সেই শূল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীরবর অঙ্গদ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসের বক্ষে গুরুতর চপেটাঘাত করিলেন, ঐ আঘাতে পর্ব্বতোপম কুম্ভকর্ণ মোহ প্রাপ্ত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র কোনওরূপে সংজ্ঞা লাভ করিয়া উপহাস পূর্ব্বক অঙ্গদকে এক মুষ্টি-প্রহার করিলেন। নিদারুণ আঘাতে বীরবর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ মুষ্টি-প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে রাক্ষসবীর শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। বানরাধিপতি সুগ্রীব কুম্ভকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া লম্ফ প্রদান করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে শৈলাগ্র গ্রহণ করিয়া রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করত সবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সুগ্রীবকে বীরদর্পে আসিতে দেখিয়া কুম্ভকর্ণ হস্তপদ প্রসারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সে সময়ে সুগ্রীব দেখিলেন, রাক্ষস-বীরের শরীর কপি-শোণিতে সংলিপ্ত, তিনি বানরসৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতেছেন। ৪২-৫৪।

দর্শনমাত্রে বানররাজ কহিলেন, "হে বীর! তুমি অস্মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণকে নিপাতিত করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, আমাদের অনেক সৈন্য তোমার মুখগহ্বরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; বলিতে কি, তুমি এ কার্য্যে অনুপম যশোলাভ করিয়াছ। অতএব তুমি এক্ষণে বানরদিগকে পরিত্যাগ কর; প্রাকৃত জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার কি হইবে? হে রাক্ষস! যদি যুদ্ধ-বাসনা থাকে, তবে আমি এই গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছি, তুমি আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর।" ৫৫-৫৬।

বানররাজের বলদর্প-সমন্বিত এই কথা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ বলিতে লাগিলেন, "তুমি প্রজাপতির পৌত্র; ঋক্ষরাজের পুত্র। হে বানর! তুমি ধৈর্য্য ও বীর্য্যসম্পন্ন, সেই জন্য এতদূর আস্ফালন করিতেছ।" অনন্তর বানররাজ রক্ষোরাজানুজের কথা শ্রবণ করিয়া গিরিশৃঙ্গ বিঘূর্ণিত করিয়া, তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রাশনিতুল্য শৈলশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। উহা রাক্ষসের বিশাল ভুজান্তর স্পর্শ করিবামাত্র ব্যর্থ হইয়া গেল; তদ্দর্শনে বানরগণ বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসগণ পরমোল্লাসে সিংহনাদ করিতে লাগিল। শৈলশৃঙ্গের তাড়নায় কুম্ভকর্ণ রোষাবিষ্ট হইলেন; তিনি মুখব্যাদান করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর

ক্ষণকালমধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশ শূল ধারণ ও বিঘূর্ণন করিয়া উহা সুগ্রীবের প্রাণসংহারার্থে নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে পবননন্দন হনূমান্ সবেগে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক স্বর্ণদামনিবদ্ধ সেই শাণিত শূল দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মহাবীর হনূমান্ লৌহনির্ম্মিত গুরুভার শূল আপনার জানুদেশে স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিলেন, তদ্দর্শনে বানরগণের আনন্দের সীমা রহিল না। বানর-বাহিনী হনূমানের হস্তে শূল ভগ্ন দেখিয়া আনন্দে বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহারা ঘোররবে সিংহনাদ করিল এবং শূল দ্বিখণ্ড হইয়াছে দেখিয়া, মারুতির যথোচিত সাধুবাদ ও সম্মাননা করিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ শূলের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং মলয়াচলের শৃঙ্গ উৎপাটন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সুগ্রীবকে প্রহার করিলেন। বানরেন্দ্র সেই নিদারুণ প্রহারে বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া ভূমিশায়ী হইলেন, দেখিবামাত্র কুম্ভকর্ণ প্রহৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ মেঘকে লইয়া যায়, তাহার ন্যায় বীর কুম্ভকর্ণ ঘোরবিক্রম সুগ্রীবকে লইয়া অপসৃত হইলেন। কুম্ভকর্ণের আকৃতি পর্ব্বতের ন্যায়, তিনি মহামেঘের ন্যায় সুগ্রীবকে ধারণ করিয়া উন্নত শৃঙ্গশালী সুমেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সুরগণ বানররাজের এই অবস্থা দর্শন করিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও সুরগণের তুমুল নিনাদ শ্রবণ-পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রবীর্য্য রাক্ষসেন্দ্র হরীন্দ্রকে হরণ করিয়া লইয়া এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, এই বানর বিনষ্ট হইলে সমস্ত সৈন্যের সহিত রামের মৃত্যু সুনিশ্চিত। যখন কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, যখন বানর-সৈন্যগণ সভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল দেখিলেন, সেই সময়ে বীরবর হনূমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমাদের রাজা শত্রুহস্তে নিপতিত, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য? যাহা হউক, এক্ষণে যাহা সঙ্গত আমাকে নিঃসন্দেহ তাহা করিতে হইবে। আমি এক্ষণে পর্ব্বততুল্য দেহ ধারণ করিয়া রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিব। আমি দেখিতেছি, আমার হস্তে মুষ্টিপ্রহারে যুদ্ধে বিশীর্ণকলেবরে কুম্ভকর্ণ নিহত এবং বানররাজ উন্মুক্ত হইলে, সমগ্র বানরসৈন্যের উল্লাসের সীমা থাকিবে না। অথবা আমারই বা এরূপ করিবার প্রয়োজন কি? বানর-রাজ মনে করিলে নিজ পৌরুষ-প্রভাবে স্বয়ং মুক্ত হইতে পারেন। যদি সুর, অসুর বা উরগের হস্তে ইনি পতিত হন, তাহা হইলেও কেহ ইঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। বোধ হয়, বানররাজ এখনও শৈলাঘাতে মূর্চ্ছিত রহিয়াছেন, সেই জন্য তিনি নিজের অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি এখনই চৈতন্যলাভ করিয়া আপনার নিজের এবং বানরগণের পক্ষে যাহা হিতকর, তাহা করিতে ত্রুটি করিবেন না। যদি আমি আত্মবিক্রমে মহাত্মা সুগ্রীবকে মুক্ত করি, তাহা হইলে হয় ত তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন এবং জগৎ জুড়িয়া তাঁহার এই অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইতে থাকিবে। অতএব আমি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করি, তিনি স্বয়ং কুম্ভকর্ণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আত্মবিক্রম প্রদর্শন করিবেন। এক্ষণে বানরসৈন্যগণ নানাদিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আমি ইহাদিগকে প্রবোধিত করি। ৫৭ ৮০।

মারুতি এই চিন্তা করিয়া বানরসৈন্যগণকে সমাশ্বস্ত করিলেন। এদিকে কুম্ভকর্ণ স্পন্দনবিশিষ্ট সুগ্রীবকে ধারণ করিয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন। বিমান, রথ্যাগৃহ ও পুরদ্বারস্থ সকলে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তদীয় মস্তকে উৎকৃষ্ট কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব রাজপথের সুশীতল বায়ু, লাজগন্ধ ও জলসেকে ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি বলবান্ কুম্ভকর্ণের বাহু-বেষ্টনে বদ্ধ থাকিয়া অতি কষ্টে চৈতন্য লাভ করিয়া লঙ্কার রাজপথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যাহা হউক, আমি যখন সম্পূর্ণরূপে শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছি, তখন যাহাতে বানরগণের ইষ্ট ও হিতকর কার্য্য সংসাধিত হয়, আমার পক্ষে তাহা করা আবশ্যক।' অনন্তর মহাবল সুগ্রীব তীক্ষ্ণ দশন ও নখাঘাতে সত্বর কুম্ভকর্ণের নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করিলেন এবং চরণ-প্রহারে উহাঁর দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। নখদন্তে রাক্ষসবীরের নাসাকর্ণ ছেদন এবং পার্শ্বদেশ বিদারণ-নিবন্ধন কোপে কলেবর কম্পান্বিত হইল। তৎকালে তাঁহার দেহে অজস্র রক্তধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বানরকে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পেষণ করিতে লাগিলেন। যদিও সে সময়ে রাক্ষসগণ সুগ্রীবকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কন্দুকের ন্যায় সবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কুম্ভকর্ণ একে নাসাকর্ণ-বিহীন, তাহার উপর শরীর হইতে অনবরত রুধিরধারা বিগলিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তৎকালে মহাকায় মহাবীর অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইলেন, ক্রোধে তাঁহার মূর্ত্তি বিকটতর হইয়া উঠিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণের আকৃতি নীলাঞ্জনবৎ কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় তাঁহার শোভা অনুপম; তিনি যুদ্ধার্থে পুনর্ব্বার মনঃসংযোগ করিলেন। বীরবর সুগ্রীব প্রস্থান করিলে পর সুররাজশত্রু কুম্ভকর্ণ সক্রোধে রণস্থলে প্রধাবিত হইলেন। তিনি নিরস্ত্র বলিয়া সে সময়ে ঘোর গদা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বানরসৈন্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং যুগান্তকালীন অগ্নি যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়া প্রজাগণকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় বানরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রক্তমাংসভোজনে লোভ অতিশয় প্রবল, এজন্য তিনি ক্ষুধিতাবস্থায় বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বানর ও ঋক্ষদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; অজ্ঞাতে অনেক রাক্ষস ও পিশাচও তাঁহার উদরসাৎ হইল। তিনি সক্রোধে এক, দুই, তিন অথবা ততোধিক বানরগণকে রাক্ষসদিগের সহিত এক হস্তে গ্রহণ করিয়া মুখ-মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে মেদ ও রক্তধারায় তাঁহার শরীর আপ্লুত হইল; বানরগণ পর্ব্বতশৃঙ্গাগ্রে তাঁহাকে প্রহার করি-করিলেও তিনি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। তখন কপিসৈন্য ভয়সন্ত্রস্ত-মনে রামের শরণাপন্ন হইল। এদিকে কুম্ভকর্ণ সপ্ত, অষ্ট, বিংশ ও ত্রিংশৎটি বানর ভুজপঞ্জরে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে উদরসাৎ করিতে করিতে রণভূমিতে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন। রাক্ষসবীরের শরীর মেদ, বসা ও রক্তে অনুলিপ্ত, কর্ণ অন্ত্রনাড়ীমাল্যে গ্রথিত, দশন সুতীক্ষ্ণ। তিনি মহাপ্রলয়ে বর্দ্ধিত করালমূর্ত্তি কালের ন্যায় বানরগণের প্রতি শূল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৮১-৯৯।

এই সময়ে সুমিত্রানন্দন মহাবলবান্ লক্ষ্মণ রোষাবেশে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গোধাঙ্গুলিত্রে বীরবেশে সুশোভিত। তিনি কুম্ভকর্ণের প্রতি সপ্ত শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার অসংখ্য শরবর্ষণ করিলেন। সেই অস্ত্রপ্রহারে নিপীড়িত হইয়া কুম্ভকর্ণ

আপনার বিক্রম-প্রভাবে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বায়ু যেরূপ সন্ধ্যাকালীন মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দেয়, তাহার ন্যায় সুমিত্রানন্দন কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া রাক্ষসের সুবর্ণময় শুভ্র কবচ শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। নীলাঞ্জন-মূর্ত্তি কুম্ভকর্ণ স্বর্ণভূষণ শরজালে বিদ্ধ হইয়া মেঘমণ্ডল যেরূপ মার্ত্তণ্ড-প্রভা আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসবীর মহাবীর লক্ষ্মণকে মেঘগম্ভীরস্বরে অবজ্ঞাসূচক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আমি অনায়াসে অন্তককেও পর্য্যন্ত পরাস্ত করিয়াছি, তাহাতে তুমি যখন নির্ভয়ে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ, তখন তোমার বীরত্বে ধন্যবাদ! বলিতে কি, আমি তোমার সাক্ষাতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান; যুদ্ধের কথা কি, তুমি যে সম্মুখে তিষ্টিয়া আছ, ইহাই তোমার গৌরব। তুমি যেরূপে সম্মুখীন আছ, ঐরাবতারূঢ় দেবেন্দ্রও সুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি বয়সে বালক হইলেও তোমার শৌর্য্যবীর্য্যে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তুমি অনুমতি দাও, আমি রামের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করি। তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে, রামকে বিনষ্ট করাই আমার প্রধান লক্ষ্য; কারণ, তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলে, অবশিষ্ট সকলেই বিনষ্ট হইবে। আমার হস্তে রামের মৃত্যু ঘটিলে অন্য যাহারা জীবিত থাকিবে, আমি সর্ব্বসংহারিণী শক্তির আশ্রয়ে সকলকেই সংহার করিব।" ১০০-১১১।

কুম্ভকর্ণ এইরূপ গর্ব্বপূর্ণ ঘোরতর কথা কহিলে সৌমিত্রি সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, "হে বীর! তুমি যে ইন্দ্রাদি দেবগণের দুষ্প্রধর্ষ পৌরুষ-প্রাপ্তির কহিলে, এ কথা সত্য বলিয়া অবধারণ করি, তোমার পরাক্রমে প্রভাবের পরিচয় পাইলাম। ঐ দেখ, মহাবীর রামচন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান আছেন।" লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ তদ্বাক্যে অনাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন এবং মেদিনীকে প্রকম্পিত করিয়া রামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর দাশরথি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই ভীষণ শর-নিক্ষেপে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষস রামশরে বিদ্ধ হইয়া সহসা তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। সে সময় কুম্ভকর্ণের শরীর ক্রোধে স্ফীত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখগহ্বর হইতে অঙ্গার সহিত অগ্নিশিখা উদ্গত হইল। তিনি বানরদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদে প্রধাবিত হইলেন। এই সময়ে রামনিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরজালে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইল এবং তাঁহার গদা হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল, অন্যান্য অস্ত্র সকল নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। যখন বীরবর নিরস্ত্র হইলেন, তখন মুষ্টি ও চপেটাঘাতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেরূপ পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণ-ধারা নিঃসৃত হয়, সে সময়ে শরপ্রহারে কুম্ভকর্ণের শরীর বিদ্ধ হইয়া সেইরূপ রক্তধারা পড়িতে লাগিল। তিনি তীব্রকোপাবেশে রক্তাক্তকলেবরে সংগ্রামস্থলে বানর, রাক্ষস ও ঋক্ষদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্তকোপম ভীমপরাক্রম রাক্ষসবীর ভীষণ অগ্নিশূল সবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিকটে উপস্থিত হইতে না হইতে, রামচন্দ্র শরাসনে শরসন্ধান করিয়া দীপ্ত শরে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভরতাগ্রজ স্বর্ণপুঙ্খ শরনিক্ষেপে রক্ষোরাজানুজের বর্দ্ধচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাম-শরে গিরিশৃঙ্গ দুই শত বানরকে নিপাতিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ১১২-১২৬।

ইত্যবসরে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিয়া রামকে কহিলেন, "এইন্দ্রিবৃত্ত নিশাচর শোণিত-সৌরভে অন্ধপ্রায় হইয়াছে; কে বানর, কে রাক্ষস, ইহার সে জ্ঞান নাই; সুতরাং যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই ভক্ষণ করিতেছে। এক্ষণে বানরগণ উহার শরীরে আরোহণ করুক, যুথপতিগণ আপনাদের মর্য্যাদানুসারে উহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকুক। আমার বিবেচনায় দুর্ম্মতি গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে অন্য কাহাকে ভক্ষণ করিতে পারিবে না।" রাজপুত্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া বানরমণ্ডলী প্রহৃষ্ট-মনে কুম্ভকর্ণের উপরে গিয়া আরোহণ করিল। রাক্ষসবীর বানরগণের এরূপ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, দুষ্ট হস্তি যেরূপ হস্তিপককে ফেলিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করে, তাহার ন্যায় সবেগে বানরদিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বানরগণকে কম্পিত দেখিয়া, কুম্ভকর্ণ রুষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া সবেগে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষসের অগ্রে ধাবমান হইলেন। তিনি রোষাবেশে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাক্ষসকে দগ্ধ করিয়া যেন যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত হইলেন, তখন কুম্ভকর্ণ-বলার্দ্দিত সৈন্যগণের আনন্দের সীমা রহিল না। মহাবীর রামের হস্তে সর্পাকার বিচিত্র শরাসন, স্কন্ধদেশে শরসংযুক্ত তূণীর, তিনি বানরগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। দুর্জ্জয় বানরবীরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল, সৌমিত্রি অনুচরভাবে তৎপশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন। তিনি সম্মুখে কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মস্তকে কিরীট, শরীর শোণিতাক্ত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমবর্ণ। তাঁহার সঙ্গে অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্য, তিনি সক্রোধে বানর-সৈন্য অন্বেষণ করিতেছেন, দিগ্‌হস্তী যেরূপ রুষ্ট হয়, তাহার ন্যায় রাক্ষসবীর সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছেন। তাঁহার আকৃতি বিন্ধ্য ও মন্দরাচলের ন্যায়, সুবর্ণ অঙ্গদ তাঁহার অলঙ্কার, তদীয় মুখ হইতে অনবরত রুধিরধারা নিপতিত হইতেছে, দেখিলে বর্ষাকালের মেঘ বলিয়া বোধ হয়। তিনি জিহ্বা দ্বারা রক্তাক্ত সৃক্কণীদ্বয় বারংবার লেহন করিতেছেন; আকৃতি কালান্তক যমের ন্যায়, অনবরত বানরসৈন্য সংহার করিতেছেন. পুরুষপুঙ্গব রাম প্রদীপ্তানল বহ্নির ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি রাক্ষসকে দর্শন করিয়া ধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর রামের ঘোর ধনুষ্টঙ্কার শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং ঐ ঘোর শব্দ অসহ্য হওয়াতে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর বাতোদ্ধূত মেঘতুল্য, ভুজঙ্গদেহবৎ দীর্ঘবাহু, পর্ব্বতাকার, মহাকায় কুম্ভকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীরাম কহিলেন, "হে বীর! এই আমি শরাসন ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছি, তুমি আইস, বিষণ্ণ হইও না; জানিও, আমিই রাক্ষসকুলের কৃতান্ত, তুমি মুহূর্ত্তকালমধ্যেই আমার হস্তে নিপাতিত হইবে।" তখন রাক্ষসেন্দ্র ইহাকে রাম বলিয়া জানিতে পারিয়া বিকৃতস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বানর সৈন্যগণকে অস্থির করিয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীর বানরগণের হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক জলদ-গম্ভীরস্বরে বিকট হাস্যে কহিতে লাগিলেন, "আমি বিরাধ বা কবন্ধ নহি, আমাকে খর বলিয়া মনে করিও না; অধিক কি বলিব, আমি

বালি বা মারীচ নহি, আমি কুম্ভকর্ণ। তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। আমি যে মুদ্গর-প্রভাবে পূর্ব্বকালে দেবতা ও দানবগণকে নির্জ্জিত করিয়াছি, আমার এই সেই লৌহময় প্রকাণ্ড মুদ্গর দেখ। আমার নাসা-কর্ণ ছেদন হইয়াছে বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না; জানিও, ইহাতে আমার কোনও কষ্টই নাই। হে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন! তুমি আমাকে তোমার শরীরের বল-বীর্য্য প্রদর্শন কর; প্রথমে তোমার শক্তির পরিচয় পাইয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ করিব।" তখন রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণের কথা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি সুবর্ণ-পুঙ্খ সায়ক সকল নিক্ষেপ করিলেন, বীরবর বজ্রসার সায়ক-প্রহারে আহত হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। যে সকল শর সপ্তশাল বিদীর্ণ করিয়াছিল, যাহার আঘাতে বানরপুঙ্গব বালি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই শর সকল কুম্ভকর্ণের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না। তিনি বারিধারার ন্যায় অনায়াসে বাণবর্ষণ সহ্য করিলেন। তদনন্তর উগ্র মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া রামের শরবেগ নিবারণ করিলেন। পরে রাক্ষসবীর রক্তাক্ত সুরসৈন্যের ভীতিজনক সেই বিশাল মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া রামের সাক্ষাতে বানরগণের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, ঐ নিদারুণ প্রহারে তাঁহার বাহু রাম-শরে ছিন্ন হইলে তিনি ঘোররবে চীৎকার করিতে লাগিলেন; গিরিশৃঙ্গসদৃশ মুদ্গরধারী সেই রাক্ষসবাহু রাম-শরে ছিন্ন হইয়া যেমনি বানর-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল, অমনি বানর-সৈন্য বিনষ্ট হইল। তখন হতাবশিষ্ট বানরগণ রাক্ষসের প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া বিষণ্ণভাবে এক পার্শ্বে অবস্থান করিয়া রামের সহিত কুম্ভকর্ণের তুমুল যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। মহাসি-প্রহারে অগ্রভাগ কর্ত্তিত হইলে অচলেন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় কুম্ভকর্ণ ছিন্নবাহু হইয়াও অপর করে এক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রামচন্দ্র স্বর্ণ-খচিত ঐন্দ্রাস্ত্র-প্রয়োগে রাক্ষসের সর্পদেহবৎ শালবৃক্ষ-সমেত সমুন্নত হস্ত ছেদন করিলেন। অচল-সন্নিভ সেই ছিন্ন বাহু ভূমিতে নিপতিত হইয়া নানা প্রকার ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বৃক্ষ, শৈল, শিলা, বানর ও রাক্ষসগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল; এই সময়ে রামচন্দ্র ছিন্নবাহু রাক্ষসকে সিংহশব্দ করিতে দেখিয়া দুইটি সুশাণিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-নিক্ষেপে তাঁহার পদদ্বয় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পদদ্বয় তৎক্ষণাৎ দিক্‌, বিদিক্‌, গিরিগুহা, মহাসমুদ্র ও লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। রাহু যেরূপ অন্তরীক্ষে চন্দ্রের প্রতি আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় কুম্ভকর্ণ উৎকট গর্জ্জন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে তাঁহার বাহু ছিন্ন ও চরণ খণ্ডিত; তিনি বড়বার মুখের ন্যায় মুখব্যাদান পূর্ব্বক ধাবিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র স্বর্ণপুঙ্খ-বিশিষ্ট শিতাগ্র শর-নিক্ষেপে রাক্ষসের মুখকুহর পূর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্‌শক্তি রহিত; তিনি অতিকষ্টে অব্যক্ত শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রামচন্দ্র সূর্য্যকিরণসদৃশ কালকল্প প্রখর দীপ্তিশালী ব্রহ্মদণ্ডতুল্য ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং কুম্ভকর্ণের প্রতি ঐ বায়ুবেগগামী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর স্বর্ণপুঙ্খবিশিষ্ট, দেখিতে প্রদীপ্ত সূর্য্যতুল্য, উহার বেগ ইন্দ্রের বজ্রতুল্য। উহার বিক্রম বজ্রবৎ, উহার তেজ বিধূম বহ্নির ন্যায়, উহা দেখিতে অতিশয় ভীষণ। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া চলিল। যেরূপ পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তিনি কুম্ভকর্ণের মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। উহা ভীষণ দশনে বিভাসিত এবং চারুকুণ্ডলে সমলঙ্কৃত, দেখিতে মহাপর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য। রাত্রিকালে সূর্য্য সমুদিত এবং চন্দ্র ম্লান হইলে তন্মধ্যে যেরূপ শোভা হয়, কুম্ভকর্ণের সকুণ্ডল মস্তকও সেইরূপ শোভিত হইল। যে সময়ে রামের নিদারুণ শরে রাক্ষস কুম্ভকর্ণের পর্ব্বতাকার শির পতিত হইল, সেই সময়ে লঙ্কার রথ্যাগৃহ, পুরদ্বার ও উচ্চপ্রাকার সকল ভগ্ন হইয়া পড়িল। হিমালয়-সদৃশ কুম্ভকর্ণের বিশাল দেহ সবেগে সমুদ্রে নিপতিত হইল এবং নক্র, কুম্ভীর, মৎস্য ও উরগদিগকে মর্দ্দন করিয়া ক্রমে অতল জলধির তলস্পর্শ করিল। দেবতা ও ব্রাহ্মণের শত্রু মহাবল কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট হইলে মহী, মহীধর এবং অন্যান্য জীব-জন্তু বিচলিত হইল এবং সুরগণ সানন্দে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামের অপ্রতিম পরাক্রমে দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, সুর, পক্ষী, গুহ্যক, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া অসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের বিনাশ-দর্শনে হস্তিগণ যেরূপ সিংহ-দর্শনে ভীত হয়, তাহার ন্যায় রামকে দেখিয়া ব্যথিতান্তঃকরণে তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সূর্য্য যেরূপ রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া আবির্ভূত হন, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া দেবগণের ভয় নিবারণ পূর্ব্বক বানর-সৈন্যমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। সে সময়ে বানরগণের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমলের শোভা ধারণ করিল, তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। তখন তাহারা সকলে জগৎপূজ্য রামের পূজা করিতে লাগিল। বীরবর কুম্ভকর্ণ তুমুল যুদ্ধে কখনও পরাজিত হন নাই, তিনি সুরবলপ্রমাথী। সুরপতি যেরূপ মহাসুর বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রাবণারি রাবণ-ভ্রাতার প্রাণবধ করিয়া পুলকিত হইলেন। ১২০-১৭৭।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণবধে রাবণের বিলাপ।

অনন্তর রাক্ষসগণ মহাত্মা রাঘবের হস্তে কুম্ভকর্ণকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসেশ্বরকে এই সংবাদ জানাইল। তাহারা কহিল, "হে রাজন্! কৃতান্ততুল্য কুম্ভকর্ণ কালধর্ম্মে প্রেরিত হইয়া বানরসৈন্য মুহূর্ত্তকালে ভক্ষণ ও তাহাদিগকে বিদ্রাবণ করিয়া রামের তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর কবন্ধমূর্ত্তি সমুদ্রে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ও নিমগ্ন হইয়াছে। তাঁহার কর্ণ-নাসিকা বিকৃত, শরীর রক্তাক্ত, তিনি এ অবস্থায় লঙ্কার দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। অধিক কি বলিব, তোমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ রাম-শরে নিপীড়িত ও হস্তপদ-বিহীন হইয়া দাবদগ্ধ দ্রুমের ন্যায় অনাবৃত-দেহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" লঙ্কাধিপতি দশানন মহাবল ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইল। তখন দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যের নিধন-সংবাদ-শ্রবণে শোকাতুর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব ইহাঁরা বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর

রক্ষোনাথ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া, কুম্ভকর্ণ-বধ-নিবন্ধন দীনভাবে আকুলমনে রোদন করিতে লাগিল; সে বলিতে লাগিল, "হা বীর! হা রিপুকুলঘাতিন্! হা মহাবল কুম্ভকর্ণ! তুমি সহসা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দৈবের ঘটনায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে! হে মহাবল! তুমি আমাকে ও আমার আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়স্থিত শল্য-সমুদ্ধার না করিয়া আমাকে পরিত্যাগ ও শত্রু-সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিয়া একাকী কোথায় গমন করিলে? হায়! আমি এক্ষণে জীবিত নাই! যাহার ভুজবলাশ্রয়ে আমি সুরাসুর কাহাকেও ভয় করি নাই, সেই আমার দক্ষিণহস্ত পতিত হইয়াছে! যে ব্যক্তি দেবতা ও দানবের দর্পহারী, যে দেখিতে প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য, এতাদৃক্ বীর্য্যসম্পন্ন সেই কুম্ভকর্ণ অদ্য রামের বাণে বিনষ্ট হইল! বজ্র যাঁহার শরীরে কষ্ট দিতে পারিত না, হায়! তিনি আজ রাম-শরে প্রসুপ্ত! কি আশ্চর্য্য! আজ দেবগণ ঋষিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া গগনে অবস্থিতি করিয়া কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে সহর্ষে কোলাহল করিতেছে। এখন হইতে বানরগণ অবসর বুঝিয়া হৃষ্টমনে চতুর্দ্দিক্ হইতে লঙ্কার দুর্গে ও দ্বারে আরূঢ় হইবে। যাহা হউক, আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, সীতাতেই বা আমার কি প্রয়োজন? বলিতে কি, কুম্ভকর্ণ-বিহীন জীবন-ধারণে আমার বাসনা নাই। আমি যদি এক্ষণে ভ্রাতৃহন্তা রামকে যুদ্ধে নিপাতিত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার মরণই শ্রেয়ঃ, বৃথা জীবন-ধারণে কোনও ফল নাই। হায়! যেখানে আমার অনুজের অবস্থিতি, আমি আজ সেইখানেই গমন করিব; ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ক্ষণকালও জীবন-ধারণ করিতে পারিতেছি না। হে কুম্ভকর্ণ! তুমি যখন হত হইয়াছ, তখন দেবগণ পূর্ব্বাপকারী আমাকে দেখিয়া উপহাস করিবে। আমি এক্ষণে তোমার অভাবে কিরূপে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিব? আমি যে মোহ-প্রযুক্ত বিভীষণের হিতকর কথায় কর্ণপাত করি নাই, এক্ষণে তাহার ফল আমাতে ফলিল। যাবৎ কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের নিধন-সংবাদ শুনিয়াছি, তাবৎ বিভীষণের কথা আমাকে লজ্জিত করিতেছে। আমি যে ধার্ম্মিক বিভীষণের কথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, এক্ষণে তাহার শোকজনক এই ভয়ানক পরিণাম উপস্থিত।" সে সময়ে রাবণ ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া শোকাকুলমনে দীনভাবে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল; অবশেষে শোকাবেগ প্রবল হওয়াতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১-২৪।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

নরান্তক-বধ।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ শোকাভিভূত হইয়া বিলাপে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিশিরা তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "অমিতবলশালী আমাদিগের মধ্যম তাত রামের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, প্রাকৃত লোকের ন্যায় তাঁহার উদ্দেশে ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নহে। হে প্রভো! আপনার বল-বিক্রম বিশ্ব-বিজয়ে সমর্থ, অতএব আপনি সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিতেছেন কেন? আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি, কবচ, শর ও শরাসন আছে, আপনার সহস্র গর্দ্দভবিশিষ্ট মেঘরবতুল্য রথও বর্ত্তমান। আপনি সর্ব্বায়ুধ-সম্পন্ন, আপনি শস্ত্র-বলে দেবতা ও দানবদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে রামকে শাসন করা আপনার আবশ্যক। মহারাজ! আপনি গৃহে অপেক্ষা করুন, গরুড় যেরূপ পন্নগদিগকে পরাস্ত করেন, তাহার ন্যায় আমি যুদ্ধযাত্রা করিয়া আপনার শত্রু-সংহার করিব। শচীপতির হস্তে শম্বরাসুরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, বিষ্ণু যেরূপ নরকাসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আমি যুদ্ধে রামকে শায়িত করিব।" রাক্ষসনাথ রাবণ ত্রিশিরার কথা শ্রবণ করিয়া কাল-প্রেরিত হইয়া আপনার যেন পুনর্জ্জন্ম ঘটিয়াছে, মনে করিল। তখন ত্রিশিরার কথায় দেবান্তক, নরান্তক ও অতিকায় সকলেই যুদ্ধার্থে আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রান্ত রাবণের পুত্রগণ 'আমি অগ্রে, আমি অগ্রে, এই কথা বলিয়া ঔৎসুক্য জানাইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উঁহারা সকলেই অন্তরীক্ষচর, মায়াবিদ্যা-বিশারদ, রণদুর্ম্মদ ও দেবদর্পহারক; সকলেই বল-বীর্য্যশালী এবং বীর বলিয়া ঘোষিত। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও উরগ যাহাদের সহিত উঁহাদের যুদ্ধ-ঘটনা ঘটুক না, জয় ভিন্ন পরাজয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। অস্ত্র-শস্ত্রচালনায় সকলেই নিপুণ এবং যুদ্ধপারদর্শী, উঁহারা বিজ্ঞানবলে সুপণ্ডিত এবং বরলাভে দর্পিত। অমরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া অমরনাথ যেরূপ শোভিত হন, তাহার ন্যায় সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শত্রুনাশন পুত্রগণে পরিবেষ্টিত রাক্ষসরাজ শোভা পাইতে লাগিল। রাবণ পুত্রদিগকে আলিঙ্গন করিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিল এবং প্রশস্ত আশীর্ব্বচন-প্রয়োগে তাঁহাদিগকে যুদ্ধগমনে বিদায় দিল। সে যুদ্ধোন্মত্ত বীরবর মহোদর ও মহাপার্শ্বকে কুমারদিগের রক্ষাবিধানের জন্য নিয়োগ করিয়া পাঠাইল। তাঁহারা মহাত্মা রাবণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রাজকুমারগণ সর্ব্বৌষধি ও মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া সংগ্রাম-বিজয়-বাসনায় নির্গত হইলেন। যুদ্ধের জন্য ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর ও মহাপার্শ্ব, এই ছয় বীর প্রস্তুত হইলেন। বীর মহোদর নীলজীমূতসঙ্কাশ ঐরাবত-কুলপ্রসূত সুদর্শন হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; তাঁহার হস্তে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র। তিনি গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ত্রিশিরা দিব্যাশ্ব-সংযোজিত নানাস্ত্রপূর্ণ শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলেন। তিনি ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া ইন্দ্রধনুলাঞ্ছিত, বিদ্যুদ্বিশোভিত, উল্কাবিশিষ্ট, জ্বালা-করাল জলদের রূপ ধারণ করিলেন। তিনটি স্বর্ণচূড়ায় হিমাচলের শোভা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় ত্রিশিরা তিনটি কিরীট ধারণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধারী-দিগের অগ্রগণ্য রাবণ-পুত্র অতিতেজস্বী অতিকায় শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুগঠিত, উহা অনুকর্ষ ও কুবর নামক অঙ্গবিশেষে সুশোভিত, উহাতে শর, শরাসন, প্রাস, অসি ও পরিঘ সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে। বীরবর অতিকায়ের শিরে কাঞ্চনময় বিচিত্র মুকুট, তিনি নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। সুমেরু যেরূপ আপনার প্রভায় প্রভাবিত হয়, তাহার ন্যায় তিনি অনুপম শোভা পাইতে লাগিলেন। সুরপতি যেরূপ সুরমণ্ডলে বেষ্টিত থাকেন, তাহার ন্যায় মহাবল রাজপুত্র রাক্ষসবীরে সংবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। বীর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ শ্বেতবর্ণ, স্বর্ণ-ভূষণ,

মনের ন্যায় বেগগামী এক বৃহৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন। জলন্ত প্রাসই তাঁহার অস্ত্র। শিখিপৃষ্ঠারূঢ় বীর কার্ত্তিকের হস্তে শক্তি-ধারণে যেরূপ শোভিত হন, নরান্তকের শোভাও সেইরূপ হইল। রাক্ষস দেবান্তক হেমভূষণ পরিঘ ধারণ করিয়া, সমুদ্রমন্থন-সময়ে বিষ্ণু যেরূপ বাহু দ্বারা মন্দরাচলকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। মহাতেজা মহাপার্শ্ব গদা ধারণ করিয়া গদাধারী কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যেরূপ অমরাবতী হইতে অমর-বৃন্দ নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহার ন্যায় রাক্ষস-সৈন্য লঙ্কাপুরী হইতে যুদ্ধার্থে বিনির্গত হইল। অসংখ্য রাক্ষস-বীর গজারোহণে, তুরঙ্গে ও জলদগম্ভীররব রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। যেরূপ অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত গ্রহগণের শোভা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সূর্য্যসম তেজস্বী রাজকুমারগণ কিরীট ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, তাহা শরৎকালীন শারদ-ধবল হংসশ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজকুমারগণ 'হয় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটিবে, নয় শত্রু-দিগকে পরাজয় করিব', এই অবধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ গর্জ্জন, কেহ সিংহনাদ এবং কেহ বা বিপক্ষের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঘোরতর সিংহনাদে পৃথিবী প্রকম্পিত হইল এবং অন্তরীক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা হৃষ্টমনে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, বানরগণ শিলা ও বৃক্ষহস্তে দণ্ডায়মান আছে। বানরগণও দেখিল, রাক্ষস-সৈন্য যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্য হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ও কিঙ্কিণী-নাদিত। তাঁহাদের আকৃতি নীলমেঘতুল্য এবং হস্তে নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র, তেজ দীপ্তিবহ্নি ও সমুজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায়। বানরগণ রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থে সমাগত দেখিয়া পর্ব্বত ধারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। বানরগণের তুমুল গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া রাক্ষসগণ ভৈরবরবে গর্জ্জিয়া উঠিল। অনন্তর বানরযূথপতিদিগের ঘোররব শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ তাহা অসহ্য বোধ করিল এবং পরমানন্দে আপনারা ভীমরবে সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর বানরবীরগণ পর্ব্বত ধারণ পূর্ব্বক শিখরধারী পর্ব্বতের ন্যায় রাক্ষস-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃক্ষ ও পর্ব্বত গ্রহণ করিয়া কেহ ক্রোধভরে আকাশে উত্থিত হইল, কেহ কেহ রণভূমিতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এইরূপে শিলা-বৃক্ষ লইয়া অগ্রসর হইলে রাক্ষস ও বানর-গণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বানরগণ নিরন্তর বৃক্ষ ও শিলা-বর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ অস্ত্র-প্রয়োগে তাহা নিবারণ করিল। ক্রমশঃ উভয় পক্ষে ঘোরতর সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। শিলা-প্রহারে শিলাধারী বানরগণ সক্রোধে বর্ম্মাবৃত-দেহ রাক্ষসগণকে চূর্ণ করিতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষস-সৈন্য বানরগণের হস্তে লয় পাইতে লাগিল। অনেকের শরীর শৈলশৃঙ্গ-প্রহারে চূর্ণীকৃত হইল, মুষ্টি-প্রহারে কাহারও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপ নিদারুণ প্রহারে রাক্ষসগণ বিচলিত ও পতিত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণও তীক্ষ্ণ শর, শূল, মুদ্গর, খড়্গ, প্রাস ও শক্তি-প্রহারে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরস্পরে বিজিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমে বানর ও রাক্ষসগণের শরীর বিপুল-শোণিতে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বানর ও রাক্ষসগণের নিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ ও অস্ত্রপ্রহারে রণভূমি রক্তনদী হইয়া উঠিল। রণমদোন্মত্ত পর্ব্বতাকার বিকীর্ণ রাক্ষস-দেহে মেদিনী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরকে এবং বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে প্রহার করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ বানরদিগের হস্ত হইতে বৃক্ষ ও পর্ব্বত গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপ বানরগণও বলপূর্ব্বক রাক্ষদিগের অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানর-সৈন্য রণস্থলে ঘোরতর গর্জ্জন ও উৎকট সিংহনাদ করিতে লাগিল। বানরহস্তে রাক্ষসগণ ছিন্নধনুঃ ও ছিন্নবর্ম্মা হইয়া হত হইতে লাগিল। যেরূপ বৃক্ষের নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহার ন্যায় রাক্ষসদিগের শরীর হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বানরগণ রথ-নিক্ষেপে রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী এবং অশ্ব দ্বারা অশ্বগণকে সংহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ শিলা ও বৃক্ষবর্ষণে বানরগণ রাক্ষস-দিগকে ছিন্ন-ভিন্ন ও নিপাতিত করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানর-গণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত। রাক্ষসগণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল ও তীক্ষ্ণশর-প্রয়োগে বানরগণের নিক্ষিপ্ত পর্ব্বত ছিন্ন-ভিন্ন ও খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত ছিন্ন-ভিন্ন ও নিহত রাক্ষস-বানরে রণভূমি দুর্গম হইয়া উঠিল। বানরগণ অতিশয় বলগর্ব্বিত, যুদ্ধকার্য্যে তাহাদের স্পৃহা প্রবল; তাহারা নখ, দন্ত ও বৃক্ষশিলা-প্রহারে রাক্ষস-গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমেই তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বানরগণ জয়লাভে হৃষ্ট ও রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহর্ষি ও দেবগণ যুদ্ধকাণ্ড দেখিয়া আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসবীর নরান্তক বায়ুবৎ বেগগামী অশ্বে আরোহণ ও তীক্ষ্ণ শক্তি ধারণ করিয়া, মীন যেরূপ মহার্ণবে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীরবর রাক্ষস বানর-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়াই একাকী শত শত বানরকে প্রদীপ্ত প্রাস দ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে বিনাশ করিলেন। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অশ্বারূঢ় নরান্তককে বানর-সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত দেখিলেন। অত্যল্পকাল-মধ্যেই সেই রাক্ষসবীরের বিচরণপথ মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল, পর্ব্বতাকার বানরসৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে সময় বানরেরা বিক্রম-প্রদর্শনের ইচ্ছা করিল, সেই সময়ে মহাবীর নরান্তক শক্তি-প্রহারে তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অগ্নি যেরূপ বনরাজি দগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহার ন্যায় রাক্ষসবীর নরান্তক বানর-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বৃক্ষ ও পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক যেমনি রাক্ষসবীরের প্রতি নিক্ষেপ করিল, অমনি বীর নরান্তকও প্রাস প্রয়োগ পূর্ব্বক বজ্রাহত অচলের ন্যায় তাহা-দিগকে ব্যর্থ করিল। এইরূপে রাক্ষসবীর প্রজ্বলিত প্রাস উদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক্ পর্য্যটন পূর্ব্বক বর্ষাকালীন প্রবল বায়ুর ন্যায় সমস্ত বানর-সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বীর্য্যবান্ রাক্ষসের পরাক্রম দেখিয়া বানরগণ পলায়ন করিতে বা তিষ্ঠিতে পারিল না; যুদ্ধ করিবে কি, তাহারা ঘোর সঙ্কটে নিপতিত হইল। তাহারা অবশেষে যেই লম্ফপ্রদান করিতে বা অন্যত্র যাইতে চেষ্টা করিল, অমনি অস্ত্রাঘাতে তাহারা বিদ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসবীরের প্রাস সূর্য্য-তুল্য তেজঃসম্পন্ন, উহার আঘাতে বানর-সৈন্য নিপীড়িত হইয়া ভূমি-

শায়ী হইল, প্রাস-অস্ত্রের পতন বজ্রপাততুল্য, বানরেরা তাহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। যেরূপ বজ্রপতনে শৈলশৃঙ্গ নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় বানর-সৈন্য নিপতিত হইয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করিল। যে সকল বানর পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণের নিদারুণ প্রহারে নিপীড়িত হইয়াছিল, তাহারা এই অবসরে কপিবর সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, বানর-সৈন্যগণ নরান্তক-ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। তৎপশ্চাৎ দেখিতে পাইলেন, প্রাস হস্তে অশ্বারোহণে নরান্তক আগমন করিতেছে। ১-৮৩।

তখন বানরাধিপ সুগ্রীব অঙ্গদকে কহিলেন, "হে বীর! তোমার পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য, তুমি একজন বীর বলিয়া গণ্য। তুমি সম্মুখে যে রাক্ষসকে অশ্বারোহণে বানর-সৈন্যগণকে ক্ষুভিত করিতে দেখিতেছ, সত্বর উহার নিকটে গমন করিয়া উহার প্রাণ বিনাশ কর। তখন বীরবর অঙ্গদ সুগ্রীবের কথানুসারে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মেঘ হইতে সূর্য্য যেরূপ প্রকাশিত হন, তাহার ন্যায় অঙ্গদ মেঘসদৃশ সৈন্য হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া রাক্ষস-সৈন্যমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অঙ্গদের আকৃতি নিবিড় শৈলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার হস্তে সুবর্ণময় অঙ্গদ, তিনি দেখিতে ধাতুময় অচলের ন্যায়। তাঁহার হস্তে অস্ত্রাদি কিছুই নাই, নখ ও দন্তই তাঁহার অস্ত্র। তিনি নরান্তকের নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "এই সমস্ত সামান্য বানরদিগের সহিত যুদ্ধে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি বজ্রবৎ সারবান্ তোমার প্রাস আমার বক্ষে প্রহার কর।" ৮৪-৮৯।

নরান্তক অঙ্গদের কথায় প্রফুল্ল হইলেন এবং দন্ত দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সত্বর অঙ্গদের সম্মুখীন হইলেন। তিনি সহসা সেই জ্বলন্ত প্রাস অঙ্গদের বজ্রকল্প বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। স্পর্শমাত্রে প্রাস চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। গরুড় যেরূপ সর্পের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করে, তাহার ন্যায় প্রাস চূর্ণীকৃত দেখিয়া নরান্তকের অশ্বশিরে এক চপেটাঘাত করিলেন। নিদারুণ প্রহারে বাহনের চরণ ভগ্ন হইল, তাহার চক্ষুর তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল, জিহ্বা বিনির্গত ও মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। অশ্ব মৃত ও ভূতলে পতিত হইল। নরান্তক বাহনকে মৃত ও পতিত দেখিয়া সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং সবেগে অঙ্গদের মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিলেন। দারুণ আঘাতে অঙ্গদের মস্তক ব্যথিত হইল, তাঁহার মুখ দিয়া অনর্গল রুধিরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইলেন; অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি তৎপরে গিরিশৃঙ্গতুল্য মৃত্যুসমান বেগশালী মুষ্টি বদ্ধ করিয়া সবেগে রাক্ষসের বক্ষে প্রহার করিলেন। ঐ প্রহারেই রাক্ষসের বক্ষ বিভিন্ন ও ভগ্ন হইল; তাঁহার মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল, সর্ব্বশরীর রুধিরে আপ্লুত হইল তিনি তখন বজ্রাঘাতভগ্ন অচলের ন্যায় ভূমিশায়ী হইলেন। মহাবীর বালিনন্দন নরান্তককে প্রাণান্ত করিলে অন্তরীক্ষবাসী অমরগণ ও ভূতলস্থ বানরগণ জয়োল্লাসে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। অঙ্গদ এইরূপ মনস্তুষ্টিকর সুদুষ্কর কার্য্য সুসাধা করিলে রামচন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রহৃষ্টমনে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ৯০-৯৯।

সপ্ততিতম সর্গ।

দেবান্তক, মহোদর ও ত্রিশিরাদি-বধ।

নরান্তককে নিহত দেখিয়া দেবান্তক, ত্রিশিরা ও মহোদর, এই তিন জন রাক্ষসবীর ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বীরবর মহোদর মেঘসঙ্কাশ গজে আরোহণ করিয়া অমিতবলশালী বালিপুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বলবান্ দেবান্তক ভ্রাতৃবিরহে ক্ষুব্ধ হইয়া ঘোরতর পরিঘ ধারণ পূর্ব্বক অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। বীর ত্রিশিরা দিব্যাশ্ব-যোজিত আদিত্যতুল্য রথে আরোহণ করিয়া বালিপুত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীরবর দেবগর্ব্বখর্ব্বকারী তিন জন রাক্ষস অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইলে তিনি বহুশাখাবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন। তিনি ঐ বৃক্ষ দেবান্তকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বৃক্ষ দেখিতে দেবেন্দ্রের অশনির ন্যায় দীপ্তভাবাপন্ন। আশীবিষোপম শর-প্রয়োগে ত্রিশিরা ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বৃক্ষ ব্যর্থ দেখিয়া বানরবীর গাত্রোত্থান করিলেন এবং পুনর্ব্বার উহার প্রতি বৃক্ষশিলা-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর ত্রিশিরাও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শর-প্রয়োগে তাহা ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। বীর মহোদরও ত্রিশিরার শরক্ষেপ-সময়ে বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন, ঐ শরাঘাতেও অঙ্গদের বৃক্ষাদি ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সময়ে রাক্ষসগণ শরজালে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর মহোদর গজারোহণে ধাবমান হইয়া বজ্র-সন্নিভ তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সরোষে অঙ্গদের বক্ষে প্রহার করিলেন। এ দিকে এই অবসরে বীরবর দেবান্তকও পরিঘ ধারণ পূর্ব্বক অঙ্গদকে প্রহার করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। এইরূপে যদিও তিন জন রাক্ষসবীর অঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন, তথাপি বালিনন্দন বীরবর অঙ্গদ কিছুতেই ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর পরমদুর্জ্জয় বানর সবেগে মহোদরের হস্তীকে চপেটাঘাত করিলেন। মর্ম্মভেদী প্রহারে হস্তীর দুই চক্ষু স্খলিত হইয়া পড়িল, সে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইল। অনন্তর মহাগজের দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেবান্তককে প্রহার করিলেন। ঐ প্রহারে বাতাহত পাদপের ন্যায় তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ দিয়া অনবরত লাক্ষারসবর্ণ রক্তধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ১-১৬।

অনন্তর বীরবর দেবান্তক অতি কষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া সবেগে অঙ্গদের অঙ্গে পরিঘপ্রহার করিলেন। বানরবীরেন্দ্র পরিঘ-প্রহারে আহত হইয়া জানুসঙ্কোচ পূর্ব্বক ভূমিতলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণের পর তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার গাত্রোত্থানসময়ে রাক্ষসবীর ত্রিশিরা কুটিলগতি তিনটি শর নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গদের ললাটে প্রহার করিলেন। অন্যান্য রাক্ষসগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। এই সময়ে মহাবীর হনুমান্ ও নীল বালিপুত্রের এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। অনন্তর বানর-সেনাপতি নীল ত্রিশিরার প্রতি প্রকাণ্ড শৈলাগ্র নিক্ষেপ করিলেন, রাবণপুত্র দেখিতে দেখিতে তীক্ষ্ণশর-ক্ষেপে তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস-শরে গিরিশৃঙ্গ তৎক্ষণাৎ আলাত লিঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এই সময়ে বীরবর দেবান্তক গিরিশৃঙ্গকে ব্যর্থ দেখিয়া পরিঘ-গ্রহণে হনুমানের প্রতি ধাবমান হইলেন। কপিকেশরী

হনুমান্ তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার মস্তকে বজ্রসদৃশ মুষ্টি-প্রহার করিলেন। সেই নিদারুণ প্রহার-শব্দে রাক্ষস-সৈন্যের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মুষ্ট্যাঘাতে দেবান্তকের মস্তক নিষ্পিষ্ট ও বিভিন্ন হইল, তাঁহার দন্ত ও চক্ষু নির্গত হইয়া পড়িল, তাঁহার জিহ্বা লম্বমান হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইল; সুতরাং তিনি পৃথিবীতে পতিত হইলেন। মহাবল দেবান্তকের নিধন ঘটিলে মহাবীর ত্রিশিরা বানর-সেনাপতি নীলের বক্ষে শরজাল বর্ষণ করিলেন। এদিকে বীরবর মহোদর ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতোপম হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সূর্য্য যেরূপ মন্দর-পর্ব্বতে আরোহণ করেন, তাহার ন্যায় নীলের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর নীলের শরীর শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, বোধ হইল, যেন সুরধনু-লাঞ্ছিত মেঘ বারংবার গর্জ্জন ও পর্ব্বতাগ্রে বর্ষণ করিতেছে। কপি-সৈন্যপালক নীল এইরূপে নিরন্তর শর-প্রহারে ব্যথিত হইলেন, তাঁহার শরীর অবশ ও নিস্পন্দ হইয়া মূর্চ্ছা-সঞ্চার হইল। ক্ষণকালের পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া বৃক্ষখণ্ড-সহিত প্রকাণ্ড শৈল সমুৎপাটন পূর্ব্বক সরোষে মহোদরের শিরে প্রহার করিলেন। তখন বজ্রাহত অচলের অবস্থা যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় বীরবর মহোদর ঐ মর্ম্ম-ভেদী প্রহারে চূর্ণ হইয়া গেলেন, তিনি নিহত হইয়া ভূমিশায়ী হই-লেন। এই সময়ে ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নিহত দেখিয়া রোষাবেশে ধনু-র্ব্বাণ ধারণ করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণশর-নিক্ষেপে হনুমান্‌কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বায়ুপুত্র রাক্ষসের প্রহারে রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শৈল-শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, রাক্ষসবীর তাহা ব্যর্থ করিয়া শরক্ষেপে তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া ফেলিলেন। গিরিশৃঙ্গ ব্যর্থ দেখিয়া বানরযূথপতি রাক্ষসের প্রতি বৃক্ষবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষকে আকাশ হইতে আসিতে দেখিয়া রাক্ষস তীক্ষ্ণ শরে তাহা ছেদন করিলেন এবং ঘন ঘন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। বীর হনুমান্ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মৃগরাজ যেরূপ নাগেন্দ্রকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় সক্রোধে নখাস্ত্রে রাক্ষসের বাহনকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাবণা-ত্মজ ত্রিশিরা অন্তক যেরূপ কালরাত্রি সমভিব্যাহারে অগ্রসর হন, তাহার ন্যায় শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক অনিলপুত্র হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বানরবীর গগনচ্যুত উল্কাপাতের ন্যায় রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভঙ্গ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ঘোর-রূপিণী সেই শক্তিকে ভগ্ন দেখিয়া বানরগণ প্রহৃষ্টমনে জলদ যেরূপ গর্জ্জন করে, তাহার ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। অনন্তর ত্রিশিরা তীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বানরেন্দ্রের বক্ষে উহা আঘাত করিলেন। খড়্গ-প্রহারে সাতিশয় কুপিত হইয়া কপিকুঞ্জর হনুমান্ রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে ভীষণ চপেটাঘাত করিলেন। সেই প্রহার-তাড়নায় রাক্ষসের হস্ত হইতে শরাসন স্খলিত হইল, তিনি অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরশয্যায় শয়ন করিলেন। মহাকপি উঁহার হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইয়া রাক্ষস-দিগের অন্তরে আশঙ্কা উৎপাদন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিশাচর সেই রব সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করি-লেন এবং লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক হনুমানের বক্ষঃস্থলে মুষ্টি-প্রহার করিলেন। ঐ প্রহারে বানরবীর কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের মুকুট-সহিত মস্তক গ্রহণ করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ শাণিত অসি-প্রহারে কিরীট-শোভিত সকুণ্ডল রাক্ষসের শির ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন; বোধ হইল যেন ইন্দ্র কোপপরবশ হইয়া বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদ করিতেছেন। আকাশচ্যুত গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় রাক্ষসের প্রদীপ্ত বহ্নিতুল্য, পর্ব্বত-সন্নিভ, আরক্ত-লোচন-বিশিষ্ট মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইল। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত হনুমান্-হস্তে ত্রিদশশত্রু ত্রিশিরা নিহত হইলে বানরগণ জয়োল্লাসে ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল, পৃথিবী বিচলিত হইলেন, রাক্ষসগণ সঙ্কট জানিয়া চতু-র্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রণোন্মত্ত ত্রিশিরা এবং দুরাধর্ষ দেবা-ন্তক ও নরান্তককে নিহত দেখিয়া রাক্ষসপুঙ্গব মহাপার্শ্ব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ করিল। ঐ বিপুল গদা স্বর্ণপট্টসুশোভিত, মাংসলিপ্ত, রক্তফেনবিশিষ্ট; উহা শত্রু-শোণিতে পরিতৃপ্ত। উহার অগ্রভাগ তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত, উহার দেহ রক্তমাল্যে বিশোভিত, দেখিলে ঐরাবত, মহাপদ্ম ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দিগ্‌গজেরও ভয়সঞ্চার হয়। রাক্ষসবীর মহাপার্শ্ব রোষভরে ঐ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রলয়াগ্নির ন্যায় বানর-সৈন্যাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অনন্তর বানর-সেনানী ঋষভ অগ্রসর হইয়া উঁহার সম্মুখীন হইলেন। রাক্ষসবীর বানরকে নিকটে সমুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বক্ষে বজ্রতুল্য গদা প্রহার করিলেন। দারুণ গদা-প্রহারে বানরবীরের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত ও রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বানরশ্রেষ্ঠ ঋষভ দীর্ঘকালের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া কোপে কম্পিত-কলেবর হইলেন, তাঁহার ওষ্ঠ স্পন্দিত হইতে লাগিল, তিনি মহাপার্শ্বের দিকে এক-দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর বানরবীর ঋষভ মহাপার্শ্বের নিক-টস্থ হইয়া উঁহার বক্ষে সবেগে মুষ্টি প্রহার করিলেন। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ ঘটিলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহার ন্যায় রাক্ষস রক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিতে পতিত হইল। বানরবীর ঋষভ অবসর বুঝিয়া রাক্ষসের হস্ত হইতে যমদণ্ডসদৃশ প্রচণ্ড গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর মহাপার্শ্বের মূর্ত্তি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত রক্তবর্ণ, সে যদিও মুহূর্ত্তকাল অচেতন হইয়াছিল, কিন্তু সহসা চৈতন্য লাভ করিয়া বানরকে প্রহার করিতে লাগিল। বানরবীর রাক্ষসের প্রহারে ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতাকৃতি ভীষণ গদা বিঘূর্ণিত করিয়া রাক্ষসকে প্রহার করিলেন। ঐ নিদারুণ প্রহারে দেববৈরী রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল। পর্ব্বত হইতে যেরূপ ধাতুনিঃস্রব নির্গত হয়, তাহার ন্যায় তাহার শরীর হইতে অনর্গল রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তখন বানর-সেনানী ঋষভ রাক্ষসের গদা ধারণ করিয়া সবেগে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণন পূর্ব্বক রাক্ষস-সেনানিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্বকীয় গদা-প্রহারে রাক্ষসবীরের শরীর ভগ্ন হইল, তাহার চক্ষু ও দন্ত বাহির হইয়া পড়িল, সে বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল এবং নিমেষমধ্যে তাহার নয়ন নিস্পন্দ হইয়া উঠিল। রাক্ষসবীরের পতনে রাক্ষস-সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। রাবণভ্রাতা নিহত হইলে সমুদ্রতুল্য রাক্ষস-সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণরক্ষার জন্য বাতাহত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ১৭-৬৮।

একসপ্ততিতম সর্গ।

অতিকায়-বধ।

দেবতা-দানব-দর্পহারী পর্ব্বতাকার বীর অতিকায় ভয়ানক যুদ্ধ-ব্যাপারে স্বপক্ষ সৈন্য বিনাশ, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম ভ্রাতৃগণের নিধন, পিতৃব্য মহাপার্শ্ব ও মহোদরের মৃত্যু-সঙ্ঘটন দেখিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। সহস্র সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ তেজ বিকশিত হয়, তিনি তাহার ন্যায় তেজস্বী, তিনি ঐ সময়ে রথে আরোহণ করিয়া বানর-সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার মস্তকে কিরীট এবং কর্ণে কুণ্ডল, তিনি প্রচণ্ড শরাসন ধারণ পূর্ব্বক তাহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং আপনার নাম উল্লেখে বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সিংহ তুল্য গর্জ্জন, নিজ নাম কীর্ত্তন ও ভৈরব-রবে জ্যার আস্ফালন নিবন্ধন বানরগণের অন্তরে আশঙ্কার উদ্রেক হইল। বানরগণ তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে কুম্ভকর্ণ বলিয়া অবধারণ করিল এবং সভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতে লাগিল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণকালে ভগবান্ ত্রিবিক্রমের যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহার ন্যায় তাঁহার ভীষণ আকৃতি দর্শনে বানরগণ সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। অল্পবুদ্ধি বানরগণ অতিকায়কে অগ্রসর দেখিয়া সর্ব্বশরণ্য লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। ১-৯।

অনন্তর কাকুৎস্থ রামচন্দ্র দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, রাক্ষসবীর অতিকায়ের আকার পর্ব্বততুল্য, তিনি রথে উপবিষ্ট, তাঁহার হস্তে প্রচণ্ড ধনু, তিনি দূর হইতে সুগভীর গর্জ্জন করিতেছেন, দেখিলে কাল-মেঘ বলিয়া বোধ হয়। রামচন্দ্র সেই মায়াবীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং বানরগণকে সান্ত্বনা করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, "এই যে সম্মুখে পর্ব্বতাকার ধনুর্দ্ধারী বীরকে দেখিতেছি, যাঁহার চক্ষু সিংহচক্ষুসদৃশ, যিনি সহস্র অশ্বযোজিত সুন্দর স্যন্দনে আরোহণ করিয়াছেন, যিনি প্রদীপ্ত সুতীক্ষ্ণ শূল, প্রাস ও মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক ভূতবেষ্টিত ভবানীপতির ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি বিদ্যুদ্দীপ্তি-বিভূষিত মেঘের ন্যায় কাল-জিহ্ব করাল ভীষণ শক্তি ধারণ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন, ইন্দ্রধনু যেরূপ অম্বরকে সুশোভিত করে, তাহার ন্যায় যিনি সুবর্ণময় বিশাল শরাসন ধারণ করিয়া রথকে সুশোভিত করিতেছেন, যিনি সূর্য্যবৎ তেজোময় রথে আরোহণ করিয়া প্রধান রথীস্বরূপে রণভূমি সুশোভিত করত যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছেন, যাঁহার রথধ্বজে রাহু বিরাজিত, যিনি সূর্য্যরশ্মিতুল্য শর সকল গ্রহণ করিয়া দশদিক্ আচ্ছন্ন করত আগমন করিতেছেন, যাঁহার হস্তে ইন্দ্রধনুসদৃশ মেঘনির্হ্রাদী স্বর্ণপৃষ্ঠ বিশাল ধনু শোভা পাইতেছে, যাঁহার ধ্বজ পতাকা-বিশোভিত অনুকর্ষবিশিষ্ট সারথি-চতুষ্টয়-পরিচালিত মেঘগম্ভীররব রথ শোভা পাইতেছে, যাঁহার রথে অষ্টত্রিংশ শরাসন, তূণীর ও স্বর্ণবর্ণ জ্যা বর্ত্তমান, যাঁহার দুই পার্শ্বে চতুর্হস্ত মুষ্টিযুক্ত, দশ হস্ত দীর্ঘ, সুশোভন দুই খড়্গ দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহার আকৃতি মহাপর্ব্বতের ন্যায়, যাঁহার গলদেশে রক্তমাল্য, যাঁহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় ভয়ানক, যিনি মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যাঁহার বাহুযুগলে স্বর্ণাঙ্গদ শোভমান, দেখিলে অত্যুচ্চশৃঙ্গবিশিষ্ট হিমালয় বলিয়া বোধ হয়, যাঁহার সুশোভন মুখমণ্ডল কুণ্ডলে অলঙ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার নক্ষত্র বিশোভিত চন্দ্রমার শোভা ধারণ করিতেছে, যাঁহাকে দেখিবামাত্র বানরগণ সভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে, হে মহাবাহো! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ রাক্ষস কে?" ১০-২৫।

অমিততেজা রাজকুমার রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বিভীষণ রাঘবকে তদ্বাক্যের উত্তর দিতে লাগিলেন, "রাক্ষসেশ্বর দশগ্রীব অতিশয় ভীমকর্ম্মা ও বীর বলিয়া গণ্য। ইনি তাঁহারই অনুরূপ পুত্র, অতিশয় বলবান্, সর্ব্বশাস্ত্রে ইহাঁর পাণ্ডিত্য আছে, ইনি বৃদ্ধজনের অনুগত। ইনি অশ্বারোহণ, রথারোহণ ও গজারোহণে অতিশয় পটু, খড়্গ-ধারণ ও ধনুশ্চালনায় ইনি অদ্বিতীয়; সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডে ইহাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। ইহাঁরই বাহুবলের আশ্রয়ে লঙ্কাপুরী নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছে। ইনি ধান্যমালিনীর গর্ভসম্ভূত, ইহাঁর নাম অতিকায়। ইনি পূর্ব্বকালে পবিত্রভাবে তপশ্চর্য্যা করিয়া পিতামহকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুকম্পায় নানাপ্রকার অস্ত্র লাভ করিয়া শত্রু সকল পরাস্ত করিয়াছেন। ইনি স্বয়ম্ভু প্রজাপতির বরে সুরাসুরের অবধ্য হইয়াছেন এবং তপোবলে দিব্য কবচ ও সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথ অধিকার করিয়াছেন। বহুসংখ্যক দৈত্য-দানব ইহাঁর হস্তে পরাভূত হইয়াছেন, ইনি রাক্ষস-সেনাদিগকে রক্ষা ও যক্ষদিগকে সংহার করিয়াছেন। ইনি যুদ্ধে এক সময়ে বজ্রধারীর বজ্রকে স্তম্ভিত ও সলিলরাজ বরুণের পাশকে প্রতিহত করেন। এই রাক্ষস-বীর অতিশয় বলবান্, ইনি রাবণনন্দন, দেব-দানবের দর্পহারী। হে পুরুষপুঙ্গব! তুমি এই মহাবীরকে সত্বর বিনাশ কর, কালবিলম্ব করিলে বানর-সৈন্যগণ অচিরাৎ ছিন্ন-ভিন্ন হইবে।" অনন্তর মহাবীর অতিকায় বানর-সৈন্যে প্রবেশ করিয়া বারংবার শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ভীষণাকার রাক্ষসকে রথে আরূঢ় দেখিয়া প্রধান প্রধান বানরবীরগণ তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ এই কয়টি বানরবীর একত্রিত হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক অতিকায়কে বেষ্টন করিলেন। অস্ত্র-পণ্ডিত অতিকায় স্বর্ণভূষণ শর-নিক্ষেপে তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর লৌহময় শর-নিক্ষেপে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও ব্যথিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-বীরের শরবর্ষণে প্রপীড়িত ও বিদ্ধ হইয়া বানরবীরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহারা অতিকায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। যৌবন-গর্ব্বিত রুষ্ট সিংহ যেরূপ মৃগযূথকে ভীত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় রাক্ষসবীর বানর-সৈন্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন। যে ব্যক্তি যুদ্ধকার্য্যে বিমুখ, তিনি তাহার প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন না। অনন্তর বীরবর ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক রামের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, "আমি রথারোহণে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছি, প্রাকৃত লোকের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নহে, যাহার সামর্থ্য ও সমরোৎসাহ আছে, আজ সেই-ই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।" তখন অমিত্রহন্তা সৌমিত্রি রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হাস্যমুখে শরাসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তূণীর হইতে শর উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে বারংবার ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিকট জ্যা-শব্দে

আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও দশদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসগণও ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। মহাবল রাবণাত্মজ ঐ ভীষণ জ্যা-শব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ২৬-৪৯।

অনন্তর লক্ষ্মণকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া অতিকায় কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণশর ধারণ পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে সৌমিত্রে! তুমি বালক, সে জন্য তোমার বিবেচনা-শক্তির উন্মেষ হয় নাই; তুমি কি জন্য কাল-সদৃশ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ? বলিতে কি, হিমালয়, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী আমার শরবেগ সহ্য করিতে পারে না। তুমি কি জন্য সুখসুপ্ত কালাগ্নিকে প্রবোধিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? এক্ষণে তুমি শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থমনে প্রতিগমন কর, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিও না। অথবা দেখিতেছি, তোমার স্বভাব অতিশয় উদ্ধত, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে তোমার প্রবৃত্তি নাই; ভাল, তুমি এখনই যমালয়ে গমন কর। আমার এই সকল শর উত্তপ্ত স্বর্ণ-বিভূষিত, ইহারা শত্রুদলনে সবিশেষ নিপুণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ ও ভগবান্ রুদ্রের অস্ত্রসদৃশ। সিংহ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীর রক্ত পান করে, তাহার ন্যায় সর্পাকার আমার এই শর তোমার রক্ত পান করিবে।" তিনি এই কথা বলিয়া সরোষে শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। রাজপুত্র অতিকায়ের এরূপ সরোষ ও সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া মনস্বী লক্ষ্মণ অতিশয় কুপিত হইলেন এবং রাক্ষসকে এই কথা কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! তুই কেবল বাক্যাস্ফালন করিয়া বীর হইতে পারিবি না, লোকে আত্মশ্লাঘা করিয়া কখনও সৎপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; যাহা হউক, আমি এই ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলাম; তোর যতদূর সাধ্য, আত্ম-শক্তি প্রদর্শন কর্। তোর বাক্পটুতা প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, তুই কার্য্য দ্বারা নিজ বিক্রমের পরিচয় প্রদান কর্। জানিস্, যাহার পৌরুষ আছে, লোকে তাহাকে বীর বলিয়া থাকে। তুই রথে আরোহণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থে আসিয়াছিস্, এক্ষণে শরক্ষেপ বা অন্যান্য অস্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার পরাক্রম প্রদর্শন কর্। তদনন্তর আমি বায়ু যেরূপ সুপক্ব তালফলকে বৃন্তচ্যুত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তোকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে নিপাতিত করিব। তপ্ত-কাঞ্চনতুল্য আমার শর সকল অদ্য তোর ক্ষতমুখোত্থিত রক্তপানে সুখী হইবে। তুই আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিস্ না; জানিস্, আমি বালকই হই আর বৃদ্ধই হই, আমার হস্তে তোর মৃত্যু সুনিশ্চিত। দেখ্, ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ বামনরূপে তিনলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমার শক্তিও সেইরূপ।" অতিকায় লক্ষ্মণ-মুখে এইরূপ অর্থযুক্ত গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড ধনু ধারণ করিলেন। এই সময়ে বিদ্যাধর, গুহ্যক, মহর্ষি, দৈত্য, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ উভয় বীরের যুদ্ধ দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অতিকায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন; আকাশপথে নিক্ষিপ্ত শর যেন সংক্ষিপ্ত হইয়া চলিল। ৫০-৬৬।

পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ আশীবিষ সদৃশ রাক্ষস-শরকে আসিতে দেখিয়া, অর্দ্ধচন্দ্রবাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন সর্পের ন্যায় শরচ্ছেদ দেখিয়া বীরবর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, অপর প্রচণ্ড বাণ গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে ঐ সকল শর লক্ষ্মণের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল; মহাবীর ভরতানুজ আপনার তীক্ষ্ণ-বাণে তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি জলন্ত অগ্নির ন্যায় এক ধনু গ্রহণ করিলেন। সেই শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে শরসন্ধান পূর্ব্বক সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আনতপর্ব্ব তীক্ষ্ণশর রাক্ষসের ললাট ভেদ করিল। শাণিত সায়ক রাক্ষস-ললাটে বিদ্ধ হইয়া রুধিরধারা নির্গত করিল; বোধ হইল, যেন পর্ব্বতে সর্প সংলগ্ন রহিয়াছে। যেরূপ পূর্ব্বকালে ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বার কম্পিত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় রামানুজের শরে রাক্ষসবীর ব্যথিত হইলেন। অনন্তর তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সৌমিত্রে! তুমি যদিও আমার শত্রু, তথাপি তোমার বীরনৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।" তিনি মুখবিস্তার পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া রথোপস্থে অবস্থিতি করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি এককালে তিন, পাঁচ ও সপ্তশর গ্রহণ, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত সেই সকল শর কালাগ্নি তুল্য, উহাদের তেজ সৌরতেজোবৎ; স্বর্ণপুঙ্খবিশিষ্ট ঐ সকল শায়ক আকাশকে সমুজ্জ্বল করিয়াই যেন গমন করিতে লাগিল। মহাবীর লক্ষ্মণ অবলীলাক্রমে তীক্ষ্ণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। রাবণনন্দন আপনার শরচ্ছেদ দেখিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিলেন। তিনি নিমেষমধ্যে শরসন্ধান করিয়া যেমনই পরিত্যাগ করিলেন, উহা অমনি সৌমিত্রির বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। মত্তহস্তীর মত্ততা-সময়ে যেরূপ মদবারি নিঃসৃত হয়, তাহার ন্যায় শরপ্রহারে মহাবীর লক্ষ্মণের শরীর হইতে রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি সহসা প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং মন্ত্রপূত করিয়া এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ আগ্নেয়াস্ত্র তেজে শরাসন সহিত জলিয়া উঠিল। অতি তেজস্বী অতিকায় রৌদ্র-অস্ত্র ধারণ করিলেন, ঐ শরের আকার ভুজঙ্গবৎ এবং উহাতে স্বর্ণপুঙ্খ সংযোজিত কালরূপী কৃতান্ত যেরূপ কালদণ্ড ক্ষেপণ করেন, তাহার ন্যায় বীরবর লক্ষ্মণ সেই প্রদীপ্ত শরাসনে শরসন্ধান করিয়া অতিকায়ের। প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর লক্ষ্মণ-নিক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রকে আগমন করিতে দেখিয়া সূর্য্যাস্ত্র-সংযোজিত রৌদ্র অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। উভয় শরই ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় অম্বরপথে পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিতে লাগিল। উভয়েই তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ও উগ্রতর। ক্রমে পরস্পরের প্রতিঘাতে তাহাদের দীপ্তি নির্ব্বাণ হইয়া গেল; সুতরাং তাহারা ভস্মাকারে ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর অতিকায় রুষ্ট দৈত্য ঐষিক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; দেখিতে দেখিতে ঐন্দ্র অস্ত্রনিক্ষেপে বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ তাহা ছিন্ন করিয়া দিলেন। ঐষিক অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া বীরবর অতিকায় শরাসনে সৌম্যাস্ত্র সংযোজনা করিলেন। তিনি অবিলম্বে ঐ অস্ত্র লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; লক্ষ্মণ নিমেষমধ্যে বায়ব্যাস্ত্রে রাক্ষসাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাতেজা বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ মেঘ যেরূপ বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় রাক্ষসের প্রতি নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল শর বজ্রবিভূষিত রাক্ষসের চর্ম্ম স্পর্শ করিবামাত্র ভগ্নাগ্র হইয়া অধোমুখে ভূতলে নিপতিত হইল। পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ আপনার বাণ ব্যর্থ দেখিয়া একবারে সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল অতিকায়ের শরীর কবচে আবদ্ধ বলিয়া লক্ষ্মণের অসংখ্য শর

তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না। যখন মহাবীর লক্ষ্মণ কোনও রূপে রাক্ষসকে খর্ব্ব ও পরাস্ত করিতে পারিলেন না, তখন সমীরণ লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "এই রাক্ষস ব্রহ্মদত্ত অভেদ্য বর্ম্মে আবৃত আছেন, ইঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্র-নিক্ষেপে বধ কর; নতুবা এই বীরের মৃত্যু ঘটিবে না। এই বীর বর্ম্মাবৃততনু থাকিলে কোন অস্ত্রই ইঁহার প্রাণহরণে সমর্থ হইবে না।" তখন ইন্দ্রবিক্রম লক্ষ্মণ বায়ুমুখে এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া শরাসনে তীব্রবেগে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। বীরবর সৌমিত্রি সুতীক্ষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলে, সহসা দশদিক্ চন্দ্র-সূর্য্যাদি মহাগ্রহ এবং আকাশমণ্ডল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, পৃথিবীও ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিয়া দেবকণ্টক রাক্ষসের প্রতি যমদূতকল্প বজ্রতুল্য শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শরের পুঙ্খ সুবর্ণ ও বজ্রবিভূষিত, নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার বেগ বর্দ্ধিত হইল, উহা আকাশপথে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। বীরবর মহাবল অতিকায় যদিও ব্রহ্মাস্ত্রকে আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত সায়ক-নিক্ষেপে উহাকে বিফল করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু উহা ক্রমশঃ গরুড়বেগে রাক্ষসের সন্নিহিত হইল। মহাবীর রাবণনন্দন প্রদীপ্ত কালানলতুল্য ব্রহ্মাস্ত্রকে ক্রমশঃ সন্নিহিত দেখিয়া, তাহার প্রতি যদিও শক্তি, ঋষ্টি, শূল, গদা, শর, কুঠার নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শর সকল বিফল করিয়া তাঁহার কিরীট-শোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। হিমাচলের শৃঙ্গ ভূমিতে পতিত হইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় শিরস্ত্রাণ-সহিত রাক্ষসের শির ভূতলে পতিত হইল। তাঁহার বসন ও ভূষণ স্খলিত, তাঁহাকে মৃত ও ভূ-পতিত দেখিয়া হতশেষ রাক্ষসগণ ব্যথিত হইল। সে সময়ে সকলে প্রহার-শ্রমে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত এবং তাহাদের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, সকলেই দীনভাবাপন্ন; তাহারা বিকৃতস্বরে তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসগণ তাহাদের সেনাপতি নিহত হইলে অতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইয়া সত্বর লঙ্কাভিমুখে ধাবমান হইল। দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসবীর বিনষ্ট হইলে বানরগণের আনন্দের সীমা রহিল না; তাহাদের মুখরাগ প্রফুল্ল পদ্মকে পরাস্ত করিল। তাহারা সকলেই বীরবর লক্ষ্মণের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া তাঁহার সমুচিত সম্মাননা করিল। ৬৭-১১১।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

লঙ্কাপুরী-রক্ষণার্থ রাবণের বিশেষ সজ্জা।

রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর লক্ষ্মণ-হস্তে অতিকায়ের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল এবং বলিতে লাগিল, "পরন্তপ ধূম্রাক্ষ, বীরবর অকম্পন, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবলশালী বীরগণ যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও সমর-বিজয়ী; ইঁহারা শত্রুহস্তে পরাজিত হইবার নহেন; হায়! এই সকল বীরপুরুষ সসৈন্যে রামের হস্তে নিহত হইয়াছেন। এই সকল নিশাচর এবং তাহাদের সমভিব্যাহারী যুদ্ধ-বিশারদ অন্যান্য বীরগণ নিপাতিত হইয়াছেন! অমিতবলশালী আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ বরলব্ধ অস্ত্রপ্রভাবে রাম-লক্ষ্মণকে বদ্ধ করিয়াছিলেন। সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং পন্নগগণ যে বন্ধন উন্মুক্ত করিতে পারেন না, জানি না, আপনাদের প্রভাব, মায়া, মোহিনী শক্তিবলে কি কারণে রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমার আদেশে যে সকল বলবান্ রাক্ষস যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়াছিল, বীর বানরগণ তাহাদিগকে নিপাত করিয়াছে। এক্ষণে সসৈন্যে সুগ্রীব ও বিভীষণ-সমভিব্যাহারে রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, এরূপ বীর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। নিশ্চয়ই রামচন্দ্র বলবান্ এবং তাঁহার অস্ত্র-বল চমৎকার; যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে রাক্ষসগণ তাঁহার বিক্রমপ্রভাবে নিহত হইবে কেন? আমি বীর রামকে অনাময় নারায়ণ বলিয়া জানি, তাঁহারই ভয়ে লঙ্কাপুরীদ্বার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে অপ্রমত্তভাবে লঙ্কাপুরী রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেখানে সীতাদেবী অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অশোককানন রক্ষিত হউক। এক্ষণে যাহাতে পুরীমধ্যে কেহ প্রবেশ ও নির্গমন করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রকারে তাহা জ্ঞাত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা এক্ষণে যেখানে যেখানে গুল্ম আছে, তথায় গিয়া সসৈন্যে অবস্থিতি কর এবং বানরগণের দ্রষ্টব্য পথ দর্শন করিতে থাক। কি প্রদোষ, কি অর্দ্ধরাত্র অথবা প্রত্যূষকাল, সকল সময়েই বানরদিগের গতি-বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, কোন বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবে না। বিপক্ষগণ উদ্যোগশীল কি পূর্ব্বভাবে অবস্থিত, এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা তোমাদের কর্ত্তব্য।" অনন্তর রাক্ষসগণ লঙ্কেশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া সকল বিষয় সমাধা করিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ তাহাদের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া হৃদয়ে প্রদীপ্ত শোকশল্য ধারণ পূর্ব্বক স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার শোকবহ্নি প্রদীপ্ত হইল; সে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুত্র-বিরহ-জনিত দুঃখ চিন্তা করিতে লাগিল। ১-১৮।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের জয়লাভ।

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ দেবান্তক, অতিকায় ও ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসগণের নিধনাবস্থা দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে গিয়া এই সংবাদ জানাইল। রাবণ তাহাদের মুখে এই অশুভবার্ত্তা-শ্রবণে সজলনয়নে মোহপ্রাপ্ত হইল; অনন্তর পুত্রক্ষয় ও ভ্রাতৃবধ-ব্যাপার চিন্তা করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানাবলম্বী হইল। তখন রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ রাজাকে শোকার্ণবে মগ্ন ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া এই কথা বলিলেন, "হে তাত! আপনার মোহাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নহে; জানিবেন, এখনও আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎ বর্ত্তমান, ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবেগ সহ্য করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে, এরূপ লোক কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনি দেখিবেন, লক্ষ্মণের সহিত রাম অদ্য আমার শরে বিশীর্ণকলেবর হইবেন। তিনি আমার অস্ত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতলশায়ী হইবেন। আমি অদ্য আপনার নিকটে দৈবপুরুষের সাহায্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমার অমোঘশরে রাম-লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিব। বলিতে কি, বলির যজ্ঞে বামনরূপী বিষ্ণুর ন্যায় আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, বৈশ্বানর ও সূর্য্য সকলেই আজ আমার অপ্রমেয় বলের পরিচয় পাইবেন।" মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতা দশাননকে এই কথা বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগগামী রথে

আরোহণ করিলেন। তিনি দিব্য রথে আরোহণ করিয়া যেখানে রামচন্দ্র উপস্থিত আছেন, তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল রাক্ষসগণ তাঁহাকে যুদ্ধার্থে সজ্জিত দেখিয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। কেহ কেহ গজস্কন্ধে, কেহ বা অশ্বারোহণে, কেহ ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, মার্জ্জার, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও সর্পে আরোহণ করিল। কেহ বা বরাহ, সিংহ, জম্বুক, কাক, হংস ও ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ প্রাস, মুদ্গর, নিস্ত্রিংশ, পরশু, গদা, ভুশুণ্ডী, মুদ্গর ও পরিঘ সকল ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। ক্রমে শঙ্খ ও ভেরী-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে বীর্য্যবান্ রক্ষোরাজনন্দন যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। পূর্ণশশধরের সমুদয়ে নভোমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় শত্রুসূদন ইন্দ্রজিতের মস্তকে শঙ্খ ও শশীর ন্যায় শ্বেতবর্ণ ছত্র। তিনি স্বর্ণবিভূষিত চারু চামরে বীজ্যমান হইতে লাগিলেন। যেরূপ প্রদীপ্ত দিবাকর গগনমণ্ডলকে সুশোভিত করে, তাহার ন্যায় লঙ্কাপুরী অপ্রতিমবীর্য্য মহাবীর ইন্দ্রজিতের দ্বারা অপূর্ব্ব শোভাময় হইল। সেই মহাতেজা ক্রমশঃ রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণকে স্থাপন করিলেন। এই স্থানের নাম নিকুম্ভিলা, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ ঐখানে হুতভুক্ অগ্নির প্রীতিসাধনোদ্দেশে যথাবিধি হোম করিতে লাগিলেন। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মাল্য, গন্ধ, লাজ ও হবিঃ প্রদান দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। শস্ত্র সকল শরপত্র, বিভীতক-বৃক্ষের শাখা সমিধ, রক্তবস্ত্র ও ও কৃষ্ণলৌহময় স্রুব, ইহারা অভিচারকার্য্যে উপকরণ হইল। বীরবর সেই স্থানে বহ্নিস্থাপন করিয়া তোমররূপ শরপত্র দ্বারা একটি জীবিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। ঐ ছাগকে আহুতি দিবামাত্র বিধূম অগ্নি শিখাবিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিয়া উঠিল এবং অগ্নিতে জয়সূচক যে সকল চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা প্রকাশিত হইল। অগ্নি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং উত্থিত হইলেন এবং দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রবিশারদ রাক্ষসবীর ব্রহ্মার নিকট হইতে ব্রহ্ম-অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ অস্ত্র দ্বারা ধনু ও রথ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইলেন। তিনি যে সময় মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করেন, সেই সময় চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারকা-সংবলিত নভোমণ্ডল কম্পিত হইল। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত, অচিন্ত্যবীর্য্য, পাবক-সদৃশ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া শর, শরাসন, অসি, শূল, অশ্ব ও রথের সহিত অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। ১-২৭।

অনন্তর রাক্ষস-সৈন্য যুদ্ধবাসনায় অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও পতাকা দ্বারা বিশোভিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহারা দ্রুতগামী তোমর, অঙ্কুশ ও শর-প্রয়োগে বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাবণাত্মজ নিশাচরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সরোষে কহিলেন, "তোমরা হৃষ্টমনে বানরগণকে সংহার করিবার জন্য তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ কর।" অনন্তর রাক্ষসগণ জয়াকাঙ্ক্ষায় প্রোৎসাহিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং বানরদিগের প্রতি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ আকাশে অবস্থিতি করিয়া নালীক, নারাচ, গদা ও মুষলধারী রাক্ষস-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বানরগণকে শরপ্রহার করিতে লাগিলেন। বানরগণ মর্ম্মাহত হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত লইয়া অনবরত বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণের শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি একেবারে এক শরাঘাতে রাক্ষসদিগকে আনন্দিত করিয়া পাঁচটি, সাতটি ও নয়টি বানরকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে রণদুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ স্বর্ণবিভূষণ সূর্য্যসদৃশ শরজালে বানরগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরপ্রহারে প্রপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া বানরগণের শরীর বিদ্ধ হইতে লাগিল। দেবগণের হস্তে দানবদিগের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তৎকালে রাবণনন্দনের হস্তে বানরগণেরও তাদৃশী দশা ঘটিল। ইন্দ্রজিতের তেজ প্রদীপ্ত সূর্য্যসদৃশ, উঁহার বাণসকল উঁহার কিরণ। বানরগণ রোষাবেশে উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। ক্রমে বানরগণের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইল, তাহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া ব্যথিতান্তঃকরণে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর বানরগণ রামকার্য্য-সাধনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বৃক্ষ-শিলা ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তাহারা রাবণিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি অনবরত বৃক্ষ, পর্ব্বত ও শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাতেজা রক্ষোরাজপুত্র ঐ সকল নিক্ষিপ্ত শিলা ও বৃক্ষ, পর্ব্বতসমূহকে সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তিনি অগ্নিতুল্য সর্পাকার শরনিক্ষেপে বানরগণের মর্ম্মভেদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সুতীক্ষ্ণ অষ্টাদশ শরে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া দূরস্থিত বানরসেনাপতিগণকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। তিনি মর্ম্মভেদী সপ্তশরে মৈন্দ এবং গজের হৃদয় ভেদ করিলেন। এইরূপে দশ শরে জাম্ববান্‌কে এবং ত্রিংশৎ শরে নীলকে মর্ম্মাহত করিলেন, অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে সুতীক্ষ্ণ শরপ্রয়োগে মৃতকল্প করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সমুত্থিত কালাগ্নির ন্যায় তিনি কুপিত হইয়া অন্যান্য বানরদিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শীঘ্রগামী সূর্য্যসদৃশ শরপ্রয়োগে বানরগণকে একেবারে মথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসগণ বানর-সৈন্যগণকে শরজালে নিপীড়িত এবং রক্তাক্তকলেবর দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। রাক্ষসবীর পুনর্ব্বার ভীষণ অস্ত্রপ্রয়োগে চতুর্দ্দিকে বানর-সৈন্যকে মন্থন করিতে লাগিলেন। তিনি সহসা নিজ সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানরগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন এবং অদৃশ্য থাকিয়া নীলজলধর যেরূপ জলবর্ষণ করে, তাহার ন্যায় বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বজ্রধরের বজ্রপ্রহারে পর্ব্বতগণ যেরূপ ভূতলশায়ী হয়, তাহার ন্যায় পর্ব্বতাকার বানরগণ রাক্ষসী-মায়ায় বিমোহিত হইয়া রাক্ষস-শরে শীর্ণ-শরীর হইল এবং ক্রমশঃ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া রণভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তৎকালে বানরগণ কেবল রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরপত্র দেখিতে পাইল, কিন্তু মায়াপ্রচ্ছন্ন রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না। ২৮-৫৪।

অনন্তর রাক্ষসসেনাপতি সূর্য্যবৎ সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন এবং ক্রমাগত বানর-সেনাদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তিনি তদনন্তর বানর-সৈন্যমধ্যে দীপ্ত বহ্নিতুল্য বিস্ফুলিঙ্গ ও শিখাবিশিষ্ট অগ্নিসদৃশ শূল, নিস্ত্রিংশ ও পরশু নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাবণাত্মজের অগ্নিকল্প শরজালে বানরগণের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইল, দেখিয়া হইল, যেন প্রফুল্ল কিংশুক শোভা পাইতেছে। তখন বানর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, সকলেরই বিকৃত

তাহারা ভূতলে পড়িয়া প্রাণরক্ষা করিতে লাগিল। সে সময়ে কোনও কোনও বানর ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এরূপ সময়ে তাহাদের চক্ষু শরপ্রহারে বিদ্ধ হইল, পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল, কেহ কেহ ভূমিতলশায়ী হইল। ইন্দ্রজিৎ হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেশরী, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানন, জ্যোতির্ম্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল ও কুমুদকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। তিনি এইরূপে বানরযূথপদিগকে মন্ত্রপূত পূর্ব্বক প্রাস, শূল ও অন্যান্য তীক্ষশর নিক্ষেপ করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবর ইন্দ্রজিৎ স্বর্ণবর্ণ শাণিত শর ও গদা-প্রহারে বানরগণকে অস্থির ও বিদ্ধ করিয়া সূর্য্যরশ্মিসদৃশ শরবৃষ্টিজালে রাম-লক্ষ্মণকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে রামচন্দ্র বৃষ্টিধারার ন্যায় ইন্দ্রজিতের শরবর্ষণ সামান্য মনে করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ! রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্র-প্রভাবে আমাদের সৈন্যগণকে সংহার করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে শরপ্রহারে প্রপীড়িত করিতেছে। মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার বরে অতিশয় দীপ্ত, উহার ভীষণ মূর্ত্তি মায়াবলে অদৃশ্য, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আয়ুধধারী রাক্ষসবীরকে কিরূপে বধ করা যাইতে পারে? যাঁহার বিভব চিন্তার বিষয় নহে এবং যিনি বিশ্বসংসারের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, বোধ হয়, সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভূরই এই বিশাল অস্ত্র। হে ধীমন্! তুমি এক্ষণে অক্ষুণ্ণমনে আমার সহিত এই শরনিপাত সহ্য কর। বীরগৌরব ইন্দ্রজিৎ শরবৃষ্টিজালে সকল দিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমাদের বানর-সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, প্রধান প্রধান বীরগণ রণশায়ী হইয়াছেন। এক্ষণে আইস, আমরা সংজ্ঞাহীন ও হর্ষরোষ-বর্জ্জিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও ধরাশায়ী হইয়া থাকি, আমাদের এ অবস্থা দেখিলে ইন্দ্রজিৎ জয়-শ্রী লাভ করিয়া নিশ্চয়ই লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিবে।" অনন্তর রাবণির অস্ত্রজালে রাম-লক্ষ্মণ নিপীড়িত ও বিসংজ্ঞ হইয়া ধরাশায়ী হইলেন; তদ্দর্শনে রক্ষোরাজপুত্র যুদ্ধে জয়লাভ-নিবন্ধন হর্ষভরে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণ ও বানর সৈন্যগণকে বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া, দশানন-রক্ষিত লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃষ্টমনে পিতৃ-সন্নিধানে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে রাক্ষসগণ তাঁহাকে সমুচিত সম্মাননা করিল। ৫৫-

---

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

হনুমানের ওষধিপর্ব্বতানয়ন।

অনন্তর বানর-সৈন্যগণ রাম-লক্ষ্মণকে অবসন্ন দেখিয়া অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইল; বানরবীর সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল ও জাম্ববান্‌ও উত্থান-শক্তিরহিত হইলেন। তখন বিচক্ষণাগ্রগণ্য বিভীষণ সকলের বিষাদাবসাদ দর্শনে বানর-বীরগণকে অপ্রতিমবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বীরগণ! তোমরা ভীত হইও না, এখন বিষাদের সময় নহে। তোমরা যে ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে রাম-লক্ষ্মণকে বিষণ্ণ ও মৃতকল্প দেখিতেছ, ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সম্মাননার জন্য রাম-লক্ষ্মণ এইরূপ করিয়াছেন। প্রজাপতি ইন্দ্রজিৎকে অমোঘবীর্য্য এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই অস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য রাম-লক্ষ্মণের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে; যাহা হউক, এজন্য শোক বা বিষাদগ্রস্ত হইবার কারণ কি?" তখন বুদ্ধিমান্ মারুতি ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মাননা করিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে রাক্ষসকুলতিলক! রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে আমাদের প্রায় সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছে; এক্ষণে যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকে আশ্বস্ত করা আমাদের কার্য্য।" অনন্তর হনুমান্ ও বিভীষণ এই দুই বীর জ্বলন্ত উল্কা হস্তে করিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, হস্ত, ঊরু, পদ, অঙ্গুলি, মস্তক ও লাঙ্গুল ছিন্ন হইয়া অনেক বানর রণশায়ী হইয়াছে; অনেকের শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, কাহারও ভয়ে মূত্র নির্গত হইতেছে। পর্ব্বতাকার প্রধান প্রধান বানরগণ রাক্ষসগণের নিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হইয়া রণভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্ম্মুখ ও দ্বিবিদ, ইঁহারা মৃতকল্প হইয়া ধরাশায়ী আছেন। এই যুদ্ধে দিবসের পঞ্চম ভাগে ব্রহ্মার বরে রাবণাত্মজ সপ্তষষ্টিকোটি বানর-সৈন্য নিহত করিয়াছেন। হনুমান্ বিভীষণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্র-প্রবাহবৎ বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্যের এতাদৃক্ অবস্থা-দর্শনে জাম্ববান্‌কে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, প্রশান্ত পাবকের ন্যায় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ জাম্ববান্ বহুতর শরবিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী আছেন। বিভীষণ তাঁহাকে এতদবস্থ দেখিয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য! রাক্ষসের তীক্ষ্ণ শরে আপনার প্রাণবিচ্যুতি ঘটে নাই ত?" বিভীষণের কথাক্রমে ঋক্ষরাজ অতিকষ্টে বাক্যোচ্চারণ করিয়া এই কথা কহিলেন, "হে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ! আমি তোমার স্বর চিনিতে পারিলাম, আমার শরীর শাণিত শরে বিদ্ধ, আমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। সুব্রত! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই নিদারুণ ব্যাপারে যাঁহার দ্বারা অঞ্জনা প্রকৃত পুত্রবতী ও পবনদেব প্রকৃত পুত্রবান্, সেই বানরবর হনুমান্ জীবিত আছেন ত?" ১-১৮।

তখন জাম্ববানের কথা শ্রবণ করিয়া বিভীষণ বলিতে লাগিলেন, "তুমি রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ জিজ্ঞাসা না করিয়া হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? আমি দেখিতেছি, বায়ুপুত্র হনুমানের প্রতি তোমার যাদৃক্ স্নেহ, এরূপ স্নেহ রামচন্দ্র, সুগ্রীব বা অঙ্গদের প্রতি তুমি প্রদর্শন করিতেছ না।" তখন বিভীষণের কথায় জাম্ববান্ কহিলেন, "হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! যে কারণে আমি মারুতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর। জানিও, বীরপ্রবীর হনুমান্ জীবিত থাকিলে আমরা সসৈন্যে জীবিত এবং তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সকলের মৃত্যু সুনিশ্চিত। বলিতে কি, যদি হনুমানের জীবনে কোনও অত্যাহিত ঘটে, তাহা হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মৃত। হে তাত! হনুমানের বেগ পবনতুল্য, তেজ অগ্নিসদৃশ; সুতরাং তাঁহার জীবনের উপর আমাদের জীবনের সম্যক্ আশা নির্ভর করিতেছে।" তখন মহাবীর হনুমান্ বৃদ্ধ জাম্ববানের নিকটস্থ হইয়া বিনীতভাবে অভিবাদন পূর্ব্বক আপনার নামোল্লেখ করিলেন। তখন হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋক্ষরাজ অতিশয় কাতর থাকিলেও আনন্দে যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর মহাতেজা জাম্ববান্ হনুমান্‌কে কহিলেন, "বৎস! তুমি আইস, এক্ষণে বানরগণকে রক্ষা কর। তোমার ন্যায় অন্যের এরূপ বিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না; তুমি বানরগণের পরমবন্ধু; এক্ষণে তোমার পরাক্রম-পরিচয় দিবার উপযুক্ত সময় দাঁড়াইয়াছে; তোমা ভিন্ন এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করে, এরূপ আর কাহাকেও দেখা যায় না। তুমি ঋক্ষ ও বানর-

সৈন্যগণের হর্ষবিবর্দ্ধন কর, তোমা হইতে রাম-লক্ষ্মণের অবসন্নতা দূরীভূত হউক। বৎস! তুমি এক্ষণে মহাসমুদ্র পার হইয়া বহুদূর গমন করিয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে প্রস্থিত হও। উহার অব্যবহিত পরেই সুবর্ণময় ঋষভপর্ব্বত, সেখানে কৈলাসপর্ব্বতও দেখিতে পাইবে। ঐ দুই গিরির মধ্যস্থিত সর্ব্বৌষধি-বিশিষ্ট ওষধিপর্ব্বত বর্ত্তমান; উহার প্রভা অতিশয় দীপ্তিশালী। তুমি উহার শিখরদেশে চতুর্ব্বিধ ওষধি দেখিতে পাইবে; দেখিবে, উহারা আপনাদের প্রভায় দশদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহারা মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী, এই চারি জাতিতে বিভক্ত। তুমি ঐ সকল ওষধি আহরণ করিয়া যত সত্বর পার, লইয়া আইস এবং বানরগণের প্রাণ-দান দিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত কর।" তখন পবন-তনয় জাম্ববানের বাক্য-শ্রবণে বায়ুবেগ-নিবন্ধন সমুদ্র যেরূপ স্ফীত হয়, তাহার ন্যায় প্রবলবেগে আপনি স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিকূট-শিখরে আরোহণ ও পদ দ্বারা তাহাকে নিপীড়ন করিয়া অপর পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। বানরবীরের পদ-পীড়নে পর্ব্বত নত হইয়া পড়িল, তাহার আর আত্মদেহ-ধারণের সামর্থ্য রহিল না। হনুমানের গমনবেগে পর্ব্বতস্থ বৃক্ষসকল ভূমিতলে পতিত হইল এবং পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণে অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সেই সময় পর্ব্বতের বৃক্ষ ভগ্ন, শিলা সকল চূর্ণ ও পর্ব্বত ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তত্রত্য বানরগণের অবস্থিতি করা ভার হইয়া উঠিল। লঙ্কার গৃহ ও পুরদ্বার ভগ্ন ও কম্পিত হইয়া উঠিল। সকলেই শঙ্কাকুল; বোধ হইল, যেন রাক্ষসপুরী নৃত্য করিতেছে। পর্ব্বতাকার বানরবীর পর্ব্বতকে পীড়ন করিয়া সসাগরা পৃথিবীকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। তিনি পদাঘাতে ত্রিকূট-পর্ব্বতকে বিদলিত করিয়া বড়বামুখের ন্যায় প্রদীপ্ত বদন-ব্যাদান পূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে শঙ্কিত করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লঙ্কাস্থিত রাক্ষসগণ অকস্মাৎ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিল; অধিক কি, সে সময়ে কাহারও নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য রহিল না। অনন্তর ভীমবিক্রম হনুমান্ রামচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কার্য্য-সাধনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ভুজঙ্গাকার পক্ষ উদ্যত, পুচ্ছ নত ও কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক প্রবলবেগে আকাশে আরোহণ করিলেন। তদীয় বেগে বৃক্ষ, শিলা, শৈল ও পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরগণ উত্থিত হইল; কিন্তু তাহারা ক্ষীণবল বলিয়া তাঁহার প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। হনুমানের বাহুদ্বয় ভুজগাকার, তিনি উহা প্রসারণ করিয়া যেন দিঙ্মণ্ডল আকর্ষণ পূর্ব্বক হিমালয়াভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গমনসময়ে সমুদ্র ঘূর্ণিত ও তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইল। জলজন্তুগণ ঘোরতর আবর্ত্তে ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল। মারুতি মহাসমুদ্র দেখিতে দেখিতে ভগবান্ বিষ্ণুর করচ্যুত চক্রের ন্যায় সবেগে যাইতে লাগিলেন। তিনি গমনপথে পর্ব্বত, নানাবিধ বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও সুসমৃদ্ধ জনপদ সকল দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত পবননন্দন আদিত্য-পথ আশ্রয় করিয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তিবোধ হইল না। বায়ু যেরূপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তাহার ন্যায় তিনি ঘোরতর গর্জ্জনে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহাকপি ঋক্ষরাজের বাক্যানুযায়ী স্থান অনুসন্ধান করিয়া কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক হিমাচল দেখিতে পাইলেন। উহাতে নানাবিধ প্রস্রবণ প্রবাহিত, নানাস্থানে গহ্বর, শ্বেতাভ্রসন্নিভ অত্যুন্নত শিখরে ও নানাজাতীয় বৃক্ষে পর্ব্বত সুশোভিত। তিনি মহানগেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় অসংখ্য সুরর্ষিগণ সেই পুণ্যপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উহার কোন স্থানে ব্রহ্মকোষ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরক্ষেপস্থান, কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও ব্রহ্মশির, কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনও স্থানে প্রদীপ্ত সূর্য্যসমাবেশ, কোথাও ব্রহ্মালয়, কোথাও শিবকোদণ্ড-স্থান এবং কোথাও বা পৃথিবীর নাভিদেশ দেখিলেন। অঞ্জনানন্দন অবলোকন করিলেন, সেখানে কৈলাসপর্ব্বতে ভগবান্ ভবানীপতি ভবানীর সহিত বিরাজিত; সঙ্গে দেব-সেনানী কার্ত্তিকেয়; দেবগণ তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক দেবাদিদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। বীরবর হনুমান্ রুদ্রদেবের সমাধিস্থান ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিয়া তদনন্তর স্বর্ণগিরি ও প্রদীপ্ত সর্ব্বৌষধি দ্বারা সুশোভিত ওষধিপর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তিনি বহ্নিরাশি তুল্য ওষধিপর্ব্বত দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ওষধি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ১৯-৫৯।

ক্রমে হনুমান্ বহুসহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া ওষধিপর্ব্বতে বিচরণ করিতেছেন, এরূপ সময়ে সহসা উপস্থিত একজনকে ওষধান্বেষণে নিযুক্ত দেখিয়া ওষধিগণ অদৃশ্য হইলেন। তখন মারুতি ওষধিগণের কাণ্ড-দর্শনে কুপিত হইলে এবং ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু রক্তিম আভা ধারণ করিল। তিনি সদর্পে কহিতে লাগিলেন, "ওষধিগণ! রামের প্রতি অনুকম্পা না করিয়া তাঁহার প্রতি এরূপ অনুচিত ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি? যাহা হউক, আমি অদ্য বাহুবলে তোমাকে প্রপীড়িত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করি, দেখ।" তিনি এই কথা বলিয়াই সবেগে পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করিলেন; ঐ শৃঙ্গ বৃক্ষশ্রেণী-সুশোভিত, স্বর্ণাদি নানাধাতু-বিমণ্ডিত, উহার সানুদেশ প্রজ্বলিত এবং শীর্ষস্থান সমাকীর্ণ। গরুড়তুল্য বেগগামী মারুতি ঐ শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইয়া সবেগে যাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার-দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবতা ও সকল লোকের অন্তরে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। খেচর-জীবগণ সঙ্কট মনে করিয়া তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি সূর্য্যপথে প্রস্থিত, তাঁহার হস্তে সূর্য্যতুল্য শৈলশৃঙ্গ, তিনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, সে সময়ে তাঁহাকে সূর্য্যের নিকটস্থ অপর সূর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভগবান্ চক্রপাণি যেরূপ ভীষণ চক্র ধারণ করিয়া অন্তরীক্ষে শোভিত হন, পর্ব্বতাকার পবননন্দনও সেইরূপ শৈলশৃঙ্গ ধারণ করিয়া শোভিত হইলেন। দূর হইতে বানরগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; তিনিও তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে লঙ্কাবাসী নিশাচরেরা উহাদের বিকটধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভৈরব-রবে গর্জ্জিয়া উঠিল। অনন্তর অঞ্জনানন্দন শৈলশৃঙ্গ লইয়া লঙ্কাপুরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি প্রধান প্রধান বানরগণকে অভিবাদন করিয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণ দিব্য ওষধির আঘ্রাণমাত্রে নীরোগ হইলেন। বানরগণও একে একে গাত্রোত্থান করিতে লাগিল। নিশাগমে যেরূপ জীব সকল সুপ্ত এবং নিশান্তে জাগরিত হয়, তাহার ন্যায় ক্ষণমধ্যে বানর

গণ নীরোগ হইয়া উঠিল; যাহারা হত হইয়াছিল, সেই সকল বানরগণও জীবন লাভ করিল। যদবধি লঙ্কাপুরে রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ উপস্থিত, তদবধি বানর-হস্তে যে সকল রাক্ষস নিহত হইয়াছে, পাছে গণনায় জানা যাইতে পারে, এই জন্য রাক্ষসরাজের আজ্ঞানুসারে মৃত রাক্ষসেরা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রাণদায়ক এই ওষধির সৌরভে রাক্ষসগণের পুনর্জ্জীবনলাভের সম্ভাবনা রহিল না। অনন্তর অমিততেজা আঞ্জনেয় ঐ ওষধি-পর্ব্বত হিমালয়ে লইয়া গেলেন এবং যথাস্থানে উহাকে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের নিকটে মিলিত হইলেন। ৬০-৭৪।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহন।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব কোন একটি কার্য্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক হনুমান্‌কে কহিলেন, "হে বীরবর! যখন কুম্ভকর্ণ হত এবং কুমারগণ বিনষ্ট হইয়াছে, তখন রাক্ষসরাজ রাবণ কিরূপে লঙ্কাপুরী রক্ষা করিবে? অতএব এক্ষণে ক্ষিপ্রকারী বলবান্ বানরগণ উল্কা গ্রহণ করিয়া লঙ্কাপুরে সত্বর প্রবেশ করুক।" এ দিকে সূর্য্য অস্তগত হইলে যেমনি প্রদোষ উপস্থিত, অমনি বানরগণ উল্কাধারণ পূর্ব্বক লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ লঙ্কার দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা বানরগণকে উল্কা-হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণ অবসর পাইয়া হৃষ্টমনে পুরদ্বার, উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ ও প্রাসাদে অগ্নি প্রদান করিল। রাক্ষসগণের অসংখ্য গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল, পর্ব্বতাকার প্রাসাদ সকল পড়িতে লাগিল। অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তামাল্য, মণি, হীরক ও প্রবাল পর্য্যন্ত দগ্ধীভূত হইল। ক্ষৌম, সুদৃশ্য কৌষেয় বসন, মেষলোমজ ও উর্ণাতন্তুনির্ম্মিত নানাপ্রকার বস্ত্র, স্বর্ণপাত্র, অশ্বসজ্জা, হস্তীর গ্রীবা-বন্ধন, রথসজ্জা, যোদ্ধৃবর্গের তনুত্র, হস্তী ও অশ্বের বর্ম্ম, খড়্গ, ধনু, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, রোমজ কম্বল, কেশজ চামর, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, কস্তুরী, মুক্তা, মণি এবং স্বস্তিকাদি গৃহ ও গৃহস্থ রাক্ষসগণের গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসগণের শরীর স্বর্ণময় বর্ম্মে রক্ষিত ছিল, উহাদের গলদেশে মাল্য এবং পরিধান দিব্য বস্ত্র, উহারা মধুপানে ঘূর্ণিতনেত্র ও মদভরে মন্থরগতি, উহাদের স্ত্রীগণ বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীত মনে গৃহ হইতে নির্গত হইতেছে। আকস্মিক অগ্নিদাহে রাক্ষসগণ ক্রোধে কম্পিতকলেবর, তাহারা কেহ গদা, কেহ শূল, কেহ অসি-হস্তে নির্গত হইল, তাহারা কেহ ভোজনে, কেহ সুরাপানে, কেহ প্রেয়সীর সহিত সুখশয্যায় শয়ন করিয়াছিল। উহারা চতুর্দ্দিকে অগ্নির বিকট কোপদর্শনে ভীত-মনে আপনার শিশুসন্তানগণের হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হইতে লাগিল। অগ্নি সর্ব্বত্র জ্বলিয়া উঠিল এবং লঙ্কাবাসী সকলের আবাস-গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। রক্ষোরাজের রাজধানীর গৃহ সকল সারবান্ এবং মহামূল্যে বিরচিত, উহা গভীর এবং দুর্গম, কোনটির আকার অর্দ্ধচন্দ্র, উহার শিখরদেশে প্রশস্ত শিরোভবন। গবাক্ষ সকল বিচিত্র ও সুন্দররূপে প্রস্তুত; গৃহ স্বর্ণময় এবং মণিবিদ্রুমে বিভূষিত; উহার উচ্চতায় বোধ হয়, দিবাকরকে স্পর্শ করিতেছে। গৃহ ক্রৌঞ্চ ও ময়ূররবে নিনাদিত এবং অলঙ্কারশব্দে বিভাসিত। অগ্নি আদিত্যতুল্য অচল-সদৃশ গৃহগুলি ক্ষণমধ্যে ভস্মসাৎ করিল। প্রদীপ্ত গৃহ সকল অগ্নিসংযোগে দাবাগ্নিদীপ্ত মহাচলের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রদীপ্ত তোরণ সকল বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দাম-বিভূষিত জলদের সদৃশ শোভা গ্রহণ করিল। রাত্রিকালে গৃহোপরি যে সকল রমণী শয়ন করিয়া ছিল, তাহারা দহ্যমান হইয়া আপনাদের অলঙ্কার সকল দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "হায়! কি হইল!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১-২৩।

অগ্নি এইরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে নিপতিত হইল এবং ক্রমশঃ জ্বলন্ত গৃহ সকল পতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন মহাগিরির শিখর সকল বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে নিপতিত হইতেছে। দূর হইতে দহ্যমান গৃহ সকল দহ্যমান হিমগিরিশৃঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছে। এইরূপে হর্ম্ম্যশৃঙ্গ ভীষণ অগ্নিসংযোগে দগ্ধীভূত হইয়া উঠিল। সে সময়ে রাত্রিকালে রাত্রিচরদিগের বাসভূমি লঙ্কা কুসুমিত কিংশুকের শোভা ধারণ করিল। তৎকালে অধ্যক্ষেরা অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া হস্তী ও অশ্বদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। বোধ হইল, যেন লঙ্কাপুরী মহাপ্রলয়ে ঘূর্ণ্যমান নক্রকুম্ভীরপূর্ণ মহাসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। কোনও স্থানে হস্তী অশ্বকে বন্ধনমুক্ত দেখিয়া পলাইতে লাগিল, কোথাও বা ভীত অশ্ব সভয় হস্তীকে দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। লঙ্কাপুরী দগ্ধ হইলে সমুদ্রের অপরূপ শোভা হইল এবং অগ্নিশিখা সমুদ্রে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে উহার জল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। মুহূর্ত্তকালমধ্যে বানরগণ লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল; বোধ হইল, যেন লোকসংহারের জন্য বসুন্ধরা প্রদীপ্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। লঙ্কাপুরীর রমণীগণ অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ ও ধূমব্যাপ্ত হইয়া যে হাহাকার করিতে লাগিল, শত-যোজন হইতে তাহা শ্রুতিগোচর হইতে থাকিল। সে সময়ে যে রাক্ষস দগ্ধ-কলেবরে বহির্গত হইতেছিল, বানরেরা তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ করিল। বানর ও রাক্ষসদিগের তুমুল শব্দ দশদিক্, সমুদ্র ও পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিল। এই সময়ে মহাবীর রামলক্ষ্মণ সুস্থ হইয়া অসম্ভ্রমে ধনু গ্রহণ করিলেন। ২৪-৩৪।

অনন্তর রামচন্দ্র ধনু বিস্ফারিত করিলে রাক্ষসগণের ভয়াবহ তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। এই সময়ে রামচন্দ্র শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক ভগবান্ রুদ্র যেরূপ কুপিত হইয়া বেদরূপ ধনুর্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুকের টঙ্কার-শব্দ সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে দিঙ্মণ্ডল ঐ শব্দ এবং বানর ও রাক্ষসগণের ঘোরতর নিনাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর রামশরাসন-চ্যুত শর-নিক্ষেপে কৈলাসশৃঙ্গতুল্য লঙ্কার পুরদ্বার চূর্ণ হইয়া গেল। নিশাচরগণ বিমান ও গৃহে রামশর নিপতিত হইতেছে দেখিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। সে সময়ে তাহারা ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই রাত্রি রাক্ষসদিগের পক্ষে কালরাত্রিস্বরূপ হইল। ৩৫-৪১।

এই সময়ে বানররাজ সুগ্রীব বানরদিগকে কহিলেন, "তোমাদের যে দ্বার নিকটস্থিত, তাহা আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতে থাক। যে ব্যক্তি আমার কথা না শুনিয়া অন্যত্র অবস্থিতি করিবে, রাজশাসনবিরোধী সেই অবাধ্যকে বধ করিতে ত্রুটি হইবে না।" বানরগণকে দীপ্ত উল্কা-হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার জৃম্ভণোত্থ মুখমারুতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার

মুখমণ্ডলে ভগবান্ রুদ্রের মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে এই সময়ে কুম্ভকর্ণের পুত্র বলবান্ কুম্ভ ও নিকুম্ভকে বহু সৈন্যসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে পাঠাইয়া দিল। রাবণের আদেশে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন, এই কয় বীর কুম্ভ-নিকুম্ভের অনুবর্ত্তী হইল। রক্ষোরাজ বলবান্ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থে যাইতে অনুমতি দিল। তাহারা আজ্ঞামাত্র সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গত হইল। তাহাদের হস্তে প্রদীপ্ত অস্ত্র, তাহারা ঘন ঘন গর্জ্জন পূর্ব্বক বহির্গত হইল। রাক্ষসদিগের ভূষণপ্রভা, দেহপ্রভা ও বানরগণের অগ্নিপ্রভায় আকাশমণ্ডল প্রভাময় হইয়া উঠিল। তারাপতিপ্রভা,তারাপ্রভা এবং উভয়পক্ষীয় বীরগণের অলঙ্কারপ্রভা সেনাদ্বয়ের মধ্যস্থিত আকাশকে প্রভাবিত করিল। চন্দ্রের প্রভা, অলঙ্কারপ্রভা ও জ্বলিতগৃহপ্রভা রাক্ষসবানরগণকে সম্যক্ শোভিত করিল। যে সকল গৃহ অর্দ্ধপ্রদীপ্ত হইয়াছে,তাহাদের প্রভা সমুদ্রে নিপতিত হওয়াতে আন্দোলিত ঊর্ম্মিমালা-সঙ্কুল জলরাশির সুন্দরতর শোভা হইয়া উঠিল। বানরগণ দেখিল, রাক্ষস-সৈন্যগণের সঙ্গে ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব, রথ ও হস্তী, উহাদের হস্তে অসি, পরশু, শূল, খড়্গ, গদা, প্রাস, তোমর ও কার্ম্মুক, উহাদের পরাক্রম অসীম এবং আকৃতি ভয়ানক। উহাদের বাহুযুগল স্বর্ণালঙ্কারে সুশোভিত, উহারা অনবরত পরশু বিঘূর্ণিত করিতেছে। উহাদের শরাসনে শরসন্ধান রহিয়াছে, উহারা বলবান্ সৈন্যগণে পরিপূর্ণ, উহাদের স্বর মেঘগর্জ্জনবৎ। বানরগণ দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ধাবমান হইল এবং বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। পতঙ্গগণ যেরূপ সবেগে দীপ্ত বহ্নিমধ্যে নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় বলবান্ রাক্ষসগণ বেগে আগমন পূর্ব্বক প্রতিযোদ্ধা বানরগণের সম্মুখীন হইল। বানরগণের ভুজবল-প্রভাবে রাক্ষসগণের বজ্রসম পরিঘ স্পর্শ হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া যাওয়াতে রাক্ষসকুলের অপূর্ব্ব শোভা হইল। যুদ্ধাভিলাষী বানরগণ উন্মত্তের ন্যায় রাক্ষসগণের উপরে লম্ফ দিয়া পড়িল এবং বৃক্ষ, পর্ব্বত ও মুষ্টিপ্রহারে তাহাদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিল। এ দিকে ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ নিশিত শরনিক্ষেপে যুদ্ধোদ্যত বানরগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। বানরগণ দশন-প্রহারে কাহারও কর্ণ ছিন্ন, মুষ্টিপ্রহারে কাহারও মস্তক চূর্ণ ও শিলা-প্রহারে কাহারও অঙ্গ ভগ্ন করিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। এ দিকে ভীষণাকার রাক্ষসগণ বানরগণের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরগণকে শর-প্রহারে অস্থির করিল। বলবান্ বানরবীরগণ প্রবল রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিল, একজন একজনকে বধ করিতে যেমনই উদ্যত, অমনি অপর একজন আসিয়া তাহাকে বধ করিল। একজন একজনকে ফেলিয়া দিতেছিল, অপর ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল; কেহ অন্যকে দংশন করিতেছিল, অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে দংশন করিল; এক ব্যক্তি অন্যকে তিরস্কার করিতেছিল, একজন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল; এক ব্যক্তি যুদ্ধপ্রার্থী হইল, কেহ যুদ্ধ করিতেছে, কেহ আসিয়া বলিল,'আমি যুদ্ধ করিব।' "ক্লেশ দাও কেন? তুমি এখানে থাক," রণস্থলে তৎকালে পরস্পরে এই কথাই কহিতে লাগিল। ক্রমে উভয় পক্ষের যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল, রাক্ষসগণের শস্ত্র ব্যর্থ হইতে লাগিল, তাহাদের কবচ ও আয়ুধ সকল বিমুক্ত হইল। তাহারা মহাপ্রাস, মুষ্টি, শূল ও অসি উদ্যত করিয়া রহিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসগণ সপ্তদশটি বানরের প্রাণহিংসা করিল, বানরগণ উক্ত-সংখ্যক রাক্ষসদিগকে রণভূমিতে নিপাতিত করিল। অনন্তর বানর-সৈন্যগণ রাক্ষসদিগকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৬২-৭০।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ।

কম্পনাদির বিনাশ।

এইরূপে লোকক্ষয়কর তুমুল সংগ্রামের অবতারণা ঘটিলে মহাবীর অঙ্গদ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া রাক্ষসবীর কম্পনের সম্মুখীন হইলেন। কম্পনকে যুদ্ধে আহ্বান করিবামাত্র সে ক্রোধভরে গুরু গদাপ্রহারে অঙ্গদকে মূর্চ্ছাপন্ন করিল। অনেকক্ষণের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া বানরবীর রাক্ষসের প্রতি এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন, রাক্ষসবীর শৈলশৃঙ্গের আঘাতে পীড়িত ও কম্পিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। কম্পনকে নিহত দেখিয়া বীর শোণিতাক্ষ নির্ভীকের ন্যায় রথারোহণে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর সবেগে অঙ্গদের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরবৃষ্টি করিতে লাগিল, সেই কালাগ্নিতুল্য শাণিত সায়কে বীরবরের শরীর বিদ্ধ হইয়া গেল। রাক্ষসবীর বানরবীরের প্রতি ক্রমাগত ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য ও বিপাট প্রভৃতি নানাবিধ শর নিক্ষেপ করিল। বালিনন্দন বীর রাক্ষসের প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া তাহার ধনু, রথ ও শরাসন ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে শোণিতাক্ষ সত্বর অসি-চর্ম্ম ধারণ করিল এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া উত্থিত হইল। তখন বিপুলবিক্রমে অঙ্গদ সত্বর লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসকে ধরিলেন এবং উহার হস্ত হইতে সবলে অসি গ্রহণ করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে খড়্গাঘাত করিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তির্য্যগ্‌ভাবে তাহার স্কন্ধ ছেদন করিলেন। অনন্তর বীরবর অঙ্গদ সেই খড়্গ ধারণ এবং পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন পূর্ব্বক রণস্থলে অপর অরিদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সময় যূপাক্ষ প্রজঙ্ঘ সমভিব্যাহারে অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রথারোহণে অঙ্গদের সম্মুখীন হইল। সেই বীর লৌহময়ী প্রকাণ্ড গদা ধারণ করিয়া অঙ্গদকে শাসন করত অগ্রসর হইল। তখন কপিকেশরী অঙ্গদ শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিশাখা নক্ষত্রের মধ্যগত চন্দ্রমার শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক দুই বীর অঙ্গদের পার্শ্বরক্ষক, তাহারা পরস্পর জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান। এ দিকে মহাবল, মহাকায় রাক্ষসগণ অসি, বাণ ও গদা ধারণ পূর্ব্বক সরোষে বানরগণের সহিত যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত। অঙ্গদ প্রভৃতি বীরত্রয়ের সহিত তিন জন রাক্ষসের রোমহর্ষণ সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া রাক্ষসদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিল, রাক্ষসবীর প্রজঙ্ঘও খড়্গপ্রহারে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ক্রমে বানরসৈন্য রথ, অশ্ব, বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, রাক্ষসবীরও শরবর্ষণে তত্তাবৎ ছেদন করিল। অনন্তর বীর দ্বিবিদ ও মৈন্দ বৃক্ষসকল উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিল; শোণিতাক্ষ তাহা মধ্যপথে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সময় বীরবর প্রজঙ্ঘ পরমর্ম্মভেদী বিপুল খড়্গ ধারণ করিয়া সবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। বানরেন্দ্র রাক্ষসকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া তাহাকে অশ্বকর্ণবৃক্ষ-প্রহারে অধীর করিয়া তুলিলেন। অনন্তর উহার কৃপাণসহিত ভুজাগ্রে মুষ্টি-প্রহার করিলেন, ঐ নিদারুণ প্রহারে তাহার

অসি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন রাক্ষসবীর প্রজঙ্ঘ খড়্গ স্খলিত ও পতিত দেখিয়া তাঁহার ললাটে বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিল। মহাবীর অঙ্গদ ললাটে বজ্রমুষ্টিবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্তকাল বিকলেন্দ্রিয় হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সক্রোধে যেমনই প্রজঙ্ঘের শিরে দৃঢ় মুষ্টি প্রহার করিলেন,অমনি রাক্ষসবীর ছিন্নমস্তক হইল। তখন যূপাক্ষ পিতৃব্যকে রণে নিহত দেখিয়া সজলনয়নে রথ হইতে অবতীর্ণ হইল, তাহার অস্ত্র শস্ত্রাদি না থাকিলেও সে এক খড়্গ ধরিয়া গমন করিল। তখন বানরবীর দ্বিবিদ তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সক্রোধে তাহার বক্ষে শিলাপ্রহার করিল এবং তাহাকে সবলে ধারণ করিল। মহাবল শোণিতাক্ষ বীর দ্বিবিদ ভ্রাতাকে গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া বাধরের বক্ষঃস্থলে গদা প্রহার করিল। সেই নিদারুণ প্রহারে বানরবীর অস্থির হইয়া উঠিল। অনন্তর পুনর্ব্বার উহার গদা উদ্যত দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইল। এই সময়ে মৈন্দ দ্বিবিদের নিকটস্থ হইল; দ্বিবিদ নখাঘাতে শোণিতাক্ষের মুখমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। ক্রমে শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষের সহিত মৈন্দ ও দ্বিবিদের সংগ্রাম আরম্ভ হইল, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর বীর্য্যবান্ বানরপুঙ্গব মৈন্দ সরোষে বীর্য্য-প্রভাবে যূপাক্ষকে ভূমিশায়ী করিয়া পেষণ করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসবীর বানরের গাঢ়তর পীড়নে ভূমিতে নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হইল। ১-৩৩।

তখন অবশিষ্ট সেনাগণ রাক্ষসবীরকে নিহত দেখিয়া ব্যথিত হইল এবং দ্রুতগমনে যেখানে কুম্ভকর্ণ-পুত্র অপেক্ষা করিতেছে, সেইখানে উপস্থিত হইয়া এই অশুভ সংবাদ নিবেদন করিল। মহাবীর কুম্ভ সৈন্যগণের সবেগে আগমন ও তাহাদের মুখে যুদ্ধ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত-হৃদয়ে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কুম্ভ সাবধানে ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক দেহবিদারক ভুজঙ্গসদৃশ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদীয় শর সহিত উৎকৃষ্ট শরাসন, বিদ্যুৎ ও ঐরাবত-সংশ্রয়ে দীপ্তিমান্ দ্বিতীয় ইন্দ্রধনু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ষণ ও তাহাতে শরসন্ধান করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ-পত্রবিশিষ্ট শরে দ্বিবিদকে প্রহার করিলেন। শৈলশৃঙ্গ-সঙ্কাশ সেই বানর সহসা শর-প্রহারে মর্ম্মাহত হইয়া পদদ্বয় বিস্তীর্ণ করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন বানরবীর মৈন্দ ভ্রাতার ভয়াবস্থা দেখিয়া বিপুল শিলা ধারণ-পূর্ব্বক সবেগে ধাবমান হইল। কপিবর সেই শিলা রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিল, রাক্ষসবীর কুম্ভ পঞ্চ শরে তৎক্ষণাৎ তাহা চূর্ণ করিয়া ফেললিন। অনন্তর আশীবিষতুল্য অন্য শরসন্ধান করিয়া মৈন্দের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী প্রহারে বানরবীর মৈন্দ বিহ্বল হইয়া ভূমিশায়ী হইল। ৩৪-৪৪।

তখন বানরবীর অঙ্গদ মহাবলবান্ মাতুলদ্বয়কে ব্যথিত দেখিয়া ধনুর্দ্ধারী কুম্ভের অভিমুখে বেগে ধাবমান হইলেন। হস্তিপক যেরূপ অঙ্কুশ-প্রহারে হস্তীকে বিদ্ধ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মহাবীর রাক্ষস অঙ্গদের প্রতি প্রথমে লৌহময় পঞ্চ এবং তৎপরে শরত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রতি নিরত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভয়ানক প্রহার করিলেও বীর্য্যবান্ বালিনন্দন কিছুতেই ব্যথিত হইলেন না, তিনি উহার মস্তকে শিলা ও বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর সুতীক্ষ্ণ সায়ক-নিক্ষিপ্ত বানরবক্ষিপ্ত শিলাদি চূর্ণ এবং ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। হস্তিপক যেরূপ কুঞ্জরকে অঙ্কুশ প্রহার করে, তাহার ন্যায় রাক্ষসবর অঙ্গদকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহার ভ্রূযুগল বিদ্ধ করিলেন। নিদারুণ প্রহারে অঙ্গদের ভ্রূযুগল হইতে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও লোচনদ্বয় নিমীলিত হইল। বালিনন্দন সে সময়ে এক হস্তে রুধিরাক্ত নেত্র আচ্ছাদন করিয়া অপর হস্তে সত্বর এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। তিনি স্কন্ধ সহিত ঐ বৃক্ষকে বক্ষঃপ্রদেশে স্থাপন করিয়া এক হস্তে উহার শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক উৎপাটন করিলেন। ঐ বৃক্ষের আকার মন্দরগিরিতুল্য; উহা দেখিতে ইন্দ্রধ্বজসদৃশ; বীরবর সকল রাক্ষসদিগের সাক্ষাতে উহা নিক্ষেপ করিলেন। বীর কুম্ভকর্ণতনয় সুতীক্ষ্ণ সপ্তশরে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর অন্য এক শরে অঙ্গদের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; সাত্যাতিক আঘাতে বানরবীর ব্যথিত এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বানরযূথপতিগণ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় অঙ্গদকে নিপতিত দেখিয়া রামচন্দ্রকে এই সংবাদ জানাইলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে বানরপ্রধানের ব্যথিতাবস্থা শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরগণকে এই আদেশ করিলেন, "বীরগণ! তোমরা আমার আদেশে যুদ্ধস্থলে গমন কর।" আজ্ঞামাত্রে বানরগণ সক্রোধে ধনুর্দ্ধারী কুম্ভের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের হস্তে বৃক্ষ ও পর্ব্বত, চক্ষু কোপে আরক্তবর্ণ; তাঁহারা অঙ্গদের জীবন রক্ষার অন্য অগ্রসর হইলেন। জাম্ববান্, সুষেণ ও মহাবল বেগদর্শী, ইঁহারা সক্রোধে মহাবলবান্ কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসবীর কুম্ভ, পর্ব্বত দ্বারা যেরূপ জলপ্রবাহ রুদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় বানর-বীরগণকে আসিতে দেখিয়া শরনিক্ষেপে উঁহাদের গতিরোধ করিলেন। মহাসমুদ্র যেরূপ বেলাভূমি দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় বানরবীরগণ রাক্ষসেন্দ্রের শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া রণভূমিতে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে বানররাজ সুগ্রীব বানরগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন ও নিপীড়িত দেখিয়া অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া কুম্ভের প্রতি ধাববান হইলেন। বোধ হইল, যেন গিরিধারী গজের প্রতি গজেন্দ্রের আক্রমণ দাঁড়াইয়াছে। তিনি অশ্বকর্ণ প্রভৃতি অনেকগুলি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর কুম্ভ বৃক্ষগণকে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আসিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণশরে উহা ছেদন করিলেন। তখন বৃক্ষসকল ছিন্ন হইয়া ভীষণ শতঘ্নীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কুম্ভের হস্তে ক্ষিপ্ত-বৃক্ষাদির ব্যর্থতা দেখিয়া বানররাজ কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। বানররাজ রাক্ষসশরে বিধ্যমান হইয়া অনায়াসে সেই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিলেন। তিনি অবশেষে কুম্ভের হস্ত হইতে সবলে ইন্দ্রধনুতুল্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ দ্বিপের ন্যায় কুপিত কুম্ভকর্ণসুতকে কহিলেন, "হে নিকুম্ভাগ্রজ! তোমার বীর্য্য ও বাণবেগ অতিশয় অদ্ভুত, তোমার বিনয় ও প্রতাপ রাবণের তুল্য, তুমি বিক্রমে বলি ও প্রহ্লাদের সদৃশ, তোমার শৌর্য্য কুবের ও বরুণের অনুরূপ। তুমি তোমার পিতা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। মনঃপীড়া যেরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় শূলধারী তোমাকে আক্রমণ করা দেবগণেরও সাধ্য নহে। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে তোমার বিক্রম প্রদর্শন এবং মহাযুদ্ধে আমার বিক্রম দর্শন কর। তোমার

পিতৃব্য রাবণ বরলাভে দৃপ্ত হইয়া দেব-দানবদিগকে পরাস্ত করিয়াছে, তোমার পিতা কুম্ভকর্ণও বীর্য্য-প্রভাবে সুরাসুরদিগকে কম্পিত করিয়াছে। তুমি বল-বীর্য্য উভয় প্রকারেই রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ। তুমি প্রতাপে রাবণ এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় ইন্দ্রজিত্তুল্য। যেরূপ শক্রের সহিত শম্বরাসুরের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহার ন্যায় তোমার সহিত অদ্য আমার তুমুল সংগ্রাম ঘটিবে, সকল প্রাণিগণ এই ভয়াবহ ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। তুমি অসাধারণ কার্য্য করিয়াছ, তোমার অস্ত্র-নৈপুণ্যও প্রদর্শিত হইয়াছে, এই সকল বানর-বীরগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি বালক, এই বিবেচনা করিয়া আমি তোমাকে বিনষ্ট করি নাই। যাহা হউক, তুমি যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছ, এক্ষণে আমার শৌর্য্যের সীমা দর্শন কর।" মহাবীর কুম্ভ সুগ্রীব-বাক্যে সাতিশয় অবমানিত হইলেন, অগ্নিতে হব্য আহুতি দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তাঁহার তেজ বর্দ্ধিত হইল। অনন্তর বীর্য্যবান্ কুম্ভ ভুজপঞ্জরে সুগ্রীবকে গ্রহণ করিলেন; তাঁহারা দুইজনে মদস্রাবী মহাগজের ন্যায় বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; পরস্পর পরস্পরকে গাত্রগ্রথিত করিতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিতেছেন, পরিশ্রমনিবন্ধন উভয়েরই মুখ দিয়া সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। উভয় বীরের পদাঘাতে পৃথিবী নিমগ্নপ্রায়, ঘোর আবর্ত্ত ও তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া সমুদ্র কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সুগ্রীব কুম্ভকে দর্শন করিয়া, অতল সমুদ্রের তল প্রদর্শন করিয়া লবণসমুদ্রে পাতিত করিলেন। কুম্ভ পতিত হওয়াতে জলরাশি সমুত্থিত হইয়া বিন্ধ্য ও মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর মহাবীর কুম্ভ উত্থিত হইয়া সুগ্রীবকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষে বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহার করিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে সুগ্রীবের গাত্রচর্ম্ম ফুটিয়া গেল, সবেগে রক্তধারা প্রবাহিত হইল এবং অস্থিমণ্ডলে মুষ্টি প্রতিহত হইল। যেরূপ বজ্রাঘাতে সুমেরু হইতে অগ্নির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার ন্যায় মুষ্টিপ্রহারে বানরাধিপের তেজ জ্বলিয়া উঠিল। বানরপুঙ্গব সুগ্রীব রাক্ষসের প্রভাবে তাড়িত হইয়া বজ্রবৎ মুষ্টি ধারণ করিলেন। ঐ মুষ্টি সূর্য্যমণ্ডলের তেজ এবং সহস্র বিকচ অগ্নিশিখার ন্যায়; বানররাজ সবেগে ঐ মুষ্টি কুম্ভের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। নিদারুণ প্রহারে তাড়িত হইয়া রাক্ষসবীর অতিশয় বিহ্বল হইয়া নিস্তেজ বহ্নির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। বোধ হইল, প্রদীপ্ত ভৌম গ্রহ যেন সহসা আকাশ হইতে খসিয়া পতিত হইল। মুষ্টিপ্রহারে কুম্ভবীরের বক্ষঃস্থল ভগ্ন হইয়া গেল; উহাঁর প্রদীপ্ত তেজ রুদ্রতেজে অভিভূত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীমপরাক্রম বানররাজের যুদ্ধে কুম্ভবীর নিহত হইলে শৈল-কানন-সমন্বিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল; রাক্ষসগণ এই ঘটনা দর্শন করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। ৪৫-৯৩।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

নিকুম্ভের বিনাশ।

বানররাজ-হস্তে ভ্রাতা কুম্ভকে নিহত দেখিয়া মহাবীর নিকুম্ভ রোষরক্ত-লোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন সুগ্রীবের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তিনি সেই সময়ে ভীষণাকার পরিঘ ধারণ করিলেন। উহা মাল্যদাম-বিজড়িত, মহেন্দ্র-শৃঙ্গতুল্য এবং পঞ্চাঙ্গুরে দৃঢ়ভাবে ধৃত। উহা স্বর্ণপট্টে খচিত, মণিবজ্রবিভূষিত, দেখিতে যমদণ্ডের ন্যায় এবং রাক্ষসগণের ভয়-নিবারক। ভীমবিক্রম নিকুম্ভ ইন্দ্রধ্বজতুল্য ভীষণ পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া বিকৃতমুখে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীরের বক্ষঃস্থলে নিষ্ক, করে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল এবং গলদেশে সুন্দর মাল্য। বিদ্যুদ্দামবিজড়িত সগর্জ্জন মেঘ যেরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভিত হয়, তিনি সেইরূপ বিচিত্র অলঙ্কারে ও অপরূপ পরিঘাস্ত্রে শোভিত হইলেন। রাক্ষসের পরিঘাস্ত্র বিঘূর্ণিত হইয়া অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, দেখিতে শব্দায়মান বিধূম অগ্নির ন্যায়, ক্রমে রাক্ষসাস্ত্রের বিঘূর্ণনে গন্ধর্ব্ব-ভবন, অমরাবতী, অন্যান্য লোক, চন্দ্র, নক্ষত্র ও মহাগ্রহ-সমন্বিত আকাশমণ্ডল যেন ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল। নিকুম্ভের পরিঘ-প্রভা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাক্ষসবীরের রূপ দীপ্ত বহ্নি ও সাক্ষাৎ কালাগ্নির ন্যায়; ক্রোধ এই অগ্নির কাষ্ঠ এবং পরিঘ ও আভরণপ্রভায় উহা প্রভান্বিত। রাক্ষস ও বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে নিস্পন্দের ন্যায় রহিল। তৎকালে ঐ বীরবর রাক্ষস সাধারণের অগম্য হইয়া উঠিলেন। ১-১০।

এই সময়ে মহাবীর হনূমান্ বক্ষ বিস্তৃত করিয়া নিকুম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার বাহু পরিঘতুল্য। রাক্ষসবীর বলবান্ হনূমানের বক্ষে ভাস্করতুল্য প্রদীপ্ত পরিঘ প্রহার করিলেন। ঐ প্রহারে পরিঘ শতধা চূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মারুতির বক্ষঃস্থল অটলভাবে রহিল। পরিঘের চূর্ণাংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে শত শত উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভূমিকম্পে ভূধর যেরূপ অচল থাকে, তাহার ন্যায় মহাবীর হনূমান্ পরিঘপ্রহারে অচল ও অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্লবগপ্রধান হনূমান্ এইরূপে আহত হইয়া সবেগে দৃঢ়তর মুষ্টি ধারণ করিলেন। পরে বায়ুবিক্রম বায়ুনন্দন রাক্ষসের বক্ষে ঐ দৃঢ়-মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মর্ম্মঘাতী প্রহারে রাক্ষসের চর্ম্ম ফাটিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ রুধির-স্রোতে ভাসিয়া উঠিল। জলদজালে যেরূপ সৌদামিনী সংমিশ্রিত হয়, তাহার ন্যায় অকস্মাৎ একটা জ্যোতি উঠিয়া রাক্ষসের বক্ষে মিলাইয়া গেল। অনন্তর রাক্ষসবীর নিদারুণ প্রহারে মূর্চ্ছিত হইলেন; কিয়ৎক্ষণের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া অগ্রসর হইয়া কপিবরকে সবেগে ধারণ করিলেন। যখন নিকুম্ভ মহাবীর হনূমান্‌কে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলেন; তখন রাক্ষসগণ এই যুদ্ধ-ঘটনা দর্শনে প্রহৃষ্ট-মনে কোলাহল করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনূমান্ আপনাকে রাক্ষসের হস্তে নিপতিত দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার বক্ষে বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি রোষাবেশে প্রদীপ্ত হইলেন এবং নিকুম্ভকে ফেলিয়া দিয়া পেষিত করিতে লাগিলেন; অনন্তর লম্ফ দিয়া সবেগে উহার বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিলেন। তিনি ভীমরবে গর্জ্জন করিতে করিতে দুই হস্তে রাক্ষসকে ধারণ করিয়া গ্রীবাভঙ্গ করত মস্তক উৎপাটন করিলেন। অনন্তর কুম্ভকর্ণসুত পবনসুত-হস্তে নিহত হইলে রোষাবিষ্ট দশরথসুত ও রাক্ষসরাজসুতসৈন্যের ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। নিকুম্ভের প্রাণপ্রয়াণ ঘটিলে প্লবগগণ প্রহৃষ্ট-মনে সিংহনাদ করিল; দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল, পৃথিবী যেন প্রকম্পিত হইল, আকাশ যেন পতিত হইল এবং রাক্ষসেরা ভয়ে অধীর হইয়া উঠিল। ১১-২৫।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রা।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি দশানন কুম্ভ ও নিকুম্ভের বিনাশবার্তা শ্রবণে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। রাক্ষসরাজ যুগপৎ ক্রোধ ও শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরনন্দন বিশালাক্ষ মকরাক্ষকে কহিল, "হে পুত্র! তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া বানরসমেত রামলক্ষ্মণকে পরাস্ত কর।" ১-৩।

রাবণের কথাক্রমে শূরাভিমানী খরাত্মজ 'তথাস্তু' বলিয়া যুদ্ধগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি দশগ্রীবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন খরপুত্র সমীপস্থ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, "তুমি সত্বর রথ প্রস্তুত ও সৈন্য সকল সজ্জীভূত করিয়া আন।" সৈন্যাধ্যক্ষ আদেশমাত্রে রথ ও সৈন্য সকল সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকটে আনিল। নিশাচর মকরাক্ষ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথিকে কহিলেন, "সূত! তুমি রথ সত্বর চালিত কর।" এই সময়ে বীর মকরাক্ষ রাক্ষসদিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা আমার নিকটে আসিয়া যুদ্ধ করিও। রাক্ষসরাজ রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। অদ্য আমি তীক্ষ্ণ-শরাঘাতে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণের প্রাণ সংহার করিব। অগ্নি যেরূপ শুষ্ককাষ্ঠ দাহন করে, তাহার ন্যায় আমি শূলনিক্ষেপে বানর-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।" ৪-১২।

তখন বীরবর মকরাক্ষের কথাক্রমে বলবান্ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তাহাদের হস্তে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র। উহারা ক্রূরস্বভাব, পিঙ্গলনেত্র, কামরূপী ও ভীষণ-দর্শন, উহাদের কেশপাশ আলুলায়িত এবং আকার ভয়ঙ্কর, উহারা মত্ত হস্তীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাকায় রাক্ষসগণ মহাবীর মকরাক্ষকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধযাত্রাকালে শঙ্খধ্বনি, ভেরীশব্দ, বীরগণের বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল আকুল হইয়া উঠিল। এই সময়ে সারথির হস্ত হইতে কশা স্খলিত হইয়া পড়িল, সহসা ধ্বজদণ্ড নিপতিত হইল। রাক্ষসবীরের রথসংযুক্ত অশ্বগণের বিক্রমের বৈসদৃশ্য ঘটিল, তাহারা গমনকালে স্খলিতপদে দীনবদনে গমন করিতে লাগিল। বীরবর মকরাক্ষের রণপ্রয়াণকালে সমীরণ ধূলিময়, তীব্র ও ভীষণ হইয়া উঠিল। বলবান্ রাক্ষসগণ এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিলেও উহা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, যেখানে রামলক্ষ্মণ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই রণভূমির উদ্দেশে গমন করিল। যুদ্ধার্থী রাক্ষসগণের আকৃতি মেঘ, মাতঙ্গ ও মহিষতুল্য; উহাদের গাত্রে গদা, অসি ও অন্যান্য অস্ত্রচিহ্ন জাজ্বল্যমান, উহারা সকলেই যুদ্ধ-বিদ্যায় সুপণ্ডিত। "আমি অগ্রে যুদ্ধ করিব, আমি অগ্রে যুদ্ধ করিব," সকলে এই উৎসাহে সিংহনাদ পূর্ব্বক রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। ১৩-২১।

একোনাশীতিতম সর্গ।

মকরাক্ষ-বধ।

বানরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষস ও বানরগণের রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল; বোধ হইল, সুরাসুরে সংগ্রাম বাধিয়াছে। রাক্ষস ও বানরগণ বৃক্ষ, শূল, গদা ও পরিঘ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বানরদিগের প্রতি শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পাশ, মুদ্গর ও দণ্ড প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বানরগণ মকরাক্ষশরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। বিজয়ী রাক্ষসগণ বানরগণকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া দৃপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কমললোচন রামচন্দ্র শরবর্ষণে রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিয়া বানরগণকে আশ্বস্ত করিলেন। ১-৮।

মহাবীর মকরাক্ষ রাক্ষসগণকে যুদ্ধবিরত দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া রামকে এই কথা কহিলেন "আইস, আজ আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব, আমি সুতীক্ষ্ণ শরে তোমার প্রাণহরণ করিব। রাম! তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতার প্রাণবিনাশ করিয়াছ, এক্ষণে আমার সম্মুখে তুমি দণ্ডায়মান আছ বলিয়া আমার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রে দুরাত্মন্! আমি তৎকালে বনমধ্যে তোকে দেখিতে পাই নাই, এ জন্য আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। অহো! আজ তুই আমার ভাগ্যে সম্মুখে উপস্থিত! ক্ষুধার্থ সিংহের পক্ষে ইতরমৃগের ন্যায় তুই আমার পক্ষে নিয়ত প্রার্থনীয়। তুই পূর্ব্বে যে সকল বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিস্, এক্ষণে তুই আমার শরে বিনষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত প্রেতলোকে বাস করিতে পারিবি। রাম! বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, আজ সকল লোক যুদ্ধক্ষেত্রে তোর ও আমার বিক্রম দর্শন করুক্। অস্ত্র, গদা বা বাহুযুদ্ধ যাহা তোমার অভিপ্রেত, তুমি তাহার সাহায্যে যুদ্ধ কর।" ৯-১৬।

মকরাক্ষের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীরাম বলিতে লাগিলেন, "হে নিশাচর! বৃথা মুখভারতীর প্রয়োজন কি? যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেবল বাক্প্রগল্ভতায় কাহাকেও পরাস্ত করা যায় না। আমি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত তোমার পিতা খর, দূষণ ও ত্রিশিরার প্রাণহরণ করিয়াছি। রে পাপিন্! অদ্য তোর প্রাণ বিনাশ করিব, তোর মাংসে তীক্ষ্ণতুণ্ড, তীক্ষ্ণনখ গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ পরিতৃপ্ত হইবে। যাহারা খেচর এবং রক্তপক্ষবিশিষ্ট, সেই সকল পক্ষী মুখাগ্রে তোর শোণিত পান করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বিচরণ করিবে।" ১৭-২১।

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে বীর মকরাক্ষ তাঁহার উদ্দেশে বাণ পরিত্যাগ করিলেন। দাশরথি দৃষ্টিমাত্রে শরজালে তাহা অনেক খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তৎকালে খর-পুত্রের সহিত দশরথ-পুত্রের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। উভয়ের আকৃষ্ট শরাসনের মেঘ সদৃশ গভীর টঙ্কার ও বীরনাদমাত্র সে সময়ে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উভয়ের অদ্ভুত যুদ্ধকাণ্ড দেখিবার জন্য দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও কিন্নরগণ অন্তরীক্ষ

আশ্রয় করিলেন। পরস্পরের অস্ত্রক্ষেপে পরস্পর বিদ্ধ হইতে লাগিলেন, উঁহাদের বলবুদ্ধির ত্রুটি ছিল না। যাহা হউক, এক জনের ক্রিয়া ও অন্যের প্রতিক্রিয়া নিবন্ধন ভয়ানক যুদ্ধব্যাপার চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র যে সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন, রাক্ষসবীর তাহা ছেদন করিলেন, এইরূপ রামও রাক্ষসাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ দৃশ্য হইল না। অনন্তর রাম ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসের শরাসন ছেদন করিলেন এবং অষ্ট নারাচবর্ষণে উঁহার সারথির মস্তক ছিন্ন, রথ ভগ্ন ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন মকরাক্ষ বীর বিরথ হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি এই সময়ে সর্ব্বভূত-ভয়ানক কালাগ্নিতুল্য ভীষণ শূল ধারণ করিলেন। ঐ শূল ভগবান্ রুদ্রদেবের কৃপালব্ধ, ভয়ঙ্কর ও অতিশয় দুর্দ্ধর্ব; উহা স্বতেজে আকাশে জ্বলিতেছে; দেখিলে অপর সংহার-অস্ত্র বলিয়া বোধ হয়, দেবগণ পর্য্যন্ত ঐ শূলদর্শনে সভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিয়া থাকেন। নিশাচর সেই দীপ্তিমান্ ভীষণ শূল সরোষে মহাত্মা রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। রামচন্দ্র খরপুত্র-নিক্ষিপ্ত জাজ্বল্যমান শূলকে আসিতে দেখিয়া অর্দ্ধপথে চারিটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের সেই প্রদীপ্ত স্বর্ণ-মণ্ডিত শূল রাম-শরে ছিন্ন হইয়া মহোল্কার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। রামের শরাঘাতে শূল ব্যর্থ দেখিয়া আকাশবাসী জীবগণ রামকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর রাক্ষস রামকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি মুষ্টিপ্রহারার্থে ধাবমান হইলেন। রঘুনন্দন তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যবদনে শরাসন ধারণ করিলেন এবং তাহাতে অগ্নিবাণ সন্ধান করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে রাক্ষসের হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। রাক্ষসগণ মকরাক্ষের মৃত্যু দেখিয়া রাম-শরে শঙ্কিত হইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রধাবিত হইল। বজ্রাহত পর্ব্বতের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় দেবতাগণ দশরথাত্মজ-শরে মকরাক্ষকে নিপাতিত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ২২-৪২।

অশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক মায়াসীতাবধ।

মহাবীর দশানন মকরাক্ষের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইল এবং দন্তে দন্তে ঘর্ষণ-পূর্ব্বক কট্‌কট্ শব্দ করিতে লাগিল। তখন কি করা কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া যুদ্ধের জন্য পুত্র ইন্দ্রজিতের প্রতি আদেশ করিল, "হে বীর! তুমি অতিশয় পরাক্রান্ত, যাহা হউক, তুমি দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিয়া মহাবীর রাম-লক্ষ্মণকে পরাস্ত কর। তুমি যুদ্ধ করিয়া অপ্রতিমকর্ম্মা সুররাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছ; তুমি মানুষ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া কি রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবে না?" ১-৪।

রাক্ষসরাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ তদ্বাক্য শিরোধার্য্য করত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন এবং অগ্নির সন্তোষের জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। যেখানে রক্ষোরাজপুত্র যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছেন, সেখানে কতিপয় রক্তবস্ত্র-ধারিণী রাক্ষসী সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া সতত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে শস্ত্রই শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব সমাহৃত হইয়াছে। বীরবর ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটি জীবিত কৃষ্ণ ছাগলের গলদেশ ধারণ করিলেন। সে সময়ে অগ্নি শরহোমে প্রদীপ্তজ্বালা-করাল ও বিধূম হইল এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে জয়চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অগ্নির বর্ণ তপ্তকাঞ্চন তুল্য, তিনি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় উত্থিত হইয়া হবির্গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দেব, দানব ও রাক্ষসগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক দিব্য রথে আরোহণ করিলেন এবং সত্বর অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার রথ চারিটি অশ্বে সংযোজিত, তদুপরি নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ শর সকল সংন্যস্ত রহিয়াছে। মহাবীর ইন্দ্রজিতের দেহ স্বর্ণ-পরিচ্ছদে বিভূষিত, তিনি আপনার তেজে আপনি সমুজ্জ্বল হইয়াছেন, তাঁহার রথ স্বর্ণ-বিমণ্ডিত, উহাতে মৃগচর্ম্ম ও অর্দ্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। উহা দেখিতে অগ্নিতুল্য, উহার ধ্বজদণ্ড বৈদূর্য্যমণিবিশোভিত, উহা সুবর্ণ-বলয়ে পরিবেষ্টিত। মহাবল রক্ষোরাজপুত্র ঐ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে সুরক্ষিত হইয়া অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। তিনি মন্ত্রবলে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তর্হিত থাকিয়া রাক্ষসগণকে কহিলেন, "যে রামলক্ষ্মণ অকারণ পরাজিত হইয়াছেন, আমি অদ্য যুদ্ধে তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া রণার্জ্জিত জয়শ্রী পিতৃ-হস্তে সমর্পণ করিব। রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আজ পৃথিবী বানরশূন্য করিয়া পিতার প্রীতিবর্দ্ধন করিব।" তিনি এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৫-১৮।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ দশগ্রীবের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া সক্রোধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া অধিকতর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, নাগগণের মধ্যে ত্রিশিরা সর্পের ন্যায় রামলক্ষ্মণ দণ্ডায়মান। তিনি বানরগণের মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া শরবৃষ্টি করিতেছেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং মেঘ যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তিনি শরাসনে শরসন্ধান করিয়া অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীরের রথ অন্তরীক্ষে আবৃত, তিনি অন্যের অদৃশ্যভাবে রামলক্ষ্মণের প্রতি তীক্ষ্ণ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রামলক্ষ্মণ রাক্ষস-শরে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শরসন্ধান-পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহাদের শরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল; কিন্তু উহা ইন্দ্রজিতের শরীর স্পর্শ করিতে পারিল না। রাক্ষ বীর ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে ধূমান্ধকার বিস্তার করিয়া দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং আপনি নীহারমণ্ডলে সমাবৃত থাকিয়া অন্যের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাঁহার রথের ঘর্ঘর-শব্দ, ধনুকের টঙ্কার এবং অশ্বের পদশব্দ আর শ্রুতিগোচর হইল না এবং তিনিও সম্যক্প্রকারে অদৃশ্য হইয়া রহিলেন। দেবকণ্টক রাক্ষসবীর অদ্ভুত শিলাবর্ষণের ন্যায় রামলক্ষ্মণের প্রতি নারাচ ও শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাবণি ক্রুদ্ধ হইয়া রামের সর্ব্বশরীর বরলব্ধ সূর্য্যসদৃশ শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে যেমন বৃষ্টি হয়, তাহার ন্যায় রামলক্ষ্মণের দেহ রাক্ষসের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা স্বর্ণপুঙ্খ শর সকল রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল শর ইন্দ্রজিতের শরীর বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে

রামলক্ষ্মণের দীপ্তি বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা রাক্ষসক্ষিপ্ত শর সকল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। যদিও তাঁহারা ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু যে দিক্ হইতে তাঁহার অস্ত্র আসিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই শাণিত শর সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ১৯-৩২।

অতিরথ ইন্দ্রজিৎ রথারোহণে অদৃশ্যভাবে সকল দিকে অনর্গল অস্ত্রবর্ষণ করিয়া তদনন্তর রাম-লক্ষ্মণকে নরাস্ত্র-প্রয়োগে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসাস্ত্রে তাঁহাদের শরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহারা কুসুমিত কিংশুকের শোভা ধারণ করিলেন। যেরূপ জলদজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যেরও গতি লক্ষ্য হয় না, তাহার ন্যায় ইন্দ্রজিতের গতি, শর, শরাসন ও তাঁহার আকৃতি কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহার অস্ত্রাঘাতে বানরগণ বিদ্ধ হইয়া অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এই সময়ে ক্রুদ্ধ হইয়া রামানুজ রামকে এই কথা বলিলেন, "যদি অনুমতি হয়,তাহা হইলে আমি রাক্ষসকুল নির্ম্মূলের জন্য ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করি, হে মহাবল! অদ্য এই লোক রাক্ষসশূন্য করাই আমার অভিপ্রায়।" তখন রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এই কথা কহিলেন, "একজনের অপরাধে সমস্ত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি যুদ্ধবিরত, লুক্কায়িত, শরণাগত, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত, পলায়মান এবং প্রমত্ত, তাহার প্রাণহরণ করিতে নাই। হে মহাভুজ! আইস, এই মায়াবী ইন্দ্রজিতের প্রাণবিনাশে আমরা যত্নবান্ হই, আমি আশীবিষতুল্য মহাবেগগামী অস্ত্র সকলকে উহার প্রাণহরণের জন্য আদেশ করিব। এই রাক্ষস অদৃশ্য, ইহার বধ-সাধন আমাদের সাধ্য, যদি তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বানরহস্তে রাক্ষসবীরের প্রাণহিংসা ঘটিত। যাহা হউক, যদিও এই রাক্ষস ভূগর্ভে, অন্তরীক্ষে বা রসাতলে প্রবেশ করে, তথাপি আমার অস্ত্রে দগ্ধাঙ্গ হইয়া নিশ্চয়ই উহার প্রাণবিনাশ ঘটিবে।" মহাত্মা রঘুবীর এইরূপ মহার্থযুক্ত কথা বলিয়া বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসের প্রাণসংহারজন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ৩৩-৽।

একাশীতিতম সর্গ।

নিকুম্ভিলাযজ্ঞার্থ ইন্দ্রজিতের লঙ্কাপুরী-প্রবেশ।

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ মহাত্মা রামচন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া রণভূমি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রবল জ্ঞাতিবধ স্মরণ হওয়াতে তাঁহার দুই চক্ষু রোষাবেশে রক্তবর্ণ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ লঙ্কাপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি সত্বরই পশ্চিমদ্বারে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত আছেন, দর্শনমাত্রে তিনি মায়া-বিস্তার করিলেন। মায়াবী নিশাচর রথোপরি মায়াময়ী সীতাকে সংস্থাপিত করিলেন, তাঁহার সঙ্গে বিপুল রাক্ষস-সৈন্য, ঐ সীতাকে সংহার করাই তাঁহার কামনা। সেই দুর্ম্মতি সকলকে মায়ামুগ্ধ করিবার জন্য মনন করিয়া সীতাকে সংহার করিবার জন্য বানরগণের অভিমুখে গমন করিলেন। বানরগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়াই যুদ্ধকামনায় সরোষে শিলা-হস্তে ধাবমান হইল। কপিকুঞ্জর হনুমান্ তাহাদের অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার হস্তে প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ। তিনি দেখিলেন; ইন্দ্রজিতের রথোপরি সীতা বিরাজমান, তাঁহার শরীর উপবাস-ক্লেশে ক্লিষ্ট, তাঁহার অন্তরে আনন্দের লেশমাত্র নাই, মস্তকে দীর্ঘাকার একটি বেণীমাত্র, তিনি দীনভাবে অবস্থিত। সেই রামপ্রেয়সী একমাত্র মলিন বসন পরিধান করিয়া আছেন; বরবর্ণিনী হইলেও তাঁহার দেহজ্যোতি ধূলিজালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বানরপুঙ্গব দীর্ঘকালের পর তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর তাঁহাকে রামের সীতা বলিয়া অবধারণ করিলেন। অনন্তর রথস্থায়িনী জনকনন্দিনীর এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া হনূমানের নেত্রজলে বক্ষঃস্থল আপ্লাবিত হইল। তিনি তখন উপস্থিবেশধারিণী দীনভাবাপন্না শোকপরায়ণা সীতাকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন, "দুর্বৃত্ত ইন্দ্রজিতের অভিপ্রায় কি?" তিনি তৎকালে মনে মনে নানাপ্রকার তর্ক করিয়া বানরবীরগণের সহিত রাক্ষসেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাক্ষসবীর বানরগণকে দেখিবামাত্র ক্রোধপরবশ হইয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া সীতার শিরে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই রাক্ষস বানরগণের সাক্ষাতে সীতার প্রতি খড়্গাঘাতে উদ্যত হইলেন; তৎকালে মায়াসীতা 'হা রাম! হা রাম!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হনূমান্ দেখিলেন, রাবণ-নন্দন সবেগে সীতার কেশাকর্ষণ করিতেছেন; দর্শনমাত্রে বানরবীর শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সর্ব্বসমক্ষে রাম-মহিষীর এরূপ দুর্গতি-দর্শনে রাক্ষসরাজপুত্রকে পরুষবাক্যে এই কথা কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! তুই যে রঘুকুললক্ষ্মীর কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস্, ইহার ফলে তোর মৃত্যু সুনিশ্চিত। বিবেচনা করিয়া দেখ, পরমপূজ্য ব্রহ্মর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোকে রাক্ষসযোনি ধারণ করিতে হইয়াছে। তোর যখন এরূপ স্ত্রীহত্যায় স্থিরমতি ঘটিয়াছে, তখন তোকে ধিক্! তুই অতি দুর্বৃত্ত, নৃশংস ও অনার্য্য! তুই নির্ঘৃণ! তাহা না হইলে এ কার্য্যে তোর প্রবৃত্তি হইবে কেন? যিনি গৃহত্যাগী, রাজ্যত্যাগী এবং অবশেষে রামত্যাগী হইয়া এই কষ্টভোগ করিতেছেন, সেই সীতা তোর কি অপরাধ করিয়াছেন, যে জন্য তুই তাঁহার প্রাণহিংসায় উদ্যত হইয়াছিস্? এক্ষণে তুই আমার হাতে পড়িয়াছিস্, জানিস্, সীতাকে সংহার করিলে তোকে অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে হইবে না। লোকবধ্য দুরাত্মারা যে কুৎসিত কার্য্য করে না, তুই দেহান্তে স্ত্রীহত্যাকারীদিগের সেই পাপে লিপ্ত হইবি।" ১-২৩।

হনূমান্ এই কথা বলিয়া আয়ুধধারী বানরগণের সহিত ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর্য্য বানর-সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া রাক্ষসগণ রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে লাগিল। তখন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সহস্র শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক বানর-সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিয়া হনূমানের প্রতি এই কথা কহিলেন, "তুই সুগ্রীব ও রাম, তোরা যে কারণে লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়াছিস্, সেই সীতাকে তোদের সাক্ষাতে অদ্যই সংহার করিব। রে বানর! ইহার প্রাণহরণ করিয়া তৎপরে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও তোর প্রাণবিনাশ করিব; পশ্চাৎ অনার্য্য বিভীষণের প্রাণহরণ হইবে। রে বানর! তুই যে স্ত্রীহত্যা নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া জানাইতেছিলি, তাহাতে বক্তব্য এই যে, যাহাতে শত্রুর মনঃপীড়া ও কষ্ট ঘটে, সর্ব্বোপায়ে তাহা করাই কর্ত্তব্য। কি কারণে পূর্ব্বকালে রাম তাড়কাকে নিধন করিয়াছিলেন? তিনি যে কারণে এই কার্য্য করিয়াছেন, আমিও আজ রাম-রমণীকে সেই কারণে নিহত করিব।"

তিনি এই কথা বলিয়াই রোরুদ্যমানা সীতার প্রতি সিতধার খড়্গ-প্রহার করিলেন। আমাদের মধ্যে স্থূলজঘনা সেই জানকী যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বক্রভাবে ছিন্ন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ হনূমান্‌কে কহিলেন, "রে বানর! এই দেখ, তোদের সাক্ষাতে আমি রাম-প্রেয়সী সীতার মস্তক ছেদন করিলাম; এখন তোদের সমস্ত পরিশ্রমই গেও।" তখন রাক্ষসবীর সেই সুশাণিত অসিপ্রহারে মায়াময়ী সীতার প্রাণবধ করিয়া হৃষ্টমনে রথারোহণে ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বানরগণ নিকটে অবস্থিতি করিয়া এই বজ্রসম কঠোর শব্দ শুনিতে লাগিল এবং দেখিল, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ দুর্গে প্রবেশ করিয়া বিকৃতমুখে উৎকট আহ্লাদ-ধ্বনি করিতেছে। এইরূপে দুর্ম্মতি রাবণি সীতার প্রাণ-সংহার করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বানরগণ তাঁহার হর্ষাবস্থা-দর্শনে বিষণ্ণমনে চকিতলোচনে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ১-৩৭।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে গমন।

অনন্তর বানরগণ ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ সেই ভীমনাদ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর হনূমান্ তাহাদিগকে বিষণ্ণ, দীন ও ভীত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "বানরগণ! তোমরা যুদ্ধের উৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া কি কারণে দীনবদনে পলায়ন করিতেছ? তোমাদের সে শৌর্য্য কোথায় গেল? আমি যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতেছি, তোমরা আমার পশ্চাতে অবস্থিতি কর; জানিও, বলবানের পক্ষে রণে ভঙ্গ দেওয়া গৌরবের কথা নহে।" ধীমান্ হনূমান্ এই কথা কহিলে বানরগণ প্রহৃষ্টমনে বৃক্ষ, পর্ব্বত ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহারা ঘোরতর গর্জ্জন পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং হনূমান্‌কে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। বানরবীর হনূমান্ বানর-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নি যেরূপ আপনার শিখা সঙ্গে শোভা পাইয়া থাকেন, তাহার ন্যায় শত্রুসৈন্য দহন করিতে লাগিলেন। বীরবর বানরের আকৃতি কালান্তক যমের ন্যায়! তিনি বিধিমতে রাক্ষসসৈন্য-মর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরীর শোকে এবং রোষাবেশে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি ইন্দ্রজিতের রথোপরি প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। সারথি ঐ শিলাকে সবেগে আসিতে দেখিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র অশ্বগণ রথ লইয়া দূরে রক্ষা করিল। প্রক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড রথ ও সারথির সহিত ইন্দ্রজিৎকে না পাইয়া ভূতলে পতিত হইল। শিলাখণ্ড-পতনে অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন ও বিনষ্ট হইল। তখন বলশালী বানরগণ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষাদি গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং সকলে এককালে তাহার প্রতি ঐ সকল নিক্ষেপ করিল। বানরগণ রাক্ষসগণের প্রতি বৃক্ষ ও পর্ব্বতবর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিল এবং ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভীমাকার বানরগণ ঘোররূপী রাক্ষসদিগকে বৃক্ষ ও শিলাপ্রহারে চূর্ণীকৃত করিয়া ধরাশায়ী করিতে লাগিল। ১-১৫।

তখন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে বানরগণের হস্তে নিপীড়িত দেখিয়া সরোষে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া শূল, বজ্র, খড়্গ, পট্টিশ ও মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়া বানরবীরগণকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। বানরগণ রাক্ষসেন্দ্রের অনুচরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। মহাবীর হনূমান্ স্কন্ধশাখা-সহিত শালবৃক্ষ ও শিলা-প্রহারে ভীমকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি রাক্ষসগণকে কহিলেন, "তোমরা যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, জানিও, এই সময় রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করা আমাদের সাধ্য নহে। আমরা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া রামের প্রিয়কামনায় যে কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই সীতা দেবী নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা রাম ও সুগ্রীবের নিকটে গিয়া এই সংবাদ বলি। তাঁহারা আমাদের মুখ হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহা করিতে বলিবেন, আমরা তাহা অবনতমস্তকে প্রতিপালন করিব।" তিনি বানরদিগকে এই কথা বলিয়া নির্ভয়ে মৃদুগতিতে সবলে গমন করিতে লাগিলেন। তখন বীরবর ইন্দ্রজিৎ যেখানে রাম-লক্ষ্মণ বিরাজমান আছেন, হনূমান্‌কে সেইখানে যাইতে দেখিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য নিকুম্ভিলা-যজ্ঞস্থলীতে গমন করিলেন। এই রাক্ষস যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া বহ্নি প্রজ্বালিত করিলেন, ক্রমশঃ শোণিতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বভুক্ হুতাশনের তেজ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের বর্ণ যেরূপ হয়, হোমকালে হবির্গ্রহণে তৃপ্তি লাভ করিয়া অগ্নির বর্ণও সেইরূপ হইল। অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণের মঙ্গলকামনায় যথাবিধি আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ রাক্ষসবীরের কার্য্যফল দেখিবার জন্য সোৎসুকমনে কালহরণ করিতে লাগিল। ১৬-২৭।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

হনূমানের মুখে সীতাবধবৃত্তান্ত শুনিয়া রামের বিলাপ।

অনন্তর রামচন্দ্র রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল যুদ্ধ-কলরব শুনিতে পাইয়া জাম্ববান্‌কে কহিলেন, "হে সৌম্য! নিশ্চয়ই হনূমান্ কোনও দুষ্কর কার্য্যসাধন করিয়াছেন, আমি এক্ষণে অস্ত্রের সু-ভৈরব রব শুনিতে পাইতেছি। অতএব হে ঋক্ষরাজ! তুমি স্ববলে বেষ্টিত হইয়া কপিশ্রেষ্ঠ হনূমানের সাহায্যের জন্য গমন কর।" ঋক্ষরাজ রামের কথা শিরোধার্য্য করিয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে যেখানে হনূমান্ বিরাজমান আছেন, সেই পশ্চিমদ্বারে গমন করিলেন। অনন্তর ঋক্ষপতি দেখিলেন, হনূমান্ আগমন করিতেছেন, তাঁহার সমভিব্যাহারী বানর-সৈন্যগণ যুদ্ধাবসানে ক্লান্তশরীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। হনূমান্ পথিমধ্যে ভল্লুকসৈন্য সমভিব্যাহারে নীলমেঘাকার ভল্লুকপতিকে দেখিয়া তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিলেন। মহাযশা হনূমান্ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দুঃখিতমনে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম, আমাদের সাক্ষাতে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সীতার প্রাণসংহার করিয়াছে। হে অরিন্দম! এরূপ ভয়াবহ কাণ্ডদর্শনে আমি উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত ও বিষণ্ণ হইয়াছি। আমি এই সংবাদ আপনাকে জানাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।" হনূমানের মুখাৎ এইরূপ নিদারুণ কথা শ্রবণ করিবামাত্র রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত এবং ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিশায়ী হইলেন। বানরবীরগণ দেবসদৃশ নরদেহ রামচন্দ্রকে ভূমিশায়ী দেখিয়া ত্বরিত-গমনে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহারা পদ্মসৌরভ-মিশ্রিত

সলিল-সংযোগে দহনশীল অগ্নির স্থায় সমুত্থিত তদীয় শোকাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ১-১২॥

মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অবস্থা দর্শনে দুঃখিতমনে তাঁহাকে ভুজপঞ্জরে ধারণ করিলেন এবং তৎকালোচিত যুক্তিযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "হে আর্য্য! আপনি জিতেন্দ্রিয় এবং সৎপথাবলম্বী; জানিবেন, ধর্ম্ম আপনাকে অনর্থ-পরম্পরা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহেন; সুতরাং উহা অকারণ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ধর্ম্ম তদনুরূপ নহে; ধর্ম্মের নামে সুখসাধক কোনও পদার্থই নাই। স্থাবর যেরূপে ব্যক্ত, জঙ্গমও সেইরূপ; যদি ধর্ম্মের সুখসাধনতা থাকিত, তাহা হইলে আপনার এরূপ বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। যদি অধর্ম্মকেই দুঃখের কারণ বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে রাবণকে নরকগামী হইতে হইত, ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আপনাকে বিপদ্গামী হইতে হইত না। রাবণের সুখ এবং আপনার দুঃখ দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখদুঃখের বিরোধী বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে; অর্থাৎ ধার্ম্মিকের কষ্ট এবং অধার্ম্মিকের সুখ প্রমাণীকৃত হইতেছে। যদি ধর্ম্মই সুখের এবং অধর্ম্মই দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে যাহারা অধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা দুঃখ এবং যাহাদের প্রবৃত্তি ধর্ম্মমূল, তাহারা সুখভোগ করুক। যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অধার্ম্মিকদিগেরই শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্ম্মিকেরই কষ্ট, তখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিরর্থক। হে রাঘব! যদি অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পাপাচারী ব্যক্তি বধ্য হয়, তাহা হইলে কার্য্যনাশে অধর্ম্মেরই নাশ হওয়া সম্ভব। আমি জিজ্ঞাসা করি, যে বস্তু স্বয়ং নষ্ট হয়, তাহার বিনাশসজ্ঘটন কিরূপে সম্ভব? অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-জনিত অদৃষ্ট দ্বারা কোনও ব্যক্তি হত হয়, কিংবা অন্যকে হত করে, তাহা হইলে সেই অদৃষ্টই পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে, অনুষ্ঠাতা তাহাতে লিপ্ত হয় না। হে শত্রুকর্ষণ! ধর্ম্ম একটি অচেতন বস্তুমাত্র, উহা অব্যক্ত ও স্বকর্ত্তব্য জ্ঞানে অক্ষম। উহার সত্তা স্বীকার করিলেও বলুন দেখি, কিরূপে বধ্য হইতে পারে? যথার্থ বিবেচনা করিলে যদি ধর্ম্মই থাকে, তাহা হইলে আপনার কোনও প্রকার দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকিত না। বলিতে কি, আপনি যখন এরূপ দুঃখভোগ করিতেছেন, তখন ধর্ম্ম আছে বলিয়া অনুমান হয় না। আমার বিবেচনায় ধর্ম্ম অকিঞ্চিৎকর পদার্থমাত্র, উহাতে কার্য্যসাধন হয় না, উহার কোনও শক্তি নাই; তবে কেবল কার্য্যকালে পৌরুষের সহায়তা করিয়া থাকে, উহার সুখসাধনতা নাই। আমার মতে এরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। যদি ধর্ম্মই পৌরুষের প্রধান গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে সম্যক্ প্রকারে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পৌরুষের আশ্রয় গ্রহণ করুন। হে পরন্তপ! যদি সত্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে মহারাজ দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহার সত্য কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না? যদি ধর্ম্ম বা পুরুষার্থ অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়, তাহা হইলে বজ্রপাণি ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বরূপের প্রাণসংহার করিয়া কখনই যজ্ঞ করিতেন না। হে কাকুৎস্থ! যদি ধর্ম্ম অধর্ম্মের আশ্রয়ে স্থিতি করে, তাহা হইলে তাহা পৌরুষ-বিনাশের কারণ হয়। জানিবেন, লোকে কার্য্যসাধনোদ্দেশে পুরস্কারের সহিত ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। হে তাত! ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ; কিন্তু আপনি উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। যেরূপ পর্ব্বত হইতে নদ-নদীর উৎপত্তি, সেইরূপ অর্থ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আহৃত হইয়া ধর্ম্ম-ক্রিয়া প্রসব করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে নদী যেরূপ ক্ষীণজল ধারণ করে, তাহার স্থায় অর্থহীন অল্পপ্রাণ পুরুষের সকল কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্থে লক্ষ্য না করিয়া সুখকামনা করে, সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার নানাবিধ দোষ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যাহার অর্থ, তাহার মিত্র, তাহার বান্ধব, সেই-ই পুরুষ এবং সে ব্যক্তিই পণ্ডিত। যাহার অর্থ, তাহার বিক্রম, যাহার অর্থ, সেই বুদ্ধিমান্, যাহার অর্থ, সেই মহাবীর, যাহার অর্থ, সেই-ই গুণবান্। আমি আপনার সাক্ষাতে অর্থের অসঙ্গত সম্বন্ধে নানাপ্রকার দোষের কথা কহিলাম;- বলিতে কি, আপনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতই অর্থের অবমাননা করিয়াছেন। যাহার অর্থ করতলস্থ, তাহার ধর্ম্মার্থকাম সকলই আয়ত্ত; নির্ধন ব্যক্তি অর্থকামনা করিলে পৌরুষ ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না। হে নরাধিপ! হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম্ম, ক্রোধ, শম ও দম এই সকলগুলিই অর্থের অনুগত। যেরূপ ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের অর্থাভাবে ঐহিক পুরুষার্থ বিনষ্ট হয়, দুর্দ্দিনে গ্রহগণের অদর্শনের স্থায় আপনাতে সেই অর্থপ্রভাব লক্ষিত হইতেছে না। হে বীর! আপনি গুরুবাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া বনগমন করিলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা আপনার সীতাকে রাক্ষসে অপহরণ করিয়াছে। আপনি এক্ষণে গাত্রোত্থান করুন। আমি স্বীয় পৌরুষ-প্রভাবে ইন্দ্রজিৎকৃত সমস্ত কষ্ট দূর করিব। হে দীর্ঘবাহো! আপনি উত্থিত হউন, এক্ষণে কি জন্য আপনার প্রভাব আপনি বিস্মৃত হইলেন? হে দেব! জানকী-বিনাশ-সংবাদ জানিতে পারিয়া আমি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য রথ, অশ্ব ও গজের সহিত সীতাপহারী রাবণারিকে লঙ্কাপুরী-সমেত বিনষ্ট ও চূর্ণ করিয়া ফেলিব।" ১৩-৩৪।

চতুরশীতিতম সর্গ।

বিভীষণ কর্ত্তৃক রামকে আশ্বাসপ্রদান।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে এইরূপ আশ্বাস দিতেছেন, এরূপ সময়ে বিভীষণ স্বস্থানে গুল্মস্থাপন পূর্ব্বক সেইখানে উপস্থিত হইলেন। মাতঙ্গে বেষ্টিত হইলে যূথপতির শোভা যে প্রকার হয়, তাহার স্থায় তিনি নীলজীমূত-সঙ্কাশ বিবিধায়ুধধারী চারিটি অমাত্য দ্বারা পরি-বেষ্টিত। তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা রামচন্দ্র শোকভারে আক্রান্ত, বানরগণও নিকটে সজললোচনে উপবিষ্ট। তখন ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন মোহপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছেন। রামের অবস্থা লজ্জিত, তিনি শোকসাগরে নিমগ্ন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া "ব্যাপার কি?" বিভীষণ এই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণ, সুগ্রীব ও বানরদিগের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজলনয়নে এই কথা বলিলেন, "হে সৌম্য! মহাত্মা মদগ্রজ 'ইন্দ্রজিৎ সীতার প্রাণবধ করিয়াছে,' এই সংবাদ হনুমানের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন।" তখন লক্ষ্মণের কথা শেষ হইতে না হইতে বিভীষণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া যুক্তিযুক্তবাক্যে রামকে কহিলেন, "হে মনুজেন্দ্র! হনুমান্ সকাতরে যে সংবাদ প্রদান করিয়া-

ছেন, সমুদ্রশোষণের ন্যায় আমি তাহা অসম্ভব মনে করি। আমি সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের অভিপ্রায় অবগত আছি। সেই দুরভিপ্রায় সত্ত্বে সেই রাক্ষস কখনও তাঁহাকে বধ করিবে না। আমি তাহার হিতকামনায় সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য কত শতবার অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু সে, সে কথায় কর্ণপাতও করে নাই। সীতাকে বধ করা দূরে থাকুক,সাম, দান, ভেদ ও যুদ্ধ, ইহার অন্যতর কোন উপায়ে কেহ তাঁহার দর্শনও পাইতে পারে না। সেই মায়াবী ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতার প্রাণসংহার করিয়া বানরগণকে মোহিত করিয়া প্রতিগমন করিয়াছে। সে জন্য নিকুম্ভিলায় আভিচারিক মহাহোম সম্পন্ন করিবে। ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বৈশ্বানর সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন; জানিবেন, হোম দ্বারা হুতাশনকে প্রীত করিলে ইন্দ্রজিৎ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। সেই নিশাচর বানরগণের বিক্রম-দর্শনে তাহাদের বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য মায়াবলে সকলকে মোহিত করিয়াছে। যে কাল পর্য্যন্ত তাহার যজ্ঞকার্য্য-সমাপ্তি না ঘটে, তাবৎকাল আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় অবস্থিতি করিব। হে নরশার্দ্দূল! আপনি শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আপনাকে শোকাচ্ছন্ন দেখিয়া বানর-সৈন্য অবসন্ন হইয়াছে; অতএব আপনি সোৎসাহে সুস্থমনে এই স্থানে অবস্থিতি করুন। আপনি সৈন্য সকল সমভিব্যাহারে লক্ষ্মণকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিউন। মহাবীর লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণশর-সংযোগে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞবিঘ্ন করিবেন। এরূপ কার্য্য করিলে সেই রাক্ষস বধ্য হইবে। আমি বলিতে পারি, মহাবীর লক্ষ্মণের সুশাণিত শর ক্রূর-দর্শন পক্ষীর ন্যায় নিশ্চয়ই তাহার রক্ত পান করিবে। বজ্রধর যেরূপ দানবগণের প্রাণসংহার-জন্য বজ্রকে নিয়োগ করেন, তাহার ন্যায় রাক্ষসদিগের প্রাণবধের জন্য আপনি শুভলক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতি এই কার্য্যভার সমর্পণ করুন। হে বীর! দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে আর কালক্ষেপ করা উচিত হয় না। অমরেন্দ্র যেরূপ দেবকণ্টক দানবগণের নির্ম্মূলের জন্য বজ্রের প্রতি কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় লক্ষ্মণকে এই কার্য্যসাধনের জন্য আমার সমভিব্যাহারী করিয়া দিউন। জানিবেন, ঐ দুরাত্মা আভিচারিক হোম সম্পন্ন করিতে পারিলে সুরাসুরের অদৃশ্য হইয়া উঠিবে এবং ঘোরতর দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সুরগণের শঙ্কার কারণ হইতে পারিবে।" ১-২৩।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধার্থ লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ।

শোকাকুল রামচন্দ্র বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তিনি যে কথা সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন, তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হইলেন। অনন্তর পরপুরঞ্জয় রাঘব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বানরগণ-সন্নিধানে নিকটবর্ত্তী বিভীষণকে এই কথা বলিলেন, "হে রাক্ষসরাজ! তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছ, সেই কথা পুনর্ব্বার বল, আমি শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি।" বাক্যবিশারদ বিভীষণ রামের কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো! আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি তদনুসারে গুল্ম সংস্থাপন করিয়া অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়াছি। সৈন্যগণ নানাপ্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যূথপতিগণ ন্যায়মতে বিভক্ত হইয়া স্থাপিত হইয়াছে। হে মহাপ্রভো! আমার যাহা বক্তব্য, শ্রবণ করুন; আপনি অকারণ শোক-সন্তপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আমাদের সন্তাপের সীমা নাই। হে রাজন্! এক্ষণে আপনি অনর্থক অকারণ শোকভার পরিত্যাগ করুন। যে চিন্তায় শত্রুপক্ষের হর্ষসমুৎপাদন হয়, সেই অকিঞ্চিৎকরী চিন্তাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিউন। হে বীর! আপনি উদ্যম প্রকাশ এবং সন্তোষকে হৃদয়ে স্থানদান করুন। যদি সীতা-সমুদ্ধার ও রাক্ষস-বিনাশে আপনার প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে আমি যে হিতকর বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি মহদ্বলে পরিবৃত করিয়া লক্ষ্মণকে আমার সমভিব্যাহারে দিউন। নিশাচর ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা-যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। বীরবর লক্ষ্মণ গিয়া আশীবিষসদৃশ শরনিক্ষেপে তাহার যজ্ঞব্যাঘাত করিতে থাকুন। রাক্ষসবীর রাবণকুমার তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট হইতে ফলস্বরূপে ব্রহ্মশির অস্ত্র ও কামগামী অশ্ব লাভ করিয়াছে। সেই রাক্ষস এক্ষণে সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়াছে, যদি সে আভিচারিক হোমকার্য্য সমাধা করিয়া উত্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইব। ব্রহ্মার এই আদেশ আছে যে, 'হে ইন্দ্রজিৎ! যখন তুমি নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে না পারিবে, সে সময়ে শত্রুপক্ষ তোমাকে সশস্ত্রে আক্রমণ করিলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।' হে মহাবাহো! সর্ব্বলোকেশ্বর প্রজাপতি পিতামহ তাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনি তাহার বধোপায় অবধারণ করুন। হে রামচন্দ্র! মহাবল বানরসৈন্যের প্রতি ইন্দ্রজিতের বিনাশোপায় সংন্যস্ত করুন; জানিবেন, ঐ নিশাচর নিহত হইলে সুহৃদ্‌গণসমভিব্যাহারে রাবণ বিনষ্ট হইবে।" অনন্তর রামচন্দ্র বিভীষণের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! আমি সেই ভীমরূপী রাক্ষসের মায়ার বিষয় বিদিত আছি। সেই ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, মহাবল ও মহামায়াবী, তাহাও আমার অবিদিত নাই। আমি জানি, সে সংগ্রামস্থলে বরুণ প্রভৃতি দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে। আকাশে ঘনঘটার আড়ম্বর হইলে যেরূপ তীক্ষ্ণাংশু অংশুমালী নেত্রগোচর হয় না, সেইরূপ সেই রাক্ষস রথারোহণে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিলে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না।" ১-১৯।

তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া শত্রু ইন্দ্রজিতের মায়াপ্রভাব অবগত হইয়াও কীর্ত্তিমান্ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "বৎস! তুমি হনূমান্‌প্রমুখ বানরবীরগণের সঙ্গে সমস্ত বানর-সৈন্যসমেত মায়াবী ইন্দ্রজিতের বিনাশার্থে যুদ্ধযাত্রা কর। ঋক্ষপতি জাম্ববান্ সসৈন্যে তোমার অনুবর্ত্তী হউন; তুমি দেবকণ্টক রাবণিকে নিহত করিয়া আইস। বিভীষণ এই রাক্ষসের মায়াবল বিদিত আছেন; অতএব ইনিও অমাত্যগণের সহিত তোমার অনুগামী হউন।" তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রামের কথা শ্রবণ করিয়া তদ্বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন এবং রাক্ষস-বিনাশ-জন্য এক প্রচণ্ড ধনু গ্রহণ করিলেন। তিনি সুদৃঢ় বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদন করিলেন, তাঁহার বাম করে শরাসন, তূণীরে শর ও পৃষ্ঠে বিশাল খড়্গ। তিনি হৃষ্টমনে রামের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "হংস যেরূপ মনের সুখে সরোবরে যাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমার শর শরাসনচ্যুত হইয়া রাবণির শরীর ভেদ করিয়া লঙ্কাতে পতিত হইবে। আমার সুতীক্ষ্ণ

শরে সেই রাক্ষসের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিবে।" দিব্যকান্তি লক্ষ্মণ অগ্রজকে এইরূপ কমনীয় বাক্য বলিয়া রাবণ-কুমারের সংহারজন্য ত্বরিতপদে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জ্যেষ্ঠকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া রাবণি-রক্ষিত নিকুম্ভিলাভিমুখে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে বিভীষণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। রামচন্দ্র জয়লাভার্থ লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বহুসহস্র বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে হনুমান্ গমন করিতে লাগিলেন; বিভীষণ অমাত্য-সঙ্গে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। লক্ষ্মণ এইরূপে বিপুল বানর-সৈন্যসমভিব্যাহারে সবেগে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, এক স্থানে অসংখ্য ভল্লুক-সৈন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি কিছু দূর গমন করিয়া দূর হইতে রাক্ষস-সৈন্যকে ব্যূহিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মায়াবী বীরকে সংহার করিবার জন্য ব্রহ্মবিধানানুসারে ঐ স্থানে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর অঙ্গদ, বায়ুপুত্র হনুমান্ ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-সৈন্য বিবিধ নির্ম্মল অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে, তাহারা রথ ও ধ্বজদণ্ডে নিতান্ত গহন ও অতিশয় ভীষণ, তাহাদের বেগ অপ্রমেয়। লোক যেরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় মহাবীর রামানুজ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২০-৩৬।

ষড়শীতিতম সর্গ।

হনুমানাদির সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ।

যে সময়ে মহাবীর লক্ষ্মণ এই অবস্থায় অবস্থিতি করিয়াছেন, সেই সময়ে বিভীষণ শত্রুপক্ষের অহিতজনক ও নিজপক্ষের হিতসাধক বাক্যে কহিলেন, "হে বীর! তুমি মেঘ-বিনিন্দিত শ্যামবর্ণ রাক্ষস-সৈন্য দেখিতেছ, উহাদের সহিত বানরগণ শিলায়ুধহস্তে যুদ্ধ করিতে থাকুক। উহারা ছিন্ন-ভিন্ন হইলেই তুমি রাক্ষসরাজপুত্রকে দেখিতে পাইবে। যাবৎ আভিচারিক হোম সম্পন্ন না হইতেছে, তাবৎ বজ্রধারীর বজ্রবৎ শরজালে রাক্ষস-সৈন্যগণকে ব্যথিত করিতে থাক। অনন্তর দুরাত্মা ধর্ম্মধ্বজী মায়াবী ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট কর।" বিভীষণের কথাক্রমে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ ঘোরতর শরবৃষ্টি করিলেন। বানর ও ভল্লুকগণ বৃক্ষধারণ পূর্ব্বক রাক্ষ-সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইল। রাক্ষসগণও বানরগণের প্রাণহরণেচ্ছুক হইয়া সুতীক্ষ্ণ অসি, শক্তি ও তোমর-হস্তে বানর-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। ক্রমে রাক্ষস-বানরের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, উভয় পক্ষের বীরদর্পে লঙ্কা নিনাদিত হইতে লাগিল। বিবিধাকার অস্ত্র-শস্ত্র, বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। বিকৃতমুখ ও বিকটবাহু রাক্ষসগণ বানরগণের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের অন্তরে ভয় উৎপাদন করিতে লাগিল। বানরগণ ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ-প্রহারে রাক্ষসগণকে প্রহার ও সংহার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ আপনার সৈন্যগণকে বিষণ্ণ ও বিমর্দ্দিত দেখিয়া আভিচারিক হোম কার্য্য সমাপন না করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি নিকুম্ভিলাক্ষেত্রের ঘনীভূত বৃক্ষান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া সক্রোধে অশ্বযোজিত সুসজ্জীভূত রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার হস্তে প্রচণ্ড ধনু, আকৃতি কৃষ্ণাঞ্জনকান্তি, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, দেখিতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ। তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইল। এই সময়ে পর্ব্বতোপম মহাবীর হনুমান্ বিশাল বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি কালাগ্নিতুল্য, তিনি রাক্ষস সৈন্যদহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৃক্ষাঘাতে রাক্ষসগণকে অচেতন করিলেন। অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য পবননন্দনের বিক্রমে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। শূলধারী শূল, অসিধারী অসি, শক্তিধারী শক্তি ও পট্টিশ-প্রহার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর গদা, পরিঘ, কুন্ত, শতঘ্নী, মুদ্গর, পরশু, ভিন্দিপাল, মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাত চলিতে লাগিল। মহাবীর হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ অচলোপম মহাবীরকে তুমুল যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, "হে সূত! যেখানে মহাবীর হনুমান্ যুদ্ধ করিতেছে, তুমি সেখানে রথ লইয়া যাও; জানিও, উহাকে উপেক্ষা করিলে উহার হস্তে সমস্ত রাক্ষস নিহত হইবে।" সারথিকে এই কথা বলিবামাত্র সে ইন্দ্রজিৎকে লইয়া যেখানে হনুমান্ অবস্থিতি করিতেছেন, সেইখানে রথ লইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ উপস্থিত হইয়াই বানর-শিরে শর, খড়্গ, পট্টিশ, পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হনুমান্ অকাতরে শর-প্রহার সহ্য করিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিতের প্রতি এই কথা কহিলেন, "রে দুর্ম্মতে! তুই যদি বীর হইস্, তবে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই যখন তুই আমার সম্মুখে পড়িয়াছিস্, তখন তোকে আর প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এক্ষণে আয়, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ, তুই রাক্ষসবংশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, ভাল, আজ আমার বেগ একবার সহ্য কর্।" এই সময়ে বিচক্ষণ বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ঐ দেখ, ইন্দ্রবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ শরাসন ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে রাক্ষস সুরাসুরকে পরাস্ত করিয়াছে, সেই রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ রথে আরোহণ পূর্ব্বক হনুমানের প্রাণহরণে সমুদ্যত। হে সৌমিত্রে! তুমি এক্ষণে প্রাণান্তকর ভীষণ শরনিক্ষেপে উহার প্রাণ বিনাশ কর।" বিভীষণ মহাত্মা লক্ষ্মণকে এই কথা কহিলে তিনি পর্ব্বতাকার ভীমবল দুর্দ্ধর্ষ রথারূঢ় রাক্ষসের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিলেন। ১-৩৫।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বিভীষণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎকে ভৎর্সনা।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই কথা বলিয়া ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সক্রোধে ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিছু দূর গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে যজ্ঞভূমি দেখাইলেন। বিভীষণ নীলজলদবৎ ভীমকায় বটবৃক্ষকে দেখাইয়া কহিতে লাগিলেন, "ঐ যে স্থানটি দেখিতেছ, ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতদিগকে উপহার দিয়া তদনন্তর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই রাক্ষস অভিচার-হোমশক্তিতে অন্যের অদৃশ্যভাবে সুতীক্ষ্ণ শরপ্রহারে শত্রুদিগকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। দেখিতেছি, এখনও ঐ বলবান্ রাক্ষস বটমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই; অতএব তুমি এক্ষণে প্রদীপ্তশরে রথ ও সারথির সহিত উহার প্রাণবিনাশ কর।" সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তদ্বাক্যে সম্মত হইয়া বিচিত্র ধনু বিস্ফারণ করিয়া সেই-

স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অগ্নিবর্ণ রথে আরূঢ়, তিনি কবচ ও খড়্গধারণ পূর্ব্বক শোভিত হইলেন। মহাতেজা লক্ষ্মণ দুর্দ্ধর্ষ বীরপুরুষকে দেখিয়া কহিলেন, 'রাক্ষস! আমি তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মনস্বী রাবণাত্মজকে এই কথা কহিলে তিনি বিভীষণকে দেখিয়া কঠোরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রে নির্ব্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস্, তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, তুই পিতৃব্য হইয়া কিরূপে ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? রে ধর্ম্মদূষণ! সৌহার্দ্দ, জাত্যভিমান, জ্ঞাতিত্ব ও সহোদরত্ব এবং ধর্ম্ম তোর কার্য্যাকার্য্যের বিষয় নহে। তুই যখন স্বজনকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের দাস্যবৃত্তিতে দিনপাত করিতেছিস্, তখন তুই অতি ঘৃণ্য ও সাধুজনের নিন্দনীয়। কোথায় আত্মীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা, কোথায় পরকীয় সংশ্রব; শিথিলবুদ্ধি-প্রযুক্ত উভয়ের বৈষম্য বুঝিতে পারিতেছিস্ না। পর যদি গুণবান্ এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলে নির্গুণ স্বজন ব্যক্তি পর অপেক্ষা প্রধান, পর যে, সে পর হইবেই হইবে। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, স্বপক্ষ বিনষ্ট হইলে সে পরিশেষে পরপক্ষের হস্তে নিহত হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার জন হইয়া আমার সংহারজন্য যেরূপ নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতেছিস্, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, তুই ভিন্ন এ কার্য্য অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।" ভ্রাতুষ্পুত্র এই কথা কহিলে রাবণ-ভ্রাতা কহিতে লাগিলেন, "হে রাক্ষস! তুমি কি আমার স্বভাব অবগত নহ? তোমার এরূপ বৃথা আস্ফালন করিবার কারণ কি? হে অসাধো! পিতৃব্য-গৌরব-রক্ষার জন্য রূক্ষভাব দূর করা তোমার কর্ত্তব্য; আমি যদিও ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আমি নিদারুণ কার্য্যে হৃষ্ট হই না এবং অধর্ম্মকার্য্যে আমার অভিরুচি নাই। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি ভ্রাতা দুঃশীল হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? যে ব্যক্তি পাপী ও দুঃশীল, হস্তস্থিত সর্পের ন্যায় সেই অধার্ম্মিককে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি পরস্ত্রী ও পরধনাপহারী, সেই দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পরধন-হরণ ও পরস্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যাহার জন্য বন্ধু-বান্ধবে শঙ্কা করিয়া থাকে, সে এই তিনটি দোষে ক্ষয় পাইয়া থাকে। মহর্ষিগণের প্রাণবধ, দেবগণের প্রতি নিগ্রহ, অভিমান, রোষ, বৈরিতা, ও প্রতিকূলতা, এই সকল দোষ আমার ভ্রাতাকে ধনে-প্রাণে নষ্ট করিয়াছে। মেঘে যেরূপ পর্ব্বত আচ্ছাদিত হয়, তাহার ন্যায় রাবণের দোষাবলী তাহার গুণভাগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। আমি তোমার পিতা আমার ভ্রাতা রাবণের এই সমস্ত দোষ দর্শন করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে লঙ্কাপুরী, তোমার পিতা এবং তুমি তোমরা সকলেই ছারখার হইবে। হে নিশাচর! তুমি একে বালক, তাহাতে ঘোর অভিমানী ও দুর্ব্বিনীত, তুমি কালপাশে বদ্ধ হইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, আমাকে বল। রাক্ষসাধম! তুমি পূর্ব্বে আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, সেই জন্যই আজ ঘোর বিপদে পড়িয়াছ। অধিক কি বলিব, এক্ষণে বটমূলে প্রবেশ করাও তোমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে তুমি মহাবীর লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; জানিও, আজ তোমার অব্যাহতি নাই, তুমি রণে নিহত হইয়া এক্ষণে দৈব্যকার্য্য সমাপন করিবে। হে বীর! তুমি এক্ষণে আত্মবল প্রদর্শন করিয়া সঞ্চিত সমস্ত শর ক্ষেপণ কর; জানিও, তুমি অদ্য লক্ষ্মণের শরাসনে বিদ্ধশরীর হইয়া সবলে প্রাণ লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিবে না। ১-৩০।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধ।

অনন্তর দশাননাত্মজ বিভীষণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাকে পরুষবাক্য কহিতে লাগিলেন। বীরবর ইন্দ্রজিতের হস্তে খড়্গ এবং অস্ত্র-শস্ত্র, তাঁহার রথ কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে সংযোজিত, তিনি কালান্তকের ন্যায় দণ্ডায়মান। তাঁহার হস্তে বিপুল সুদৃঢ় ধনু ও অমিত্র-নাশন শরাসন। সেই ধনুর্দ্ধারী মহাবীর দেখিলেন, সম্মুখে হনুমানের পৃষ্ঠে লক্ষ্মণ বিরাজমান; দেখিলে বোধ হয়, যেন উদয়াচলে দিনমণি সমুদিত হইয়াছেন। তিনি দেখিবামাত্র ক্রোধভরে কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! রে বানরগণ! অদ্য তোমরা আমার বিক্রম দর্শন কর। অদ্য মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় তোমরা আমার শর-নিপাত সহ্য কর। অগ্নি যেরূপ তূলারাশি দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় আমার শরসকল শরাসনচ্যুত হইয়া তোমাদের শরীর দগ্ধ করিবে। আজ আমি সুতীক্ষ্ণ শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশু-প্রহারে তোমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। আমি যখন ক্ষিপ্রহস্তে বাণবর্ষণ করিতে থাকিব এবং মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিব, তখন আমার সম্মুখে কে যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিবে? রে লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে আমার বজ্রসম শর-প্রহারে রাত্রিকালে তোরা দুই ভ্রাতা যে অচেতন হইয়া শয়ন করিয়াছিলি, তাহা কি তোর মনে নাই? আমি সর্পের ন্যায় ক্রোধভরে দণ্ডায়মান, তুই যখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই আজ যমসদনে গমন করিবি।" ১-১১।

রাক্ষসেন্দ্রের এইরূপ সগর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া রামানুজ নির্ভয়ে রোষভরে কহিলেন, "রাক্ষস! তুমি কথায় যে কার্য্য সহজ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা সম্পাদিত হওয়া সুদুষ্কর; আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি আপনার পৌরুষে কার্য্যসাধন করেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্। রে নির্ব্বোধ! তুই অতি অধম, যে কার্য্য নিতান্ত অসাধ্য, তুই কথায় আপনাকে তাহাতে কৃতকার্য্য বোধ করিতেছিস্! তুই যে অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়াছিস্, তাহা তস্করের প্রিয়পথ, উহাতে বীরধর্ম্মের কিছুই নাই। রে রাক্ষস! আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, এক্ষণে তুই যতদূর সাধ্য, আপনার শক্তি প্রদর্শন কর, বৃথা আস্ফালনের প্রয়োজন কি?" লক্ষ্মণ এই কথা কহিলে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সুশাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সর্পসকল যেরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দংশন করে, তাহার ন্যায় সর্পতুল্য ইন্দ্রজিতের শরসমূহ লক্ষ্মণের শরীরে নিপতিত হইল। রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎ অতিবেগগামী শর-নিক্ষেপে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। বিধূম অগ্নির শোভা যে প্রকার, তাহার ন্যায় রাক্ষসের শর-প্রহারে লক্ষ্মণের শরীর বিদ্ধ হইয়া রক্তধারায় সুশোভিত হইল। এই সময়ে ইন্দ্রজিৎ আপনার এই বীরকার্য্য দর্শন করিয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "রে লক্ষ্মণ! আমার শরাসনচ্যুত প্রাণান্তকর শরসকল অদ্য তোর প্রাণহরণ করিবে।" আজ যখন

তুই আমার হস্তে নিহত হইবি, তখন তোর মৃতদেহে শৃগাল, শ্যেন ও গৃধ্রগণ নিপতিত হইবে। তুই অতি নীচ এবং ক্ষত্রিয়াধম, তুই দুর্ম্মতি রামের ভ্রাতা এবং তাহার অনুরক্ত, আজ সে তোকে আমার হস্তে বিনষ্ট দেখিবে। অধিক কি বলিব, আজ আমি তোর বর্ম্ম ছিন্ন, শরাসন করচ্যুত ও মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া বধসাধন করিব।" রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এইরূপ পরুষবাক্য বলিলে বাক্যার্থ-মর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণ তাঁহাকে হেতুগর্ভ বাক্য বলিতে লাগিলেন, "রাক্ষস! অনর্থক বাক্‌চালনা পরিত্যাগ কর্, মুখে এরূপ গর্ব্বের প্রয়োজন কি, তুই কার্য্যতঃ আপনার শক্তি প্রদর্শন কর্। তুই কার্য্যে আপনার শক্তি না দেখাইলে তোর বাচালতায় শ্রদ্ধা করিতে পারি না। রে রাক্ষস! তুই দেখ, আমি তোর প্রতি কঠোরবাক্য, তিরস্কার ও আত্মশ্লাঘা না করিয়া এখনই তোর প্রাণসংহার করিতেছি।" মহাবীর সৌমিত্রি এই কথা বলিয়া ইন্দ্রজিতের প্রতি পাঁচটি শরসন্ধান করিয়া তাঁহার বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্যরশ্মি যেরূপ প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায়, প্রদীপ্ত পন্নগের ন্যায় লক্ষ্মণের শরসকল নিপতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। লক্ষ্মণের শরে আহত হইয়া রাক্ষসবীর তাঁহার প্রতি তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন নর-রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল; পরস্পরের পরাজয় পরস্পরেরই ইচ্ছা। উভয়েই অতিবলশালী, দুর্জ্জয়, বিক্রান্ত ও বীর। উভয় বীরই আকাশ-গত গ্রহ এবং ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় দুষ্প্রধর্ষ। মহাসিংহের ন্যায় দুই জনই সংগ্রামে সংলিপ্ত, উভয়েই অজস্র শরবর্ষণ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে নর-রাক্ষসে হৃষ্টমনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই সম্বর-বাসব ও মেঘতুল্য নিয়ত পরস্পর পরস্পরকে শরক্ষেপে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। ১২-৩৮।

একোননবতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ-লক্ষ্মণের পরস্পর ভৎর্সনা ও যুদ্ধ।

অনন্তর অমিত্রকর্ষণ লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ সর্প যেরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার ন্যায় রোষাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসেন্দ্রের প্রতি শরনিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের ধনুষ্টঙ্কার শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া ম্লানবদনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময় বিভীষণ ইন্দ্রজিতের ম্লানমুখ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি রাবণির মুখবর্ণ প্রভৃতি যে সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি, তাহাতে উহার মৃত্যু সুনিশ্চিত; অতএব তুমি একটু ত্বরান্বিত হও।" সৌমিত্রি বিভী-ষণের বাক্যে তীক্ষ্ণবিষ বিষধরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করি-লেন। উহা শক্রের অশনিতুল্য, শরীরে পতিত হইবামাত্র রাক্ষস-বীর মুহূর্ত্তকাল মোহপ্রাপ্ত হইলেন, উহাঁর ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া পড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, রণস্থলে মহাবীর লক্ষ্মণ অপেক্ষা করিয়া আছেন। দৃষ্টিমাত্রে তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তিম-বর্ণ হইল; তিনি লক্ষ্মণের নিকটে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কর্কশবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "রে লক্ষ্মণ! প্রথম দিনের যুদ্ধে তুই তোর ভ্রাতা রামের সহিত বদ্ধ হইয়াছিলি, তাহা কি তোর স্মরণ নাই? তোরা দুই জনে যে বজ্রসম আমার অস্ত্রে অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিলি, বোধ করি, সেই দিনের কথা তোর মনে নাই; যাহা হউক, যখন তুই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, তখন যম-সদনে যাওয়াই তোর বাসনা। যদি তুই প্রথম দিনের যুদ্ধে আমার বিক্রমের পরিচয় না পাইয়া থাকিস্, তাহা হইলে তুই স্থিরভাবে অব-স্থিতি কর্, আজ আমার শক্তি দেখাইব।" তিনি এই কথা বলিয়া সপ্তশরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন এবং হনুমানের প্রতি তীক্ষ্ণধার দশ শর প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর রোষবেগে স্ফীত হইয়া সুপ্রযুক্ত শতশরে বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন। সে সময়ে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের বীরত্ব দেখিয়া উহা উপেক্ষা করিলেন, যদিও তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্তু ঈষৎ হাস্য করিলেন। অনন্তর নরপুঙ্গব লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভয়ে রাক্ষসের প্রতি ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, "রাক্ষস! তোমার শর অতি লঘু ও অল্পবীর্য্যসম্পন্ন, ইহা যে কি সুখদায়ক, তাহা বলিতে পারি না; যাহা হউক, জানিও, বীরগণ কখনও এরূপ শর প্রয়োগ করেন না, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শূরগণ এরূপে যুদ্ধ করেন না।" ১১৭।

তিনি এই কথা বলিয়া শরাসনে জ্যা-রোপণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ আকাশ হইতে তারাবলী স্খলিত হয়, তাহার ন্যায় লক্ষ্মণের শরে রাক্ষসের স্বর্ণবর্ম্ম ছিন্ন হইয়া রথগর্ভে স্খলিত হইয়া পড়িল। সে সময়ে ইন্দ্রজিতের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে আপ্লুত; বোধ হইল, যেন প্রত্যূষে দিনমণি দৃশ্য হইয়াছেন। অনন্তর ভীমবিক্রম রাবণি ক্রুদ্ধ হইয়া শরসহস্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষস-শরে লক্ষ্মণের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। একের প্রহার, অন্যের প্রতিপ্রহার, উভয়েই যুদ্ধশ্রম-নিবন্ধন ক্লান্তকলেবরে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। উভয়ের শরীর শরাঘাতে জর্জ্জ-রিত ও শোণিতস্রাবে ভাসমান, দীর্ঘকালাবধি উভয়ে উভয়কে প্রহার করিতেছেন। উভয়েই যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, উভয়েই জয়লাভে যত্নবান্, উভয়েরই পরাক্রম অসীম। উহাঁদের ধ্বজদণ্ড খণ্ডিত। যেরূপ প্রস্রবণ হইতে জল নিঃসৃত হয়, সেইরূপ উহাঁদের শরীর হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেরূপ নীল নিবিড় মেঘ আকাশে উত্থিত হইয়া ভীমরবে বারিবর্ষণ করে, তাহার ন্যায় উহাঁরা অজস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই বীর দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কেহই যুদ্ধে বিমুখ বা ক্লান্ত হইলেন না। দুই বীরই অস্ত্র-বিদ্যায় সুনিপুণ, উহাঁদের অস্ত্রজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইল। অস্ত্র-নিক্ষেপে উভয়ের পাণ্ডিত্য, ক্ষিপ্রতা, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য সংলক্ষিত হইল। দুই বীরই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহাঁদের পৃথক্ পৃথক্ সিংহনাদ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। যাহারা শুনিতে পাইল, ঐ ঘোরতর শব্দে তাহাদের হৃৎকম্প হইল। ঐ শব্দ ঘোরতর বজ্রনাদের ন্যায়। উভয়েই রণে মত্ত। পরস্পরের শর পরস্পরের শরভেদ করিয়া রক্তসংমিশ্রিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। উভয়েই বলবান্ এবং সুবর্ণ-পুঙ্খ শরসকল বর্ষণ করিয়া রক্তাক্ত হইতে লাগিলেন; উভয়েই জয়া-কাঙ্ক্ষী এবং কীর্ত্তিমান্। তাঁহাদের শরের কতকগুলি বিঘট্টিত, কতক ভগ্ন ও কতকগুলি খণ্ডিত হইয়া পড়িল। যজ্ঞক্ষেত্রে কুশসমূহ যেমন ক্রমশঃ স্তূপাকার ধারণ করে, সেইরূপ তাঁহাদের অগ্নিতুল্য শরসকল স্তূপাকার হইয়া উঠিল। বনমধ্যে কুসুমিত কিংশুক ও শাল্মলীর যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় তাঁহাদের দেহ অস্ত্র-প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাপ্লুত হইয়া চমৎকার শোভা ধারণ করিল। পরস্পর জয়ার্থী

ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণ এই দুই বীর সতত শর-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে প্রহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও যুদ্ধশ্রম বোধ হইল না। পর্ব্বতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইলে যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় শরজালে উভয়েই সমাচ্ছন্ন ও উভয়ের শরীরে শরসকল প্রবিষ্ট। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা যেরূপ শোভা ধারণ করে, তাহার ন্যায় দুই বীর অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত-কলেবরে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে উভয়ের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু এই যুদ্ধে কেহ পরাঙ্মুখ বা ক্লান্ত হইলেন না। অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ অজিত মহাবীর লক্ষ্মণের সমরশ্রম দূর করিবার জন্ত তদীয় প্রিয় ও হিতকর কার্য্যের উদ্দেশে তাঁহার নিকটে রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন। ১৮-৪২।

নবতিতম সর্গ।

বিভীষণের এবং লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ।

অনন্তর রাবণানুজ বিভীষণ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বিজিগীষু পরস্পর দুই বীরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর শরাসন বিস্ফারণ করিয়া বিপক্ষের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। বজ্র যেরূপ পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় অগ্নিতুল্য ঐ সকল শর নিপতিত হইয়া, রাক্ষসদিগের শরীর বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিভীষণের অনুচরগণ শূল, অসি ও পট্টিশ-প্রহারে রাক্ষসগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। করিশাবকের মধ্যবর্ত্তী হস্তীর যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় বিভীষণ অনুচর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শোভিত হইলেন। অনন্তর তিনি রাক্ষস-বিনাশোদ্যত বানরগণকে উৎসাহিত করিয়া কালোচিত বাক্যে এই কথা কহিলেন, "এই ইন্দ্রজিৎ রাবণের একমাত্র আশ্রয়, ইহার সমভিব্যাহারী সৈন্যসংখ্যাও সামান্য, অতএব এ সময়ে তোমরা নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট আছ কেন? এই পাপাত্মা নিহত হইলে রাবণ ব্যতিরেকে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নিঃশেষে নিহত হইল। মহাবীর প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদ, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রবিশ, প্রজঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, বক্রমালী, কম্পন, দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি রাক্ষসগণকে তোমরা বিনাশ করিয়াছ। আশ্চর্য্য! তোমরা বাহুবলে সমুদ্র পার হইয়াছ, এক্ষণে ক্ষুদ্র গোষ্পদ উত্তীর্ণ হও। যে সকল বল-দর্পিত রাক্ষস যুদ্ধার্থে আসিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে তোমাদের সামান্যমাত্র রাক্ষস জয় করিতে অবশিষ্ট আছে। ইন্দ্রজিৎ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাকে বিনষ্ট করা অনুচিত বলিয়া জানি; কিন্তু আমি বলিতেছি যে, রামের জন্ত ইহার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া ইহাকে বিনাশ করিব। আমি ইহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার শোকাশ্রু আমার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণই ইহার প্রাণহন্তা হইবেন; বানরগণ! তোমরা অগ্রসর হইয়া অগ্রে ইহার অনুচরদিগকে বিনষ্ট কর।" ১-১৮।

রাক্ষসেন্দ্রের মুখে এইরূপ-কথা শুনিয়া বানরগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং ঘন ঘন লাঙ্গুলাস্ফালন করিতে লাগিল। যেরূপ জলদোদয়ে ময়ূরগণের আনন্দের সীমা থাকে না, তাহার ন্যায় তাহারা আনন্দে নানাপ্রকার রব করিতে লাগিল। এই সময়ে মহাবীর জাম্ববান্ ভল্লুকসৈন্য-পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভল্লুকেরা শিলা, নখ ও দশন-প্রহারে রাক্ষসগণকে অস্থির করিয়া তুলিল। রাক্ষসগণ ঋক্ষ-হস্তে আপনাদের ধ্বংস দেখিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ঋক্ষাধিপতিকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তাহারা ক্রমাগত সুতীক্ষ্ণ শরশু, পট্টিশ, যষ্টি, তোমর ও অন্যান্য অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া জাম্ববান্কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। যেরূপ দেবাসুরে সংগ্রামসঙ্ঘটন হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ হইয়াছিল, তাহার ন্যায় রাক্ষস ও বানরের নিদারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ সমুৎপাটন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া রাক্ষস-বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে বীরবর ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এই সময়ে নর-রাক্ষসের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে শরজালে আচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে লাগিল, উভয়েই ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। চন্দ্র ও সূর্য্য যেরূপ মেঘমধ্যে লুক্কায়িত হন, লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎও সেইরূপ কখনও শরজালে আবৃত, কখনও প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ইহাঁদের এরূপ ক্ষিপ্রহস্ততা যে, ধনুর্গ্রহণ, শরসন্ধান ও মোচন কেহই দেখিতে পাইল না। তৎকালে ধনুর্গ্রহণ, হস্ত-পরিবর্ত্তন, শরগ্রহণ, শরাকর্ষণ, মুষ্টিযোজন ও লক্ষ্যভেদ কেহই জানিতে পাইল না। তাঁহাদের হস্তের লাঘবত্তাপ্রযুক্ত উভয়েই মধ্যে মধ্যে অদৃশ্যগত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আকাশমণ্ডল ক্রমশঃ শরজালে আচ্ছন্ন হইল, সকলেই অদৃশ্য, কেহ কাহাকে দেখিতে পাইল না। কেবল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে প্রহার ও প্রতিপ্রহার করিতে লাগিলেন। স্বপক্ষ ও পরপক্ষ জানিবার পক্ষে ঘোর গোলযোগ উপস্থিত। উভয় বীরের নিরন্তর শরক্ষেপে আকাশ আবৃত এবং অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। প্রক্ষিপ্ত শরজালে দিঙ্মণ্ডল শরময় হইয়া উঠিল, বাণবর্ষণ ভিন্ন কোথাও কিছুই দৃশ্য হইল না। এ দিকে দিনমণি অস্তগত, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন; এই ভীষণ দৃশ্যে সকলের অন্তঃকরণে ঘোর বিভীষিকা উপস্থিত। রণস্থলে অসংখ্য রক্তনদী প্রবাহিত, মাংসাশী ক্রূর পক্ষিগণ সর্ব্বত্র ঘোররবে চীৎকারে প্রবৃত্ত। তৎকালে বায়ুপ্রবাহ ও অগ্নির দীপ্তি অনুভূত হইল না। মহর্ষিগণ স্বস্তিবাচন উল্লেখ পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সন্ত্রস্তভাবে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর সৌমিত্রি রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিতের স্বর্ণভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে চারিটি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে সারথির প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণ-খচিত সুশাণিত বজ্রসদৃশ ভল্ল আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। উহা তলশব্দে নিনাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথির মস্তক ছেদন করিল। সারথি নিহত হইলে মন্দোদরীসুত ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং রথী ও সারথির কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথির কার্য্যদর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল। তিনি যখন সারথ্যে নিযুক্ত, তখন উঁহার প্রতি শরবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং যখন রথী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন অশ্বের উপর শরবর্ষণ হইতে থাকিল। এই সময়ে মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া

সত্বর তাঁহার প্রতি শরনিক্ষেপে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণাত্মজ সমরে সারথিকে নিহত দেখিয়া সমরোৎসাহ বিসর্জ্জন দিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল। তখন বানরবীরগণ ইন্দ্রজিৎকে বিষণ্ণ দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চারিটি বানর রাক্ষসবীরের বীরপণা অসহ্য মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সর্ব্বাগ্রে সত্বর ইন্দ্রজিতের রথাশ্বমুখে নিপতিত হইল, পর্ব্বতোপম বানরগণের গুরুভারে আক্রান্ত ও ব্যথিত হইয়া রাক্ষসের রথাশ্বের মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে অশ্বগণ মথিত, ভগ্ন ও প্রাণচ্যুত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তাহারা রাক্ষসের অশ্বগণের প্রাণসংহার ও রথ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সবেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিতের সারথিসহ অশ্বগণ নিহত হইলে তিনি রথ হইতে অবতরণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি শরবর্ষণ পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহেন্দ্রপ্রতিম বীরবর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সারথিসহ রথাশ্ব নিহত হইলে ঐ পাদচারী বীরকে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ঘোরতর শর-প্রহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৯-৫৩।

একনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎবধ।

ইন্দ্রজিতের রথাশ্ব বিনষ্ট হওয়াতে তিনি ভূমিতলে দণ্ডায়মান, ক্রোধে ও তেজে তিনি প্রজ্বলিত। দুই বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত, জয়শ্রীপ্রাপ্তির জন্য উভয়েই ব্যগ্র, দেখিতে ঠিক বন্য হস্তীর ন্যায়। ক্রমে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা আপনাদের অধিনায়ককে পরিত্যাগ করিল না। এই সময়ে রাক্ষসেন্দ্র রাক্ষসগণকে প্রশংসা-বাক্যে প্রহৃষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাক্ষসগণ! এখন দিঙ্মণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; কে আপনার, কে অপর, ইহা জানা যাইতেছে না; অতএব এই সময়ে তোমরা বানরদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; আমি সত্বর রথ আহরণ করিয়া প্রত্যাগত হইতেছি। আমি নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে দুষ্টমতি বানরগণ যাহাতে আমাকে বাধা না দেয়, তোমরা তাহার বিহিত উপায় কর।" রাবণি রাক্ষসগণকে এই কথা বলিয়া বানরগণকে বঞ্চনা করত রথানয়নের জন্য পুরীপ্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণমধ্যে তাঁহার স্বর্ণ-ভূষিত রথ সজ্জিত হইল। তিনি দিব্যাশ্ব যোজনা করিয়া তাহাতে প্রাস, অসি ও নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষা করিলেন। অনন্তর হিতোপদেষ্টা অস্ত্র-শস্ত্র-নিপুণ একজন সুযোগ্য সারথিকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া তিনি রথারোহণ করিলেন। তিনি প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরে সংবেষ্টিত ও কালপাশবদ্ধ হইয়া সত্বর পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরমতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ দ্রুতগামী-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যেখানে মহাবীর লক্ষ্মণ ও বিভীষণ অবস্থিতি করিতেছেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ, রাক্ষসগণ ও মহাবলশালী বানরগণ রাবণিকে রথারূঢ় দেখিয়া তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা-দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। এ দিকে রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া শরজালে অসংখ্য বানরগণকে বধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনু মণ্ডলীকৃত, তিনি লঘুহস্ততাপ্রযুক্ত অল্পসময়ের মধ্যে অসংখ্য বানরগণকে নিপাতিত করিলেন। বানরগণ রাক্ষসাস্ত্র-প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রজালোক যেরূপ প্রজাপতির শরণাপন্ন হয়, তাহার ন্যায় লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইল। এই সময়ে মহাবীর লক্ষ্মণ আপনার লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিয়া কোপে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া রাক্ষসের শরাসন ছেদন করিলেন। রাক্ষসবীর শশব্যস্তে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা যোজনা করিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ তাহাও তিনটি শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের শর ছিন্ন হইলে, মনুজেন্দ্র লক্ষ্মণ সর্পবৎ পঞ্চশরে তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। ঐ সকল শর রাক্ষসের শরীর ভেদ করিয়া রক্তবর্ণ সর্পের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রাবণির মুখ দিয়া রক্তবমন হইতে থাকিল, তিনি করে প্রচণ্ড ধনু ধারণ করিলেন। বর্ষাকালে যেরূপ বারিধারা নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় রাক্ষসবীর লক্ষ্মণের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরম-ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শর সকল অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। সে সময়ে লক্ষ্মণের এই বীরজনোচিত কার্য্যে সকলেই বিস্মিত এবং ইহাকে যতদূর সম্ভব অদ্ভুত বলিয়া মনে করিলেন। মহাবীর রামানুজ সরোষে প্রত্যেক রাক্ষসের প্রতি তিন তিন শরপ্রয়োগ করিয়া অনর্গল অস্ত্রজালে ইন্দ্রজিতের মর্ম্মভেদ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘাতী লক্ষ্মণের শরে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া দশাননন্দন তাঁহার প্রতি অসংখ্য শরবর্ষণ করিলেন। পরবীরহন্তা লক্ষ্মণ চক্ষের নিমেষে ঐ সকল শর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর রঘুসত্তম আনত-পর্ব্ব ভল্লপ্রহারে রাক্ষসবীরের সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। সারথি-বিহীন হওয়াতে রাক্ষসের রথাশ্ব সকল মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপারদর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইল। অনন্তর দৃঢ়বিক্রম রামানুজ অতিশয় কুপিত হইয়া পরসৈন্যকে বিত্রাসিত করিয়া অশ্বগণকে শরপ্রহারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। লক্ষ্মণের এই বীরোচিত কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া রাবণি তাঁহাকে দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। সর্পবিষতুল্য বজ্রসার ঐ সকল শর লক্ষ্মণের কাঞ্চন-প্রভ বর্ম্ম স্পর্শ করিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাবণাত্মজ দশরথাত্মজ লক্ষ্মণের কবচ অভেদ্য জানিয়া সুপুঙ্খবিশিষ্ট তিনটি শাণিত শরে সত্বর তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। সমরশ্লাঘী লক্ষ্মণ ললাটপতিত তিনটি শরে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তিনি এইরূপে অর্দ্দিত হইয়া রাক্ষসের প্রতি পঞ্চশর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শরে উঁহার সকুণ্ডল মুখমণ্ডল বিদ্ধ হইল। এইরূপে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, উভয়েই বীর, উভয়ের বিক্রম অসীম এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর উভয় বীর উভয়ের শরপ্রহারে রক্তাক্তকলেবর হইলেন, দেখিতে ঠিক কুসুমিত কিংশুকের ন্যায়। জয়াভিলাষী উভয় বীর উভয়কেই শরপ্রহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে শরাঘাতে পরস্পরে ব্যথিত হইলেন। অনন্তর বীর রাবণাত্মজ সমরকোপে স্ফীত হইয়া বিভীষণের মুখমণ্ডলে তিনটি শর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি লৌহময় তিনটি শরে বিভীষণকে বিদ্ধ করিয়া এক একটি শরে বানরযূথপতিদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাতেজা বিভীষণ রোষভরে রাবণির অশ্বগণকে বিশাল গদা-প্রহারে হত করিলেন। তাঁহার অশ্ব হত হইবামাত্র তিনি রথ হইতে অবতরণ করিয়া, পিতৃব্যের উদ্দেশে মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১-৪২।

সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ রাক্ষসের শক্তিকে আসিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপে দশধা খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন বিভীষণ রোষাবেশে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি বজ্রস্পর্শসম পাঁচটি শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল স্বর্ণপুঙ্খ শর রাক্ষসের শরীর ভেদ করিয়া রক্তসংমিশ্রিত রক্তবর্ণ মহাসর্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের প্রতি রোষনিবন্ধন যমদণ্ডতুল্য তীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিলেন। ভীমপরাক্রম লক্ষ্মণ রাক্ষসের শরসন্ধান-দর্শনে একটি সুতীক্ষ্ণ শর ধারণ করিলেন, ঐ শর স্বপ্নাবস্থায় অমিতাত্মা কুবের তাঁহাকে প্রদান করেন; উহা যেরূপ দুর্জ্জয়, তেমনই সুরাসুরেরও দুর্বিসহ। লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের পরিঘোপম বাহু দ্বারা শ্রেষ্ঠ ধনু সবেগে আকৃষ্ট হইবামাত্র উহা ক্রৌঞ্চের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠিল। উভয়ের দুইটি শর শরাসনে সংযোজিত ও সমাকৃষ্ট হইবামাত্র তাহারা তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। উহারা আকৃষ্ট হইবামাত্র অন্তরীক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া সবেগে চলিল এবং মুখে মুখে পরস্পর সজ্ঘর্ষণনিবন্ধন নিপতিত হইল। ঘোররূপী শরদ্বয়ের সজ্ঘর্ষণে ধূমময়, বিস্ফুলিঙ্গবিশিষ্ট, নিদারুণ অগ্নির উৎপত্তি হইল। ক্রমে মহেন্দ্রতুল্য দুই শর নতভাবে খণ্ডিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। যাহা হউক, রণস্থলে পরস্পরের বাণ ব্যর্থ দেখিয়া, পরস্পরে লজ্জিত ও কুপিত হইলেন। অনন্তর সৌমিত্রি সংক্রুদ্ধ হইয়া বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ রৌদ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাক্ষসবীর ক্রুদ্ধ হইয়া লোকসংহারার্থেই যেন আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্মণ সৌর্য্যাস্ত্রে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বাণ ব্যর্থ দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ শত্রু-বিদারণ ভয়ঙ্কর শরাসন ধারণ করিলেন। ঐ শর সংযোজিত হইবামাত্র তাহা হইতে দীপ্তিমান্ কূট, মুদ্গর, শূল, ভুশুণ্ডী, গদা, খড়্গ ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রকাশিত হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ সুদারুণ আসুর অস্ত্র দর্শনে তাহা নিদারুণ ও সর্ব্বভূতের দুর্নিবার জানিয়া প্রদীপ্ত মাহেশ্বর-অস্ত্র-প্রয়োগে নিবারণ করিলেন। এইরূপে পরস্পরের রোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত। গগনমণ্ডলস্থ বীরগণ লক্ষ্মণের সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ-ঘটনা দেখিতে লাগিলেন। ৪৩-৬২।

ক্রমে উভয়পক্ষীয় রাক্ষস ও বানরগণের কলরবে এই যুদ্ধক্ষেত্র বিভীষিকাস্থান হইয়া উঠিল। ঋষিগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, উরগ এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণ রণে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৌমিত্রি ইন্দ্রজিৎ-নিধনের জন্য অগ্নিসমস্পর্শ একটি শ্রেষ্ঠ ধনু ধারণ করিলেন। উহার পর্ব্ব ও পত্র অতি সুশোভন, উহা যেরূপ ভীষণ, সেইরূপ প্রাণান্তকর, উহা অনুক্রমে গোলাকার ও স্বর্ণ-মণ্ডিত। দেখিলে রাক্ষসগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, উহা দুর্দ্ধার, দুর্বিষহ ও সর্পবৎ ভীষণ, দেবগণও ইহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে সুরাসুর-সংগ্রামে মহাবীর্য্য সুরেন্দ্র ঐ অস্ত্রে দানবগণকে দলন করিয়াছিলেন। নরশ্রেষ্ঠ সৌমিত্রি সেই অপরাজিত শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রশর শরাসনে সন্ধান করিলেন। ৬৩-৬৯।

অনন্তর শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ ইন্দ্রাস্ত্রসন্ধান ও আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজকার্য্য-সাধনের জন্য সেই মহাস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অস্ত্রদেব! যদি রামচন্দ্র সত্যসন্ধ, ধর্ম্মাত্মা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পৌরুষান্বিত হন, তাহা হইলে তুমি ইন্দ্রজিৎকে অবিলম্বে সংহার করিবে।" তিনি এই কথা বলিয়া ইন্দ্রজিতের প্রতি সেই অমোঘ শর নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ ভীষণ অস্ত্র ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ ও কুণ্ডল-সহ মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। রাক্ষসের সূর্য্যসদৃশ প্রকাণ্ড মুণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া রুধিরধারায় অভিষিক্ত ও ভূমিতলে পতিত হইল। সে সময়ে ইন্দ্রজিতের বর্ম্মাচ্ছন্ন কলেবর ভূতলে লুঠিতে লাগিল এবং তাঁহার শরাসন করচ্যুত হইয়া পড়িল। বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে দেবগণ যেরূপ হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় বিভীষণের সহিত বানরগণ ইন্দ্রজিতের বিনাশে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-নিবন্ধন বিমানবাসী দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীসেনা ইন্দ্রজিৎকে নিপাতিত দেখিয়া বানরগণের প্রহার-ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। বানরগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। রাক্ষসগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সভয়ে অচেতনপ্রায় হইয়া লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইল। তাহারা পট্টিশ, অসি ও পরশু নিক্ষেপ-পূর্ব্বক যাহার যে দিকে সুবিধা, পলাইতে লাগিল। কোনও কোনও রাক্ষস বানরগণের প্রহার-যাতনায় অস্থির হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল, কেহ কেহ সমুদ্রে প্রবেশ, কেহু বা পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইন্দ্রজিৎ রণভূমিতে শায়িত ও ধরাতলে নিপতিত হইলে, সে সময়ে সহস্র রাক্ষসের মধ্যে একটিকেও আর দেখিতে পাওয়া গেল না। যেরূপ অংশুমালী অস্তগত হইলে তাঁহার রশ্মীও অদৃশ্য হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ নিপতিত হইলে, রাক্ষসগণ অদৃশ্য হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর রাবণি মৃতাবস্থায় রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিষ্প্রভ প্রভাকর ও নির্ব্বাণ-বহ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র-সুত রণশায়ী হইলে ত্রিলোক নিরাপদ, নিষ্কণ্টক ও নিঃশত্রু হইল। তৎকালে ভগবান্ দেবেন্দ্র মহর্ষিগণের সহিত অতিশয় আনন্দিত হইলেন, তাঁহাদের সমস্ত উদ্বেগ দূরীভূত হইল। আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য করিতে লাগিল, অকস্মাৎ নভোমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রূরকর্ম্মা রাবণপুত্র বিনষ্ট হইলে ধূলি প্রশান্ত জল নির্ম্মল ও আকাশ পরিষ্কৃত হইল; দেবদানবগণের আনন্দের সীমা রহিল না। সর্ব্বলোক-ভয়াবহ সেই দেবকণ্টক নিশাচর নিপাতিত হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ একত্রিত হইয়া প্রহৃষ্ট-মনে বলিতে লাগিলেন, "এখন হইতে ব্রাহ্মণগণ নিরুপদ্রব ও নিষ্পাপ হইয়া মনের সুখে বিচরণ করিতে থাকুন।" ৭০-৯০।

অনন্তর প্রধান প্রধান বানরসেনাপতিগণ সেই অমিতবল রাক্ষস-বিনাশে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া, মহাবীর লক্ষ্মণকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ, হনুমান্ ও ঋক্ষযূথপতি জাম্ববান্ জয়লাভে আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে বারংবার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বানরগণ আস্ফালন, গর্জ্জন ও সিংহনাদ করিয়া লক্ষ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আনন্দে লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে লাগিল, কেহ বা লাঙ্গুল-কম্পনে প্রবৃত্ত হইল; সকলেরই মুখে লক্ষ্মণের জয়ধ্বনি। সে সময়ে অনেকে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া অপরের কণ্ঠ গ্রহণ করিল এবং মনের সুখে লক্ষ্মণের বীরত্ব-ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। দেবগণ প্রিয়সুহৃৎ লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎ-বধ-সম্বন্ধে এই অনন্য-সাধারণ সুদুষ্কর কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ৯১-৯৬।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

রামের নিকট লক্ষ্মণাদির আগমন।

যদিও রাক্ষস ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে মহাবীর লক্ষ্মণের শরীর রক্তাক্ত হইয়াছে, তথাপি রাক্ষসের মৃত্যু-নিবন্ধন লক্ষ্মণের হর্ষের সীমা রহিল না। তিনি হনুমান্, জাম্ববান্ ও বানরগণকে সঙ্গে লইয়া যেখানে রামচন্দ্র ও সুগ্রীব অবস্থিতি করিতেছেন, সেইখানে গমন করিলেন। সৌমিত্রি ও বিভীষণ, হনুমানের স্কন্ধে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্রের নিকটে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকটে উপেন্দ্র যেরূপ দণ্ডায়মান থাকেন, তাঁহার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন কেহ কোনও কথা না বলিলেও বিভীষণের মুখ-চিহ্ন ইন্দ্রজিদ্বিনাশবার্ত্তা জানাইল। অনন্তর বিভীষণ মহাত্মা লক্ষ্মণ রাবণির শিরশ্ছেদ করিয়াছেন, এই সংবাদ হৃষ্টমনে রামকে জানাইলেন। ১-৬।

মহাবীর্য্য রামচন্দ্র 'লক্ষ্মণের হস্তে ইন্দ্রজিতের বিনাশ' এই কথা শ্রবণমাত্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে সেই সময়ে বলিতে লাগিলেন, "আমি আজ তোমার প্রতি অতিশয় তুষ্ট হইলাম, তুমি অতিশয় দুষ্কর কার্য্য-সাধন করিয়াছ। যখন রাবণাত্মজ বিনষ্ট হইয়াছে, তখন জানিলাম, আমরা জয়ী হইয়াছি।" তিনি এই কথা বলিয়া স্নেহভরে সৌমিত্রির শির আঘ্রাণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহনয়নে তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, লক্ষ্মণের সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত ও শরপ্রহারে ব্যথিত, তিনি যুদ্ধশ্রমে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, কষ্টে তিনি অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া আছেন। পুরুষর্ষভ রামচন্দ্র বারংবার তাঁহার শিরোঘ্রাণ ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সমাশ্বাসিত করত এই কথা কহিলেন, "তুমি আজ অনন্যসাধারণ সুদুষ্কর হিতকর কার্য্য করিয়াছ। যাহা হউক, যখন রাবণি নিহত হইয়াছে, তখন রাবণকেই বিনষ্ট বলিয়া বুঝিলাম। দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে আমরা রণজয়ী বলিয়া মনে করিতেছি। তুমি ভাগ্যক্রমে রাবণির প্রাণসংহার করিয়া নৃশংস রাবণের দক্ষিণহস্ত ছিন্ন করিয়াছ; বলিতে কি, রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ দুরাত্মা দশাননের একমাত্র আশ্রয় ছিল। বিভীষণ ও হনুমান্ এই যুদ্ধে মহৎকার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের ভাগ্যে তিন দিবসে ঘোর শত্রু নিহত হইল। আজ আমরা নিষ্কণ্টক হইলাম। আমার বিশ্বাস, পুত্রবিনাশবার্ত্তা শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রবল রাক্ষসসৈন্য-সমভিব্যাহারে রক্ষোরাজ রণসজ্জায় নির্গত হইবে। সেই দুর্ব্বৃত্ত যে সময়ে বিপুল সৈন্য-সমভিব্যাহারে এখানে উপস্থিত হইবে, তখনই আমি সেই রণ-দুর্জ্জয় রাক্ষসের প্রাণসংহার করিব। লক্ষ্মণ! বলিতে কি, তুমি আমার নাথ; তোমার সাহায্যে এখন হইতে সীতা ও পৃথিবী করস্থ করিতে কোনও কষ্ট পাইতে হইবে না।" ৭-১৮।

রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আশ্বাসপ্রদান ও আলিঙ্গন করিয়া সুষেণকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে এই কথা কহিলেন, "সুষেণ! মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ যাহাতে বি-শল্য ও সুস্থ হন, তুমি তাহার বিহিত উপায় কর। বিভীষণ এবং ঋক্ষযোধী মহাবীর ঋক্ষ ও বানর-সৈন্যগণ সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন; অতএব ইহাদিগকে বি-শল্য কর। এতদ্ব্যতীত অস্মৎপক্ষীয় যে সকল বীর রাক্ষস-প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে যত্নের সহিত সুস্থ ও সুখী কর।" মহাত্মা রামচন্দ্র সুষেণকে এইরূপ আদেশ করিলে তিনি লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে সেই পরম ওষধি সংযোগ ও তাহার আঘ্রাণ করাইলেন। আঘ্রাণমাত্রে তাঁহার শরীর বি-শল্য ও সুস্থ হইল; তাঁহার শরীরের বেদনা ও শ্রমাদি বিদূরিত হইল। অনন্তর তিনি রামের আজ্ঞাক্রমে বিভীষণ-প্রমুখ অন্যান্য বানরবীরগণের চিকিৎসা করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ক্ষণকালমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইলেন; তাঁহার সমরক্লেশ দূরীভূত হইল, শরীরে আর কোনও গ্লানি রহিল না, তিনি সন্তাপবর্জ্জিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন মহাত্মা রামচন্দ্র, বানররাজ সুগ্রীব, বীর্য্যবান্ বিভীষণ ও ঋক্ষপতি জাম্ববান্ মহাবীর লক্ষ্মণকে নীরোগ দেহে উত্থিত দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। সে সময়ে মহাত্মা দাশরথি অনুজের সুদুষ্কর বীরকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদে বানরবীর সুগ্রীবের অসীম আনন্দের উদয় হইল। ১৯-২৮।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎবধ শ্রবণে রাবণের বিলাপ।

অনন্তর রাবণের অমাত্যগণ ইন্দ্রজিৎ-নিধন জানিতে পারিয়া সত্বর রক্ষোরাজকে গিয়া কহিল, "মহারাজ! মহাবীর লক্ষ্মণ আপনার পুত্র মহাদ্যুতি ইন্দ্রজিৎকে বিভীষণের সাহায্যে সংহার করিয়াছেন। যিনি সংগ্রামে অপরাজিত এবং বীরকুলের চূড়ামণি, তিনি আজ মহাবীর লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইয়াছেন; তিনি শরক্ষেপে লক্ষ্মণের তৃপ্তি-সাধন করিয়া পরলোকে বীরগতি লাভ করিয়াছেন।" ১-৩।

তখন রাক্ষসরাজ দশানন পুত্রবিনাশবার্ত্তা-শ্রবণে এককালে মোহপ্রাপ্ত হইল। রক্ষঃপতি অনেকক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া পুত্রশোকে অধীর হইয়া অস্থির-মনে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল, "হে রাক্ষসবীরশ্রেষ্ঠ! হে মহাবল! হে বৎস রাবণি! তুমি বীরদর্পে দেবেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া এক্ষণে লক্ষ্মণের হস্তে বিনষ্ট হইলে! লক্ষ্মণের কথা স্বতন্ত্র; তুমি ক্রোধান্ধ হইলে কালান্তক কৃতান্তকেও শরবিদ্ধ করিতে পার, মন্দরাচল-শৃঙ্গও তোমার শরে চূর্ণীকৃত হয়। হায়! আজ তোমাকেই কালের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইল! বুঝিলাম, এক্ষণে যমরাজ আমা অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন। যে ব্যক্তি ভর্ত্তার আদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহোৎসর্গ করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, দেহধারী সুযোদ্ধাদিগের এই পথ অবধারিত আছে। অদ্য দেবগণ, লোকপাল ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে পারিবেন। আজ একমাত্র ইন্দ্রজিতের অভাবে এই ত্রিলোকমণ্ডল আমার নিকটে শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে করেণুদল যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আজ আমাকে অন্তঃপুরে রাক্ষসীগণের শোকবিলাপ শুনিতে হইবে। হা প্রাণাধিক বৎস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কাপুরী, রাক্ষসগণ, মাতা, ভার্য্যা ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে? কি আশ্চর্য্য! আমার জীবনাবসানে

কোথায় তুমি আমার প্রেতকার্য্য সমাহিত করিবে, তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত অর্থাৎ তোমার প্রেতকার্য্য আমাকে করিতে হইল। বৎস! এক্ষণে রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব জীবিত আছেন; এ সময় তুমি আমার মনঃক্ষোভ দূর না করিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে?" ৪-১৫।

রাক্ষসাধিপ রাবণ এই প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, এরূপ সময়ে পুত্রশোক-সম্ভূত ভীষণ ক্রোধাগ্নি তাহার অন্তরকে আকুলিত করিল। একে সে স্বভাবতঃ কোপন-প্রকৃতি, তাহার উপর নিদারুণ পুত্রশোক-নিবন্ধন মনঃপীড়া। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যরশ্মি যেরূপ সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করে, তাহার ন্যায় ভীষণ কোপ রাবণকে অধিকতর প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। বৃত্রাসুরের মুখ হইতে যেরূপ অগ্নি-সমুদ্গীরণ হইয়াছিল, তাহার ন্যায় তৎকালে তাহার ক্রোধ নিবন্ধন জৃম্ভণ প্রাদুর্ভূত হইল এবং তদীয় মুখ হইতে ধূমবিশিষ্ট জলন্ত অনলের শিখা আবির্ভূত হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিবলে সমস্ত বিবেচনা করিয়া সীতাকে সংহার করিবার জন্য বাসনা করিল। রাবণের নেত্রদ্বয় স্বাভাবিক রক্তবর্ণ, তাহার উপর ক্রোধোদয় নিবন্ধন ঐ চক্ষু অধিকতর প্রদীপ্ত ও আরক্তবর্ণ হইল। তাহার মূর্ত্তি একেই ত অতি ভীষণ, তাহার উপর ক্রোধাগ্নি-সংমূর্চ্ছিত হওয়াতে ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় ভীষণতর হইয়া উঠিল। তাহার রোষরক্ত নেত্র হইতে প্রদীপ্ত দীপ হইতে যেমন জ্বালার সহিত স্নেহ-বিন্দু নিঃসৃত হয়, তাহার ন্যায় অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসপতি ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। সমুদ্র-মন্থনকালে মন্দর-পর্ব্বতকে সর্পরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিলে যেরূপ ভীষণ শব্দ সমুদ্গত হইয়াছিল, দশাননের দশনশব্দও তদ্রূপ হইল। ১৬-২৮।

এই সময়ে চরাচর-ভয়াবহ অন্তকের ন্যায় রাবণের ক্রোধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বানরগণ তাহার নিকটস্থ হইতে সাহসী হইল না। অনন্তর পরম রোষাবিষ্ট রাবণ রাক্ষসগণের রণোৎসাহবৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে কহিল, "অনেক সহস্র বৎসর উগ্রতর তপস্যা করিয়া ভগবান্ প্রজাপতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছি; তাঁহারই প্রসাদে আমি সুরাসুর সকলের অবধ্য হইয়াছি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আমাকে আদিত্যপ্রভা তুল্য যে কবচ দান করিয়াছেন, তাহা সুরাসুর-সংগ্রামে বজ্রশক্তি দ্বারা ছিন্ন হয় নাই। আজ আমি সেই দিব্য কবচ ধারণ করিয়া রথারোহণে যুদ্ধযাত্রা করিব। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে সময়ে শচীপতিও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সুরাসুর-সংগ্রামে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে ভীষণ শরাসন প্রদান করিয়াছেন, অদ্য তোমরা নানাপ্রকার বাদ্যোত্তম করিয়া তাহা উঠাইয়া আন; জানিও, ঐ অস্ত্র-প্রহারে রামলক্ষ্মণের প্রাণবধ করিব।" ২৯-৩১।

অনন্তর দশানন পুত্রশোকে অধীর ও অমর্ষপরায়ণ হইয়া সীতাসংহার-বাসনায় দীনভাবাপন্ন সেই সকল রাক্ষসদিগকে বলিতে লাগিল, "বৎস ইন্দ্রজিৎ মায়ার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বানরদিগকে বঞ্চিত করত অন্য কিছু বধ করিয়া সীতাবধ হইল বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। আমার আত্মজ মহাবীর যাহা মিথ্যা বলিয়াছিলেন, আজ আমি সত্যই সেই প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।" রাবণ অমাত্যগণকে এই কথা বলিয়া করে এক খড়্গ ধারণ করিল। উহা বিমল গগনের ন্যায় ও খরধার-সম্পন্ন। রাক্ষসরাজ নিমেষে সবেগে অশোকবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তাহার সচিবগণ ও ভার্য্যা তাহার সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। তখন রাবণ পুত্রশোকে জ্ঞানশূন্য, ক্রোধে তাহার কলেবর প্রকম্পিত; সে খড়্গধারণ করিয়া অশোকবনাভিমুখে যাইতে লাগিল। ক্রোধভরে দশাননকে যাইতে দেখিয়া রাক্ষসেরা সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল, "আজ রামলক্ষ্মণ ইঁহাকে দেখিয়া ভয়প্রাপ্ত হইবে। ইনি রোষাবেশে লোকপালগণকে পরাজিত ও অন্যান্য বহুতর শত্রুদিগকে নিপাতিত করিয়াছেন। আমাদের রাজা রাবণ ত্রিলোকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনরত্নাদি আছে, বাহুবলে ও বিক্রমপ্রভাবে তাহা আহরণ পূর্ব্বক ভোগ করিয়া থাকেন। বলিতে কি, পৃথিবীতে ইঁহার সদৃশ বীর আর নাই।" ৩২-৪।

রাক্ষসেরা এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তাহার সঙ্গে যাইতে লাগিল। ক্রমে রাক্ষসরাজ অশোকবনে উপস্থিত হইল। যদিও যাইবার সময় হিতকারী অমাত্যগণ তাহাকে 'ইহা কর্ত্তব্য নহে' বলিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু গ্রহ যেমন অন্তরীক্ষে রোহিণীর প্রতি ধাবমান হয়, রাবণও সেইরূপ রাম-গৃহিণীর প্রতি ধাবিত হইল। রাক্ষসীগণের প্রতি অনিন্দিতা সীতার রক্ষাভার সমর্পিত; তিনি দেখিলেন, দূর হইতে খড়্গ ধারণ করিয়া দশানন তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর। সুহৃজ্জনেরা স্ত্রীহত্যা গর্হিত বলিয়া তাহাকে ব রংবার বারণ করিলেও রাবণ নিরস্ত হইতেছে না। সীতা দেখিবামাত্র দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন;—বলিলেন, "যখন দুর্ম্মতি ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক আমার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তখন অনাথার ন্যায় আমাকে বধ করিবে। ঐ দুরাত্মা আমাকে তাহার ভার্য্যা হইবার জন্য বারংবার যাহা বলিয়াছিল, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমার কথায় সম্পূর্ণ নিরাশ ও ক্রোধ-মোহে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাকে সংহার করিতে আসিয়াছে; অথবা বোধ হইতেছে, এই দুরাচার আমাকে ভার্য্যা করিবার জন্য রামলক্ষ্মণের প্রাণসংহার করিয়াছে। আমি এখানে থাকিয়া রাক্ষসগণের এই ঘোষণা ও ভীষণ সিংহনাদ শুনিতে পাইয়াছি, কিংবা বোধ হয়, দুরাত্মা পুত্র-শোকে অধীর হইয়া রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিতে না পারিয়া আমার প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছে। হায়! আমি হনুমানের কথা না শুনিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি! যদি আমি তাহার কথায় তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে আজ আমাকে শোকার্ত্ত হইতে হইত না; প্রত্যুত পতির অঙ্কে সুখে শয়ন করিতে পারিতাম। হায়! একপুত্রা দেবী কৌশল্যা যখন পুত্রবিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিবেন, তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি সে সময়ে পুত্রের জন্য বাল্য, যৌবন ও ধর্ম্মকার্য্য সকল স্মরণ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে থাকিবেন। আশ্চর্য্য! দেবী কৌশল্যাকে এক্ষণে নিরাশমনে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য পুত্রশোকে অগ্নিমধ্যে বা জলে প্রবেশ করিতে হইবে। সেই পাপমতি অসতী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্! তাহারই জন্য দেবী কৌশল্যা এইরূপ শোকগ্রস্ত হইলেন।" ৪১-৫৬।

অনন্তর সুবুদ্ধি সুশীল সুপার্শ্ব নামক অমাত্য বারংবার নিবারিত হইলেও চন্দ্রমা-রহিত কুগ্রহাভিভূত রোহিণীর ন্যায় সীতাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ক্রোধের অধীন

হইয়া ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া আপনি জানকীর বধসাধনে উদ্যত হইয়াছেন। হে রাক্ষসেশ্বর! আপনি বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক কর্ম্মের অধীন হইয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। হে বীর! আপনি কি জন্ত স্ত্রীহত্যা করিতে অভিলাষ করেন? হে পার্থিব! মৈথিলী ললনা-ললামভূতা; অতএব যে কাল পর্য্যন্ত রামের প্রাণবিনাশ না হয়, তাবৎকাল অপেক্ষা করুন। যদি ক্রোধ করাই কর্ত্তব্য হয়, আমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রামের প্রতি তাহা প্রদর্শন করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি; অতএব অদ্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়া অমাবস্যায় জয়াকাঙ্ক্ষায় সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হউন। আপনি শূর ও বুদ্ধিমান্। আমার বিবেচনায় রথে আরোহণ ও খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অগ্রে রামের জীবন হরণ করুন, তাহা হইলে সীতা আপনার হস্তগত হইবে।" অনন্তর দুরাত্মা দশানন মন্ত্রী সুপার্শ্বের এরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর সুহৃদ্‌গণ-সংবেষ্টিত হইয়া পুনরায় সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইল। ৫৭-৬৪।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

রাবণ-সৈন্যের সহিত রামের যুদ্ধ ও জয়।

অনন্তর রক্ষোরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দীনমনে সিংহাসনে উপবেশন করিল। সে তৎকালে পুত্রশোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসবীরগণকে কহিল, "বীরগণ! এক্ষণে তোমরা হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা কর। বর্ষাকালে মেঘমালা যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তোমরা রামের প্রতি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে থাক। অথবা অদ্য তোমরা গিয়া যুদ্ধ করিয়া বাণবর্ষণে রামকে ক্ষত-বিক্ষত করিবে; আমি কল্য গিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে তাহার প্রাণহরণ করিব।" ১-৫।

রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া রথারোহণে সসৈন্যে যুদ্ধার্থে নির্গত হইল। তাহারা পরিঘ, পট্টিশ, শর, খড়্গ ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিল এবং সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানরগণের প্রতি প্রাণান্তকর শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষ ও পর্ব্বত লইয়া রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। সূর্য্যোদয়সময়ে এই ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত। রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্রশস্ত্র ও বৃক্ষাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বিচিত্র গদা, প্রাস, খড়্গ ও পরশু লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বানরগণ শৈলশৃঙ্গ ও বৃক্ষ লইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে রক্তনদী সৈন্যসমূহের পাদোত্থিত ধূলিসমূহ বিনষ্ট করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। হস্তী ও রথ রক্তনদীর কূল, শর মৎস্য, ধ্বজ উহার তীরবৃক্ষ, ঐ নদীতে মৃতদেহ সকল কাষ্ঠের ন্যায় সতত ভাসমান। অনন্তর বানরগণ রাক্ষসদিগের প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাহাদের ধ্বজ, চর্ম্ম, রথ, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র সকল চূর্ণ ও ভগ্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা তীক্ষ্ণদন্ত ও নখপ্রহারে রাক্ষসদিগের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা বিদীর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। পক্ষিগণ যেরূপ ফলিত বৃক্ষে পতিত হয়, তাহার ন্যায় এক এক রাক্ষসের উপরে শত শত বানর লম্ফ দিয়া পড়িল। পর্ব্বতাকার রাক্ষসগণ সে সময়ে বিপুল গদা, প্রাস, খড়্গ ও পরশু-প্রহারে ঘোররূপী বানরগণের প্রাণসংহার করিতে লাগিল। এই সময়ে বানরসৈন্য রাক্ষসগণের প্রহারে ব্যথিত হইয়া সর্ব্বশরণ্য রামের শরণাপন্ন হইল। ৬-১৭।

তখন মহাতেজা মহাবীর রামচন্দ্র বিপুল ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষস-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শরবর্ষণে তাহাদিগকে দহন করিতে লাগিলেন। মেঘ যেরূপ সূর্য্যের নিকটে থাকিতে পারে না, তাহার ন্যায় রামের শরাঘাতে রাক্ষসগণের শরীর দগ্ধ হওয়াতে তাহারা তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। সে সময়ে তাহারা কেবলই রামের অনন্য-সাধারণ সুদুষ্কর কার্য্য দেখিতে লাগিল। বনগত বায়ু যেরূপ দৃষ্ট হয় না, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র কখনও সৈন্যচালন, কখনও বা মহারথগণকে অপসারণ করিতেছেন, এইরূপ কার্য্য ব্যতীত তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। রামচন্দ্র ক্রমে রাক্ষসসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন, শরবিদ্ধ, প্রপীড়িত, মর্দ্দিত ও বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সকলে এই সকল কার্য্যই দেখিল; কিন্তু কেহই ক্ষিপ্রকারী রামকে দেখিতে পাইল না। লোকে যেরূপ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্ত্তৃস্বরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার ন্যায় কেহই প্রহারকারী রাবণারিকে দেখিতে পাইল না। রাক্ষসগণ এই রামচন্দ্র গজসৈন্য নাশ করিতেছেন, এই রাম মহারথগণের প্রাণসংহার করিতেছেন, তীক্ষ্ণ শরে অশ্বারোহিগণের সহিত পদাতিগণের প্রাণসংহার করিতেছেন, এইরূপ বাদানুবাদ করিয়া ভ্রান্তচিত্তে আত্মপক্ষীয় সৈন্যকে বিনাশ করিতে লাগিল। তৎকালে সকলেই রামের গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে বিমোহিত; সুতরাং নিজপক্ষদহনকারী রামকে তাহারা দেখিতে পাইল না। রাক্ষসগণ রণক্ষেত্রে এক একবার অসংখ্য রামমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল, আবার কখনও কখনও একমাত্র রামকে দেখিল। রাক্ষসগণ এক একবার রামের অলাতচক্রসদৃশ স্বর্ণময় ধনুষ্কোটি দেখিতেছে, কিন্তু ধনুর্দ্ধারী রামকে দেখিতে পাইতেছে না। তৎকালে সকলে রামচন্দ্রকে কালচক্র বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাঁহার মধ্যশরীর চক্রের নাভি, বলই জ্যোতি, শর সকল অরকাষ্ঠ, শরাসন নেমিপ্রদেশ, জ্যা ও তলশব্দই ঘর্ঘররব, প্রতাপ ও বুদ্ধি ইহার প্রভা, দিব্যাস্ত্র-বৈভবই ইহার সীমা। সে দিবসের যুদ্ধের কথা কি বলিব, একমাত্র রামচন্দ্র দিবসের অষ্টমভাগে অগ্নিশিখাসদৃশ শরনিক্ষেপে দশ সহস্র দিব্যগতি রথ, অষ্টাদশ সহস্র হস্তী, আরোহীর সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্ব এবং দুই লক্ষ কামরূপী পদাতির প্রাণ বিনাশ করিলেন। যে সকল রাক্ষস এই যুদ্ধে জীবিত রহিল, তাহারা হতাশ্ব, হতরথ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া প্রাণভয়ে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল। মৃত রাক্ষস, গজ, পদাতি ও অশ্বে পরিপূর্ণ হইয়া রণভূমি করালমূর্ত্তি রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ রামকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সমীপবর্ত্তী সুগ্রীব, বিভীষণ, হনূমান্, জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, "আমার বা রুদ্রদেবের এই পর্য্যন্ত অস্ত্রবল।" ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ-পূর্ব্বক অক্ষুণ্ণভাবে রাক্ষস-সৈন্য সংহার করিলে সুরগণ হৃষ্টমনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১৮-৩৮।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

লঙ্কার অন্তঃপুরমহিলাগণের বিলাপ ও সূর্পণখাকে ভৎর্সনা।

অনন্তর রামের হস্তে অসংখ্য হস্তী, আরোহী সহিত অগণ্য অশ্ব, ধ্বজ-বিমণ্ডিত বিস্তর রথ সকল ও গদাপরিঘধারী অগণ্য কামরূপী রাক্ষস সকল বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ও জানিতে পারিয়া হতাবশিষ্ট সকলে সম্মিলিত হইয়া দীনমনে চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময়ে যাহারা বিধবা ও পুত্রহীনা, তাহারা দুঃখের আবেগে চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,"হায়! নিম্নোদরী ভীষণাকৃতি নিশাচরী সূর্পণখা কি জন্যই বা কন্দর্পতুল্য সুকুমার রামের নিকটে বনমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল? কি আশ্চর্য্য! যিনি সর্ব্বভূতহিতে রত, সুকুমার-মূর্ত্তি, সেই রামকে দেখিয়া কুৎসিতা নিশাচরী স্মরশরাসনের বশবর্ত্তিনী হইল! সূর্পণখা দেখিতে যেরূপ বিকটাকৃতি ও দুর্ম্মুখী, সেইরূপ ইহাতে কোন গুণেরই সমাবেশ ছিল না; কিন্তু এরূপ হইলে কি হয়, সে গুণনিধি, মহাতেজস্বী ও সুমুখ রামকে দেখিয়া কেন কামার্ত্ত হইয়াছিল? হায়! রাক্ষসদিগের দুর্ভাগ্যনিবন্ধন সেই বর্ষীয়সী নিশাচরী সর্ব্বলোকবিনিন্দিত উপহাসকর এই নীচ কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিল। খর, দূষণ ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য সেই নিশাচরী রামকে দেখিয়া এরূপ কামার্ত্ত হইয়াছিল। এই কারণেই রাবণের সহিত রামের শত্রুতা প্রাদুর্ভূত হয়, সেই জন্যই রাক্ষসরাজ সীতাকে হরণ করিয়া আনেন। রাক্ষসরাজ সীতাকে আনিলেন বটে, কিন্তু আয়ত্ত করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত এতদুপলক্ষে রাঘবের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিপক্ষভাব বদ্ধমূল হয়। রামের বলবিক্রমের কথা কি বলিব, যখন তাঁহার একটি শরে রাক্ষস বিরাধের প্রাণবধ হইয়াছে, তখন তাহাই তাঁহার শক্তির যথেষ্ট নিদর্শন বলিতে হইবে। যখন সেই মহাবীর রামচন্দ্র জনস্থানে ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসদিগকে অগ্নিশিখাসদৃশ শরনিক্ষেপে নিহত করিয়াছেন, তখন কি তাহা রামের বীরত্বের পরিচায়ক হয় নাই? যখন যুদ্ধে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা প্রভৃতি বীরগণ রামের আদিত্য-সদৃশ শরজালে নিহত হইয়াছে, তখন তাহাই তাঁহার বলবীর্য্যের যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রামচন্দ্র যোজনবাহু ও শোণিতভোজী কবন্ধের প্রাণসংহার করিয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্য্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যখন মেঘাকার বলবান্ বালি রামহস্তে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে, তখনই রামের বলবীর্য্য জানিতে পারা গিয়াছে। যখন বালিভয়ে ভীত সুগ্রীব দীনভাবে নিরাশমনে ঋষ্যমূকপর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াও রামের কৃপায় বানররাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখনই তাঁহার বলবীর্য্যের পরিচয় অপ্রকাশিত নাই। হায়! মহাত্মা বিভীষণ রাক্ষসকুলের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মার্থ-বাক্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু মোহপ্রযুক্ত ঐ সকল কথা মহারাজের প্রীতিকর হইল না। যদি রাক্ষসরাজ ভ্রাতা বিভীষণের এই ন্যায়সঙ্গত কথা রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আজ লঙ্কাপুরী দুঃখের আধার ও মহাশ্মশানতুল্য হইত না। কি আশ্চর্য্য! যখন শুনিলেন, মহাবীর কুম্ভকর্ণ রামহস্তে নিহত হইয়াছেন, যখন জানিতে পারিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ অতিকায় ও ইন্দ্রজিতের প্রাণসংহার করিয়াছেন, তখনও কি রাক্ষসরাজের চৈতন্য হইল না? যখন প্রথমেই একজন বানরযুথপতি হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া কুমার অক্ষের প্রাণসংহার ও লাঙ্গুলাগ্নিতে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিল, তখনও কি রাক্ষসরাজের চৈতন্য হইল না? এক্ষণে লঙ্কাপুরে রাক্ষসীগণের 'আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা ও আমার ভর্ত্তা রণে নিহত হইয়াছে, তাহারা আমায় ফেলিয়া কোথায় গেল?' কেবল এই শব্দই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। মহাবীর রামচন্দ্র যুদ্ধে অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতির প্রাণহরণ করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, ভগবান্ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র অথবা কৃতান্ত রামরূপে লঙ্কাপুরে আসিয়া থাকিবেন। এক্ষণে রাজপুরী নির্ব্বীর, আমাদেরও জীবনের আশা নাই; বলিতে কি, আমাদের বিভীষিকার অন্ত নাই; এক্ষণে আমরা অনাথা হইয়া অনবরত অশ্রুজল মোচন করিতেছি। যদিও রাক্ষসরাজ দশানন ব্রহ্মার বরে অতিশয় দর্পিত, কিন্তু রাম হইতে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহা কি কোনও রূপেই বুঝিতেছেন না? এক্ষণে রাবণের প্রাণহননার্থে রামচন্দ্র সমুদ্যত, কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি রাবণকে রক্ষা করিতে পারেন। এক্ষণে প্রত্যেক যুদ্ধে নানা প্রকার দৈব-দুর্ঘটনা ও উৎপাত-চিহ্ন দেখা যাইতেছে; ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু সুনিশ্চিত। পূর্ব্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা রাবণের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবতাগণের অবধ্য করিয়াছেন। বরগ্রহণকালে মনুষ্যের প্রতি রাবণের লক্ষ্যই হয় নাই। আমাদের বোধ হয়, রাবণের অদৃষ্টক্রমে তাঁহার ও রাক্ষসদিগের প্রাণান্তকর এই মনুষ্যভয় সমুপস্থিত। এক সময়ে বরলাভদৃপ্ত রাবণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া সুরগণ দুষ্কর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবগণের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া পদ্মযোনি তাঁহাদের হিতের জন্য এই কথা বলিলেন, 'আজ হইতে সমস্ত রাক্ষস ও দানবগণ দেবগণের ভয়ে ভীত হইয়া বিচরণ করিতে থাকিবে।' তখন দেবগণ দেবেন্দ্রসমভিব্যাহারে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকেন। পশুপতি দেবগণের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'দেবগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্য রাক্ষসকুল-বিঘাতিনী এক নারী সমুদ্ভূত হইবে।' হায়! পূর্ব্বে দেবতাগণের নিয়োগে ক্ষুধা যেরূপ দানবদল সংহার করিয়াছিল, তাহার ন্যায় রাক্ষসকুল-নাশিনী সেই স্ত্রী জানকীই রাবণের সহিত আমাদিগের সকলকে সংহার করিলেন। হায়! দুর্বিনীত দুর্ম্মতি রাবণের বুদ্ধিদোষে আমাদের এই ঘোরতর শোক ও বিনাশ উপস্থিত। যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় রামচন্দ্র আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন; এক্ষণে এ অবস্থায় আমাদিগকে আশ্রয় দেয়, এমন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। দাবাগ্নি-বেষ্টিত করিণীর অবস্থা যে প্রকার, তাহার ন্যায় আমাদের উদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতেছি না। মহাত্মা বিভীষণ বিবেচনা করিয়াই কালোচিত কার্য্য করিয়াছেন; যাঁহা হইতে ঘোরতর ভয়ের সৃষ্টি, তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন।" সে সময়ে রাক্ষসীগণ পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল এবং উপস্থিত বিপদ্‌নিবন্ধন ভয়ে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ১-৪২।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

রাবণের যুদ্ধযাত্রা।

তখন রাক্ষসেন্দ্র রাবণ লঙ্কার প্রতি গৃহে রাক্ষসীদিগের এই প্রকার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। রক্ষোরাজ তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকাল ধ্যানাবলম্বী হইল; অনন্তর ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া উঠিল; তাহার মূর্ত্তি ভীষণ হইয়া উঠিল। তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল,সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও তদ্দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল; তাহার মূর্ত্তি কালাগ্নির ন্যায় ভয়ানক ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ চক্ষুর্দ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন ক্রোধস্খলিতবাক্যে নিকটস্থ রাক্ষসদিগকে এই কথা কহিল, "হে মহোদর! হে মহাপার্শ্ব! হে বিরূপাক্ষ! তোমরা এখনই সৈন্যগণকে বল, তাহারা আমার আজ্ঞায় যুদ্ধার্থে নির্গত হউক।" ১-৫।

তখন রাক্ষসগণ রাজাজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে বলিল। ভীমাকার রাক্ষসসৈন্যগণ যুদ্ধসজ্জা করিয়া নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহারা রাক্ষসরাজকে যথারীতি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার সম্মুখীন হইল। মহারাজের জয়প্রাপ্তি সকলেরই কামনা। তখন রক্ষোরাজ ক্রোধে অট্টহাস্য-পূর্ব্বক মহোদর প্রভৃতিকে কহিল, "অদ্য আমি যুগান্তকালীন আদিত্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণে রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিব। যাহাদের হস্তে খর, কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইয়াছে, আজ তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া মনের ক্ষোভ দূরীভূত করিব। আজ অন্তরীক্ষ, সমুদ্র ও দিঙ্মণ্ডল আমার শররূপ জলদে আবৃত হইয়া দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিবে। আজ আমি সুতীক্ষ্ণ শরজালে বানরবীরগণের প্রাণবধ করিব। আজ আমি রথারোহণে শরাসন-সমুদ্র-সম্ভূত শররূপ তরঙ্গে বানরদিগকে মন্থন করিব। আমি হস্তীর ন্যায় বানর-যূথপতিরূপ তড়াগ সকল মন্থন করিব। উহাদের মুখ সকল প্রফুল্ল কমলদল-তুল্য, উহারা পদ্মকেশরশোভিত তড়াগ-সদৃশ। আজ মৃণালদণ্ডসংযুক্ত পদ্মের ন্যায় সশর মস্তক দ্বারা বানরগণ রণভূমি সুশোভিত করিবে। অধিক কি বলিব, আজ আমি একমাত্র শরক্ষেপে শত শত বৃক্ষযোধী বানরদিগকে ধরাশায়ী করিব। রামের সহিত যুদ্ধে যে সকল রাক্ষসের ভ্রাতা ও পুত্রাদি নিহত হইয়াছে, আজ আমি বিপক্ষদলন-পূর্ব্বক তাহাদের শোকাশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিব। আজ আমার প্রক্ষিপ্ত শরে প্রসারিত-দেহে হতচেতন বানরগণ সুশোভিত হইয়া রণভূমি অদৃশ্য করিয়া ফেলিবে। আজ আমি শত্রুমাংসে কাক, গৃধ্র অন্যান্য মাংসাশী পশু-পক্ষীদিগের তৃপ্তিসাধন করিব। এক্ষণে আমা জন্য রথ সজ্জিত হউক, শীঘ্র শরাসন সংযোজন কর; অতঃপর লঙ্কাপুরে যে সকল রাক্ষস অবশিষ্ট আছে, তাহারা যুদ্ধার্থে আমার অনুবর্ত্তী হউক।" ৬-২১।

তখন মহাপার্শ্ব সন্নিকটবর্ত্তী সেনাপতিদিগকে কহিল, "তোমরা সত্বর সৈন্যগণকে সজ্জীভূত হইতে বল।" সেনাপতিগণ দ্রুতপদে রাক্ষসদিগকে আজ্ঞাপ্রদান পূর্ব্বক লঙ্কার প্রত্যেক গৃহে পর্য্যটন করিতে লাগিল। অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে ভীমদর্শন রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে নির্গত হইল। তাহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে অসি, কাহারও হস্তে পট্টিশ, কাহারও হস্তে গদা, কাহারও শূল, কাহারও মুষল, কাহারও হল, কাহারও শক্তি ও কাহারও কূটমুদ্গর। কেহ কেহ ভিন্দিপাল, কেহ শতঘ্নী, কেহ চক্র, কেহ পরশু এবং কেহ কেহ অন্যান্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। অনন্তর সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাবণের আজ্ঞাক্রমে রথ আনয়ন করিল। ঐ রথ অষ্টতুরঙ্গমে যোজিত, উহাতে সুযোগ্য সারথি উপবিষ্ট। তখন ভীমকায় রক্ষোরাজ তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিল; বোধ হইল,যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইতেছে। তখন রাবণের আদেশে মহাপার্শ্ব, মহোদর ও দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ রথে আরোহণ করিল। তাহারা সকলে হৃষ্টমনে জয়াশায় পৃথিবী ভেদ করিয়াই যেন ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। যখন রক্ষোরাজ ধনু উদ্যত করিয়া যুদ্ধে উদ্যত হইল, তখন তাহাকে কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ রাবণ বেগগামী অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যেখানে রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা করিতেছেন, তদভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই সময়ে সূর্য্যের প্রভা মলিন ও দিঙ্মণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, অশুভ পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে রব করিতে লাগিল, পৃথিবী প্রচলিত হইল। দেবগণ রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অশ্বের গতি স্খলিত হইল,ধ্বজাগ্রে গৃধ্র নিপতিত হইল, শৃগালাদি অশিব জন্তুগণ অশুভরব করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাবণের বামচক্ষু ও বামবাহু স্পন্দিত হইল, তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও স্বর বিকৃত হইয়া উঠিল। দশাননের যুদ্ধযাত্রাকালে এইরূপ নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অন্তরীক্ষ হইতে বজ্ররবে উল্কাপাত হইতে লাগিল। গৃধ্র ও বায়সের সঙ্গে শৃগালাদি জন্তুগণ অশিব-রব করিতে লাগিল। দুরাত্মা রাবণ কাল-প্রেরিত হইয়া এই সকল অমঙ্গলচিহ্ন দর্শন করিয়াও তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যুদ্ধার্থে গমন করিতে লাগিল। দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণের রথনেমি-শব্দে বানরগণ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। উভয় পক্ষই জয়াভিলাষী, উভয়েই ক্রুদ্ধ এবং উভয়েই উভয়কে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল। অনন্তর দশানন রোষাবিষ্ট হইয়া কাঞ্চনভূষণ শরনিক্ষেপে বানর-সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। নিদারুণ শরাঘাতে উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও হৃদয় বিদীর্ণ, কেহ কর্ণবিহীন হইল। কেহ কেহ উচ্ছ্বাসবিহীন, কাহারও মস্তক বিদীর্ণ, কাহারও পার্শ্বদেশ ছিন্ন এবং কেহ বা চক্ষুহীন হইয়া পড়িল। অনন্তর রাবণ ক্রোধ-ঘূর্ণিত-নেত্রে যুদ্ধস্থলে যেখানে যেখানে যাইতে লাগিল, বানরগণ তাহার শরবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ২২-৪৫।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

বিরূপাক্ষ-বধ।

অনন্তর দশাননের শরে বানরগণ ছিন্নশরীর হইয়া ধরাতল আচ্ছন্ন করিল। পতঙ্গগণ যেরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি সহ্য করিতে পারে না, তাহার ন্যায় বানর-শরীর রাবণের শর-সম্পাত সহ্য করিতে পারিল না। অগ্নি-জ্বালা-সংবেষ্টিত দহ্যমান হস্তীর অবস্থা যে প্রকার, তাহার ন্যায় বানরগণ রাবণশরে নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল। মেঘের পশ্চাৎ যেরূপ বায়ুর গতি হয়, তাহার ন্যায় রাবণ শরবর্ষণ করিতে করিতে উহাদের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে বানরসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন ও মর্দ্দিত করিয়া রক্ষোরাজ রামের নিকটে যাইতে লাগিল। ১-৫।

ইত্যবসরে বানররাজ সুগ্রীব সৈন্যগণকে পলায়নপর দেখিয়া গুল্মে সুষেণকে রক্ষা করিয়া, যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুগ্রীব আত্মতুল্য বীর সুষেণের হস্তে গুরুতর ভার সমর্পণ-পূর্ব্বক বৃক্ষহস্তে শত্রুর অনুসরণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ও পার্শ্বদেশে বানরযূথপতিগণ মহাশৈল ও বৃক্ষ সকল ধারণ-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। সুগ্রীব রণস্থলে সিংহনাদ করত রাক্ষসদিগকে দলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুগান্তকালে বায়ু যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল চূর্ণ ও ভগ্ন করিয়া ফেলে, মহাকায় বানরেশ্বর রাক্ষসগণকে সেইরূপ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। বনমধ্যে পক্ষীদিগের উপর মেঘ যেরূপ শিলা বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তিনি রাক্ষসসৈন্যের উপর তুমুল শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানররাজের শৈল ও বৃক্ষপ্রহারে বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় রাক্ষসগণ নির্ম্মস্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর সুগ্রীব সিংহনাদ-পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ভগ্ন, পরাজিত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। ৬-১৩।

ইত্যবসরে রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ 'আমি অমুক' এইরূপে আপনার নাম উল্লেখ করিয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গজস্কন্ধে আরোহণ করিল। মহাবল বিরূপাক্ষ ভীমরবে সিংহনাদ করিয়া বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল। সেই মহাবীর রাক্ষসগণের উদ্বেগ দূর ও হর্ষবর্দ্ধন করিয়া সুগ্রীবের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। কপীন্দ্র রাক্ষসশরে বিদ্ধ হইয়া, রোষাবেশে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং তাহার প্রাণসংহারে মনঃসংযোগ করিলেন। অনন্তর বীরবর সুগ্রীব বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক লম্ফপ্রদান করিয়া উহার হস্তীকে প্রহার করিলেন। মহাগজ বানররাজ-প্রহারে আর্ত্তনাদ করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থলে গিয়া পতিত এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণচ্যুত হইল। বীর্য্যবান্ রাক্ষস মহাগজের বিনাশ-দর্শনে রুষ্ট হইয়া শত্রুর অভিমুখে প্রধাবিত হইল। সেই মহাবীর খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ত্বরিতপদে বানরবীরের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে প্রহারের উপক্রম করিল। বানররাজ রাক্ষসের কার্য্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মেঘাকার একটি প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহা বিরূপাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সুবিক্রান্ত রাক্ষসপুঙ্গব বানরক্ষিপ্ত শিলাকে আগমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল এবং সবেগে সুগ্রীবের প্রতি নিদারুণ খড়্গাঘাত করিল। নিদারুণ প্রহারে কপিরাজ মুহূর্ত্তকাল অচেতনের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। অনন্তর সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সবেগে রাক্ষসের বক্ষে দৃঢ়তর মুষ্টি-প্রহার করিলেন। রাক্ষসবীর মুষ্টি-প্রহারে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইল এবং খড়্গাঘাতে বানরবীরের বর্ম্মচ্ছেদন-পূর্ব্বক পদাঘাতে তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। সুগ্রীব ক্ষণকালমধ্যে উত্থিত হইয়া রাক্ষসকে বজ্রসার চপেটাঘাত করিবার জন্য সমুদ্যত হইলেন। বিরূপাক্ষ রণনৈপুণ্য-নিবন্ধন কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া বানররাজের উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিল এবং তাঁহার বক্ষে ঘোরতর মুষ্টি-প্রহার করিল। বানরেশ্বর সুগ্রীব আপনার উদ্যম ভঙ্গ ও রাক্ষসের গুরুতর প্রহার দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন। তিনি রাক্ষসের কোন্ অঙ্গে প্রহার করিবেন চিন্তা করিয়া তাহার ললাটে বজ্রবৎ চপেটাঘাত করিলেন। মহেন্দ্রপর্ব্বতে বজ্র নিপতিত হইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় নিদারুণ প্রহারে রাক্ষসবীর ধরাশায়ী হইল, তাহার শরীরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল, মুখ দিয়া অজস্র রক্তধারা বিগলিত হইতে লাগিল। প্রস্রবণ হইতে যেরূপ জলধারা নির্গত হয়, তাহার ন্যায় শোণিতের উৎস প্রবাহিত হইল, তাহার চক্ষু বিবৃত ও বিকৃত হইল, সর্ব্বশরীর সফেন শোণিতে অবলিপ্ত, সুতরাং তাহার মূর্ত্তি অধিকতর বিরূপ হইয়া উঠিল। বানরগণ দেখিল, সেই রাক্ষসের শরীর কখনও স্পন্দিত, কখনও বা পার্শ্বদেশে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সে সময়ে সময়ে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতেছে। তীরভূমি ভগ্ন হইলে দুইটি মহাসমুদ্র যেরূপ ঘোররবে গর্জ্জন করে, তাহার ন্যায় বানর ও রাক্ষসসৈন্য সম্মুখীন হইয়া ভৈরব-রবে কোলাহল করিতে লাগিল। বিকৃতনেত্র বিরূপাক্ষকে বানররাজ-হস্তে বিনাশিত দেখিয়া সমস্ত বানর ও রাক্ষস-সৈন্যেরা তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৪-৩৫।

অষ্টনবতিতম সর্গ

মহোদরের যুদ্ধ ও নিধন।

ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈন্য গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ স্বপক্ষসৈন্য-ক্ষয় ও বিরূপাক্ষ-বধ দর্শন করিয়া দ্বিগুণতর ক্রোধান্বিত হইল। সে আপনার সৈন্যক্ষয় ও বানরগণের হস্তে তাহাদের প্রাণবিনাশ জানিয়া, ঘোরতর দুর্দ্দৈব বলিয়া মনে করিল এবং সেজন্য অন্তরে অতিশয় ব্যথিত হইল। সে সময়ে মহাবীর মহোদর নিকটে উপস্থিত ছিল, রাবণ তাহাকে দেখিয়া বলিল, "মহোদর! এক্ষণে একমাত্র তোমার উপর আমার জয়াশা নির্ভর করিতেছে; অতএব হে বীর! তুমি যুদ্ধযাত্রা করিয়া আপনার পৌরুষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শত্রুদল সংহার কর; আমি এত কাল তোমাকে অন্নদানে প্রতিপালিত করিয়াছি, এখন তোমার প্রত্যুপকারের প্রকৃত সময় উপস্থিত।" ১৫।

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ মহোদরকে এই কথা কহিলে, সে পতঙ্গ যেরূপ পাবকমুখে পতিত হয়, তাহার ন্যায় শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিল। রাক্ষসবীর মহোদর ভর্ত্তৃনিয়োগ শিরোধার্য্য করিয়া, আপনার তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া বানরসৈন্য-সংহারে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল বানরগণ বিপুল শিলা ধারণ-পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। মহোদর ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার স্বর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শরে বানরগণের কাহারও হস্ত, কাহারও পদ এবং কাহারও উরু ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন বানরগণ রাক্ষস-প্রহারে কাতর হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কতকগুলি ভয়ে সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইল। তখন বানররাজ সুগ্রীব স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থা দেখিয়া, তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, আপনি মহোদরের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। বানরেশ্বর রাক্ষসের প্রাণসংহারকারণে পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর শিলাকে আসিতে দেখিয়া বাণনিক্ষেপে অসম্ভ্রমে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। অন্তরীক্ষ হইতে দলবদ্ধ পক্ষিগণ যেরূপ গমন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় বানরক্ষিপ্ত শিলা আকুলভাবে ভূতলে পতিত হইল। সুগ্রীব শিলা ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং দীর্ঘকায় শালবৃক্ষ ধারণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা

রাক্ষসের বক্ষে আঘাত করিলেন। শরাঘাতে মহোদর ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে সুগ্রীব অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রণভূমি হইতে একটি পতিত পরিঘ উঠাইয়া লইলেন। তিনি ক্ষণমাত্রে উহা বিঘূর্ণিত করিয়া মহোদরের অশ্বপৃষ্ঠে প্রহার করিলেন। নিদারুণ প্রহারে অশ্বগণ নিপতিত হইলে সেই বীরবর রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সক্রোধে এক গদা ধারণ করিল। উহাদের একের হস্তে পরিঘ ও অপরের হস্তে গদা; উহাদের আকার বিদ্যুদ্দাম-জড়িত মেঘের ন্যায়, দেখিতে গোবৃষাকার; উভয়েই সগর্জ্জনে সন্নিহিত হইল। অনন্তর নিশাচর রোষরক্তনয়নে ঐ গদা বানররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিল; উহার তেজ সূর্য্যের ন্যায়, উহা প্রদীপ্তভাবে অগ্রসর হইতেছে। ভীষণাকৃতি গদাকে আসিতে দেখিয়া বানরবীর রোষতাম্রনেত্রে পরিঘ উত্তোলন পূর্ব্বক উহা দ্বারা গদা ব্যর্থ করিলেন। গদার প্রতিঘাতে সুগ্রীবের পরিঘ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর তেজস্বী বানরবীর ভূমিতল হইতে স্বর্ণবিভূষিত লৌহময় মুষল ধারণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর তাহা বিফল করিবার জন্য এক গদা নিক্ষেপ করিল। পরস্পরের আঘাত ও প্রতিঘাতে গদা ও মুষল চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর উভয় বীর অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া মুষ্টিপ্রহারে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, উভয়েই অতিশয় তেজস্বী, দেখিতে দীপ্ত হুতাশনের ন্যায়। উভয়েই সিংহনাদে প্রবৃত্ত, পরস্পরকে চপেটাঘাত করিতে লাগিল; উহারা কখনও ভূমিতে পতিত, কখনও উত্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। উভয়েই রণদুর্জ্জয়, ক্রমশঃ যুদ্ধে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে উভয়ে খড়্গ ধারণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং প্রহারের অবসর অনুসন্ধান করিবার জন্য মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষস মহোদর সুগ্রীবের বর্ম্মে এক খড়্গাঘাত করিল। বর্ম্মস্পর্শে খড়্গ রুদ্ধ হইয়া গেল, তখন রাক্ষস যেমনি ঐ খড়্গ আকর্ষণ করিয়া লইবে, অমনি অকৃতকার্য্য হইয়া উঠিল। তৎকালে উভয়েই রোষাবিষ্ট, উভয়েই সিংহনাদ পূর্ব্বক ধাবমান, উভয়েই রণদুর্ম্মদ, জয়লাভে উভয়েরই কামনা, উভয়েই দক্ষিণ ও মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সময় মহাবীর মহোদর সুগ্রীবের বক্ষে খড়্গাঘাত করিল। সুগ্রীবও রোষাবিষ্ট হইয়া অসি-প্রহারে উহার উষ্ণীষ-শোভিত কুণ্ডল-শোভিত মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসসৈন্য মহোদরকে নিপতিত দেখিয়া দীনভাবে বিষণ্ণবদনে পলায়ন করিল। রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া বানরগণের সঙ্গে বানররাজ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন ঘটনা-দর্শনে রাঘব সন্তুষ্ট ও রাঘবারি কুপিত হইলেন। সে সময়ে রাক্ষসগণ ভয়ভীতমনে বিষণ্ণবদনে দীনভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। সূর্য্যতুল্যতেজস্বী সুগ্রীব বিদীর্ণ মহাপর্ব্বতের একদেশের ন্যায় রাক্ষস মহোদরের প্রাণসংহার করিয়া আপনার তেজে অপ্রধৃষ্য হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। যখন বানরেন্দ্র সুগ্রীব রাক্ষস মহোদরকে বিনষ্ট করিয়া জয়-শ্রী লাভ করেন, তখন অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া যক্ষ, সিদ্ধ ও সুরগণ এবং ভূতলবাসী জীবগণ সকলেই হর্ষ-বিকসিত-নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ৬-৩৮।

একোন-শততম সর্গ

মহাপার্শ্ববধ।

বানররাজ সুগ্রীব মহাবল মহোদরকে নিপাতিত করিলে মহাপার্শ্ব সুগ্রীবের প্রতি রোষরক্তনেত্র হইল। সে সত্বর অঙ্গদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অস্ত্রবর্ষণে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সেই রাক্ষসবীর বানরবীরদিগের মস্তক ও বাহু ছিন্ন করিয়া ফেলিল। বায়ু যেরূপ বৃক্ষফলকে বৃন্তচ্যুত করিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ মহাপার্শ্ব বানরগণের প্রধান প্রধান অঙ্গ শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিল। সেই নিশাচর কোনও কোনও বানরের বাহু এবং কাহারও পার্শ্বদেশ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিল। বানরগণ মহাপার্শ্বের শর-প্রহারে বিষণ্ণ ও জ্ঞানশূন্য হইল। ইত্যবসরে অঙ্গদ স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের উদ্বিগ্নভাব শ্রবণ করিয়া পর্ব্বকালে সমুদ্রের বেগ যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, তাহার ন্যায় সবেগে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ একটি লৌহময় সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ সমুজ্জ্বল পরিঘ গ্রহণ করিয়া মহাপার্শ্বকে প্রহার করিলেন। ঐ নিদারুণ প্রহারে মহাবীর রাক্ষস বিচেতন হইয়া পড়িল, তাহার সারথিও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। ইত্যবসরে মহাবলবান্ নীলাঞ্জনকান্তি ঋক্ষরাজ মেঘসন্নিভ আপনার দল হইতে নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়া পতিত হইলেন। তিনি রোষাবেশে গিরিশৃঙ্গসদৃশ বিপুল শিলা গ্রহণ করিয়া মহাপার্শ্বের রথের প্রতি প্রহার করিলেন, ক্ষণমধ্যে অশ্বগণ বিনষ্ট ও রথ চূর্ণ হইয়া গেল। মহাবল মহাপার্শ্ব মুহূর্ত্তকালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া বহুতর শরসংযোগে অঙ্গদের শরীর বিদ্ধ করিল। তদনন্তর তিন শরে জাম্ববানের বক্ষে এবং অসংখ্য শরে গবাক্ষের শরীরে আঘাত করিল। তখন বীরবর অঙ্গদ গবাক্ষ ও জাম্ববান্‌কে শরবিদ্ধ দেখিয়া রোষরক্তনেত্র হইয়া করে প্রকাণ্ড পরিঘ ধারণ করিলেন। ঐ পরিঘের তেজ রবিরশ্মিতুল্য, উহা লৌহ-নির্ম্মিত। বীর্য্যবান্ অঙ্গদ দুই হস্তে ঐ বিশাল পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া দূরস্থিত নিশাচরের প্রাণসংহারজন্য উহা নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ পরিঘ প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র তদ্দ্বারা রাক্ষসের সশর শরাসন ও শিরঃশোভী উষ্ণীষ স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন বীর্য্যবান্ বালিনন্দন রাক্ষসের নিকটবর্ত্তী হইয়া সক্রোধে রাক্ষসের কুণ্ডলশোভিত কর্ণমূলে সবেগে দৃঢ়তর চপেটাঘাত করিলেন। তখন মহাদ্যুতি মহাপার্শ্ব এক হস্তে প্রকাণ্ড পরশু ধারণ করিল। উহা বিমল, লৌহময়, দৃঢ়, তৈলতুল্য চিক্কণ। রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে বানরবীরের বামস্কন্ধে উহা নিক্ষেপ করিল। বানর তাহাতে ব্যথিত না হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহার করিলেন। ঐ মুষ্টি ইন্দ্রের অশনিতুল্য। নিদারুণ প্রহারে রাক্ষস ধরাশায়ী হইল। নিদারুণ প্রহারে নিশাচরের হৃদয় ভগ্ন হইল, সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হইল। অনন্তর ত্রিদশশত্রু রাবণ বানরগণের সহিত দেবগণের কোলাহল শুনিতে পাইয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইল এবং স্বয়ং যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ১-২৩।

শততম সর্গ।

রামরাবণের যুদ্ধ।

তখন মহাবীর রক্ষোরাজ দুরাত্মা মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং মহাবল বিরূপাক্ষের নিধন-ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইল এবং সারথিকে ত্বরান্বিত করিয়া এই কথা বলিল, "আমার অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে, আমার নগরীও বহুদিন রুদ্ধ আছে। যাহা হউক,আজ আমি রাম-লক্ষ্মণকে সংহার করিয়া মনের ক্ষোভ দূর করিব। এক্ষণে রামরূপ বৃক্ষ নির্ম্মূল করাই আমার অভিপ্রায়। সীতা ঐ বৃক্ষের পুষ্প-ফল, উহার শাখা-প্রশাখা সুগ্রীব, জাম্ববান্ কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ,গন্ধমাদন, হনুমান্ ও সুষেণ প্রভৃতি বানরগণ।" সে এই কথা বলিয়া রথচক্র-শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই শব্দে নদী, পর্ব্বত ও কানন-সমন্বিত পৃথিবী বিচলিত হইল এবং সিংহ ও মৃগ-পক্ষিগণের ভয়োদ্রেক হইল। তখন মহারথী রাবণ রণভূমি শর-নিক্ষেপে অন্ধকার করিয়া তুলিল। বোধ হইল, যেন কপিকুল দগ্ধ করাই তাহার কামনা। তাহারা নিমেষমধ্যে অস্ত্রাঘাতে ভূমিশায়ী হইতে লাগিল। বানরগণের অনেকে পলায়নে প্রবৃত্ত করিল। তাহাদের পদক্ষেপে ধূলি সকল উত্থিত হইয়া অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন হইল। সেই নিদারুণ ব্রহ্মদত্ত অস্ত্রতেজ সহ্য করা বানরগণের অসহ্য হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র রাবণ-শরে বানর-সৈন্যগণকে অর্দ্দিত ও ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া অগ্রসর হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ দেখিল, বানর-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া অদূরে অপরাজিতভাবে রাবণারি দণ্ডায়মান। ইন্দ্রের সহিত উপেন্দ্রের একত্রাবস্থানে যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত। মহাত্মা রামচন্দ্র আকাশে লিখিতের ন্যায় মহদ্ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান, তাঁহার বাহু সুদীর্ঘ, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল। অমিতবলশালী মহাতেজা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান থাকিয়া বানর-সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন ও ভগ্ন এবং রাবণকে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টমনে শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারণ করিয়া তাহা বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মেদিনী ভেদ করিয়াই যেন সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণের শর-নিক্ষেপ ও রামের ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে অসংখ্য রাক্ষস রণশায়ী হইল। রাবণ রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতার সম্মুখীন; চন্দ্র-সূর্য্যের সমীপে রাহুর শোভা যে প্রকার, ইহার শোভাও সেইরূপ হইল। ১-১৬।

এই সময় মহাবীর লক্ষ্মণ প্রথমে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার প্রতি অগ্নিশিখাতুল্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণও লক্ষ্মণের পরিত্যক্ত শর সকল তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিল। সে আপনার লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিয়া একটি শর দ্বারা একটি, তিনটি শর দ্বারা তিনটি এবং দশটি শর দ্বারা দশটি শর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সে এইরূপে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া অপর পর্ব্বতের ন্যায় রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইল। দৃষ্টিমাত্রে তাহার চক্ষু কোপে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে রামের প্রতি অজস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিল। রাবণের শরাসনচ্যুত শর সকলকে আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র ভল্ল ধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রামের অস্ত্রে আশীবিষ-সদৃশ রাবণের শর সকল ছিন্ন হইয়া গেল। ১৭-২৩।

এইরূপে রামচন্দ্র রাবণের এবং রাবণ শ্রীমান্ রামচন্দ্রের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাঁহারা কখনও পরস্পর পরস্পরের বাম ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন দুই বীর কৃতান্তমূর্ত্তিতে যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া জীবলোক সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল। সে সময়ে নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন বিদ্যুজ্জাল-জড়ীভূত মেঘের ন্যায় উঁহাদের শরজালে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইল। উঁহাদের গৃধ্রপক্ষযুক্ত বেগগামী সুতীক্ষ্ণ শরজালের সংশ্লেষ-নিবন্ধন গবাক্ষপরম্পরা বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। সূর্য্যাস্ত হইলে যেরূপ মহামেঘের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার ন্যায় দুই বীরের শর-বর্ষণে নভোমণ্ডল অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরের বিনাশার্থী, উভয়েরই পরাক্রম ও শক্তি অচিন্ত্য, বৃত্রাসুর ও বাসবের ন্যায় উভয়ই সংগ্রামে সমুদ্যত। উভয়েই অতিশয় ধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধবিশারদ, উভয়েই বীরকুলের চূড়ামণি। ঐ দুই বীর যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান বায়ুবেগান্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় শররূপ ঊর্ম্মি প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর নিশাচররাজ রাবণ রামের ললাটদেশে ক্ষিপ্রহস্তে অসংখ্য নারাচ বর্ষণ করিল। সেই নীলোৎপলদলপ্রভ ভীষণ নারাচমালা রামচন্দ্রের ললাটে নিপতিত হইলে তিনি উহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর রামচন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রাবণের প্রতি রৌদ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তিনি শরাসনে শরসন্ধান ও আকর্ষণ করিয়া যে সকল ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। রাক্ষসরাজের শরীর মহামেঘতুল্য কবচে আবদ্ধ; সুতরাং রামের শর তাহাতে পতিত হইলেও তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না। অনন্তর সর্ব্বাস্ত্রকুশল রামচন্দ্র রাবণের ললাটদেশে পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ শরসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত পঞ্চমস্তক মহাবাণ সকল শররূপ পরিত্যাগ করিয়া রাবণাস্ত্রে প্রতিহত হইলেও তাহার ললাট ভেদ করিয়া ভূমিতলে প্রবিষ্ট হইল। এই সময়ে রাবণ অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি নিদারুণ আসুর অস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ সকল অস্ত্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখসদৃশ, কতকগুলি কঙ্ক ও কাকের মুখের ন্যায়, কতকগুলি গৃধ্র, শ্যেন ও শৃগালের মুখতুল্য, কতকগুলির মুখ ভয়ানক। তাহারা মুখব্যাদান করিয়া শন্ শন্ শব্দে পড়িতে লাগিল। উঁহাদের অনেকগুলি গর্দ্দভ, বরাহ ও কুক্কুটের মুখাকৃতি, কতকগুলি মকর ও সর্পমুখাকার। মহাতেজা রাবণ মায়াপ্রভাবে এই সকল অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ক্রুদ্ধ সর্প যেরূপ গমন করে, ইহারাও সেইরূপ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। অগ্নিতুল্য-তেজস্বী রামচন্দ্র আসুর অস্ত্রে সমাচ্ছন্ন হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সকল অস্ত্রের কোনটি অগ্নিবৎ, কোনটি সূর্য্যতুল্য, কোনটি গ্রহ-নক্ষত্রের মুখতুল্য, কোনটি মহোল্কার ন্যায়। রামের অস্ত্র-প্রভাবে রাক্ষসের মায়াস্ত্র অবিলম্বে অন্তরীক্ষে লয়প্রাপ্ত হইল। তখন সুগ্রীব-প্রমুখ কামরূপী কপিগণ রাবণের বাণ ব্যর্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তখন ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্র নিজ অস্ত্রপ্রভাবে রাবণের অস্ত্রশক্তি বিফল করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন প্রধান প্রধান বানরবীরগণ জয়োল্লাসে উল্লসিতচিত্ত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ২৪-৫০।

একাধিক-শততম সর্গ।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রাক্ষসরাজ রাবণ আপনার অস্ত্র বিফল দেখিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইল এবং রামের প্রতি ময়-বিহিত ভীষণাকার অস্ত্র মায়াস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উহার ধনু হইতে দীপ্যমান বজ্রস্বরে শূল, গদা, মুষল, মুদগর, কূটপাশ ও অশনি সকল ভীষণ প্রলয়-বায়ুর ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইতে থাকিল। মহাদ্যুতি রামচন্দ্র গান্ধর্ব্বাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রাবণের অস্ত্র নিবারণ করিলেন। যখন ময়-বিহিত মায়াস্ত্র বিফলীকৃত হয়, তখন রাবণ ক্রোধে হুতাশনবৎ হইয়া উঠিল। সে সৌর অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। ঐ শরাসন হইতে প্রদীপ্ত চক্র সকল চতুর্দ্দিকে সবেগে প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা ক্ষণকালমধ্যে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। প্রদীপ্ত চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণে পরিবেষ্টিত হইলে আকাশের অবস্থা যে প্রকার হয়, সে সময়ে রাবণ-শরে অন্তরীক্ষও সেইরূপ হইল। রামচন্দ্র তৎসমুদয় তীক্ষ্ণ শরগুলি হাস্যমুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া রক্ষোরাজ রামের প্রতি দশটি শর-নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। তিনি যদিও শরাঘাতে বিদ্ধশরীর হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে কোনও ব্যথা লাগিল না। মহাবীর রামচন্দ্র অমর্ষবশীভূত হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক রাবণের সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। এই সময়ে পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সাতটি শর গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরে দশাননের নরশির-চিহ্নিত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরে সারথির কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখ দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তিনি পাঁচটি সুতীক্ষ্ণ শরে করিশুণ্ডাকার প্রকাণ্ড ধনু ছেদন করিলেন। এই সময়ে বিভীষণ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গদা-প্রহারে রাবণের নীলমেঘসদৃশ পর্ব্বতাকার সুশোভন অশ্ব সকল বিনষ্ট করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রথাশ্ব নিহত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িল এবং সক্রোধে প্রদীপ্ত অশনিতুল্য ঘোরতর এক শক্তি গ্রহণ করিয়া উহা সবেগে ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর লক্ষ্মণ ঐ মহাশক্তি আসিতে না আসিতে তিনটি শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বানরগণ রাবণের শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া উঠিল। স্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত মহোল্কা যেরূপ অন্তরীক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় রাবণের কাঞ্চনমালিনী শক্তি লক্ষ্মণ-শরে ত্রিধা ছিন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর মহাবীর রাবণ অপর একটি শক্তি গ্রহণ করিল, উহা আপনার তেজে আপনি প্রদীপ্ত এবং যমেরও দুরাসদ। ঐ শক্তি সবেগে বিঘূর্ণিত হইয়া প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য জ্বলিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণসংশয়াবস্থা দেখিয়া সত্বর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি বিভীষণের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য শক্তিধারী রাবণের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন বলবান্ দশানন লক্ষ্মণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রাতৃবধের উৎসাহ পরিত্যাগ করিল। সে ভ্রাতার প্রাণরক্ষা দেখিয়া লক্ষ্মণের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সদর্পে এই কথা কহিল, "রে বলগর্ব্বিত! তুই যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শক্তির হস্ত হইতে বিভীষণকে রক্ষা করিলি, তখন এই শক্তি তোর প্রতি নিক্ষেপ করিব। লোহিতলক্ষণা এই শক্তি তোর হৃদয় ভেদ করিয়া তোর প্রাণহরণ করিবে।" এই কথা বলিয়া রাবণ শক্তি নিক্ষেপ করিল। ঐ শক্তি শত্রুঘাতিনী, ময়দানবের মায়া-বিনির্ম্মিত, উহা অষ্টঘণ্টা-সংযোজিত ও ঘোরতর শব্দমিশ্রিত। উহা লক্ষ্মণের প্রাণসংহার করিবার জন্য স্বতেজে দীপ্তিমান্। রাবণ ঘোরতর সিংহনাদ পূর্ব্বক শক্তি পরিত্যাগ করিল। উহা সবেগে লক্ষ্মণের দিকে বজ্রবৎ ভীমনাদে আসিতে লাগিল; শক্তিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রামচন্দ্র সভয়ে কহিলেন, "স্বস্তি অর্থাৎ লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। হে মহাশক্তি! তোমার উদ্যম ব্যর্থ হউক।" রাম এই কথা বলিতেছেন, এরূপ সময়ে আশীবিষসদৃশ রাবণের ঘোর শক্তি তাহার করমুক্ত হইয়া বলবান্ নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে সর্পরাজ-জিহ্বাসদৃশ ঐ ভীষণ শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে গাঢ় প্রবিষ্ট হইল। তিনি শক্তিপ্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিশায়ী হইলেন। তখন মহাবীর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এতাদৃশী অবস্থা দর্শনে ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বিষণ্ণহৃদয় হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল সজল-নয়নে চিন্তা করিয়া যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। এখন দুঃখ করা উচিত নহে, ইহা মনে করিয়া তিনি রাবণের প্রাণবধের জন্য তুমুল যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দেখিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ শক্তি-প্রহারে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া সপন্নগ অচলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তৎকালে বানরগণ যদিও রাবণের শক্তি সমুদ্ধার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তাহারা সে সময় রাক্ষসবীরের শরাঘাতে অতিশয় ব্যথিত, সুতরাং তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। যাহা হউক, ক্রমে ঐ শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষোভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবলশালী রামচন্দ্র দুই হস্তে শক্তি ধারণ ও সমুৎপাটন করিয়া সক্রোধে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি যে সময়ে শক্তিসমুদ্ধার করেন, সেই সময়ে রাবণ তাঁহার সর্ব্বশরীরে মর্ম্মভেদী শর সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র রাবণের শরক্ষেপে লক্ষ্য না করিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুগ্রীব ও হনূমানকে কহিলেন, "তোমরা এক্ষণে প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টন করিয়া থাক, এত দিনের পর আমার প্রার্থিত বীরত্ব-প্রদর্শনের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদের নিকট যে বহুদিবসাবধি প্রতিশ্রুত আছি, আজ এই মুহূর্ত্তে সেই মর্য্যাদা রক্ষা করিব। তোমরা শীঘ্রই এই পৃথিবী হয় রাবণ, নয় রামশূন্য দেখিতে পাইবে। এই দশানন অতিশয় পাপী ও পাপমতি, বর্ষাগমে মেঘদর্শন যেরূপ চাতকের প্রার্থনীয়, এত দিনের পর সেই দুরাত্মার সন্দর্শনও আমার পক্ষে সেইরূপ। আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্য-প্রবেশ, সীতাহরণ ও রাক্ষসসমাগম এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি ঘোরতর মানসিক ক্লেশ ও নরকযন্ত্রণাসদৃশ শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি; বলিতে কি, দুর্বৃত্ত দশাননকে বিনষ্ট করিয়া আমি সমস্তই বিস্মৃত হইব। আমি যে জন্য বানর-সৈন্য আনয়ন করিয়াছি, যাহার কারণে বালির প্রাণসংহার করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে, সেই পাপমতি আজ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। যখন সে দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার প্রাণরক্ষা ঘটিতেছে না। দৃষ্টিবিষ সর্পের চক্ষে পড়িলে যেমন কাহারও জীবনরক্ষা হয় না, যেরূপ গরুড়ের চক্ষে পড়িলে সর্পের নিস্তার নাই, সেইরূপ এই দুরাত্মা আমার দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হইয়াছে। বানরগণ!

তোমরা আজ পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিতি করিয়া আমাদের যুদ্ধঘটনা দর্শন কর। আজ সিদ্ধ, পন্নগ, চারণ এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক রামের রামত্ব দর্শন করুন। আজ আমি এরূপ কার্য্য-সাধন করিব যে, চিরদিন এই চরাচর পৃথিবী দেবগণের সহিত তাহা ঘোষণা করিবে।" তিনি এই কথা বলিয়া তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত শিতসায়ক-নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাবণকে মর্ম্মাহত করিতে লাগিলেন। রাবণও নিরত নারাচ ও মুষল-নিক্ষেপে মেঘ যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে. তাহার ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাম-রাবণের শরক্ষেপ, তাহার আঘাত ও প্রতিঘাতে রণস্থলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনবরত উঁহাদের বাণ সকল বিকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যপথ হইতে দীপ্তমুখে ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। উভয়ের জ্যা-শব্দে সমস্ত জীবগণ অতিশয় শঙ্কিত হইল, তখন রণভূমিও অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই সময়ে রাবণ মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রদীপ্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন ও নিপীড়িত হইয়া বাতাভিহত জলদের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। ১-৬৩।

দ্ব্যধিক-শততম সর্গ।

লক্ষ্মণশোকে রামের বিলাপ ও হনূমানের বিশল্যকরণী আনয়ন।

মহাত্মা রামচন্দ্র দুর্বৃত্ত রাবণের শক্তি-প্রহারে মহাবীর লক্ষ্মণকে ধরাশায়ী ও রক্তাক্তকলেবর দেখিয়া রাবণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম ও তাহার প্রতি অজস্র শরবর্ষণ করিয়া তদনন্তর সুষেণকে কহিলেন, "রাবণের বীর্য্য-প্রভাবে অনুজ লক্ষ্মণ সর্পের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থা-দর্শনে আমার শোকসাগর উদ্বেলিত হইতেছে। লক্ষ্মণের শরীর শোণিতধারায় আপ্লুত। ইনি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, ইঁহাকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া যুদ্ধ করিতে আমার শক্তিসঞ্চার ঘটিতেছে না। সমরশ্লাঘী ভ্রাতা লক্ষ্মণের যদি প্রাণত্যাগ ঘটে, তাহা হইলে আমার জীবন ও সুখভোগে প্রয়োজন কি, বল? এক্ষণে আমার বল-বীর্য্য যেন লজ্জিত হইতেছে, হস্ত হইতে শরাসন যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, আমার দৃষ্টিশক্তি অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে অস্ত্র সকল যেন অবসন্ন হইতেছে। স্বপ্নাবস্থায় মনুষ্যের শরীর যেরূপ অবসন্ন হয়, তাহার ন্যায় আমার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইতেছে; বলিতে কি, প্রাণত্যাগেও আমি কুণ্ঠিত নহি। আমি দুরাত্মা রাবণ-হস্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণের এইরূপ শোচনীয় দশা হওয়াতে আমার অতিশয় মর্ম্মপীড়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে আমার ইন্দ্রিয় চঞ্চল ও আকুল হইয়াছে। লক্ষ্মণকে রণভূমে শায়িত দেখিয়া আমার বিষাদের সীমা নাই। হে শূর! এক্ষণে যুদ্ধে জয়লাভও আমার প্রার্থনীয় নহে এবং তাহাও প্রিয় বলিয়া মনে করি না। যদি চন্দ্র অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে কি লোকের প্রীতি বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে? বলিতে কি, আমার জীবনধারণে বা যুদ্ধারম্ভে প্রয়োজন কি? যখন রণভূমিতে ভ্রাতা লক্ষ্মণ শয়ন করিয়াছেন, তখন যুদ্ধকার্য্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। যখন মহাদ্যুতি মহাত্মা লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে আমার বনগমনসময়ে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই লক্ষ্মণের সহিত যমালয়ে অনুগমন করিব। এই বীর স্বজনবৎসল ও আমার নিতান্ত অনুগত। কূটযোধী রাক্ষসের হস্তে ইঁহার এই দশা ঘটিল! হায়! দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধুবান্ধব পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এরূপ দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যাইতে পারে। হায়! লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে আমার রাজ্য-প্রাপ্তিতে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া পুত্রবৎসলা সুমিত্রাকে কি বলিব? তিনি যখন পুত্রশোকে অধীর হইয়া আমাকে লাঞ্ছনা করিবেন, আমি তাহা কিরূপে সহ্য করিব? আমি লক্ষ্মণের কথা জননী কৌশল্যা বা কৈকেয়ীকে কি বলিব? যখন ভ্রাতা ভরত-শত্রুঘ্ন আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া গেলে, কিন্তু তাঁহাকে না লইয়া কেন গৃহে প্রত্যাগমন করিলে? তখন তাঁহাদিগকে কি বলিব? এক্ষণে আত্মীয় স্বজনের নিন্দাস্পদ হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই আমার প্রার্থনীয়। পূর্ব্বজন্মে আমি কি মহাপাতক করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না, তাহা না হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাক্ষাতে কনিষ্ঠ ধার্ম্মিক লক্ষ্মণের এ দশা ঘটিবে কেন? হায়! ভাই লক্ষ্মণ! তুমি মনুজশ্রেষ্ঠ এবং শূরগণের অগ্রগণ্য, তুমি আমাকে একাকী ফেলিয়া পরলোকে গমন করিলে? আমি তোমার জন্য লালায়িত ও বিপদাপন্ন, তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন? ভাই রে! এক্ষণে গাত্রোত্থান কর এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া তোমার দীন ভ্রাতার প্রতি চাহিয়া দেখ। হায় বৎস! আমি পর্ব্বত ও বনমধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত ও বিষণ্ন হইলে তুমিই আমাকে সান্ত্বনা করিতে, এক্ষণে তুমি নীরব কেন?" ১-২১।

রামচন্দ্রকে শোকাকুলিত ও বিলাপ করিতে দেখিয়া বীর সুষেণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে নরশার্দ্দূল! তুমি বৈক্লব্যকারিণী বুদ্ধি ত্যাগ কর; লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন নাই। ইঁহার মুখমণ্ডল বিকৃত, শ্যামবর্ণ ও নিষ্প্রভ হয় নাই; চাহিয়া দেখ, উহা কেমন সুপ্রসন্ন ও সুপ্রভ রহিয়াছে। উঁহার করতল পদ্মপত্রের ন্যায় রক্তিমবর্ণ, চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়: মৃত ব্যক্তির এ প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় না। হে অরিন্দম! লক্ষ্মণ জীবিত আছেন, তুমি উঁহার জন্য অকারণ শোক করিও না। বীর লক্ষ্মণ প্রসারিতশরীরে সুপ্তের ন্যায় শায়িত, উঁহার হৃৎপিণ্ড বারংবার স্পন্দিত হওয়াতে শ্বাস-প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে।" মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই কথা বলিয়া সমীপবর্ত্তী হনূমান্‌কে কহিলেন, "হে সৌম্য! পূর্ব্বে জাম্ববান্ তোমাকে যে পর্ব্বতের কথা কহিয়াছিলেন, তুমি সেই পর্ব্বতে গমন কর। হে মহানঘ! তাহার দক্ষিণ-শিখরে যে সকল ওষধি জন্মিয়াছে, তুমি লক্ষ্মণের জীবনদানের জন্য তত্তাবৎ লইয়া আইস। হে বীর! ঐ ওষধি চারি জাতিতে বিভক্ত—বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী। তুমি ঐ কয় জাতি ওষধি লইয়া আইস।" ২২-৩১।

হনূমান্‌কে এই কথা কহিলে তিনি ওষধিপর্ব্বতে গমন করিয়া ওষধির সন্ধান না পাইয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন অমিতবলশালী আঞ্জনেয় মনে করিলেন যে, 'অনর্থক চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, এখনই পর্ব্বতের শৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান করি। আমার অনুমান হয়, এই গিরিশৃঙ্গে ওষধি আছে, সুষেণও আমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন। যদি এক্ষণে বিশল্যকরণী লইয়া না যাই, তাহা হইলে কালবিলম্বে ঘোরতর বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং এরূপ করিলে লোকে আমাকে অজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিবে।' অনন্তর হনূমান্ এই চিন্তা করিয়া পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া উহাকে তিন

বার আলোড়ন ও উৎপাটন করিলেন। ঐ পর্ব্বত কুসুমিত বৃক্ষে সুশোভিত, বানরবীর উহাকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ নীলমেঘাকার, হনুমান্ ঐ শৃঙ্গ লইয়া অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর পবননন্দন সুষেণের নিকট গিরিশৃঙ্গ উপস্থিত করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভান্তে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে হরিপুঙ্গব! আমি ওষধি চিনিতে না পারিয়া গিরিশৃঙ্গসমেত এখানে আনয়ন করিয়াছি।" হনুমান্ এই কথা কহিলে বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া ওষধি উৎপাটন করিলেন। সুরগণের সুদুষ্কর হনুমানের এই বিচিত্র কার্য্য দর্শন করিয়া বানরযূথপতিগণ অতিশয় বিস্মিত হইল। ৩২-৪২।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ ওষধি গ্রহণ ও পেষণ করিয়া লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে প্রদান পূর্ব্বক তাহা আঘ্রাণ করাইলেন। শত্রুবীরঘাতী লক্ষ্মণ ওষধির আঘ্রাণমাত্রে নীরোগ ও বিশল্য হইয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন। বানরগণ লক্ষ্মণকে ভূমিতল হইতে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া প্রীতমনে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র 'এস, ভাই এস,' বলিয়া লক্ষ্মণকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। সে সময়ে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি সে সময়ে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আজ ভাগ্যফলে তোমাকে পুনর্জীবিত দেখিলাম। বলিতে কি, তুমি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে আমার জানকী-লাভ যুদ্ধজয় ও জীবনধারণে কি প্রয়োজন?" রামচন্দ্র এই কথা কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ খিন্নমনে শিথিলবাক্যে এই কথা কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! আপনি তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় এরূপ শৈথিল্য-প্রদর্শন করা কি আপনার কর্ত্তব্য? প্রতিজ্ঞা পালন করা মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যবাদী মহাত্মগণ কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। হে বীর! আমার জন্য আপনি এত দূর নিরুৎসাহ হন কেন? রাবণের প্রাণসংহার করিয়া প্রতিজ্ঞাপালন করুন। আমি জানি, আপনার বাণবশবর্ত্তী হইলে কোনও শত্রুরই জীবনরক্ষা সম্ভব নহে। যে সিংহ দশন-বিকাশ পূর্ব্বক গর্জ্জন করে, মাতঙ্গের প্রাণ কি তাহার নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারে? আপনাকে অধিক কি বলিব, যাবৎ দিবাকর অদৃশ্য না হন, তাবৎ আপনি দুরাত্মা রাবণের প্রাণসংহার করুন, এই আমার ইচ্ছা। হে আর্য্য! যদি যুদ্ধে কৃতান্তের ন্যায় আপনার রাবণ-বধে প্রবৃত্তি থাকে, যদি প্রতিজ্ঞাধর্ম্ম রক্ষা করিবার অভিলাষ হয়, যদি সীতাসমুদ্ধারে আপনার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে অনুরোধ, আমার কথা রক্ষা করুন।" ৪৩-৫৫।

ত্র্যধিক-শততম সর্গ।

রামরাবণে যুদ্ধ।

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া করে দিব্য শরাসন ধারণ করিলেন এবং রাবণের উদ্দেশে ঘোরতর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাবণ সূর্য্যের অভিমুখে রাহু যেরূপ ধাবিত হয়, তাহার ন্যায় অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামের সম্মুখীন হইল। মেঘ যেরূপ পর্ব্বতের প্রতি বারিধারা বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় দশগ্রীব বজ্রোপম শরনিক্ষেপে রামকে প্রহার করিতে লাগিল। রামচন্দ্র দীপ্তপাবকতুল্য কাঞ্চন-ভূষণ শরবর্ষণ পূর্ব্বক দশাননকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রামকে ভূমিস্থিত ও রাবণকে রথারূঢ় দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরেরা বলিতে লাগিলেন, "একজন রথারূঢ়, অপর জন ভূতলে; সুতরাং এ যুদ্ধ অসদৃশ।" ১-৫।

তখন সুরপতি তাঁহাদের এই সুসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া সারথি মাতলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি শীঘ্র আমার রথারোহণে রামের নিকটে যাও এবং তাঁহাকে গিয়া বল, আপনার জন্য অমরনাথ এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া দেবকার্য্যসাধন করুন।" দেবরাজ দেবসারথি মাতলিকে এই কথা কহিলে সারথি নতমস্তকে কহিলেন, "আমি আপনার আদেশে শীঘ্র গিয়া রামের সারথ্যে নিযুক্ত হইব।" তিনি এই কথা বলিয়া হরিদ্বর্ণ অশ্বে রথ সংযোজিত করিলেন। ঐ রথে স্বর্ণাভরণ ও শ্বেতচামর সুশোভিত। উহা বৈদূর্য্যময় কুবর-বিভূষিত, কিঙ্কিণীজালে জড়ীভূত, দেখিতে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায়। রথের অশ্ব সকল সূর্য্যসদৃশ এবং হেমজাল-বিভূষিত, রথের ধ্বজদণ্ড সুবর্ণময়। মাতলি দেবরাজের আদেশে দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে রামের নিকটে অবতরণ করিলেন। তিনি রথে অবস্থান করিয়া প্রতোদধারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজের আদেশ নরদেবকে জানাইলেন;—বলিলেন, "এই রথ আপনার জয়লাভার্থে দেবরাজ পাঠাইয়াছেন। তিনি ইহার সঙ্গে আপনার জন্য ঐন্দ্রধনু, অগ্নিতুল্য কবচ, সূর্য্য-সদৃশ শর ও বিমল শক্তি পাঠাইয়া দিয়াছেন। হে বীর! আপনি এই রথে আরোহণ করিয়া, দানবারি ইন্দ্র যেরূপ দানবদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রাক্ষসবীর রাবণের প্রাণসংহার করুন।" ৬-১৬।

অনন্তর নরদেব দশরথনন্দন রামচন্দ্র সেই দেবরথে পরিভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া, অপূর্ব্ব দেহশ্রীতে সমুদ্ভাসিত হইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তখন রাম ও রাবণের অদ্ভুত দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রামচন্দ্র গান্ধর্ব্বাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া রাবণের গান্ধর্ব্বাস্ত্র এবং দৈবাস্ত্র দ্বারা তাহার দৈবাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসাধিপ রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর অস্ত্রজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। রাবণ-নিক্ষিপ্ত ঐ সকল শর মহাবিষ আশীবিষের রূপ ধারণ করিয়া রামের অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের মুখে প্রদীপ্ত বহ্নি, তাহারা ভয়ানক মুখব্যাদান-পূর্ব্বক প্রধাবিত হইল। তাহারা দেখিতে বাসুকি-সদৃশ, তাহাদের মুখে অগ্নি উদ্গীরণ হইতেছে; তাহারা দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র পন্নগরূপী সর্প সকলকে আসিতে দেখিয়া ভয়ানক গারুড় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। রামের শরাসন-নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ শর সকল সর্পশত্রু গরুড়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ কামরূপী শর সকল নিমেষমধ্যে রাবণের শর ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসাধিপ রাবণ অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রামের প্রতি ঘোরতর শরবৃষ্টি করিল; অনন্তর সহস্র শরে রামকে নিপীড়িত করিয়া মাতলির অভিমুখে ধাবিত হইল। সে এক শরে ইন্দ্রের রথধ্বজ ছেদন করিয়া রথোপস্থে পাতিত এবং রথাশ্বগণকে নিহত করিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও দানবগণ রাবণের রণব্যাপার দর্শনে বিষণ্ণ হইলেন। ১৭-৩০।

তৎকালে রামকে কাতর দেখিয়া সিদ্ধ, ঋষিগণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব অতিশয় ব্যথিত হইলেন। চরাচরের হিতকর রামরূপ

চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্ত দেখিয়া চন্দ্রনন্দন বুধ ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিল। সে সময়ে মহাসমুদ্র ধূমময় ও লতরঙ্গপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং উহা বেগে উচ্ছ্বলিত হইয়া সক্রোধে যেন সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণাংশু সূর্য্য সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও হীনতেজ হইয়া পড়িলেন, উহাঁর অঙ্কে বিশাল কবন্ধ ধূমকেতুর সহিত সম্মিলিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভৌম গ্রহ ইন্দ্রাগ্নি-দৈবত কোশল-রাজাদিগের কুল-নক্ষত্র বিশাখাকে আক্রমণ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাবণের দশমুখ, বিংশতি হস্ত, ঐ সকল হস্তে শরাসন শোভা পাইতেছে। রণস্থলে রাবণ মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর রামচন্দ্র, রাবণের শরে আহত হইয়া কিছুতেই শর-সন্ধানে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার চক্ষু কোপে রক্তবর্ণ এবং মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিযোগে কুটিল হইয়া রাক্ষসদিগকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। তৎকালে রামের রোষাবিষ্ট মুখমণ্ডলের মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত প্রাণীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, পৃথিবী বিচলিত হইল, পর্ব্বত সকল সিংহ-শার্দ্দূল প্রভৃতি জন্তুগণ ও নানাবিধ বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ হইলেও প্রচলিত হইল, সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; আকাশে অনবরত ঔৎপাতিক ঘনঘটার গর্জ্জন হইতে লাগিল। ৩১-৪১।

তখন রামের সক্রোধ-মূর্ত্তি এবং নানাবিধ ঔৎপাতিক চিহ্ন দেখিয়া রাবণের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইল। সে সময়ে বিমানস্থিত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ, ঋষি, দানব, দৈত্য ও খেচরগণ মহাপ্রলয়-সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। রামরাবণে ভীষণ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত। যুদ্ধব্যাপার দর্শন করিয়া সুরাসুরগণ এক পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও অন্য পক্ষে বিরোধ আচরণ পূর্ব্বক ভক্তি-হর্ষ নিবন্ধন আপনাপন পক্ষের জয়াকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। অসুরগণ একবাক্যে রাবণের এবং সুরগণ সকলে রামের জয় হউক, এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন এই সময়ে মহাবীর রাবণ রামের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার বাসনায় এক প্রচণ্ড শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল বজ্রসার ও শত্রুনিপাতে সবিশেষ নিপুণ, উহা দেখিতে শৈলশৃঙ্গের ন্যায় এবং অতিশয় ভীষণ। উহা কৃতান্তের ভয়দায়ক, উহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণাগ্র এবং ধূমপূর্ণ; দেখিলে প্রলয়কালীন অগ্নি বলিয়া বোধ হয়। ঐ শূল দর্শনমাত্র সকল প্রাণীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। উহা যেরূপ ভীষণ, সেইরূপ শত্রুহৃদয়ভেদনে উপযুক্ত। সে সময়ে অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য রাবণকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। বীরবর রক্ষোরাজ সক্রোধে শূল গ্রহণ করিয়া ভৈরবরবে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাক্ষস-সৈন্যের আনন্দের সীমা রহিল না। রাবণের সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিগ্‌বিদিক্ কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই দুরাত্মার ঘোরনাদে সকল জীব সুস্তপ্ত এবং সমুদ্র বিচলিত হইয়া উঠিল। ৪২-৫৪।

বলবান্ রাবণ শূল ধারণ ও সিংহনাদ করিয়া রামকে পরুষবাক্যে কহিতে লাগিল, "আমি রোষাবেশে তোর প্রতি এই বজ্রসার শূল সমুদ্যত করিলাম, ইহা দ্বারা তুই তোর ভ্রাতার সহিত বিনষ্ট হইবি যে সকল রাক্ষস এই যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, আজ তোর প্রাণবধ করিয়া তোকে তাহাদের সমান করিব। রাম! তুই থাক, আমি এই শূলপ্রহারে তোর প্রাণ হরণ করি।" রাবণ এই কথা বলিয়া রামের প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল। বিদ্যুন্মালাবিশোভিত ঐ অষ্টঘণ্টাযুক্ত তীব্র শূল রাবণের করমুক্ত হইয়া আকাশে প্রদীপ্ত শোভা ধারণ করিল রামচন্দ্র রাবণের ঘোরদর্শন জ্বলন্ত শূল দর্শন করিয়া তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেমন প্রলয়বহ্নিকে জলধারায় নিবারণ করে, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র রাবণক্ষিপ্ত শূলকে বেগে আসিতে দেখিয়া শরবর্ষণে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন অগ্নি যেরূপ পতঙ্গগণকে দাহন করে, তাহার ন্যায় রাবণের শূল রামশরাসনচ্যুত শর সকলকে বিফল করিয়া ফেলিল। যখন রামচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার আকাশস্থিত শর সকল শূলস্পর্শে চূর্ণীকৃত ও ভস্মীভূত হইল, তখন তিনি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি সে সময়ে ইন্দ্র-সারথি মাতলির আনীত সুরপতির মনোমত মহাশক্তি ধারণ করিলেন। ঐ শক্তি সবলে উত্তোলিত হইয়া যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষে সমুদ্ভাসিত ও গাত্রসংযুক্ত ঘণ্টারবে মুখরিত হইয়া উঠিল। ঐ মহাশক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাবণের শূলের উপর গিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে শক্তির তেজে রাক্ষসের শূল নিষ্প্রভ হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। ৫৫-৬৬।

অনন্তর রামচন্দ্র বেগগামী শরনিক্ষেপে রাবণের রথাশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার বক্ষ ও ললাটে গুরুতর প্রহার করিলেন। সেই শরাঘাতে রাক্ষসের শরীর রক্তধারায় আপ্লুত হইল। তখন দশানন বহুহস্ত ও বহুমস্তকধারী হইয়া শাখা-প্রশাখা-সমেত প্রফুল্ল অশোকের শোভা ধারণ করিল। নিশাচরেন্দ্র রাবণ এইরূপে রামের শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া সে সময়ে অতিশয় বিষণ্ণ ও রোষাবিষ্ট হইল। ৬৭-৭০।

চতুরধিক-শততম সর্গ।

রামরাবণের যুদ্ধপ্রসঙ্গে রাম কর্ত্তৃক রাবণকে তিরস্কার।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ রামচন্দ্রের শরে অভিভূত ও নিপীড়িত হইয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিল, সে রামের প্রতি যুদ্ধার্থে ধাবমান হইল। সে সময়ে মেঘ যেরূপ বৃষ্টিধারায় তড়াগ পূর্ণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় রাবণ রামের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। যদিও রাবণ রামের প্রতি অসংখ্য শরবর্ষণ করিল, তথাপি মহাতেজা রামচন্দ্র অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ রামকে শরজাল ব্যর্থ করিতে দেখিয়া সূর্য্যরশ্মিসদৃশ অসংখ্য শর গ্রহণ করিল। সে নিমেষমধ্যে ঐ সকল শর রামচন্দ্রের বক্ষে প্রহার করিল। ঐ শরপ্রহারে লক্ষ্মণাগ্রজের শরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল, যেন কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষ দণ্ডায়মান। যাহা হউক, অমিততেজা রাম রাবণের শরে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাবণের প্রতি যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে রোষপরবশ হইয়া রাম-রাবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নিরত এতদূর অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারময় হইয়া উঠিল, সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন না। ১-৯।

এই সময়ে দশরথাত্মজ রামচন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরুষ-

বাক্যে রাবণকে বলিতে লাগিলেন, "রে রাক্ষসাধম! তুই যখন অজ্ঞানপ্রযুক্ত জনস্থান হইতে আমার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই তোর শৌর্য্য-বীর্য্য কিছুই নাই। তুই আমার অনুপস্থিতিতে অসহায় অবস্থায় অবস্থিত সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। যে স্ত্রীলোকের স্বামী নিকটে নাই, তুই সেই অনাথা সীতার প্রতি কাপুরুষের স্তায় ব্যবহার করিয়া পরস্ত্রী-হরণ পূর্ব্বক আপনাকে বীর বলিয়া গর্ব্ব করিতেছিস্। রে নির্লজ্জ! তুই সৎপথ-বর্জ্জিত, মর্য্যাদা-শূন্য ও দুশ্চরিত্র। তুই দর্পের বশীভূত হইয়া মৃত্যুকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। তোরে অধিক কি বলিব, তুই কুবেরের সহোদর এবং নিজে বলসম্পন্ন, পরস্ত্রী-হরণ করিয়া তোর চমৎকার যশের কার্য্য করা হইয়াছে! রে দুর্ম্মতে! তুই যে কার্য্য করিয়াছিস্, আজ নিশ্চয়ই তার উচিত-মত ফল পাইতে হইবে। রে নাচ! বীর বলিয়া তোর মনে বড় বীরগর্ব্ব আছে, আশ্চর্য্য! চোরবৎ পরস্ত্রী-হরণ করিয়া তোর মনে কিছুমাত্র লজ্জা নাই? কি বলিব, তুই যদি আমার সাক্ষাতে সীতা-হরণে সাহসী হইতিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোকে আমার শরে বিনষ্ট হইয়া ভ্রাতা খরের মুখ দর্শন করিতে হইত। যাহাই হউক, রে মূঢ়! আজ তুই ভাগ্যক্রমে আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিস্, আমি অবিলম্বে সুতীক্ষ্ণ শরে তোকে যমভবনে পাঠাইয়া দিব। আজ কুণ্ডল-সহিত তোর মস্তক আমার শরে ছিন্ন হইয়া মাংসাশী পশু-পক্ষিগণ আকর্ষণ করিবে। তুই রণস্থলে শয়ন করিলে গৃধ্রগণ তোর বক্ষে বসিয়া পিপাসাপ্রযুক্ত আমার শরশল্য-সমুত্থিত রক্ত মনের সুখে পান করিতে থাকিবে। তোরে অধিক কি বলিব, তুই বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলে গরুড় যেরূপ সর্পগণকে আকর্ষণ করে, তাহার স্তায় পক্ষিগণ তোর অন্ত্রনাড়ী আকর্ষণ করিতে থাকিবে।" শত্রুনিবর্হণ মহাবীর রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া নিকটবর্ত্তী রাক্ষসেন্দ্র রাবণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শত্রু-সংহারাকাঙ্ক্ষী রামের বল-বীর্য্য ও অস্ত্রশক্তি সবিশেষ বর্দ্ধিত হইল। সে সময়ে তাঁহার অস্ত্ররহস্য স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার উৎসাহ-নিবন্ধন ক্ষিপ্রহস্ততার প্রাদুর্ভাব ঘটিল। তখন রাক্ষসান্তকৃৎ রামচন্দ্র এই প্রকার আত্মগত শুভ-চিহ্ন দর্শন করিয়া বল-বিক্রমে রাবণকে পুনর্ব্বার নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণের শিলপ্রহারে ও রামের শরাঘাতে রাক্ষসরাজ বিঘূর্ণহৃদয় হইল। যে সময়ে রাবণ অস্ত্রনিক্ষেপ ও শরাসন আকর্ষণ করিতে পারিল না, সে সময়ে রাম উঁহাকে অক্ষম দেখিয়া উঁহার প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন সারথি রামের নিক্ষিপ্ত শর সকলই রাবণের মৃত্যুর কারণ মনে করিলেন এবং চিহ্ন দেখিয়া তাহার মৃত্যু অবধারিত করিলেন। তিনি তখন রাক্ষসরাজের এরূপ শোচনীয় অবস্থান্তর-দর্শনে সভয়ে শশব্যস্তে রণস্থল হইতে তাহার রথ অপবাহিত করিলেন। ১০-৩০।

পঞ্চাধিক-শততম সর্গ।

রাবণ কর্ত্তৃক সারথিকে তিরস্কার।

ক্ষণকাল পরে রাবণের মোহ বিদূরিত হইল, সে কাল-প্রেরিত হইয়া দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সারথিকে কহিল, "রে মূঢ়! তুই আমাকে পৌরুষশূন্য, হীনবল ও অশক্ত মনে করিয়াছিস্, আমার কি তেজ নাই? আমি কি ভীরু, আমি কি ক্ষুদ্রচেতা? রাক্ষসী-মায়া কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? আমার কি অস্ত্রবিদ্যাবিজ্ঞতা নাই? তুই কি আমাকে অসার মনে করিয়া যাহা ইচ্ছা, সেইরূপ অবজ্ঞা করিতেছিস্? তুই আমার অভিপ্রায় না জানিয়া শত্রুর সম্মুখ হইতে আমার রথ লইয়া আসিলি কেন? রে অনার্য্য! আজ তোর হইতে আমার চিরার্জ্জিত যশ, বীর্য্য ও তেজ সমুদায়ই বিনষ্ট হইল। আমার বীরত্বে লোকের যে বিশ্বাস ছিল, তুই তাহা সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করিলি, যাহার মনে অপরাজিত-বিক্রমে বিস্ময় জন্মাইতে হইবে, সেই খ্যাতবীর্য্য শত্রুর নিকটে তুই আমাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিলি? রে দুর্ম্মতে! তুই যখন ভুলিয়াও রণস্থলে এই রথ লইয়া যাইতেছিস না, তখন তুই যে শত্রুর উৎকোচ-লোভে বশীভূত হইয়াছিস্, আমার এই অনুমান অসত্য বলিয়া বোধ হয় না। বলিতে কি, তুই যে কার্য্য করিয়াছিস্, ইহা কখনই হিতাভিলাষী সুহৃদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে, ইহা প্রকৃতই শত্রুর অনুরূপ কার্য্য। তুই আমার নিকটে চিরপ্রতিপালিত, যদি আমার উপকার তোর স্মরণ থাকে, তাহা হইলে যাবৎ আমার শত্রু প্রস্থান না করে, তাবৎ রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল্।" ১-৯।

শুভবুদ্ধি সারথি দুর্ব্বুদ্ধি রাবণের এইরূপ কঠোরবাক্য শ্রবণ করিয়া সানুনয়ে কহিলেন, "মহারাজ! আমি নির্ব্বোধ, ভীত, প্রমত্ত বা আপনার প্রতি অস্নেহ নহি, শত্রুপক্ষের উৎকোচ আমাকে বশীভূত করে নাই। আপনার উপকার আমার অন্তরে এখনও জাগরূক আছে। বলিতে কি, আপনার হিতকামনা ও যশোরক্ষার উদ্দেশে স্নেহাধিক্যপ্রযুক্ত শুভবাসনায় এই অপ্রিয়-কার্য্য-সাধন করিয়াছি। মহারাজ! এ কার্য্যে আমাকে নীচাশয় ও ক্ষুদ্রের অনুরূপ দোষভাগী করিবেন না। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে নদীস্রোত যেরূপ প্রতিকূলাচারী হয়, তাহার স্তায় আমি যে জন্য আপনার রথ ফিরাইয়া আনিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি দেখিলাম, আপনি ঘোরতর যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, সে সময়ে আপনার শক্তি শত্রুর শক্তি অপেক্ষা নিস্তেজ। বিশেষতঃ তৎকালে রথাশ্বগণ জলধারাসিক্ত গোত্রজের স্তায় ঘর্ম্মাক্ত, উদ্যমশূন্য এবং রথ-সঞ্চালনে খিন্নদেহ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৎকালে যে সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শন করিলাম, তাহাও আমাদের নিতান্ত প্রতিকূল। রক্ষোরাজ! সারথির অনেক বিষয়ে দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন; দেশ, কাল শুভাশুভ-লক্ষণ, ইঙ্গিত, অনুৎসাহ, হর্ষ, খেদ ও রথীর বলাবল বিদিত থাকা সারথির কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। ভূমির উচ্চনীচতা, যুদ্ধকাল, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ, রথের উপযান, অপযান, অপসর্পণ ও স্থিতি, সারথির এ সকল গুণ থাকাও প্রয়োজন। আমি আপনার বিশ্রামজন্য এবং এই সমস্ত অশ্বের শ্রমাপনোদনার্থে যাহা করিয়াছি, তাহা উচিত মনে করিয়াই করিয়াছি। হে মহাবীর! আমি স্বেচ্ছানুরোধে রণস্থল হইতে রথ লইয়া আসি নাই, আপনার প্রতি স্নেহানুরাগনিবন্ধন আমাকে উচিত কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। হে অরিনিসূদন! এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়, অনুমতি করুন; আমি অবিকৃতচিত্তে তত্তাবৎ সম্পাদন করিব।" রাবণ সারথির এইরূপ কথায় সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাকে সাধুবাদ-প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধ-বাসনা-প্রণোদিত হইয়া কহিতে লাগিল,

"হে সূত! তুমি রামের সম্মুখে শীঘ্র এই রথ লইয়া চল জানিও, রাবণ শত্রুসংহার না করিয়া কখনই রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না।" সে সারথিকে এই কথা বলিয়া তাহাকে পারিতোষিকস্বরূপে হস্তভরণ প্রদান করিল। অনন্তর সারথি রাবণের কথানুসারে রথাশ্বদিগকে চালিত করিল, ক্ষণমধ্যে রাবণের রথ রামের নিকট উপস্থিত হইল। ১০-২৭।

ষড়ধিক-শততমসর্গ।

অগস্ত্য কর্ত্তৃক রামের নিকট আদিত্যহৃদয় স্তোত্রকথন।

অনন্তর যুদ্ধপরিশ্রান্ত রাবণ যুদ্ধার্থে রামের অভিমুখে অগ্রসর হইল। এ দিকে মহর্ষি অগস্ত্য অন্যান্য দেবতাগণের সমভিব্যাহারে রাম রাবণের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য রণস্থলে রামের নিকটে উপস্থিত। তিনি রামকে কহিলেন, "বৎস! যাহার প্রভাবে রিপুকুল নির্ম্মূলিত হয়, আমি তোমাকে সেই পবিত্র গুহ্য সনাতন আদিত্যহৃদয় নামক স্তোত্র শ্রবণ করাইতেছি, ইহা সর্ব্বশত্রুবিনাশন ও জয়াবহ; নিত্যকাল এই মন্ত্র জপ করিলে অক্ষয় মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। ইহা সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং সর্ব্বপাপ-প্রণাশক, ইহা দ্বারা সকল চিন্তা দূরীভূত এবং পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বৎস! এই সূর্য্য রশ্মিমান্ ও উদয়শীল, ইনি সুরাসুরের নমস্ত ও ভুবনের অধীশ্বর, তুমি ইঁহার অর্চ্চনা কর। ইনি সর্ব্বদেবময় ও তেজস্বী, ইনি নিজরশ্মি দ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন ও সুরাসুরকে পালন করিয়া থাকেন। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি; ইনি মহেন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও সমুদ্র। ইনি পিতৃগণ, বসু ও সাধ্যগণ; ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুত ও মনু; ইনি বায়ু, বহ্নি, প্রজা, প্রাণ ও ঋতুকর্ত্তা। ইনি আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পূষা ও গভস্তিমান্; ইনি হিরণ্যরেতা ও দিবাকর। ইনি হরিদশ্ব, সপ্তাশ্ব, সহস্ররশ্মি ও মরীচিমান্; ইনি তিমিরারি, শম্ভু, বিশ্বকর্ম্মা, মার্ত্তণ্ড ও অংশুমান্। ইনি হিরণ্যগর্ভ, তপন অহস্কর ও রবি; ইনি অগ্নিগর্ভ, অদিতিপুত্র, শঙ্খ ও শিশিরনাশন। ইনি ব্যোমনাথ, তমোঘ্ন, সাম, ঋক্ ও যজু বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য; ইনি জলোৎপাদক এবং স্বপথে শীঘ্রগামী। ইনি আতপী, মণ্ডলী, পিঙ্গল ও সর্ব্বসংহারক; ইনি কবি, বিশ্ব, মহাতেজা, রক্ত ও সর্ব্বকার্য্যের হেতু। ইনি নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের অধিপতি ও বিশ্বভাবন; ইনি তেজস্বীরও তেজস্বী ও দ্বাদশাত্মা, ইঁহাকে নমস্কার। ইনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমগিরি; ইনি জ্যোতিঃস্বরূপ, গণপতি ও দিনাধিপতি, ইঁহাকে নমস্কার। ইনি জয়, জয়ভদ্র, হর্য্যশ্ব, সহস্রাংশু ও আদিত্য, ইঁহাকে নমস্কার। ইনি উগ্র, বীর ও সারঙ্গ; ইনি কমলোম্মেষক ও প্রচণ্ড, ইঁহাকে নমস্কার। ইনি ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর ঈশ্বর ও আদিত্যবর্চ্চা; ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক, সর্ব্বভক্ষ্য ও রৌদ্রবপু, ইঁহাকে নমস্কার। ইনি তমোঘ্ন, হিমঘ্ন, শত্রুঘ্ন ও অমিতাত্মা; ইনি কৃতঘ্নহন্তা ও জ্যোতিষ্পতি, ইঁহাকে নমস্কার। ইনি সুবর্ণপ্রভ, হরি ও বিশ্বকর্ম্মা; ইনি তমোবিনাশক ও লোকসাক্ষী, ইঁহাকে নমস্কার। ইনি প্রভু-ভৃত্যাদির সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন; ইনি কিরণ বিকীর্ণ করিয়া লোকপালন, লোকসন্তাপন ও শোষণ-বর্ষণাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। ভূতগণের নিদ্রাবস্থায় ইনি জাগরিত থাকেন এবং লোকের অন্তরে ইনি বিরাজমান থাকেন; ইনি অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোতৃগণের ফলপ্রদ। ইনি যজ্ঞের দেবতা, যজ্ঞ ও যজ্ঞফল, সংসারে লোকের যে সকল কার্য্য আছে, ইনিই তাহার যোজনকর্ত্তা। হে রাঘব! যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত, জরাদি-রোগগ্রস্ত, চৌরাদি ভয়ে অভিভূত, কান্তারে নিপতিত, যদি সে ব্যক্তি সূর্য্যের এই স্তব কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না। তুমি এক্ষণে একমনে দেবদেব জগৎপতি সূর্য্যের স্তব পাঠ করিলে, তুমি ও যুদ্ধে জয়ী হইবে এবং রাবণকে বিনষ্ট করিতে পারিবে।" মহর্ষি এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাতেজা রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া মনের উদ্বেগ দূর করিলেন এবং নিশ্চিন্তমনে সংযতচিত্তে এই মন্ত্রধারণ করিলেন। পবিত্রভাবে আচমন করিয়া তিনবার এই মন্ত্র জপ করিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; তখন লোকসাক্ষী সূর্য্যদেব তাঁহার দৃষ্টিগোচরে উপনীত হইলেন। অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সম্মুখে রাক্ষসরাজকে উপস্থিত দেখিয়া তাহার বধ-সাধনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই সময় সূর্য্যদেব রাবণের বিনাশকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি এক্ষণে রাবণ-বধের জন্য ত্বরান্বিত হও।" ১-৩১।

সপ্তোত্তর-শততম সর্গ।

রামজয়সূচক নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব।

এ দিকে রাবণের সারথি প্রহৃষ্টমনে রণভূমিতে রথ লইয়া গেল। ঐ রথ দেখিতে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, উহাতে ধ্বজপতাকা বিশোভিত। উহা হেমমালী কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণে সংযোজিত ও নানা প্রকার যুদ্ধসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। উহার উচ্চতা এতদূর, বোধ হয়, যেন আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। উহার শব্দে মেদিনী প্রকম্পিত, উহা স্বপক্ষের আনন্দবর্দ্ধন এবং বিপক্ষের বিনাশন। নররাজ রামচন্দ্র দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের রথ সমুপস্থিত। উহার তেজ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও অতিশয় প্রদীপ্ত, উহা কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণে সংযোজিত। উহা দেখিতে প্রকাণ্ড মেঘের ন্যায়, উহার পতাকা সকল বিদ্যুত্তুল্য, বর্ণ ইন্দ্রধনুবৎ, সুশোভিত শরবর্ষণ উহার জলধারা, বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ হইলে পর্ব্বতের রব যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় ঐ রথ ঘর্ঘররবে রণস্থলে উপস্থিত হইল। তখন ধনুষ্পাণি রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় বক্রাকৃতি ধনু বিস্ফারিত করিয়া সহস্রাক্ষ-সারথি মাতলিকে কহিলেন, "মাতলে! ঐ দেখ, রাবণের রথ সবেগে আগমন করিতেছে। যখন ঐ দুর্বৃত্ত আমার দক্ষিণ-পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া আসিতেছে, তখন বোধ হয়, আমার প্রাণবধ করাই উহার উদ্দেশ্য। অতএব তুমি এক্ষণে সাবধানে অবস্থিতি কর; বায়ু যেরূপ সমুত্থিত মেঘমালাকে বিনষ্ট করে, তাহার ন্যায় আমি আজ ঐ দুরাত্মার প্রাণসংহার করিব। তুমি এক্ষণে নির্ভয়ে উহার দিকে সত্বর রথচালনা কর, অশ্বের প্রতি মন ও দৃষ্টি স্থির রাখ এবং প্রগ্রহ-সংযম ও মোচনে যত্নবান্ হও। তুমি সুররাজ ইন্দ্রের সারথি, আমি কার্য্যকৌশল তোমাকে শিক্ষা দিতেছি না; তবে এ সময়ে তোমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।" তখন রামের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া সারথি রথচালনা করিলেন। মাতলি রাবণের রথ দক্ষিণ-দিকে

রাখিয়া চক্রোত্থিত ধূলিসমূহে উঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রথপ্রতিমুখস্থিত রামের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রামচন্দ্র ক্রোধে ও ধৈর্য্যসহকারে বেগবান্ ঐন্দ্র শর ও অন্যান্য তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর উভয়ে উভয়ের সংহারার্থী হইয়া দৃপ্ত সিংহের ন্যায় সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ রাবণের বিনাশকামনায় ঐ অদ্ভুত দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। রাবণের ক্ষয় এবং রামের অভ্যুদয়ের জন্য নানাপ্রকার রোমহর্ষণ উৎপাতচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেবগণ রাবণের রথোপরি রক্তবৃষ্টি করিলেন, প্রচণ্ড বায়ু বামাবর্ত্তে মণ্ডলগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রথ যে পথ দিয়া যাইতে লাগিল, গৃধ্রগণ উড্ডীন হইয়া রাবণের রথ লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিল। লঙ্কা জবাকুসুমের ন্যায় সন্ধ্যারাগে আচ্ছন্ন ও দিবাসময়েও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে ঘোররবে বজ্র ও উল্কাপাত হইতে লাগিল। সকল দিকেই রাবণের অশুভচিহ্ন, রাক্ষসগণ অবস্থা-দর্শনে বিষণ্ণ। যেখানে রাবণের গতি, সেইখানেই ভূমিকম্প, অস্ত্রধারী রাক্ষস-সৈন্যগণের বাহু যেন প্রগৃহীত। তাম্র, পীত, সিত ও কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি রাবণের সম্মুখে নিপতিত হইয়া পর্ব্বতনিঃসৃত ধাতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শৃগালগণ গৃধ্রের অনুগামী হইয়া ব্যাদিতমুখে অগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশিবরব করিতে লাগিল। বায়ু রণভূমি হইতে ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাক্ষসরাজের দৃষ্টি লোপ করত প্রতিকূলভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাক্ষসদিগের মস্তকে বিনা-মেঘে কঠোররবে বজ্রনিপাত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল সমস্তই অন্ধকারে আবৃত, নভোমণ্ডল ধূলিজালে অদৃশ্য। শারিকাগণ তীব্রস্বরে ঘোরতর কলহ করিয়া রাবণের রথে আসিয়া পড়িতে লাগিল। অশ্বগণের জঘন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও নেত্র হইতে নীরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণবিনাশ জন্য এইরূপ নানাপ্রকার ভয়াবহ উৎপাতচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। রামের জয়সূচক নানাপ্রকার অনুকূল-চিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইল। রামচন্দ্র আপনার জয়সূচক সৌম্যচিহ্ন দেখিয়া হৃষ্টমনে রাবণকে বিনষ্ট বলিয়া স্থির করিলেন। ১-৩৫।

অষ্টোত্তর-শততম সর্গ।

রামরাবণে দ্বৈরথযুদ্ধ।

অনন্তর রাম-রাবণের সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর অতি ভীষণ দ্বৈরথযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে সময়ে রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্র-শস্ত্র ও বৃক্ষাদি ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিলেও নিশ্চেষ্ট হইল। অধিক কি বলিব, রাক্ষস ও বানরগণ রাম-রাবণের যুদ্ধকাণ্ড দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহারা তৎকালে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিতে বিস্মৃত হইল। তাহাদের হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, তাহাদের বাহু যুদ্ধের জন্য বিস্ফারিত, তাহারা বিস্মিতভাবে দর্শন করিতে লাগিল; সকলেই যুদ্ধোদ্যমবিহীন এবং নিস্পন্দপ্রায়। সে সময়ে রাক্ষস-সৈন্য রাবণকে এবং বানর-সৈন্য রামকে দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। রাম-রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নিমিত্তপরম্পরা দর্শন করিয়াও স্থিরবুদ্ধিতে অটলভাবে নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম জয়-শ্রী লাভ করিবার এবং রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য পরস্পরের বলবীর্য্য-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দশগ্রীব রোষাবিষ্ট হইয়া শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক রামের ধ্বজদণ্ডে উহা নিক্ষেপ করিল। ঐ শর পুরন্দর-রথের ধ্বজসংস্পর্শ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাম রোষকষায়িত-নেত্রে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক রাবণের বিরুদ্ধে শর নিক্ষেপ করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। তিনি রাবণের ধ্বজদণ্ড নষ্ট করিয়া শরনিক্ষেপ করিলেন; উহা আপনার তেজে প্রদীপ্ত এবং মহাসর্পের ন্যায় অতিশয় ভীষণ। রামের শর দশাননের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। ১-১২।

তখন ধ্বজদণ্ড উন্মূলিত দেখিয়া মহাবীর রাবণ রোষাবেশনিবন্ধন দগ্ধ করিবারই যেন অতিশয় প্রদীপ্ত হইল। সে রোষবশীভূত হইয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং দীপ্তশরে রামের রথাশ্বগণকে বিদ্ধ করিল। রাবণের প্রচণ্ড শরে রামের দিব্যাশ্বের পদস্খলন বা বিভ্রম ঘটিল না; প্রত্যুত তাহারা মৃণালাহতের ন্যায় চমৎকার সুখানুভব করিতে লাগিল। রাবণ অশ্বের এইরূপ অচ্ছন্নভাব-দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অজস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ মায়াবীর মায়াবলে গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাবণের উদ্যম ও চেষ্টা কোনওরূপে ব্যর্থ হইবার নহে, তাহার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রে রণভূমি অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে থাকিল, সকল জীবই এই শব্দে সন্ত্রাস্ত হইয়া উঠিল; ক্রমে অসংখ্য শরবর্ষণে যুদ্ধক্ষেত্র বিভীষিকার স্থল হইয়া উঠিল। তখন রাক্ষসরাজ রামের রথের প্রতি অস্ত্রক্ষেপে নিরস্ত হইয়া সমস্ত বানর-সৈন্যের অভিমুখে অগ্রসর হইল এবং অনবরত বাণবর্ষণ করিয়া আকাশপথ সমাচ্ছন্ন করিল। সে প্রাণপণে নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। এই সময় রামচন্দ্র রাবণকে শর-নিক্ষেপ-তৎপর দেখিয়া হাস্যমুখে তাহার প্রতি অসংখ্য শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণ তদ্দর্শনে অস্ত্রজালে আকাশ আচ্ছন্ন করিল। তখন উভয়ের শরবর্ষণে যেন একটি স্বতন্ত্র সমুজ্জ্বল আকাশ প্রস্তুত হইল। উভয়ের শর ব্যর্থ, লক্ষ্যভেদে অসমর্থ ও পরপ্রযুক্ত শর-নিবারণে অপটু হইল না এবং কাহারও শর কাহাকে আঘাত না করিয়া ভূতলে পতিত হইল না। উঁহারা পরস্পরের দক্ষিণ ও বামপার্শ্ব আশ্রয় পূর্ব্বক অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়ের শরাঘাতে আকাশ নীরন্ধ্র হইয়া উঠিল। রাবণ অস্ত্রনিক্ষেপে রামের এবং রাম অস্ত্রক্ষেপে রাবণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এইরূপে একের ক্রিয়া ও অন্যের প্রতিক্রিয়া চলিতে লাগিল। এ দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবল রাম-রাবণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; উভয়েই সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র শরাঘাতে রাবণের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ তদ্দর্শনে রামের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইল। ১৩-২৮।

নবোত্তর-শততম সর্গ।

রামরাবণে ঘোর যুদ্ধ।

রাম-রাবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সকলে বিস্মিতনেত্রে এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। দুই বীর পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়ন করিতেছেন। উভয়েই

রোষপরায়ণ, পরস্পরের প্রতি পরস্পর ধাবমান এবং পরস্পর পরস্পরের বিনাশ-চেষ্টায় যত্নবান্। উহঁাদের সারথি মণ্ডল, বীথি, গতি ও প্রত্যাগতি প্রভৃতি নানা প্রকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া রথচালনা করিতে লাগিল। মায়াবশপ্রাপ্ত হইয়া প্রবর্দ্ধন ও নিবর্ত্তন দ্বারা রাম রাবণকে এবং রাবণ রামকে পীড়ন করিতে লাগিল। তৎকালে উভয়ের রথ সতত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে জলবর্ষী জলদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উভয়ের সারথি নানা প্রকার গতি প্রদর্শন করিয়া পরস্পরের অভিমুখে অবস্থিতি করিল। ক্রমে দুই বীর এতদূর নিকটস্থ হইলেন যে, একের রথের ধুরকাষ্ঠ অপরের ধুরকাষ্ঠের সহিত, একের অশ্ব অপরের অশ্বের সহিত ও একের পতাকা অপরের পতাকার সহিত ঘনতর সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। এই সময়ে রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ চারিটি শর-নিক্ষেপে রাবণের রথাশ্বগণকে অপসারিত করিলেন। অশ্বগণকে অপসারিত দেখিয়া লঙ্কেশ্বর অতিশয় রুষ্ট হইল এবং রামের প্রতি তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করিল। রামচন্দ্র রাবণ-শরাহত হইলেও কিছুতেই তাঁহার বিকৃতি বা ব্যথা ঘটে নাই। তিনি অধিকতর উৎসাহে রাবণের প্রতি বজ্রতুল্য শর-নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর রাবণ সারথি মাতলির প্রতি শর-নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেব-সারথি রাবণ-শরে ব্যথিত বা কিছুমাত্র মোহিত হইলেন না। সারথির এইরূপ পরাভব দর্শনে রামচন্দ্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং শরবর্ষণে রাবণকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি উহার রথ লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে বিংশ, ত্রিংশ, ষষ্টি, শত ও সহস্র শর-নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাক্ষসাধিপ রাবণ রথে অধিষ্ঠিত হইয়া সরোষে গদা ও মুষল বর্ষণ পূর্ব্বক রামকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ের যুদ্ধ তুমুল ও রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। উহাঁদের গদা, মুষল ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রনাদে এবং শরনিকরের পুঙ্খবায়ুতে সপ্ত সমুদ্র সংক্ষুভিত হইতে লাগিল। পাতালতলবাসী অসংখ্য দানব ও পন্নগগণ ব্যথিত হইল। শৈল, বন ও কানন-সমন্বিত মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রভাকর প্রভাশূন্য এবং বায়ু প্রবহন-রহিত হইল। তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর ও মহোরগ সকলে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। 'গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, লোকে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতে থাকুক, রামের জয়লাভ হউক, রাবণ বিনষ্ট হউক।' রাক্ষস রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া দেবতা ও ঋষিগণ এই কথা বলিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নিদারুণ যুদ্ধকাণ্ড দেখিয়া বলিতে লাগিল, "সমুদ্র আকাশের এবং আকাশ সমুদ্রের ন্যায়; বলিতে কি, রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম ও রাবণেরই অনুরূপ।" তাহারা রামরাবণের তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া পরস্পরে এইরূপ বলিতে লাগিল। অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসনে আশীবিষসদৃশ শরসন্ধান করিলেন। ঐ অস্ত্রাঘাতে রাবণের সকুণ্ডল মুণ্ড ছিন্ন হইয়া পড়িল। ত্রিলোকবাসী লোক সকল দেখিল, রাবণের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে উহার অনুরূপ অন্য এক মস্তক সমুত্থিত হইল, ক্ষিপ্রকারী রাম তাহাও ছেদন করিলেন। উহা ছিন্ন হইবামাত্র রাবণের অপর একটি মস্তক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল, তাহাও বজ্রসার রাম-শরে ছিন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপে রাম রাবণের তুল্যাকৃতি শত মস্তক খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কোনওরূপেই তাহার মৃত্যু হইল না। তখন সর্ব্বশস্ত্রবিৎ রামচন্দ্র নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক দ্বারা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যে শরপ্রহারে আমি মারীচ, খর, দূষণ, ক্রৌঞ্চবনবর্ত্তী গর্ত্তে বিরাধ এবং দণ্ডকারণ্যে কবন্ধের প্রাণহরণ করিয়াছি, যে শর-শক্তিতে সপ্ততাল বিদীর্ণ, বালি বিনষ্ট এবং মহাসমুদ্র সংক্ষুভিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই সেই সমস্ত শর। কিন্তু সেই সকল শর রাবণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া হীনবল হইবার কারণ কি, বুঝিতে পারিতেছি না।" রামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাবণ-বধে যত্নবান্ হইলেন। তখন তিনি রাবণের বক্ষে অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণও রথারূঢ় থাকিয়া গদা ও মুষল-প্রহারে রাঘবকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। উভয়ের রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অন্তরীক্ষ, ভূমি ও পর্ব্বতের শৃঙ্গে অবস্থিতি করিয়া দেবতা, দানব যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগগণ সপ্তরাত্রিব্যাপী এই মহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, কোন সময়ে রামরাবণের যুদ্ধের বিরাম ঘটে নাই। তখন রাম-রাবণের এইরূপ যুদ্ধকাণ্ড এবং রামের জয়লাভ না দেখিয়া দেব সারথি মাতলি রাবণ-বিনাশের জন্য রামকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। ১-৩৭।

দশাধিক-শততম সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্রযোজনা ও রাবণবধ।

অনন্তর দেব-সারথি মাতলি রামকে স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলেন, "হে বীর! আপনি কিছু না জানিয়াই যেন রাবণ-বধের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। যাহা হউক, হে প্রভো! আপনি এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করুন। দেবগণ দেব-কণ্টক রাবণের যে বিনাশ-সময় অবধারিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত।" সারথি এই কথা স্মরণ করিয়া দিবামাত্র রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। উহা তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত এবং রুষ্ট সর্পের ন্যায় অতিশয় ভীষণ। রামচন্দ্র মহামুনি অগস্ত্যের নিকট হইতে ঐ অস্ত্র লাভ করেন। উহা যুদ্ধস্থলে অমোঘ অস্ত্র ও মহাশক্তিসম্পন্ন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ অপরিচ্ছিন্নপ্রভাব পিতামহ ত্রিলোকজয়ার্থী সুররাজকে এই অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ অস্ত্রের পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলমুখে অগ্নি ও সূর্য্য, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় সুমেরু ও মন্দরগিরি অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা আপনার প্রভাবে আপনি প্রদীপ্ত, মহাভূত সকলের সারাংশে বিনির্ম্মিত, উহার পুঙ্খ সুশোভন এবং উহা সুবর্ণে বিভূষিত। উহা দীপ্ত আশীবিষের ন্যায়, সধূম কালাগ্নিতুল্য, রথ, নাগ ও অশ্বসমূহের বিদারণপটু এবং অতিশয় ক্ষিপ্রকারী। উহার তেজে দ্বার, পরিঘ ও গিরি সকল চূর্ণীকৃত হয়, উহা রক্তমেদোলিপ্ত ও অতিশয় ভীষণ। উহা বজ্রসার, ঘোরনাদী এবং সর্ব্বপ্রাণিভয়াবহ; দেখিলে গর্জ্জনকারী উরগ বলিয়া বোধ হয়। ইহা যুদ্ধকালে ভয়াবহ এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণের ভক্ষ্যবিধায়ক। রামের ঐ অস্ত্র দেখিয়া বানরগণের আনন্দের সীমা রহিল না এবং রাক্ষসগণ তদ্দর্শনে বিষণ্ণ হইল। ঐ অস্ত্র যেরূপ ভীষণ, সেইরূপ সর্ব্বপ্রধান, উহা শত্রুপক্ষের কীর্ত্তিহারী এবং স্বপক্ষের উল্লাসকারী। মহাবল রামচন্দ্র বেদমন্ত্রানুসারে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে সন্ধান করিলেন। শরাসনে শরসন্ধান হইবামাত্র সমস্ত প্রাণী বিত্রাসিত ও মেদিনী প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষাবেশে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি ঐ মর্ম্ম-বিদারণ বজ্রসার শর নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রবৎ

দুর্দ্ধর্ষ, কৃতান্ততুল্য দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সবেগে রাবণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। সেই শরীরান্তকর শর শীঘ্র রাবণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। ক্রমে ঐ শর রুধিরাক্ত হইয়া রাবণের প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক ধরণীতলে প্রবেশ করিল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র রাবণের প্রাণহরণ পূর্ব্বক যদিও কৃতকার্য্য হইল, কিন্তু উহা আর পুনরায় তূণীরমধ্যে প্রবেশ করিল না। রাবণের বক্ষে শরাঘাত হইবামাত্র তাহার হস্ত হইতে শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর রক্ষোরাজ বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে ভূমিশায়ী দেখিয়া হতশেষ রাক্ষসগণ অবাক্ হইয়া ভয়-ভীতান্তঃকরণে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল, বানরগণ রামের জয়লাভ-দর্শনে সিংহনাদ পূর্ব্বক বৃক্ষহস্তে রাক্ষসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দশাননের প্রাণহরণ ও রামের জয়লাভ-দর্শনে রাক্ষসেরা ভয়-ভীত ও নিপীড়িত হইয়া লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, তৎকালে তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া সজলনয়নে লঙ্কাপ্রবেশ করিল। তখন বানরগণ হৃষ্টমনে 'রাবণ-বধ ও রামের জয়', এই সিংহনাদ করিতে লাগিল। এই সময় অন্তরীক্ষে দেব-দুন্দুভি নিনাদিত হইল, দিব্য সৌগন্ধবাহী সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইল। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল, রামের রথ পুষ্পবৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন হইল। গগনে দেবগণ রামের স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর রাবণ বিনষ্ট হইলে দেবতা ও চারণগণের সহিত সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। রামচন্দ্র রাক্ষসপুঙ্গবকে বিনষ্ট করিয়া সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। তখন দেবগণ শান্তিলাভ করিলেন, দিঙ্মণ্ডল সুপ্রসন্ন, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল, পৃথিবীতে স্থিরবায়ু প্রবাহিত এবং প্রভাকর পূর্ণপ্রভায় প্রকাশিত হইলেন। অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও লক্ষ্মণ হৃষ্টমনে অমিতবিক্রম রামকে জয় জয় শব্দে সংবর্দ্ধনা করিলেন। অমরেন্দ্র যেরূপ অমরনিকর-সংবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন, তাহার ন্যায় তৎকালে স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র বিপক্ষের প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বজন এবং সৈন্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া রণস্থলে সুশোভিত হইলেন। ১-৩৩।

একাদশাধিক-শততম সর্গ।

রাবণবধ দর্শনে বিভীষণের বিলাপ।

অনন্তর রাক্ষসরাজভ্রাতা বিভীষণ জ্যেষ্ঠ রাবণকে রণশায়ী দেখিয়া শোকাবেগে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হে বীর! তুমি একজন বিখ্যাত বীর, প্রবীণ এবং নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহার্হ শয্যায় শয়ন করা তোমার অভ্যাস, আজ কেন তুমি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছ? তোমার যে বাহু স্বর্ণাঙ্গদে বিভূষিত, আজ তাহা বিস্তীর্ণভাবে দীর্ঘাকারে নিশ্চেষ্ট হইয়া ধূলিধূসরিত! তোমার সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রত্ন-বিরাজিত কিরীট এখন ধূলিতে সংমিশ্রিত হইয়াছে! হে বীর! আমি তোমাকে পূর্ব্বে যে কথা কহিয়াছিলাম, তুমি কাম ও মোহের প্রভাবে তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। সুতরাং তাহা তোমার প্রীতিকর হয় নাই। দর্পের বশীভূত হইয়া প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক এবং তুমি, তোমরা কেহই আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই, এখন তাহাই ঘটিল। হায়! ধার্ম্মিকগণের সেতু ভগ্ন, ধর্ম্মের স্বরূপ নষ্ট এবং বলবীর্য্যের স্থিতিস্থান লুপ্ত; তুমি বীরগতি লাভ করিয়া আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইলে! হায়! সূর্য্য ভূতলে পতিত এবং চন্দ্র অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেন। হায়! বীরকুলচূড়ামণি রাবণের মৃত্যুতে অগ্নি শতঘট জলে নির্ব্বাপিত হইলেন। হে রাক্ষসশার্দ্দূল! তুমি যখন রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছ, তখন এই লঙ্কাবাসী নির্বীর্য্য লোকের আর কি আছে? আজ রামরূপ প্রবল বায়ু রাবণরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়াছেন। ধৈর্য্য এই বৃক্ষের পত্র, বেগ ইহার পুষ্প, তপোবল এবং শৌর্য্যই ইহার দৃঢ় মূল। আজ রাবণরূপ মত্তমাতঙ্গ রামরূপ সিংহের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; তেজ এই হস্তীর দন্ত, আভিজাত্য ইহার মেরুদণ্ড, কোপ ইহার হস্ত-পদ এবং প্রসন্নতাই করিশুণ্ড। আজ রামরূপ পয়োধির দ্বারা রাবণরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। পরাক্রম ও উৎসাহই ইহার জ্বলন্ত শিখা, নিশ্বাস ইহার ধূম এবং বলই দাহশক্তি। আজ রামরূপ ব্যাঘ্রের হস্তে রাবণরূপী বৃষ বিনষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসগণ ইহার লাঙ্গূল, ককুদ ও শৃঙ্গ, চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষু, এই বৃষ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও বেগে বায়ুতুল্য।" তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে এইরূপ শোকাকুল ও কাতর দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে এইরূপ হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "এই চণ্ডবিক্রম রাক্ষসরাজ রণে অক্ষম বা নিশ্চেষ্ট হইয়া বিনষ্ট হন নাই। ইনি অতিশয় বলশালী, মহোৎসাহী ও মৃত্যুভয়বিবর্জ্জিত, ইনি দৈবাৎ রণভূমিতে পতিত হইয়াছেন। শ্রীবৃদ্ধি যাঁহাদের প্রার্থনীয়, সেই সকল ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ বীরগণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে তাঁহাদিগকে নিহত মনে করা উচিত নহে এবং তাঁহারা কিছুতেই শোক করিতে পারেন না। যে বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তিন লোককে বিত্রাসিত করিয়াছেন, এই সময়ে তাঁহার উদ্দেশে শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যুদ্ধকার্য্যে নিয়তই যে জয়লাভ হইবে, এরূপ কোনও কথা নাই, লোকে হয় শত্রুকে বিনষ্ট করে, নয় ত শত্রুহস্তে স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়সম্মত এই গতি পূর্ব্বাপর বিহিত আছে, রণস্থলে ক্ষত্রিয় নিহত হইলে তদুদ্দেশে শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই তত্ত্ব অবগত হইয়া স্থিরনিশ্চয় ও বিশোক হও এবং এক্ষণে যাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা অবধারণ কর।" বিক্রান্ত রাজপুত্র রাম এই কথা কহিলে বিভীষণ শোকাকুল-মনে ভ্রাতার হিতোদ্দেশে এই কথা কহিলেন, "হে রামচন্দ্র! সমস্ত সুরগণ, এমন কি, ইন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন নাই, আজ তুমি সেই ঘোরবিক্রম রাবণকে মহাসমুদ্র যেরূপ বেলাভূমিকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় পরাস্ত করিয়াছ। এই মহাবীর অর্থীদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিয়াছেন, ভৃত্যগণকে ভরণ করিয়াছেন, বন্ধু-বান্ধবগণের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছেন, স্বয়ং নানাবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়াছেন, শত্রুগণ ইঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে। ইনি বেদান্তদর্শী, মহাতপা এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের অনুষ্ঠাতা; ইঁহার যেরূপ প্রেতকার্য্য কর্ত্তব্য, অনুমতি হইলে আমি তাহা সাধন করি।" তখন মহাত্মা রামচন্দ্র বিভীষণের এই প্রকার সকরুণ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাবণের প্রেতকার্য্য-সাধন ও তাহার স্বর্গারোহণোদ্দেশে যাহা কর্ত্তব্য, বিভীষণকে তাহা করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি বলিলেন, "মরণান্ত পর্য্যন্তই বৈরিতা। আমাদের যাহা উদ্দেশ্য,



[illegible]

[illegible]

তাহা সংসাধিত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি ইহার ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া সম্পন্ন কর; জানিও, রাবণ তোমার ন্যায় আমারও স্নেহপাত্র।" ১-২৬।

দ্বাদশাধিক-শততম সর্গ।

রাবণের রাক্ষসীমহিলাগণের বিলাপ।

অনন্তর রাক্ষসীগণ মহাত্মা রাঘবের হস্তে রাবণের প্রাণবিনাশ-বার্ত্তা-শ্রবণে শোকাকুল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইল। উহাদের কেশপাশ আলুলায়িত, বারংবার নিবারণ করিলেও উহারা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে; উহারা বৎসহীনা গাভীর ন্যায় নিতান্ত শোকাচ্ছন্ন। ঐ সকল রাক্ষসী লঙ্কার উত্তর-দ্বার দিয়া রাক্ষসদিগের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আপনাদের মৃত ভর্ত্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহারা 'হা আর্য্যপুত্র! হা নাথ!' এই কথা বলিয়া শোণিতকর্দ্দমপূর্ণ কবন্ধময় রণভূমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা ভর্ত্তৃশোকে শোকাকুল, তাহাদের নেত্র অশ্রুজলে পরিপূর্ণ, তাহারা যূথপতিহীন করিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভর্ত্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা দেখিতে পাইল, অদূরে মহাবীর্য্য, মহাকায়, মহাদ্যুতি রাবণ রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছে। তাহারা ভর্ত্তাকে রণভূমিতে শায়িত দেখিয়া, বনলতা ছিন্ন হইলে যেরূপ হয়, তাহারা ন্যায় তাহার দেহোপরি নিপতিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ সগৌরবে উহাকে আলিঙ্গন, কেহ বা উহার কর, চরণ ও কণ্ঠদেশ ধারণ-পূর্ব্বক রোদনে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বাহুদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল, কেহ বা উহার মুখচ্ছবি-দর্শনে মোহ প্রাপ্ত হইল, কেহ বা আপনার ক্রোড়দেশে ভর্ত্তার মস্তক রাখিয়া তদীয় মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তুষারসলিলে পদ্ম যেরূপ অভিষিক্ত হয়, তৎকালে তাহাদের বাষ্পবারিতে রাবণের মুখ সেইরূপ অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। ১-১০।

এইরূপে রাক্ষসীগণ ভর্ত্তার বিরহে অধীর হইয়া হাহাকার করত নানাপ্রকার করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। "যিনি বাসবকে বিত্রাসিত করিয়াছেন, যম যাঁহার ভয়ে শঙ্কিত, যিনি বল পূর্ব্বক কুবেরের পুষ্পকরথ লইয়া আসিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও দেবগণ যাঁহার ভয়ে সতত অস্থির, আজ তিনি বিনষ্ট ও ধূলিশায়ী। যাঁহার সুরাসুর-পন্নগ হইতে কিছুমাত্র উদ্বেগের আশঙ্কা ছিল না, তিনি আজ একজন পাদচারী সামান্য মনুষ্যের হস্তে বিনষ্ট হইলেন! যিনি দেবতা, দানব ও রাক্ষসের অবধ্য, আজ তিনি মানুষের বধ্য হইলেন। শক্র, অসুর ও যক্ষ যাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে না, আজ একজন মর্ত্ত্য মানবের হস্তে নিতান্ত নির্বীর্য্যের ন্যায় তিনি নিহত হইলেন!" তাহারা আরও বলিল, "মহারাজ! তুমি হিতবাদী-সুহৃদ্গণের হিতকর কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আপনার মৃত্যুর জন্য সীতাকে হরণ করিয়াছিলে এবং সেজন্য রাক্ষসগণের বধ-সাধন করিলে; এক্ষণে আমরাও সেই জন্য সমূলে নির্ম্মূলিত হইলাম। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণ তোমার হিতের জন্য কত কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহ-প্রযুক্ত আপনার মৃত্যুবাসনায় তাঁহার কথা লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার ক্রোধের উদ্দীপন করিয়াছ। হায়! যদি তুমি রামের সীতা রামকে প্রদান করিতে, তাহা হইলে আমাদের মূলহর এই বিপদ্-সঙ্ঘটন হইত না; অধিকন্তু রামের মনস্কামনা পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও মিত্রপক্ষ কৃতকার্য্য হইতেন, আমরা সকলে বিধবা হইতাম না এবং শত্রুগণের বাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারিত না। তুমি বল-পূর্ব্বক সীতাকে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলে, সেই কারণে তুমি আপনাকে ও রাক্ষসগণকে সমানরূপে নিপাতিত করিলে। হে রাক্ষসপুঙ্গব! যথার্থ বলিতে গেলে এ বিষয়ে তোমার দোষ কিছুই নাই, দৈবই সমস্ত যোজনা করে, দৈব নিহত না করিলে কেহ কাহাকে মারিতে পারে না। হে মহাবাহো! অসংখ্য রাক্ষস, বানর ও তোমার মৃত্যু, ইহা দৈবশক্তির কার্য্য এবং দৈবযোগে ইহা ঘটিয়াছে। যখন দৈবগতি ফলোন্মুখী হয়, তখন অর্থ, ইচ্ছা, বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই উহা নিবারণ করিবার নহে।" কুররী যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীগণ তৎকালে সমভাবে সজল-নয়নে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। ১১- ৬।

ত্রয়োদশাধিক-শততম সর্গ।

মন্দোদরীর বিলাপ ও রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

এই সময়ে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু দর্শন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল;—বলিল, "হে মহাবাহো! তোমার ক্রোধোদয় ঘটিলে দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। তোমার ভয়ে মহর্ষি, যশস্বী গন্ধর্ব্ব ও চারণ-গণ দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতেন। সেই তুমি একজন মনুষ্যের হস্তে আজ যুদ্ধে পরাজিত হইলে, অথচ ইহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে না! কি আশ্চর্য্য! তুমি দুঃসহ পরাক্রমপ্রভাবে ত্রিলোক আক্রমণ পূর্ব্বক শ্রীলাভ করিয়াছিলে, আজ কি না তুমি একজন বনচারী মানবের হস্তে নিহত হইলে! তুমি একজন কামরূপী, তোমার রাজধানী লঙ্কাপুরী মনুষ্যের অগম্য, আজ কি না একজন মনুষ্য এখানে আসিয়া তোমাকে বধ করিল! রামের হস্তে যে তোমার এ অবস্থা ঘটিয়াছে, আমি এ কথায় আস্থা করি না। আমার বিবেচনায় কৃতান্ত রামরূপে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন; তিনি তোমার প্রাণসংহারের জন্য এইরূপে অতর্কিত মায়াজাল বিস্তার করিয়া থাকিবেন। অথবা বোধ হয়, বাসব তোমাকে পরাভূত করিল। না তাহা কনই সম্ভাব্য নহে; তিনি যে যুদ্ধে দেবকণ্টক মহাবলশালী তোমার সম্মুখীন হইবেন, তাঁহার এমন কি সাধ্য? আমার বোধ হয়, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, পরমাত্মা, সনাতন, যিনি নিত্যপুরুষ ও মহাযোগী, যিনি আদি, অন্ত ও মধ্যহীন অর্থাৎ জন্মজরাবিনাশবিহীন, যিনি মহৎ হইতে মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, যিনি অজেয় ও অটল, সেই সত্যপরাক্রম মহাযোগী শ্রীমান্ বিষ্ণু মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া, লোকের হিতের জন্য রাক্ষসগণের সহিত ভয়াবহ দেবশত্রু তোমাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। নাথ! তুমি পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারা তোমার পূর্ব্ববৈরিতা স্মরণ করিয়া তোমাকে পরাস্ত করিয়া থাকিবে। যখন জনস্থানে মহাবীর খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়াছি, তখনই জানিয়াছি, রাম মনুষ্য নহেন। যখন সুরগণের

দুষ্প্রবেশ্য লঙ্কাপুরে হনুমান্ আপনার বলবীর্য্যপ্রভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তদবধি আমরা ব্যথিত হইয়া আছি। মহারাজ! আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, রামের সহিত বৈরিতা-সাধন করিও না; কিন্তু আমার কথায় তুমি যে কর্ণপাত কর নাই, তাহার পরিণাম এই ঘটিল। হে রাক্ষসপুঙ্গব! তুমি অকস্মাৎ সীতার প্রতি যে অভিলাষী হইয়াছিলে, তাহাতে তুমি আত্মীয়-স্বজন, দেহ ও ঐশ্বর্য্যের সহিত সমূলে বিনষ্ট হইলে! দেবী সীতা অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই পূজনীয়া জানকীকে হরণ করিয়া অতিশয় অসদৃশ কার্য্য করিয়াছ। বলিতে কি, তিনি সহিষ্ণুতাগুণে পৃথিবীর পৃথিবী, শ্রীর শ্রী এবং অতিশয় স্বামি-সোহাগিনী। তুমি পতিপ্রাণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে বিজন অরণ্য হইতে ছলে-বলে আনয়ন-পূর্ব্বক আপনার প্রাণ বিনষ্ট করিলে। হে প্রভো! তুমি সীতাসহবাসে অভিলাষী হইয়াছিলে বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না; প্রত্যুত সেই পতিব্রতার তপস্যাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে! যাঁহার প্রভাব-দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সাক্ষাৎ অগ্নিও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, তুমি যে সীতাহরণ-সময়ে তাঁহার ক্রোধাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হও নাই, ইহা তাঁহার মাহাত্ম্য বলিতে হইবে। নাথ! কাল উপস্থিত হইলে পাপীকে পাপফল ভোগ করিতে হয়, ইহার অন্যথাচরণ ঘটে না। যে শুভকারী সে শুভ এবং যে পাপকারী, সে পাপফল ভোগ করিয়া থাকে। বিভীষণের সুখ এবং তোমার এইরূপ অবস্থা তাহার নিদর্শন। নাথ! তোমার অন্তঃপুরে সীতা অপেক্ষা অসংখ্য রূপবতী রমণী আছে; কিন্তু তুমি কামপাশে আবদ্ধ হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলে না। সীতা কুল, রূপ ও গুণে কিছুতেই আমার অনুরূপ বা অধিক নহেন, কিন্তু তুমি মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পারিলে না। কারণ ব্যতিরেকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর মৃত্যু-সঙ্ঘটন হয় না; কিন্তু আমি দেখিতেছি, মৈথিলীই তোমার মৃত্যুর কারণ। আশ্চর্য্য! তুমি দূর হইতে এই মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। এক্ষণে রাঘবমোহিনী রাঘব-সমভিব্যাহারে মনের সুখে বিহারসুখ ভোগ করিবেন, হতভাগিনী মন্দোদরী শোকসাগরে নিমগ্না। প্রাণবল্লভ! তুমি আমাকে লইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু-পর্ব্বত, চৈত্ররথ-কানন ও অপরাপর দেবোদ্যান কত স্থানেই বিহার করিয়াছ। আমি তোমার সহিত একত্রিত হইয়া বিচিত্র মাল্য পরিধান ও সুন্দর বসন-ভূষণ ধারণ করিয়া, দিব্যশ্রীসম্পন্ন হইয়া, নানাবিধ রমণীয় দেশ সকল সন্দর্শন করিয়াছি। হায়! সেই আমি আজ তোমার মৃত্যুতে সমস্ত ভোগভ্রষ্ট হইলাম! আজ আমি বিধবা! এক্ষণে জানিতে পারিলাম, রাজশ্রী অতিশয় চঞ্চল; অতএব এরূপ শ্রীকে ধিক্! রাজন্! তোমার মুখ ঔজ্জ্বল্যে সূর্য্য, কান্তিতে চন্দ্র, সৌন্দর্য্যে পদ্মতুল্য; তোমার ভ্রূযুগল উন্নত, নাসা সুন্দর ও ত্বক্ কমনীয়। মস্তক রত্নময় কিরীট ও প্রদীপ্ত কুণ্ডলে সুশোভিত ছিল। হায়! পানভূমিতে মদিরারসে নেত্রদ্বয় চঞ্চল হইলে তোমার মুখের কি অপরূপ মাধুরীই প্রকাশ পাইত! আলাপকালে মুখের কি সহাস্য মধুর বাক্য নিঃসৃত হইয়া কি শোভাই প্রকাশ পাইত! আজ উহা শ্রীহীন ও নিতান্ত মলিন। হায়! ইহা রামশরে আজ নির্ভিন্ন, মেদমজ্জার ক্লিন্ন, রুধিরধারায় রক্তবর্ণ ও রথোত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। হায়! আমি কখনও স্বপ্নেও যাহা চিন্তা করি নাই, অদৃষ্টক্রমে সেই পশ্চিমদশা ঘটিল। এক্ষণে আমি বিধবা হইলাম! আমার পিতা দানবাধিপতি, পুত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, এই কারণে আমার অন্তরে অতিশয় গর্ব্বের আধিপত্য ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমার রক্ষকেরা দুঃসাহসিক, প্রখ্যাতবীর্য্য ও দিগ্বিজয়ী। হায়! ঈদৃক্ প্রভাবসম্পন্ন তোমরা থাকিতে এই অপ্রত্যাশিত অতর্কিত মনুষ্যভয় কিরূপে সমুপস্থিত হইল? নাথ! তোমার এই শরীর স্নিগ্ধ, ইন্দ্রনীলবৎ শ্যামবর্ণ, পর্ব্বততুল্য সমুন্নত এবং কেয়ূর, অঙ্গদ, মুক্তা ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। ইহা বিহার-ভবনে প্রদীপ্ত এবং রণভূমিতে দুর্নিরীক্ষ্য ছিল; বিদ্যুৎ-সংযোগে মেঘের শোভা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় ইহা আভরণ-প্রভায় সবিশেষ অলঙ্কৃত থাকিত। আজ সেই শরীর অসংখ্য শরাঘাতে দিগ্ধ ও বিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে ইহার স্পর্শ আমার পক্ষে দুর্লভ জানিয়াও আমি আলিঙ্গন দান করিতে পারিতেছি না। কণ্টকাকীর্ণ শশকের শোভা যে প্রকার, তাহার ন্যায় তোমার সমস্ত শরীর বাণনিক্ষেপে লিপ্ত হইয়াছে। মর্ম্মভেদী শরপ্রহারে স্নায়ুবন্ধন শিথিল ও ছিন্ন হইয়াছে। বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ইহা ধরাতলে প্রসারিত, ইহার বর্ণ শ্যামল; কিন্তু এক্ষণে ইহা দেখিতে রক্তকান্তি। হায়! রামের হস্তে তুমি নিহত হইবে, ইহা স্বপ্নবৎ অলীক হইলেও এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইল। আশ্চর্য্য! তুমি মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াও এক্ষণে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়াছ! তুমি ত্রৈলোক্যের নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, ত্রৈলোক্যবাসী সকলে তোমাকে ভয় করিত। তুমি লোকপালজয়ী; অন্য কথা কি, তুমি এক সময়ে শঙ্করকেও যুদ্ধে টলাইয়াছিলে! তুমি দৃপ্তদিগের নিগ্রহবার্ত্তা, তোমার পরাক্রম সুপ্রথিত, তুমি লোকের ক্ষোভদায়ক এবং সিংহনাদে সকলের পীড়াদায়ক। তুমি শত্রুসমক্ষে স্বতেজে গর্ব্বোক্তি কর, তুমি স্বজন ও ভৃত্যগণকে রক্ষা করিয়া থাক, তুমি বীরগণের বীর্য্যক্ষয় করিতে কুণ্ঠিত নহ। তুমি যুদ্ধে সুরাসুর, যক্ষ ও নিবাতকবচ প্রভৃতি দানবগণকে দলন করিয়াছ। তুমি যজ্ঞধ্বংসে নিযুক্ত ছিলে, তুমি স্বজনকে প্রতিপালন এবং ধর্ম্মের মর্য্যাদা-ভেদ ও যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি করিতে। তুমি সতত দেবতা, অসুর ও মনুষ্য-কন্যাগণকে নানাস্থান হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে, তুমি পরস্ত্রীর শোক-বিধায়ক এবং স্ববলের অধিনায়ক। তুমি লঙ্কাপুরীর রক্ষাকর্ত্তা ও ভীষণ কার্য্যের বিধাতা, তুমি রথিশ্রেষ্ঠ, তোমা দ্বারা আমরা নানাবিধ উপভোগে পরিতৃপ্ত থাকিতাম। এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন ভর্ত্তাকে রামশরে নিহত দেখিয়া আমার দেহে যে প্রাণ রহিয়াছে, ইহাতেই বোধ হয়, আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। হে রাক্ষসেশ্বর! মহামূল্য সুখশয্যায় শয়ন করা তোমার অভ্যাস হইলেও এক্ষণে কি জন্য ধূলিধূসরিত হইয়া ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছ? যে দিন মহাবীর লক্ষ্মণ আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট করিয়াছে, সেই দিন আমি পুত্রশোকে অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আজ একেবারে নিপাতিত হইলাম। হায়! এখন আমাকে বন্ধুহীন, ভোগহীন ও তোমাহীন হইয়া চিরকাল শোকসাগরে ভাসিতে হইবে। রাজন্! তুমি আজ সুদীর্ঘ ও সুদুর্গম পথের পথিক হইয়াছ; অতএব আমাকেও তোমার অনুবর্ত্তিনী করিয়া লও, তাহা না হইলে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী কোথায় যাইতেছ? চাহিয়া দেখ, এই মন্দভাগিনী তোমার জন্য দীনভাবে শোক করিতেছে; তুমি না হয় একবার সান্ত্বনা কর। আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রামণ পূর্ব্বক এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি,

ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না? চাহিয়া দেখ, তোমার পত্নীদিগের লজ্জাবগুণ্ঠন খলিত হইয়াছে, তাহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে উপস্থিত, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না কেন? আমি তোমার ক্রীড়াসহচরী ছিলাম, এক্ষণে অনাথা হইয়া অনাশ্রিত হইয়াছি; অতএব আমাকে কি জন্য সান্ত্বনা করিতেছ না এবং কেনই বা আমার গৌরবাতিশয্য প্রদর্শন করিতেছ না? রাজন্! তুমি যে সকল পতিব্রতা ধর্ম্মরতা প্রমদাকে বিধবা করিয়াছ, তাহারা শোকাচ্ছন্ন হইয়া তোমার প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছে; সেই জন্যই আজ তুমি শত্রুহস্তে নিপাতিত। তাহারা অপকৃত হইয়া তোমার প্রতি যে অভিসম্পাত দিয়াছে, এক্ষণে তাহার ফলচিহ্ন উপস্থিত; 'পতিব্রতা প্রমদার চক্ষের জল অকস্মাৎ ভূপতিত হইলে তাহা বিফল যায় না,' এই যে একটি প্রবাদ-বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়, আজ তোমাতে তাহার সত্যতা দেখাইল। মহারাজ! তুমি একজন বীরকুলের চূড়ামণি, তুমি আপনার বিক্রমপ্রভাবে ত্রিলোককে আক্রমণ করিয়াছ; জানি না, কি জন্য সামান্য স্ত্রী-অপহরণে তোমার প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইল। তুমি স্বর্ণমৃগচ্ছলে রামলক্ষ্মণকে অপসারণপূর্ব্বক জানকীকে আশ্রম হইতে অপহরণ করিয়াছিলে কেন? তুমি কখনও যুদ্ধে কাতর হও নাই; তবে যে এরূপ করিলে, ভাগ্যদোষে ইহা আসন্ন-মৃত্যুরই লক্ষণ। আশ্চর্য্য! তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞানে সুপণ্ডিত, তথাপি তুমি যে মৈথিলীকে হরণ করিয়া আনিয়াছ ইহা আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। হায়! আমার সত্যবাদী দেবর, সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন করিলে, তদ্দর্শনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আজ তাহা সত্য, অর্থাৎ রাক্ষসকুল বিনষ্ট হইল। মহারাজ! তোমার কাম-ক্রোধ-সমুত্থিত ব্যসন হইতে এই সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইল। এখন রাক্ষসকুল এককালে অনাথ ও নির্ম্মূল। তোমার পৌরুষ ও পরাক্রম লোকবিদিত, তোমার ন্যায় বীরের এরূপ গতি শোকের কারণীভূত নহে, তাহা আমি জানি; তবে যে শোক করিতেছি, স্ত্রীবুদ্ধির অধীনতাপ্রযুক্ত করুণার কাতরতাই ইহার মূল কারণ। হে বীর! তুমি আপনার সুকৃত ও দুষ্কৃত কার্য্য লইয়া বীরপথে প্রস্থিত হইয়াছ, আমি কেবল তোমার অভাবে দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ বলিয়া দুঃখ করিতেছি। নাথ! তুমি হিতকামী সুহৃদগণের ও ভ্রাতাগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত কর নাই। আমার দেবর বিভীষণ তোমাকে সদ্ভাবে যে সকল শ্রেয়োজনক কথা বিধিমতে বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাও গ্রাহ্য কর নাই। তুমি বীর্য্যবত্তাপ্রযুক্ত মারীচ, কুম্ভকর্ণ এবং আমার পিতার অনুরোধে দৃষ্টিপাত কর নাই, এক্ষণে তাহার এই প্রকার ফল ঘটিল। জীবিতেশ্বর! তোমার শরীর নীলজীমূত তুল্য, পরিধান পীতবস্ত্র, করে সুবর্ণাঙ্গদ; তুমি রক্তাক্তকলেবরে দেহ-বিদারণ-পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছ কেন? তুমি প্রসুপ্তের ন্যায় ধরাশায়ী রহিয়াছ, আমাকে শোকার্ত্ত দেখিয়া সান্ত্বনা করিতেছ না কেন? আমি মহাবীর্য্য রাক্ষস সুমালীর দৌহিত্রী, তুমি আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না কেন? মহারাজ! এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, এই নূতন পরাভব-সময়ে তুমি কি জন্য শয়ন করিয়া আছ? হায়! আজ সূর্য্যরশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কাপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তুমি সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত বজ্রধরের ন্যায় যে পরিঘপ্রহারে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে, যাহাকে তুমি সতত গন্ধমাল্যে অর্চ্চনা করিতে, যে অস্ত্র হেমজাল-বিজড়িত, তাহা আজ সহস্রভাগে খণ্ডিত হইয়া ভূতলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। নাথ! এক্ষণে তুমি রণভূমিকে প্রিয়তমা মনে করিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিয়া আছ, আর আমাকে অপ্রিয়ার ন্যায় সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? হায়! আমার হৃদয়কে ধিক্! কারণ, তোমার জীবনবিনাশে ইহা এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!" ১-৮৫।

রাক্ষসরাজমহিষী মন্দোদরী সজলনয়নে দীনভাবে এইরূপ অনুতাপ ও বিলাপ করিতে করিতে স্নেহাতিশয্যে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শোকাচ্ছন্ন হইয়া সন্ধ্যারাগরক্তিমবর্ণ জলদজালে বিদ্যুতের সম্মিলন ঘটিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় রাবণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইলেন। সে সময়ে উঁহার সপত্নীগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া রোদন করিতে করিতে উঁহাকে ভর্ত্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপিত করিলেন এবং সান্ত্বনাবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "দেবি! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত, ইহা কি তুমি বিদিত নহ এবং দশাবিপর্য্যয় ঘটিলে রাজার রাজলক্ষ্মী যে চপলভাব ধারণ করে, ইহা কি তুমি জান না?" তাঁহারা রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া, আপনারা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলে স্তন ও সুবিমল মুখমণ্ডল বিধৌত হইয়া গেল। ৮৬-৯০।

ইত্যবসরে রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন, "বিভীষণ! তুমি এক্ষণে ভ্রাতা রাবণের অগ্নিকার্য্য ও স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা কর।" তখন ধীমান্ বিভীষণ বুদ্ধিবলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুগত বিনীতবাক্যে কহিলেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্মত্যাগী, ক্রূর, মিথ্যাবাদী ও পরস্ত্রী-স্পর্শ-নিবন্ধন পাতকী, তাহার অগ্নিসংস্কার করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি না। এই রাক্ষসরাজ সম্বন্ধে অগ্রজ, সুতরাং গুরুত্বগৌরবে পূজ্য; কিন্তু এ ব্যক্তি ভ্রাতৃরূপী শত্রু, কিছুতেই পূজা পাইবার উপযুক্ত নহেন। আমি ইঁহার অগ্নিকার্য্য না করিলে হয় ত পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যে আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া ঘোষণা করিবে; কিন্তু ইঁহার ব্যবহারের পরিচয় পাইলে তাহারা পুনর্ব্বার বলিবে, বিভীষণ অন্যায় কার্য্য করেন নাই।" ৯১-৯৫।

তখন ধার্ম্মিকবর বাক্যজ্ঞ রামচন্দ্র বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! তোমার প্রভাবে আমি জয়শ্রী লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমার কোনওরূপ প্রিয়কার্য্য সাধন করা আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিভীষণ! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত কর, এই রাক্ষসরাজ রাবণ যদিও অধার্ম্মিক ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত, কিন্তু এ ব্যক্তি তেজস্বী ও বলবান্। শুনিয়াছি, ইন্দ্রাদি দেবগণ ইঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই; রাবণ অতিশয় বলদৃপ্ত এবং মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহা হউক, মরণান্ত পর্য্যন্তই বৈরিতা; আমাদের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সাধিত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি ইঁহার অগ্নিকার্য্য কর; ইনি তোমার যেমনি, আমারও তেমনই। যদি তুমি ধর্ম্মানুসারে রাবণের অগ্নিকার্য্য সমাধা কর, তাহা হইলে তুমি লোকের নিকটে যশোভাগী হইবে।" তখন বিভীষণ রামের কথানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া নিহত ভ্রাতা রাবণের অগ্নিসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিয়া রাবণের অগ্নিহোত্র বাহির করিয়া দিলেন। অনন্তর শকট, দারুপাত্র, অগ্নি, যাজক, চন্দনকাষ্ঠ, অন্যান্য কাষ্ঠ, সুগন্ধী অগুরু, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য, মণি, মুক্তা

ও প্রবাল পাঠাইয়া দিলেন। তিনি রাক্ষসগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া মাল্যবান্‌কে লইয়া আগমন-পূর্ব্বক অগ্নিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসব্রাহ্মণেরা রাবণকে পট্টবসন পরাইয়া সজলনয়নে সুবর্ণ-শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। তূর্য্যবাদকেরা তূর্য্যবাদনের সহিত রাবণের স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইল। বিভীষণ প্রমুখ সকলে বিচিত্র পতাকা-বিশোভিত শিবিকা উত্তোলন করিয়া কাষ্ঠভার গ্রহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। অধ্বর্য্যুগণ পাত্রস্থিত প্রদীপ্ত অগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, শরণাগত ব্যক্তিগণ অনুবর্ত্তী হইল। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ সরোদনে দ্রুতগতিতে রাবণের অনুবর্ত্তী হইল। ৯৬-১১০।

অনন্তর সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দীনমনে রাবণকে পবিত্রস্থানে অবতারণ করিল এবং বিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেতচন্দন, পদ্মক ও উশীরদ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাঙ্কব চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া দিল। অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র রাবণের পিতৃমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে বেদি রচনা করিয়া যথাস্থানে বহ্নি স্থাপন করিলেন। পরে রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপ-পূর্ব্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উলূখল রাখিয়া দিলেন এবং দারুপাত্র, অরণি ও মুষল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পিতৃমেধ-কার্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত ও ঋষি-বিহিত বিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার ঘৃত-সংযুক্ত মেদ দ্বারা এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে বসাইয়া দিলেন। রাক্ষসেশ্বরকে ক্রমে গন্ধমাল্যে ও বিবিধ বসনে অলঙ্কৃত করিয়া উহার দেহোপরি লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। বিভীষণ যথাবিধি রাবণের অগ্নিকার্য্য করিলেন। রাক্ষসবীরের দেহ ভস্মীভূত হইলে তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্রবসনে যথাবিধি সদর্ভ তিলোদকে উহার তর্পণ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া অনুনয়-বিনয় সহকারে তাহাদিগকে প্রতিগমনে অনুরোধ করিলে, তাহারা যথাস্থানে গমন করিল। তাহারা প্রস্থান করিলে পর রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ বিনীতভাবে রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বজ্রধর ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুর বধ করিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে রিপু বিনষ্ট করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। অনন্তর শত্রু-নিসূদন রামচন্দ্র শত্রুসংহার করিয়া, মহেন্দ্রদত্ত বর্ম্ম, শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ১১১-১২২।

চতুর্দ্দশাধিক-শততম সর্গ।

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক।

অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ রাবণকে নিপাতিত দেখিয়া স্ব স্ব বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক উক্ত বিষয় বলিতে বলিতে যথাস্থানে গমন করিলেন; রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধ, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, হনুমান্ ও লক্ষ্মণের অনুরাগ এবং বিক্রম, সীতার পাতিব্রত্য, এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রহৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র দেবসারথি মাতলিকে সমুচিত সম্মান করিয়া অগ্নিপ্রভ রথ লইয়া প্রতিগমনে অনুমতি দিলেন। সারথিও রামের আজ্ঞায় রথারোহণ-পূর্ব্বক দ্যুলোকে উত্থিত হইলেন। ১-৫।

সুরসারথি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলে রামচন্দ্র পরম প্রীতমনে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন; লক্ষ্মণ রামকে অভিবাদন করিলেন; বানরগণ রামের বীরত্বের সবিশেষ সুখ্যাতি করিতে লাগিল। এই সময়ে রাম সেনানিবেশে সমুপস্থিত হইয়া সমীপবর্ত্তী শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সৌম্য! তুমি এক্ষণে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর; ইনি আমাদের ভক্ত, অনুরক্ত ও পূর্ব্বোপকারী। বলিতে কি, রাবণানুজকে লঙ্কার সিংহাসনে সমুপবিষ্ট দেখি, ইহা আমার নিতান্ত বাসনা।" মহাত্মা রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, লক্ষ্মণ তদ্বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বানরেন্দ্রের হস্তে স্বর্ণ-কলস প্রদান করিয়া সমুদ্রসলিল আনয়নার্থে আদেশ করিলেন। আদেশপ্রাপ্তিমাত্র মনের ন্যায় বেগগামী বানরগণ কলস জলপূর্ণ করিয়া সমুদ্র হইতে জল আহরণ করিল। অনন্তর লক্ষ্মণ পরমাসনে বিভীষণকে উপবেশন করাইয়া জলপূর্ণ একটি কলস গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি সুহৃদ্গণে সংবেষ্টিত হইয়া রামের আদেশে যথাবিধি লঙ্কাপুরে বিভীষণকে রাজা করিলেন। বিভীষণ অভিষিক্ত হইলে তাঁহার অমাত্য ও অনুগতগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন দেবর্ষি, রাক্ষস ও বানরগণ সকলে আনন্দিত হইয়া রামের স্তব করিতে লাগিল। লঙ্কাপুরে বিভীষণকে অভিষিক্ত দেখিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত অতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রক্ষোরাজ বিভীষণ প্রকৃতিপুঞ্জকে সান্ত্বনা করিয়া রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পৌরগণ প্রীতমনে রাজাকে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্প উপহার প্রদান করিল। তিনি ঐ সকল মাঙ্গল্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে প্রত্যর্পণ করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র বিভীষণকে কৃতকৃত্য ও সমৃদ্ধার্থ দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতির জন্য ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রণত ও কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিত শৈলোপম মহাবীর হনূমান্‌কে কহিলেন, "তুমি সৌম্য মহারাজ বিভীষণের অনুজ্ঞাক্রমে লঙ্কাপুরে প্রবেশ কর এবং জানকীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। অনন্তর সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও আমাদের কুশল-সংবাদ জানাইয়া, লঙ্কেশ্বর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন, জানাইও। হে বীর! তুমি জানকীর নিকটে এই প্রিয়সংবাদ জানাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যুত্তর লইয়া আইস।" ৬-২৬।

পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ।

হনূমান্মুখে সীতার শুভসংবাদপ্রাপ্তি।

অনন্তর মহাবীর মারুতি রামের আদেশে বিভীষণের নিকটে বিদায় লইয়া লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে সমুচিত সম্মান করিলে তিনি বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিলেন। হনূমান্ জানকীর পূর্ব্বপরিচিত। তিনি ন্যায়মতে বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্রহভয়গ্রস্তা রোহিণীর ন্যায় জানকী অতিশয় দীনভাবাপন্ন, রাক্ষসীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তিনি বৃক্ষমূলে নিরানন্দে সমুপবিষ্ট। তখন হনূমান্ নিকটবর্ত্তী হইয়া সীতাকে প্রণাম পূর্ব্বক বিনীত ও নিশ্চলের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। ১-৪।

জানকী হনূমান্‌কে সমুপস্থিত দেখিয়া, চিনিতে না পারিয়া,

কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবাবলম্বন করিলেন। অনন্তর স্মরণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। প্লবগোত্তম হনূমান্ তাঁহার সৌম্য-মুখ দর্শন করিয়া, রামচন্দ্র যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "বৈদেহি! মহানুভব রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত কুশলে আছেন, এক্ষণে তিনি শত্রু সংহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি আপনার কুশল-সংবাদ জানিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। দেবি! মহাত্মা রাম লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানরসৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে বীর্য্যবান্ রাবণকে বিনষ্ট করিয়াছেন। আমি আপনাকে সেই প্রিয়-সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছি এবং আপনার সন্তোষ-সাধনের জন্য পুনর্ব্বার বলিতেছি, রামচন্দ্র আপনার প্রভাবে রণজয়ী এবং এত দিনের পর তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি মনের সন্তাপ দূর করুন এবং সুস্থ হউন, ঘোর শত্রু রাবণ নিহত ও লঙ্কাপুরী আয়ত্তীভূত হইয়াছে। রামচন্দ্র কহিয়াছেন, 'আমি তোমার শত্রুজয় করিবার জন্য নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া, প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে রাবণ-গৃহে অবস্থিতি-নিবন্ধন তুমি মনে শঙ্কা করিও না; আমি লঙ্কার আধিপত্য বিভীষণ-হস্তে সম্প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি সমাশ্বস্ত হও, মনে কর, যেন স্বভবনে অবস্থিতি করিতেছ। তোমার দর্শনার্থী হইয়া হৃষ্টমনে বিভীষণ এখনই তোমার নিকটে যাইবেন'।" ৫-১৪।

ইন্দুনিভাননা সীতাকে এই কথা কহিলে, তিনি আনন্দাতিশয্যে কোনও কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর হনূমান তাঁহাকে বাঙনিষ্পত্তি করিতে না দেখিয়া কহিলেন, "দেবি! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? কেনই বা আমাকে কোনও উত্তর প্রদান করিতেছেন না?" হনূমান্ ধর্ম্মপরায়ণা সীতাকে এই কথা কহিলে, তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বাষ্পগদগদ-বাক্যে কহিলেন, "বৎস! তোমার মুখে ভর্ত্তার বিজয় সংক্রান্ত এই প্রিয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া গুরু প্রহর্ষ-নিবন্ধন আমি ক্ষণকাল বাক্যোচ্চারণ করিতে পারি নাই। বলিতে কি, তুমি আমাকে যে কথা শুনাইয়াছ, তাহার অনুরূপ দান করিয়া সুখী হইতে পারি, এরূপ বস্তু সংসারমধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। হিরণ্য, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্যাধিপত্য, কিছুই ইহার অনুরূপ হইতে পারে না।" ১৫-২১।

বৈদেহী এই কথা কহিলে, বানরবর হনূমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবি! আপনি ভর্ত্তার হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। হে অনিন্দিতে! আপনিই কেবল এরূপ স্নিগ্ধবাক্য বলিতে পারেন। দেবি! আমি আপনার সুস্নিগ্ধ প্রিয়-বাক্যের নিকট ধন, রত্ন ও দেবরাজ্যও অধিক বলিয়া মনে করি না। যখন ত্রিলোকবিজয়ী রামকে শত্রুসংহার করিতে দেখিয়াছি, তখন বস্তুতঃ দেবরাজ্য অপেক্ষা অধিক বস্তু আমি লাভ করিয়াছি।" জনকনন্দিনী জানকী হনূমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে শুভতর ...্য বলিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "বৎস! তুমি বিশুদ্ধ ...সুখকর অষ্টাঙ্গবুদ্ধিবিশিষ্ট সারবাক্য বলিতে পার, তুমি বায়ুর ...্যাপর পুত্র, পরম ধার্ম্মিক; বল, বিক্রম, বীরত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, ...্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌর্য্য ও বিনয় প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণ ...কে বিরাজিত আছে।" সীতার বাক্যে অণুমাত্র বিকৃত না হইয়া হনূমান্ পুনর্ব্বার হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সীতাকে কহিলেন, "যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই রাক্ষসীগণের সকলকেই বিনাশ করি। ইহারা আপনাকে এত দিন বিবিধরূপে নির্য্যাতন করিয়াছে। আপনি পতিচিন্তায় কৃশ হইয়া যৎকালে অশোকবনে বাস করিয়া অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন, তৎকালে এই সকল ঘোররূপা, নৃশংসা, অতি কুটিলদর্শনা নিশাচরী আপনাকে নিয়ত ভর্ৎসনা করিত। আমি দেখিয়া গিয়াছিলাম, এই বিকৃতবদনা রাক্ষসী সকল রাবণের আদেশমতে আপনাকে নিরন্তর বিবিধ পরুষবাক্য বলিত। আমার ইচ্ছা হইতেছে, এই বিকৃতাকারা, বিকৃতবদনা, ক্রূরস্বভাবা, ক্রূরদর্শনা, রুক্ষকেশী রাক্ষসীদিগের সকলকেই বিবিধরূপে প্রহার করিয়া বধ করি। আপনার অহিত ও পরুষভাষিণী এই সকল রাক্ষসীকে আমি মুষ্টি, চপেটাঘাত, বাহুপ্রহার, দারুণ জানুপ্রহার, দংশন, কর্ণনাসাচ্ছেদন ও কেশাকর্ষণ ইত্যাদি বিবিধ প্রহার দ্বারা পীড়ন করত বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" ২২-৩৫।

হনূমানের এই বাক্য শুনিয়া দীনবৎসলা দয়ার্দ্রচেতা জানকী বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "এই সকল রাক্ষসী প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী; প্রভুর বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই আমার অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল, অতএব হনূমন্! ইহারা কি প্রকারে ক্রোধের বিষয় হইতে পারে? ভাগ্যবৈষম্যদোষ এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতনিবন্ধনই আমি এই সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করিতেছি। মহাবাহো! তুমি এরূপ প্রস্তাব করিও না; দৈবের গতিই এরূপ দুর্ব্বোধ। নিশ্চয় জানিবে, আমি দশা অনুসারে এই সমস্ত ভোগ করিতেছি। আমি দয়াপরবশ হইয়া এই সকল রাক্ষসীর অপরাধ ক্ষমা করিতেছি। ইহারা রাবণের আজ্ঞামতেই আমাকে পীড়ন করিয়াছে, এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে, ইহারাও আর আমাকে পীড়ন করিবে না। হে পবননন্দন প্লবগোত্তম! ইতিবৃত্তে ভল্লুক ব্যাঘ্রের নিকট এ সম্বন্ধে যে একটি শ্লোক বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। পাপাচারীর পাপ আর একজন গ্রহণ করে না; সুতরাং নিয়ম রক্ষা করা সাধুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ, চরিত্রই সজ্জনগণের ভূষণ। অতএব হনূমন্! পাপকারী, অশুভকারী বা বধার্হ ব্যক্তিদিগেরও উপর দয়া করা আর্য্যজনের কর্ত্তব্য। অপরাধ না করে, এমন ব্যক্তিই নাই। লোকের হিংসা করাই যে সকল নিষ্ঠুর পাপাত্মার ক্রীড়া ও আমোদ, তাহারা বিবিধ পাপ করিলেও তাহাদিগের উপর অশোভন কার্য্য করিতে পারা যায় না।" ৩৬-৪৪।

অনিন্দিতা রামভার্য্যা সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ হনূমান্ কহিলেন, "দেবি! বুঝিলাম, আপনি রামচন্দ্রের অনুরূপ গুণান্বিতা উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী, এক্ষণে অনুমতি করুন, রাম-সমীপে গমন করি।" হনূমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী সীতা কহিলেন, "আমি ধর্ম্মবৎসল ভর্ত্তাকে সত্বর দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি হনূমান্ জানকীর হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি! শচী যেরূপ সহস্রাক্ষকে দর্শন করেন, তদ্রূপ আপনিও নিহতশত্রু, মিত্রপরিবৃত, সলক্ষ্মণ, পূর্ণচন্দ্রানন রামচন্দ্রকে দর্শন করিবেন।" লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমান জানকীকে এই কথা বলিয়া হনূমান্ রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

হরিবর মারুতি পুরন্দরপ্রতিম রামচন্দ্রকে জানকী যাহা বলিয়া দিয়াছেন, যথাক্রমে সমুদায় নিবেদন করিলেন। ৪৫-৫১।

ষোড়শাধিক-শততম সর্গ।

রামের নিকট সীতানয়ন।

মহাপ্রাজ্ঞ আঞ্জনেয় ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কমললোচন রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, "যাঁহার জন্য এই সমস্ত উদ্‌যোগের এবং যিনি সমুদায় উদ্‌যোগের ফলস্বরূপ, সেই শোকসন্তপ্তা সীতাকে দর্শন করা এক্ষণে আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। শোকাবিষ্টা মৈথিলী আপনার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করত আপনাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বপ্রত্যয় বশতঃ বিশ্বাস করিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে আমাকে বলিলেন, 'আমি ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি'।" ১-৪।

হনূমানের কথা শুনিয়া ধার্ম্মিকপ্রবর রাম বাষ্পাকুললোচনে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; পরে সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সমীপস্থ মেঘসঙ্কাশ বিভীষণকে কহিলেন, "সীতাকে স্নান এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও ভূষণে সজ্জিত করাইয়া এই স্থানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।" রামের এই বাক্য শ্রবণ করত শ্রীমান্ রাক্ষসরাজ বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রে স্বকীয় রমণীগণ দ্বারা সীতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বিনীতভাবে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া সীতাকে কহিলেন, "দেবি বৈদেহি! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি দিব্যাঙ্গরাগে চর্চ্চিতা ও দিব্যাভরণে ভূষিতা হইয়া সত্বর শিবিকায় আরোহণ করুন। আপনার ভর্ত্তা আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন।" ৫-১০।

এই কথা শুনিয়া জনকনন্দিনী বিভীষণকে কহিলেন, "রাক্ষসেশ্বর! বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমি স্নান না করিয়াই ভর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহার কথা শুনিয়া বিভীষণ কহিলেন, "ভর্ত্তা যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই আপনার কর্ত্তব্য।" তাঁহার সেই কথায় পতিপরায়ণা জানকী পতিভক্তি বশতঃ উত্তর করিলেন, "তবে তাহাই হউক।" অনন্তর বিভীষণ বৈদেহীকে স্নান, অঙ্গরাগ, বিবিধ ভূষণ ও মহামূল্য দিব্যবসন পরিধান করাইয়া উত্তমাসনসমন্বিত শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। রাক্ষস প্রহরীরা শিবিকা বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। বিভীষণ প্রহৃষ্টচিত্তে চিন্তাপরায়ণ রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "জানকী আগমন করিয়াছেন।" ১১-১৬।

রাক্ষসের গৃহে বহুকাল অবস্থিতা সীতা আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অরিন্দম রামের অন্তঃকরণে এককালে রোষ, হর্ষ এবং করুণা উপস্থিত হইল। তিনি শিবিকারূঢ় সীতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সন্তাপিত মনে বিভীষণকে কহিলেন, "হে মদ্বিজয়াভিলাষিন্ সৌম্য রাক্ষসেশ্বর! জানকীকে সত্বর আমার নিকট লইয়া আইস।" রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধার্ম্মিকবর বিভীষণ সত্বর তত্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে অপসারিত করিতে আদেশ করিলে কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী প্রহরিগণ বেত্র ও ঝর্ঝর হস্তে লইয়া জনতাদূরীকরণ করত ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই তাড়িত হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগের কোলাহলে বায়ুবিলোড়িত সাগরের ন্যায় এক তুমুল শব্দ উপস্থিত হইল। চারিদিকে বানরাদি সকলেই উৎসার্য্যমান হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া রাম দয়াপরবশ হইয়া কুপিতভাবে বিভীষণকে নিবারণ করিলেন এবং দৃষ্টিবিক্ষেপ দ্বারা দগ্ধ করত ক্রোধভরে মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে কহিলেন, "তুমি কি জন্য এই সকল ব্যক্তিকে ক্লেশ দিয়া আমার অনাদর করিতেছ? এখনই উহাদিগের উদ্বেগ শান্ত কর, ইহারা সকলই আমার স্বজন। কি গৃহ, কি বস্ত্র, কি প্রাচীর, কিংবা ঈদৃশ লোকাপসরণাদিরূপ সম্মাননা কিছুই স্ত্রীলোকের আবরণ নহে, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। ব্যসনকাল, কষ্টকাল, যুদ্ধস্থল, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোকের দর্শনে দোষ হয় না। সীতাও এক্ষণে বিপদ্‌গতা ও মহৎ কষ্টে পতিতা হইয়াছেন; অতএব এতাদৃশ সময়ে বিশেষতঃ আমার সমক্ষে ইঁহার দর্শনে দোষ নাই, অতএব সীতা শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পদব্রজেই এখানে আগমন করুন। বানরবৃন্দ আমার সমক্ষে বৈদেহীকে দর্শন করুক।" ১৭-৩০।

রামের বাক্য শুনিয়া বিভীষণ বিমর্ষ ও বিনীতভাবে সীতাকে রাম-সকাশে আনয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনূমান্ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন। জানকী লজ্জায় যেন স্বীয় গাত্রমধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। শুভাননা পতিদেবতা জানকী বিস্ময়, হর্ষ ও স্নেহভরে বহুক্ষণ ধরিয়া পতির সুন্দর মুখ দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সৌম্য মুখমণ্ডল অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মৈথিলীর মনোব্যথা দূর হইল। তখন তাঁহার বদনমণ্ডল বিমল শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৩১-৩৫।

সপ্তদশাধিক-শততম সর্গ।

সীতার প্রতি রামের কঠোরোক্তি।

জানকী বিনীতভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দর্শন করিয়া রাম হৃদ্গতভাব তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, "ভদ্রে! রণস্থলে শত্রুকে বধ করিয়া আমি তোমায় উদ্ধার করিলাম। পৌরুষবলে যাহা যাহা করিতে হয়, তাহা করিয়াছি; এক্ষণে ক্রোধের পার প্রাপ্ত হইলাম। অপবাদ-নিবন্ধন কলঙ্ক মার্জ্জনা করিলাম; অপমান ও শত্রু উভয়ই এককালে বিনষ্ট হইল। আজ আমার পৌরুষ প্রকাশ পাইল, আজ আমার পরিশ্রম সফল হইল। আজ আমি উত্তীর্ণপ্রতিজ্ঞ হইলাম; আজ আমি আপনি আপনার হইলাম। আমি অনুপস্থিত থাকায় চপলচিত্ত নিশাচর যে তোমায় হরণ করিয়াছিল, সে দৈবকৃত দোষ; মানুষ হইয়া আজ আমি সেই দৈবকে অপনীত করিলাম। যে ব্যক্তি অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষবলে তাহার মার্জ্জনা করে, তাহার পৌরুষে প্রয়োজন কি? সে ... হইলেও তাহাকে লঘুচেতা বলা যায়। হনূমানের সমুদ্র-লঙ্ঘন লঙ্কা-দহনাদি যে শ্লাঘনীয় কার্য্য সকল, আজ তাহা সফল হই[ল]। সুগ্রীব যে যুদ্ধবিক্রম-প্রদর্শন, মন্ত্রণা-প্রদান এবং সসৈন্যে পরি[শ্রম] করিয়াছিলেন, আজ তাহাও সার্থক হইল। যিনি স্বীয় ভ্রাতা

পরিত্যাগ করিয়া আপনা হইতেই আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজ সেই বিভীষণের পরিশ্রম সফল হইল।" ১-৯।

রামচন্দ্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সীতা মৃগীর ন্যায় উৎফুল্ললোচন হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। সমীপবর্ত্তিনী প্রিয়তমাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া রামের মন দ্বিধা বিভক্ত হইল। লোকাপবাদ ভাবনা করিয়া প্রভূতঘৃতসিক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার ক্রোধ সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি ভ্রুকুটি-সহকারে বক্রভাবে দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যস্থিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জানকীকে কহিলেন, "তাপসবর অগস্ত্য মুনি যেমন জীবলোকের দুরাধর্ষ দক্ষিণদিক্ জয় করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি; অবমাননা-মার্জ্জনার জন্য মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই .. রিয়াছি; কোন অভিলাষ-প্রেরিত হইয়া এ কার্য্য করি নাই। ভদ্রে! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি জানিবে, আমি সুহৃদ্গণের বীর্য্যবলে যে দারুণ রণশ্রম করিয়াছি, তাহা তোমার জন্য নহে। আমি প্রখ্যাত বংশের মর্য্যাদা রক্ষা ও তোমার অপহরণ-জনিত অপবাদ অপনয়ন এবং নিজের কলঙ্ক-মার্জ্জন জন্যই এই কার্য্য করিয়াছি। সীতে! তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং তুমি আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া নেত্ররোগীর সম্মুখস্থিত দীপশিখার ন্যায় আমাকে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দিতেছ। অতএব জানকি! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এই দশদিক্ দেখিতেছ, ইহার যেখানে ইচ্ছা হয়, সেই দিকেই গমন কর; তোমার আর আমার প্রয়োজন নাই। যে স্ত্রী পরগৃহে বহুকাল বাস করিয়াছে, কোন্ সদ্বংশজাত তেজস্বী পুরুষ লোভবশতঃ সুহৃদ্বোধে সেই স্ত্রীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে? তুমি রাবণের অঙ্কে আকৃষ্ট হইয়াছ এবং রাবণ দোষযুক্ত কামদৃষ্টিতে তোমাকে দর্শন করিয়াছে; অতএব আমি কি প্রকারে তোমায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় সুমহৎ বিশুদ্ধ বংশকে কলঙ্কিত করিতে পারি? যে অভিপ্রায়ে আমি তোমায় উদ্ধার করিয়াছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর। আমি কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াই তোমাকে ইহা বলিলাম। যদি তোমার অভিরুচি হয়, তুমি লক্ষ্মণ, ভরত বা শত্রুঘ্নের নিকটেও থাকিতে পার; অথবা সীতে! সুগ্রীব কি বিভীষণকেও আত্মসমর্পণ করিতে পার; কিংবা যেখানে নিজের স্বচ্ছন্দবোধ হয়, সেই স্থানেই গমন কর। তুমি রাবণের গৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ তাহাতে আবার তোমার রূপ অলোকসামান্য। সীতে! তোমার দিব্য রূপ-দর্শনে এবং ঈদৃশ সুযোগ লাভে রাবণ যে নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব হয় না।" যিনি চিরকাল প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, অভিমানিনী সেই জনকনন্দিনী প্রিয়তম রামের মুখে এতাদৃশ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া গজেন্দ্রশুণ্ডকর্ষিতা লতার ন্যায় মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন। ১০-২৫।

অষ্টাদশাধিক-শততম সর্গ।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

রাম সরোষে এতাদৃশ দারুণ রোমহর্ষণ বাক্য কহিলে সীতা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। মহতী জনতাসমীপে প্রিয়পতির সেই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকাত্মজা লজ্জায় অবনত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বাক্যবাণে গাঢ় বিদ্ধ হওয়াতে শল্যবিদ্ধের ন্যায় তাঁহার যাতনা হইতে লাগিল। তিনি অশ্রুপরিপ্লুত মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া গদগদস্বরে ধীরে ধীরে ভর্ত্তাকে কহিলেন, "বীর! প্রাকৃতজনেরা প্রাকৃতা নারীকে যেমন বলিয়া থাকে, আপনি তেমনি আমাকে ঈদৃশ শ্রুতিকঠোর অসদৃশ বাক্য বলিতেছেন কেন? মহাবাহো! আপনি যেরূপ বোধ করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি। আমি নিজ চরিত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। সামান্য স্ত্রীলোকের চরিত্র-দর্শনে আপনি স্ত্রীজাতিকেই আশঙ্কা করিতেছেন। আপনি আমাকে অনেকবার পরীক্ষা করিয়াছেন; অতএব এই আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। প্রভো! আমি স্ববশে না থাকায় নারকীর গাত্রস্পর্শ-সঙ্ঘটন-দোষে দূষিত হইয়াছি, ইচ্ছা করিয়া পরের গাত্র স্পর্শ করি নাই, অতএব সে বিষয়ে দৈবেরই দোষ। নাথ! যাহা আমার নিজের আয়ত্তাধীন, সেই হৃদয়কে ত কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার চিত্ত সমভাবে চিরকাল আপনাতে অনুরক্ত রহিয়াছে; কিন্তু আমার গাত্র সকল আমার বশীভূত নহে, তাহার উপর আমি অনীশ্বর হইয়া কি করিতে পারিব? মানদ! বহুকাল সংসর্গ বশতঃ আমাদিগের অনুরাগ পরস্পরের উপর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; তাহাতে যদি আপনি আমাকে বুঝিতে পারিলেন না, তখন চিরকালের জন্য আমি বিনষ্ট হইলাম। বীর! আপনি যখন আমাকে দেখিবার জন্য লঙ্কামধ্যে হনূমান্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখনই কেন আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই? আপনি যদি তৎকালে হনূমান্‌কে আমার পরিত্যাগের কথা বলিয়া দিতেন, বীর! তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমি জীবন ত্যাগ করিতাম; আপনাকেও তাহা হইলে জীবন-সংশয় স্বীকার পূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গকে কষ্ট দিয়া ঈদৃশ যুদ্ধশ্রম করিতে হইত না। হে রাজশার্দ্দূল! আপনি কেবল ক্রোধেরই বশবর্ত্তী হইয়া লঘু মনুষ্যের ন্যায় স্ত্রীত্ব ব্যতীত কিছুই বিবেচনা করিলেন না। আমি জনকের কন্যা বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমি ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। হে বৃত্তজ্ঞ! আপনি আমার চরিত্র বা স্বভাব সম্বন্ধে সমুচিত সম্মাননা করিলেন না। আপনি বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; অতএব তাহাও অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। হায়! আমার ভক্তি ও শীলতা প্রভৃতি সমস্ত গুণমাত্রই আপনার নিকট পশ্চাৎকৃত হইল।" ১-১৬।

রোদন সহকারে বাষ্পগদ্গদস্বরে এইরূপ কহিয়া জানকী অবশেষে দীনভাবাপন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সৌমিত্রে! আমার জন্য চিতা নির্ম্মাণ কর। চিতাই এই উপস্থিত রোগের ঔষধ। আমি মিথ্যা অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আর জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া ভর্ত্তা আমাকে জনতা-সমক্ষে পরিত্যাগ করিলেন; অতএব আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব; হনূমান্‌ই এক্ষণে আমার একমাত্র আশ্রয়।" ১৭-১৯।

বৈদেহীর কথা শুনিয়া পরবীরহা বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ক্রোধভরে রামের মুখ প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত আকারেঙ্গিত দ্বারা রামের মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহার অভিলাষমতে চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে কেহই কালান্তকযমসদৃশ রামকে অনুনয় বা বিনয় করিতে অথবা তাঁহার সহিত কথা কহিতে কিংবা তাঁহার দিকে

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেও সাহসী হইল না। অনন্তর জানকী অধোমুখে অবস্থিত রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের নিকট গমন করত দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে কহিতে লাগিলেন,"আমার হৃদয় কখনই রাঘব হইতে বিচলিত হয় নাই; অতএব লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। আমি বিশুদ্ধচরিত্রা হইলেও রাঘব আমাকে দুষ্টা বোধ করিয়াছেন। হে লোকসাক্ষিন্ অগ্নে! আপনি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন।" ২০-২৬।

এই কথা বলিয়া মৈথিলী নির্ভয়ান্তঃকরণে প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উহাতে প্রবেশ করিলেন। সমবেত মহতী জনতার আবালবৃদ্ধ সকলেই দেখিতে লাগিল, জানকী প্রদীপ্ত পাবক-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বলকান্তি মৈথিলী সর্ব্বলোকের সমক্ষে প্রজ্বলিত পাবকে প্রবেশ করিলেন। সকলেই দেখিতে পাইল, বিশালাক্ষী জনকনন্দিনী সুবর্ণবেদিকার ন্যায় হব্যবাহনে প্রবেশ করিলেন। সমগ্র ত্রিলোকবাসী দর্শন করিল, মহাভাগা সীতা পূর্ণ আজ্যাহুতির ন্যায় হুতাশনমধ্যে পতিত হইলেন। যজ্ঞস্থলে মন্ত্রসংস্কৃতা বসুধারার ন্যায় জানকী হুতাশনে পতিতা হইলেন দেখিয়া সমস্ত নারীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল; দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানব প্রভৃতি ত্রিলোকের সকলেই দেখিতে পাইল, অভিশাপ হেতু মর্ত্ত্যলোকে নিপতিত স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় জানকী অগ্নিমধ্যে পতিতা হইলেন। এইরূপে সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর রাক্ষস ও বানরগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলেই বিপুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। ২৭-৩৪।

ঊনবিংশাধিক-শততম সর্গ।

ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক রামের স্তব।

বানর ও রাক্ষসগণের ঈদৃশ কোলাহল শ্রবণ করত ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র বাষ্পাকুললোচনে দুর্ম্মনা হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। এই সময় যক্ষরাজ বৈশ্রবণ, পিতৃগণসমভিব্যাহারী ধর্ম্মরাজ যম, দেবরাজ সহস্রাক্ষ, জলেশ্বর বরুণ, ভগবান্ বৃষধ্বজ ত্রিলোচন মহাদেব এবং সর্ব্বলোককর্ত্তা বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা, ইঁহারা সকলে সূর্য্যসন্নিভ স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করত লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আভরণসহ বিপুল সকল উত্তোলন করিয়া সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ কৃতাঞ্জলিভাবে দণ্ডায়মান রামকে কহিলেন,"আপনি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও জ্ঞানশ্রেষ্ঠ হইয়াও অগ্নি-পতিত সীতাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? দেবশ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনি কি জন্য আপনাকে জানিতেছেন না? আপনি পূর্ব্বকল্পে বসুদিগের প্রজাপতি ঋতুধামা নামে বসু ছিলেন। আপনি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং স্বয়ং প্রভু, আপনি রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য বীর্য্যবান্। অশ্বিনীকুমারযুগল আপনার কর্ণদ্বয় এবং চন্দ্র ও সূর্য্য আপনার দুই চক্ষু। হে পরন্তপ! ভূতগণের আদিতে ও অন্তে আপনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন; অতএব প্রাকৃত মানুষের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন?" ১-৯।

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ লোকনাথ রামচন্দ্র লোকপালগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,"আমি আপনাকে মানুষ ও রাজা দশরথের পুত্র বলিয়া জানি। আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি, ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে বলুন।" কাকুৎস্থ এই কথা বলিলে, ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা কহিলেন,"হে সত্যপরাক্রম! প্রকৃত কথা শ্রবণ করুন। আপনি চক্রায়ুধধারী শ্রীমান্ দেব নারায়ণ; আপনি একদন্ত আদিবরাহ; আপনি ত্রিকালবিজয়ী। হে রাঘব! আদি, মধ্য ও অন্তে যে সত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম আছেন, আপনি সেই ব্রহ্ম। আপনি লোকের পরম ধর্ম্ম, আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা ও চতুর্ভুজ; আপনি শার্ঙ্গধন্বা, হৃষীকেশ, পূর্ণ, পুরুষোত্তম; আপনি পদ্মনাভ, খড়্গধারী, সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু; আপনি কৃষ্ণ ও মহাবল; আপনি সেনানী; আপনি যম; আপনি সত্য; আপনি বুদ্ধি; আপনি ক্ষমা ও দম; আপনি প্রভব ও প্রলয়স্থান; আপনি উপেন্দ্র ও মধুসূদন। আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা মহেন্দ্র; পদ্মনাভ এবং রণান্তকারী দিব্য মহর্ষিগণ আপনাকেই শরণ ও শরণ্য বলিয়া থাকেন। আপনি সহস্রশীর্ষ দেবাত্মা, আপনি শতশীর্ষ শ্রেষ্ঠতম শিশুমার প্রজাপতি; আপনি ত্রিভুবনের আদিকর্ত্তা স্বয়ং প্রভু। আপনি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয়; আপনি সকলেরই অগ্রজ, যজ্ঞ, বষট্কার ও ওঙ্কার; পরাৎপর সকলি আপনি; আপনার প্রভব ও নিধন কেহই জ্ঞাত নহে; আপনি যে কে, তাহাও কেহই জ্ঞাত নহে। সর্ব্বপ্রাণী, ব্রাহ্মণজাতি, গোজাতি, দশদিক্, আকাশ, পর্ব্বত ও নদী সর্ব্বত্রই আপনি প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। আপনি সহস্রপাদ, সহস্রশীর্ষ ও সহস্রলোচন। আপনি সর্ব্বভূত ও স-পর্ব্বত এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। পৃথিবীর অভ্যন্তরে সলিলমধ্যে আপনি মহানাগরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে রাম! দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বাদি ত্রিলোক আপনি ধারণ করিতেছেন। হে রাঘব! আমি আপনার হৃদয়; দেবী সরস্বতী আপনার জিহ্বা এবং ব্রহ্মা-নির্ম্মিত দেবতা সকল আপনার গাত্রের লোম। রাত্রি আপনার নিমেষ, দিবস আপনার উন্মেষ; বেদ সকল আপনার প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-বোধক সংস্কার; আপনা ব্যতীত কাহারও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সর্ব্বজগৎ আপনার শরীর; বসুধা আপনার ধৈর্য্য; অগ্নি আপনার কোপ; চন্দ্র-সূর্য্য আপনার প্রসন্নতা; আপনি শ্রীবৎসলক্ষণ; আপনি পূর্ব্বে স্বীয় ত্রিবিক্রমদ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। আপনি নিদারুণ বলিকে বদ্ধ করিয়া মহেন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলেন; সীতা লক্ষ্মী আর আপনি প্রজাপতি দেব বিষ্ণু। আপনি রাবণের বধার্থ মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়াছেন। হে ধর্ম্মভৃৎশ্রেষ্ঠ! আপনি এক্ষণে আমাদিগের সেই অভীপ্সিত কার্য্য-সাধন করিলেন। হে রাম! এক্ষণে রাবণ-নিধন হইয়াছে; অতএব প্রহৃষ্টচিত্তে স্বর্গে আরোহণ করুন। দেব! আপনার বীর্য্য অমোঘ; আপনার পরাক্রম নিষ্ফল হয় না। হে রাম! আপনার দর্শন এবং আপনার স্তবও কখনও ব্যর্থ হয় না। পৃথিবীতে যে সকল লোক আপনাতে ভক্তিমান্ হইবে, তাহারাও অমোঘ হইবে। যাহারা অকপটচিত্তে পুরাণ পুরুষোত্তম আপনাতে ভক্তিমান্ হইবে, তাহারা ইহ ও পরলোকে সকল কামনাই প্রাপ্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি এই দিব্য আর্ষ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক পুরাতন ইতিহাস-প্রতিপাদক স্তব কীর্ত্তন করিবে, কি ইহলোকে কি পরলোকে তাহাদিগের আর পরাভব থাকিবে না।" ১০-৩০।

বিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্নিদেবের উত্থান এবং রামসীতামিলন।

পিতামহ-সমীরিত এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিদেব সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া উত্থিত হইলেন। হব্যবাহন মূর্ত্তিমান্ হইয়া চিতা সঞ্চালন করত জনকাত্মজা বৈদেহীকে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং ক্রোড়ে করিয়া, সেই বালসূর্য্যসমপ্রভা, তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা, রক্তবস্ত্র-পরিধানা, নীলকুঞ্চিতকেশা, অম্লানমাল্যাভরণধারিণী, অনিন্দিতা বৈদেহীকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সীতাকে সমর্পণ করত সর্ব্বলোকসাক্ষী ভগবান্ পাবকদেব রাঘবকে কহিলেন, "রাম! এই তোমার জানকী; ইঁহাতে কোন পাপই নাই। এই শুভা সচ্চরিত্রা জানকী বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারা কখনই চরিত্রবীর তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। নির্জ্জন কাননে তুমি নিকটে না থাকায় ইনি নিরুপায় ও বিবশা ছিলেন; সুতরাং বীর্য্যগর্ব্বিত রাবণ বল-পূর্ব্বক ইঁহাকে অপসারিত করিয়া আনিয়াছিল। ইনি অন্তঃপুরমধ্যে রুদ্ধা ও স্বজনসম্পর্করহিতা ছিলেন; ভীষণা রাক্ষসী সকল নিয়ত ইঁহার প্রহরীস্বরূপ ছিল; ইঁহার চিত্ত তোমাতেই অনুরক্ত থাকিয়া, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও আশ্রয় করে নাই। ইঁহাকে অনেকরূপ তর্জ্জন এবং লোভ-প্রদর্শন করাতেও ইনি কিছুতেই রাবণকে গ্রাহ্যও করেন নাই; কারণ, ইঁহার অন্তরাত্মা তোমাতেই একান্ত আসক্ত। ইঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, সুতরাং ইনি নিষ্পাপা; অতএব তুমি ইঁহাকে প্রতিগ্রহ কর; আর এ বিষয়ে কোন কথাই কহিও না, এই আমি তোমায় আজ্ঞা করিতেছি।" ১-১০।

অগ্নিদেবের এই বাক্য শুনিয়া বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র প্রীতচিত্তে হর্ষব্যাকুললোচনে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলেন। পরে মহাতেজা মহাবিক্রম ধৃতিমান্ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দশরথনন্দন দেব-প্রণাম অগ্নিকে কহিলেন, "শুভা জানকী দীর্ঘকাল রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকের সমক্ষে ইঁহার পবিত্র-ভাব পরীক্ষা হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি যদি পরীক্ষা না করাইয়া জানকীকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে বলিবে যে, দশরথের পুত্র রাম নির্ব্বোধ ও কামাত্মা। জনকাত্মজা মৈথিলী অনন্যহৃদয়া ও মচ্চিত্ত-পরায়ণা, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। এই বিশালাক্ষীর পাতি-ব্রত্য-তেজই ইঁহাকে রক্ষা করিয়া, সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ ইঁহাকে মদ্‌গতচিত্ত রাখিয়াছে। রাবণের সাধ্য কি যে, ইঁহার প্রতি অত্যাচার করে? আমি নিশ্চয় জানি, সেই দুরাত্মা রাবণ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এই অপ্রাপ্যা মৈথি-লীকে মনোদ্বারাও ধর্ষণ করিতে পারে নাই। রাবণের অন্তঃপুরে থাকিলেও ইঁহার চিত্তবৈকল্য কখনই উপস্থিত হইতে পারে না; কারণ, ইনি সতী; প্রভা যেমন ভাস্করের, ইনিও তদ্রূপ আমার, অপরের নহেন। যাহা হউক, একণে জনকাত্মজা ত্রিলোকের সমক্ষে নিজ বিশুদ্ধতা জ্ঞাপন করিলেন; অতএব আত্মবান্ জন যেমন স্বীয় কীর্ত্তি ত্যাগ করিতে পারেন না, আমিও তেমনি একণে আর ইঁহাকে পরি-ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ আপনারা লোকনাথ হইয়া যখন স্নেহ-সহকারে উচিত বোধে এই আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই আপনাদিগের হিতবাক্য পালন করিতে হইবে।" মহাযশা মহাবল রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া প্রিয়া-সম্মিলনে সুখী হই-লেন; তৎকালে সকলেই তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১১-২১।

একবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

মহাদেবদর্শিত দশরথের সহিত রামের কথোপকথন।

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করত মহেশ্বর শুভতর বাক্যে কহিলেন, "হে কমললোচন! হে মহাবাহো! হে মহাবক্ষ! হে পরন্তপ! ভাগ্যবলে আজ তুমি এই কার্য্য সাধন করিলে। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বলোকে রাবণভয়রূপ যে ঘোর অন্ধকার প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল, রাম! তুমি যুদ্ধ করিয়া সেই অন্ধকার অপসারিত করিলে। একণে দীন ভরত, যশস্বিনী কৌশল্যা আর মাতা কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে দর্শন পূর্ব্বক আশ্বাস-দান এবং রাজ্যলাভ, অযোধ্যার প্রজা ও সুহৃজ্জনগণের আনন্দ-বর্দ্ধন, ইক্ষ্বাকুবংশ-প্রতিষ্ঠা, অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অনুত্তম যশোলাভ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন কর। কাকুৎস্থ! মনুষ্য-লোকে তোমার পিতা ও গুরু রাজা দশরথ তোমাকে পুত্র পাইয়া উদ্ধার হওত ইন্দ্রলোক গত হইয়াছেন; ঐ দেখ, তিনি বিমানে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ইঁহাকে অভিবাদন কর।" মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত বিমান-শিখরস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগের পিতা নির্ম্মল বসন পরিধান পূর্ব্বক স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া আছেন। ১-১০।

তখন বিমানস্থিত মহাসনোপবিষ্ট মহারাজ দশরথও প্রাণপ্রিয়তম পুত্রকে অবলোকন করিয়া ক্রোড়ে লইয়া বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি স্বর্গগত এবং দেবতাদিগের সহিত সমান হইয়াছি; তথাপি আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমা-বিহীন হইয়া এ সকল আমার মনোমত হইতেছে না। বৎস! তোমার প্রব্রাজন-জন্য কৈকেয়ী আমাকে যে সকল বাক্য বলিয়াছিল, আমার অন্তঃকরণে আজও সেই সকল বাক্য নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু তোমাকে ও লক্ষ্মণকে কুশলী দেখিয়া আলিঙ্গন করত আমি নীহারযুক্ত মিহিরের ন্যায় সর্ব্ব-দুঃখ হইতে মুক্ত হইলাম। পুত্র! অষ্টাবক্র হইতে ধর্ম্মাত্মা কহোল ব্রাহ্ম-ণের ন্যায় সুপুত্র ও মহাত্মা তোমা হইতে আমি উদ্ধার পাইয়াছি। সৌম্য! আমি সুরেশ্বরদিগের নিকট ইদানীং জানিতে পারিলাম যে, পুরুষোত্তম নারায়ণ রাবণ-বধার্থ মানুষরূপে প্রচ্ছন্ন আছেন। রাম! কৌশল্যাই ধন্যা! বনবাসান্তে গৃহে প্রত্যাগত শত্রুসূদন তোমাকে দর্শন করিয়া তিনি আনন্দলাভ করিবেন। রাম! তুমি অযোধ্যায় যাইলে পর যাহারা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য! রাম! তোমাকে অনুরক্ত, বলবান্, শুচি, ধর্ম্মচারী ভরতের সহিত সমাগত দেখিতে ইচ্ছা করি। সৌম্য! তুমি আমার প্রীতির জন্য সীতা ও লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়াছ। একণে তোমার বনবাস নিবৃত্ত হইয়াছে, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। রণে রাব-ণকে নিধন করিয়া তুমি দেববৃন্দেরও প্রীতি-সাধন করিয়াছ। তুমি একণে কৃতকার্য্য হইয়াছ। শত্রুসূদন! রাবণীয় যশও প্রাপ্ত হইয়াছ; একণে রাজ্যস্থ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর।" ১১-২৭।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিলে পর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিভাবে কহিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। পিতঃ! 'আমি সপুত্র তোমাকে ত্যাগ করিলাম' এই বলিয়া কৈকেয়ীকে যে ঘোর অভিশাপ দিয়াছিলেন, প্রভো! আপনার সেই মন্যু যেন তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে স্পর্শ না করে।" তখন রাজা দশরথ অঞ্জলিবদ্ধ রামচন্দ্রকে তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করত কহিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞ! রাম প্রসন্ন থাকিলে তুমি ইহলোকে ধর্ম্ম ও বিপুল যশ এবং চরমে স্বর্গ ও অনুত্তম মহিমা প্রাপ্ত হইবে। হে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি রামের শুশ্রূষা কর; রাম সর্ব্বদা সর্ব্বভূত-হিতে রত। সম্মুখে দেখিতে পাইলে, এই সকল ইন্দ্রাদি লোকপাল এবং সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ পুরুষোত্তম রামকে অভিবাদন ও অর্চ্চনা করিলেন। বেদে যে অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মকে দেবতাদিগের হৃদয় ও গুহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, পরন্তপ এই রামই সেই বস্তু। লক্ষ্মণ! তুমি ধৈর্য্যসহকারে সীতার সহিত রামের সেবা করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মাচরণ ও বিপুল যশোলাভ হইয়াছে।" লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া রাজা দশরথ পরে সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা পুত্রবধূকে প্রীতিসহকারে মধুরবাক্যে অল্পে অল্পে কহিলেন, "বৎসে বৈদেহি! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইও না; কারণ, ইনি হিতাভিলাষী হইয়া, বিশুদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। পুত্রি! তুমি সচ্চরিত্র প্রমাণ করিবার জন্য যে দুষ্কর কার্য্য করিলে, ইহা অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে সুদুষ্কর। তুমি যাহা করিলে, তাহাতে সমস্ত নারীজাতিরই যশ হইবে। বৎসে! পতিসেবা-বিষয়ে তোমাকে কিছুমাত্র বলিবার আবশ্যক না থাকিলেও তথাপি উপদেশ করা আমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য যে, এই রামই তোমার পরম দেবতা।" রাজা দশরথ দুই পুত্র ও সীতাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া বিমানারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। পুত্রদ্বয় ও সীতাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রাজশ্রেষ্ঠ মহানুভব দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে বিমানে আরোহণ করত দিব্যকান্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। ২-৩১।

দ্বাবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক অমৃতসেচনে বানরগণের পুনর্জ্জীবনলাভ।

দশরথ গমন করিলে পর দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামচন্দ্রকে কহিলেন, "হে পরন্তপ! তুমি যে আমাদিগের দর্শন পাইলে, তাহা তোমার বিফল হওয়া কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তুমি অভিলষিত বর-প্রার্থনা কর।" ১-২।

মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলে পর রাম নিতান্ত প্রীত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "হে দেবরাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রার্থনা সফল করুন। প্রভো! আমার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যে সকল বানর যমালয়ে গমন করিয়াছে, তাহারা সকলেই পুনর্জীবিত হইয়া উত্থিত হউক। হে মানদ! যে সকল বানর আমার জন্য স্ত্রীপুত্রবিহীন হইয়াছে, আমার অভিলাষ এই যে, তাহারা পুনর্জীবিত হইয়া সুখে বিচরণ করুক। হে পুরন্দর! এই যে সকল বীর বানরগণ আমার বিজয়ের নিমিত্ত পরাক্রম-প্রকাশ পূর্ব্বক মৃত্যুকে লক্ষ্য না করিয়া অশেষবিধ যত্ন করত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি ইহাদিগকে পুনর্জীবিত করুন। যাহারা আমার হিতসাধনের নিমিত্ত আপনাদের মৃত্যু চিন্তা করে নাই, তাহারা পুনর্জীবিত হউক। দেব! আমি এই বর প্রার্থনা করি। হে মানদ! সেই সকল বানর, গোলাঙ্গুল ও ঋক্ষদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও অক্ষতশরীর এবং বলবীর্য্যসম্পন্ন দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আরও প্রার্থনা করি, এই সকল বানর যে কোন স্থানে অবস্থান করিবে, সেই স্থানেই বৃক্ষসকল যেন অকালেও পুষ্পে ও ফলমূলে পরিপূর্ণ থাকে এবং তত্রত্য নদী সকল যেন নির্ম্মল জলপূর্ণ হয়।" ৩-১০।

মহাত্মা রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্র প্রীতিপূর্ণ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাত রঘুনন্দন! তুমি অতি দুর্লভ বর প্রার্থনা করিলে। যাহা হউক, আমার বাক্য কখনই অন্যথা হয় না; অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। যে সকল ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলগণ রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু ও ছিন্নমুণ্ড হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই উত্থিত হউক। বানরগণ পূর্ব্বের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া নীরোগ ও অক্ষতশরীরে যেন নিদ্রাবসানেই জাগরিত হইয়া উত্থিত হউক। সকলেই পুনর্ব্বার বন্ধুবান্ধব, স্বজন ও জ্ঞাতিদিগের সহিত পরমপ্রীতি সহকারে সম্মিলিত হউক। হে মহাধনুর্দ্ধারিন্! ইহারা যে কোন স্থানে অবস্থান করিবে, সেই স্থানেই বৃক্ষসকল অকালেও পুষ্পফল উৎপন্ন করিবে এবং নদীসমূহ সকল ঋতুতেই নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ থাকিবে। ইহাদিগের শরীর ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অক্ষত ও পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবে।" ১১-১৭।

পুরন্দর এই কথা বলিবামাত্র নিহত বানরগণ সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। তদ্দর্শনে বানরেরা 'এ কি!' বলিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। অনন্তর দেবতারা সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়া কৃতকর্ম্মা রাম ও লক্ষ্মণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "রাজন্! এক্ষণে এ স্থান হইতে অযোধ্যায় প্রতিগমন কর; বানরদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ কর; অনুরক্তা যশস্বিনী জানকীকে সান্ত্বনা কর; ত্বদীয় শোকনিবন্ধন মুনিব্রতাচারী ভ্রাতা ভরতের সহিত সাক্ষাৎ কর; মহাত্মা শত্রুঘ্ন এবং মাতৃদিগকে গিয়া দর্শন কর এবং রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পুরবাসিবর্গ ও অমাত্যগণকে আনন্দিত কর।" দেবগণ রামলক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া সূর্য্যবর্ণ বিমানে আরোহণ করত সহস্রলোচন সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দেবশ্রেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিয়া সৈন্যদিগকে সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিলেন। অনন্তর রামলক্ষ্মণপালিতা প্রহৃষ্টমনা যশস্বিনী ঐ মহতী বানরবাহিনী জ্যোৎস্নাসমুদ্ভাসিতা যামিনীর ন্যায় সর্ব্বত্র শোভা পাইতে লাগিল। ১৮-২৪।

ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

পুষ্পকারোহণে রামের অযোধ্যাগমনোদ্যোগ।

রামচন্দ্র সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করত পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে পর বিভীষণ জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ এবং দিব্যমাল্য ও চন্দন সমস্তই প্রস্তুত; অলঙ্করণনিপুণা এই সকল

নলিনীনয়না ললনাও উপস্থিত। হে রঘুনন্দন! অনুমতি হইলে ইহারা যথাবিধি কার্য্য সমাধান করে।" ১-৩।

এই কথা শুনিয়া কাকুৎস্থ বিভীষণকে কহিলেন, "তুমি সুগ্রীবাদি বানরশ্রেষ্ঠদিগকে স্নানাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কর। বয়স্য! সত্যনিষ্ঠ মহাবাহু সুখোচিত ভ্রাতা ভরত আমারই নিমিত্ত সত্যারূঢ় হইয়া বিষণ্ন মনে অবস্থান করিতেছেন। সেই কৈকেয়ীনন্দন ধর্ম্মাত্মা ভরত ব্যতীত স্নান বা ভূষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না; অতএব আমরা যাহাতে সত্বর এ স্থান হইতে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে পারি, তুমি তাহারই উপায় দেখ; কারণ, অযোধ্যা-গমনের পথ অতি দুর্গম।" ৭-৭।

রাম এই কথা কহিলে পর বিভীষণ কহিলেন, "হে রাজতনয়! আমিই আপনাকে ত্বরায় অযোধ্যানগরীতে লইয়া যাইব; আপনার মঙ্গল হউক। রাবণ বল-পূর্ব্বক আমার ভ্রাতা কুবেরের সূর্য্য-সদৃশ পুষ্পক নামক বিমান হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন; হে অতুলবিক্রম! যুদ্ধজয়-পূর্ব্বক সমানীত ঐ কামগামী দিব্য বিমান আপনার নিমিত্তই প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ জলধরসদৃশ বিমানে আরোহণ করিয়া অনায়াসে অযোধ্যায় উপস্থিত হইবেন। এক্ষণে যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার কর্ত্তব্য বোধ হয়, যদি আমাতে কোনও গুণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, আর যদি আমাতে আপনার প্রণয় থাকে, হে প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র! তাহা হইলে আপনি লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান করত আমার পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন করিবেন। আমি প্রীতি-সহকারে আপনার পূজা করিব; আপনি সৈন্য ও সুহৃদ্গণ-সহ ঐ পূজা গ্রহণ করুন। হে রাঘব! আমি প্রণয়, বহুমান এবং সৌহার্দ্দবশতই আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার কিঙ্কর; অতএব আপনাকে আদেশ করিতে পারি না।" ৮-১৫।

বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র বানর ও রাক্ষসদিগের সম্মুখেই কহিলেন, "বীর! তুমি অসাধারণ মন্ত্রিত্ব এবং কায়মনে যত্ন ও পরম মিত্রতা করিয়াই আমাকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়াছ। রাক্ষসেশ্বর! আমি যে তোমার বাক্য রক্ষা করিলাম না, এরূপ মনে করিও না; তবে যে ভরত আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত চিত্রকূটে আগমন করিয়া, মস্তক দ্বারা পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করি নাই, বীর! সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার নিমিত্তই আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। অধুনা কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্যান্য গুরুজন, সুহৃদ্বর্গ ও পুরবাসীদিগকে দর্শন করিবার জন্যও আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। অতএব হে সখে সৌম্য বিভীষণ! আমাকে বিদায় দান কর; বিভীষণ! তোমার সৌহার্দ্দ দ্বারাই পূজিত হইয়াছি সখে! আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইও না। রাক্ষসেশ্বর! আমার নিমিত্ত ত্বরায় বিমান আনয়ন কর। আমার কর্ত্তব্য-কার্য্য শেষ হইয়াছে; অতএব আর এখানে অধিক দিন বাস করিতে কি প্রকারে আমার ইচ্ছা হইতে পারে?" রামের এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ সত্বর সূর্য্য-সদৃশ বিমানকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র সর্ব্বাঙ্গে কাঞ্চন-বিচিত্রিত, বৈদূর্য্য-মণি-জড়িত, বেদিসমন্বিত; বিবিধ কূটাগারে পরিরক্ষিত, সর্ব্বতঃ রজতকান্তি, বিবিধ শুভ্র-পতাকা ও ধ্বজদণ্ড সকলে অলঙ্কৃত, কনক-কমল-বিভূষিত, কাঞ্চনময় হর্ম্ম্য সকলে পরিবৃত, কিঙ্কিণীজাল-শোভিত, মণিময়গবাক্ষসম্পন্ন, সর্ব্বত্র সুমধুর শব্দবিশিষ্ট জালে পরিক্ষিপ্ত, বৃহৎ হর্ম্ম্য সকলে ভূষিত, বিবিধ স্ফটিক-বিচিত্রিত তল ও বৈদূর্য্য শোভিত, উৎকৃষ্ট আসনসমন্বিত, মহামূল্য আস্তরণসমন্বিত, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত, শৈলশিখরাকার ঐ হিরণ্ময় মনোগামী দিব্য বিমান তথায় উপস্থিত হইল। তখন রাক্ষসরাজ বিভীষণ রামচন্দ্রকে ঐ বিমান নিবেদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উদারচেতা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমুপস্থিত সুমেরু-সদৃশ কামগামী বিমান-দর্শনে একান্ত বিস্মিত হইলেন। ১৬-৩০।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

লক্ষ্মণ ও জানকী সহ রামের পুষ্পকারোহণ।

কুসুমালঙ্কৃত পুষ্পক রথ উপস্থিত করত রাক্ষসরাজ বিভীষণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে রামচন্দ্রকে কহিলেন, "হে বীর! আদেশ করুন, আমার কি করিতে হইবে?" মহাতেজা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রণয়-সহকারে বিভীষণকে কহিলেন, "বিভীষণ! এই সকল বানর ও ঋক্ষ যত্ন-সহকারে আমার কার্য্যসাধন করিয়াছে; অতএব তুমি নানাবিধ রত্ন, অন্ন ও বস্ত্রাদি দ্বারা ইহাদিগকে পরিতুষ্ট কর। রাক্ষসেশ্বর! ইহারা প্রাণভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধ করিয়াছিল, সংগ্রাম হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই; আমি ইহাদিগের সাহায্যেই অজেয়া লঙ্কা জয় করিয়াছি; অতএব তুমি এই সমস্ত কৃতকর্ম্মা বানর-ভল্লুকাদি সকলকেই ধনরত্নাদি প্রদান করিয়া ইহাদিগের পরিশ্রম সার্থক কর। বানরযূথপতিগণ তোমার নিকট যথাযোগ্য সমাদর প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিবে। তোমাকে দানরত অথচ ন্যায়ানুসারে যথাকালে কর-গ্রাহক এবং কৃপাপরবশ ও কৃতজ্ঞ জানিতে পারিলে সকলেই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে; এই জন্যই আমি তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। রাজন্! যে রাজার দান-মানাদি কোন গুণই নাই, অথচ কেবল অনর্থক সৈন্যদিগকে সমরে সংহার করান, সৈন্যগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে।" রাঘবের কথা শুনিয়া বিভীষণ যথাযোগ্যভাবে বানরদিগকে বিবিধ রত্ন বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের সম্যক্ সংবর্দ্ধনা করিলেন। রত্ন ও অর্থাদি-দান দ্বারা বানরযূথপতিগণ সমাদৃত হইলেন দেখিয়া, রামচন্দ্র সেই লজ্জিতা যশস্বিনী সীতাকে অঙ্কে স্থাপন করত ধনুর্দ্ধারী বিক্রমশালী ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই দিব্য পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিলেন এবং বিমানে থাকিয়া সমস্ত বানর এবং মহাবীর সুগ্রীব ও বিভীষণকে সমাদর করিয়া কহিলেন, "হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা মিত্র-জনোচিত কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে আমি বিদায় দান করিতেছি তোমরা স্ব স্ব স্থানে গমন কর। অনুরক্ত হিতৈষী ধর্ম্মভীরু বয়স্যের যাহা কর্ত্তব্য, সুগ্রীব! তুমি তাহার সমস্তই করিয়াছ। এক্ষণে দলবলে পরিবৃত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর। বিভীষণ! তুমিও মদত্ত স্বীয় লঙ্কারাজ্য উপভোগ কর। সুরেশ্বরগণও তোমাকে পরাভব করিতে সক্ষম হইবেন না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি প্রজাদিগকে ন্যায়পথে পরিচালিত কর। আমি আমার পিতৃরাজধানী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব; প্রার্থনা করি, তোমরা সকলে

আমায় অনুমতি করিবে; তোমাদিগের সকলের নিকট বিদায় চাহিতেছি।" ১-১৯।

এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহাবল বানরগণ এবং রাক্ষসগণ ও বিভীষণ কৃতাঞ্জলিভাবে নিবেদন করিলেন, "আমরাও আপনার সঙ্গে গমন করিতে বাসনা করি; আপনি আমাদিগকেও লইয়া চলুন। রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা তথায় মহানন্দে বন ও নগর সকলে বিচরণ করিব। পরে অনতিবিলম্বেই আপনার রাজ্যাভিষেক দর্শন ও মাতা কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া, আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিব।" বানরগণের ও বিভীষণের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, সুগ্রীব ও বিভীষণকে কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত একত্র আমোদ-প্রমোদ করি, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সুখ হইতে পারে? অতএব সুগ্রীব! তুমি সত্বর বানরদিগের সহিত বিমানে আরোহণ কর। রাক্ষসরাজ বিভীষণ! তুমিও অমাত্য-পরিবৃত হইয়া বিমানাধিষ্ঠিত হও।" অনন্তর বানরগণের সহিত সুগ্রীব এবং অমাত্য-পরিবৃত বিভীষণ সানন্দে স্যন্দনে আরূঢ় হইলেন। তাঁহারা সকলেই আরোহণ করিলে পর, ধনপতির সেই দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাইয়া আকাশে উৎপতিত হইল। হংসযুক্ত প্রভাকরপ্রভ বিমান আকাশে আরোহণ করিলে রাম হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইয়া কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মহাবল বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই ঐ বিমানে যথাসুখে অক্লেশে উপবেশন করিল। ২০-২১।

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

বিমানারোহণে গমন করিতে করিতে রাম কর্ত্তৃক সীতাকে বিবিধ স্থান-প্রদর্শন।

এইরূপে সেই হংসযুক্ত দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাইয়া মহাশব্দে আকাশে উত্থিত হইল। অনন্তর রঘুনন্দন চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চন্দ্রবদনা জনকনন্দিনী সীতাকে কহিলেন, "বৈদেহি! কৈলাসশিখরসদৃশ ত্রিকূট-শিখরে সংস্থাপিত বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত লঙ্কাপুরী দর্শন কর। সীতে! এই মাংস-শোণিত-কর্দ্দমে পরিপূর্ণ রণস্থলও পর্য্যবেক্ষণ কর; বহুসংখ্যক বানর ও রাক্ষস এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হে বিশাললোচনে সীতে! ঐ দেখ, বরদর্পিত লোক-প্রমাথী রাক্ষসেশ্বর রাবণ তোমার নিমিত্তই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া এই রণভূমিতে শয়ন করিয়াছে। এই দেখ, নিশাচর-শ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ এবং রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্তও এই স্থানে নিপাতিত হইয়াছে এবং বানরবর এই স্থানে ধূম্রাক্ষকে নিহত করিয়াছে, বিদ্যুন্মালী রাক্ষস মহাবল সুষেণ কর্ত্তৃক এই স্থানে নিপাতিত হইয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মণ রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে সমরে সংহার করিয়াছেন। বিকটাক্ষ নামে রাক্ষস এই স্থানে অঙ্গদ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। দুষ্প্রেক্ষ্য বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, যুদ্ধোন্মত্ত রাক্ষসপ্রবর কুম্ভকর্ণের পুত্র বলবান্ নিকুম্ভ ও কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও অন্যান্য অ[illegible]কানেক ম[illegible]াবল রাক্ষস সকল এই স্থানে নিহত হইয়াছে। এই স্থলেই আমি দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষকে যুদ্ধে নিপাত করিয়াছি। অকম্পন, বীর্য্যবান্ শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ এই স্থানে মহাযুদ্ধে হত হইয়াছে। ভীষণদর্শন নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্বা, যজ্ঞশত্রু, সুপ্তঘ্ন, মহাবল সূর্য্যশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রু ও অন্যান্য বিবিধ রাক্ষসও এই স্থানেই মহাযুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। সীতে! এই স্থানে রাবণের ভার্য্যা মন্দোদরী রাবণের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন; তৎকালে তিনি সহস্রাধিক সপত্নীগণে পরিবৃত ছিলেন। বরাননে! ঐ সাগরের অবতরণস্থান দৃষ্ট হইতেছে। সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আমরা সে রাত্রি ঐ স্থানেই বাস করিয়াছিলাম। হে বিশালাক্ষি! তোমার জন্য আমি নলের সাহায্যে লবণসাগরের জলে এই সুদুষ্কর সেতুবন্ধন করিয়াছিলাম। বৈদেহি! দর্শন কর, শঙ্খশুক্তিসমাকুল এই অক্ষোভ্য অপার সাগর গর্জ্জন করিতেছে। মৈথিলি! ঐ দেখ, হনুমানের বিশ্রাম-জন্য কাঞ্চনময় হিরণ্যনাভ শৈলরাজ সাগরজল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বত সাগরের গর্ভেই অবস্থিতি করিতেছে। সীতে! এই দেখ, এই স্থানে আমি সেনানিবেশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে দেবদেব মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই অগাধ অপার সাগরে সেতুবন্ধনামক ত্রিলোকপূজিত বিখ্যাত তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে। এই তীর্থ পরম পবিত্র ও মহাপাতক-নাশক। রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই স্থানেই আমার নিকট প্রথম আগমন করিয়াছিলেন। সীতে! সুগ্রীবের বিচিত্র কাননশোভিতা রম্যা কিষ্কিন্ধ্যা নগরী ঐ দৃষ্ট হইতেছে; আমি এই স্থানে বালিকে বিনাশ করিয়াছিলাম।" তখন বালি-পালিতা কিষ্কিন্ধ্যাপুরী দর্শন করিয়া সীতা প্রীতি-সহকারে সাদরে রামকে কহিলেন, "রাজন্! আমি সুগ্রীবের তারাপ্রমুখ প্রিয়ভার্য্যা ও অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠগণের স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া আপনার সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা শুনিয়া রাঘব সীতাকে কহিলেন, "এইরূপই হইবে।" এই বলিয়া তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া বিমান স্থাপন করিলেন এবং বিমানকে অবস্থিত দেখিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, "বানররাজ! তুমি বানরপুঙ্গবদিগকে বল যে, তাহারা স্ব স্ব স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যায় গমন করুক। সীতা ঐ সকল বানরপত্নীর সমভিব্যাহারে গমন করিবেন। তাহারা যাহাতে সত্বর স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া আইসে, তাহার ব্যবস্থা কর। বানরাধিপতে! আমাকে সত্বর যাইতে হইবে।" অমিততেজা রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বানরাধিপতি সুগ্রীব সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠ-সহিত সত্বর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তারাকে দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! সীতার প্রিয়কামনায় রামচন্দ্র অনুজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি সমস্ত প্রধান প্রধান বানরগণের পত্নীদিগকে লইয়া সত্বর আগমন কর। আমরা বানর-নারীদিগকে অযোধ্যা ও মহারাজ দশরথ-পত্নীগণকে দর্শন করাইব।" ১-৩২।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গশোভনা তারা সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠদিগের পত্নীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সুগ্রীব আদেশ করিয়াছেন, তোমরা সকলেই বানরগণের সহিত অযোধ্যায় গমন কর; অযোধ্যা দর্শন করা আমারও প্রিয়কার্য্য। আমরা পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত রামের পুরপ্রবেশ ও রাজা দশরথের মহিষীদিগের বিভব-সম্পত্তিও দেখিতে পাইব।" তারার অনুজ্ঞা পাইয়া বানর-কামিনীগণ সীতা-দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথোচিত নেপথ্যবিধান করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল। তখন বিমান তাহাদিগকে লইয়া শীঘ্র আকাশে উত্থিত হইল দেখিয়া রাম ঋষ্যমূকের সমীপে সীতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "সীতে! কাঞ্চনধাতু-

শোভিত এই বিশাল গিরিবর ঋষ্যমূক সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সীতে! এই স্থানে আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইয়াছিলাম এবং বালি-বধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। চারুবদনে! ঐ দেখ, বিচিত্রকানন-বেষ্টিতা পদ্মশোভিতা পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। তোমার বিরহে একান্ত কাতর হইয়া আমি এই স্থানে বিলাপ করিয়াছিলাম। ইহারই তীরে আমি ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, এই স্থানেই আমি যোজনবাহু কবন্ধকে নিহত করিয়াছিলাম। সীতে! ঐ সেই জনস্থানের শ্রীমান্ বনস্পতি দৃষ্ট হইতেছে। বিলাসিনি! তোমার জন্য মহাতেজা মহাবল জটায়ুও এই স্থানে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। বরবর্ণিনি! এই আমাদিগের সেই আশ্রমপদ। শুভদর্শনে! সেই পর্ণশালা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ বলপূর্ব্বক এই পর্ণশালা হইতেই তোমাকে হরণ করিয়াছিল। ঐ সেই প্রসন্নসলিলা মনোরমা গোদাবরী দৃষ্ট হইতেছে। কদলীবন-বেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রমও ঐ দেখা যাইতেছে। বৈদেহি! ঐ দেখ, মহর্ষি শরভঙ্গের মহৎ আশ্রম, দেবরাজ পুরন্দর এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। দেবি! তনুমধ্যমে! ঐ সেই তাপস সকল দৃষ্ট হইতেছেন। সূর্য্যাগ্নিসদৃশ কুলপতি অত্রি এই স্থানে বাস করেন। এই প্রদেশেই আমি মহাকায় বিরাধকে নিহত করিয়াছিলাম। সীতে! ঐ স্থানে ধর্ম্মচারিণী তাপসী অত্রি-পত্নীকে তুমি সন্দর্শন করিয়াছিলে। সুতনু! ঐ দেখ, শৈলরাজ চিত্রকূট দেখা যাইতেছে। ঐ স্থানে কৈকেয়ীনন্দন ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ঐ দেখ, দূর হইতে বিচিত্রকানন-বেষ্টিতা যমুনা নদী দৃষ্ট হইতেছে, মৈথিলি! মহর্ষি ভরদ্বাজের শ্রীমান্ আশ্রমও ঐ দেখা যাইতেছে। সীতে! এই দেখ, পুণ্যা ত্রিপথগামিনী গঙ্গা দেখা যাইতেছে। এই সেই শৃঙ্গবেরপুর, আমার সখা গুহ যথায় অবস্থিতি করেন। সীতে! ঐ আমার পিতৃরাজধানী অযোধ্যা দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! অযোধ্যায় পুনরাগত হইয়াছ, এক্ষণে অযোধ্যাকে প্রণাম কর।" রামের এই কথা শুনিয়া সমস্ত বানর ও রাক্ষসগণ এবং বিভীষণ হৃষ্টচিত্তে বারংবার উৎপতিত হইয়া দূর হইতে অযোধ্যা দর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর বানরাদি সকলে সুধাধবলিত, হর্ম্ম্যমালালঙ্কৃত, গজবাজি-পরিবৃত, বিস্তীর্ণ রাজপথশোভিত, দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় অযোধ্যা দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিল। ৩৩-৫৪।

ষড়্‌বিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ভরদ্বাজাশ্রমে রামের আগমন।

লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র এইরূপে চতুর্দ্দশ সংবৎসর পরিপূর্ণ করিয়া পঞ্চম দিবসে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া মুনিবরকে বন্দনা করিলেন। কাকুৎস্থ অভিবাদন করিয়া তপোধন ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনি কি অযোধ্যার কুশল ও অন্নস্বচ্ছলের কথা শ্রবণ করিয়াছেন? ভরত ত প্রজাপালন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন? মাতৃগণ ত সকলেই জীবিত আছেন?" রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহামুনি ভরদ্বাজ অতীব আনন্দিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! ভরত যথেষ্ট সম্মাননা করিয়া জটাযুক্ত হইয়া তোমারই অপেক্ষা করিতেছে। তোমার গৃহেরও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। হে সত্যশীল! পূর্ব্বে তুমি যখন কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রাজ্য-বঞ্চিত হইয়া পিতৃসত্য-পালনার্থ কেবল ধর্ম্ম-কামনায় সর্ব্বত্যাগী ও বল্কলফলমূলাশী হইয়া চীরবসন পরিধান করত বিবিধ সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্য্যার সঙ্গে পদব্রজে মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার নিরতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। সম্প্রতি পুনর্ব্বার তুমি শত্রুবিজয় পূর্ব্বক সমৃদ্ধার্থযুক্ত হইয়া মিত্র ও বান্ধবগণসহ প্রত্যাগমন করিলে দেখিয়া আমি অনুপম প্রীতিলাভ করিলাম। রাঘব! তুমি জনস্থানে বাস করিয়া যে বিপুল সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছিলে, তৎসমস্তই বিদিত আছি। তুমি ব্রাহ্মণধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত তাপসদিগকে রক্ষা করিতেছিলে, রাবণ তোমার এই অনিন্দিতা ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিল, আমি তাহাও অবগত আছি। রাম! মারীচদর্শন, সীতাহরণ, কবন্ধদর্শন, পম্পাভিগমন, সুগ্রীব-সহ তোমার সখ্য, তোমা কর্ত্তৃক বালি-বধ, বায়ুনন্দন হনুমানের সীতান্বেষণ-কর্ম্ম, সীতা-সন্ধানের পর নল কর্ত্তৃক সেতুবন্ধন, প্রহৃষ্ট বানরযূথপতিগণের লঙ্কাদাহন, পুত্র, বান্ধব, অমাত্য ও বল-বাহনের সহিত যুদ্ধে বলদর্পিত রাবণের নিধন, দেবকণ্টক রাবণ নিহত হইলে পর দেবগণের সমাগম ও তৎকর্ত্তৃক বরপ্রদান, হে ধর্ম্মবৎসল! আমি তপোবলে এই সমস্ত বৃত্তান্তই যথাযথ বিদিত আছি। সংবাদ লইবার জন্য আমার শিষ্যগণও আশ্রম হইতে প্রতিনিয়ত অযোধ্যায় যাতায়াত করিত। হে শস্ত্রভৃৎশ্রেষ্ঠ! আমিও এক্ষণে তোমাকে বরপ্রদান করিব। অদ্য তুমি এই স্থানে মদীয় আতিথ্য গ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।" রাজনন্দন রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কহিলেন, "আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হউক।" তখন রাঘব হৃষ্টমনে বরপ্রার্থনা করিলেন, "ব্রহ্মন্! অযোধ্যাগমনকালে আমার পথের দুই পার্শ্বে যেন অকালে ফলশালী মধুস্রাবী বিবিধ বৃক্ষে অশেষ প্রকার অমৃতগন্ধি সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়।" রামের প্রার্থনায় ভরদ্বাজ তথাস্তু বলিবামাত্র পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকল স্বর্গের বৃক্ষ সকলের ন্যায় হইল। যে সকল বৃক্ষে ফলপুষ্প ছিল না, তাহারা ফলপুষ্প-সমন্বিত হইল, শুষ্ক বৃক্ষ সকল পুনর্ব্বার পত্রে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং সকল বৃক্ষই মধুস্রাবী হইল। অযোধ্যার যোজন পথ এইরূপ বৃক্ষ সকলে শোভিত হইল। তখন সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠগণ হৃষ্টচিত্তে বিবিধ দিব্যফল ভক্ষণ করত যেন স্বর্গপ্রাপ্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। ১-২৩।

সপ্তবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক হনূমান্‌কে শৃঙ্গবেরপুরে ও অযোধ্যায় প্রেরণ।

এ দিকে অযোধ্যা অবলোকন করিয়াই লঘুবিক্রম প্রিয়কারী তেজস্বী ধীমান্ রামচন্দ্র সুগ্রীবাদিকে অভ্যর্থনার জন্য কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বানরদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্‌কে কহিলেন, "বানরোত্তম! তুমি সত্বর অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজসংসারের সকলের কুশল জানিয়া আইস। তুমি প্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া বনচারী নিষাদরাজ গুহকে আমার সংবাদ দান কর। আমি নীরোগশরীরে সুস্থ ও কুশলে আছি শ্রবণ করিলে গুহ পরম প্রীত হইবেন, তিনি আমার আত্মসম সখা।

সেই নিষাদাধিপতি গুহ হৃষ্টান্তঃকরণে তোমাকে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন; তাঁহার নিকট তুমি ভরতেরও বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। তুমি অযোধ্যায় যাইয়া আমার বাক্যে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং কহিবে, আমি পিতৃসত্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া লক্ষ্মণ ও ভার্য্যার সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছি। হে সৌম্য! বলবান্ রাবণ কর্ত্তৃক বৈদেহীর হরণ, সুগ্রীবের সহিত সম্মিলন, রণে বালি-বধ ও জানকীর অন্বেষণ, অপার অগাধ জলধি সরিৎপতি সাগর পার হইয়া তোমা কর্ত্তৃক জানকীর অনুসন্ধান, সাগরকূলে বানরগণের যাত্রা, সমুদ্র-দর্শন, সেতুবন্ধন, রাবণ-বধ, দেবরাজ ব্রহ্মা ও বরুণ কর্ত্তৃক বরপ্রদান ও মহাদেবের প্রসাদাৎ পিতা দশরথের সহিত আমার সম্মিলন, এই সমস্ত বিষয় ভরতকে যথাযথ কহিয়া বলিবে যে আমি রাক্ষসরাজ ও বানররাজের সহিত নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। ভরতকে বলিবে, রাম শত্রুগণকে জয় করিয়া অনুত্তম যশোলাভ এবং পিতৃ-আজ্ঞা-প্রতিপালনে পূর্ণমনোরথ হইয়া মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন। এই সকল শুনিয়া ভরতের মুখের ভাব এবং আকারাদি কিরূপ হয়, তুমি লক্ষ্য রাখিবে। আকার, ইঙ্গিত, মুখবর্ণ, দৃষ্টি ও বাক্য দ্বারা তদীয় সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে অবগত হইবে। সর্ব্বকামপরিপূর্ণ হস্তী-অশ্ব-রথ-সঙ্কুল এতাদৃশ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কাহার মন না বিচলিত হয়? বহুকাল রাজ্যপালন করিয়া রঘুনন্দন শ্রীমান্ ভরত যদি রাজ্যাভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অখিল বসুন্ধরা পালন করুন। অতএব হনুমন্! আমরা বহুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে তুমি তাঁহার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবে।" পবননন্দন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় গমন করিলেন ।১-১৯।

বায়ুতনয় হনুমান্ মহাসর্প-আক্রমণোদ্যত গরুড়ের ন্যায় বেগে আকাশপথে উত্থিত হইলেন। পরে ছায়াপথ ও বিহগেন্দ্রগণের সঞ্চরণস্থান অতিক্রম করিয়া ভীষণ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল পার হইয়া শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন। তথায় গুহকে দর্শন করত সহর্ষবদনে শুভবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার সখা সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আজ পাঁচ দিন হইল, রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসকাল অতীত হইয়াছে। অদ্য রাত্রে তিনি ভরদ্বাজ-আশ্রমে বাস করিয়া কল্য বিদায় হইয়া যাত্রা করিবেন। আপনি কল্য প্রাতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।" এই কথা বলিয়া মহাতেজা মারুতি কিঞ্চিন্মাত্র পথশ্রম বোধ না করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবরে পুনর্ব্বার আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সত্বরগতিতে একে একে পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, জারুথী ও গোমতী নদী, ভীষণ শালবন এবং বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকল দর্শন করত বহুদূর অতিক্রম করিয়া চৈত্ররথ ও ইন্দ্রের নন্দনবনজাত দেববৃক্ষ সকলের ন্যায় নন্দিগ্রামের নিকটস্থ বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হইলেন। সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া কত শত কামিনী বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত পুত্র ও পৌত্রগণে-পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ সকল বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আমোদ করিতেছে। অনন্তর হনুমান্ অযোধ্যা হইতে ক্রোশমাত্র দূরে অবস্থিত, জটাচীরধারী, কৃশ, ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখিত, দীনভাবাপন্ন, ফলমূলাহারী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মচারী, মুনিব্রতধারী, তপস্বী ভরতকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মস্তকে উন্নত জটাভার ধারণ এবং চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া পরমাত্মধ্যানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তাঁহার তেজ উদ্ভাসিত হইতেছে। তিনি পাদুকাদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া পৃথিবী পালন এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য ও প্রজাপুঞ্জকে সর্ব্বভয় হইতে ত্রাণ করিতেছেন। কাঞ্চনধনুর্দ্ধারী পবিত্রাচারী অমাত্য ও পুরোহিতবর্গ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহার সমীপে উপবেশন করিয়া আছেন। রাজকুমার ভরত চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজকর্ম্মচারীরাও সুখভোগ করা উচিত বিবেচনা করেন নাই। ২০-৩৪।

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ দেহধারী দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় সেই ধর্ম্মজ্ঞ ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "দেব! যে দণ্ডকারণ্যনিবাসী চীরজটাধর কাকুৎস্থের জন্য আপনি অনুশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাজন্! আমি আপনাকে প্রিয়সংবাদ দান করিতেছি; আপনি সুদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এই মুহূর্ত্তেই ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইবেন। তিনি রাবণকে নিহত ও সীতার উদ্ধার করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন। মহাতেজা লক্ষ্মণ এবং যশস্বিনী সীতা দেবীও আসিয়াছেন। মহেন্দ্রের শচীর ন্যায় সীতা রামের সহিত কুশলে আছেন।" হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী-তনয় ভরত হর্ষভরে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করত প্রত্যাশ্বস্ত রঘুনন্দন ভরত প্রিয়সংবাদদাতা হনুমানকে অভিনন্দন করিয়া প্রীতিভরে সম্ভ্রমসহকারে আলিঙ্গন করত বিপুল অশ্রুবিন্দু দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং কহিলেন, "আপনি কি দেবতা, না মানুষ, অনুগ্রহ করিয়া এ স্থানে আগমন করিলেন? সৌম্য! আপনি যে প্রিয় আখ্যান বলিলেন, আমি এখনই আপনাকে তদুচিত পুরস্কার প্রদান করিব। শত সহস্র গো, শত উৎকৃষ্ট গ্রাম এবং সৎকুলজাতা, চন্দ্রবদনা, স্বর্ণবর্ণা, ষোড়শ যুবতী ভার্য্যা আপনাকে প্রদান করিতেছি।" ভরত হনুমানের নিকট সহসা রামাগমন শ্রবণ করিয়া দর্শনার্থে সমুৎসুক হইলেন এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন। ৩৫-৪৭।

অষ্টাবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ভরত ও হনুমানের কথোপকথন।

"অগ্রজ রামচন্দ্র আজ অনেক বৎসর হইল, বনে বাস করিতেছেন, আজ অনেক কালের পর আমি তাঁহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত হইলাম। 'জীবন থাকিলে শতবর্ষের পরেও পুনর্ব্বার মনুষ্যের সুখলাভ হইয়া থাকে', লোকমধ্যে এই যে প্রবাদ আছে, বুঝিলাম, ইহা কল্যাণকর। যাহা হউক, আপনি বলিলেন যে, রাম সুগ্রীবাদি বানরদিগের সহিত আগমন করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদিগের পরস্পর কি প্রকারে কোন্ স্থানে সমাগম হইয়াছিল?" ১-৩।

ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে হনুমান্ কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া রামের বনচরিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "মহারাজ দশরথ আপনার

জননীকে বরদান করিয়া যে প্রকারে রামচন্দ্রকে প্রব্রাজিত করিয়াছিলেন, তিনি যে প্রকারে পুত্রশোকহেতু মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, মাতুলালয় হইতে দূতগণ যে প্রকারে আপনাকে সত্বর আনয়ন করিয়াছিল, আপনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া যে প্রকারে রাজ্যগ্রহণে অনভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সাধুসমুচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক চিত্রকূটপর্ব্বতে গমন করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেরূপে রামকে অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র পিতৃসত্য-প্রতিপালন পূর্ব্বক যেরূপে রাজ্যসুখ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আপনি আর্য্যের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া যেরূপে অযোধ্যায় পুনরাগত হইয়াছিলেন, হে মহাবাহো! এ সকল বৃত্তান্ত আপনি অবগত আছেন। আপনি প্রস্থান করিলে পর যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ করুন।' তৎকালে ঐ বনের সর্ব্বত্র সমস্ত জীবজন্তুই ভয়ে চকিত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল। রাম আপনার হস্তিগণ দ্বারা মর্দ্দিত ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে দণ্ডকনামক বিজনবনে প্রবেশ করেন। তাঁহারা বনমধ্য দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে বিরাধ নামক রাক্ষস ভীষণ চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। রাম ঐ রাক্ষসকে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমুখে গর্ত্তমধ্যে নিপাতিত করিয়া পুতিয়া ফেলিলেন; সে মহাগজের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ এই দুষ্কর কর্ম্ম সমাধা করিয়া সায়াহ্নে শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শরভঙ্গ স্বর্গলাভ করিলে পর রাম সমস্ত মুনিদিগকে অভিবাদন করিয়া জনস্থানে উপস্থিত হইলেন। রাঘব ঐ স্থানে একাকী জনস্থাননিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসগণকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সকল তপোবিঘ্নকারী রাক্ষস দিবসের চতুর্থভাগেই নিঃশেষ হইল। রাম দণ্ডকারণ্যবাসকালে দণ্ডকারণ্যনিবাসী রাক্ষসমাত্রকেই বিনাশ করিলেন। রণে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইল। অনন্তর একদা সূর্পণখা নামে এক রাক্ষসী রামের নিকট আগমন করিল। মহাবল লক্ষ্মণ রামের আদেশে সহসা গাত্রোত্থান করত খড়্গ লইয়া উহার কর্ণ ও নাসা ছেদন করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসী কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইল, পরে রাবণের অনুচর মারীচ নামক রাক্ষস হিরণ্ময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া জানকীকে প্রলোভিত করিল। বৈদেহী সেই মৃগ দর্শন করিয়া রামকে কহিলেন, 'আপনি এই মৃগ গ্রহণ করুন; ইহাকে ধরিতে পারিলে আমাদিগের আশ্রমের অপূর্ব্ব শোভা হইবে।' অনন্তর রাম হস্তে ধনু লইয়া তাহার অনুধাবন করিলেন এবং উহাকে আনতপর্ব্ব শরে বিনাশ করিলেন। সৌম্য! এইরূপে রাম মৃগয়ার্থ প্রস্থিত ও লক্ষ্মণ রামের অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলে রাবণ আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং আকাশে মঙ্গলগ্রহ যেমন রোহিণীকে, তেমনি সহসা জানকীকে ধারণ করিল। জটায়ু পক্ষী সীতার উদ্ধারের চেষ্টা করাতে রাবণ তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিল। রাবণ সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিতেছে, এমন সময় পথিমধ্যে পর্ব্বতস্থিত কতিপয় বানর উহাকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইল। মহাবল রাবণ পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করত বৈদেহীকে লইয়া শীঘ্রগমন পূর্ব্বক লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সেই রাক্ষস সুবর্ণ-ভূষিত সুন্দর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া বিবিধবাক্যে জানকীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। মৈথিলী রাবণের সেই সান্ত্বনাবাক্যে তাহাকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিলেন; পরে তিনি অশোকবনমধ্যে স্থাপিতা হইলেন। এ দিকে বনমধ্যে মৃগ হনন করিয়া রাম আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন, পরে রাম গৃধ্ররাজ জটায়ুর মুখে রাবণ বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়াছে শুনিয়া অতীব ব্যথিত হইলেন। অনন্তর পিতৃসখা জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। তখন তিনি লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরী নদী ও পুষ্পিত বনপ্রদেশে জানকীর অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধনামক রাক্ষসের সম্মুখে পতিত হইলেন। কবন্ধের বচনানুসারে রামচন্দ্র ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। আলাপ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের পরস্পরের সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। সুগ্রীব স্বীয় ভ্রাতা বালি কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিষয় বিদিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রণয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। অনন্তর রাম স্বীয় বাহুবীর্য্যে মহাকায় বালিকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে বানর-রাজ্যে রাজা করিলেন। তখন সুগ্রীব রামের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রাজপুত্রী জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন। অনন্তর সুগ্রীবের আদেশানুসারে দশকোটি বানর দশদিকে প্রেরিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে আমরা কতকগুলি বানর বিন্ধ্যপর্ব্বতে এক গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্গমপথ দেখিতে না পাইয়া সকলেই ভীত হইলাম। ইতিমধ্যে গৃধ্ররাজ জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি আমাদিগকে বলিয়া দিলেন, সীতা রাবণের গৃহে অবস্থিত। তখন আমি শোকসন্তপ্ত আত্মীয়দিগের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত লম্ফ প্রদান করিয়া শতযোজন সাগর উত্তীর্ণ হইলাম এবং লঙ্কামধ্যস্থ অশোককাননে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একমাত্র কৌষেয়বসনা নিরানন্দা সীতা দৃঢ় পাতিব্রত্য-প্রতিপালন পূর্ব্বক নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় সেই জনক-তনয়াকে যথাবিধানে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাকে অভিজ্ঞানস্বরূপে রাম-নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অভিজ্ঞানস্বরূপ মণি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পরে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই দীপ্তিমান্ মহামণি সমর্পণ করিলাম। মৃতপ্রায় ব্যক্তি অমৃতপানে যেমন জীবনলাভ করে, রামচন্দ্র ঐ মণি প্রাপ্ত হইয়া তেমনি পুনর্জ্জীবিত হইলেন। তিনি তৎকালে প্রলয়কালীন পাবকের ন্যায় মৈথিলীর উদ্ধারার্থ লঙ্কাবিধ্বংসে মনন করিলেন। তদনন্তর সমুদ্রতীরে গমন করত নল বানরের দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। তখন সমস্ত বানরীসেনা ঐ সেতু দ্বারা সাগর পার হইল। অনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইয়া নীল প্রহস্তকে, স্বয়ং রাম কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিলেন। তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, রাজা দশরথ এবং শ্রীমান্ দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বরপ্রদান করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র প্রীতিসহকারে বানরগণের সহিত পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করত কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিলেন। তথা হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিয়া এক্ষণে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব আপনি কল্য পুষ্যানক্ষত্র-যোগে রামকে দেখিতে পাইবেন।"

ভরত হনুমানের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "বহুকালের পর আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।" ১-৫৫।

একোনত্রিংশদধিক-শততম সর্গ।

ভরত কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমন।

সত্যপরাক্রম ভরত সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, "তুমি এই ঘোষণা কর যে, বিশুদ্ধবেশ ও শুদ্ধাচার ব্যক্তিগণ সুগন্ধি মাল্য দ্বারা কুলদেবতাদিগের মন্দির এবং সাধারণ দেবালয় সমস্ত সুসজ্জিত করুক আর সর্ব্বত্রই বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতে থাকুক। সূত, বৈতালিক, নিপুণ বাদ্যকর ও গণিকা সকল এবং অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে আমাদিগের মাতৃগণ স্ব স্ব স্ত্রীলোকের সহিত, সৈন্যগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, প্রধান প্রধান বৈশ্য ও জ্ঞাতিগণ সকলেই রামচন্দ্রের চন্দ্রমুখ দর্শন করিতে সত্বর বিনির্গত হউক।" ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন অসংখ্য ভৃত্যদিগকে কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া দিলেন। কহিলেন, "এই নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত নিম্নোন্নত স্থান সকল সমতল করত সর্ব্বত্র সুশীতল বারিসিক্ত কর, সর্ব্বস্থানেই লাজ ও সুগন্ধি পুষ্প সকল বিকীর্ণ এবং বিচিত্র পতাকা দ্বারা নগরীর পথ সকল শোভিত কর। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন নগরীর সমস্ত ভবন ও রাজমার্গ মাল্য, পুষ্প এবং সুবর্ণ ও রজতে সুসজ্জিত হয়। শত শত প্রহরী রাজমার্গের জনতাপসারণে যেন নিযুক্ত থাকে।" শত্রুঘ্নের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র এই অষ্ট মন্ত্রী যথাযথরূপে রাজপথের শোভা-সম্পাদন করাইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে বিনির্গত হইলেন। তদনন্তর শক্তি, ঋষ্টি, পাশ ও ধ্বজপতাকাবাহী সহস্র সহস্র তুরগসৈন্য এবং অসংখ্য প্রধান প্রধান পদাতিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সহস্র সহস্র বীরগণ, কেহ ধ্বজশোভিত বিভূষিত মত্তমাতঙ্গে, কেহ সুবর্ণ-কক্ষ্যা-শোভিত গজ সহিত করেণুতে, কেহ তুরঙ্গে এবং কোনও মহারথ রথে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার পর দশরথ-রমণীগণ সকলেই যথোপযুক্ত যানে আরোহণ পূর্ব্বক কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়া বিনির্গত হইলেন। অবশেষে উপবাসকৃশ দীনভাবাপন্ন ভরত ভ্রাতার পুনরাগমন-সংবাদ-শ্রবণে পরম প্রীতমনে মস্তকে জ্যেষ্ঠের পাদুকাযুগল গ্রহণ এবং শুক্লমাল্যশোভিত ছত্র ও সুবর্ণভূষিত শুভ্র চামরদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বণিক্ ও মাল্য-মোদক-হস্ত অমাত্য, বন্দী ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ করিতে করিতে রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমনার্থ বিনির্গত হইলেন। তৎকালে অশ্বগণের খুর, রথচক্রের নিনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত হইতে থাকিল। অযোধ্যাবাসী আবাল-বৃদ্ধ সকলেই রাম-দর্শন-বাসনায় নন্দীগ্রামে সমবেত হইল। ভরত দৃষ্টিক্ষেপ করত হনূমান্‌কে কহিলেন, "আমরা আর্য্য রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? কামরূপী বানরগণও ত দৃষ্ট হইতেছে না?" ভরতের এইরূপ বাক্যশ্রবণে হনূমান্ আপনার সত্যতা বিজ্ঞাপন করত তাঁহাকে কহিলেন, "ঐ বানরগণ ভরদ্বাজ-প্রসাদাৎ পুষ্পিত, ফলবান্ ও মধুস্রাবী বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উচ্চশব্দ করিতেছে। হে অরিন্দম! দেবরাজ রামচন্দ্রকে এই বরদান করিয়াছিলেন; অধুনা মহর্ষি ইহার পোষকতা করত সসৈন্য রামচন্দ্রের আতিথ্য করিয়াছেন। ঐ প্রহৃষ্ট বানর-সৈন্যের সুমহান্ শব্দ শ্রবণ করুন। বোধ করি, তাহারা এতক্ষণ গোমতী পার হইয়াছে; ঐ দেখুন, শালবনের দিকে মহান্ ধূলিরাশি সমুত্থিত। বোধ হইতেছে, বানরেরা রমণীয় শালবন বিলোড়িত করিতেছে, ঐ দেখুন! বহুদূরে শশিসন্নিভ বিমান দৃষ্ট হইতেছে। মহাবল রামচন্দ্র সগণে রাবণকে বধ করিয়া ব্রহ্মার মনঃকল্পিত ঐ বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তরুণাদিত্য সদৃশ যে রথ রামচন্দ্রকে বহন করিয়া আসিতেছে, কুবেরের প্রসাদে উনি উহা লাভ করিয়াছেন। ঐ বিমানে বৈদেহীর সহিত ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ অবস্থান করিতেছেন। ঐ রাম দৃষ্টিগোচর হইতেছেন।" তখন এই সুমহান্ শব্দে সমবেত স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকল লোকই তুমুল আনন্দরব করিতে লাগিল। সকলেই রথ, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি হইতে অবতীর্ণ হইয়া গগনমধ্যস্থ চন্দ্রমার ন্যায় রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল। ভরত রামাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত-প্রশ্ন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তৎকালে বিমানে অবস্থিত থাকিয়া রামচন্দ্র দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত মেরু-শিখরস্থিত দিবাকরের ন্যায় ভ্রাতা রামচন্দ্রকে প্রণত হইয়া বন্দনা করিলেন। তখন রামের অনুমতিক্রমে সেই হংস-সঞ্চালিত মহাবেগশালী বিমান মহীতলে অবতীর্ণ হইল। ভরত রামের অনুজ্ঞা লইয়া উহাতে আরোহণ করত পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রামচন্দ্রও বহুকালের পর ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে চরণতল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর ভরত আনন্দ-সহকারে বৈদেহীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও লক্ষ্মণের সংবর্দ্ধনা করিলেন। তৎপরে একে একে সুগ্রীব, জাম্ববান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ এবং পনসকে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সকল বানরগণ মনুষ্যের ন্যায় আনন্দিত-চিত্তে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "সুগ্রীব! আপনি স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা এক্ষণে আমাদিগের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পঞ্চম হইয়াছেন; উপকারে মিত্রতা আর অপকারে শত্রুতার লক্ষণ।" অনন্তর ভরত বিভীষণকে কহিলেন, "সৌভাগ্যবশতঃ আপনার সাহায্যবলে রামচন্দ্র এতাদৃশ সুদুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন।" অনন্তর শত্রুঘ্নও রাম-লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে জানকীর চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রাঘব শোকক্লিষ্টা মাতা কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া ও প্রণত হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া মাতৃগণের সহিত পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময় নগরবাসিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, "হে মহাবাহো রামচন্দ্র! আপনার মঙ্গল হউক।" তখন নাগরিক লোকদিগের অঞ্জলি দর্শনে বোধ হইল, যেন চারিদিকে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনন্তর ভরত পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নরচন্দ্র রামচন্দ্রের পাদযুগলে পরাইয়া দিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, "যে রাজ্য আপনি আমাকে ন্যাসস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আজ আমার জন্ম সার্থক এবং মনোরথ পূর্ণ হইল; যে হেতু, অযোধ্যারাজকে আজ আমি পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম। আপনি ধনাগার ও কোষাগার; গৃহ ও বল সকল পর্য্যবেক্ষণ করুন। আপনারই তেজোবলে আমি ইহা দশগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছি।" ভরতকে এতাদৃশ

ভ্রাতৃবৎসল দেখিয়া ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণ ও বিভীষণ আনন্দে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিল। অনন্তর রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট হইয়া ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া, সসৈন্যে ভরত-ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ভরতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া,বিমান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে সেই বিমানকে কহিলেন, "আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিয়া কুবেরকে বহন কর।" বিমান রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে উত্তরদিক্ অবলম্বন করিয়া কুবেরালয়ে প্রস্থিত হইল। উহা পূর্ব্বে রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছিল, এক্ষণে রামের আদেশে পুনর্ব্বার কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির, রামচন্দ্র তেমনি পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া তাঁহার সমীপে পৃথক্ এক আসনে সমুপবেশন করিলেন। ১-৬৭।

ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ।

রাম ভরতসমাগম, রামের অযোধ্যায় প্রবেশ ও রামের রাজ্যাভিষেক।

অনন্তর ভরত মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে কহিলেন, "শত্রুতাপন! পূর্ব্বে আপনি জননীর মান রক্ষা করিয়া আমাকে যে এই রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে আপনাকে ন্যাসস্বরূপে সেই রাজ্য অর্পণ করিতেছি। বলবান্ বৃষভ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ভার বহন করিতে যেমন অল্পবয়স্ক বলীবর্দ্দ সমর্থ হয় না, আমিও তেমনি এই রাজ্য বহন করিতে পারিতেছি না। প্রবল জলপ্রবাহ দ্বারা ভগ্নীকৃত সেতু যেমন পুনর্ব্বন্ধন করা দুঃসাধ্য, আমার পক্ষে রাজত্বও সেইরূপ অসাধ্য। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের ও কাক যেমন হংসের গতি অবলম্বন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আপনার পদবী অনুসরণে অসমর্থ। মহাবাহো! মহাস্কন্ধ-সমন্বিত এবং শাখা-প্রশাখা-পরিবর্দ্ধিত অন্তঃপুর-বৃক্ষ যদি ফলোৎপত্তির পূর্ব্বেই পতিত হয়, তাহা হইলে রোপণকর্ত্তার উদ্দেশ্য যেমন বিফল হয়,আপনি আমাদিগকে যদি এক্ষণে শাসন না করেন, তবে আমরাও তেমনি বৃথা হইলাম। রাঘব! আজ অভিষেকান্তে প্রকৃতিপুঞ্জ আপনাকে মধ্যাহ্নকালীন প্রদীপ্ত আদিত্যের ন্যায় দর্শন করুক। রাজন্! আপনি তূর্য্য, কাঞ্চী ও নূপুর এবং সুললিত গীত ও বাদিত্র দ্বারা আজ নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যতকাল জ্যোতিশ্চক্র পরিবর্দ্ধিত এবং যতকাল পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, আপনি ততকাল যাবতীয় লোকের উপর আধিপত্য করুন।" ১-১১।

ভরতের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র তথাস্তু বলিয়া শুভাসনে উপবেশন করিলেন। তখন শত্রুঘ্নের আদেশক্রমে সুনিপুণ ক্ষৌরকার সকল প্রণাম করিয়া রামের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল। অনন্তর ভরত ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ ও শত্রুঘ্নের পর রাম জটাভার কর্ত্তন পূর্ব্বক স্নান করিলেন। তিনি দিব্যমাল্য ও মহামূল্য বসনে সুশোভিত হইয়া দেহকান্তিতে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিলেন। বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণের বেশ-ভূষা করাইয়া দিলেন। মনস্বিনী দশরথ-পত্নীগণ স্বহস্তেই সীতার সর্ব্বাঙ্গে মনোহর অলঙ্কারাদি পরাইয়া দিলেন। পুত্রবৎসলা কৌশল্যা বানর-রমণীগণের বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন। তদনন্তর শত্রুঘ্নের বাক্যক্রমে সারথি সুমন্ত্র রথ-যোজনা করিয়া রামের নিকট আনয়ন করিলে মহাবাহু রামচন্দ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন সুগ্রীব এবং হনূমান্ও দিব্যবস্ত্র পরিধান ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাভরণভূষিতা সুগ্রীবপত্নী সকল এবং সীতাও নগরদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা দশরথের সচিব সকল পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অশোক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থ মহাত্মা রামের সংবর্দ্ধনা ও অভিষেক এবং নগরীর শোভা-সম্পাদনে মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা রামচন্দ্রের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।" পুরোহিত ও অমাত্যগণ এই প্রকার আদেশ প্রদান করিয়া সকলেই রামদর্শন-বাসনায় সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এ দিকে রামচন্দ্র রথারোহণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। ভরত রথের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের মস্তকোপরি চামরব্যজন করিতে লাগিলেন। বিভীষণও পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া শশাঙ্ক সঙ্কাশ বালব্যজন বীজন করিতে থাকিলেন। তৎকালে আকাশমণ্ডলে দেবর্ষি, দেব ও মরুদ্গণ কর্ত্তৃক রামস্তব-সূচক সুমধুর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাতেজা সুগ্রীব শত্রুঞ্জয়নামক গজে আরোহণ করিলেন। সমস্ত বানরগণ মনুষ্য-বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া নয় সহস্র গজের উপর আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র বিপুল শঙ্খ, প্রজাগণের আনন্দ ও দুন্দুভিধ্বনি-সহকারে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অযোধ্যাবাসিগণ দেখিতে পাইল, রামচন্দ্র রথারোহণ পূর্ব্বক দেহপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া আগমন করিতেছেন। তখন তাহারা রামচন্দ্রের যথাবিধি অভিনন্দন করিল; তিনি তাহাদিগকে প্রত্যভিনন্দন করিলে তাহারা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। রাঘব তৎকালে তারাগণ-পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তূর্য্যবাদক, করতাল ও স্বস্তিকহস্ত জনসমূহ এবং মাঙ্গলিকগণ বিবিধ মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। অক্ষত ও সুবর্ণহস্ত পুরুষ, গো, কন্যকা, ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত পুরুষগণও রামের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে রাম মন্ত্রীদিগের সম্মুখে সুগ্রীবের সখ্য, হনূমানের প্রভাব এবং বানরগণের অদ্ভুত কার্য্যের কথা বলিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইল। দ্যুতিমান্ রামচন্দ্র নানা কথা বলিতে বলিতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। পৌরগণ গৃহে গৃহে পতাকা সকল উত্থাপিত করিল। রামচন্দ্রও পিতৃগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিয়া অর্থ-সঙ্গতবাক্যে ভরতকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! মুক্তা ও বৈদূর্য্যপরিপূর্ণ মদীয় উৎকৃষ্ট ভবন সুগ্রীবের বাসার্থ নির্ণয় কর।" ১২-৪৫।

ভরত রামের বচনানুসারে সুগ্রীবের হস্তধারণ পূর্ব্বক উহাতে প্রবেশ করিলেন। পরে শত্রুঘ্নের আদেশে ভৃত্যগণ তৈলপ্রদীপ,পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ লইয়া সত্বর তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। রাঘবানুজ ভরত সুগ্রীবকে কহিলেন, "সম্প্রতি রামচন্দ্রের অভিষেকজলানয়নার্থ দূতদিগকে আজ্ঞা করুন।" তখন সুগ্রীব চারিটি প্রধান বানরকে চারিটি সর্ব্বরত্নপূর্ণ সুবর্ণঘট প্রদান করিয়া বলিলেন, "যাহাতে কল্য প্রত্যূষে সাগরজল লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পার, তদনুরূপ যত্নবান্ হও।" সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া মহাবল বানরগণ সত্বর আকাশপথে উৎপতিত হইলেন। জাম্ববান্, হনূমান্, বেগদর্শী ও ঋষভ এই চারি বানর পঞ্চ-

শত নদী ও চারিসমুদ্র হইতে কুম্ভ পূর্ণ করিয়া জল আনয়ন করিলেন। সুষেণ পূর্ব্বসমুদ্র, ঋষভ দক্ষিণসমুদ্র, গবয় পশ্চিমমহার্ণব হইতে জল পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিলেন। গরুড় ও পবনের ন্যায় পরাক্রান্ত হনুমান্ উত্তরসমুদ্রের জল আনিলেন। তখন শত্রুঘ্ন ও অমাত্যগণ রামের অভিষেক-জন্য উহা প্রধান পুরোহিত ও আত্মীয়বর্গকে প্রদান করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণবর্গের সহিত রাম ও সীতাকে রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। বসুগণ যেমন বাসবকে, তদ্রূপ বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, বামদেব ইহারাও সুনির্ম্মল জলে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে অভিষেক করাইলেন। প্রথমতঃ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ, তৎপরে কন্যা, মন্ত্রী, পুরবাসী ও বণিক্‌গণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। তখন অমর এবং লোকপালগণও সর্ব্বৌষধি-যুক্ত জলে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। পুরাকালে যে রত্নময় কিরীট স্বয়ং ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে মুকুটে মনু, তদ্বংশীয় রাজন্যগণ তৎপরে ক্রমান্বয়ে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা বশিষ্ঠ পুরোহিতগণ দ্বারা সেই কিরীট রামচন্দ্রের মস্তকে অর্পণ করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে শুভ্র ছত্র এবং সুগ্রীব শ্বেতচামর ধারণ করিলেন। বিভীষণ একটি চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। পবনদেব ইন্দ্র-প্রেরিত হইয়া শত কাঞ্চনমালা এবং মণিবিভূষিত মুক্তাহার নরেন্দ্র রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এই প্রকারে ধীমান্ রামচন্দ্রের অভিষেকোৎসবকালে অন্তরীক্ষে দেবগন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। তৎকালে পৃথিবী শস্যবতী, পাদপ সকল ফলবান্ ও পুষ্প সকল সৌরভশালী হইয়া উঠিল। তৎকালে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষসংখ্যক অশ্ব, শত সহস্র ধেনু এবং শত সহস্র বৃষ দান করিলেন। তদনন্তর ত্রিংশৎকোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং বিবিধ আভরণও ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিলেন। তাহার পর সুগ্রীবকে রবিরশ্মিসদৃশ মণিকাঞ্চনময়ী মালা অর্পণ করিলেন। তিনি অঙ্গদকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল অঙ্গদদ্বয় দান করিলেন। তিনি চন্দ্রসমপ্রভ মুক্তাহার এবং দিব্য বস্ত্রযুগল ও অন্যান্য অলঙ্কার সীতাকে সমর্পণ করিলেন। সীতা হনুমানের উপকার স্মরণ করিয়া উহাঁকে তত্তাবৎ দান করিলেন। পরে তিনি কণ্ঠ হইতে রামদত্ত হার উন্মোচন করিয়া বানরগণ ও ভর্ত্তার প্রতি মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৪৯-৭৯।

রামচন্দ্র তদ্দর্শনে জনক-তনয়াকে কহিলেন, "তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ তাহাকেই এই হার অর্পণ কর। তখন সীতা বায়ুনন্দনকে ঐ হার প্রদান করিলেন। তেজ, ধৃতি, যশ, নিপুণতা, এই সমস্ত সদ্‌গুণ যাঁহাতে নিয়ত বর্ত্তমান, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ঐ শুভ্র হার ধারণ করিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরবৃদ্ধ এবং যূথপতিগণও তৎকালে যথাযোগ্য বস্ত্রাভরণে পুরস্কৃত হইলেন। রামচন্দ্রের নিকট এইরূপে যথাযোগ্য সম্মাননা প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণ, সুগ্রীব জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরাধিপতিগণ সকলেই সানন্দমনে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরন্তপ রামচন্দ্র দ্বিবিদ, মৈন্দ এবং নীলকেও রত্নাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর সকলেই নররাজের নিকট বিদায় লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রামাভিষেক দর্শন করত তাঁহার নিকট সম্মানিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে প্রবেশ করিলেন। মহাযশা বিভীষণও অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে লঙ্কাযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র শত্রু সংহার পূর্ব্বক এই প্রকারে পৈতৃক-রাজ্য গ্রহণ করত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ৮০-৯১।

তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এক্ষণে পৃথিবীকে শাসন কর; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছেন; তুমিও এক্ষণে যৌবরাজ্য-ভার বহন কর।" লক্ষ্মণ যখন কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, তখন মহাত্মা রামচন্দ্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র বারংবার পৌণ্ডরীক ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া সদশ্ব দ্বারা দশাশ্বমেধ-যাগ করিয়াছিলেন। মহাযশা প্রতাপবান্ রামচন্দ্র এইরূপে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। রাম রাজ্যপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বৈধব্য-জনিত শোক, হিংস্রপ্রাণি-জনিত আশঙ্কা কি ব্যাধি-জনিত কোনও প্রকার ভয় রহিল না। লোক সকল নির্দ্দস্যু হইল; বৃদ্ধদিগকে বালকদিগের প্রেতকার্য্যও করিতে হইল না। সকলেই প্রমুদিত ও ধর্ম্মপর হইল। সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করিল। লোকের পরমায়ুসংখ্যা সহস্র বর্ষ; সকলেই নীরোগ ও শোক-শূন্য হইল। বৃক্ষ সকল নিত্য ফলমূল ও পুষ্পশালী হইল এবং মেঘ ইচ্ছামত বর্ষণ করিতে লাগিল। বায়ু সুখস্পর্শভাবে বহিতে থাকিলেন। প্রজাবর্গ পরিতুষ্ট থাকিয়া স্ব স্ব বৃত্তি আচরণ করিতে লাগিল। তাহারা সকলে ধর্ম্মপরায়ণ হইল। মিথ্যা-প্রতারণাদি রহিল না। তৎকালে এই ধর্ম্মজনক যশস্কর আর্ষ আদিকাব্য পুরাকালে বাল্মীকি মুনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি ইহা সতত শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকেন। রামাভিষেক-শ্রবণে পুত্রকামী পুত্র ও ধনকামী ধনলাভ করেন; রাজা মহীমণ্ডল জয় করিয়া শত্রুদমন করিতে পারেন। যেরূপ কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতকে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, রামায়ণ শ্রবণ করিয়া স্ত্রীলোকে তদ্রূপ পুত্র লাভ করেন। এই রাম-গ্রন্থ শ্রবণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি জিতক্রোধ ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই প্রাচীন কাব্য শ্রবণ করেন, তিনি সকল প্রকার সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন। এই আদিকাব্য শ্রবণ করিলে প্রবাসী ব্যক্তি গৃহে আসিয়া বান্ধবদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন। রামায়ণ শ্রবণ করিল মনুষ্য রামচন্দ্রের নিকট হইতে সমস্ত অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা শ্রবণ করিলে সকল দেবতাই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। গৃহে রামায়ণ থাকিলে ভূতাদির উপদ্রব শান্ত হয়। ইহা শ্রবণ করিলে রাজা পৃথিবীবিজয়ী হন এবং রজঃস্বলা নারীগণ অত্যুত্তম পুত্র লাভ করিয়া থাকেন। এই পুরাতন ইতিহাস পাঠ ও পূজা করিলে লোকে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে মহামুনি-বাল্মীকি প্রণীত এই মহাকাব্যে অধ্যয়ন করিবে অথবা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে, তাহারা বিষম দুর্গতি হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। যাহারা বহুদিন প্রবাসে অবস্থিতি করে, তাহারা ভক্তিসহকারে ইহা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে অচিরে স্বদেশে আগমন পূর্ব্বক বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুখী হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ইহার ন্যায় পবিত্র, আয়ুষ্কর, যশস্কর ও স্বর্গ্য আর কিছুই নাই। ক্ষত্রিয়গণ অবনতমস্তকে ব্রাহ্মণ-মুখে রামায়ণ শ্রবণ করিলে ঐশ্বর্য্য ও পুত্র লাভ করিয়া থাকেন।

অধিক কি, এই সমগ্র রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ করিলে রাম তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। রামই সনাতন বিষ্ণু, আদিদেব হরি ও নারায়ণ। ইহা পুরাবৃত্ত আখ্যান। ইহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা বিশ্রব্ধভাবে রামায়ণ কীর্ত্তন কর; ইহা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে সকল দেবতাই তুষ্ট, পিতৃগণও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ইহলোকে যাঁহারা এই সংহিতা ভক্তিপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহাদিগেরও স্বর্গবাস হয়। এই মহার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ইহলোকে কুটুম্ব, ধন-ধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, অর্থসিদ্ধি লাভ হয়। বলিতে কি, ইহা যশস্কর, আরোগ্যসাধক, বুদ্ধিজনক ও মঙ্গলদায়ক; অতএব ঋদ্ধিকামী সাধু ব্যক্তিগণের নিয়ম পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ৯২-১৩২।

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণ

উত্তরকাণ্ড

প্রথম সর্গ।

রামের রাজ্যাভিষেকান্তে ঋষিবৃন্দের সহিত কথোপকথন।

রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া রাম রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে পর সমুদায় মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগমন করিলেন। কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব, কণ্ব এবং মেধাতিথির পুত্র প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্বদিগ্‌বাসী; স্বস্ত্যাত্রেয়, ভগবান্ নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, ভগবান্ সুমুখ এবং বিমুখ প্রভৃতি যাঁহারা দক্ষিণদিকে বাস করিতেন; নৃষঙ্গু, কবষী, ধৌম্য এবং মহাঋষি কৌশেয় প্রভৃতি যাঁহারা পশ্চিমদিগ্বাসী এবং বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি উত্তরদিগ্বাসী; এবং সপ্তর্ষিগণ ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব শিষ্য-সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। বেদবেদাঙ্গবিদ্ নানাশাস্ত্রবিশারদ, অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই সকল মহাত্মা মুনিগণ রামচন্দ্রের প্রাসাদ-সমীপস্থ হইয়া প্রতীহারী দ্বারা আপনাদের আগমনসংবাদ দিবার জন্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মুনিসত্তম ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দ্বারপালকে কহিলেন, "আমরা সমুদায় ঋষি এখানে আগমন করিয়াছি, তুমি ইহা দাশরথিকে নিবেদন কর।" প্রতীহারী অগস্ত্যের বচনে শীঘ্রই মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইল। নীতি ও ইঙ্গিতজ্ঞ, সদ্‌বৃত্ত, দক্ষ ও ধৈর্য্যশীল সেই দ্বারপাল পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম রামকে সহসা দর্শন করিয়া কহিল, "ঋষিসত্তম অগস্ত্যাদি এখানে আসিয়াছেন।" বালসূর্য্যসমপ্রভ সেই সকল মুনিগণ আসিয়াছেন শুনিয়া রামচন্দ্র দ্বারীকে কহিলেন, "যথাসুখে তুমি তাঁহাদিগকে এখানে আনয়ন কর।" মুনিগণকে উপস্থিত দেখিয়া রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান করিলেন এবং পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সাদরে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে গাভী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং প্রযতচিত্তে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের বসিবার জন্য আসন আদেশ করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠেরা সেই সকল কুশাস্তৃত, মৃগচর্ম্মযুক্ত, সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ মহাসনে যথাযোগ্য উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম কুশল জিজ্ঞাসা করিলে পর সশিষ্য সপুরোগম বেদবিৎ মহর্ষিগণ বলিলেন, হে মহাবাহো রঘুনন্দন! আমাদের সর্ব্বত্র কুশল। পরন্তু তোমাকে ভাগ্যক্রমে আমরা হতশত্রু ও কুশলী দেখিতেছি। রাজন্! ভাগ্যক্রমেই তোমা কর্ত্তৃক সেই লোক-রাবণ রাবণ হত হইয়াছে। হে রাম! পুত্রপৌত্রবান্ সেই রাবণ তোমার পক্ষে কিছুই ভার নহে; যে হেতু, সধনুষ্ক হইলে তুমি ত্রিলোক জয় করিতে পার, সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে তুমি সেই পুত্রপৌত্রবান্ রাবণকে বধ করিয়াছ, আমরা ভাগ্যবলেই অদ্য সীতার সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি। ধর্ম্মাত্মন্! আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই অদ্য আমরা তোমাকে হিতৈষী ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং মাতৃগণের সহিত সম্মিলিত দেখিতেছি। ভাগ্যক্রমেই প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং দুর্দ্ধর্ষ নিশাচর অকম্পন নিহত হইয়াছে। যাহার দেহ-প্রমাণ হইতে বিপুলতর প্রমাণ ইহলোকে নাই, ভাগ্যক্রমেই সেই কুম্ভকর্ণ ত্বৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক এই সকল মহাবীর্য্য রাক্ষসদিগকেও তুমি ভাগ্যবলে নিহত করিয়াছ। দেবতাদিগের অবধ্য, দ্বন্দ্বযুদ্ধে উপাগত, রাক্ষসরাজ রাবণকে ভাগ্যক্রমেই তুমি সংহার করিয়া বিজয়লাভ করিয়াছ। মহাবাহো! যুদ্ধে সেই রাবণের পরাভব ত অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে তুমিনি যে সেই রাবণি ইন্দ্রজিৎকে হত করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? বীর! সাক্ষাৎ কালের ন্যায় অদৃশ্য ও অব্যর্থগতি দেবশত্রু সেই ইন্দ্রজিতের হস্ত হইতে তুমি ভাগ্যবলেই মুক্ত হইয়া বিজয়লাভ করিয়াছ। সর্ব্বভূতের অবধ্য, যুদ্ধস্থলে মহামায়াধারী সেই ইন্দ্রজিতের বধবৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা সকলে তোমাকে অভিনন্দন করিতেছি; ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছে শুনিয়া আমাদের পরম বিস্ময় জন্মিয়াছে। হে বীর! ইহা পরম সৌভাগ্য যে, তুমি এইরূপে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া জগৎকে শান্তিজনক পরমপুণ্য অভয়-দক্ষিণা দান করিলে। হে অমিত্রকর্ষণ কাকুৎস্থ! পরমসৌভাগ্য যে, তুমি এইরূপে বিজয়লাভে বর্দ্ধিত হইয়াছ। ভাবিতাত্মা মুনিগণের বচন

শ্রবণ করিয়া রাম বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আপনারা নিশাচর রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, এই দুই মহাবীরকে অতিক্রম করিয়া, কি জন্ত রাবণি সেই ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিলেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দুর্দ্ধর্ষ দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি মহাবীরদিগকেও অতিক্রম করিয়া কি জন্ত ইন্দ্রজিতের এত আধিক্যতা করিলেন? অতিকায়, ত্রিশিরা, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি মহাবীর্য্যবান্ রাক্ষসগণকে গণনা না করিয়া আপনারা কি জন্ত সেই ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিলেন? ঐ বীরের প্রভাব কিরূপ, বলই বা কীদৃশ, পরাক্রমই বা কত এবং কি কারণেই বা ইন্দ্রজিৎ রাবণ অপেক্ষাও বল-বীর্য্যে অতিরিক্ত? এই সকল যদি আমার শ্রবণীয় হয় এবং আপনাদিগেরও বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আদেশ করিতেছি না; পরন্তু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে; অনুগ্রহ করিয়া বলুন। কিরূপে ইন্দ্রজিৎ এ প্রকার বরলাভ করিল যে, সে ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছে? কি কারণেই বা পুত্র এত বলবান্? কিন্তু তাহার পিতা রাবণ তদ্রূপ নয়। ইন্দ্রজিৎ কিরূপে পিতা অপেক্ষাও যুদ্ধে অধিক সমর্থ? কিরূপেই বা সেই রাক্ষস ইন্দ্রজয়ী?, এবং কি বরই বা সে লাভ করিল? হে মুনিবর! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই সমস্ত উত্তর প্রদান করুন।" ১-৩৬।

দ্বিতীয় সর্গ।

কুবেরের জন্মকাহিনী।

মহাত্মা রাঘবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য কহিলেন, "রাম! যে মহৎ তেজ ও বল দ্বারা ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং শত্রুগণের অবধ্য থাকিয়া শত্রুদিগকে সংহার করিত, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর এবং সেই প্রসঙ্গে রাবণের কুল ও জন্ম এবং তাহার বরপ্রাপ্তি বলিতেছি। রাম! পুরাকালে সত্য যুগে পুলস্ত্য নামে ব্রহ্মার পুত্র এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ পিতামহের ন্যায় ঈশ্বরভাবাপন্ন ছিলেন। কি ধর্ম্মতঃ কি শীলতঃ তাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তন করা অসাধ্য; তবে প্রজাপতির পুত্র, এই নামমাত্রে তাঁহার গুণরাশি বর্ণিত হইতে পারে। প্রজাপতির পুত্র ছিলেন বলিয়া তিনি দেবতাদিগের প্রিয় ছিলেন, সেই মহামতি বিবিধ পবিত্রগুণে সকল লোকেরও পূজ্য ছিলেন। পরন্তু ধর্ম্মাত্মা সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকামনায় মহাগিরি মেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া তপস্যা করিতে থাকিলে কন্যকা সকল তাঁহার আশ্রমপদে গমন করিয়া তপোবিঘ্ন করিতে লাগিল। ঋষিকন্যা, নাগকন্যা, রাজর্ষিতনয়া এবং অপ্সরা সকল ক্রীড়া করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই কাননে সকল ঋতুরই ভোগ হইত এবং উহা রমণীয় ছিল; এই জন্ত কন্যা সকল সেই প্রদেশে গিয়া নিত্য ক্রীড়া করিত। যে স্থানে সেই দ্বিজ পুলস্ত্য অবস্থিতি করিতেন, ঐ দেশ রমণীয় ছিল বলিয়া সেই কন্যাগণ গান বাদ্য এবং বিবিধ বিলাস প্রদর্শন করিত। তখন সেই মহাতেজা মুনিবর রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, "যে আমার দৃষ্টিপথে আসিবে, সে তৎক্ষণাৎ গর্ভধারণ করিবে। তাহারা সকলে সেই মহাত্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়া আর সে স্থানে গমন করিল না; কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর দুহিতা ইহা শুনিতে পাইল না; সে কারণ সে সেই আশ্রমে গিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিত; কিন্তু তথায় কোন সখীকে উপস্থিত দেখিত না। প্রজাপতি-পুত্র মহাতেজা পুলস্ত্য তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া তথায় যখন বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজ-তনয়া বেদধ্বনি-শ্রবণে উৎসুক হইয়া তপোনিধিকে দর্শন করিল এবং সে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল ও তাহার গর্ভলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল। সে স্বীয় দৈহিক বিকার দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইল এবং আমার এ কি হইল জানিতে পারিয়া পিত্রালয়ে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া তৃণবিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আত্মদেহের অসদৃশ এ কি ধারণ করিয়াছ? সেই কন্যা দীনভাবাপন্ন হইয়া তপোধন পিতাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে তাত! যে কারণে আমার ঈদৃশ রূপ হইল, তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি স্বীয় সখীদিগকে অন্বেষণ করিতে গিয়া আত্মচিন্তাপরায়ণ মহর্ষি পুলস্ত্যের দিব্য আশ্রমে একাকিনী গমন করিতেছিলাম। আমি সেখানে কোন সখীকে উপস্থিত দেখিলাম না; পরন্তু এইরূপ বিপর্য্যয় দেখিয়া ভয়ে এখানে আগমন করিলাম।" তপঃপ্রভাবে জ্যোতিঃসম্পন্ন সেই রাজর্ষি তৃণবিন্দু এই কথায় ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, ঋষির কর্ম্মবলেই এই প্রকার ঘটিয়াছে। তিনি সেই ভাবিতাত্মা ঋষির শাপ জানিতে পারিয়া তনয়াকে লইয়া পুলস্ত্য-সকাশে গিয়া বলিলেন, ভগবন্! স্বীয় গুণগ্রামে ভূষিতা মদীয় দুহিতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি ভিক্ষাস্বরূপে ইহাকে প্রতিগ্রহ করুন। তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার ইন্দ্রিয়গণ শ্রান্ত হইলে পর এ আপনার সতত শুশ্রূষা করিবে, সন্দেহ নাই।" ধার্ম্মিক রাজর্ষি পুলস্ত্য তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণিগ্রহণ করিব বলিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন। তখন রাজা কন্যাদান করিয়া স্বীয় আশ্রমপদে গমন করিলেন; কন্যাও নিজগুণে স্বামীর সন্তোষ উৎপাদন করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মুনিপুঙ্গব তাঁহার সচ্চরিত্র ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন, "সুশ্রোণি! আমি তোমার গুণসমূহে পরিতুষ্ট আছি; এই কারণে অদ্য তোমাকে আত্মসদৃশ পুত্র প্রদান করিব; ঐ পুত্র পিতৃমাতৃ বংশের রক্ষাকর্ত্তা এবং পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইবে। আমার বেদাধ্যয়নকালে তোমা কর্ত্তৃক বেদ বিশ্রুত হইয়াছিল, এ কারণ ঐ পুত্রের নাম বিশ্রবা হইবে, সন্দেহ নাই।" ঋষি সন্তুষ্টান্তঃকরণে এই প্রকার বলিলে পর সেই দেবী অচিরকালমধ্যে বিশ্রবা নামক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র ত্রিলোক-বিখ্যাত, যশ এবং ধর্ম্মসমন্বিত, শ্রুতিমান্, সমদর্শী এবং ব্রতাচাররত ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।" ১-৩৩।

তৃতীয় সর্গ।

কুবেরের জন্মবিবরণাদি এবং লঙ্কায় তাহার বাস।

অনন্তর পুলস্ত্যের পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা অচিরকালমধ্যে পিতার ন্যায় তপোনিষ্ঠ হইলেন। তিনি সত্যবান্, শীলবান্, দান্ত, স্বাধ্যায়-নিরত, শুচি, সর্ব্বপ্রকার ভোগে অনাসক্ত এবং নিত্যধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার এই প্রকার সুচরিত্র অবগত হইয়া স্বীয় দুহিতা

দেববর্ণিনীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিলেন। মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজ-তনয়াকে পরিগ্রহ করিলেন এবং প্রজাগণের শুভদর্শনবশ হইয়া জ্যোতিষজ্ঞানে ভাবীপুত্রের মঙ্গল-চিন্তা করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি সেই ভার্য্যায় বীর্য্যসম্পন্ন ও সমুদায় ব্রহ্মগুণবিশিষ্ট পরমাদ্ভুত পুত্র উৎপাদন করিলেন। পরন্তু পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তদীয় পিতামহ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই পুত্রের শ্রেয়ঃসাধিনী বুদ্ধি-দর্শনে পরিণামে ধনাধ্যক্ষ হইবে ভাবিয়া প্রীতচিত্তে দেবর্ষিগণের সহিত তাহার নামকরণ করিলেন,—'বিশ্রবার সহিত পুত্রের সাদৃশ্য হইয়াছে, অতএব এই পুত্র বৈশ্রবণ নামে বিখ্যাত হইবে।' তৎকালে বৈশ্রবণ তপোবনে থাকিয়া আহুতি দ্বারা হুত মহাতেজা অনলের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আশ্রমে অবস্থানসময়ে সেই মহাত্মার এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইল যে, ধর্ম্মই পরমগতি, অতএব আমি পরমধর্ম্মের আচরণ করিব। অনন্তর তিনি এইরূপ আলোচনা করত কঠোর নিয়মে সংযত হইয়া মহাবনে সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি বক্ষ্যমাণ বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক কখনও জলাহার, কখনও বায়ুভক্ষণ এবং কখনও বা নিরাহার হইয়া সহস্র বৎসর এক বর্ষের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পরমতেজস্বী পিতামহ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ সমভিব্যাহারে তদীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তোমার এই কার্য্যে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি; সুব্রত! বরগ্রহণ কর। হে মহায়তে! তুমি বরদানের উপযুক্ত পাত্র। তোমার মঙ্গল হউক।" তখন বৈশ্রবণ সমাগত পিতামহকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি ধন রক্ষক লোকপাল হইতে বাসনা করি।" পিতামহও সুরগণের সহিত প্রীতচিত্তে অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, "আমি চতুর্থ লোকপাল সৃজন করিতে উদ্যত হইয়াছি; ইন্দ্র, যম ও বরুণের ন্যায় তোমার লোকপালপদ ঈপ্সিত; অতএব তুমি তাহা গ্রহণ কর। অথবা হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি নিধীশ্বর-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাসব, বরুণ ও যমের চতুর্থ হইবে। সূর্য্যসন্নিভ পুষ্পক নামক বিমান যানার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া ত্রিদশদিগের সমতা লাভ কর। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সুখে থাক। তাত! তোমাকে বরযুগল দান করিয়া আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি; অতএব সকলেই যথাগত প্রস্থান করিব।" এই কথা বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ নভোমণ্ডলে প্রস্থান করিলে কুবের কৃতাঞ্জলিপুটে সংযতচিত্তে পিতাকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি পিতামহ-সন্নিধানে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছি। কিন্তু সেই দেব প্রজাপতি আমার কোন বাসস্থান বিধান করেন নাই। হে প্রভো ভগবন্! যেখানে থাকিলে কোন প্রাণীরই পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই, আপনি আমার তাদৃশ উৎকৃষ্ট বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখুন।" মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সত্তম! শ্রবণ কর। দক্ষিণসাগরের তীরে চিত্রকূট নামে পর্ব্বত, তাহার শিখরে পুরন্দর-পুরীর ন্যায় বিশালা লঙ্কানাম্নী নগরী আছে। ঐ পুরী বাসবের অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় ও সুবিস্তৃত এবং রাক্ষসগণের বাসার্থ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। তুমি সেই লঙ্কানগরীতে গিয়া বসতি কর; তোমার মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ রমণীয় পুরী স্বর্ণময় প্রাচীর, পরিখা, যন্ত্র ও অস্ত্রসমূহে সমাবৃত; তাহার তোরণ সকল সুবর্ণ ও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা রচিত। পুরাকালে রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া এই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রবিষ্ট হয়। তদবধি সেই পুরী রাক্ষসশূন্য রহিয়াছে; সম্প্রতি তাহার অধীশ্বর কেহই নাই। পুত্র! তুমি তথায় বাস করিবার জন্য সুখে গমন কর; তোমার তত্রত্য বাস নির্দ্দোষ হইবে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার সামর্থ্য নাই।" ধর্ম্মাত্মা কুবের পিতার এই প্রকার ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শুনিয়া পর্ব্বতশিখরস্থিত লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র রাক্ষসগণ হৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। তাঁহার শাসনগুণে অচিরকালমধ্যে লঙ্কানগরী সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল। বিশ্রবার পুত্র নৈঋতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ প্রীত হইয়া লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে সেই ধার্ম্মিক ধনপতি কুবের পুষ্পক-রথে আরোহণ করিয়া বিনীতভাবে পিতা-মাতার নিকট আগমন করিতেন। তৎকালে দেবগন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তুতি করিতেন; অপ্সরোগণ পুষ্পক-রথে নৃত্য করিতেন; তিনি কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইয়া পিতা-মাতার সমীপে গমন করিতেন। ১-৩৫।

চতুর্থ সর্গ।

অগস্ত্য কর্ত্তৃক রাক্ষসদিগের উৎপত্তি-বর্ণনপ্রসঙ্গে সুকেশের জন্মকথন।

রাম মহামুনি অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কুবেরের অবস্থিতির পূর্ব্বে লঙ্কায় কিরূপে রাক্ষসদিগের অবস্থানাদি সম্ভব হইতে পারে?" অনন্তর তিনি মস্তক কম্পিত করত ত্রেতাগ্নিসমপ্রভ অগস্ত্যের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্! পূর্ব্বে এই লঙ্কায় পিশিতাশন নিশাচরগণ বাস করিত, আপনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। শুনিয়াছি, পুলস্ত্যবংশ হইতেই রাক্ষসেরা উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু আপনি এখন অন্য হইতে নিশাচরদিগের উৎপত্তি, ইহা কীর্ত্তন করিলেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণ অপেক্ষা তাহারা কি অধিকতর বলশালী? হে ব্রহ্মন্! কোন্ বলবান্ রাক্ষস ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ এবং তাহার নামই বা কি এবং কি অপরাধেই বা ভগবান্ বিষ্ণু ইহাদিগকে বিদ্রাবিত করেন? ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে অনঘ! সূর্য্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপে আপনি আমার এই কৌতূহল অপনয়ন করুন।" ১-৭।

মহামুনি অগস্ত্য রাঘবের এই সংস্কারালঙ্কৃত শুভবাক্য-শ্রবণে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "পুরাকালে তুমির অধোভাগবর্ত্তী সলিল সৃজন করিয়া তাহাতে সলিলসম্ভব প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েন। পদ্মযোনি আপনার সৃষ্ট প্রাণিসমূহের রক্ষার্থে কতকগুলি জীবের সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল প্রাণী ক্ষুধা-পিপাসা এবং ভয়ে পীড়িত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিল, 'আমরা কি করিব?' প্রজাপতি সহাস্যমুখে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রাণিগণ! তোমরা সযত্নে মানবদিগকে রক্ষা কর।' তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বুভুক্ষিত প্রাণী 'রক্ষাম' এবং কতকগুলি অবুভুক্ষিত প্রাণী 'যক্ষাম' এইরূপ কহিল। তখন সেই ভূতভাবন প্রজাপতি তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যাহারা রক্ষাম বলিয়াছ, তাহারা রাক্ষস হও; আর যাহারা যক্ষাম বলিয়াছ, তাহারা যক্ষ হও।' সেই রাক্ষসগণের

মধ্যে তাহাদের অধিপতিরূপে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভাকৃতি অরিন্দম ভ্রাতৃযুগল জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রহেতি ধার্ম্মিক ; সুতরাং সে তপোবনে গমন করিল ; কিন্তু হেতি দারপরিগ্রহার্থ নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিল। সেই মহামতি অমেয়াত্মা হেতি স্বয়ং কালসন্নিধানে গমন করিয়া কালের ভগিনী ভয়ানাম্নী মহাভয়া কন্যার প্রাণিগ্রহণ করিল। পরে পুত্রবানের অগ্রগণ্য রাক্ষসপুঙ্গব হেতি সেই ভার্য্যার গর্ভে বিদ্যুৎকেশ নামে সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিল। মহাতেজা হেতি-পুত্র বিদ্যুৎকেশ দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় অতীব তেজস্বী হইয়া জলমধ্যস্থ পদ্মের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন সেই নিশাচর যৌবনপ্রাপ্ত হইল, তখন তদীয় পিতা হেতি তাহার বিবাহের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইল। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হেতি পুত্রের জন্য সন্ধ্যার ন্যায় প্রভাবশালিনী সন্ধ্যা-দুহিতাকে বরণ করিল। হে রাঘব! কন্যা অবশ্যই পরকে দান করিতে হইবে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া সন্ধ্যা আপন তনয়াকে বিদ্যুৎকেশের হস্তে সমর্পণ করিল। নিশাচর বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যা-তনয়াকে প্রাপ্ত হইয়া পৌলোমীসহ বাসবের ন্যায় তাহার সহিত বিহার করিতে নিরত হইল। হে রাম! কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই সন্ধ্যা-তনয়া সালকটঙ্কটা সাগর হইতে মেঘমালার ন্যায় বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভধারণ করিল। পরে গঙ্গা যেমন অগ্নি-বিসৃষ্ট মহেশ্বরগর্ভ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই রাক্ষসী মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়া জলগর্ভ-মেঘসমপ্রভ গর্ভ বিসর্জ্জন করিল। গর্ভ বিসর্জ্জন করত সে বিদ্যুৎকেশের রতি-অভিলাষে আপন সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত বিহারে রত হইল। এইরূপে সেই ঘনশব্দ-সমস্বন গর্ভ উৎসৃষ্ট অবস্থায় পতিত রহিল। পরন্তু সেই পিতৃ-মাতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শারদীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী শিশু মুখমধ্যে স্বয়ং হস্ত প্রদান পূর্ব্বক ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে করিতে ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অনন্তর রোরুদ্যমান রাক্ষসাত্মজকে নয়নগোচর করিয়া করুণাবশতঃ পার্ব্বতী অনুরোধ করিলে ত্রিপুরনিসূদন ভব সেই রাক্ষস-তনয়ের মাতার সমান বয়স করিয়া দিলেন। সেই অক্ষয় অব্যয় মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয়কামনায় তাহাকে অমর করিয়া আকাশগামী পুর প্রদান করিলেন। হে নৃপাত্মজ! উমাও রাক্ষসীদিগকে 'সদ্য গর্ভধারণ, সদ্য প্রসব এবং সদ্যই মাতার তুল্য বয়স প্রাপ্ত হইবে,' এই বলিয়া বর দিলেন। মহামতি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুকেশ পার্ব্বতীর নিকট বরলাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইল এবং প্রভু মহাদেবের নিকট আকাশগামী পুর ও শ্রী-লাভ করিয়া পুরন্দরের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।" ৮-৩২।

পঞ্চম সর্গ।

মাল্যবান্, সুমালী ও মালীর জন্ম এবং লঙ্কায় তাহাদের বাস।

"সূর্য্যসম তেজস্বী গ্রামণী নামে গন্ধর্ব্ব রাক্ষস সুকেশকে ধার্ম্মিক এবং লব্ধবর দেখিয়া রূপযৌবনে ত্রিভুবন-বিখ্যাত ও দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় আত্মজা দেববতী নামক কন্যাকে রাক্ষস-শ্রীর ন্যায় সম্প্রদান করিলেন। শিবের বরদানপ্রযুক্ত সুকেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। দেববতী তাদৃশ প্রিয়পতি লাভ করিয়া, নির্দ্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, তদ্রূপ প্রীতিমতী হইলেন। রাক্ষস দেববতীর সহযোগে করেণু-সংসর্গে অঞ্জন নামক দিগ্‌গজসম্ভূত মহাগজ যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ শোভা ধারণ করিল। রাঘব! দেববতীর গর্ভে সুকেশের ঔরসে ত্রেতাগ্নির ন্যায় তিনটি পুত্র জন্মিয়াছিল। মাল্যবান্, সুমালী এবং বলিশ্রেষ্ঠ মালী. রক্ষোপতি সুকেশ ত্রিনেত্র-সমান এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। একস্থানস্থিত তিন অগ্নির ন্যায়, অনাকুল লোকত্রয়ের ন্যায় অত্যুগ্র মন্ত্রত্রয়ের ন্যায় এবং বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাত্মক ঘোরতর রোগত্রয়ের ন্যায়, ত্রেতাগ্নি-সম-তেজস্বী সুকেশের সেই তিনটি পুত্র ব্যাধিকে উপেক্ষা করিলে যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহারা তপোবলে পিতার বরপ্রাপ্তি ও ঐশ্বর্য্যলাভ দেখিয়া তপস্যা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া মেরুপর্ব্বতে গমন করিল। হে নৃপসত্তম! সেই সকল রাক্ষসেরা তখন কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বভূত-ভয়াবহ ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। সত্যার্জ্জবসমাযুক্ত পৃথিবীতে দুর্ল্লভ তাহাদের সেই তপস্যাতে দেবাসুর ও মানুষ-সহ ত্রিভুবন সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে প্রভু চতুরানন ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া সুকেশের পুত্র সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন, 'আমি বর দিব বলিয়া আসিয়াছি।' তাহারা সকলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত পিতামহকে বরদানে উদ্যত জানিয়া বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,'দেব! আমাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া যদি আমাদিগকে বরপ্রদান করেন, তবে এই বর দিন, যেন আমরা পরস্পর অনুরক্ত, অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবী ও প্রভুভাবাপন্ন হই।' ব্রাহ্মণপ্রিয় বিভু ব্রহ্মা সুকেশ-তনয়দিগকে 'তাহাই হইবে,' এই বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। হে রাম! সেই সুকেশ-পুত্রেরা বরলাভ-নিবন্ধন নিতান্ত নির্ভয় হইয়া সুরাসুরদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ, ঋষিবৃন্দ ও চারণগণ তাহাদের কর্ত্তৃক নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া নরকপতিত মানবের ন্যায় কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিলেন না। হে রঘুসত্তম! সেই রাক্ষসেরা একত্র মিলিত ও নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া শিল্পিবর অব্যয় বিশ্বকর্ম্মাকে কহিল, 'মহামতে! ওজ, তেজ ও বলবিশিষ্ট মহাত্মা দেবগণের গৃহ আপনিই আত্মতেজ-সহায়ে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন ; অতএব আমাদেরও সেইরূপ হৃদয়বাঞ্ছিত বাসভবন নির্ম্মাণ করুন। হিমালয়, মেরু ও মন্দরপর্ব্বত, এই সকলের মধ্যে যে কোন স্থানে যেন আমাদের বাসগৃহ হয় এবং উহা যেন মহেশ্বর-আলয়সদৃশ সুমহৎ হয়।' তখন মহাভুজ বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় রাক্ষসদিগের নিবাসসম্বন্ধে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাক্ষসগণ! দক্ষিণসাগরের তীরদেশে ত্রিকূট নামে পর্ব্বত আছে। এই ত্রিকূটের সদৃশ সুবেল নামে দ্বিতীয় একটি পর্ব্বত আছে, তাহার মধ্যম শৃঙ্গ মেঘসদৃশ। বিশেষতঃ বিদীর্ণ পাষাণ সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় উহা শকুনগণেরও দুষ্প্রাপ্য। আমি ইন্দ্রের আদেশানুসারে সেই শিখরে লঙ্কানাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। ঐ নগর ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ, শত যোজন আয়ত, স্বর্ণময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং সুবর্ণময় তোরণে পরিবৃত। হে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! স্বর্গবাসী ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যেমন অমরাবতীতে বাস করেন, তোমরাও তেমনি সেই লঙ্কা নগরীতে গিয়া বাস কর। হে শত্রুসূদন রাক্ষসবৃন্দ! তোমরা রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া সেই লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিয়া শত্রুবর্গের দুরাধর্ষ হও।' ১-২৭।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা বিশ্বকর্ম্মার বচন-শ্রবণে সহস্র সহস্র অনুচর-সমেত লঙ্কায় গিয়া বাস করিল। দৃঢ় প্রাকার ও পরিখ-পরিবৃত শত শত স্বর্ণময় গৃহে সুশোভিত সেই লঙ্কানগর প্রাপ্ত হইয়া নিশাচরেরা অতীব আহ্লাদ-সহকারে তথায় বাস করিতে লাগিল। হে রাঘব! ঐ সময়ে নর্ম্মদানাম্নী এক গন্ধর্ব্বী যদৃচ্ছাক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। তাহার শ্রী ও কীর্ত্তির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট তিন কন্যা ছিল। নর্ম্মদা জ্যেষ্ঠানুক্রমে তাহাদিগকে ঐ তিন রাক্ষসকে হৃষ্টচিত্তে সম্প্রদান করিলেন। মহাভাগা পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা গন্ধর্ব্বকন্যাত্রয় উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জননী কর্ত্তৃক ঐ তিন রাক্ষসেন্দ্রগণকরে প্রদত্ত হইল। হে রাম! সুকেশের তনয় সকল কৃতদার হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত দেবগণের ন্যায় তৎকালে ভার্য্যাগণসহ বিহার করিতে লাগিল। মাল্যবানের ভার্য্যার নাম সুন্দরী। মাল্যবান্ সেই সুন্দরী ভার্য্যাতে যে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছে, তাহা অবগত হউন। বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত, ইহারা সুন্দরীর পুত্র এবং অনলা নামে সুন্দরীর এক কন্যা জন্মে। হে রাম! সুমালীর ভার্য্যার নাম কেতুমতী, সে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা এবং পতির প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী। মহারাজ! রাক্ষস সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে যে পুত্রোৎপাদন করে, আনুপূর্ব্বিক তাহা শ্রবণ করুন। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ, ইহারা সুমালীর মহাবল পুত্র এবং কুম্ভীনসী, কৈকসী, পুষ্পোৎকটা ও রাকা, ইহারা সুমালীর কন্যা। হে প্রভো! দক্ষসুতাসদৃশী নিরতিশয় রূপসম্পন্না, পদ্মপত্রলোচনা, মধুরদৃষ্টিসম্পন্না বসুদানাম্নী এক গন্ধর্ব্বী মালীর ভার্য্যা ছিল। মালী তাহার গর্ভে যে যে সন্তান উৎপাদন করে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অনল, নীল, হর ও সম্পাতি, ইহারা মালীর পুত্র এবং এই রাক্ষসগণই বিভীষণের অমাত্য ছিল। অনন্তর এই তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবান্, সুমালী ও মালী বাহুবীর্য্যে দর্পিত হইয়া শত শত পুত্র ও নিশাচরগণে পরিবৃত থাকিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, যক্ষগণ ও নাগদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহারা বায়ুর ন্যায় দুরাক্রম্য হইয়া জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর ন্যায় তেজস্বী ও বরলাভে অতিমাত্র গর্ব্বিত হইয়া সর্ব্বদা যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইল। ১-৪৫।

ষষ্ঠ সর্গ।

মালী, সুমালী ও মাল্যবানের সহিত নারায়ণের যুদ্ধ।

দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ সেই সকল রাক্ষস কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়প্রযুক্ত দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি জগতের সৃজন ও সংহারকর্ত্তা, অব্যক্তস্বরূপ, অজ এবং লোকাধার সকলেরই আরাধ্য ও পরমগুরু। দেবগণ কামারি ও ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের সান্নিধানে মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়-গদগদবচনে কহিলেন, "ভগবন্ প্রজাধ্যক্ষ! পিতামহের বরোদ্ধত সুকেশ-পুত্রেরা শত্রু-নির্য্যাতনের ন্যায় প্রজা সকল পীড়ন করিতেছে। আমাদের শরণভূত আশ্রম সকল পীড়ন করিতেছে। স্বর্গ হইতে দেবগণকে দূরীভূত করিয়া আপনারা দেববৎ স্বর্গপুরে ক্রীড়া করিতেছে। আমিই বিষ্ণু, আমিই রুদ্র, আমিই ব্রহ্মা, আমিই দেবরাজ ইন্দ্র, আমিই যম, আমিই বরুণ, আমিই চন্দ্র ও আমিই সূর্য্য, এই প্রকার কহিয়া মালী, সুমালী ও মাল্যবান্ এই তিন রাক্ষস সমরোৎসাহী হইয়া যাহাদিগকে সম্মুখে পাইতেছে, সকলকেই বিনষ্ট করিতেছে। অতএব দেব! ভয়ার্ত্ত আমাদিগকে অভয়প্রদান করিতে হইবে। আপনি রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক্ষণে ঐ সকল দেবকণ্টককে সংহার করুন।" প্রভু নীললোহিত মহেশ্বর দেবতাদিগের এই প্রকার বাক্য-শ্রবণে সুকেশের অনুকূলে দেবগণকে কহিলেন, "সুরগণ! সুকেশ-তনয়েরা আমার অবধ্য, আমি তাহাদিগকে বধ করিব না; কিন্তু যে উপায়ে তাহারা বিনষ্ট হইবে, আমি তাহা বলিয়া দিতেছি। হে মহর্ষিগণ! কালবিলম্ব না করিয়া এই উদ্যমেই তোমরা রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুর নিকটে গমন কর, তিনি তাহাদিগকে হনন করিবেন।" তখন রাক্ষস-ভয়াতুর দেবগণ ও ঋষিগণ জয়শব্দে মহেশ্বরকে অভিনন্দন করিয়া বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলেন এবং সেই শঙ্খচক্রধর দেবকে প্রণাম ও বহুমান করি।া সুকেশের পুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিলেন, "হে দেব! ত্রেতাগ্নির ন্যায় সুকেশের তিনটি পুত্র ব্রহ্মার বরদান-নিবন্ধন আক্রমণ পূর্ব্বক আমাদের স্থান সকল অপহরণ করিয়াছে। ত্রিকূট-পর্ব্বতের শিখরস্থিত লঙ্কানাম্নী যে দুর্গম পুরী আছে, নিশাচরেরা তথায় থাকিয়া আমাদিগের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। হে মধুসূদন! আপনি আমাদের হিতের নিমিত্ত তাহাদিগকে সংহার করুন। হে দেবপতে! আমরা আপনার শরণ লইলাম, আপনি আমাদের গতি হউন। আপনি চক্র দ্বারা তাহাদের মুখপদ্ম ছেদন করিয়া যমকে অর্পণ করুন; আপনি ব্যতীত ভয়কালে আমাদের অভয়দাতা আর দ্বিতীয় নাই। হে দেব! ভাস্কর যেমন নীহার নাশ করেন, আপনিও সেইরূপ হর্ষাবিষ্ট, মদদর্পিত রাক্ষসদিগকে সবান্ধবে সমরে সংহার করিয়া আমাদের ভয় দূর করুন।" শত্রুগণের ভয়প্রদ দেবদেব জনার্দ্দন দেবতাদিগের বাক্য-শ্রবণে তাঁহাদিগকে অভয়দান করত কহিলেন, "আমি জানি, সুকেশ রাক্ষস শিবেরশ্বরপ্রভাবে অত্যন্ত দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার পুত্রদিগকেও আমি অবগত আছি; তাহাদের জ্যেষ্ঠ মাল্যবান্। সেই রাক্ষসাধমেরা লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে; অতএব আমি সক্রোধে তাহাদিগকে বধ করিব। হে সুরগণ! আপনারা বিজ্বর হউন।" প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া দেবতারা হৃষ্টচিত্তে জনার্দ্দনের প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন। নিশাচর মাল্যবান্ দেবতাদিগের এই উদ্যোগ-বৃত্তান্ত শুনিয়া বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল, "অমরগণ ও ঋষিগণ আমাদের সংহারবাসনায় শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই প্রকার কহিয়াছে, দেব! ভীমাকৃতি সুকেশ-সন্ততিগণ বরদান-প্রভাবে উদ্ধত ও গর্ব্বিত হইয়া পদে পদে আমাদের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। হে প্রজাপতে! আমরা সকলে সেই দুরাত্মা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া তাহাদের ভয়ে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। হে ত্রিলোচন! আমাদের হিতার্থে তাহাদিগকে বধ করুন। হে দাহকপ্রবর! হুঙ্কার দ্বারাই সেই সকল রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলুন।' অন্ধক-নিসূদন ত্রিলোচন ত্রিদশগণের এই প্রকার বাক্য-শ্রবণে হস্ত ও মস্তক কম্পিত করিয়া কহিলেন, 'দেবগণ! সেই সুকেশ-তনয়েরা সমরে আমার অবধ্য। কিন্তু যে তাহাদিগকে সংহার করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহার উপায় বলিতেছি। তোমরা সেই গদাধর চক্রপাণি পীতবাসা জনার্দ্দন শ্রীমান্ নারায়ণ হরির শরণাপন্ন হও।' সেই দেবগণ হর-

সন্নিধানে এই প্রকার উপায় অবগত হইয়া কামরিপু মহাদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক নারায়ণের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন নারায়ণ ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণকে কহিলেন, 'দেবগণ! তোমরা নির্ভয় হও, আমি সেই সুরশত্রু রাক্ষসদিগকে সংহার করিব।' হে রাক্ষসবরযুগল! নারায়ণ আমাদিগকে সংহার করিবেন বলিয়া, তদ্ব্যতীত দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব এ বিষয়ে যাহা উচিত, তাহা চিন্তা কর। নারায়ণ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু ও অপরাপর সুর-শত্রুগণ নিহত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন নমুচি, কালনেমি, বীরসত্তম সংহ্রাদ, বহুমায়াবী রাধেয়, ধার্ম্মিকলোকপাল যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ ইত্যাদি সত্বসম্পন্ন মহাবল অসুর ও দানবগণ সকলেই সেই বিষ্ণুর নিকটে সমরে পরাজিত হইয়াছে। তাহারা সকলেই মায়াবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রকুশল, শত্রুভয়াবহ এবং শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী; কিন্তু নারায়ণ কর্ত্তৃক ইহাদের শত শত ও সহস্র সহস্র নিহত হইয়াছে। এ বিষয় অবগত হইয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। যিনি আমাদিগকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই নারায়ণকে জয় করা সুদুষ্কর।" তদনন্তর সুমালী ও মালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবানের কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন ইন্দ্রকে, তেমনি তাহাকে কহিল, "আমরা উত্তমরূপে অধ্যয়ন, অভীষ্ট দান ও ঐশ্বর্য্যের পরিপালন করিয়া এবং নিরাময় আয়ু প্রাপ্ত হইয়া সুধর্ম্ম যথাপথে স্থাপন করিয়াছি। অধিকিন্তু অক্ষোভ্য সে নগরে শস্ত্রসমূহদ্বারা প্রবেশ করিয়া অপ্রতিম শত্রুসকলকে জয় করিয়া মৃত্যুজনিত ভয়ও অপনয়ন করিয়াছি। নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র অথবা যম, ইঁহারা আমাদের প্রমুখে অবস্থান করিতে সর্ব্বদা ভীত হয়েন। হে রাক্ষসরাজ! আমাদের প্রতি বিষ্ণুর দ্বেষ থাকিবার কোন কারণ নাই। দেবতাদিগের দোষেই বিষ্ণুর মন এ প্রকার বিচলিত হইয়াছে; অতএব আমরা অপরাপর রাক্ষস-সমাবৃত হইয়া অদ্যই তাহাদের সহিত দেবগণকে হনন করিব; যে হেতু, তাহাদিগের হইতেই দোষ সমুত্থিত হইয়াছে।" রাক্ষসপুঙ্গবেরা পরস্পর ঐরূপ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ ঘোষণা করত সৈন্যগণের উপাসনা করিতে লাগিল। পরে জম্ভবৃত্রাদির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। এইরূপে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া সমুদায় উদ্যোগের সহিত যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়া কেহ বা রথে, কেহ বা গজে, কেহ বা গজতুল্য অশ্বে, কেহ বা গর্দ্দভে, কেহ বা বৃষভে, কেহ বা উষ্ট্রে, কেহ বা শিশুমারে, কেহ সর্পে, কেহ মকরে, কেহ কচ্ছপে, কেহ মৎস্যে, কেহ গরুড়তুল্য বিহঙ্গে, কেহ সিংহে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ বরাহে, কেহ সৃমরে, কেহ বা চমরে আরোহণ করিয়া বলগর্ব্বসহকারে লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিল। দেবশত্রু সেই সকল রাক্ষসেরা যুদ্ধার্থ দেবলোকে প্রস্থান করিল। তৎকালে লঙ্কায় যে সকল অন্তশ্চর ভূতগণ বাস করিত, তাহারা লঙ্কার ভাবী বিপর্য্যয়-দশা বোধ করিয়া সকলেই ভয়দর্শী ও বিমনা হইল। শত শত ও সহস্র সহস্র রাক্ষসেরা উত্তম রথে আরোহণ করিয়া প্রযত্ন-সহকারে ত্বরান্বিত হইয়া দেবলোকে গমন করিলে পর তাহারা রাক্ষসদিগের যাত্রা-সমকালেই তথা হইতে অপক্রান্ত হইল। ঐ সময়ে রাক্ষসগণের বিনাশ-সূচনায় পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে কাল-প্রেরিত ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল সমুত্থিত হইল। মেঘ সকল উষ্ণ শোণিত রাশি ও অস্থিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং পর্ব্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। বিকটদর্শন শিবা সকল অট্টহাস্য করিতে করিতে তথায় মেঘ-গম্ভীর-স্বরে দারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। ভূতসমূহ পতিত হইতেছে, ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিগোচর হইল এবং সুমহৎ গৃধ্রসমূহ মুখ দিয়া অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিতে করিতে কালের ন্যায় রাক্ষসগণের উপর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রক্তপাদ কপোত ও সারিকা সকল দ্রুতগমনে প্রস্থান করিল। দ্বিপদ কাক ও বিড়াল সকল তথায় চীৎকার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বলগর্ব্বিত ও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া এই সকল উৎপাত অগ্রাহ্য করিয়া গমন করিতে লাগিল; গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। মাল্যবান্, সুমালী ও মহাবল মালী এবং তাহাদের পুরোবর্ত্তী রাক্ষসেরা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইল এবং দেবতারা যেমন বিধাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ রাক্ষসেরা মাল্যবান্-পর্ব্বতের ন্যায় সেই মাল্যবানের আশ্রয় লইল। অনন্তর সেই রাক্ষস-সৈন্য মালীর বশবর্ত্তী থাকিয়া জয়াভিলাষে মহামেঘের ন্যায় ঘোররবে দেবলোকে গমন করিল। প্রভুপরায়ণ দেবদূতের মুখে রাক্ষসদিগের সেই সমুদ্যোগ শ্রবণ করিয়া নারায়ণ যুদ্ধে কৃতমনা হইলেন এবং আয়ুধ ও তূণীরে সুসজ্জিত হইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তিনি সহস্রসূর্য্যসদৃশ দ্যুতিশালী দিব্য কবচ পরিধান করিয়া শরপূর্ণ বিমল ইষুধিযুগল, অসিবন্ধনরজ্জু, বিমল খড়্গ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকল বন্ধন পূর্ব্বক পর্ব্বত-সদৃশ গরুড়ে আরোহণ করিয়া রাক্ষসদিগের বিনাশ-জন্য অবিলম্বে যাত্রা করিলেন। শ্যামবর্ণ পীতাম্বর হরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করাতে কাঞ্চনপর্ব্বত-শৃঙ্গে বিদ্যুৎ বিরাজিত মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। সিদ্ধ, দেবর্ষি, মহোরগ, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ তখন তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। তিনি শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও শার্ঙ্গায়ুধ করে ধারণ করত দেবশত্রুগণের সেনামধ্যে অবতরণ করিলেন। গরুড়ের পক্ষবাতাহত হইয়া রাক্ষসরাজের সেই সেনাসকল বলবিহীন, পতাকাসকল ভ্রামিত ও শস্ত্রসকল বিকীর্ণ হইয়া একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাতে উপল সকল চঞ্চল হইলে নীলপর্ব্বতের অগ্রভাগের ন্যায় শোভা হইল। অনন্তর সহস্র সহস্র নিশাচরগণ মাধবকে পরিবেষ্টন করিয়া শোণিত ও মাংসদ্বারা রঞ্জিত, প্রলয়াগ্নিতুল্য অবয়ববিশিষ্ট, সুশাণিত সহস্র সহস্র আয়ুধ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ১-৭০।

সপ্তম সর্গ।

মালী, সুমালী ও মাল্যবানের পরাজয়।

মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতপৃষ্ঠে বারিবর্ষণ করে, তেমনি রাক্ষসরূপ মেঘসকল গর্জ্জন-সহকারে অস্ত্রবর্ষণ-পূর্ব্বক নারায়ণরূপ পর্ব্বতকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। নির্ম্মল শ্যামবর্ণ বিষ্ণু নীলকান্তি রাক্ষসগণ দ্বারা বেষ্টিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন বর্ষমান মেঘ সকল অঞ্জন-পর্ব্বতকে আবৃত করিয়াছে। শলভ সকল যেমন কেদারে, মশকেরা যেমন অগ্নিতে, মক্ষিকাগণ যেমন মধুকুম্ভে, মকর সকল যেমন সাগরে অথবা প্রলয়কালে লোক সকল যেমন নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ বজ্র, বায়ু ও মনের ন্যায় বেগগামী রাক্ষসগণের শরাসনমুক্ত শর সকল হরির দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। প্রাণায়াম সকল যেমন দ্বিজগণের শ্বাসরোধ করে, তদ্রূপ রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ রথ, গজ, অশ্ব ও আকাশে থাকিয়া এবং অন্যান্য গিরিপ্রতিম নিশাচরেরা শক্তি, ঋষ্টি,

তোমর ও শরসমূহে নারায়ণের শ্বাস নিরোধ করিল। তখন দুর্দ্ধর্ষ হরি মীনাহত সাগরের ন্যায় নিশাচরগণ কর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া শার্ঙ্গধনু আকর্ষণ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি শরমোচন করিতে লাগিলেন। বজ্র-তুল্য, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, সুতীক্ষ্ণ শর সকল আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বিষ্ণু সহস্র সহস্র রাক্ষসগণকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বায়ু যেমন উত্থিত মেঘরাশি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ পুরুষোত্তম বিষ্ণু শরবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া পাঞ্চজন্য নামক মহাশঙ্খ শব্দিত করিতে লাগিলেন। সেই জলজাত শঙ্খরাজ হরিকর্ত্তৃক সমুদায় প্রাণের সহিত শব্দিত হইলে উহা ত্রিভুবন ব্যথিত করিয়া যেন ভীম-রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। মৃগরাজ সিংহ অরণ্যমধ্যে যেমন মদ-স্রাবী মাতঙ্গদিগকে ত্রাসিত করে, তদ্রূপ সেই শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্যের রবে রাক্ষসকুল বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। সেই শঙ্খনাদে দুর্ব্বল হইয়া বীর সকল রথচ্যুত হইতে লাগিল, অশ্ব সকল সুস্থির থাকিতে পারিল না এবং মাতঙ্গগণ মদবিহীন হইয়া পড়িল। শার্ঙ্গধনু হইতে মুক্ত হইয়া সেই বজ্রমুখ সুপুঙ্খ বাণসকল রাক্ষসদিগকে বিদারণ করিয়া ভূমিতে প্রবেশ করিল। রণক্ষেত্রে নারায়ণ-হস্তচ্যুত শরসমূহে ভিদ্যমান হইয়া রাক্ষসগণ বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্ব্বত সকল হইতে যেমন গৈরিক-ধারা ক্ষরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ বিষ্ণুচক্র-কৃত তাহাদের দেহের ক্ষত সকল হইতে শোণিতরাশি ক্ষরিত হইতে লাগিল। শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্যের রব, শার্ঙ্গধনুর রব সেই রাক্ষসগণের রবকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন বিষ্ণু শরসমূহে তাহাদের কম্পিত কণ্ঠদেশ, শর, ধ্বজ, ধনু, রথ, পতাকা ও তূণীর সকল ছেদন করিলেন। সূর্য্য হইতে কিরণসমূহের ন্যায়, সাগর হইতে প্রবাহের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে নাগরাজ সকলের ন্যায়, মেঘ হইতে বর্ষাধারার ন্যায়, নারায়ণ-প্রেরিত শার্ঙ্গ-বিনির্ম্মুক্ত শর সকল সহস্র সহস্র হইয়া সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। যেমন মহাসিংহ কর্ত্তৃক সিংহ, সিংহ কর্ত্তৃক হস্তী, হস্তী কর্ত্তৃক ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক দ্বীপী, দ্বীপী কর্ত্তৃক কুক্কুর, কুক্কুর কর্ত্তৃক বিড়াল, বিড়াল কর্ত্তৃক সর্প এবং সর্প কর্ত্তৃক মূষিক সকল পরাভূত হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাক্ষসেরা কেহ বা পলায়মান এবং কেহ বা ভূমিতলে শয়ান রহিল। ১২২।

মধুসূদন এইরূপে সহস্র সহস্র রাক্ষস সংহার করিয়া ইন্দ্রের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সেই পাঞ্চজন্যশঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সেই রাক্ষস-সৈন্য নারায়ণ-শরত্রস্ত ও শঙ্খনাদে বিহ্বল হইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাক্ষসবল নারায়ণ-শরাহত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলে পর সুমালী শরবর্ষণ করিয়া হরিকে সমরে নিবারণ করিল। পরন্তু নীহার যেমন সূর্য্যদেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ রাক্ষস তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে সত্ত্বসম্পন্ন রাক্ষসেরা পুনর্ব্বার ধৈর্য্য অবলম্বন করিল। তৎপরে সুমালী বলদর্পিত হইয়া রোষভরে ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে রাক্ষস-দিগকে যেন পুনরুজ্জীবিত করিয়াই আপতিত হইল এবং লম্বমান আভরণ উৎক্ষেপণ ও হস্তীর ন্যায় কর-কম্পন করত হর্ষপরবশ হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। সুমালী গর্জ্জন করিতে থাকিলে নারায়ণ তাহার সারথির প্রদীপ্ত কুণ্ডলভূষিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহার অশ্বগণ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ধৃতি-হীন নর যেমন ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব দ্বারা ভ্রমপথে পতিত হয়, রাক্ষসেশ্বর সুমালীও সেইরূপ ঐ সকল ভ্রান্ত অশ্ব দ্বারা কুপথে চালিত হইতে লাগিল। অনন্তর সুমালীর অশ্বেরা তদীয় রথ বিষ্ণু-রথের অভিমুখে আনয়ন করিলে মহাবাহু বিষ্ণুকে রণক্ষেত্রে আপতিত দেখিয়া সুমালী শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর অভিমুখে ধাবিত হইল। কার্ত্তস্বরবিভূষিত শর সকল সুমালীর ধনুশ্চ্যুত হইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে পতত্রিপুঞ্জের ন্যায় হরির দেহে প্রবেশ করিল। তখন বিষ্ণু সুমালীপ্রযুক্ত সহস্র সহস্র বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আধি দ্বারা আক্রান্ত জিতেন্দ্রিয় পুরুষের ন্যায় সমরে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তৎপরে গদাধর খড়্গধারী ভূতভাবন ভগবান্ জ্যা-শব্দ করিয়া সুমালীর প্রতি শরসমূহ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বজ্র ও বিদ্যুতের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট সেই সকল বাণ মালীর দেহে পতিত হইয়া নাগ-গণ যেমন সুধারস পান করে, সেইরূপ তাহার রুধির পান করিতে লাগিল। তখন শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু মালীকে বিমুখ করিয়া তাহার মুকুট, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও অশ্বদিগকে পাতিত করিলেন। পরন্তু নিশাচর-শ্রেষ্ঠ মালী বিরথ হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত-শিখর হইতে কেশ-রীর ন্যায় গদাহস্তে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। অন্তক যেমন ঈশানকে ও বাসব যেমন বজ্র দ্বারা অচলকে আহত করেন, সেইরূপ রাক্ষসরাজ গদা দ্বারা গরুড়ের ললাটদেশে আঘাত করিল। তখন গরুড় সেই মালী কর্ত্তৃক গদা দ্বারা আহত ও বেদনায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দেব নারায়-ণকে রণ হইতে পরাঙ্মুখ করিল। মালী কর্ত্তৃক আহত গরুড় দ্বারা দেব নারায়ণ পরাঙ্মুখ হইলে রাক্ষসেরা ঘোরতর গর্জ্জন করাতে এক তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। গর্জ্জনশীল নিশাচরগণের সেই সিংহনাদ-শ্রবণে হরিহরানুজ ভগবান্ হরি পরাঙ্মুখ হইয়াও ক্রোধভরে পক্ষিরাজপৃষ্ঠে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া মালীর বিনাশার্থে চক্র পরিত্যাগ করি-লেন। সূর্য্যমণ্ডলসম তেজঃপুঞ্জ কালচক্রসন্নিভ সেই চক্র স্বকীয় প্রভায় গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করত মালীর মস্তক ছেদন করিল। রাক্ষসরাজের সেই অতীব ভীষণ মস্তক চক্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া পুরাকালীন রাহু-মস্তকের ন্যায় রুধির উদ্গীরণ করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইল। তখন অমরগণ সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া 'সাধু দেব' এই বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণ-সমুচ্চারিত সিংহনাদ মোচন করিতে লাগিলেন। মালীকে নিহত দেখিয়া সুমালী ও মাল্যবান্ শোকসন্তপ্ত হইয়া সবলে লঙ্কায় ধাবিত হইল। তখন গরুড় আশ্বস্ত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় রোষভরে পক্ষসম্ভূত বায়ু দ্বারা রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। সেই সকল রাক্ষসগণের মধ্যে কাহারও মুখকমল চক্র-ছিন্ন, কাহারও উরস্থল গদাঘাতে চূর্ণ, কাহারও গ্রীবা লাঙ্গল-প্রহারে ক্ষত, কাহারও মস্তক মুষলপ্রহারে বিদারিত ও খড়্গাঘাতে ছিন্ন এবং কেহ বা শরতাড়িত হইয়া গগনতল হইতে অবিলম্বে সাগরজলে নিপ-তিত হইল। সবিদ্যুৎ মহামেঘ যেমন অশনি দ্বারা বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ নারায়ণও শরাসনমুক্ত শরবররূপ অশনিপ্রহারে মুক্ত ও বিধৃত কেশবি-শিষ্ট নিশাচরদিগকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। শরসমূহের আঘাতে আতপত্র সকল বিভিন্ন, শস্ত্রসকল পতমান, বিনীতবেশ বিনষ্ট, অন্ত্র সকল বিনিঃসৃত ও ভয়প্রযুক্ত চঞ্চলনেত্র হইয়া সেই রাক্ষসবল নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরের ন্যায়, নৃসিংহ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া কুঞ্জর সহিত নিশাচরগণের রব ও বেগ উভয়ই সমভাব ধারণ

করিল। অনন্তর ঐ নিশাচররূপ কালমেঘ সকল হরির বাণ-জালে নিবারিত হইয়া স্বীয় বাণজাল বিকীর্ণ করত বায়ু-চালিত কালমেঘ-মালার ন্যায় ধাবমান হইল। সেই রাক্ষসেন্দ্র সকলের মধ্যে কাহা ও মস্তক চক্রপ্রহারে বিচ্ছিন্ন, কাহারও শরীর গদাঘাতে চূর্ণ এবং কেহ বা অসিপ্রহারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইল। বিলম্বমান মণিময় হার ও কুণ্ডলবিশিষ্ট, নীল-মেঘসদৃশ নিশাচরগণ নীল-পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হওয়াতে দেখিতে পাওয়া গেল, বসুধা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ২৩-৫৪।

অষ্টম সর্গ।

মাল্যবানের সহিত নারায়ণের যুদ্ধ।

পদ্মনাভ গড়র-পৃষ্ঠে থাকিয়া সেইরাক্ষসবল নিহত করিতে থাকিলে মাল্যবান্ বেলাভূমি-প্রাপ্ত অর্ণবের ন্যায় নিবৃত্ত হইল। পরে নিশাচর রোষভরে আরক্ত-নয়নে শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক সেই পুরুষোত্তম পদ্মনাভকে এই কথা কহিল, "হে নারায়ণ! পুরাতন ক্ষত্রধর্ম্ম তুমি অবগত নহ; কারণ, আমরা যুদ্ধে অমনোযোগী ও ভীত হইলেও তুমি ইতরের ন্যায় আমাদিগকে প্রহার করিতেছ। হে সুরেশ্বর! যে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধজনিত পাপ করে, সেই হন্তা পুরুষ পুণ্যকর্ম্মাদিগের অধিষ্ঠিত স্বর্গলাভে সমর্থ হয় না। হে শঙ্খচক্রগদাধর! যদি তোমার নিতান্তই যুদ্ধে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমি এই অবস্থিতি করিলাম, তোমার যে কিছু বল আছে, প্রদর্শন কর।" ১-৫।

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ মাল্যবান্ অচলের ন্যায় অবস্থিত করিল দেখিয়া, মহাবল দেবরাজানুজ বিষ্ণু তাহাকে কহিলেন, "তোমাদের ভয়ে ভীত দেবগণকে আমি এই বলিয়া অভয় দিয়াছি যে, রাক্ষসদিগকে উৎসাদিত করিব। এক্ষণে রাক্ষস-বিনাশ করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিতেছি। সর্ব্বদা প্রাণ দিয়াও দেবগণের প্রিয়সাধন করা আমার কর্ত্তব্য; অতএব যদি তোমরা পাতালেও প্রবেশ কর, তথাপি আমি তোমাদিগকে নিহত করিব।" ৬-৮।

রক্তপদ্মসদৃশলোচন-সমন্বিত দেবদেব এই প্রকার কহিলে, রাক্ষসরাজ মাল্যবান্ রোষপরবশ হইয়া শক্তির আঘাতে তদীয় বাহুমধ্য ভেদ করিল। মাল্যবানের ভুজনির্মুক্তা শক্তি ঘণ্টাদ্বারা শব্দায়মান হইয়া হরির বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শক্তিধরপ্রিয় পদ্মলোচন হরি, তৎক্ষণাৎ সেই শক্তিকে উত্তোলন করিয়া মাল্যবানের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন, ঐ শক্তি গোবিন্দের করনিঃসৃত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের উৎসৃষ্ট শক্তির ন্যায় রাক্ষসের বিনাশ আকাঙ্ক্ষায় অঞ্জনপর্ব্বতে উল্কার ন্যায় ধাবিত হইল এবং বজ্র যেমন গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই শক্তি রাক্ষসরাজের হারমালাবিভূষিত সুবিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। শক্তিপ্রহারে কবচ ছিন্ন হইলে, রাক্ষস বিপুল মোহে আবিষ্ট হইল। পরে সে পুনর্ব্বার আশ্বস্ত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিল। অবশেষে সে কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত বহুকণ্টকাকীর্ণ শূল গ্রহণ করিয়া নারায়ণের বক্ষঃমধ্যে দৃঢ়রূপে আঘাত করিল। অনন্তর সেই রণপ্রিয় নিশাচর, বাসবানুজ বিষ্ণুকে মুষ্টিদ্বারা তাড়না করিয়া এক ধনুর্মাত্র দূরে আক্রান্ত হইল। তখন আকাশে, সাধু সাধু বলিয়া এক মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। রাক্ষস বিষ্ণুকে আঘাত করিয়া গরুড়কেও প্রহার করিতে লাগিল। তখন বলবান্ বিনতাতনয় গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া, বায়ু যেমন শুষ্কতৃণরাশিকে, তেমনি রাক্ষসকে পক্ষবায়ু দ্বারা দূরে অপসারিত করিলেন। সুমালী স্বীয় অগ্রজকে গরুড়ের পক্ষবায়ু দ্বারা তাড়িত নিরীক্ষণ করিয়া স্ববল সমভিব্যাহারে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাক্ষস মাল্যবান্ পক্ষসম্ভূত বায়ুবলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীয় সৈন্য-সমভিব্যাহারে লঙ্কায় গমন করিল। হে কমললোচন রাম! এইরূপে ভগবান্ হরি সেই রাক্ষসদিগকে অনেকবার রণে ভগ্ন ও তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সেনানায়কদিগকে সংহার করিলেন। তাহারা বিষ্ণুর সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে অসমর্থ ও তদীয় বলে নিপীড়িত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব পত্নীর সহিত পাতালে বাস করিতে গমন করিল। হে রঘুসত্তম! সালকটংকটাবংশীয় বিখ্যাতবীর্য্য নিশাচরগণ তথায় সুমালীর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। রাম! তুমি পুলস্ত্যবংশীয় যে সকল রাক্ষসকে নিধন করিয়াছ, মহাভাগ সুমালী, মালী, মাল্যবান্ এবং তাহাদের পুরোবর্ত্তিগণ, ইহারা সকলেই তাহাদের অপেক্ষা প্রধান এবং সকলেই রাবণ অপেক্ষা বলবত্তর। শঙ্খচক্রগদাধর দেব নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই দেবকণ্টক দেবদ্বেষী রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারে না। তুমিই সেই চতুর্ব্বাহু সনাতন দেব নারায়ণ, তুমি অজেয় ও অব্যয়; রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য তুমি উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নষ্টধর্ম্মের ব্যবস্থাপক, তুমি কালে কালে প্রজাসৃষ্টি কর, তুমি শরণাগত-বৎসল এবং দস্যু বধ করিবার জন্য সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! অদ্য এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম। হে রঘুসত্তম! রাবণ ও তদীয় পুত্রগণের জন্ম এবং অতুল প্রভাবের বিষয় পুনরায় সবিশেষ শ্রবণ কর। নিশাচর সুমালী যৎকালে বিষ্ণুভয়ে অভিভূত হইয়া পুত্রপৌত্র-সমভিব্যাহারে সুদীর্ঘকাল রসাতলে বিচরণ করিতে লাগিল, তৎকালে ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। ৯-২৯।

নবম সর্গ।

সুমালিকন্যার বিশ্রবানিকটে গমন এবং তদগর্ভে রাবণাদির জন্ম।

তদনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে সুমালী রাক্ষস রসাতল হইতে মর্ত্ত্যলোকের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। নীলমেঘসদৃশ, তপ্তকাঞ্চন-কুণ্ডলবিশিষ্ট, সেই সুমালী বিচরণকালে পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় অবিবাহিতা দুহিতাকে সঙ্গে করিয়া লইল। এইরূপে মহীতলে বিচরণ করিতে করিতে সে পুষ্পক-রথারূঢ় কুবেরকে অবলোকন করিল। পুলস্ত্যের পুত্র বিভু ধনেশ্বর কুবের তখন পিতাকে দেখিবার জন্য পুষ্পক-রথারোহণে গমন করিতেছিলেন। রাক্ষসগণের মধ্যে মহামতি সুমালী পাবকসদৃশ দেবসকাশ কুবেরকে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ত্ত্যলোক হইতে রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক সবিস্ময়ে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল যে, "কোন্ শ্রেয়ঃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমরা এইরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারিব?" নীলমেঘসন্নিভ সুবর্ণকুণ্ডল-ভূষিত মহামতি সুমালী তৎকালে এই প্রকার চিন্তা করিয়া আপনার তনয়া কৈকসীকে কহিল, "পুত্রি! তোমার এই যৌবন অতীত হইতেছে; অতএব সম্প্রদানের এই উপযুক্ত কাল; কিন্তু প্রত্যাখ্যান-আশঙ্কায় ভীত হইয়া পাত্রগণ তোমায়

পিতার নিকট গমন করিয়া আমার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু রাক্ষসেশ্বর! পিতা আমার তাঁহাদিগকে সম্প্রদান করিলেন না। হে মহাবাহো! তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুরেশ্বর ত্রিলোকেশ্বর বিষ্ণুকে জামাতা করাই আমার পিতার অভিপ্রেত ছিল; সুতরাং অন্য কাহাকেও আমায় দান করেন নাই। পিতা বিষ্ণুকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া বলদর্পিত দৈত্যরাজ শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইল এবং একদিন রাত্রিকালে শয়ান অবস্থায় সেই পাপাত্মা পিতাকে হনন করিল। আমার মহাভাগা জননী তখন কাতর হইয়া পিতার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। নারায়ণের প্রতি পিতার যে মনোরথ ছিল, [illegible] অভিলাষ সত্য করিবার নিমিত্তই আমি তাঁহাকে হৃদয়ে বহন করিতেছি। আমি মনে করিয়াছি, নারায়ণকেই বিবাহ করিব, সেই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াই এই বিপুল তপশ্চরণ করিতেছি। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমাকে সমস্তই বলিলাম। নারায়ণই আমার পতি; পুরুষোত্তম নারায়ণ ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানি না। নারায়ণকে পাইবার জন্যই আমি এই ঘোর ব্রত আশ্রয় করিয়াছি। পৌলস্ত্যনন্দন! আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি, তুমি গমন কর। ত্রিলোকমধ্যে যাহা কিছু আছে, আমি তপোবলে সমস্তই জানিতে পারি।' ৮-১৯।

রাম! কামমোহিত রাবণ তখন বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুমহাব্রতা কন্যাকে পুনর্ব্বার বলিল, 'অয়ি সুশ্রোণি! তুমি গর্ব্বিতা, তাহা না হইলে তোমার এতাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মিত না। হে মৃগশাবকলোচনে! পুণ্যসঞ্চয় করা বৃদ্ধদিগেরই শোভা পায়। তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্না, তোমার এরূপ বলা উচিত হয় না। ভীরু! তুমি ত্রৈলোক্যসুন্দরী, তোমার যৌবন অতীত হইতেছে। ভদ্রে! আমি লঙ্কার অধিপতি; আমার নাম দশানন; তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া যথাসুখে ভোগ্যবস্তুর উপভোগ কর। তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিতেছ, সে কে? অয়ি লাবণ্যবতি! তুমি যাহাকে কামনা করিতেছ, সে কখনই বীর্য্য, তপস্যা, ভোগ, বল, কিছুতেই আমার সমান হইবে না।' নিশাচর রাবণ এই কথা বলিলে কন্যা বেদবতী কহিলেন, 'এরূপ বলিও না। বিষ্ণু ত্রিলোকের অধিপতি এবং সর্ব্বলোকনমস্কৃত; তুমি ব্যতীত কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে?' ২০-২৬।

বেদবতী কন্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর রাবণ হস্তাগ্র দ্বারা তাঁহার কেশস্পর্শ করিল। তখন বেদবতী ক্রুদ্ধ হইয়া স্বহস্তে নিজ কেশ সকল ছেদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তই অসি হইয়া তাঁহার কেশ ছেদন করিল। অনন্তর বেদবতী অগ্নিসমাধান পূর্ব্বক মরণার্থ ত্বরান্বিত হওত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে কহিলেন, 'রে অনার্য্য! তুমি আমার ধর্ষণা করিলে, সুতরাং আমার জীবনধারণে ইচ্ছা নাই; অতএব নিশাচর! তোমার সমক্ষেই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। পাপাত্মা তোমা-কর্ত্তৃক বনমধ্যে আমি ধর্ষিত হইলাম, অতএব তোমার বধের জন্য আমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব। পাপবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প পুরুষকে বিনাশ করিতে স্ত্রীলোকে সমর্থ হয় না। আমি যদি তোমার প্রতি অভিসম্পাত করি, তাহা হইলে আমার তপস্যা বৃথা নষ্ট হইবে। আমি যদি কিঞ্চিন্মাত্রও দান, সৎকার্য্য বা হোম করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকল কার্য্য দ্বারা আমি অযোনিজা ও পতিব্রতা হইয়া পুনর্ব্বার কোন ধার্ম্মিকের তনয়া হইব।' ২৭-৩৩।

এই বলিয়া বেদবতী কন্যা প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে দিব্য পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। রাম! সেই বেদবতীই জনকরাজের কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া তোমার ভার্য্যা হইয়াছেন। মহাবাহো! তুমিও সেই সনাতন বিষ্ণু। তুমি যে পর্ব্বতপ্রমাণ শত্রুকে মারিয়াছ, তোমার ভার্য্যাই পূর্ব্বে তাহাকে ক্রোধহত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তোমার বলবীর্য্যকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। বেদিমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় এই মহাভাগা মর্ত্ত্যলোকে পুনর্ব্বার কর্ষিত ক্ষেত্র হইতে হলমুখ দ্বারা উৎপন্ন হইবেন। পুরাকালে সত্যযুগে ইঁহার নাম বেদবতী ছিল; এক্ষণে বর্ত্তমান ত্রেতাযুগ প্রাপ্ত হইয়া সেই রাক্ষসের বধার্থে ইনি মহাত্মা জনকের মৈথিলবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ৩৪-৩৯।

অষ্টাদশ সর্গ।

রাবণের সংবর্ত্ত-নিকটে যাত্রা।

বেদবতী হুতাশনে প্রবেশ করিলে রাবণ পুষ্পকারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর সে উশীরবীজনামক দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মরুত্ত রাজা দেবগণে সমাবৃত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন। বৃহস্পতির সহোদর ভ্রাতা ধর্ম্মজ্ঞ সংবর্ত্তনামক ব্রহ্মর্ষি সমুদয় দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে যাজন করাইতেছেন। বরদানপ্রযুক্ত দুর্জ্জয় সেই রাক্ষস রাবণকে দর্শন করিয়া দেবগণ তৎকৃত পীড়নভয়ে ভীত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইন্দ্র ময়ূর, ধর্ম্মরাজ কাক, কুবের কৃকলাস এবং বরুণ হংসরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন। হে অরিনিসূদন! অন্যান্য দেবগণও এইরূপে জীবজন্তু-সমাবিষ্ট হইলে পর রাবণ অশুচি সারমেয়ের ন্যায় যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইল। ১-৬।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রাজা মরুত্তকে প্রাপ্ত হইয়া কহিল, "হয় আমায় যুদ্ধ দান কর, না হয় 'পরাজিত হইলাম' বল।" তখন মরুত্ত নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" তখন রাবণ তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল "রাজন্! তোমার অকুতূহলভাব দেখিয়া আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি কুবেরের অনুজ রাবণ; তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না? ত্রিলোকে অন্য ব্যক্তি কে আছে যে, আমার বল বিদিত নহে? অধিক কি, আমি আমার ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া এই বিমান আহরণ করিয়াছি।" অনন্তর মরুত্ত রাজা রাবণকে কহিলেন, "ধন্য তুমি! কেন না, ত্বৎকর্ত্তৃক অগ্রজ ভ্রাতা রণে পরাজিত হইয়াছে; ত্রিলোকে তোমার সদৃশ শ্লাঘনীয় ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। মূঢ়! অধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম বা লোকবিগর্হিত কর্ম্ম কখনই শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে না। তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া দুরাত্মার ন্যায় কার্য্য করিয়াছ; তথাপি কি জন্য শ্লাঘা করিতেছ? তুমি বলিতেছ বটে, কিন্তু তুমি যে পূর্ব্বে কি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বরলাভ করিয়াছ, তাহা ত আমি শ্রবণ করি নাই। সম্প্রতি অবস্থান কর, আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে পারিবে না। দুর্ব্বুদ্ধে! অদ্যই তীক্ষ্ণবাণসমূহ দ্বারা তোমাকে শমনভবনে প্রেরণ করিব।" ৭-১৩।

অনন্তর রাজা মরুত্ত শর ও শরাসন গ্রহণ করত যুদ্ধার্থে ক্রোধভরে বহির্গত হইলেন; কিন্তু সংবর্ত্ত তাঁহার পথ রোধ করিলেন। মহর্ষি সংবর্ত্ত স্নেহসংযুক্ত বাক্যে রাজা মরুত্তকে কহিলেন, "যদি আমার বাক্য শ্রোতব্য হয়, তবে যুদ্ধ করা তোমার মঙ্গলকর নয়। এই মাহেশ্বর যজ্ঞ অসমাপ্ত থাকিলে তোমার কুল দগ্ধ হইবে। দীক্ষিত ব্যক্তির যুদ্ধ কোথায়? দীক্ষিত ব্যক্তির কি কখন ক্রোধের উদ্রেক হয়? জয়-বিজয়েও সতত সন্দেহ; কেন না, এই রাক্ষস দুর্জ্জয়।" ১৪-১৭।

রাজা মরুত্ত গুরুর বাক্যানুসারে নিবৃত্ত হইয়া ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞে মনোনিবেশ করিলেন। তখন মরুত্ত নির্জ্জিত হইয়াছেন বোধ করিয়া শুক উচ্চৈঃস্বরে হর্ষনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'রাবণের জয়!' বলিয়া ঘোষণা করিল। অনন্তর রাবণ যজ্ঞাগত মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের রুধিরপানে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী-পর্য্যটনে গমন করিল। রাবণ গমন করিলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণীদিগকে কহিতে লাগিলেন। ইন্দ্র হর্ষনিবন্ধন নীলপুচ্ছসম্পন্ন ময়ূরকে কহিলেন,"হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; সর্প হইতে তোমার ভয় থাকিবে না। আমার এই সহস্র নেত্র তোমার পুচ্ছে শোভা পাইবে; আমি বারিবর্ষণ করিলেই আমার প্রীতির চিহ্নস্বরূপ তোমার আনন্দ জন্মিবে।" দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে এইরূপে বরদান করিলেন। রাজন্! পুরাকালে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল; ইন্দ্রের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া পুচ্ছ সকল নানাবর্ণে চিত্রিত হইল। রাম! অনন্তর ধর্ম্মরাজ হবির্গৃহে অবস্থিত বায়সকে কহিলেন, "পক্ষিন্! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমা কর্ত্তৃক বিবিধ প্রাণী সকল পীড়িত হইয়া থাকে, কিন্তু আমার প্রসন্নতা হেতু ঐ সকল রোগ তোমাকে আক্রমণ করিবে না; ইহাতে সংশয় নাই। হে বিহঙ্গম! আমার বরে মৃত্যু হইতে তোমার কোন ভয় থাকিবে না; মনুষ্যেরা না বধ করিলে তুমি জীবিত থাকিবে। পরন্তু মানবগণ আমার অধিকারে আগমন করিয়া ক্ষুধায় কাতর হইলে পর তুমি ভোজন করিলেই তাহারা সবান্ধবে পরিতৃপ্ত হইবে।" বরুণদেব গঙ্গাসলিলসঞ্চারী পক্ষিপ্রবর হংসকে প্রীতিসংযুক্ত বাক্যে কহিলেন,"পক্ষিরাজ! শ্রবণ কর। তোমার বর্ণ বিচিত্রফেনসন্নিভ ও চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ নির্ম্মল হইবে। তুমি আমার শরীরস্বরূপ সলিল প্রাপ্ত হইয়া নিত্য কমনীয় হইবে এবং অতুল আনন্দ লাভ করিবে। ইহাই আমার প্রীতির চিহ্ন।" রাম! পুরাকালে হংসেরা সম্পূর্ণ শুক্ল ছিল না। তাহাদিগের পক্ষের অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং ক্রোড়দেশ কোমল শ্যামবর্ণ ছিল। অনন্তর কুবের পর্ব্বতস্থ কৃকলাসকে কহিলেন, "আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমাকে স্বর্ণসদৃশ বর্ণ দান করিতেছি। আমার প্রীতিনিবন্ধন তোমার মস্তক নিত্য স্বর্ণবর্ণ এবং তুমি কাঞ্চনবর্ণ হইবে।" এইরূপে তাহাদিগকে বরদান করিয়া দেবগণ যজ্ঞোৎসব নিবৃত্ত হইলে মরুত্ত রাজার সমভিব্যাহারে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। ১৭-৩৫।

ঊনবিংশ সর্গ।

রাবণকে অনরণ্যের অভিশাপ প্রদান।

মরুত্ত রাজাকে জয় করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধাভিলাষী নরেন্দ্রগণের নগরে নগরে গমন করিতে লাগিল। মহেন্দ্র ও বরুণসদৃশ রাজেন্দ্রগণের সন্নিহিত হইয়া রাক্ষসরাজ বলিতে লাগিল, "হয় তোমরা আমাকে যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে, আমরা পরাজিত হইয়াছি; কারণ, ইহাই আমার স্থিরনিশ্চয়। যাহারা এই উভয়ের একটি অবলম্বন না করিবে, কোনমতেই তাহাদের মুক্তির উপায় দেখি না।" ১-৩।

স্বভাবতঃ নির্ভীক ও মহাবলশালী হইলেও ধর্ম্ম-নিরত প্রাজ্ঞ নৃপগণ শত্রুর অধিক বল অবগত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত সকলেই এই কথা বলিলেন যে, "আমরা নির্জ্জিত হইলাম।" তাত! রাজা দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি সকল রাজগণই বলিলেন, "আমরা পরাজিত হইয়াছি।" অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ ইন্দ্রপালিতা অমরাবতীর ন্যায় অনরণ্য-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যায় গমন করিল এবং বাসবসম বলশালী সেই নরশার্দ্দূল রাজা অনরণ্যের সন্নিহিত হইয়া কহিল, "আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, তুমি আমাকে যুদ্ধ দান কর অথবা নির্জ্জিত হইলাম বলিয়া অঙ্গীকার কর; আমার শাসন এইরূপ।" অযোধ্যাধিপতি অনরণ্য সেই পাপাত্মা রাক্ষসরাজের এই বাক্য-শ্রবণে কুপিত হইয়া উত্তর করিলেন, "নিশাচর! তুমি ক্ষণকাল অবস্থিতি কর, আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিব; তুমি প্রস্তুত হও, আমিও প্রস্তুত হইতেছি।" ৪-১০।

অনন্তর রাজা অনরণ্যের সুমহান্ সৈন্য রাক্ষসের বধোদ্যত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে পর তাহারা ঐ রাক্ষসের বৃত্তান্ত শ্রবণেই মৃতকল্প হইয়াছিল। দশ সহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব, বহু সহস্র রথ ও বহু সহস্র পদাতি মহীতল আচ্ছন্ন করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। হে যুদ্ধবিশারদ! হে নরোত্তম! তাহার পর নরপতি অনরণ্য ও রাক্ষসরাজ রাবণের ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে নরপতির সৈন্য রাবণের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সুচিরকাল সংগ্রাম করিল এবং হুতাশনে আহুত হব্যের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। প্রজ্বলিত পাবকের সন্নিহিত হইয়া যেমন শলভকুল তাহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ তাহারা সেই রাক্ষসসৈন্যমধ্যে সঙ্কুলভাবে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যুত্তম বিক্রমসহকারে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। তখন সেই নৃপেন্দ্র অনরণ্য দেখিলেন, মহাসাগর-প্রবিষ্ট বননদী সকলের ন্যায় তাঁহার সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইল। তখন তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শক্রধনুঃসদৃশ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক বিস্ফারিত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের অমাত্য সকল রাজা অনরণ্যের নিকট পরাস্ত হইয়া মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিল। অনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন অনরণ্য সেই রাক্ষসরাজের মস্তকে অষ্টশত শর পাতিত করিলেন। কিন্তু গিরিশিখরে পতিত বারিধারার ন্যায় ঐ সকল শরসমূহ নিপতিত হইয়া রাবণের শরীরের কোন স্থানই ক্ষত করিতে পারিল না। অবশেষে রাক্ষসরাজ কুপিত হইয়া রাজা অনরণ্যের মস্তকে তলপ্রহার করিল অমনি তিনি তাহাতে অভিহত হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতি

হইলেন। অরণ্যমধ্যে বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া শালবৃক্ষ যেমন পতিত হয়, সেইরূপ রাজা অনরণ্য বিহ্বলচিত্তে ও কম্পিতকলেবরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন নিশাচর রাবণ উপহাস পূর্ব্বক ইক্ষ্বাকুনন্দন ভূপতিকে কহিল, "তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে আসিয়া এক্ষণে কি ফললাভ করিলে? নরাধিপ! আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে, ত্রিলোকমধ্যে এরূপ ব্যক্তি বিদ্যমান নাই। আমি বোধ করি, তুমি বিষয়ভোগে সংসক্ত হইয়া মদীয় বলের বিষয় শ্রবণ কর নাই।" তাহার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হীনবল অনরণ্য উত্তর করিলেন, আমার ক্ষমতা কি? কাল দুরতিক্রমণীয়। রাক্ষস! তুমি আত্ম প্রশংসা করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি আমাকে পরাজিত করিতে পার নাই; কালই আমাকে বিপন্ন করিয়াছে; তুমি কেবল উপলক্ষ্যমাত্র হইয়াছ। নিশাচর! আমার প্রাণক্ষয়-সময়ে এখন আর কি করিতে সক্ষম হইব? কিন্তু আমি যুদ্ধে বিমুখ হই নাই, তোমার সহিত সম্মুখসমরেই আহত হইলাম। রাক্ষস! ইক্ষ্বাকুবংশের অবজ্ঞা-নিবন্ধন বলিতেছি যে, যদি আমি দান, হোম বা পুণ্যাচরণ ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য সত্য হউক। নিশাচর! মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে দাশরথি রাম উৎপন্ন হইবেন এবং তিনিই তোমার প্রাণহরণ করিবেন।" রাজা অনরণ্য এই অভিসম্পাত প্রদান করিবামাত্র দেবদুন্দুভি সকল মেঘের ন্যায় গভীরভাবে বাদিত এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সেই রাজশ্রেষ্ঠ অনরণ্য স্বর্গধামে গমন করিলেন। নরপতি স্বর্গগত হইলে রাক্ষসরাজ তথা হইতে নির্গত হইল।" ১১-৩২।

বিংশ সর্গ।

নারদ কর্ত্তৃক রাবণকে যমের সহ যুদ্ধ করিতে উপদেশ।

অনন্তর রাক্ষসাধিপ রাবণ পুনরায় ভূতলে মানবদিগকে বিত্রাসিত করত ভ্রমণ করিতে থাকিলে, মেঘোপরি অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে দেখিতে পাইল। তখন নিশাচর দশগ্রীব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কুশল ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অমিতপ্রভ মহাতেজা দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া পুষ্পক-রথস্থ রাবণকে কহিতে লাগিলেন,"হে বিশ্রবানন্দন সৌম্য রাক্ষসাধিপতে! আমি তোমার অভিজনসমন্বিত পরাক্রম-দর্শনে প্রীত হইয়াছি। বিষ্ণু দৈত্যবিনাশ করিয়া অনেকবার আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন; তুমিও অনেকানেক গন্ধর্ব্ব ও উরগদিগকে পরাজয় করিয়া, অনেকানেক ঘোরতর সমর করিবে; তদ্দর্শনে আমি নিতান্ত পরিতুষ্ট হইব। তাত! যদি তুমি শ্রবণ কর, তবে কিছু শ্রোতব্য বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি। বৎস! আমি বলিতেছি, তুমি মনোযোগ কর। তুমি দেবগণের অবধ্য হইয়া মানুষদিগকে নিহত করিতেছ কেন? মানুষেরা মৃত্যুর বশীভূত; অতএব স্বভাবতই তাহারা মরিয়া আছে। তুমি দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া এই মানবদিগকে নাশ করা তোমার উচিত নহে। এই মানবলোক সততই ঘোরতর মোহে আবৃত,বিশেষতঃ নিজ মঙ্গল-আচরণে নিতান্ত বিমূঢ়,আর শত শত ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বিপদ্ ও দুঃখ নিত্যই তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতেছে; অতএব তাদৃশ লোকের নিধনে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? মানুষ সকল বিষয়েই নানাবিধ অনিষ্ট দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে; অতএব মতিমান্ ব্যক্তি মানুষের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রয়াসস্বীকার করেন না। মানবগণ ক্ষুৎপিপাসা ও জরাদি দ্বারা দৈবকর্ত্তৃক নিহত হইয়াই ক্ষয় পাইতেছে এবং শোক-সন্তাপে নিরন্তরই কাতর হইয়া আছে; অতএব তুমি অকারণে মানবদিগকে নষ্ট করিও না। হে মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর! দেখ, মানুষ এতই মূঢ় যে, তাহাদের সুখদুঃখাদি ভোগকালও তাহারা জ্ঞাত নহে, অথচ বিবিধ সামান্য সামান্য পুরুষার্থে আসক্ত হইয়া থাকে। কোথাও মানবগণ হৃষ্ট হইয়া নৃত্যগীতাদি করিতেছে, আবার কোথাও অপর ব্যক্তিরা আর্ত্ত হইয়া অশ্রুপ্লাবিতবদনে রোদন করিতেছে। অপিচ এই মনুষ্যলোক মাতা-পিতা ও পুত্রের স্নেহ এবং ভার্য্যা, বন্ধু ও বিবিধ মনোরম বস্তু দ্বারা বিমোহিত; সুতরাং অধঃপতিত হইয়া মানুষ আপনার পারলৌকিক ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না। অতএব হে সৌম্য! এই প্রকার মোহনিপীড়িত মনুষ্যকে ক্লেশ দেওয়া বিফল; অধিকন্তু এই মর্ত্ত্যলোক তোমা কর্ত্তৃক জিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই সমস্ত মানবই অবশ্য যম-সদনে গমন করিবে; অতএব হে পরপুরঞ্জয় পৌলস্ত্য! তুমি সেই যমকে নিগ্রহ কর, তাহা হইলে তোমার সকলকেই জয় করা হইবে, সন্দেহ নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া লঙ্কাপতি দশানন হাস্য করত স্বীয় তেজে দীপ্যমান দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "হে দেবর্ষে! হে দেব-গন্ধর্ব্ব-লোক-বিহারপ্রিয়! হে সমরদর্শনপ্রিয়! আমি এক্ষণে জয়কামনায় রসাতলে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি; পরে ত্রিলোক জয় করত নাগদিগকে স্ববশে আনয়ন-পূর্ব্বক অমৃতের জন্য রসালয় সাগর মন্থন করিব।" তখন ভগবান্ নারদ ঋষি দশাননকে কহিলেন, "তুমি যদি রসাতলেই গমন করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে এ পথে কোথায় যাইতেছ? হে শত্রুকর্ষণ! এই সুদুর্গম যমপুরীর পথ প্রেতরাজ-পুরীতে গমন করিয়াছে।" পরে সেই দশানন শারদীয় মেঘগর্জ্জনের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া, ভালই হইয়াছে বলিয়া কহিল, "হে মহাব্রহ্মন্! যদি তাহাই হইল, তবে এখন আমি যমবধোদ্যত হইয়া যে দিকে সূর্য্যনন্দন যমরাজ বাস করেন, সেই দক্ষিণদিকেই গমন করি। আমি যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধবশতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, লোকপালচতুষ্টয়কেই জয় করিব। অতএব আমি এই পিতৃরাজপুরে গমন করিলাম; জীবগণের ক্লেশদাতা সেই যমকে আমি মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিব।" এই কথা বলিয়া দশগ্রীব নারদ মুনিকে অভিবাদন করিয়া, মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণপথে যাত্রা করিল। তখন মহাতেজা মহর্ষি নারদ নির্ধূম পাবকের ন্যায় হইয়া, মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যানস্থিত হইয়া চিন্তা করিলেন যে, আয়ুক্ষীণ হইলে, যিনি ইন্দ্রাদি সচরাচর ত্রিলোকের ক্লেশ দান করেন, দশানন সেই কালকে কি করিয়া জয় করিবে? যিনি প্রাণিগণের দান ও কর্ম্মাদির সাক্ষী এবং যিনি দ্বিতীয় অগ্নিস্বরূপ, যে মহাত্মার অনুগ্রহে জীবগণ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, ত্রিলোক যাঁহার ভয়ে কাতর হইয়া পলায়ন করে, এই রাক্ষসেন্দ্র কি করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট গমন করিবে? যিনি লোকের ধাতা ও বিধাতা, যিনি সুকৃত-দুষ্কৃতের ফলদাতা এবং যাঁহার নিকট ত্রিলোক পরাজিত রহিয়াছে, রাবণ তাঁহাকে কি করিয়া জয় করিবে? কালই ত সকলের বিধান; দশানন কালাতিরিক্ত কোন্ বিধান অবলম্বন করিয়া কালকে জয় করিবে?

সুতরাং আমার কৌতূহল জন্মিতেছে; অতএব আমি সাক্ষাৎ যম ও রাক্ষসের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দর্শনার্থ শমন-সদনে গমন করি।১-৩২।

একবিংশ সর্গ।

রাবণের সৈন্যসহ যমসৈন্যের যুদ্ধ।

লঘুবিক্রম দেবর্ষি নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া যথাবৃত্ত বলিবার জন্য যমের আলয়ে গমন করিলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, যমরাজ অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণিপুঞ্জের যাহার যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। যম মহর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথাসুখে উপবেশন করাইয়া ধর্ম্মানুসারে পাদ্যার্ঘ্য নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবর্ষে! আপনার মঙ্গল ত? আপনার আগমনের প্রয়োজন কি?" তখন ভগবান্ নারদ ঋষি কহিলেন, "বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। হে পিতৃরাজ! সুদুর্জ্জয় তোমাকে বিক্রম দ্বারা বশীভূত করিবার জন্য দশগ্রীব নামে নিশাচর আগমন করিতেছে। প্রভো! এই কারণেই আমি সত্বর হইয়া এখানে আগমন করিলাম। দেখিব, আজ তোমার দণ্ডাস্ত্রের কি ঘটে।" ইত্যবসরে দূর হইতে দৃষ্ট হইল, সেই নিশাচরের দীপ্তিমান্ বিমান নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় আগমন করিতেছে। মহাবল দশানন পুষ্পক-বিমানের প্রভায় দশদিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিতে দেখিতে সমীপবর্ত্তী হইল। মহাবাহু দশগ্রীব সেই স্থানে দেখিল, প্রাণিগণ স্ব স্ব সুকৃত-দুষ্কৃত ভোগ করিতেছে। যমের সৈনিক এবং অনুচরবর্গও তথায় রহিয়াছে, দেখিতে পাইল। ঘোররূপী উগ্রপ্রকৃতি ভয়ানক যমকিঙ্করগণ তথায় প্রাণিপুঞ্জকে তাড়না ও বিবিধ যাতনা প্রদান করিতেছে। তাহারা তথায় নিরন্তর আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। কত শত শরীরীকে দারুণ কৃমি ও কুক্কুরগণ দংশন করিতেছে এবং তাহারা শ্রোত্রবিদারক ভয়াবহ বিলাপ করিতেছে। অনেকানেক প্রাণী শোণিতজলা বৈতরণী সন্তরণ করিতেছে, অনেকে সুতপ্ত বালুকায় বারংবার দগ্ধ হইতেছে। অনেকানেক অধার্ম্মিকের দেহ অসিপত্রবনে ভিদ্যমান হইতেছে। পাপিগণ রৌরব, ক্ষারনদী ও ক্ষুরধারে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, শবদেহ, কৃশ, দীন, বিবর্ণ, মুক্তকেশ, অনেকানেক নারকী ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া 'জল জল' শব্দে অবিরত যাচ্ঞা করিতেছে। কত শত পাপী মলিন ধূলিধূসরিত রুক্ষগাত্রে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। রাবণ পথিমধ্যে ঈদৃশ দুরবস্থাপন্ন শত শত, সহস্র সহস্র নারকীকে দেখিতে পাইল। অন্যত্র সে দর্শন করিল, কত শত দেহী নিজ নিজ সুকৃতিবলে অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ সকলের মধ্যে থাকিয়া গীত ও বাদ্যশব্দে আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। গো-প্রদাতা বিবিধ গো-রস, অন্নদাতা উৎকৃষ্ট অন্ন এবং গৃহদাতৃগণ উৎকৃষ্ট গৃহ সকল স্ব স্ব কর্ম্মফলে ভোগ করিতেছে। আবার কত শত ধার্ম্মিকগণ স্ব স্ব দেহ-প্রভায় দীপ্যমান হইয়া সুবর্ণ ও মণিমুক্তায় অলঙ্কৃতা প্রমদাগণের সহিত বিহার করিতেছেন। মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিল এবং যে সকল শরীরী স্ব স্ব দুষ্কৃতিবশতঃ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, বলবান্ রাবণ বিক্রম-সহকারে তাহাদিগকে মোচন করিয়া দিল। প্রাণিগণ নিশাচর দশানন-কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য অভাবনীয় ও অতর্কিতভাবে সুখানুভব করিতে লাগিল। বলবান্ রাক্ষস প্রেতদিগকে মুক্ত করিলে পর প্রেতরক্ষকেরা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে আক্রমণ করিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজের শূরযোদ্ধ্গণ হল-হলা শব্দ করিয়া সকল দিক্ হইতে আগমন করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই পুষ্পকের উপর এককালে শত সহস্র প্রাস, পরিঘ, শূল, শক্তি ও তোমরবর্ষণ করিল এবং নিমেষমধ্যেই মধুচক্রের ন্যায়, পুষ্পক-রথের আসন, প্রাসাদ, বেদি ও তোরণ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কিন্তু বিমান দেবতার অধিষ্ঠান, ব্রহ্মতেজোদ্ধারা অক্ষয়, সুতরাং ভগ্ন হইলেও উহা আবার পূর্ব্বের ন্যায় নূতন হইতে লাগিল। যমরাজের পুরোবর্ত্তী শূর সেনাগণ সুমহান্ ও অসংখ্য ছিল। দশানন এবং তাহার মহাবীর সচিবগণ যথাসাধ্য বলসহকারে শত শত বৃক্ষ, পর্ব্বত ও প্রাসাদখণ্ড দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ অস্ত্র দ্বারা সমাহত ও শোণিতসিক্ত-কলেবর হইয়া মহাযুদ্ধ করিল। রাবণের ও যমের মহাবল অনুচরগণ বিবিধ অস্ত্র-প্রয়োগে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে যমরাজের যোদ্ধ্বর্গ রাবণের সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূলবর্ষণ করিতে করিতে রাবণকেই আক্রমণ করিল। অনন্তর রাবণ শোণিতাক্ত-কলেবর ও প্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়া পুষ্পক-বিমানের উপর পুষ্পিত অশোক-বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণও শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর ও বাণ এবং অস্ত্রবলে শিলা ও বৃক্ষ সকল মোচন করিতে লাগিল। যম-সৈন্যের মধ্যে অতি দারুণ বৃক্ষ, শিলা ও অস্ত্র সকলের বর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু যম-যোধগণ সেই সকল বৃক্ষাদি ছেদন ও অস্ত্র-শস্ত্র অপহত করিয়া একেবারে শত সহস্র জন এক রাবণকে প্রহার করিতে লাগিল। মেঘসমূহ যেমন পর্ব্বতকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ সকলেই রাবণকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার শ্বাসরোধ করত তাহার উপর সহস্র সহস্র ভিন্দিপাল ও শূল বর্ষণ করিতে লাগিল। রাবণ ছিন্নকবচ ও শোণিতস্রাবে আর্দ্র হইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং পুষ্পক পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবতরণ করিল। পরে মুহূর্ত্তমধ্যেই সুস্থ হইয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যত হইয়া দ্বিতীয় যমের ন্যায় ক্রুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরে শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্রযোজনা করিয়া 'থাক! থাক!' বলিয়া কার্ম্মুক আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই শক্রশত্রু দশানন আকর্ণ কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরবিজয়ে শঙ্করের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ শর মোচন করিল। ধূম ও জ্বালামণ্ডল-সম্পন্ন ঐ বাণের রূপ গ্রীষ্মকালে বনদহনকারী বিকশিত দাবাগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। জ্বালামণ্ডল-পরিবেষ্টিত ঐ শর বিমুক্ত হইয়া গুল্ম ও বৃক্ষ সকল ভস্মসাৎ করিয়া রণস্থলে প্রধাবিত হইল। ক্রব্যাদ পশুপক্ষী সকল উহার অনুগমন করিতে লাগিল। শমনের সেনাসমূহ ঐ শরের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজ সকলের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রণমুখে নিপতিত হইল। তখন ভীমবিক্রম দশানন সচিবগণ-সমভিব্যাহারে পৃথিবী কম্পিত করিয়া মহানাদ করিতে লাগিল।" ১-৩৫।

দ্বাবিংশ সর্গ।

যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

রাবণের সেই উচ্চৈঃশব্দ শ্রবণ করত প্রভু বৈবস্বত বুঝিতে পারিলেন, শত্রুর বিজয় ও স্বীয় সৈন্যের সংশয় হইয়াছে। যোধগণ পতি

হইয়াছে জানিতে পারিয়া কোপে লোচন রক্তবর্ণ করিয়া তিনি সারথিও আজ্ঞা করিলেন, "আমার রথ সত্বর আনয়ন কর।" ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মহারথ আনয়ন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। মহাতেজা যমরাজ রথে আরোহণ করিলেন। যিনি এই চরাচর অব্যয় ত্রৈলোক্য সংহার করেন, সেই মৃত্যু প্রাস ও মুদ্গর হস্তে লইয়া যমের অগ্রে অবস্থিতি করিলেন। জলদগ্নিবৎ তেজঃসম্পন্ন শমনপ্রহরণ কালদণ্ডও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিতি করিতে লাগিল। সর্ব্বলোকভয়াবহ যমকে তাদৃশ কুপিত দেখিয়া তৎকালে ত্রিলোক ক্ষুব্ধ এবং দেবতারা কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সারথি রুচিরপ্রভ অশ্বদিগকে চালিত করিলে সেই রথ ঘোর শব্দ করিয়া রাক্ষসরাজের সন্নিধানে গমন করিল। ইন্দ্রের অশ্বসদৃশ মনের ন্যায় বেগগামী অশ্ব সকল মুহূর্ত্তমধ্যেই যমকে রণস্থলে উপনীত করিল। মৃত্যুসমন্বিত তাদৃশ ভয়ঙ্কর রথ অবলোকন করিয়া রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সহসা পলায়ন করিতে লাগিল। হীনবলনিবন্ধন ভয়ে কাতর ও বিচেতন হইয়া সেই সচিবেরা 'আমরা এ স্থলে আর যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি', এই বলিয়া দশদিকে ধাবিত হইল। কিন্তু তাদৃশ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর রথ অবলোকন করিয়াও দশগ্রীব ক্ষুব্ধ বা ভীত হইল না। যমরাজ রাবণের সন্নিহিত হইয়াই ক্রোধভরে শক্তি ও তোমর সকল পরিত্যাগ করত তাহার মর্ম্মস্থান সকল কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণও স্বস্থ থাকিয়া জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় যমের রথে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষস রাবণের বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে শত শত মহাশক্তি পতিত হইতে লাগিল; সে কোনও মতেই তাহার প্রতীকার করিতে পারিল না; সুতরাং অল্পমাত্র পীড়িত হইয়া পড়িল। এইরূপে নানা প্রহরণ দ্বারা সপ্তরাত্র যুদ্ধ করিয়া শত্রুকর্ষণ যমরাজ সমরে শত্রুকে সংজ্ঞাবিহীন ও বিমুখ করিলেন। বীর! ঐ সপ্তরাত্র সমরে একবারও নিবৃত্ত না হইয়া পরস্পর জয়াভিলাষী শমন ও দশানন উভয়ে তুমুল যুদ্ধ করিলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া রণাঙ্গনে আগমন করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ও প্রেতরাজ শমন উভয়ের যুদ্ধকালে যেন ত্রিলোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে রাক্ষসরাজ ইন্দ্রের অশনির ন্যায় ঘোরনিনাদে শরাসন বিস্ফারণ করত আকাশকে অবকাশশূন্য করিয়াই যেন শরসমূহ ত্যাগ করিতে লাগিল। সে চারি বাণে মৃত্যুকে ও সাত বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া শীঘ্র শত সহস্র বাণে যমের মর্ম্মস্থান নিপীড়িত করিল। তখন ক্রুদ্ধ যমের মুখবিবর হইতে নিশ্বাসের সহিত সধূম জ্বালাবিশিষ্ট কোপাগ্নি সমুদ্ভূত হইল। দেব-দানব-সন্নিধানে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া মৃত্যু ও কাল হর্ষান্বিত হইয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। পরে মৃত্যু নিতান্ত ক্রোধসহকারে যমরাজকে কহিলেন, "আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি সমরে এখনই এই পাপাত্মা রাক্ষসকে নিহত করিব। এখনই এই রাক্ষস আর জীবিত থাকিবে না; স্বভাবতঃ আমার মর্য্যাদাই এইরূপ। মহারাজ! আমি হিরণ্যকশিপু, শ্রীমান্ নমুচি, শম্বর, সংহ্লাদ, ধূমকেতু, বিরোচনপুত্র বলি, মহারাজ শুম্ভদৈত্য, বৃত্র ও বাণ, কত শত শাস্ত্রজ্ঞ রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ, ঋষি, [illegible]গ, দৈত্য ও অপ্সরোগণকে এবং যুগান্ত-পরিবর্ত্তনকালে আমি [illegible], নদী ও বৃক্ষ সকলের সহিত সসাগরা পৃথিবীকেও ধ্বংস করিয়া [illegible] ইহারা এবং অন্যান্য বহুতর দুর্জ্জয় মহাবীর আমার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; এই নিশাচর ত সামান্য। অতএব সাধু ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিউন, আমি ইহাকে নিহত করিব। যে যত বলবান্ হউক না, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া কেহই জীবিত থাকে না। ইহা আমার নিজবল নহে; পরন্তু স্বভাবতঃ আমার স্বরূপই এই। হে যমরাজ! মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে এই নিশাচর আর মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিবে না।" মৃত্যুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপান্বিত ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি অপেক্ষা কর, আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি।" পরে বিভু যমরাজ ক্রুদ্ধ ও সংরক্তনয়ন হইয়া হস্ত দ্বারা অমোঘ কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন। যাঁহার পার্শ্বে কালপাশ সকল নিহিত রহিয়াছে, পাবক ও অশনিসদৃশ মুদ্গর মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাকে দর্শনমাত্রেই প্রাণীদিগের প্রাণ বিদূরিত হইয়া থাকে, তিনি যদি কাহাকেও পাশ দ্বারা স্পৃষ্ট বা দণ্ড দ্বারা পাতিত করেন, তবে আর কথা কি? মহাবল যমরাজ-ধৃত অগ্নিশিখা-পরিবেষ্টিত মুদ্গর নিশাচর দশাননকে যেন দগ্ধ করত স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তখন রণস্থলস্থিত সকলেই দণ্ডভয়ে বিত্রস্ত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল; দেবগণও যমকে দণ্ডোদ্যত দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এইরূপে যমরাজ দণ্ড দ্বারা রাবণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা যমের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "হে মহাবাহো অমিতবিক্রম বৈবস্বত! নিশাচরকে দণ্ডপ্রহার করিও না! আমার বচনে ক্ষান্ত হও। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি ইহাকে বরদান করিয়াছি; অতএব আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা করা তোমার উচিত নয়। দেবতা বা মনুষ্য যে কেহ আমাকে অমান্য করে, সে ত্রিলোক অমান্য করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। প্রিয়াপ্রিয় যে কোন পদার্থের প্রতি কুপিত হইয়া তুমি এই ত্রিলোকভয়ঙ্কর দণ্ড পরিত্যাগ করিবে, দণ্ড তাহাকেই সংহার করিবে; তদ্বিষয়ে ইতর-বিশেষ নাই। আমি প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যুসাধন-জন্য এই অমিতপ্রভ অমোঘ কালদণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সৌম্য! রাবণের মস্তকে এই দণ্ড পাতিত করা তোমার উচিত নয়। এই দণ্ড পতিত হইলে কোনও ব্যক্তি মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকে না। যদি এই দণ্ড পতিত হইয়া রাক্ষস মৃত হয়, অথবা না হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই আমার বাক্য মিথ্যা হইবে। অতএব এই সমুদ্যত দণ্ড দশানন হইতে নিবৃত্ত কর; যদি লোকমর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত হয়, তবে আমার বাক্য সত্য কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা যম উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদিগের প্রভু; অতএব দণ্ড নিবৃত্ত হইল। যদি আমি আজ এই বরপুরস্কৃত নিশাচরকে সংহার করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া আর কি হইবে? অতএব এই রাক্ষসের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইব।" এই বলিয়া তিনি রথ ও অশ্বের সহিত ঐ স্থান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন দশানন যমকে জয় করিয়া আপনার নাম প্রচার করত পুষ্পকারোহণ পূর্ব্বক যম-ভবন হইতে বহির্গত হইল। ধর্ম্মরাজ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে দেবর্ষি নারদও ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ১-৫০।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক রাবণের যুদ্ধ।

অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজয় করিয়া দশানন রাবণ যুদ্ধের শ্লাঘা করিতে করিতে স্বীয় অনুচরবর্গকে দর্শন করিল। তখন রাক্ষসগণ শোণিতসিক্তাঙ্গ ও বহুপ্রহারে জর্জ্জরীভূত রাবণকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল। পরে মারীচাদি অমাত্যগণ জয়শব্দ দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিয়া রাবণ-সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণ করিল। দশানন তাহাদিগের ভয় সান্ত্বনা করিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ বরুণ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দৈত্য ও উরগদিগের বাসস্থান রসাতলে গমন করিবার অভিলাষে সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং বাসুকি-রক্ষিতা ভোগবতীপুরীতে গমন পূর্ব্বক নাগলোক স্ববশে আনয়ন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মণিময়ী পুরীতে যাত্রা করিল। লব্ধবর নিবাতকবচ প্রভৃতি দৈত্যগণ তথায় বসতি করে; রাক্ষসেরা তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন সেই সুবিক্রমশালী সমরদুর্ম্মদ দৈত্যেরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। অনন্তর সেই দৈত্য ও রাক্ষসগণ শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পট্টিশ, অসি ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই যুধ্যমান দৈত্য ও রাক্ষসদিগের কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। কোন পক্ষেরই জয় বা ক্ষয় হইল না। তখন ত্রিলোকের গতি অব্যয় দেবপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বিমানে আরূঢ় হইয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিবাতকবচদিগের সেই সমরকার্য্য নিবারণ করিয়া পিতামহ সুস্পষ্টার্থবাক্যে কহিলেন, "সুরাসুর কেহই এই দশাননকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন এবং দেবদানবগণ তোমাদিগকেও পরাজয় করিতে পারেন না। অতএব এই রাক্ষসের সহিত তোমাদিগের মিত্রতা করাই কর্ত্তব্য। মিত্রদিগের সকল বিষয়েই পরস্পর সমান অধিকার হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।" অনন্তর রাবণ ঐ স্থানে অনলসমক্ষে নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রতা সম্পাদন করিয়া অতিশয় প্রীত হইল। তাহারাও তাহার সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিল। এইরূপ সমাদরে রাবণ তথায় স্বীয় আলয়-নির্ব্বিশেষে পরমসুখে সংবৎসরকাল বাস করিল। অপিচ, সেই দৈত্যালয়ে মিত্রতানিবন্ধন আনুগত্য করিয়া দশানন এক শত মায়া লাভ করিল। তথা হইতে বিদায় হইয়া লঙ্কেশ্বর রাবণ সলিলরাজ বরুণের পুর অন্বেষণে অভিলাষী হইয়া রসাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর কালকেয় দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্মনগরে গমন করিয়া সেই বলদর্পিত কালকেয়দিগকে নিহত করিয়া সমরে আপনার ভগিনীপতি সেই বলদর্পিত সূর্পণখার স্বামী বলবান্ বিদ্যুজ্জিহ্ব দানবকেও অসি দ্বারা ছেদন করিল। সেই লেলিহানজিহ্ব রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে সমরে বিনাশ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই চারি শত দানবকে সংহার করিল। তদনন্তর রাক্ষসরাজ কৈলাসশিখরের ন্যায় ভাস্বর পাণ্ডুর মেঘাভ দিব্য বরুণালয় দেখিতে পাইল। সেই স্থানে সুরভি গাভী অবস্থিতি করিতেছেন; উঁহার স্তন হইতে সততই দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হইতেছে এবং ঐ দুগ্ধধারা হইতেই ক্ষীরোদ নামক সাগর উৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্ষীরোদসাগর হইতেই আবার শীতরশ্মি নিশাকর চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। ফেনপায়ী পরমর্ষিগণ এই ক্ষীরোদকেই আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকেন। অমৃত ও সুধাভোজীদিগের সুধাও ক্ষীরোদ হইতে উৎপন্ন। যাঁহার ক্ষীরধারা হইতে ঈদৃশ ক্ষীরোদসাগর উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি মহাবৃষের সাক্ষাৎ জননী, ত্রিলোকে যাঁহাকে সুরভি বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে, রাবণ সেই পরম অদ্ভুত গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া নানাবিধ বনে সুরক্ষিত মহাঘোর বরুণপুরে প্রবিষ্ট হইল। দেখিল, শারদাভ্র-সদৃশ উত্তম বরুণালয় শত শত সলিলধারায় সমাকীর্ণ এবং উহার অধিবাসিগণ সকলেই সতত আনন্দিত। অনন্তর বরুণের বলাধ্যক্ষগণ তাড়িত করিতে থাকিলে দশানন তাহাদিগকে সমরে নিপাতিত করিয়া যোদ্ধৃগণকে কহিল, "তোমরা অবিলম্বে তোমাদিগের রাজাকে নিবেদন কর যে, রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে যুদ্ধদান করুন, অথবা কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া বলুন যে, 'আমি নির্জ্জিত হইয়াছি।' তাহা হইলে আর কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই। রাম! ইত্যবকাশে মহাত্মা বরুণের নবোদিত-ভাস্করকান্তি সমরবিশারদ পুত্র ও পৌত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব সৈন্য-সমভিব্যাহারে কামগামী রথ সকল সংযোজিত করিয়া তাঁহাদিগের সেনাপতি গো ও পুষ্করের সহিত সমর-বাসনায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর জলাধিপতির পুত্রগণ ও ধীমান্ রাবণের রোমহর্ষণ নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। নিশাচর দশগ্রীবের মহাবীর্য্যশালী মন্ত্রিসমূহ ক্ষণকালমধ্যেই বরুণের সেই সকল মহতী সেনা নিহত করিল। তখন সমরে স্বীয় সৈন্যদিগের বিনাশ দর্শন করিয়া এবং শরজালে নিপীড়িত হইয়া বরুণের পুত্রগণ ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। তাঁহারা এতাবৎকাল ভূতলে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর রাবণের অমাত্যগণ বিমানস্থিত পুষ্পক হইতে শরসমূহ বর্ষণ করিতেছিল। অতএব এই বিবেচনায় তাঁহারাও শীঘ্রগামী রথারোহণে আকাশে উত্থিত হইলেন। অনন্তর সমতুল্য স্থানপ্রাপ্ত হইয়া দেব ও দানবের ন্যায় উভয় পক্ষের তুমুল আকাশযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন বরুণ-পুত্রগণ পাবকসদৃশ শরনিকরে রাবণকে সংগ্রামে বিমুখ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন শূর মহোদর রাজার পরিভব-দর্শনে কুপিত হইয়া মৃত্যুশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক সমর-বাসনায় সেনা বিলোড়ন করিতে লাগিল। পরে সে রণস্থলে বরুণ-পুত্রদিগের পবন-সদৃশ কামগামী অশ্বসকলকে গদাপ্রহার করিল। গদাহত হইয়া অশ্ব সকল ক্ষিতিতলে পতিত হইল। মহোদর বরুণের পুত্রগণের যোদ্ধা ও অশ্ব সকলকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিনারথে অবস্থিত দেখিয়া অবিলম্বে সিংহনাদ করিল। প্রত্যুত তাঁহাদের সেই সকল রথ মহোদর কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া অশ্ব ও উত্তম সারথিগণের সহিত ভূতলে পতিত হইল। মহাত্মা বরুণের বীরপুত্রগণ রথ পরিহার পূর্ব্বক আকাশতলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কেবল স্বীয় প্রভাববশতঃ পতিত হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা রোষভরে ধনুকে জ্যা-রোপণ-পূর্ব্বক প্রথমতঃ মহোদরকে বিদ্ধ করিলেন, পরে সকলে মিলিত হইয়া রাবণকে নিবারণ করিলেন। মেঘ সকল যেমন ধারাসহস্র দ্বারা মহাগিরিকে বিদ্ধ করে, তাঁহারা তেমনি ক্রোধবশতঃ চাপ-বিনির্ম্মুক্ত বজ্রসদৃশ সুদারুণ বাণসমূহ দ্বারা রাবণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশানন কোপে কালাগ্নির ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া ঘোরতর শরবর্ষণ করত বরুণ-পুত্রদিগের মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের মস্তকোপরি থাকিয়া

সেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ বিবিধ বিচিত্র মুষল, শত শত অস্ত্র, পট্টিশ, শক্তি ও মহতী শতঘ্নী সকল তাঁহাদের উপরি নিক্ষেপ করিল। মহাপঙ্ক-পতিত বৃষ্টিবর্ষবরক কুঞ্জরবৃন্দের ন্যায় রাবণের সেই শস্ত্রবর্ষণেই পদাতি বরুণ-পুত্রগণ সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে অবসন্ন ও বিহ্বল দেখিয়া মহাবল রাবণ হর্ষবশতঃ মহামেঘের ন্যায় গভীরশব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তদনন্তর উপর্য্যুপরি গর্জ্জন করিয়া নিশাচর দশানন ধারাপাত দ্বারা মেঘের ন্যায়, নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রবর্ষণ দ্বারা বরুণ-পুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে সেই বরুণ-পুত্রেরা সমরে বিমুখ হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন; অনুচরেরা সত্বর তাঁহাদিগকে কহিল, "তোমরা বরুণকে সংবাদ দাও।" তখন বরুণের প্রভাসনামক মন্ত্রী রাবণকে কহিলেন, "আপনি যাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন, সেই জলেশ্বর মহারাজ বরুণ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব বীর! যখন রাজা উপস্থিত নাই, তখন আপনার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? যে সকল বীরকুমারেরা সন্নিহিত আছেন, তাঁহারা ত পরাজিত হইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া রাক্ষসপতি নিজ নাম-প্রচার পূর্ব্বক হর্ষভরে গর্জ্জন করিতে করিতে বরুণালয় হইতে বহির্গত হইল। রাবণ যে পথ দিয়া আগমন করিয়াছিল, সেই পথ দ্বারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আকাশমার্গে লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিল। ১-৫৩।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বলি-সমীপে রাবণের গমন।

অনন্তর দশানন যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার অশ্ম-নগরে বিচরণ করিতে লাগিল। দশগ্রীব সে স্থানে এক পরম রমণীয় সমুজ্জ্বল গৃহ দেখিতে পাইল। ঐ আলয় মুক্তাজালে বিভূষিত; বৈদূর্য্যময় তোরণসমূহে আকার্ণ; উহার স্তম্ভ সকল সুবর্ণে বিনির্ম্মিত এবং উহার সর্ব্বত্রই বেদিকা রহিয়াছে। ঐ মহেন্দ্রভবনসদৃশ রমণীয় গৃহের কিঙ্কিণীজাল-সংবৃত সোপানশ্রেণী বজ্র ও স্ফটিক-নির্ম্মিত এবং উহার বহু উৎকৃষ্ট আলয় অবলোকন করিয়া প্রতাপশালী দশানন ভাবিল, মেরু-মন্দরসদৃশ এই ভবন কাহার? তখন সে কহিল, "প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া জানিয়া আইস, এই ভবন কাহার? ১-৫।

এই কথা শুনিয়া প্রহস্ত ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু তথায় জন-প্রাণী নাই দেখিয়া কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সপ্তম কক্ষে গমন করিয়া সে এক অগ্নিশিখা দেখিতে পাইল এবং তন্মধ্যে এক পুরুষকে দৃষ্টিগোচর করিল। দর্শনমাত্র ঐ পুরুষ আনন্দে উচ্চৈঃ-শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। উচ্চহাস্য-শ্রবণে প্রহস্তের দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে আরও দেখিল, অগ্নিশিখামধ্যে এক স্বর্ণ-পদ্মের মাল্যধারী পুরুষ সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া সাক্ষাৎ যমের ন্যায় বিমোহিতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া নিশাচর প্রহস্ত সত্বর নির্গত হইয়া রাবণ-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাম! তৎপরে ভিন্নাঞ্জন সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ দশগ্রীব পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল। অমনি এক চন্দ্রমৌলি প্রকাণ্ডদেহ ভয়ানক পুরুষ সহসা দ্বাররোধ করত তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার জিহ্বা অগ্নিশিখাময়, চক্ষু লোহিত, দশনপংক্তি সুচারু, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় সুদৃশ্য, গঠন মনোহর, নাসিকা অতীব ভীষণ, গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, হনুপ্রদেশ বিশাল। তাঁহার শ্মশ্রু নিবিড়, অস্থিসকল মাংসনিহিত, দংষ্ট্রা বৃহৎ এবং আকার সর্ব্বতো-ভাবে রোমহর্ষণ। তিনি লৌহমুদ্গর ধারণ করিয়া দ্বাররোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণের কলেবর লোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। রাম! রাবণ অনভীষ্ট দুর্নিমিত্ত সকল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ৬-১৪।

ইতিমধ্যে ঐ পুরুষ চিন্তাপরায়ণ রাবণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নিশাচর! তুমি কি ভাবিতেছ, বিশ্বস্তমনে বল। হে বীর রজনীচর! আমি তোমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।" এই কথা বলিয়া সেই পুরুষ পুনর্ব্বার রাক্ষসনাথকে কহিলেন, "তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা অন্য কোন মানস আছে?" পুরুষের এই কথা শুনিয়া রাবণ পুনর্ব্বার রোমাঞ্চিত হইল; অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিল, "হে বাগ্মিবর! গৃহমধ্যে কোন্ ব্যক্তি আছেন, বলুন; আমি তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়।" তখন সেই পুরুষ পুনর্ব্বার রাবণকে কহিলেন, "এই ভবনমধ্যে দানবরাজ বলি বাস করেন। তিনি পরমোদার-প্রকৃতি, শূর, অব্যর্থ-পরাক্রম, বহুগুণ-যুক্ত, পাশহস্ত যমের ন্যায়, বালসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, সমরে অপরাঙ্মুখ, অমর্ষী, দুর্জ্জয়, জেতা, গুণসাগর, প্রিয়ংবদ, আশ্রিত-প্রতিপালক, মিত্রভক্ত গুরু ও বিপ্রপ্রিয়, কালকল্প, মহাসত্ব, সত্যবাদী, প্রিয়দর্শন, দক্ষ, সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন ও স্বাধ্যায়-নিরত। তিনি পদব্রজে বিচরণ করেন, আবার বায়ুর ন্যায় সঞ্চরণ করেন, অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হন এবং সূর্য্যের ন্যায় তাপ প্রদান করেন। ইনি দেব, পন্নগ, বিহঙ্গম ও ভূতগণের সহিত বিচরণ করেন। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানেন না; তুমি সেই বলির সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। হে মহাবল রাক্ষস-রাজ! যদি বলির সহিত যুদ্ধ করিতে অভিরুচি হইয়া থাকে, তবে অবিলম্বে প্রবেশ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" ১৫-২৫।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশগ্রীব বলির নিকট প্রবেশ করিল। সাক্ষাৎ পাবক সদৃশ ও দিবাকরের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য দানবসত্তম বলি লঙ্কেশ্বর রাবণকে দেখিয়াই হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে সেই দিব্যরূপবান্ বলি তাহার হস্তধারণও ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাবাহো দশগ্রীব! আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? রাক্ষসেশ্বর! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, বল।" বলির এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, "মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বন্দী করিয়াছেন। আমি আপনাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নিঃসন্দেহ সমর্থ।" এই কথা শুনিয়া বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাবণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্ব্বতন যে সমস্ত দানবেন্দ্র ও অন্যান্য মহা-বলশালী ব্যক্তি ছিলেন, সেই পুরুষই তাঁহাদিগকে বশীভূত করেন। তিনিই আমাকে বন্দী করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর ন্যায় দুরতিক্রমণীয়। লোকে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারে? যিনি দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতের সংহর্ত্তা, কর্ত্তা, কারয়িতা, ধাতা ও ত্রিভুবনেশ্বর। তুমি তাঁহাকে জান না, আমিও তাঁহাকে জানি না। তিনি ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানস্বরূপ ও প্রভু। তিনি

কলি এবং তিনিই সর্ব্বভূতাপহারক কাল। তিনিই সমগ্র ত্রিলোকের সংহার ও সৃজনকর্ত্তা। তিনি চরাচর সর্ব্বভূতসংহারক; আবার এই মহেশ্বরই আন্তরহিত জগৎ পুনর্ব্বার সৃজন করেন। নিশাচর! সেই লোকেশ্বরই যজ্ঞ, দান ও হোম সমস্ত বিধান ও রক্ষা করিতেছেন। এবম্ভূত মহাভূত ত্রিভুবনে বিদ্যমান নাই। হে পৌলস্ত্য! রজ্জু দ্বারা পশুর ন্যায় সেই মহাভূতই পূর্ব্বপূর্ব্ব দানব সকলকে, তোমাকে এবং আমাকে পরিচালন করেন। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রহ্লাদাদি, কূট, বৈরোচন, মৃদু, যমল, অর্জ্জুন, কংস, কৈটভ ও মধু, ইঁহারা সূর্য্যস্বরূপে তাপ দান করিতেন, জ্যোতিঃস্বরূপে দীপ্তি পাইতেন, বায়ুস্বরূপে প্রবাহিত হইতেন এবং ইন্দ্রস্বরূপে বর্ষণ করিতেন। সকলেই বহুসংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান ও সুমহৎ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। সকলেই অতি মহাত্মা ও যোগধর্ম্মী ছিলেন। সকলেই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ উপভোগ করত দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সকলেই স্বজন-প্রতিপালক ও শত্রুসংহারক ছিলেন। সমরবিষয়ে ত্রিলোকে তাঁহাদিগের সমান কেহই ছিলেন না। সকলেই শূর, মহদ্বংশসম্ভূত, সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, সর্ব্ববিদ্যাবিৎ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ ছিলেন। সকল মহাত্মাই ইন্দ্রত্ব এবং যুদ্ধে সহস্র সহস্রবার সকল দেবতাকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। সকলেই দেবগণের অপ্রিয়কার্য্যে সতত আসক্ত থাকিয়া স্বজনদিগকে পরিপালন করিতেন। সকলেই দর্পে উন্মত্ত, সকলেই দাম্ভিক এবং সকলেই বালসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে নিপীড়িত করে, কি উপায়ে তাহার ধ্বংস হইবে, দেবতাদিগের অধীশ্বর ভগবান্ হরিই তাহা জানেন। হরিই এই সমস্ত সৃজন করেন এবং তিনিই সমস্ত সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সংহারকালে আত্মদ্বারা আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবস্থিতি করেন। সেই কামরূপী মহাবল মহাত্মা দানবেন্দ্রগণ সকলেই সেই মহাত্মা দেবতাকর্ত্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যে অপরাপর সমরদুর্দ্ধর্ষ অজেয় মহাপ্রাণীদিগের কথা শ্রুত হয়, সেই কৃতান্তরূপী হরিই তাহাদিগের সকলকেই নিহত করিয়াছেন।" ২৬-৫২।

এই কথা কহিয়া দানবেশ্বর রাক্ষসরাজকে পুনরায় কহিলেন, "বীর! ঐ প্রদীপ্তপাবক সদৃশ যে চক্র দর্শন করিতেছ, উহা গ্রহণ করিয়া মদীয় পার্শ্বে আগমন কর। হে মহাবলশালিন্! পরে আমি তোমার নিকট অব্যয় মুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করিব। হে মহাবাহো রাবণ! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, সম্পাদন কর; বিলম্ব করিও না।" ৫৩-৫৪।

হে রঘুনন্দন! মহাবল নিশাচর রাবণ এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক উপহাস করিয়া যে স্থানে সেই মহাদিব্য কুণ্ডল ছিল, তথায় আগমন করিল। বলদর্পিত মহাবল রাবণ অবলীলাক্রমে উহা উৎপাটন করিল, কিন্তু কিছুতেই উহা চালিত করিতে সমর্থ হইল না, অধিকন্তু লজ্জাবশতঃ মহাবল দশগ্রীব পুনর্ব্বার যত্ন সহকারে আকর্ষণ করিয়া যেমন উৎপাটন করিল, অমনি ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় রাক্ষস ভূতলে পতিত ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইল। এই সময়ে পুষ্পকসম্ভূত শব্দ হইল এবং রাক্ষসরাজের অমাত্যেরা উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। অনন্তর নিশাচর রাবণ মুহূর্ত্তকালমধ্যেই চেতনালাভ করিয়া উত্থানপূর্ব্বক লজ্জাবনতমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৫৫-৬০।

তখন বলিরাজ তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! আমার নিকটে আগমন করিয়া মদুক্তবাক্য শ্রবণ কর। বীর! তুমি মণিভূষিত যে কুণ্ডল উত্তোলন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, উহা আমার পূর্ব্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। মহাবল! দেখ, ইহা এইরূপে এই স্থানে পতিত হইয়াছিল; আর একটি কুণ্ডল এই পর্ব্বতসানুতে নিপতিত হইয়াছিল। এই কুণ্ডল ভিন্ন মুকুটও তাঁহার যুদ্ধকালে বেদীসমীপে ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে মদীয় পূর্ব্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কাল, মৃত্যু বা ব্যাধি কেহই হিংসক ছিল না। কি দিবা, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, কি প্রত্যূষ, কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু ছিল না; আর্দ্র কি শুষ্কবস্তু দ্বারা অথবা কোনরূপ শস্ত্রেও তাঁহার প্রাণনাশ সাধিত হইত না। রাক্ষসেশ্বর! অধিক কি, তাঁহার কোন অস্ত্রেই মৃত্যু বিহিত হয় নাই। তিনি কেবল প্রহ্লাদের সহিত দারুণ বিবাদ করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রধান মহাত্মা বীর প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইলে নৃসিংহ-আকৃতির ন্যায় রূপধারী এক সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই গম্ভীরমূর্ত্তি দারুণ নৃসিংহ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সর্ব্বজগৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বাহুযুগল দ্বারা উত্তোলন করিয়া, নখরপ্রহারে তাঁহার জীবনক্ষয় করিলেন। যে পুরুষ দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই নিরঞ্জন বাসুদেব। আমি সেই দেবাদিদেবের বাক্য বলিতেছি, যদি তোমার হৃদয়ে পরমভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভক্তিসহকারে শ্রবণ কর। যে পুরুষ দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সহস্র সহস্র বৎসরে সহস্র ইন্দ্র, অযুত দেবতা ও শত শত পরমর্ষিকে বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন।" ৬১-৭১।

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, "নিরতিশয় জ্বালা-সমন্বিত পাশহস্ত ঊর্দ্ধরোমা ভয়ানক প্রেতাধিপতি যমকে মৃত্যুর সহিত নিরীক্ষণ করিয়াছি। সর্প ও বৃশ্চিক সকল যাঁহার লোম, যাঁহার চক্ষু লোহিতবর্ণ ও বেগ অতি ভয়ানক, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর ও আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, যিনি সমরে অপরাঙ্মুখ এবং সকল পাপীর শাসনকর্ত্তা, আমি সেই ভীষণদংষ্ট্রকেও যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছি। হে দানবরাজ! তৎকালে আমার কিঞ্চিন্মাত্র ভয় বা ব্যথাই হয় নাই। আপনি যে পুরুষের কথা কহিতেছেন, আমি ত তাঁহাকে জানি না; অতএব আপনি ইঁহার বিষয় বিশেষ করিয়া বলুন।" ৭২-৭৩।

রাবণের বাক্য শুনিয়া বিরোচননন্দন বলি কহিলেন, "এই পুরুষ ত্রৈলোক্যের নিধনকর্ত্তা, প্রভু, নারায়ণ, হরি। ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু ও মহাদ্যুতি নরসিংহ। ইনি ক্রতুর আশ্রয়, উত্তম আশ্রয় ও ভয়ঙ্কর পাশহস্ত। ইনি দ্বাদশ-আদিত্যসদৃশ, পুরাণ এবং পুরুষোত্তম। ইঁহার দ্যুতি নীলমেঘ সদৃশ; ইনি সুরশ্রেষ্ঠ ও সুরনাথ। হে মহাবাহো! ইনি জ্বালামালায় পরিবৃত, যোগী ও ভক্তজনপ্রিয়। এই প্রভুই সর্ব্বলোক সৃষ্টি ও পালন করিয়া থাকেন, আবার এই মহাবাহুই কাল হইয়া সমস্ত ধ্বংস করেন। ইনিই যজ্ঞ, ইনিই যাজ্য এবং চক্রায়ুধধর হরি। ইনি সর্ব্বদেবময়, নিখিল ভূতময়, সমস্ত লোকময় এবং সর্ব্বজ্ঞানময়। হে বীর! ইনিই সর্ব্বরূপী, মহাভুজ, বলদেব, বীরহা, বীরচক্ষুষ্মান্, ত্রৈলোক্যগুরু এবং অব্যয়। মোক্ষাভিলাষী মুনিগণ সকলে ইঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন; অধিকন্তু যে

ব্যক্তি এই পুরুষকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি পাপে লিপ্ত হয়েন না। ইহাঁকে স্মরণ, ইহাঁকে শ্রবণ এবং ইহাঁর আরাধনা করিলে ইহাঁ হইতে সকলই লাভ করা যায়।" ৭৪-৮৪।

বলির এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে রাবণের নয়ন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল রাবণ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করাতে মুষলধারী প্রভু নারায়ণ তাহার এতাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া মনে ভাবিলেন, ব্রহ্মার প্রিয়কামনায় এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না। রাম! এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই রূপধারী স্বীয় রূপ প্রকাশ করত অন্তর্দ্ধান হইলেন। রজনীচর রাবণ তথায় আর সে পুরুষকে দেখিতে পাইল না। তখন সে হর্ষবশতঃ সিংহনাদ করিয়া বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; যে পথে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথেই নির্গত হইল। ৮৫-৮৯।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রাবণের সূর্য্যলোকে জয়লাভ।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করত সুমেরুর রমণীয় প্রধান শিখরে যামিনীযাপন করিল। অবশেষে সূর্য্যসদৃশ দ্রুতগামী দিব্য পুষ্পক-বিমানে আরূঢ় হইয়া বিবিধ গতিতে সূর্য্যলোকের অভিমুখে প্রস্থিত হইল। দেখিল, তথায় দিব্য কাঞ্চনকেয়ূরধারী, রক্তাম্বরবিভূষিত, সর্ব্বপাবন, সর্ব্বতেজোময় দিবাকর অবস্থিতি করিতেছেন। দিব্যকুণ্ডলযুগলে তাঁহার মুখমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে। তাঁহার শরীর কেয়ূর ও নিষ্কাভরণে অলঙ্কৃত এবং রক্তোৎপলমালায় সুসজ্জিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং সহস্র কিরণমালায় সমুজ্জ্বল। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অনাদি, অনন্ত, অমধ্য, উচ্চৈঃশ্রবাবাহন, দেবপ্রবর, আদিদেব, লোকসাক্ষী জগৎপতি প্রভাকরকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার তেজোবলে নিপীড়িত হইয়া, প্রহস্তকে কহিল, "হে অমাত্য! তুমি আমার নিদেশ বশতঃ গমন করিয়া সূর্য্যকে মদীয় এই আদেশ বিজ্ঞাপন কর যে, রাবণ যুদ্ধ অভিলাষে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ দান কর, অথবা বল যে, আমি নির্জ্জিত হইলাম; এই উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ অবলম্বন কর।" রাবণের সেই বচনানুসারের রাক্ষস প্রহস্ত সূর্য্যসন্নিধানে গমন করিয়া দেখিল, পিঙ্গল ও দণ্ডী নামে দুই দ্বারপাল তথায় অবস্থিতি করিতেছে। পরে প্রহস্ত তাহাদিগকে রাবণের সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া, স্বীয় তেজঃপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া মৌনভাবে দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর দণ্ডী রবির পার্শ্বে গমন করিয়া প্রণতি-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। ধীমান্ সূর্য্যদেব দণ্ডীর মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবেচনা-পূর্ব্বক কহিলেন, "দণ্ডিন্! তুমি যাও, হয় রাবণকে পরাজয় কর, না হয় উহাকে বল যে, আমি পরাজিত হইয়াছি। তোমার যাহা অভিলষিত হইবে, তাহাই করিবে।" সূর্য্যের আদেশক্রমে দণ্ডী কিয়ৎকাল পরে মহাবল লঙ্কেশ্বরের নিকট যাইয়া তাহাকে সূর্য্য-কথিত বাক্য সকল বলিল। রাক্ষসরাজ দশানন দণ্ডীর বাক্য শ্রবণ করত নিজের বিজয়-ঘোষণা করিয়া প্রস্থান করিল। ১-১৪।

ষড়্বিংশ সর্গ।

রাবণের মান্ধাতার সহিত যুদ্ধে সখ্যলাভ।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ রম্য মেরুশৃঙ্গে যামিনীযাপন করিয়া চিন্তা পূর্ব্বক চন্দ্রলোকে গমন করিল। গমনকালে দেখিতে পাইল, এক দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপন-ভূষিত দিব্যপুরুষ প্রধান প্রধান অপ্সরোগণে সেব্যমান হইয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন, তিনি রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্সরোদিগের ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া তাহাদিগের চুম্বন দ্বারা বিবোধিত হইতেছেন। রাবণ তাহা দেখিয়া কৌতূহল-পরবশ হইল। রাবণ ঐ স্থানে দেবর্ষি পর্ব্বতকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "দেবর্ষে! আপনার মঙ্গল ত? যাহা হউক, আপনি যথাসময়েই সমাগত হইয়াছেন। এই যে ব্যক্তি অপ্সরোগণে সেবিত হইয়া রথারোহণে নির্লজ্জের ন্যায় গমন করিতেছে এবং উপস্থিত ভয় জানিতে পারিতেছে না, এই ব্যক্তি কে?" ১-৫।

রাবণের এই কথা শুনিয়া পর্ব্বত-ঋষি উত্তর করিলেন, "হে বৎস মহামতে! যথাতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্যক্তি তপোবলে ব্রহ্মাকে তুষ্ট ও সর্ব্বলোক নির্জ্জিত করিয়াছে। এক্ষণে মোক্ষাভিলাষে ইনি সুখময় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতেছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি যেমন তপস্যা দ্বারা সমস্ত লোক উপার্জ্জন করিয়াছ, এই পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিও সেইরূপ কর্ম্মোপার্জ্জিত পুণ্যলোক লাভ করিয়া সোমপান করত গমন করিতেছেন। রাক্ষসশার্দ্দূল! তুমি শূর এবং সত্যপরাক্রম; অতএব বলবান্ ব্যক্তি ঈদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি কুপিত হন না।" ইত্যবসরে রাবণ একখানি মহাবেগসম্পন্ন উত্তম রথ দেখিতে পাইল। ঐ রথ স্বীয় প্রভায় জাজ্বল্যমান এবং গীত ও বাদ্যের শব্দে পরিপূর্ণ। তখন দশানন ঋষিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "দেবর্ষে! কে ঐ মহাদ্যুতি পুরুষ সুমধুর গায়ক ও নৃত্যকারী কিন্নরগণে পরিশোভিত হইয়া গমন করিতেছেন?" ৬-১১।

ইহা শ্রবণ করিয়া মুনিসত্তম পর্ব্বত কহিলেন, "এই ব্যক্তি শূর ও যোদ্ধা; ইনি সংগ্রামে কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। এই রণবিজয়ী কার্য্যকুশল বীরপুরুষশ্রেষ্ঠ এক্ষণে প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও বিবিধ প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হইয়া যুদ্ধে শত্রুদলের প্রাণসংহার করিয়াছেন। অবশেষে অমিত্র কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়া ইন্দ্রভবনে বা অন্য কোন পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন। নৃত্যগীতপরায়ণ কিন্নরেরা এই নরশ্রেষ্ঠের পরিচর্য্যা করিতেছে।" রাবণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন যে ব্যক্তি যাইতেছেন, ইনি কে?" রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পর্ব্বত উত্তর করিলেন, "রাজন্! ঐ যে সর্ব্বসুবর্ণময় অপ্সরোগণশোভিত বিমানে বিচিত্রবাসা বিচিত্রাভরণধারী পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, মহারাজ! উনি পূর্ব্বে সুবর্ণদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাদ্যুতি ধারণ-পূর্ব্বক বেগগামী বিমানযোগে গমন করিতেছেন।" পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, "ঋষিসত্তম! এই যে সকল রাজা গমন করিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন্ রাজা যাচিত হইয়া আমাকে অদ্য যুদ্ধাতিথ্য দান করিতে পারিবেন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মানুসারে আমার পিতা; অতএব আপনি আমার নিকট তাদৃশ ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করুন।" ১২-২০।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতমুনি উত্তর করিলেন, "মহারাজ! এই সকল নরপতি স্বর্গাভিলাষী, ইঁহারা যুদ্ধার্থী নহেন। যে ব্যক্তি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর মহাতেজস্বী মান্ধাতা নামে বিখ্যাত এক মহারাজ আছেন; তিনিই তোমায় যুদ্ধ দান করিবেন।" পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, "সুব্রত! বলুন, সেই রাজা কোথায় অবস্থিতি করেন? যে স্থানে সেই নর-শ্রেষ্ঠ বাস করেন, আমি এখনি তথায় যাইব।" রাবণের বাক্য শুনিয়া পর্ব্বতমুনি কহিলেন, "যুবনাশ্বের পুত্র আসমুদ্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর জেতা, রাজসত্তম মান্ধাতাও এখনি এই স্থানে আগমন করিবেন।" ঐ সময়েই ত্রিলোকবিখ্যাত গর্ব্বিত মহাবাহু রাবণ দেখিতে পাইল, সপ্তদ্বীপের অধিপতি মহাবীর নরোত্তম অযোধ্যাধিপতি দিব্যগন্ধ ও মাল্যানু-লেপনে রঞ্জিত হইয়া দেদীপ্যমান মহেন্দ্রপ্রভ বিচিত্রকাঞ্চনময় বিমানা-রোহণে গমন করিতেছেন। দশগ্রীব তাঁহাকে কহিল, "আমাকে যুদ্ধ দান কর।" ইহা শুনিয়া রাজা মান্ধাতা উপহাস-পূর্ব্বক দশাননকে কহিলেন, "রাক্ষস! যদি জীবন তোমার প্রিয় না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" মান্ধাতার বচন শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, "যে রাবণ বরুণ, কুবের ও যমের সহিত সংগ্রামে ব্যথিত হয় নাই, সে কি জন্য মানবদেহধারী তোমাকে ভয় করিবে?" ২১-৩৩।

এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ কোপে প্রজ্বলিত হইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। অনন্তর দুরাত্মা রাবণের সমর-বিশারদ সচিবগণ কুপিত হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহাবল রাজা মান্ধাতা শিলাশাণিত সায়কসমূহে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ ও অকম্পন প্রভৃতি পুরোগামী যোধবৃন্দকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রহস্ত শরনিকর বর্ষণ করিয়া নৃপতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; কিন্তু শর সকল নিকটে না আসিতে আসিতেই নরবর মান্ধাতা তৎসমস্তই ছেদন করিলেন; অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, নররাজ মান্ধাতাও তেমনি রাক্ষসসৈন্য শত শত ভুষুণ্ডী, ভল্ল, ভিন্দিপাল ও তোমর দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগ্নিতনয় কার্ত্তিকেয় যেমন শর দ্বারা ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মান্ধাতা কুপিত হইয়া প্রহস্তকে পঞ্চ মহাবেগসম্পন্ন তোমর দ্বারা বিদারণ করিলেন। পরে যমপ্রতিম মুদ্গর বারংবার ঘূর্ণিত করিয়া অতীব বেগে রাবণের রথের প্রতি প্রহার করিলেন; বজ্রসম মুদ্গর মহাবেগে রাবণের রথোপরি নিপতিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অবিলম্বে রাবণকে রথ হইতে পাতিত করিল। পূর্ণচন্দ্রসঙ্গমে লবণসাগরের জল যেরূপ স্ফীত হয়, তদ্রূপ তৎকালে রাজা মান্ধাতার হর্ষ ও শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন রাক্ষসসৈন্য হাহাকার করিয়া অচেতন রাক্ষসরাজের চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। বহুবিলম্বে চেতনা লাভ করিয়া লঙ্কাপতি লোক-রাবণ রাবণ মান্ধাতার শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে রাজা বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া মহাবল নিশাচরগণ আস্ফালন-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া উঠিল। অযোধ্যাপতি মুহূর্ত্তমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, অমাত্যবর্গ ও নিশাচরগণ শত্রুর পূজা করিতেছে। দেখিয়াই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সূর্য্য ও শশধরসমান কান্তি ধারণ-পূর্ব্বক নিরতিশয় শর-বর্ষণ দ্বারা রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন ও শর-নিনাদে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য উচ্ছ্বলিত সাগরের ন্যায় বিচলিত হইয়া উঠিল। এইরূপে নররাক্ষসের সমর ঘোরতর হইতে লাগিল। অনন্তর নররাজ ও রাক্ষসরাজ বীরাসনে অবস্থিত হইয়া চাপ ও খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক রণস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। মান্ধাতা রাবণকে ও রাবণ মান্ধাতাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়েই মহাক্রোধ-সহকারে উভয়ের উপর শরবর্ষণ করিতে থাকিলেন। পরস্পর সংক্ষোভ নিবন্ধন উভয়েই প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন। রাবণ শরাসনে রৌদ্রাস্ত্র সন্ধান করিয়া মোচন করিল; রাজা মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ঐ অস্ত্র নিবারণ করিলেন। দশগ্রীব গান্ধর্ব্বাস্ত্র এবং মান্ধাতা সর্ব্বলোক-ভয়াবহ ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। রাবণও মহৎ তপস্যা দ্বারা আরাধিত রুদ্র-দেবের বরলব্ধ ত্রিলোকভয়-বর্দ্ধন ঘোররূপ দিব্য পাশুপত অস্ত্র গ্রহণ করিল; দেখিয়া চরাচর সমস্ত ভূত ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চরাচর ত্রৈলোক্য এবং দেবতারাও কম্পিত হইলেন; নাগলোক বিলীন হইয়া রহিল। অনন্তর ধ্যানযোগে ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য ও গালব ইঁহারা উভয়ের যুদ্ধব্যাপার জানিতে পারিয়া তথায় সমাগত হইলেন এবং তিরস্কার-পূর্ব্বক রাজসত্তম মান্ধাতা ও রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন। তখন মান্ধাতা ও রাবণ পরস্পর প্রীতি সংস্থাপন-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে যিনি যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন। ৩৪-৫৬।

সপ্তবিংশ সর্গ।

রাবণকে পিতামহের বরদান।

বিপ্রদ্বয় প্রস্থান করিলে পর রাক্ষসাধিপ রাবণ বায়ুপথের প্রথম দশ সহস্র যোজন গমন করিল। এই স্থানে সর্ব্বগুণান্বিত হংসগণ নিয়ত অবস্থিতি করে। ইহার উর্দ্ধে দ্বিতীয় বায়ুপথে রাবণ আরোহণ করিল; উহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই স্থানে অগ্নিজ, পক্ষজ ও ব্রাহ্ম এই ত্রিবিধ মেঘ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া অবস্থিতি করে। অনন্তর দশানন দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বায়ুপথে আরোহণ করিল; উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই স্থানে মনস্বী, সিদ্ধ ও চারণগণ নিত্য বাস করেন। রাক্ষসরাজ চতুর্থ বায়ুপথে সত্বর আরোহণ করিল। ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় নিত্য বসতি করেন। অনন্তর দশানন সত্বর পঞ্চম কক্ষায় আরোহণ করিল, তাহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই কক্ষায় সরিদ্বরা গঙ্গা এবং কুমুদ প্রভৃতি কুঞ্জরগণও অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই সকল কুঞ্জরই জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিয়া তদীয় পবিত্র বারি বারংবার বর্ষণ করিতেছে। রাঘব! ঐ সকল জল রবিকিরণযোগে পরিভ্রষ্ট ও বায়ু দ্বারা স্নিগ্ধীকৃত হইয়া পুণ্যজলরূপে পতিত এবং হিমবর্ষণ করে। হে মহাদ্যুতে! পরে সেই রাক্ষস রাবণ পঞ্চম বায়ুকক্ষা অতিক্রম-পূর্ব্বক ষষ্ঠ কক্ষায় আরোহণ করিল। উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। সেখানে গরুড় জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ দ্বারা সৎকৃত হইয়া নিয়ত অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। পরে দশসহস্র যোজনের উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দশানন সপ্তম কক্ষায় আরোহণ করিল; ঐ স্থানে সপ্তর্ষিগণ বাস করেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার দশসহস্র

যোজন উর্দ্ধে দশগ্রীব অষ্টম কক্ষা প্রাপ্ত হইল। সে স্থানে গঙ্গা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সেই মহাবেগবতী মহাস্বনা বিখ্যাত আকাশগঙ্গাকে বায়ু আদিত্যপথে ধারণ করিয়া আছে। অষ্টম কক্ষার পর চন্দ্রমা অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ স্থানের পরিমাণ অশীতি সহস্র যোজন। ভগবান্ চন্দ্রমা গ্রহণক্ষত্র-সমূহে সংযুক্ত হইয়া ঐ স্থানে অধিষ্ঠান করিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া শত সহস্র কিরণ লোক সকলকে প্রকাশিত করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর সুখসাধন করিতেছে। অনন্তর চন্দ্রমা দৃষ্টিমাত্রেই দশগ্রীবকে যেন দহন করিলেন। ফলতঃ তিনি শীতাগ্নি দ্বারা রাবণকে শীঘ্র সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের অমাত্যসকল শীতাগ্নিভয়ে পীড়িত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে পারিল না। ১-১৮।

তখন জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রহস্ত রাবণকে কহিল, "রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্ট হইলাম; অতএব আমাদিগকে এ স্থান হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল। রাজন্! চন্দ্রমার রশ্মিপ্রভাবে রাক্ষসেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছে; শীতাংশুর স্বভাবই এই যে, তিনি দহনাত্মক।" প্রহস্তের এই বাক্য-শ্রবণে রাবণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া শরাসন উদ্যত করত বিস্ফারণ-পূর্ব্বক নারাচসমূহ দ্বারা তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। তৎকালে ব্রহ্মা ত্বরান্বিত হইয়া চন্দ্রলোকে আগমন-পূর্ব্বক রাবণকে কহিলেন, "সাক্ষাৎ বিশ্রবার তনয় মহাবাহো দশগ্রীব! তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর। সৌম্য! চন্দ্রমাকে পীড়ন করিও না। এই মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ নিয়ত লোকের হিতাভিলাষী। আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি; প্রাণত্যাগসময়ে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র সর্ব্বথা স্মরণ করে, তাহার মৃত্যু হয় না। ১৯-২৪।

এই কথা শুনিয়া দশানন কৃতাঞ্জলিপুটে দেব কমলযোনিকে কহিল, "হে লোকনাথ! হে মহাব্রত! হে দেব! হে ধার্ম্মিক! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে মন্ত্র দেয় বিবেচনা করেন, তাহা হইলে উহা প্রদান করুন। মহাভাগ! আমি ঐ মন্ত্র জপ করিয়া সকল দেবগণ হইতে নির্ভয় হইতে পারিব। হে দেবেশ! আমি আপনার প্রসাদে সমস্ত অসুর, দানব এবং পতত্রীদিগেরও অজেয় হইব সন্দেহ নাই।" এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দশাননকে কহিলেন, "রাক্ষসাধিপতে! তোমার প্রাণবিনাশ উপস্থিত হইলে সেই সময়ে এই মন্ত্র জপ করিবে; নিত্য জপ করা উচিত নয়। রাক্ষসরাজ! অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হয়, ইহা জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে। কিন্তু জপ না করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে না। মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর; মন্ত্র সঙ্কীর্ত্তনমাত্র। তুমি সমরে বিজয়লাভ করিতে পারিবে। মন্ত্র এই—হে দেবেশ! হে সুরাসুরনমস্কৃত! তোমাকে নমস্কার। হে ভূতভবিষ্যৎ! হে মহাদেব! হে হরিপিঙ্গলনয়ন! তুমি বালক অথচ বৃদ্ধরূপী; তুমি ব্যাঘ্রচর্ম্মবসনধারী। তুমি অর্চ্চনীয় দেবতা, তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু ও ঈশ্বর। তুমি হর, হরিতনেমি, যুগান্তদহন ও বলদেব। তুমি গণেশ, তুমি লোকশম্ভু, তুমি লোকপাল, তুমি মহাভুজ, তুমি মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্র ও মহেশ্বর। তুমি কাল, বলরূপী, নীলগ্রীব ও মহোদর। তুমি দেবান্তক, তপস্যার পারগামী, পশুপতি ও অব্যয়। তুমি শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা ও হরহরি। তুমি জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, মুকুটী, মহাযশা, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বহারী, স্রষ্টা ও অব্যয় গুরু। তুমি দেব, কমণ্ডলুধর, পিনাকী, ধূর্জ্জটি, মাননীয়, ওঁকার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, সামগ, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র ও সুব্রত। তুমি ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণাধারী, পণব ও তূণবান্। তুমি অমর ও বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয়। তুমি শ্মশানবাসী, ভগবান্ উমাপতি ও অনিন্দিত। তুমি ভগদেবের নয়ননিপাতী ও পূষার দশননাশন। তুমি জ্বরহর্ত্তা, পাশহস্ত, প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ, অগ্নিকেতু, মুনি, দীপ্ত ও বিশাম্পতি। তুমি উন্মাদী ও বেপনকর; তুমি চতুর্থ ও লোকসত্তম। তুমি বামন, বামনদেব ও প্রাক্প্রদক্ষিণ বামন। তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী ও স্বয়ম্কুটিল। তুমি ইন্দ্রের হস্তস্তম্ভনকর্ত্তা ও বসুদিগের স্তম্ভনকারী। তুমি ঋতু, ঋতুকর, কাল, মধু ও মধুলোচন। তুমি বানস্পত্য, বাজসন ও নিয়ত সর্ব্বাশ্রমপূজিত। তুমি জগদ্ধাতা ও কর্ত্তা। তুমি পুরুষ, শাশ্বত ও ধ্রুব। তুমি ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, বহুরূপ ও অযুতসূর্য্যপ্রভ। তুমি দেবদেব, অতিদেব ও চন্দ্রাঙ্কিত-জটাধারী। তুমি নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণেন্দুসদৃশানন, ব্রাহ্মণ্য, শরণ্য, সর্ব্বজীবময়, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী ও সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষক। তুমি মোহন, বন্ধন ও সতত নিধনোত্তম। তুমি পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্ব্বহর, হরিশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী, ভীম ও ভীমপরাক্রম। দশানন! আমি এই অষ্টোত্তর শতসংখ্যক পবিত্র পুণ্যনাম কীর্ত্তন করিলাম। ইহা সর্ব্বপাপহর, পুণ্যজনক ও শরণার্থীদিগের আশ্রয়। এই সকল নাম জপ করিলে শত্রু বিনাশ হয়।" ২৫-৫১।

অষ্টাবিংশ সর্গ

রাবণের পাতালে কপিল দর্শন।

লোকপিতামহ কমলসম্ভব ব্রহ্মা রাবণকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া অবিলম্বে ব্রহ্মলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। রাবণও বরলাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিছু কাল পরে লোক-রাবণ রাবণ অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিম সাগরে আগমন করিল। তথায় দেখিল, ঐ সাগরের দ্বীপে এক পাবকপ্রতিম বিমল সুবর্ণময় মহাপুরুষ একাকী অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার আকার কালানলের ন্যায় ভয়ঙ্কর। দেবগণের মধ্যে যেমন মহাদেব, গ্রহগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, শরভসমূহের মধ্যে যেমন সিংহ, হস্তীদিগের মধ্যে যেমন ঐরাবত, পর্ব্বত সকলের মধ্যে যেমন সুমেরু এবং বৃক্ষরাজির মধ্যে যেমন পারিজাত প্রধান, পুরুষের মধ্যে তেমনি সেই মহাবল পুরুষপ্রধানকে দর্শন করিয়া মহাবল দশগ্রীব কহিল, 'আমায় যুদ্ধদান কর।' তখন তাঁহার নয়ন-সকল গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল; বজ্রের ন্যায় দন্তসংঘর্ষণ-জন্য শব্দ উত্থিত হইল। রাবণ অমাত্যদিগের সহিত তখন গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং গর্জ্জন করিতে করিতে ঐ লম্বহস্ত, ভীষণাকার, দংষ্ট্রাসম্পন্ন বিকটাকার, কম্বুগ্রীব, বিশালবক্ষা, ভেকোদর, সিংহবদন, কৈলাসশিখরসদৃশ-পাদ, রক্ততালু, রক্তহস্ত, মহানাদসম্পন্ন, মহাকায়, মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট, ভীমবদ্ধ-তূণীর, ঘণ্টা-চামর-সমন্বিত, শিখাজালপরিবৃত, কিঙ্কিণীজালের ন্যায় মধুরনিস্বন, কণ্ঠে লম্বমান স্বর্ণপদ্মমালাধারী, ঋগ্বেদের ন্যায় শোভমান, কমলমালাবিভূষিত, অঞ্জনগিরিপ্রতিম, সুবর্ণগিরিসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন মহাপুরুষকে উপর্য্যুপরি শূল, শক্তি পাট্টিশ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। দ্বীপীয় ক্ষা

আক্রমণে হস্তী, নাগরাজের আক্রমণে সুমেরু এবং নদীর বেগে মহাসাগর যেমন বিচলিত হয় না, তদ্রূপ সেই মহাপুরুষ প্রহার দ্বারা কম্পিত না হইয়া দশাননকে কহিলেন, "দুর্ম্মতে নিশাচর! আমি তোমার যুদ্ধস্পৃহা অপনয়ন করিব।" রাম! রাবণের সর্ব্বলোকভয়াবহ যে বেগ ছিল, তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেগ ঐ পুরুষের বর্ত্তমান। জগতের সর্ব্বসিদ্ধির মূলীভূত ধর্ম্ম ও তপস্যা তাঁহার উরুযুগল অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; মন্মথ তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেবগণ তাঁহার কটিদেশ, মরুদ্গণ তাঁহার বস্তির পার্শ্বদ্বয়, অষ্টবসু তাহার মধ্যভাগে, সাগর সকল তাঁহার কুক্ষিদেশ, দিক্ সকল তাঁহার পার্শ্বাদি স্থান, মারুত সমুদায় তাঁহার সন্ধিস্থান, পিতৃগণ তাঁহার পৃষ্ঠ এবং পিতামহ তাঁহার হৃদয় আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। বিমল গো-দান, ভূমিদান ও সুবর্ণদান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম সকল তাঁহার কক্ষলোম এবং হিমালয় হেমকূট, মন্দর ও মেরুপর্ব্বত তাঁহার অস্থিস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। বজ্র তাঁহার করতল ও স্বর্গ তাঁহার শরীর; সন্ধ্যা ও জলবাহী মেঘসমূহ তাঁহার গ্রীবায় এবং ধাতা, বিধাতা ও বিদ্যাধর প্রভৃতি তাঁহার দুই বাহুতে অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্ত, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ঐরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক, এই সকলে বিষবীর্য্য উদ্গার করিবার জন্য তাঁহার করজ নথ আশ্রয় করিয়া আছে। অগ্নি তাঁহার বদনে, রুদ্রগণ তাঁহার স্কন্ধে এবং পক্ষ, মাস, সংবৎসর ও ঋতু সকল তাঁহার দশন-শ্রেণীতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তাঁহার নাসারন্ধ্রে এবং বায়ুনিবহ তাঁহার ছিদ্র সকলে অবস্থিতি করিতেছেন। দেবী বাণী সরস্বতী তাঁহার গ্রীবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার কর্ণযুগল এবং সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার দুই নয়ন। রাম! নিখিল বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তারকাপুঞ্জ, সুবৃত্ত, বাক্য, তেজ ও তপস্যা, এই সকলও সেই নররূপীর দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। ১-২৯।

অনন্তর সেই পুরুষ অবলীলাক্রমে রাবণকে বজ্রসদৃশ হস্ত দ্বারা প্রহার করিল। হস্ত-প্রহারে নিপীড়িত হইয়া রাবণ তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। রাক্ষসকে পতিত দেখিয়া ঋগ্বেদপ্রতিম, পর্ব্বতসদৃশ, পদ্মমালাবিভূষিত ঐ মহাপুরুষ অপরাপর রাক্ষসদিগকে বিত্রাসিত করিয়া স্বয়ং পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাবণ অবিলম্বেই উত্থিত হইয়া অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিল, "হে প্রহস্ত! হে শুক-সারণ প্রভৃতি অমাত্যগণ! সেই পুরুষ সহসা কোথায় গমন করিল, বল।" রাবণের এই কথা শুনিয়া নিশাচরগণ কহিল, "দেব-দানবের দর্পহারী সেই নর এই স্থানেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গরুড় যেমন সর্প গ্রহণ করিয়া বেগে গমন করে, তদ্রূপ দুর্ম্মতি দশানন বিক্রমসহকারে বেগে বিলদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং নির্ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া নীলাঞ্জনচয়োপম, কেয়ূরধারী, শূর, রক্তমাল্য-বিভূষিত, রক্তচন্দনানুলেপনে চর্চ্চিত, বিবিধ সুবর্ণ ও রত্নরাজি-অলঙ্কৃত পুরুষদিগকে দেখিতে পাইল। দেখিল, এইরূপ তিনকোটি বিগতভয়, নির্মল, পাবকপ্রভ, মহাত্মা পুরুষ নিয়ত উৎসবে উৎসুক হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ৩০-৩৮।

ভীমবিক্রম দশানন তাঁহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইল না; পরন্তু দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের নৃত্য দর্শন করিতে লাগিল। সে ইতিপূর্ব্বে যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিল, ইঁহারাও সর্ব্বতোভাবে তৎসদৃশ। তাঁহাদিগের সকলের একই বর্ণ, একই বেশ ও একই রূপ, সকলেই মহোৎসাহ-সম্পন্ন। সকলেই চতুর্ভুজ এবং সকলেই অতীব তেজস্বী। স্বয়ম্ভুর নিকট বরপ্রাপ্ত হইলেও এই সকল পুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া লোমাঞ্চিত হইয়া দশানন সত্বর ঐ স্থান হইতে বিনির্গত হইল। বহির্গত হইয়া সে আর এক স্থানে দেখিতে পাইল যে, পাতাল-আলয়ের মধ্যে এক পরমপুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার সদন, শয্যা ও আসন শ্বেতবর্ণ এবং মহামূল্য। ঐ পুরুষ পাবক দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। দিব্যমাল্যধারিণী, দিব্যচন্দন-চর্চ্চিতা, দিব্যাভরণ-ভূষিতা, দিব্যবসনপরিধানা, ত্রৈলোক্যের একমাত্রভূষণস্বরূপা, পদ্মহস্তা, ত্রিলোকসুন্দরী লক্ষ্মীদেবী বালব্যজন ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। সচিবগণ কেহই সঙ্গে ছিল না, তথাপি দুর্ম্মতি দশানন ঐ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে আসীনা চারুহাসিনী সাধ্বীকে দর্শন করত মন্মথের বশীভূত হইয়া, কাল-প্রেরিত ব্যক্তি যেমন সুপ্ত সর্পকে গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তেমনি তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত হইল। অমনি রাবণের অভিলাষ অবগত হইয়া পাবকাচ্ছাদিত সুপ্ত মহাবাহু পরমপুরুষ বিগলিত-বসন নিশাচর রাবণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। লোক-রাবণ রাবণ তাঁহার তেজে দগ্ধ হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সহসা ভূমিতলে নিপতিত হইল। রাবণকে পতিত জানিয়া পরম পুরুষ কহিলেন, "হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! গাত্রোত্থান কর, অদ্য তোমার মৃত্যু হইতেছে না; প্রজাপতির বাক্য রক্ষণীয়; নিশাচর! সেই জন্যই এখনও জীবিত রহিয়াছ। রাবণ! তুমি বিশুদ্ধভাবে অধুনা গমন কর, তোমার মরণ হইতেছে না।" অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ভীত হইয়া পড়িয়া দেবকণ্টক রাবণ পরমপুরুষের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া লোমাঞ্চিতদেহে তাঁহাকে কহিল, "হে বীর্য্যশালিন্! আপনি কে? দেখিতেছি, আপনি যুগান্ত-অনলসদৃশ। দেব! বলুন, আপনি কে, কোথা হইতে এই স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন?" দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেব হাস্য করত মেঘগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "দশগ্রীব! আমার পরিচয় জানিয়া তোমার কি হইবে?" এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার কহিল, "প্রজাপতির বরপ্রভাবে আমি মৃত্যু-পথবর্ত্তী হই নাই। অন্যের কথা কি, দেবতাদিগের মধ্যেও এমন কেহই উৎপন্ন হন নাই বা হইবেনও না, যিনি নিজবীর্য্যবলে প্রজাপতির বর লঙ্ঘন করিতে পারেন। প্রজাপতির বাক্যের অন্যথা নাই; তদ্বিষয়ে যত্নবিশেষ ফলোপধায়ক নহে। ত্রৈলোক্যে এরূপ ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, যিনি আমার বর বিফল করিতে পারেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি অমর, সুতরাং আমি আপনাকে ভয় করি না। যাহা হউক, প্রভো! যদি আমার মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে যেন আপনার ভিন্ন অন্যের হস্তে না হয়। আপনার হস্তে মরণই আমার পক্ষে যশস্কর এবং শ্লাঘনীয়।" অনন্তর ভীমপরাক্রম দশানন ঐ পরমপুরুষের শরীরমধ্যে সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইল। আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, কুবের, সমুদ্র সকল, পর্ব্বত সকল, নদী সকল, সমস্ত বেদ, সমস্ত বিদ্যা, অগ্নি, গ্রহগণ, তারাগণ, আকাশ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ, গরুড়, ভুজঙ্গগণ এবং অন্যান্য দেবতা, যক্ষ, দৈত্য ও রাক্ষসগণ সমস্তই সেই শয়ান পরমপুরুষের

শরীরমধ্যে সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রাম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে দ্বীপস্থিত মহাপুরুষের কথা কহিলেন, তিনি কে? সেই তিন কোটি পুরুষই বা কে? দেবদানবদিগের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে?" রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য বলিলেন, "হে সনাতন দেবদেব বলিতেছি, শ্রবণ কর; এই দ্বীপস্থিত মহাপুরুষ ভগবান্ কপিলদেব। আর তত্রত্য নৃত্যকারী সেই তিন কোটি পুরুষ সকলেই দেবতা এবং তেজ ও প্রভাবে নবরূপী কপিল-দেবেরই সমান। রাম! সেই পরমপুরুষ পাপনিশ্চয় রাবণকে ক্রোধদৃষ্টিতে দর্শন করেন নাই; সুতরাং রাবণ তৎকালে ভস্মসাৎ হয় নাই; পর্ব্বতপ্রতিম রাবণ স্নিগ্ধগাত্র হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। খল ব্যক্তি যেমন শীঘ্র রহস্য ভেদ করে, পরমপুরুষ তেমনি রাবণকে কেবল বাক্যবাণ দ্বারা ভেদ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহাতেজা নিশাচর রাবণ দীর্ঘকালের পর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার অমাত্যগণ যেথানে অবস্থিত ছিল, সেই স্থানেই আগমন করিল। ৬৯—৭২।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

রাবণের লঙ্কাপ্রবেশ এবং পতিশোকাতুরা সূর্পণথার প্রতি দণ্ডকারণ্যে গমনের আদেশ।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ লঙ্কায় প্রতিগমনকালে পথিমধ্যে হৃষ্টচিত্তে রাজর্ষিকন্যা ও দেব-দানব-দুহিতা সকল হরণ করিতে লাগিল। বিবাহিতাই হউক আর অবিবাহিতাই হউক, যে কামিনীকে সুন্দরী দেখিতে পাইল, বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাকেই বিমানে আবদ্ধ করিল। এইরূপে দশগ্রীব বিস্তর নাগকন্যা, রাক্ষসাসুরকন্যা, যক্ষদানব ও মানব-কন্যাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইল। তাঁহারা সকলেই শোকার্ত্ত হইয়া যুগপৎ শোকাগ্নি ও ভয়সম্ভূত অগ্নিশিখাসদৃশ উষ্ণ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সকল অনিন্দিতা কামিনীদিগের ভয়শোকজনিত অমঙ্গলসূচক শোকাশ্রুধারায় নদীপ্রবাহে সাগরের ন্যায় বিমান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিমানমধ্যে শত শত নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মহর্ষিকন্যা, দৈত্যকন্যা ও দানবকন্যা সকল রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল দীর্ঘকেশী, সুচারুদেহা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, পীনস্তনী, ভ্রমরবৎ ক্ষীণমধ্যা, রথযুগন্ধরসদৃশ নিতম্ববশতঃ মনোহারিণী, দেবকন্যতুল্যা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, শোক-দুঃখ ও ভয়ত্রস্তা, বিহ্বলা, সুমধ্যা কামিনীদিগের নিশ্বাসবায়ুতে পুষ্পকরথ যেন সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পুষ্পক যেন নিরুদ্ধাগ্নি অগ্নিহোত্র-গৃহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাবণের বশীভূতা ঐ সকল শ্যামাঙ্গী কুলকামিনীদিগের মুখ ও নেত্র সিংহাক্রান্তা মৃগীর ন্যায় ম্লান ও শোকাকুল হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে কেহ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'রাক্ষস কি আমাকে ভক্ষণ করিবে?' কেহ বা দুঃখার্ত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমাকে কি রাবণ বিনাশ করিবে?' এইরূপে মাতা, পিতা, ভর্ত্তা এবং ভ্রাতাকে স্মরণ করিয়া কামিনীগণ সকলেই দুঃখ ও শোকে অভিভূতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমা ব্যতীত আমার পুত্রের কি দশা হইবে?" কেহ কেহ বা বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমার ভ্রাতা ও মাতা না জানি কি অগাধ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন।" কেহ কেহ বা বলিতে লাগিলেন, "পতির বিরহে আমার কি দশা ঘটিবে? অতএব মৃত্যু! আমি তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি দুঃখভাগিনী আমাকে গ্রহণ কর। হায়! পূর্ব্বজন্মে অন্য দেহে কোনও দুষ্কৃত-কার্য্য করিয়াছিলাম, সেই জন্যই আমরা সকলে দুঃখিত হইয়া এইরূপে শোকসাগরে পতিত হইলাম! এখন আপন আপন দুঃখের যে অবসান হইবে, তাহাও দেখিতেছি না। অহো! মানুষ-জাতিকে ধিক্! মানুষের ন্যায় অধম আর কেহই নাই; কারণ, মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। আহা! যথাসময়ে সূর্য্য উদিত হইলে নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন বিলুপ্ত হয়, বলবান্ রাবণ সেইরূপ দুর্ব্বল আমাদিগের ভর্ত্তাদিগকে বিনষ্ট করিল। অহো! এই রাক্ষসের বল কি অসীম; সেই জন্যই এ যথেচ্ছ শস্ত্রাঘাত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। কি ভয়ানক! এতাদৃশ দুষ্কর্ম্মে নিরত হইয়াও নিশাচর আপনাকে নিন্দিত বোধ করিতেছে না। এ যেমন দুরাত্মা, ইহার বিক্রমও সেইরূপ। যাহা হউক, এই পরদারাভিমর্ষণ অসদৃশ কার্য্য হইলেও রাক্ষসাধম পরকীয়া রমণীতে রমণ করিতেছে। অতএব এই দুর্ম্মতি রাক্ষস স্বীয় কার্য্য দ্বারাই বিনষ্ট হইবে।" সেই পতিব্রতা রমণীগণ এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র স্বর্গ হইতে দুন্দুভিসকল নিনাদিত হইল এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। পীড্যমান সেই পতিব্রতা সাধ্বীদিগের অভিশাপ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও উন্মনা হইল। যাহা হউক, ঐ সকল কামিনীর এবংবিধ বিবিধ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে নিশাচর নগরবাসী রাক্ষসগণ দ্বারা সম্মানিত হইয়া লঙ্কানগরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবকাশে রাবণের ভগিনী ঘোরাকৃতি কামরূপিণী সূর্পণখা সহসা তাহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তখন রাবণ সেই ভগিনীকে উত্থাপিত করিয়া সান্ত্বনা করত কহিল, "ভদ্রে! তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি, অবিলম্বে আমার নিকট ব্যক্ত কর।" পরে সেই লোহিতনয়না নিশাচরী বাষ্পরুদ্ধলোচনে উত্তর করিল, "রাজন্! আপনি বলবান্ বলপ্রকাশ করিয়াই আমাকে বিধবা করিয়াছেন; রাজন্! আপনি বীর্য্যভাবে সমরে কালকেয় নামক বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র দানবকে নিহত করিয়াছেন; তন্মধ্যে আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মহাবলশালী মদীয় ভর্ত্তা ছিলেন। ভ্রাতঃ! আপনি শত্রু হইয়া তাঁহাকেও সংহার করিয়াছেন; অতএব আপনি আমার নামমাত্রে ভ্রাতা। রাজন্! আপনি ভ্রাতা হইয়া স্বয়ং আমাকে নিহত করিলেন। অতএব আপনার জন্য আমাকে চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হইবে। রাজন্! জামাতাকে অর্থাৎ মদীয় স্বামীকে সমরে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু আপনি তাঁহাকেও স্বয়ং বিনাশ করিয়া লজ্জিত হইতেছেন না?" ভগিনী বিলাপ করিতে করিতে এই কথা কহিলে দশানন স্নিগ্ধবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, "বৎসে! তোমার রোদন করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি কাহাকেও ভয় করিও না। আমি দান, মান ও প্রসাদ দ্বারা যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর তোমার সন্তোষ-বিধান করিব। ভদ্রে! আমি প্রমত্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া বিজয়াভিলাষে নিয়তই শরজাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; সুতরাং তৎকালে যুদ্ধ করিতে করিতে রণস্থলে স্বপক্ষ বা পরপক্ষ আমার কিছুই জ্ঞান ছিল না। ভগিনি! এরূপ জ্ঞানহত হইয়াছিলাম যে, জামাতা বলিয়া আমার কিছুমাত্র বোধ ছিল না; সেই নিমিত্ত তোমার ভর্ত্তা

মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। যাহা হউক, এই সময় তোমার যে হিত করা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই সম্পাদন করিব। অতএব তুমি ঐশ্বর্য্য-শালী ভ্রাতা খরের নিকট সতত বাস কর। তোমার সেই মহাবল ভ্রাতা খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রভু হইবেন এবং তিনিই তোমার যথাভিলষিত অন্নবস্ত্রাদি প্রদান করিবেন। তাহার মাতৃস্বসেয় ভ্রাতা খর সতত তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবেন। এই বীর শীঘ্রই দণ্ডকবাসীদিগের রক্ষক হইয়া গমন করুন। আর মহাবল দূষণ ইঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন। এই বীর, খর সেখানে তোমার বাক্য প্রতিপালন করিবেন এবং ইনি কামরূপী রাক্ষসদিগের অধীশ্বর হইবেন।" এই কথা বলিয়া দশগ্রীব বীর্য্যশালী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসেনাকে তাহার সহিত গমন করিতে আদেশ করিল। খর সেই সকল ঘোরদর্শন রাক্ষস-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অকুতোভয়ে অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে গমন করিল এবং তথায় নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে থাকিল। সূর্পণখাও ঐ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিল। ১-৪২।

ত্রিংশ সর্গ

ইন্দ্রজিৎকে রাবণের দর্শন, রাবণের মধুবনগমন ও মধুর সহিত সখ্যস্থাপন।

এইরূপে খরকে সেই মহৎ সৈন্য প্রদান ও ভগিনীকে আশ্বাসিত করিয়া দশগ্রীব সুস্থ ও সন্তুষ্ট হইল। পরে বলবান্ রাক্ষসেন্দ্র দশগ্রীব অনুগামী জনগণ সমভিব্যাহারে নিকুম্ভিলা নামক লঙ্কার উপবনে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবায়তনে সুশোভিত শত শত যূপকাষ্ঠে সমাকীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। পরে সে কৃষ্ণাজিনবাসা, শিখা ও কমণ্ডলুধারী, ভয়াবহ, স্বীয় পুত্র মেঘনাদকে তথায় দর্শন করিল, লঙ্কাপতি নিকটে গমন করিয়া বিংশতি বাহু দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করত কহিল, "বৎস! তুমি এ কি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ? আমার নিকটে ব্যক্ত কর।" তখন মেঘনাদের মৌনব্রত-ভঙ্গভয়ে মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনা, যজ্ঞে সম্পৎসমৃদ্ধির জন্য রাক্ষসবর দশাননকে কহিলেন, "রাজন্! আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার পুত্র বহুবিস্তৃত প্রসিদ্ধ সপ্তযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত মাহেশ্বর যজ্ঞেও আপনার পুত্র সাক্ষাৎ পশুপতি-সন্নিধানে বিবিধ দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। আকাশচর, অবিনশ্বর, কামগামী দিব্যরথ এবং তামসী নামে মায়াও প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই মায়া-প্রভাবে তম উপস্থিত হইয়া থাকে। রাক্ষসেশ্বর! এই মায়া সংগ্রামে প্রয়োগ করিলে সুরাসুরেরাও ইঁহার গতি জানিতে পারিবে না। রাজন্! এতদ্ভিন্ন মেঘনাদ বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণীর, সুদুর্জ্জয় শরাসন এবং সংগ্রামে শত্রুবিনাশন বর অস্ত্রও লাভ করিয়াছেন। দশানন! এই সমস্ত বরলাভ করিয়া আপনার পুত্র এবং আমি, আমরা উভয়েই অদ্য যজ্ঞসমাপ্তি দিবসে আপনার দর্শন-বাসনায় অবস্থিতি করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া দশানন কহিল, "পুত্র! এই প্রকার কর্ম্ম তোমার করা শোভা পায় নাই; কারণ, তুমি বিবিধ সম্ভার দ্বারা আমার শত্রু ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিয়াছ। যাহা হউক, যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ, ইহাতে অবশ্যই [illegible] হইয়াছে সন্দেহ নাই। সৌম্য! এক্ষণে আইস, আমরা স্বীয় ভবনে গমন করি।" অনন্তর দশানন আপন আলয়ে গমন করিয়া পুত্র মেঘনাদ ও ভ্রাতা বিভীষণের সমভিব্যাহারে বিমান হইতে সেই সুলক্ষণা, রত্নস্বরূপা, বাষ্পগদ্গদভাষিণী, দেব, দানব ও রাক্ষস-কামিনীদিগকে অবতরণ করাইল। অতঃপর সেই মহিলাগণের প্রতি অসৎ-অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কহিলেন, "যশ, অর্থ ও বংশনাশক এই প্রকার কার্য্য করিলে পাপস্পর্শ হয়, তাহা জানিয়াও আপনি স্ব ইচ্ছায় এইরূপে পরদার-হরণ করিতেছেন। আপনি সেই সকল জ্ঞাতিকে ধর্ষণ করিয়া এই সকল বরাঙ্গনাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু রাজন্! আপনাকে অতিক্রম করিয়া মধু নামে রাক্ষস কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।" রাবণ কহিল, তুমি কি বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, বিশেষতঃ তুমি যাহাকে মধুনামে উল্লেখ করিলে, সে কে?" তখন বিভীষণ কুপিত হইয়া ভ্রাতাকে উত্তর করিলেন, "শ্রবণ করুন, আপনার এই পাপকর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাল্যবান্ নামে বিখ্যাত প্রজ্ঞাসম্পন্ন এক বৃদ্ধ রাক্ষস ছিলেন। তিনি আমাদিগের জননীর জ্যেষ্ঠতাত, সুতরাং আমাদিগের মাতামহ। তাঁহার দৌহিত্রীর নাম কুম্ভীনসী। সেই কুম্ভীনসী আমাদিগের মাতৃস্বসা অনলার গর্ভসম্ভূতা, সুতরাং সে ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের ভগিনী। রাজন্! বলবান্ মধু রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়াছে। আপনার পুত্র তৎকালে যজ্ঞে প্রবৃত্ত ছিল এবং তপস্যার জন্য আমও জলমধ্যে বাস করিতেছিলাম, বিশেষতঃ মহারাজ কুম্ভকর্ণ ও নিদ্রিতই ছিলেন। এই সময় মধুনামে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অমাত্যদিগকে নিহত করিয়া আপনার অন্তঃপুরে রক্ষিতা কুম্ভীনসীকে নিপীড়ন পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। মহারাজ! এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াও তাহাকে নিহত না করিয়া, আমরা ক্ষমা করিয়াছি, যে হেতু, অবিবাহিতা ভগিনীকে অবশ্য সম্প্রদান করা ভ্রাতৃগণের কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা হয় নাই। মহারাজ! আপনি দুর্ম্মতির বশবর্ত্তী হইয়া এই যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, এক্ষণে লোকে বিদিত হইল যে, তাহার ফল এখনই ফলিয়াছে।" বিভীষণের কথা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র রাবণ আত্মকৃত দোষাত্মবশতঃ তপ্তসলিল সাগরের ন্যায় অতীব উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশগ্রীব আরক্তলোচনে বলিল, "শীঘ্র আমার রথ সুসজ্জিত কর এবং মৎপক্ষীয় বীরগণও সজ্জীভূত হউক, আমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নিশাচর সকল নানাবিধ প্রহরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করুক। রাবণ হইতে নির্ভয় সেই মধুকে অদ্য সমরে সংহার করিয়া, বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় সুরলোকে গমন করিব।" অনন্তর প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রধারী চতুঃসহস্র অক্ষৌহিণী-পরিমিত রাক্ষসসৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। সৈনিকদিগকে পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্রজিৎ সেনার অগ্রে অগ্রে, রাবণ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাদ্ভাগে গমন করিল। কেবল সেই ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ লঙ্কাতেই থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা অবশিষ্ট মহাভাগ রাক্ষস সকল মধুপুরের অভিমুখে গমন করিল। রাক্ষসগণ কেহ খরে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ অশ্বে, কেহ দ্রুতগামী শিশুমারে, কেহ কেহ বা মহোরগে আরোহণ করত

তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাবীর্য্যশালা নরনারায়ণ ঋষি পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইবেন।' এইরূপ অভিশাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয় হৃষ্ট হইলেন। গাভীটি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল; উভয়েই সম্মত হইয়া উহা অন্য ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। লক্ষ্মণ! রাজা নৃগ এখনও সেই অভিসম্পাত ভোগ করিতেছেন। কার্য্যার্থীর পরস্পর বিবাদে রাজার দোষই কল্পিত হয়। অতএব যে কেহ অর্থী আছে, শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হউক। সুবিচারের ফল রাজারা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি স্বয়ং দ্বারে গিয়া দেখ, কে কার্য্যার্থ উপস্থিত হয়।" ১-২৬।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণের সহিত রামের কথোপকথন।

দীপ্ততেজা রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-জ্ঞান-সম্পন্ন লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! সামান্য অপরাধ-জন্য ব্রাহ্মণদ্বয় নৃগরাজকে যমদণ্ডসদৃশ ঈদৃশ কঠোর শাপ দান করিয়াছিলেন। হে পুরুষর্ষভ! জিজ্ঞাসা করি, নৃগরাজ আপনাকে শাপগ্রস্ত শ্রবণ করিয়া দ্বিজদ্বয়কে কি বলিয়াছিলেন?" লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "সৌম্য! নৃগরাজা শাপযুক্ত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। বিপ্রযুগল প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া পুরোহিত, মন্ত্রী, পুরবাসী ও প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া রাজা নৃগ কহিলেন, 'তোমরা সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। অনিন্দিত-স্বভাব নারদ ও পর্ব্বত মুনি আমাকে ঘোর অভিশাপ প্রদান করিয়া বায়ুর ন্যায় দ্রুত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তোমরা আমার কুমার বসুকেই অদ্য সিংহাসনে অভিষেক কর এবং শিল্পীরা আমার নিমিত্ত সুখসেব্য বিবর নির্ম্মাণ করুক; আমি সেই বিবরে থাকিয়া ব্রহ্মদত্ত শাপ ক্ষয় করিব। শিল্পিগণ আমার নিমিত্ত একটি বর্ষানিবারক, একটি শীতের কষ্টনাশক ও আর একটি গ্রীষ্মনিবারক সুখস্পর্শ গর্ত্ত প্রস্তুত করুক। নানাবিধ ছায়াপ্রধান বৃক্ষ, ফলবান্ বৃক্ষ ও পুষ্পবান্ তরু সকল রোপণ করত গর্ত্তের রমণীয়তা সম্পাদিত হউক। যতদিন কালপরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন আমি এই গর্ত্তমধ্যে সুখে অতিবাহিত করিব। আমার চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ সকল রোপণ করা হউক।' রাজা নৃগ এইরূপ বিধান করিয়া বসুকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, 'পুত্র! তুমি ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর। হে নরবর! আমার সামান্য অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয় আমাকে যেরূপ অভিসম্পাত করিলেন, তুমি তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি আমার জন্য অনুতাপ করিও না পুত্র। কালই সুখ-দুঃখের প্রভু; তিনিই আমাকে ঈদৃশ ব্যসনে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যাহা প্রাপ্ত হইবার, জীব তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যথায় গন্তব্য, তথায় অবশ্যই গমন করে এবং যাহা লব্ধব্য, তাহা অবশ্যই লাভ করে; জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলই এই সকলের হেতু; অতএব বৎস! তুমি বিষণ্ণ হইও না।' হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহাযশস্বী রাজা নৃগ পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বাস করিবার জন্য সুগন্ধি গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা রাজা এইরূপে রত্নরাজিবিভূষিত বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয়বিসৃষ্ট অভিসম্পাত ভোগ করিতে থাকিলেন।" ১-১৯।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ ও নিমি পরস্পরের শাপপ্রদান।

'এই আমি তোমাকে নৃগশাপের বিবরণ বলিলাম। যদি অন্য কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ কর। রাম এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ পুনরায় কহিলেন, "রাজন্! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা সকল শ্রবণ করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না।" ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ধর্ম্মযুক্ত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, "নিমি নামে এক অতিমাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্ রাজা ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। সেই পরাক্রান্ত রাজা গৌতমাশ্রমের সমীপে দেবপুর সদৃশ রমণীয় এক পুর প্রতিষ্ঠিত করেন। শুনিয়াছি, ঐ পুরের নাম বৈজয়ন্ত। রাজর্ষি মহাযশা নিমি ঐ স্থানে বাস করিলেন। এই প্রকার পুরম মনোহর নগরস্থাপন করিয়া তাঁহার মনে হইল যে, আমি পিতার মনে আহ্লাদ উৎপাদন করিবার জন্য দীর্ঘ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিব। এই প্রকার মনে মনে স্থির করিয়া তিনি মনুতনয় পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক পরমধার্ম্মিক ব্রহ্মর্ষিসত্তম বশিষ্ঠকে প্রথমে বরণ করিলেন। ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজর্ষি নিমি পরে অত্রি, অঙ্গিরা ও তপোধন ভৃগু ইহাদিগকে বরণ করিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ সেই রাজর্ষিসত্তম নিমিকে কহিলেন, 'ইন্দ্র আমাকে পূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন; অতএব যাবৎ তাঁহার যজ্ঞশেষ না হয়, তাবৎকাল তুমি প্রতীক্ষা কর।' এই বলিয়া বশিষ্ঠ গমন করিলে মহাবিপ্র গৌতম বশিষ্ঠের কর্ত্তব্য-কার্য্য-সাধনে ব্রতী হইলেন মহাত্মা বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহারাজ নিমি ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া স্বীয় নগর-সন্নিহিত হিমালয়ের পার্শ্বে পঞ্চসহস্র-বৎসরব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে অনিন্দিত ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া যজ্ঞার্থ রাজা নিমির নিকটে উপস্থিত হইলেন। গৌতম তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া বশিষ্ঠের নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন তিনি রাজার দর্শনাভিলাষী হইয়া মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে দিবস রাজর্ষি নিমি নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ রাজার অদর্শনে অতিমাত্র কুপিত হইয়া বলিলেন, 'হে পার্থিব! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে বরণ করিয়াছ; অতএব তোমার দেহ চেতনাবিহীন হইবে।' অনন্তর রাজা বশিষ্ঠদত্ত শাপ শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইলেন। তখন তিনি ক্রোধে জ্ঞানহীন হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, 'আমি না জানিয়া নিদ্রিত ছিলাম; তথাপি আপনি ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়া দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় আমার প্রতি শাপাগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছেন; অতএব হে ব্রহ্মর্ষে! আপনারও দেহ বহুকাল চেতনাশূন্য হইয়া শোভা পাইবে সন্দেহ নাই।' তৎকালে নৃপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র উভয়ে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ উভয়েই দেহহীন হইলেন।" ১-২২।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

শাপভ্রষ্টা উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম

শক্রনিসূদন লক্ষ্মণ প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন রামের কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "সেই দেবপূজিত ব্রাহ্মণ ও রাজা উভয়ে ঐরূপে দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় কিরূপে দেহলাভ করিয়াছেন?" ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষপ্রবর রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, "ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন বশিষ্ঠ ও নিমি উভয়েই পরস্পরের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুভূত হইলেন। অনন্তর মহাতেজা মহামুনি বশিষ্ঠ অশরীরী হইয়া অপর দেহপ্রাপ্তির বাসনায় পিতৃদেব ব্রহ্মার নিকট প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মবিৎ বশিষ্ঠ বায়ুভূত হইয়া পিতৃদেবের চরণযুগলে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে ভগবন্‌! দেবদেব কমলযোনি! আমি নিমিশাপে দেহচ্যুত হইয়া সম্প্রতি বায়ুভূত হইয়াছি। হে বিভো! দেহহীন অবস্থা সকলেরই পক্ষে অতিশয় দুঃখকর। দেহহীনের কোন কার্য্যই নাই; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর একটি দেহ প্রদান করুন।' অমিতপ্রভ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাভাগ! তুমি মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হও। হে দ্বিজসত্তম! ঐ তেজে প্রবেশ করিয়াও তুমি পূর্ব্ববৎ অযোনিজ হইবে ও পরম ধার্ম্মিক হইয়া প্রাজাপত্য লাভ করিবে।' পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকার কহিলে মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর বরুণালয়ে গমন করিলেন। তৎকালে মিত্রদেব বরুণের সহিত একত্রিত দেবগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া বরুণের রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে অপ্সরোশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী সখীগণে পরিবৃতা হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। ক্রীড়াপরায়ণা উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া বরুণদেবের অতিমাত্র হর্ষ জন্মিল। তখন তিনি সেই পদ্মপলাশাক্ষী চন্দ্রবদনা অপ্সরোবরাকে মৈথুনকার্য্যে বরণ করিলেন। উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে সুরেশ্বর! স্বয়ং মিত্রদেব পূর্ব্বেই আমাকে এ বিষয়ে বরণ করিয়াছেন।' বরুণ কামবাণে পীড়িত হইয়া উর্ব্বশীকে কহিলেন, 'আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে আমার তেজঃ পরিত্যাগ করিব। হে বরবর্ণিনি! সুশ্রোণি! যদি তুমি সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে এইরূপে তোমার উদ্দেশে বীর্য্যক্ষেপ করিয়া আমি চরিতার্থ হইব।' লোকপাল বরুণের এই সুভাষিত শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 'যাহা কহিলেন, তাহাই করুন। সম্প্রতি আমার এই দেহ মিত্রদেবের অধীন; কিন্তু আমার মন আপনাতেই আসক্ত এবং আপনিও আমার প্রতি তদ্রূপ।' উর্ব্বশী এই প্রকার কহিলে বরুণ সেই প্রজ্বলিত অনলসদৃশ পরমাশ্চর্য্য তেজঃ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন উর্ব্বশী মিত্রদেবতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। মিত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'আমি প্রথমে তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। রে দুষ্টচারিণি! তুমি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি বরণ করিলে? এই দুষ্কৃতকার্য্যে তোমাকে আমার কোপে কলুষীকৃত হইয়া মনুষ্যলোকে কিয়ৎকাল বাস করিতে হইবে। কাশীরাজ রাজর্ষি পুরূরবা বুধের পুত্র। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি তাঁহার নিকট গমন কর; তিনি তোমার ভর্ত্তা হইবেন।' অনন্তর উর্ব্বশী অভিশাপের বশীভূতা হইয়া পুরূরবার নিকটে গমন করিলেন। রাজা পুরূরবা বুধের ঔরস-পুত্র; তিনি পুরশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান্‌-নগরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ুনামে মহাবল শ্রীমান্ পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রসমপরাক্রান্ত নহুষ এই আয়ুর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে সেই নহুষ শত সহস্র বর্ষ দেব-রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এইরূপে সুদতী, সুনেত্রা, সুভ্রূ, উর্ব্বশী শাপবশতঃ পৃথিবীতে অবতরণ ও বহুবর্ষ বাস করিয়া পরে শাপক্ষয়ে পুনর্ব্বার ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ১-২৯।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক জনকরাজের উৎপত্তি-বর্ণন।

লক্ষ্মণ এই দিব্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া রামকে কহিলেন, "কাকুৎস্থ! দেবসম্মত সেই দ্বিজ ও পার্থিব উভয়ে দেহহীন হইয়া পুনরায় কিরূপে দেহলাভ করিয়াছিলেন?" সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠের সেই ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন, "হে রঘুশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মিত্র ও বরুণ উভয়ের তেজে যে কুম্ভ পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তেজোময় দুই ঋষিসত্তম ব্রাহ্মণ সম্ভূত হইলেন। প্রথমতঃ ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি তাহাতে উৎপন্ন হইলেন এবং 'আমি তোমার পুত্র নহি,' এই কথা বলিয়া তিনি মিত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মিত্রদেব উর্ব্বশীর নিমিত্ত বরুণবীর্য্যনিক্ষেপের পূর্ব্বে অগস্ত্যের উৎপত্তির হেতুভূত ঐ তেজ নিষেক করিয়াছিলেন। যে কুম্ভে মিত্রের তেজ নিঃসৃষ্ট হইয়াছিল, বরুণ সেই কুম্ভেই নিজ তেজ নিক্ষেপ করেন; সুতরাং উভয় তেজ একত্র মিলিত হইয়া গেল। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ইক্ষ্বাকুদৈবত তেজস্বী বশিষ্ঠ মিত্র ও বরুণ এই উভয়ের তেজ হইতে সমুদ্ভূত হইলেন। হে সৌম্য! সেই মহাতেজা ইক্ষ্বাকু জাতমাত্র সেই আনন্দিত ঋষিকে আমাদের বংশের হিতের নিমিত্ত পুরোহিতপদে বরণ করিলেন। হে সৌম্য! আমি এই অপূর্ব্বদেহ মহাত্মা বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে রাজা নিমির যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। রাজা নিমিকে দেহহীন দেখিয়া মনীষী ঋষিগণ সকলে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন এবং সেই দ্বিজোত্তমগণ পৌর ও ভৃত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া গন্ধ-মাল্য ও বস্ত্র দ্বারা সেই রাজদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভৃগু কহিলেন, 'হে পার্থিব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমার চেতনা-সম্পাদন করিব।' তৎকালে সুরগণও সকলে পরমপ্রীত হইয়া সেই নিমি-চেতনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজর্ষে! বরগ্রহণ কর, আমরা তোমার চেতনাকে কোথায় নিরূপিত করিব?' নিমি-চেতনা দেবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া কহিলেন, 'হে সুরসত্তমগণ! আমি যেন সকল ভূতের নেত্রমধ্যে বাস করিতে পারি।' দেবগণ তাহাতে সম্মত হইয়া নিমির ঐ প্রত্যগাত্মাকে কহিলেন, 'তুমি বায়ুর স্বরূপ লঘুভূত লিঙ্গদেহ আশ্রয়পূর্ব্বক সকল ভূতের নেত্রে বিচরণ করিবে। হে পৃথিবীপতে! তোমার জন্য তাহাদের চক্ষু নিমেষধর্ম্মে আক্রান্ত হইবে। তুমি বায়ুরূপী হইয়া বিচরণ করিতে থাকিলে ভূতগণের চক্ষুর যে শ্রান্তি জন্মিবে, এই নিমেষ দ্বারা তাহার অপনয়ন হইবে।' এই বলিয়া সুরগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিলে মহাত্মা ঋষিগণ সকলে নিমির দেহ সমাহৃত ও সেই দেহ

সেই যজ্ঞভূমিতে অরণিরূপে কল্পিত করিয়া সবিশেষ তেজঃসহায়ে মন্ত্র-হোম দ্বারা মন্থন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিমির পুত্রোৎপত্তি-জন্য সেই সকল মহাত্মা অরণি-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে এক মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি মন্থন হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া উঁহার নাম মিথি, জনন হইতে জন্ম বলিয়া জনক এবং বিদেহ হইতে জন্ম বলিয়া উঁহার নাম বৈদেহ হইয়াছে। এইরূপে বিদেহরাজ জনক প্রথমে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ঐ মহাতেজস্বীর অপর নাম মিথি। জনক-বংশ মৈথিল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে সৌম্য! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজর্ষি নিমি উভয়ের পরস্পর শাপবশতঃ অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।" ১-২১।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

শুক্রদেবযানী-সংবাদ।

রাম এইপ্রকার কহিলে পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ তেজে প্রজ্বলিত মহাত্মা সেই রামকে বলিলেন, "হে নৃপশার্দ্দূল! মুনি বশিষ্ঠ ও রাজা নিমি উভয়ের এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অতিশয় অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ। কিন্তু নিমি ক্ষত্রিয় রাজা এবং শূর; বিশেষতঃ দীক্ষিত হইয়াও মহাত্মা বশিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না।" ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাম এই প্রকার অভিহিত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দীপ্ততেজা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বীর! পুরুষমাত্রেরই ক্ষমাগুণ দৃষ্ট হয় না। হে সৌমিত্রে! রাজা যযাতি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া যেরূপে দুঃসহ রোষ ক্ষমা করিয়াছিলেন, সমাহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। পৌরবর্দ্ধন রাজা যযাতি নহুষের পুত্র। সৌম্য! তাঁহার দুই পরম লাবণ্যবতী ভার্য্যা ছিল। তাহার মধ্যে বৃষপর্ব্বের দুহিতা দিতির পৌত্রী শর্ম্মিষ্ঠা নহুষ-নন্দন নৃপবর যযাতির এক পত্নী। সেই পত্নী রাজার প্রিয়তমা ছিলেন। হে পুরুষর্ষভ! তাঁহার অপর পত্নী উশনা-দুহিতা মনস্বিনী দেবযানী; ইনি স্বামীর প্রণয়পাত্রী ছিলেন না। ইহাঁ-দের উভয়েরই গর্ভে এক এক পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রেরা উভয়েই রূপবান্ ও সমাহিত। তন্মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরু ও দেবযানীর গর্ভে যদু জন্মগ্রহণ করেন। পুরু জননীর নিমিত্ত এবং নিজেও গুণবান্ বলিয়া রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তদ্দর্শনে যদু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মাতাকে কহিলেন, 'আপনি অক্লিষ্টকর্ম্মা দেব ভার্গবের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানসিক দুঃখ ও দুঃসহ অবমান সহ্য করিতেছেন; অতএব দেবি! আমরা উভয়ে হুতাশনে প্রবেশ করিব। রাজা দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত বহুরজনী বিহার করেন যদি আপনি ইহা সহ্য করেন, আমি ইহা সহ্য করিতে পারিব না; অনুমতি করুন, নিঃসন্দেহই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।' পুত্র কাতরভাবে রোদনপরায়ণ হইয়া এই প্রকার কহিলে দেবযানী তাহা শুনিয়া অতিমাত্র কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পিতাকে স্মরণ করিলেন। দুহিতা স্মরণ করিবামাত্র ভার্গব সত্বর তথায় সমাগত হইলেন, এবং দুহিতাকে অপ্রকৃতিস্থ, হর্ষহীন ও চেতনাশূন্য দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎসে! 'এ কি?' প্রজ্বলিত-তেজা পিতা ভার্গব বারংবার এই প্রকার জিজ্ঞাসা করাতে দেবযানী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মুনিবর! হয় অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিব, না হয়, তীক্ষ্ণ বিষপান করিব; কিন্তু কোন মতেই এ জীবন রাখিব না। আমি যে দুঃখিতা ও অবমানিতা হইয়াছি, আপনি তাহা জানিতেছেন না। ব্রহ্মন্! বৃক্ষের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৃক্ষজীবিগণের কষ্ট হইয়া থাকে। রাজা আমাকে অবজ্ঞা করাতে আপনিও পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।' দুহিতার এই কথা শুনিয়া ভার্গব রোষাকুল হইয়া রাজা যযাতিকে বলিতে লাগিলেন, 'হে নহুষনন্দন! তুমি অতি দুরাত্মা। আমাকে অবমাননা করিয়াছ। অতএব তোমাকে এই তরুণবয়সে জরাজীর্ণ ও দেহশৈথিল্য লাভ করিতে হইবে।' মহাযশা ব্রহ্মর্ষি ভার্গব এইরূপ অভি-সম্পাত করিয়া বিষাদিতা দুহিতাকে আশ্বস্ত করত পুনরায় স্বভবনে সমাগত হইলেন। সেই ভাস্কর সদৃশ তেজস্বী দ্বিজাগ্রগণ্য ভার্গব এই বলিয়া দুহিতা দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান-পুরঃসর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।" ১-২৫।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

পুরু কর্ত্তৃক যযাতির জরা গ্রহণ ও পুরুর রাজ্যলাভ।

শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া নহুষনন্দন যযাতি অতিমাত্র কাতর হইলেন। অনন্তর তিনি ঋষিশাপে পরম জরাপ্রাপ্ত হইয়া যদুকে কহিলেন, "যদু! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব আমার হইয়া তুমি এই জরাকে গ্রহণ কর। হে মহাযশা! আমি বিবিধ ভোগে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিব। হে পুরুষসিংহ! বিষয় ভোগ করিয়া আজিও আমি কৃতকৃত্য হই নাই; অতএব যথাযথ কামভোগ করিয়া পরে এই জরা পুনরায় গ্রহণ করিব।" ১-৩।

যদু এই কথা শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ যযাতিকে কহিলেন, "আপনার পরম প্রিয়তম পুত্র পুরু এই জরা প্রতিগ্রহ করুক। হে রাজন্! আপনি আমায় সকল বিষয়েই বঞ্চিত করিয়াছেন; এমন কি নিকট হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন; অতএব আপনি যাহার সহিত একত্র ভোজনাদি করেন, সেই পুরুই এই জরা গ্রহণ করুক।" যদুর এই কথা শুনিয়া যযাতি পুরুকে কহিলেন, "মহাবাহো! তুমি আমার হইয়া এই জরা গ্রহণ কর।" পুরু যযাতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "আমি সর্ব্বদাই আপনার শাসনানুবর্ত্তী; এক্ষণে আপনার এই আদেশে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম।" যযাতি পুরুর এই কথা শুনিয়া পরম প্রীত ও অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে জরা দ্বারা সংক্রমিত করিলেন। অনন্তর সেই রাজা যুবা হইয়া সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক বহুসহস্র বর্ষ পৃথিবী পালন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে যযাতি পুরুকে কহিলেন, "বৎস! ন্যাসভূত জরা আনয়ন কর, উহা এক্ষণে আমাকে নির্য্যাতন করুক। আমি ন্যাস-স্বরূপে তোমাতে জরা সংক্রামিত করিয়াছিলাম। এই হেতু সেই জরা এক্ষণে প্রতিগ্রহ করিব; ইহাতে তুমি ব্যথিত হইও না। হে মহাবাহো! তুমি যে আমার শাসন পালন করিলে, ইহাতে আমি পরম প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিব।" ৪-১২।

রাজা যযাতি পুত্র পুরুকে এই প্রকার কহিয়া সরোষে দেবযানীনন্দন যদুকে কহিলেন, "তুমি মদীয় ঔরসে ক্ষত্ররূপী দুরাসদ রাক্ষস জন্মিয়াছ; নতুবা আমার আজ্ঞা অবহেলা করিবে কেন? এই জন্য তুমি কখনও রাজা হইবে না। আমি তোমার পিতা ও গুরু;

তথাপি তুমি আমার অবমাননা করিলে, অতএব তুমি দারুণ রাক্ষসগণের জনক হইবে। দুর্ম্মতি তোমার সন্তানেরাও চন্দ্রবংশচ্যুত হইবে এবং তোমার বংশও তৎসদৃশ দুর্ম্মতি হইবে।" রাজর্ষি যযাতি যদুকে এই প্রকার কহিয়া রাজ্যবর্দ্ধন পুরুকে রাজ্যাভিষেকে সংবর্দ্ধিত করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে যযাতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিলেন। মহাযশা পুরু পরমধর্ম্ম-সহকারে কাশীরাজ্যে পুরশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজ্য করিতে লাগিলেন। যদু সহস্র সহস্র রাক্ষসের জন্মদান করিলেন এবং রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চবনামক দুর্গম পুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে যযাতি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে শুক্রাচার্য্যের প্রদত্ত শাপ-গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা নিমি তাহা ক্ষমা করেন নাই। আমি তোমার নিকট এই সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলাম। হে সৌম্য! আমরা এই সকল কীর্ত্তিমান্ লোকের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিব; তাহা হইলে নৃগ রাজার ন্যায় আমাদিগকে দোষে পতিত হইতে হইবে না। চন্দ্রবদন রামচন্দ্র এই প্রকার বলিতে থাকিলে আকাশমণ্ডল বিরলতারা এবং পূর্ব্বদিক্ অরুণ-কিরণে রঞ্জিত হইয়া কুসুম-রসরঞ্জিত বসন-পরিধানা কামিনীর ন্যায় শোভমান হইল। ১৩-২৩।

সপ্ততিতম সর্গ।

রামসমীপে সারমেয়ের গমন।

অনন্তর বিমল প্রভাতকালে রাজীবলোচন রামচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া ব্রাহ্মণ ও পৌরজনের সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ, কশ্যপ ঋষি, ব্যবহারদর্শী মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য ধর্ম্মপাঠকগণ এবং নীতিজ্ঞ সভ্য ও রাজগণে সভা পরিপূর্ণ হইল। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের সভা তৎকালে মহেন্দ্র, যম ও বরুণের সভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, "মহাবাহো সৌমিত্রে! তুমি উপস্থিত কার্য্যার্থীদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত পুরদ্বারে গমন কর।" রামের বাক্যানুসারে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অর্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই বলিল না যে আমার, কার্য্য আছে। কারণ, রামরাজ্যে আধি বা ব্যাধি কিছুই ছিল না, পৃথিবী শস্যশালিনী ও সর্ব্বৌষধি-সমন্বিতা ছিল। বালক, যুবা বা মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হইত না। ধর্ম্মানুসারে সমুদায় শাসিত হইত; সুতরাং কোনও প্রকার ব্যাধিই ছিল না। অতএব রামরাজ্যে কাহাকেও বিচারার্থী দেখা যায় নাই। লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে কার্য্যার্থী উপস্থিত নাই বলিলেন। তাহাতে রামচন্দ্র প্রসন্ন-মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সৌমিত্রে! তুমি পুনর্ব্বার যাইয়া দেখ, কেহ অর্থী হইয়া উপস্থিত আছে কি না। রাজনীতি সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে অধর্ম্ম কুত্রাপি তিষ্ঠিতে পারে না; এই জন্যই রাজভয়ে সকলে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে। মৎপ্রযুক্ত নীতি সকল যদিও বাণের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া আমার প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি মহাবাহো, তুমি প্রজাপালনে তৎপর হইবে।" এই প্রকার উক্ত হইয়া সৌমিত্রি রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন এবং দেখিলেন, দ্বারদেশে এক কুকুর অবস্থান করিতেছে। সে ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করিতেছিল। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ উহাকে তাদৃশ অবস্থায় দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ! তোমার কি কার্য্য আছে, বিশ্বস্তচিত্তে তাহা ব্যক্ত কর।" লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সারমেয় বলিল, "আমি সর্ব্বভূতের শরণ্য, অভয়দাতা ও অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের নিকট বলিতে বাসনা করি।" লক্ষ্মণ সারমেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য সুন্দর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং রামচন্দ্রকে উহা নিবেদন করত পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া সারমেয়কে কহিলেন, 'যদি তোমার কোনও সত্যকথা বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে আসিয়া রাজাকে বল।' লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সারমেয় কহিল, 'দেবালয়ে, নৃপভবনে, ব্রাহ্মণের গৃহে এবং যে স্থানে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, আমরা সে স্থানে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহি; কারণ, আমরা সর্ব্বযোনির অধম। এ স্থানেও প্রবেশ করিতে আমি সক্ষম নহি; যে হেতু, রাজা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম-স্বরূপ; বিশেষতঃ রাজা রামচন্দ্র সত্যবাদী, যুদ্ধকুশল ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত। তিনি ষড়্গুণ-প্রয়োগের স্থল বিলক্ষণ বিদিত আছেন এবং তিনি নীতির কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও রমণীয়-শ্রেষ্ঠ। তিনি সোম, তিনি মৃত্যু, তিনি যম, তিনি ধনদ কুবের, তিনি বহ্নি, তিনি ইন্দ্র, তিনি সূর্য্য, তিনি বরুণ। সৌমিত্রে! আপনি যাইয়া সেই প্রজাপালক রাজাকে বলুন, তাঁহার বিনা অনুমতিতে তথায় আমি প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।" তখন মহাভাগ মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ, পরমরমণীয় রাজভবনমধ্যে প্রবেশ করত রামকে কহিলেন, "হে মহাবাহো কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন! আপনি আমাকে যে আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিয়াছি এবং তৎসম্বন্ধে নিবেদন করিতেছি। শ্রবণ করুন;—সেই কুকুর অর্থী হইয়া আদেশ-প্রার্থনায় দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।" লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, "যে কেহ কার্য্যার্থী হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে, অবিলম্বে তাহাকে আনয়ন করিবে।" ১-১৯।

একসপ্ততিতম সর্গ।

সারমেয়ের বাক্যে ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদ-প্রদান।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মতিমান্ লক্ষ্মণ সত্বর সারমেয়কে আহ্বান করত রামকে নিবেদন করিলেন। রাম সমাগত সারমেয়কে দর্শন করিয়া কহিলেন, 'সারমেয়! তোমার অভিলাষ কি, আমাকে বল। ভীত হইও না।" তখন সেই ক্ষতমস্তক কুকুর ঐ স্থানে রাজা রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া কহিল, "রাজাই প্রাণীদিগের কর্ত্তা এবং রাজাই অধিপতি। প্রজাগণ নিদ্রিত থাকিলেও রাজা জাগ্রত থাকেন এবং রাজাই প্রজাপালন করেন। রক্ষক রাজা সুপ্রযুক্ত নীতিবলে ধর্ম্মরক্ষা করেন। রাজা পালন না করিলেই প্রজাবর্গ বিনষ্ট হয়। রাজাই কর্ত্তা এবং রাজাই জগতের পিতা। রাজাই কাল, রাজাই যুগ, রাজাই স্থাবর-জঙ্গমস্বরূপ। ধারণ করেন বলিয়া ধর্ম্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্ম্মই মনুষ্যবর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। ধর্ম্ম দ্বারাই ত্রৈলোক্য বিধৃত রহিয়াছে। ধর্ম্ম শত্রুদিগকে ধারণ অর্থাৎ নিবারণ করিয়া থাকেন; ধর্ম্মই ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন; এই জন্যই ধর্ম্মের নাম ধারণ। ধারণ-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম এবং পরকালে

ফলপ্রদ। এ জগতে ধর্ম্মের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই। দান, দয়া, সাধুদিগের পূজা ও সরল ব্যবহার, ইহাও পরম ধর্ম্ম ; কারণ, ইহাতে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই রক্ষা হয়। হে রাঘব! হে সুব্রত! আপনি প্রমাণেরও প্রমাণ। বিশেষতঃ আপনি সাধুদিগের ধর্ম্মও বিদিত আছেন। আপনি সমস্ত ধর্ম্মের আশ্রয়, গুণে আপনি সাগর সদৃশ। হে রাজসত্তম! আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে এত কথা কহিলাম। আমি মস্তক অবনত করিয়া আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি ; আমার প্রতি আপনি বিরক্ত হইবেন না।" ১-৩।

কুকুরের এই সদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, "এখন তোমার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব. বিশ্বস্তচিত্তে ব্যক্ত কর।" রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুকুর কহিল, "রাজা ধর্ম্মদ্বারাই রাজ্য লাভ করেন, ধর্ম্মদ্বারাই প্রজাপালন করেন, ধর্ম্মদ্বারা লোকের শরণ্য হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মবলেই প্রজাগণের ভয় অপনীত হইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! আপনি এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষুক বাস করে; আমি নিরপরাধ হইলেও সে অকারণ আমাকে প্রহার করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাম দৌবারিককে প্রেরণ করিলেন। দ্বারবান্ সর্ব্বার্থ-পণ্ডিত সর্ব্বার্থসিদ্ধকে আনয়ন করিল। অনন্তর ঐ দীপ্ততেজা, দ্বিজবর সভামধ্যে রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "হে অনঘ রামচন্দ্র! আমায় আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে বলুন?" ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া রাম কহিলেন, "দ্বিজ! আপনি এই সারমেয়কে প্রহার করিয়াছেন। বিপ্র! এ আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, আপনি ইহাকে দণ্ডদ্বারা গুরুতর আঘাত করিয়াছেন? ক্রোধ প্রাণনাশক শত্রু ; ক্রোধ মিত্রের ন্যায় প্রিয়ভাষী শত্রু ; ক্রোধই প্রধান রিপু এবং মহাতীক্ষ্ণ অসিস্বরূপ ; আর ক্রোধই সর্ব্বস্ব হরণ করে। তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা যাহা কিছু লভ্য হয়, ক্রোধ সমস্ত অপহরণ করে ; অতএব ক্রোধকে বিসর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় সকল নিরতিশয় দুষ্ট অশ্ব সকলের ন্যায় ধাবিত হইতেছে ; ভোগ্য বস্তু সকল নিরাকরণ-পূর্ব্বক ধৈর্য্য দ্বারা ঐ সকল অশ্বের সারথ্য করা বিধেয়। মনুষ্য মন, কর্ম্ম, বাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের হিতসাধন করিবে; কাহারও প্রতি হিংসা করিবে না ; কিছুতেই লিপ্ত হইবে না। আত্মা সংযত না হইলে যে অনিষ্ট করে, সুতীক্ষ্ণ অসি, পদদলিত সর্প বা নিত্যসংক্রুদ্ধ শত্রুও তাহা করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রকৃতি গোপন করে, প্রকৃতিই তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিয়া দেয়।" ১৪-২৬।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে পর দ্বিজবর সর্ব্বার্থসিদ্ধ তাঁহার সমীপে নিবেদন করিলেন, "অবেলায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কুপিত হইয়া আমি এই কুকুরকে প্রহার করিয়াছি। এই কুকুর পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল ; আমি ইহাকে বার বার বলিয়াছিলাম, সরিয়া যাও। অনন্তর এই কুকুর অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করত পথপ্রান্তে বিষমভাবে অবস্থিত হইল। হে রঘুনন্দন! সেই সময়ে আমি ক্ষুধায় কাতর ছিলাম ; ইহার এই দুষ্টব্যবহার-জন্য আমি ইহাকে প্রহার করিয়াছি। হে রাজ-রাজেন্দ্র! আমি অপরাধী, আপনি আমাকে শাসন করুন। হে রাজেন্দ্র! আপনি আমার প্রতি দণ্ডবিধান করিলে, আমার আর নরকভয় থাকিবে না।" অনন্তর রাম সমস্ত সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতঃপর কর্ত্তব্য কি? ইহার কি দণ্ডবিধান করা যায়? অপরাধানুসারে দণ্ড করিলেই প্রজার রক্ষা হয়।" তখন ভৃগু, অঙ্গিরস, কুৎস, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ প্রভৃতি মুনিগণ, প্রধান প্রধান ধর্ম্মপাঠকগণ, সচিবগণ, পৌরগণ এবং তত্রোপস্থিত অন্যান্য অনেক শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ সকলেই কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ দণ্ডদ্বারা বধ্য নহেন।" রাজধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই এইরূপ কহিলে, মুনিগণ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "রাঘব! রাজা সমস্ত লোকের শাসনকর্ত্তা ; বিশেষতঃ আপনি। আপনি ত্রিলোকের শাস্তা আপনি, সনাতন দেব বিষ্ণু।" তাঁহারা সকলে এইরূপ কহিলে পর সারমেয় কহিল, "রাজন্! আপনি প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, 'তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিব?' অতএব যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে বরদানে আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনি এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি-পদ প্রদান করুন। মহারাজ! ইহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া প্রেরণ করুন।" এই কথা শুনিয়া রাম ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ এইরূপ সম্মানিত ও আনন্দিত হইয়া গজস্কন্ধারোহণে সেই পদ অধিকারার্থ গমন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্রের সচিবগণ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মহাদ্যুতে! ইহাতে ত দণ্ড করা হইল না ; বরং আপনি ইহাকে বর দিলেন।' ৩-৪০।

অমাত্যদিগের বাক্য শুনিয়া রাম কহিলেন, "তোমরা এই ব্যাপারের তত্ত্বজ্ঞ নহে ; কুকুর ইহার সমস্তই অবগত আছে।" পরে রামচন্দ্র কুকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে পর কুকুর কহিল, "রাঘব! আমি সেই কালঞ্জরের কুলপতি ছিলাম। দেব দ্বিজের পূজা সাঙ্গ ও দাসদাসীগণ ভোজন করিলে পর আমি সর্ব্বশেষে আহার করিতাম। যাহার যাহা প্রাপ্য, তদনুরূপ দ্রব্য সকল বিভাগ করিয়া দিতাম ; পাপে আমার কিছুমাত্র মতি ছিল না। দেবদ্রব্য অতিযত্নে রক্ষা করিতাম এবং বিনীত, সুশীল ও সর্ব্বজীবের হিতকারী ছিলাম ; তথাপি আমি এই দারুণ অবস্থা ও এই অধমগতি প্রাপ্ত হইয়াছি। হে রাঘব! এই ব্রাহ্মণ ক্রোধনস্বভাব, অধার্ম্মিক, অহিতকারী, অসহিষ্ণু, নৃশংসস্বভাব, কর্কশভাষী, অবিদ্বান্ ও নৃশংস হওয়াতে ঊর্দ্ধ ও অধস্তন সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত অধঃপাতিত করিবে ; কোনওমতেই এই দ্বিজ কুলপতির কার্য্য রক্ষা করিতে পারিবে না। পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত যাহাকে নরকে নিপাতিত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাকে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো সেবায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব, স্ত্রীধন, বালকের ধন ও নিজে দান করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা হরণ করে, সে যাবতীয় ইষ্টের সহিত বিনষ্ট হয়। রাঘব! ব্রাহ্মণের ও দেবতার দ্রব্য হরণ করিলে বীচিনামক ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়। যে নরাধম মনে মনেও দেবস্ব বা ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে উত্তরোত্তর নরক হইতে নরকান্তরে নিপতিত হয়।" কুকুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা রামের নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কুকুর যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই প্রস্থান করিল। পূর্ব্বজন্মে এই কুকুর অতি মনস্বী ব্যক্তি ছিল; এক্ষণে কেবলমাত্র জাতিদোষে দূষিত হইয়াছে। সেই ধীমান্ কুকুর অবশেষে বারাণসীতে গিয়া প্রায়োপবেশন করিল। ৪১-৫৩।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

গৃধ্র-উলূকের ব্যবহার।

অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষরাজি-বিরাজিত মনোরম কাননমধ্যে এক নদীতীরব্যাপ্ত, কোকিলনিনাদিত, সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল, নানাপক্ষিপরিপূর্ণ পর্ব্বতে বহুকাল হইতে এক গৃধ্র ও এক পেচক বাস করিত। একদা পাপাশয় গৃধ্র পেচকের আলয়কে তাহার নিজের বলিয়া পেচকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। আর্য্য! অনন্তর তাহারা দুইজনেই কহিল, "রাজীবলোচন রামচন্দ্র সমুদয় লোকের রাজা; অতএব চল, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। বাসস্থান যাহার হইবে, তিনি বলিয়া দিবেন।" ১-৪।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গৃধ্র ও পেচক উভয়ে ক্রুদ্ধ ও অধীর হইয়া কলহ করিতে করিতে রামের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিল। অনন্তর গৃধ্র সেই নরপতিকে দর্শন করিয়া কহিল, "হে নরপাল! আপনি সুর ও অসুরগণের শ্রেষ্ঠ। হে মহামতে! বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য অপেক্ষাও বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনি বিশিষ্ট! আপনি প্রাণিগণের উত্তমাধম গতি অবগত আছেন। কান্তিতে আপনি চন্দ্রমার ন্যায় এবং আপনি মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দুর্দ্দর্শ। আপনি গৌরবে হিমালয় ও গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রবিশেষ এবং প্রভাবে লোকপালতুল্য। আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবী ও বেগে বায়ুর ন্যায়। রাঘব! আপনি চরাচরের গুরু, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, কীর্ত্তিশালী, অমর্ষস্বভাব, দুর্জ্জয়, জেতা এবং সর্ব্বশাস্ত্র ও বিধির পারদর্শী। হে নরোত্তম রাম! আমার একটি আবেদন আছে, শ্রবণ করুন। হে রাঘব! আমি পূর্ব্বে একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, এই পেচক এক্ষণে তাহা নিজের বলিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে; অতএব হে রাজন্! আমাকে পরিত্রাণ করুন।" ৫-১২।

গৃধ্র এই কথা কহিলে পর পেচক কহিল,"মহারাজ! রাজা চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও যমের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁহাতে মনুষ্যেরও অংশ আছে; আপনি কিন্তু স্বয়ং সর্ব্বময় দেব নারায়ণ। আপনি স্বয়ং প্রেরিত হইয়া সকল ভূতের প্রতি সমান বিচার করেন, অতএব আপনার সৌম্যভাব সম্যক্ সুপ্রযুক্ত; এই জন্যই আপনাকে সোমাংশ বলে। প্রজাপাল! ক্রোধে, দণ্ডদানে ও ভয়ে আপনি আমাদিগের দাতা, হর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা; এই জন্যই আপনাকে ইন্দ্র বলিয়া থাকে। তেজে আপনি অনলের ন্যায় সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, আপনি নিরন্তর সর্ব্বলোকে তাপ প্রদান করেন, এই জন্য আপনি ভাস্কর তুল্য। আপনি সাক্ষাৎ ধনেশ্বর অথবা কুবের অপেক্ষাও অধিক। ধনেশ্বরের ন্যায় পদ্মা শ্রী নিরত আপনার আশ্রিতা। ধনপতির কার্য্য করেন বলিয়া আপনি আমাদিগের ধনদ। হে রাঘব! চরাচর সর্ব্বজীবেই আপনার সমদৃষ্টি; আপনি শত্রু-মিত্রকে সমান চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। আপনি যথাশাস্ত্র ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। হে রাঘব! আপনি যাহার উপর কুপিত হন, মৃত্যু তাহার নিকট ধাবিত হইয়া থাকে; এই জন্যই আপনাকে লোকে মহাবিক্রম যমরাজ বলে। হে নৃপসত্তম! আপনি সর্ব্বভূতকে ক্ষমা করেন ও দয়াবান্ রাজা বলিয়া আপনাকে মানুষ বলিয়া লোকে কীর্ত্তন করে। রাজাই দুর্ব্বল ও অনাথের বল এবং রাজাই অজ্ঞের চক্ষু ও অগতির গতি। আপনিও আমাদিগের রাজা; অতএব হে ধার্ম্মিক! আপনি আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন! হে রাজন্! এই গৃধ্র আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে। হে নরবর! মনুষ্যদিগের আপনিই দেবতা ও শাস্তা।" ১৩-১৫।

ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র স্বয়ং সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক ধর্ম্মপাল ও মহাবল সুমন্ত্র প্রভৃতি দশরথের ও রামচন্দ্রের এই সমস্ত অমাত্যবর্গ নীতিনিপুণ, মহাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, বুদ্ধিমান্, কুলীন এবং মন্ত্রণায় সুপণ্ডিত। ধর্ম্মাত্মা রাঘব ইঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া পুষ্পকরথারোহণ করিয়া বিবাদস্থলে গমন করিলেন এবং তথায় অবতরণ পূর্ব্বক বিবাদবিষয়ে গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃধ্র! এই বাসস্থান কত দিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে? যদি স্মরণ থাকে ত আমাকে বল।" গৃধ্র ইহা শ্রবণ করিয়া রামকে কহিল, "রামচন্দ্র! যে কালে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আকীর্ণ হইয়াছে, সেই অবধি আমি এই গৃহে বাস করিতেছি। উলূকও রামকে কহিল, "রাজন্! এই পৃথিবী যদবধি বৃক্ষদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, তদবধি আমার এই আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণে রাম সচিববর্গকে কহিলেন, "যে সভায় বৃদ্ধজন নাই, সে সভা সভাই নহে; যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মকথা না কহেন, তাঁহারা বৃদ্ধই নহেন; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে এবং যে সত্যে কপটতা আছে, সে সত্য সত্যই নহে। যে সকল সভ্য জানিয়া শুনিয়াও যথাকালে জ্ঞাত বিষয়ে কোন উত্তরই না করেন," তাঁহারা মিথ্যাবাদী। কাম, ক্রোধ কি ভয়বশতঃ যিনি জানিয়াও প্রশ্নের উত্তর না দেন, তিনি আপনা কর্ত্তৃক আপনিই সহস্র সহস্র বারুণ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকেন; সংবৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার সেই পাপের এক একটি পাপ উন্মুক্ত হয়। অতএব সত্য জানিয়া অবশ্যই সাহস-পূর্ব্বক সত্য কথা কহিবে।" ১৬-৩৬।

এই কথা শ্রবণ করিয়া সচিবগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, "হে রাজন্! হে মহামতে! উলূকের কথাই সত্য, গৃধ্র সত্য কহিতেছে না। হে মহারাজ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ; কারণ, রাজাই সকল বিষয়ের শেষগতি; রাজাই নিখিল প্রজাবর্গের মূল ও সনাতন ধর্ম্ম। রাজা যাহাদিগের শাস্তা, তাহাদিগকে দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুত, তাহারা নরকভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সদ্গতি লাভ করে।" ৩৭-৩৯।

মন্ত্রীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "পুরাণে যাহা উদাহৃত আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রগণ-সহকৃত নভোমণ্ডল, পর্ব্বত ও কানন-সহিত পৃথিবী এবং চরাচর ত্রৈলোক্য সমস্ত সলিলসাগরে নিমগ্ন ছিল। তখন দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় একমাত্র নারায়ণ অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীর সহিত পৃথিবী নারায়ণের উদরে প্রবিষ্ট ছিল। ভূতাত্মা মহাতেজা বিষ্ণু সৃষ্টিসংহার পূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু বৎসর শয়ান রহিলেন। সৃষ্টিসংহার পূর্ব্বক বিষ্ণু সুষুপ্ত হইলেন দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মা বিষ্ণুকে রুদ্ধস্রোত জানিয়া তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর নাভিদেশে হেমবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে তাহাতে মহাপ্রভু ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন এবং পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, বৃক্ষ এবং মনুষ্য ও সরীসৃপ প্রভৃতি জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রজাসমূহ সৃজন করিবার মানসে মহাযোগী ব্রহ্মা

মহাতপস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাবীর্য্য ঘোররূপী দুরাসদ দানবদ্বয় উৎপন্ন হইল। তাহারা তথায় প্রজাপতিকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভু বিকৃতস্বরে চীৎকার করিলেন। ঐ শব্দে প্রবোধিত হইয়া নারায়ণ মধুকৈটভের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে নারায়ণ চক্রপ্রহার দ্বারা মধুকৈটভকে বিনাশ করিলেন। তাঁহাদিগের বসায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইল। লোকধারী হরি তাহার পর পৃথিবীকে পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ করত সমস্ত মেদিনীকে বৃক্ষগণে পরিব্যাপ্ত করিলেন। তখন নানাবিধ ওষধি ও শস্তসকল উৎপন্ন হইল। পৃথিবী মধুকৈটভের মেদে ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মেদিনী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ! এই জন্তই আমার বিবেচনা হয়, এই গৃহ গৃধ্রের নহে, ইহা উলূকের। অতএব এই পাপাত্মা গৃধ্রের দণ্ড করা বিধেয়; এই দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা পরগৃহ অপহরণ করিয়া অন্তের উপর অত্যাচার করিতেছে।" ৪০-৫৪

ইত্যবসরে আকাশ হইতে দৈববাণী প্রকৃত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিল, "রাম! তুমি গৃধ্রকে বধ করিও না; এ ইতিপূর্ব্বেই গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। হে নরেশ্বর! এই গৃধ্র পূর্ব্বে ব্রহ্মদত্তনামক শূর, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও পবিত্রস্বভাব এক নরপতি ছিল। কালক্রমে গৌতমের অভিসম্পাতে দগ্ধ হইয়াছে। একদা কালরূপী গৌতম নামক ব্রাহ্মণ রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে ভোজন-প্রার্থনায় আগমন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আমি কিঞ্চিদধিক একশত বর্ষকাল আপনার গৃহে ভোজন করিব।' তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত স্বহস্তে পাদ্য-অর্ঘ দিয়া সেই মহাদ্যুতি ব্রাহ্মণের আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। মহাত্মা গৌতমের আহারের সঙ্গে কিরূপে মাংস মিশ্রিত হইয়াছিল; তদ্দর্শনে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে দারুণ অভিসম্পাত করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! তুমি গৃধ্র হও।' রাজা কহিলেন, 'হে মহাব্রত! প্রসন্ন হউন, এরূপ অভিসম্পাত করিবেন না, আমি অজ্ঞানবশতঃ এই অপরাধ করিয়াছি। হে অনঘ! হে মহাভাগ! যাহাতে এই শাপের অবসান হয়, তাহা করুন।' তখন রাজার অজ্ঞান-নিবন্ধন ঐ অপরাধ হইয়াছে জানিতে পারিয়া মুনি কহিলেন, 'রাজন্! ইক্ষ্বাকুকুলে রাম নামে এক মহাভাগ রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই রাম তোমাকে স্পর্শ করিলেই তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে'।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাম রাজা ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত গৃধ্র-কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যগন্ধানুলিপ্ত দিব্য পুরুষবিগ্রহ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রকে সাধুবাদ করত কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে পরিত্রাণ পাইলাম; এক্ষণে আমার শাপের অবসান হইল।" ৫৫-৭৫।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

লবণভয়ে ঋষিগণের রামচন্দ্রসকাশে আগমন।

রামলক্ষ্মণ এইরূপে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে যথাসময়ে শীতগ্রীষ্ম-বিরহিতা বসন্তনিশা উপস্থিত হইল। একদা বিমল প্রভাতে পূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়া সমাপন করিয়া রামচন্দ্র পৌরকার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্ত রাজসভায় গমন করিলেন তখন সুমন্ত্র আসিয়া রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, "রাজন্! কতকগুলি মহর্ষি নিবারিত হইয়াও দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। হে নরব্যাঘ্র! মহারাজ ভার্গব ও চ্যবন প্রভৃতি যমুনাতীরবাসী প্রীতিমান্ মহর্ষিগণ সাগ্রহ হইয়া আপনার দর্শন-মানসে আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র কহিলেন, "মহাভাগ ভার্গব প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে সত্বর হইয়া আনয়ন কর।" অনন্তর দ্বারপাল মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক রাজার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া দুরাধর্ষ তাপসদিগকে রাজসভায় লইয়া আসিল। শতাধিক মহাত্মা তপস্বী স্ব স্ব তেজে উদ্ভাসিত হইয়া রাজভবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বতীর্থসলিলপূর্ণ কুম্ভ এবং প্রচুর ফলমূল লইয়া রামচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্র তীর্থোদক এবং বিবিধ ফল-মূল প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাপসদিগকে কহিলেন, "যথাযোগ্য আসন প্রস্তুত আছে, আপনারা উপবেশন করুন।" রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ সকলেই রুচির-শোভা-সম্পন্ন কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন। ঋষিগণ উপবেশন করিলে পরপুর-বিজয়ী রামচন্দ্র বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আপনারা কি জন্ত আগমন করিয়াছেন? আমাকে আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? আমি মহর্ষিগণের আজ্ঞাকারী; স্বচ্ছন্দমনে আপনাদের আজ্ঞা পালন করিব। আপনাদিগের নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার এই রাজ্য ও জীবন সমস্তই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত।" রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা ঋষিগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! ঈদৃশ বাক্য আপনার নিকটই প্রত্যাশা করা যায়, অন্ত কাহাতেও এরূপ সম্ভাবিত হয় না। রাজন্! বহুল মহাবল মহীপতি গত হইয়াছেন, কিন্তু কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনায় কেহই কখনও অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিতে সক্ষম হন নাই। আপনি কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্য অবগত না হইয়াই শ্রদ্ধা নিবন্ধন অগ্রেই প্রতিজ্ঞা করিলেন। আপনি যে কার্য্যসাধন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; অতএব আপনি ঋষিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।" ১-১৮।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

লবণভয় দূর করিবার জন্ত রামের নিকট ঋষিগণের প্রার্থনা।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র কহিলেন, "ঋষিগণ! আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন? এখনই আপনাদিগের ভয় অপনীত হইবে।" রাম এই কথা কহিলে চ্যবন কহিলেন, "হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের উপস্থিত মহাভয়ের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজন্! সত্যযুগে লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র দিতিজবংশোদ্ভব অতিবুদ্ধি মধু নামে এক মহাসুর ছিল। মধু ব্রাহ্মণের মঙ্গলাভিলাষী, শরণাগতপ্রতিপালক ও বুদ্ধিমান্। সে পরমোদারচেতা এবং দেবতাদিগের পরম প্রিয় ছিল। মহাবীর্য্যবান্ মধুর ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস দর্শনে ভগবান্ রুদ্র সমাদরে মধুকে অসাধারণ বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব প্রসন্ন হইয়া আপন শূলের শক্তিভাগ আকর্ষণ পূর্ব্বক এক মহাবীর্য্য মহাপ্রভ শূল নির্ম্মাণ করত মধুকে দান করিয়া কহিয়াছিলেন, 'তুমি অতুল ধর্ম্মাচরণ দ্বারা আমার তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছ; অতএব আমি অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহাশূল প্রদান করিতেছি। হে মহাশূর তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণকে যতদিন আক্রমণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকট থাকিবে, অন্যথা অন্তর্দ্ধান হইবে। যে ব্যক্তি দুঃসাহসিক হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, তাহাকে এই শূল ভস্মীভূত করিয়া পুনর্ব্বার তোমার হস্তে প্রত্যাগমন করিবে।' মহাদেব রুদ্রের নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়া মহাসুর মধু পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, 'ভগবন্! আপনি সর্ব্বদেবের অধীশ্বর। দেব! আদেশ করুন, যেন এই মহাশূল আমার পুত্রপৌত্রাদিরও বশীভূত থাকে।' এই কথা কহিলে ভূতনাথ মহাদেব কহিলেন, তাহা হইতে পারে না; তথাপি তোমার প্রার্থনা ব্যর্থ না হয়, এই জন্ত তোমার প্রতি আমি এই অনুগ্রহ করিতেছি যে, এই শূল তোমার এক পুত্রের বশীভূত থাকিবে। এই শূল যতক্ষণ তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ কোন প্রাণীই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না।' রামচন্দ্র! অসুরশ্রেষ্ঠ মধু মহাদেবের নিকট এইরূপ আশ্চর্য্য বরলাভ করার পর এক অতি বৃহৎ নগরী নির্ম্মাণ করাইল। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসুর যে কুম্ভীনসী নামে কন্যা ছিল, সেই মহাপ্রভা মহাভাগা কুম্ভীনসী মধুর প্রিয়তমা প্রণয়িনী হইয়াছিল। তাহারই গর্ভজাত পুত্র মহাবীর্য্য উগ্রপ্রকৃতি লবণ। লবণ বাল্যকাল হইতেই দুষ্টাত্মা ও পাপাচারী। পুত্রকে তাদৃশ দুষ্টাত্মা দর্শন করিয়া মধু কুপিত ও দুঃখিত হইল; কিন্তু পুত্রকে কোন কথাই কহিল না। অবশেষে পুত্র লবণকে শূল প্রদান পূর্ব্বক বরবৃত্তান্ত সমস্ত উল্লেখ করিয়া মধু ইহলোক পরিত্যাগ করতঃ বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। রাম! লবণ সেই শূলের মাহাত্ম্য ও স্বীয় দুষ্টপ্রকৃতি নিবন্ধন এক্ষণে ত্রিলোক বিশেষতঃ তাপসদিগকে ক্লিষ্ট করিতেছে। রাম! লবণের এইরূপ সামর্থ্য এবং তাহার সেই শূল এই প্রকার। রাম! তুমি সমস্তই শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তুমি আমাদিগের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। রাম! আমরা ভয়ে কাতর হইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেক রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন নাই। তাত! তুমি সবল-বাহন রাবণকে নিহত করিয়াছ শ্রবণ করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, তুমি ভিন্ন আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা অন্য কোনও রাজাই নাই। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা, তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর; আমরা লবণের ভয়ে পরিকম্পিত হইয়াছি। রাম! যে হেতু আমরা ভীত হইয়াছি, তোমাকে বলিলাম; তুমিই আমাদিগের ভয় নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে; অতএব হে মহাবীর্য্য! এক্ষণে যাহা অভিরুচি কর।" ১-২৪।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

রামের নিকট ঋষিগণ কর্ত্তৃক লবণের আহারব্যবহারাদি বর্ণন।

মুনিগণ এইরূপ কহিলে রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "লবণ কিরূপ আহার করে? কোথায় বাস করে এবং তাহার আচার কিরূপ?" রামের বাক্য শ্রবণ করতঃ ঋষিগণ সকলেই লবণের আহারাদি উল্লেখ করিলেন;—"লবণ সর্ব্বপ্রাণীই আহার করে; বিশেষতঃ তপস্বিগণ তাহার প্রধান আহার। তাহার আচার অতি ভয়ানক। সে সর্ব্বদা মধুবনে বাস করে। আবহমানকাল প্রতিদিন সে বহু সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মানুষ সংহার করিয়া আহার করে। প্রলয়কালের ব্যাদিতবদন অন্তকের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রাণীও সে ভক্ষণ করিয়া থাকে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম মহর্ষিদিগকে কহিলেন, "আমি সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিব; আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন।" উগ্রতেজা ঋষিদিগের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, "কোন্ বীর লবণকে বিনাশ করিবে? এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে কাহার অংশে এই কার্য্য পতিত হইবে? মহাবাহু ভরত বা ধীমান্ শত্রুঘ্নের অংশে পতিত হওয়াই উচিত।" রাম এই কথা বলিলে ভরত কহিলেন, "আমি এই লবণকে বিনাশ করিব, এই কার্য্য আমার অংশেই পতিত হউক।" ভরতের ধৈর্য্য ও ও শৌর্য্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন রত্নসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, "আমাদিগের মহাবাহু মধ্যম সহোদর মহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন। আর্য্য এই অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলে ইনি অযোধ্যা নগরী পালন করিয়াছেন। আর্য্যের প্রত্যাগমন না হওয়া পর্য্যন্ত এই মহাবাহু গুরুতর শোক-দুঃখ-ভোগ করিয়াছেন। এই মহাযশা নন্দিগ্রামে ফলমূলভোজী, জটাচীরধারী ও কষ্টকর ভূশয্যাশায়ী হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। রাজন্! ইনি যখন এরূপ কষ্টভোগ করিয়াছেন, "তখন ইঁহার কিঙ্কর আমি থাকিতে ইঁহার আর দুঃখ পাওয়া উচিত নয়।" শত্রুঘ্ন এই কথা বলিলে রাম পুনরায় কহিলেন, "শত্রুঘ্ন! তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাই হউক। তুমি আমার আদেশ অনুষ্ঠান কর। আমি তোমাকে মধুর রাজ্য শুভ মধুপুর নগরে অভিষিক্ত করিব; অথবা তুমি ইচ্ছা করিলে ভরতকেই অভিষিক্ত করিব। শত্রুঘ্ন! তুমি বীর ও কৃতাবন্য। নূতন নগরী স্থাপন করিতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। যমুনার তীরে নগর এবং সুন্দর জনপদ সকল স্থাপন ও রাজধানীতে রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়া যে সম্রাট্ তাহাতে রাজা স্থাপন না করেন, তাঁহাকে নরকস্থ হইতে হয়। অতএব শত্রুঘ্ন! তুমি পাপাত্মা মধুপুত্র লবণকে বিনাশ কর এবং আমার বাক্যে তোমার বিশ্বাস থাকিলে যথাধর্ম্ম ঐ রাজ্যের প্রজাপালন কর। বীর! আমি যাহা বলিলাম, এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিও না। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা কনিষ্ঠের অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে শত্রুঘ্ন! আমি তোমাকে যে রাজ্য প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তোমাকে অভিষিক্ত করিবেন।" ১-২২।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ।

শত্রুঘ্নের অভিষেক

রামের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বীর্য্যশালী শত্রুঘ্ন লজ্জিত হইয়া মৃদুভাবে কহিলেন, "হে ককুৎস্থনন্দন নরেশ্বর! প্রস্তাবিত বিষয় আমার ধর্ম্মানুযায়ী বলিয়া বোধ হইতেছে না। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারে? অথচ আপনার আজ্ঞা আমাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে মহাভাগ! আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য নাই। এই উত্তম ধর্ম্ম আমি আপনার মুখে শ্রবণ করিয়াছি; শ্রুতিশাস্ত্রেও পাঠ করিয়াছি। মধ্যমভ্রাতঃ বলিয়াছিলেন, 'আমি লবণকে সংহার করিব,' কিন্তু আমি তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন-পূর্ব্বক বলিয়াছি, 'আমি তাহাকে নিহত করিব; ইহাতেই ত আমার পাপ হইয়াছে; সেই পাপের ফলও

স্বরূপই আমাকে জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানেও অভিষিক্ত হইতে হইতেছে। জ্যেষ্ঠের বাক্যের উত্তর করা কনিষ্ঠের অনুচিত, অথচ আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা ধর্মবিরুদ্ধ ও পরকালনাশক; তথাপি হে পুরুষর্ষভ! আমি আপনার কথার উত্তর দিয়া আর দ্বিতীয় অপরাধ করিব না। দ্বিতীয় অপরাধের জন্য যেন আমাকে আর দণ্ডভোগ করিতে না হয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্! আপনি যাহা অভিলাষ করিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব; সুতরাং আমি অভিষেক স্বীকার করিলে যাহাতে আমার ইহকাল ও পরকালে দোষ না হয়, আপনি তা করুন।" ১-৮।

মহাত্মা মহাবীর শত্রুঘ্ন এই কথা কহিলে রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক অভিষেকের সমস্ত উদ্যোগ কর; আমি অদ্যই পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করিব। লক্ষ্মণ! আমার আজ্ঞায় পুরোহিত, নাগরিকবর্গ, ঋত্বিগ্‌গণ ও মন্ত্রীদিগকে আনয়ন কর।" রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া মহারথ লক্ষ্মণ তদনুযায়ী সমস্তই সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ অভিষেক-সম্ভার লইয়া পুরোহিত-সহ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন মহা সমারোহে মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক আরম্ভ হইল। তাহাতে জানপদবর্গ এবং রামচন্দ্র সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ-কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ষড়াননের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, তাঁহারও সেইরূপ শোভা হইল। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে অভিষেক করিলে পর পৌরজন এবং বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও রাজান্তঃপুরবাসিনী অন্যান্য কুলমহিলাগণ নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুঘ্নের অভিষেক হওয়াতে যমুনাতীরনিবাসী সমাগত মহাত্মা মহর্ষিগণও মনে করিলেন, যেন লবণ নিহত হইয়াছে। ৯-১৭।

তদনন্তর রামচন্দ্র অভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার তেজোবর্দ্ধন-পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "সৌম্য! আমি তোমাকে শত্রুপুরভেদক্ষম অব্যর্থ শর দান করিলাম; রঘুনন্দন! তুমি সেই শর-সাহায্যে লবণকে সংহার করিতে সক্ষম হইবে। শত্রুঘ্ন! অজিত স্বয়ম্ভূ নারায়ণ যখন সুরাসুর ও সর্ব্বপ্রাণীর অদৃশ্যরূপে প্রলয়-জলধিজলে শয়ন করেন, তখন তিনি ক্রোধে অভিভূত হইয়া দুরাত্মা মধুকৈটভের নিধনার্থ এই শর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং লোকসৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিয়া এই শর দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করত নিষ্কণ্টকে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি রাবণ-বিনাশার্থ এই বাণ প্রয়োগ করি নাই; তাহা হইলে সৃষ্টির মহাক্ষয় হইত। শত্রুঘ্ন! লবণের নিকট যে শত্রুসংহারার্থ মহাত্মা মহাদেবপ্রদত্ত অত্যুত্তম মহাশূল আছে, লবণ সেই শূল বারংবার পূজা করত গৃহে রাখিয়া আহারার্থ বহির্গমন-পূর্ব্বক দশদিক্ ভ্রমণ করে। কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সে ঐ শূল আনিয়া তদ্দ্বারা শত্রুকে ভস্মসাৎ করে। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! সে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তুমি তাহার দ্বারাবরোধপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। হে মহাবাহো! সেই নিরস্ত্র অবস্থায় তাহাকে তুমি যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে; তাহা হইলেই তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে; নতুবা সে কিছুতেই বধ্য হইবে না। যদি এইরূপ করিতে পার, তাহা হইলে সে অবশ্যই নিহত হইবে। বৎস! যেরূপে শূল পরিহার করা যাইবে, তাহা তোমাকে এই কহিলাম। শ্রীমান্ নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্য অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।" ১৮-৩১।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

লবণবধার্থ শত্রুঘ্নসৈন্যের যাত্রা।

রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে এইরূপ বলিয়া ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রশংসা করিয়া পরে কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! চতুঃসহস্র অশ্ব, দ্বিসহস্র গজ, এক শত সুজাত হস্তী এবং বিবিধ পণ্যদ্রব্যে উপশোভিত আপণশ্রেণী ও নটনর্ত্তকগণ তোমার অনুগমন করুক। শত্রুঘ্ন! তুমি নিযুত সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা লইয়া আবশ্যকমত ধন ও বাহন লইয়া গমন কর। হে বীর! সৈন্যগণ যাহাতে যথেষ্ট আহারাদি প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট থাকে, তোমার প্রতি বিরক্ত না হয়, তুমি তাহা করিবে। মিষ্টবাক্য দ্বারাও তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিবে; কারণ, ভৃত্যগণ যখন শত্রুসঙ্কটে অবস্থিতি করে, তখন তাহাদিগের নিজের ধন বা স্ত্রী-পুত্র, কি বন্ধু সঙ্গে থাকে না; অতএব অধিনায়কের স্নেহ ও ধন প্রাপ্ত হইলেই তাহারা ঐ অবস্থায় তুষ্ট হইয়া থাকে। শত্রুঘ্ন! সন্তুষ্ট সুমহৎ সৈন্য পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়া পরে তুমি মধুবনে যাত্রা কর। তুমি যে যুদ্ধার্থ গমন করিতেছ, মধুর পুত্র লবণ যাহাতে তাহা না জানিতে পারে, তুমি এইরূপে নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে যে উপায় বলিয়াছি, তাহা ব্যতীত অন্য কোনরূপেই তাহার মৃত্যু হইবে না। পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পাইলে লবণ যে কোনও শত্রুকেই নিঃসন্দেহ বিনাশ করিবে। বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়া যখন বর্ষা উপস্থিত হইবে, তুমি সেই সময় তাহাকে বিনাশ করিবে; উহাই ঐ দুর্ম্মতির বিনাশের উপযুক্ত সময়; কারণ, বর্ষায় কেহ যুদ্ধ করিতে যাইবে না ভাবিয়া সে ঐ সময় শূল পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এক্ষণে কেবল সৈন্যগণ এই মহর্ষিদিগকে অগ্রে করিয়া যাত্রা করুক; এখনও গ্রীষ্মকাল অবশিষ্ট আছে, এই সময় তাহারা অক্লেশে গঙ্গা পার হইতে পারিবে। পরে তুমি গঙ্গার পরপারেই সৈন্যসংস্থাপন করিয়া, কেবলমাত্র ধনু লইয়া একাকী সত্বর গমন করিবে।" ১-১২।

রামের এই কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন মহাবলশালী প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে আহ্বান করত কহিলেন, "তোমরা যাত্রা কর; তোমাদিগের যে যে আবাসস্থান প্রসিদ্ধ আছে, সেই সেই আবাসেই বাস করিবে; কাহারও উপর উৎপাত করিও না। মহাসৈন্যকে এইরূপ আদেশ-পূর্ব্বক প্রস্থাপন করিয়া মহাবল শত্রুঘ্ন কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে রাম, লক্ষ্মণ ও ভরতকে প্রণাম করিয়া ভক্তিভাবে পুরোহিতচরণে প্রণত হইলেন। অনন্তর রামের অনুমতি লইয়া মহাবল শত্রুতাপন শত্রুঘ্ন রামকে প্রদক্ষিণ করত বহির্গত হইলেন। এইরূপে আভিজাত হস্তী ও অশ্বযুক্ত মহাসৈন্য পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়া রঘুবংশবিবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন পরে রাজা রামচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন। সকলেই তাঁহার উপযুক্ত সমাদর ও অভিনন্দনাদি করিলেন। ১৩-১৮।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

সৌদাসের যজ্ঞভূমিবর্ণন।

শত্রু-নিসূদন শত্রুঘ্ন সৈন্যগণকে প্রেরণ করিয়া একমাস অযোধ্যায়

অবস্থান-পূর্ব্বক পশ্চাৎ একাকী প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে দুই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া তিনি মহামুনি বাল্মীকির রমণীয় পুণ্যাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আমি অদ্য এই স্থানে বাস করিতে অভিলাষ করি; প্রভু রামচন্দ্রের কার্য্যানুরোধে আমি এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। আগামী প্রাতঃকালে আমি ভয়াবহ পশ্চিমদিকে গমন করিব।" মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শুনিয়া মুনিবর বাল্মীকি উত্তর করিলেন, 'হে মহাযশঃ! স্বচ্ছন্দে অবস্থান কর। হে সৌম্য! ইহা রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম। তুমি নিঃশঙ্কান্তঃকরণে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ কর।" তখন শত্রুঘ্ন পাদ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক ফলমূলাদি ভোজন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং ভোজনান্তে মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে! পূর্ব্বদিকে এই আশ্রমের সন্নিকটে কাহার যজ্ঞীয় উপকরণ সকল দৃষ্ট হইতেছে?" শত্রুঘ্নের সেই বাক্য শুনিয়া বাল্মীকি বলিলেন, "শত্রুঘ্ন! ইহা পূর্ব্বকালে যাহার যজ্ঞায়তন ছিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি সৌদাস নামক তোমাদিগের একজন পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন; সেই ভূপতির পুত্র বীর্য্যসহ; বীর্য্যসহ অতীব বীর্য্যবান্ ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সেই বীর সৌদাস বাল্যকাল হইতেই মৃগয়া করিতেন। একদিন তিনি মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে দুই রাক্ষস দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে তিনি তাহাদিগের কথা বারংবার শ্রবণ করিয়াছিলেন। উহারা ব্যাঘ্ররূপী ও ভীষণাকৃতি; বহুসহস্র মৃগ ভক্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইত না; রাজা সৌদাস ঐ দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন, সুবিস্তীর্ণ বন জনশূন্য হইয়াছে; অতএব অত্যন্ত কুপিত হইয়া উহাদিগের মধ্যে এক জনকে বিনষ্ট করিলেন। বিনাশ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস শান্ত ও সুস্থ হইয়া, নিহত রাক্ষসকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ রাক্ষসের সহচর অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া রাজা সৌদাসকে কহিল, 'পাপিষ্ঠ! তুই নিরপরাধে আমার সহচরের প্রাণ সংহার করিলি; অতএব তোকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।' এই কথা বলিয়া রাক্ষস সেই স্থানে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর কালক্রমে কুমার বীর্য্যসহ রাজা হইলেন। সৌদাস এই আশ্রমের নিকট সুমহৎ অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বশিষ্ঠ মুনি সেই মহাযজ্ঞ করাইতে লাগিলেন। অনেক অযুত বৎসর ধরিয়া যজ্ঞ হইতে থাকিল। অতুলৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হওয়াতে ঐ যজ্ঞ দেবযজ্ঞের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল। অনন্তর যজ্ঞের সমাধানকালে পূর্ব্বোক্ত রাক্ষস পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া বশিষ্ঠের রূপ ধারণ-পূর্ব্বক রাজা সৌদাসকে কহিল, 'রাজন্! আজ যজ্ঞাবসান-দিবস; তুমি কালবিলম্ব না করিয়া অদ্য আমাকে সত্বর সমাংস খাদ্য প্রদান কর।' ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের বাক্য শুনিয়া রাজা সৌদাস সুপটু পাচকদিগকে আদেশ করিলেন, 'যাহাতে গুরু বশিষ্ঠের তৃপ্তি জন্মে, এইরূপ ঘৃতপক্ব সামিষ সুস্বাদু অন্ন শীঘ্র প্রস্তুত কর।' রাজার আদেশ পাইয়া পাচকগণ সসম্ভ্রমে গমন করিল। অনন্তর সেই রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ-পূর্ব্বক নরমাংস-সহিত অন্নপাক করিয়া রাজাকে আনিয়া দিল। রাজা ও রাজ্ঞী ঐ অন্ন বশিষ্ঠকে ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। আহারার্থ নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে অবগত হইয়া মহামুনি বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'রাজন্! তুমি আমাকে যে ভক্ষ্য প্রদান করিয়াছ, ইহাই তোমার আহার হইবে; সে বিষয়ে আর অন্যথা হইবে না।' তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা সৌদাসও বশিষ্ঠকে শাপদানোদ্দেশে হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু মহিষী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু এবং দেবতুল্য পুরোহিত; অতএব ইঁহাকে অভিশাপ-প্রদান আপনার উচিত নয়।' মহিষীর কথা শুনিয়া মহাত্মা রাজা সৌদাস তেজোবলসমন্বিত ঐ জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ করিলেন, উহা তাঁহার চরণযুগলে পতিত হইল। তৎপ্রভাবে চরণযুগল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই অবধি সুমহাযশা নরপতি সৌদাস কল্মাষপাদ নামেও বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর সেই নরপতি পত্নী-সহ পুনঃ পুনঃ বশিষ্ঠের চরণে প্রণাম করিলেন এবং রাক্ষস ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করত যাহা করিয়াছিল, তাহাও তাঁহার নিকটে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং রাক্ষস এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে বিদিত হইয়া বশিষ্ঠ রাজাকে কহিলেন, 'রাজন্! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা কখনই বিফল হইবে না। যাহা হউক, তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, দ্বাদশবর্ষ পরে তোমার শাপবিমোচন হইবে এবং আমার অনুগ্রহে তোমার এই দ্বাদশবর্ষভুক্ত গত অবস্থা কিছুই স্মরণ থাকিবে না।' এইরূপে রিপুহন্তা রাজা সৌদাস অভিশাপ ভোগ করিয়া পরে পুনরায় রাজ্যলাভ ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন! তুমি আমাকে যে ঐ যজ্ঞভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা সেই রাজা সৌদাসের যজ্ঞভূমি।" শত্রুঘ্ন রাজাধিরাজ সৌদাসের এই ভয়ানক বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। ১-৩৯।

একোনাশীতিতম সর্গ।

সীতার পুত্রজন্ম দর্শনে শত্রুঘ্নের আনন্দ।

যে রজনীতে শত্রুঘ্ন পর্ণকুটীরমধ্যে আশ্রয় লইলেন, সেই রাত্রিতেই সীতা দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। দুই প্রহর রাত্রিসময়ে মুনিবালকগণ আসিয়া বাল্মীকিকে সীতার সুপ্রসবসম্বন্ধে শুভ সংবাদ প্রদান করিল; কহিল, "ভগবন্! রামপ্রিয়া দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, যাহাতে ভূত প্রেত তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে আপনি তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করুন।" তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়া মহাতেজা বাল্মীকি তথায় গমন করিলেন এবং বালচন্দ্রসদৃশ মহাতেজস্বী দেবপুত্রবৎ পুত্রদ্বয় দর্শন করত সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। পরে ভূত পিশাচের দৌরাত্ম্যনিবারণার্থ যথোপযুক্ত রক্ষাবিধান করিলেন। মহামুনি বাল্মীকি কুশমুষ্টি ও লব (কুশের নিম্নার্দ্ধভাগ) লইয়া বালকদিগের রক্ষাবিধান করিলেন। বৃদ্ধাদিগের হস্তে মন্ত্রপূত কুশাগ্র প্রদান-পূর্ব্বক তিনি বলিলেন, 'তোমরা ইহা দ্বারা জ্যেষ্ঠ বালকের গাত্র মার্জ্জন করিবে' এবং লব (কুশের নিম্নার্দ্ধভাগ) প্রদান করিয়া কহিলেন, 'ইহা দ্বারা কনিষ্ঠের গাত্র মার্জ্জন করিবে। এতদনুসারে পরে আমি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিব; এই নামেই ইহারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।' অনন্তর বৃদ্ধা মুনিপত্নীগণ শ্রদ্ধা সহকারে বাল্মীকির হস্ত হইতে রক্ষার উপায়ীভূত কুশ ও লব গ্রহণ এবং বালকদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। সীতা নির্ব্বিঘ্নে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছেন; বর্ষীয়সী তাপসীগণ বালকদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং রামচন্দ্রের গুণগান হইতেছে, অর্দ্ধরাত্রিতে উহা সমস্ত শ্রবণ করত বীর পর্ণশালা-

মধ্যে শত্রুঘ্ন মনে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আজ যে সীতাদেবী দুই পুত্র প্রসব করিলেন, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। সেই আনন্দেই শ্রাবণমাসের সুদীর্ঘ বর্ষারাত্রি অতি অল্পসময়মধ্যে প্রভাত হইয়া গেল রজনী প্রভাত হইলে সুমহাবীর্য্যশালী মহাযশ শত্রুঘ্ন প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট বিদায় হইয়া পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন এবং সপ্তরাত্রি অতিবাহিত করিয়া অবশষে যমুনাতীরনিবাসী পুণ্যকর্ম্মা ঋষিদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবাসগ্রহণ-পূর্ব্বক তিনি চ্যবনাদি মুনিগণের সহিত নানা মনোহর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা রঘুপ্রবীর রাজতনয় শত্রুঘ্ন ঐ রাত্রি তত্রত্য আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া চব্যন প্রভৃতি মুনিগণের সহিত নানা কথোপকথন করিয়া সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। ১-১৭।

অশীতিতম সর্গ।

লবণের শক্তিবর্ণনপ্রসঙ্গে মান্ধাতার উপাখ্যান।

অনন্তর রজনী সমাগত হইলে শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্! লবণ কিরূপ শক্তিশালী? তাহার শূলেরই বা বল কিরূপ? কোন্ কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উপস্থিত হইয়া এই শূলমুখে বিনষ্ট হইয়াছে?" মহাত্মা রঘুনন্দন শত্রুঘ্নের এই বাক্য শ্রবণে মহাতেজা চ্যবন প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে রঘুনন্দন! লবণ এই শূলের দ্বারা অসংখ্য কার্য্য করিয়াছে; তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুকুলোৎপন্ন মান্ধাতা যাহা করেন, শ্রবণ কর। অযোধ্যার পূর্ব্বতন রাজা মান্ধাতা নামে তিন লোকে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি যুবনাশ্বের পুত্র, মহাবলবান্ ও বীর্য্যবান্। রাজা মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী আপনার বশীভূত করিয়া দেবলোকজয়ে উদ্যত হইলেন। তিনি দেবলোকজয়েচ্ছায় উদ্যোগ করিতে থাকিলে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা অমরগণের সহিত অত্যন্ত ভীত হইলেন। রাজা মান্ধাতা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন যে, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ও অর্দ্ধরাজ্য অধিকার করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিব এবং সুরগণ আমার বন্দনা করিবেন। পাকশাসন ইন্দ্র তাঁহার এই দুষ্টাভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে শান্তবাক্যে কহিলেন, 'হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি মনুষ্যলোকেই প্রকৃতপক্ষে রাজা হইতে পার নাই; অতএব পৃথিবীকে সম্যক্ বশীভূত না করিয়া কিরূপে দৈবরাজ্য ইচ্ছা করিতেছ? হে বীর! যদি সমস্ত পৃথিবী তোমার বশে থাকে, তাহা হইলে সভৃত্যবলবাহনে দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হও।' ইন্দ্র এইরূপ বলিলে মান্ধাতা তাঁহাকে কহিলেন, 'হে শক্র! এই পৃথিবীতলে কোন্ ব্যক্তি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে?' ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, 'হে নিষ্পাপ! মধুপুত্র লবণ নামে মধুবননিবাসী নিশাচর তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী নহে।' ইন্দ্রের মুখে এই নিদারুণ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করত রাজা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন; কোনও কথাই বলিতে পারিলেন না। পরে ঈষৎ অধোমুখে ইন্দ্রকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান ও পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিলেন। হে শত্রুদমন! তিনি সক্রোধ-হৃদয়ে ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন-সহকারে মধুপুত্র লবণকে বশীভূত করিবার জন্য সমাগত হইলেন এবং লবণের সহিত যুদ্ধাভিলাষে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত তথায় গমন করিয়া লবণকে অনেক অপ্রিয় কথা বলিলে রাক্ষস লবণ তাহাকে ভক্ষণ করিল। ও দিকে দূতের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় রাজা মান্ধাতা ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক্ হইতে বাণ বর্ষণ করিয়া লবণ রাক্ষসকে ক্লিষ্ট করিতে লাগিলেন। লবণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য ও হস্তে শূল গ্রহণ করিয়া সানুচর রাজার বধের জন্য ঐ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। তখন ঐ শূল তেজোযুক্ত হইয়া রাজাকে ভৃত্য, বল ও বাহন সহিত ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় লবণের সহিত সমাগত হইল। মহাত্মা মান্ধাতা এইরূপে সুমহান্ বলবানের সহিত বিনষ্ট হইলেন। হে সৌম্য! শূলের বল অপ্রমেয় ও অনুত্তম। তুমি আগামী কল্য প্রভাতে লবণকে নিঃসন্দেহ বিনাশ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লবণ শূল লইতে না পারিলে তোমার বিজয় নিশ্চিত। তুমি লবণকে বধ করিলে লোক সকলের স্বস্তিলাভ হইবে। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! এই আমি দুরাত্মা লবণের ও তাহার শূলের অপ্রমেয় ভয়ানক শক্তির বিষয় সমস্তই বলিলাম। হে রাজন্! লবণ মান্ধাতাকে বিশেষ যেত্নায় বিনাশ করিয়াছিল, সহজে পারে নাই। হে মহাত্মন্! তুমি আগামী কল্য প্রভাতে লবণকে নিঃসন্দেহ বধ করিবে। সে শূল না লইয়া মাংসের জন্য বহির্গত হইবে। হে নরেন্দ্র! তৎকালে তুমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে।" ১-২৬।

একাশীতিতম সর্গ।

শত্রুঘ্নের সহিত লবণের বাগ্‌যুদ্ধ।

এইরূপে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নজয়াভিলাষে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে মহামতি শত্রুঘ্নের সেই রাত্রি শীঘ্রই প্রভাত হইল। নির্ম্মল প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে বীর লবণ আহারীয় সংগ্রহ জন্য পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। এই অবসরে বীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী উত্তীর্ণ হইয়া মধুপুরীর দ্বারদেশে ধনুর্হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর দুই প্রহরসময়ে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর লবণ বহুসহস্র প্রাণিভার বহন করিয়া আগমন পূর্ব্বক দর্শন করিল, শত্রুঘ্ন অস্ত্র-হস্তে দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহাকে বলিল, 'তুমি এই অস্ত্র দ্বারা কি করিবে? রে নরাধম! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র অস্ত্রধারীকে ভক্ষণ করিয়াছি। বুঝিলাম, তুমিও কালের বশবর্ত্তী হইয়াছ। রে নরাধম! আমার এই আহারও সম্পূর্ণ হইয়াছে। রে দুর্ম্মতে! তুমি স্বয়ং আগমন করিয়া কিরূপে অদ্য আমার মুখে প্রবেশ করিবে?" লবণ পুনঃ পুনঃ হাস্য করিয়া এই প্রকার বলিতে থাকিলে মহাবীর শত্রুঘ্ন ক্রোধে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি সেই শত্রুঘ্ন ক্রোধ-বিহ্বল হইলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে তেজোময় কিরণ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নিশাচরকে কহিলেন, "রে দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বাসনা করি। আমি মহারাজ দশরথের পুত্র, ধীমান্ রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ্ন, শত্রু সকলেরই বিনাশসাধন করিয়া থাকি, তোমার সংহারেচ্ছায় এখানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি; আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। তুমি সর্ব্বপ্রাণীর শত্রু, আমার হস্তে বাঁচিয়া যাইতে পারিবে না।" তিনি এই কথা বলিতে থাকিলে রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া সেই নরশ্রেষ্ঠকে প্রত্যুত্তর করিল, "তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। রাক্ষস রাবণ আমার মাতৃস্বস্গণের ভ্রাতা। রে দুর্ব্বুদ্ধে! রে নরাধম! রাম ভার্য্যার নিমিত্ত

তাঁহাকে বধ করিয়াছে। আমি অবজ্ঞা পুরস্কৃত করিয়া রাবণের সেই কুলক্ষয় সহ্য করিয়াছি। বিশেষতঃ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়াছি। তোমরা সকলেই নরাধম। তোমাদের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল ব্যক্তিকেই আমি তৃণের ন্যায় পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়াছি। রে দুর্ম্মতে! তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়াছে, যুদ্ধ দান করিব। যাবৎ অস্ত্র আনয়ন না করি, তাবৎ ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। যেরূপ অস্ত্রে তোমাকে বধ করিতে আমার ইচ্ছা, যতক্ষণ তাহা সজ্জিত না করিতেছি, ততক্ষণ থাক।" শত্রুঘ্ন তাহাকে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "প্রাণ থাকিতে কোথায় যাইবে? স্বয়মাগত শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়া কৃতী লোকের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শত্রুকে সময় প্রদান করে, সেই দুর্ব্বুদ্ধি কাপুরুষের ন্যায় হত হইয়া থাকে। অতএব এই জীবলোক ভাল করিয়া দেখিয়া লও। তোমাকে নানা ভীষণ অস্ত্রবলে যমপুরে প্রেরণ করিতেছি। হে রাক্ষস! তুমি পাপাত্মা ও ত্রিলোকের শত্রু।" ১-২০।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

লবণবধ।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই বাক্য শ্রবণে লবণ অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে 'থাক থাক' বলিতে লাগিল। এবং হস্তে হস্তে নিষ্পীড়ন ও দন্তসমূহের কটকটা শব্দ করিয়া রঘুশার্দ্দূল শত্রুঘ্নকে বারংবার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। দেবশত্রু-সংহারক শত্রুঘ্ন তাদৃশবাক্য-প্রয়োগ-প্রবৃত্ত ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, "তুমি যে সময়ে অন্যান্য নরপতিদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করে নাই; অতএব অদ্য তুমি বাণাভিহত হইয়া শমনসদনে গমন কর। রে পাপাত্মন্! ত্রিদশগণ অদ্য তোমাকে যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত দেখিবেন। রাক্ষস! তুমি অদ্য আমার শরসমূহে নির্দ্দগ্ধ হইয়া পতিত হইলে, পুর ও জনপদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। অদ্য আমার বাহুবিমুক্ত বজ্রনিভানন শর পদ্মমধ্যে সূর্য্যাংশুর ন্যায় তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবে।" ১-৭।

লবণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থলে এক মহাবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলে তিনিও তাহা শতধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস আপনার কার্য্য বিফল দেখিয়া পুনরায় বহুসংখ্যক পাদপ গ্রহণ করত শত্রুঘ্নের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তেজস্বী শত্রুঘ্নও নতপর্ব্ব তিন চারি শর দ্বারা একে একে সেই সকল আপতিত বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন রাক্ষসের উপর শর বর্ষণ করিতে থাকিলে সে তাহাতে ব্যথিত হইল না; প্রত্যুত সেই বীর্য্যবান্ রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বৃক্ষ উদ্যত করত তাঁহার মস্তকে প্রহার করিল। সেই প্রহারেই তিনি বিস্রস্তগাত্র হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই বীর নিপতিত হইলে ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণের তুমুল হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। তখন ভূপতিত শত্রুঘ্নকে হত মনে করিয়া নিশাচর তাঁহাকে অবজ্ঞা করত অবসর পাইলেও স্বভবনে প্রবেশ করিল না; অধিকন্তু তাঁহাকে হত ও ভূপতিত দেখিয়া শূলও গ্রহণ করিল না। অনন্তর তিনি হত হইয়াছেন জানিয়া সংগৃহীত ভক্ষ্য সকল বহন করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনরায় আয়ুধহস্তে পুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে ঋষিগণ তাঁহার প্রসংশা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দিব্য অমোঘ উৎকৃষ্ট শর গ্রহণ করিলে ঐ শর স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া দশদিক্ পরিপূরিত করিল। উহার মুখ বজ্র-সদৃশ ও বেগ বজ্রের ন্যায় গুরুতর এবং দৃপ্ত মেরু ও মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায়; উহার পর্ব্ব সকল নত। উহার গাত্র রুধিররূপ রক্তচন্দনে লিপ্ত এবং উহার পত্র সকল পরম সুন্দর। দানবেন্দ্র অচলেন্দ্র ও অসুরগণের দারুণ ভয়ঙ্কর ঐ শর দর্শন করিয়া প্রাণিগণ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অধিক কি, সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও অপ্সরোগণ-সহিত জগতের সমস্ত প্রাণীই অস্বস্থ হইয়া পিতামহের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সেই দেবদেবেশ বরদাতা প্রপিতামহকে বলিলেন, "দেবগণের ভয়, সংমোহ ও সমস্ত লোকের ক্ষয়দশা উপস্থিত হইয়াছে।" লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদের কথা শুনিয়া কহিলেন, "ইহা ভয়ের কারণ হইলেও দেবগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর নহে।" অনন্তর তিনি মধুরবাক্যে কহিলেন, "দেবগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর। শত্রুঘ্ন যুদ্ধে লবণকে বধ করিবার নিমিত্তই এই শর ধারণ করিয়াছেন। হে সুরসত্তমগণ! তাহারই তেজে আমরা সকলেই বিমূঢ় হইয়াছি। এই তেজোময় সনাতন শর আদিদেব লোককর্ত্তা বিষ্ণুর বিনির্ম্মিত। হে বৎসগণ! যে তেজোময় শর দেখিয়া তোমাদের ভয় হইয়াছে, মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যকে সংহার করিবার জন্য মহামতি বিষ্ণু এই মহাশরের সৃজন করেন এবং একমাত্র বিষ্ণুই এই তেজোময় শর অবগত আছেন। এই শত্রুঘ্ন মহামতি বিষ্ণুর পূর্ব্বদেহ; অতএব তোমরা এখান হইতে গমন করিয়া দর্শন কর যে, রামানুজ বীর মহাত্মা শত্রুঘ্ন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে সংহার করিতেছেন।" দেবদেব পিতামহের এই কথা শুনিয়া সুরগণ সকলে শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন এবং দেখিলেন, শত্রুঘ্নের করধৃত দিব্যমূর্ত্তি ঐ শর যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছে। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন আকাশমণ্ডল দেবগণে আবৃত দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করত বারংবার লবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লবণ পুনরায় মহাত্মা শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক আহূত ও ক্রোধ-সংযুক্ত হইয়া যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত হইল। ৮-৩২।

তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুঘ্ন স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া লবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণ তদীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া সত্বর রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। দেবপূজিত ঐ দিব্য শর রসাতলে গমন করিয়া পুনরায় অবিলম্বে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনের সমীপস্থ হইল। নিশাচর লবণ তদীয় শরে বিদীর্ণ হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। রাক্ষস নিহত হইলে সেই দিব্য মহাশূল সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই রুদ্রের বশবর্ত্তী হইল। উত্তম শরচাপধারী রঘুপ্রবীর লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন একমাত্র শরপাতে ত্রিলোকের ভয় তিরোহিত করিয়া অন্ধকার নিবারণ-পূর্ব্বক সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। তখন দেবগণ, ঋষিগণ, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ, সকলেই শত্রুঘ্নের প্রশংসা করত বলিতে লাগিলেন, 'হে দশরথনন্দন! তুমি যে ভয়ত্যাগ করিয়া জয়লাভ করিলে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় এবং সর্পের ন্যায় লবণ রাক্ষসও প্রশান্ত হইয়াছে।' ৩৩-৩৯।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

মথুরারাজ্যস্থাপন ও শাসন।

লবণ নিহত হইলে অগ্নি ও ইন্দ্রপুরোগম দেবগণ শত্রুঘ্নকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন, "বৎস! সৌভাগ্য বশতঃ তুমি লবণ রাক্ষসকে নিহত করিয়া জয়লাভ করিলে। অতএব হে পুরুষশার্দ্দূল সুব্রত! একণে বর গ্রহণ কর। হে মহাবাহো! সমুদয় বরদাতাগণ সমাগত হইয়াছেন; ইঁহারা সকলেই তোমার বিজয়াকাঙ্ক্ষী। আমাদের দর্শন কখনও বিফল হয় না।" প্রয়তাত্মবান্ মহাবাহু শত্রুঘ্ন দেবগণের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি-পূর্ব্বক কহিলেন, "এই মনোহারিণী রমণীয়া দেবনির্ম্মিত মধুপুরী অবিলম্বেই রাজধানী হউক, ইহাই আমার একমাত্র উৎকৃষ্ট বর।" ১-৫।

দেবগণ প্রীতচিত্তে রঘুনন্দনকে কহিলেন, "তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে এবং এই পুরী শূরসেনা নামে রমণীয় রাজধানী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" মহাত্মা দেবগণ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্গে আরোহণ করিলে মহাত্মা শত্রুঘ্নও সেই গঙ্গাতীরস্থিত সৈন্যদিগকে তথায় আনয়ন করিলেন। সেনারা শত্রুঘ্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সমাগত হইলে শত্রুঘ্নও শ্রাবণ মাসে নিবেশস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শূরসেনাগণের নিবিষ্ট অকুতোভয় দেশরূপে সেই দিব্য দর্শনীয় নগরী দ্বাদশবর্ষে সংস্থাপিত হইল। ঐ প্রদেশের ক্ষেত্র সকল শস্যযুক্ত হইল, ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তত্রত্য পুরুষমাত্রেই শত্রুঘ্নের ভুজবলে সুরক্ষিত হইয়া বীর্য্যবান্ ও রোগশূন্য হইল। যমুনাতীরশোভিত ঐ পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং নগর-প্রাঙ্গণ, আপণ, বীথিকা ও উৎকৃষ্ট গৃহ সমূহে বিরাজিত, চাতুর্ব্বর্ণীয় ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ ও নানাবিধ বাণিজ্যবস্তু দ্বারা সুশোভিত হইল। পূর্ব্বে লবণ যে বিশাল ভবন সুধাধবলিত ও নানাবিধ চিত্রকার্য্যে সুশোভিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল, একণে শত্রুঘ্ন সেই আলয় সকলের সৌন্দর্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতানুজ শত্রুঘ্ন ঐ নগরীর স্থানে স্থানে বিবিধ উত্তম উপবন, বিহারক্ষেত্র, দেবায়তন, বিবিধ বাণিজ্য বস্তু এবং নানাদেশ হইতে সমাগত বণিক্ এই সকলে সুশোভিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন দর্শনে লব্ধমনোরথ ও পরম প্রীত হইয়া নিরতিশয় হর্ষ লাভ করিলেন। এইরূপে মনোহারিণী পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, দ্বাদশ বর্ষ সমাগত হইয়াছে। অধুনা শ্রীরামের শ্রীচরণযুগল দর্শন করিব। অনন্তর রঘুকুলবর্দ্ধন নরপতি শত্রুঘ্ন নানা জনগণে পরিবৃত অমরপুরসদৃশী সেই পুরী নিবেশিত করিয়া রামচন্দ্রের চরণ-দর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ৬-১৭।

চতুরশীতিতম সর্গ।

বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের রামচরিত শ্রবণ।

অনন্তর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে শত্রুঘ্ন অত্যল্প ভৃত্য, সেনা ও অনুযায়িগণ-সহ রামরক্ষিত অযোধ্যায় গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে বিনিবৃত্ত করিয়া একশত রথ ও অশ্বপ্রধান সেনাসমভিব্যাহারে প্রস্থিত হইলেন। মহাযশা রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন পথমধ্যে সপ্তাষ্ট অবস্থিতিস্থান গণনা করত বাল্মীকির আশ্রমপদে আসিয়া বাস করিলেন। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন মুনিবরের পাদযুগল-বন্দনানন্তর তদীয় হস্ত হইতে পাদ্য অর্ঘ ও আতিথ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। মহামুনি বাল্মীকি মহাত্মা শত্রুঘ্নকে বহুবিধ সুমধুর কথা বলিলেন। তিনি প্রথমতঃ রাবণের বধ-বিবরণ উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "তুমি লবণকে সংহার করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। হে সৌম্য! হে মহাবাহো! লবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত কত শত মহাবল ভূপালগণকে সবলবাহনে নিহত করিয়াছে। হে পুরুষর্ষভ! তুমি সেই পাপাত্মা রাক্ষস লবণকে অবলীলাক্রমে বধ করিলে। তোমার তেজঃপ্রভাবে সমস্ত জগৎ নির্ভয় হইল। রামচন্দ্র অনেক যত্নে রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন; কিন্তু তুমি বিনাযত্নেই এই মহৎ কার্য্যসাধন করিলে। লবণ নিহত হওয়ায় দেবগণও পরম প্রীত হইয়াছেন। অধিক কি, প্রাণীমাত্রের ও সমস্ত জগতের প্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব! আমি বাসবের সভায় উপবিষ্ট হইয়া তোমাদের সেই সংগ্রাম যথাবৎ দর্শন করিয়াছি। হে শত্রুঘ্ন! আমারও অন্তঃকরণে সাতিশয় প্রীতি সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিব; কারণ, এই প্রকার আঘ্রাণ করাই স্নেহের চূড়ান্ত নিদর্শন।" ১-১২।

এই বলিয়া মহামতি বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করত তাঁহার ও তদীয় অনুচরবর্গের আতিথ্যবিধান করিলেন। নরবর শত্রুঘ্ন ভোজনান্তে গীতমাধুর্য্যময় মনোহর রামচরিত শ্রবণ করিলেন। রাম পূর্ব্বে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপে ঐ চরিত রচিত হইয়াছে। ঐ চরিত সংস্কৃত, লক্ষণান্বিত, তন্ত্রীলয়সমাযুক্ত, উর,কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থান হইতে উচ্চারিত, সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণে অলঙ্কৃত এবং গানোচিত তালশব্দসম্পন্ন। পুরুষশার্দ্দূল শত্রুঘ্ন আনুপূর্ব্বক্রমে সত্যার্থবিশিষ্ট যথাবৃত্ত ঐ সকল অক্ষরঘটিত বাক্য শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া হর্ষবশতঃ তাঁহার সংজ্ঞালোপ ও লোচনযুগল বাষ্পাকুল হইল। তিনি মুহূর্ত্তকাল জ্ঞানহীন হইয়া পশ্চাৎ সংজ্ঞালাভ করত বিস্ময়াতিশয্য প্রযুক্ত বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গীতে অতীত ঘটনা সকল যেন বর্ত্তমানের ন্যায় শ্রবণ করিলেন। তাঁহার পদানুগত ব্যক্তি সকল এই গীতিসমূহ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে ও দুঃখিতচিত্তে বলিতে লাগিল, 'আশ্চর্য্য!' শত্রুঘ্নের সৈনিকপুরুষগণও এই বলিয়া পরস্পর সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইল, "কি এ! আমরা কোথায় রহিয়াছি! ইহা কি স্বপ্ন-দর্শন! পূর্ব্বে যে বিষয় কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই, আশ্রমপদে আসিয়া তাহাই শুনিতেছি। কি আশ্চর্য্য! স্বপ্নেই এইরূপ অনুত্তম গীতবন্ধ শুনিতে পাওয়া যায়।' এইরূপে তাহারা অতিশয় বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে বলিতে লাগিল, "হে নরবর! আপনি মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে এ বিষয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করুন।" তাহারা কৌতুহলাক্রান্ত হওয়ায় শত্রুঘ্ন তাহাদিগকে কহিলেন, "হে সৈনিকগণ! এই প্রকার জিজ্ঞাসা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। এই মুনির আশ্রমে এই প্রকার অনেক আশ্চর্য্য বিষয় আছে।" অতএব কৌতুহলবশতঃ ইঁহাকে এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত নহে।" রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এই প্রকার কহিয়া মহর্ষিকে অভিবাদনানন্তর স্বীয় নিবেশে প্রস্থান করিলেন। ১৩-২৪।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

শত্রুঘ্নের অযোধ্যায় গমন ও সাত রাত্রি বাসান্তে
পুনরায় মথুরায় প্রস্থান।

অনন্তর শত্রুঘ্ন শয়ন করিয়া নানাবিষয়ক অদ্ভুতম রামচরিত্রগীত চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার আর নিদ্রাবেশ হইল না। প্রত্যুত ঐ গীতের তন্ত্রীলয়সমন্বিত সুমধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে মহামতি শত্রুঘ্নের সেই রাত্রি শীঘ্র অতিবাহিত হইয়া গেল। রজনী প্রভাত হইলে তিনি পৌর্ব্বাহ্ণিক ক্রিয়া-সম্পাদনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিবর বাল্মীকিকে কহিলেন, "ভগবন্! রঘুকুলের আনন্দবর্দ্ধন রামকে দেখিবার অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি এই সকল শংসিতব্রত ঋষিগণের সহিত আমাকে এ বিষয়ে অনুজ্ঞা করেন, ইহাই আমার অভিলাষ।" শত্রুসূদন শত্রুঘ্ন এইরূপ কহিলে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। তিনি রাম-দর্শনে উৎসুক হইয়াছিলেন, সুতরাং মুনিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া সত্বর অযোধ্যায় গমন করিলেন। ১-৬।

অনন্তর শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন শত্রুঘ্ন রমণীয় অযোধ্যাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া যেখানে মহাবাহু মহাদ্যুতি রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রনিভানন রাম অমর মধ্যস্থিত অমরেন্দ্রের ন্যায় মন্ত্রিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তেজে জ্বলিতেছেন। শত্রুঘ্ন সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমস্তই সম্পাদন করিয়াছি এবং সেই পাপমতি লবণকে নিহত ও তদীয় পুরী প্রজাপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। হে রঘুনন্দন! গত দ্বাদশ বৎসর আপনা ব্যতীত অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু আপনা বিনা আর বাস করিতে আমার ইচ্ছা নাই; অতএব হে অমিতবিক্রম কাকুৎস্থ! আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। আমি আপনার বিরহে মাতৃহীন বৎসের ন্যায় চিরকাল প্রবাসে থাকিতে পারিব না।" ৭-১২।

তিনি এইরূপ কহিলে রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হে শূর! বিষণ্ণ হইও না। ইহা ক্ষত্রোচিত কার্য্য নহে। হে রাঘব! রাজারা প্রবাসে অবসন্ন হয়েন না। হে রঘুনন্দন! ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। হে বীর নরবর! তুমি সময়ে সময়ে আমাকে দেখিবার নিমিত্ত অযোধ্যায় আগমন ও পুনরায় স্বীয় পুরে প্রতিগমন করিও। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজ্য পরিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কাকুৎস্থ! আপাততঃ তুমি সাত রাত্রি আমার সহিত বাস কর। পরে সভৃত্যবলবাহনে স্বীয় পুরীতে গমন করিবে।" রামের এই ধর্ম্মযুক্ত মনোহর বাক্য শুনিয়া শত্রুঘ্ন দীনভাবে কহিলেন, 'যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে।' অনন্তর সুধন্বী শত্রুঘ্ন রামের আদেশানুসারে সপ্ত রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া পুনরায় গমনের উদ্যোগ করিলেন। অনন্তর সত্যপরাক্রম শত্রুঘ্ন মহাত্মা রাম, ভরত ও লক্ষ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া মহারথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর মথুরাপুরীতে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ ও ভরত উভয়ে পাদচারে কিয়দ্দূর অনুগমন করিলেন। ১৩-২১।

ষড়শীতিতম সর্গ।

মৃতপুত্র সহ এক ব্রাহ্মণের রামসমীপে আগমন।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে বিদায় দিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে সুখে প্রজাপালন করত সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে জনপদবাসী কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত এক বালক লইয়া রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণপুত্র স্নেহকাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে বারংবার 'হা পুত্র।' বলিয়া নানাবিধ বিলাপবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আমি জন্মান্তরে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, আমাকে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইল! বৎস! তোমার বয়ঃক্রম এখনও চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, আমার দুঃখের নিমিত্ত অকালে কালপ্রাপ্ত হইলে। হা পুত্র! আমি ও তোমার জননী তোমার শোকে অল্পদিনমধ্যেই নিধন প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই। আমি যে কখনও মিথ্যা বলিয়াছি কি কখনও প্রাণিহিংসা অথবা কখনও কোনও পাপাচরণ করিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হইতেছে না। অতএব কোনও দুষ্কৃত কার্য্য দ্বারা আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়াই যমালয়ে গমন করিল? রামরাজ্য ভিন্ন কুত্রাপি আমি পূর্ব্বে কখনও এ প্রকার অপ্রাপ্ত-কাল বালকের ঘোরদর্শন মৃত্যুঘটনা দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। রামের কোনও মহৎ দুষ্কৃতি আছে, সন্দেহ নাই; সেই জন্যই তদীয় অধিকারে বালকগণের অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। অন্যের অধিকারে বালকগণের এ প্রকার মৃত্যুভয় নাই; অতএব রাজন্! এই মৃত বালকের জীবন দান কর। নতুবা পত্নীর সহিত এই রাজদ্বারেই প্রাণত্যাগ করিব। হে রাম! তুমি ব্রহ্মহত্যা-পাপ গ্রহণ করিয়া সুখী এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হও। হে মহাবল! তোমার এই রাজ্যে এতাবৎকাল আমরা সুখে বাস করিয়াছি। অধুনা রাম! তোমারই বশীভূত হইয়া আমাদের এই বালকমরণদুঃখ ভোগ করিতে হইল। আমরা কালের বশীভূত হইলাম; সুতরাং তোমার রাজ্যে আর আমাদের স্বল্পমাত্রও সুখ নাই। সম্প্রতি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের অধিকৃত রাজ্য রামকে নাথ পাইয়া নিশ্চয়ই অনাথ হইল; যে হেতু, রামের অধিকারে বালকের মৃত্যু সংঘটিত হইল। বিশেষতঃ প্রজাগণ রাজার দোষে অবিধিপূর্ব্বক পালিত হইয়া বিপদাপন্ন হয় এবং রাজা অসদাচারী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন না করিলে লোকের অকালমৃত্যু হইয়া থাকে। অথবা নগর বা জনপদমধ্যে লোকে যে সকল অনুচিত কার্য্য করে, রাজা-কর্ত্তৃক তাহা নিবারিত না হইলে অকালে ভয় উপস্থিত হয়; অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, পুরে ও জনপদে ঐরূপে রাজদোষ উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; সেই জন্যই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে।" সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শোকসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বহুবিধ বিলাপবাক্যে বারংবার রাজাকে অনুযোগ করত মৃত পুত্রকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। ১-১৯।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

নারদ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-পুত্রের মৃত্যুর হেতু নির্দ্দেশ।

রামচন্দ্র ঐ ব্রাহ্মণের তাদৃশ দুঃখশোকসমন্বিত করুণ-ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেব, ভ্রাতৃগণ, পৌর ও অমাত্য-

গণ সকলকে আহ্বান করিলেন। তখন বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে আট জন ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হইয়া দেবসদৃশ রাজা রামচন্দ্রকে 'আপনার জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই আট জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ ইঁহারা সকলেই আসনে উপবিষ্ট হইলে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ সকল সমাগত মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন। ফলতঃ তিনি অমাত্যগণ, পৌরগণ ও ঋষিগণ সকলেরই প্রতি যথাযোগ্য শিষ্টাচার-বিধান করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত দীপ্ততেজা ঋষিগণ উপবেশন করিলে রামচন্দ্র তাঁহাদের সমক্ষে সেই ব্রাহ্মণের বাক্য যথাযথ বর্ণন করিয়া কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণ রাজদ্বার উপরোধ করিয়া আছেন" দীনভাবাপন্ন রাজার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয় নারদ ঋষিগণের সন্নিধানে স্বয়ং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "রাজন্! যে কারণে বালকের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। হে রঘুনন্দন! শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, প্রতিবিধান করুন। রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপোনুষ্ঠান করিতেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য কোন জাতিই তপস্বী ছিল না। এইরূপে ব্রাহ্মণ বর্ণপ্রধান, তপঃপ্রদীপ, অবিদ্যাবিরহিত সেই সত্যযুগে সকলেই মরণরহিত ও ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। অনন্তর সত্যযুগের অবসানে মানবগণের ব্রাহ্মণত্ব-বুদ্ধি শিথিল হইলে ত্রেতাযুগ আবির্ভূত হইল। এই ত্রেতাযুগে পূর্ব্বসঞ্চিত তপোবল-সমন্বিত ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করিলেন। ত্রেতাযুগে যে সকল তপোনিষ্ঠ মানব সমুৎপন্ন হয়েন, তাঁহারা পূর্ব্বজাত সত্যযুগে ইহা অপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান্ ও তপঃপরায়ণ ছিলেন। সত্যযুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরা প্রধান। কিন্তু ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণই সমবীর্য্যসম্পন্ন হয়েন। এইরূপে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিশেষ আধিক্য দেখিতে না পাইয়া মনু প্রভৃতি তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ চাতুর্ব্বর্ণসম্মত বর্ণাচারভেদস্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এইরূপে ত্রেতাযুগ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিরত যাগাদি-ধর্ম্মবহুল পাপপরম্পরা-বিরহিত ছিল; কিন্তু অধর্ম্ম কর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে আক্রান্ত হওয়ায় পৃথিবীতলে একপাদ অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইল এবং লোকে অধার্ম্মিক হওয়াতে হীনতেজ হইয়া পড়িল। পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের যে গৃহক্ষেত্রাদি ছিল, ত্রেতাযুগে মানবদিগের তজ্জন্য পরস্পর রজোমূলক দ্বেষের সঞ্চার হইল। পৃথিবীতে ত্রেতায় অধর্ম্মের যে পাদ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা মলস্বরূপ অনৃত-দ্বেষ প্রাদুর্ভূত হইল। অধর্ম্ম অনৃত-দ্বেষ একপাদ বিক্ষেপ করিলে সেই দুষ্কৃতিবশতঃ লোকের আয়ু পরিমিত হইয়া উঠিল। অধর্ম্ম কর্ত্তৃক পৃথিবীতে অনৃত পতিত হইলে লোকে তন্নিবন্ধন আয়ুক্ষয় পরিহার করিবার জন্য সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া বিবিধ শুভকার্য্যের আচরণ করিতে লাগিল। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা তপস্যায় প্রবৃত্ত এবং বৈশ্য ও শূদ্রেরা তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-সেবাই বৈশ্য ও শূদ্রের পরম স্বধর্ম্ম ছিল; বিশেষতঃ শূদ্রের পক্ষে সকল বর্ণের পূজাই পরম ধর্ম্ম। হে নৃপসত্তম! ত্রেতাযুগের অবসানে বৈশ্য ও শূদ্রগণ অনৃতরূপ অধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তৎসঙ্গে ন্যূনতা প্রাপ্ত হইলেন। তখন অধর্ম্মের দ্বিতীয়পাদ পৃথিবীতে অবতারিত হইলে দ্বাপরযুগ প্রবর্ত্তিত হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের পাদদ্বয় ক্ষয় হওয়ায় অধর্ম্ম ও অনৃত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই দ্বাপরসংখ্যাত যুগে বৈশ্যগণ তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তিন যুগে তিন বর্ণ যথাক্রমে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তপোরূপ ধর্ম্ম যুগে যুগে তিন বর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু হে নরর্ষভ! এই তিন যুগে শূদ্র তপোধর্ম্মে অধিকারী ছিল না। হে নরবর! হীনবর্ণ শূদ্র আপনার রাজ্যে সুমহৎ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কলিযুগে শূদ্রযোনিতে তপশ্চর্য্যা প্রবর্ত্তিত হইবে। রাজন্! দ্বাপরযুগেও শূদ্রের তপস্যা করা পরম অধর্ম্ম। ত্রেতাযুগের কথা আর কি বলিব? কিন্তু রাজন্! কোনও শূদ্র দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই ত্রেতাযুগে তোমার অধিকারমধ্যে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, সেই জন্যই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে। যে দুর্ম্মতি মানব রাজার যে রাজ্যে অধর্ম্ম ও অকার্য্য করে, সেই রাজ্যে অলক্ষ্মী প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাজা ও অধর্ম্মচারী উভয়েই সত্বর নরকে গমন করেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করেন, তিনি প্রজাগণের অধ্যয়ন, তপস্যা ও সুকৃতির ষষ্ঠাংশ লাভ করিয়া থাকেন। যখন রাজা সমুদায়ের ষষ্ঠাংশভাগী হন, তখন তিনি কেন না সর্ব্বতোভাবে প্রজা রক্ষা করিবেন? অতএব হে পুরুষসিংহ! আপনি আপনার রাজ্যে অনুসন্ধান লউন। যেখানে দুষ্কার্য্য দেখিবেন, সেইখানেই তদ্গতমনে যত্নবান্ হইবেন। হে নরবর! তাহা হইলে প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মবৃদ্ধি, আয়ুলাভ এবং এই বালকেরও জীবনলাভ হইবে।" ১-৩৩।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

শূদ্রতপস্বীর সহিত রামের সাক্ষাৎ।

দেবর্ষি নারদের অমৃতপূর্ণ বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক রামচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সৌম্য! তুমি দ্বিজশ্রেষ্ঠকে আশ্বাসিত কর এবং বালকের মৃত শরীর তৈলদ্রোণীতে স্থাপন করাও। বিবিধ সুগন্ধি তৈল দ্বারা উহার মৃতদেহ রক্ষা করিবে, যেন কোনমতে নষ্ট না হয়। মৃতদেহের বিকৃতি বা সন্ধি-বন্ধন শিথিল কি কেশপতনাদিও যেন না হয়।" ১-৩৩।

ককুৎস্থনন্দন মহাযশা রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়া মনে মনে বিমানকে স্মরণ করত তাহাকে সত্বর আসিতে কহিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া স্বর্ণবিভূষিত বিমান মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার সমীপস্থ হইল এবং প্রণত হইয়া কহিল, "হে মহাবাহো! আপনার বশীভূত রথ এই উপস্থিত হইয়াছে।" পুষ্পকের মধুর-বাক্য শুনিয়া রাজা রামচন্দ্র মহর্ষিদিগকে প্রণাম করিয়া প্রদীপ্ত শরাসন, তূণীর ও খড়্গ ধারণ করত বিমানে আরূঢ় হইলেন এবং ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষায় নিযুক্ত রাখিলেন। রাঘব ইতস্ততঃ সেই শূদ্রতপস্বীর অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তথায় দেখিতে না পাইয়া সত্বর হিমালয়-পরিবৃত উত্তরদিকে গমন করিলেন; কিন্তু সেই স্থানেও সেই শূদ্রতপস্বীকে দেখিতে পাইলেন না। সে দিকে অল্পমাত্র অধর্ম্মও দৃষ্ট হইল না। অনন্তর রাজা সেই দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সমগ্র পূর্ব্বদিক্ পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি পুষ্পকরথে অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিক্ দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ; উহাতে পাপের লেশমাত্রও নাই। পূর্ব্বদিক্ হইতে রাঘব দক্ষিণদিকে গমন করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে শৈবলপর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এক মহৎ সরোবর সন্দর্শন করিলেন। ঐ সরোবর-তীরে এক তপস্বী ঊর্দ্ধ-

পাদে এবং অধোমুখে লম্বমান হইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। তখন রামচন্দ্র তাঁহার নিকটে গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুব্রত! আপনি ধন্য! হে মহাতেজস্বিন্ তপোবৃদ্ধ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আমি কৌতূহলবশতই এই প্রশ্ন করিতেছি; আমি রাজা দশরথের পুত্র, আমার নাম রাম। আপনি কোন্ কামনায় ঈদৃশ দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন? স্বর্গ না অন্য কোনও বর আপনার প্রার্থনীয়? তাপস! আপনি যে অভিপ্রায়ে তপস্যা করিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি কি ব্রাহ্মণ, না সুদুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়, না তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য, না শূদ্র? সত্য করিয়া বলুন, আপনার মঙ্গল হইবে।" অধোমুখস্থিত তাপস পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিজ জাতির পরিচয় দিয়া যে জন্য তপস্যা করিতেছেন, তাহাও বলিলেন। ৪ ১৯।

ঊননবতিতম সর্গ।

শূদ্র তপস্বী শম্বূকের শিরশ্ছেদ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোমুখে থাকিয়াই তাপস কহিলেন, "হে মহাযশস্বিন্ রামচন্দ্র! আমি শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি এবং সশরীরে দেবতা হইতে প্রার্থনীয় এই কঠোর তপস্যা করিতেছি। কাকুৎস্থ! আমি যখন দেবলোকজয়াভিলাষী, তখন মিথ্যা বলিব না; আমি শূদ্র, আমার নাম শম্বূক।" শূদ্র তাপস এই কথা কহিবামাত্র রামচন্দ্র কোষ হইতে রুচিরকান্তি বিমল খড়্গ নিষ্কাশিত করত তাপসের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সাধুবাদ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করত রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবগণ অতীব প্রীত হইয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, "হে মহামতে! তুমি এই সুরকার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছ। হে অরিসূদন! এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে রঘুনন্দন! আজ ত্বৎকৃত বিনাশ-নিবন্ধন এই শূদ্র স্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হইল।" দেবগণের কথা শুনিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া সহস্রনয়ন পুরন্দরকে কহিলেন, "যদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রার্থনা করি, সেই দ্বিজপুত্র পুনর্জ্জীবিত হউক। আপনারা আমাকে এই বর প্রদান করুন; ইহা আমার পরম অভিলষিত। আমারই অপচার-নিবন্ধন ব্রাহ্মণের সেই একমাত্র বালক পুত্র অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে। আপনারা তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করুন। 'আপনার পুত্রকে জীবিত করিব' বলিয়া আমি দ্বিজবরের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; অতএব আমাকে মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ করিবেন না।" ১-১২।

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রীতিসহকারে কহিলেন, "কাকুৎস্থ! তুমি প্রতিগমন কর। ব্রাহ্মণ-বালক এখনই জীবন লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পিতৃমাতৃ প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাঘব! শূদ্র নিহত হইবামাত্রই সেই বালক পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়াছে। তুমি সুস্থ হও। তোমার মঙ্গল হউক। হে নরপুঙ্গব! আমরাও প্রীতচিত্তে প্রস্থান করি। রাঘব! আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম দর্শন করিতে বাসনা করিতেছি। সেই মহাদ্যুতি ব্রহ্মর্ষি দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল জলমধ্যে বাস করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে। কাকুৎস্থ! অধুনা আমরা সেই মুনিকে অভিনন্দন করিবার জন্য গমন করিব। তুমিও সেই মহর্ষিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন কর।" তখন রঘুনন্দন দেবগণের বাক্যে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বর্ণভূষিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবগণ বিস্তীর্ণ বিমানসমূহে আরোহণ করত কুম্ভযোনি অগস্ত্যের তপোবনে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। অনন্তর দেবগণকে সমাগত দর্শন করিয়া ধর্ম্মাত্মা তপোনিধি অগস্ত্য সবিশেষ সকলেরই পূজা করিলেন। অমরগণ তাঁহার পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই মহামুনির প্রতিপূজা করত স্ব স্ব অনুচরসহ হৃষ্টচিত্তে সুরপুরে গমন করিলেন। দেবগণ গমন করিলে পর রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন এবং অভিবাদনান্তে যথোচিত আতিথ্য লাভ করত উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা তাপসপ্রবর কুম্ভযোনি কহিলেন, "রাঘব! তোমার আগমনে আমি পরম প্রীত হইলাম। সৌভাগ্যবশেই আজ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম! তুমি বিবিধ গুণান্বিত বলিয়া আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। রাজন্! তুমি আমার পূজনীয় অতিথি। আমি তোমার কথাই মনে করিতেছিলাম। দেবগণ বলিয়া গেলেন, তুমি শূদ্রতাপসকে হনন করিয়া আগমন করিতেছ। তুমি ধর্ম্মরক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে জীবনদান করিয়াছ। রাঘব! অদ্য রাত্রি তুমি এই স্থানে আমার নিকট অবস্থান কর। তুমিই শ্রীমান্ নারায়ণ। তোমাতে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি সর্ব্বভূতের প্রভু, তুমিই সনাতন পুরুষ। কল্য প্রভাতে তুমি পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া নিজ নগরী গমন করিবে। হে সৌম্য! এই আভরণ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার গঠন সুন্দর; স্বীয় প্রভায় দীপ্তিমান্ হইয়া আছে। কাকুৎস্থ! তুমি এই আভরণ গ্রহণ করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। কথিত আছে, কোন উত্তম দ্রব্য অন্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়া যদি ইষ্টদেবতাদিগকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আভরণ ধারণ করিতে তুমিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। মহাফল দান করিতে তোমারই ক্ষমতা আছে। তুমিই ইন্দ্রাদি দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাক। অতএব আমি যথাবিধানে তোমাকে এই আভরণ প্রদান করিতেছি। রাজন্! তুমি ইহা গ্রহণ কর।" ১৩-৩২।

অনন্তর ধীমান্‌প্রবর রঘুনন্দন মহাবীর রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মবিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের পক্ষেই শোভা পায়; ক্ষত্রিয় কি করিয়া প্রতিগ্রহ করিতে পারে? প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি; ক্ষত্রিয়ের উহা নিন্দার কারণ। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করা সমূহ দোষজনক; অতএব আপনি বলুন, আমি কি প্রকারে এই অলঙ্কার প্রতিগ্রহ করিতে পারি?' রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর করিলেন, "হে দশরথাত্মজ রাম! সত্যযুগের আদিতে মনুষ্যদিগের রাজা ছিল না; কিন্তু বাসব দেবগণের রাজা ছিলেন। অতএব মনুষ্যেরা রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত দেবদেব ব্রহ্মার নিকট সমাগত হইল এবং কহিল, 'দেব! আপনি ইন্দ্রকে দেবগণের রাজপদে স্থাপিত করিয়াছেন; অতএব প্রজানাথ! আমাদিগকেও একজন রাজা প্রদান করুন; তিনি মনুষ্যমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন; আমরা তাঁহার পূজা দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইব।

রাজা ভিন্ন আমরা কদাপি অবস্থান করিব না, ইহা আমাদের স্থির-সঙ্কল্প।' পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'তোমরা স্ব স্ব তেজোভাগ প্রদান কর।' তখন দেবতাসকল স্ব স্ব তেজের অংশ দান করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা ক্ষুপ অর্থাৎ শব্দ করিলেন; তাহাতে ক্ষুপ নামক রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা তদীয় শরীরে দেবতাদিগের তেজের অংশ সমানভাগে যোজনা করিলেন। তাহার পর তিনি ক্ষুপকে মনুষ্যদিগের প্রধান ও রাজা করিয়া দিলেন। রাজা ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশ দ্বারা পৃথিবীকে বশে আনিলেন; বরুণের অংশ দ্বারা স্বীয় শরীরের পুষ্টিসাধন করিলেন; কুবেরের অংশ দ্বারা প্রজাবর্গকে ধনদান করিলেন এবং যমের অংশ দ্বারা প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন। রাম! তুমি সেই ইন্দ্রের অংশে এই অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তি প্রদান কর।" মুনির কথা শুনিয়া রাম তাঁহার নিকট হইতে দীপ্তিমান্ অর্কপ্রভ সমুজ্জ্বল দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন। সেই অনুত্তম আভরণ গ্রহণ করিয়া দাশরথি মহর্ষি কুম্ভ-যোনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সুগঠন আশ্চর্য্যজনক দিব্য আভরণ আপনি কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছেন? কে আপনাকে ইহা প্রদান করিয়াছিল? ব্রহ্মন্! আমি কৌতূহল-পরবশ হইয়া আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি; আপনি বিবিধ পরমাশ্চর্য্যের নিধিস্বরূপ।" রামচন্দ্র এই কথা কহিলে অগস্ত্য উত্তর করিলেন, "রাম! আমি পূর্ব্বতন ত্রেতাযুগে এই অলঙ্কার যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৩-৩৬।

নবতিতম সর্গ।

অগস্ত্য কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৃত্তান্তবর্ণন।

হে রামচন্দ্র! ত্রেতাযুগে প্রাণিশূন্য মনুষ্যবর্জ্জিত শত-যোজন-বিস্তৃত এক বিশাল অরণ্য ছিল। আমি সেই স্থানে তপস্যা করিতাম। এক-দিন আমি উহার সর্ব্বদেশে উত্তমরূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম, ঐ অরণ্য যে কতদূর সুখপ্রদ, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সর্ব্বস্থানেই নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলমূল ও বিবিধ বৃক্ষসমূহ প্রচুররূপে উৎপন্ন হইয়া আছে। ঐ অরণ্যের মধ্যভাগে আমি যোজনবিস্তৃত এ সরোবর দেখিতে পাইলাম। উহার অতলস্পর্শ সুস্থির বিমল সুস্বাদু জলে শৈবালমাত্র নাই; পদ্ম ও উৎপলের বন হইয়া আছে এবং হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক প্রভৃতি নানাজাতি জলচর পক্ষী পালে পালে বিচরণ করিতেছে। হে প্রজা-নাথ! আমি সেই সরোবরের অনতিদূরে এক পুরাতন পবিত্র আশ্রম দেখিতে পাইলাম; কিন্তু তথায় জনপ্রাণী কেহই ছিল না। তখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। আমি ঐ রাত্রি ঐ আশ্রমে বাস করিলাম এবং পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, জলে এক হৃষ্ট-পুষ্ট শব রহিয়াছে; উহার কোনও অঙ্গই মলিনভাব ধারণ করে নাই, শোভাও বিলুপ্ত হয় নাই। রাজন্! তদ্দর্শনে আমি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এ কি? মুহূর্ত্তমধ্যে এক হংসযুক্ত মনোবেগগামী সুবিমল সুন্দর রথ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, ঐ বিমানে এক দিব্যাকৃতি স্বর্গবাসী পুরুষ সমাসীন রহিয়াছেন। পদ্ম-পলাশাক্ষী, দিব্যাভরণ-ভূষিতা অপ্সরাগণ উঁহার উপাসনা করিতেছে। কেহ গান, কেহ কেহ মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদি বাদ্যযন্ত্রসকল বাদন, কেহ নৃত্য; কেহ বা মহার্হ সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত চন্দ্রদ্যুতি চামর দ্বারা তাঁহার মুখকমল বীজন করিতেছে। হে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র! চন্দ্র যেমন সুমেরু-শৃঙ্গ পরিত্যাগ করেন, ঐ স্বর্গবাসী সেইরূপ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক আমার সমক্ষেই ঐ মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যথেষ্ট স্থূল শবমাংস ভক্ষণ করিয়া সরো-বরে নামিয়া নিয়মানুসারে আচমনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। আচ-মনান্তে ঐ স্বর্গবাসী পুরুষ পুনর্ব্বার দিব্য বিমানে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। হে নরপুঙ্গব! সেই দেবোপম পুরুষ বিমানে আরো-হণ করিতেছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কে? দেখিতেছি, আপনি দেবাকৃতি, কিন্তু এই গর্হিত ভোজন করিলেন কেন, বলুন। হে অমরপূজ্য! ঈদৃশ ব্যক্তির এরূপ আহার কখনই শোভা পায় না। সৌম্য! আমি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি; অতএব যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার শবভক্ষণ আমি উত্তম বোধ করিতেছি না।' রাজন্! আমি সরলচিত্তে কৌতূহলসহকৃত বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্গ-বাসী আমাকে সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন। ১-২১।'

একনবতিতম সর্গ।

অগস্ত্য কর্ত্তৃক শ্বেতচরিত্র-বর্ণন।

রাম! আমার যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বর্গবাসী কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি যে আমার এই সুখ অথচ এই দুঃখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা যে অনিবার্য্য কারণ-নিবন্ধন হই-য়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে সুদেব নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত এক মহাযশস্বী মহাবলপরাক্রান্ত বিদর্ভ-নরপতি ছিলেন। তিনি আমার পিতা। ব্রহ্মন্! তাঁহার দুই মহিষীর দুই পুত্র হইয়াছিল। আমার নাম শ্বেত। আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথ ছিল। পিতার মৃত্যুর পর প্রজা সকলে আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিল। আমি বিশেষ সতর্কতার সহিত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলাম। কোন কারণ বশতঃ আমি আমার পরমায়ু বিদিত ছিলাম; অতএব যখন দেখিলাম যে, আয়ু বিগতপ্রায় হইয়াছে, তখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলাম। ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত এই সরোবরের অনতিদূরে এই জনপ্রাণিশূন্য দুর্গম মহাবনে প্রবেশ করিলাম। এই সরোবরের নিকট অবস্থিতি করিয়া আমি দীর্ঘকাল তপস্যা আচরণ করিয়াছিলাম। এই মহাবন মধ্যে তিন-সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে আমি ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হইলাম। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিল; আমি তাহাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম; অতএব ত্রিলোক-পতি পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম, 'ব্রহ্মন্! এই স্থানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই; তথাপি আমি উহার বশীভূত হইতেছি কেন? এ আমার কোন্ দুষ্কৃতির ফল? দেব! এক্ষণে আমি কি আহার করিব, বলুন।' পিতামহ আমাকে কহিলেন, 'সুদেবকুমার! তুমি প্রতিদিন অতি সুস্বাদ মাংস ভক্ষণ করিবে। শ্বেত! তুমি তপস্যা করিবার সময়

কেবল নিজ শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলে। হে মহামতে! বপন না করিলে ফল উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছিলে; কিন্তু কখনও কিঞ্চিৎ দান কর নাই। বৎস! সেই জন্যই আজ স্বর্গে আসিয়াও তোমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণা-জনিত কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে বিবিধ আহার দ্বারা পরিপুষ্ট নিজ অনুত্তম মৃতদেহ ভক্ষণ কর; ইহা দ্বারা তুমি জীবনধারণ করিবে। শ্বেত! যখন দুর্দ্ধর্ষ সুমহামুনি অগস্ত্য এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি এই কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে। সৌম্য! তিনি অমরগণকেও মুক্তিপ্রদান করিতে পারেন; অতএব তোমাকে যে এই ক্ষুধা ও পিপাসা-জনিত ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।' হে দ্বিজোত্তম! আমি দেবদেব ভগবান্ ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া অবধি এই নিজশরীরভক্ষণরূপ গর্হিত কার্য্য করিতেছি। ব্রহ্মন্! আমি বহু বৎসর হইতে এই শবদেহ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তথাপি ইহা শেষ হইতেছে না। ব্রহ্মর্ষে! আমারও পরম পরিতৃপ্তি হইতেছে এক্ষণে আমি জানিলাম, আপনিই কুম্ভযোনি ভগবান্ অগস্ত্যমুনি, কারণ, এ স্থানে অন্য কেহই আগমন করিতে সমর্থ নহে; অতএব ব্রহ্মন্! আপনি মহাকষ্ট-নিপতিত আমাকে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার করুন। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে এই সুবর্ণ, ধন, বিবিধ পরিচ্ছদ, ভক্ষ্যভোজ্য ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল এবং সমস্ত কাম্য ও ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কৃপা পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। রাম! আমি সেই স্বর্গবাসীর দুঃখোদ্দীপক কথা সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিলাম। আমি এই সুন্দর আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র সেই রাজর্ষির শবভূত মানুষদেহ লোপ পাইল। শরীর বিলুপ্ত হইলে পর রাজর্ষি শ্বেত পরম পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া সুখে অমরনগরে গমন করিলেন। কাকুৎস্থ! এই কারণে সেই ইন্দ্রতুল্য রাজর্ষি আমাকে এই অদ্ভুতদর্শন দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন। ১-২৯।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

দণ্ড রাজার উৎপত্তি ও মধুমন্তনগরে তাঁহার রাজধানীস্থাপন।

মহর্ষি কুম্ভযোনির সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ঐ বিষয়ের আবশ্যকতা ও পরমাশ্চর্য্যতা নিবন্ধন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্! রাজা শ্বেত সেই যে ঘোর বনে তপস্যা করিতেন, তাহাতে মৃগ বা পক্ষী ছিল না কেন? রাজাই বা কিরূপে সেই মনুষ্যবর্জ্জিত জীবশূন্য অরণ্যে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন? আমি প্রকৃত কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।" রামচন্দ্রের কৌতূহল-প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম তেজস্বী অগস্ত্য মুনি কহিলেন, "রাম! পূর্ব্বতন সত্যযুগে মনু রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, "তুমি প্রজাদিগের রাজা হও। ইক্ষ্বাকু যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন মনু পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুত্রকে কহিলেন, 'আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি পরম উদারস্বভাব রাজা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন কিন্তু নিরপরাধে কাহাকেও দণ্ড প্রদান করিও না। মনুষ্যমধ্যে অপরাধীর যে দণ্ড করা যায়, যদি সেই দণ্ড যথার্থ যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে উহা রাজার স্বর্গবাসের কারণ হইয়া থাকে। অতএব হে মহাবাহো পুত্র! তুমি দণ্ডবিষয়ে যত্নশীল হইবে; তাহা হইলে তোমার পরম ধর্ম্মলাভ হইবে।' এই প্রকারে ইক্ষ্বাকুকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া মনু হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মনু স্বর্গারোহণ করিলে পর তেজস্বী ইক্ষ্বাকু ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে পুত্র উৎপাদন করিব? অনন্তর মনুনন্দন বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। বৎস রঘুনন্দন! ঐ এক শত পুত্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ মূঢ় ও মূর্খ হইল; জ্যেষ্ঠদিগকে মান্য মান্য করিল না। অতএব অবশ্যই তাহার দণ্ড হইবে, ইক্ষ্বাকু এই ভাবিয়া তাঁহার নাম দণ্ড রাখিলেন। তদনন্তর তিনি পুত্র দণ্ডের রাজত্বের উপযুক্ত স্থান অন্যত্র দেখিতে না পাইয়া, বিন্ধ্য ও শৈবলপর্ব্বতের মধ্যভাগে তাঁহাকে রাজ্যদান করিলেন। দণ্ড সেই মনোরম পর্ব্বতপ্রস্থে রাজা হইলেন ও তথায় উত্তম নগরী স্থাপিত করিয়া উহার নাম মধুমন্ত রাখিলেন এবং দৃঢ়ব্রত শুক্রাচার্য্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। এইরূপে রাজ্যস্থাপন করিয়া সপুরোহিত রাজা দণ্ড, স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ ঐ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাম! যেরূপ মহেন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করেন, তদ্রূপ সেই মনুজেন্দ্রতনয় মহাত্মা দণ্ডও উশনার সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।" ১-২০।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

দণ্ড কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক শুক্রকন্যা অরজাহরণ।

কুম্ভযোনি মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "কাকুৎস্থ! রাজা দণ্ড ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পূর্ব্বক এইরূপে বহুবৎসর নির্ব্বিবাদে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিলেন। অনন্তর রাজা মধুর চৈত্রমাসে একদা শুক্রাচার্য্যের রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় শুক্রাচার্য্যের অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা আশ্রমের বনভূমিতে পর্য্যটন করিতেছিলেন। রাজা দণ্ড ঐ কন্যারত্ন দেখিতে পাইলেন। মন্দবুদ্ধি দণ্ড কন্যাকে দর্শন করিবামাত্র মদনানলে পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং ব্যাকুল হইয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুশ্রোণি! হে সুন্দরি! তুমি কাহার কন্যা? হে চন্দ্রাননে! আমি স্মরশরে পীড়িত হইতেছি, এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।' কামোন্মত্ত মন্দাত্মা দণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক্রসুতা বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাজেন্দ্র! আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমার নাম অরজা; আমি আশ্রমে বাস করিতেছি। রাজন্! তুমি আমাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিও না, আমি কুমারী; সুতরাং পিতার বশবর্ত্তিনী। রাজেন্দ্র! বিশেষতঃ পিতা তোমার গুরু; তুমিও সেই মহাত্মারই শিষ্য। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ দিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার আমার প্রতি কোনও অভিপ্রেত থাকে, তাহা হইলে তুমি ধর্ম্মানুসারে সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর; অন্যথা পরিণামে তোমাকে নিদারুণ ফলভোগ করিতে হইবে। আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুবনকে দগ্ধ করিতে পারেন। হে অনিন্দিতাঙ্গ! তুমি প্রার্থনা করিলে পিতা আমাকে

তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।' অরজা এই কথা কহিলে, কামাত্মা মদোন্মত্ত রাজা দণ্ড মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিলেন, 'হে চারু-নিতম্বিনি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। হে চন্দ্রবদনে! তোমার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমি বধদণ্ড এবং ঘোর মহাপাতকও স্বীকার করিতে পারি। সুন্দরি! তুমি আমাকে ভজনা কর; আমি তোমার জন্য নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছি।' এই কথা কহিয়া রাজা দণ্ড বলপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা ধারণ করিয়া যথাভিলষিতরূপে কম্পিতাঙ্গী কুমারী অরজাকে সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই নিদারুণ মহাঘোর অনর্থ-সম্পাদন করিয়াই দণ্ড সত্বর মধুমন্ত নগরে প্রস্থান করিলেন। অরজা আশ্রমের অনতিদূরে বনমধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক ক্রন্দন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে দেবসন্নিভ জনকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।" ১-১৮।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

দণ্ডের প্রতি শুক্রাচার্য্যের শাপ।

অনন্তর শিষ্যমুখে অরজা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি শুক্রাচার্য্য শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অরজাকে দীনা, ধূলিধূসরিতা ও প্রত্যূষসময়ে গ্রহগ্রস্তা জ্যোৎস্নার ন্যায় দেখিলেন। ঋষি একে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার কন্যার তাদৃশী দুর্দ্দশা দর্শন করত যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, "তোমরা আজ অগ্নিশিখার ন্যায় আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বিপরীতপথবর্ত্তী অবিদিতাত্মা দণ্ডের ঘোর বিপত্তি দর্শন কর। এই দুরাত্মা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় হস্তার্পণ করিয়াছে; অতএব অনুচরবর্গের সহিত ইহার বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে! দুর্ব্বুদ্ধি যখন এতাদৃশ দারুণ দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তখন সে অবশ্যই ইহার ফলপ্রাপ্ত হইবে। দুর্ম্মতি পাপচারী রাজা দণ্ড সপ্তরাত্রের মধ্যে পুত্র, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র সুমহৎ পাংশুবর্ষণ করিয়া এই দুর্ম্মতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন। সে স্থানে স্থাবরজঙ্গম যে কোনও প্রাণী আছে, তৎসমস্তই সেই অঙ্গারবর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। যতদূর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী, অঙ্গারবর্ষণ দ্বারা সপ্তরাত্রিমধ্যে বিলুপ্ত হইবে।" ১-১০।

ক্রোধলোহিত-লোচনে এই কথা কহিয়া ভৃগুনন্দন উশনা স্বীয় আশ্রমস্থ জনগণকে কহিলেন, "তোমরা এই রাজ্যের বহির্ভাগে গিয়া অবস্থিতি কর। শুক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্রমবাসিগণ সেই আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডরাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া বাস করিলেন। আশ্রমবাসী মুনিদিগকে এইরূপ কহিয়া মহর্ষি অরজাকে কহিলেন, 'অয়ি দুর্ম্মেধে! তুমি সমাহিত হইয়া এই আশ্রমে অবস্থান কর।' "অরজে! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া এই যোজনায়ত রুচিরবর সরোবরের তীরে বাস করিয়া কাল প্রতীক্ষা কর। এই সপ্তরাত্রির মধ্যেও যে কোন জীব তোমার সমীপে আসিয়া বাসস্থান গ্রহণ করিবে, সে নিশ্চয়ই অঙ্গার-বর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে।" ব্রহ্মর্ষি শুক্রাচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভৃগুনন্দিনী অরজা দুঃখিতান্তঃকরণে পিতাকে 'তাহাই হইবে' কহিলেন। তখন শুক্রাচার্য্যও বাস করিবার জন্য অন্যত্র গমন করিলেন। সেই ব্রহ্মর্ষির বাক্যানুসারে রাজা দণ্ডের সমগ্র রাজ্য ভৃত্য, বল ও বাহনগণের সহিত সপ্তরাত্রমধ্যে ভস্মসাৎ হইল। রাম! সত্যযুগে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডের রাজ্য সেই দুরাত্মার অপরাধ বশতঃ ব্রহ্মর্ষি-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অরণ্য হইয়াছিল। সেই অবধি ঐ স্থানের নাম দণ্ডকারণ্য হইয়াছে। পরে ঐ অরণ্যে তাপসজনেরা বাস করিতেন বলিয়া উহার আর এক নাম জনস্থান হইয়াছে। রাঘব! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই সমস্তই বলিলাম। বীর! এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় গত হইতেছে। নরশার্দ্দূল! ঐ দেখ, চারিদিকে মহর্ষিগণ স্নানাদিক্রিয়া সমাপনান্তে চতুর্দ্দিকে পূর্ণকুম্ভ লইয়া আদিত্যদেবের উপাসনা করিতেছেন। ভগবান্ আদিত্য বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পঠিত বেদমন্ত্রাভ্যাসরূপ পূজা গ্রহণ করিয়া অস্তমিত হইতেছেন; অতএব রাম! তুমিও সন্ধ্যোপাসনা সমাপন কর। ১১-২২।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

অগস্ত্যের নিকট বিদায় লইয়া রামের অযোধ্যায় গমন।

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সন্ধ্যোপাসনা করিবার নিমিত্ত অপ্সরোগণ-নিষেবিত পবিত্র সরোবরে গমন করিলেন এবং তথায় সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার মহাত্মা কুম্ভযোনির আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে গুণসম্পন্ন বহুবিধ কন্দ, মূল ও ওষধি এবং পবিত্র শাল্যন্ন প্রভৃতি ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই অমৃতসদৃশ অন্ন ভোজন করত পরম পরিতুষ্ট ও প্রীত হইয়া তথায় ঐ রাত্রি যাপন করিলেন। পরে প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রামচন্দ্র বিদায়-প্রার্থনায় জন্য ঋষির নিকট গমন করিলেন এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে! আমি নিজালয়ে গমন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমাকে গমনে অনুমতি করুন। মহাত্মন্! আপনাকে দেখিয়া আমি ধন্য ও পরম অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনাকে নিষ্পাপ করিবার জন্য সময়ান্তরে আগমন করিব।" তপোধন অগস্ত্য রামের এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে কহিলেন, "রাম! তোমার এই সুন্দরাক্ষর-গ্রথিত বাক্য অতীব অদ্ভুত। রঘুনন্দন! তুমিই সর্ব্বপ্রাণীর পাবন। রাম! যদি কেহ মুহূর্ত্তমাত্রও তোমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে সে পবিত্র ও স্বর্গাস্পদ হয়; প্রধান প্রধান দেবগণও তাঁহাকে পূজা করেন। পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি তোমাকে ঘোর চক্ষে দর্শন করে, তাহারা অবিলম্বেই যমদণ্ডের বশীভূত হইয়া নরকগামী হইয়া থাকে। হে রঘুবীর! তুমিই সর্ব্বদেহীর পাবনকর্ত্তা; লোকে তোমার গুণগান করিলেও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কাকুৎস্থ! এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে ও অকুতোভয়ে গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে থাক। রাম! তুমিই জগতের গতি।" প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র সত্যশীল মহর্ষির বাক্য শ্রবণে কৃতাঞ্জলিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন এবং অন্যান্য ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া অব্যগ্রভাবে সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন। অমরেরা যেমন দেবেন্দ্রের উপাসনা করেন, তাঁহার গমনসময়ে ঋষিগণ তেমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে আশীর্ব্বাদ-দ্বারা রামচন্দ্রের সংবর্দ্ধনা করিলেন। রামচন্দ্র বিমানারোহণ করিলে পর বর্ষাপগমে মেঘসন্নিহিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। অনন্তর পথিমধ্যে জানপদবর্গ কর্ত্তৃক পূজিত হওত তিনি দুইপ্রহরসময়ে অযো-

ধ্যায় উপনীত হইয়া অযোধ্যার মধ্যম-কক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন এবং সুরুচির কামগামী বিমানকে বিদায় দিয়া কহিলেন, 'তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক।' পরে তিনি দ্বারপালকে কহিলেন, 'তুমি সত্বর যাইয়া আমার আগমন-বৃত্তান্ত বলিয়া লক্ষ্মণ ও ভরতকে এই স্থানে আনয়ন কর।' ১-২০।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

রাঘবের অশ্বমেধযজ্ঞের প্রস্তাব।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে দ্বারবান্ কুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল। ভরত ও লক্ষ্মণকে উপস্থিত দেখিয়া রামচন্দ্র আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অনুত্তম-দ্বিজকার্য্য প্রতিজ্ঞামত সম্পাদন করিয়াছি। এক্ষণে আমি ধর্ম্মের মর্য্যাদাভূত সর্ব্বপাপনাশক অক্ষয় ও অব্যয় রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আত্ম-সদৃশ তোমাদিগের সহিত আমি অনুত্তম শাশ্বত রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। হে অরিদমন! মিত্র রাজসূয়-প্রভাবে বরুণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মবিৎ সোমও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ত্রিলোক মধ্যে শাশ্বতকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। অতএব যাহা শ্রেয়ঃ, তদ্বিষয়ে তোমরা অদ্যই আমার সহিত পরামর্শ কর। যাহা ইষ্ট ও পরিণামে মঙ্গলদায়ক, তোমরা সাবধানে বিবেচনা করিয়া বল।" রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "সাধো! আপনাতে ধর্ম্ম, পৃথিবী এবং কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে অমিত-বিক্রম! দেবগণ যেমন প্রজাপতিকে মান্য করিয়া থাকেন, যাবদীয় রাজন্যবর্গও তেমনি আপনাকে মান্য করিয়া থাকেন। আপনি লোকনাথ ও মহাত্মা; আমাদিগের ন্যায় রাজারাও আপনার আজ্ঞাবহ। রাজন্! স-চরাচর সকলেই আপনাকে পিতার ন্যায় বোধ করে। হে মহাবল! আপনি জীবসমূহের ও জগতের গতি; অতএব রাজন্! আপনার অশ্বমেধ-যজ্ঞে আর প্রয়োজন কি? এই যজ্ঞে পার্থিব রাজবংশের ধ্বংস হইয়া থাকে। যে যে রাজার পৌরুষাভিমান আছে, এই রাজসূয়-যজ্ঞ উপলক্ষে মহাক্রোধ উত্থিত হইয়া সকলকেই বিনাশ করিবে। হে পুরুষপ্রবীর! পৃথিবী আপনার বশবর্ত্তী রহিয়াছে; অতএব ইহাকে নাশ করা আপনার উচিত হয় না।" ভরতের এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অনুপম প্রীতিলাভ করিলেন এবং কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরতকে সুমধুরবাক্যে বলিলেন, "নিষ্পাপ! আমি তোমার উপর পরমপ্রীত হইলাম। হে নরশার্দ্দূল! পৃথিবীরক্ষা সম্বন্ধে তুমি অকুণ্ঠিতভাবে পুরুষার্থ-সমন্বিত ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যই বলিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার এই সদ্বাক্যানুসারে আমি সঙ্কল্পিত রাজসূয়-যজ্ঞ হইতে ক্ষান্ত হইলাম। যাহাতে লোকের পীড়া জন্মে, এরূপ কার্য্য করা বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত নহে। হে লক্ষ্মণাগ্রজ! বালকও যদি যুক্তিসঙ্গত বাক্য বলে, তবে তাহাও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" ১-২০।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

বৃত্রাসুরোপাখ্যান।

ভরত ও রামচন্দ্রের কথাবসানে লক্ষ্মণ শুভবাক্যে রামচন্দ্রকে কহি-...র্য্য! অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যে প্রধান ও সর্ব্বপাপবিনাশন। অতএব আমার প্রার্থনা, আপনার রুচি এই পরমপাবন সুমহান্ যজ্ঞের প্রতি প্রবর্ত্তিত হয়। পুরাণে কথিত আছে, পুরন্দর দেব ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পতিত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করত পুনর্ব্বার পবিত্র হইয়াছিলেন। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে দেবাসুর-যুদ্ধকালে বৃত্র নামে এক মহামান্য অসুর ছিল। তাহার দেহ প্রস্থে শতযোজন ও দীর্ঘে তিন শতযোজন ছিল। সে সকলকেই নিজের আয়ত্ত ভাবিয়া সকলকেই স্নেহচক্ষে দৃষ্টি করিত। সে ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ ছিল; অবিবেচকের ন্যায় কোনও কার্য্যই করিত না; অতি সাবধানে ধর্ম্মপথে থাকিয়া সে প্রজাপালন করিত। তাহার রাজত্বকালে বসুন্ধরা সমুদয় ঈপ্সিত দ্রব্য সকল উৎপাদন করিতেন; ফলমূল ও পুষ্প সকল সুগন্ধি ও সুস্বাদু ছিল। কর্ষিত না হইয়া পৃথিবী শস্য প্রদান করিতেন। এইরূপে সে বহুকাল যাবৎ সুসমৃদ্ধ অদ্ভুতদর্শন রাজ্য পালন করিতে লাগিল। অনন্তর সে সুদুশ্চর তপস্যা করিব বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল। সে বিবেচনা করিল, তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; অন্যান্য সুখ কেবল মোহমাত্র। এইরূপ স্থির করিয়া বৃত্র পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বদেবতার ত্রাসোৎপাদন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। বৃত্র তপস্যা-প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র অতীব ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাবাহো! বৃত্র তপস্যা-প্রভাবে সর্ব্বলোক জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিতেছি না। ভগবন্! ইহার পরও যদি তাহার তপোবল বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে যাবৎসৃষ্টি চিরকাল আমাদিগকে তাহার অধীন থাকিতে হইবে; অতএব মহাবল! আপনি আর এই পরমোদার অসুরকে উপেক্ষা করিবেন না। হে সুরেশ্বর! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণে সক্ষম নহে। বিষ্ণো! সে যে অবধি আপনাকে প্রসন্ন করিয়াছে, সেই অবধিই সে ত্রিলোকপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হউন; আপনি ব্যতীত কেহই জগৎকে শান্ত ও কণ্টকশূন্য করিতে সক্ষম নহে। বিষ্ণো! এই দেবতাগণ সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছেন; আপনি বৃত্রকে বধ করিয়া ইহাঁদিগের সাহায্য করুন। হে মহামতে! নিত্যই আপনি এই সকল মহাত্মাগণের সহায়। উপস্থিত কার্য্য-সম্পাদন অন্যের অসাধ্য। আপনি অগতিদিগের গতি'।" ১-১৮।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

বৃত্রবধ-বর্ণন।

শত্রুনিসূদন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুব্রত! তুমি বৃত্রবধ-কথা অশেষরূপে কীর্ত্তন কর।" রাঘবের কথা শুনিয়া সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার সেই দিব্য কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, "ইন্দ্র ও সমুদায় দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, 'আমি পূর্ব্ব হইতে মহাত্মা বৃত্রের সহিত সৌহৃদসূত্রে বদ্ধ হইয়াছি; সেই জন্য আমি তোমাদের প্রিয়কামনায় বৃত্রকে সংহার করিব না। অথচ তোমাদিগকে অনুত্তম সুখসম্পন্ন করিতে হইবে। অতএব পুরন্দর! আমি তোমাকে বৃত্রবধোপায় বলিয়া দিতেছি। হে অমরবৃন্দ! আমি আপনি আপনাকে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিব; তাহা হইলেই দেবরাজ বৃত্রকে বধ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ঐ তিন অংশের

প্রথম অংশ ইন্দ্রের শরীরে, অপর অংশ বজ্রে প্রবেশ করিবে এবং তৃতীয় অংশ পৃথিবীতে সংক্রামিত হইবে; তাহা হইলেই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।' দেবদেব বিষ্ণু এই কথা কহিলে দেবগণ কহিলেন, 'হে দৈত্যনিসূদন! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা হইবে, সন্দেহ নাই। আপনার জয় হউক; আমরা বৃত্রবধার্থ গমন করিলাম। [illegible]পরমোদার! আপনি স্বীয় তেজোবলে বাসবকে বর্দ্ধিত করুন।' অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ মহাবল অমরগণ মহাসুর বৃত্র যে স্থানে তপস্যা করিতেছিল, সেই অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, সেই অসুর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কিরণজাল বিকীরণ করিতেছে; যেন ত্রিলোক গ্রাস করিতেছে, যেন দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতেছে। সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই দেবতারা ভীত হইলেন এবং কি করিয়া এই অসুরকে বধ করিব, কি করিলেই বা আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে না; এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহস্রলোচন ইন্দ্র করে বজ্র গ্রহণ করিয়া বৃত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কালাগ্নি-সদৃশ ভীষণ প্রদীপ্ত মহাশিখা-সম্পন্ন বজ্র বৃত্রের মস্তকে নিপতিত হইলে ত্রিভুবন ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র তপস্যাপ্রবৃত্ত বৃত্রের নিধনকার্য্য অনুচিত হইয়াছে ভাবিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে লোকালোকের অপরপারে নিরবচ্ছিন্ন তমোময় প্রদেশে পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মহত্যাও মহাবেগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। সুতরাং ইন্দ্র পরমক্লেশ-ভাগী হইলেন। এ দিকে শত্রু বিনষ্ট হইল, কিন্তু ইন্দ্র পলায়ন করিলেন দেখিয়া অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ বারংবার ত্রিভুবননাথ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন, 'হে পরমেশ্বর! আপনিই ত্রিলোকের গতি। আপনি [illegible]ব পূর্ব্বজ ও জগতের পিতা; সর্ব্বভূতরক্ষাকারণ আপনি এই [illegible]বুধ [illegible]রণ করিয়াছেন। আপনি এই বৃত্রকে বধ করিলেন বটে; [illegible] অনুচর[illegible]ত্যা ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছে; অতএব হে পুরুষোত্তম! যাহাতে তাঁহার মুক্তি হয়, তাহা করুন।' দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, 'দেবরাজ আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করুন; তাহা হইলেই পাতক হইতে মুক্ত হইবেন। পাকশাসন পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই পুনর্ব্বার অকু[illegible] ইন্দ্রত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।' দেবতাদিগকে এই অমৃতোপম বাক্য বলিয়া ও তৎকর্ত্তৃক [illegible]য়মান হইয়া দেবদেব বিষ্ণু স্বীয় ধামে গমন করিলেন।" ১-২২।

একোন-তম সর্গ।

ইন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ-বর্ণন।

লক্ষ্মণ সম্পূর্ণভাবে বৃত্রবধবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কথা শেষ করিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, "দেবগণের ত্রাসজনক মহাবীর্য্য বৃত্র নিহত হইলে পর বৃত্রহন্তা ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-পাপে আক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানবিহীন ও বিহ্বল হইলেন। হতজ্ঞান ও বিহ্বলভাবে তিনি লোকালোকপর্ব্বতের অপর পারে গমন করিয়া কুণ্ডলিত ভুজঙ্গের ন্যায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ইন্দ্রের নিরুদ্দেশ-নিবন্ধন জগৎ ব্যাকুল, কানন সকল শুষ্ক ও পৃথিবী জলশূন্য হইয়া উঠিল। যাবতীয় নদ ও নদী শুষ্ক হইয়া গেল এবং অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন সমস্ত প্রাণী ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এইরূপে সর্ব্বপ্রাণীর ক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে দেবগণ উদ্বিগ্ন হইয়া বিষ্ণুর পূর্ব্বকৃত আদেশ-মতে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋষিগণ ও ঋত্বিকৃগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা ভয়ব্যাকুল পুরন্দরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা-পাপে আক্রান্ত দেখিয়া, তাঁহাকে পুরবোর্ত্তী করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষালন-জন্য মহাত্মা পুরন্দরের অশ্বমেধ-যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের দেহ হইতে নির্গত হইয়া মহাত্মা দেবগণকে কহিল, "আমি এক্ষণে কোথায় অবস্থান করি, তাহা নির্দ্দেশ করুন।' তখন দেবগণ প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'হে দুরাসদ! তুমি আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত কর।' মহাত্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইল এবং অন্যত্র বাসস্থান প্রার্থনা করিয়া কহিল, 'আমি একাংশ দ্বারা ইচ্ছানুসারে বর্ষার চারি মাস জলপূর্ণ নদীসকলে বাস করিয়া লোকের অবগাহনে বিঘ্নকারিণী হইব। আমার দ্বিতীয় অংশে উষররূপে নিয়ত ভূমিতলে বাস করিব, সন্দেহ নাই। আমার যে তৃতীয় অংশ, তদ্দ্বারা আমি যৌবনদর্পে দর্পিতা যুবতী স্ত্রীগণে প্রতিমাসে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পুরুষের সম্ভোগসুখ-বিঘাতিনী হইব। আর যাহারা অদূষক ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিবে, আমি চতুর্থভাগ দ্বারা তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিব।' তচ্ছ্রবণে দেবগণ তাহাকে কহিলেন, 'হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। তোমার যাহা অভীষ্ট, তাহাই কর।' তদনন্তর দেবগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া জয়প্রাপ্ত ও পাপমুক্ত দেবরাজকে বন্দনা করিলেন। তখন বাসব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্বজগৎ সুস্থ হইল। তখন ইন্দ্র অদ্ভুতস্বরূপ যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর পূজা করিলেন। হে রঘুনন্দন! অশ্বমেধ-যজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব। রাজন্! আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।" ইন্দ্র-সমান বিক্রমশালী ও তেজস্বী রাজা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই প্রকার মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও হৃষ্ট হইলেন। ১ ২১।

শততম সর্গ।

রাম কর্ত্তৃক ইলোপ্যাখ্যান-বর্ণন।

লক্ষ্মণ-কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ মহাতেজা রঘুনন্দন রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করত উত্তর করিলেন, "নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি বৃত্রবধ-বৃত্তান্ত ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলমাহাত্ম্য যেরূপ উল্লেখ করিলে, তাহা সেইরূপই বটে। সৌম্য! শুনিয়াছি, পুরাকালে বাহ্লীকদেশে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শ্রীমান্ ইল রাজা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! মহাযশা রাজা ইল সমগ্র বসুন্ধরা আয়ত্ত করিয়া প্রজাপুঞ্জকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। সৌম্য রঘুনন্দন! উদারস্বভাব দেবগণ, মহাধন দৈত্যগণ, মহাবল নাগগণ, দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও যক্ষগণ সকলেই ভীত হইয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার উপাসনা করিত। মহাত্মা ইল ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিত এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন হইলেও মহাযশা বাহ্লীকরাজ কখনও ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইতেন না, কার্য্যেও অবহেলা করিতেন না; পরন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক সর্ব্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। কোনও সময়ে মনোহর মধুমাসে মহাবাহু ইল বলবাহন-সহিত এক মনোহর কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মৃগয়া-ব্যপদেশে শত সহস্র মৃগ বিনাশ করিতে

পারিলেন। মৃগ হনন করিয়া মহাত্মা নরপতির আর তৃপ্তি হইল না। মহাবল রাজা নানাবিধ অযুত অযুত পশু নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই-রূপে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া রাজা ইল কার্ত্তিকেয় যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সুদুর্দ্ধর্ষ দেবেশ্বর ত্রিলোচন অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে দেবী শৈলরাজ-নন্দিনীর সহিত সেই পর্ব্বতনির্ঝরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। বৃষধ্বজ উমাপতি উমাদেবীর প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া স্বয়ং স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ঐ স্থানে বিহার করিতে-ছিলেন। ঐ বনপ্রদেশের যে কোনও স্থানে যে কোনও পুংচিহ্নিত প্রাণী অথবা পুংলিঙ্গ-বাচক বৃক্ষ ছিল, সমস্তই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তথায় যে কোন পদার্থ ছিল, সমস্তই স্ত্রী হইয়া গেল। কর্দ্দম-নন্দন রাজা ইল মৃগয়া করিতে করিতে ঐ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথাকার সমস্ত পশুপক্ষীই স্ত্রীভাবাপন্ন। দেখিতে দেখিতে রাজা স্বয়ংও সমস্ত বলবাহন-সহ আপনাকে স্ত্রীভূত দর্শন করিলেন। আপ-নার তাদৃশী অবস্থা হওয়াতে মহীপতি ইল পরম দুঃখিত হইলেন এবং দেবদেব উমাপতির প্রভাবে ঐরূপ ঘটিয়াছে, জানিতে পারিয়া ভীত হইলেন। তখন রাজা ভৃত্য ও বলবাহন-সহ মহাত্মা কপর্দ্দী নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। তখন বরদ মহাদেব দেবী সহ হাস্য করিয়া কহিলেন,'হে কর্দ্দম-নন্দন! উত্থিত হও,হে মহাবল! হে সৌম্য! তুমি পুরুষত্বপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য যে কিছু বর প্রার্থনা কর।' মহাত্মা মহা-দেব কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত রাজা ইল অতীব দুঃখিত হইলেন; পরন্তু অন্য কোনও বর প্রার্থনা করিলেন না। রাজা ইল গুরুতর শোকভারে আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে দেবী গিরিবর-নন্দি-নীকে প্রণাম করত কহিলেন, 'দেবি! আপনি সকলের ধাত্রী; অতএব আপনিই লোকের বরদাত্রী, আপনার দর্শন কখন নিষ্ফল হয় না। অতএব আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।' তখন সেই রাজর্ষির মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া দেবী হরপ্রিয়া হরের সম্মতি ক্রমে তাঁহাকে কহিলেন, 'তুমি আমাদিগের স্ত্রী পুরুষের উভয়ের নিকট যে বর প্রার্থনা করিবে, সেই বরের অর্দ্ধেক মহাদেব পূর্ণ করিবেন, আর অর্দ্ধেক আমি দান করিব। অতএব তুমি আমার নিকট অর্দ্ধমাত্র বর প্রার্থনা কর।' দেবীর এই অত্যাশ্চর্য্য অত্যুৎকৃষ্ট বরপ্রদানের কথা শুনিয়া রাজা অতীব হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, 'দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিন যে, আমি যেন একমাস যাবৎ স্ত্রীলোকমধ্যে অনুপম রূপলাবণ্যবতী রমণী হই, আর একমাসকাল পুরুষ থাকি।' তখন রাজার হৃদ্গত অভিলাষ অবগত হইয়া সুরুচি-রাননা দেবী পার্ব্বতী কৃপাবচনে কহিলেন, 'রাজন্! তোমার ইচ্ছা-মত বরই প্রদত্ত হইবে। নৃপতে! তুমি যখন পুরুষাকার প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার স্ত্রীরূপের কোন কথাই স্মরণ থাকিবে না। আবার যখন রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিবে, তখন পুরুষরূপের সকল কথাই তুমি ভুলিয়া যাইবে।' লক্ষ্মণ! এই বর-প্রভাবে রাজা ইল একমাসকাল যাবৎ পুরুষ থাকিতেন, তৎপরে আর একমাস ইলানাম্নী ত্রিভুবন-মোহিনী রমণী হইতেন।" ১৩০।

একাধিক-শততম সর্গ।

কিম্পুরুষোৎপত্তি।

রামের মুখে ইলরাজার এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লক্ষ্মণ এবং ভরত পরম বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে সেই মহানুভব রাজা ইলের বিবরণ বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "রাজা ইল স্ত্রীভাবে কিরূপে সেই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেন? আবার পুরুষত্ব লাভ করিয়াই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেন?" তাঁহা-দের সেই কৌতূহল-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র যথাশ্রুত সমু-দায় বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কহিলেন, "প্রথমমাসে ত্রিলোকমোহিনী ইন্দীবরনয়না রমণী হইয়া রাজা ইল তাঁহার স্ত্রীভূত-সহচরীদিগের সহিত লতাগুল্ম-বহুল বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। সমস্ত বাহনদিগকে বিদায় দিয়া ইল পর্ব্বতের মধ্যপ্রদেশে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ইল একদা সেই পর্ব্বতের অনতিদূরে বনমধ্যে বিবিধবিহঙ্গ-পরিবৃত এক রমণীয় সরো-বরে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তেজঃপুঞ্জ-বিগ্রহ চন্দ্রতনয় বুধকে দেখিতে পাইলেন। বুধ তৎকালে সর্ব্বভূতের প্রতি করুণাপরতন্ত্র হইয়া ঐ সরোবরের জল-মধ্যে সুদুশ্চর যশস্কর অভীষ্ট তপস্যা করিতেছিলেন। রঘুনন্দন! তাঁহাকে দেখিয়া ইল বিস্মিত হইলেন এবং স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত সহচরীদিগের সহিত ঐ সরোবরের জল আলোড়ন করিতে লাগিলেন। বুধ তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্মর-শরে পীড়িত হইলেন। আত্মসংযম করিতে না পারিয়া তিনি সলিলমধ্যে থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ত্রিভুবনমোহিনী রমণীমূর্ত্তিধারিণী ইলাকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,এই নারী সৌন্দর্য্যে দেবাঙ্গনা হইতেও শ্রেষ্ঠা। দেব, নাগ, অসুর কি অপ্সরাদিগের মধ্যেও আমি এরূপ আপনি রমণী ইতিপূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই। যদি ইনি অনন্যপূর্ব্বিকা হন, তাহা হইলে আমারই সদৃশী ভার্য্যা বটেন। এইরূপ সঙ্কল্প-সহকারে বুধ জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন এবং আশ্রমে গমন করিয়া সুন্দরীগণকে আহ্বান করিলেন। তাহারা সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদিগের মধ্যে এই লাবণ্যবতী ললনা কাহার কন্যা এবং কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বল।' তাঁহার সেই রুচিরাক্ষর-গ্রথিত মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীগণ সকলেই মিষ্টবাক্যে কহিল, 'এই নিবিড়নিতম্বিনী আমাদিগের চিরপ্রভু। ইঁহার পতি নাই। ইনি ভ্রমণমানসে আমাদিগের সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া-ছেন।' স্ত্রীদিগের সেই সুস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ আবর্ত্তনী নাম্নী বিদ্যা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তদ্দ্বারা ইলা রাজার আনু-পূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্ব্বতে বাস কর, এই শৈলে সত্বর স্ব স্ব আবাস-স্থান নির্ম্মাণ কর। আমি তোমাদিগকে নিয়ত ফল-মূলাদি প্রদান করিব। স্ত্রীগণ! তোমরা কিম্পুরুষ নামে পতিলাভ করিবে।' বুধের বচনানুসারে ঐ সমস্ত নারী তখন কিম্পুরুষ হইল এবং ঐ পর্ব্বতে বসতি করিতে লাগিল। এইরূপে বিবিধ কিম্পুরুষ-বধূর উৎপত্তি হইল।" ১-২৪।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

ঔরসে ইলার পুরূরবা নামে পুত্রোৎপত্তি-বর্ণন

ৎপত্তি শ্রবণকরিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ উভয়েই রামচন্দ্রকে অতি অদ্ভুত কথা।" অনন্তর ধার্ম্মিকবর মহাযশা রাম- প্রজাপতি-নন্দন ইলের বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্নরীগণ সকলেই দূরে গেল দেখিয়া তাপসবর বুধ হাস্য ইলাকে কহিলেন, 'হে শোভিনদর্শনে! আমি চন্দ্রের ; সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রীতিসহকারে দৃষ্টি- ' জনপ্রাণি-বিরহিত সেই স্থানে পরমসুন্দর মহাদ্যুতি শ্রবণ করিয়া ইলা উত্তর করিলেন, "সৌম্য! আমি ীনা নহি; আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিলাম। হে এক্ষণে তুমি আমাকে যথেচ্ছ আদেশ করিতে পার।' অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করত চন্দ্রপ্রতিম কামাত্মা চন্দ্রনন্দন ত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরুচিরবদনা ইলার র করিতে করিতে কামাত্মা বুধের পক্ষে মধুমাস ক্ষণমাত্রের হইল। এদিকে মাস সম্পূর্ণ অতীত হইলে পর ইলা প্রজাপতি-নন্দন শ্রীমান্ ইল রাজারূপে নিদ্রা হইতে হইলেন এবং সরোবরমধ্যে ঊর্দ্ধবাহু সোমনন্দন বুধকে তপস্যা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! নুচরগণ-সহ এই দুর্গম পর্ব্বতে প্রবেশলাভ করিয়া- কিন্তু এক্ষণে তাহারা কোথায়, দেখিতে পাইতেছি না; থায় গমন করিল?' নষ্টসংজ্ঞ রাজর্ষির এই বাক্য শ্রবণ বুধ প্রীতিমধুরবাক্যে সান্ত্বনা করত উত্তর করিলেন, অনুচরবর্গ সকলেই সুমহৎ শিলাবর্ষণে নিহত হইয়াছে; ও বর্ষণভয়ে ভীত হইয়া এই আশ্রমপদে নিদ্রিত হইয়া- এক্ষণে তোমার আর কোনও ভয় নাই; অতএব হে বীর! ইয়া চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফলমূল ভোজন করত এই থাসুখে অবস্থান কর।" মহামতি রাজা ইল এই বাক্যে হইয়া ভৃত্যনাশনিবন্ধন কাতর হইয়া দীনভাবে প্রত্যুত্তর 'ব্রহ্মন্! আমি স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিব। কিন্তু ভৃত্যবিহীন মি ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারিব না, আপনি এ বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। ব্রহ্মন্! আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বর মহাযশা শশবিন্দু রাজ্যের অধিকারী হইবে। ভগবন্! ন্বিত ভৃত্য-দারাদি পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে অবস্থান সমর্থ হইব না; অতএব হে মহাতেজস্বিন্! আপনি আমাকে অবস্থানরূপ অপ্রিয় আদেশ করিবেন না।' রাজেন্দ্র ইলের ম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ সান্ত্বনা করত কহিলেন, ই স্থানেই বাস কর। হে মহাবল কার্দ্দমেয়! তুমি সন্তপ্ত । তুমি এই স্থানে একবৎসর বাস করিলে পর আমি হিতসাধন করিব।' অক্লিষ্টকর্ম্মা বুধের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ স্থানেই বাস করিতে অভিলাষী হইলেন। তৎকালে মাস স্ত্রী হইয়া দিবানিশি বুধের সহিত বিহার করিয়া তৎ- পাদন করিতে লাগিলেন এবং একমাস পুরুষ হইয়া ধর্ম্মাচরণ থাকিলেন। অনন্তর নবমমাস উপস্থিত হইলে সুশ্রোণী ইলা বুধের ঔরসে বুধের সমানবর্ণ পুরূরবা নামে মহাতেজস্বী পুত্র প্রসব এবং জাতমাত্রেই ঐ বুধের সমান মহাবল পুত্রকে তদীয় পিতা বুধের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর বৎসরান্তে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ হইলে বুধ বিবিধ ধর্ম্মযুক্তবাক্য দ্বারা তাঁহার মনঃপ্রীতি-সম্পাদন করিতে লাগিলেন।" ১-৫।

ত্র্যধিক-শততম সর্গ।

ইলরাজার পুরুষত্বপ্রাপ্তি।

রামচন্দ্র পুরূরবার সেই অদ্ভুত জন্মবিবরণ এইরূপে বর্ণন করিলে পর যশস্বী ভরত ও লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! ইলা সংবৎসরকাল সোম-নন্দনের নিকট বাস করিয়া তৎ- পরে কি করিয়াছিলেন, বলুন।" তাঁহাদিগের সেই মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া রাম পুনর্ব্বার কর্দ্দম-নন্দন ইলের বিষয় বলিতে আরম্ভ করি- লেন। কহিলেন, "পর্য্যায়ক্রমে শূর ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে পর তত্ত্বদর্শী বাক্যবিশারদ মহাযশা পরমবুদ্ধিমান্ বুধ, পরমোদার সংবর্ত্ত, ভৃগুপুত্র চ্যবন, মুনিবর অরিষ্টনেমি, হর্ষোৎপাদনসমর্থ দুর্ব্বাসা, এই ধৈর্য্যসমন্বিত সুহৃদ্দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'কর্দ্দমের পুত্র এই মহাবাহু ইল যেরূপ বিসদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপ- নারা অবগত আছেন।' অনন্তর সেই সকল মহাত্মা তদ্বিষয়ে কথোপ- কথন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে মহাতেজা কর্দ্দম ঐ আশ্রমে উপনীত হইলেন। পুলস্ত্য ক্রতু, বষট্কার ও মহাতেজা ওঁকারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। এইরূপে পরস্পর সমাগমবশতঃ আনন্দিত হইয়া তাঁহারা সকলে বাহ্লীকপতির হিতসাধনার্থ পৃথক্- রূপে নিজ নিজ অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম পুত্রের সুমহৎ হিতসাধনের জন্য কহিলেন, 'দ্বিজগণ! রাজা ইলের যাহাতে হিতসাধন হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এ রোগে দেব উমাপতি ভিন্ন অপর কাহাকেও প্রকৃত ঔষধ দেখিতেছি না; পরন্তু অশ্বমেধ ভিন্ন সেই মহাত্মার সমধিক প্রিয় যজ্ঞ আর নাই। অত- এব আসুন, আমরা সমবেত হইয়া রাজার জন্য সুদুষ্কর অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি।' কর্দ্দমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রের উপাসনার জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞ করাই সকলের অভিপ্রেত হইল। অনন্তর সংবর্ত্তের শিষ্য পরপুরঞ্জয় রাজর্ষি মরুত্ত ঐ যজ্ঞের উপযুক্ত দ্রব্য সমস্ত আহরণ করিলেন। তাহার পর বুধের আশ্রমসমীপে ঐ সুমহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইল। তাহাতে ভগবান্ রুদ্র পরমপরিতোষ লাভ করিলেন। যজ্ঞা- বসানে উমাপতি তুষ্ট হইয়া পরমপ্রীতিসহকারে ইলের সম্মুখেই দ্বিজ- গণকে কহিলেন, 'দ্বিজসত্তমগণ! আমি এই অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং তোমাদিগের ভক্তি দ্বারা পরমপরিতোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে বল, এই বাহ্লীকরাজের কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব?' মহাদেবের বচন- শ্রবণানন্তর ব্রাহ্মণগণ অতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রসাদিত করত ইলার পুরুষত্ব প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর মহাতেজা মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হই- লেন। এইরূপে অশ্বমেধ শেষ এবং মহাদেব অন্তর্হিত হইলে পর দূরদর্শী দ্বিজসত্তমগণ আপন আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহ্লীকদেশে জ্যেষ্ঠপুত্র শশবিন্দুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মধ্যদেশে এক

অনুত্তম যশস্কর নগর স্থাপন করিলেন। কালক্রমে ইল অনুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র পুরূরবা ঐ প্রতিষ্ঠান রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে পুরুষশার্দ্দূল! অশ্বমেধযজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব যে, রাজা ইল পূর্ব্বে স্ত্রী হইয়াও পুনর্ব্বার তৎপ্রভাবে অতি দুর্লভ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।" ১-২৫।

চতুরধিক-শততম সর্গ।

যজ্ঞের দ্রব্যাদি আহরণের জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ।

অমিতপ্রভ ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র উভয় ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মসংযুক্তবাক্যে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! অশ্বমেধবিধানজ্ঞ দ্বিজপ্রবর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাবিধানে লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব বিসর্জ্জন করিব।" অমিতবিক্রম লক্ষ্মণ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদিগের সকলকেই আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত করিলেন। দেখিয়াই রাম তাঁহাদের পাদবন্দনা করিলেন, দ্বিজগণও সেই সুদুরাধর্ষ দেবসদৃশ রাঘবকে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ-দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ সকল দ্বিজসত্তমকে অশ্বমেধযজ্ঞ-বিষয়ে ধর্ম্মসংযুক্ত প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ রুদ্রকে নমস্কার পূর্ব্বক সকলেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। রামচন্দ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের অশ্বমেধ-বিষয়ক অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "মহাবাহো! মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট সত্বর দূত প্রেরণ কর; তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া পাঠাও যে, তুমি তোমার আশ্রিত মহাবল বানর ও ঋক্ষগণ সমভিব্যাহারে মদীয় উৎসব উপভোগ করিবার জন্য আগমন করিবে, তোমার মঙ্গল হউক। অতুলবিক্রম রাক্ষসরাজ বিভীষণও যেন কামগামী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞে সমাগত হন। আমার হিতাভিলাষী মহাভাগ রাজগণও অনুচরবর্গ-সহিত সমাগত হইয়া যজ্ঞ দর্শন করুন। লক্ষ্মণ! দেশান্তরে আমার হিতৈষী ধার্ম্মিক নরপতিদিগকেও তুমি অশ্বমেধদর্শনার্থ সাবধানে আমন্ত্রণ কর। মহাবাহো! তপোধন ঋষিদিগকে এবং দেশান্তরস্থিত সদাচার ব্রাহ্মণদিগকেও আহ্বান কর। সূত্রধার এবং নট-নর্ত্তকদিগকেও নিমন্ত্রণ কর। গোমতীনদী-তীরে নৈমিষারণ্যে সুবিস্তৃত যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ কর। মহাবাহো! ঐ প্রদেশই উৎকৃষ্ট ও পরমপবিত্র। সর্ব্বত্রই বিবিধ শান্তিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হউক। হে ধর্ম্মজ্ঞ! সত্বর শত শত প্রজা নিমন্ত্রণ কর; তাহারা সকলেই যেন নৈমিষারণ্যে মহাযজ্ঞ দর্শন করত হৃষ্ট-পুষ্ট ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করে। হে মহাবল! অভগ্নতণ্ডুলবাহক লক্ষ পশু, তিল, মুদ্গ, চণক, কুলত্থ, মাষ, লবণ ও তদুপযুক্ত ঘৃত ও অন্যন্য গন্ধদ্রব্য এবং শতকোটি রৌপ্য ও সুবর্ণমুদ্রা লইয়া ভরত সাবধানে সর্ব্বত্র গমন করুন। পথে বিপণি-স্থাপনার্থ বণিক্‌দল এবং নট, নর্ত্তক, পাচক ও নবযৌবনা বহুতর কামিনী ভরতের সহিত গমন করুক। সেনাগণ তাহাদের অগ্রগামী হউক; আর মহাযশস্বী ভরত অতি সাবধানে বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণাদি পৌরজন, কিঙ্করগণ ও কোষাধ্যক্ষগণ এবং আমার মাতৃবর্গ ও বধূবর্গ আমার যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা লইয়া অগ্রে গমন করুন।" রামচন্দ্রের আদেশানুসারে ভরত শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিয়া অনুযাত্রিগণের সঙ্গে মহাতেজস্বী রাজগণের জন্য মহামূল্য আবাসস্থান এবং অন্ন, পান ও বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সুগ্রীব-সহিত মহাবল বানরগণ ও দ্বিজবরগণ পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তর রাক্ষস ও স্ত্রীগণপরিবৃত বিভীষণ মহাতপা মহাত্মা ঋষিদিগের পূজা করিতে লাগিলেন। ১-২৯।

পঞ্চাধিক-শততম সর্গ।

যজ্ঞভূমিতে রামের গমন।

ভরতপূর্ব্বজ রাম যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার সত্বর পাঠাইয়া যজ্ঞার্হ লক্ষণান্বিত কৃষ্ণসার অশ্ব মোচন করিলেন এবং ঋত্বিগ্‌গণের সহিত লক্ষ্মণকে সেই অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পরে মহাবাহু কাকুৎস্থ কিঙ্কর-সৈন্য-সহ নৈমিষে গমন ও পরমাদ্ভুত যজ্ঞভূমি দর্শন করিয়া অতুল প্রীতিলাভ করিলেন এবং কহিলেন, "ইহা পরম শোভাসম্পন্ন হইয়াছে।" রাম তাঁহাদের সকলেরই অভিনন্দন করিলেন। রাজারা রাশি রাশি উপঢৌকন লইয়া আগমন করিলে বিবিধ অন্ন, পান ও বস্ত্র তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল। ভরত শত্রুঘ্নের সহিত রাজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সুগ্রীবের সহিত মহাত্মা বানরগণ প্রযত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। বিভীষণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত মিলিত ও পরম সমাহিত হইয়া তপোধন ঋষিগণের সেবা করিতে লাগিলেন। মহাবল নরশ্রেষ্ঠ রাম সানুগ মহাত্মা রাজগণের বাসের জন্য মহামূল্য গৃহাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ এইরূপ সুবিহিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হইল। লক্ষ্মণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। রাজসিংহ রাম এবংবিধ বিধানে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রামের সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞে যাবৎ যাচকেরা সন্তুষ্ট না হইল, তাবৎ তাহাদিগকে প্রদত্ত হইতে লাগিল। 'দান কর! দান কর!' এই প্রকার শব্দ ভিন্ন তৎকালে অপর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না। বাস্তবিক মহাত্মা রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে যাচকগণের সন্তোষ পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে গুড়খণ্ডাদি ও মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি প্রদান করা হইল। ফলতঃ অর্থীদিগের ওষ্ঠপুট হইতে বাক্যনিঃসরণ না হইতে হইতেই রাক্ষস ও বানরেরা তাহাদিগকে দান করিতে লাগিল, রামের সেই যজ্ঞে কেহই মলিন, দীন বা কৃশ লক্ষিত হইল না। তথায় যে সকল চিরজীবী তপোধন ঋষিগণ সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে পড়িল না যে, সেই প্রকার রাশি রাশি দান-সমন্বিত যজ্ঞ কোথাও হইয়াছে কি না। সেই যজ্ঞে সুবর্ণার্থী সুবর্ণ, বিত্তার্থী বিত্ত ও রত্নার্থী রত্ন লাভ করিল। এইরূপে সকলের সমক্ষে অনুবরত রাশি রাশি হিরণ্য, স্বর্ণ, রত্ন ও বস্ত্র প্রদত্ত হইতে লাগিল। তপোধনগণ বলিতে লাগিলেন, "আমরা পূর্ব্বে কখনও ইন্দ্রের, সোমের অথবা যমের কিংবা বরুণেরও যজ্ঞ এরূপ দেখি নাই।" রাক্ষস ও বানরগণ সর্ব্বত্রই অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ণহস্তে অকাম ব্যক্তিদিগকে রাশি রাশি ধন ও বস্ত্র দান করিতে আরম্ভ করিল। রাজসিংহ রামের ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত যজ্ঞ সংবৎসরব্যাপী হইলেও তথাপি সঞ্চিত ধনের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। ১-১৯।

করেন। এই সময়ে দেবগণ ঋষি ও চারণগণ-সংবেষ্টিত হইয়া যেখানে হরিহর দ্বন্দ্বভাবে রহিয়াছেন, সেখানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলেন। তখন শিবধনুকে শিথিল দেখিয়া দেবগণ বিষ্ণুকেই অপেক্ষাকৃত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অবধারণ করিলেন। রুদ্রদেব পরাস্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শিবধনু রাজর্ষি দেবরাতকে প্রদান করিলেন। আমার হস্তে যে বৈষ্ণব ধনু দেখিতেছ, উহা পরপুরঞ্জয়ী। ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বে ইহা মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করেন, তিনি আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। তপোবল-সমন্বিত মদীয় পিতৃদেব ঐ বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে, অধর্ম্ম-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। আমি পিতার এই অসদৃশ মরণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রকুল ধ্বংস করিয়াছি। আমি নিখিল পৃথিবী অধিকার করিয়া যজ্ঞাবসানে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে প্রদান পূর্ব্বক মহেন্দ্রাচলে অবস্থিতি করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম, তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ; সেই জন্ম তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। হে রামচন্দ্র! তুমি এক্ষণে ক্ষত্রধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া, আমার এই পৈতৃক ধনু গ্রহণ কর এবং ইহাতে শরযোজনা কর। যদি তুমি এই ধনুর্ভঙ্গে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।" ১০-২৮।

ষট সপ্ততিতম সর্গ।

জমদগ্নিনন্দন ভৃগুরামের দর্পচূর্ণ।

জামদগ্ন্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া দাশরথি মৃদু-বচনে কহিলেন, "হে রাম! আপনি পিতার বৈরিতার উদ্দেশে যে কার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। নির্যাত-প্রবৃত্তি বীরেরই ধর্ম্ম, সুতরাং আপনার কার্য্যকে সমুচিত বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, আমাকে অক্ষম বলিয়া যে অগৌরব করিলেন, এক্ষণে সেই অক্ষমের পরিচয় লউন।" তিনি এই কথা বলিয়াই ক্রোধে কম্পান্বিত হইলেন এবং ভার্গবের হস্ত হইতে সত্বর শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উহাতে গুণ-যোজনা ও শর-সন্ধান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি ব্রহ্মকুলোৎপন্ন, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের সম্পর্কে আপনি আমার পূজ্য, সেই কারণে এই প্রাণবিনাশী শর ভঙ্গ করিতে পারিতেছি না। এই শর শত্রুর শক্তি সংহার করিতে পারে; জানিও, ইহা ব্যর্থ হইবার নহে। জিজ্ঞাসা করি, ইহা দ্বারা তোমার তপস্যাসঞ্চিত লোক সমুদায়, কি আকাশ-গতি, কোন্‌টি নষ্ট করিব?" এই সময়ে দিব্যায়ুধধারী বালককে দেখিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণ একত্রিত হইয়া তথায় মিলিত হইলেন। ক্রমে গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর ও রাক্ষসগণ এই মহদ্ব্যাপার দেখিবার জন্য উপস্থিত হইল। সর্ব্বসমক্ষে পরশুরামের তেজ রামে সংক্রমিত হইল। তখন ভার্গব নির্ব্বীর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া দাশরথির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং তাঁহাকে মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আমি যখন মহর্ষি কাশ্যপকে পৃথিবী দান করি, তখন তিনি কহিয়াছিলেন, 'আমার অধিকারে তুমি আর বাস করিতে পারিবে না।' আমি তাঁহার কথাক্রমে এক রাত্রিও পৃথিবীতে বাস করি না। এক্ষণে প্রার্থনা, তুমি আমার গতিনাশ করিও না, আমি ইহারই সাহায্যে মহেন্দ্রাচলে গমন করিব। আমি তপস্যার দ্বারা যে দিব্যলোক লাভ করিয়াছি, তুমি অবিলম্বে এই শর-নিক্ষেপে তাহা সংহার কর। হে বীরাগ্রগণ্য! এই বৈষ্ণব-ধনু-ধারণে প্রতীতি হই[illegible] বিষ্ণু, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। এই সকল [illegible] তোমাকেই দর্শন করিতেছেন, তুমি ত্রিলোকনাথ. [illegible] পরাভব লজ্জার বিষয় নহে। হে সুব্রত! তুমি [illegible] সংহার কর. আমিও মহেন্দ্রাচলে গমন করি।" [illegible] লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিলেন, সুতরাং পরশুরামের [illegible] লোক বিনষ্ট হইল। তিনি সত্বরগমনে মহে[illegible] করিতে লাগিলেন। সে সময়ে দিঙ্মণ্ডল নির্ম্ম[illegible] বিমানবাসী দেবতা ও ঋষিগণ এই ব্যাপার দর্শ[illegible] করিতে লাগিলেন। মহাবীর জামদগ্ন্য সংপূ[illegible] প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১-২৪।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

পুত্র ও পুত্রবধূগণের সহিত দশরথের অ[illegible] এবং ভরতের মাতুলালয়যাত্রা।

পরশুরাম প্রস্থান করিলে পর দশরথাত্মজ [illegible] পরিত্যাগ করিয়া বরুণকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। [illegible] বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে অভিবাদন করিয়া পিতাকে [illegible]লেন, "ভৃগুরাম প্রস্থান করিয়াছেন, অতএব চতুরঙ্গি[illegible] যত্নে সংরক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক। এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে [illegible] মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। পরশুরামের গমন-বার্ত্তা[illegible] দশরথ অতি সন্তুষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, [illegible] প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তদনন্তর সৈন্যদিগের সহিত [illegible] ত্বরান্বিত হইলেন এবং রাজধানীর অনতিদূরে উপস্থি[illegible] মনোহর রাজধানী বিচিত্র পতাকায় অলঙ্কৃত ও তূর্য্যনি[illegible] প্রকম্পিত হইতেছে। রাজপথ জলসেকে সিক্ত ও [illegible] বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পুরবাসিগণ মাঙ্গল্যদ্রব্য লইয়া দণ্ডায়[illegible] লোকারণ্য। উপস্থিত হইবামাত্র পৌর ও বিপ্রগণ নৃপ[illegible] করিলেন। তিনি পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমগিরি[illegible] কান্তি আপনার বিচিত্র আবাসে গমন করিলেন। [illegible] ভোগসুখে তৃপ্ত হইয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত নানা প্র[illegible] কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ১-১০।

এ দিকে রাজমহিষী কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী [illegible] নারীগণ বধূগণকে প্রাপ্ত হইয়া পরামাপ্যায়িত হইলেন মঙ্গলাচরণ সমাধা করিয়া পট্টদুকূলধারিণী বধূদিগকে [illegible] গিয়া দেবোদ্দেশে প্রণাম ও নমস্যদিগকে নমস্কার করাই[illegible] বধূগণ অনুরূপ স্বামি-সহবাসে পরমসুখ ভোগ করি[illegible] রামচন্দ্রও ভ্রাতৃগণের সহিত কৃতদার ও ধনজনপূর্ণ হই[illegible] মনঃসংযোগ করিলেন। ১১-১৪।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, নৃপতি দশ[illegible] সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পুত্র! তোমার মা[illegible] তোমাকে কেকয়রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য এখানে অ[illegible]ছেন, অতএব তাঁহার সমভিব্যাহারে তুমি সেখানে

রাজ্যে শত্রুঘ্নসমভিব্যাহারে মাতুলরাজ্যে যাইতে তিনি গমনসময়ে পিতৃচরণ-বন্দনা, মাতৃগণের পূজা করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত প্রস্থান করিলেন। ভরত-র ভূপতি কেকয়রাজের আনন্দের সীমা রহিল না। গমন করিলে রামলক্ষ্মণ পিতৃপূজায় অধিকতর তৎ-পিতার আদেশে সমুদয় পৌর-কার্য্যের তত্ত্বাবধান । তাঁহার ব্যবহার ও কার্য্যগুণে পৌরদিগের সকল সমাহিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রমতে মাতৃগণ প্রতি যথাবিহিত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সাধন করিতে দশরথ দাশরথির ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; রামের গুণপরম্পরায় ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও দেশীয় সকল ব্যক্তিই সাতিশয় সুখী হইলেন। রামচন্দ্র সকল ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা সত্যবান্ ও যশস্বী ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে সীতাপতি সীতার সহিত নানাবিধ সুখসম্ভোগে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। রামচন্দ্র যেমন জানকী জীবন, সীতাও তদনুরূপ পতিপরায়ণা ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের রূপ-গুণের অনুরূপত্ব হেতু তাঁহাদের প্রীতির সীমা ছিল না. বিশেষতঃ রাম সীতার প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। জানকীনাথ জানকীর মনোগত ভাব ও হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। বলিতে কি, কমলাপতি কমলাকে পাইয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র মনোমুগ্ধকারিণী জনকনন্দিনীকে পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও শোভান্বিত হইলেন। ১৫-৬০।

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র।

লঙ্কাকাণ্ড।

উত্তরকাণ্ড।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ

আদি-কবির আদি-কাব্য

বাল্মীকি-রামায়ণ

(মূলের অনুবাদ)

"আদিকাব্যমিদং সর্ব্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্ ।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং গতিম্ ॥"

—রামায়ণম্ ।

[লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ।

বসুমতী-কার্য্যালয় ।

পণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত ।

কলিকাতা ;

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, বসুমতী "ইলেকট্রিক-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৩১৭